অদ্বৈতাশ্রম [illegible] গ্রন্থাবলীর নবম খণ্ড

পঞ্চদশী

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যবিরচিত।

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার [illegible]

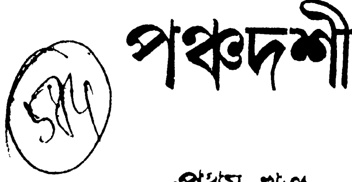
[illegible]



অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।
কাশীধাম। ৪৪ নং [illegible] অদ্বৈতাশ্রম মঠ হইতে প্রকাশিত।
প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

[মূল্য—১১৸৵০ এগার টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র

মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর নবম রত্ন।



পঞ্চদশী

প্রথম খণ্ড

("বিবেক"পঞ্চক)

মুনীশ্বরভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যবিরচিত।

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ,

অন্যান্য টীকাটিপ্পণীর সাহায্যে বিশদীকৃত।

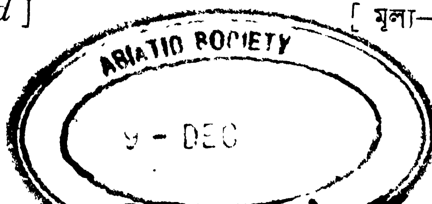
একস্ত্বং জ্ঞানদাতাহমপি চ হতধীজ্ঞানলাভে দুরাশাং
জ্ঞাত্বোপায়ং ত্বজানন্ হর সমুতদশাঃ পঞ্চ পঞ্চপ্রদীপে।
ধুন্বন্নাসং পুরস্তে রবিশশিদহনৈর্নেত্রগৈর্বার্য্যমাণো
মূকাকৃতিং তু বুদ্ধ্বা প্রতিবচনমদাঃ পঞ্চ বিঘ্নান্ ব্যপোহ্য-
বিষয়বাসনাং হত্বা মানে মেয়েঽপ্যসম্ভবম্
ভাবনাং বিপরীতাঞ্চ সাধনে চ তথা ফলে॥
পঞ্চদশী প্রদীপোঽয়ং মুনিভ্যাং জ্বালিতো যতঃ।
"বিদ্যাতীর্থমহেশ্বর"-মূর্ত্তিস্ত্বং তত্র পাবকঃ॥
(৬।২৩৬) মায়াধেনোর্হি বৎসস্ত্বমিতি মুনিবরো নাকরোত্তেভ্যসূয়াং
মায়াজাতস্য মায়ানিয়মনপটুতাং বোধয়েদন্যথা কঃ।
ক্রোড়ীকৃত্য দ্রবেত্বাং যদি জড়ধিষণঃ সানুধাবেদ্ বরাকী
হিত্বা ব্রহ্মাবৃতিত্বং,—ধ্বনতি কবিবরো—ব্রহ্মতামেতি ভক্তঃ॥

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৺কাশীধাম।, ৪৪ নং কামাখ্যালেনস্থ মগনীরাম মঠ হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

 [মূল্য—২৲ দুইটাকা



অনুবাদকের নিবেদন—

'পঞ্চদশী'র প্রথম পাঁচ অধ্যায় প্রথমখণ্ডরূপে 'বিবেকপঞ্চক' নামে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল, অন্বয়, মূলের বঙ্গানুবাদ এবং রামকৃষ্ণ-বিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত টীকায় অনুক্ত অনেক অর্থ, অচ্যুতরায় মোড়ক-বিরচিত টীকা এবং আচার্য্য পীতাম্বর পুরুষোত্তম-বিরচিত টিপ্পণী হইতে সংগ্রহ করিয়া, আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং মূলকারের গ্রন্থান্তরে প্রকটিত মতের অনুযায়ী, করিয়া সরল বাঙ্গালাভাষায় সংযোজিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ-বিরচিত টীকার অনেক দুরুক্ত অর্থ শাস্ত্রান্তর হইতে সংগৃহীত প্রমাণাদির সাহায্যে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। উক্ত টীকা-টিপ্পণীকার ও শাস্ত্রব্যাখ্যাকারদিগের নিকট অনুবাদক সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গ্রন্থকার ও টীকাকার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত প্রমাণবচনসমূহের আকর যথাসাধ্য উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিবার জন্য প্রকরণসম্বন্ধ বুঝিতে আধুনিক পাঠক একান্ত অসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া না পড়েন। যে কয়েকটি প্রমাণের আকর উল্লিখিত হয় নাই, তাহাদের অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হয় নাই। সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চলিবে।

কাগজের মূল্য অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হওয়ায় দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থাৎ "দীপপঞ্চকের" মুদ্রাঙ্কনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে। যাহাতে যথাসম্ভব স্বল্প-মূল্যে গ্রন্থখানি গ্রাহকগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হইতেছে না। ইতি—

মহাষ্টমী
১১ই আশ্বিন সন ১৩৪৮।
মগনীরাম মঠ, কাশী।

অনুবাদক—
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কল্পে অর্থানুকূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাং শুঁড়ো কলিকাতা—৩০৲
„ রায়সাহেব সত্যেন্দ্রনাথ নন্দী—সাং রাণাঘাট—২৫৲
„ বাবু পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (অবসরপ্রাপ্ত) ভাইস্ প্রিন্সিপাল
হুগলী কলেজ—৫৲

সরলা প্রেস, বাঁশফাটক, বেনারস সিটি হইতে শ্রীপরেশনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

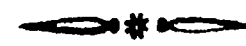
শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২৮	প্রাচীন বলিয়া	প্রাচীন সিদ্ধান্ত বা বেদোক্তি বলিয়া
৫	১৯	প্রতি সম্বন্ধ	সহিত সম্বন্ধ
১৬	নিম্নে বাম কোণে (ঙ)	অংশ পাঁচটি	অংশ হইতে পাঁচটি
৩১	ফুটনোটে	(গ)পরিশিষ্ট	(থ) পরিশিষ্ট
৪১	২০	তাদাত্ম্য ন্যায়মতে	তাদাত্ম্য, ন্যায়মতে
৭১	২১ (২ স্থলে)	মাণ্ডুক্য,	মাণ্ডূক্য
	২৭	"	"
৭২	৫, ৭	(স্পর্শ)	"স্পর্শ"
৮৭	২২	স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষকেই তাদাত্ম্য বলে ;	তাদাত্ম্য স্বরূপ-সম্বন্ধ বিশেষ ;
৯৯	১৬	অর্থাৎ একটা-কিছু-রূপতা	অর্থাৎ এই-একটা-কিছু-রূপতা
১০১	২৪	কল্পিত।	কল্পিত ;
১১৫	৮ (চ)	অনাদরেব	অনাদরে
১৩৩	১৮	বিজ্ঞাতারম	বিজ্ঞাতারম্
১৩৪	২৪	বিদিতাবিদিতভ্যাম	বিদিতাবিদিতাভ্যাম্
১৪৭	২১	হেতদ্বহ্ম	হেতদ্ব্রহ্ম
১৫৮	১৪	সামান্য রূপ	সামান্যরূপ
১৬৪	১৪	জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাম্	জ্ঞানকর্ম্মভ্যাম্
১৭০	ফুটনোট	পুণাসংস্করণ স্বরাজ্য সিদ্ধিতে খুজিয়া পাওয়া গেল না ; (ব্রহ্মসিদ্ধি ও ব্রহ্ম-সূত্রবৃত্তি গ্রন্থদ্বয়ে	(পুণাসংস্করণ) 'স্বারাজ্যসিদ্ধি' ও 'ব্রহ্মসিদ্ধিতে' খুঁজিয়া পাওয়া গেল না ; ('ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থ
২০১	৪	ছান্দোগ্যোপনিসগত	ছান্দোগ্যোপনিষদগত
২০৩	১২	ওঁকার	ওঙ্কার
২১৬	১১	মিতাদৃশঃ	মিতীদৃশঃ

পঞ্চদশী

বিষয়বিশ্লেষণ সূচী।

প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক



দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চভূতবিবেক।

পঞ্চম অধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক।

পঞ্চদশী

(বিবেকপঞ্চক - 'তৎ'পদার্থশোধন)।

প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
প্রত্যক্‌তত্ত্ববিবেকস্য ক্রিয়তে পদদীপিকা॥

সন্ন্যাসিগণের আচার্য্য শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য - উভয়কেই প্রণাম করিয়া, প্রত্যক্-তত্ত্ববিবেক (নামক পঞ্চদশীর প্রথম-) প্রকরণের পদদীপিকানাম্নী টীকা, আমি (রামকৃষ্ণ) রচনা করিতেছি।

গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ

গ্রন্থকর্ত্তা মুনীশ্বর শ্রীবিদ্যারণ্য, যে পঞ্চদশী গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয় এবং জিজ্ঞাসুসমাজে প্রচারলাভ করিতে পারে, এই উভয় প্রয়োজনে, শিষ্টগণের আচরণ হইতে প্রাপ্ত, ইষ্টদেবতাগুরুনমস্কাররূপ মঙ্গলের আচরণ, স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া, শিষ্যগণের প্রতি সেইরূপ অনুষ্ঠান উপদেশ করিবার জন্য, শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিতেছেন এবং এই শ্লোকের অর্থদ্বারা এই বেদান্ত-প্রকরণ-গ্রন্থের বিষয় ও প্রয়োজন সূচনা করিতেছেন।

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে।
সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে॥ ১

অন্বয়—সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে নমঃ।

অনুবাদ—শ্রীশঙ্করানন্দগুরুদেবের চরণযুগলরূপ কমলে আমার প্রণতি হউক; কারণ, সেই চরণকমল, মূলাজ্ঞানরূপ হিংস্র জলজন্তুর এবং তাহার সহিত সেই মূলাজ্ঞানের কার্য্যের—সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চসমূহের, একমাত্র বিনাশক।

টীকা—"শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে" —'শম্' শব্দের অর্থ সুখ, তাহাই যিনি করেন, তিনি 'শঙ্কর'—সকল জগতের আনন্দকর পরমাত্মা। [এষ হ্যেবানন্দয়াতি ইতি -তৈত্তি, উ ২।৭।২] 'যেহেতু এই পরমাত্মা সমস্ত সংসারকে স্বধর্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করেন' এই শ্রুতিবচন হইতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া, পরমানন্দস্বরূপ প্রত্যক্-আত্মাই (জীবাত্মাই), 'আনন্দ' শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। আর যিনিই শঙ্কর, তিনিই আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মই প্রত্যগাত্মা। এইরূপে প্রত্যক্-আত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাই "শঙ্করানন্দ" পদের অর্থ। সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মই গুরু। যেহেতু আগমবচন (সময়বলে অর্থাৎ প্রাচীন বলিয়া সম্যক্‌রূপে পরোক্ষানুভবের সাধক বচন) রহিয়াছে—

"পরিপক্কমলা যে তানুৎসাদনহেতুশক্তিপাতেন। যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষয়াচার্য্যমূর্ত্তিস্থঃ" ॥ 'যাঁহাদের দ্বেষ, আসক্তি প্রভৃতি চিত্তমল বিদগ্ধ হইয়াছে, সেই সকল অধিকারীকে, অজ্ঞানাদি প্রতিবন্ধকনাশের উপায়স্বরূপ শক্তিপাত করিয়া, যিনি প্রত্যক্-অভিন্ন অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপভূত পরমাত্মার উপলব্ধিতে নিয়োজিত করেন, সেই প্রত্যক্-অভিন্ন পরমাত্মাই দীক্ষার নিমিত্ত আচার্য্য মূর্ত্তিতে অবস্থিত।' সেই শ্রীমান্ শঙ্করানন্দগুরু—'শ্রীশঙ্করানন্দগুরু'। গন্ধবান্ দ্বিপকে বা হস্তীকে যেরূপ গন্ধদ্বিপ বলা হয়, এ স্থলেও সেইরূপ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। 'শ্রী'শব্দ দ্বারা গুরু যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন তাহাই সূচিত হইল। অথবা 'শ্রী' দ্বারা যিনি 'শম্' সুখ (বিধান) করেন, তিনি "শ্রীশঙ্কর," এইরূপেও সমাস হইতে পারে ; কেননা শ্রুতিবচন রহিয়াছে—[রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্ বৃহদা, উ ৩।৯।২৮] (রাতিঃ, রাতেঃ-ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা, ধনস্য ইত্যর্থঃ, ধনস্য দাতুঃ কর্ম্মকৃতো যজমানস্য পরমমনং পরাগতিঃ কর্ম্মফলস্য প্রদাতৃত্বাৎ) ধনদাতা কর্ম্মীর পরমাশ্রয়ভূত ব্রহ্মই (ফললাভে মূলকারণ, কেননা তিনিই কর্ম্মফলপ্রদাতা)। ইহার দ্বারা শ্রীগুরু যে ভক্তের ইষ্ট-সাধনে সমর্থ, তাহাই সূচিত হইল। সেই গুরুর 'পাদ'স্বরূপ যে 'অব্জন্ম' বা কমল, তাহার প্রতি আমার "নমঃ" প্রণতি বা নম্রভাব হউক। সেই চরণকমল কি প্রকার ? এই হেতু বলিতেছেনঃ—"সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে" 'বিলাস'—সমষ্টি-ব্যষ্টি, স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপ কার্য্যসমূহ, তাহার সহিত যে 'মহামোহ' বা মূলাজ্ঞান, তাহাই মকরাদির ন্যায় আপনার বশীভূত জন্তুর অতিশয় দুঃখের হেতু ; সেই কারণে তাহা 'গ্রাহ' বা মকর, তাহার 'গ্রাস'—গলাধঃকরণ বা নিবৃত্তিই, 'এক' মুখ্য, 'কর্ম্ম' ব্যাপার, যাহার—সেই চরণকমলকে নমস্কার। ইহাই অর্থ। এস্থলে 'শঙ্করানন্দ' এই কৃতসমাস পদে যে শঙ্কর ও আনন্দ এই দুই পদের সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে অর্থাৎ ভিন্নার্থক উক্ত শব্দদ্বয়ের একার্থবোধকতাশক্তি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা জীবব্রহ্মের একতারূপ (গ্রন্থপ্রতিপাদ্য) 'বিষয়' সূচিত হইল। আর জীব ভূমব্রহ্মরূপ বলিয়া—দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ বলিয়া, পরিপূর্ণ সুখের আবির্ভাবরূপ 'প্রয়োজন'ও সূচিত হইল। আর 'সবিলাস' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ অনর্থের বা কার্য্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ 'প্রয়োজন', গ্রন্থকার আপনার বচন দ্বারাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ১

গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা

এক্ষণে গ্রন্থের অবান্তর প্রয়োজন বর্ণনপূর্ব্বক গ্রন্থের আরম্ভ করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেনঃ—

তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্।
সুখবোধায় তত্ত্বস্য বিবেকোঽয়ং বিধীয়তে ॥ ২

অন্বয়—তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্ সুখবোধায় অয়ম্ তত্ত্বস্য বিবেকঃ বিধীয়তে।

অনুবাদ—গুরুর চরণকমলযুগল সেবা করিয়া যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা যাহাতে অনায়াসে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, এই হেতু এই তত্ত্ববিচার করা যাইতেছে।

টীকা—"তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্"—সেই গুরুর চরণদ্বয়রূপ যে কমলযুগল, তাহার স্তুতিনমস্কারাদিরূপ পরিচর্য্যাদ্বারা, যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল অর্থাৎ আসক্তি-প্রভৃতি-রহিত হইয়াছে,

সেই অধিকারিগণের, "সুখবোধায়"—যাহাতে অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, সেই জন্য, "অয়ম্"—নিম্নবর্ণিতপ্রকার, "তত্ত্বস্য বিবেকঃ"—তত্ত্বের অর্থাৎ যাহার স্বরূপ অকল্পিত, সেই মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থের—প্রত্যক্-অভিন্ন ব্রহ্মের—যাহা অগ্রে (৪৬ সংখ্যক শ্লোকে) "অখণ্ডসচ্চিদানন্দ"-রূপে বর্ণিত হইবে, তাহার, 'বিবেক'—কল্পিত পঞ্চকোশরূপ জগৎ হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্করণ, "বিধীয়তে" করা যাইতেছে। ইহাই শ্লোকের অর্থ।২

যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

১। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ সম্বিৎ (এক ও) অভিন্ন, শব্দাদি বিষয় (বহু ও) ভিন্ন।

জীবব্রহ্মের একতাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য জীব যে "সত্য-জ্ঞান-অনন্ত," ইত্যাদিরূপ, তাহাই দেখাইবার ইচ্ছা করিয়া, গ্রন্থকার তৃতীয় শ্লোকদ্বারা প্রথমে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদন করিয়া, সেই জ্ঞানের নিত্যতা প্রমাণ করিতেছেন—"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা। সেই তিন অবস্থার মধ্যে স্পষ্টব্যবহারবিশিষ্ট জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই সপ্রমাণ করিতেছেন ঃ—

(ক) জাগ্রদবস্থায় শব্দাদি-বিষয়সমূহ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু বিষয়াদি হইতে পৃথক্ সম্বিৎ অভিন্ন।

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে॥ ৩

অন্বয়—জাগরে বেদ্যাঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ বৈচিত্র্যাৎ পৃথক্। ততঃ বিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐকরূপ্যাৎ ন ভিদ্যতে।

অনুবাদ—জাগ্রদবস্থায় শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞেয় বস্তুসকল পরস্পর ভিন্ন ; তাহা তৎসমুদয়ের বিচিত্রতা দ্বারাই প্রমাণিত হয় ; কিন্তু তদ্বিষয়ক সম্বিৎ বা জ্ঞানকে, বুদ্ধি দ্বারা সেই সেই বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, দেখা যায়, তাহা জ্ঞানমাত্র অর্থাৎ একই প্রকারের জ্ঞান ; এই হেতু তাহাতে ভেদ নাই।

টীকা—"জাগরে বেদ্যাঃ"—'পঞ্চীকরণ বার্ত্তিকে' সুরেশ্বরাচার্য্য জাগ্রদবস্থার লক্ষণ করিয়াছেন—'ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতম্' শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের প্রতীতিকে জাগরিতাবস্থা বলে। সেই প্রকার অবস্থায় সম্বিতের বিষয়ীভূত অর্থাৎ জ্ঞেয়, "শব্দস্পর্শাদয়ঃ"—শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি যাহারা আকাশাদির গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই সকল গুণের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধ আকাশাদি দ্রব্য, "বৈচিত্র্যাৎ"—গো, অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় বিলক্ষণধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া "পৃথক্"—পরস্পর ভিন্ন। "ততঃ বিভক্তা" আর সেই সেই বিষয় হইতে বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া পৃথক্ করিলে, "তৎসম্বিৎ"—সেই শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞান, শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদিতে জ্ঞান, জ্ঞান—এইরূপে "ঐকরূপ্যাৎ ন ভিদ্যতে"—একই আকারে ভাসমান হয় বলিয়া, পরস্পর ভিন্ন নহে ; যেমন আকাশ (ঘটাকাশ, মঠাকাশ, কূপাকাশ ইত্যাদি স্থলে) একই। এই স্থলে এই 'অনুমান' আছে—বিবাদের বিষয়

যে সম্বিৎ—(পক্ষ), তাহা স্বরূপতঃ ভেদরহিত—(সাধ্য), যেহেতু উপাধির গ্রহণ বিনা ভেদের প্রতীতি হয় না—(হেতু), যেমন আকাশ (উদাহরণ)। এইরূপে শব্দের জ্ঞান স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু (উভয়ই) সম্বিৎ বা জ্ঞানরূপ; যেমন স্পর্শসম্বিৎ (অর্থাৎ স্পর্শের জ্ঞান), জ্ঞান বলিয়া (অন্য) স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ। যেমন একই আকাশে, ঘট, মঠ প্রভৃতি উপাধিকৃত ভেদবশতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হয়, সেইরূপ একই জ্ঞানে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি উপাধিবশতঃ শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হইলেও, বাস্তবভেদের কল্পনা করিলে গৌরবদোষজনিত * বাধা ঘটে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩

আবিষ্কৃত নিয়ম স্বপ্নে অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া জানাইতেছেন :—

(খ) জাগ্রদবস্থার ও স্বপ্নাবস্থার পার্থক্য। সম্বিৎ উভয় অবস্থাতেই একরূপ।

তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সম্বিদেকরূপা ন ভিদ্যতে॥ ৪

অন্বয়—তথা স্বপ্নে। অত্র বেদ্যম্ ন স্থিরম্, জাগরে তু স্থিরম্, অতঃ তদ্ভেদঃ। তয়োঃ সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে।

অনুবাদ—স্বপ্নেও সেই প্রকার। এই স্বপ্নে, পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ স্থির থাকে না, জাগ্রদবস্থায় কিন্তু তাহারা স্থির থাকে। এই কারণে তদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ। কিন্তু তদুভয়ে সম্বিৎ একইরূপ, তাহা ভিন্ন নহে।

টীকা—"তথা স্বপ্নে"—যেমন জাগ্রদবস্থায় বিষয়সমূহের বিচিত্রতাবশতঃ পরস্পর ভেদ, এবং সম্বিৎ একইরূপে থাকে বলিয়া তাহার অভেদ দৃষ্ট হয়, "তথা" ঠিক সেই প্রকারেই, "স্বপ্নে"—'পঞ্চীকরণ বার্ত্তিকে' সুরেশ্বরাচার্য্য স্বপ্নাবস্থার যে লক্ষণ করিয়াছেন—'করণেষু পসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ'—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় (নিদ্রাভিভূত হইয়া) বাহ্যবস্তুর অভিমুখে গমনে বিরত হইলে, জাগ্রৎকালীন সংস্কারজনিত (বাসনাময়) শব্দাদি বিষয় ও তাহাদের প্রতীতিকে স্বপ্নাবস্থা বলে; সেই স্বপ্নাবস্থাতেও বিষয়সমূহ ভিন্ন, কিন্তু সম্বিৎ ভিন্ন নহে।

(শঙ্কা) ভাল, যদি উভয় স্থলেই বিষয়সমূহের ভেদহেতু এবং জ্ঞানের অভেদহেতু, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ একাকার হয় তবে, ইহা স্বপ্ন, ইহা জাগ্রৎ, এইরূপ ভেদব্যবহার কি কারণে হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"অত্র"—এই স্বপ্নে, "বেদ্যম্"—পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ, "ন স্থিরম্"—স্থায়ী নহে, কেননা তৎসমূহ ব্যক্তিগত প্রতীতি দ্বারা নির্ম্মিত। "জাগরে তু স্থিরম্"—জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ কিন্তু স্থায়ী, কেননা সময়ান্তরে (দুই এক বৎসর পরেও অথবা অন্য জাগ্রদবস্থায়) তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। "অতঃ তদ্ভেদঃ"—এই হেতু অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ের স্থায়িতা ও অস্থায়িতাহেতু বৈলক্ষণ্যবশতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের পরস্পর ভেদ। (শঙ্কা) ভাল, স্বপ্ন ও জাগরণের যদি এইরূপ পরস্পর ভেদ রহিল, তবে তদুভয়ের সম্বিতেরও ভেদ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"তয়োঃ সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে"—স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই

* যে স্থলে অল্প মানিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সে স্থলে ততোধিক মানিলে গৌরবদোষ হয়, যেমন এক পয়সা মূল্যের বস্তু এক আনায় খরিদ করা দোষ, সেইরূপ।

উভয় অবস্থায় সম্বিতের (জ্ঞানের) পরস্পর ভেদ নাই, কেননা উভয় অবস্থায় জ্ঞান একইরূপ। 'একরূপা' এই শব্দটি হেতুগর্ভ বিশেষণ, অর্থাৎ ইহা দ্বারা হেতু সূচিত হইতেছে। ৪।

এইরূপে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় জ্ঞানের একতা সিদ্ধ করিয়া সুষুপ্তিকালের জ্ঞানের ও জাগ্রৎস্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত একতাসাধন করিবার জন্য, সুষুপ্তিতে যে সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান থাকে—তাহার বিলোপ হয় না, তাহাই প্রথমে সিদ্ধ করিতেছেন :—

(গ) সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের বিদ্যমানতা।

সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ ॥ ৫

অন্বয়—সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধঃ স্মৃতিঃ ভবেৎ। সা চ অববুদ্ধবিষয়া; তৎ তমঃ তদা অববুদ্ধম্।

অনুবাদ—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের বোধ জন্মে, তাহা স্মৃতিরূপ। (পূর্ব্বে) অনুভূত বিষয়েরই (পশ্চাৎ) স্মৃতি হইয়া থাকে। সেই হেতু সুষুপ্তিতে, সেই অজ্ঞান অনুভূত হয়।

টীকা—"সুপ্তোত্থিতস্য"—প্রথমে সুপ্ত, পরে উত্থিত এইরূপে (স্নাতানুলিপ্তবৎ) সমাস ভাঙ্গিতে হইবে অথবা সুপ্ত হইতে অর্থাৎ সুষুপ্তি হইতে উত্থিত, এইরূপেও (পঞ্চমীতৎপুরুষ) সমাস ধরা যাইতে পারে; সেই সুপ্তোত্থিত পুরুষের, "সৌষুপ্ততমোবোধঃ"—সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের যে জ্ঞান,—অর্থাৎ তখন কিছুই জানিতেছিলাম না—এইরূপ যে জ্ঞান, "স্মৃতিঃ ভবেৎ"—তাহা স্মৃতিরূপই হইতে পারে, অনুভবরূপ হইতে পারে না, যেহেতু অনুভবের কারণ যে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি সম্বন্ধ, 'ব্যাপ্তিলিঙ্গ' প্রভৃতি তাহাতে নাই অর্থাৎ সুপ্তোত্থিত পুরুষের যে অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা সেই অজ্ঞানের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটে না; তাহাকে অনুমানজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা ধূমরূপ লিঙ্গের জ্ঞান দ্বারা যেমন অগ্নির ধূমে অবিনাভাব সম্বন্ধহেতু—অগ্নি বিনা ধূম হয় না বলিয়া—অগ্নিরূপ 'সাধ্যে'র জ্ঞান হয়; এস্থলে সেইরূপ কোনও লিঙ্গের জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না। তাহাকে উপমানজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা কোন সাদৃশ্যজ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে শাব্দজ্ঞান বলিতে পার না কেননা, বর্ণের—অক্ষরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও শব্দের জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে অর্থাপত্তিজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা কোনও উপপাদ্যের জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের জ্ঞানের ন্যায় সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না এবং তাহা অভাবজ্ঞান নহে, কেননা অভাবজ্ঞানের সামগ্রী অপ্রতীতি তাহাতে নাই। এই ছয় প্রমাণজনিত জ্ঞানই অনুভবজ্ঞান; তদতিরিক্ত বলিয়া, এই সুপ্তোত্থিতের অজ্ঞানজ্ঞান স্মৃতিরূপ।

(শঙ্কা) ভাল, তাহা দ্বারা কি সিদ্ধ হইল? সেইরূপ আশঙ্কার সমাধানহেতু বলিতেছেন—"সা চ অববুদ্ধবিষয়া"—সেই স্মৃতি পূর্ব্বে সুষুপ্তিকালে অববুদ্ধ অর্থাৎ যাহার অনুভব হইয়া গিয়াছে সেইরূপ, বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে; এই হেতু স্মৃতি 'অববুদ্ধ-বিষয়া,' কেননা, সংসারে সকল স্মৃতিই অনুভবপূর্ব্বক হইয়া থাকে—এইরূপ ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। (শঙ্কা)

ভাল, তাহা ঠিক হইলেও, কি পাওয়া গেল ? এই হেতু বলিতেছেন—"তৎ তমঃ তদা অববুদ্ধম্"—সেই কারণে অর্থাৎ যেহেতু অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হইয়া থাকে, সেই হেতু সেই সুষুপ্তিকালীন তমঃ (অজ্ঞান) সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। এস্থলে এই 'অনুমান' রহিয়াছে—'সুষুপ্তিকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না' এইরূপ যে অজ্ঞানের জ্ঞান, জাগ্রৎকালে হইয়া থাকে, এবং যাহাকে লইয়া এই বিবাদ বা সন্দেহ—(পক্ষ) ; তাহা অনুভবপূর্ব্বকই হইতে পারে,—(সাধ্য) ; যেহেতু তাহা স্মৃতি—(হেতু) ; যাহা যাহা স্মৃতি, তাহা তাহা অনুভবপূর্ব্বকই হইয়া থাকে—(ব্যাপ্তি)। অন্যদেশে অবস্থিত পুত্রের—সেই আমার মাতা—এইরূপ স্মৃতির ন্যায়—(উদাহরণ)। ৫

সেই অনুভব, আপনার বিষয়—অজ্ঞান হইতে ভিন্ন, কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্নের বোধ-জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। ইহাই পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

(৬) সেই জ্ঞান (অজ্ঞান-রূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, অপর দুই অবস্থার জ্ঞান হইতে অভিন্ন।
(৭) সেই প্রকারে এক-দিনের অবস্থাত্রয়ের সম্বিতের ন্যায় নানাদিনের এবং অতীতানাগত যুগ-কল্পের সম্বিৎ এক, নিত্য এবং স্বয়ংপ্রকাশ।

স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিত্তদ্বদ্দিনান্তরে ॥ ৬

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥ ৭

অন্বয় সঃ বোধঃ বিষয়াৎ ভিন্নঃ ; বোধাৎ ন, স্বপ্নবোধবৎ। এবম্ স্থানত্রয়ে অপি সম্বিৎ একা (এব) ; তদ্বৎ দিনান্তরে। অনেকধা গতাগম্যেষু মাসাব্দযুগকল্পেষু সম্বিৎ একা, ন উদেতি, ন অস্তম্ এতি, এষা স্বয়ংপ্রভা।

অনুবাদ—সেই বোধ—সুষুপ্তিকালের অজ্ঞানানুভব, আপন (অজ্ঞানরূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন স্বপ্নাবস্থার বোধ, বোধ হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে জ্ঞান একই। একদিনের তিন অবস্থার ন্যায় অন্য দিনেও জ্ঞানের ভেদ নাই। বিবিধপ্রকারে অতীত ও আগামী মাস, বর্ষ, যুগ ও কল্পেও জ্ঞান একই ; তাহার উদয় নাই, অস্ত নাই। সেই জ্ঞান স্বপ্রকাশ।

টীকা—"সঃ বোধঃ"—সেই সুষুপ্তিকালের অনুভবজ্ঞান, "বিষয়াৎ ভিন্নঃ"—অজ্ঞানরূপ বিষয় হইতে অবশ্যই পৃথক্, যেহেতু তাহা বোধ, যেমন ঘটের বোধ (ঘট হইতে পৃথক্)। "বোধাৎ ন, স্বপ্নবোধবৎ"—আর সেই বোধ জাগ্রৎস্বপ্নের বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু তাহা বোধ; স্বপ্নের বোধের ন্যায় ; (স্বপ্নের বোধ যেমন জাগ্রতের বোধ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ।)

এইরূপে যে অর্থটি সিদ্ধ হইল, তাহারই উল্লেখ করিয়া সেই ন্যায়টিকে—সিদ্ধ অর্থকে অন্য দিবসাদি সম্বন্ধেও অতিদেশ করিতেছেন,—প্রয়োজ্য বলিয়া দেখাইতেছেন—"এবং স্থানত্রয়ে অপি

একা" (এব)—এইরূপে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে সম্বিৎ একই। (মূলের পাঠ 'একা এব' এইরূপ না থাকিলেও, টীকাকার 'এব' শব্দ উহ্য করিয়া অর্থ করিয়াছেন। তাহার সমর্থন জন্য বলিতেছেন—কেননা একটি 'ন্যায়' আছে যে, সকল বাক্যই নিশ্চয়যুক্ত, সুতরাং নিশ্চয়ার্থ 'এব' শব্দের গ্রহণে দোষ নাই। এইরূপ 'ন্যায়' না মানিলে, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিবার জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা যাইবে, তাহা অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে)। "তদ্বৎ দিনান্তরে"—যেমন একদিনে জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই জ্ঞান এক, সেইরূপ অন্যদিনেও জ্ঞান এক। "অনেকধা গতাগম্যেষু মাসাব্দযুগকল্পেষু"—অনেক প্রকারে অতীত ও ভবিষ্যৎ, চৈত্রাদি মাসে, 'প্রভব' প্রভৃতি সম্বৎসরে, সত্যত্রেতাদিযুগে, 'ব্রাহ্ম', 'বারাহ' প্রভৃতি কল্পে, "সম্বিৎ একা" জ্ঞান অভিন্ন, ইহাই অর্থ। সম্বিতের একতা সিদ্ধ করিবার জন্য বলিতেছেন—"ন উদেতি, ন অস্তম্ এতি"—যেহেতু সম্বিৎ একই, এই হেতু ইহা উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না, কেননা সাক্ষিহীন উৎপত্তি ও বিনাশ দুইটিই অসিদ্ধ অর্থাৎ 'উৎপত্তি' বলিতে প্রাগভাবের অন্ত্যক্ষণকে ও 'বিনাশ' বলিতে প্রধ্বংসাভাবের প্রথম ক্ষণকে বুঝায় বলিয়া, কেহই আপনার জন্ম ও নাশকে দেখিতে সমর্থ নহে। দীপ যেমন কেবল আপনার সমানকালীন বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সম্বিৎও ঠিক সেইরূপ। সম্বিতের স্থিতিকালে প্রাগভাব উপস্থিত নাই, এবং প্রধ্বংসাভাবও হয় নাই, সুতরাং উভয়ের যথাক্রমে অন্তিমক্ষণরূপ জন্মকে ও প্রথমক্ষণরূপ বিনাশকে, সম্বিৎ জানিতে সমর্থ হয় না। সম্বিৎ আপনার উৎপত্তি-বিনাশকে আপনার দ্বারা ধরিতে অসমর্থ বলিয়া এবং অন্য সম্বিৎ নাই বলিয়া, সম্বিতের উৎপত্তি-বিনাশ সাক্ষিহীন। সাক্ষী না থাকাতে সম্বিতের উৎপত্তি বিনাশ অসিদ্ধ; ইহাই অভিপ্রায়।

(শঙ্কা) ভাল, যখন অন্য সম্বিৎ নাই, তখন জ্ঞাতা হইবার যোগ্য সাক্ষীর অভাব হেতু, এই সম্বিৎও প্রতীত হইবে না; তাহা হইলে, জগৎসম্বন্ধে অন্ধতা বা অপ্রতীতি হওয়াই সম্ভব অর্থাৎ জগৎ প্রকাশিতই হইতে পারে না। এই হেতু বলিতেছেন—"এষা স্বয়ংপ্রভা"—এই সম্বিৎ স্বপ্রকাশরূপ অর্থাৎ আপনার প্রকাশের জন্য প্রকাশান্তরের অপেক্ষারহিত বা অবেদ্য হইয়াও অপরোক্ষ বা আপনার সত্তার দ্বারাই সংশয়াদিরহিত। এ স্থলে যে 'অনুমান' হইয়াছে, তাহা এইরূপ—সম্বিৎ স্বয়ংপ্রকাশ, যেহেতু জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ, যেমন ঘট। এইটি ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। এই হেতুটি (অবেদ্যতারূপ) বিশেষণের অসিদ্ধিবিশিষ্ট নহে। কেননা যদি বলা যায় সম্বিৎ আপনিই আপনাকে জানিতে সমর্থ, তাহা হইলে, একই সম্বিৎকে কর্তা ও কর্ম উভয়ই হইতে হয়; তাহা বিরুদ্ধ বলিয়া হইতে পারে না; আর যদি বলা যায়, সম্বিৎ অপর সম্বিৎ দ্বারা বেদ্য, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হয়; সেই কারণে হেতুর বিশেষণ সিদ্ধ। এই হেতু স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান সম্বিতের সমস্ত অনাত্ম বস্তুর প্রকাশকতা সম্ভব বলিয়া জগতের অপ্রতীতির সম্ভাবনা ঘটিতে পারে না। ৭

এই প্রকারে প্রতিপাদিত হইল, যে নিত্য ও স্বয়ং-প্রকাশ সম্বিৎ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে—এক ও অভিন্ন এবং তাহা বিষয় হইতে ভিন্ন।

২। সেই সম্বিৎই আত্মা—আত্মা পরমানন্দস্বরূপ।

ভাল মানিলাম সম্বিৎ এই প্রকারে নিত্য ও স্বপ্রকাশ। তদ্দ্বারা কি সিদ্ধ হইল? এই হেতু বলিতেছেন:—

(ক) পরমপ্রেমের আস্পদ বলিয়া সেই সম্বিদ্রূপ আত্মা পরমানন্দস্বরূপ।

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে॥ ৮

অন্বয়—ইয়ম্ আত্মা পরানন্দঃ, যতঃ পরপ্রেমাস্পদম্। হি (যতঃ) আত্মনি 'মা ভূবং ন, ভূয়াসম্' ইতি প্রেম ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ—এই সম্বিৎই আত্মা এবং আত্মা পরমানন্দস্বরূপ, কেননা ইনিই পরম প্রেমের আধার, যেহেতু দেখা যায়, 'আমি যেন না থাকি' (এইরূপ ইচ্ছা কাহারও হয় না, বরং) 'আমি যেন (চিরদিনই) থাকি' এইরূপ ইচ্ছা সকলেরই হয়। 'আত্মা'-সম্বন্ধে এইরূপ প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—এস্থলে 'অনুমানটি' এইরূপ হইয়াছে—এই সম্বিৎই আত্মা হইতে পারে। যেহেতু ইহা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিনাশহীনতাহেতু জন্মহীন হইয়া স্বপ্রকাশ। যাহা এইরূপ (আত্মা) নহে তাহা এইরূপ নিত্য হইয়া স্বপ্রকাশও নহে। যেমন ঘট আত্মা নহে (ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত, এই হেতু নিত্য স্বপ্রকাশরূপও নহে। সেই হেতু তাহা সম্বিৎ নহে)। আত্মার নিত্য সম্বিদ্রূপতা সিদ্ধ হওয়াতে, সত্যতাও সিদ্ধ হইল, কেননা নিত্যতা হইতে ভিন্ন সত্যতা নাই, যেহেতু বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—'নিত্যতারূপ যে সত্যতা, তাহাই যে বস্তুর আছে, সেই বস্তুই "নিত্য" ও "সত্য"।' "ত্রিকালাবাধ্যত্বং সত্যত্বম্," "প্রমিতিবিষয়ত্বং বা"—কালত্রয়দ্বারা যাহা বাধিত হয় না তাহা সত্য, অথবা যাহা প্রমাজ্ঞানের বিষয় তাহা সত্য। "উৎপত্তিবিনাশরাহিত্যং নিত্যত্বম্", "ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বং বা" যাহা উৎপত্তিবিনাশরহিত তাহা নিত্য, অথবা যাহা ধ্বংসরূপ অভাবের প্রতিযোগী হয় না, তাহা নিত্য। যাহার অভাব সূচিত হয়—তাহাকে প্রতিযোগী বলে। (এইরূপে নিত্যতার সিদ্ধিদ্বারা সত্যতাসিদ্ধি হইল)। ইহাই অভিপ্রায়। আত্মার আনন্দরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন—"পরানন্দঃ"—ইহার পূর্বে পূর্বোক্ত 'আত্মা' শব্দটি বসাইয়া অর্থ করিতে হইবে। সেই সম্বিদ্রূপ আত্মা 'পরঃ আনন্দঃ', নিরতিশয় সুখরূপ (সেই অর্থাৎ সর্বান্তরপ্রকাশক সাক্ষী)। তাহার হেতু এই—"যতঃ পরপ্রেমাস্পদম্"—যেহেতু আত্মা পরম প্রেমের আস্পদ, পুত্র-ধন-দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিবর্জিত হইলে, আত্মাই সর্বাধিক প্রীতির বিষয়রূপে অনুভূত হন, এই হেতু "পরানন্দঃ" (পঞ্চদশী ১১শ অধ্যায় ১২৭ শ্লোক হইতে ১২শ অধ্যায় ৩১ শ্লোক পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)। এস্থলে এইরূপ 'অনুমান'—আত্মা হইতেছেন পরানন্দরূপ, যেহেতু পরম প্রেমের বিষয়। যাহা পরানন্দরূপ নহে, তাহা পরম প্রেমের বিষয়ও নহে, যেমন ঘট। সেইরূপ এই আত্মা পরম প্রেমের আস্পদ নহে—এরূপ নহে, সেই হেতু পরানন্দরূপ নহে—এরূপ নয়, কিন্তু পরানন্দরূপই। (শঙ্কা) ভাল, লোকে বলে 'আমাকে ধিক্;' এইরূপে আপনার সম্বন্ধে অর্থাৎ 'আত্মা'-সম্বন্ধে দ্বেষ প্রতীত হয়; সেইহেতু আত্মাকে যে প্রেমাস্পদ বলা হইতেছে, তাহা অসিদ্ধ। তাহা হইলে আত্মা কি প্রকারে পরমপ্রেমের বিষয় হইতে পারেন?

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, এই বলিয়া ইহার পরিহার করিতেছেন যে আত্মায় সেই দ্বেষ দুঃখের সহিত সম্বন্ধরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আত্মা স্বভাবতঃ দুঃখ-সম্বন্ধ-বিবর্জিত হইলেও, দুঃখ-সম্বন্ধযুক্ত দেহাদি উপাধির যোগে আত্মার দুঃখ-সম্বন্ধ প্রতীত হয়, সেই দুঃখহেতু দেহাদি উপাধিই

দ্বেষের বিষয় হয় এবং দেহাদির অধ্যাসবশতঃ আত্মাও দ্বেষের বিষয় বলিয়া প্রতীত হন, আত্মা স্বরূপতঃ দ্বেষের বিষয় হন না। মণিমন্ত্রৌষধাদি দ্বারা লুপ্তদাহিকাশক্তি অগ্নির ন্যায় দুঃখসম্বন্ধজনিত দ্বেষরূপ নিমিত্তবশতঃ আত্মাও স্বভাবসিদ্ধ প্রেমাস্পদতাবিরহিত বলিয়া প্রতীত হন এবং তখন প্রেমাস্পদতায় ধনপুত্রাদিও আত্মাকে অতিক্রম করে। এইরূপে সেই আত্মদ্বেষ দুঃখ-সম্বন্ধরূপ নিমিত্তজনিত বলিয়া অন্য প্রকারে সিদ্ধ হয়; আর প্রেম আত্মার অনুভবসিদ্ধ। এইহেতু আত্মার প্রেমাস্পদতা অসিদ্ধ নহে। এই প্রকারে উক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—"হি আত্মনি মা ভূবম্ ন, ভূয়াসম্ ইতি প্রেম ঈক্ষ্যতে"—"হি"—যেহেতু, জনসাধারণে "আত্মনি"—আত্মবিষয়ে, "মা (অ) ভূবং ন"—আমি যেন (কোনও কালে) না থাকি—এইরূপ আকারের নহে, অর্থাৎ কোনও কালে আমার অনস্তিত্ব যেন না ঘটে; কিন্তু "ভূয়াসম্ এব"—যেন চিরদিনই আমার অস্তিত্ব থাকে, এইরূপ আকারের "প্রেম আত্মনি ঈক্ষ্যতে"—প্রেম, আত্মায় সকলেই অনুভব করে। এই হেতু আত্মা যে প্রেমের বিষয়, ইহা অসিদ্ধ নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ৮।

ভাল, আত্ম-বিষয়ে প্রেমের স্বরূপ অসিদ্ধ নহে, ইহা যেন সিদ্ধ হইল, কিন্তু আত্ম-বিষয়ে প্রেম যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। সেইহেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সাধিতে গিয়া পর-প্রেমের আস্পদতারূপ যে হেতু দেখান হইয়াছে, সেইহেতুতে "পর"—পরম বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এই বিশেষণটি অসিদ্ধ—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

তৎ প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমন্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ৯

অন্বয়—অন্যত্র (যৎ) প্রেম, তৎ আত্মার্থম্, এবম্ আত্মনি অন্যার্থম্ ন। অতঃ তৎ পরমম্। তেন আত্মনঃ পরমানন্দতা।

অনুবাদ—অন্যত্র যে প্রেম, তাহা আত্মার জন্য; আত্মায় যে প্রেম তাহা অন্যের জন্য নহে। এই কারণেই সেই (আত্ম-বিষয়ে) প্রেম পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কারণেই আত্মার পরমানন্দতা সিদ্ধ হয়।

টীকা—"অন্যত্র প্রেম"—আপনা হইতে ভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রাদিতে, যে প্রেম, "তৎ আত্মার্থম্"—তাহা আত্মার জন্যই অর্থাৎ সেই পুত্রাদি আত্মার উপকারক বলিয়া; তাহা স্বভাবতঃ অর্থাৎ তাহাদের জন্য নহে; "এবম্ আত্মনি প্রেম অন্যার্থম্ ন"—এইরূপে, আত্মাতে বিদ্যমান যে প্রেম, তাহা অন্যের অর্থাৎ পুত্রাদির জন্য নহে—আত্মার পুত্রাদির উপকারকতাহেতু নহে কিন্তু আপনারই নিমিত্ত। "অতঃ তৎ পরমম্"—এইরূপে সেই আত্ম-বিষয়ক প্রেম অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না বলিয়া 'পরম'—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপে যে সিদ্ধান্ত হইল, তাহাই বলিতেছেন—"তেন আত্মনঃ পরমানন্দতা"—সেই, নিরতিশয় প্রেমের আস্পদতাহেতু, আত্মার নিরতিশয় সুখরূপতা সিদ্ধ হইল। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।৫) মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে শ্রৌত প্রমাণ দ্রষ্টব্য। ৯।

(তৃতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত) এই সাতটি শ্লোকে যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইল, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) আত্মা ও ব্রহ্ম একই।

ইত্থং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্।
পরং ব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং, শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে ॥১০

অন্বয়—ইত্থং যুক্ত্যা আত্মা সচ্চিৎপরানন্দঃ; তথাবিধম্ পরম্ ব্রহ্ম; তয়োঃ ঐক্যং চ শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে।

অনুবাদ—এই প্রকারে যুক্তিদ্বারা আত্মা (জীবাত্মা) যে সৎ (নিত্য), চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ও পরমানন্দস্বরূপ (তাহা সিদ্ধ হইল)। বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরব্রহ্মও সেইরূপ অর্থাৎ সৎ-চিৎ-পরমানন্দস্বরূপ, আর জীবাত্মা ও পরব্রহ্ম একই।

টীকা—"ইত্থম্"—তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত শ্লোকপঞ্চকে জ্ঞানের নিত্যতা সপ্রমাণ করিয়া, 'সেই জ্ঞানই এই আত্মা', এইরূপে অষ্টম শ্লোকে সেই জ্ঞানের আত্মরূপতা প্রতিপাদন করিলেন এবং 'পরানন্দঃ' ইত্যাদি শব্দদ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ করিলেন। ইহার দ্বারা আত্মা যে মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বম্' পদের অর্থ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল।

এস্থলে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে—ভাল, যুক্তিদ্বারাই যদি উক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে উপনিষৎসমূহ ত' প্রতিপাদ্য বিষয়াভাবে অপ্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে (অথবা আত্মা উপনিষৎসমূহের বিষয় না হওয়াতে, আত্মসম্বন্ধে উপনিষৎ অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে)। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"তথাবিধম্ পরম্ ব্রহ্ম" —সেই প্রকারের সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম মহাবাক্যের (অর্থাৎ উপনিষদের অন্তর্গত 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের) অন্তর্গত 'তৎ' পদের অর্থ। "তয়োঃ ঐক্যম্",—সেই 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই দুই পদের অর্থ ব্রহ্মাত্মার অখণ্ড-একরসতারূপ একতা, "শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে"—উপনিষৎসমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইহেতু উপনিষৎসমূহ নির্বিষয় নহে। ইহাই অর্থ। ১০

এস্থলে প্রতিবাদী আত্মার পরমানন্দস্বরূপতায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন :—

(ঘ) আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ, তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়ে স্পৃহা।
অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ১১

অন্বয়—(শঙ্কা) অভানে পরম্ প্রেম ন, ভানে বিষয়ে স্পৃহা ন। (পরিহারঃ) অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দতা ভানে অপি অভাতা।

অনুবাদ—(শঙ্কা) আত্মার পরমানন্দরূপতা জানিতে না পারিলে আত্মাতে পরম প্রেম হয় না; (আবার) তাহা জানিতে পারিলে বিষয় সমূহের কামনা থাকে না। (অর্থাৎ আত্মায় পরম প্রেমও আছে, আবার বিষয়েচ্ছাও আছে, এরূপ হওয়া উচিত নহে, কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না)। (পরিহার)—ইহার উত্তরে বলি, এইহেতু সেই পরমানন্দতা

জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞাত,—প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত। (তাহা কিরূপ, পর শ্লোকে বলিতেছেন)।

টীকা—(প্রতিবাদী বলিতেছেন—জিজ্ঞাসা করি, সেই পরমানন্দরূপতা 'প্রতীত হয় না' বলিবেন, অথবা 'প্রতীত হয়' বলিবেন)? "অভানে পরম্ প্রেম ন"—(যদি বলেন) তাহা প্রতীত হয় না, (তবে বলি, তাহা হইলে) আত্মায় যে নিরতিশয় স্নেহরূপ পরম প্রেম আছে, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা বিষয়ের সৌন্দর্য্যের জ্ঞান হইতেই স্নেহের উৎপত্তি। (আর যদি বলেন সেই পরমানন্দরূপতা প্রতীত হয়, তবে বলি) "ভানে ন বিষয়ে স্পৃহা"—আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইলে, সুখের অর্থাৎ বিষয়ানন্দের সাধন যে মালা, চন্দন, বনিতা প্রভৃতি, তৎসমূহে অথবা সেই সেই বিষয়জনিত সুখে যে লোকের ইচ্ছা হয়, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা পরমসুখরূপ ফলের প্রাপ্তি হইলে, বিষয়রূপ সাধনের ইচ্ছা সম্ভবে না; আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের লাভ হইলে, ক্ষণিকতা ও সাধনের অধীনতাদিদোষদুষ্ট বিষয়জনিত সুখে ইচ্ছা হইতে পারে না; সেই হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না। (ইহাই গেল শঙ্কা)। (সমাধান) এস্থলে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই প্রকারান্তরে সম্ভব হইতে পারে বলিয়া, 'আত্মার আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না,' বলিতে পার না—এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—"অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দতা ভানে অপি অভাতা"—যেহেতু প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয় পক্ষেই দোষ রহিয়াছে, এই-হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইয়াও প্রতীত হয় না (ইহাই সিদ্ধান্ত)। ১১

(শঙ্কা) একই বস্তুর একই সময়ে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই হয়, এইরূপ বলা ঠিক হয় না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ঠিক হয় না'র অর্থ কি? তাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই? অথবা তাহা যুক্তিহীন বলিয়া একেবারেই অসম্ভব? (এইরূপ দুইটি বিকল্প হইতে পারে)। যদি বল, কেহ কখনও দেখে নাই, তবে বলি:—

অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ।
ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে॥ ১২

অন্বয়—অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ (আনন্দস্য) ভানে অপি অভানম্ (ভবতি)। ভানস্য প্রতিবন্ধেন (ভানে অপি অভানম্) যুজ্যতে।

অনুবাদ—একসঙ্গে অনেক বালক যখন (উচ্চৈঃস্বরে বেদ-) পাঠ করে, তখন পুত্রের কণ্ঠস্বর যেমন (পিতার কর্ণে সামান্যতঃ) অনুভূত হইয়াও (বিশেষভাবে) অনুভূত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি হইয়াও হয় না। প্রতীতির প্রতিবন্ধক থাকায়, 'প্রতীতি হইয়াও হয় না' এইরূপ কথা সঙ্গত হয়।

টীকা—"অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ" বেদপাঠক (বালক) দিগের 'বর্গ' বা সমূহ মধ্যে অবস্থিত পুত্রের অধ্যয়নশব্দের ন্যায়, অর্থাৎ পুত্রকৃত অধ্যয়নের শব্দ যেমন বহিঃস্থিত পিতার নিকট সামান্যতঃ প্রতীত হইয়া, 'ঐটি আমার পুত্রের কণ্ঠস্বর' এইরূপ বিশেষভাবে প্রতীত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি, হইয়াও হয় না। দ্বিতীয় বিকল্পের উত্তরে বলিতেছেন "ভানস্য

প্রতিবন্ধেন (ভানে অপি অভানম্) যুজ্যতে" এইরূপে শব্দত্রয় সংযোজিত করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। অর্থ এই – সেই ভানের অর্থাৎ স্ফুরণের, (ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত) প্রতিবন্ধক হেতু ভান হইয়াও অভান, অর্থাৎ সামান্যভাবে প্রতীতি হইলেও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, সঙ্গত হয়। আনন্দের এই সাধারণভাবে প্রতীতি ও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, যাহাতে আত্মায় পরম প্রেম সত্ত্বেও বিষয়েচ্ছা সম্ভবপর হয়, তাহা অজ্ঞানীতে দামাচ্ছাদিত জলাশয়ে দামাচ্ছাদিত জলের ন্যায় অথবা অন্তঃসলিলা নদীতে বালুকাচ্ছাদিত জলের ন্যায় অপ্রকাশ, এবং জ্ঞানীতে দামনির্মুক্ত অংশবিশেষে বা বালুকা মধ্যে খাত গর্তে, জলের ন্যায় সপ্রকাশ। অজ্ঞানীতে আবরণই সেই জলের প্রকাশপ্রতিবন্ধক এবং জ্ঞানীতে দামের বা বালুকার অনিবারণ অর্থাৎ অবিচারবশতঃ সাময়িক বহির্মুখবৃত্তি, জলের বা আনন্দের সাময়িক অপ্রকাশের কারণ। সেই আবরণই ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ১২

সেই প্রতিবন্ধকটি কি প্রকার ? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

(গ) যে প্রতিবন্ধকহেতু আত্মার পরমানন্দরূপতার ভান হয় না, তাহার স্বরূপ।

প্রতিবন্ধোঽস্তি ভাতীতি ব্যবহারার্হবস্তুনি।
তন্নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্যোৎপাদনমুচ্যতে ॥ ১৩

অন্বয় – অস্তি ভাতি ইতি ব্যবহারার্হবস্তুনি তম্ নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্য উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—"আছে," "প্রকাশ পাইতেছে" এইরূপে ব্যবহারযোগ্য বস্তুসম্বন্ধে, তদ্বিরুদ্ধ "নাই," "প্রকাশ পাইতেছে না।"—এইরূপে নাস্তিত্ব ও অপ্রকাশত্ব ব্যবহারের উৎপাদনকেই প্রতিবন্ধক বলে।

টীকা –"অস্তি ভাতি ইতি" আছে, প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রকারে "ব্যবহারার্হবস্তুনি" – প্রতীতি ও কথনের যোগ্য বস্তু বিষয়ে, "তম্ নিরস্য" পূর্বোক্ত 'বিদ্যমান আছে.' 'প্রকাশ পাইতেছে' এইরূপ ব্যবহারকে বিদূরিত করিয়া, "বিরুদ্ধস্য তস্য" উক্ত ব্যবহারের বিপরীত 'বিদ্যমান নাই' 'প্রকাশ পাইতেছে না'—এইরূপ ব্যবহারের, "উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে"— উৎপত্তিকে 'প্রতিবন্ধ' বলে। ১৩

উক্তলক্ষণবিশিষ্ট প্রতিবন্ধকের কারণ, দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক এই দুইটিতে যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন ঃ

(ঙ) দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত প্রতিবন্ধকের কারণ-প্রদর্শন।

তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ ॥ ১৪

অন্বয় পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ ; ইহ ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ অনাদিঃ অবিদ্যা এব।

অনুবাদ—দৃষ্টান্তে—পুত্রের অধ্যয়নশব্দের বিশেষভাবে শ্রবণবিষয়ে যে বাধা হয়, তাহা হইতেছে তৎসদৃশ নানাশব্দের সহিত সম্মেলন। দার্ষ্টান্তিকে—আত্মার আনন্দরূপতার বিশেষভাবে পরিজ্ঞানের যে বাধা হয়, তাহার কারণ অনাদি অবিদ্যা যাহা বিপরীতজ্ঞানের মুখ্য কারণ।

টীকা—"পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ"—পুত্রের কণ্ঠস্বরশ্রবণরূপ দৃষ্টান্তে, "তস্য"—সেই প্রতিবন্ধের, "হেতুঃ"—কারণ, "সমানাভিহারঃ"—অনেকের সহিত (এক সঙ্গে) উচ্চারণ। "ইহ"—দার্ষ্টান্তিকে, "ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্"—'ব্যামোহ' সমূহের অর্থাৎ বিবিধ বিপরীত জ্ঞানের, 'এক' অর্থাৎ মুখ্য, কারণ; "অনাদিঃ"—উৎপত্তিহীন, "অবিদ্যা"—অবিদ্যা, যাহা পরে বর্ণিত হইতেছে, তাহাই 'প্রতিবন্ধে'র হেতু। ১৪

এই প্রকারে প্রদর্শিত হইল যে সম্বিৎই আত্মা এবং আত্মাই পরমানন্দ।

৩। প্রকৃতির স্বরূপ।

এক্ষণে প্রতিবন্ধের হেতুস্বরূপ সেই অবিদ্যার বর্ণন করিবার জন্য সেই অবিদ্যার মূলকারণ প্রকৃতির প্রতিপাদন করিতেছেন, (অর্থাৎ প্রকৃতিরহিত ব্রহ্মে প্রকৃতির আরোপ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন):—

(ক) প্রকৃতির স্বরূপ ও ভেদ।

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥ ১৫

অন্বয়—চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা, তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতিঃ, সা দ্বিবিধা চ।

অনুবাদ—চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাই প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা রূপ। তাহা দুই প্রকার,—(মায়া ও অবিদ্যা)।

টীকা—"চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা"—চিদানন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রতিচ্ছায়া যাহাতে বিদ্যমান, সেইরূপ; "তমোরজঃসত্ত্বগুণা"—সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের যে সাম্যাবস্থা—"প্রকৃতিঃ" তাহাকেই প্রকৃতি বলে; "সা দ্বিবিধা চ"—সেই প্রকৃতি দুইপ্রকার। মূলশ্লোকস্থিত 'চ'কার দ্বারা ইহাই সূচনা করিতেছেন যে, প্রকৃতির তমঃপ্রধানা তৃতীয় প্রকার রূপ আছে, তাহা অষ্টাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইবে। ১৫

কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতির প্রকারদ্বয় বুঝাইতেছেন:—

(খ) মায়া ও অবিদ্যার ভেদ, ঈশ্বরের স্বরূপ।

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬

অন্বয়—সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাম্ তে চ মায়াবিদ্যে মতে। মায়াবিম্বঃ তাম্ বশীকৃত্য সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—(পূর্ব্বোক্ত) প্রকৃতির সত্ত্বগুণ, শুদ্ধ হইলে, তাহাকে 'মায়া' বলা হয় এবং তাহাই অবিশুদ্ধ হইলে, তাহাকে 'অবিদ্যা' বলা হয়। মায়ায় প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব, সেই মায়াকে আপনার বশবর্ত্তিনী করিলে, সর্ব্বজ্ঞ 'ঈশ্বর' হন।

টীকা—"সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাম্"—প্রকাশস্বরূপ সত্ত্ব গুণের 'শুদ্ধি'—অপর দুই গুণের অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা মলিন না হওয়া এবং 'অবিশুদ্ধি' সেইরূপে মলিন হওয়া, এই দুইটি

দ্বারা "তে চ মায়াবিদ্যে মতে" সেই দুইটি প্রকার, যথাক্রমে 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই মায়া এবং যাহাতে মলিন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই অবিদ্যা। যে প্রয়োজনে মায়া ও অবিদ্যার ভেদবর্ণন করিলেন, এখন সেই প্রয়োজন বুঝাইতেছেন—"মায়াবিম্বঃ তাম্ বশীকৃত্য"—মায়াতে প্রতিফলিত চিদাত্মা, সেই মায়াকে আপনার বশে আনিয়া বিদ্যমান হইলে, "সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ স্যাৎ" সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বর হন। ১৬

(৫) জীবের স্বরূপ অর্থাৎ 'প্রাজ্ঞ'স্বরূপ নিরূপণ।

অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥ ১৭

অন্বয় অবিদ্যাবশগঃ তু অন্যঃ, তদ্বৈচিত্র্যাৎ অনেকধা; সা কারণশরীরম্; তত্র অভিমানবান্ প্রাজ্ঞঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—কিন্তু অন্যটি অর্থাৎ অবিদ্যায় প্রতিফলিত চিদাত্মা বা জীব, অবিদ্যার বশবর্ত্তী। সেই অবিদ্যার অবিশুদ্ধির তারতম্যানুসারে জীবও তির্য্যগাদিভেদে নানা-প্রকার। সেই অবিদ্যাই কারণশরীর। সেই কারণশরীরে তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ জীব যখন আপনাকে কারণশরীর বলিয়া মনে করে, তখন তাহার নাম হয় "প্রাজ্ঞ"।

টীকা "অবিদ্যাবশগঃ তু অন্যঃ" অবিদ্যায় প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত এবং অবিদ্যার অধীন হইয়া চিদাত্মা কিন্তু জীব হইয়া থাকে। সেই জীব "তদ্বৈচিত্র্যাৎ"—সেই উপাধিভূত অবিদ্যার বিচিত্রতা হেতু অর্থাৎ অবিশুদ্ধির তারতম্যবশতঃ, "অনেকধা" অনেক প্রকার অর্থাৎ, দেবতা, তির্য্যক্ প্রভৃতি ভেদে বিবিধপ্রকার হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। অগ্রে ৪২ সংখ্যক শ্লোকে, শরীরত্রয় হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্কৃত জীবেরই ব্রহ্মভাব বর্ণনা করিবেন,—'যেমন মুঞ্জতৃণ হইতে শলাকাটি (কৌশলে) নিষ্কাসিত হয়, সেইরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয় হইতে ধীর পুরুষদিগের কর্ত্তৃক বিচারদ্বারা আত্মা পৃথক্কৃত হইলে, আত্মা পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন।' সেই স্থলে সেই শরীর তিনটি কি কি? আর সেই সেই শরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট জীব কি কি রূপ ধরে, এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া, সেইগুলি একে একে বলিতেছেন "সা কারণশরীরম্ স্যাৎ"—সেই অবিদ্যাই কারণ-শরীর ইত্যাদিরূপ হয়। সেই অবিদ্যাই স্থূল, সূক্ষ্ম শরীরাদির কারণরূপ হয়। সেই অবিদ্যা, (মূল কারণ) প্রকৃতিরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া, সেই অবিদ্যাকে উপচারপূর্ব্বক 'কারণ' বলা হইয়াছে অর্থাৎ 'অবিদ্যা' শব্দের শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া, অনিয়ত সম্বন্ধে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের কারণ, এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যেমন 'মঞ্চসকল চীৎকার করিতেছে' বলিলে মাঁচার উপরে উপবিষ্ট পুরুষদিগকে বুঝায়, তথায় মাঁচার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ অনিয়ত। যাহা 'শীর্ণ' হয়, তাহাকে শরীর বলে। সেই অবিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়—এই কারণে তাহাকে 'শরীর' বলা হয়। "তত্র অভিমানবান্" সেই অবিদ্যারূপ কারণ-শরীরে অভেদ অধ্যাস করিয়া, 'আমি হইতেছি অজ্ঞ', (আমি কিছুই জানি না) এইরূপ অবস্থাপন্ন জীব, "প্রাজ্ঞঃ স্যাৎ"—প্রজ্ঞা যাঁহার আছে, তিনি প্রজ্ঞ। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ অবিনাশিস্বরূপজ্ঞানদৃষ্টি। প্রজ্ঞেরই নামান্তর প্রাজ্ঞ (প্রজ্ঞ+স্বার্থে অণ্)। ১৭

এই প্রকারে প্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শিত হইল।

৪। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি।

কারণশরীরের পর সূক্ষ্মশরীর, এইরূপ উৎপত্তির ক্রমে, বিচারার্থ উপস্থিত, সূক্ষ্মশরীরের এবং সেই সূক্ষ্মশরীর যাহার উপাধি, সেই জীবের বর্ণন করিবার জন্য, সেই সূক্ষ্মশরীরের কারণ আকাশাদির উৎপত্তি বর্ণন করিতেছেন :-

(ক) তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি।

তমঃপ্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া।
বিয়ৎপবনতেজোঽম্বুভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে॥ ১৮

অন্বয় -তদ্ভোগায় তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ ঈশ্বরাজ্ঞয়া বিয়ৎপবনতেজোঽম্বুভুবঃ ভূতানি জজ্ঞিরে।

অনুবাদ—সেই প্রাজ্ঞ নামক জীবগণের ভোগের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় তমঃপ্রধানা প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত জন্মিল।

টীকা —"তদ্ভোগায়" -সেই প্রাজ্ঞনামক জীবগণের ভোগের জন্য অর্থাৎ তাহাদিগের সুখদুঃখসাক্ষাৎকার সিদ্ধ করিবার জন্য, "তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ" তমোগুণ যাহাতে মুখ্য, এইরূপ যে জগতের উপাদানরূপ তৃতীয় প্রকারের প্রকৃতি, ১৫শ শ্লোকে 'চ'কার দ্বারা সূচিত হইয়াছে, তাহা হইতে, "ঈশ্বরাজ্ঞয়া" -প্রেরণাদিশক্তিবিশিষ্ট জগদধিষ্ঠাতার 'ঈক্ষণা'পূর্ব্বক সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাবশতঃ, যে ইচ্ছা জগতের নিমিত্তকারণ, সেই ইচ্ছারূপ আজ্ঞা দ্বারা, আকাশাদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত "ভূতানি জজ্ঞিরে" -পঞ্চভূত আবির্ভূত বা উৎপন্ন হইল। ইহাই অর্থ। ১৮

এইরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণন করিয়া, সেই পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ সৃষ্টির বর্ণনা করিবার জন্য প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টির বর্ণনা করিতেছেন :-

(খ) পঞ্চভূতের পঞ্চ সাত্ত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি।

সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে ১৯॥

অন্বয় -তেষাং পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যম্ ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ক্রমাৎ উপজায়তে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের পাঁচটি সাত্ত্বিকাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা —"তেষাম্"—সেই আকাশাদির, "পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ" —পাঁচটি উপাদানরূপ সত্ত্বগুণের ভাগ দ্বারা, "শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যম্ ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্" -শ্রোত্র, ত্বক্, অক্ষি, রসনা, ঘ্রাণ এই এই নামযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চক, "ক্রমাৎ উপজায়তে"—যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। এক একটি ভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় -ইহাই অর্থ। ১৯।

পঞ্চভূতের পাঁচটি সত্ত্বাংশের প্রত্যেকটির অনন্যসাধারণ কার্য্যের অর্থাৎ এতদুৎপন্ন এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে পঞ্চভূতের সকলগুলিরই সত্ত্বাংশ সমূহের সাধারণ কার্য্যের উল্লেখ করিতেছেন :—

(গ) পঞ্চভূতের সাধারণ সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন ও বুদ্ধি এই দ্বিবিধ অন্তঃকরণের উৎপত্তি।

তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তদ্‌দ্বিধা।
মনো বিমর্ষরূপং স্যাৎ বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা ॥ ২০

অন্বয় তৈঃ সর্ব্বৈঃ অন্তঃকরণম্ (উপজায়তে) ; তৎ বৃত্তিভেদেন দ্বিধা ; মনঃ বিমর্ষরূপম্ স্যাৎ, বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা স্যাৎ।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ দ্বিবিধ ; সংশয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন ; নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি।

টীকা—“তৈঃ সর্ব্বৈঃ” সেই সত্ত্বাংশসমূহ সম্মিলিত হইলে তদ্দ্বারা, “অন্তঃকরণম্” —মন বুদ্ধির উপাদানস্বরূপ অন্তঃকরণদ্রব্য, (উপজায়তে—) উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণের অবান্তর ভেদ দেখাইতেছেন এবং কি নিমিত্ত সেই ভেদ করা হয়, তাহাও দেখাইতেছেন “তৎ” সেই অন্তঃকরণ, “বৃত্তিভেদেন” —অন্তঃকরণের পরিণাম-ভেদে, “দ্বিধা” —দুই প্রকারের হয়। বৃত্তির ভেদ দেখাইতেছেন “মনঃ বিমর্ষরূপম্ স্যাৎ, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা স্যাৎ”— মন বিমর্ষরূপ অর্থাৎ সংশয়-বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন ; নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি। ‘বিমর্ষরূপম্’ বিমর্ষ শব্দের অর্থ সংশয়াত্মিকা বৃত্তি, তাহাই ‘রূপ’ যাহার তাহা ‘বিমর্ষরূপ’, তাহাই হইতেছে মন। “নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ স্যাৎ” নিশ্চয় হইয়াছে স্বরূপ যাহার, এইরূপ যে বৃত্তি, তাহাই হইতেছে বুদ্ধি। ২০

এইরূপে সাত্ত্বিকাংশের কার্য্যবর্ণনের পর অনন্তর-প্রাপ্ত ভূতপঞ্চকের রজোগুণের অংশসমূহের এক একটির অসাধারণ কার্য্য বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঘ) পঞ্চভূতের পঞ্চ রাজসিক অংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি।

রজোঽংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে ॥ ২১

অন্বয় তেষাং পঞ্চভিঃ রজোঽংশৈঃ বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু ক্রমাৎ জজ্ঞিরে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের রাজসিক অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য, এবং উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা—“তেষাং”—সেই আকাশাদির, “পঞ্চভিঃ রজোঽংশৈঃ”— উপাদানস্বরূপ পাঁচটি রজোগুণের ভাগ দ্বারা, “বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি”—বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য এবং শিশ্ন নামক পাঁচটি ক্রিয়াজনক কর্ম্মেন্দ্রিয়, “ক্রমাৎ জজ্ঞিরে”—ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। এক এক ভূতের এক এক রজোগুণের ভাগ হইতে এক একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল—ইহাই অর্থ। ২১

ভূতপঞ্চকের রজোগুণসমূহের সাধারণ কার্য্য বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) পঞ্চভূতের সাধারণ রাজসিক অংশ পাঁচটি প্রাণের উৎপত্তি।

তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ ॥২২

অন্বয়—সহিতৈঃ তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণঃ; সঃ (প্রাণঃ) বৃত্তিভেদাৎ পঞ্চধা (ভবতি)। তে পুনঃ প্রাণঃ, অপানঃ, সমানঃ চ উদানব্যানৌ চ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত রাজসিক অংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি। বৃত্তি-ভেদে প্রাণ পাঁচ প্রকারের, যথা ঃ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান।

টীকা—"সহিতৈঃ তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণঃ"—মিলিত হইলে যাহারা উপাদানকারণ হয়, এইরূপ পাঁচটি রজোগুণভাগদ্বারা প্রাণ জন্মে। সেই প্রাণের অবান্তর ভেদ বলিতেছেন—"সঃ বৃত্তি-ভেদাৎ পঞ্চধা ভবতি"—সেই প্রাণ, প্রাণন আদি ক্রিয়ার ভেদে পাঁচ প্রকার। সেই ক্রিয়াভেদ দেখাইতেছেন—"তে পুনঃ"—সেই সকল ভেদ, 'প্রাণ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সূচিত হয় অর্থাৎ হৃদয়দেশে অবস্থিত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে বাহিরে ভিতরে, যাইলে ও আসিলে, তাহার নাম প্রাণন ক্রিয়া। পায়ুপস্থদেশে থাকিয়া মলমূত্র নীচে বাহির করিয়া দেওয়ার নাম অপানন ক্রিয়া। নাভি-দেশে থাকিয়া ভুক্ত অন্নের রসকে বাহির করিয়া নাড়ীদ্বারা সর্ব্বশরীরে পৌছাইয়া দেওয়ার নাম সমানন ক্রিয়া। কণ্ঠদেশে থাকিয়া ভুক্তপীত অন্নজলকে বিভাগ করিয়া দেওয়া এবং উদ্গার প্রভৃতি করার নাম উদানন ক্রিয়া। আর সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া সর্ব্বশরীরের সন্ধিসমূহকে ফিরাইবার নাম ব্যানন ক্রিয়া। ঐ ঐ ক্রিয়া যে যে বায়ুর স্বভাব, তাহারা যথাক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে অভিহিত হয়। ২২

এই প্রকারে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইল।

৫। সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ।

যে প্রয়োজনে 'আকাশ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রাণ' পর্য্যন্ত পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন, সেই প্রয়োজন এখন দেখাইতেছেন ঃ—

(ক) লিঙ্গদেহের বর্ণন।

বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ ২৩

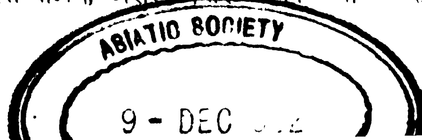
অন্বয়—বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ মনসা ধিয়া সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মম্ শরীরম্। তৎ লিঙ্গম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, এই তিন পঞ্চক, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ (অঙ্গে), সূক্ষ্ম শরীর (গঠিত); তাহাই লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয়।

টীকা—"বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ"—বুদ্ধি—জ্ঞান; তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই হইতেছে বুদ্ধীন্দ্রিয়। কর্ম্ম—ক্রিয়া; তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই তিন পঞ্চক এবং "মনসা"—সংশয়রূপ মন, "ধিয়া চ"—ও নিশ্চয়রূপ বুদ্ধি, "সপ্তদশভিঃ"—এই সকলগুলি মিলিয়া যে সতেরটি তত্ত্ব হয়, তাহাদের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মিত হয়। সেই সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম বলিতেছেন—"তৎ লিঙ্গম্ উচ্যতে"—সেই সূক্ষ্ম শরীর উপনিষৎসমূহে 'লিঙ্গ' নামে কথিত হইয়াছে। ইহাই অর্থ। ২৩

এই প্রকারে সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণনা করিয়া সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবশতঃ প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাই দেখাইতেছেন। 'প্রাজ্ঞ'—ব্যষ্টিসুষুপ্তির অভিমানী যে

৩



জীব, 'প্র' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট স্বয়ংপ্রকাশরূপ আনন্দাত্মা হইয়াও 'অজ্ঞ' অর্থাৎ অজ্ঞানের বৃত্তিরূপ বোধযুক্ত। সুষুপ্তি-অবস্থায় অজ্ঞানের সংস্কাররূপ অস্পষ্ট উপাধিযুক্ত হওয়াতে এবং সেই উপাধিদ্বারা আবৃত হওয়াতে, যাহার অতিপ্রকাশতা তিরোহিত হয়, সেই সুষুপ্তির অভিমানী জীবের নাম 'প্রাজ্ঞ'। 'ঈশ্বর'—সকলজীবের কর্ম্মানুসারে 'ঈশিতা' অর্থাৎ ফলদাতা হন বলিয়া পরমাত্মাই 'ঈশ্বর'।

(খ) তৈজস ও হিরণ্য-গর্ভের স্বরূপ।

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিতা ॥ ২৪

অন্বয়—প্রাজ্ঞঃ তত্র অভিমানেন তৈজসত্বম্ প্রপদ্যতে, ঈশঃ হিরণ্যগর্ভতাম্ (প্রপদ্যতে)। তয়োঃ ব্যষ্টিসমষ্টিতা।

অনুবাদ—সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবশতঃ প্রাজ্ঞ জীবের নাম হয় 'তৈজস', ঈশ্বরের নাম হয় 'হিরণ্যগর্ভ'। (তদুভয়ের প্রভেদ এই), 'তৈজস' ব্যষ্টি, এবং 'হিরণ্যগর্ভ' সমষ্টি, অর্থাৎ এক একটি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীবের নাম হয় 'তৈজস', এবং সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী ঈশ্বরের নাম হয় 'হিরণ্যগর্ভ'।

টীকা—"প্রাজ্ঞঃ"—যে অবিদ্যায় মলিন সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য, সেই অবিদ্যাই যাহার উপাধি, সেই কারণশরীরাভিমানী জীব 'প্রাজ্ঞ'। "তত্র"—তাহাতে অর্থাৎ 'তেজঃ' শব্দে যে অন্তঃকরণকে বুঝায় তাহার সহিত, তৎসম্বদ্ধ পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় লইয়া যে সূক্ষ্ম শরীর হয়, তাহাতে; "অভিমানেন"—তাহা হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া, "তৈজসত্বম্ প্রপদ্যতে"—'তৈজস' নাম প্রাপ্ত হয়। যেমন 'লাল দৌড়িতেছে'—এস্থলে, লোহিতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বাদি কোন জন্তু দৌড়িতেছে, এইরূপ বুঝিতে হয়; সেইরূপ, 'তৈজস' বলিতে প্রকাশস্বভাব অন্তঃকরণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-পঞ্চক ও প্রাণ-পঞ্চক—অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরকে বুঝিতে হয়। অথবা, তেজের অর্থাৎ অন্তঃকরণের স্বামী 'তৈজস'—স্বপ্নাভিমানী জীব বা চিদাভাস। "ঈশঃ"—যে মায়ায় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, সেই মায়ারূপ উপাধি-বিশিষ্ট পরমেশ্বর "তত্র"—সেই লিঙ্গশরীরে, 'আমি হইতেছি তাহাই, এইরূপ অভেদাভিমানদ্বারা "হিরণ্যগর্ভতাম্"—'হিরণ্যগর্ভ' বা সূত্রাত্মা এই নাম প্রাপ্ত হন। এইরূপে পূর্ব্ববাক্য হইতে 'প্রপদ্যতে' শব্দটির যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। (এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—'ভাল, লিঙ্গশরীরে অভিমান—ইহা ত' তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েরই সমান; তাহা হইলে কি কারণে তদুভয়ের পরস্পর ভেদ? এই হেতু বলিতেছেন)—"তয়োঃ ব্যষ্টিসমষ্টিতা"—সেই তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই দুইটির যথাক্রমে ব্যষ্টিভাব ও সমষ্টিভাব থাকাতেই, সেইরূপ ভেদ হয়, অর্থাৎ সকল জীবের প্রত্যেকটিই নিজ নিজ লিঙ্গশরীরকে বনের অন্তর্গত এক একটি বৃক্ষের ন্যায়, অনেক বুদ্ধির বিষয় করে এবং ঈশ্বর সমস্ত সূক্ষ্মশরীরকে বনের ন্যায় এক বুদ্ধির বিষয় করেন বলিয়াই সেইরূপ ভেদ—ইহাই অর্থ। ২৪

ঈশ্বরের 'সমষ্টি'রূপতার এবং জীবের 'ব্যষ্টি'রূপতার কারণ বলিতেছেন :—

(গ) সমস্ত তৈজসের সহিত অভেদজ্ঞানহেতু হিরণ্য-গর্ভ সমষ্টি, তদভাবে তৈজস ব্যষ্টি।

সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া ॥ ২৫

অন্বয়—ঈশঃ সর্ব্বেষাম্ স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ সমষ্টিঃ। ততঃ অন্যে তু তদভাবাৎ ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া কথ্যন্তে।

অনুবাদ—হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা সকল জীবের সূক্ষ্মশরীরের সহিত আপনার অভেদ বিদিত আছেন বলিয়া, তাঁহাকে 'সমষ্টি' বলা হয়। আর 'তৈজস' জীবসকলের সেইরূপ জ্ঞান নাই বলিয়া তাহাদিগকে 'ব্যষ্টি' বলা হয়।

টীকা—"ঈশঃ"—ঈশ্বর যিনি হিরণ্যগর্ভ তিনি, "সর্ব্বেষাম্"—লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট সমস্ত 'তৈজস'জীবের, "স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ"—'স্বাত্মা' অর্থাৎ স্বরূপ, তাহার সহিত আপনার একতার জ্ঞানহেতু—"সমষ্টিঃ (স্যাৎ)"—সমষ্টি হন। "ততঃ অন্যে তু"—কিন্তু সেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যে জীব, "তদভাবাৎ"—সেই সমস্ত 'তৈজস'জীবের স্বরূপের সহিত আপনার একতার জ্ঞানের অভাবহেতু, "ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া কথ্যন্তে"—'ব্যষ্টি' শব্দে অভিহিত হয়। ২৫

৬। পঞ্চীকরণ নিরূপণ।

এইরূপে সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ নিরূপিত হইল।

এইরূপে লিঙ্গশরীরের, এবং সেই লিঙ্গ শরীর যাঁহাদের উপাধি সেই তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই দুইটির বর্ণনা করিয়া, স্থূল শরীরাদির অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তিসিদ্ধির নিমিত্ত পঞ্চীকরণ নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন :—

(ক) পঞ্চীকরণের প্রয়োজন জীবের ভোগ।

তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে।
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্॥ ২৬

অন্বয়—ভগবান্ পুনঃ তদ্ভোগায় ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্ পঞ্চীকরোতি।

অনুবাদ—ভগবান্ সেই জীবগণের ভোগের নিমিত্ত, অন্নপানাদি ভোগ্য, এবং ভোগায়তন দেহের উৎপত্তির জন্য, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই পঞ্চীকরণ করিয়া থাকেন।

টীকা—"ভগবান্"—ঐশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্ন অর্থাৎ (১) সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি, (২) সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, (৩) সম্পূর্ণ যশঃ, (৪) সম্পূর্ণ লক্ষ্মী, (৫) সম্পূর্ণ জ্ঞান, ও (৬) সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণসম্পন্ন পরমেশ্বর; "পুনঃ"—আবার, "তদ্ভোগায়"—সেই জীবগণের ভোগের অর্থাৎ সুখদুঃখানুভবের নিমিত্তই, "ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে"—'ভোগ্যের' অন্নপানাদির, 'ভোগায়তনের' জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই চারিপ্রকার শরীররূপ ভোগস্থানের উৎপত্তির নিমিত্ত, "বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্"—আকাশাদি পাঁচটি ভূতের এক একটিকে, "পঞ্চীকরোতি"—পঞ্চাত্মক করেন। যাহা পঞ্চরূপাত্মক ছিল না তাহাকে পঞ্চরূপাত্মক করার নাম পঞ্চীকরণ। ২৬

(শঙ্কা) ভাল, এক একটি ভূত কি প্রকারে পাঁচ পাঁচ প্রকারের হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) পঞ্চীকরণের প্রকার।

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥ ২৭

অন্বয়—একৈকম্ দ্বিধা বিধায়, পুনঃ চ প্রথমম্ চতুর্ধা (বিধায়) স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ যোজনাৎ তে পঞ্চ পঞ্চ।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিবে। তদনন্তর প্রথম প্রথম অর্দ্ধভাগকে পুনর্ব্বার চারি চারি ভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার পর প্রত্যেক ভূতের প্রথমার্দ্ধের এক এক চতুর্থাংশকে অপর ভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত সম্মিলিত করিলে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইবে [নিম্নে (খ) প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য]।

টীকা—আকাশাদির "একৈকম্"—এক একটিকে, "দ্বিধা বিধায়"—দুই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া; এস্থলে 'দ্বিধা' শব্দ অনেকার্থ প্রয়োজনে উচ্চারিত হইয়াছে, (সেই হেতু ইহার অর্থ কেবলমাত্র 'দুই' না হইয়া 'দুই দুই' এইরূপ হইল) প্রত্যেক ভূতকে দুইভাগ বিশিষ্ট করিয়া, "পুনঃ চ" আবার, "প্রথমম্ চতুর্ধা (বিধায়)"—প্রথম প্রথম ভাগকে চারি চারি ভাগযুক্ত করিয়া, "স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ"—আপন আপন হইতে অপর বা ভিন্ন চারিটি ভূতের যে যে দ্বিতীয় স্থূলভাগ আছে, তাহার তাহার সহিত প্রথম প্রথম ভাগের চারি চারি অংশের মধ্য হইতে এক এক অংশের, "যোজনাৎ"—মিশ্রণ করিলে, আকাশাদি এক একটি পাঁচ পাঁচরূপ হয় [নিম্নে (ক) প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য]। (মূল শ্লোকের অন্তর্গত 'প্রথম' শব্দ, 'চতুর্ধা' শব্দ এবং 'দ্বিতীয়' শব্দও 'দ্বিধা' শব্দের ন্যায় অনেকার্থ-প্রয়োজনে উচ্চারিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদেরও আবৃত্তি করিতে হইবে)। ২৭

(ক) ক্ষিতি—॥০	অপ্—॥০	তেজ—॥০	মরুৎ—॥০	ব্যোম—॥০
অপ্—৵০	ক্ষিতি—৵০	ক্ষিতি—৵০	ক্ষিতি—৵০	ক্ষিতি—৵০
তেজ—৵০	তেজ—৵০	অপ্—৵০	অপ্—৵০	অপ্—৵০
মরুৎ—৵০	মরুৎ—৵০	মরুৎ—৵০	তেজ—৵০	তেজ—৵০
ব্যোম—৵০	ব্যোম—৵০	ব্যোম—৵০	ব্যোম—৵০	মরুৎ—৵০
স্থূল ক্ষিতি ১৲	স্থূল অপ্ ১৲	স্থূল তেজ ১৲	স্থূল মরুৎ ১৲	স্থূল ব্যোম ১৲

প্রধান অপ্রধান

(খ) ক্ষিতি—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

অপ—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

তেজ—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

মরুৎ—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

ব্যোম—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

(গ) মোট ক্ষিতি পাঁচ প্রকারে বিদ্যমান যথা :—

১। ক্ষিতিপ্রধান ক্ষিতি

২। অপপ্রধান ক্ষিতি

৩। তেজঃপ্রধান ক্ষিতি

৪। মরুৎপ্রধান ক্ষিতি

৫। ব্যোমপ্রধান ক্ষিতি

এইরূপ অপর চারিটিতে।

এইরূপে পঞ্চীকরণের বর্ণনা করিলেন ; তদনন্তর সেই সকল ভূতদ্বারা উৎপাদ্য কার্য্যসমূহ দেখাইতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি ; বৈশ্বানরের স্বরূপ।

তৈরণ্ডস্তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ।
তৈজসা বিশ্বতাং যাতা দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ ॥ ২৮

অন্বয়—তৈঃ অণ্ডঃ (উৎপদ্যতে), তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ ; অস্মিন্ স্থূলে দেহে (বর্ত্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ ; তৈজসাঃ দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ বিশ্বতাম্ যাতাঃ।

অনুবাদ—সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ ভুবন, ভোগ্যবস্তু ও স্থূল শরীরের উৎপত্তিও (পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতেই) হইয়া থাকে। এই সমষ্টিরূপ স্থূল দেহের অভিমানী হইয়া অর্থাৎ স্থূলদেহ-সমষ্টিতে 'আমি' এইরূপ জ্ঞান করিয়া, হিরণ্যগর্ভই 'বৈশ্বানর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তৈজস জীবগণই এক একটি স্থূলদেহের অভিমানী হইয়া দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি নানাপ্রকারে 'বিশ্ব' সংজ্ঞা পাইয়া থাকে।

টীকা—"তৈঃ অণ্ডঃ"—সেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক উপাদান কারণ হইলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। "তত্র"—সেই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর "ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ"—পৃথিবী হইতে উপরি উপরিভাগে বর্ত্তমান পৃথিবী প্রভৃতি সপ্তলোক এবং পৃথিবীর নীচে অবস্থিত অতল হইতে আরম্ভ করিয়া পাতাল পর্য্যন্ত সপ্তলোক (ভুবন) ; সেই চতুর্দ্দশ ভুবনে নিজ নিজ প্রাণিগণদ্বারা ভোগের যোগ্য অন্নাদি এবং সেই সেই ভুবনের যোগ্য শরীর, সেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক দ্বারাই ঈশ্বরের আজ্ঞায় অর্থাৎ ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়। এইরূপে স্থূলদেহের উৎপত্তির বর্ণনা করিয়া, সেই স্থূল শরীরে অভিমানী সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের 'বৈশ্বানর'-নামপ্রাপ্তি, আর এক একটি স্থূল শরীরের অভিমানী ব্যষ্টিরূপ তৈজস জীবগণের 'বিশ্ব'-নামপ্রাপ্তি হয়—এই কথাই দুইটি শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন—"অস্মিন্ স্থূলে দেহে (বর্ত্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ" এবং "তৈজসাঃ বিশ্বতাং যাতাঃ"—সেই স্থূলদেহে বর্ত্তমান তৈজস জীবগণই 'বিশ্ব' হয়। (সূক্ষ্মদেহের অভিমান ত্যাগ না করিয়াই বিশেষ বিশেষ স্থূল শরীরে 'আমি' এইরূপ অভিমানযুক্ত হইলে জাগ্রদভিমানী জীবকেই 'বিশ্ব' বলে এবং 'বিশ্ব' অর্থাৎ সকল, 'নর' অর্থাৎ প্রাণী—সকল প্রাণীতে 'আমি' এইরূপে অভিমানী ঈশ্বরের নাম বৈশ্বানর। তাঁহারই নামান্তর 'বিরাট্'—কেননা, তিনি বিবিধ প্রকারে 'রাজতে' প্রকাশমান হন।) সেই বিশ্বনামক জীবসমূহের অবান্তর ভেদ বর্ণন করিতেছেন—'দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ"—দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি। ২৮

এক্ষণে সেই 'বিশ্ব'সংজ্ঞাপ্রাপ্ত জীবগণ, তত্ত্বজ্ঞানরহিত বলিয়া কি প্রকারে সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া দুইটি শ্লোকে বুঝাইতেছেন :—

(ঘ) বিশ্বের স্বরূপ ও সংসারভোগ।

তে পরাগ্‌দর্শিনঃ প্রত্যক্‌তত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ।
কুর্ব্বতে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে॥ ২৯
নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাশু তে।
ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিম্॥ ৩০

অন্বয়—তে পরাগ্‌দর্শিনঃ, প্রত্যক্‌তত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ ভোগায় কর্ম্ম কুর্ব্বতে, কর্ম্ম কর্ত্তুম্ ভুঞ্জতে চ; তে নদ্যাম্ কীটাঃ আশু আবর্ত্তাৎ আবর্ত্তান্তরম্ ইব জন্মনঃ জন্ম ব্রজন্তঃ নির্বৃতিম্ ন এব লভন্তে।

অনুবাদ—দেবতা প্রভৃতি 'বিশ্ব'-নামক জীবগণ বাহ্যদৃষ্টিপরায়ণ (অন্তর্দৃষ্টিশূন্য) ও আত্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত; তাহারা ভোগের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, আবার কর্ম্ম করিবার জন্য ভোগ করিয়া থাকে। যেমন, নদীর স্রোতে পতিত কীট অল্পকাল মধ্যেই এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে নীত হয়, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, সেই বিশ্বনামক জীবগণও এক জন্ম হইতে অন্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

টীকা—"তে"—সেই দেবতা প্রভৃতি, বিশ্বনামক জীবগণ, "পরাগ্‌দর্শিনঃ"—বাহ্য শব্দাদি বিষয় সমূহই দেখিয়া থাকে, প্রত্যক্-আত্মাকে দেখে না, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—[পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্,—কঠোপনিষৎ ৪।১] স্বয়ম্ভু (পরমাত্মা) ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্ম্মুখ করিয়া সৃজন করিলেন; সেইহেতু পুরুষ বাহ্যবস্তু সমূহকেই দেখিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। (শঙ্কা) নৈয়ায়িক প্রভৃতি, ('বিশ্ব'নামক জীব) ত' আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, যদ্যপি নৈয়ায়িক প্রভৃতি আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, তথাপি তাহারা শ্রুতিপ্রতিপাদিত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ জানে না, (এই হেতু তাহারা বহির্ম্মুখই বটে।) এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"প্রত্যক্‌তত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ"—সেই সকল জীব, সাক্ষিরূপ আত্মার জ্ঞানরহিত বলিয়া বাহ্যদর্শী হইয়া থাকে। অতএব "ভোগায়"—(প্রত্যক্‌তত্ত্বের জ্ঞানের অভাবে) সুখাদিভোগের জন্য মনুষ্য প্রভৃতি শরীর ধারণ করিয়া, "কর্ম্ম কুর্ব্বতে"—সেই সেই শরীরের যোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে; (এস্থলে 'কর্ম্ম'শব্দ জাতিবাচক বলিয়া একবচনান্ত, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মফলের ভোগের নিমিত্ত সাক্ষাৎ ভোগপ্রদ দর্শনস্পর্শনাদি ক্রিয়া এবং গৌণভাবে ভোগপ্রদ ধনোপার্জ্জনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে।) "কর্ম্ম কর্ত্তুম্ ভুঞ্জতে চ"—আবার কর্ম্ম করিবার জন্য (দেবাদিশরীর দ্বারা) সেই সেই কর্ম্মফল ভোগ করে, কেননা, ভোগ অর্থাৎ ফলানুভব না হইলে, সেই সেই ফলের সজাতীয় সুখের ইচ্ছা অসম্ভব হয়, এবং সেই সেই সাধনের অনুষ্ঠানও অসম্ভব হয়। "তে"—এইরূপে অবস্থিত জীবগণ, "নদ্যাম্ কীটাঃ আশু আবর্ত্তাৎ আবর্ত্তান্তরম্ (ব্রজন্তঃ) ইব"—যেমন নদীর প্রবাহে পতিত কীটসকল অল্প সময় মধ্যেই এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্ত প্রাপ্ত হয়, (কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না,) সেইরূপ, "জন্মনঃ জন্ম ব্রজন্তঃ"—

একজন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া. "নির্বৃতিম্ ন এব লভন্তে"—কিছুতেই শান্তি পায় না। ২৯, ৩০

৭। 'বিশ্ব'-জীবগণের সংসারনিবৃত্তির উপায়।

জীবের যে প্রকারে সংসারপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা এই প্রকারে বর্ণনা করিয়া, সেই সংসারের নিবৃত্তির উপায় দেখাইবার জন্য, প্রথমে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ক) আবর্তপতিত কীটের দৃষ্টান্তে সংসারনিবৃত্তির উপায়।
(খ) সিদ্ধান্ত 'বিশ্ব'জীবের প্রতি দৃষ্টান্তের যোজনাক্রমে পঞ্চকোশবিবেকের উপদেশ।

সৎকর্ম্মপরিপাকাত্তে করুণানিধিনোদ্ধৃতাঃ।
প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্॥ ৩১
উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাত্তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোশবিবেকেন লভন্তে নির্বৃতিং পরাম্॥ ৩২

অন্বয়—তে সৎকর্ম্মপরিপাকাৎ করুণানিধিনা উদ্ধৃতাঃ, তীরতরুচ্ছায়াম্ প্রাপ্য যথাসুখম্ বিশ্রাম্যন্তি। এবং তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাৎ উপদেশম্ অবাপ্য পঞ্চকোশবিবেকেন পরাম্ নির্বৃতিম্ লভন্তে।

অনুবাদ—সেই নদীপ্রবাহপতিত কীটগণ পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্ম ফলোন্মুখ হইলে, কোনও দয়ালুব্যক্তিদ্বারা আবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া, নদীতীরস্থ বৃক্ষের ছায়ায় উপস্থিত হইয়া সুখে বিশ্রাম করে। সেইরূপ, জীবগণও পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতি ফলোন্মুখ হইলে, কোনও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পঞ্চকোশ হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়া, পরম সুখ লাভ করেন।

টীকা—"তে"—সেই (নদীপ্রবাহপতিত) কীটগণ, "সৎকর্ম্মপরিপাকাৎ"—পূর্ব্বজন্মে উপার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মের পরিপাকহেতু, "করুণানিধিনা"—কোনও কৃপালু পুরুষদ্বারা, "উদ্ধৃতাঃ"—নদী-প্রবাহ হইতে বাহিরে নিষ্কাসিত হইয়া, "তীরতরুচ্ছায়াং প্রাপ্য যথাসুখং বিশ্রাম্যন্তি"—(নদী-) তীরস্থিত তরুর ছায়া প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে পরম সুখ লাভ হয়, সেইরূপে বিশ্রাম করে।

এক্ষণে কীটের দৃষ্টান্তদ্বারা যে অর্থ সিদ্ধ হইল, সিদ্ধান্তে তাহারই যোজনা করিতেছেন—"এবম্"—উক্ত প্রকারে পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মের পরিপাকবশে, "তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাৎ"—জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বের যিনি সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এইরূপ গুরু হইতে, "উপদেশম্ অবাপ্য"—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের, ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একতারূপ অর্থ উপলব্ধি করিবার সাধন শ্রবণরূপ উপদেশ, যাহা অগ্রে ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণনা করিবেন, তাহা পাইয়া, "পঞ্চকোশবিবেকেন"—অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বিচার দ্বারা (যাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন, তাহার দ্বারা,) "পরাম্ নির্বৃতিম্ লভন্তে"—মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হয়। ৩১,৩২

এই প্রকারে 'বিশ্ব'সংজ্ঞক জীবের সংসার-নির্বৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিলেন।

৮। পঞ্চকোশ নিরূপণ।

'সেই অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ কি প্রকার?' এইরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া সেই পঞ্চকোশের উপদেশ করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চকোশের নামকরণের হেতুপ্রদর্শন।

অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥৩৩

অন্বয়—অন্নম্ প্রাণঃ মনঃ বুদ্ধিঃ আনন্দঃ চ ইতি তে পঞ্চ কোশাঃ। তৈঃ আবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ (দ্বারা আত্মস্বরূপ আবৃত থাকে, এইজন্য) এই পাঁচটি সেই কোশ। সেই সকল কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আত্মা স্বরূপবিস্মৃত হন বলিয়া সংসারপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

টীকা—অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দ এই পাঁচটি কোশ। (তন্মধ্যে) বুদ্ধি শব্দের অর্থ বিজ্ঞান; এই বিজ্ঞানময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া জীবাত্মা আপনাকে জ্ঞানশক্তিমান্ কর্তা মনে করে, আনন্দময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোক্তা মনে করে, মনোময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া ইচ্ছাশক্তিমান্ কারণ মনে করে, প্রাণময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপ মনে করে, অন্নময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোগায়তনরূপ মনে করে। সেই অন্নাদিকে 'কোশ' এই নাম দিবার কারণ বলিতেছেন— "তৈঃ আবৃতঃ"—সেই কোশসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া "স্বাত্মা"—স্বরূপভূত আত্মা, "বিস্মৃত্যা"—নিজের স্বরূপবিস্মৃতি বশতঃ, "সংসৃতিম্ ব্রজেৎ"—জন্মাদিপ্রাপ্তিরূপ সংসার পাইয়া থাকেন। কোশ যেমন কোশকার নামক কীটের (গুটিপোকার) আচ্ছাদক বলিয়া ক্লেশের কারণ হয়, সেইরূপ অন্নময়াদিও আত্মার অদ্বয়ত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি বিশেষণের আবরক হইয়া আত্মার ক্লেশের কারণ হয়। এই কারণে অন্নময়াদিকে কোশ বলিয়া থাকে। ইহাই অর্থ।

অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন আত্মা—সৎ, চিৎ, আনন্দ ও অদ্বয় এবং আমরা বিচারদ্বারা জানি দেহ—অসৎ, অচেতন বা জড়, দুঃখরূপ এবং সদ্বয় বা বহু। আত্মা ও দেহের যে অধ্যাস, তাহা অন্যোন্যাধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে যেমন দেহের অধ্যাস হয়, সেইরূপ, দেহেও আত্মার অধ্যাস হয়। প্রথম অধ্যাসের ফলে, আত্মার আনন্দরূপতা ও অদ্বয়রূপতা এই দুইটি আচ্ছাদিত হইয়া, আত্মা দুঃখী ও বহু বলিয়া প্রতীত হন; দ্বিতীয় অধ্যাসের ফলে, দেহের অসত্তা (মিথ্যাত্ব) ও অচেতনতা আচ্ছাদিত হইয়া, দেহ সৎ ও চেতন বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মা যে পূর্ণ ও নিত্যমুক্ত হইয়াও এইরূপ বলিয়া প্রতীত হন না, তাহা সেই প্রথমোক্ত অধ্যাসের, অর্থাৎ আত্মাতে দেহাধ্যাসেরই ফল। এইরূপে, দেহ বা অন্নময় কোশদ্বারা আবরণ ঘটে এবং সেই আবরণ দুঃখের কারণ হয়।

অনন্তর আড়াইটি শ্লোকে, এক একটি করিয়া সেই পঞ্চকোশের স্বরূপ জানাইতেছেন :—

(খ) অন্নময় ও প্রাণময় কোশের স্বরূপ।

স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ।
লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ॥৩৪

অন্বয়—পঞ্চীকৃতভূতোত্থঃ স্থূলঃ দেহঃ অন্নসংজ্ঞকঃ স্যাৎ। প্রাণঃ তু লিঙ্গে রাজসৈঃ প্রাণৈঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—পঞ্চীকৃত পাঁচটি ভূত হইতে উৎপন্ন স্থূলদেহকে অন্ন বা অন্নময় কোশ বলে। আর লিঙ্গদেহের অন্তর্গত রজোগুণসমুৎপন্ন পাঁচটি প্রাণ, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ বা প্রাণময়কোশ হয়।

টীকা—"পঞ্চীকৃতভূতোত্থঃ"—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, "স্থূলদেহঃ অন্নসংজ্ঞকঃ"—স্থূলদেহ অন্ন বা অন্নময়নামক কোশ হইয়া থাকে। "প্রাণঃ তু"—প্রাণময়কোশ কিন্তু, "লিঙ্গে"—লিঙ্গশরীরে বর্ত্তমান, "রাজসৈঃ প্রাণৈঃ"—রজোগুণের কার্য্যরূপ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটি প্রাণবায়ুর সহিত, "কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ"—বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত, (মোট দশটি) মিলিত হইয়া, প্রাণময়কোশ হয়। ৩৪

(গ) মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ।

সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীর্নিশ্চয়াত্মিকা॥ ৩৫

অন্বয়—বিমর্ষাত্মা সাত্ত্বিকৈঃ ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকম্ মনোময়ঃ (স্যাৎ), নিশ্চয়াত্মিকা ধীঃ তৈঃ এব সাকম্ বিজ্ঞানময়ঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—সংশয়াত্মক অন্তঃকরণই সাত্ত্বিক জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোশ হয় এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণই অর্থাৎ বুদ্ধিই উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশ হয়।

টীকা—"বিমর্ষাত্মা"—সংশয়স্বভাব এবং পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশের কার্য্যস্বরূপ যে মনের কথা বলা হইয়াছে, সেই মন, "সাত্ত্বিকৈঃ ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকম্"—এক এক ভূতের সত্ত্বগুণরূপ অংশের কার্য্যস্বরূপ যে শ্রোত্রাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, "মনোময়ঃ"—মনোময় কোশ হয়। "নিশ্চয়াত্মিকা ধীঃ"—নিশ্চয়স্বভাব এবং সেই পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশের কার্য্যস্বরূপ যে বুদ্ধি, তাহা, "তৈঃ এব সাকম্"—পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া, "বিজ্ঞানময়ঃ (স্যাৎ)"—বিজ্ঞানময় কোশ হয়। ৩৫

(ঘ) আনন্দময় কোশের স্বরূপ, উহাদিগকে আত্মার কোশ বলিবার কারণ।

কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ।
তত্তৎকোশৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ॥৩৬

অন্বয়—কারণে সত্ত্বম্ মোদাদিবৃত্তিভিঃ আনন্দময়ঃ (স্যাৎ)। আত্মা তু তত্তৎকোশৈঃ তাদাত্ম্যাৎ তত্তন্ময়ঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—কারণশরীরে যে (মলিন) সত্ত্বগুণ আছে, তাহা 'মোদ' প্রভৃতি বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোশ হয়। সেই সেই কোশের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃই আত্মা সেই সেই কোশময় হইয়া যান।

টীকা—"কারণে সত্ত্বম্"—কারণশরীররূপ অবিদ্যায় যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে, তাহা, "মোদাদিবৃত্তিভিঃ"—ইষ্ট বস্তুর দর্শন, লাভ ও ভোগ হইতে উৎপন্ন যথাক্রমে প্রিয়, মোদ ও

প্রমোদ নামক যে যে বিশেষ বিশেষ সুখ, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, "আনন্দময়ঃ স্যাৎ" - আনন্দময় নামক কোশ হয়।

এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে :–(শঙ্কা) ভাল, স্থূলশরীর প্রভৃতিকেই 'অন্নময়' প্রভৃতি শব্দদ্বারা বুঝিতে হয় এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শুনা যায়, যথা :–

"এই জন্যই এই পুরুষ (অর্থাৎ হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন দেহ) অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ" (তৈত্তিরীয় উ ২।১।১) এই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া "সেই (ব্রাহ্মণোক্ত) এই (মন্ত্রোক্ত) অন্নরসময় বা অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা আভ্যন্তর অপর 'আত্মা' আছে, তাহার নাম (প্রাণময় কোশ)" (ঐ ২।২।১) ; "সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও আভ্যন্তর অন্য একটি 'আত্মা' আছে, তাহার নাম মনোময় কোশ।" (ঐ ২।৩।১)

তাহা হইলে আত্মাকে 'অন্নময়' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য (অর্থ) কি প্রকারে বলিতেছেন ?

এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, বলিতেছেন দেহাদি অন্নাদির বিকার বলিয়া 'অন্নময়াদি' শব্দের বাচ্য বটে, কিন্তু আত্মার সেই কোশের সহিত অভেদ-অধ্যাসবশতঃ উক্ত শ্রুতিবচনে আত্মা অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য হইয়াছেন, "আত্মা তু"—প্রত্যগাত্মা কিন্তু, "তত্তৎকোশৈঃ"—সেই সেই অন্নময়াদি কোশের সহিত, "তাদাত্ম্যাৎ"—তাদাত্ম্যাভিমানবশতঃ, "তত্তন্ময়ঃ ভবেৎ"—সেই সেই কোশরূপ হন। অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহার কালে (আত্মা) অন্নময়াদি কোশের প্রাধান্যবশতঃ অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য হন। 'তু'শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে আত্মা উক্ত কোশপঞ্চক হইতে পৃথক্। ৩৬।

৯। অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি প্রদর্শন।

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে এই প্রকার আত্মার কি প্রকারে ব্রহ্মরূপতা হইতে পারে ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, কোশপঞ্চক হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিতে পারিলে আত্মার ব্রহ্মরূপতা হয়।

(ক) অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তির ফল।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকোশবিবেকতঃ।
স্বাত্মানং তত উদ্ধৃত্য পরং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে ॥ ৩৭

অন্বয়—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ পঞ্চকোশবিবেকতঃ স্বাত্মানম্ ততঃ উদ্ধৃত্য পরম্ ব্রহ্ম প্রপদ্যতে।

অনুবাদ—নিম্নবর্ণিত প্রকারে অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা পঞ্চকোশ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া, অথবা উক্ত কোশসকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, পঞ্চকোশ হইতে আত্মার উদ্ধার করিলে, আত্মা পরব্রহ্মরূপ হইয়া থাকেন।

টীকা—"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্" –৩৮ হইতে ৪২ শ্লোকে যে "অন্বয়ব্যতিরেক" বর্ণিত হইবে তাহার দ্বারা, "পঞ্চকোশবিবেকতঃ"—অন্নময়াদি যে পাঁচটি কোশ আছে তাহাদিগকে প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিলে, কিম্বা অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ হইতে, আত্মাকে পৃথক্ করিলে, "স্বাত্মানম্"—প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ আপনি আপনাকে, "ততঃ উদ্ধৃত্য"—সেই সকল কোশ হইতে বুদ্ধিদ্বারা নিষ্কাসিত করিয়া তাহাকে চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিলে, অধিকারী মুমুক্ষু, "পরং

ব্রহ্ম”—(১০ হইতে ১৫ শ্লোকে বর্ণিত) ব্রহ্মকে, “প্রপদ্যতে”—পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান। ৩৭

এক্ষণে যে অন্বয়ব্যতিরেকের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখাইতেছেন :

(খ) স্বপ্নাবস্থায় আত্মার অন্বয় ও স্থূলদেহের ব্যতিরেক।

অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যদ্ভানমাত্মনঃ।
সোঽন্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্ভানেঽন্যানবভাসনম্॥ ৩৮

অন্বয়—স্বপ্নে স্থূলদেহস্য অভানে আত্মনঃ যৎ ভানম্ সঃ অন্বয়ঃ, তদ্ভানে অন্যানবভাসনম্ ব্যতিরেকঃ।

অনুবাদ—স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই (আত্মার) অন্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা। আর আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে স্থূলদেহের বা অন্নময় কোশের অপ্রতীতি, তাহাই স্থূলদেহের বা অন্নময় কোশের ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। (স্থূল-দেহের প্রতীতি না হইলেও আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে, এবং আত্মপ্রতীতিতে স্থূলদেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—স্বপ্নাবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা, স্থূলদেহ বা অন্নময় কোশ হইতে পৃথক্।)

টীকা—“স্বপ্নে”—স্বপ্নাবস্থায়, “স্থূলদেহস্য অভানে”—অন্নময়কোশরূপ স্থূলদেহের অপ্রতীতি হইলে, “আত্মনঃ”—প্রত্যগাত্মার, “যৎ ভানম্”—স্বপ্নের সাক্ষি-রূপে যে স্ফুরণ থাকে, “সঃ অন্বয়ঃ”—তাহাই আত্মার অন্বয় (অনুস্যূতি)। সেই স্বপ্নাবস্থাতেই “তদ্ভানে”—সেই আত্মার স্ফুরণ হইলে, “অন্যানবভাসনম্”—অন্যের অর্থাৎ ‘স্থূলদেহের’ অনবভাসন বা অপ্রতীতি, “ব্যতিরেকঃ”—তাহাই স্থূলদেহের ব্যতিরেক। “স্থূলদেহস্য” এই শব্দটি যোগাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ‘অন্বয়’ ও ‘ব্যতিরেক’ (‘একটি থাকিলে অপরটি থাকে’, ‘একটি না থাকিলে অপরটি থাকে না’—এইরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই) এই দুই শব্দদ্বারা সাধারণতঃ অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা ও ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা কথিত হইতেছে। ৩৮

স্থূলদেহ আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রদর্শন করিয়া লিঙ্গদেহও আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অন্বয়ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) সুষুপ্ত্যবস্থায় আত্মার অন্বয় ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক।

লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ স্যাদাত্মনো ভানমন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্তু তদ্ভানে লিঙ্গস্যাভানমুচ্যতে॥ ৩৯

অন্বয়—সুষুপ্তৌ লিঙ্গাভানে আত্মনঃ ভানম্ অন্বয়ঃ স্যাৎ। তদ্ভানে লিঙ্গস্য অভানম্ তু ব্যতিরেকঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—সুষুপ্তি-অবস্থায় লিঙ্গদেহের অপ্রতীতি হইলেও, আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই (আত্মার) অন্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা। আর

আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে লিঙ্গদেহের (অর্থাৎ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের) অপ্রতীতি, তাহাই লিঙ্গদেহের অর্থাৎ উক্ত কোশত্রয়ের ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। (লিঙ্গদেহের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে লিঙ্গদেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—সুষুপ্তি অবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ হইতে পৃথক্।)

টীকা—"সুষুপ্তৌ"—সুষুপ্তি অবস্থাতে, "লিঙ্গাভানে"—লিঙ্গদেহের অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের অপ্রতীতি হইলে, "আত্মনঃ ভানম্"—সেই অবস্থার সাক্ষিরূপে আত্মার স্ফুরণ, "অন্বয়ঃ স্যাৎ"—তাহাই আত্মার অন্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা। "তদ্ভানে"—সেই আত্মার স্ফুরণ থাকিতে, "লিঙ্গস্য অভানং"—লিঙ্গদেহের অস্ফুরণ, "ব্যতিরেকঃ উচ্যতে"—তাহাকেই লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক বলিতে হইবে। ৩৯

এইরূপে সুষুপ্তিতে আত্মার অন্বয় ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

(শঙ্কা)—ভাল, পঞ্চকোশের বিচার আরম্ভ করিয়া এই যে লিঙ্গদেহের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা ত', আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, অসঙ্গত হইল—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, প্রাণময়াদি কোশত্রয় উক্ত লিঙ্গদেহেরই অন্তর্গত বলিয়া লিঙ্গদেহের বিচার আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত নহে।

(ঘ) লিঙ্গদেহের বিচারে অপ্রাসঙ্গিকতার আশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

তদ্বিবেকাদ্বিবিক্তাঃ স্যুঃ কোশাঃ প্রাণমনোধিয়ঃ।
তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্কৃতাঃ ॥ ৪০

অন্বয়—তদ্বিবেকাৎ প্রাণমনোধিয়ঃ কোশাঃ বিবিক্তাঃ স্যুঃ, হি (যতঃ) তে তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্কৃতাঃ (সন্তি)।

অনুবাদ—সেই লিঙ্গদেহের বিচারদ্বারা অর্থাৎ আত্মা হইতে লিঙ্গদেহের পার্থক্য নির্ণীত হইলে, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোশেরই আত্মা হইতে পার্থক্য নিরূপিত হইবে, কেননা, প্রাণময়াদি কোশত্রয় সেই লিঙ্গশরীরে, কেবল সত্ত্বরজোগুণজনিত অবস্থাভেদবশতঃই পৃথগ্‌ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

টীকা—"তদ্বিবেকাৎ"—সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন হইতে, "প্রাণমনোধিয়ঃ"—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় নামক কোশত্রয়, "বিবিক্তাঃ স্যুঃ"—আত্মা হইতে পৃথক্কৃত হইবে। সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন অর্থাৎ পৃথক্করণ দ্বারা তিনটি কোশ কি প্রকারে পৃথক্কৃত হইবে? এই হেতু বলিতেছেন—"হি"—যেহেতু, "তে"—প্রাণময় প্রভৃতি কোশত্রয়, "তত্র"—সেই লিঙ্গশরীরে, "গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ"—সত্ত্বরজোনামক গুণদ্বয়ের কেবলমাত্র অবস্থাভেদবশতঃ অর্থাৎ গৌণ ও মুখ্যভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থিতিহেতু, "পৃথক্কৃতাঃ"—ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাণময় কোশ কেবল রজোগুণের অবস্থা, মনোময় কোশ সত্ত্বরজ এই দুই গুণেরই অবস্থা, কেননা,

ইহার দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও ইচ্ছাদি ক্রিয়া সংসাধিত হয়, এবং বিজ্ঞানময় কোশ কেবল সত্ত্বগুণের অবস্থা, এই প্রকারে অবস্থার ভেদবশতঃ একই লিঙ্গদেহে তিনটি কোশ পরিকল্পিত হইয়াছে। ৪০

এইরূপে পঞ্চকোশ বিচারে লিঙ্গদেহের বিচার-উত্থাপন বিষয়ে যে আশঙ্কা উঠিতে পারে, তাহার সমাধান হইল।

এক্ষণে যাহাকে আনন্দময়কোশরূপে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই কারণশরীরকে পৃথক্ করিবার উপায় বলিতেছেন :—

(৬) সমাধি অবস্থায় আত্মার অন্বয় ও কারণদেহের ব্যতিরেক।

সুষুপ্ত্যভানে ভানং তু সমাধাবাত্মনোঽন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্ত্বাত্মভানে সুষুপ্ত্যনবভাসনম্॥ ৪১

অন্বয়—সমাধৌ সুষুপ্ত্যভানে আত্মনঃ তু ভানম্ অন্বয়ঃ; আত্মভানে সুষুপ্ত্যনবভাসনং তু ব্যতিরেকঃ।

অনুবাদ—সমাধিকালে, সুষুপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের অভান বা অপ্রতীতি হয়; তখন কিন্তু আত্মবিষয়ক ভান বা প্রতীতি থাকে। তাহাই (আনন্দময়কোশ সম্বন্ধে) আত্মার অন্বয়—অনুস্যূততা বা অনুবৃত্তি। আবার আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে সুষুপ্তির অপ্রতীতি, তাহাই সুষুপ্তির (অর্থাৎ আনন্দময় কোশের) ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। (সমাধি অবস্থায় সুষুপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের বা কারণশরীরের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে সেই কারণশরীরের একান্ত আবশ্যকতা নাই—সমাধি অবস্থায় ইহা অনুভব করা যায়; ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা আনন্দময়কোশ হইতে পৃথক্।)

টীকা—"সমাধৌ"—সমাধি অবস্থাতে, যখন "লীনে পূর্ব্ববিকল্পে তু যাবদন্যস্য নোদয়ঃ। নির্ব্বিকল্পকচৈতন্যং স্পষ্টং তাবদ্বিভাসতে॥"—'পূর্ব্ববিকল্প বিলীন হইয়া গেলে, যে পর্য্যন্ত না অন্য বিকল্পের উদয় হয়, সেই পর্য্যন্ত চৈতন্য নির্ব্বিকল্পক ভাবে প্রকাশিত থাকেন', এইরূপ অবস্থায়, অথবা যে সমাধির লক্ষণ অগ্রে ৫৫ সংখ্যক শ্লোকে বলিবেন, সেই অবস্থায়, "সুষুপ্ত্য-ভানে"—'সুষুপ্তি' শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত কারণ-দেহরূপ অজ্ঞানের অপ্রতীতি হইলে, "আত্মনঃ তু" —'তু' শব্দের অর্থ 'অবধারণ', অর্থাৎ আত্মারই, "ভানম্"—যে স্ফুরণ হয়, তাহাই আত্মার "অন্বয়"—অনুবৃত্তি। আর "আত্মভানে"—আত্মার স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ থাকিতেও, "সুষুপ্ত্য-নবভাসনম্"—'সুষুপ্তি' শব্দদ্বারা উপলক্ষিত অজ্ঞানের অপ্রতীতিই, "ব্যতিরেকঃ" সেই অজ্ঞানের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি। এস্থলে এই 'অনুমান' আছে—প্রত্যগাত্মা অন্নময় প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, কেননা, তাহারা (সেই কোশসকল) পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, আত্মা নিজে অভিন্ন থাকেন; সেই কোশসকল পরস্পর ভিন্ন বলিয়া

প্রতীত হইলেও, যাহা ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহা সেই কোশসকল হইতে ভিন্ন ; যেমন, (মালাতে) পুষ্পসকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও, তন্মধ্যে অনুস্যূত যে সূত্র, তাহা আপনার স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এইহেতু তাহা পুষ্পসকল হইতে ভিন্ন। অথবা, খোঁড়া, কানা প্রভৃতি অনেক আকারের গরু পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, সেই সকল গো-ব্যক্তিতে অনুস্যূত গোত্ব জাতি, যেমন আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, এইহেতু সেই গোত্বজাতি সেই সকল গো-ব্যক্তি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ। ৪১

এইরূপে সমাধিতেও আত্মার অন্বয় ও কারণদেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্কৃত হইলে, আত্মার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়,—৩৭ সংখ্যক শ্লোকে যে এইরূপ কথিত হইয়াছে, সেই কথার প্রতিপাদক কঠশ্রুতিবচন (৬।১৭) (অথবা শ্বেতাশ্বতরের শ্রুতিবচন ৩।১৩)—[অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥]*—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন ঃ—

(চ) পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্কৃত আত্মার ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি।

যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥ ৪২

অন্বয়—যথা মুঞ্জাৎ ইষীকা, এবম্ আত্মা যুক্ত্যা শরীরত্রিতয়াৎ ধীরৈঃ সমুদ্ধৃতঃ পরম্ ব্রহ্ম এব জায়তে।

অনুবাদ—যেরূপ মুঞ্জতৃণ হইতে কৌশলে গর্ভপত্রটি বা গর্ভ-শলাকাটি নিষ্কাসিত করিতে হয়, সেইরূপ, অন্বয়ব্যতিরেক-বিচারকৌশলে আত্মা শরীরত্রয় অথবা পঞ্চকোশ হইতে, ব্রহ্মচারী বিষয়বিরক্ত মুমুক্ষুকর্ত্তৃক পৃথক্কৃত হইলে, পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

টীকা -"যথা"—যেমন "মুঞ্জাৎ"—মুঞ্জনামক তৃণবিশেষ হইতে, "ইষীকা"—গর্ভস্থ কোমলতৃণরূপ শলাকাটিকে "যুক্ত্যা"—বাহিরে আবরকরূপে অবস্থিত স্থূলপত্রগুলিকে পৃথক্-করণরূপ উপায়দ্বারা বাহির করিতে হয়, "এবং" এইরূপে, আত্মাও "যুক্ত্যা" -অন্বয়-ব্যতিরেকরূপ উপায়দ্বারা, "শরীরত্রিতয়াৎ" পূর্ব্বোক্ত তিনটি শরীর হইতে, "ধীরৈঃ"—যাঁহারা ধীকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে বিষয়ানুসন্ধান হইতে রক্ষা করিতে পারেন, সেই ব্রহ্মচর্য্য (বৈরাগ্য-) প্রভৃতি সাধনসম্পন্ন অধিকারিগণকর্ত্তৃক, "সমুদ্ধৃতঃ"—যদি পৃথক্কৃত হয়, তাহা

* ইহার অর্থ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তর্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জতৃণ হইতে যেরূপ ইষীকাকে (গর্ভতন্তুটিকে) বাহির করা হয়, সেইরূপ ধৈর্য্যের সহিত, সেই অন্তর্যামী পুরুষকে নিজ শরীর হইতে বাহির করিবেন এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। (আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণের উপাধি হৃদয়দেশ, তাহাই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ ; এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ ধরিয়া শ্রুতি, উপচারক্রমে আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলিয়াছেন।)

হইলে, সেই আত্মা "পরম্ ব্রহ্ম এব জায়তে"—পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন, যেহেতু চিদানন্দ স্বরূপতারূপ লক্ষণ ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ে তুল্যরূপে দেখা যায়—ইহাই অভিপ্রায়। ৪২

এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্ করিলে আত্মার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

মহাবাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

১। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থ।

এতগুলি শ্লোকরচনাদ্বারা আত্মার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপ ফলের সহিত তত্ত্বজ্ঞান নিরূপিত হইয়া যাওয়াতে, পরবর্তী শ্লোকগুলির রচনারম্ভ হওয়াই উচিত ছিল না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া পরবর্তী গ্রন্থভাগের আরম্ভ সিদ্ধ করিবার জন্য এপর্য্যন্ত যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার পুনঃকীর্ত্তনপূর্ব্বক পরবর্তী গ্রন্থের তাৎপর্য্য বলিতেছেন:—

ক এতাবৎ প্রবন্ধে প্রতিপাদিত বস্তু ও উত্তর প্রবন্ধের তাৎপর্য্য।

পরাপরাত্মনোরেবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ সা ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে॥ ৪৩

অন্বয়—এবম্ পরাপরাত্মনোঃ একতা যুক্ত্যা সম্ভাবিতা; সা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—এইরূপে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই উভয়ের অভেদ, যুক্তিদ্বারা জিজ্ঞাসুকে অথবা প্রতিবাদীকে অঙ্গীকার করাইলেন। এক্ষণে সেই অভেদ, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রৌত মহাবাক্যদ্বারা, ভাগত্যাগলক্ষণার সাহায্যে প্রতিপাদন করিতেছেন।

টীকা—"এবম্"—এ পর্য্যন্ত যে যুক্তিপ্রণালী প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা "পরাপরাত্মনোঃ"—পরমাত্মা ও জীবাত্মা যাহা যথাক্রমে, 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের অন্তর্গত 'তৎ'পদ ও "ত্বম্"পদের অর্থ, তদুভয়ের "একতা"—অভিন্নতা, "যুক্ত্যা"—সচ্চিদানন্দরূপতারূপ লক্ষণ তদুভয়ে তুল্যরূপে বর্ত্তমান, ইহা দেখাইয়া এবং অন্যান্য যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ অধ্যারোপ—অপবাদ এবং অন্বয়-ব্যতিরেক ইত্যাদি উপায়দ্বারা), "সম্ভাবিতা"—জিজ্ঞাসুর বা প্রতিবাদীর বুদ্ধিকে স্বীকার করাইলেন বা বুদ্ধিতে ধরাইলেন। "সা"—সেই অভেদ, "তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যৈঃ"—তত্ত্বমসি, প্রভৃতি (অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," ও "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই সকল) মহাবাক্যদ্বারা—অর্থাৎ জীবব্রহ্মের অভেদবোধক শ্রুতিবাক্যদ্বারা, "ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে"—বিরুদ্ধাংশ—ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাদি ও জীবের অল্পজ্ঞতাদিরূপ একতাবিরোধী অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা* বুঝান হইতেছে—(এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন)। ৪৩

এইরূপে এ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত বিষয়ের সারসংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যাতব্য বিষয়ের তাৎপর্য্য প্রদান করিতেছেন।

* মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর ২য় গ্রন্থ "দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকের" (খ) পরিশিষ্ট এবং এই পঞ্চদশীর (গ) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের, জীবব্রহ্মের একতারূপ অর্থ, উক্ত বাক্যের অন্তর্গত 'তৎ'পদ ও 'ত্বং'পদের অর্থ বুঝিলেই, বুঝিতে পারা যায়; এই হেতু প্রথমে 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন -

(খ) 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ।

জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্ম তদ্গিরা॥ ৪৪

অন্বয়—যৎ তামসীম্ মায়াম্ আদায়, জগতঃ উপাদানম্ (ভবতি), শুদ্ধসত্ত্বাম্ তাম্ (আদায়) নিমিত্তম্ (ভবতি, তৎ) ব্রহ্ম. "তৎ"-গিরা উচ্যতে।

অনুবাদ—যিনি তামসী মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তমোগুণপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের উপাদান কারণ, এবং শুদ্ধসত্ত্বা মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির রজস্তমোদ্বারা অনভিভূত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের —নিমিত্তকারণ, সেই ঈশ্বরস্বরূপ ব্রহ্মই 'তৎ' শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছেন।

টীকা—"যৎ"—যে সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম, "তামসীম্"—তমোগুণপ্রধানা, "মায়াম্ আদায়"—মায়াকে উপাধিরূপে অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্থানরূপে গ্রহণ করিয়া, "জগতঃ"—স্থাবরজঙ্গমাত্মক কার্য্যসমূহের, "উপাদানম্ ভবতি" জগতের অধ্যাসের অধিষ্ঠান অর্থাৎ কল্পিত সর্পের উপাদানস্বরূপ বিবর্ত্তোপাদান হন, "শুদ্ধসত্ত্বাম্ তাম্ আদায়"—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান সেই মায়াকে অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণদ্বারা অভিভূত হয় নাই, সেইরূপ মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া "নিমিত্তম্ ভবতি"—নিমিত্তকারণ হন, অর্থাৎ তমঃপ্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদান প্রভৃতির বিশেষজ্ঞানসম্পন্ন কর্ত্তা হন। অভিপ্রায় এই—কুম্ভকার যেমন ঘটোপাদান মৃত্তিকা এবং তাহার সহিত দণ্ডচক্রাদি অন্যান্য নিমিত্তের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানদ্বারা ঘটের কর্ত্তা হন, সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়োপহিত ব্রহ্ম তমঃপ্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদানের এবং জীবের অদৃষ্ট, আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ন, কাল, দিক্, প্রাগভাব ও প্রতিবন্ধকাভাব এই কয়েকটি নিমিত্তকারণের, বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লইয়া জগতের কর্ত্তা হন। (তৎ) "ব্রহ্ম"—সেই অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামী. "তৎ"-গিরা উচ্যতে"—এই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যস্থিত 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ। ৪৪

এইরূপে 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল।

(এক্ষণে) "ত্বম্"পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন :—

(গ) 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থ।

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্।
আদত্তে তৎ পরং ব্রহ্ম ত্বং পদেন তদোচ্যতে॥ ৪৫

অন্বয়—তৎ পরম্ ব্রহ্ম যদা মলিনসত্ত্বাম্ কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্ তাম্ আদত্তে তদা "ত্বম্" —পদেন উচ্যতে।

অনুবাদ—সেই পরব্রহ্ম যখন মলিনসত্ত্বগুণযুক্ত, কামকর্ম্মাদিদূষিত সেই মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করেন, তখন সেই পরব্রহ্মই (জীবরূপ ধরিয়া) "ত্বম্"-পদের বাচ্যার্থ হন।

টীকা—"তৎ পরম্ ব্রহ্ম"—সেই পরব্রহ্মই অর্থাৎ যিনি অন্য উপাধিযোগে জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ, "যদা"—যে সংসারাবস্থায়, "মলিনসত্ত্বাম্"—কিঞ্চিৎ রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রণবশতঃ মলিন অর্থাৎ রজস্তমোভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান, এবং "কামকর্ম্মাদি-দূষিতাম্"—বিষয়ভোগেচ্ছা, অদৃষ্ট প্রভৃতিদ্বারা দূষিত, "তাম্ আদত্তে"—সেই অবিদ্যাশব্দবাচ্য মায়া বা প্রকৃতিকে উপাধি বা প্রতিবিম্বস্থানরূপে গ্রহণ করেন, "তদা 'ত্বম্' পদেন উচ্যতে"—তখন সেই 'ত্বম্'-পদের বাচ্যার্থ হন। ৪৫.

এইরূপে "ত্বম্" পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল।

এই প্রকারে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের অর্থ বলিয়া, উক্ত পদসমুদায়ের অর্থাৎ মহাবাক্যের অর্থ বলিতেছেন ঃ—

(৩) লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থ-জ্ঞান।

ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে॥ ৪৬

অন্বয়—ত্রিতয়ীম্ অপি পরস্পরবিরোধিনীম্ তাম্ মুক্ত্বা অখণ্ডম্ সচ্চিদানন্দম্ মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—তমঃপ্রধান, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ও মলিনসত্ত্বপ্রধান—এই তিন-প্রকারের মায়া পরস্পরবিরোধিনী। সেই তিনপ্রকার মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মহাবাক্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেই লক্ষ্য করিতেছে অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ।

টীকা—"ত্রিতয়ীম্ অপি"—তিন প্রকারের মায়াকেই অর্থাৎ তমঃপ্রধানতা, বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানতা ও মলিনসত্ত্বপ্রধানতা—এই তিন প্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিতা (মায়াকে), অতএব "পরস্পরবিরোধিনীম্ তাম্"—পরস্পরবিরোধিনী সেই মায়াকে, "মুক্ত্বা"—ছাড়িয়া অর্থাৎ শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা অসৎ বলিয়া জানিয়া, "অখণ্ডম্ সচ্চিদানন্দম্"—সজাতীয়াদি তিনপ্রকার ভেদরহিত (অর্থাৎ অগ্রে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২০শ হইতে ২৫শ শ্লোকোক্ত, সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদবর্জ্জিত, অথবা—১। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, ২। জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, ৩। জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, ৪। জড় ও জীবের ভেদ ও ৫। জড় ও জড়ের পরস্পর ভেদ, এই পাঁচ প্রকার ভেদবর্জ্জিত) ব্রহ্ম, "মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে"—মহাবাক্যের দ্বারা, লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে জ্ঞাপিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ। ৪৬

এইরূপে লক্ষণার দ্বারা কি প্রকারে মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে, তাহা দেখান হইল।

(শঙ্কা) ভাল, এইরূপ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বাক্যের অর্থবুঝান কোথায় দেখিয়াছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

(ঙ) ভাগত্যাগ লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

সোঽয়মিত্যাদিবাক্যেষু বিরোধাত্তদিদন্তয়োঃ।
ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥ ৪৭

(চ) ভাগত্যাগ লক্ষণার সিদ্ধান্ত।

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮

অন্বয়—'সঃ অয়ম্' ইত্যাদিবাক্যেষু তদিদন্তয়োঃ বিরোধাৎ ভাগয়োঃ ত্যাগেন একঃ আশ্রয়ঃ যথা লক্ষ্যতে, এবম্ পরজীবয়োঃ উপাধী মায়াবিদ্যে বিহায় অখণ্ডম্ সচ্চিদানন্দম্ পরম্ ব্রহ্ম এব লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—'সেই ব্যক্তি এই'—এইপ্রকার বাক্যে 'সেই' ও 'এই' এই দুই অর্থ (যথাক্রমে অতীতকাল ও পরোক্ষ দূরদেশ এবং বর্ত্তমান কাল ও অপরোক্ষ সমীপদেশ বুঝায় বলিয়া) 'সেই' অর্থাৎ অতীতকাল ও পরোক্ষ দূরদেশবিশিষ্ট ব্যক্তি হইতেছে—'এই' অর্থাৎ বর্ত্তমানকাল ও প্রত্যক্ষ সমীপদেশ-বিশিষ্ট ব্যক্তি, এইরূপ, পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থ পাওয়া যায় এবং ঐরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের একতা অসম্ভব বলিয়া ঐ বিরুদ্ধ অংশ দুইটিকে ত্যাগ করিয়া যেমন তদুভয়ের এক আশ্রয়—উক্ত ব্যক্তির শরীররূপ স্বরূপই লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়, সেইরূপ, "তৎ+ত্বম্+অসি"—এই বাক্যেও 'তৎ'পদবাচ্য ঈশ্বরের ও 'ত্বং'পদবাচ্য জীবের উপাধি যথাক্রমে মায়াকৃত সর্ব্বশক্তিসত্তা, সর্ব্বজ্ঞতাদিধর্ম্ম ও অবিদ্যাকৃত অল্পশক্তিসত্তা, অল্পজ্ঞতাদিধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় এবং তদুভয়ের একতা অসম্ভব বলিয়া তদুভয়কে পরিত্যাগ করিয়া, তদুভয়ের এক আশ্রয়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়।

টীকা—"সঃ অয়ম্ ইত্যাদিবাক্যেষু"—'সেই (দেবদত্ত) এই'—এইপ্রকার বাক্যসমূহে "তদিদন্তয়োঃ"—'তত্তা' ও 'ইদন্তা' এই উভয়ের অর্থাৎ 'সেই' বলিতে যে পরোক্ষ দূরদেশ ও অতীতকালবিশিষ্টতারূপ ধর্ম্মাক্রান্ত এবং 'এই' বলিতে যে অপরোক্ষ সমীপদেশ ও বর্ত্তমান কালবিশিষ্টতারূপ ধর্ম্মাক্রান্ত বুঝায়, সেই উভয় ধর্ম্মের, "বিরোধাৎ"—একতার অসম্ভব বলিয়া, "ভাগয়োঃ ত্যাগেন"—বিরুদ্ধ অংশসমূহের ত্যাগ করিয়া, "একঃ আশ্রয়ঃ"—সেই দেবদত্ত নামক ব্যক্তির শরীররূপ একটিমাত্র স্বরূপ, "যথা লক্ষ্যতে"—যেমন লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা বুঝিতে হয়,—এইরূপে দৃষ্টান্ত বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—"এবং"—'সেই দেবদত্ত এই' এই বাক্যে যেপ্রকার, এইরূপ, "পরজীবয়োঃ"—পরমাত্মা ও জীব উভয়ের, "উপাধী"—উপাধিভূত মায়া ও অবিদ্যা, যাহা ১৬ সংখ্যক এবং ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,

তদুভয়কে, "বিহায়"—পরিত্যাগ করিয়া, "অখণ্ডম্"—ভেদরহিত, "সচ্চিদানন্দম্"—পরব্রহ্মকেই মহাবাক্য হইতে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়। ৪৭, ৪৮

এইরূপে ভাগত্যাগলক্ষণার দৃষ্টান্ত দিলেন।

(শঙ্কা)—ভাল মহাবাক্য হইতে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্ম, তাহা সবিকল্প অথবা নির্ব্বিকল্প? অর্থাৎ তাহা নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট? অথবা নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মরহিত?

দুইটি পক্ষ উঠাইয়া প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই দোষ দেখাইতেছেন :—

(৮) মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থে পূর্ব্ববাদীকর্তৃক দোষারোপ।

সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদবস্তুতা।
নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি॥ ৪৯

অন্বয়—সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য অবস্তুতা স্যাৎ। (দ্বিতীয় পক্ষে দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন) নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বম্ ন দৃষ্টম্ ন চ সম্ভবি।

অনুবাদ—মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তুটি সবিকল্পক অর্থাৎ নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু হইলে, তাহা অবস্তু হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; (কেননা, নাম প্রভৃতি কল্পনামাত্র এবং তাহা যাহার ধর্ম্ম তাহা অনিত্য)। আবার সেই বস্তুটি নির্ব্বিকল্পক হইলে লক্ষ্য হইতে পারে না; (অর্থাৎ যাহাতে নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্পদ্বারা লক্ষ্যত্বরূপ ধর্ম্মই নাই, তাহা কি প্রকারে লক্ষ্য হইবে?)

টীকা—"সবিকল্পস্য" -বিকল্প শব্দের অর্থ যাহা বিপরীতরূপে (এবং সেইহেতু বিবিধ-রূপে) কল্পিত হয়, (যেমন রজ্জুর স্বরূপ হইতে বিপরীতরূপে এবং সেইহেতু নানারূপে কল্পিত সর্প, দণ্ড, ভূমির ফাট্, ষাঁড়ের মূত্র, ইত্যাদিকে বিকল্প বলা যায়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে বিপরীত অর্থাৎ খণ্ডিত অসৎ ইত্যাদিরূপে কল্পিত নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মও সেইরূপ বিকল্প।) সেই নাম, জাতি ইত্যাদিরূপ বিকল্পের সহিত যাহা বর্ত্তমান তাহা সবিকল্প; সেই বস্তুর "লক্ষ্যত্বে"—মহাবাক্যের অর্থরূপে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা জানিবার যোগ্যতা স্বীকৃত হইলে, "লক্ষ্যস্য"—মহাবাক্যের অর্থরূপে জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্মবস্তু, তাহার, "অবস্তুতা স্যাৎ"—মিথ্যাত্ব অনিবার্য্য হইবে, কেননা, নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ঘটাদি সকল বস্তুরই মিথ্যাত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; আবার "নির্ব্বিকল্পস্য"—নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মরহিত বস্তুর "লক্ষ্যত্বম্"—লক্ষ্যতারূপ ধর্ম্ম, সংসারে "ন দৃষ্টম্" কোথাও দেখা যায় নাই, "ন চ সম্ভবি"—সিদ্ধ করাও যাইতে পারে না, কেননা, লক্ষ্যতারূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুকে 'নির্ব্বিকল্পক' বলিলে ব্যাঘাত দোষ ঘটে। কোনও বস্তুকে 'লক্ষ্য' বলিয়া মানিলে, তাহাকে লক্ষ্যতাধর্ম্মরূপ বিকল্পবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা হইল। তাহাকেই আবার নির্ব্বিকল্প বলিলে, 'আমার মুখে জিহ্বা নাই' অথবা 'আমার পিতা বাল-ব্রহ্মচারী' এইরূপ আপনার বচন-দ্বারাই আপনার বচনের বাধা বা ব্যাঘাতদোষ ঘটে। ৪৯

ইহাই হইল মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ লইয়া পূর্ব্বপক্ষীর দোষারোপ।

মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ অখণ্ডসচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এই যথার্থ সিদ্ধান্ত লইয়া উক্তরূপ ফাঁকি বা অসৎ প্রশ্ন উঠাইলে, অনুরূপ অসৎ উত্তর ভিন্ন অন্য প্রতীকার নাই। যে উষ্ট্রচালক চাবুক ব্যবহার করে না, তাহার উষ্ট্র দুর্বৃত্ত হইলে সে যেমন তাহারই পৃষ্ঠের বোঝা হইতে একখানা চেলা কাঠ লইয়া তাহার সংশোধন করে, সেইরূপ সেই অসৎ প্রশ্নের অসৎ উত্তরও প্রতিপ্রশ্নস্বরূপ; অর্থাৎ প্রতিবাদীর উপর প্রত্যভিযোগ বা প্রত্যারোপ বা পাল্টা প্রশ্ন করিলেই তাহার সংশোধন হয়। সেইরূপ প্রত্যভিযোগদ্বারা প্রতিবাদীর উক্তরূপ ফাঁকি অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, এইহেতু সিদ্ধান্তী বলিতেছেন 'তোমার উপযুক্ত অসৎ উত্তর ('জাতি'-উত্তর) থাকিতে তোমার ঐরূপ বিস্ময়কর প্রশ্ন চলিবে না'। এইহেতু প্রতিবাদীর মতো সিদ্ধান্তীও বিকল্প করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন:—

(জ) সিদ্ধান্তীর শঠে শাঠ্যাচরণ বা অসদুত্তর।

বিকল্পো নির্ব্বিকল্পস্য সবিকল্পস্য বা ভবেৎ।
আদ্যে ব্যাহতিরন্যত্রানবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ ॥ ৫০

অন্বয়—বিকল্পঃ নির্ব্বিকল্পস্য বা সবিকল্পস্য ভবেৎ? আদ্যে ব্যাহতিঃ, অন্যত্র অনবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ।

অনুবাদ—এই যে বিকল্প করিলে (একই বিষয়ে মতভেদ উঠাইলে) তাহা নির্ব্বিকল্পের (অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে) বিকল্প করিলে, অথবা সবিকল্পের (সবিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে) বিকল্প করিলে? প্রথম পক্ষে (অর্থাৎ যদি বল নির্ব্বিকল্পের বিকল্প, তাহা হইলে) তুমি যে ব্যাঘাত দোষ আমার উপর চাপাইলে, তাহা তোমার স্কন্ধে পড়িবে, কেননা, নির্ব্বিকল্পের আবার বিকল্প কি? দ্বিতীয় পক্ষে, আত্মাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতি (চারিটি) দোষ ঘটিবে। (টীকা দ্রষ্টব্য)।

টীকা হে প্রতিবাদিন্, 'মহাবাক্যের দ্বারা লক্ষিত যে ব্রহ্ম, তাহা নির্ব্বিকল্প কিম্বা তাহা সবিকল্প?—এইপ্রকারে যে নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ক ও সবিকল্প ব্রহ্মবিষয়ক 'বিকল্প' করিলে—তাহা কি নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের হইবে অথবা সবিকল্প ব্রহ্মের হইবে?' অর্থাৎ যে ব্রহ্মবিষয়ে একেবারেই বিকল্প নাই তাহার, অথবা যে ব্রহ্মে বিকল্প আছে তাহার?* তন্মধ্যে যদি বল 'নির্ব্বিকল্পের বিকল্প করিয়াছি,' তাহা হইলে

* সিদ্ধান্তীর প্রতিপ্রশ্ন অন্যায্য নহে। প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তু সবিকল্প অথবা নির্ব্বিকল্প? তাহার অর্থ সেই বস্তু নামজাত্যাদিবিশিষ্ট অথবা তদ্রহিত? সিদ্ধান্তীর পাল্টা প্রশ্ন 'তুমি যে বস্তু লইয়া বিকল্প', অর্থাৎ একই বিষয়ে মতভেদ উঠাইতেছ, তাহা সবিকল্প অথবা নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে বিকল্প আছে তাহা, অথবা যাহাতে বিকল্প একেবারেই নাই তাহা? আমাকে আগে বল। প্রতিবাদীর 'বিকল্প' শব্দের অর্থ ও সিদ্ধান্তীর প্রতিপ্রশ্নে 'বিকল্প' শব্দের অর্থ ঠিক এক বলিয়া না বুঝিলেও নামজাত্যাদি ধর্ম্ম লইয়াই মতভেদ হয় বলিয়া বিকল্প শব্দের অর্থ 'নামজাত্যাদি' হউক অথবা 'মতভেদ'ই হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কেননা, বিকল্প শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক নহে।

এই প্রথম পক্ষে যে নির্ব্বিকল্পের বিকল্পের কথা বলিলে, তাহা উক্ত ব্যাঘাতদোষযুক্ত, কেননা, যাহাকে নির্ব্বিকল্প বলিতেছ, তাহারই আবার বিকল্পের কথা বলিতেছ। আবার যদি দ্বিতীয় পক্ষই আশ্রয় কর অর্থাৎ যদি বল সবিকল্পেরই বিকল্প করিয়াছি, তাহা হইলে 'আত্মাশ্রয়', 'অনবস্থা' প্রভৃতি চারিটি দোষ ঘটে।

'আত্মাশ্রয়' দোষ অর্থাৎ আপনার সিদ্ধির জন্য আপনারই অপেক্ষা ; তাহা কি প্রকারে ঘটে দেখ—তোমার 'সবিকল্প ব্রহ্মেরই বিকল্প' এই বাক্যে 'সবিকল্প' শব্দের অর্থ কি তাহা শ্রবণ কর। 'বিকল্পেন (তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত) সহ বর্ত্ততে' [যঃ তস্য বিকল্পঃ (প্রথমাবিভক্ত্যন্ত)]। বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান সেই সবিকল্প ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মী বা আশ্রয় (অর্থাৎ অধিকরণ বা অনুযোগী) সেই 'সবিকল্প ব্রহ্ম' যে বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান, সেই বিকল্প এই প্রসঙ্গে তৃতীয়ান্ত "বিকল্পেন" এই পদদ্বারা উক্ত হইয়াছে। আর তুমি যে সেই 'সবিকল্প ব্রহ্মে' বিকল্প করিলে, সেই বিকল্প এস্থলে প্রথমান্ত "বিকল্পঃ" এই পদদ্বারা উক্ত হইল। এক্ষণে বল, তুমি উক্ত তৃতীয়ান্ত "বিকল্পেন"-পদদ্বারা এবং প্রথমান্ত "বিকল্পঃ"-পদদ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলে অথবা দুইটি পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইলে? যদি বল 'উক্ত তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত 'বিকল্প'-শব্দদ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলাম', তাহা হইলে, সেই একই বিকল্প, বিকল্পের আশ্রয় যে 'সবিকল্প ব্রহ্ম' তাহার বিশেষণ হওয়াতে, আপনিই আপনার আশ্রয় হইল, অর্থাৎ তোমার প্রথমান্তরূপ যে বিকল্প তাহার আশ্রয় যে সবিকল্প ব্রহ্ম, তাহার বিশেষণরূপ যে তৃতীয়ান্ত বিকল্প, তাহাই তোমার প্রথমান্ত বিকল্পের আশ্রয় হইল। যদি বল 'কি প্রকারে'? তবে বলি, নিয়মই রহিয়াছে যে, কোনও বিশেষণ-দ্বারা বিশিষ্ট বস্তুতে, যে ধর্ম্ম বিদ্যমান, তাহা সেই বিশেষণেও বিদ্যমান; যেমন 'খড়্গী আসিতেছে' এই বাক্যে আগমনক্রিয়ারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা যেমন সেই খড়্গধারী পুরুষে বিদ্যমান, সেইরূপ তাহার বিশেষণীভূত খড়্গেও বিদ্যমান, যেহেতু যেমন সেই খড়্গীপুরুষ আসিতেছে, সেইরূপ সেই খড়্গও (তৎসঙ্গে) আসিতেছে; সেইরূপ তৃতীয়ান্ত 'বিকল্প' রূপ বিশেষণদ্বারা বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম, প্রথমান্ত 'বিকল্প'-রূপ ধর্ম্মের আশ্রয় হওয়াতে, সেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপ যে তৃতীয়ান্ত 'বিকল্প' তাহাও সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় হইল, কিন্তু তুমি উক্ত তৃতীয়ান্ত বিকল্পকে ও প্রথমান্ত বিকল্পকে একই বিকল্প বলিয়া বুঝাইয়াছ; সুতরাং একই বিকল্প, বিকল্পাশ্রয় ব্রহ্মের বিশেষণ হওয়াতে প্রথমান্তরূপ আপনার আশ্রয় হইল। তাহা হইলে আপনার সিদ্ধির জন্য আপনারই অপেক্ষা থাকাতে 'আত্মাশ্রয়' দোষ হইল।

আর যদি বল, 'উক্ত তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত 'বিকল্প'-শব্দদ্বারা পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইতেছি', তাহা হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ হইল অর্থাৎ পরস্পরের সিদ্ধির জন্য পরস্পরের অপেক্ষা ঘটিল; তাহা কি প্রকারে ঘটিল, দেখ। সেই তৃতীয়ান্ত 'বিকল্প' যেহেতু বিকল্প, এবং তাহার আশ্রয় ব্রহ্ম যেহেতু 'সবিকল্প', সেইহেতু সেই তৃতীয়ান্ত বিকল্পের আশ্রয় যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপ কোনও বিকল্প অবশ্য মানিতে হইবে,

অর্থাৎ তুমি যখন সবিকল্পের বিকল্প হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন যাহাই বিকল্প বলিয়া স্বীকৃত হইবে, তাহাই সবিকল্প আশ্রয়ে বিদ্যমান হইবে—নির্ব্বিকল্প আশ্রয়ে নহে। যেমন তোমার প্রথমান্তরূপ বিকল্প, সবিকল্প আশ্রয়ে বর্ত্তমান, সেইরূপ সকল বিকল্পই সবিকল্প আশ্রয়ে বর্ত্তমান হইবে। এইহেতু যেমন তোমার প্রথমান্তরূপ বিকল্পের স্থিতির জন্য, তৃতীয়ান্ত বিকল্পদ্বারা আশ্রয় ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীকে সবিকল্প করিলে, সেইরূপ সেই তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য কোনও বিশেষণরূপ বিকল্পদ্বারা আশ্রয়কে সবিকল্প করা চাই। তৃতীয়ান্ত বিকল্পের আশ্রয়ের বিশেষণরূপ যে বিকল্প তাহার নাম দাও 'বিশেষণীভূত বিকল্প'। এখন জিজ্ঞাসা করি, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প কি সেই প্রথমান্তরূপ বিকল্প? অথবা সেই প্রথমান্ত বিকল্প ও তৃতীয়ান্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প? যদি বল তাহা সেই প্রথমান্তরূপ বিকল্প, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত 'অন্যোন্যাশ্রয়'-রূপ দোষ হয়—কেননা, প্রথমান্তরূপ বিকল্পের স্থিতির জন্য তৃতীয়ান্ত বিকল্পের অপেক্ষা এবং তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের অর্থাৎ সেই প্রথমান্ত বিকল্পের অপেক্ষা হইল।

আবার যদি বল, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প উক্ত প্রথমান্ত বিকল্প ও তৃতীয়ান্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প, তাহা হইলে চক্রিকা দোষ (স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষ-গ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্ব) হয়, অর্থাৎ চক্রের ন্যায় ভ্রমণরূপ দোষ ঘটে। কেননা, সেই তৃতীয় বিকল্প 'বিকল্প' বলিয়া, এবং সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের আশ্রয় ব্রহ্ম সবিকল্পরূপ হওয়াতে, সেই ধর্ম্মী ব্রহ্মের বিশেষণীভূত অন্য এক বিকল্প অঙ্গীকার করিতেই হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই অপর বিকল্পটি অর্থাৎ ধর্ম্মিবিশেষণীভূত বিকল্পটি কি সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপই হইবে, অথবা সেই প্রথমান্ত, তৃতীয়ান্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক চতুর্থ বিকল্প হইবে? যদি তাহাকে সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপই বল, তাহা হইলে উক্ত 'চক্রিকা' দোষ ঘটে, কেননা, তুইটি প্রথমান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য তৃতীয়ান্ত বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য বিশেষণীভূত তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের স্থিতির জন্য অন্য বিশেষণরূপ ধর্ম্মি-বিশেষণীভূত বিকল্পের অপেক্ষা। আর তুমি স্বীকার করিয়াছ সেই অন্য বিশেষণরূপ বিকল্পটি প্রথমান্তরূপই। তাহা হইলে সেই প্রথমান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য আবার সেই তৃতীয়ান্তের অপেক্ষা, সেই তৃতীয়ান্তের স্থিতির জন্য আবার তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তাহার স্থিতির জন্য পুনর্ব্বার সেই প্রথমান্তের অপেক্ষা, এইরূপে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া উক্ত 'চক্রিকা' দোষ ঘটে।

আবার যদি বল, সেই ধর্ম্মি-বিশেষণীভূত বিকল্পটি, প্রথমান্ত, তৃতীয়ান্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন একটি চতুর্থ বিকল্প, তাহা হইলে, যেহেতু সেই অন্য বিশেষণরূপ চতুর্থ বিকল্পটি একটি বিকল্প, সেইহেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জন্য কোনও বিশেষণরূপ এক পঞ্চম বিকল্প অঙ্গীকার করা আবশ্যক। আবার সেই পঞ্চম বিকল্পও যেহেতু 'বিকল্প', সেইহেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জন্য কোনও বিশেষণরূপ আর

এক ষষ্ঠ বিকল্পকে মানিতে হয়। এইরূপে তাহার স্থিতির জন্য পরে সপ্তম বিকল্প মানিতে হয়; এইরূপে যে ধারা চলিতেই থাকিল তাহা প্রমাণরহিতই হয়। ইহার নাম অনবস্থা দোষ, ইহা মূলের বিনাশক। ৫০

'ব্যাঘাত' দোষ হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনবস্থা', পর্য্যন্ত এই দোষগুলি যে কেবল এই বিকল্প সম্বন্ধেই খাটে, এরূপ নহে; এগুলি গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত অনাত্মবস্তু সম্বন্ধেই খাটে। ঐরূপ বিকল্প করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এই কথাই বলিতেছেন :—

ঐ সিদ্ধান্তীর সদুত্তর।

ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু।
সমন্তেন স্বরূপস্য সর্বমেতদিতীষ্যতাম্ ॥ ৫১

অন্বয়—ইদম্ গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু সমম্। তেন এতৎ সর্ব্বম্ স্বরূপস্য ইতি ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—এইরূপ আপত্তি,—গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধরূপ সকল বস্তুর পক্ষেই সমান। এইহেতু গুণ প্রভৃতি আপন আপন আশ্রয়, গুণী প্রভৃতি বস্তুদ্বারা উপহিত চেতনের স্বরূপে বিদ্যমান—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহারই লক্ষ্যত্ব, বিকল্প, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি স্বীকার কর।

টীকা—"ইদম্" বিকল্প সম্বন্ধে যে এই 'ব্যাঘাত', 'আত্মাশ্রয়' প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনবস্থা' পর্য্যন্ত দোষগুলি দেখান হইল, সেইগুলির আপত্তি, "গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু সমম্"—গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধ, এই পাঁচ বস্তুসম্বন্ধেও তুল্যরূপে খাটে। কেননা দেখ, গুণ কি নির্গুণে বিদ্যমান অথবা সগুণে? ক্রিয়া কি ক্রিয়ারহিতে বিদ্যমান অথবা ক্রিয়াসহিতে বিদ্যমান?

প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত দোষ ঘটে, এবং দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ ঘটে; তাহা পূর্ব্বের ন্যায় বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। এইরূপে জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভাল, বুঝিলাম পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে ঐরূপ পুনঃপ্রশ্ন করিয়া অসৎ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে সদুত্তর কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী সদুত্তর দিতেছেন :— "তেন"—সেইহেতু অর্থাৎ উক্তরূপে বিকল্প করিয়া প্রশ্ন করিলে, গুণাদি কিছুই টিকে না। কিন্তু ব্যবহারে প্রতীত হয়, এই কারণে, "এতৎ সর্ব্বম্ স্বরূপস্য ইতি ইষ্যতাম্"—এই গুণাদি সমস্ত ধর্ম্মই আপন আপন আশ্রয় গুণী প্রভৃতি বস্তুদ্বারা উপহিত চৈতন্যের স্বরূপে কল্পিত, তাদাত্ম্যসম্বন্ধদ্বারা বিদ্যমান, এইরূপ মানিয়া লও। ইহাই অভিপ্রায়। ৫১

২। মহাবাক্যসূচিত অভেদের অনুসন্ধান সমর্থন ও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের লক্ষণ।

ভাল, অন্যস্থলে অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু প্রসঙ্গাধীন বিষয়ে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে কি পাওয়া গেল? তাহাই বলিতেছেন :—

বিকল্পতদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি।
বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাস্তু কল্পিতাঃ ॥ ৫২

অন্বয়—বিকল্পতদভাবাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাঃ তু কল্পিতাঃ।

অনুবাদ—আত্মবস্তু অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মবস্তু, বিকল্প ও বিকল্পাভাব উভয়েরই সংস্পর্শরহিত। তাঁহাতে যে বিকল্পিতত্ব অর্থাৎ বাদিকর্তৃক উত্থাপিত পূর্ব্বোক্তরূপ বিবিধ কল্পনার বিষয়তা, লক্ষ্যত্ব অর্থাৎ শব্দের লক্ষণাবৃত্তি-দ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা এবং 'সংযোগা'দি সম্বন্ধ, সে সকলই কল্পিত।

টীকা—"বিকল্পতদভাবাভ্যাম্"—বিকল্পের ও বিকল্পাভাব এই উভয়ের দ্বারা, "অসংস্পৃষ্টাত্ম-বস্তুনি" সংস্পর্শরহিত (জীবাত্মা হইতে অভিন্ন) পরমাত্মবস্তুতে, "বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাঃ"—'বিকল্পিতত্ব'—বিকল্প, নির্ব্বিকল্পে বিদ্যমান অথবা সবিকল্পে বিদ্যমান? গুণ, নির্গুণে বিদ্যমান অথবা সগুণে বিদ্যমান? ইত্যাদিরূপ পূর্ব্বকথিত প্রকারে বাদিকর্তৃক উত্থাপিত বিবিধ কল্পনার বিষয় হওয়া, 'লক্ষ্যত্ব'—শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা, 'সম্বন্ধ'—'সংযোগ' প্রভৃতিরূপ; 'সম্বন্ধের' লক্ষণ (definition) বা 'অসাধারণ বা একবৃত্তি ধর্ম্ম এইরূপ'—ইহা বলিতে হইলে, দুইটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ মনে রাখা আবশ্যক; যথা, যাহাতে অন্যবস্তুর সম্বন্ধ থাকে, তাহা সেই সম্বন্ধের 'অনুযোগী' এবং যাহার সম্বন্ধ অন্য বস্তুতে থাকে, তাহা সম্বন্ধের 'প্রতিযোগী'; প্রতিযোগীর প্রতীতিপূর্ব্বক যাহাদের প্রতীতি হয়, 'সম্বন্ধ' তজ্জাতীয় বস্তু। কিন্তু 'অভাব' ও 'সাদৃশ্য' এই দুইটিরও প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে; সেইহেতু সেই দুইটি, 'সম্বন্ধের' সজাতীয় হইল। এইহেতু উক্ত ধর্ম্মটি 'অসাধারণ' বা 'একবৃত্তি' হইল না। সম্বন্ধের উক্ত লক্ষণটিতে দোষ রহিয়া গেল। সেই কারণে সম্বন্ধের লক্ষণ এইরূপ করিলে নির্দ্দোষ হইবে—'অভাব ও সাদৃশ্য হইতে ভিন্ন, যাহা প্রতিযোগীর অপেক্ষাসহিত প্রতীতির বিষয় হয়, তাহাকে 'সম্বন্ধ' বলে।' এই লক্ষণটি নির্দ্দোষ হইল; পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে; এই লক্ষণটি লক্ষ্যের একাংশমাত্রে বর্ত্তিল না অর্থাৎ "too narrow" হইল না, অর্থাৎ সকল প্রকার 'সম্বন্ধ'ই এই লক্ষণের অন্তর্ভূত হইয়া গেল; এইহেতু এই লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ ঘটিল না। আবার এ লক্ষণটি লক্ষ্যে বর্ত্তিয়াও অলক্ষ্যে বর্ত্তিল না, "too wide" হইল না অর্থাৎ অভাব, সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ এই তিনটিকে ছাড়িয়া, ঘটাদিবস্তুতে বর্ত্তিল না, কেননা ঘটাদির প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতিসাপেক্ষ নহে। আবার উক্ত লক্ষণটি লক্ষ্যকে ছাড়িয়া অলক্ষ্যেও বর্ত্তিল না বা 'অসম্ভব' (অর্থাৎ altogether missing the thing to be defined) হইল না।

সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি ভেদে এই 'সম্বন্ধ' অনেকপ্রকার; দুই "দ্রব্যের" মধ্যেই 'সংযোগসম্বন্ধ,' হইয়া থাকে। ['দ্রব্যের' লক্ষণ (ক) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য] সেই সংযোগ-সম্বন্ধ (১) কর্ম্মজ, (২) সংযোগজ, ও (৩) সহজ—ভেদে তিন প্রকার।

(১) যে সংযোগের উৎপত্তিতে ক্রিয়া অসমবায়ি-কারণ হয় অর্থাৎ সেই সংযোগরূপ কার্য্যের সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকে না, তাহাকে কর্ম্মজ সংযোগ বলে। কর্ম্মজ সংযোগ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা (ক) অন্যতরকর্ম্মজ ও (খ) উভয়কর্ম্মজ। দুইটি দ্রব্যই সংযোগের উপাদানকারণরূপ আশ্রয়। (ক) তন্মধ্যে একের ক্রিয়াদ্বারা যখন সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে 'অন্যতরকর্ম্মজ সংযোগ' বলে, যেমন পক্ষীর ক্রিয়াদ্বারা বৃক্ষ ও পক্ষীর সংযোগ। (খ) যখন উভয় আশ্রয়ের ক্রিয়াদ্বারা সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহা 'উভয়কর্ম্মজ।' যেমন দুই ছাগার ক্রিয়াদ্বারা দুই ছাগার সংযোগ।

(২) সংযোগরূপ অসমবায়িকারণদ্বারা যে সংযোগ উৎপন্ন হয় তাহা 'সংযোগজ সংযোগ'; যেমন হাত ও স্তম্ভের সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন, শরীর ও স্তম্ভের সংযোগ।

(৩) সংযোগীর জন্মের সহিত যে সংযোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে সহজসংযোগ বলে। যেমন সুবর্ণে, (পীতত্ব ও গুরুত্বের আশ্রয়রূপ) পার্থিবভাগ এবং (অগ্নিসংযোগে অবিনাশ্য দ্রবত্বের আশ্রয়রূপ) তৈজসভাগের সংযোগকে 'সহজসংযোগ বলে।'

নিত্যসম্বন্ধকে সমবায়সম্বন্ধ বলে। ন্যায়মতে গুণ-গুণীর সম্বন্ধ, জাতি-ব্যক্তির সম্বন্ধ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবানের সম্বন্ধ, উপাদান কারণ ও কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধ, এইগুলি সমবায় সম্বন্ধ। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসক ভট্টের মতে ও বেদান্তের মতে এইগুলি তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, অর্থাৎ ভেদগর্ভিত অভেদসম্বন্ধ। বেদান্তমতে এস্থলে ভেদ হয় কল্পিত, এবং অভেদটী হয় বাস্তব। মীমাংসক মতে কিঞ্চিৎ ভেদযুক্ত অভেদকে অর্থাৎ ভেদাভেদকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বলা হয়। বেদান্তমতে এই ভেদাভেদ 'অনির্ব্বচনীয়' অর্থাৎ ইহাকে ভেদও বলা যায় না, যেহেতু সেই সেই স্থলে বাস্তব অভেদ; আবার অভেদও বলা যায় না, কেননা, সেই কল্পিত ভেদ লইয়া ব্যবহার চলে। তাদাত্ম্য ন্যায়মতে স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ। এই সংযোগ, সমবায় ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধব্যতীত আরও অনেক "সম্বন্ধ" আছে।

এই বিকল্পিতত্ব, লক্ষ্যত্ব ও সম্বন্ধ, যাহাদিগের আশ্রয় বা মুখ্য, সেইগুলি হইতেছে, দ্রব্য, গুণ, জাতি ও ক্রিয়া। "তু কল্পিতাঃ"—এইগুলি কল্পিতই; 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ। তন্মধ্যে গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলে; অথবা সমবায়িকারণকে 'দ্রব্য' বলে। দ্রব্যের শেষোক্ত লক্ষণটি নৈয়ায়িকদিগের অনুমোদিত। যাহা কর্ম্ম নহে, অথচ জাতিমাত্রের আশ্রয় তাহার নাম 'গুণ'। যাহা নিত্য ও এক হইয়া (সমবায় সম্বন্ধে) অনেক ধর্ম্মীতে অনুগত বা অনুস্যূত ধর্ম্ম, তাহা 'সামান্য' বা 'জাতির' লক্ষণ। সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণের সজাতীয় কর্ম্মের নাম 'ক্রিয়া'। এই সকলগুলিই রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আত্মবস্তুতে কল্পিত, ইহাই তাৎপর্য্য। ৫২

এতদূর গ্রন্থরচনা করিয়া, কি বলা হইল?—এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া ইহার ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ক) শ্রবণ ও মননের লক্ষণ।

ইত্থং বাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।
যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননন্তু তৎ॥ ৫৩

অন্বয়—ইত্থম্ বাক্যৈঃ তদর্থানুসন্ধানম্ শ্রবণম্ ভবেৎ। যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানম্, তৎ তু মননম্।

অনুবাদ—এইরূপে মহাবাক্যচতুষ্টয়ের সাহায্যে জীবব্রহ্মের অভেদরূপ সেই সকল বাক্যের যে তাৎপর্য্য, তাহার অনুসন্ধানকেই 'শ্রবণ' বলে। আর যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের সেই অভেদরূপ তাৎপর্য্যার্থের যে সম্ভাবিতত্ব, তাহার অনুসন্ধানের—আপন হৃদয়ে সমর্থনের, নাম 'মনন'।

টীকা—"ইত্থম্"—৪৪ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৫২ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত অংশে যে প্রকার বা প্রণালী কথিত হইয়াছে, সেই প্রকারে, "বাক্যৈঃ"—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যচতুষ্টয়দ্বারা, "তদর্থানুসন্ধানং" সেই সকল বাক্যের, জীবব্রহ্মের একতা বা অভেদরূপ যে অর্থ, তাহার অনুসন্ধানই 'শ্রবণ'। এস্থলে গুরুমুখ হইতে উপদিষ্ট মহাবাক্যের সহিত শ্রোত্রসংযোগ বা জ্ঞানের হেতুভূত যে শ্রবণ, তাহাই অভিপ্রেত। তাহা অঙ্গী; তাহার অঙ্গরূপ অপর প্রকার শ্রবণ অর্থাৎ শ্রুতিষড়্লিঙ্গের * সাহায্যে অদ্বৈতব্রহ্মই শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য, এইরূপ নিশ্চয় যাহার ফল, সেই বেদান্তবাক্যবিচাররূপ দ্বিতীয়প্রকার শ্রবণ এস্থলে অভিপ্রেত নহে। কেননা, ইহার দ্বারা প্রমাণগত সংশয় নিবৃত্ত হয় মাত্র, জ্ঞান হয় না। (ইহা ৭ম অধ্যায় তৃপ্তিদীপের ১০১ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।) "যুক্ত্যা" ৩ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৩ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিতপ্রকার যুক্তির সাহায্যে "সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানম্"—যে অর্থ শ্রুত হইয়াছে, তাহা সম্ভবপর, এইরূপ যে জ্ঞান, "তৎ তু মননম্"—তাহাকেই 'মনন' বলে। (তাহা 'তৃপ্তিদীপে' ১০২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)। ৫৩

এইরূপে শ্রবণ ও মননের লক্ষণ করিলেন। এক্ষণে 'নিদিধ্যাসন' বর্ণনা করিতেছেন।

(খ) নিদিধ্যাসনের লক্ষণ।

তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে॥ ৫৪

অন্বয়—তাভ্যাম্ নির্ব্বিচিকিৎসে অর্থে স্থাপিতস্য চেতসঃ যৎ একতানত্বম্ এতৎ নিদিধ্যাসনম্ উচ্যতে হি।

অনুবাদ—সেই শ্রবণমননদ্বারা জীবব্রহ্মের অভেদরূপ অর্থ নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হইলে, তাহাতে চিত্ত স্থির করিলে, চিত্তে একাকার বৃত্তিপ্রবাহ চলিতে থাকে, তাহাকেই নিদিধ্যাসন বলে।

টীকা—"তাভ্যাম্"—সেই শ্রবণমননদ্বারা, "নির্ব্বিচিকিৎসে অর্থে" তাহা 'নির্ব্বিচিকিৎস'—নিবৃত্ত হইয়াছে বিচিকিৎসা বা সংশয় যাহা হইতে, সেইরূপ অর্থে অর্থাৎ জীবব্রহ্মের একতারূপ মহাবাক্যার্থরূপ বিষয়ে, "স্থাপিতস্য চেতসঃ"—ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের, কেননা, পতঞ্জলি কহিয়াছেন, 'দেশসংবন্ধ (বন্ধ?) শ্চিত্তস্য ধারণা' (যোগসূত্র ৩।১), ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত

* (১) উপক্রম-উপসংহারের একতা, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ব্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি বেদবাক্যের তাৎপর্য্যনিশ্চয়াত্মক ষড়্লিঙ্গ।

হইলে হৃৎপদ্মাদি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা বাহ্যদেশে চিত্তের বন্ধনের নাম ধারণা। আধ্যাত্মিক দেশে ভাবনাদ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বাহ্যদেশে তদাকার বৃত্তির দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। এই ধারণাদ্বারাই ধ্যান অর্থাৎ প্রত্যয়ের বা চিত্তবৃত্তির, একতানতা বা একাকারতা সম্ভব হয় বলিয়া 'ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের' এইরূপ অর্থ করিতে হইল। (৬ষ্ঠ অধ্যায় চিত্রদীপ ২৮০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। "যৎ একতানত্বম্"—(ব্রহ্ম ও আত্মার) একতারূপ যে একবস্তু, তাহার আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপতা, "এতৎ নিদিধ্যাসনম্ উচ্যতে হি"—ইহাকেই 'নিদিধ্যাসন' বলে, ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। নিদিধ্যাসন—বিজাতীয় প্রত্যয়ের অর্থাৎ অনাত্মাকার বৃত্তিসমূহের তিরস্করণ বা নিরাস ও স্বজাতীয় প্রত্যয়ের অর্থাৎ আত্মাকার বৃত্তিসমূহের প্রবণতা বা প্রবাহস্থাপন। (তৃপ্তিদীপ ১০৫-১২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। "হি"—শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই নিদিধ্যাসন যোগশাস্ত্রে ('ধ্যান' নামে) প্রসিদ্ধ, কেননা, যোগসূত্রে (৩।২৯) ইহার লক্ষণ করা হইয়াছে 'প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্', ধারণায় জ্ঞানবৃত্তির একতানতা বা অবিচ্ছিন্ন ধারা হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে। ৫৪

৩। নির্ব্বিকল্প সমাধিনিরূপণ

সেই নিদিধ্যাসনের পরিপাকদশারূপ সমাধির বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) সমাধির স্বরূপ, (খ) বিষয়ে শঙ্কাসমাধান ও গীতাপ্রমাণ।

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নিবাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫৫

অন্বয়—ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য (যদা চিত্তম্) ধ্যেয়ৈকগোচরম্ (ভবেৎ, তদা) নিবাতদীপবৎ চিত্তম্ সমাধিঃ অভিধীয়তে।

অনুবাদ—(সেই নিদিধ্যাসনে অভ্যাস-পটুতাদ্বারা) ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবৃত্তি যখন কেবল ধ্যেয়রূপতা ধারণ করে, তখন নিবাতদেশে অবস্থিত (নিষ্কম্প) প্রদীপের ন্যায় চিত্তের সেই অবস্থাকে সমাধি বলে।

টীকা নিদিধ্যাসনের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ অপরিপক্কাবস্থায় (১) ধ্যাতা, ধ্যানের কর্ত্তা অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ, (২) ধ্যান ধ্যেয়াকার চিত্তের বৃত্তিপ্রবাহ ও (৩) ধ্যেয়—ধ্যানের বিষয় ব্রহ্ম, এই ত্রিপুটী প্রতীত হয়। তন্মধ্যে চিত্ত যখন অভ্যাসের পটুতাবশতঃ, "ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য"—ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, "ধ্যেয়ৈকগোচরম্" (ভবেৎ)—ধ্যেয় যে ব্রহ্ম, তাহাই একমাত্র গোচর বা বিষয় যাহার, এইরূপ হইবে, তখন, "সমাধিঃ অভিধীয়তে" সেই চিত্তকে 'সমাধি' এইরূপ বলা হয়। ইহাই সমাধির আকার বা স্বরূপ। (সমাধির লক্ষণ, চিত্রদীপের ২৮০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য)। চিত্তের সেই সমাধিরূপতার দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—"নিবাতদীপবৎ" ('নিবাত' শব্দে একান্ত বায়ুশূন্য স্থান নহে, কেননা, সেইরূপ স্থলে প্রদীপ জ্বলিতেই পারে না) নিবাত স্থানে অর্থাৎ যেস্থলে বায়ু নিশ্চল হইয়াছে, সেইরূপ স্থানে বিদ্যমান দীপ যেমন নিশ্চল

হয়, সেইরূপ নিশ্চল অর্থাৎ ধ্যেয়াকারে আকারিত যে চিত্ত, তাহাকেই সমাধি বলে, ইহাই অভিপ্রায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১।১) আছে বায়ু হইতেই অগ্নির উৎপত্তি, অর্থাৎ বায়ুই অগ্নির উপাদান কারণ বলিয়া, অগ্নির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বায়ুর অধীন। এইহেতু বায়ুর সর্ব্বথা অভাব ঘটিলে, প্রদীপের স্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই কারণ 'নিবাত' শব্দে, বায়ুর স্ফুরণরূপে অভাব ও অস্ফুরণ বা সূক্ষ্মরূপে বায়ুর স্থিতি সূচিত হইয়াছে। সেইরূপ সমাধির অবস্থায় অন্তঃকরণের একান্ত অভাব হইলে শরীরের স্থিতিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপ স্ফুরণশূন্য বৃত্তিরহিত হইয়া অন্তঃকরণ সূক্ষ্মরূপে অর্থাৎ মূল অন্তঃকরণরূপে অবস্থিত হইলে, তাহাই 'সমাধি'। ৫৫

(শঙ্কা) ভাল, সমাধিতে যখন বৃত্তি প্রতীত হয় না, তখন 'বৃত্তিসমূহ ধ্যেয়মাত্রকেই বিষয় করিল', এইরূপ নিশ্চয় করা ত' দুর্ঘট। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে সমাধিকালে বৃত্তিসমূহ থাকে; তাহা অনুমান প্রমাণদ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না।

বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ ॥ ৫৬

অন্বয়—আত্মগোচরাঃ বৃত্তয়ঃ তু তদানীম্ অজ্ঞাতাঃ অপি, ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ স্মরণাৎ অনুমীয়ন্তে।

অনুবাদ—আত্মবিষয়িণী বৃত্তিসমূহ সমাধিকালে অজ্ঞাত থাকিলেও সমাধিভঙ্গে যখন স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখন সেই স্মরণ হইতে সেই সকল বৃত্তির অনুমান হয়।

টীকা—"আত্মগোচরাঃ বৃত্তয়,"—আত্মা গোচর অর্থাৎ বিষয় যাহাদের, এইরূপ বৃত্তি-সকল, "তু তদানীম্ অজ্ঞাতাঃ অপি"—সেই সমাধিকালে অপ্রতীত থাকিলেও, "ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ স্মরণাৎ" সমাধি হইতে উত্থিত পুরুষের যে স্মৃতি সম্যক্ প্রকারে উৎপন্ন হয়—যে আমি এতক্ষণ সমাধি অনুভব করিতেছিলাম, এইরূপ স্মৃতি হইতে, "অনুমীয়ন্তে"—অনুমিত হইয়া থাকে, কেননা, যাহা যাহা স্মৃত হয়, তাহা তাহা পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছে, এই ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবসম্বন্ধ লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত, ইহাই অভিপ্রায়। ৫৬।

(শঙ্কা) ভাল, যে প্রযত্নে বৃত্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে, সেই প্রযত্ন ত' সেই সমাধিকালে থাকে না; তাহা হইলে কি প্রকারে বৃত্তির অনুবৃত্তি থাকিতে পারে? অর্থাৎ ব্রহ্মাকার প্রবাহরূপে একবৃত্তির পরে অপর বৃত্তির বিদ্যমানতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, তাৎকালিক প্রযত্ন না থাকিলেও পুণ্যরূপ অদৃষ্ট প্রভৃতি সহকারীর সহিত মিলিত হইলে, আরম্ভকালীন প্রযত্ন হইতেই বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে।

বৃত্তীনামনুবৃত্তিস্তু প্রযত্নাৎ প্রথমাদপি।
অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাদ্ভবেৎ ॥ ৫৭

অন্বয়—বৃত্তীনাম্ অনুবৃত্তিঃ তু প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাৎ ভবেৎ।

অনুবাদ—(সমাধিকালে ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপাদক প্রযত্ন না থাকিলেও পুণ্যরূপ) অদৃষ্ট ও নিরন্তর অভ্যাসজনিত সংস্কার সহকারী হইলে পূর্ব্বকৃত প্রযত্ন হইতেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে; (যেমন কুম্ভকার দণ্ডদ্বারা চক্রকে ঘুরাইয়া দণ্ডটি উঠাইয়া লইলেও চক্র পূর্ব্বকালীন চেষ্টাদিবশতঃ আপনিই ঘুরিতে থাকে, বৃত্তির অনুবৃত্তিও সেইরূপ)।

টীকা—"প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ"—সমাধির পূর্ব্বকালীন কৃতি বা উৎসাহবিশেষ হইতে ও "অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাৎ"—'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অশুক্ল-অকৃষ্ণ-কর্ম্ম নামক যে পুণ্যবিশেষ তাহা; কেননা, পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন—'কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনাং ত্রিবিধমিতরেষাম্।' (৪।৭)—যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্ল-অকৃষ্ণ, অন্য সকলের কর্ম্ম ত্রিবিধ অর্থাৎ হয় কৃষ্ণ, না হয় শুক্ল, না হয় শুক্লকৃষ্ণ। (হিংসাদি তামসিক কর্ম্ম, যাহার ফল দুঃখ, তাহাই কৃষ্ণকর্ম্ম। যাগাদি রাজসিক কর্ম্ম, যাহার ফল অল্পদুঃখমিশ্রিত সুখ, তাহাই শুক্লকৃষ্ণ। স্বাধ্যায়াদি সাত্ত্বিক কর্ম্ম, যাহার ফল অমিশ্রিত সুখ, তাহাই শুক্ল কর্ম্ম। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতি কর্ম্ম যাহা ত্রিগুণজনিত নহে এবং যাহার ফল সুখদুঃখবর্জ্জিত তাহাই অশুক্ল-অকৃষ্ণকর্ম্ম।); "অসকৃদভ্যাসসংস্কার"—পুনঃ পুনঃ সমাধির অভ্যাসদ্বারা উৎপাদিত 'ভাবনা' নামক সংস্কার অর্থাৎ যে সংস্কার অনুভব হইতে উৎপন্ন এবং স্মৃতির হেতু, সেই সংস্কার। অদৃষ্ট ও ভাবনা নামক সংস্কার এই দুইটি 'সচিব' অর্থাৎ সহকারী কারণরূপে বর্ত্তমান যাহার, সেইরূপ, "প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ" -সমাধির পূর্ব্বকালীন উৎসাহবিশেষ হইতে, "বৃত্তীনাম্ অনুবৃত্তিঃ ভবেৎ" ধ্যেয়মাত্রবিষয়ক অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মাকারা বৃত্তিসমূহের প্রবাহরূপে অনুগমন ঘটিয়া থাকে। ৫৭

(শঙ্কা) ভাল, 'এই সমাধি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ত' দেখা যায় না'—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, অখিলগুরু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এই সমাধি নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া, ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না।

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা।
ভগবানিমমেবার্থমর্জ্জুনায় ন্যরূপয়ৎ ॥ ৫৮

অন্বয়—"যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ" (গীতা ৬।১৯) ইত্যাদিভিঃ ভগবান্ অনেকধা ইমম্ এব অর্থম্ অর্জ্জুনায় ন্যরূপয়ৎ।

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের ঊনবিংশ শ্লোকে "যথা দীপো নিবাতস্থঃ" ইত্যাদি বচনসমূহদ্বারা অনেক প্রকারে অর্জ্জুনকে এই কথাই বুঝাইয়াছেন।

টীকা—"যথা দীপঃ নিবাতস্থঃ ইত্যাদিভিঃ" -'যেমন নিবাত স্থানে অবস্থিত দীপ কম্পিত হয় না, আত্মসমাধিরূপ যোগের অনুষ্ঠানে রত সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই উপমা.' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা, "অনেকধা"—অনেক প্রকারে, "ভগবান্"—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ

ধর্ম্ম-যশ-লক্ষ্মী-বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন ভগবান্, "ইমম্ এব অর্থম্ অর্জ্জুনায়" শিষ্যরূপ অর্জ্জুনকে, এই সমাধিরূপ বিষয়টি, "ন্যরূপয়ৎ"—বুঝাইবার জন্য নিরূপণ করিয়াছেন। ৫৮

এই সমাধির অবান্তর ফল, অর্থাৎ মুখ্য ফলের সাধনস্বরূপ গৌণ ফল, বলিতেছেন :—

(খ) সমাধির অবান্তর ফল ধর্ম্মমেঘ।

অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ।
অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে ॥ ৫৯

অন্বয়—"অনাদৌ ইহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ অনেন বিলয়ম্ যান্তি; শুদ্ধঃ ধর্ম্মঃ বিবর্দ্ধতে।

অনুবাদ—অনাদি এই সংসারে সঞ্চিত কোটি কোটি কর্ম্ম এই নির্ব্বিকল্প সমাধিপ্রভাবে বিলীন হইয়া যায় ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের হেতুভূত পবিত্র ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

টীকা "অনাদৌ ইহ সংসারে" অনাদিকালের (জন্মমরণপ্রবাহরূপ) এই সংসারে, "সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ" পুণ্য-অপুণ্যরূপ অপরিমিত সঞ্চিত কর্ম্মের, "কোটয়ঃ"—কোটি কোটি, ইহা উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ অপরিমিত কর্ম্ম, "অনেন বিলয়ম্ যান্তি" —এই (নির্ব্বিকল্প) সমাধির দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের পরিপাকদশারূপ সমাধির ফল যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তাহার দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কেননা, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা অজ্ঞানকৃত আবরণ নিবৃত্ত হয় এবং সেই আবরণরূপ আশ্রয়ের নিবৃত্তি হইলে, তদাশ্রিত অনন্ত সঞ্চিত কর্ম্মেরও নিবৃত্তি হয়, সুতরাং জ্ঞানদ্বারাই কর্ম্ম বা কর্ম্মফল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন ['ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' মুণ্ডক উ, ২।৯] সেই পরাবরের দর্শনলাভ হইলে পর, এই পুরুষের কর্ম্মক্ষয় হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি পুনরাবৃত্তিবিশিষ্ট 'পর' বা শ্রেষ্ঠ পদ 'অবর' বা নিকৃষ্ট যাহা হইতে, সেই প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্মরূপ 'পরাবরের' দর্শনলাভ বা অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে পর, সেই জ্ঞানীর অনন্তজন্মসম্পাদিত সঞ্চিত কর্ম্ম, সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, যেহেতু, জ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং 'আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা, অসঙ্গ' এইরূপ নিশ্চয়ের বলে, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় জ্ঞানীর স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর স্মৃতিও বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' (গীতা ৪।৩৭) হে অর্জ্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি, সকল কর্ম্মকে ভস্মের ন্যায় করিয়া ফেলে। "শুদ্ধঃ ধর্ম্মঃ"—পুণ্যবিশেষ—যাহা স্থূলসূক্ষ্মকার্য্যের সহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি করিয়া (এবং চিত্ত হইতে মল ও বিক্ষেপদোষরূপ প্রতিবন্ধক বিদূরিত করিয়া) সাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ হয়, তাহা, "বিবর্দ্ধতে" বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা স্পষ্ট। ৫৯

(শঙ্কা) সমাধিদ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?—এতদুত্তরে বলিতেছেন :—

ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০

অন্বয় -যোগবিত্তমাঃ ইমম্ সমাধিম্ 'ধর্ম্মমেঘম্' প্রাহুঃ, যতঃ এষঃ ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ বর্ষতি।

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ যোগবিদগণ এই সমাধিকে "ধর্ম্মমেঘ" নাম দিয়াছেন, কেননা, এই সমাধি সহস্রপ্রকারে ধর্ম্মরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে।

টীকা—"যোগবিত্তমাঃ" যাঁহারা প্রভূত পরিমাণে যোগবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ, "ইমম্ সমাধিম্"—এই নির্ব্বিকল্প সমাধিকে, "ধর্ম্মমেঘং প্রাহুঃ"—'ধর্ম্মমেঘ' বলিয়া থাকেন, ইহা স্পষ্ট। (যথা—'প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘসমাধিঃ' পাতঞ্জল 'যোগসূত্র,' কৈবল্যপাদ ২৯ সূত্র—যখন বিবেকখ্যাতিবিশিষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধি ও চৈতন্যের পৃথক্ত্ব বিষয়ক প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক মুমুক্ষু, প্রসংখ্যানেও বিবেকখ্যাতিজনিত সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধিলাভেও, অকুসীদ—স্পৃহাশূন্য হন, তখন তাঁহার যে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হয় অর্থাৎ সংস্কারবীজের ক্ষয় হওয়ায়, আর প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ বিবেকস্ফূর্তি হইতেই ধর্ম্মমেঘসমাধি হয়, অর্থাৎ মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, সেই সমাধি সেইরূপ পরমধর্ম্মকে বর্ষণ করে বিনা প্রযত্নে প্রদান করে অর্থাৎ সর্ব্ববিঘ্ননিবৃত্তিপূর্ব্বক প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকার প্রদান করে)। সেই সমাধির "ধর্ম্মমেঘ"রূপ নামকরণের কারণ উপপাদন করিতেছেন—যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতেছেন,—"যতঃ"—যেহেতু, "এষঃ"—এই সমাধি, "ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ বর্ষতি" পুণ্যবিশেষরূপ ধর্ম্মকে সহস্র সহস্র অমৃতধারারূপে বর্ষণ করিয়া থাকে *। (জ্ঞানী মুমুক্ষু বলিয়া, তাঁহার উত্তম লোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি অন্য ফললাভ হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারের অন্তরায় সমূহ তিরোহিত হয়। তবে, তাঁহার দর্শন ও সেবাদির দ্বারা অন্য লোকের পাপনিবৃত্তি হয় এবং বাসনানুরূপ সিদ্ধিলাভ হয়)। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন :—['ক্ষণমেকং ক্রতুশতস্যাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদবাপ্নোতি'—অথর্ব্বশিখোপনিষৎ, ৩য় কণ্ডিকা]। ['ধ্যেয়ঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শম্ভুরাকাশমধ্যে ধ্রুবং স্তব্ধ্বাধিকং ক্ষণমেকং ক্রতুশতস্যাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদাপ্নোতি। কৃৎস্নমোঙ্কারগতিশ্চ'। ইহার ব্যাখ্যা—"সর্ব্বকারণত্বেন যো ধ্যেয়ঃ সোঽয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বকারণত্ব-সর্ব্বান্তর্যামিত্বাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স্বাংশজসর্ব্বপ্রাণিস্বামিত্বাৎ, শম্ভুঃ সর্ব্বসুখকর্ত্তৃত্বাৎ এবংবিশেষণবিশিষ্টঃ পরমাত্মা সদা যো বিজ্ঞায়তে তমেতং ধ্রুবং আত্মানং যঃ কোঽপি বা পুরুষঃ স্বহৃদয়াকাশমধ্যে অধিকং ক্ষণম্ একং ক্ষণার্দ্ধং বা ধ্যানপূর্ব্বকং স্তব্ধ্বা কুম্ভয়িত্বা ধ্যায়ীত তস্য তদ্ভাবাপত্তিরেব পরমফলম্ আন্তরালিকফলং তু চতুঃসপ্তত্যধিকশতক্রত্বনুষ্ঠানতো যৎ ফলং তদবাপ্নোতি কৃৎস্নমোঙ্কারগতিশ্চানেন বিদিতা ভবেৎ।" পৃ ১৯ "শৈবোপনিষদঃ" উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগিবিরচিত-ব্যাখ্যাযুতাঃ Ed by Mahendra Shastri]। (যে কেহ পরমাত্মাকে স্বহৃদয়মধ্যে ধ্যানদ্বারা নিশ্চল করিয়া দীর্ঘকাল, ক্ষণকাল বা ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র ধ্যান করেন, তিনি পরমাত্মভাবপ্রাপ্ত হন এবং অন্ততঃ ১৭৪টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান

* ধর্ম্ম সকলকে অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ সকলকে 'মেহন' করে বা যুগপৎ জ্ঞানারূঢ় করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ এইরূপ অর্থ, সিদ্ধিলিপ্সুগণের অনুমোদিত।

করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফললাভ করেন।) এই নিমিত্ত এই সমাধিকে 'ধর্ম্মমেঘ' বলিয়াছেন। এইরূপে শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত অন্বয় হইবে। ৬০

এক্ষণে সমাধির মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিতেছেন :—

(গ) সমাধির পরম প্রয়োজন।

অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।
সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে ॥ ৬১

৪। উত্তরপ্রবন্ধের ফলিতার্থ।

(ক) মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি।

বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সৎ প্রাক্‌পরোক্ষাবভাসিতে।
করামলকবদ্বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥ ৬২

অন্বয়—অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষম্ প্রবিলাপিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে সমূলোন্মূলিতে, বাক্যম্ অপ্রতিবদ্ধম্ সৎ প্রাক্‌পরোক্ষাবভাসিতে (তত্ত্বে) করামলকবৎ অপরোক্ষম্ বোধম্ প্রসূয়তে।

অনুবাদ—এই সমাধিদ্বারা জ্ঞানবিরোধী সংস্কারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত হইলে এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মসমূহ সমূলে উন্মূলিত হইলে, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধকরহিত হইয়া, যে আত্মতত্ত্ব প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আত্মতত্ত্ববিষয়ে করস্থিত আমলকফলবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায় অথবা করস্থিত নির্ম্মলজলবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায়, অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে।

টীকা "অমুনা"—এই সমাধির দ্বারা, "বাসনাজালে"—'আমি', 'আমার' 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাদিপ্রকার অভিমানের হেতুভূত, জ্ঞানবিরুদ্ধ সংস্কারসমূহ, "নিঃশেষম্"—যাহাতে তাহার অবশেষ না থাকে, এইরূপে, সম্পূর্ণরূপে, "প্রবিলাপিতে"—বিনাশিত হইলে, এবং "পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে"—পুণ্যপাপনামক কর্ম্মসমূহ, "সমূলোন্মূলিতে" (বৃক্ষলতাদি) মূলের সহিত যে প্রকারে উন্মূলিত হয়, সেইপ্রকারে উন্মূলিত হইলে, উদ্ধৃত হইলে, অর্থাৎ বিনাশিত হইলে; কি ফললাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন;—"বাক্যম্ অপ্রতিবদ্ধম্ সৎ"—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যসমূহ, কর্ম্ম ও বাসনারূপ প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া, "প্রাক্‌পরোক্ষাবভাসিতে (তত্ত্বে)"—প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত যে প্রত্যগ্‌রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব, সেই তত্ত্ববিষয়ে, "করামলকবৎ"—করস্থিত আমলকফলবিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, সেইরূপ, অথবা করস্থিত নির্ম্মল-জলবিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান* হয়, সেইরূপ; "অপরোক্ষম্ বোধম্"—অপরোক্ষভাবে তত্ত্বপ্রকাশনে সমর্থ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে, "প্রসূয়তে"—উৎপাদন করিয়া থাকে। ৬১,৬২

* করস্থিত আমলক ফলের বহির্দ্দেশ জানা যায় বটে কিন্তু অন্তর্দ্দেশ জানা যায় না, সেইহেতু, কর+অমলক = করস্থিত অমল বা স্বচ্ছ জল (ক = জল), এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত দোষের পরিহার হয়।

(খ) পরোক্ষজ্ঞানের ফল।

পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহ্নিবৎ॥ ৬৩

অন্বয়—দেশিকপূর্ব্বকম্ শাব্দম্ পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতম্ কৃৎস্নম্ পাপম্ বহ্নিবৎ দহতি।

অনুবাদ—গুরুমুখলব্ধ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান, জ্ঞানপূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে।

টীকা—"দেশিকপূর্ব্বকম্" (ব্রহ্মনিষ্ঠ) গুরুর মুখ হইতে প্রাপ্ত, "শাব্দম্"—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন, এইরূপ, "পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্" ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান, "বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতম্ কৃৎস্নম্ পাপম্" জ্ঞানপূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপকে (অর্থাৎ কোনও কর্ম্মকে পাপকর্ম্ম বলিয়া জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে যে পাপ হয় সেই পাপকে অথবা জন্মের পর, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে, কৃত সকল পাপকে) "বহ্নিবৎ দহতি"—অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে। ৬৩

(গ) অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল।

অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
সংসারকারণাজ্ঞানতমসশ্চণ্ডভাস্করঃ॥ ৬৪

অন্বয়—শাব্দম্ দেশিকপূর্ব্বকম্ অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্ সংসারকারণাজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ।

অনুবাদ—গুরূপদেশলব্ধ মহাবাক্যজনিত অপরোক্ষ আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান, সংসারের (মূলীভূত) কারণ অজ্ঞানান্ধকারের পক্ষে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডসদৃশ (নিবর্ত্তক)।

টীকা—"শাব্দম্ দেশিকপূর্ব্বকম্"—গুরুমুখদ্বারা উপদিষ্ট মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন, "অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্"—নিত্য সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যে আত্মা, তদ্বিষয়ক সংশয়বিপর্য্যয়রহিত যে জ্ঞান, তাহা, "সংসারকারণাজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ"—সংসারের কারণ যে অজ্ঞান, তাহাই তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার, তাহার সম্বন্ধে "চণ্ডভাস্করঃ" মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য; সেই চণ্ডভাস্কর যেরূপ বাহ্য অন্ধকারের নিবর্ত্তক সেইরূপ, সেই জ্ঞান অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবর্ত্তক; ইহাই ভাবার্থ। ৬৪

(ঘ) এই তত্ত্ববিবেক-প্রকরণের আলোচনার ফল।

ইত্থং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধায়।
বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো ন চিরাৎ॥ ৬৫

ইতি তত্ত্ববিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—নরঃ ইত্থম্ তত্ত্ববিবেকম্ বিধায় বিধিবৎ মনঃ সমাধায় বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ (সন্) **পরম্ পদম্** ন চিরাৎ প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ—লোকে এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ বুঝিয়া, সেই আত্মতত্ত্বে, বিধিপূর্ব্বক মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করে। ইতি তত্ত্ববিবেকসমাপ্তি।

টীকা—লোকে "ইত্থম্" উক্ত প্রকারে অর্থাৎ সমস্ত প্রথম প্রকরণে বর্ণিত যে অধ্যারোপ-অপবাদের প্রকার, সেই প্রকারে, "তত্ত্ববিবেকম্ বিধায়"—ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের বিবেক. পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্করণ, তাহা করিয়া, সেই আত্মতত্ত্বে, "বিধিবৎ"—শাস্ত্রোক্তপ্রকারে অর্থাৎ একতাব বিচাব ও লয়চিন্তনাদি উপায়দ্বারা সর্ব্বপ্রপঞ্চের অভাব বিচার করিয়া, 'আমিই হইতেছি ব্রহ্ম' এইপ্রকাবে মনকে তদাকার করিয়া, "মনঃ সমাধায়" —মনকে স্থির করিয়া, "বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ"—অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে সংসাররূপ বন্ধ যাহার, এইরূপ হইয়া, "পরম্ পদম্"—নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ যে মোক্ষপদ তাহাই, "ন চিরাৎ"—অবিলম্বে, "প্রাপ্নোতি"—লাভ করেন—সত্যজ্ঞানানন্দরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান, ইহাই তাৎপর্য্য। সর্গশেষে আর্য্যাচ্ছন্দের দ্বারা ছন্দঃপরিবর্ত্তন। ৬৫

ইতি প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

———

পঞ্চদশী

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চভূতবিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ
পঞ্চভূতবিবেকস্য ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এই 'পঞ্চভূত বিবেক' (-নামক পঞ্চদশীর দ্বিতীয়-) প্রকরণের—যাহাতে, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের বিবেচন এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের বিবেচন, বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যান করিতেছি।

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের, বিচারদ্বারা পৃথক্‌করণ প্রতিজ্ঞা।

সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে॥ ১

অন্বয়—যৎ সৎ অদ্বৈতম্ শ্রুতম্, তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ বোদ্ধুম্ শক্যম্; ততঃ ভূতপঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে।

অনুবাদ—সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা শুনা যায়, তাহা পঞ্চভূতের বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়; সেইহেতু প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চভূতের বিচার করা যাইতেছে।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে (৬।২।১) উদ্দালক মুনি আপনার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন—['সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্']—হে ভদ্র, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একই* অদ্বিতীয়†

---

* 'একই' 'এক' অর্থে 'একভাবের' বলিয়া স্বগতভেদরহিত, 'ই' শব্দদ্বারা বুঝান হইতেছে অন্যের সম্বন্ধ বিনাই, ইহার দ্বারা স্বজাতীয়ভেদরহিত বুঝা গেল।

† 'অদ্বিতীয়' অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদরহিত। এস্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, একথা অসিদ্ধ; কেননা, শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টির উপাদান মায়া যে ব্রহ্মে ছিল, একথা শ্রুতি নিজেই স্থানান্তরে বলিতেছেন ['মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্' শ্বেতাশ্বতর উ ৪।১০] মায়াকেই সৃষ্টির উপাদান বলিয়া জানিবে এবং পরমাত্মাকে মায়ী বলিয়া জানিবে। তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত মায়া থাকিলে, ব্রহ্ম কি প্রকারে অদ্বিতীয় হইলেন? তদুত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, প্রলয়কালে সেই মায়া বা মিথ্যাসৃষ্টিশক্তি বা সৃষ্ট্যুপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন না বলিয়া প্রলয়কালে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। যেমন ব্যক্তিগত প্রলয়কালে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে, আত্মায় যে মিথ্যা অবিদ্যা থাকে, আত্মার সহিত তাহার ভেদ, আপনার দৃষ্টিতে বা অপরের দৃষ্টিতে বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রতীত হয় না। সেইহেতু সেই সুষুপ্তিকালে আত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীতি করা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ অদ্বিতীয় আর সৃষ্টিকালে জগৎ ব্রহ্মে আরোপিত বা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তার বাধা হয় না।

সৎস্বরূপ * ব্রহ্ম † ছিল ‡, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি ছয় প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ পরিদৃশ্যমান এই জগৎ প্রথমে তৎকারণ ব্রহ্মরূপেই ছিল, যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃৎপিণ্ডরূপে থাকে, সেইরূপ। এই শ্রুতিবচনদ্বারা জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের যে তৎকারণরূপে অর্থাৎ সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে থাকার কথা শুনা যায়, সেই ব্রহ্ম মনোবচনের অগোচর বলিয়া অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া, নাম, সম্বন্ধ ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত বলিয়া সেই ব্রহ্মকে, আপনা হইতেই অর্থাৎ বিনা বিচারে, ঘটাদি বস্তুর ন্যায় অনুভব করিতে পারা যায় না; সেইহেতু ব্রহ্মের উপাধি ধরিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক চিহ্ন ধরিয়া ব্রহ্মকে বুঝিতে হয়, যেমন গৃহোপরি উপবিষ্ট আগন্তুক কাককে লইয়া গৃহের নির্দ্দেশ হইতে পারে। যেহেতু পঞ্চভূত সেই ব্রহ্মের (বিবর্ত্তরূপ) কার্য্য ‡‡ এবং সেইরূপে ব্রহ্মের উপাধি, সেইহেতু সেই পঞ্চভূতের বিচারদ্বারা ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য উপোদ্ঘাতরূপে পঞ্চভূতের বিচার করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। 'স্বার্থং মনসি নিধায় তদর্থমর্থান্তরবর্ণনমুপোদ্ঘাতম্'। প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে মনে রাখিয়া তাহার প্রতিপাদনের সুবিধার জন্য অগ্রে বিষয়ান্তরের বর্ণনের নাম 'উপোদ্ঘাত'। এস্থলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদনের জন্য—শিষ্যবুদ্ধিতে আরোপণ করিবার জন্য, সেই উদ্দেশ্যটিকে মনে রাখিয়া তাহারই সিদ্ধির জন্য পঞ্চভূতের বিচার প্রভৃতিকে উপোদ্ঘাত বলা হইতেছে। ১

অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের গুণ ও কার্য্যের বিবরণ

১। আকাশাদির গুণবর্ণন।

সেই প্রসঙ্গে আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে স্ব স্ব গুণদ্বারা যে পরস্পরের ভেদ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য সেই পঞ্চভূতের গুণসমূহের বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চভূতের গুণসমূহের নাম ও ভূতোৎপন্ন কার্য্যাদি।

শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগণা ইমে।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ॥ ২

---

* 'সৎ' অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালদ্বারা অবাধিত বা অপরিচ্ছিন্ন।

† 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বৃহৎ' মায়া এবং মায়াকার্য্যাপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থাৎ নিরপেক্ষ ব্যাপক বস্তুর নাম ব্রহ্ম।

‡ 'ছিল' বলিতে যে অতীতকালের সহিত সম্বন্ধ বুঝায়, তাহা কেবল কালসংস্কারযুক্ত শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য। কাল নামক দ্বিতীয় বস্তুর সেইরূপে স্বীকার করা হইল বলিয়া দ্বৈতাপত্তি হইল না।

‡‡ পঞ্চভূতকে যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কার্য্য বলা হইল, তাহার অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ লইয়াই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত পঞ্চভূতের অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ; ব্রহ্মকে পাইলেই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, না পাইলে নহে। সেই পঞ্চভূত ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ পঞ্চভূতে না থাকিলেও পঞ্চভূত ব্রহ্মকে আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি একান্ত অসৎ বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। এইহেতু পঞ্চভূত ব্রহ্মের উপাধি। আবার সেই উপাধির সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া উভয়ের পরস্পর বিবেকের প্রয়োজন।

অন্বয় - শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধঃ ইমে ভূতগুণাঃ (ভবন্তি)। ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই কয়েকটি পঞ্চভূতের গুণ ; আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি এবং পাঁচটি গুণ আছে। ('গুণ' শব্দের অর্থ যাহা দ্রব্য বা কর্ম্ম নহে, অথচ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য মাত্রেরই আশ্রিত, তাহা)।

টীকা—ভাল, এই পাঁচটি গুণ কি সকল ভূতেরই আছে অর্থাৎ এক এক ভূতের কি পাঁচ পাঁচ গুণ অথবা এক একটি ভূতের এক একটি গুণ আছে?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন এই উভয় প্রকারই নহে, কিন্তু অন্য এক তৃতীয় প্রকার। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই ইত্যাদি। (তাৎপর্য্য এই—আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আছে)। ২

এক্ষণে সেই অন্য তৃতীয় উপায়রূপ প্রকারান্তর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

প্রতিধ্বনির্বিয়চ্ছব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্।
অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ ॥ ৩
উষ্ণঃ স্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ।
(খ) পঞ্চভূতের গুণসমূহের বিভাগ। শীতঃ স্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্ ॥ ৪
ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে।
নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ ॥ ৫
সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্বিবেচিতাঃ।

অন্বয়—বিয়চ্ছব্দঃ প্রতিধ্বনিঃ (ভবতি)। বায়ৌ 'বীসী' ইতি শব্দনম্, অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শঃ (ভবতঃ); বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ, উষ্ণঃ স্পর্শঃ, প্রভা রূপম্ (ভবন্তি)। জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ, (পাঠান্তরে বুলবুলুধ্বনিঃ) শীতঃ স্পর্শঃ, শুক্লম্ রূপম্, রসঃ মাধুর্য্যম্ ঈরিতম্। ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ, কাঠিন্যম্ স্পর্শঃ ইষ্যতে, নীলপীতাদিকম্ চিত্ররূপম্, মধুরাম্লাদিকঃ রসঃ, সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ (ভবন্তি) (ইতি) গুণাঃ সম্যক্ বিবেচিতাঃ।

অনুবাদ - আকাশের এক গুণ, শব্দমাত্র ; তাহা প্রতিধ্বনি বা শব্দপ্রতিবিম্ব ; বায়ুতে 'বীসী' বা সোঁ সোঁ এই বর্ণাত্মক অনুকরণ শব্দদ্বারা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত

'ধ্বনি'-শব্দ * (১), এবং অনুষ্ণ-অশীত-স্পর্শ (২), এই দুই মাত্র গুণ ; অগ্নিতে—'ভুগুভুগু' ধ্বনি-শব্দ (১), উষ্ণ স্পর্শ (২), ও প্রভা-রূপ (৩) এই তিন গুণ। জলে 'চুলুচুলু' (বা বুলু বুলু) এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি-শব্দ (১), শীত-স্পর্শ (২), শুক্ল-রূপ (৩), ও মাধুর্য্য-রস (৪) এই চারিটি গুণ কথিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে 'কড়কড়া' এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি-শব্দ (১), কঠিন-স্পর্শ (২), নীল প্রভৃতি বিচিত্ররূপ (৩), মধুরাম্লাদি রস (৪), সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুই গন্ধ (৫) এই পাঁচগুণ বর্ত্তমান। এই প্রকারে পঞ্চভূতের সম্যক্ প্রকারে বিচার করা হইল অর্থাৎ গুণদ্বারা পঞ্চভূতের পরস্পর প্রভেদ বিবেচিত হইল।

টীকা—আকাশে এক শব্দই গুণ ; আকাশের গুণরূপ সেই শব্দ হইতেছে প্রতিধ্বনিরূপ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ আছে। তন্মধ্যে বায়ুতে যে শব্দ আছে, তাহা সেই শব্দের অনুকরণশব্দদ্বারা দেখাইতেছেন "বীসী ইতি শব্দনম্"—বায়ুতে 'বীসী' (বা সোঁ সোঁ) এই আকারের ধ্বনি-শব্দ আছে। এই প্রকারে অগ্নি, তেজ প্রভৃতির, শব্দের অনুকরণ-শব্দদ্বারা সূচিত ধ্বনিশব্দ আছে, বুঝিয়া লইতে হইবে। সেই বায়ুর স্পর্শের কথা বলিতেছেন—"অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শঃ" ইত্যাদি। বহ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণ আছে। তাহারা যথাক্রমে উল্লিখিত হইতেছে—"বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ" ইত্যাদি হইতে "প্রভা-রূপম্" পর্য্যন্ত। জলে শব্দ হইতে রসপর্য্যন্ত চারিটি গুণ আছে ; তাহাদের কথা বলিতেছেন—"জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ"—জলে চুলুচুলু (বা বুলুবুলু) এই আকারের শব্দ, "শীত·· মাধুর্য্যান্বিতম্" শীত-স্পর্শ শুক্ল-রূপ ও মধুর-রস—কথিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া গন্ধ পর্য্যন্ত যে পাঁচটি গুণ আছে, তাহাদের কথা বলিতেছেন "ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ" ইত্যাদি হইতে "সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ"—এই পর্য্যন্ত শব্দদ্বারা। পৃথিবীতে সুগন্ধ ও তদ্ভিন্ন অর্থাৎ দুর্গন্ধ এই দুইটি আছে। উল্লিখিত ভূতসমূহের গুণদ্বারা প্রভেদবর্ণনের সমাপ্তি করিতেছেন—"গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ"—পঞ্চভূতের গুণসমূহ সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইল। ৩,৫১/২

২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণন।

এইরূপে পঞ্চভূতের, গুণানুসারে ভেদ বর্ণন করিয়া, এক্ষণে কার্য্যানুসারে ভেদ বুঝাইবার জন্য সেই সেই ভূতের কার্য্য জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের প্রথমে বর্ণনা করিতেছেন :-

(ক) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম।

শ্রোত্রং ত্বক্চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণং চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্॥ ৬

(খ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের স্থান, ব্যাপার, অস্তিত্ব ও স্বভাব।

কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো ধাবেদ্বহির্ম্মুখম্॥ ৭

---

* শব্দ দুই প্রকার -বর্ণাত্মক (articulate) ও ধ্বন্যাত্মক (inarticulate)। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে লিখিয়া প্রকাশ করিতে যাইলেই বর্ণের বা বর্ণাত্মক শব্দের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদ্বারা ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। বর্ণমালার তাহা ন্যূনতা।

অন্বয় শ্রোত্রম্, ত্বক্‌চক্ষুষী, জিহ্বা চ ঘ্রাণম্—ইন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ; তৎ ক্রমাৎ কর্ণাদিগোলকস্থম্ শব্দাদিগ্রাহকম্ সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ম্ (ভবতি)। তৎ প্রায়ঃ বহির্মুখম্ ধাবেৎ।

অনুবাদ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই ইন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্ণ প্রভৃতি গোলকে (স্থূলদেহের বিশেষ বিশেষ অবয়বে) অবস্থিত হইয়া যথাক্রমে শব্দাদির অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক হয়। এই সকল ইন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া, (ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহাদিগের) কার্য্যদ্বারা ইহাদিগের অস্তিত্বের অনুমান করিয়া লইতে হয়। ইহারা প্রায়ই বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয়।

টীকা—ইন্দ্রিয়সমূহ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, কার্য্যলিঙ্গক অনুমানই এ বিষয়ে প্রমাণ, ইহাই বলিতেছেন। কার্য্য অর্থাৎ রূপাদি-জ্ঞানরূপ ব্যাপার হইয়াছে লিঙ্গ বা 'হেতু' যে 'অনুমানে', সেই অনুমানের কথা বলিতেছেন। সেই ইন্দ্রিয়পঞ্চক সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহা আপন কার্য্যরূপ লিঙ্গদ্বারা অর্থাৎ রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানরূপ হেতুদ্বারা অনুমানের সাহায্যে জানিবার যোগ্য। আর সেই রূপের উপলব্ধি বা জ্ঞান করণজনিত ; যেহেতু তাহা ক্রিয়া। যাহা যাহা ক্রিয়া তাহা অবশ্যই করণজনিত, যেমন ছেদনক্রিয়া কাষ্ঠাদিকে কুঠারাদিদ্বারা দ্বিভাগে বিভক্ত করা ; সেই ছেদন, ক্রিয়া বলিয়া অবশ্যই কুঠারাদিকরণজনিত। সেইরূপ রূপাদির পরিচ্ছেদক জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান রূপাদিকে রসাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, সেই জ্ঞানও ক্রিয়া বলিয়া অবশ্য করণজনিত। ইহাই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান। এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞানও শ্রোত্র, ত্বক্, জিহ্বা, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ববিষয়ে অনুমানের লিঙ্গ। "সৌক্ষ্ম্যাৎ"—ইন্দ্রিয়সমূহের সূক্ষ্মতাহেতু অর্থাৎ তাহারা অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্য বলিয়া, তাহাদের দুর্লক্ষ্যতা হেতু। অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক সূক্ষ্ম ; তাহারা পঞ্চীকৃত স্থূল-ভূতের ও তাহাদের কার্য্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় না। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চপ্রাণ, সেই সূক্ষ্মভূতের কার্য্য ; এইহেতু তাহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। এই কারণে তাহাদের অস্তিত্ব অনুমানদ্বারা জানিতে হয়। তাহাদের স্বভাবের কথা বলিতেছেন—"প্রায়ঃ বহির্মুখম্ ধাবেৎ"—সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক সাধারণতঃ বহির্মুখ হইয়া ঘট-পটাদি বাহ্য বিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়। কঠোপনিষদে (৪।১) পঠিত হইয়া থাকে ['পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ']—পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করিয়া অর্থাৎ শব্দাদি বাহ্যবিষয়প্রকাশনসমর্থ করিয়া এবং এইরূপে তাহাদিগকে আত্মদর্শনে অসমর্থ করিয়া, তাহাদের বিনাশ করিলেন ; কেননা, বহির্মুখতা তাহাদের অহিতকর বলিয়া তাহাদিগকে বহির্মুখ করা এক প্রকার তাহাদের হত্যা। ৬,৭

'তাহারা সাধারণতঃ বহির্মুখ হইয়া ঘট-পটাদি বাহ্যবিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়'—ইহার দ্বারা যে সূচিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয় কোন কোন সময়ে আভ্যন্তর বিষয়ও গ্রহণ করে, সেই আভ্যন্তরবিষয়গ্রাহকতা দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন :—

(গ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ আভ্যন্তর বিষয়েরও গ্রাহক।

কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ।
প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্নভক্ষণে ॥ ৮
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরাঃ স্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥ ৯

অন্বয়—কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ (যঃ) আন্তরঃ শব্দঃ (অস্তি, সঃ শ্রূয়তে। জলপানে অন্নভক্ষণে চ আন্তরাঃ স্পর্শাঃ (অভি-) ব্যজ্যন্তে হি। মীলনে চ আন্তরম্ তমঃ (উপলভ্যতে); উদ্গারে চ রসগন্ধৌ (গৃহ্যেতে)। ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরগ্রহঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—কিন্তু কোন সময়ে কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিলে প্রাণবায়ুতে ও জাঠরাগ্নিতে যে আভ্যন্তর শব্দ আছে, তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। জলপান করিলে এবং অন্নভক্ষণ করিলে শীতোষ্ণাদিরূপ আভ্যন্তর স্পর্শ পরিস্ফুট হয়। চক্ষুনিমীলন করিলে ভিতরের অন্ধকার, এবং উদ্গার উঠিলে ভিতরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয়। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ আভ্যন্তরীণ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

টীকা—"কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে"—কোনও সময়ে কর্ণের অপিধান বা হস্তাদির দ্বারা দৃঢ়ভাবে আচ্ছাদন করিলে পর, "প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ চ"—প্রাণবায়ুতে এবং জাঠরাগ্নিতে বিদ্যমান (আন্তর শব্দ শ্রুত হয়)। "জলপানে অন্নভক্ষণে চ" জলপান করিবার কালে এবং অন্নভক্ষণসময়ে, "আন্তরঃ স্পর্শঃ (অভি-) ব্যজ্যন্তে"—আভ্যন্তরীণ স্পর্শসকল অভিব্যক্ত হয়। (আভ্যন্তরীণ রূপাদি দেখাইতেছেন) -"মীলনে চ আন্তরং তমঃ" চক্ষু নিমীলিত করিলে অভ্যন্তরের অন্ধকারের উপলব্ধি হয়। "উদ্গারে চ রসগন্ধৌ (গৃহ্যেতে)"—উদ্গার উঠিলে অভ্যন্তরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয়। "ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরগ্রহঃ"—এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সমূহের আভ্যন্তর বিষয়ের গ্রহণ বা অনুভব হয়। 'অক্ষাণাম্'—এই শব্দে কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, যেমন 'রামের বনগমন' এইস্থলে 'রাম' 'গমন' ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং 'বন' হইতেছে গমন ক্রিয়ার কর্ম্ম, সেইরূপ 'আন্তর বিষয়' হইতেছে গ্রহণ ক্রিয়ার কর্ম্ম এবং 'ইন্দ্রিয়' হইতেছে সেই গ্রহণ ক্রিয়ার কর্ত্তা। ৮, ৯

৩। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বর্ণন।

এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বর্ণনা করিলেন; তদনন্তর যাঁহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই নৈয়ায়িকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই অস্তিত্বের সমর্থকহেতুস্বরূপ তাহাদের ব্যাপারসমূহ বর্ণনা করিতেছেন:—

(ক) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার।

পঞ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বন্তর্ভবন্তি হি ॥ ১০

অন্বয়—উক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ (ইতি) পঞ্চ ক্রিয়াঃ (প্রসিদ্ধাঃ ভবন্তি)। কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চসু হি অন্তর্ভবন্তি।

অনুবাদ—সেই পাঁচটি ক্রিয়া—ভাষণ, গ্রহণ, গমন, মলোৎসর্গ ও আনন্দ বা মৈথুন, সর্ব্বজনবিদিত। কৃষিবাণিজ্যসেবাদি সকল কর্ম্ম এই পাঁচটির অন্তর্গত।

টীকা—উক্তি, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ এই পাঁচটি শব্দের দ্বন্দ্বসমাস। সেই ভাষণ, আদান, গমন, মলত্যাগ ও মৈথুন নামক পাঁচটি ক্রিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত; এইরূপে "প্রসিদ্ধ" এই শব্দের অধ্যাহার করিয়া অর্থ করিতে হইবে। (শঙ্কা) ভাল, কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি আরও আরও কর্ম্ম ত' রহিয়াছে; তাহা হইলে কিহেতু বলা হইল, সেই ক্রিয়া পাঁচটি বৈ নহে? (সমাধান) কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, ধাবন, আকর্ষণ, প্রসারণ ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া উক্ত পাঁচটি ক্রিয়ারই অন্তর্গত। ১০

ভাল, কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় (যথাক্রমে) ঐ সকল ক্রিয়া উৎপাদন করে? এইহেতু বলিতেছেন ঃ—

(খ) কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নাম, অস্তিত্বে প্রমাণ ও স্থান।

বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈরক্ষৈস্তৎক্রিয়াজনিঃ।
মুখাদিগোলকেষ্বাস্তে তৎকর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ১১

অন্বয়—বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈঃ অক্ষৈঃ তৎক্রিয়াজনিঃ (ভবতি)। তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ মুখাদিগোলকেষু আস্তে।

অনুবাদ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা সেই সেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। সেই কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি মুখাদি গোলকে (অভিব্যক্তিস্থানে বা আধারে) অবস্থিত।

টীকা—"বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈঃ অক্ষৈঃ" বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা, "তৎ-ক্রিয়াজনিঃ (ভবতি)" সেই সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়া অর্থ করিতে হইবে। এস্থলেও একটি কার্য্যলিঙ্গক অনুমান আছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে—যথা, বচনরূপ ক্রিয়া করণজনিত (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা ক্রিয়া (হেতু); যেমন ছেদনাদি ক্রিয়া, (উদাহরণ)। সেই কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের স্থানসমূহ বর্ণনা করিতেছেন ঃ—"মুখাদিগোলকেষু আস্তে"—সেই সকল ইন্দ্রিয় 'মুখাদি' গোলকে অবস্থান করে। এস্থলে মুখাদি বলিতে কর, চরণ, মলদ্বারচ্ছিদ্র ও শিশ্নচ্ছিদ্র লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ১১

৪। মনের বর্ণন।

এক্ষণে উক্ত দশেন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত মনের কার্য্য ও স্থান প্রদর্শন করিতেছেন ঃ—

(ক) মনের কার্য্য, স্থান ও অন্তরেন্দ্রিয়রূপতা।

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেষ্বস্বাতন্ত্র্যাদ্বিনেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১২

অন্বয় - দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষম্ মনঃ হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ (ভবতি); তৎ চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা বাহ্যেষু অস্বাতন্ত্র্যাৎ অন্তঃকরণম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—উক্ত দশপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন হৃৎপদ্মরূপ গোলকে অবস্থিত। সেই মন, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যব্যতিরেকে বাহ্য শব্দাদিবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া সেই স্বতন্ত্রতাভাববশতঃ মনকে অন্তঃকরণ বা আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় বলা হয়।

টীকা—"হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্"—মন একই সময়ে সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত থাকিলেও, হৃদয় (heart) মনের প্রধান নিবাসস্থান বলিয়া মনকে হৃৎপদ্মগোলকে অবস্থিত বলা হইল। (সেই হৃদয় বা heart দেখিতে অধোমুখ পদ্মকোরকসদৃশ)। কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোক কক্ষমধ্যে ব্যাপ্ত থাকিলেও দীপশিখাকেই যেমন তাহার মুখ্যস্থান বলা হয়, ইহাও সেইরূপ। মনকে কেন অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়, তদ্বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন "তৎ চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ১২

মন যে দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষরূপ, এই কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন :

(খ) মন দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়যুক্ত।

অক্ষেষ্বর্থার্পিতেষ্বেতদ্ গুণদোষবিচারকম্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥ ১৩

অন্বয়—অক্ষেষু অর্থার্পিতেষু এতৎ গুণদোষবিচারকম্ (ভবতি)। সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ চ অস্য গুণাঃ ভবন্তি; হি (যতঃ) তৈঃ (গুণৈঃ) বিক্রিয়তে।

অনুবাদ—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যখন আপন আপন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তখন এই মন সেই সেই বিষয়ের গুণদোষের বিচারক হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মনের গুণ, যেহেতু এই তিন গুণবশতঃই মন বৈরাগ্যাদি বিবিধ প্রকারের বিকারপ্রাপ্ত হয়।

টীকা—"অক্ষেষু অর্থার্পিতেষু (সৎসু)"—ইন্দ্রিয়সকল অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রূপাদি নিজ নিজ বিষয়ে স্থাপিত হইলে, "এতৎ গুণদোষবিচারকম্ (ভবতি)" এই মন 'ইহা সমীচীন, ইহা অসমীচীন' ইত্যাদিরূপে গুণদোষবিচারক হইয়া থাকে। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—আত্মা অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ যে চৈতন্যের উপাধি, সেই চৈতন্য, জ্ঞানমাত্রেই প্রমাতা বা সকল জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া, তাহা সকল জ্ঞানবিষয়ে সাধারণ (কারণ); আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি বিষয়ের জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহাদের অন্য কোনও কার্য্য অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আত্মা এবং বর্ণিত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা রূপাদিবিষয়গত গুণদোষের বিচার সম্ভবপর হয়

না, কিন্তু সেই গুণদোষবিচার স্পষ্টই প্রতীত হয়, এবং তাহা প্রকারান্তরে উপপন্ন হয় না বলিয়া, অবশেষে মনকেই সেই গুণদোষবিচারের কারণ বলিয়া মানিতে হয়। যেমন, কোনও পুষ্টদেহ পুরুষ দিবাভাগে ভোজন করে না, ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গেলে সেই পুষ্টতা ভোজনরূপ কারণ বিনা কারণান্তরদ্বারা সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহার রাত্রিকালীন ভোজন কল্পনা করিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ। সেই পুষ্টতার অসম্ভবতাজ্ঞানকে ন্যায়শাস্ত্রে 'অর্থাপত্তি-প্রমাণ' বলে এবং রাত্রিভোজনরূপ যথার্থ জ্ঞানকে 'অর্থাপত্তি-প্রমা' বলে। মন—বৈরাগ্য, কাম প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট, ইহা দেখাইবার জন্য মন যে সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট তাহা বলিতেছেন—"সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সেই সত্ত্বাদি যে মনের গুণ তদ্বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন—"হি তৈঃ বিক্রিয়তে"—যেহেতু, সেই সেই সত্ত্বাদি গুণদ্বারা মন বৈরাগ্যাদি বিকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। ১৩

সত্ত্বাদি গুণবশতঃই মনের বিকারশীলতা, ইহাই দেখাইতেছেন :

গুণভেদবশতঃ মনের বিবিধ বৃত্তিরূপে বিকারপ্রাপ্তি।

বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ।
কামক্রোধৌ লোভযত্নাবিত্যাদ্যা রজসোত্থিতাঃ ॥১৪
আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যা বিকারাস্তমসোত্থিতাঃ।১৪ $\frac{1}{2}$

অন্বয় বৈরাগ্যম্ ক্ষান্তিঃ ঔদার্য্যম্ ইত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ (ভবন্তি)। কামক্রোধৌ লোভযত্নৌ ইত্যাদ্যাঃ রজসা উত্থিতাঃ (ভবন্তি)। আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যাঃ বিকারাঃ তমসা উত্থিতাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি শান্তবৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রযত্ন ইত্যাদি ঘোর বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের রজোগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়। আলস্য, ভ্রান্তি, তন্দ্রা প্রভৃতি মূঢ়বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের তমোগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়।*

টীকা—অর্থ স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল না। ১৪, ১৪ $\frac{1}{2}$

বৈরাগ্যাদি বৃত্তিসমূহের কার্য্যসকল বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন; এই বৈরাগ্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ বুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়া অন্তঃকরণাদি সকলের অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের এবং ইন্দ্রিয়াদির নিয়ামক বা প্রভুর বর্ণনা করিতেছেন :—

গুণবিকারসমূহের ফলের বর্ণন, এবং অন্তঃকরণাদির নিয়ামক চিদাভাসের বর্ণন।

সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিশ্চ রাজসৈঃ ॥১৫
তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণং ভবেৎ।
অত্রাহংপ্রত্যয়ী কর্ত্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ ॥১৬

* গীতায় ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭—১১ শ্লোকে বর্ণিত জ্ঞানের লক্ষণসমূহ এবং ষোড়শাধ্যায়ে বর্ণিত দৈবীসম্পৎ সত্ত্বগুণোৎপন্ন। ষোড়শাধ্যায়ের 'আসুরী সম্পদে'র অন্তর্গত কতকগুলি রজোগুণোৎপন্ন ও কতকগুলি তমোগুণোৎপন্ন। (বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত বঙ্গপিটকগ্রন্থাবলীর) "জীবন্মুক্তিবিবেক"—৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অন্বয়—সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ (ভবতি) চ রাজসৈঃ পাপোৎপত্তিঃ (ভবতি), তামসৈঃ ন উভয়ম্ কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণম্ ভবেৎ। অত্র "অহম্" ইতি প্রত্যয়ী কর্ত্তা, এবম্ লোকব্যবস্থিতিঃ।

অনুবাদ—সত্ত্বগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পুণ্যার্জ্জন হয়, রজোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পাপোৎপত্তি হয়। তমোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা, তদুভয়ের কোনটিই হয় না, অর্থাৎ পুণ্য, পাপ কিছুই হয় না, বৃথা আয়ুক্ষয় হয় মাত্র। ইহাদের মধ্যে যাহাতে "অহম্" (আমি) এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহাই কর্ত্তা। লোকব্যবহারেও ঠিক এইরূপ নিয়ম।

টীকা—"অহম্প্রত্যয়ী"—এই অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসমূহের মধ্যে যাহা 'আমি' এইরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট, তাহাই কর্ত্তা বা প্রভু, ইহাই অর্থ। ইহা বস্তুতঃ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহে অহম্প্রত্যয়বিশিষ্ট আভাসযুক্ত অহঙ্কার। "লোকব্যবস্থিতিঃ"—যেহেতু লোকব্যবহারে কার্য্যের কর্ত্তাকে 'স্বামী' বলা হইয়া থাকে অথবা এইরূপে সংসারপ্রবাহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ১৫, ১৬

৫। জগৎ দ্বিতীয়শ্লোকোক্ত ভূতসমূহের কার্য্য—এইরূপে নিশ্চয়।

এই প্রকারে সংসারের স্থিতি বা ব্যবহারের কথা বলিয়া অথবা সংসারপ্রবাহ-নির্ব্বাহের কথা বলিয়া, সেই সংসার যে ভৌতিক, তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন :—

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিস্ফুটম্।
অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্য্যতাম্॥ ১৭

অন্বয় স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বম্ অতিস্ফুটম্ (ভবতি), অক্ষাদৌ অপি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ তৎ অবধার্য্যতাম্।

অনুবাদ—স্পষ্ট শব্দাদিযুক্ত বস্তুসমূহের ভৌতিকতা অর্থাৎ তাহারা যে পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়াদিবিষয়েও শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে তাহাদের ভৌতিকতা নিশ্চয় করিয়া লইবে।

টীকা "স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু" স্পষ্ট যে শব্দস্পর্শাদিগুণ, সেই সকল গুণের সহিত যুক্ত বা মিলিত যে ঘটাদি বস্তু তাহাতে, "ভৌতিকত্বম্"—ভূতকার্য্যতা, "অতিস্ফুটম্"—স্পষ্টই বুঝা যায় অর্থাৎ (অর্থাপত্তিপ্রমাণের সাহায্যে) উৎপাদ্যবস্তুর গুণ দেখিয়া তদ্গুণযুক্ত উৎপাদক বস্তুকে ধরা যায়। আকাশের শব্দ বায়ুতে দেখিয়া বায়ুকে আকাশের কার্য্য বলিয়া ধরা যায়। সেইরূপ বায়ুর স্পর্শগুণ তেজে দেখিয়া তেজকে বায়ুর কার্য্য বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ উত্তরোত্তর বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপে পঞ্চভূতের গুণযুক্ত ঘটাদি বস্তু যে পঞ্চভূতের কার্য্য, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। (শঙ্কা) ভাল, ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে, তাহারা যে ভূতকার্য্য, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় করা যাইবে? (সমাধান) আগম ও অনুমানদ্বারা তাহার নিশ্চয় হয় এই কথাই বলিতেছেন :—"অক্ষাদৌ অপি"—'ইন্দ্রিয়াদি

বিষয়েও' ইত্যাদি। এস্থলে 'আদি' শব্দদ্বারা মন, প্রাণ, দেহ ও মনোবৃত্তি বুঝিতে হইবে।* আগম বা শাস্ত্র এই—['অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ; তেজোময়ী বাক্'—ছান্দোগ্য উ, ৬।৫।৪]—হে সোম্য, মন নিঃসন্দেহ অন্নময় অর্থাৎ অন্নের স্থূলাংশ বা পৃথিবী হইতে যেমন বিষ্ঠা, মধ্যমাংশ রস হইতে মাংস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অন্নের সূক্ষ্মাংশ পুণ্যপাপ হইতে মন হয়; দধি হইতে তাহার সূক্ষ্মাংশ যেমন নবনীতরূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ। শিশু অন্নভক্ষণ করিতে শিখিলে তাহার মন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কেহ অন্ন ভক্ষণ না করিলে, তাহার মন ক্ষীণ হইতে থাকে। সেইহেতু মন হইতেছে অন্নময়।† প্রাণ হইতেছে আপোময় (অম্ময়) অর্থাৎ পীতজলের স্থূলভাগ হইতে যেমন মূত্র, মধ্যমভাগ হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জলের সূক্ষ্মভাগ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। বাক্ হইতেছে তেজোময় অর্থাৎ ভুক্ত ঘৃতাদি তৈজস পদার্থের স্থূলভাগ হইতে যেমন অস্থি উৎপন্ন হয়, মধ্যমভাগ হইতে মেদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভুক্ত তৈজস পদার্থের সূক্ষ্মভাগ হইতে বাণী উৎপন্ন হয়। বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক বুঝিতে হইবে। তদ্বিষয়ক 'অনুমান' এই—বিবাদাস্পদ যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় তাহা অবশ্য ভূতগণেরই কার্য্য—'প্রতিজ্ঞা'; যেহেতু, তাহারা ভূতগণের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী অর্থাৎ ভূতের সত্তায় ইন্দ্রিয়ের সত্তা, ভূতের অভাবে ইন্দ্রিয়ের অভাব। যাহা যে বস্তুর সহিত অন্বয় ও ব্যতিরেকের নিয়মানুসারী, তাহা সেই বস্তুর কার্য্য, ইহা দেখা গিয়াছে; যেমন মৃত্তিকার সহিত অন্বয়ব্যতিরেক-নিয়মানুসারী ঘট, মৃত্তিকারই কার্য্য দেখা গিয়াছে; সেইরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও ভূতের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী, সেইহেতু সেই প্রকার ভূতের কার্য্য। "হে সোম্য এই পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মা, ষোড়শকলাবান্" ইত্যাদি বচনদ্বারা ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও (৬।৭।১) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মন ভূতগণের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী, অর্থাৎ প্রশ্নোপনিষদে (৬।৪) যে ষোড়শকলা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মনকেও ধরা হইয়াছে, যথা: প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, (দশ) ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন,

* জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের এক একটি এক এক ভূতের গুণের গ্রাহক, যেমন, শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের শব্দগুণের গ্রাহক। এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল ভূতপঞ্চকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কার্য্য, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়। তন্মধ্যে ত্বক্ ও চক্ষু যথাক্রমে স্পর্শ ও রূপের গ্রাহক হইয়া, সেই সেই গুণের আশ্রয় ঘটাদি ও দীপাদিরও গ্রাহক, আর শ্রোত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, যথাক্রমে কেবলমাত্র শব্দ, রস ও গন্ধের গ্রাহক। এইরূপ কিছু প্রভেদ আছে। কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের এক একটি, এক এক ভূতের গুণের নির্ব্বাহক। যেমন, বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, আকাশের শব্দগুণের উৎপাদননির্ব্বাহক। পাণির গ্রহণ ক্রিয়া, বায়ুর স্পর্শগুণের গ্রহণনির্ব্বাহক। পাদের গমন ক্রিয়া, রূপগুণের গ্রহণের নির্ব্বাহক। (রূপ দর্শনবহির্ভূত হইলে, লোকে পায়ে হাঁটিয়া রূপ গ্রহণের জন্য নিকটবর্ত্তী হয়)। উপস্থের রসত্যাগক্রিয়া জলের রসগুণের ত্যাগের নির্ব্বাহক। এইরূপে ভূতপঞ্চকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কার্য্য, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়।

তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ভূতপঞ্চকের এক একটির সত্ত্বগুণের কার্য্য, কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক ভূতপঞ্চকের এক একটির রজোগুণের কার্য্য। মন সর্ব্বেন্দ্রিয়সমানীত জ্ঞানের গ্রাহক বলিয়া পাঁচটি ভূতেরই সত্ত্বগুণের কার্য্য, এইরূপ প্রভেদের নিশ্চয় হয়।

† সবিস্তর ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে দ্রষ্টব্য।

বীর্য্য, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গাদি) ও নাম (দেবদত্তাদি) এবং সেই মন সমষ্টিপ্রাণের (সম্মিলিত ভূতসূক্ষ্মের) কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইহেতু মন ভূতগণের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী। অন্যত্র অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ১৭

"হে সৌম্য ! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একই অদ্বিতীয় সৎ (কারণস্বরূপ) ছিল" এই শ্রুতিদ্বারা 'সৎ অদ্বিতীয়ে'র প্রতিপাদন

১। উক্ত শ্রুতির অর্থ।

এইরূপে ভূতসমূহ ও ভৌতিকপদার্থসমূহকে বিভাগপূর্ব্বক দেখাইয়া, এই প্রকরণের আদিতে উল্লিখিত "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ"—'হে সৌম্য এই জগৎ আগে সৎকারণ রূপই ছিল' এই অদ্বিতীয়ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে, সেই শ্রুতিবচনের অন্তর্গত 'ইদম্' পদের অর্থ বলিতেছেন :

(ক) তদন্তর্গত "ইদম্" বা 'এই' শব্দের অর্থ।

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।
যাবৎ কিঞ্চিদ্ ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ॥ ১৮

অন্বয়—একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ, যুক্ত্যা, শাস্ত্রেণ অপি যাবৎ কিঞ্চিৎ জগৎ অবগম্যতে, এতৎ "ইদম্"-শব্দোদিতম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা, অনুমান প্রভৃতি যুক্তিদ্বারা, এবং শব্দপ্রমাণদ্বারা যত কিছু জগৎপ্রপঞ্চ অবগত হওয়া যায়, সেই সমস্তই উক্ত শ্রুতিবাক্যস্থ 'ইদম্'-পদের অর্থ।

টীকা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন লইয়া এগারটি ইন্দ্রিয়। তন্মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ করণদ্বারা প্রত্যক্ষপ্রমার বিষয় শব্দাদি পাঁচটির গ্রহণ হয়। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা ভাষণ, গ্রহণ প্রভৃতি সকল প্রকার ক্রিয়া ও সেই সেই ক্রিয়ার বিষয়—বক্তব্য, গ্রহীতব্য ইত্যাদির গ্রহণ হয়। মনদ্বারা, মানসপ্রত্যক্ষ, আভ্যন্তরবিষয় সুখ, দুঃখ প্রভৃতির, এবং প্রত্যক্ষপ্রমা, অনুমিতিপ্রমা ইত্যাদিরূপ সকল প্রকার বস্তুর জ্ঞানেরও গ্রহণ হয়। 'অপি'(ও)-শব্দদ্বারা 'অর্থাপত্তি' প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রমাণত্রয়কে ও প্রমাণবিষয়ক জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ (১) উপমিতিপ্রমার বিষয় উপমেয় (গবয়রূপ) পদার্থ, (২) অর্থাপত্তি-প্রমার বিষয় (অদিবাভোজী) স্থূলকায় ব্রাহ্মণের রাত্রিভোজনরূপ উপপাদক, এবং (৩) অভাবপ্রমার বিষয় পাঁচ প্রকার অভাব এবং সকল প্রমাণই যে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, সেই জ্ঞানকে এবং প্রমাণরূপ প্রপঞ্চকেও বুঝিতে হইবে। এই সকলদ্বারা "যাবৎ কিঞ্চিৎ জগৎ অবগম্যতে"—যাহা কিছু জগৎ (প্রপঞ্চ) অবগত হওয়া যায়, তৎসমুদায়ই, "সদেব সৌম্য" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত 'ইদম্' (এই) পদদ্বারা সূচিত হইতেছে। যদ্যপি ('ইদম্') 'এই' শব্দদ্বারা বর্ত্তমানকালের ও সম্মুখবর্ত্তী দেশের সহিত সম্বদ্ধ বস্তুকে বুঝায়

এবং তাহা হইলে 'ইদম্' শব্দের ঐরূপ অর্থ বাধিত হয় অর্থাৎ 'ইদম্' শব্দদ্বারা সকল প্রমাণজনিত জ্ঞানের বিষয় পরোক্ষ, অপরোক্ষ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালসম্বন্ধ সকল প্রপঞ্চকে বুঝান যায় না, তথাপি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অথবা সর্ব্বজ্ঞ উদ্দালক মুনির দৃষ্টিতে, (বর্ত্তমানাধ্বার, অতীতাধ্বার ও অনাগতাধ্বার*) সকল পদার্থই অপরোক্ষ এবং সেই-হেতু পুরোবর্ত্তিদেশাবস্থিতের ন্যায় এবং সকল সময়েই একরসরূপে প্রকাশমান বলিয়া বর্ত্তমানতুল্য। আর শ্রীভগবানও বলিতেছেন—'বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি' ইত্যাদি; হে অর্জ্জুন, যে সকল পদার্থ একেবারে অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহারা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যাহারা ভবিষ্যতে আসিবে, তৎসমুদয়ই, আমি 'বেদ' —জানিতেছি। এইরূপে ঈশ্বরদ্বারা অথবা উদ্দালক মুনিদ্বারা উচ্চারিত, উক্ত 'ইদম্' শব্দ সর্ব্বকালসম্বন্ধী ও সর্ব্বদেশসম্বন্ধী পদার্থকে বুঝাইতে পারে, তাহাতে বাধা হয় না। ১৮

"ইদম্" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে সেই শ্রুতিবচনটি অক্ষর ধরিয়া পাঠ না করিয়া অর্থ ধরিয়া পাঠ করিতেছেন—

(ঐ) প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ।

ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্বচঃ॥ ১৯

অন্বয়—ইদম্ সর্ব্বম্ সৃষ্টেঃ পুরা একম্ এব অদ্বিতীয়কম সৎ এব আসীৎ, নামরূপে ন আস্তাম্ ইতি আরুণেঃ বচঃ।

অনুবাদ—প্রতীয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয়রূপ সৎকারণই ছিল, নামরূপ ছিল না। ইহাই আরুণির বচন।

টীকা—"আরুণিঃ" অরুণ নামক ঋষির পুত্র আরুণি বা উদ্দালক। শ্বেতকেতুনামক পুত্রের প্রতি পিতা উদ্দালকের বচন। (ছান্দোগ্য উপ, ৬।২।১)। ১৯

উক্ত শ্রুতিবচনে 'এক', 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিনটি শব্দের প্রয়োগদ্বারা সদ্বস্তুতে সম্ভাবিত স্বগতাদিভেদত্রয়† নিবারণ করিবার জন্য লোকব্যবহারে যে উক্ত তিনটি ভেদ আছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন:—

(ঐ) ব্যবহারে স্বগতাদি তিনপ্রকার ভেদের নির্ণয়।

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥ ২০

অন্বয়—বৃক্ষস্য পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ স্বগতঃ ভেদঃ (ভবতি), বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ঃ (ভেদঃ ভবতি), শিলাদিতঃ বিজাতীয়ঃ (ভেদঃ ভবতি)।

অনুবাদ—পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি অবয়ব হইতে অবয়বী বৃক্ষের যে ভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। সেই বৃক্ষে অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ, তাহার

---

* যোগমণিপ্রভার ১১৯ পৃষ্ঠায় কৈবল্যপাদ ১২শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

† এই প্রকরণে প্রথম শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নাম সজাতীয় ভেদ; আর শিলা প্রভৃতি হইতে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ।

টীকা—পরস্পর অভাবের নাম ভেদ; ভেদদ্বারা পৃথক্করণ সাধিত হয়। যেমন, ঘট ও পটে একে অপরের অভাব। তন্মধ্যে তাহারা পরস্পর ভেদের আশ্রয় বা 'অনুযোগী' হইতে পারে এবং পরস্পর ভেদের নিরূপক বা প্রতিযোগী হইতে পারে। একটি 'অনুযোগী' হইলে অপরটি 'প্রতিযোগী'।

'স্বগত' শব্দের অর্থ অবয়ব বা অঙ্গ। তদ্দ্বারা নিরূপিত যে ভেদ, তাহার নাম স্বগত ভেদ। যেমন কোনও শূদ্রের আপনার হস্তপাদাদি অঙ্গ হইতে যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ; শূদ্রান্তর হইতে অর্থাৎ সমানজাতিবিশিষ্টের দ্বারা কৃত যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ; ব্রাহ্মণাদি হইতে অর্থাৎ বিরুদ্ধজাতিবিশিষ্টের দ্বারা নিরূপিত যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ। ২০

এইরূপে অনাত্ম বস্তুতে তিনটি ভেদ থাকে, ইহা বুঝাইলেন; সদ্বস্তুতেও অর্থাৎ আত্মাতেও সেই তিনটি ভেদ থাকিবার সম্ভাবনা। শ্রুতি 'এক', 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিনটি পদদ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ করিতেছেন :—

(ঘ) শ্রুত্যুক্ত পদত্রয়ের দ্বারা সদ্বস্তুতে সম্ভাবিত উক্ত ভেদত্রয়ের নিষেধ।

তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ২১

অন্বয়—তথা সদ্বস্তুনঃ প্রাপ্তম্ ভেদত্রয়ম্ ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈঃ ত্রিভিঃ ক্রমাৎ নিবার্য্যতে।

অনুবাদ—সেইরূপ সদ্বস্তুতেও উক্ত তিন প্রকার ভেদ থাকিতে পারে, এইহেতু শ্রুতি, 'একত্ব', 'অবধারণ' (নিশ্চয়) এবং 'দ্বৈতের নিষেধ' বোধক, যথাক্রমে 'এক', 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিন পদদ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ করিতেছেন। ২১

সদ্বস্তুসম্বন্ধে স্বগত ভেদের আশঙ্কা উঠিতেই পারে না; কেননা, সেই সদ্বস্তু নিরবয়ব। এই কথাই বলিতেছেন :—

(ঙ) সদ্বস্তুতে স্বগতভেদের খণ্ডন।

সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ।
নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ ॥ ২২

অন্বয়—সতঃ অবয়বাঃ ন শঙ্ক্যাঃ, তদংশস্য অনিরূপণাৎ; নামরূপে তস্য অংশৌ ন (ভবতঃ); তয়োঃ অদ্য অপি অনুদ্ভবাৎ।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর স্বগত ভেদ বা অবয়ব আছে, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতেই পারে না, কেননা, তাহার অংশ হইতে পারে, এই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে

না। আর নাম ও রূপ এই দুইটি তাহার অংশ নহে, কেননা. সেই দুইটি আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উৎপন্নই হয় নাই।

টীকা—সদ্বস্তুর যে অবয়ব থাকিতে পারে না, তাহা দেখাইতেছেন। সদ্বস্তু যদি জড় হইত, তবে সাবয়ব হইতে পারিত। আর সদ্বস্তুকে যদি জড় বলা যায়, তবে তাহা জড় বলিয়া বিনাশী হইবেই; কেননা, দেখা যায়, যাহাই জড় তাহাই বিনাশী, যেমন ঘট, পট। এইরূপ অনুমানপ্রমাণদ্বারা সদ্বস্তু বিনাশী হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার আর সদ্রূপতা থাকে না. অসদ্রূপতা আসিয়া পড়ে। এইহেতু সদ্বস্তু জড় নহে, তাহা চেতন। আবার যদি সেই চেতনরূপ সদ্বস্তুকেই সাবয়ব বল. তবে জিজ্ঞাসা করি, সেই সদ্বস্তুর অবয়ব চেতন বা অচেতন (বা জড়)? যদি বল চেতন, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহা সেই সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? যদি তাহাকে ভিন্ন বল, তবে অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে; আর যদি বল, সেই অবয়ব সদ্বস্তু হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে সেই সদ্বস্তুর সহিত তাহার অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার যদি সেই অবয়বকে অচেতন বা জড় বল, তাহা হইলে সেই জড় অবয়বদ্বারা বিরচিত সেই সদ্বস্তুও জড় হইবে, কেননা, নিয়ম রহিয়াছে—'কারণগুণাঃ হি কার্য্যগুণান্ আরভন্তে'—কারণের গুণদ্বারাই কার্য্যের গুণ নিরূপিত হয়। জড় সূত্রের দ্বারা জড় বস্ত্র বিরচিত হয়; তাহা কখন চেতন হইতে পারে না। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত অনুমানদ্বারা সেই জড় 'সদ্বস্তুর' বিনাশিত্বই আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে তাহা আর সদ্রূপ থাকে না। এইহেতু সদ্বস্তুর অবয়ব আছে, এরূপ নিরূপণ করা যায় না।

(শঙ্কা) ভাল, এই যে তাহাকে 'সৎ' এই নাম দিয়া অভিহিত করা হইতেছে, তাহা হইলে 'তাহার নাম নাই'—ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? (সমাধান) তদুত্তরে বলি এই নাম ব্যবহার-সাধনের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে মাত্র। আর তাহার যে রূপ নাই, একথা শ্রুতি 'অস্থূল', 'অনণু', 'অহ্রস্ব', 'অদীর্ঘ' ইত্যাদি পদদ্বারা জানাইতেছেন।

নাম ও রূপ সদ্বস্তুর অবয়ব কেন হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেই দুইটি, সদ্বস্তুর অবয়ব বা অংশ হইতে পারে না, কেননা, সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই দুইটি আদৌ ছিল না। এই কথাই বলিতেছেন—'আর নাম ও রূপ এই দুইটি ছিল না।' ২২

ভাল, নাম ও রূপ ছিল না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা।
ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিরংশং যথা বিয়ৎ॥ ২৩

অন্বয়—নামরূপোদ্ভবস্য এব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা তয়োঃ উদ্ভবঃ ন, তস্মাৎ যথা বিয়ৎ তথা সৎ (ব্রহ্ম) নিরংশম্ (ভবতি)।

অনুবাদ—আর নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই সৃষ্টি; সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপের উৎপত্তি অসম্ভব; সেইহেতু আকাশের ন্যায় সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) নিরবয়ব (অংশরহিত)।

টীকা—(সৃষ্টির পূর্ব্বে) নাম-রূপের উৎপত্তি হয় নাই। ফলিতার্থ বলিতেছেন— "সেইহেতু" ইত্যাদি। এস্থলে এইরূপ অনুমান হইবে—সদ্বস্তু (পক্ষ) অবশ্যই স্বগতভেদশূন্য (সাধ্য) (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা নিরবয়ব; (হেতু)। আকাশের ন্যায়; (দৃষ্টান্ত)।

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম নাম ও রূপ সদ্বস্তুর অবয়ব নহে। 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ'—কেন সেই সদ্বস্তুর অবয়ব হইবে না?

(সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিনটি পরস্পর ভিন্ন নহে; কেননা, 'সৎ' যদি চিৎ ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তবে জড় ও দুঃখরূপ হইয়া পড়ে; (জড় ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য), সুতরাং 'সৎ' অসৎ হইয়া পড়ে। আবার 'চিৎ' যদি সৎ ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা অসৎ ও দুঃখরূপ হওয়াতে জড় হইয়া পড়ে। আবার 'আনন্দ' যদি সৎ ও চিৎ হইতে ভিন্ন হয়, তবে অসৎ ও জড় হওয়াতে তাহা দুঃখরূপ হইয়া পড়ে। এইহেতু সৎ, চিৎ, আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে; সেই সদ্বস্তু বা ব্রহ্ম, 'সৎ' অর্থাৎ দেশকালাদির দ্বারা অবাধিত, পরিচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য নহে; তাহাই 'চিৎ' বা অলুপ্তপ্রকাশ এবং তাহাই 'আনন্দ' বা পরিচ্ছেদরূপ দুঃখসম্বন্ধরহিত। এইরূপে সেই 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' সেই সদ্বস্তু ব্রহ্মের স্বরূপই,—গুণ বা অবয়ব নহে। এইহেতু ব্রহ্ম নিরবয়ব। ২৩

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম সদ্বস্তুতে স্বগতভেদ নাই; সজাতীয় ভেদ কেন থাকিবে না? (উত্তর) এইরূপ আশঙ্কা করিলে সেই সদ্বস্তুর সজাতীয় অন্য সদ্বস্তুর নাম করিতে হইবে। সেইরূপ অন্য সদ্বস্তু কিন্তু আর পাওয়া যায় না। কেননা, সদ্বস্তুতে বৈলক্ষণ্য হয় না। (তাহাতে ভেদজ্ঞাপক কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না) এই কথাই বলিতেছেন :—

(চ) সদ্বস্তুতে সজাতীয় ভেদের খণ্ডন।

সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জ্জনাৎ।
নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতো ভিদা ॥ ২৪

অন্বয়—সজাতীয়ম্ সদন্তরম্ ন (ভবতি); বৈলক্ষণ্য-বর্জ্জনাৎ। নামরূপোপাধিভেদম বিনা সতঃ ভিদা ন এব।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর সমানজাতীয় অন্য সদ্বস্তু নাই, কেননা, সদ্বস্তুতে বিলক্ষণতা (ব্যক্তিগত ভেদ) নাই। 'নাম' ও 'রূপ' নামক যে উপাধি, তাহারই ভেদ বিনা সদ্বস্তুর ভেদ (ভেদব্যবহার) হয় না।

টীকা—(গুরু) যদি সদ্বস্তু নানা হইত, তাহা হইলে সদ্বস্তুর সজাতীয় অন্য সদ্বস্তু হইত।

(শিষ্য) আচ্ছা, যে সদ্বস্তুর নানাত্বের কথা বলিতেছেন, সেই সদ্বস্তু যে বাস্তব,

তাহার প্রমাণ কি? আগে সেই সদ্বস্তু যে কল্পিত নহে, তাহা যে বাস্তব, তাহাই সিদ্ধ হউক, পরে তাহার নানাত্ব-একত্বের বিচার হইবে।

(গুরু) তুমি নিজের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনই সংশয় কর না; এক্ষণে সেই সদ্বস্তুকে বাস্তব বলিয়া না মানিলে, তোমার কথা (নিজের বাস্তবতা বিষয়ে সংশয়), 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই বাক্যের ন্যায় প্রলাপসদৃশ হইবে। এক্ষণে সেই সদ্বস্তুকে নানা বলিয়া স্বীকার করিলে প্রথমতঃ অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি সেই 'নানা' সদ্বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন বলিবে বা ব্যাপক বলিবে? যদি তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বল, তবে সেই পরিচ্ছেদ বা অন্ত, দেশ অথবা কাল অথবা বস্তুন্তরদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলে, তাহার উৎপত্তি ও নাশ মানিতে হয়; তাহা হইলে তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে এবং তাহা আর সৎ থাকে না, অসৎ হইয়া পড়ে। আর যদি তাহাকে ব্যাপক অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত বলিয়া মান, তাহা হইলে তাহার নানাত্ব সম্ভবপর হয় না; (কেননা, পরিচ্ছিন্নতা শব্দের অর্থই, দেশ, কাল, বস্তুদ্বারা বিবিধরূপতা।)

(শিষ্য) ভাল, এই বেদান্তশাস্ত্রেই ত' পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভেদে তিন প্রকার 'সদ্বস্তু' স্বীকৃত হইয়াছে; তবে কি প্রকারে বলিলেন, সদ্বস্তুতে নানাত্ব নাই?

(গুরু) সে স্থলেও একই পারমার্থিক সদ্বস্তু, ভ্রান্তিবশতঃ, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক রূপে প্রতীত হয়। যেমন, একই রাজশক্তি ভ্রান্তিবশতঃ তদাশ্রিত মন্ত্রিশক্তিরূপে এবং মন্ত্রীর আশ্রিত রাজপুরুষের শক্তিরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ, একই পারমার্থিক সত্তা ব্যাবহারিক ঘটাদির সত্তারূপে এবং প্রাতিভাসিক স্বাপ্নবস্তু প্রভৃতির সত্তারূপে, স্ফটিকে জবাপুষ্পের লাল রঙের মত অন্যথাখ্যাতিবশতঃ * অথবা সর্পের সহিত রজ্জুর তাদাত্ম্যসম্বন্ধের ন্যায় সংসর্গাধ্যাসদ্বারা† অনির্বচনীয়খ্যাতিবশতঃ‡ প্রতীত হয়। এইহেতু সদ্বস্তুর নানাত্ব নাই; সেইহেতু সজাতীয় অন্য সদ্বস্তুও নাই। এই কারণে সদ্বস্তু সজাতীয়ভেদরহিত।

এইরূপ নির্ণয় মনে রাখিয়া টীকাকার শঙ্কা উঠাইতেছেন ভাল, ঘট রহিয়াছে, এইরূপে ঘটসত্তা প্রতীত হয়; পট রহিয়াছে, এইরূপে পটসত্তা প্রতীত হয়। এইরূপে সকল বস্তুতেই সত্তা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়; এইরূপে সদ্বস্তুর ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা উঠাইয়া তাহার সমাধান জন্য বলিতেছেন—যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে আকাশের ভেদ নামরূপময় উপাধিকৃত, সেইরূপ সদ্বস্তুর ভেদও নামরূপময় উপাধিকৃত; স্বরূপতঃসিদ্ধ ভেদ প্রতীত হয় না। এই কথাই বলিতেছেন—নাম ও রূপ নামক যে উপাধি

---

* তদভাববতি তৎপ্রকারকজ্ঞানম্। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তদ্রূপের জ্ঞান 'অন্যথাখ্যাতি'।

† যেমন মুখের সহিত দর্পণের কোন সম্বন্ধই নাই, আর দুইটি পদার্থই ব্যাবহারিক। সে স্থলে দর্পণে মুখের যে সম্বন্ধ প্রতীত হয়, সেই সম্বন্ধটি অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ ও সম্বন্ধের জ্ঞানকে 'সংসর্গাধ্যাস' বলে।

‡ যে অধ্যস্ত পদার্থকে সৎ বলিয়া, অসৎ বলিয়া, কিম্বা সদসৎ বলিয়া নির্বাচিত করা যায় না, তাহারই প্রতীতির নাম 'অনির্বচনীয়খ্যাতি'।

তাহারই ভেদ বিনা সদ্বস্তুর ভেদ প্রতীত হয় না। এস্থলে এইরূপ অনুমান রহিয়াছে—সদ্বস্তু অবশ্যই সজাতীয়ভেদরহিত (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু উপাধির ভেদ গ্রহণ না করিলে ভেদের প্রতীতি হয় না—(হেতু); যেমন আকাশ (উদাহরণ)। ২৪

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা সদ্বস্তুর ভেদ মানিতে হয়। (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহা সদ্বস্তুর বিজাতীয়, তাহা অসৎই হইবে এবং তাহা অসৎ বলিয়া তাহার প্রতিযোগী হওয়া অসম্ভব; সেইহেতু সেই অসদ্রূপপ্রতিযোগিবিশিষ্ট ভেদ বা অন্যোন্যাভাব সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই—ভেদ বলিতে বুঝিতে হইবে অন্যোন্যাভাব বা পরস্পরাভাব; যেমন ঘট পট নহে, পট ঘট নহে বা ঘটে পটত্বের অভাব এবং পটে ঘটত্বের অভাব। যাহাতে অন্যের অভাব তাহাকে অভাবের অনুযোগী বলে অর্থাৎ যাহা অভাবের আশ্রয়; আর যাহার অভাব অন্যে, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ যাহা সেই অভাবের নিরূপক। অনুযোগিপ্রতিযোগীর জ্ঞান ভিন্ন অভাবের জ্ঞান হয় না। এই হেতু সেই অভাবের জ্ঞান অনুযোগিপ্রতিযোগীর অধীন। আর সেই অনুযোগী ও প্রতিযোগীকে সদ্রূপ হইতেই হইবে; অসদ্রূপ হইলে তাহারা অনুযোগী বা প্রতিযোগী হইবে না। এই স্থলে ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু অনুযোগী এবং সেই সদ্বস্তুতে অবস্থিত বিজাতীয়রূপ ভেদের বা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীকে সিদ্ধ করিতে হইলে, তাহা অবশ্যই বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদিরূপ একান্ত অসৎ—শূন্য বা নিঃস্বরূপ হইবে। তাহা যখন নিজেই নাই তখন কি প্রকারে প্রতিযোগী হইবে? সেইহেতু প্রতিযোগী একান্ত অসৎ হওয়াতে সদ্বস্তুতে বিজাতীয় ভেদকল্পনা হইতেই পারে না। এই কথাই বলিতেছেন :—

(ছ) সদ্বস্তুতে বিজাতীয় ভেদের খণ্ডন।

বিজাতীয়মসৎ তত্তু ন খল্বস্তীতি গম্যতে।
নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াদ্ভিদা কুতঃ ?॥২৫

অন্বয়—(সতঃ) বিজাতীয়ম্ অসৎ, তৎ তু "অস্তি" ইতি ন খলু গম্যতে। অতঃ অস্য প্রতিযোগিত্বম্ ন, বিজাতীয়াৎ ভিদা কুতঃ (স্যাৎ)?

অনুবাদ—যাহা সদ্বস্তুর বিজাতীয় অর্থাৎ বিপরীত, তাহা অসৎই হইবে; তাহা কিন্তু কোন প্রকারেই, "আছে" এইরূপে বুদ্ধিগম্য হয় না; এইহেতু সেই 'অসৎ', প্রতিযোগী হইতে পারে না; সুতরাং সেই বিজাতীয় হইতে সদ্বস্তুর ভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? কোন প্রকারেই পারে না।

টীকা—অনুবাদেই টীকার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; তবে 'অসৎ' শব্দের অর্থ লইয়া কিছু সন্দেহ উঠিতে পারে। সেইহেতু তাহার নির্ণয়ের আবশ্যকতা আছে। যাহা 'সৎ' এর বিপরীত তাহা 'অসৎ'। এই অসৎ দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ যাহা একেবারে নিঃস্বরূপ, যেমন আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি—যাহাদের প্রতীতি কোন কালেই হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যাহার স্বরূপ ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক অর্থাৎ জাগ্রৎ

কালের স্থূল প্রপঞ্চ বা স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ—উভয়ই মায়া বা মায়ার কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইয়া তিরোহিত হয়। প্রথম প্রকারের 'অসৎ' বস্তু, ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না—হংসডিম্ব অশ্বডিম্ব হইতে ভেদ আছে, বলাও চলে না, বুঝাও যায় না—এই কথাই শ্লোকে বলা হইল; কিন্তু এরূপ সন্দেহ ত' হইতে পারে যে, মায়া ও মায়ার কার্য্য অর্থাৎ জাগ্রৎকালের স্থূল প্রপঞ্চ এবং স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা পদার্থ, কেন ব্রহ্মে ভেদের প্রতিযোগী হইবে না? ব্রহ্মে ত' সেই সেই প্রপঞ্চ হইতে ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ সংশয়ের সমাধান এই যে—যেহেতু ব্রহ্মের পারমার্থিকতার ন্যায় তাহাদের পারমার্থিকতা নাই, সেইহেতু তাহারা ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখের সহিত, গ্রীবার উপরে, অবস্থিত মুখকে লইয়া দুইটি গণনা করা হয় না। কোনও রাজা স্বকীয় বাহন হস্তীর সহিত স্বপ্নে দৃষ্ট হস্তীকে লইয়া আপনাকে দুইটি হস্তীর স্বামী মনে করেন না। যদি বল সুষুপ্তিতে বা প্রলয়কালে, জাগ্রৎপ্রপঞ্চের বা সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বীজভূত অবিদ্যা বা মায়া, আত্মা বা ব্রহ্মে অবশ্যই থাকে, মানিতে হইবে; কেননা, তাহা হইতে জাগ্রৎপ্রপঞ্চ ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বিনির্গত হয় এবং সেই বীজ হইতে ভেদ, আত্মায় বা ব্রহ্মে অবশ্যই থাকে, সুতরাং জাগ্রৎপ্রপঞ্চ ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চ সেই ভেদের প্রতিযোগী হইবে। তদুত্তরে বলা যায় যে, সেই ভেদ আত্মায়, বা সমাধিকালে ব্রহ্মে প্রতীত হয় না, বা অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধও হয় না, বরং শব্দপ্রমাণ রহিয়াছে, ব্রহ্মে কোনও প্রকার ভেদ নাই 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' (বৃহদা উ ৪।৪।১৯ ; কঠ উ ৪।১১) আর ব্রহ্মরূপ পারমার্থিক বস্তু হইতে ব্যাবহারিক জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তিও সিদ্ধ হয় না; সেইহেতু সেই প্রপঞ্চদ্বারা সদ্বস্তুর বিজাতীয় ভেদ হইতেই পারে না। ২৫

এক্ষণে যে অর্থটি নির্ণীত হইল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

ক) নির্ণীত সিদ্ধান্ত কথন।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন।

২। শূন্যবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার খণ্ডন।

ক। শূন্যবাদীর পূর্ব্বপক্ষের বিন্যাস।

বিহ্বলা অসদেবেদং পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্ ॥ ২৬

অন্বয়—একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ সৎ সিদ্ধম্। অত্র তু বিহ্বলাঃ কেচন অসৎ এব ইদম্ পুরা আসীৎ ইতি অবর্ণয়ন্।

অনুবাদ—এইরূপে সদ্বস্তুটি যে এক এবং অদ্বিতীয়, ইহা নির্ণীত হইল। এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ কেহ (অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বিচলিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন 'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল; (ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১২) এবং সৃষ্টির পরে অর্থাৎ প্রলয়কালে এই জগৎ পূর্ব্বের ন্যায় অসৎ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বা বিলক্ষণতারহিত, শূন্য হইয়াই থাকিয়া যাইবে; কেবল মধ্যে অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী

কালে, ভ্রান্তিবশতঃ নামরূপ লইয়া প্রতীত হইতেছে। এই ভ্রান্তি নিরাধার। যে বস্তু আদিতে এবং অন্তে নাই, সেই বস্তু (অসৎখ্যাতিবাদিগণের প্রদর্শিত মতে) মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায়, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় মধ্যেও অস্তিত্ব-বিহীন। এইহেতু শূন্যই পরমতত্ত্ব। (সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে, জগতের প্রতীতিরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়া, ইঁহারা 'মাধ্যমিক' নামে অভিহিত হন। ইঁহারা শূন্যবাদী বৌদ্ধ।)

টীকা। এক্ষণে সংস্বরূপ বস্তুটিই যে একমাত্র বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে শিষ্যবুদ্ধিকে দৃঢ় করিবার জন্য, স্থূণানিখননন্যায়ে—পূর্ব্বপক্ষ করিয়া উত্তরপক্ষ করিতেছেন। যেমন, লোকে ভূমিতে খুঁটি পুঁতিয়া তাহা দৃঢ় হইল কি অদৃঢ় রহিয়া গেল, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নাড়িয়া, হেলাইয়া দেখে এবং যদি অদৃঢ় থাকে, তবে তাহার মাথায় আঘাত করিয়া অথবা মূলে চতুস্পার্শ্বে প্রস্তরাদির সমর্থনা দিয়া তাহাকে দৃঢ় করে, সেইরূপ অদ্বৈত-তত্ত্ববিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করিয়া বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া, সেই সন্দেহের সমাধানপূর্ব্বক ও প্রমাণান্তরদ্বারা সমর্থন করিয়া বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিতেছেন। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ, অদ্বৈততত্ত্বসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং বলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব ছিল। ২৬

তাহাদের সেই চিত্ত-ব্যাকুলতা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(থ) শূন্যবাদীর ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ।

মগ্নস্যাব্ধৌ যথাক্ষাণি বিহ্বলানি তথাস্য ধীঃ।
অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা বিভেত্যতঃ ॥ ২৭

অন্বয়—অব্ধৌ মগ্নস্য অক্ষাণি যথা বিহ্বলানি (ভবন্তি) তথা অস্য ধীঃ অখণ্ডৈকরসম্ শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা (ভবতি), অতঃ বিভেতি।

অনুবাদ—যেমন সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ কার্য্যকরী শক্তি হারাইয়া, (শব্দগন্ধাদি) নিজ নিজ বিষয়কে অবলম্বনরূপে না পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেইরূপ শূন্যবাদীর অন্তঃকরণ ত্রিবিধভেদরহিত অখণ্ড একরস বস্তুর কথা শুনিয়া এবং সেইহেতু তাহাতে নিজ কার্য্যকরী শক্তির অভাব আশঙ্কা করিয়া, ভয়প্রাপ্ত হয়।

টীকা—সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহের দৃষ্টান্ত দিয়া শূন্যবাদীর ও সাকারবাদীর বুদ্ধির অদ্বৈততত্ত্বশ্রবণে বিহ্বলতা বুঝাইতেছেন, শ্লোকের প্রথম চরণদ্বয়দ্বারা। অবশিষ্ট শ্লোকাংশ-দ্বারা দৃষ্টান্তটিকে সিদ্ধান্তে যোজনা করিতেছেন। "অস্য"—এই অধিষ্ঠানব্রহ্মের জ্ঞানহীন শূন্যবাদীর এবং সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিহীন বহির্ম্মুখ সাকারবাদীর—ইহাদের সকলকেই বুঝিতে হইবে। এস্থলে 'অস্য' এই পদের একবচন, জাতিবাচক অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধের সহিত সাকারব্রহ্মবাদিগণকেও ধরিতেছেন, কেননা, সকলেই অনুভব করিতে পারে—বুদ্ধি, ভাব ও

অভাবরূপ সাকার বস্তুই গ্রহণ করিতে পারে। শূন্য বা অভাব, ভাবরূপ বস্তুমাত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া সাকার। নিরাকার ব্রহ্মের কথা শুনিলে বুদ্ধি বিচলিত হইয়া উঠে। শূন্যবাদী সেই বিচলিততা নিবারণের জন্য শূন্য কল্পনা করিয়া বসে; তখন দেখে না যে শূন্যও সাকার। "ধীঃ"—শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ; "অখণ্ডৈকরসম্ শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা (ভবতি)"—অখণ্ড বা অনুযোগিপ্রতিযোগিরহিত এবং একরস বা ত্রিবিধভেদশূন্য, অদ্বৈততত্ত্বের কথা শুনিয়া প্রবৃত্তিরহিত বা স্তব্ধ হইয়া যায় এবং "অতঃ"—এইহেতু অর্থাৎ নিজের কার্য্যকরী শক্তি আদৌ থাকিবে না বুঝিয়া, "বিভেতি" -ভয় প্রাপ্ত হয়। ২৭

এই বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের ঐকমত্য দেখাইতেছেন :—

গৌড়াচার্য্যা নির্ব্বিকল্পে সমাধাবন্যযোগিনাম্।
সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মূচিরে ॥ ২৮

অন্বয়—গৌড়াচার্য্যাঃ (গৌড়পাদাচার্য্যাঃ) সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানাম্ অন্যযোগিনাম্ নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ অত্যন্তম্ ভয়ম্ ঊচিরে।

অনুবাদ—সাকারধ্যাননিষ্ঠ অপরযোগিগণ যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অত্যন্ত ভয় পান, তাহা গৌড়পাদাচার্য্য (মাণ্ডূক্যকারিকায়, ৩।৩৯) বর্ণন করিয়াছেন।

(অনুবাদকের) টীকা—"সাকারধ্যাননিষ্ঠ"—যাঁহারা শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তির, কিম্বা বিরাটের, কিম্বা কোনও কল্পিত বস্তুর ধ্যানে আসক্ত। "অপরযোগী" শব্দে—যাঁহারা সাকার বস্তুতে চিত্তযোজনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। "নির্ব্বিকল্পসমাধি"—ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা ইত্যাদিরূপ ত্রিপুটীর কল্পনা যে সমাধিতে থাকে না, সেইরূপ সমাধি। (মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত রামানন্দযতি-বিরচিত "যোগমণিপ্রভা"র অনুবাদে ১।২০, ৫১ সূত্রে সবিশেষ দ্রষ্টব্য)। "মাণ্ডুক্যকারিকায়"—মাণ্ডুক্য উপনিষদের বার্ত্তিক অর্থাৎ উক্ত উপনিষদের উক্তিসমূহের, তদপেক্ষিত অথচ অনুক্ত বিষয়ের, অথবা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত উক্তিসমূহের, শ্লোকনিবদ্ধ ব্যাখ্যা। তাহার "অদ্বৈত" নামক তৃতীয় প্রকরণে। এই ব্যাখ্যা গৌড়পাদাচার্য্যের বিরচিত। গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য গুরু-গোবিন্দপাদের গুরু। লোকপ্রসিদ্ধি আছে—ইনি সাক্ষাৎ শুকদেবের শিষ্য। ২৮

কোন্ বাক্য হইতে এই ভয় পাওয়ার কথা বলিয়াছেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, গৌড়পাদাচার্য্যবিরচিত বার্ত্তিক বা মাণ্ডুক্যকারিকাবচন উদ্ধৃত করিতেছেন :—

অস্পর্শযোগো নামৈষ দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ২৯

অন্বয়—অস্পর্শযোগঃ নাম এষঃ সর্ব্বযোগিভিঃ দুর্দ্দর্শঃ, হি (যতঃ) যোগিনঃ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ (সন্তঃ) অস্মাৎ বিভ্যতি।

অনুবাদ—নির্ব্বিকল্প সমাধি উপনিষচ্ছাস্ত্রে অস্পর্শযোগ নামে খ্যাত। ইহা

সাকারধ্যাননিষ্ঠ সকল যোগীরই দুর্লভ; কেননা, নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ ভীতিশূন্য অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া তাহারা ভীতিগ্রস্ত হইয়া থাকে; যেমন, বালক নির্জ্জনে ভয় পায়, সেইরূপ। নির্ব্বিকল্প সমাধির নাম অস্পর্শযোগ; কেননা, কোনও প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধরূপ (স্পর্শ) ইহাতে থাকে না। আচার্য্য শঙ্করের এই মত। কিন্তু অপর কেহ বলেন, ইহাতে বর্ণাশ্রমাদির ধর্ম্মের, পাপরূপ মলের এবং সকল প্রকার অনাত্ম বস্তুর (স্পর্শ) বা সম্বন্ধ নাই বলিয়া এবং জীবকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করায় বলিয়া, ইহাকে অস্পর্শযোগ বলা হয়; ইহা নির্গুণব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীরই সুলভ; অন্যের পক্ষে দুর্লভ।

টীকা—"অস্পর্শযোগঃ নাম এষঃ"—"অস্পর্শযোগ"-নামক নির্ব্বিকল্প সমাধি; "সর্ব্ব-যোগিভিঃ দুর্দ্দর্শঃ"—সাকারধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণদ্বারা কষ্টসাধ্য অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য। এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—"হি যোগিনঃ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ"—যেহেতু পূর্ব্বোক্ত দ্বৈতদর্শী সাকারধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ এই সর্ব্বভীতিশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া ভয় পান, নির্জ্জন দেশে বালকের ন্যায়। "অস্মাৎ"—এই অস্পর্শযোগ হইতে; 'ভয়ের হেতু' বলিয়া পঞ্চমী বিভক্তি। ২৯

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত শূন্যবাদিনিন্দার কথা বলিতেছেন :—

ভগবৎপূজ্যপাদাশ্চ শুষ্কতর্কপটূনমূন্।
আহুর্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানচিন্ত্যেঽস্মিন্ সদাত্মনি॥ ৩০

অন্বয়—ভগবৎপূজ্যপাদাঃ চ শুষ্কতর্কপটূন্ অমূন্ মাধ্যমিকান্ অচিন্ত্যে অস্মিন্ সদাত্মনি ভ্রান্তান্ আহুঃ।

অনুবাদ—পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতিবাহ্যকুতর্কনিপুণ এই মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ভুক্ত সাকারধ্যানপরায়ণ বৌদ্ধগণকে অচিন্তনীয় সৎস্বরূপ পরমাত্মবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

টীকা—"ভগবৎপূজ্যপাদাঃ"—ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং সেইহেতু পূজনীয়চরণ, অথবা বিষ্ণু প্রভৃতির অবতার পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণদ্বারা পূজিতচরণ, এইরূপ শঙ্করাচার্য্য। গৌরবার্থে বহুবচন। "শুষ্কতর্কপটূন্" 'তর্কোঽনিষ্টপ্রসঞ্জনম্'—অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত অর্থের কল্পনা বা সম্ভবতাপ্রতিপাদন 'তর্ক' শব্দের অর্থ। যেমন, পর্ব্বতে অগ্নি থাকিতে পারে না, এইরূপে পর্ব্বতে অগ্নির স্থিতি অস্বীকৃত হইলে, যদি বলা হয়, পর্ব্বতে অগ্নি যদি না থাকিত তাহা হইলে ধূম থাকিত না,—তাহা হইলে এইরূপ উক্তিকে তর্ক বলা যায়। সেই তর্ক যদি অভ্রান্ত বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে সেই তর্ক শ্রুতিরসবিবর্জ্জিত বলিয়া তাহাকে শুষ্কতর্ক বলা হয়। বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের অবিরুদ্ধ হইলেই তর্ক সুতর্ক হয়। যাহারা এইরূপ শুষ্ক তর্ক করিতে কুশল, সেইরূপ "মাধ্যমিকান্"—মাধ্যমিকসম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণকে, "অচিন্ত্যে অস্মিন্

সদাত্মনি"—অনাত্মবস্তুর ন্যায় যাঁহাকে চিন্তার অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত করা যায় না, অথচ যাহা মিথ্যা নহে, পরমার্থতঃ সৎস্বরূপ, সেই ব্রহ্মবিষয়ে, "ভ্রান্তান্ আহুঃ"—সগুণ অথবা নির্গুণ কোনও বস্তুতে স্থিতি বা নিশ্চয় লাভ করিতে না পারিয়া শূন্যে স্থিতিলাভ করে এবং এইরূপে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায়,—এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ৩০

এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য-কৃত সেই বার্ত্তিক* পাঠ করিতেছেন :—

অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ।
আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ॥ ৩১

অন্বয়—তপস্বিনঃ (তমস্বিনঃ ইতি বা পাঠঃ) অনুমানৈকচক্ষুষঃ ইমে বৌদ্ধাঃ মৌর্খ্যাৎ শ্রুতিম্ অনাদৃত্য নিরাত্মত্বম্ আপেদিরে।

অনুবাদ—এই (বেচারা) বৌদ্ধগণ অনুকম্পার পাত্র। ('তমস্বিনঃ' পাঠে—অজ্ঞানাচ্ছন্ন); অনুমান প্রমাণই তাহাদের একমাত্র দর্শনোপায়। এই অনুমান-জনিত অল্পজ্ঞতাকে তাহারা সর্ব্বজ্ঞতা মনে করে বলিয়া, সেই মূর্খতাবশতঃ তাহারা শ্রুতিকে অনাদর করে এবং এই কারণে তাহারা শূন্যভাব বা অসারতা লাভ করিয়া বসিয়া আছে। ৩১

'সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্যই ছিল'—এইরূপ শূন্যবাদে বিকল্প করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

বিকল্প করিয়া শূন্যবাদে দোষপ্রদর্শন।

শূন্যমাসীদিতি ব্রূষে সদ্যোগং বা সদাত্মতাম্।
শূন্যস্য ন তু তদ্যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ॥ ৩২

অন্বয়—"শূন্যম্ আসীৎ" ইতি—সদ্-যোগম্ ব্রূষে বা সদাত্মতাম্ (ব্রূষে)? তৎ উভয়ম্, শূন্যস্য ব্যাহতত্বতঃ ন তু যুক্তম্।

অনুবাদ—হে শূন্যবাদিন্, তুমি যে বল "শূন্য ছিল" (২৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য), সেই বাক্যে 'ছিল' শব্দদ্বারা কি বুঝাইতে চাও? শূন্যের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ হইল? অথবা শূন্যই সদ্রূপ? উভয় পক্ষেই শূন্যের অর্থাৎ শূন্যত্বের ব্যাঘাত ঘটে। এইহেতু সেইরূপ উক্তি যুক্তিবিরুদ্ধ। ৩২

সেই ব্যাঘাতদোষ দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যো নাপি চাসৌ তমোময়ঃ।
সচ্ছূন্যয়োর্বিরোধিত্বাচ্ছূন্যমাসীৎ কথং বদ॥ ৩৩

অন্বয়—সূর্য্যঃ তমসা ন যুক্তঃ, অপি চ অসৌ ন তমোময়ঃ। সচ্ছূন্যয়োঃ বিরোধিত্বাৎ "শূন্যম্ আসীৎ" কথম্ বদ?

অনুবাদ—সূর্য্য অন্ধকারদ্বারা জড়িত নহেন এবং অন্ধকাররূপও নহেন।

* এই "বার্ত্তিকের" (?) অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই।

সৎ ও শূন্য সেইরূপ পরস্পর বিরোধী বলিয়া 'পূর্ব্বে শূন্য ছিল' এইরূপ শূন্যের সত্তার উক্তি কি প্রকারে হইতে পারে, বল?

টীকা—ব্যাঘাতদোষযুক্ত বলিয়া ঐরূপ উক্তি কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। ৩৩

তদুত্তরে শূন্যবাদী পূর্ব্বপক্ষী কহিতেছেন—হে বেদান্তিন্ আপনিও ত' বলিয়া থাকেন—'আকাশ আছে', (অহঙ্কার আছে) ইত্যাদি; এবং 'কোথায় আছে?' জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—'সর্ব্ববিকল্পশূন্য ব্রহ্মে'। আপনার এইরূপ উক্তিও ত' ব্যাঘাতদোষযুক্ত!

তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ঃ—

বিয়দাদের্নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে।
শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেজ্জীব্যতাং চিরম্ ॥ ৩৪

অন্বয়—বিয়দাদেঃ নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে (ভবতঃ)। শূন্যস্য নামরূপে চ তথা (ইতি) চেৎ, (ত্বযা) চিরম্ জীব্যতাম্।

অনুবাদ—'আপনিও ত' আকাশ প্রভৃতির নাম ও রূপ মায়াদ্বারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই পরিকল্পিত,'—এইরূপ বলিয়া থাকেন। 'শূন্যেরও নাম-রূপ সেই প্রকার সৎস্বরূপ বস্তুতে পরিকল্পিত'—যদি এইরূপ বল, তবে তুমি চিরজীবী হও; ('যেহেতু তুমি স্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সেইহেতু তুমি চিরজীবী হও'—এই আশীর্ব্বাদ পরিহাসোক্তি।) ৩৪

ভাল, 'তাহা হইলে শূন্যের ন্যায় আপনার সেই সদ্বস্তরও নাম এবং রূপ কল্পিত'—এইরূপ মানিতে হইবে, কেননা, আপনার অদ্বৈত মতে নাম ও রূপ বলিয়া কোনও বাস্তব পদার্থ (পারমার্থিক দৃষ্টিতে) থাকিতে পারে না'—পূর্ব্বপক্ষী যদি এইরূপ আশঙ্কা করেন, সেইহেতু বলিতেছেন ঃ—

(ঘ) 'সৎই ছিল'—এই শ্রুত্যর্থবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

সতোঽপি নামরূপে দ্বে কল্পিতে চেত্তদা বদ।
কুত্রেতি নিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ ক্বচিদীক্ষ্যতে ॥ ৩৫

অন্বয়—সতঃ অপি নামরূপে (ইতি) দ্বে কল্পিতে চেৎ, তদা কুত্র ইতি বদ, (যতঃ) নিরধিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ ক্বচিৎ ন ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ—হে পূর্ব্বপক্ষিন্, যদি বল ব্রহ্মেরও 'সৎ' এই নাম বা বাচকশব্দ এবং 'সৎ'-রূপ বা স্থূলাদি আকারও মায়াকল্পিত, তাহা হইলে বল দেখি, কোন্ অধিষ্ঠানে সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে? কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম ত' কোথাও দেখা যায় না।

টীকা—'হে আশঙ্কাকারিন্, তুমি যে আশঙ্কা উঠাইলে, তাহা যুক্তিহীন বলিয়া টিকিতে পারে না; তদ্বিষয়ে বিবিধ পক্ষের বিচার করিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে।'

এই অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য প্রশ্ন করিতেছেন :—"সতঃ অপি নামরূপে (ইতি) দ্বে কল্পিতে (ইতি) চেৎ" -যদি বল, নাম ও রূপ এই দুইটি সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুরই ; (ভ্রমবশতঃ)· সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে, "তদা বদ কুত্র ইতি"—তাহা হইলে বল সেই নাম এবং রূপ কোন্ আধারে কল্পিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুর নাম ও রূপ, সেই সৎ ব্রহ্মরূপ আধারে কল্পিত হইয়াছে? অথবা কোনও অসৎ আধারে? অথবা (ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট) জগতে? এই তিন পক্ষই সম্ভব। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি যুক্তিসহ নহে, কেননা, যখন শুক্তি প্রভৃতিতে রজত প্রভৃতির ভ্রম হয়, তখন রজত প্রভৃতির নাম ও রজতাদির রূপ শুক্তি হইতে ভিন্ন রজতাদিরূপ কল্পিত আধারেই (ভ্রান্তিবশতঃ) কল্পিত হয় ; সেই শুক্তি প্রভৃতি সদ্বস্তুতে সেই নামরূপের কল্পনা বা অসৎ-আরোপ সম্ভবপর হয় না, কেননা, সৎকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহা আর 'কল্পনা' রহিল না। আর দ্বিতীয় পক্ষও টিকে না, কেননা, 'অসৎ-আধার' শব্দের অর্থ শূন্য ; তাহা কোন কালেই আধার হইতে পারে না। আবার তৃতীয় পক্ষ টিকে না, কেননা, জগৎ যাহা সেই সৎ ব্রহ্মবস্তু হইতে উৎপন্ন, তাহা সেই 'সৎ'-বস্তুর নামরূপ কল্পনার অধিষ্ঠান হইতেই পারে না, কেননা, তাহা হইলে বলিতে হয়, জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বেই সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুর নামরূপ কল্পনা হইয়া গিয়াছে। আর নামরূপ কল্পনার নামই জগৎসৃষ্টি। যদি বল 'অধিষ্ঠান নাই বা রহিল, তাহাতে কি আসিয়া যায়? নামরূপের কল্পনা কেন হইবে না?' তবে এই আশঙ্কার উত্তরে বলি, "নিরধিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ কচিৎ ন ঈক্ষ্যতে"—ভ্রম একেবারেই আশ্রয়বিহীন, ইহা কথনও দেখা যায় না। ৩৫

এখন, "উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অসদ্রূপই ছিল"—এই শ্রুতির অর্থে যেমন ব্যাঘাত-দোষ দেখান হইল, সেইরূপ "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সদ্রূপই ছিল" এই শ্রুতির অর্থেও ত' দোষ রহিয়াছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন :

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ। *
অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যান্নৈবং লোকে তথেক্ষণাৎ॥ ৩৬

অন্বয়—'সৎ আসীৎ' ইতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যম্ আপতেৎ ; অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যাৎ ; এবম্ মা, লোকে তথা ঈক্ষণাৎ।

অনুবাদ—'সৎ (সদ্‌বস্তু ব্রহ্ম) আসীৎ (ছিলেন)' এই শ্রুতি-বচনে 'সৎ' শব্দদ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, এবং 'আসীৎ' বা 'ছিলেন'-শব্দদ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, তদুভয় অস্তিত্ব, পরস্পর ভিন্ন হইলে অস্তিত্ব দ্বিগুণ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দুইটি সদ্বস্তু মানিতে হয় ; (তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে ; 'এক বৈ দুই নাই,' এরূপ বলা চলে না)। আবার সেই দুই অস্তিত্ব যদি একই হয়, তবে "সৎ আসীৎ" এই বাক্যে পুনরুক্তি ঘটে। ইহা শব্দ-পুনরুক্তি নহে যে ভিন্নার্থবোধক একই শব্দের প্রয়োগ বলিয়া

* "দ্বৈগুণ্য" স্থলে 'বৈগুণ্য' পাঠও আছে, "দ্বৈগুণ্য" পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

ইহাকে যমকাদি 'অলঙ্কার' বলিবেন। ইহা, সমানাকার বা ভিন্নাকারশব্দের প্রয়োগ-দ্বারা একই অর্থের বোধক হইলে যে পুনরুক্তিদোষ ঘটে, সেই 'দোষ'-রূপ পুনরুক্তি ;—এই শঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'এরূপ বলিও না', ইহা দোষ নহে ; এরূপ পুনরুক্তি সংসারে প্রচলিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—পূর্ব্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই "সৎ" (সৎ বস্তু ব্রহ্ম) ও "আসীৎ" (ছিল) —এই দুই শব্দের অর্থে দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে অথবা একই সত্তাকে বুঝাইতেছে ? যদি বলেন 'দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে' তবে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয়, কেননা, দুইটি সদ্বস্তু মানিতে হয়। আর যদি বলেন—'ভেদ নাই' তবে উক্ত শব্দ দুইটি (ভিন্নাকার হইলেও) একার্থবোধক হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইতেছে। এইহেতু 'আসীৎ' (ছিল) এই শব্দের প্রয়োগ যুক্তাসদ্ধ নহে—এই দ্বিতীয় পক্ষ বা 'পুনরুক্ত' স্বীকার করিয়া লইয়া সিদ্ধান্তী ইহাকে দোষ বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন :— "এবম্ মা"—'ইহা দোষ', এরূপ বলিও না। তাহা হইলে কি প্রকারে প্রতীত দোষের পরিহার হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "লোকে তথা ঈক্ষণাৎ"—এই প্রকার প্রয়োগ সংসারে দেখা যায়, (তাহাতে ব্যবহারের বা উপদেশের কোনও বাধা হয় না)। ৩৬

ভাল, সংসারে এই প্রকার পুনরুক্তিপ্রয়োগে দোষাভাব, অর্থাৎ 'সৎ' 'ছিল'—এইরূপ একার্থবিশিষ্ট দুই শব্দের প্রয়োগে দোষ হইল না,—কোথায় দেখিয়াছেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :-

কর্ত্তব্যং কুরুতে বাক্যং ব্রূতে ধার্য্যস্য ধারণম্।
ইত্যাদি বাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদিতীরণম্॥ ৩৭

অন্বয়—'কর্ত্তব্যম্ কুরুতে', 'বাক্যম্ ব্রূতে', 'ধার্য্যস্য ধারণম্' ইত্যাদি বাসনাবিষ্টম্ প্রতি "সৎ আসীৎ" ইতি ঈরণম্।

অনুবাদ—(লোকসমাজে) 'কর্ত্তব্য করিতেছে', 'বাক্য বলিতেছে', 'ধারণীয় বস্তুর ধারণ' ইত্যাদি প্রয়োগের সংস্কার যাহার চিত্তে বিদ্যমান, সেইরূপ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই, "সৎ ছিল" এইরূপ বাক্য, শ্রুতি উচ্চারণ করিয়াছেন।

টীকা—লোকসমাজে এই দ্বিরুক্তিপ্রয়োগ আরও অনেক প্রকারের আছে বটে (যথা পাণিনি—৮।১।৮,১০ আমন্ত্রিত, অসূয়া, সম্মতি, কোপ, কুৎসন, ভর্ৎসন, আবাধ [পীড়া] ইত্যাদি অর্থে), কিন্তু তাহাতে কি হইল ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—এই প্রকার প্রয়োগের সংস্কারবিশিষ্ট শ্রোতার প্রতি শ্রুতি বলিতেছেন—"সৎ আসীৎ" সদ্বস্তু ছিল। ৩৭

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া মানা হইতেছে ; আবার 'ছিল' এই অতীত-কাল-সূচক ক্রিয়ার প্রয়োগে কালের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে ; ইহার দ্বারা ব্রহ্মের

অদ্বিতীয়ত্বের ত' ব্যাঘাতদোষ ঘটিতেছে; কেননা, 'কালরহিত ব্রহ্মে কাল আছে?' অথবা 'কালবিশিষ্ট ব্রহ্মে কাল আছে?' এইরূপ বিকল্প করিলে, প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত, দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ ঘটে, যেমন পূর্ব্বাধ্যায়ে ৫০ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে সদ্বস্তু ব্রহ্ম 'ছিলেন' এইরূপ উক্তি উপপন্ন হয় না; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

কালাভাবে পুরেত্যুক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্।
শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্ক্যতে॥ ৩৮

অন্বয়—কালাভাবে পুরা ইতি উক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্ শিষ্যম্ প্রতি এব (ভবতি)। তেন অত্র দ্বিতীয়ম্ ন হি শঙ্ক্যতে।

অনুবাদ—কালনামক বস্তু না থাকিলেও, 'পূর্ব্বে' এই শব্দদ্বারা যে অতীতকালের সূচনা হইয়াছে, তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালের সংস্কার-বিশিষ্ট শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে 'কাল' বলিয়া কোনও দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ আছে। সেইহেতু এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মবিষয়ে দ্বৈতের আশঙ্কা করা অসঙ্গত।

টীকা—ভাল, কালাদিরূপ দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ নাই থাকুক, (নৈয়ায়িকসম্মত) অভাব পদার্থ ত' ছিলই, অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের প্রাগভাবরূপ অভাব ত' ছিল। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সেই প্রাগভাবের অনুযোগী বা আধার এবং জগৎ সেই অভাবের প্রতিযোগী। এইরূপে উক্ত শ্রুতিবচনে দ্বৈতের শঙ্কা ত' থাকিয়াই গেল—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উক্ত শ্রুতিবচন, যাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই শ্রোতার ভাব ও অভাবরূপ দ্বৈতের সংস্কার রহিয়াছে; তাহা তাহাকে ভূতের (প্রেতের) ন্যায় পাইয়া বসিয়াছে; এইরূপ শ্রোতাকে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতির ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ। অতএব অদ্বৈততত্ত্বে এইরূপ অত্যুৎকট আশঙ্কার অবসর নাই। এই কারণে বলিতেছেন—"তেন অত্র দ্বিতীয়ম্ ন শঙ্ক্যতে"—সেইহেতু উক্ত শ্রুতি-বচনে দ্বৈতের আশঙ্কা করা যায় না। ৩৮

এক্ষণে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের রহস্য বা গূঢ় অভিপ্রায় বলিতেছেন:—

চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।
অদ্বৈতভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্॥ ৩৯

অন্বয়—চোদ্যম্ বা পরিহারঃ বা দ্বৈতভাষয়া ক্রিয়তাম্, অদ্বৈতভাষয়া চোদ্যম্ ন অস্তি, তদুত্তরম্ অপি ন (অস্তি)।

অনুবাদ—দ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া, অদ্বৈতবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের বা আশঙ্কার উত্থাপন করা অথবা তাহার সমাধান করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা

—সকলই সম্ভব হইতে পারে, কেননা, উভয়স্থলেই যে ভাষার প্রয়োগদ্বারা শঙ্কাসমাধান করা যায়, তাহা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আরোপিত দ্বৈতকে—অর্থাৎ মন, বচন ইত্যাদিকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভবপর হয়; কিন্তু অদ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া তদনুসরণে, অর্থাৎ সকল প্রকার আরোপের সহিত মন ও বচনের নিষেধ করিয়া, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মবিষয়ে যে (মৌনরূপ) ভাষা প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাতে প্রশ্ন ও উত্তর কিছুই সম্ভবপর হয় না।

টীকা—তাৎপর্য্য এই -ব্যবহারকালেই বিকল্প করিয়া প্রশ্ন ও তাহার পরিহার করিতে হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ অদ্বৈতই একমাত্র তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা ও পরিহার চলে না। ৩৯

পরমার্থতঃ দ্বৈত নাই—এই বিষয়ে (বাশিষ্ঠরামায়ণ—উৎপত্তি প্রকরণ, ৮।১৭) স্মৃতিপ্রমাণ দিতেছেন :—

(৬) বাস্তব দ্বৈত নাই - তদ্বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ।

তদা স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥ ৪০

অন্বয়—তদা স্তিমিতগম্ভীরম্ ন তেজঃ ন তমঃ ততম্ অনাখ্যম্ অনভিব্যক্তম্ সৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্যতে।

অনুবাদ—এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে এক 'সৎ'-মাত্র অনির্দ্দেশ্যবস্তু অবশিষ্ট (অবধিরূপে স্থিত) ছিলেন; তিনি অচল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বাক্য-মনের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বদাই একরস; তিনি আলোকও নহেন, তিনি অন্ধকারও নহেন।

টীকা—"তদা" -প্রলয়কালে অর্থাৎ জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে, "স্তিমিতগম্ভীরম্"—নিশ্চল অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত এবং দুরবগাহ অর্থাৎ অচিন্তনীয়; "ন তেজঃ"—যাহা 'তেজস্ত্ব' জাতির অনাশ্রয় অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতিতে যে প্রকাশরূপ জাতিধর্ম্ম আছে, সেই জাতিধর্ম্ম যাহাতে নাই, কেননা, তাহা স্বয়ংপ্রকাশ ও সত্য বলিয়া পরপ্রকাশ্য ও মিথ্যা সূর্য্যাদি বস্তু হইতে বিলক্ষণ। "ন তমঃ"—যাহা আবরণরহিতস্বভাব, অন্ধকারের মত আবরণধর্ম্মক নহে; "ততম্"—ব্যাপক (তন্ ধাতুর উত্তর ক্তঃ প্রত্যয়)। "অনাখ্যম্"—যাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করা যায় না; "অনভিব্যক্তম্"—অপ্রকট অনাবিষ্কৃত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যাহাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না, এইরূপ।* "সৎ"—শূন্য হইতে বিলক্ষণ, অতএব "কিঞ্চিৎ"—যাহাকে 'এই' বলিয়া প্রকাশ করা যায় না, এইরূপ যে বস্তু; "অবশিষ্যতে"—অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—'ইহা নহে', 'ইহা নহে', এইরূপে দ্বৈত জগৎ-প্রপঞ্চের নিষেধ করিলে, যাহা সেই নিষেধের অবধি বা সীমারূপে থাকিয়া যায়; তাৎপর্য্য এই—দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চ রজ্জু-সর্পের ন্যায় বিবর্ত্ত এবং সেইহেতু একান্ত মিথ্যা বলিয়া সেই

* "অনাখ্যমনভিব্যক্তমিতি"—নামরূপপ্রতিষেধঃ - বাশিষ্ঠরামায়ণ টীকাকার।

মিথ্যার অধিষ্ঠান বা নৈয়ায়িকদিগের ভাষায়—'অত্যন্তাভাবের অনুযোগী' আত্মস্বরূপ সেই অচিন্তনীয় বস্তুই থাকিয়া যায়। ৪০

এইরূপ উত্তরের পর, 'পূর্ব্বপক্ষ' দুর্ব্বল হইয়া বৈশেষিকদিগের পক্ষ* অবলম্বন করিয়া বাশিষ্ঠরামায়ণ-স্মৃতির উপর আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন :—ভাল, ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; সেইহেতু ইহারা অসৎ মানিলাম, কিন্তু ব্যোম বা আকাশ যে পঞ্চম বস্তু, তাহা ত' নিত্য; তাহাকে কি প্রকারে অসৎ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? (কেননা, তাহা না করিলে আপনার অদ্বৈততত্ত্বের সিদ্ধি হয় না)। পূর্ব্বপক্ষের যে এইরূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

(৮) আকাশের অনস্তিত্ব বিষয়ে শঙ্কাসমাধান।

ননু ভূম্যাদিকং মাভূৎ পরমাণ্বন্তনাশতঃ।
কথং তে বিয়তোঽসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ ॥৪১

অন্বয়—ননু পরমাণ্বন্তনাশতঃ ভূম্যাদিকম্ মা ভূৎ। (কিন্তু) বিয়তঃ অসত্ত্বম্ তে বুদ্ধিম্ কথম্ আরোহতি ইতি চেৎ?

অনুবাদ—ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুরূপ চরম অবয়ব নাশ বা অদর্শন প্রাপ্ত হয় বলিয়া সেই ভূতচতুষ্টয় না থাকে, নাই থাকুক; পরন্তু—'হে বেদান্তিন্, আকাশরূপ যে পঞ্চম ভূত আপনি মানেন তাহার অভাব কি প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণা করা যাইতে পারে?' (পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—তবে শ্রবণ কর। ৪১

বাশিষ্ঠ-রামায়ণবচনে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের যে অসত্তা সূচিত হইয়াছে, পূর্ব্বপক্ষী তাহা অদর্শন বা অননুভব অর্থে বুঝিয়াছেন; কেননা, সেইরূপ না বুঝিলে বৈশেষিকপক্ষ অবলম্বন করা যায় না, যেহেতু তাঁহাদের মতে পরমাণু নাশহীন পদার্থ।

এক্ষণে সিদ্ধান্তী এই ভূতচতুষ্টয়ের দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করিয়া উক্ত শ্লোকগত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

অত্যন্তং নির্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্।
তথৈব সন্নিরাকাশং কুতো নাশ্রয়তে মতিম্? ॥ ৪২

---

* বৈশেষিক মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতের উপাদান পরমাণু নিত্যপদার্থ; তাহার নাশ নাই। সেইহেতু এ স্থলে নাশ শব্দের অর্থ অদর্শন বা অননুভব। অন্ধকারপ্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মির কিরণে যে সকল বিন্দুসদৃশ পদার্থ ভাসিতেছে দেখা যায় তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রটি 'ত্রসরেণু', কারণ তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ এই তিনই আছে। এইহেতু দৈর্ঘ্যের জন্য এক অণু, বিস্তারের জন্য এক অণু এবং বেধের জন্য এক অণু কল্পনা করিতে হয়। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র দ্ব্যণুকেরও অনুভূতি হইতে পারে, যেহেতু তাহাতে দৈর্ঘ্য ও বিস্তাররূপে এক এক অণু কল্পনা করা যাইতে পারে। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অণু (point) নিরংশ বলিয়া অনুভূতির অতীত।

অন্বয়—অত্যন্তম্ নির্জগৎ ব্যোম যথা তে বুদ্ধিম্ আশ্রিতম্ তথা এব নিরাকাশম্ সৎ, মতিম্ কুতঃ ন আশ্রয়তে ?

অনুবাদ—পৃথিবী প্রভৃতি জগৎ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে, জগৎশূন্য আকাশকে তুমি যে প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণা কর, সেইরূপ আকাশেরও নাশ হইলে, আকাশবিহীন 'কেবল', নিত্য সন্মাত্র বস্তুকে বুদ্ধিতে ধারণা করা যাইবে না কেন ?

টীকা—"অত্যন্তম্ নির্জগৎ"—যাহাতে জগতের লেশমাত্র নাই, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। ৪২

'যে বস্তুর অনুভব হয়, তাহা অসম্ভব হইতে পারে না'—এই নিয়মকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বপক্ষী যদি আপত্তি করেন, তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নির্জগদ্ব্যোম দৃষ্টঞ্চেৎ প্রকাশতমসী বিনা।
ক্ক দৃষ্টং কিঞ্চ তে পক্ষে ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু॥ ৪৩

অন্বয়—নির্জ্জগদ্ব্যোম দৃষ্টম্ চেৎ, প্রকাশতমসী বিনা ক্ক দৃষ্টম্ ? কিম্ চ তে পক্ষে বিয়ৎ ন খলু প্রত্যক্ষম্।

অনুবাদ—যদি বল, জগৎ-শূন্য আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায়, (এইহেতু তাহাকে বুদ্ধিতে ধারণা করা যায় এবং) সেইহেতু তাহা অসম্ভব নহে, তবে জিজ্ঞাসা করি—আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন পৃথক্ আকাশ তুমি কোথায় দেখিয়াছ ? আবার তোমার মতে আকাশ প্রত্যক্ষ পদার্থও নহে।

টীকা—তুমি যে বলিলে 'আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায়'—এই কথাটিই অসিদ্ধ ; এই প্রকারে উক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন। "প্রকাশতমসী বিনা (বিয়ৎ) ক্ক দৃষ্টম্" ?—সূর্য্যাদির আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন পৃথক্ আকাশ কোথায় দেখিয়াছ ? তাহাই আগে বল। অবশ্যই বলিতে হইবে—'কোথাও দেখি নাই'। [যদি বল আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন নীলতা দেখিয়াছি, তবে বলি নীলতা আলোকেরই বিকারবিশেষ ; ইহা অধুনাবিস্কৃত প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা (আচার্য্য বেঙ্কটেশ্বর রমণ) প্রতিপাদন করিয়াছেন]। এই আলোক বা অন্ধকার দেখিয়াই বলিয়া উঠ 'আকাশ দেখিয়াছি'। আবার দেখ আকাশকে প্রত্যক্ষ মানিলে, তোমার অপসিদ্ধান্ত হইবে, এই কথাই বলিতেছেন :—"কিং চ তে পক্ষে বিয়ৎ ন খলু প্রত্যক্ষম্"—আবার তোমাদের মতেই আকাশ নিঃসন্দেহ অপ্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়-গোচর নহে। 'তোমাদের' . বলিতে শূন্যবাদী ও নৈয়ায়িক ; শূন্যবাদী বলেন—'আকাশ' অর্থে 'আবরণের অভাব' যে আশ্রয়ে থাকে ; তাহা ত' আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গের ন্যায় মিথ্যা ; এইহেতু তাহা ইন্দ্রিয়গোচর হইতেই পারে না। আবার নৈয়ায়িক বলেন—আকাশ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর হইতে পারে না, কেননা, আকাশের রূপ ও স্পর্শগুণ নাই। তাঁহাদের মতে উদ্ভূত ক্ষিতি, অপ ও তেজ দ্রব্যে অর্থাৎ সেই সেই দ্রব্যে 'রূপ'

প্রকটিত হইলে, তাহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়; তদনন্তর স্পর্শগুণযুক্ত হইলে ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়; শ্রোত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয় না; কেবল এক এক গুণের গ্রহণ হয়। ৪৩

শঙ্কা—(বাদীর আপত্তি)—'আকাশের দর্শন যেরূপ অসম্ভব, সদ্বস্তুর দর্শনও ত' সেইরূপ'—বাদীর এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন যে, অজ্ঞানী ও জ্ঞানী সকলেই সেই সদ্বস্তুকে অনুভব করিয়া থাকে, কেননা, সকল লোকেই 'আমি আছি' এইরূপ সামান্যাকারে আত্মানুভব বা সদ্বস্তুর অনুভব করে; জ্ঞানীর এইমাত্র বিশেষ যে জ্ঞানী তদতিরিক্ত 'আমি চিৎস্বরূপ', 'আমি আনন্দস্বরূপ', এইরূপ বিশেষাকারে অনুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং উক্তরূপ আপত্তি চলিতে পারে না; এই কথাই বলিতেছেন:—

(চ) সদ্বস্তুর দর্শন আকাশদর্শনের ন্যায় অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার সমাধান।

সদ্বস্তু শুদ্ধং ত্বস্মাভির্নিশ্চিতৈরনুভূয়তে।
তূষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেশ্চ বর্জ্জনাৎ ॥৪৪

অন্বয়—শুদ্ধম্ সদ্বস্তু তু নিশ্চিতৈঃ অস্মাভিঃ তূষ্ণীম্ স্থিতৌ অনুভূয়তে। চ (তথা) শূন্যবুদ্ধেঃ বর্জ্জনাৎ (অভাবাৎ—অসম্ভাব্যত্বাৎ) শূন্যত্বম্ (তূষ্ণীম্ স্থিতৌ) ন (অনুভূয়তে)।

অনুবাদ—আমাদের ন্যায় মনুষ্য, সর্ব্বসন্দেহবর্জ্জনপূর্ব্বক কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং বিবিধ ও বিপরীত কল্পনাশূন্য উদাসীন অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিলে, সেই সদ্বস্তুকে অনুভব করে এবং যেহেতু শূন্যের অনুভব আদৌ হইতে পারে না, সেইহেতু সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত মৌনাবস্থাতেও সেই শূন্যত্বের অনুভব হয় না। শূন্যত্বের যে অনুভব হইতে পারে না, তাহার কারণ দুইটি; [১] (শূন্যের প্রতিযোগী হইয়া) অনুভবকর্ত্তা স্বয়ং বিদ্যমান না থাকিলে, অনুভব ক্রিয়া হইতে পারে না এবং অনুভবকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিলে শূন্য আর শূন্য থাকে না, পূর্ণ হইয়া যায়; [২] যাহা শূন্যই অর্থাৎ যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার অনুভব হইবে কি? তাহা হইলে বন্ধ্যাপুত্রেরও উপলব্ধি সম্ভব।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল নিঃসঙ্কল্প মৌনাবস্থায় যখন কিছুরই অনুভব নাই, তখন শূন্য ভিন্ন আর কি থাকিতে পারে? (সমাধান) শূন্যের যখন প্রতীতিই সম্ভব হয় না, তখন শূন্য কি প্রকারে থাকিতে পারে? এই কথাই বলিতেছেন—"আমাদের ন্যায় মনুষ্য" ইত্যাদিদ্বারা। তাৎপর্য্য এই—শূন্যের অনুভব হয় মানিলে, অনুভবকর্ত্তাই শূন্যের বাধক। অনুভব হয় না, বলিলে শূন্য নিষ্প্রমাণ। নিস্ফুরণ তূষ্ণীংদশায় যেমন সকল বস্তুরই অভাব, সেইরূপ শূন্যেরও অভাব। ৪৪

(শঙ্কা) ভাল, আপনার কথিত তূষ্ণীম্ অবস্থাতে সদ্‌বুদ্ধি বা সতের অনুভব না থাকাতে সদ্বস্তুও নাই,—এই আশঙ্কার উত্থাপন ও পরিহার করিতেছেন:—

(জ) সদ্বস্তুর অস্তিত্বে শঙ্কা ও সমাধান।

সদ্বুদ্ধিরপি চেন্নাস্তি মাঽস্ত্বস্য স্বপ্রভত্বতঃ।
নির্ম্মনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগমং নৃণাম্॥ ৪৫

অন্বয়—সদ্বুদ্ধিঃ অপি ন অস্তি (ইতি) চেৎ—অস্য স্বপ্রভত্বতঃ মা অস্তু; নির্ম্মনস্কত্ব-সাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রম্ নৃণাম্ সুগমম্।

অনুবাদ—যদি বল নিঃসঙ্কল্পাবস্থায় সদ্বুদ্ধি (সতের অনুভব) যদি নাই রহিল, তাহা হইলে সৎও থাকে না;—তদুত্তরে বলি, সদ্বুদ্ধি নাই বা রহিল, সদ্বস্তু যে স্বপ্রকাশ। আবার সেই নিঃসঙ্কল্পতার সাক্ষিরূপে যে এক সদ্বস্তুই থাকে, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারে।

টীকা—সেই সদ্বস্তুটি স্বপ্রকাশ বলিয়া, তাহার প্রতীতির অভাব, আমার অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর অবাঞ্ছনীয় নহে; এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"অস্য স্বপ্রভত্বতঃ মা অস্তু"—এই সদ্বস্তু স্বপ্রকাশ বলিয়া, ইহার প্রকাশকরূপে বুদ্ধির বা অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকে নাই থাকুক, তাহার অভাবে সদ্বস্তুকে বুঝিবার বাধা হয় না। (শঙ্কা) ভাল, যদি কোনও বস্তুবিষয়ক সঙ্কল্প বা অনুভবই নাই, তাহা হইলে সেই বস্তুর অস্তিত্ব কি প্রকারে বুঝা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"নির্ম্মনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রম্ নৃণাম্ সুগমম্"—সেই নিঃসঙ্কল্পাবস্থার সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া, সেই 'কেবল' সদ্বস্তু, বিচারশীল মনুষ্যের নিকট সহজেই প্রতীতিযোগ্য; কেননা, তিনি 'আমি ত' রহিয়াছি, (মন নাই বা রহিল)' এইরূপে সামান্যভাবে সেই সদ্বস্তুর প্রতীতি করিয়া থাকেন। ৪৫

এই প্রকারে সঙ্কল্পরহিত উদাসীন অবস্থায় সাক্ষিপ্রত্যগাত্মার যে ভান হয়, তাহা দেখাইয়া সেই তূষ্ণীমবস্থারূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সদ্বস্তু নিত্য বিদ্যমান, তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, এই কথাই বলিতেছেন :—

মনোজৃম্ভণরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।
মায়াজৃম্ভণতঃ পূর্ব্বং সৎ তথৈব নিরাকুলম্॥ ৪৬

অন্বয়—মনোজৃম্ভণরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ (ভবতি) তথা এব মায়াজৃম্ভণতঃ পূর্ব্বম্ সৎ নিরাকুলম্ (আসীৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—যখন মনের সঙ্কল্পাদিরূপে স্ফুরণ নাই, তখন সাক্ষী প্রত্যগাত্মা যেমন সঙ্কল্পবিকল্পরূপ বিক্ষেপরহিত হইয়া, "কেবল"-ভাবে অবস্থান করেন, সেইরূপ মায়ার স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চরূপ কার্য্যরূপে পরিণতি হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে, সৎব্রহ্ম, মায়াকার্য্যদ্বারা অবিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। ৪৬

মায়াশক্তির বর্ণন

১। মায়ার লক্ষণ এবং মায়া থাকিতেও দ্বৈতাভাব।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, মায়ার লক্ষণ কি? অর্থাৎ মায়াব অসাধারণ ধর্ম্ম কি? তদুত্তরে বলিতেছেন ঃ—

(ক) মায়ার লক্ষণ।

নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।
ন হি শক্তিঃ ক্বচিৎ কৈশ্চিদ্বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা॥ ৪৭

অন্বয়—অস্য (ব্রহ্মণঃ) নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যা শক্তিঃ মায়া, অগ্নিশক্তিবৎ; কৈশ্চিৎ ক্বচিৎ কার্য্যতঃ পুরা শক্তিঃ ন হি বুধ্যতে।

অনুবাদ—ব্রহ্মের এই মায়ানাম্নী শক্তি বস্তুতঃ মিথ্যা; সৃষ্টিরূপ কার্য্য দেখিয়া ইহা যে আছে, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তিকে বিস্ফোটনাদি (ফোস্কা ইত্যাদি) কার্য্য দেখিয়া অনুমান করা হয়। কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কেহ কোথাও সেই শক্তিকে জানিতে পারে না।

টীকা—"নিস্তত্ত্বা"—জগতের কারণরূপ বস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে ভিন্ন তত্ত্ব অর্থাৎ বস্তুস্বরূপতা যাহার নাই, অথচ "কার্য্যগম্যা"—আকাশাদি কার্য্যরূপ হেতুদ্বারা যাহা আছে, এইরূপে অনুমান করিতে পারা যায়, এইরূপ যে "অস্য শক্তিঃ"—এই সৎ ব্রহ্মবস্তুর শক্তি আকাশাদি কার্য্যের উপাদান হইবার সামর্থ্য, তাহাই 'মায়া' এই নামে কথিত হইয়া থাকে। 'পরমাত্মার নিস্তত্ত্বা ও কার্য্যানুমেয়া শক্তিকে মায়া বলে।'—মায়ার যে এই লক্ষণ করা হইল তাহাতে কোনও দোষ নাই, কেননা, জগৎও 'নিস্তত্ত্ব', বা মিথ্যা বটে কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর ও স্বয়ং কার্য্যরূপ, 'কার্য্যদ্বারা অনুমেয়' নহে; এইহেতু উক্ত লক্ষণের মধ্যে 'জগৎ' পড়িল না; আবার ব্রহ্মও কার্য্যানুমেয় বটে, কেননা, "ব্রহ্মসূত্রে" আছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) 'এই জগতের জন্ম প্রভৃতি যাঁহা হইতে'; তথাপি ব্রহ্ম 'নিস্তত্ত্ব' নহেন, বাস্তবস্বরূপ; এবং কাহারও শক্তি নহেন, নিজেই শক্তিমান্ বা শক্তির আশ্রয়। এইহেতু ব্রহ্ম উক্ত লক্ষণের মধ্যে পড়িলেন না। আবার মৃত্তিকা প্রভৃতির শক্তিও নিস্তত্ত্ব ও কার্য্যানুমেয় বটে, কিন্তু তাহারা সৎ ব্রহ্মের শক্তি নহে। ইহাই হইল উক্ত লক্ষণের নির্দ্দোষতার পরীক্ষা। কোনও বস্তুর শক্তি যে সেই বস্তুর স্বরূপ হইতে ভিন্ন এবং তাহা যে আছে, এই তত্ত্ব দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—"অগ্নিশক্তিবৎ"—যেমন অগ্নি, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি শক্তিমান্ পদার্থের স্বরূপ হইতে উহাদের স্ফোট বা ফোস্কা উৎপাদন, ঘটরচনা, বা চূর্ণদ্বারা পিণ্ডাদিরচনা, শীতলতা প্রভৃতিরূপ লিঙ্গ বা হেতু দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতিতে অবস্থিত সামর্থ্যের অনুমান করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও মায়াশক্তির অনুমান করা হয়। শক্তি যে কার্য্যরূপ লিঙ্গ দেখিয়া জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা 'ব্যতিরেক'-মুখে সমর্থন করিতেছেন—"কৈশ্চিৎ ক্বচিৎ কার্য্যতঃ পুরা শক্তিঃ ন হি বুধ্যতে"—যেহেতু কেহ কোথাও অগ্নি প্রভৃতি শক্তিমান্ পদার্থের কার্য্যের পূর্ব্বে তাহাদের শক্তিকে জানিতে পারে না; এইহেতু শক্তি কার্য্যরূপ হেতুদর্শনে অনুমিত হয়। ৪৭

এইরূপে মায়ারূপ ব্রহ্মশক্তির জগদ্রচনারূপ কার্য্য দেখিয়া, সেই লিঙ্গ বা হেতুদ্বারা মায়ার অস্তিত্ব বুঝা যায়—এই কথাটি যুক্তিপূর্ব্বক বুঝাইয়া, এক্ষণে ব্রহ্মের সত্তাভিন্ন, সেই মায়াশক্তির পৃথক্ সত্তা নাই, এইহেতু সেই মায়াশক্তি যে নিস্তত্ত্ব, এই কথাই বুঝাইতেছেন :—

ন সদ্বস্তু সতঃ শক্তির্ন হি বহ্নেঃ স্বশক্তিতা।
সদ্বিলক্ষণতায়াং তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাম্ ॥ ৪৮

অন্বয়—সদ্বস্তু সতঃ শক্তিঃ ন, হি (যতঃ) বহ্নেঃ ন স্বশক্তিতা, সদ্বিলক্ষণতায়াম্ তু শক্তেঃ কিম্ তত্ত্বম্ উচ্যতাম্। ৪৮

অনুবাদ—ব্রহ্মের শক্তিকে অর্থাৎ মায়াকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না, যেহেতু অগ্নির দাহিকাশক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না। আর যদি সদ্বস্তু ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার কর, তবে সেই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বল।

টীকা—"সদ্বস্তু, সতঃ শক্তিঃ ন"—সদ্বস্তু নিজেই নিজের শক্তি নহেন ; এস্থলে অভিপ্রায় এই,—সদ্বস্তুর শক্তি হয় সদ্রূপ, অথবা অসদ্রূপ—এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম বিকল্পটি অবলম্বন করা চলে না, অর্থাৎ বলা চলে না যে, সদ্বস্তুর শক্তি সদ্রূপ, কেননা, তাহা হইলে বলিতে হয়—যেহেতু সদ্বস্তুর শক্তি সদ্রূপ, সেইহেতু সদ্বস্তুর শক্তি সৎ হইতে অভিন্ন ; তাহা হইলে আর তাহার সদ্বস্তুর 'শক্তি' হওয়া চলে না। সেই শক্তি যে সদ্রূপ নহে—ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—"হি" (যতঃ) যেহেতু, "বহ্নেঃ ন স্বশক্তিতা"—অগ্নির দাহিকা শক্তিই অগ্নির স্বরূপ হইতে পারে না ; কেননা, মণি, মন্ত্র ও ঔষধিদ্বারা, অগ্নি থাকিতেও তাহাতে দাহিকাশক্তির অভাব ঘটাইতে পারা যায় ; আবার প্রতিবন্ধনিরোধক অন্য মণিমন্ত্রৌষধিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধক থাকিতেও দাহিকা-শক্তির ক্রিয়া—দাহ, ঘটাইতে পারা যায়। দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বরূপ হইলে এরূপ হইত না ; এইহেতু অগ্নির শক্তি অগ্নি হইতে ভিন্ন। আবার দ্বিতীয় পক্ষটিকে অবলম্বন করিলে অর্থাৎ সদ্বস্তুর শক্তি অসদ্রূপ, এইরূপ বলিলে, দুইটি বিকল্প হইতে পারে ; প্রথম বিকল্প—সেই অসদ্রূপ কি মনুষ্যশৃঙ্গের ন্যায় স্বরূপশূন্য বলিয়া একেবারে অস্তিত্ববিহীন ? দ্বিতীয় পক্ষ—অথবা বাধবিহীন সদ্রূপ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বাধযোগ্য ? এইরূপ বিকল্প করিবার উদ্দেশ্যে, সিদ্ধান্তী প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "সদ্বিলক্ষণতায়াম্ তু"—শক্তি যদি সদ্বস্তু হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ অসদ্রূপ হইল, তাহা হইলে শক্তির স্বরূপ কি তাহা বল।৪৮

তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি অনুবাদ করিয়া তাহাতে দোষ দেখাইতেছেন :—

শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়াকার্য্যমিতীরিতম্।
ন শূন্যং নাপি সদ্‌যাদৃক্ তাদৃক্‌তত্ত্বমিহেষ্যতাম্ ॥ ৪৯

অন্বয়—শূন্যত্বম্ ইতি চেৎ, শূন্যম্ মায়াকার্য্যম্ ইতি (ত্বয়া) ঈরিতম্। শূন্যম্ ন, সৎ অপি ন, যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বম্ ইহ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি বল শক্তির স্বরূপ 'শূন্য' অর্থাৎ শক্তি নিঃস্বরূপ, তবে বলি শূন্য যে মায়ার কার্য্য, একথা তুমিই পূর্ব্বে (৩৪ সংখ্যক শ্লোকে) স্বীকার করিয়াছ। অতএব সদ্‌ব্রহ্মের শক্তি শূন্য অর্থাৎ মনুষ্যশৃঙ্গের ন্যায় নিঃস্বরূপ নহে অথবা সৎ অর্থাৎ বাধের অযোগ্যও নহে; কিন্তু এই উভয় হইতে ভিন্ন যাহা হইতে পারে, তাহাই শক্তির স্বরূপ অর্থাৎ শক্তি অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ—এইরূপই মানিতে হয়।

টীকা—"শূন্যম্ মায়াকার্য্যম্ ইতি ঈরিতম্"—'শূন্যেরও নাম, রূপ দুইটিই সেই প্রকার (আকাশাদির ন্যায়) সৎস্বরূপ বস্তুতে পরিকল্পিত' যদি এইরূপ বল, তবে তুমি চিরজীবী হও,—এইস্থলে (উক্ত ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে) তুমি নিজমুখেই শূন্যকে মায়ার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। এইহেতু সেই শূন্যরূপ কার্য্য, মায়াশক্তির স্বরূপ হইতে পারে না, কেননা, মায়াশক্তি স্বকার্য্যের পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ, ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ 'শক্তি সদ্বস্তু হইতে বিলক্ষণ'—ইহাই অবশিষ্ট রহিয়া গেল,—এই কথাই বলিতেছেন:— "শূন্যম্ ন, সৎ অপি ন, যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বম্ ইহ ইষ্যতাম্"—তাৎপর্য্য এই যে মায়ার স্বরূপকে সদ্রূপ বলিয়াও, অর্থাৎ 'বাধযোগ্য নহে' এইরূপ বলিয়াও, নির্দ্দেশ করা যায় না—এই উভয় স্বরূপ হইতে ভিন্নস্বরূপ বলিলে, যাহা বুঝায়, তাহাই মায়ার স্বরূপ অর্থাৎ মায়া অনির্ব্বচনীয়।

(শঙ্কা)—ভাল, এই উভয় স্বরূপ হইতে ভিন্নস্বরূপ বলিলে, কিছুই বুঝায় না।

(উত্তর)—কেন বুঝাইবে না? যদি মায়ার স্বরূপকে 'সৎ' বল, তবে জিজ্ঞাসা করি সেই সৎ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন? যদি বল 'ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন', তবে যে শ্রুতিবচন-দ্বারা—ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদিত হয়, তাহার সহিত বিরোধ ঘটে (কিন্তু শ্রুতি অভ্রান্ত সত্য) এবং যে সৎ ও ব্যাপক ব্রহ্মে কিছুমাত্র অবকাশ নাই, তাহাতে অপর এক সদ্বস্তুর অর্থাৎ শক্তির সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। এইহেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সদ্বস্তু থাকিতেই পারে না। পক্ষান্তরে যদি বল, সৎশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে অগ্নিকেই অগ্নির শক্তি বলিলে যে দোষ হয়, তাহা ত' পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; আবার ব্রহ্মশক্তি মায়াকে ব্রহ্মেরই স্বরূপগত বলিয়া মানিলে, জ্ঞানের কোনই উপযোগিতা থাকে না, কেননা, মায়ার নিবৃত্তি করাই জ্ঞানের উপযোগিতা। তাহা হইলে যে বেদ, সাধনসহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধ্য মোক্ষ, প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আবার মায়ার স্বরূপকে অসৎ বলিতেও পার না, কেননা, মায়া যদি আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ বা অত্যন্তাভাবরূপ হইল, তাহা হইলে তাহা ভাবপদার্থের অর্থাৎ জগতের কারণ হইতে পারে না এবং ভগবান যে বলিয়াছেন—'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' (গীতা ২। ১৬)—[Ex nihilo nihil fit (বা out of nothing nothing comes) অথবা 'নাবস্তুনো

বস্তুসিদ্ধিঃ',] সেই সেই বচনের সহিত বিরোধও ঘটে ; এইরূপে মায়ার স্বরূপকে অসৎও বলা যায় না। তাহা হইলে সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মায়ার স্বরূপকে বর্ণনা করিতে হয় ; এক কথায় বলিতে হয় 'মায়া অনির্ব্বচনীয়'।

(শঙ্কা)—যাহা সৎ হইতে বিলক্ষণ, তাহা অসৎই হইবে ; তাহাকে আবার অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলা চলে না। আবার যাহা অসৎ হইতে বিলক্ষণ, তাহা সৎই হইবে ; তাহাকে আবার সৎ হইতে বিলক্ষণ বলা চলে না। তাহা হইলে সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলিলে, মায়া স্বরূপতঃ নাই—এইরূপই বলিতে হয়। তাহা হইলে জ্ঞানদ্বারা যে প্রপঞ্চের নিবৃত্তি করিতে হইবে, সেই প্রপঞ্চই নাই। এইরূপে জ্ঞানাদি সাধন ব্যর্থ।

(উত্তর)—যখন মায়াকে সৎ হইতে বিলক্ষণ বলা হয়, তখন মায়াকে 'অসৎ' অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় প্রতীতির অযোগ্য, এইরূপ বলা বক্তার অভিপ্রেত নহে ; তখন এইমাত্র বলাই অভিপ্রেত যে 'সৎ' বলিলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালে যাহার বাধা হয় না, এইরূপ যে সদ্বস্তুকে বুঝায়, তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বাধযোগ্য।

আবার মায়াকে যখন অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলা হয়, তখন মায়াকে সৎ বলাই বক্তার অভিপ্রেত নহে ; তখন এইমাত্রই অভিপ্রেত যে 'অসৎ' বলিলে আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় যে নিঃস্বরূপ বা শূন্য বুঝায়, তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ প্রতীতির যোগ্য।

তাহা হইলে 'সৎ ও অসৎ এই উভয় হইতে বিলক্ষণ' বলার অর্থ হইল—বাধযোগ্য বা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়ের বিষয়, অথচ প্রতীতির যোগ্য বস্তু। ইহারই নাম অনির্ব্বচনীয়। এইরূপে মায়া এবং মায়াকার্য্য আকাশাদি প্রপঞ্চরূপ ব্যাবহারিক বস্তু এবং স্বপ্ন, রজ্জুসর্প প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বস্তু—অর্থাৎ যাহা যাহা বাধযোগ্য অথচ প্রতীতির বিষয়, তাহাই অনির্ব্বচনীয়। এইরূপে সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণের অর্থ বুঝা গেল। ৪৯

মায়া যে অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ তদ্বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ দিতেছেন :—

(খ) মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং কিন্ত্বভূত্তমঃ।
সত্ত্বোগাত্তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতস্তন্নিষেধনাৎ ॥ ৫০

অন্বয় –তদানীম্ ন অসৎ আসীৎ নো সৎ আসীৎ ;কিন্তু তমঃ অভূৎ। সত্ত্বোগাৎ তমসঃ সত্ত্বম্ স্বতঃ ন, তন্নিষেধনাৎ।

অনুবাদ—"সেই প্রলয়কালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ অর্থাৎ শূন্যও ছিল না কিম্বা সৎও ছিল না কিন্তু অজ্ঞানরূপ তমোদ্বারা আবৃত ব্রহ্মই ছিলেন।" এই শ্রুতিবচনই (ঋগ্বেদে নাসদাসীয় বা নাসদীয় সূক্ত নামে বিখ্যাত মন্ত্র—ঋগ্বেদ অষ্টক ৮, অধ্যায় ৭, বর্গ ১৭, মণ্ডল ১ ; অথবা ১০।১২৯।১, অথবা শতপথব্রাহ্মণ ১০।৫।৩।২, অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।৯।৩)—সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ মায়ার অস্তিত্বে প্রমাণ। (কিন্তু

তদ্দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয় না; কেননা) সৎ অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মের সহিত যোগ অর্থাৎ কল্পিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধবশতঃই মায়ার সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সেই অজ্ঞানরূপ মায়ার স্বস্বরূপে পৃথক্ সত্তা নাই। ইহা পরবর্ত্তী ঋগ্বচনদ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে।

টীকা -[শ্রুতিবচনটি এই -'তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে']—'সৃষ্টির পূর্ব্বে তমোদ্বারা আবৃত ব্রহ্মই ছিলেন।' ইহাই মায়ার অনির্ব্বচনীয়ত্বের প্রমাণ; (শঙ্কা) ভাল "তমঃ আসীৎ"—সেই অজ্ঞানরূপ মায়া ছিল—অর্থাৎ মায়ার সদ্রূপতা; ইহা কি প্রকারে বলা হইতেছে ? (সমাধান) তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—"সদ্যোগাৎ তমসঃ সত্ত্বম্, স্বতঃ ন"—সদ্বস্তুর সহিত অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যোগ বা সম্বন্ধবশতঃই মায়ার সত্তা; মায়ার নিজস্বরূপে পৃথক্ সত্তা নাই।

(শঙ্কা) ব্রহ্মের সহিত সেই যোগ বা সম্বন্ধ কিরূপ ?

(উত্তর) প্রথমাধ্যায়ের ৫২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় (৪০-৪১ পৃঃ) ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া গিয়াছে; সেই স্থলে বলা হইয়াছে—সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি ভেদে 'সম্বন্ধ' অনেক প্রকার। গুণের আশ্রয়কেই দ্রব্য বলে এবং দুইটি দ্রব্যের মধ্যেই সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ এবং মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়স্বরূপ, অর্থাৎ গুণই; মায়া গুণের আশ্রয়স্বরূপ দ্রব্য নহে, সুতরাং তদুভয়ের মধ্যে সংযোগসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার যদি বলা যায় সংযোগসম্বন্ধ নাই বা থাকিল, সমবায়সম্বন্ধ ত' থাকিতে পারে; তদুত্তরে বলা যাইবে যে ব্রহ্ম ও মায়া এতদুভয়ের মধ্যে গুণগুণিভাব সম্বন্ধ, জাতিব্যক্তিভাব সম্বন্ধ, ক্রিয়াক্রিয়াবান্-ভাব সম্বন্ধ ও কারণকার্য্যভাব সম্বন্ধ নাই; আর এইগুলির নামই সমবায়সম্বন্ধ। আবার তাদাত্ম্যসম্বন্ধও থাকিতে পারে না, কেননা, স্বরূপসম্বন্ধবিশেষকেই তাদাত্ম্য বলে; আর ব্রহ্মের স্বরূপ ও মায়ার স্বরূপ পরস্পর বিলক্ষণ; সুতরাং তদুভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর যদি বল বৈদান্তিকের তাদাত্ম্য সম্বন্ধের মধ্যে গুণগুণিভাব ইত্যাদি সম্বন্ধও আসিয়া যায়, তবে বলি নৈয়ায়িক ইহাদিগকে ত' সমবায়সম্বন্ধ মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন; আর সমবায় সম্বন্ধ ত' পূর্ব্বেই নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধ কি প্রকার ? আবার যখন ব্রহ্ম অসঙ্গ বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তখন মায়া ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বাস্তব সম্বন্ধ হইতে পারে না; তবে বর্ণহীন আকাশের সহিত নীলতার যে কল্পিত বা আধ্যাসিক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত মায়ার সেইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মায়ার বা ব্রহ্মে কল্পিত সমষ্টিব্যষ্টি প্রপঞ্চের, সেই অনির্ব্বচনীয় তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইতে পারে; তদ্ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—কি কারণে অজ্ঞানের নিজস্বরূপে সত্তা নাই ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তন্নিষেধনাৎ"—'নো সদাসীৎ'—সৎও ছিল না ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা সেই অজ্ঞানের সত্তাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।৫০

এক্ষণে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল, তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) শক্তি ও শক্তির কার্য্য শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন, এইরূপে দ্বৈতের স্বরূপনির্ণয়।

অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্ন হি গণ্যতে।
ন লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোর্জীবিতং লিখ্যতে পৃথক্ ॥৫১

অন্বয়—অতঃ এব শূন্যবৎ দ্বিতীয়ত্বম্ ন হি গণ্যতে। লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোঃ জীবিতম্ পৃথক্ ন লিখ্যতে।

অনুবাদ—অতএব শূন্যের ন্যায় মায়ারও দ্বিতীয়ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। আর দেখ, লোকব্যবহারেও কোন শক্তিমান পুরুষের এবং তাহার শক্তির বা কার্য্য করিবার সামর্থ্যের অস্তিত্ব পৃথক্ করিয়া উল্লিখিত হয় না।

টীকা—"অতঃ এব"—যেহেতু মায়ার নিজরূপে অস্তিত্ব নাই, সেইহেতু; "শূন্যবৎ দ্বিতীয়ত্বম্ ন হি গণ্যতে"—শূন্যের ন্যায় মায়ারও দ্বিতীয়তা বা ব্রহ্মকে ধরিয়া দ্বিতীয় বস্তুরূপে গণনা করা হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্যের সহিত গণনা করিয়া দ্বিতীয় বলিয়া না ধরার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোঃ জীবিতম্ পৃথক্ ন লিখ্যতে" ('গণ্যতে' ইতি বা পাঠান্তরম্)—সংসারে কোনও শক্তিমান্ পুরুষকে এবং তাহার শক্তি বা কার্য্য করিবার সামর্থ্যকে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। ৫১

(শঙ্কা)—ভাল, শক্তির আধিক্য হইলে যখন দেখিতে পাওয়া যায়, পরমায়ুর বৃদ্ধি হয় (এবং শক্তির হ্রাস হইলে যখন পরমায়ুর হ্রাস হয়, দেখা যায়) তখন পুরুষ হইতে ভিন্নরূপে শক্তির অস্তিত্ব মানিতেই হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন :—

শক্ত্যাধিক্যে জীবিতঞ্চেদ্বর্দ্ধতে তত্র বৃদ্ধিকৃৎ।
ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃষ্যাদিকং তথা ॥ ৫২

অন্বয়—শক্ত্যাধিক্যে জীবিতম্ বর্দ্ধতে চেৎ তত্র শক্তিঃ বৃদ্ধিকৃৎ ন, কিন্তু তৎকার্য্যম্ যুদ্ধকৃষ্যাদিকম্ তথা (বৃদ্ধিকৃৎ)।

অনুবাদ—যদি বল, শক্তির আধিক্য হইলে যখন পুরুষের পরমায়ুর বৃদ্ধি হয় (এবং শক্তির হ্রাস হইলে যখন পরমায়ুর হ্রাস হয়) তখন পুরুষ হইতে শক্তির পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে,—তবে বলি, শক্তি সেই বৃদ্ধির কারণ নহে; শক্তির কার্য্য যুদ্ধকৃষ্যাদিই সেই বৃদ্ধির কারণ অর্থাৎ শক্তির দ্বারা যুদ্ধ করিয়া আততায়িবিনাশ, কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতির দ্বারা আহারাদির সংস্থান করিলেই আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

টীকা—"তত্র শক্তিঃ বৃদ্ধিকৃৎ ন"—শক্তি আয়ুর্বর্দ্ধনের কারণ নহে কিন্তু শক্তির কার্য্য যুদ্ধ, কৃষি-বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতিই সেই পরমায়ু-বর্দ্ধনের কারণ; এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত

আশঙ্কার পরিহার করিলেন। এই দৃষ্টান্তদ্বারা যাহা বুঝান হইল, তাহা মায়াশক্তিরূপ দার্ষ্টান্তিকে প্রয়োগ করিতেছেন। "তথা"—সেইরূপ মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ৫২

এই তত্ত্বটি সর্ব্বপ্রকার শক্তিসম্বন্ধেই খাটে বলিয়া 'প্রতিজ্ঞা' করিতেছেন :-

সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথগ্ গণনা ক্বচিৎ।
শক্তিকার্য্যন্তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শঙ্ক্যতে কথম্?॥ ৫৩

অন্বয়—সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ক্বচিং পৃথক্ গণনা ন (ভবতি)। শক্তিকার্য্যম্ তু ন এব অস্তি, কথম্ দ্বিতীয়ম্ শঙ্ক্যতে ?

অনুবাদ—কোনও শক্তিকে কোনও স্থলে, কোনও প্রকারে শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া গণনা করা হয় না। (সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে) মায়াশক্তির কার্য্য নামরূপ ত' ছিলই না; সেইহেতু সেই শক্তির কার্য্যদ্বারা কি প্রকারে দ্বৈতের আশঙ্কা হইতে পারে ?

টীকা—ভাল, শক্তিকে লইয়া সেই সদ্বস্তুকে সদ্বিতীয় বলা যায় না, যেন মানিয়া লইলাম; কিন্তু সেই মায়াশক্তির কার্য্য স্থূলসূক্ষ্ম প্রপঞ্চদ্বারা ত' ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে সেই মায়া-কার্য্যের অস্তিত্ব না থাকায়, সেই মায়াকার্য্যদ্বারা সদ্বিতীয়তা হইতেই পারে না; সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়াকার্য্য নামরূপ ত' ছিলই না; তাহা হইলে সে শক্তির কার্য্যদ্বারা কি প্রকারে দ্বৈতের আশঙ্কা হইতে পারে? (কোন প্রকারেই পারে না)। ৫৩

২। ব্রহ্মের একাংশে শক্তির অবস্থিতি।

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মরূপ যে সদ্বস্তু তাঁহার মায়ারূপ শক্তি সেই সদ্বস্তুর সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথবা তাঁহার একাংশে বিদ্যমান? (এই দুই বিকল্প হইতে পারে।) তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ সম্ভবপর নহে, কেননা, তাহা হইলে জ্ঞানিরূপ মুক্তপুরুষের প্রাপ্য অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রতি শ্রুতি-কর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত যে শুদ্ধব্রহ্মরূপতা, তাহার অভাব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন "জ্ঞানী শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-অবিদ্যাদি-প্রপঞ্চরহিত, ব্রহ্মকেই পাইয়া থাকেন"। সেই অশুদ্ধিকে অর্থাৎ মায়া-অবিদ্যাদি প্রপঞ্চকে যদি ব্রহ্মের সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের কোথাও শুদ্ধি বা মায়াশূন্যতা পাওয়া যায় না; সুতরাং জীবন্মুক্ত জ্ঞানিপুরুষ বিদেহ-মোক্ষদশাতেও শুদ্ধ ব্রহ্মভাব হইতে বঞ্চিত হন। আবার সেখানেও অবিদ্যা থাকায় মুক্তপুরুষের আত্মা অবিদ্যাবিশিষ্ট হইয়া যায় এবং সেই অবিদ্যায় আত্মপ্রতিবিম্ব পড়িয়া জীবভাব ধারণ করিলে, তাহার সংসারভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আবার সেই মায়াশক্তি ব্রহ্মের একাংশে বিদ্যমান—এই দ্বিতীয় পক্ষও অবলম্বন করা চলে না, কেননা ব্রহ্ম নিরংশ বলিয়া তাঁহার একাংশ বলিলে, কথাটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা এইরূপে ঘটে :—ব্রহ্মের অংশ বলিতে অবয়বই বুঝিতে হইবে এবং তাহাতে মায়ার

অবস্থিতির জন্য তাহাকে অবশ্যই 'দেশ' বলিতে হইবে। সেই দেশ বাস্তব ? অথবা কল্পিত ? যদি বলা যায় বাস্তব, তাহা হইলে সেই কথাটির, "ব্রহ্ম অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে এবং এই অধ্যায়ের ২২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত বিরোধ ঘটে। আবার যদি বল সেই দেশ কল্পিত অর্থাৎ অধ্যস্ত, তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—তাহা কি স্থূলসূক্ষ্ম-প্রপঞ্চরূপ ? অথবা জীব ও ঈশ্বররূপ ? অথবা কালরূপ ? অথবা অভাবরূপ ? অথবা মায়ারূপ ? অথবা অন্যরূপ ? যদি বলা যায়—'প্রপঞ্চরূপ', প্রপঞ্চ মায়ার কার্য্য বলিয়া মায়া অর্থাৎ মায়াশক্তি, তাহার আশ্রিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়—জীব ও ঈশ্বররূপ, তদুভয় মায়ার স্থিতির অধীন বলিয়া মায়ার আশ্রয় হইতে পারে না। যদি বলা যায় কালরূপ, কাল মায়ার দ্বারাই কল্পিত বলিয়া কি প্রকারে মায়ার আশ্রয় হইবে ? যদি বলা যায় অভাবরূপ, তাহাও মায়ার কার্য্য ; অধিকন্তু অভাব কাহারও আশ্রয় হইতে পারে না। আবার যদি বলা যায় মায়া নিজেই নিজের আশ্রয়, তাহা হইলে 'আত্মাশ্রয়' দোষ ঘটে। যদি বলা যায়—অন্য মায়া মায়ার আশ্রয়, তাহা হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ ; যদি বলা যায় তৃতীয় মায়া, তাহা হইলে 'চক্রিকা' দোষ ; যদি বলা যায় চতুর্থ মায়া, তাহা হইলে 'অনবস্থা' দোষ ঘটে অর্থাৎ বিনিগমনবিরহ, প্রাগ্‌লোপ, প্রমাণাভাব ইত্যাদি দোষ ঘটে। আর সেই কল্পিত দেশ এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারের হইতে পারে না বলিয়া মানিতে হয়। নিরবয়ব ব্রহ্মে দেশ অসম্ভব বলিয়া, তাঁহার একাংশে মায়া অবস্থিত, একথা বলা চলে না।

এইরূপ আশঙ্কা উঠায়, প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই মায়াশক্তি বিদ্যমান, এই পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয় পক্ষের বিরোধ পরিহার করিয়া অর্থাৎ নিরংশ ব্রহ্মে অংশের বা অবয়বের আরোপ করিয়া, তাহাতেই মায়াশক্তি অবস্থিত, এই কথাই বলিতেছেন—

(ক) শক্তি ব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেকদেশভাক্।
ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদ্যেব বর্ত্ততে ॥ ৫৪

অন্বয়—সা শক্তিঃ ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ, কিন্তু একদেশভাক্, যথা ঘটশক্তিঃ ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদি এব বর্ত্ততে।

অনুবাদ—সেই শক্তি সম্পূর্ণ ব্রহ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বত্র বিদ্যমান নহেন, কিন্তু ব্রহ্মের একাংশেই বিদ্যমান, যেমন সমস্ত মৃত্তিকায় ঘটরূপ কার্য্যের উৎপাদন-শক্তি বিদ্যমান নহে, কেবল আর্দ্রমৃত্তিকাতেই সেই শক্তি অবস্থিত।

টীকা—বস্তুর একাংশে শক্তির অবস্থিতির দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—'যেমন সমস্ত মৃত্তিকায়' ইত্যাদি। (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৫৪

শক্তি যে ব্রহ্মের একাংশে বিদ্যমান, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন—(ছান্দোগ্য উ, ৩।১২।৬) 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'—সমস্ত ভূতবর্গ ইঁহার এক পাদ বা একাংশমাত্র ; আর ইঁহার

নির্ব্বিকার তিন অংশ স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত। (শ্রৌতপাঠ—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' - পুরুষসূক্ত)।

(খ) তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ।
ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ॥ ৫৫

অন্বয়—অস্য পাদঃ সর্ব্বা ভূতানি, ত্রিপাৎ স্বয়ংপ্রভঃ অস্তি, ইতি শ্রুতিঃ মায়ায়াঃ একদেশবৃত্তিত্বং বদতি।

অনুবাদ—এই পরমাত্মার এক পাদ হইতেছে সমস্তভূত (সমগ্র জগৎ)। আর তিন পাদ শুদ্ধমুক্তস্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ। মায়া যে ব্রহ্মের একদেশে অবস্থিত, তাহা শ্রুতি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা—এ বিষয়ে কেবল শ্রুতি-প্রমাণই আছে, এরূপ নহে, স্মৃতি-প্রমাণও আছে, যথা গীতা (১০।৪২):—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
ইতি কৃষ্ণোঽর্জ্জুনায়াহ জগতস্ত্বেকদেশতাম্॥ ৫৬

অন্বয়—'অহম্ কৃৎস্নম্ ইদম্ জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ' ইতি কৃষ্ণঃ অর্জ্জুনায় জগতঃ তু একদেশতাম্ আহ।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি (পরমেশ্বর) সম্পূর্ণ এই পরিদৃশ্যমান স্থূলসূক্ষ্মরূপ জগৎকে আমার একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি অর্থাৎ সর্ব্বভূতপ্রপঞ্চের উপাদানশক্তিস্বরূপ মায়া আমার একাংশের—একাবয়বের উপাধি; আমি সেই পাদ বা অংশদ্বারা এই জগৎ ধারণ করিতেছি। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন জগৎ তাঁহার (ব্রহ্মের) একাংশমাত্র।

টীকা পুরুষসূক্তের তৃতীয় সূক্ত স্মরণ করিয়া ভগবান্ ঐরূপ [illegible] করিয়াছেন। সেই সূক্তের লক্ষিত অংশ 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'। ইহার সায়নাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যার অনুবাদ:—ত্রিকালবর্ত্তী সমস্ত প্রাণী সেই পুরুষের পাদ বা চতুর্থাংশমাত্র। সেই পুরুষের অবশিষ্ট ত্রিপাদ, যাহা অমৃতময় অবিনাশী, তাহা তাঁহার স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। যদ্যপি শ্রুতিপ্রতিপাদিত 'সত্য-জ্ঞান-অনন্ত'-স্বরূপ পরব্রহ্মের ইয়ত্তা (পরিমাণ) না থাকায়, পাদ-চতুষ্টয় কল্পনা করা যায় না, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপের সহিত তুলনা করিলে, এই জগৎ যে অতি তুচ্ছ, ইহাই বুঝাইবার জন্য পাদকল্পনা করা হইয়াছে। ৫৫, ৫৬

এক্ষণে ব্রহ্মের মায়ারহিত স্বয়ংপ্রকাশ ত্রিপাদরূপ স্বরূপ যে আছে, তদ্বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ ও ব্রহ্মসূত্রপ্রমাণ দিতেছেন:—

(গ) ব্রহ্মের মায়ারহিত অবশিষ্ট স্বরূপ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা হ্যত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
বিকারাবর্ত্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্বচঃ॥ ৫৭

অন্বয়—'সঃ ভূমিম্ বিশ্বতঃ বৃত্বা দশাঙ্গুলম্ হি অত্যতিষ্ঠৎ', 'বিকারাবর্ত্তি' চ অস্তি। অত্র শ্রুতিসূত্রকৃতোঃ বচঃ।

অনুবাদ ও টীকা—সেই পরমাত্মা ভূমিকে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চকে আচ্ছাদন করিয়া অর্থাৎ ব্যাপিয়া তাহার বহির্ভাগেও দশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত (অথবা তর্জ্জনীনির্দ্দেশ্য দশ দিকে) অপরিসীম হইয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় হইয়া রহিয়াছেন। আর ভগবান্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ পাদের ১৯ সংখ্যক সূত্রে বলিয়াছেন—'বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ' ("বিকারে সবিতৃমণ্ডলাদৌ ন বর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি, হি যতঃ তেনৈব রূপেণ অস্য স্থিতিম্ আহ আম্নায়ঃ") বিকার বা কার্য্য-প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্, ব্রহ্মের সেইরূপ স্থিতি আছে, এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন অর্থাৎ পরমেশ্বরের রূপ কেবল বিকারমাত্রগোচর অর্থাৎ সবিতৃমণ্ডলাদ্যধিষ্ঠিত নহে, ব্রহ্মাণ্ডবহির্ভাগেও তাঁহার শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত রূপ আছে। ৫৭

তাহা হইলে ব্রহ্মের নিরংশতার সহিত যে উক্ত শ্রুতিবচনের বিরোধ হইতেছে, তাহার পরিহার কি প্রকারে হইবে ? ব্রহ্মের বাস্তব নিরংশতা অঙ্গীকার করিয়া কল্পিত একাংশে মায়ার অবস্থিতি মানিলে, নিরংশতার সহিত বিরোধ হয় না। এই অভিপ্রায়ে উল্লিখিত শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ঘ) ব্রহ্মের বাস্তব নিরংশতার সহিত "একাংশে" মায়ার অবস্থিতি অবিরুদ্ধ।

নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী ॥ ৫৮

অন্বয়—শ্রোতৃহিতৈষিণী শ্রুতিঃ 'কৃৎস্নে, অংশে বা' ইতি পৃচ্ছতঃ তদ্ভাষয়া নিরংশে অপি অংশম্ আরোপ্য উত্তরম্ ব্রূতে।

অনুবাদ—শ্রোতা যে প্রশ্ন করিলেন—'ব্রহ্মশক্তি মায়া, ব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত ? অথবা সমগ্র ব্রহ্মকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ?—তদুত্তরে জননীসহস্রসদৃশী হিতকারিণী শ্রুতি, শ্রোতাকে 'মায়া আছে' এইরূপে মায়ার অস্তিত্বে বিশ্বাসপরায়ণ অথচ অধিকারী দেখিয়া, যাহাতে তাহার জ্ঞানলাভ ও মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ হিতকামনা করিয়া, তাহার সেই বিশ্বাসের অনুরোধে, মায়ার স্থিতি নির্ব্বাহ করিবার জন্য, বস্তুতঃ নিরংশ ব্রহ্মে অংশের আরোপ করিয়া, দেশরহিত ব্রহ্মে দেশের কল্পনা করিয়া, উত্তর দিতেছেন।

টীকা - ইহা বাশিষ্ঠরামায়ণের উৎপত্তিপ্রকরণের ১০১ অধ্যায়ে বর্ণিত মূঢ় রাজপুত্রত্রয়ে প্রতি ধাত্রীর উপাখ্যানের ন্যায়। মায়ার স্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট দেশও মায়িক। যদিও এই

বাক্যে যে 'আত্মাশ্রয়-দোষের' আশঙ্কা হয় অর্থাৎ মায়ার উপস্থিতির পূর্ব্বেই আপনার জন্য মায়ার দেশরচনা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তথাপি তাহা বস্তুতঃ দোষাবহ নহে, কেননা মধ্যমাধিকারীকে বুঝাইবার জন্য জগতের অধ্যারোপ সিদ্ধ করিতে, তাহা সবিশেষ উপযোগী এবং আপাততঃ কার্য্যনির্ব্বাহক। সাংখ্য, প্রভাকর প্রভৃতি যেরূপ আত্মা স্বীকার করেন, তাহাদের সেই আত্মা নিজেই নিজের প্রকাশক। সেই আত্মার ন্যায় অথবা নৈয়ায়িক-দিগের অভিমত 'অন্যোন্যাভাব'রূপ ভেদের ন্যায়, এস্থলে 'মায়া' একই কালে স্বনির্ব্বাহক ও পরনির্ব্বাহক। ৫৮

যে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মে মায়ার অবস্থিতি সমর্থন করিলেন, এক্ষণে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন ঃ—

সদ্‌ব্রহ্ম ও পঞ্চভূতের পৃথক্‌করণ

১। ব্রহ্মের শক্তির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন।

সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা॥ ৫৯

অন্বয়—সৎ-তত্ত্বম্ আশ্রিতা শক্তিঃ সতি বিক্রিয়াঃ কল্পয়েৎ, যথা ভিত্তিগতাঃ বর্ণাঃ ভিত্তৌ নানাবিধম চিত্রম (কল্পয়েযুঃ)।

অনুবাদ—মায়াশক্তি সদ্বস্তু ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই বিবিধ প্রকার কার্য্যপরম্পরা সৃজন করিয়া থাকেন, যেমন রং দেওয়ালকে আশ্রয়রূপে পাইয়া তাহাতে বিবিধ প্রকার চিত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

টীকা—"বিক্রিয়াঃ"—বি অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে যাহা কৃত বা রচিত হয় তাহার নাম বিক্রিয়া অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কার্য্য। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"বর্ণাঃ"—হিঙ্গুল প্রভৃতি লাল রং, হরিতালাদি পীত রং ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের ধাতুদ্রব্য। ৫৯

২। সদ্বস্তু ও আকাশের বিচার বা পৃথক্‌করণ।

সেই মায়াশক্তির বিকাররূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে প্রথম কার্য্যরূপে আকাশের উল্লেখ করিতেছেন ঃ—

(ক) মায়া-শক্তির প্রথম কার্য্য আকাশ; ব্রহ্মকার্য্য বলিবার কারণ।

আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽবকাশস্বরূপবান্।
আকাশোঽস্তীতি সৎতত্ত্বমাকাশেঽপ্যনুগচ্ছতি॥ ৬০

অন্বয়—আদ্যঃ বিকারঃ আকাশঃ, সঃ অবকাশস্বরূপবান্, আকাশঃ অস্তি ইতি সৎ-তত্ত্বম্ আকাশে অপি অনুগচ্ছতি।

অনুবাদ—মায়াশক্তির প্রথম বিকার বা কার্য্য হইতেছে আকাশ; আকাশের স্বরূপ হইতেছে অবকাশ অর্থাৎ স্থিতি ও প্রসারের অনুকূল পদার্থ। 'আকাশ

রহিয়াছে' এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে সংস্বরূপ, আকাশে অনুস্যূত রহিয়াছে। যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্পের অস্তিত্ব রজ্জুর অস্তিত্ব হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মে কল্পিত আকাশের অস্তিত্ব ব্রহ্মাস্তিত্ব হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাব্যতীত আকাশের পৃথক্ সত্তা নাই।

টীকা—আকাশ ব্রহ্মরূপ কারণের কার্য, তাহার হেতু বলিতেছেন :—'আকাশ রহিয়াছে' এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে সদ্‌বস্তুর তত্ত্ব আকাশেও অনুস্যূত রহিয়াছে। ৬০

(শঙ্কা) ভাল, আকাশ অবকাশস্বরূপ এবং আকাশে সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে—এইরূপ বলিবার ফলে কি সিদ্ধ হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) সদ্‌বস্তু একস্বভাব ; আকাশ দ্বিস্বভাব।

একস্বভাবং সত্তত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ।
নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি স চৈষোঽপি দ্বয়ং স্থিতম্‌॥ ৬১

অন্বয়—সৎ-তত্ত্বম্‌ একস্বভাবম্‌, আকাশঃ দ্বিস্বভাবকঃ। সতি (বস্তুনি) অবকাশঃ ন (অস্তি), ব্যোম্নি সঃ চ এষঃ অপি দ্বয়ম্‌ স্থিতম্‌।

অনুবাদ—সদ্‌বস্তু একমাত্রস্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্তামাত্রস্বভাব। আকাশের স্বভাব দুইরূপবিশিষ্ট, সদ্‌বস্তুতে 'অবকাশ' নাই, আর আকাশে সেই সত্তা এবং এই অবকাশ, এই দুইটিই আছে।

টীকা—"সৎ একস্বভাব এবং আকাশ দ্বিস্বভাব"—এই কথাটিই বিশদ করিয়া বলিতেছেন :—সতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তুতে অবকাশ নাই, কিন্তু একমাত্র সংস্বভাবই রহিয়াছে : আর আকাশে সেই সংস্বভাব ত' রহিয়াছেই এবং অবকাশরূপ স্বভাবও রহিয়াছে। এইরূপে দুইটিই বিদ্যমান। ৬১

'সদ্বস্তু একস্বভাব এবং আকাশ দ্বিস্বভাব'—এই কথাটি অন্য প্রকারে বর্ণনা করিতেছেন :—

যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষ্যতে।
ব্যোম্নি দ্বৌ সদ্ধ্বনী তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ॥ ৬২

অন্বয়—যদ্বা প্রতিধ্বনিঃ ব্যোম্নঃ গুণঃ, অসৌ সতি ন ঈক্ষ্যতে। ব্যোম্নি সদ্ধ্বনী দ্বৌ (বিদ্যেতে) তেন, সৎ একম্‌, বিয়ৎ দ্বিগুণম্‌।

অনুবাদ—অথবা আকাশের গুণ প্রতিধ্বনি ; এই প্রতিধ্বনিরূপ শব্দ সদ্বস্তু ব্রহ্মে দেখা যায় না ; আর আকাশে সৎ ও ধ্বনি এই দুই ধর্ম্ম বিদ্যমান ; সেইহেতু সদ্বস্তু একস্বরূপ এবং আকাশ দুইগুণবিশিষ্ট।

টীকা—প্রতিধ্বনি আকাশের গুণ, ইহা অগ্রে ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে প্রতিপাদিত হইবে। "অসৌ সতি ন ঈক্ষ্যতে"—সেই প্রতিধ্বনি সদ্বস্তুতে (ব্রহ্মে) দৃষ্ট হয় না ; "ব্যোম্নি সদ্ধ্বনী দ্বৌ"—আকাশে সেই সৎ ও ধ্বনি উভয়ই অনুভূত হয়। "তেন"—সেই

কারণ বশতঃ, "সৎ একম্"—সৎ একস্বভাববিশিষ্ট, "বিয়ৎ দ্বিগুণম্"—আকাশ দুইস্বভাব বিশিষ্ট। ৬২

(শঙ্কা) ভাল, আকাশ সদ্‌ব্রহ্মের কার্য্যরূপ হওয়ায় আকাশের সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝিলাম; এই প্রকারে সদ্বস্তুর বা ব্রহ্মের আকাশধর্ম্মকতা অর্থাৎ সদ্বস্তুরূপ ধর্ম্মীতে আকাশরূপ ধর্ম্ম, কেন প্রতীত হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

গ) মায়াবশতঃই সদ্বস্তু ও আকাশের বিপরীত ধর্ম্ম ধর্ম্মিভাব কল্পিত।

যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ব্যোম সা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাম্।
আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েনাবকল্পয়েৎ॥ ৬৩

অন্বয়—যা শক্তিঃ ব্যোম কল্পয়েৎ সা সদ্ব্যোম্নোঃ অভিন্নতাম্ আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বম্ ব্যত্যয়েন অবকল্পয়েৎ।

অনুবাদ—যে শক্তি সদ্বস্তুতে আকাশের কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিই সদ্বস্তু ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া তদুভয়ের ধর্ম্মধর্ম্মি-ভাব বিপরীতক্রমে কল্পনা করেন।

টীকা—"যা শক্তিঃ"—যে মায়া, "ব্যোম কল্পয়েৎ"—সদ্বস্তু ব্রহ্মে আকাশ রচনা করিয়াছেন; "সা সদ্ব্যোম্নোঃ অভিন্নতাম্ আপাদ্য"—সেই মায়া প্রথমে সেই সদ্বস্তু ও আকাশের অভেদ বা তাদাত্ম্য কল্পনা করিয়া পরে, "ধর্ম্মধর্ম্মিত্বম্ ব্যত্যয়েন অবকল্পয়েৎ"—এতদুভয়ের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বিপরীতক্রমে কল্পনা করিয়াছেন; এইহেতু আকাশের সত্তা অর্থাৎ আকাশ আছে, এইরূপ প্রতীতি হয়; উত্তমপুরুষ আমি—আত্মা বা ব্রহ্মরূপ বিষয়ীর (জ্ঞাতার) নিকট, প্রথমপুরুষ আকাশ বিষয় (জ্ঞেয়) রূপে অবস্থিত হয়। এই ক্রমবিপরীততা এইরূপে স্পষ্ট হইবে—সদ্বস্তুরূপ যে ধর্ম্মী (অধিষ্ঠান বা আশ্রয়), তাহাতে আকাশরূপ ধর্ম্ম (অধ্যস্ত বা আশ্রিত বস্তু) কল্পিত হইয়াছে এবং আকাশরূপ যে ধর্ম্ম (কল্পিত অধ্যস্ত বা আশ্রিত) তাহাতে ধর্ম্মিরূপ অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কল্পিত হইয়াছে; যেমন রজ্জুদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আশ্রিত অর্থাৎ চৈতন্যে অধ্যস্ত বা আরোপিত অবিদ্যা রজ্জুতে সর্প কল্পনা করিয়া থাকে, এবং রজ্জুতে অবস্থিত ইদন্তা ও ('একটা কিছু' এইরূপ ভাব ও) সর্পের সহিত অভেদ বা তাদাত্ম্য, কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ 'ইহা সর্প' এইরূপ প্রতীতি করায়, সেইরূপ ইদন্তারূপ ধর্ম্মীতে (অধিষ্ঠানে বা আশ্রয়ে) ধর্ম্ম (অধ্যস্ত বা আশ্রিতভাব) এবং সর্পত্বরূপ ধর্ম্মে (অধ্যস্তে) ধর্ম্মিভাব (অধিষ্ঠানভাব) বিপরীতক্রমে কল্পনা করে, সেইরূপ সর্ব্বকার্য্যসমর্থা মায়া সদ্বস্তু ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ও অধিষ্ঠান-অধ্যস্তভাব কল্পনা করেন। বায়ু প্রভৃতি অপর প্রপঞ্চ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৬৩

মায়া কি প্রকারে সেই বিপরীত ভাব ঘটাইলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

সতো ব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্তাং তু লৌকিকাঃ।
তার্কিকাশ্চাবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ॥ ৬৪

অন্বয়—সতঃ ব্যোমত্বম্ আপন্নম্ লৌকিকাঃ তু তার্কিকাঃ চ ব্যোম্নঃ সত্তাম্ অবগচ্ছন্তি। তৎ মায়ায়াঃ উচিতম্ হি।

অনুবাদ—যেমন মৃত্তিকা ঘটরূপতা লাভ করে, (বা রজ্জু সর্পরূপতা লাভ করে) ঠিক সেইরূপ সদ্বস্তুর বা পরমব্রহ্মের আকাশরূপতা ঘটে, পরন্তু সাধারণ লোকে, অধিক কি বলিব, তর্কনিপুণ নৈয়ায়িক পর্য্যন্ত আকাশের (পৃথক্) সত্তা জানিতেছেন অর্থাৎ মানিতেছেন। একমাত্র মায়াই এই বিপরীত দর্শনের হেতু হইতে পারেন।

টীকা—বস্তুর যথার্থস্বরূপে বিচার করিতে গেলে, মৃত্তিকার ঘটরূপ প্রাপ্তির ন্যায়, "সতঃ ব্যোমত্বম্ আপন্নম্"—সদ্বস্তুর বা পরমব্রহ্মের আকাশরূপতাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। "লৌকিকাঃ" —সাধারণজীব; এবং শাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে "তার্কিকাঃ চ"—তর্কনিপুণ নৈয়ায়িকগণ—যাঁহারা আকাশকে গুণাশ্রয় দ্রব্য বলিয়া থাকেন;—সেই মায়াবিঘটিত বিপরীতভাববশতঃ, "ব্যোম্নঃ" —আকাশরূপ ধর্ম্মীর, "সত্তাম্" –'সৎ'রূপ ধর্ম্মময় জাতিকে, "অবগচ্ছন্তি"—জানেন অর্থাৎ স্বীকার করেন। এস্থলে লৌকিক বা সাধারণ জীব বলিতে, যাঁহারা দধিকে দুগ্ধের বিকারের ন্যায় জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া মানেন, সেই পরিণামবাদী শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বিগণকে এবং নবীন বৈষ্ণবদিগকেও বুঝিতে হইবে।

(শঙ্কা) ভাল, এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতি অর্থাৎ সদ্বস্তুরূপ ধর্ম্মী ও আকাশরূপ ধর্ম্মের পরস্পর ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে প্রতীতি ত' যুক্তিসহ হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন "তৎ মায়ায়াঃ উচিতম্ হি"—ইহা মায়ার উপযুক্ত কার্য্যই বটে অর্থাৎ যে মায়া অঘটন ঘটাইতে পারেন, তিনিই এইরূপ বুদ্ধিমানেরও বিপরীত প্রতীতি বা বিপর্য্যয় বুদ্ধির কারণ হইতে পারেন। ৬৪

মায়া যে বিপরীত প্রতীতির হেতু হইতে পারেন, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

যদ্যথা বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং ভাতি মানতঃ।
অন্যথাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়োঽয়ং সার্ব্বলৌকিকঃ ॥৬৫

অন্বয়—যৎ (বস্তু) যথা বর্ত্ততে তস্য তথাত্বম্ মানতঃ ভাতি; অন্যথাত্বম্ ভ্রমেণ (ভাতি) ইতি অয়ম্ ন্যায়ঃ সার্ব্বলৌকিকঃ।

অনুবাদ—যে বস্তু যে রূপে বিদ্যমান, সেই বস্তুর সেই রূপ অর্থাৎ যথার্থ-রূপটি প্রমাণদ্বারাই প্রতীত হয়, আর সেই বস্তুর অন্যরূপ অর্থাৎ অযথার্থরূপ ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয়, এই যে ন্যায় বা নিয়ম, ইহা সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ।

টীকা—"যৎ"—যে বস্তু, যেমন শুক্তি প্রভৃতি, "যথা বর্ত্ততে"—যে রূপে অর্থাৎ শুক্তি আদিরূপে থাকে; "তস্য তথাত্বম্ মানতঃ ভাতি"—তাহার সেই রূপটি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ

দ্বারা প্রতীত হইয়া থাকে; "অন্যথাত্বম্ ভ্রমেণ ভাতি"—আর সেই শুক্তি আদির যে রজতাদিরূপ, তাহা ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয়; "অয়ম্ ন্যায়ঃ সার্ব্বলৌকিকঃ"—এই যে ন্যায় বা নিয়ম, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ৬৫

এইরূপ ভ্রান্তিবশতঃই বিপরীত প্রতীতি ঘটে, ইহা বুঝাইয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য সদ্বস্তু ও আকাশের বিবেক বা পৃথক্‌করণরূপ উপায় বলিতেছেন:-

(ঘ) সদ্বস্তু ও আকাশের বিপরীত প্রতীতির নিবৃত্তির উপায় বিচার।

এবং শ্রুতিবিচারাৎ প্রাগ্‌যথা যদ্বস্তু ভাসতে।
বিচারেণ বিপর্য্যেতি ততস্তচ্চিন্ত্যতাং বিয়ৎ ॥৬৬

অন্বয়—এবম্ শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্ যৎ বস্তু যথা ভাসতে (তৎ) বিচারেণ বিপর্য্যেতি, ততঃ তৎ বিয়ৎ চিন্ত্যতাম্।

অনুবাদ—এই প্রকার শ্রুত্যর্থ বিচারের পূর্ব্বে যে (ব্রহ্মরূপ) বস্তু যে (অযথার্থ) রূপেই প্রতিভাত হউক না কেন, শ্রুত্যর্থের অর্থাৎ ব্রহ্মের বিচারের পরে তাহা বিপরীত অর্থাৎ যথার্থরূপ বা ব্রহ্মরূপ ধারণ করে। সেইহেতু এক্ষণে আকাশের স্বরূপ চিন্তা কর।

টীকা—"এবম্"—(৬৩ হইতে ৬৫ শ্লোকে) বর্ণিত প্রকারে; "শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্"—শ্রুতির অর্থের (ব্রহ্মের) বিচার করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বিবেকবিহীন অবস্থায়, "যৎ বস্তু যথা ভাসতে"—যে সদ্রূপ ব্রহ্ম ভ্রান্তিবশতঃ যে আকাশাদিরূপে থাকেন, "তৎ বিচারেণ বিপর্য্যেতি"—তাহা (সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম) শ্রুতির অর্থের পর্য্যালোচনাদ্বারা বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আকাশাদিরূপ পরিত্যাগ করিয়া সদ্রূপ ব্রহ্মই হইয়া যান। "ততঃ"—সেইহেতু অর্থাৎ শ্রুতির বিচারদ্বারা ব্রহ্মরূপ বস্তু ও আকাশের যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া; "তৎ বিয়ৎ চিন্ত্যতাম্"—সেই আকাশকে বিচার কর অর্থাৎ সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝ; এস্থলে বিচার শব্দের অর্থ 'ভেদজ্ঞান করা'। ৬৬

সেই বিচারের স্বরূপ দেখাইতেছেন:—

(ঙ) সেই বিচারের স্বরূপ।

ভিন্নে বিয়ৎসতী শব্দভেদাদ্‌বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ।
বায়্বাদিষ্বনুবৃত্তং সন্ন তু ব্যোমেতি ভেদধীঃ॥ ৬৭

অন্বয়—বিয়ৎসতী ভিন্নে (ভবতঃ)—(প্রতিজ্ঞা), শব্দভেদাৎ—(হেতু); বুদ্ধেঃ চ ভেদতঃ—(অপর হেতু); বায়্বাদিষু সৎ অনুবৃত্তম্, ব্যোম তু ন ইতি ভেদধীঃ।

অনুবাদ—আকাশ পদার্থ ও সৎপদার্থ পরস্পর ভিন্ন, কেননা, আকাশ-বাচক শব্দ ও সদ্বাচক শব্দ এক নহে; আকাশ ও সদ্বস্তুর জ্ঞান বা প্রতীতিও এক নহে। বায়ু প্রভৃতি বস্তুতে সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে, কেননা, লোকে বলে 'বায়ুঃ অস্তি'—(বায়ু অস্তিত্ববান), অস্তিতাই সদ্বস্তু; আকাশ বায়ুতে

অনুস্যূত নাই, কেননা, লোকে বলে না "বায়ুঃ আকাশম্" ; ইহাই তত্ত্বভয়ের ভেদপ্রতীতি।

টীকা—"বিয়ৎসতী ভিন্নে"—আকাশ ও সদ্বস্তু পরস্পর ভিন্ন ; এইরূপে প্রতিজ্ঞার আকারে স্থাপিত অর্থের হেতু বলিতেছেন—"শব্দভেদাৎ"—যেহেতু 'আকাশ' ও 'সৎ' এই দুই শব্দ ভিন্ন পর্য্যায়ের অন্তর্গত, সেইহেতু সেই দুইটি ভিন্ন পদার্থ। একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের শ্রেণীকে 'পর্য্যায়' বলে। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ভিন্নার্থবোধক হইলে 'অপর্য্যায়' শব্দ হয়। এস্থলে অনুমানটি এইরূপ হইবে—'সৎ' ও 'আকাশ' পরস্পর ভিন্ন (প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু উভয়ের নাম অপর্য্যায় শব্দ—(হেতু) ; যথা ঘট ও পট (দৃষ্টান্ত)। উক্ত প্রতিজ্ঞাত অর্থের অপর এক হেতু দিতেছেন—"বুদ্ধেঃ চ ভেদতঃ"—আর যেহেতু উভয়ের জ্ঞানেও ভেদ রহিয়াছে ; এস্থলেও যে অনুমান রহিয়াছে তাহার আকার এইরূপ—'সৎ' ও 'আকাশ' পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু উভয়ের জ্ঞানের ভেদ রহিয়াছে—(হেতু) ; যথা ঘট ও পট—(দৃষ্টান্ত)। এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, প্রথমাধ্যায়ে (৩ হইতে ৭ শ্লোকে) জ্ঞানের যে চিরন্তন অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। (সমাধান)—এস্থলে বিরোধ নাই। কেননা, সেস্থলে জ্ঞান বলিতে চেতনরূপ জ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং এস্থলে বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে বুঝান হইতেছে। জ্ঞানের ভেদরূপ সেই হেতুটিকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"বায়্বাদিষু সৎ অনুবৃত্তম্, ন তু ব্যোম"—বায়ু প্রভৃতিতে সদ্বস্তু অনুগত রহিয়াছে কিন্তু আকাশ অনুগত নাই ; তাৎপর্য্য এই—বায়ু প্রভৃতি চারিভূতে, বায়ু সৎ, তেজ সৎ এইরূপে সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে দেখা যায় ; কেননা, 'বায়ু আকাশ', 'তেজ আকাশ', এইরূপ প্রতীতি হয় না। এইরূপ যে জ্ঞান "ইতি ভেদধীঃ"—ইহাই হইল ভেদবুদ্ধি। ৬৭

এই প্রকারে সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদ সিদ্ধ করিয়া আকাশের সত্তা, যাহা ভ্রান্তি বা অবিচারবশতঃ প্রতীত হয় এবং যাহাতে আকাশকে ধর্ম্মী (আশ্রয়) এবং সত্তাকে ধর্ম্ম (আশ্রিত) বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে উল্টাইয়া যায়। সেই বিচারই দেখাইতেছেন :—

(চ) সদ্বস্তুর ধর্ম্মিভাব এবং আকাশের ধর্ম্মভাব।

সদ্বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাদ্ধর্ম্মি ব্যোম্নস্তু ধর্ম্মতা।
ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্রূহি ব্যোম কিমাত্মকম্ ? ॥ ৬৮

অন্বয়—সদ্বস্তু অধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্ম্মি (ভবতি), ব্যোম্নঃ তু ধর্ম্মতা ; ধিয়া সতঃ পৃথক্-কারে ব্যোম কিমাত্মকম্ ব্রূহি।

অনুবাদ—যাহা যদপেক্ষা অধিক দেশে অবস্থিত, তাহা তাহার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহার আশ্রয় বলিয়া ধর্ম্মী। ব্রহ্ম বা সদ্বস্তু অধিক দেশে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন আশ্রয় বা ধর্ম্মী এবং আকাশ হইতেছে ধর্ম্ম ; এখন বুদ্ধি বা

বিচারদ্বারা সদ্বস্তুকে আকাশ হইতে ভিন্ন করিয়া ফেলিলে, আকাশের স্বরূপটি কি তাহা বল, অর্থাৎ কিছুই নহে।

টীকা—রূপ, রস প্রভৃতি গুণসমূহে অনুগত ঘটাদি দ্রব্যের দ্রব্যতার ন্যায়, আকাশ বায়ু ইত্যাদিতে সতের ধর্ম্মিত্ব বা আশ্রয়ভাব অনুগত রহিয়াছে; আবার রস, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ হইতে রূপ-গুণ যেমন ভিন্ন, সেইরূপ বায়ু প্রভৃতি হইতে আকাশের ধর্ম্মরূপতা বা আশ্রিতভাব ভিন্ন। তাৎপর্য্য এই—ব্যাপক বা 'মহৎ' বস্তু অর্থাৎ অধিক দেশে অবস্থিত বস্তু, ব্যাপ্য বা 'অল্প' বস্তুর আধার বা আশ্রয় হইয়া থাকে। এইহেতু সেই ব্যাপক বস্তুটি হয় ধর্ম্মী, এবং সেই ব্যাপ্য বস্তুটি হয় ধর্ম্ম। যেমন রূপরসাদি গুণের আশ্রয়, দ্রব্য; সেই দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্যতা রূপরসাদি গুণের এক একটির অপেক্ষা অধিক দেশে অবস্থিত অর্থাৎ ব্যাপক বলিয়া হইল ধর্ম্মী, এবং রূপরসাদি গুণ অল্পবস্তু অর্থাৎ ন্যূনদেশে অবস্থিত বস্তু, (পরস্পর এবং আপনাপন আশ্রয় দ্রব্য হইতে ব্যভিচারী অননুগত বা ভিন্ন হইয়া) ব্যাপ্য বা আশ্রিত বলিয়া হইল ধর্ম্ম। অন্ধান্ধকারে অবস্থিত রজ্জুখণ্ডে কেহ দেখিল সর্প, কেহ দেখিল জলধারা, কেহ দেখিল ভূমির ফাট, কেহ দেখিল মালা। এই সকলপ্রকার প্রতীতিতে অর্থাৎ সর্পরূপতা, ধারারূপতা, ফাটরূপতা, এবং মালারূপতায় রজ্জুর 'ইদন্তা' অর্থাৎ একটা-কিছু-রূপতা অনুস্যূত রহিয়াছে; এইহেতু রজ্জুর সেই 'ইদন্তা' অধিক দেশে অবস্থিত, ব্যাপক এবং অব্যভিচারী অর্থাৎ উক্ত সকল রূপেই অনুগত বলিয়া হইল ধর্ম্মী এবং সর্পরূপতা প্রভৃতি পরস্পর এবং আপন আশ্রয় হইতে, ভিন্ন বলিয়া এবং ব্যাপ্য বলিয়া হইল ধর্ম্ম।

(শঙ্কা) ভাল, ঘট-দ্রব্য হইতে ভিন্ন রূপগুণের যেমন বাস্তবতা সিদ্ধ, সেইরূপ 'সৎ' হইতে ভিন্ন আকাশেরও বাস্তবতা সিদ্ধ হউক। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে বলিয়া বলিতেছেন যে, (সমাধান)—সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের নিরূপণ একেবারে অসাধ্য; সেই সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের বাস্তবতা সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বলা চলিবে না। তাৎপর্য্য এই—রূপ এবং আকাশের, আপনাপন আশ্রয় হইতে অর্থাৎ যথাক্রমে ঘটদ্রব্য এবং সদ্বস্তু হইতে যে ভেদ, সেই অংশে পরস্পর সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু বাস্তবতা ও অবাস্তবতা অংশে সাদৃশ্য নাই; এইহেতু ঘটাশ্রিত রূপের ন্যায় সদ্বস্তুর আশ্রিত আকাশের বাস্তবতা নাই। এই কথাই বলিতেছেন: "ধিয়া সতঃ পৃথক্‌কারে ব্যোম কিমাত্মকম্ ব্রূহি"—বুদ্ধি বা বিচারদ্বারা সদ্বস্তুকে ইত্যাদি (অনুবাদে দ্রষ্টব্য)। ৬৮

(শঙ্কা) 'সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া আকাশের নিরূপণ অসাধ্য, এরূপ বলা চলে না' এই বলিয়া বাদী যদি আশঙ্কা করেন, সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন (সমাধান):—

(ছ) সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের অসদ্রূপতা।

অবকাশাত্মকং তচ্চেদসত্তদিতি চিন্ত্যতাম্।
ভিন্নং সতোঽসচ্চ নেতি বক্ষি চেদ্ব্যাহতিস্তব ॥ ৬৯

অন্বয়—'তৎ অবকাশাত্মকম্ চেৎ'—(তৎ) অসৎ ইতি চিন্ত্যতাম্। সতঃ ভিন্নম্ অসৎ চ ন ইতি বক্ষি চেৎ, তব ব্যাহতিঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—(সিদ্ধান্তী বাদীকে বলিতেছেন) যদি বল, সৎ হইতে ভিন্ন হইলে আকাশ অবকাশরূপই হইবে, তবে বলি, সৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া সেই আকাশকে অসৎ বলিয়াই বুঝিতে হইবে, কেননা, যাহা সৎ নহে তাহাকে আবার 'অসৎ নহে' বলিলে তোমার পক্ষে 'ব্যাঘাত'-দোষ হইবে।

টীকা—"তৎ অবকাশাত্মকম্ চেৎ"—(যদি বাদী বলে) সৎ হইতে ভিন্ন হইলে আকাশ অবকাশরূপই থাকিবে (যেমন কোনও বস্তুকে উঠাইয়া লইলে তাহার স্থানে আকাশই থাকিয়া যায়, সেইরূপ), আকাশকে উঠাইয়া লইলে আকাশই থাকিবে—বাদীর এই আপত্তির পরিহার করিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন:—তাহা হইলে সেই আকাশ সৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া অসৎই হইবে, "তৎ অসৎ ইতি চিন্ত্যতাম্"—সেই অবকাশকে অসৎ বলিয়াই বুঝ। 'সৎ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন আকাশ, অসৎ নহে',—বাদী এইরূপ বলিলে যে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—"সতঃ ভিন্নম্, অসৎ চ ন ইতি বক্ষি চেৎ, তব ব্যাহতিঃ (স্যাৎ)"—'সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নহে, যদি এইরূপ বল তাহা হইলে তোমার 'ব্যাঘাত'-দোষ হয়। ৬৯

(**শঙ্কা**) ভাল, আকাশ যদি অসৎই হইল, তাহা হইলে ত' তাহার প্রতীতি হওয়া উচিত নহে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, আকাশ তুচ্ছ অর্থাৎ প্রতীতির অযোগ্য শশকশৃঙ্গ প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নস্বভাব—অনির্ব্বচনীয় বলিয়া আকাশের প্রতীতিতে কোনও বিরোধ নাই।

(জ) অসদ্রূপ আকাশের প্রতীতিতে বিরোধ নাই।

ভাতীতি চেদ্ভাতু নাম ভূষণং মায়িকস্য তৎ।
যদসদ্ভাসমানং তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥ ৭০

অন্বয়—ভাতি ইতি চেৎ, ভাতু নাম; তৎ মায়িকস্য ভূষণম্। যৎ অসৎ ভাসমানম্ তৎ মিথ্যা, স্বপ্নগজাদিবৎ।

অনুবাদ—যদি বল, যে-আকাশকে অসৎ বলা হইল, তাহার প্রতীতি বা উপলব্ধি হয় কেন? তবে বলি, উপলব্ধি হয়, হউক; সেই উপলব্ধি মায়াকার্য্যের ভূষণস্বরূপ, অর্থাৎ তাহার উপযুক্তই বটে, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি।

টীকা—"ভাতি ইতি চেৎ ভাতু নাম"—যদি বল, তাহা যে প্রতীত হয়, তদুত্তরে বলি, 'হউক না কেন', "তৎ মায়িকস্য ভূষণম্"—তাহাই ত' হইল মায়ার কার্য্যের শোভা-সম্পাদক বা "তারিফ"। আকাশের প্রতীতিতে বিরোধাভাব দেখাইবার জন্য মিথ্যাবস্তুর লক্ষণ দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন:—"যৎ অসৎ (অথ চ) ভাসমানম্ তৎ মিথ্যা, স্বপ্নগজাদিবৎ"

—যাহা অসৎ অথচ প্রতীত হয়, তাহা মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গজ প্রভৃতি। যে বস্তু স্বরূপতঃ অবিদ্যমান অথচ প্রতীত বা উপলব্ধ হয়, তাহাই ত' মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি। ইহাই অর্থ। ৭০

ভাল, অব্যভিচারিভাবে একসঙ্গে প্রতীয়মান দুই বস্তুর ভেদ ত' দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

(খ) অব্যভিচারিভাবে একসঙ্গে প্রতীয়মান সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদপ্রদর্শন —দৃষ্টান্ত সহিত।

জাতিব্যক্তী দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথা পৃথক্।
বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কোঽত্র বিস্ময়ঃ ॥৭১

অন্বয়—যথা জাতিব্যক্তী, দেহিদেহৌ, গুণদ্রব্যে পৃথক্, তথা এব বিয়ৎসতোঃ পার্থক্যম্ অস্তু, অত্র কঃ বিস্ময়ঃ?

অনুবাদ—জাতি ও ব্যক্তি, দেহী (জীব) ও দেহ, গুণ ও দ্রব্য ইহারা যে প্রকার পরস্পর পৃথক্, ঠিক সেইরূপেই আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? কিছুই নাই।

টীকা—অনেক (একাধিক) ধর্ম্মীতে অনুগত ধর্ম্মের নাম জাতি এবং জাতির আশ্রয়ের নাম ব্যক্তি। এইরূপে জাতি এবং ব্যক্তি যথাক্রমে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী বলিয়া পরস্পর ভিন্ন। দেহী বা আত্মা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-স্বরূপ এবং দেহ মিথ্যা-জড়-পরিচ্ছিন্নস্বরূপ; এইরূপে দেহী ও দেহ পরস্পর ভিন্ন। গুণ ও দ্রব্য গুণভাব ও গুণিভাবদ্বারা পরস্পর ভিন্ন। বেদান্তের সিদ্ধান্তে বাস্তব ভেদ নাই, কেননা, কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন সত্তা নাই। সেই অধিষ্ঠান সকল বস্তুতেই একমাত্র ব্রহ্ম; সুতরাং অভেদই বাস্তব। তথাপি ব্যবহারনির্ব্বাহের জন্য কল্পিত ভেদ মানা হইয়া থাকে। যদ্যপি, 'কল্পিত বস্তুর সত্তা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে'—এই নিয়মানুসারে অধিষ্ঠান সদ্বস্তু হইতে কল্পিত আকাশের ভেদ সম্ভব হয় না, তথাপি যেমন গাছের গুঁড়িতে মানুষ বলিয়া ভ্রম হইলে, সেইস্থলে মানুষের মিথ্যাত্বনিশ্চয় বা বাধ করিলেই মানুষ ও গুঁড়ি অভিন্ন বুঝা যায় এবং সেইরূপ মিথ্যাত্বনিশ্চয় করিয়া ভ্রান্তিদূর না করিলে বুঝা যায় না, কেননা, সেই অভেদ ভ্রান্তিবশতঃই কল্পিত। সেইরূপ আকাশের বাধ করিলেই সদ্বস্তুর সহিত অভেদ বুঝা যায়; সেইরূপ বাধ করিয়া ভ্রান্তিদূর না করিলে, অভেদ বুঝা যায় না; কেননা, সেই অভেদ ভ্রান্তিবশতঃই কল্পিত। যেহেতু বিচার না করিলে আকাশের বাধ হয় না, সেইহেতু সদ্বস্তু ও আকাশের মধ্যে ভেদের কল্পনামাত্র করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আকাশ যখন নাই, তখন আবার সদ্বস্তু হইতে তাহার ভেদ কি? কোন কারণেই ভেদ হইতে পারে না। ভ্রমাপনয়নরূপ ব্যবহারনির্ব্বাহার্থই ভেদের কল্পনা। ৭১

'আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ যদ্যপি বিচারে পাওয়া যাইতেছে, তথাপি অনুভবদ্বারা নিশ্চয় হয় না'—বাদীর এই আশঙ্কার কথা বলিতেছেন ঃ—

(এ) পূর্ব্বগত ছয়টি শ্লোকে বর্ণিত ভেদের নিশ্চয় করিবার জন্য সিদ্ধান্তীর বিকল্পপূর্ব্বক উত্তর।

বুদ্ধোঽপি ভেদো নো চিত্তে নিরূঢ়িং যাতি চেত্তদা।
অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্বা রূঢ্যভাবোঽস্য তে বদ ॥৭২

অন্বয়—ভেদঃ বুদ্ধঃ অপি চিত্তে নিরূঢ়িম্ নো যাতি (ইতি) চেৎ, তদা বদ তে অস্য রূঢ্যভাবঃ অনৈকাগ্র্যাৎ (হেতোঃ) বা সংশয়াৎ?

অনুবাদ—যদি বল 'সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদ বিচারে পাওয়া গেলেও অনুভবে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে ধরিতেছে না', তবে জিজ্ঞাসা করি—মনে না ধরার কারণটি কি একাগ্রতার অভাব, অথবা সংশয়?

টীকা—বাদীর আপত্তির পরিহারের জন্য, সেই নিশ্চয়াভাবের অর্থাৎ মনে না লাগার কারণ সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিকল্প করিয়া; সেই বিকল্পটি বলিতেছেন—একাগ্রতার অভাব, অথবা সংশয়? ৭২

এক্ষণে বিকল্পদ্বয়ের অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবের এবং সংশয়ের প্রতীকার বলিতেছেন :—

অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্যেঽন্যস্মিন্ বিবেচনম্।
কুরু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ ॥ ৭৩

অন্বয়—আদ্যে ধ্যানাৎ অপ্রমত্তঃ ভব, অন্যস্মিন্ প্রমাণযুক্তিভ্যাম্ বিবেচনম কুরু; ততঃ রূঢ়তমঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—যদি প্রথমটিই অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবই কারণ হয়, তবে অবধানযুক্ত হও; আর যদি অপরটিই অর্থাৎ সংশয়ই কারণ হয়, তবে প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে বিচার কর ও তাহা হইলে সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদ দৃঢ়ভাবে মনে ধরিবে।

টীকা—"আদ্যে"—প্রথম বিকল্পে অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবে, "ধ্যানাৎ"—পতঞ্জলি যে ধ্যানের লক্ষণ করিয়াছেন—("যোগমণিপ্রভা"—৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রত্যয়ের বা চিত্তবৃত্তির একতানতাকে ধ্যান বলে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একই বস্তুর (এস্থলে অস্তি-ভাতি-প্রিয়ের) আকার ধরিয়া প্রবাহ চলিতে থাকিলে, তাহাকে ধ্যান বলে,—সেই ধ্যানকে আশ্রয় করিয়া, "অপ্রমত্তঃ ভব"—সাবধানমনা বা একাগ্রচিত্ত হইয়া থাক। দ্বিতীয় বিকল্পে, পরিহারের উপায় অর্থাৎ সংশয়ের প্রতীকার বলিতেছেন :—"বিবেচনম্ কুরু"—বিচার কর। তাহা হইলে কি হইবে? এইহেতু বলিতেছেন : —"ততঃ রূঢ়তমঃ ভবেৎ"—তাহা হইলে সেই ভেদ দৃঢ়তম হইয়া অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে, মনে বসিবে। ৭৩

তাহা হইলেও বা কি হইবে? এইহেতু বলিতেছেন :—

ধ্যানাম্নানাদ্ যুক্তিতোঽপি রূঢ়ে ভেদে বিয়ৎসতোঃ।
ন কদাচিদ্ বিয়ৎ সত্যং সদ্বস্তু ছিদ্রবন্ন চ ॥ ৭৪

অন্বয়—ধ্যানাৎ মানাৎ যুক্তিতঃ বিয়ৎসতোঃ ভেদে রূঢ়ে (সতি) বিয়ৎ কদাচিৎ সত্যম্ ন (ভাসতে), সদ্বস্তু অপি (কদাচিৎ) ছিদ্রবৎ ন চ (ভাসতে)।

অনুবাদ—ধ্যানাভ্যাস করিলে, এবং শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহকারে বিচার করিলে, যখন আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ দৃঢ়ভাবে মনে ধরিবে, তখন আকাশকে আর সত্যবস্তু বলিয়া মনে হইবে না, বা সদ্বস্তুকে আকাশধর্ম্মক বা অবকাশ-যুক্ত বলিয়া মনে হইবে না।

টীকা—"ধ্যানাৎ"—যে ধ্যানের লক্ষণ ৭৩ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় উক্ত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে, "মানাৎ"—অনুমানের সাহায্যে, সেই অনুমান পূর্ব্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে এইরূপে :—আকাশ ও সদ্বস্তু এই দুইটি পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা); কেননা, তদুভয়ের বাচক শব্দ ভিন্নপর্য্যায়ের অন্তর্গত, এবং তদুভয়ের প্রতীতিও এক নহে—(হেতু)। অথবা "মানাৎ"—শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে; "যুক্তিতঃ"—৬৮ হইতে ৬টি শ্লোকে উক্ত যুক্তির সাহায্যে—অর্থাৎ সদ্বস্তু বা ব্রহ্ম অধিক দেশে অবস্থিত বলিয়া ধর্ম্মী ইত্যাদি রূপে। এইরূপে ধ্যান (নিদিধ্যাসন) প্রভৃতি তিনটি উপায়ে আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ মনে দৃঢ়ভাবে স্থিতিলাভ করিলে, আকাশ কখনই সত্য (বলিয়া প্রতীত) হয় না কিন্তু মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হয় এবং সদ্বস্তুও অবকাশযুক্ত বলিয়া, "ন ভাসতে"—প্রতীত হয় না; এইরূপে "ভাসতে" এই প্রকাশার্থক ক্রিয়া উহ্য করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৭৪

(ট) আকাশ ও সদ্বস্তুর পার্থক্যবিচারের ফল।

জ্ঞস্য ভাতি সদা ব্যোম নিস্তত্ত্বোল্লেখপূর্ব্বকম্।
সদ্বস্ত্বপি বিভাত্যস্য নিশ্ছিদ্রত্বপুরঃসরম্॥ ৭৫

অন্বয়—জ্ঞস্য ব্যোম সদা নিস্তত্ত্বোল্লেখপূর্ব্বকম্ ভাতি; সদ্বস্তু অপি অস্য নিশ্ছিদ্রত্ব-পুরঃসরম্ বিভাতি।

অনুবাদ ও টীকা—বিচারশীল ব্যক্তির নিকট, আকাশ আপনার মিথ্যাত্ব জানাইয়া প্রতিভাত হয়, এবং সদ্বস্তুও সর্ব্বদা আপনার আকাশধর্ম্মশূন্যতা জানাইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৭৫

আকাশের মিথ্যাত্ব এবং সদ্বস্তুর বস্তুতা বা সত্যত্ব নিরন্তর চিন্তা করিয়া সাধকের কি প্রকার অনুভব হয় তাহাই বলিতেছেন :—

বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্।
সন্মাত্রাবোধযুক্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে বুধঃ॥ ৭৬

অন্বয়—বুধঃ বাসনায়াম্ বিবৃদ্ধায়াম্ বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্ সন্মাত্রাবোধযুক্তম্ চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে।

অনুবাদ—আকাশের অসত্যতা এবং সদ্বস্তুর সত্যতা বারম্বার ধ্যান করিয়া যে সংস্কার জন্মে (এবং যে সংস্কার পরে স্মৃতির কারণ হয়) সেই

সংস্কার যখন দৃঢ়তালাভ করে, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ, আকাশের সত্যত্ববাদী এবং সেই 'কেবল' সদ্বস্তুবিষয়ে জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হন।

টীকা—"বুধঃ"—যিনি আকাশ ও সদ্বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানেন; "বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্" আকাশকে সত্য বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহাকে; "সন্মাত্রাবোধযুক্তম্"—সেই সদ্বস্তু আকাশধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত একমাত্র সত্য, এই তথ্য যাঁহার অজ্ঞাত, তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হন—(কি প্রকারে ইহার বিশ্বাস অটুট রহিয়াছে?) ইহাই তাৎপর্য্য। ৭৬

৩। সদ্বস্তু হইতে বায়ুর বিবেক।

আকাশাদি বিষয়ে যে সকল ন্যায় বা নিয়ম কথিত হইল, আকাশভিন্ন অন্য ভূতচতুষ্টয়ে—বায়ু প্রভৃতিতে তাহারই অতিদেশ করিতেছেন:—

(ক) পূর্ব্বগত সতেরটি শ্লোকে আকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বায়ু প্রভৃতিতে তাহার অতিদেশ।

এবমাকাশমিথ্যাত্বে সৎসত্যত্বে চ বাসিতে।
ন্যায়েনানেন বায়্বাদেঃ সদ্বস্তু প্রবিবিচ্যতাম্॥ ৭৭

অন্বয়—আকাশমিথ্যাত্বে সৎসত্যত্বে চ এবম্ বাসিতে (সতি), অনেন ন্যায়েন বায়্বাদেঃ (সকাশাৎ) সদ্বস্তু প্রবিবিচ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে আকাশের মিথ্যাত্বের সংস্কার এবং সদ্বস্তুর সত্যত্বের সংস্কার চিত্তে দৃঢ়ভাবে সমারূঢ় হইলে, সেই প্রণালীতেই অর্থাৎ ধ্যান, প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে, বায়ু প্রভৃতি অন্য চারিভূত হইতে সদ্বস্তুর বিবেচন করিতে হইবে—সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া ধারণা করিতে হইবে। ৭৭

(শঙ্কা) ভাল, বায়ু হইল আকাশের কার্য্য; সদ্বস্তু বায়ুর কারণ নহে, সুতরাং সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর অভেদপ্রতীতি অসম্ভব। এইহেতু বায়ু হইতে সদ্বস্তুর বিবেচন বা পৃথক্করণ নিষ্প্রয়োজন। (সমাধান) সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে কিন্তু আকাশদ্বারা পরম্পরাক্রমে সম্বন্ধ রহিয়াছে—এই কথাই বলিতেছেন:—

(খ) সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর পরম্পরাক্রমে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ।

সদ্বস্তুন্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।
বিয়ত্তত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ॥ ৭৮

অন্বয়—সদ্বস্তুনি একদেশস্থা মায়া, তত্র একদেশগম্ বিয়ৎ; তত্র অপি একদেশগতঃ বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ।

অনুবাদ—মায়া সদ্বস্তুর একাংশে অবস্থিত; আকাশ আবার সেই মায়ার একদেশে অবস্থিত; বায়ু আবার সেই আকাশের একাংশে কল্পিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে 'আকাশের একাংশে'র অর্থ বুঝিতে হইবে—আকাশদ্বারা উপহিত চৈতন্যে বা চৈতন্যের একাংশে, কেননা, আকাশ নিজেই মায়ার দ্বারা উপহিত চৈতন্যে কল্পিত এবং এক কল্পিত বস্তুর পক্ষে অন্য কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হওয়া অসম্ভব; সেইহেতু

এস্থলে এবং অন্যত্র এইরূপই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উপহিত চৈতন্যকেই অধিষ্ঠান বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৭৮

এইরূপে বায়ুর ও সদ্বস্তুর সম্বন্ধ দেখাইয়া সেই সদ্বস্তু ও বায়ুর ধর্ম্মগত ভেদের পরিজ্ঞানজন্য বায়ুতে প্রতীত ধর্ম্মসকল বলিতেছেন ঃ—

(গ) বায়ুর নিজ ধর্ম্ম চারিটি মাত্র এবং কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি, মোট সাতটি।

শোষস্পর্শৌ গতির্ব্বেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ।
ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সন্মায়াব্যোম্নাং যে তেঽপি বায়ুগাঃ ॥৭৯

অন্বয়—শোষস্পর্শৌ গতিঃ বেগঃ ইমে বায়ুধর্ম্মাঃ মতাঃ। সন্মায়াব্যোম্নাম্ যে ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ তে অপি বায়ুগাঃ।

অনুবাদ—শোষণ, স্পর্শ, গতি ও বেগ এই চারিটি বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর সদ্বস্তু, মায়া এবং আকাশ ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি করিয়া তিনটি গুণ বায়ুতে আছে অর্থাৎ সদ্বস্তুর সত্তা, মায়ার মিথ্যাত্ব এবং আকাশের শব্দগুণ বায়ুতে বিদ্যমান।

টীকা—বায়ুর নিজ স্বভাবগত চারিটি ধর্ম্ম—শোষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। এইরূপে বায়ুর নিজস্ব চারিটি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বায়ুর কারণ আকাশাদি হইতে প্রাপ্ত তিনটি ধর্ম্ম বলিতেছেন ঃ "সন্মায়াব্যোম্নাম্ যে ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ"—সদ্বস্তু, মায়া এবং আকাশ যথাক্রমে ইহাদিগের যে বিশেষ বিশেষ তিনটি গুণ, "তে অপি বায়ুগাঃ"—তাহারাও বায়ুতে বিদ্যমান। ৭৯

সেই ধর্ম্মগুলি কি কি? এইহেতু বলিতেছেন ঃ—

বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্‌কৃতে।
নিস্তত্ত্বরূপতা মায়াস্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ ॥ ৮০

অন্বয়—বায়ুঃ "অস্তি" ইতি সদ্ভাবঃ, সতঃ বায়ৌ পৃথক্‌কৃতে নিস্তত্ত্বরূপতা মায়াস্বভাবঃ, ধ্বনিঃ ব্যোমগঃ।

অনুবাদ—'বায়ু আছে' এই যে বায়ুর অস্তিত্ব, তাহা সদ্বস্তুর স্বভাব এবং সদ্বস্তু হইতে বায়ুকে পৃথক্ করিলে, বায়ুর যে মিথ্যারূপতা, তাহা মায়ার স্বভাব; আর বায়ুতে যে ধ্বনি বা শব্দগুণ উপলব্ধ হয়, তাহা বায়ুর (উৎপত্তির কারণ বা প্রকৃতিরূপ) আকাশের স্বভাব।

টীকা—"বায়ুঃ অস্তি ইতি সদ্ভাবঃ"—'বায়ু আছে' এইরূপ ব্যবহারের বা অনুভবপূর্ব্বক (লোকপ্রসিদ্ধ) কথনের হেতু যে সদ্রূপতা, তাহা বায়ুতে সদ্বস্তুর একটি ধর্ম্ম; আর বায়ুকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে, বায়ুর যে মিথ্যারূপতা দ্বিতীয় ধর্ম্ম, তাহা মায়া হইতে প্রাপ্ত; আর বায়ুতে যে 'বীসী' এইরূপ শব্দ (৩য় শ্লোক বর্ণিত) বায়ুর তৃতীয় ধর্ম্ম, তাহা আকাশ হইতে প্রাপ্ত। ৮০

শঙ্কা—(ভাল) আকাশের বিচারকালে (অর্থাৎ ৬৭ শ্লোকে) বলা হইয়াছে বায়ু প্রভৃতিতে সদ্বস্তু অনুবৃত্ত রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ বায়ুতে অনুবৃত্ত (অনুস্যূত) নাই; ইহার দ্বারাই সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদ বুঝা যায়—এইরূপে উক্ত শ্লোকে বায়ুপ্রভৃতিতে আকাশের অনুবৃত্তি নিবারণ করা হইয়াছে। এস্থলে (৮০ সংখ্যক শ্লোকে) বলা হইল, আকাশের ধর্ম্ম শব্দ বায়ুতে অনুস্যূত রহিয়াছে। এই প্রকারে বায়ুতে আকাশের অনুবৃত্তি কথিত হইল; সুতরাং পূর্ব্বাপরবিরোধ হইল। এই শঙ্কাই কথিত হইতেছে :—

(ঘ) ৬৭ শ্লোকার্থের সহিত ৮০ শ্লোকার্থের বিরোধ-শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

সতোঽনুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ব্যোম্নো নেতি পুরেরিতম্।
ব্যোমানুবৃত্তিরধুনা কথং ন ব্যাহতং বচঃ ? ॥ ৮১

অন্বয়—সতঃ অনুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ; ব্যোম্নঃ ন ইতি পুরা ঈরিতম্। অধুনা ব্যোমানুবৃত্তিঃ (উচ্যতে)। বচঃ কথম্ ন ব্যাহতম্ ?

অনুবাদ—পূর্ব্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু প্রভৃতি সকল (কার্য্য-) বস্তুতে সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ অনুস্যূত নাই। আবার এখানে বলা হইল, বায়ু প্রভৃতিতে (শব্দ-গুণদ্বারা) আকাশের অনুবৃত্তি রহিয়াছে ; ইহাতে আপনার বচন ব্যাঘাতদোষযুক্ত কেন হইবে না ?

টীকা—অন্বয় করিবার সময়, "অধুনা ব্যোমানুবৃত্তিঃ 'উচ্যতে' " ; এই প্রকারে 'উচ্যতে' শব্দ বাহির হইতে আনিতে হইবে। ৮১

(সমাধান)—পূর্ব্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে, আকাশের অবকাশরূপ স্বরূপের অনুবৃত্তি নিবারিত আর এক্ষণে ৮০ সংখ্যক শ্লোকে আকাশের শব্দরূপ ধর্ম্মের অনুবৃত্তি কথিত হইতেছে ; অবকাশরূপ স্বরূপের অনুবৃত্তি কথিত হয় নাই। ইহাতে পূর্ব্বোক্তবিরোধ না থাকাতে, পূর্ব্বোক্ত বচনে ব্যাঘাতদোষ নাই, এই কথাই বলা হইতেছে :-

ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি পূর্ব্বোক্তিরধুনা ত্বিয়ম্।
শব্দানুবৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ? ॥ ৮২

অন্বয়—'ছিদ্রানুবৃত্তিঃ ন ইতি' ইতি পূর্ব্বোক্তিঃ, অধুনা তু ইয়ম্ শব্দানুবৃত্তিঃ এব উক্তা, বচসঃ কুতঃ ব্যাহতিঃ (স্যাৎ) ?

অনুবাদ ও টীকা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বায়ুতে আকাশের অবকাশরূপ স্বরূপ অনুস্যূত নাই ; আর এক্ষণে বলা হইল আকাশের শব্দগুণ (মাত্র) বায়ুতে অনুস্যূত রহিয়াছে। ইহাতে বচনে ব্যাঘাতদোষ কি প্রকারে আসিবে ? (কোনও প্রকারে নহে)। ৮২

(শঙ্কা)—ভাল, বায়ুকে যখন সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মিথ্যা এবং মায়াময় বলা হইতেছে, তখন অব্যক্তস্বরূপ মায়া হইতে বিলক্ষণ বলিয়া, (ব্যক্তস্বরূপ) বায়ুকে অমায়াময় অর্থাৎ অমিথ্যারূপ কেন বলা যাইবে না ? সিদ্ধান্ত বিষয়ে এই আশঙ্কারই উত্থাপন করিতেছেন :—

বায়ু মায়ার কার্য্য হইতে পারে না বলিয়া শঙ্কা উঠাইয়া তাহার সমাধান।

ননু সদ্বস্তুপার্থক্যাদসত্ত্বং চেত্তদা কথম্।
অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময়তাপি নো ॥ ? ৮৩

অন্বয় নন্ সদ্বস্তুপার্থক্যাৎ অসত্ত্বম্ চেৎ, তদা অব্যক্তমায়াবৈষম্যাৎ অমায়াময়তা অপি কথম্ নো (স্যাৎ)?

অনুবাদ—ভাল, সদ্বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বায়ুকে যখন অসত্যস্বরূপ বা মায়িক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তখন শক্তিরূপ অব্যক্ত-স্বরূপা মায়া হইতে পৃথক্ বলিয়া (ব্যক্তস্বরূপ) বায়ুকে অমায়াময় বা অমিথ্যাস্বরূপ কেন বলা হইবে না? ৮৩

(উক্ত শঙ্কার সমাধান)—অব্যক্ততাই যে মায়াময়তার কারণ এরূপ নহে, অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেই যে মায়াময় হইবে এরূপ নিয়ম নাই কিন্তু নিস্তত্ত্বরূপতা অর্থাৎ সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন বাস্তবস্বরূপ না থাকাই মায়াময়তার কারণ। সেই নিস্তত্ত্বরূপতা যেমন মায়ায় বিদ্যমান, সেইরূপ বায়ুপ্রভৃতিতেও বিদ্যমান। এইহেতু বায়ুর মায়াময়ত্বের হানি হইবে না। এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত (৮৩ শ্লোকোক্ত) শঙ্কার পরিহার করিতেছেন:—

নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা।
সা শক্তিকার্য্যয়োস্তুল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ ॥ ৮৪

অন্বয় অত্র নিস্তত্ত্বরূপতা এব মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা, সা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ শক্তি-কার্য্যয়োঃ তুল্যা (ভবতি)।

অনুবাদ—শক্তি ও কার্য্যের ভেদ কেবল অব্যক্ততা ও ব্যক্ততা লইয়া, অর্থাৎ শক্তি অব্যক্ত এবং কার্য্য ব্যক্ত। এই অব্যক্ততা মায়াময়ত্বের হেতু নহে অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেই মায়াময় হইবে, এইরূপ নিশ্চয় নাই। সেই মিথ্যাস্বরূপতাই অর্থাৎ সৎ হইতে ভিন্ন স্বরূপ না থাকাই, মায়াময়তার হেতু। মিথ্যাস্বরূপতা, মায়াশক্তি এবং সেই শক্তির কার্য্যরূপ বায়ু প্রভৃতিতে তুল্যরূপে বিদ্যমান।

টীকা—অব্যক্ততা মায়াময়তার কারণ নহে, কিন্তু "অত্র নিস্তত্ত্বরূপতা এব মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা"—এস্থলে 'নিস্তত্ত্বরূপতা' অর্থাৎ সৎ হইতে ভিন্ন বাস্তব স্বরূপ না থাকাই মায়াময়তার কারণ। সেই নিস্তত্ত্বরূপতা যেমন মায়াতে বিদ্যমান, সেইরূপ (মায়ার কার্য্য) বায়ু প্রভৃতিতেও বিদ্যমান, অর্থাৎ বায়ু প্রকৃতপক্ষে আকাশের কার্য্য হইলেও, আকাশ মায়ার কার্য্য বলিয়া, পরম্পরাক্রমে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে মায়ার কার্য্যরূপ যে বায়ু, তাহাতেও বিদ্যমান। এইহেতু বায়ুপ্রভৃতির মায়াময়তার ব্যাঘাত হয় না। এইরূপে উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিলেন। ৮৪

(শঙ্কা)—ভাল, শক্তি এবং শক্তির কার্য্য যখন উভয়েই তুল্যরূপে নিস্তত্ত্বস্বরূপ, তখন ব্যক্তাব্যক্তরূপ ভেদ কি কারণে ঘটে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান

করিতেছেন—যে ব্যক্তাব্যক্ততার বিচার বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অনুপযোগী; এইরূপে উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

সদসত্ত্ববিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ স চিন্ত্যতাম্।
অসতোঽবান্তরো ভেদ আস্তাং তচ্চিন্তয়াত্র কিম্? ॥৮৫

অন্বয়—সদসত্ত্ববিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ সঃ চিন্ত্যতাম্। অসতঃ অবান্তরঃ ভেদঃ আস্তাম্। তচ্চিন্তয়া অত্র কিম্?

অনুবাদ—এস্থলে কোন্ বস্তু সৎ এবং কোন্ বস্তু অসৎ—এই প্রশ্নেরই মীমাংসা হইতেছে; সুতরাং এই প্রস্তাবে তদুভয়েরই বিবেচনা আবশ্যক। 'অসৎ বস্তুর অবান্তর ভেদ কত প্রকার?'—সে প্রশ্ন এখন থাকুক; এস্থলে সেই বিচারের প্রয়োজন কি?

টীকা—অসৎ বস্তুর অর্থাৎ মায়া এবং মায়ার কার্য্য যে বায়ুপ্রভৃতি তাহাদের অবান্তর ভেদ অর্থাৎ ব্যক্ততা বা ইন্দ্রিয়াদিগোচরতা এবং অব্যক্ততা বা ইন্দ্রিয়াদির অগোচরতারূপ যে ভেদ, তাহার বিচার এস্থলে থাকুক। ("ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ" নামক ১৩শ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে তাহার বিচার হইবে)। ৮৫

বিচারের ফলে কি দাড়াইল তাহাই বলিতেছেন :—

(চ) ফলিত অর্থ।

সদ্বস্তু ব্রহ্ম শিষ্টোঽংশো বায়ুর্মিথ্যা যথা বিয়ৎ।
বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥ ৮৬

অন্বয়—সদ্বস্তু ব্রহ্ম, শিষ্টঃ অংশঃ বায়ুঃ মিথ্যা, যথা বিয়ৎ, বায়োঃ মিথ্যাত্বম্ চিরম্ বাসয়িত্বা মরুতম্ ত্যজেৎ।

অনুবাদ—বায়ুর সৎস্বরূপ অংশ হইতেছে ব্রহ্ম; আর অবশিষ্ট অংশরূপ বায়ু হইতেছে মিথ্যা; যেমন আকাশ মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ অর্থাৎ অনুরূপ যুক্তির দ্বারা, বায়ুর মিথ্যাত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া মনে বসাইয়া, মনকে বায়ুমিথ্যাত্বসংস্কারাপন্ন করিয়া বায়ুতে সত্যত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে।

টীকা—"সদ্বস্তু ব্রহ্ম"—বায়ুতে যে সদংশ রহিয়াছে, তাহাই ব্রহ্মের রূপ; "শিষ্টঃ অংশ"—বায়ুর অবশিষ্ট নিস্তত্ত্বতা, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি অংশ বায়ুর স্বরূপ; আর সেই বায়ু নিস্তত্ত্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে তাহার ভিন্ন সত্তা না থাকাতে তাহা আকাশের ন্যায় মিথ্যা। "বায়োঃ মিথ্যাত্বম্ চিরম্ বাসয়িত্বা"—এইরূপে সাধক বায়ুর মিথ্যারূপতা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া, মনকে বায়ুমিথ্যাত্বের দৃঢ়সংস্কারাপন্ন করাইয়া, "মরুতম্ ত্যজেৎ"—বায়ুকে সত্য বলিয়া যে বুদ্ধি আছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। ৮৬

৪। সদ্বস্তু ও অগ্নির পার্থক্যনিরূপণ।

ক) বায়ু সম্বন্ধে পূর্ব্বগত দশটি শ্লোকোক্ত বিচারের অগ্নিতে অতিদেশ।

চিন্তয়েদ্বহ্নিমপ্যেবং মরুতো ন্যূনবর্ত্তিনম্।
ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্বেষা ন্যূনাধিকবিচারণা ॥ ৮৭

অন্বয়—এবম্ মরুতঃ ন্যূনবর্ত্তিনম্ বহ্নিম্ অপি চিন্তয়েৎ। ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু ন্যূনাধিক-বিচারণা এষা।

অনুবাদ—যে প্রকারে বায়ুর বিচার করা গেল, সেই প্রকারে বায়ু হইতে এক-দশমাংশ পরিমিত দেশে অবস্থিত অগ্নির বিচার করিবে। ব্রহ্মাণ্ডের আবরণসমূহে পঞ্চভূতের ন্যূনতা ও আধিক্যের বিচার বর্ণিত হইতেছে।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, সদ্বস্তুর একাংশে মায়া অবস্থিত; আবার মায়ার একাংশে আকাশ অবস্থিত; আবার তাহার একাংশে বায়ু প্রকল্পিত; এইরূপে ৭৮ শ্লোকে যে আকাশাদির ন্যূনাধিকভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ত' লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থসমূহে কোথাও অনুভূত হয় না; এইহেতু বলিতেছেন :—'ব্রহ্মাণ্ডের উপর্য্যুপরি আবরণসমূহে বিদ্যমান পঞ্চভূতের ন্যূনাধিকভাব বিচার করিতেছেন'। ৮৭

অগ্নি বায়ু হইতে কত অংশে কম? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) অগ্নি বায়ুর একদশমাংশমাত্র, তাহার প্রমাণ সহিত বর্ণন।

বায়োর্দশাংশতো ন্যূনো বহ্নির্ব্বায়ৌ প্রকল্পিতঃ।
পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈর্ভূতপঞ্চকে ॥ ৮৮

অন্বয়—বায়োঃ দশাংশতঃ বহ্নিঃ ন্যূনঃ, বায়ৌ প্রকল্পিতঃ। ভূতপঞ্চকে দশাংশৈঃ তারতম্যম্ পুরাণোক্তম্।

অনুবাদ—অগ্নি বায়ু হইতে এত কম যে বায়ুর এক-দশমাংশমাত্র এবং সেই অগ্নি বায়ুতে (বায়ুর এক দেশে অর্থাৎ বায়ুপহিত চৈতন্যে) কল্পিত। এই প্রকারে পঞ্চভূতের দশম দশম অংশের দ্বারা তারতম্য পুরাণে বর্ণিত আছে।

টীকা—সেই অগ্নিকে সত্য বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহারই নিবারণ করিতেছেন, 'অগ্নি বায়ুতে কল্পিত' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ভাল, পঞ্চভূতের এই যে ন্যূনাধিক-ভাব বা তারতম্য, ইহা ত' গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত হইতে পারে। এইহেতু বলিতেছেন—'ইহা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে'। ৮৮

বহ্নির স্বরূপ বলিতেছেন :—

(গ) বহ্নির স্বরূপবর্ণন এবং সেই স্বরূপে নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মসমূহের উল্লেখ।

বহ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশাত্মা, পূর্ব্বানুগতিরত্র চ।
অস্তি বহ্নিঃ স নিস্তত্ত্বঃ শব্দবান্ স্পর্শবানপি ॥ ৮৯

অন্বয়—বহ্নিঃ উষ্ণঃ প্রকাশাত্মা, অত্র চ পূর্ব্বানুগতিঃ, সঃ বহ্নিঃ অস্তি, নিস্তত্ত্বঃ, শব্দবান্ অপি স্পর্শবান্।

অনুবাদ—অগ্নি উষ্ণ, প্রকাশস্বভাব এবং এই অগ্নিতে পূর্ব্ববর্ণিত বায়ুর সম্বন্ধে যে সকল অনুবৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল অনুবৃত্তি আছে অর্থাৎ অগ্নির অস্তিত্ব—সদ্বস্তুর অনুবৃত্তি; অগ্নির অসত্যতা অর্থাৎ সদ্বস্তুর সত্তা ব্যতীত সত্তা না থাকা—মায়ার অনুবৃত্তি; অগ্নির শব্দবিশিষ্টতা—আকাশের অনুবৃত্তি; এবং অগ্নির স্পর্শরূপতা অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শবিশিষ্টতা—বায়ুর অনুবৃত্তি।

টীকা—এই অগ্নিতেও বায়ুর ন্যায়, কারণের ধর্ম্মসকল অনুগত রহিয়াছে; এই কথাই বলিতেছেন—'অত্র চ পূর্ব্বানুগতিঃ'—এই অগ্নিতে পূর্ব্ববর্ণিত অনুবৃত্তিসকল আছে। সেই ধর্ম্মগুলি অর্থাৎ বায়ুতে নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মগুলি কি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, বলিতেছেন, সেই অগ্নিতে 'আছে'-ভাব অর্থাৎ অগ্নির অস্তিত্ব, সদ্বস্তু হইতে প্রাপ্ত; অসত্যতা মায়া হইতে প্রাপ্ত; শব্দবত্তা আকাশ হইতে প্রাপ্ত এবং স্পর্শবত্তা বায়ু হইতে প্রাপ্ত। ৮৯

অগ্নিতে এইরূপে নিজ কারণসমূহের অনুগতির বা অনুস্যূতভাবের উল্লেখ করিয়া অগ্নির স্বকীয় ধর্ম্ম দেখাইতেছেন :—

(ঘ) অগ্নিতে কারণের ধর্ম্ম, নিজধর্ম্ম ও সদ্বস্তু হইতে ভেদ।

সন্মায়াব্যোমবায়্বংশৈর্যুক্তস্যাগ্নের্নিজো গুণঃ।
রূপং তত্র সতঃ সর্ব্বমন্যদ্‌বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্‌॥ ৯০

অন্বয়—সন্মায়াব্যোমবায়্বংশৈঃ যুক্তস্য অগ্নেঃ নিজঃ গুণঃ রূপম্‌। তত্র সতঃ অন্যৎ সর্ব্বম্‌ বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্‌।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর, মায়ার, আকাশের এবং বায়ুর অংশযুক্ত, অর্থাৎ যথাক্রমে অস্তিত্ব, মিথ্যাত্ব, শব্দ ও স্পর্শরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নির নিজগুণ রূপমাত্র; এই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে সদ্বস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন আর সমস্ত ধর্ম্মই মিথ্যা, বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিবে।

টীকা—এইরূপে বিশেষণসহিত অগ্নির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া, এক্ষণে সদ্বস্তু হইতে বহ্নিকে পৃথক্‌ করিতেছেন :—"তত্র"—তাহাদিগের মধ্যে, "সতঃ" সদ্বস্তুর, "অন্যৎ সর্ব্বম্‌"—অন্য ধর্ম্মসমূহ মিথ্যা বলিয়া; "বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্‌"—বুদ্ধির দ্বারা পৃথক্‌ করিয়া লও, ইহাই অভিপ্রায়। ৯০

৫। সদ্বস্তু হইতে জলের পৃথক্‌করণ।

এইরূপে অগ্নির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া, মুমুক্ষু জলের মিথ্যাত্বচিন্তন করিবেন—এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) জল অগ্নির দশমাংশ মাত্র, অবাস্তব পদার্থ।

সতো বিবেচিতে বহ্নৌ মিথ্যাত্বে সতি বাসিতে।
আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ॥ ৯১

অন্বয়—সতঃ বহ্নৌ বিবেচিতে, মিথ্যাত্বে বাসিতে সতি, দশাংশতঃ ন্যূনাঃ আপঃ কল্পিতাঃ ইতি চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—সদ্বস্তু হইতে অগ্নি পৃথক্‌ বলিয়া নিশ্চিত হইলে এবং 'অগ্নি অসত্য' এইরূপ সংস্কার চিত্তে ধরিলে, জল যে অগ্নি হইতে দশমাংশরূপে ন্যূন এবং অগ্নিতে কল্পিত, এইরূপ চিন্তা করিবে। ৯১

এই জলেও নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মসমূহ এবং জলের নিজের ধর্ম্মসমূহ বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :-

(খ) জলে কারণধর্ম্ম ও নিজ ধর্ম্ম।

সন্ত্যাপোঽমূঃ শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ।
রূপবত্যোঽন্যধর্ম্মানুবৃত্ত্যা স্বীয়ো রসো গুণঃ ॥ ৯২

অন্বয়—অন্যধর্ম্মানুবৃত্ত্যা অমূঃ আপঃ সন্তি, শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ রূপবত্যঃ; স্বীয়ঃ গুণঃ রসঃ।

অনুবাদ—অন্যের অর্থাৎ সদ্বস্তু হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত কারণের ধর্ম্মসকল জলে অনুগত বলিয়া জল 'অস্তি', অসত্য, এবং শব্দ-স্পর্শযুক্ত ও রূপ-বান্‌; আর জলের নিজগুণ হইতেছে রস।

টীকা—'সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ'—শব্দের সহিত যাহা থাকে তাহা সশব্দ; আর, সশব্দ এইরূপ যে স্পর্শ, তাহা সশব্দস্পর্শ; সেই শব্দের সহিত ও স্পর্শের সহিত যুক্ত জল; ইহাই অর্থ। ৯২

৬। সদ্বস্তু হইতে ক্ষিতির পৃথক্‌করণ।

বিচার ও ধ্যানদ্বারা জলের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া তদনন্তর ক্ষিতির মিথ্যাত্ব চিন্তা করিতে হইবে; এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) জলের মিথ্যাত্বের নিশ্চয়, ক্ষিতি জলের দশমাংশমাত্র এবং অবাস্তব পদার্থ।

সতো বিবেচিতাস্বপ্সু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে।
ভূমির্দশাংশতো ন্যূনা কল্পিতাপ্স্বিতি চিন্তয়েৎ ॥ ৯৩

অন্বয়—সতঃ অপ্সু বিবেচিতাসু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে, দশাংশতঃ ন্যূনা ভূমিঃ অপ্সু কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—সদ্বস্তু হইতে বিচারদ্বারা জল পৃথক্‌কৃত হইলে এবং তাহার মিথ্যাত্বের সংস্কার হৃদয়ে সমারোপিত হইলে, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে ক্ষিতি জল হইতে এত কম যে জলের দশমাংশমাত্র এবং ক্ষিতি জলদ্বারা উপহিত চৈতন্যে কল্পিত। ৯৩

সেই ক্ষিতির মিথ্যাত্বচিন্তনের জন্য তাহার ধর্ম্মসকল বিভাগ করিতেছেন :—

(খ) ক্ষিতির কারণের ধর্ম্ম, তাহার নিজধর্ম্ম এবং সদ্বস্তু হইতে তাহার পৃথক্‌করণ।

অস্তি ভূস্তত্ত্বশূন্যাস্যাং শব্দস্পর্শৌ সরূপকৌ।
রসশ্চ পরতো নৈজো গন্ধঃ সত্তা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৯৪

অন্বয়—ভূঃ অস্তি, তত্ত্বশূন্যা, অস্যাম্ সরূপকৌ শব্দস্পর্শৌ রসঃ চ পরতঃ; নৈজঃ গন্ধঃ; সত্তা বিবিচ্যতাম্।

অনুবাদ—ক্ষিতি পর হইতে—আপনা ভিন্ন বস্তুসমূহ হইতে অর্থাৎ সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলরূপ কারণ হইতে যথাক্রমে অস্তিত্ব, অসত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস পাইয়াছে; পরন্তু গন্ধ ক্ষিতির নিজ গুণ। এই সকলগুলি হইতে সত্তারই বিবেচন অর্থাৎ ক্ষিতি হইতে ভিন্নতা নিশ্চয় করিবে।

টীকা—['সরূপকৌ' রূপেণ সহ বর্ত্তমানৌ শব্দস্পর্শৌ—রূপের সহিত বিদ্যমান শব্দ ও স্পর্শ] "সত্তা বিবিচ্যতাম্"—উক্ত গুণসকল হইতে কেবল সত্তারই বিবেচনা বা পৃথক্‌করণ উচিত। ক্ষিতি হইতে সদ্বস্তু পৃথক্, এইরূপ ধারণা করিতে হইবে। ৯৪

৭। সদ্বস্তু ও ভূতকার্য্য-ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্‌করণ; প্রপঞ্চের ভান অবিরুদ্ধ বলিয়া নিরূপণ।

সত্তাকে পৃথক্ করিবার ফল বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ক্ষিতি হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিবার ফল।

পৃথক্‌কৃতায়াং সত্তায়াং ভূমির্মিথ্যাবশিষ্যতে।
ভূমের্দশাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্ ॥ ৯৫

অন্বয়—সত্তায়াম্ পৃথক্‌কৃতায়াম্ ভূমিঃ মিথ্যা অবশিষ্যতে; ভূমেঃ দশাংশতঃ ন্যূনম্ ভূমিমধ্যগম্ ব্রহ্মাণ্ডম্।

অনুবাদ—সত্তাকে ক্ষিতি হইতে পৃথক্ করিলে ক্ষিতি যে মিথ্যা, এই সিদ্ধান্তেরই পর্য্যবসান হয়; (চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ) ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষিতি হইতে এত অল্প যে, ক্ষিতির দশমাংশমাত্র এবং তাহা ক্ষিতির মধ্যেই অবস্থিত অর্থাৎ ক্ষিতিতেই কল্পিত।

টীকা—এক্ষণে পঞ্চভূতের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কি প্রকারে অবস্থিত, তাহাই দেখাইতেছেন :—'ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ক্ষিতি হইতে এত অল্প' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এবং পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বারা। ৯৫

(খ) ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তুসমূহের বর্ণন।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ভুবনেষু বসন্ত্যেষু প্রাণিদেহা যথাযথম্ ॥ ৯৬

অন্বয়—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনানি তিষ্ঠন্তি। এষু ভুবনেষু যথাযথম্ প্রাণিদেহাঃ বসন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য (বা ব্রহ্মলোক)—এই সাতটি ঊর্দ্ধদিকে এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল, এই সাতটি অধোদিকে—এই চতুর্দ্দশ ভুবন রহিয়াছে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যথাযোগ্য প্রাণধারী জীবদেহসমূহ বাস করিতেছে। ৯৬

সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতিতে সদ্বস্তুর পৃথক্‌করণের ফল বর্ণন করিতেছেন :—

ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদ্বস্তুনি পৃথক্‌কৃতে।
অসন্তোঽণ্ডাদয়ো ভান্তু তদ্ভানেঽপীহ কা ক্ষতিঃ॥ ৯৭

অন্বয়—ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদ্বস্তুনি পৃথক্‌কৃতে অণ্ডাদয়ঃ অসন্তঃ ভান্তু, তদ্ভানে অপি ইহ কা ক্ষতিঃ (ভবতি)?

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মাণ্ডে, চতুর্দ্দশ ভুবনে ও প্রাণিগণের দেহসমূহে যে সদ্বস্তু রহিয়াছেন, তাঁহাকে পৃথক্ করিলে ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অসৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়, হউক। সেই ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতি হইলেও এই অদ্বৈত বস্তুবিষয়ে কি হানি হইতে পারে? কোনও হানি হইতে পারে না, কেননা, মরীচিকায় জলপ্রতীতি হইলেও যেমন তদ্দ্বারা সেই জলের অধিষ্ঠানরূপ পৃথিবী আর্দ্র হয় না, সেইরূপ মিথ্যা জগৎ প্রতীত হইতে থাকিলেও তদ্দ্বারা অধিষ্ঠান অদ্বৈত ব্রহ্মের অদ্বৈততার হানি হয় না অর্থাৎ সদ্বৈততা ঘটে না। ৯৭

সেই ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতি হইলে তাহাতে ক্ষতি কি? এইরূপে ৯৭ সংখ্যক শ্লোকে যে কথা বলা হইল, তাহাই স্পষ্ট করিতেছেন :—

(গ) সদ্বস্তু হইতে ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্‌করণের ফল, ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতির সহিত অবিরোধ।

ভূতভৌতিকমায়ানাং সমত্বেঽত্যন্তবাসিতে।
সদ্বস্ত্বদ্বৈতমিত্যেষা ধীর্বিপর্য্যেতি ন ক্বচিৎ॥ ৯৮

অন্বয়—ভূতভৌতিকমায়ানাম্ সমত্বে (পাঠান্তরে 'অসত্ত্বে') অত্যন্তবাসিতে সদ্বস্তু অদ্বৈতম্ ইতি এষা ধীঃ ক্বচিৎ ন বিপর্য্যেতি।

অনুবাদ—ভূতসকল, ভৌতিক পদার্থসকল এবং মায়া এই তিনের সমতার অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সত্তার অভাবহেতু অধিষ্ঠান রূপতার—ফলতঃ ইহাদিগের মিথ্যাত্বের, সংস্কার বিশেষরূপে হৃদয়ে নিহিত হইলে, সদ্বস্তু অদ্বৈতই (দ্বিতীয়শূন্যই), এইরূপ জ্ঞান কখনই বিপর্যায় অর্থাৎ বিপরীতভাবনা প্রাপ্ত হয় না।

টীকা—"ভূতানাম্" আকাশাদি ভূতপঞ্চকের, "ভৌতিকানাম্"—ব্রহ্মাণ্ডাদির, "মায়ায়াঃ চ"—ভূতপঞ্চকের ও ব্রহ্মাণ্ডাদির কারণভূত মায়ার, "সমত্বে" অর্থাৎ তুল্যরূপে মিথ্যাত্ব;

"অত্যন্তবাসিতে"—বিচার ও ধ্যানদ্বারা চিত্তে দৃঢ়সংস্কাররূপে স্থাপিত হইলে, সদ্বস্তুবিষয়ক অদ্বৈতবুদ্ধি কোনও কালে ব্যাহত হয় না, ইহাই ভাবার্থ। ৯৮

(শঙ্কা) ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি মিথ্যা হইলে জ্ঞানীর ব্যবহার ত' বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিচারদ্বারা ভূমি প্রভৃতির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলেও ভূমি প্রভৃতির স্বরূপের নাশ হয় না বলিয়া জ্ঞানীর বর্ণন (কথন), প্রতীতি প্রভৃতিরূপ ব্যবহার বিলোপ প্রাপ্ত হয় না, ইহাই বলিতেছেন :

(ঘ) ক্ষিতি প্রভৃতি অসৎ হইলেও জ্ঞানীর ব্যবহারের লোপ হয় না।

সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্‌ভূতে দ্বৈতে ভূম্যাদিরূপিণি।
তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা ॥ ৯৯

অন্বয়—ভূম্যাদিরূপিণি দ্বৈতে সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্‌ভূতে তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথা এব সা।

অনুবাদ ও টীকা—ক্ষিতি প্রভৃতিরূপ দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ সদ্রূপ অদ্বৈত হইতে ভিন্ন অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সেই ক্ষিতি প্রভৃতির যে যে নিমিত্তসাধিকা প্রবৃত্তি বা প্রয়োজননির্ব্বাহিকা শক্তি সংসারে অজ্ঞানকালে অনুভূত হইয়াছে, (জ্ঞানকালে) সেইরূপই অনুভূত হইতে থাকে। ৯৯

(শঙ্কা) ভাল, সদ্বস্তু যদি অদ্বৈতরূপই হইল, তাহা হইলে সাংখ্যপ্রভৃতি ভেদবাদিগণ যে ভেদের কথা বলেন বা প্রতিপাদন করেন, তাহা আপনি অদ্বৈতবাদী কেন খণ্ডন করিতেছেন না ?—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—(সমাধান) সেই ব্যাবহারিক বা মিথ্যাভেদ আমরাও মানিয়া থাকি ; এইহেতু সেই ব্যাবহারিক ভেদের খণ্ডনের নিমিত্ত আমরা প্রযত্ন করি না :—

(ঙ) ব্যাবহারিক জগতে ভেদস্বীকার।

সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জ্জগদ্ভেদো যথা যথা।
উৎপ্রেক্ষ্যতেঽনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা ॥ ১০০

অন্বয়—সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈঃ অনেকযুক্ত্যা যথা যথা জগদ্ভেদঃ উৎপ্রেক্ষ্যতে তথা তথা এষঃ ভবতু।

অনুবাদ ও টীকা—কপিলমতাবলম্বী সাংখ্যবাদিগণ, কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিকগণ এবং অবৈদিক মতপ্রবর্ত্তক বুদ্ধের মতাবলম্বিগণ অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণ, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচারগণ, বাহ্যপদার্থের অনুমেয়তাবাদী সৌত্রান্তিকগণ এবং বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী বৈভাষিকগণ (এবং গৌতম-মতাবলম্বী নৈয়ায়িকগণ এবং অন্য অন্য ভেদবাদিগণ) অনেক যুক্তির সাহায্যে জগৎসত্তার যে যে প্রকার ভেদ বা দ্বৈতভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই সেই প্রকার ভেদ থাকুক :

(অর্থাৎ ব্যবহারক্ষেত্রে তাঁহাদের যুক্তি মানাই সঙ্গত এবং সেই সকল যুক্তির খণ্ডনে প্রয়াস অকর্ত্তব্য)। ১০০

ভাল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ যে সৎ অর্থাৎ বাস্তব ভেদ আছে, তাহার, পূর্ব্বে আকাশাদির বিচার প্রসঙ্গে, উক্ত মিথ্যাবুদ্ধি দ্বারা উপেক্ষারূপ অনাদর করা ত' উচিত হয় না। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(৬) বাস্তব-ভেদের অনাদরের ক্ষতি নাই।

অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্যবাদিভিঃ।
এবং কা ক্ষতিরস্মাকং তদ্দ্বৈতমবজানতাম্ ॥ ১০১

অন্বয়—নিঃশঙ্কৈঃ অন্যবাদিভিঃ সদদ্বৈতম্ অবজ্ঞাতম্; এবম্ তদ্দ্বৈতম্ অবজানতাম্ অস্মাকম্ কা ক্ষতিঃ ?

অনুবাদ—সাংখ্যবাদিগণ, বৈশেষিকগণ, বৌদ্ধগণ প্রভৃতি শঙ্কাশূন্য হইয়া (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সিদ্ধ) অদ্বৈত সদ্বস্তুকে অবজ্ঞা করেন, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই ; আমরাও (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব আশ্রয় করিয়া, তাঁহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি)।

টীকা—"অন্যবাদিভিঃ"—সাংখ্যবাদী, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা, "নিঃশঙ্কৈঃ"—শঙ্কাশূন্য হইয়া. "সদদ্বৈতম্ অবজ্ঞাতম্" শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হইলেও সৎ অদ্বৈত বস্তু অবজ্ঞাত হইয়া থাকে ; সেইরূপ, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবকে অবলম্বন করিয়া আমরাও তাহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অনাদর করিয়া থাকি। আমাদের হানি কি ? কোনও হানি নাই। ১০১

৮। দ্বৈতের অনাদরের ফলের নির্দ্ধারণ।

(শঙ্কা) ভাল, এই যে দ্বৈতের অনাদর তাহা ত' নিষ্প্রয়োজন বা নিষ্ফল ? (সমাধান) জীবন্মুক্তিরূপ প্রয়োজন বিদ্যমান থাকিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতে থাকিলেও অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করা বাঞ্ছিত বলিয়া, দ্বৈতের অনাদরকে নিষ্প্রয়োজন বলা চলে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন।

দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদদ্বৈতে ধীঃ স্থিরা ভবেৎ।
স্থৈর্য্যে তস্যাঃ পুমানেষ জীবন্মুক্ত ইতীর্য্যতে ॥ ১০২

অন্বয়—দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেৎ, অদ্বৈতে ধীঃ স্থিরা ভবেৎ। তস্যাঃ স্থৈর্য্যে এষঃ পুমান্ জীবন্মুক্তঃ ইতি ঈর্য্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—দ্বৈতের প্রতি অবজ্ঞা যদি সম্যক্ প্রকারে বুদ্ধিতে ধরে, তাহা হইলে অদ্বৈতবিষয়ে বুদ্ধি স্থিরতরা হয়, এবং, সেই অদ্বৈত বুদ্ধি স্থিরতরা হইলে, 'অমুক পুরুষ জীবন্মুক্ত,' এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ১০২

জীবন্মুক্তিই দ্বৈতকে অনাদর করিবার একমাত্র প্রয়োজন বা ফল নহে কিন্তু বিদেহ-মুক্তিও প্রয়োজন, এই কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণবাক্য (গীতা ২।৭২) উদাহরণস্বরূপ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন-বিষয়ে প্রমাণ।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ১০৩

অন্বয়—(হে) পার্থ এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাম্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি। অস্যাম্ অন্তকালে অপি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি।

অনুবাদ ও টীকা—হে পৃথাপুত্র অর্জ্জুন ! ইহাই (যাহা গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৫৫ হইতে ৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত) ব্রাহ্মীস্থিতি, সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান বা ব্রহ্মরূপ তাৎপর্য্যে পর্য্যবসান। এই স্থিতি প্রাপ্ত হইলে লোকে আর ভ্রমে পতিত হয় না ; আর অন্তকালেও এই ব্রাহ্মীস্থিতিতে অবস্থিত হইয়া পুরুষ ব্রহ্মভাবরূপ বিদেহমুক্তিময় ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ প্রপঞ্চ-প্রতীতিরহিত অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হন। ইহারই নামান্তর বিদেহমুক্তি। ১০৩

ভাল, 'অন্তকাল' শব্দে ত' বর্ত্তমান দেহের বিনাশ বুঝায়—এইরূপ আশঙ্কার নিবারণের জন্য, 'অন্তকাল' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ বলিতেছেন :—

(গ) জ্ঞানীর 'অন্তকাল' শব্দের দুইটি অর্থ।

সদদ্বৈতেঽনৃতদ্বৈতে যদন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্।
তস্যান্তকালস্তদ্ভেদবুদ্ধিরেব ন চেতরঃ ॥ ১০৪

অন্বয়—সদদ্বৈতে অনৃতদ্বৈতে যৎ অন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্ তস্য অন্তকালঃ তদ্ভেদবুদ্ধিঃ এব চ, ইতরঃ ন।

অনুবাদ—অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ও নানাত্মক অসৎ পদার্থের পরস্পর ঐক্য-বুদ্ধিরূপ যে ভ্রম, সেই ভ্রমের অন্তকাল হইতেছে সেই অদ্বৈত ও দ্বৈতের (যথাক্রমে) সত্য ও অসত্যরূপে ভেদবুদ্ধি মাত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

টীকা—"সদদ্বৈতে অনৃতদ্বৈতে যৎ অন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্"—সদ্রূপ অদ্বৈত বস্তুতে ও মিথ্যারূপ দ্বৈত বস্তুতে যে (অন্যোন্যাধ্যাসরূপ) একতার জ্ঞানরূপ ভ্রম হয়, "তস্য অন্তকালঃ"—সেই একতার ভ্রমের "অন্তকাল" হইতেছে—"তদ্ভেদবুদ্ধিঃ"—সেই সদদ্বৈত ও মিথ্যা দ্বৈতকে যথাক্রমে সত্য ও মিথ্যা বলিয়া যে ভেদবুদ্ধি তাহাই ; অন্য কিছু অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহের পতন নহে ; ইহাই অর্থ। ১০৪

এখন বলিতেছেন—'অন্তকাল' শব্দের জনসমাজে প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলেও দোষ নাই ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগোঽস্তু প্রসিদ্ধিতঃ।
তস্মিন্ কালেঽপি ন ভ্রান্তের্গতায়াঃ পুনরাগমঃ ॥ ১০৫

অন্বয়—যদ্বা প্রসিদ্ধিতঃ প্রাণস্য বিয়োগঃ অন্তকালঃ অস্তু। তস্মিন্‌ কালে অপি গতায়াঃ ভ্রান্তেঃ পুনঃ আগমঃ ন (স্যাৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—কিম্বা জনসমাজে 'অন্তকাল' শব্দের যে অর্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রাণের বিয়োগ, সেই অর্থই হউক। সেই প্রাণবিয়োগকালেও, যে ভ্রান্তি পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পুনরাবির্ভাব হয় না। ১০৫

'সেই কালে ভ্রান্তি হয় না', ইহার যে অর্থ উক্ত হইল, তাহারই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) জ্ঞানীর ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই।

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুণ্ঠন্‌ ভুবি।
মূর্চ্ছিতো বা ত্যজত্বেষ প্রাণান্‌ ভ্রান্তির্ন সর্ব্বথা ॥ ১০৬

অন্বয়—নীরোগঃ উপবিষ্টঃ বা রুগ্নঃ বা ভুবি বিলুণ্ঠন্‌ মূর্চ্ছিতঃ বা এষঃ প্রাণান্‌ ত্যজতু সর্ব্বথা ভ্রান্তিঃ ন।

অনুবাদ—তিনি নীরোগ হইয়া অথবা সিদ্ধপদ্মাদি আসন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বা ব্রহ্মে স্থিত হইয়া, অথবা রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া অথবা সাতিশয় পীড়াবশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া যে কোনভাবে প্রাণত্যাগ করেন, কোনপ্রকারেই তাঁহার বিনষ্ট ভ্রান্তি ফিরিয়া আইসে না; অর্থাৎ যোগী-পরমহংসের ন্যায় দেহত্যাগকালে "শিবোঽহম্‌" "শিবোঽহম্‌" বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিতে বলিতে, অথবা ভক্তের ন্যায় 'রাম রাম' বলিতে বলিতে, কিম্বা পীড়াতিশয্যবশতঃ ব্যাকুল হইয়া "হায় হায়" করিতে করিতে বা রোদন করিতে করিতে, কিম্বা কাশী প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে, অথবা 'মঘা' প্রভৃতি অপবিত্র নক্ষত্রে, কিম্বা উত্তরায়ণ প্রভৃতি উত্তমকালে, অথবা দক্ষিণায়ন প্রভৃতি নিকৃষ্টকালে, জ্ঞানী যদি দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার কখনই এরূপ ভ্রান্তি হইবে না যে—'এই দেহাদিই আমি', অথবা 'আমি হইতেছি জীব' অথবা 'জগৎ সত্য', বা 'আমার সহিত ব্রহ্মের ভেদ বাস্তব' বা 'আমি জন্মমরণাদি ধর্ম্মবান্‌'। জ্ঞানী সর্ব্বাবস্থাতেই মুক্ত।

টীকা—জ্ঞানীর দেহত্যাগ বিষয়ে দেশকালসম্বন্ধীয় কোনও নিয়ম নাই, কিন্তু 'কেবল-যোগী' বা উপাসকের দেহত্যাগ বিষয়ে দেশকালঘটিত নিয়ম আছে। শেষাচার্য্য-কৃত "পরমার্থসারে" আছে :—

"তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্‌ দেহম্‌।
জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ ॥ ৮১"

তীর্থস্থানে হউক অথবা চণ্ডালগৃহে হউক, স্মৃতিযুক্ত থাকিয়াই হউক অথবা লুপ্তস্মৃতি

হইয়াই হউক (অর্থাৎ সজ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক) তিনি দেহত্যাগ করিলেও পূর্ব্বে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত ও হতশোক হইয়া কৈবল্য লাভ করেন। ১০৬

(শঙ্কা) ভাল, মরণকালে, মূর্চ্ছা, সন্নিপাত, ব্যাকুলতাপ্রভৃতিবশতঃ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ত' বিনষ্ট হইয়া যায়; সেইহেতু জ্ঞানীর ভ্রান্তি ত' হইতেই পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে জ্ঞানীর জ্ঞান বিনষ্ট হয় না :—

(৬) মরণকালেও জ্ঞানীর ব্রহ্মবিদ্যা বিনষ্ট হয় না।

দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্।
পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাত্তদ্বদ্বিদ্যা ন নশ্যতি॥ ১০৭

অন্বয়—দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোঃ অধীতে বিস্মৃতে অপি অয়ম্ পরেদ্যুঃ অনধীতঃ ন স্যাৎ, তদ্বৎ বিদ্যা ন নশ্যতি।

অনুবাদ—যেমন প্রতিদিনের স্বপ্নকালে ও সুষুপ্তিকালে লোকে অধীতবেদ বিস্মৃত হইলেও পরদিনে (একেবারে) অনধীত বা বেদজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞের প্রাণান্তকালে, তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

টীকা—যেমন বেদ প্রতিদিন পঠিত হইলেও স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় স্মৃতিচ্যুত হইয়াও পরদিনে একেবারে বিলুপ্তস্মরণ হইয়া যায় না অর্থাৎ বেদের অধ্যেতা একেবারে অনধীতবেদ বা 'বৃষল' হইয়া যায় না, সেইরূপ মরণকালেও ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের অনুসন্ধানরূপ স্মরণের অভাব হইলেও সেই জ্ঞানের বিনাশ হয় না। ইহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম এই—'অহং ব্রহ্মাস্মি'—'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়ের নাম অপরোক্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠা; প্রথমক্ষণে তাহার উদয়, দ্বিতীয়ক্ষণে তাহার স্থিতিলাভ এবং তৎসঙ্গেই অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যের বাধের অর্থাৎ প্রতিরোধের আরম্ভ, এবং তৃতীয়ক্ষণে কার্য্যসহিত অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ বাধ বা প্রতিরোধ, এবং তৎসঙ্গেই 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—অন্তঃকরণের এই বৃত্তি অবিদ্যার নিবৃত্তি করিয়া বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই অস্তিত্বহীন বলিয়া সিদ্ধ হইয়া যায়; যেমন নির্ম্মলীবীজের রেণু জলের আবিলত নষ্ট করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ। এইহেতু জ্ঞান হইলেই জীবন্মুক্তি ব প্রপঞ্চপ্রতীতির সহিত অদ্বৈতব্রহ্মে স্থিতিলাভ।

অতঃপর জ্ঞানী যদি জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ বা অনন্যসাধারণ আনন্দভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির আবৃত্তি করিতে হয়। কিন্তু অবিদ্যার একবার বিনাশ ঘটিলে তাহার পুনরুৎপত্তি নাই; এবিষয়ে "তত্ত্বমসি" আদি শ্রৌতপ্রমাণ রহিয়াছে যাহা সুরেশ্বরাচার্য্যকর্ত্তৃক "বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে" এইরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে—

"সকৃৎপ্রবৃত্ত্যা মৃদ্নাতি ক্রিয়াকারকরূপভৃৎ।
অজ্ঞানমাগমজ্ঞানং" (সাঙ্গত্যং নাস্ত্যতোঽনয়োঃ)॥ (অধ্যায় ৩, ব্রা ২, শ্লো ৭১)

'গুরুপরম্পরাগত উপদেশদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা একবারমাত্রই উৎপন্ন হইয়া ক্রিয়া ও কারকরূপে বিভক্তমূর্ত্তি অজ্ঞানকে মর্দ্দিত বা বিনষ্ট করে ইত্যাদি।'

সেইহেতু অবিদ্যানিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত জ্ঞানীর ব্রহ্মাকারাবৃত্তির আবৃত্তির প্রয়োজন নাই এবং জ্ঞানীকে এই প্রকারে আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রেরক বা বিধি নাই; আর মরণসময়ে অল্পাধিক কাল ব্যাপিয়া মূর্চ্ছা হইয়াই থাকে; সেই মূর্চ্ছাকালে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির আবৃত্তি করিবার সম্ভাবনাও নাই।

আর জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে অবিদ্যানিবৃত্তির কথা বলা হইল, তদ্বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই:—নিবৃত্তির দুইটি ভূমি যথা—বাধ ও নাশ। আর অবিদ্যারও দুইটি শক্তি, একটি আবরণের হেতু, অপরটি বিক্ষেপের হেতু। যে শক্তিটি আবরণের হেতু, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাধ (প্রতিরোধ) ও নাশ উভয়ই ঘটে। আর যে শক্তি বিক্ষেপের হেতু, জ্ঞানোদয় কালে, তদীয় কার্য্যপ্রপঞ্চের সহিত, তাহার বাধ হয় বটে কিন্তু তখন তাহার নাশ হয় না; কেননা, প্রারব্ধের সহায়তা লাভ করিয়া তাহা কার্য্যক্ষম থাকে; আর ভোগদ্বারা প্রারব্ধের অবসান হইলে, সেই বিক্ষেপশক্তির বা 'লেশ-অবিদ্যা'র নাশ হয়, কিন্তু যেহেতু তাহা অবিদ্যা, তাহার নাশ বিদ্যা ভিন্ন অন্য কিছুদ্বারা সম্ভবপর হয় না। এইহেতু তাহার বিনাশের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ বিদ্যার অপেক্ষা আছে বটে, তথাপি মূর্চ্ছাকালে, (যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ব্রহ্মনিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই) বিদ্যা সংস্কাররূপে থাকে বলিয়া, যে চৈতন্য বিদ্যারূপ বৃত্তিতে আরূঢ় থাকে, সেই চৈতন্যের প্রভাবে, সেই অবিদ্যা-লেশোৎপন্ন প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান, উভয়ই বিনষ্ট হয়। যেমন এক কাষ্ঠে আরূঢ় অগ্নি অন্য কাষ্ঠ ও তৃণের সহিত সেই কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সেই বিদ্যার সংস্কারদ্বারা 'বিশিষ্ট' চৈতন্য, অবিদ্যালেশোৎপন্ন প্রপঞ্চকে ও তাহার জ্ঞানকে ত' বিনাশ করেই, অধিকন্তু সেই বিদ্যাসংস্কারকেও বিনাশ করিয়া থাকে। এই কারণেই জ্ঞান হইবার পর জ্ঞানীর আর কর্ত্তব্য থাকে না এবং বিদেহমোক্ষ পর্য্যন্ত স্বরূপানুসন্ধান থাকুক বা না থাকুক, জ্ঞানের অভাব হয় না, পরন্তু সেই জ্ঞান বিশেষভাবে, বা সামান্যভাবে বা সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়। এই কারণেই পূর্ব্ববর্ণিত অন্তকালেও ব্রহ্মনিষ্ঠ-রূপে স্থিতি সম্ভবপর হয় বলিয়া জীবন্মুক্ত জ্ঞানী বিদেহমুক্তি পাইয়া থাকেন, এই কথাটি সিদ্ধ হয়। ১০৭

জ্ঞান যে বিনষ্ট হয় না, তাহাই যুক্তিদ্বারা বুঝাইতেছেন:—

প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা।
ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষ্যতে॥ ১০৮

অন্বয়—প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রবলম্ প্রমাণম্ বিনা ন নশ্যতি। বেদান্তাৎ প্রবলম্ মানম্ ন ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবল প্রমাণ বিনা বিনষ্ট হইতে পারে না। আর উপনিষদ্রূপ বেদান্ত হইতেও প্রবল প্রমাণ দেখা যায় না। ১০৮

যে অর্থটি উপপাদন করিলেন, তাহারই উপসংহার করিতেছেন :—

(চ) পঞ্চভূত বিবেকের ফল—মুক্তির সিদ্ধি।

তস্মাদ্বেদান্তসংসিদ্ধং সদদ্বৈতং ন বাধ্যতে।
অন্তকালেঽপ্যতো ভূতবিবেকান্নির্বৃতিঃ স্থিতা ॥ ১০৯

ইতি পঞ্চভূতবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—তস্মাৎ বেদান্তসংসিদ্ধম্ সদদ্বৈতম্ অন্তকালে অপি ন বাধ্যতে; অতঃ ভূত-বিবেকাৎ নির্বৃতিঃ স্থিতা।

অনুবাদ ও টীকা—এইহেতু বেদান্তশাস্ত্রদ্বারা সম্যক্ প্রতিপাদিত যে সদ্রূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম, তিনি অন্তকালেও বাধিত বা প্রতিরুদ্ধ হন না। এইহেতু সদ্বস্তু হইতে পঞ্চভূতের ভেদজ্ঞানসাধক বিচারের ফলে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি নিশ্চিত বা অব্যাহত। ১০৯

ইতি পঞ্চভূতবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

———

পঞ্চদশী

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চকোশবিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
পঞ্চকোশবিবেকস্য কুর্ব্বে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য—সন্ন্যাসিগণের এই উভয় আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া, 'পঞ্চকোশবিবেক'-নামক পঞ্চদশীর তৃতীয় প্রকরণের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি।

যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদের তাৎপর্য্যের বিশ্লেষণরূপ 'পঞ্চকোশবিবেক'-নামক পঞ্চদশীর তৃতীয় প্রকরণ আরম্ভ করিয়া, তাহাতে, যাহাতে শ্রোতার অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের শ্রবণপ্রবৃত্তি জন্মে, সেইজন্য এই প্রকরণের 'প্রয়োজন' ও 'বিষয়' নামক অনুবন্ধ-রূপের সূচনা করিয়া নিজমুখেই অর্থাৎ বিচার্য্য শ্রুতিবচনোদ্ধার না করিয়া নিজ বচনদ্বারাই, অভাষ্ট গ্রন্থের আরম্ভপ্রতিজ্ঞা করিতেছেন:—

পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা আত্মা ও পঞ্চকোশের পৃথক্করণ

গুহাহিতং ব্রহ্ম যৎ তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোশপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে॥ ১

অন্বয়—গুহাহিতম্ যৎ ব্রহ্ম তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ বোদ্ধুম্ শক্যম্; ততঃ কোশ-পঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে।

অনুবাদ—যে ব্রহ্ম বেদে অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।১) 'গুহাহিত' বা গুহায় অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, 'গুহা' শব্দদ্বারা সূচিত পঞ্চকোশের বিচারদ্বারাই সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। এইহেতু পঞ্চকোশের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।

টীকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে:—

"যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥" (২।১।১)

(হৃদয়াকাশস্থিত) বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে অবস্থিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও 'বিপশ্চিৎ'এর অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত, ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশের সহিত একীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ একীভূত হইয়া সমস্ত কাম্য বিষয় একই কালে ভোগ করেন,—সকল প্রকার আনন্দের রাশীভূত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া তদ্দারা তাহার লেশস্বরূপ

সমস্ত কাম্য বিষয় অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেব পর্য্যন্ত সকলেরই অনুভূত ভোগসমূহ একই কালে ভোগ করেন অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়া যান।

এই শ্রুতিবচনে, "গুহাহিতং যৎ ব্রহ্ম তৎ"—গুহায় অবস্থিত বলিয়া যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মকে, "পঞ্চকোশবিবেকতঃ"—সেই 'গুহা' শব্দের বাচ্যার্থরূপ যে পঞ্চকোশ তাহারই বিচার দ্বারা, "বোদ্ধুম্ শক্যম্"—জানিতে পারা যায়; "ততঃ কোশপঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে"—সেইহেতু, সেই কোশপঞ্চক যে, অন্তরাত্মা হইতে পৃথক্ তাহা প্রকৃষ্টরূপে দেখান হইতেছে, ইহাই অর্থ। তাৎপর্য্য এই:—মহাকাশের যতটুকুকে অধিকার করিয়া পর্ব্বত বিদ্যমান, সেই আকাশখণ্ডে যদি একটির অভ্যন্তরে অপরটি, এইরূপ পাঁচটি কক্ষদ্বারযুক্ত একটি পর্ব্বতগুহা থাকে এবং তাহার সর্ব্বাভ্যন্তরে যদি মণিময় ভগবৎপ্রতিমা থাকে—যাহার জ্যোতিঃ, বাহিরে প্রকাশমান জ্যোতির বা তেজস্তত্ত্বেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া, যদি তাহা হইতে অভিন্ন বুঝা যায়—তাহা হইলে পর্ব্বতগুহা যেমন সেই প্রতিমার আচ্ছাদক হয়—সেই প্রকার 'অব্যাকৃত' অর্থাৎ মায়ারূপ আকাশে (যাহাতে আকাশাদি সর্ব্বপ্রপঞ্চই বিদ্যমান, সেই আকাশে) একটির অভ্যন্তরে অপরটি, এইরূপ পাঁচটি কোশ বিদ্যমান রহিয়াছে,—সেই মায়াতে পরমপ্রকাশস্বরূপ পরমব্রহ্মই পঞ্চকোশসাক্ষী অন্তরাত্মরূপে বিদ্যমান; পঞ্চকোশ তাঁহারই আচ্ছাদক; সেইহেতু সেই পঞ্চকোশ গুহারূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর যেমন সেই মণিময় প্রতিমার সেবকের (পাণ্ডার) অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, তিনি চাবি-দ্বারা পাঁচটি দ্বার খুলিয়া প্রতিমার দর্শন করাইয়া দেন, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অনুগ্রহে পঞ্চকোশের বিবেকরূপ চাবিদ্বারা পঞ্চকোশরূপ আবরণ সরাইয়া প্রত্যগাত্মরূপ ব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়, বিচারদ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে। ১

১। গুহাশব্দের অর্থ ও তাহার প্রকার-ভেদ।

(শঙ্কা) ভাল, শ্রুতিবর্ণিত সেই গুহাটি কি, যে-গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা বুঝিতে পারা যায়? (সমাধান) ইহার উত্তরে 'গুহা'শব্দের শ্রুতির উদ্দিষ্ট অর্থটি বলিতেছেন:—

দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা॥ ২

অন্বয়—দেহাৎ প্রাণঃ অভ্যন্তরঃ, প্রাণাৎ মনঃ অভ্যন্তরম্; ততঃ কর্ত্তা (অভ্যন্তরঃ); ততঃ ভোক্তা (অভ্যন্তরঃ) সা ইয়ম্ পরম্পরা গুহা।

অনুবাদ—এই স্থূলদেহের বা অন্নময়কোশের অভ্যন্তরে প্রাণ অর্থাৎ প্রাণময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে মন অর্থাৎ মনোময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে কর্ত্তা—বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে ভোক্তা বা আনন্দময় কোশ; এই কোশপরম্পরাকে 'গুহা' অর্থাৎ আত্মার আচ্ছাদক কন্দর বলা হইয়া থাকে।

টীকা—"দেহাৎ"—অন্নময় দেহের সম্বন্ধে, অবস্থিতি বিচার করিয়া, "প্রাণঃ"—প্রাণময় কোশ, "অভ্যন্তরঃ"—আন্তর অর্থাৎ ভিতরে অবস্থিত; "প্রাণাৎ"—প্রাণময় কোশ হইতে "মনঃ"—মনোময় কোশ, "অভ্যন্তরম্"—আন্তর; "ততঃ"—সেই মনোময় কোশ হইতে, "কর্ত্তা" —বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ, 'আন্তর',—এই অর্থের অনুবৃত্তি আসিতেছে; "ততঃ"—সেই বিজ্ঞানময় কোশ হইতে, "ভোক্তা"—আনন্দময় কোশ; তাহাও পূর্ব্ব পূর্ব্বটির ন্যায় আন্তর, ইহাই অর্থ। অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত এই কোশের পরম্পরাই "গুহা" শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে। ২

২। **পঞ্চকোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।**

এক্ষণে সেই অন্নময় কোশের স্বরূপ এবং তাহা যে অনাত্মবস্তু, তাহাই দেখাইতেছেন:—

(ক) অন্নময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

পিতৃভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধ্বং তদভাবতঃ ॥ ৩

অন্বয় পিতৃভুক্তান্নজাৎ বীর্য্যাৎ জাতঃ (দেহঃ) অন্নেন এব বর্দ্ধতে; সঃ দেহঃ অন্নময়ঃ, ন আত্মা; প্রাক্ ঊর্দ্ধম্ চ তদভাবতঃ।

অনুবাদ—যে স্থূলশরীর পিতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম শুক্র (এবং মাতৃভুক্ত অন্নের পরিনাম শোণিত) হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে অন্নময়কোশ বলে। সেই অন্নময় দেহ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা জন্মের পূর্ব্বে ছিল না এবং মরণের পরেও থাকে না।

টীকা—"পিতৃভুক্তান্নজাৎ বীর্য্যাৎ জাতঃ (দেহঃ)"—পিতার (ও মাতার) দ্বারা ভুক্ত ব্রীহি, যব প্রভৃতিরূপ যে অন্ন, সেই অন্ন হইতে জায়মান যে বীর্য্য (ও রজঃ), তাহা হইতে উৎপন্ন যে দেহ, যাহা "অন্নেন এব বর্দ্ধতে"—যাহা জন্মের পর দুগ্ধ প্রভৃতিরূপ অন্নের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, "সঃ দেহঃ অন্নময়ঃ, ন আত্মা"—সেই দেহ অন্নেরই বিকার; সেই অন্নময় কোশরূপ দেহ আত্মা নহে। এস্থলে গ্রন্থকার যে কেবল পিতৃভুক্ত অন্নেরই উল্লেখ করিলেন, মাতৃভুক্ত অন্নের উল্লেখ করিলেন না, তাহার কারণ এই—পরলোক হইতে জীব বৃষ্টিরূপে সমাগত হইয়া শস্যে প্রবেশ করে (ছান্দোগ্য উ, ৫।১০।৬) এবং শস্যরূপে অন্নে এবং অন্নরূপে বীর্য্যে পরিণত হইয়া পিতৃদেহে অগ্রে গর্ভরূপ ধারণ করে [ঐতরেয় উ, ৪।১—"পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি"]। কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়েরই প্রদত্ত শুক্রশোণিতে যখন শরীরের উৎপত্তি, তখন "পিতৃভুক্তান্ন" শব্দের সমাসের এইরূপ বিগ্রহবাক্য করিতে হইবে—'পিতা চ মাতা চ তৌ পিতরৌ, তাভ্যাম্ ভুক্তম্ অন্নম্ তস্মাৎ জায়তে যৎ তৎ তস্মাৎ' এইরূপে একশেষ দ্বন্দ্ব, তৃতীয়াতৎপুরুষ, কর্ম্মধারয় ও উপপদ সমাস বুঝিতে হইবে, যেহেতু মাতার 'রক্ত'-বীর্য্য হইতে রক্ত, মাংস ও ত্বক্ উৎপন্ন হয় এবং পিতার রেতঃ-রূপ বীর্য্য হইতে হাড়, নাড়ী ও মজ্জা উৎপন্ন হয়। 'শরীর অন্নদ্বারা বৃদ্ধি পায়' এইরূপ যে বলা হইল, তাহাতে

'অন্ন' শব্দে দুগ্ধও বুঝিতে হইবে, কেননা, অন্নের ভক্ষণদ্বারাই প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "সপ্তান্নব্রাহ্মণে" (১৫।২) দুগ্ধকে অন্নরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থূলশরীর আত্মা নহে, তাহার হেতু কি? সেই হেতু বলিতেছেন—"প্রাক্ ঊর্দ্ধং চ তদভাবতঃ"—যেহেতু জন্মের পূর্ব্বে এবং মরণের পরে দেহের অভাব হয়, অর্থাৎ দেহের প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব উভয় প্রকার অভাবই আছে।

(শঙ্কা) ভাল, সাধারণ লোকে ত' দেহকেই আত্মা বলিয়া থাকে, ("এই যে 'আমি' " বলিয়া নিজ বুকে হাত দেয়)। আবার লোকায়তিক দর্শনকার চার্ব্বাকও দেহকে আত্মা বলিয়া মানেন। ইহাতে দেহ লইয়া বিবাদ—সন্দেহ বা অনেককোটিবিশিষ্ট জ্ঞান ত' রহিয়াছে। তাহার অপনোদন হইবে কি প্রকারে?

(সমাধান) যুক্তি বা অনুমানরূপ মীমাংসাদ্বারা দেহের অনাত্মভাব নিশ্চিত হইবে। সেই অনুমান এইরূপ :—বিবাদের বিষয় যে দেহ, (পক্ষ) তাহা আত্মা নহে (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা)। যেহেতু, তাহা কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশবান্ বলিয়া অনিত্য—(হেতু), যেমন, ঘটাদিরূপ কার্য্য—(দৃষ্টান্ত); ইহাই তাৎপর্য্য। ৩

(শঙ্কা) আচ্ছা, পূর্ব্বশ্লোকে যে অনুমান সূচিত হইয়াছে, সেই অনুমানে 'দেহ'রূপ "পক্ষে", "কার্য্য বলিয়া" (অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশবান্ বলিয়া অনিত্যতাহেতু)—এইরূপ যে "হেতু" প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই হেতু যেন মানা গেল, কিন্তু সেই অনুমানে 'দেহ আত্মা নহে'——এইরূপ যে সাধ্য (বা অনুমিতিরূপ যথার্থজ্ঞানের বিষয়) প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ত' সিদ্ধ হয় না; আর 'দেহই হইতেছে আত্মা' এইরূপ যে বিরুদ্ধ পক্ষ, তাহাতে দোষরূপ কোনও বাধক না থাকাতে এই—"যেহেতু কার্য্য"—"হেতু" নিরর্থক,—এইরূপে চার্ব্বাক-মতানুসারে আশঙ্কা তুলিয়া, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যে সেই বিরুদ্ধপক্ষে দোষ ত' রহিয়াছে; সেই দোষ দুইটি (১) অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ কর্ম্ম না করিয়াও তাহার ফলপ্রাপ্তি, এবং (২) কৃতবিপ্রণাশ অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও তাহার ফলের অপ্রাপ্তি। (৪র্থ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সেইহেতু এরূপ বলা চলে না যে সেই সাধ্যটি অর্থাৎ 'দেহ আত্মা নহে'—ইহা অসিদ্ধ। এইরূপে সিদ্ধান্তী চার্ব্বাক-মতানুযায়ী আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

পূর্ব্বজন্মন্যসন্নেতজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্?।
ভাবিজন্মন্যসন্ কর্ম্ম ন ভুঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্॥ ৪

অন্বয়—পূর্ব্বজন্মনি অসন্ এতৎ কথম্ জন্ম সম্পাদয়েৎ; ভাবিজন্মনি অসন্ ইহ সঞ্চিতম্ কর্ম্ম ন ভুঞ্জীত।

অনুবাদ—যে স্থূল দেহরূপ আত্মা পূর্ব্বজন্মে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান ছিল, তাহা কি প্রকারে বর্ত্তমান জন্মকে সম্পাদন করিবে? আবার আগামী জন্মে যে স্থূলদেহরূপ আত্মা অসৎ অর্থাৎ থাকিবে না, তাহাও বর্ত্তমান জন্মে সম্পাদিত কর্ম্মকে (কর্ম্মের ফলকে) ভোগ করিতে পারে না।

টীকা—এই দেহরূপ আত্মার পূর্ব্বজন্মে অসত্তাহেতু অর্থাৎ এই দেহ ছিল না বলিয়া, সেই কারণে বর্ত্তমান দেহের নিমিত্তকারণের অর্থাৎ পুণ্যপাপরূপ অদৃষ্টের উৎপত্তি অসম্ভব। সেইহেতু বর্ত্তমান জন্মকে অঙ্গীকার করিলে 'অকৃতাভ্যাগম'-দোষ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হয় নাই তাহারই ফলভোগ হয়, মানিতে হয়। সেইরূপ ভাবিজন্মে অর্থাৎ মরণের পর দেহরূপ আত্মার অভাবহেতু বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত যে পুণ্য ও পাপ, তদুভয়ের ফল-ভোক্তা এই দেহরূপ আত্মা থাকিবে না বলিয়া, পুণ্যপাপরূপ কর্ম্ম, ভোগবিনাই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, মানিতে হয়। তাহাতে 'কৃতবিপ্রণাশ'রূপ দোষ হয় অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হইয়াছে তাহা, ফল ভোগ না করাইয়াই বিনষ্ট হয়, বলিতে হয়। এইরূপে 'অকৃতাভ্যাগম' ও 'কৃতবিপ্রণাশ'রূপ বাধক থাকিতে আত্মার কার্য্যরূপতা অর্থাৎ আত্মাকে দেহরূপ অন্নবিকার বলিয়া মানা চলে না। ইহাই তাৎপর্য্য। ৪

অন্নময়কোশ যে আত্মা নহে, তাহা এইরূপে দেখাইয়া এক্ষণে প্রাণময় কোশের স্বরূপ এবং তাহাও যে আত্মা নহে, ইহাই দেখাইতেছেন:—

(খ) প্রাণময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ॥ ৫

অন্বয় যঃ দেহে পূর্ণঃ, বলম্ যচ্ছন্ অক্ষাণাম্ প্রবর্ত্তকঃ, (সঃ) বায়ুঃ প্রাণময়ঃ। অসৌ আত্মা ন; চৈতন্যবর্জ্জনাৎ॥

অনুবাদ—যে প্রাণময় বায়ু (প্রাণ, অপান প্রভৃতি) সমস্ত স্থূলদেহ ব্যাপিয়া, সেই দেহে বলাধান করিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, সেই দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী বায়ুকে প্রাণময় কোশ বলা হইয়া থাকে। এই প্রাণময় কোশ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা চৈতন্যরহিত।

টীকা—"যঃ দেহে পূর্ণঃ"—যে বায়ু স্থূল দেহের মধ্যে, চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ভরিয়া ব্যানবায়ুরূপে, "বলম্ যচ্ছন্"—দেহে বলাধান করিয়া, "অক্ষাণাম্ প্রবর্ত্তকঃ"—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে অবস্থিত, "সঃ বায়ুঃ প্রাণময়ঃ"—সেই বায়ুকে 'প্রাণময় কোশ' এই নাম দেওয়া হইয়া থাকে। "অসৌ আত্মা ন"—সেই প্রাণময় বায়ুও আত্মা হইতে পারে না; আত্মা না হইবার কারণ বলিতেছেন:—"চৈতন্যবর্জ্জনাৎ"—যেহেতু তাহা চৈতন্যরহিত। অনুমানপ্রয়োগে ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছেন:—বিবাদের বিষয় যে প্রাণময় কোশ (পক্ষ) তাহা আত্মা নহে (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহা জড়,—হেতু; যেমন ঘটাদি,—দৃষ্টান্ত। ৫

এক্ষণে মনোময় কোশের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাহা যে আত্মা নহে, তাহাই বলিতেছেন:—

(গ) মনোময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ॥ ৬

অন্বয়—দেহে অহন্তাম্ গৃহাদৌ মমতাম্ চ যঃ করোতি (সঃ) মনোময়ঃ; অসৌ আত্মা ন, (যতঃ) কামাত্মবস্থয়া ভ্রান্তঃ।

অনুবাদ—যাহা, অন্নময় (প্রাণময় প্রভৃতিরূপ) শরীরে 'আমি'-বুদ্ধি করে, গৃহ, ধন প্রভৃতিতে 'আমার'-বুদ্ধি করে, তাহাকে মনোময় কোশ বলে। সেই মনোময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, তাহা কামক্রোধাদি বৃত্তিমান্ বলিয়া স্থিরস্বভাব নহে অর্থাৎ বিকারী।

টীকা—"দেহে অহন্তাম্"—অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতিরূপ শরীরে যে অহন্তাব বা 'আমি' বলিয়া বুদ্ধি, "গৃহাদৌ মমতাম্ চ"—এবং গৃহপ্রভৃতিতে 'আমার' বলিয়া অভিমান, "যঃ করোতি সঃ মনোময়ঃ"—যে করে সেই মনোময় কোশ ; "অসৌ আত্মা ন"—সেই মনোময় কোশ আত্মা নহে ; কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"কামাত্মবস্থয়া ভ্রান্তঃ"—এই মনোময়কোশ কামক্রোধপ্রভৃতি বৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া অনিয়ত-স্বভাব—বিকারী—পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা বা বৃত্তি গ্রহণ করে; আত্মা কিন্তু সর্ব্বদাই একাবস্থ। এস্থলে অনুমান এইরূপ হইবে:—মনোময় কোশ (পক্ষ) আত্মা নহে (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তাহা বিকারী,—হেতু; যেমন দেহ—দৃষ্টান্ত; অর্থাৎ দেহ যেমন বাল্য, কৌমার, জরা প্রভৃতি অবস্থাবিশিষ্ট অর্থাৎ বিকারী বলিয়া আত্মা নহে, এই মনোময় কোশও সেইরূপ, কেননা, ইহার কামাদি অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে। ৬

এক্ষণে যাহা 'কর্ত্তা'-নামে অভিহিত হয়, সেই বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা প্রদর্শন করিতেছেন:—

(ঘ) বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৭

অন্বয়—(যা) চিচ্ছায়োপেতধীঃ সুপ্তৌ লীনা, বোধে আনখাগ্রগা (সতী) বপুঃ ব্যাপ্নুয়াৎ, (সা) বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (ভবতি)। (সা) আত্মা ন (ভবতি)।

অনুবাদ—যে চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্তা বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে (অজ্ঞানে) লীন হইয়া যায় এবং জাগ্রদবস্থায় নখাগ্র পর্য্যন্ত দেহকে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে। তাহাও আত্মা নহে।

টীকা—"(যা) চিচ্ছায়োপেতধীঃ"—চৈতন্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ চিদাভাসের সহিত মিলিতা বুদ্ধি, "সুপ্তৌ লীনা"—সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে লীন থাকিয়া, "বোধে আনখাগ্রগা সতী বপুঃ ব্যাপ্নুয়াৎ"—জাগরণাবস্থায় নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া, সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, "সা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (ভবতি)"—সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোশ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। "(সা) আত্মা ন"—সেই বিজ্ঞানময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, ঘটাদির ন্যায় তাহারও বিলয় প্রভৃতি অবস্থা আছে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৭

(শঙ্কা) ভাল, মন ও বুদ্ধি তুল্যরূপে অন্তঃকরণরূপ বলিয়া, তদুভয়ের মধ্যে

উপাদানগত প্রভেদ না থাকাতে, মনোময় ও বিজ্ঞানময় রূপে, একই অন্তঃকরণের ভেদকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান)—বুদ্ধির ও মনের যথাক্রমে কর্তৃত্বরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয়ত্বরূপে এবং করণত্বরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার সাধনতারূপে, একই অন্তঃকরণে ভেদ থাকায় মনোময়াদিরূপে ভেদ করা অসঙ্গত নহে।

(ঙ) মনোময় কোশ ও বিজ্ঞানময় কোশের প্রভেদ।

কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্‌।
বিজ্ঞানমনসী অন্তর্বহিশ্চৈতে পরস্পরম্‌ ॥ ৮

অন্বয়—অন্তরিন্দ্রিয়ম্‌ কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাম্‌ বিক্রিয়েত, এতে বিজ্ঞানমনসী; এতে চ পরস্পরম্‌ অন্তঃ বহিঃ।

অনুবাদ—মন ও বুদ্ধি উভয়েই অন্তঃকরণরূপ দ্রব্য হইলেও, বুদ্ধি কর্তৃরূপে এবং মন করণরূপে, পরিণত হয় বলিয়া বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোশ নামে এবং মনকে (পূর্ব্বোক্তরূপে) মনোময়কোশ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন একই ব্রাহ্মণ বেদীর উপর বসিয়া পুরাণব্যাখ্যা করিলে, 'কথক' (বা পাঠক) নামে এবং পাকশালায় বসিয়া রন্ধন করিলে 'পাচক' নামে অভিহিত হন, সেইরূপ। অন্তঃকরণ কর্তৃভাব লইয়া 'বুদ্ধি' নামে এবং করণভাব লইয়া 'মন' নামে অভিহিত হয়।

টীকা—"অন্তরিন্দ্রিয়ম্‌"—অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ যে দ্রব্য, তাহা কর্ত্তার ভাব লইয়া—কর্ত্তা সাজিয়া এবং করণের ভাব লইয়া—যন্ত্র সাজিয়া, বিকার অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত হয়; ইহাই অর্থ। "এতে"—এই দুইটি অর্থাৎ কর্ত্তা ও করণ যথাক্রমে বিজ্ঞান (বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়রূপ বৃত্তি) এবং মন (অর্থাৎ সংশয়রূপ বৃত্তি) এই দুই শব্দে উল্লিখিত হয়। এই দুইটি অর্থাৎ বুদ্ধি ও মন পরস্পর আন্তর ও বাহ্য রূপে অবস্থিত আছে। অভিপ্রায় এই—মন সংশয়রূপ উভয়-কোটিকবৃত্তি বলিয়া গতিশীল (Dynamic); এই কারণে বাহির হইয়া থাকে; এবং বুদ্ধি নিশ্চয়রূপ এককোটিকবৃত্তি বলিয়া স্থিতিশীল (Static); এই কারণে আন্তর হইয়াই থাকে। বহির্বৃত্তিক মনের অপেক্ষায় বুদ্ধিকে আন্তর এবং অন্তর্বৃত্তিক বুদ্ধির অপেক্ষায় মনকে 'বাহির' বলা হইয়া থাকে। ৮

এক্ষণে—"ভোক্তা" এই শব্দদ্বারা যে আনন্দময় কোশের বর্ণনা করা হয়, তাহা আত্মা নহে, ইহা দেখাইবার জন্য আনন্দময় কোশের স্বরূপ অর্থাৎ আকার বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

(চ) আনন্দময় কোশের স্বরূপ।

কাচিদন্তর্মুখাবৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্‌।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥ ৯

অন্বয়—পুণ্যভোগে কাচিৎ বৃত্তিঃ অন্তর্মুখা (সতী) আনন্দপ্রতিবিম্বভাক্‌ (ভবতি), ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে।

অনুবাদ—পুণ্যের ফলভোগের সময় কোনও বৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া চিদানন্দের প্রতিবিম্ব ধারণ করে এবং সেই ভোগের সমাপ্তি হইলে নিদ্রারূপে বিলীন হইয়া যায়।

টীকা—"পুণ্যভোগে"—পুণ্যকর্ম্মের ফলের অনুভবকালে, "কাচিৎ বৃত্তিঃ"—কোনও বুদ্ধিবৃত্তি, "অন্তর্মুখা সতী"—একাগ্র হইয়া, "আনন্দপ্রতিবিম্বভাক্ ভবতি"—আত্মস্বরূপ আনন্দের প্রতিবিম্ব ধারণ করে। সেই বৃত্তিই "ভোগশান্তৌ"—পুণ্যকর্ম্মের ফলের অনুভবরূপ ভোগ নিবৃত্ত হইলে, "নিদ্রারূপেণ লীয়তে"—নিদ্রারূপে তাহার প্রকৃতিতে (মূল উপাদানে) অর্থাৎ অজ্ঞানে সংস্কাররূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করে। সেই বৃত্তিই আনন্দময় কোশ; ইহাই অভিপ্রায়। ৯

সেই আনন্দময় কোশও যে আত্মা নহে, তাহা দেখাইতেছেন :—

(ছ) আনন্দময় কোশের অনাত্মতা।

কাদাচিৎকত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োঽপ্যয়ম্।
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদা স্থিতেঃ ॥ ১০

অন্বয়—অয়ম্ আনন্দময়ঃ অপি কাদাচিৎকত্বতঃ আত্মা ন স্যাৎ; বিম্বভূতঃ যঃ আনন্দঃ অসৌ আত্মা, সর্ব্বদা স্থিতেঃ।

অনুবাদ—এই আনন্দময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, ইহা কখনও আছে, কখনও নাই; ইহা অস্থায়ী, কিন্তু তদতিরিক্ত প্রতিবিম্বের কারণস্বরূপ—বিম্বরূপ যে চিদানন্দ, তাহাই আত্মা, কেননা, তাহা স্থায়ী বা সনাতন।

টীকা—"অয়ম্ আনন্দময়ঃ অপি"—এই বর্ণিত আনন্দময় কোশও, "আত্মা ন স্যাৎ"—আত্মা হইতে পারে না; "কাদাচিৎকত্বতঃ"—যেহেতু ইহা কদাচিৎস্থায়ী—কিছুকালমাত্র ধরিয়া অবস্থান করে, যেমন মেঘ, ধুম, কুয়াশা, রামধনু প্রভৃতি। ১০

আত্মার স্বরূপ

১। আত্মা আনন্দস্বরূপ।

(**শঙ্কা**)—ভাল, আনন্দময় প্রভৃতি কোশপঞ্চক বিদ্যমান থাকিতেও যখন তাহাদের কোনটিই আত্মা নহে, এই বলিয়া তাহাদের আত্মরূপতার নিষেধ করা হইল, তখন নিরাত্মতা অর্থাৎ শূন্যতাই ত' আসিয়া পড়িল—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—"বিম্বভূতঃ যঃ আনন্দঃ অসৌ আত্মা"—বুদ্ধি প্রভৃতিতে যাহা প্রতিবিম্বরূপ ধরিয়া অবস্থান করে, 'প্রিয়' প্রভৃতি শব্দদ্বারা যে আনন্দময় কোশের উল্লেখ করা হয়, তাহারই বিম্বভূত অর্থাৎ কারণস্বরূপ যে আনন্দ, তিনিই হইতেছেন আত্মা। যদি বল, সেই বিম্বরূপ আনন্দই বা আত্মা হইতে পারেন কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"সর্ব্বদা স্থিতেঃ"—যেহেতু তাহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান অর্থাৎ নিত্য বলিয়া। অভিপ্রায় এই—(অনুমান) বিবাদের বিষয় যে 'আনন্দ' (যাহার আনন্দরূপতা লইয়া আপত্তি) তাহাই (পক্ষ) আত্মা হইতে পারে (সাধ্য)

—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তাহা নিত্য—(হেতু); যাহা আত্মা নহে, তাহা নিত্যও নহে, যেমন দেহাদি বস্তু।

(শঙ্কা)—ভাল, বিম্বরূপ আনন্দের আত্মরূপতা সিদ্ধ করিবার জন্য, নিত্যতারূপ যে হেতু দেওয়া হইল, সেই হেতু ত' অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী, কেননা, আকাশও ত' সেইরূপ নিত্যপদার্থ? (সমাধান) না; কেননা, আকাশের উৎপত্তি শ্রুতিমুখে শুনা যায় বলিয়া আকাশ অনিত্য; সেই কারণে নিত্যতারূপহেতু আকাশাদিতে বিদ্যমান নাই বলিয়া 'অতিব্যাপ্তি' দোষ হইল না। (একস্মিন্ 'অন্তে' বিদ্যতে ইতি ঐকান্তিকঃ, বিপর্য্যাৎ অনৈকান্তিকঃ, উভয়ান্তব্যাপকত্বাৎ ইতি বাৎস্যায়নভাষ্যে ১।২।৪৫—'অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ'—কোনও একপক্ষে যাহার অন্ত অর্থাৎ নিয়ম বা নিশ্চয় নাই, তাহাই 'অনেকান্ত', যেমন, যেহেতু এই প্রাণীটি শৃঙ্গবিশিষ্ট, সেইহেতু এইটি গো; এস্থলে শৃঙ্গবিশিষ্টতা হরিণ-মহিষাদিতে বিদ্যমান বলিয়া হেতুটি অনৈকান্তিক হইল।)।

২। আত্মা জ্ঞানরূপ।

প্রতিপাদ্য মূল বস্তুতে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন:—

(ক) বাদীর শঙ্কা - আত্মা বলিয়া বস্তু নাই।

ননু দেহমুপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু।
মা ভূদাত্মত্বমন্যস্তু ন কশ্চিদনুভূয়তে॥ ১১

অন্বয়—ননু দেহম্ উপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু আত্মত্বম্ মা ভূৎ। অন্যঃ তু কশ্চিৎ ন অনুভূয়তে।

অনুবাদ—ভাল, স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া পুণ্যভোগ বা নিদ্রারূপী আনন্দময় কোশ পর্য্যন্ত বস্তু আত্মা না হয় না-ই হউক; কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোনও বস্তু ত' অনুভবে পাওয়া যায় না।

টীকা—পূর্ব্বকথিত হেতুবশতঃ অর্থাৎ "কার্য্য"রূপ বলিয়া অন্নময় কোশ, "জড়"রূপ বলিয়া প্রাণময় কোশ, "বিকারবান্" বলিয়া মনোময় কোশ, "বিলয়াদি"-অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিজ্ঞানময় কোশ এবং "কাদাচিৎক" বলিয়া অর্থাৎ কখন আছে, কখন নাই বলিয়া আনন্দময় কোশ—এই কোশপঞ্চকের আত্মরূপতা না ঘটে না-ই ঘটুক, কিন্তু তদতিরিক্ত ত' অন্য কোনও আত্মা অনুভূত হয় না; সেইহেতু সেইরূপ আত্মা থাকা সম্ভবপরও নহে—ইহাই আশঙ্কা। ১১

পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা অর্দ্ধাঙ্গীকার করিয়া সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন:—

(খ) পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার সমাধান।

বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ।
তথাপ্যেতেঽনুভূয়ন্তে যেন তং কো নিবারয়েৎ॥ ১২

অন্বয়—নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বে অনুভূয়ন্তে চ ইতরঃ ন; বাঢ়ম্। তথাপি যেন এতে অনুভূয়ন্তে তম্ কঃ নিবারয়েৎ?

অনুবাদ—আনন্দময় প্রভৃতি সকল কোশই অনুভবের বিষয় হয় বটে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার আত্মা অনুভূত হয় না—এইরূপ কথন সত্য বটে, (অর্থাৎ এই হেতুটি মাত্র অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্য অঙ্গীকার করিব না) তথাপি যে অনুভবদ্বারা এই পঞ্চকোশের অনুভব হয়, সেই অনুভবকে কে নিবারণ বা অস্বীকার করিবে ? কেহই করিতে পারে না।

টীকা—এস্থলে মূল শ্লোকে যে 'নিদ্রা'-পদ রহিয়াছে, তাহাতে 'লক্ষণা'দ্বারা নিদ্রাগত আনন্দকেই বুঝিতে হইবে। এইহেতু, নিদ্রা বা আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নময় কোশ পর্য্যন্ত পঞ্চকোশের অনুভব হয় বটে অর্থাৎ 'অন্য' বলিয়া প্রতীতি হয় বটে—হে বাদিন্ ! তোমার এইরূপ আপত্তি, অন্যরূপ সিদ্ধান্তের হেতু। "বাঢ়ম্"—'সত্য বটে'—তোমার আপত্তির অদ্ধাঙ্গীকার করিতেছি অর্থাৎ ত্বদুক্ত 'হেতু'টি মাত্র মানিতেছি, কিন্তু তোমার 'সাধ্য' মানিব না। ভাল, তাহা হইলে, কি প্রকারে উক্ত কোশপঞ্চকের অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকার করা হইতেছে ? এইহেতু বলিতেছেন—"তথাপি যেন এতে অনুভূয়ন্তে তম্ কঃ নিবারয়েৎ"—কোশপঞ্চকের অতিরিক্ত কিছু প্রতীত না হইলেও, যাহার বলে এই আনন্দময়াদি কোশপঞ্চকের প্রতীতি হয়, সেই অনুভব কি প্রকারে অস্বীকার করা যাইতে পারে ? অর্থাৎ সেই অনুভবরূপ আত্মার অঙ্গীকার করিতেই হইবে, ইহাই অভিপ্রায়।১২

(শঙ্কা) ভাল, পঞ্চকোশের অতিরিক্ত কোনও আত্মা যদি থাকিত, তাহা হইলে ত' অনুভূত হইত। যখন তাহা অনুভূত হয় না, তখন তাহা নাই, বলিতে হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) আত্মা জ্ঞানের 'বিষয়' নহে, কেননা আত্মা জ্ঞানস্বরূপ।

স্বয়মেবানুভূতিত্বাদ্বিদ্যতে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া ॥ ১৩

অন্বয়—স্বয়ম্ এব অনুভূতিত্বাৎ (আত্মনঃ) অনুভাব্যতা ন বিদ্যতে ; জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ (আত্মা) অজ্ঞেয়ঃ, ন তু অসত্তয়া।

অনুবাদ—আত্মা নিজেই অনুভূতিরূপ অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ; সেইহেতু তিনি জ্ঞেয়রূপ নহেন। যেহেতু আত্মা হইতে অন্য, জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই, সেইহেতু আত্মা জ্ঞানের অবিষয়, নতুবা অসত্তাহেতু অর্থাৎ আত্মা নাই বলিয়াই যে জ্ঞানের অবিষয়, তাহা নহে।

টীকা—আনন্দময় প্রভৃতি কোশসমূহের যিনি সাক্ষী, সেই আত্মা নিজেই অনুভবস্বরূপ বলিয়া অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না। (শঙ্কা) ভাল, আত্মা অনুভবস্বরূপ হইলেও আত্মার জ্ঞেয়তা—অনুভববিষয়তা কিহেতু নাই ? (সমাধান) "জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ" —জ্ঞাতা ও জ্ঞান—জ্ঞাতৃজ্ঞান, অন্য জ্ঞাতৃজ্ঞান—জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তর,—তদুভয়ের অভাব হেতু, "অজ্ঞেয়ঃ" —আত্মা জ্ঞানের বিষয় হন না। (শঙ্কা) ভাল, অন্যজ্ঞাতা ও অন্য জ্ঞান নাই বলিয়াই,

আত্মা জ্ঞাত হন না? অথবা আত্মা নিজেই নাই বলিয়া আত্মা জ্ঞাত হন না? এই দুই পক্ষের এক পক্ষের নিশ্চয়রূপ যে বিনিগমন, সিদ্ধান্ত বা নির্ণীতার্থপ্রকাশক বাক্য, তাহার (যুক্তিরূপ) কারণ কি? এইহেতু বলিতেছেন "ন তু অসত্তয়া"—পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাদশ শ্লোকে আনন্দময় প্রভৃতি কোশের সাক্ষী হন বলিয়াই, এই হেতুর বলে আত্মার অসত্তা নিষিদ্ধ হইয়াছে—'আত্মা নাই', এরূপ বলা চলে না, দেখান হইয়াছে; এইহেতু আত্মার 'অসত্তা'র কথা উত্থাপন করা যায় না। এই কারণে আত্মা নিজে নাই বলিয়া অজ্ঞেয়, এইরূপ হইতে পারেন না। অজ্ঞেয়তা কেবল তিন প্রকারেই ঘটিতে পারে, যথা (১) বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় একান্ত অসৎ হইলে, (২) বৃত্তির সহিত সম্বন্ধরহিত এবং অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, হইলে এবং (৩) স্বপ্রকাশ হইলে। তন্মধ্যে আত্মা অসৎ নহেন বলিয়া এবং কোনও কালে বৃত্তিসম্বন্ধরহিত এবং অজ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন না বলিয়া, অর্থাৎ সৎ বলিয়া এবং সর্ব্বদা বৃত্তি ও অজ্ঞানের সহিত বাস্তবসম্বন্ধরহিত বলিয়া বন্ধ্যাপুত্র ও ঘটাদির ন্যায় অজ্ঞেয় নহেন কিন্তু স্বপ্রকাশ বলিয়াই অজ্ঞেয়। ১৩

আত্মা নিজে অনুভবরূপ বলিয়া অনুভবের অর্থাৎ জ্ঞানের যে বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) আত্মা যে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

মাধুর্য্যাদিস্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্।
স্বস্মিংস্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকম্ ॥ ১৪

অন্বয়—অন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্ মাধুর্য্যাদিস্বভাবানাম্ স্বস্মিন্ তদর্পণাপেক্ষা নো, অন্যৎ চ অর্পকম্ ন অস্তি।

অনুবাদ—শর্করা, নিম্ব প্রভৃতি মধুরতিক্তাদি-স্বভাব বস্তু স্ব স্ব সংসৃষ্ট বস্তুতে মাধুর্য্যতিক্তাদি গুণ প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু আপনাকে সেই সেই গুণসম্পন্ন করিবার জন্য অন্য মধুরতিক্তাদিগুণসম্পন্ন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, আর সেই সেই গুণপ্রদ অন্যবস্তুও নাই। (গুড়ের মাধুর্য্য গুড়েরই, চিনির তাহা নাই)।

টীকা—"মাধুর্য্যাদিস্বভাবানাম্"—মাধুর্য্য হইয়াছে 'আদি' যাহাদিগের তাহারা মাধুর্য্যাদি; এস্থলে 'আদি' শব্দদ্বারা তিক্ততা, অম্লতা প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। সেই মাধুর্য্যাদি হইয়াছে স্বভাব অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্মবিশেষ যাহাদিগের, তাহারা মাধুর্য্যাদিস্বভাব, যথা, গুড় প্রভৃতি; তাহাদিগের হইতে "অন্যত্র"—নিজের নিজের সহিত সংসর্গবিশিষ্ট পদার্থে—যেমন ছোলা, মুড়ি প্রভৃতি পদার্থে, "স্বগুণার্পিণাম্"—স্বগুণ অর্থাৎ নিজ মাধুর্য্যাদিগুণসমূহকে অর্পণ করে—প্রদান করে, এইরূপ তাহাদিগের, "স্বস্মিন্"—নিজ নিজ গুড়াদিস্বভাবে, "তদর্পণাপেক্ষা" —সেই সেই মাধুর্য্যাদির অর্পণের অর্থাৎ সম্পাদনের অপেক্ষা অর্থাৎ অন্য কোনও মধুরাদি বস্তুর দ্বারা মাধুর্য্যাদি সম্পাদন করিতে হইবে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা, "নো"—নাই; "অন্যৎ-অর্পকম্ চ ন অস্তি"—আর গুড়াদিতে মাধুর্য্যাদিপ্রদ অন্য কোন বস্তুও নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৪

ফলিতার্থ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ঙ) ফলিতার্থ – আত্মা জ্ঞানের বিষয় না হইলেও জ্ঞানরূপ।

অর্পকান্তররাহিত্যেঽপ্যস্ত্যেষাং তৎস্বভাবতা।
মা ভূত্তথানুভাব্যত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে॥ ১৫

অন্বয় –অর্পকান্তররাহিত্যে অপি এষাম্ তৎস্বভাবতা অস্তি। তথা অনুভাব্যত্বম্ মা ভূৎ, বোধাত্মা তু ন হীয়তে।

অনুবাদ—যেমন শর্করাদিতে মধুরতাদির অর্পক (সঞ্চারক) কোনও বস্তু না থাকিলেও শর্করাদির মাধুর্য্যাদিস্বভাব থাকিতে পারে, সেইরূপ আত্মার অনুভাব্যতা না থাকে না-ই থাকুক, তাহাতে আত্মার অনুভবরূপতার ক্ষতি হয় না।

টীকা—"অর্পকান্তররাহিত্যে অপি" মাধুর্য্যাদিপ্রদ অন্য বস্তু না থাকিলেও, "এষাম্" - এই গুড় প্রভৃতি বস্তুর, "তৎস্বভাবতা"—মাধুর্য্যাদিস্বভাবতা যেমন থাকে, "তথা"—সেইরূপ, আত্মারও "অনুভাব্যত্বম্"—অনুভবের বিষয় হওয়ারূপ স্বভাব, "মা ভূৎ"—না থাকে না-ই থাকুক, "বোধাত্মা তু ন হীয়তে"—স্বতঃসিদ্ধ নিত্যজ্ঞান-রূপতার হানি হয় না। ১৫

১৩—১৫ শ্লোকে বর্ণিত হইল যে অনুভবস্বরূপ আত্মা অজ্ঞেয় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ: তদ্বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ বলিতেছেন : -

(চ) উক্ত শ্লোক-দ্বয়ে বর্ণিত অর্থে শ্রুতি-প্রমাণ।

স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেষ পুরোঽস্মাদ্ভাসতেঽখিলাৎ।
তমেব ভান্তমন্বেতি তদ্ভাসা ভাস্যতে জগৎ॥ ১৬

অন্বয়—এষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি, অস্মাৎ অখিলাৎ পুরঃ ভাসতে; তম্ এব ভান্তম্ অন্বেতি, তদ্ভাসা জগৎ ভাস্যতে।

অনুবাদ—এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশরূপ; এই দৃশ্যমান অখিল জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইনি বিদ্যমান; সমস্ত জগতের প্রকাশ তাঁহার প্রকাশেরই অনুগমন করিয়া থাকে; তাঁহার প্রকাশদ্বারাই সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়।

টীকা—[অত্র . অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি -বৃহদা ৪।৩।৯ ও ১৪]—বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে 'জ্যোতির্ব্রাহ্মণ' নামক তৃতীয় ব্রাহ্মণে আছে—এই স্বপ্নাবস্থায় এই পুরুষ বা আত্মা নিজেই 'জ্যোতিঃ'—বিষয়ের প্রকাশক হন; কেননা, তখন সূর্য্য প্রভৃতি না থাকায়, ইন্দ্রিয়সমূহ উপসংহৃত হওয়াতে, মনও স্বাপ্নবিষয়াকারে উপক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া, পরিশেষে আত্মা নিজেই জ্যোতিঃস্বরূপ বা স্বপ্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যান। [অস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ পুরতঃ সুবিভাতি (? সুবিভাতম্) – নৃসিংহোত্তরতা, উ—২, ৫, ৬, ৮] ('অস্মাৎ সচ্চিদাদিবাচ্যভেদপ্রত্যয়াৎ পুরতঃ পূর্ব্বম্ এব সুষ্ঠু বিস্পষ্টং তদ্ভেদসাক্ষিত্বেন ভবতি ইতি অনৃতাদিবিরুদ্ধরূপঃ আত্মা তথোক্তঃ'--ভাষ্য) –'সচ্চিদাদি' শব্দদ্বারা বাচ্যবস্তুতে

ভেদ প্রতীতির পূর্ব্বেই বিস্পষ্টরূপে, সেই ভেদের সাক্ষিরূপে প্রকাশিত হন, এইহেতু মিথ্যা-জড়-দুঃখ-স্বভাবের বিপরীতস্বভাব আত্মা; [তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—কঠ উ, ৫।১৫, মুণ্ডক উ ২।২।১০, শ্বেতাশ্বতর উ ৬।১৪]—চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ, সেই আত্মার প্রকাশের পর প্রকাশিত হইয়া থাকে; এই সমস্ত জগৎই তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়—এই সকল শ্রুতিবচন আত্মার স্বপ্রকাশতা বুঝাইতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য। সেই 'জ্যোতির্ব্রাহ্মণে' আছে—যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে বলিলেন জাগ্রদবস্থায় ব্যবহৃত সূর্য্য, চন্দ্র (তদুপলক্ষিত বিদ্যুৎ, তারকা), অগ্নি ও লোকের বচনরূপ জ্যোতিঃ, স্বপ্নাবস্থায় তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতির দ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল প্রকাশিত হয়। আত্মজ্যোতিঃ তিন অবস্থাতেই তুল্যরূপে বিদ্যমান বটে, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় অপরজ্যোতির দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যাদির জ্যোতির দ্বারা লোকের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে বলিয়া এবং সুষুপ্তির অবস্থায় অজ্ঞানের অনুভবরূপ সামান্য চেতন স্বয়ং-প্রকাশরূপে বিদ্যমান থাকিলেও, মন্দবুদ্ধি লোকে তাহাকে বুঝিতে চাহিলে, তাহাকে অনুমান প্রয়োগে বা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে হয় বলিয়া, অর্থাৎ অনায়াসে বুঝিতে পারে না বলিয়া, এই শ্লোকে 'অত্র' শব্দে কেবল 'স্বপ্নাবস্থাতেই' বুঝিতে হইবে, কেননা, সে অবস্থায় সূর্য্যাদির জ্যোতির দ্বারা বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় না, এবং সেই সকল জ্যোতির সাহায্যবিনাই স্বপ্নে অনুভূত বস্তুসকল প্রত্যক্ষ হয়। ১৬

[যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ? বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ? বৃহদা, উ ৪।৫।১৫] 'লোকে যাহার দ্বারা এই সমস্ত জানিতেছে, তাহাকে অপর কিসের দ্বারা জানিবে?' '(অরে মৈত্রেয়ী) বিজ্ঞাতাকে—সর্ব্বজ্ঞানের কর্ত্তাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?'—এই শ্রুতিবচনদ্বয়ের অর্থের অনুবাদ করিয়া শ্লোকপাঠ করিতেছেন:—

যেনেদং জানতে সর্ব্বং তৎ কেনান্যেন জানতাম্।
বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাচ্ছক্তং বেদ্যে তু সাধনম্ ॥ ১৭

অন্বয়—যেন ইদম্ সর্ব্বম্ জানতে, তৎ কেন অন্যেন জানতাম্? বিজ্ঞাতারম্ কেন বিদ্যাৎ, সাধনম্ তু বেদ্যে শক্তম্।

অনুবাদ—যে সাক্ষিস্বরূপ নিত্য চৈতন্যের বলে লোকে এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ জানিতেছে, সেই নিত্য চৈতন্যকে লোকে অন্য কাহার অর্থাৎ কোন দৃশ্য পদার্থের বা জড়ের সাহায্যে জানিবে? অন্য কিছুর দ্বারাই জানিতে পারে না, কেননা, যিনি নিজেই বিজ্ঞাতা তাঁহার বিজ্ঞাতা হইবে কে? জ্ঞানের সাধন যে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, তাহারা জ্ঞাতব্য বিষয়েই কার্য্যকর হয়; তাহারা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশনে অসমর্থ।

টীকা—"যেন"—যে সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার দ্বারা, "ইদম্"—সমস্ত দৃশ্য অর্থাৎ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, "জানতে"—প্রাণিগণ জানিতে সমর্থ হয়, "তৎ"—সেই সাক্ষিরূপ পদার্থকে অর্থাৎ আত্মাকে, "অন্যেন কেন"—অন্য কোন্ দৃশ্যরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যপদার্থের বা জড়ের সাহায্যে, "জানতাম্" —অবগত হইতে পারে, 'লোকে' কর্ত্তা উহ্য। এই বাক্যেরই তাৎপর্য্য, "বিজ্ঞাতারম্" ইত্যাদি শব্দত্রয়দ্বারা বলিতেছেন—"বিজ্ঞাতারম্"—যাবতীয় দৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বিজ্ঞাতাকে, "কেন" —কাহার দ্বারা (বিজ্ঞাতৃচৈতন্য ভিন্ন) কোন্ দৃশ্যস্বরূপ জড়পদার্থদ্বারা, "বিদ্যাৎ"—জানিতে সমর্থ হইবে ? অন্য কোনও পদার্থদ্বারা জানিতে পারে না। ভাল, মনের দ্বারা ত' জানিতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, "সাধনম্ তু বেদ্যে শক্তম্"—সাধন অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন মন, মনের বেদ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়েই 'শক্ত' সমর্থ হয়, কিন্তু জ্ঞাতা যে আত্মা, তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। এস্থলে 'জ্ঞাতা আত্মা' বলিতে নিরপেক্ষ কোনরূপ আত্মাকে বুঝিতে হইবে না, পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত আত্মা, যিনি বৃত্তিজ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা বা আশ্রয়, তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে, কেননা, শ্রুতিবচন রহিয়াছে [নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ইত্যাদি - কঠ উ, ৬।১৩]—'এই আত্মাকে বাগিন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া যায় না, মনদ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না অর্থাৎ অসংস্কৃত মনদ্বারা সঙ্কল্পাদি রূপে আত্মাকে জানা যায় না, চক্ষুর দ্বারাও নহে।' আর যদি বলা যায় আত্মা নিজেই নিজের জ্ঞেয় হন, তবে 'কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধ' হয় অর্থাৎ একই বস্তুকে একই ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম বলিয়া মানিতে হয়, তাহা অসম্ভব। যেমন কুম্ভকারকে আপনি আপনার কর্ম্ম ও আপনি আপনার কর্ত্তা বলা চলে না, সেইরূপ। ১৭

আত্মা স্বপ্রকাশ ; তদ্বিষয়ে প্রমাণরূপ দুইটি শ্রুতিবাক্য উল্লেখ করিবার জন্য, তদুভয় (অক্ষরতঃ পাঠ না করিয়া) অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্ব্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।
বিদিতাবিদিতাভ্যাং তৎ পৃথগ্‌বোধস্বরূপকম্॥১৮

অন্বয়—সঃ তৎ সর্ব্বম্ বেদ্যম্ বেত্তি ; তস্য বেদিতা অন্যঃ ন অস্তি ; তৎ বোধস্বরূপকঃ বিদিতাবিদিতভ্যাম্ পৃথক্।

অনুবাদ—যাহা কিছু জ্ঞেয় পদার্থ সংসারে আছে, তাহার সমস্তই তিনি জানেন ; তাঁহাকে জানিতে পারে, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নাই (শ্বেতাশ্বতর উ, ৩।১৯)। সেই নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সমস্ত বিদিত পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত বস্তু হইতেও পৃথক্ (কেন উ, ৩)।

টীকা—সেই আত্মা যাহা কিছু জ্ঞেয় পদার্থ আছে, তৎসমস্তই জানেন ; সেই আত্মা জ্ঞাতা তদ্ভিন্ন অন্য কেহ নাই। সেই বোধস্বরূপ অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম, বিদিত অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য—ব্যাকৃত বস্তু এবং যাহা অজ্ঞাত—ব্যাকৃতস্বরূপ জগতের বীজ -অবিদ্যা বা অব্যাকৃত বস্তু, তদুভয় হইতে বিলক্ষণ, কেননা তদুভয় জড়, আর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৮

(শঙ্কা) ভাল, বিদিত অর্থাৎ যাহা কখন কখন জ্ঞানের বিষয় হয়, এই প্রকার কার্য্যরূপ বস্তু এবং অবিদিত অর্থাৎ কারণরূপ বস্তু, এই দুই হইতে ভিন্ন বোধকে ত' অনুভবে পাওয়া যায় না। (সমাধান) বিদিত বা জ্ঞাত বস্তু যখন অবিদিত বা অজ্ঞাত বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথক্কৃত হইতেছে, (যেমন দণ্ডিপুরুষ পুরুষান্তর হইতে দণ্ডদ্বারা পৃথক্কৃত হয়,) তখন জ্ঞানরূপ বিশেষণ অর্থাৎ স্বরূপে প্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তকই (দণ্ডের ন্যায়) সেই পার্থক্য ঘটাইতেছে, মানিতে হইবে। বিদিত বস্তুতে সেই বিশেষণটি বোধস্বরূপ। জ্ঞাতবস্তুর বিশেষণ যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞাতবস্তুর স্বরূপে প্রবিষ্ট বলিয়া তাহার অনুভবের অভাব হইলে জ্ঞাতবস্তুরও অনুভবের অভাব ঘটে, তাহাকে আর 'জ্ঞাত বস্তু' বলা যায় না। যেমন দণ্ডের জ্ঞানের অভাব হইলে, "দণ্ডীর" জ্ঞানের অভাব হয় সেইরূপ। এইহেতু সেই জ্ঞানের বা বোধের অনুভব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই কথাই উপহাস পূর্ব্বক এই শ্লোকে বলিতেছেন ঃ—

(ছ) অনুভবস্বরূপ আত্মায় অনুভবের অভাবাশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েচ্ছাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতিম্॥ ১৯

অন্বয়—যস্য বোধে অপি অনুভবঃ কথঞ্চন ন জায়তে তম্ নরসমাকৃতিম্ লোষ্টম্ শাস্ত্রম্ কথম্ বোধয়েৎ?

অনুবাদ—যে মূঢ়ের (ঘটাদির) বোধেও কোনও প্রকার (বোধের) অনুভব হয় না, সেই মনুষ্যসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ঢেলাকে কি প্রকারে শাস্ত্র বুঝাইবে? (কোন প্রকারেই পারা যায় না।)

টীকা—"যস্য"—যে মন্দবুদ্ধি লোকের, "বোধে অপি"—ঘটাদির স্ফুরণরূপ, চৈতন্যস্বরূপ বোধেও, "অনুভবঃ"—(জ্ঞানের) সাক্ষাৎকার, "কথঞ্চন"—কোনও প্রকারে, "ন জায়তে"—হয় না, "তম্ নরসমাকৃতিম্ লোষ্টম্"—সেই মনুষ্যের ন্যায় আকারধারী ঢেলাকে—যাহা মৃত্তিকালেপনাদির পর পাষাণাদির মত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তদ্রূপ মনুষ্যকে, "শাস্ত্রম্ কথম্ বোধয়েৎ"—কি প্রকারে শাস্ত্র বুঝাইবে?—কোন প্রকারেই পারা যায় না; ইহাই ভাবার্থ। ১৯

'আমি কাহাকে 'বোধ' বলে তাহা জানি না' এইরূপ উক্তি 'ব্যাঘাত'-দোষযুক্ত—এই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন ঃ—

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥ ২০

অন্বয়—'মে (মম) জিহ্বা অস্তি ন বা' ইতি উক্তিঃ যথা কেবলম্ লজ্জায়ৈ; 'ময়া বোধঃ ন বুধ্যতে, বোদ্ধব্যঃ', ইতি তাদৃশী।

অনুবাদ—'আমার জিহ্বা আছে কি নাই' এইরূপ উক্তিটি যেমন লজ্জারই কারণ হয়, 'আমার বোধ যে আছে, তাহা বুঝিতেছি না, এখন তাহা বুঝিতে হইবে'—এই উক্তিও সেইরূপ লজ্জার কারণ।

টীকা—"জিহ্বা মে অস্তি, ন বা ইতি উক্তিঃ"—'আমার জিহ্বা আছে কি নাই' এইরূপ কথন, "যথা লজ্জায়ৈ"—যেমন লজ্জারই উৎপাদক হয়, সংশয়োত্তোলন বা অভিগ্রহ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হয় না, কেননা, জিহ্বা না থাকিলে উক্তরূপ প্রশ্নের উচ্চারণই সম্ভবপর হয় না; "ময়া বোধঃ ন বুধ্যতে, বোদ্ধব্যঃ ইতি" (উক্তিঃ)—'আমি বোধ কাহাকে বলে বুঝি না, পরে বুঝিব', এইরূপ উক্তিও, "তাদৃশী"—সেইরূপ লজ্জারই কারণ হয়, কেননা, বোধ বা ঘটাদির স্ফুরণরূপ জ্ঞানকে 'জানিনা, ইহার পরে জানিব' বলিলে সেই প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া যায়। অবশ্য 'জ্ঞান' শব্দের মুখ্য অর্থ 'চৈতন্য' বটে, আর যে বুদ্ধিবৃত্তি ঘটাদি বিষয়ের আকারে আকারিত হয় তাহা সেই বিষয়নিষ্ঠ চৈতন্যেরই অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক হয় বলিয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তিও উপচারক্রমে 'জ্ঞান' শব্দের গৌণ অর্থ হয়। ২০

ভাল, সেই ঘটাদির বোধ এই প্রকার—ইহা বুঝিলাম বটে; কিন্তু যে বিষয়টি লইয়া এই প্রকরণের আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধ, তদ্বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত হইল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(ঙ) ব্রহ্মেরজ্ঞান বৃত্তিরূপ।

যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে।
যদ্ বোধমাত্রং তদ্ ব্রহ্মেত্যেবং ধীর্ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ ॥২১

অন্বয়—লোকে যস্মিন্ যস্মিন্ বোধঃ অস্তি, তত্তদুপেক্ষণে যৎ বোধমাত্রম্ তৎ ব্রহ্ম ইতি এবম্ ধীঃ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—সংসারে যে যে বস্তুবিষয়ে জ্ঞান হয়, সেই সেই বস্তুজ্ঞান হইতে সেই সেই বিষয়কে অর্থাৎ বস্তুমাত্রকে উপেক্ষা করিলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম—এই প্রকার বুদ্ধিকেই ব্রহ্মনিশ্চয় বলে।

টীকা—"লোকে"—ইহ সংসারে, "যস্মিন্ যস্মিন্ বোধঃ অস্তি"—ঘটাদিরূপ যে যে বস্তু লইয়া জ্ঞান হয়, তাহাতে, "তত্তদুপেক্ষণে"—সেই সেই ঘটাদি বস্তুর অনাদর করিলে অর্থাৎ মিথ্যা জানিয়া তাহাকে ভুলিয়া গেলে, (সমুদ্রতরঙ্গে কেবল জলদৃষ্টির দ্বারা তরঙ্গকে যেমন ভুলিয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ ভুলিয়া গেলে), "যৎ বোধমাত্রম্, তৎ ব্রহ্ম"—কেবল জ্ঞানস্বরূপ যাহা ঘটাদি সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়, সেই 'ভাতি'-রূপে সকল বস্তুতে অনুস্যূত যে স্ফুরণ, তাহাই হইতেছে ব্রহ্ম, "ইতি এবম্ ধীঃ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ (ভবতি)"—এই প্রকার যে বুদ্ধি, তাহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান, ইঁহাই অর্থ। ২১

(শঙ্কা) ভাল, ঘটাদি বিষয়ের উপেক্ষাদ্বারা যদি সেই ঘটাদি বিষয়ের অনুভবরূপ ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহা হইলে ত' এই প্রকরণগত পঞ্চকোশের বিচার নিষ্প্রয়োজন বা ব্যর্থ হইয়া যায়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান) ঘটাদি বিষয়রূপ বস্তুর স্ফুরণরূপ ব্রহ্ম, বিষয়িরূপ বস্তুর স্ফুরণ হইতে অভিন্ন, ইহা না বুঝিলে, কেবল সেই জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ পরিপূর্ণ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের অন্তরাত্মরূপতার জ্ঞান বিনা, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপ, জন্মমরণাদিরূপ এবং শোকমোহাদিরূপ সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে না; সেই কারণে প্রথমোক্ত-

প্রকার ব্রহ্মের অন্তরাত্মতার উপলব্ধির জন্য পঞ্চকোশবিচারের উপযোগিতা আছে, সেই-হেতু সেই বিচারও ব্যর্থ নহে—ইহাই কহিতেছেন :—

(খ) ব্রহ্মজ্ঞানে পঞ্চকোশ বিচারের উপযোগিতা।

পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ।
স্বস্বরূপং স এব স্যাচ্ছূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্‌॥ ২২

অন্বয়—পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ সঃ এব স্বস্বরূপম্‌ স্যাৎ, তস্য শূন্যত্বম্‌ দুর্ঘটম।

অনুবাদ—পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিলে পঞ্চকোশের সাক্ষিস্বরূপ যে জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নিজরূপ অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্ম উভয়েরই স্বরূপ, কেননা, তদুভয় অভিন্ন; তাহার শূন্যত্ব অসম্ভব।

টীকা—"পঞ্চকোশপরিত্যাগে"—অন্নময়প্রভৃতি পঞ্চকোশকে বুদ্ধিদ্বারা অনাত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিলে পর, "সাক্ষিবোধাবশেষতঃ" তাহাদের সাক্ষিস্বরূপ যে বোধ অবশিষ্ট থাকে, "সঃ এব"—সেই সাক্ষিরূপ বোধই, "স্বস্বরূপম্‌ স্যাৎ"—আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই হইবে।

(ক) সাক্ষিরূপ বোধকে শূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না।

৩। আত্মা শূন্য নহেন, আত্মা স্বপ্রকাশ।

(শঙ্কা) ভাল, অন্নময়াদি কোশ ত' অনুভবসিদ্ধ; তাহাদিগকে অনাত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিলে, শূন্যই ত' অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ;—"তস্য শূন্যত্বম দুর্ঘটম্‌"—সেই সাক্ষিরূপ বোধকে শূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না। ২২

আত্মার শূন্যতা যে প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই যুক্তিদ্বারা নিরূপণ করিতেছেন :—

(খ) আত্মার শূন্যতা অসম্ভাব্য।

অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ।
স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কো ভবেৎ? ॥২৩

অন্বয়—স্বয়ম্‌ তাবৎ অস্তি নাম, বিবাদাবিষয়ত্বতঃ। স্বস্মিন্‌ অপি বিবাদঃ চেৎ, অত্র কঃ প্রতিবাদী ভবেৎ?

অনুবাদ—নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও বিবাদ নাই অর্থাৎ 'আমি আছি বা নাই' এইরূপে কেহই সন্দেহ করে না। (যাহার অস্তিত্ববিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, তাহা অবশ্যই আছে; এইহেতু নিজের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়, শূন্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না) নিজের অস্তিত্ব লইয়া যদি কেহ বিবাদ উঠায়—সন্দেহ করে, তবে কে প্রতিবাদী হইবে? সেই প্রতিবাদী বিবাদকর্তা বা সংশয়িতা নিজেরই স্বরূপ। (সে সংশয়িতা হইয়া নিজেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছে)।

টীকা—"স্বয়ম্‌"—শব্দের বাক্যার্থ 'স্বস্বরূপ', তাহা শাস্ত্রবেত্তা কি অশাস্ত্রবেত্তা বা প্রাকৃত সকলেরই মতে প্রথম বিদ্যমান। যদি বল কি প্রকারে? এইহেতু বলিতেছেন, "বিবাদা-বিষয়ত্বতঃ"—তাহা বিবাদের অবিষয় হেতু; 'স্ব-স্বরূপ', 'আমি আছি অথবা নাই' এইরূপ বিবাদের বিষয় হয় না। সকলের নিকটেই নিজ নিজ স্বরূপ বিদ্যমান, ইহাই তাৎপর্য্য।

যদি কেহ বলেন স্বস্বরূপ বিবাদের বিষয় হইবে না কেন ? এইরূপ বিরুদ্ধ পক্ষে যে দোষ আছে তাহাই বলিতেছেন—"স্বস্মিন্ অপি বিবাদঃ চেৎ"—আপনার অস্তিত্ব লইয়া যদি কেহ বিবাদ উত্থাপন করে, "অত্র কঃ প্রতিবাদী ভবেৎ"—তাহা হইলে সেই বিবাদের প্রতিবাদী—জবাব করিবার জন্য প্রতিপক্ষ, কে হইবে ? 'স্বাত্মনিরূপণ' নামক গ্রন্থে আছে, 'আমি, অর্থাৎ নিজে আছি' এ বিষয়ে বিবাদের কারণ বা সংশয় হইবে কাহার ?' উত্তর—'কাহারও নহে'। যদি কাহারও নিজের অস্তিত্ব লইয়া সংশয় হয়, তবে যে সংশয়কর্ত্তা হইবে, তাহাকে বলা যাইবে 'সেই সংশয়কর্ত্তাই ত' তুমি (অর্থাৎ সংশয় ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে তোমার অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতেছে)। ২৩

ভাল, যদি বলা যায়—যে বলে 'আমি নাই, সেই প্রতিবাদী হইবে' ; তাহা হইলে এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইবে 'সেইরূপ কেহ নাই।' এই কথাই বলিতেছেন :—

স্বাসত্ত্বন্তু ন কস্মৈচিদ্রোচতে বিভ্রমং বিনা।
অতএব শ্রুতির্বাধং ব্রূতে চাসত্ত্ববাদিনঃ ॥ ২৪

অন্বয়—স্বাসত্ত্বম্ তু বিভ্রমম্ বিনা কস্মৈচিৎ ন রোচতে ; অতএব চ শ্রুতিঃ অসত্ত্ববাদিন বাধম্ ব্রূতে।

অনুবাদ—আপনার অসত্তা অর্থাৎ 'আমি নাই' এইরূপ ধারণা করা ভ্রান্তিরূপ কারণ বিনা অন্য অবস্থায় কাহারও রুচিকর হয় না—কেহই অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এই নিমিত্তই শ্রুতি শূন্যবাদীর নিষেধ করিতেছেন।

টীকা—"বিভ্রমম্ বিনা"—একমাত্র ভ্রান্তিরূপ কারণ ছাড়িয়া দিলে, অন্য কোনও অবস্থায়, "স্বাসত্ত্বম্"—নিজের অভাব, 'আমি নাই' এইরূপ ধারণা, "কস্মৈচিৎ ন রোচতে"—কেহই অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহে। যদি বল কি প্রকারে এইরূপ নিশ্চয় করিতেছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'এই নিমিত্তই' ইত্যাদি। যেহেতু নিজের অভাব কাহারও নিকট রুচিকর অর্থাৎ গ্রাহ্য হয় না, সেইহেতু শ্রুতিও শূন্যবাদীর নিষেধ করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন 'শূন্যই তত্ত্ব' এইরূপ বলা চলে না। ২৪

'সেই শ্রুতিবচনটি কি ?'—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, সেই শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। তাহার অক্ষরতঃ পাঠ এইরূপ :—

অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥ তৈত্তিরীয় উ, ব্রহ্মবল্লী ৬।১

যদি কেহ ব্রহ্মকে 'অসৎ' অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারাতীত বলিয়া অবিদ্যমান, এইরূপে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই অসদ্রূপ ব্রহ্মের বেত্তা, জ্ঞাতব্যাভাবে পুরুষার্থশূন্য বলিয়া অসদ্রূপই হইয়া যান, অথবা নিজেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মানিলে, নিজেই অসৎ হইয়া যান ; আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সর্ব্বদ্বৈতের অধিষ্ঠান, সর্ব্বজগৎকর্ত্তা সর্ব্বলয়াধারভূত, এইহেতু 'আছেন' বলিয়া জানেন, তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ 'সৎ' অর্থাৎ পরমার্থস্বরূপে আত্মভাবাপন্ন বলিয়া জানেন।

অসদ্ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ স্বয়মেব ভবেদসৎ।
অতোঽস্য মা ভূদ্বেদ্যত্বং স্বসত্ত্বন্ত্বভ্যুপেয়তাম্॥ ২৫

অন্বয়—ব্রহ্ম অসৎ ইতি বেদ চেৎ, স্বয়ম্ এব অসৎ ভবেৎ। অতঃ অস্য বেদ্যত্বম্ মা ভূৎ, স্বসত্ত্বম্ তু অভ্যুপেয়তাম্।

অনুবাদ—যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই অসৎ হইয়া যান (কেননা, নিজের চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ; সেইহেতু নিজের অস্তিত্ব মানিলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানা হইয়া যায়।) অতএব 'ব্রহ্ম, জ্ঞানের বিষয় নহেন,' এইরূপ বলিতে পার বটে, কিন্তু নিজের অস্তিত্বরূপ ব্রহ্মের যে অস্তিত্ব তাহা ত' মানিতেই হইবে।

টীকা—"ব্রহ্ম অসৎ ইতি বেদ চেৎ"—যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ—অবিদ্যমান-অসৎ—বলিয়া জানেন, (তর্হি) "স্বয়ম্ এব অসৎ ভবেৎ"—তাহা হইলে তিনি আপনাকে অবিদ্যমান বলিয়া জানিয়া অবিদ্যমানস্বরূপ হইয়া যান, যেহেতু তিনি নিজেই (নিজের চৈতন্যই) ব্রহ্মের স্বরূপ। এখন যে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল, তাহাই বলিতেছেন—অতএব ইত্যাদি (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২৫

এক্ষণে গ্রন্থকার আত্মার স্বপ্রকাশতা বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে, আত্মার বেদ্যতা নাই অর্থাৎ আত্মা অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না, বলিয়া, 'তবে আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?' এই পূর্ব্বপক্ষপ্রশ্নের উত্থাপন করিতেছেন:—

গ। আত্মার স্বরূপ কি প্রকার? উত্তর।

কীদৃক্ তর্হীতি চেৎ পৃচ্ছেরীদৃক্তা নাস্তি তত্র হি।
যদনীদৃগতাদৃক্ চ তৎস্বরূপং বিনিশ্চিনু॥ ২৬

অন্বয়—কীদৃক্ ইতি পৃচ্ছেঃ চেৎ, তর্হি তত্র ঈদৃক্তা ন হি অস্তি; যৎ অনীদৃক্ চ অতাদৃক্ তৎ স্বরূপম্ বিনিশ্চিনু।

অনুবাদ—যদি জিজ্ঞাসা কর 'সেই আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?' তবে তদুত্তরে বলি, সেই আত্মার ঈদৃক্তা নাই অর্থাৎ 'আত্মা এইরূপ' এইভাবে আত্মার নির্দ্দেশ করা যায় না। (তাহার সহিত উপলক্ষণে বুঝিতে হইবে 'আত্মা সেইরূপ' এই ভাবেও আত্মার নির্দ্দেশ করা যায় না।) যে বস্তুকে 'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাকে অবশেষে নিজেরই স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় কর।

টীকা—'তবে আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?' পূর্ব্বপক্ষীর এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে আত্মার 'এইরূপ' 'সেইরূপ' ইত্যাদি কোনও রূপে (বিশেষণদ্বারা) বিশিষ্টতা অঙ্গীকার করিলে, সেইরূপ বিশিষ্টতাদ্বারাই আত্মার বেদ্যতা বা জ্ঞানের বিষয়তা (সিদ্ধ) হইয়া যাইবে; আর সেইরূপ অঙ্গীকার না করিলে আত্মার শূন্যতা সিদ্ধ হইয়া যাইবে। সেইহেতু

পূর্ব্বপক্ষীকে বলিতেছেন—সত্য বটে, 'আত্মা এইরূপ' অথবা 'আত্মা সেইরূপ', এইরূপ মানিলে আত্মার বেদ্যতা আসিয়া পড়ে; আর তাহা না মানিলে আত্মা শূন্য হইয়া পড়েন; কিন্তু অদ্বৈতবাদী আত্মাকে 'এইরূপ' 'সেইরূপ' বলিয়া অঙ্গীকার করেন না—এই কথাই বলিতেছেন 'আত্মার ঈদৃক্‌তা নাই' ইত্যাদিদ্বারা। 'ঈদৃক্‌তা', 'তাদৃক্‌তার' উপলক্ষণ, তাহাও বুঝিতে হইবে। আত্মার স্বরূপে, ঈদৃক্তাও নাই, তাদৃক্তাও নাই—এই কথাই বলিতেছেন—"যে বস্তুকে 'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' বলিয়া" ইত্যাদি (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২৬

ভাল, কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা অর্থাৎ 'এইরূপ বুঝিতে হইবে'—এইরূপ নির্দ্দেশবাক্য-দ্বারা বস্তুর সিদ্ধি হয় না—'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' বলিয়া বস্তুর অসন্দিগ্ধ জ্ঞান জন্মে না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, 'এইরূপ' ও 'সেইরূপ' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ বলিয়া, আত্মার স্বরূপ উক্ত দুই শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, ইহাই উপপাদন করিতেছেন :—

অক্ষাণাং বিষয়স্ত্বীদৃক্ পরোক্ষস্তাদৃগুচ্যতে।
বিষয়ী নাক্ষবিষয়ঃ স্বত্বান্নাস্য পরোক্ষতা॥ ২৭

অন্বয়—অক্ষাণাম্ বিষয়ঃ তু ঈদৃক্, পরোক্ষঃ তাদৃক্ উচ্যতে; বিষয়ী অক্ষবিষয়ঃ ন (ভবতি), স্বত্বাৎ অস্য পরোক্ষতা ন।

অনুবাদ—যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহাকে 'ঈদৃক্' বা 'এইরূপ' এই শব্দদ্বারা বুঝান যায়; যাহা পরোক্ষ বস্তু, 'তাদৃক্' বা 'সেইরূপ' এই শব্দদ্বারা তাহাকে বুঝান যায়; আর যাহা বিষয়ী—সর্ব্ববস্তু প্রকাশক সাক্ষী, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না; তাহা আপনারই স্বরূপ বলিয়া সেই সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অপ্রত্যক্ষও নহেন।

টীকা—ঘটাদি প্রত্যক্ষ বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাদিগকে যে 'ঈদৃক্' ('এইরূপ') শব্দদ্বারা বুঝান যায়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; আর ধর্ম্ম, অধর্ম্ম (স্বর্গ, নরক) প্রভৃতি পরোক্ষ বস্তু, তাহাদিগকে 'তাদৃক্' (সেইরূপ) শব্দদ্বারা বুঝান যায়, তাহাও সকলে জানে। আর দ্রষ্টা ইন্দ্রিয়াদির সাক্ষী যে আত্মা, তিনি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় হন না বলিয়া, তাঁহাকে 'ঈদৃক্' শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এবং নিজেরই স্বরূপ বলিয়া তিনি পরোক্ষও নহেন; এইজন্য 'তাদৃক্' শব্দদ্বারা তাঁহাকে বুঝান যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ২৭

পূর্ব্বে ২৬ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাকে 'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না; সেই স্থলে যে সূচিত হইয়াছে, 'তাহা হইলে আত্মাকে শূন্য বলিতে হয়'—এই দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থনকারীকে ফলিতার্থ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বুঝাইবার ছলে, তাহার সেই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঘ) আত্মা স্বপ্রকাশ, —শূন্য নহেন।
(ঙ) আত্মার 'সত্য জ্ঞান অনন্ত' এই ব্রহ্মলক্ষণ-যোজনা।

অবেদ্যোঽপ্যপরোক্ষোঽতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্॥ ২৮

অন্বয়—অয়ম্ অবেদ্যঃ অপি অপরোক্ষঃ ; অতঃ স্বপ্রকাশঃ ভবতি ; "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" ইতি ব্রহ্মলক্ষণম্ ইহ অস্তি।

অনুবাদ—এই আত্মা অবেদ্য হইয়াও অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও প্রত্যক্ষস্বরূপ ; সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ ; আর শ্রুতিতে (তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১) যে "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" বলিয়া ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাও আত্মায় বিদ্যমান। (সুতরাং আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে, আত্মা শূন্য নহেন।)

টীকা—এই আত্মা ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় না হইলেও, অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ), এই-হেতু স্বপ্রকাশস্বরূপ, ইহাই অর্থ। এস্থলে 'অনুমান' এইরূপ হইবে :—আত্মা (পক্ষ) স্বপ্রকাশ (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু সম্বিৎ কর্ম্মতাবিনাই (অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম্ম বা বিষয় না হইয়াই) অপরোক্ষ—(হেতু) ; যেমন সম্বেদন (ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিজ্ঞান)—দৃষ্টান্ত। এই অনুমানে যদি কেহ 'বিশেষণাসিদ্ধ' দোষ ধরেন অর্থাৎ যদি কেহ বলেন যে 'জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম বা বিষয় না হইয়াই অপরোক্ষ' এই যে হেতু কথিত হইয়াছে এবং তাহার যে, 'আত্মার সম্বিতের অকর্ম্মতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিজ্ঞানের অবিষয়তা' রূপ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ অর্থাৎ তাঁহারা যদি বলিতে চাহেন—আত্মা ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তি জ্ঞানের বিষয়,—তাহা হইলে কিন্তু একই আত্মা একই কালে জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইয়া যান,—তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি সেই প্রতিবাদী বলেন যে 'কর্তৃকর্ম্ম-বিরোধ'-রূপ দোষ ঘটে না, কেননা, আত্মা কেবল চৈতন্যমাত্র সাক্ষিরূপ নিজ-স্বরূপে জ্ঞানের কর্ত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন এবং অন্তঃকরণবিশিষ্টরূপদ্বারা জ্ঞানের বিষয়রূপে কর্ম্মভাব পাইতে পারেন এইরূপে বিরোধ হয় না, দেখান যাইতে পারে ; তদুত্তরে বলা যাইবে, তাহা হইলে বলিতে হয় 'দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি' দেবদত্ত গ্রামকে যাইতেছে (পাইতেছে) —এস্থলে একই দেবদত্ত জীবরূপ নিজ-স্বরূপে গমন ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতেছে এবং দেহবিশিষ্ট রূপে গমন ক্রিয়ার কর্ম্ম 'গ্রাম' হইতেছে এইরূপে 'অতিপ্রসঙ্গ'-দোষ অথবা ("reductio ad absurdum" reduction to absurdity) আসিয়া পড়ে। (যে স্থলে যে বস্তুর বোধ অভিপ্রেত, সেই স্থলে যদি তদ্ভিন্ন বস্তুর বোধের সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে 'অতি-প্রসঙ্গ' দোষ হয়।) আবার যদি এইরূপ আপত্তি উঠে যে উক্ত অনুমানের দৃষ্টান্তটি 'সাধনবিকল' বা অসিদ্ধ অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশতাসিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিজ্ঞানরূপ যে সম্বেদনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিজের প্রকাশের জন্য অন্য সম্বেদনের অপেক্ষা করে, তবে বলি সেই সম্বেদনও আবার দ্বিতীয় সম্বেদনের এবং তাহা আবার তৃতীয় সম্বেদনের, এইরূপে সম্বেদনপরম্পরার অপেক্ষা করিবে। এইরূপে উপপাদ্য-উপপাদকরূপ অবধিরহিত প্রবাহের সম্ভাবনা বা অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়িবে। (শঙ্কা) ভাল, ন্যায়শাস্ত্রে বলে, ঘট ঘটাকার বৃত্তিরূপ জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হয় ; সেই জ্ঞান আবার 'অনুব্যবসায়'দ্বারা—জ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা (আমার ঘটজ্ঞান হইতেছে, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা—যাহাকে বেদান্তে

সাক্ষিরূপজ্ঞান বলে, সেই জ্ঞানদ্বারা) প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে আত্মার স্বপ্রকাশত্ব বিষয়ে যে সম্বেদনের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, সেই দৃষ্টান্তও অসিদ্ধ, কেননা, তাহাও পরপ্রকাশ্য (জ্ঞানান্তরদ্বারা প্রকাশ্য), সুতরাং 'সাধনবিকলতা' দোষ থাকিয়াই গেল। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, এইরূপ বলা চলে না, কেননা, এক ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে অন্য ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিরূপ জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং সাধনবিকলতা দোষ ঘটিতে পারে না।

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা স্বপ্রকাশ, ইহা সিদ্ধ হইল, মানিলাম ; তথাপি সেই আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ না খাটিলে আত্মার ত' ব্রহ্মত্বসিদ্ধি হইল না।

(সমাধান) সেইজন্য আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ যোজনা করিতেছেন :—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্"—এই যে ব্রহ্মলক্ষণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।১) প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আত্মায় বিদ্যমান। ব্রহ্মলক্ষণের 'পদকৃতি' এইরূপ হইবে—ব্রহ্মলক্ষণে যে তিনটি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহাদের সার্থকতা এইরূপে দেখান যাইতে পারে। ব্রহ্মকে কেবল 'সত্য' বলিয়া বুঝাইতে গেলে, নৈয়ায়িকগণ যে আকাশাদিকে সত্য বলিয়া মানেন, তাহারাও ব্রহ্মলক্ষণের অন্তর্ভূত হইয়া যায় এবং লক্ষণটি 'অতিব্যাপ্তি'-দোষাক্রান্ত বা "too wide" হইয়া পড়ে ; সেইহেতু 'জ্ঞান' শব্দের সন্নিবেশ। ব্রহ্মকে কেবল 'জ্ঞানস্বরূপ' বলিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিসম্মত বুদ্ধিরূপ জ্ঞান, নৈয়ায়িকের আত্মগুণ-স্বরূপ জ্ঞান, এবং অপরাপরসম্মত সত্ত্বগুণরূপ জ্ঞান অথবা সত্ত্বগুণকার্য্য অন্তঃকরণরূপ জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিতে পারে ; সেইহেতু 'অনন্ত'পদের সমাবেশ। নৈয়ায়িকগণ যদ্যপি আত্মাকে বিভু বলিয়া থাকেন, তথাপি সেই 'বিভু' ও 'অনন্ত' একই পদার্থ নহে ; কেননা, দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদরহিতকেই 'অনন্ত' বলা হয়, যাহার নামান্তর 'আনন্দ', কেননা, ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন—[যদ্বৈ ভূমা তদ্বৈ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি]—যাহা বৃহৎ বা অপরিচ্ছিন্ন তাহাই আনন্দ, যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহা দুঃখজনক। আর 'বিভু' শব্দের অর্থ সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগী বা সর্ব্বদেশবৃত্তি। আবার উপাসকগণ আত্মাকে সত্য অর্থাৎ নিত্য এবং জ্ঞানরূপ বা চেতন বলিয়া মানেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে আত্মা 'বিভু' বা 'অনন্ত' নহেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন আত্মা অণুপরিমাণ, কেহ বলেন, মধ্যমপরিমাণ। এইহেতু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মলক্ষণটি নির্দ্দোষ। ২৮

৪। আত্মা সত্যস্বরূপ।

আত্মার সত্যরূপতাপ্রতিপাদনের জন্য সত্যত্বের লক্ষণ বলিতেছেন :—

(ক) সত্যত্বের লক্ষণ।

সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ।
বাধঃ কিংসাক্ষিকো ব্রূহি ন ত্বসাক্ষিক ইষ্যতে॥ ২৯

অন্বয়—বাধরাহিত্যম্ সত্যত্বম্ ; জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ বাধঃ কিংসাক্ষিকঃ ব্রূহি ; অসাক্ষিকঃ তু ন ইষ্যতে।

অনুবাদ—বাধশূন্যতাকেই সত্যতা বলে *; সমস্ত জগতের বাধ ঘটিলে, যিনি একমাত্র সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার যদি বাধ বা বিনাশ ঘটে, তবে সেই বাধের সাক্ষী কে হইবে, বল; কেননা, সাক্ষিরহিত বাধ বা বিনাশ কেহ কোথাও দেখে নাই। সাক্ষী না মানিলে সেই মর্য্যাদার অর্থাৎ নিয়মের উল্লঙ্ঘন করা হইবে।

টীকা—পূর্ব্বাচার্য্যগণ অবধারণ করিয়াছেন, যাহা বাধের অযোগ্য (যাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না) তাহাই সত্য; যাহা বাধের যোগ্য তাহা অসত্য বা মিথ্যা—এইহেতু সত্যতা বলিতে বাধরাহিত্য মানিতে হইবে। ভাল, তাহাই সত্যতার লক্ষণ হইল, মানা গেল; তাহাতে আলোচ্য আত্মস্বরূপে কি ফল দাঁড়াইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ বাধঃ"—স্থূলসূক্ষ্মশরীরাদিরূপ যে জগৎ তাহার যে বাধ—সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধিতে যে অবিদ্যমানতা, তাহার সাক্ষিরূপে বিদ্যমান আত্মার বাধ, "কিংসাক্ষিকঃ" (স্যাৎ)—কে সাক্ষী যাহার অর্থাৎ যে বাধের, তাহা "কিংসাক্ষিকঃ"-কে তাহার সাক্ষিরূপে রহিবে? (উত্তর) তাহার কোনও সাক্ষী থাকিবে না। ভাল, সাক্ষী পাইবার জন্য এত নির্ব্বন্ধ কেন? আত্মার বাধ সাক্ষিরহিত হইলই বা, তাহাতে কি আসিয়া গেল? (উত্তর) "অসাক্ষিকঃ বাধঃ ন ইষ্যতে" সাক্ষিরহিত বাধ (নাশ) মানিতে পারা যায় না, কেননা, তাহা মানিলে 'অতিপ্রসঙ্গ' হয়—'সাক্ষিরহিত নাশ নাই' এই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অস্বীকার করিতে হয়। ২৯

এই কথাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন:—

(খ) সাক্ষির বাধরাহিত্য।

অপনীতেষু মূর্ত্তেষু হ্যমূর্ত্তং শিষ্যতে বিয়ৎ।
শক্যেষু বাধিতেষ্বন্তে শিষ্যতে যত্তদেব তৎ॥ ৩০

অন্বয়—মূর্ত্তেষু অপনীতেষু অমূর্ত্তম্ বিয়ৎ হি শিষ্যতে। শক্যেষু বাধিতেষু অন্তে যৎ শিষ্যতে তৎ এব তৎ।

অনুবাদ—মূর্ত্তিমান পদার্থসকল (গৃহ হইতে) বাহির করিয়া ফেলিলে, যেমন মূর্ত্তিহীন আকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ বাধযোগ্য সকল পদার্থেরই বাধ হইলে অন্তে বাধের সাক্ষী যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই হইল সেই (আত্মা বা ব্রহ্ম)।

---

* 'বাধ' শব্দের অর্থ অপরোক্ষমিথ্যাত্বনিশ্চয়, অথবা প্রতীতার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যার্থ কল্পনা। প্রথমোক্ত বাধ তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা (১) শাস্ত্রীয় বাধ যেমন ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্চের বাধ বা অভাবনিশ্চয়, "অথাত আদেশো নেতি নেতি"—ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা। (২) যৌক্তিক বাধ যেমন মৃত্তিকাব্যতিরিক্ত ঘট বলিয়া বস্তু নাই, সেইরূপ সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্চ নাই, এইরূপ নিশ্চয়। (৩) প্রত্যক্ষবাধ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য হইতে যে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তদ্দ্বারা অজ্ঞান ও তৎকার্য্য নাই, এইরূপ নিশ্চয়।

টীকা—"মূর্ত্তেষু অপনীতেষু"—গৃহাদিগত আকারবান্ ঘটাদি পদার্থমাত্রই গৃহাদি হইতে নিঃসারিত হইলে, "হি"—যথা, "অমূর্ত্তম্ বিয়ৎ শিষ্যতে"—নিঃসারণের অযোগ্য (অসাধ্য) মূর্ত্তিহীন আকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ, "শক্যেষু বাধিতেষু"—আত্মভিন্ন মূর্ত্তিমান দেহ এবং মূর্ত্তিরহিত ইন্দ্রিয়াদি, যাহারা বাধ করিবার যোগ্য পদার্থ, তাহারা, "নেতি নেতি"—ইহা নহে ইহা নহে (বৃহদা উ ২।৩।৬, ৩।৯।২৬, ৪।২।৪ ; ৪।৪।২২, ৪।৫।১৫)—এই শ্রুতিবচনবলে নিরাকৃত হইলে "অন্তে যৎ শিষ্যতে"—পরিশেষে সকল অনাত্মপদার্থের নিরাকরণের সাক্ষী বলিয়া যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, "তৎ এব তৎ"—তাহাই বাধরহিত আত্মা ! উক্ত (বৃহদা উ ৪।৪।২২) শ্রুতিবচনটি এই—[স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে, অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে, অসঙ্গো ন হি সজ্যতে ইত্যাদি]—ইহা নহে, ইহা নহে বলিয়া সর্ব্বনিষেধের অবধিরূপে অভিহিত সেই এই আত্মা স্বভাবতঃই গ্রহণের অযোগ্য, এই জন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হন না ; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এইজন্য শীর্ণ হন না ; অসঙ্গ এইজন্য কিছুতেই আসক্ত হন না, ইত্যাদি। অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য প্রথম 'নেতি', স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপ অজ্ঞানকার্য্যনিবৃত্তির জন্য দ্বিতীয় 'নেতি'। ৩০

ভাল, যে সকল বস্তু প্রতীত হইতে থাকে, সেই সকল বস্তুরই নিষেধ হইলে, কিছুই ত' অবশিষ্ট থাকে না ; অতএব কি হেতু বলা হইতেছে—যাহা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই তাহা ? এই শঙ্কার উত্তরে অবশিষ্ট বস্তুর আত্মরূপতা সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতেছেন :—

সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিচ্চেদ্ যন্ন কিঞ্চিৎ তদেব তৎ।
ভাষা এবাত্র ভিদ্যন্তে, নির্বাধং তাবদস্তি হি ॥ ৩১

অন্বয়—সর্ব্ববাধে 'ন কিঞ্চিৎ' চেৎ, 'ন কিঞ্চিৎ' যৎ, তৎ এব তৎ ; অত্র ভাষাঃ এব ভিদ্যন্তে, নির্বাধম্ তাবৎ অস্তি হি।

অনুবাদ—সকল পদার্থের নিষেধ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা কিছুই না, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে, যাহাকে 'কিছুই না' বলিয়া বর্ণনা করিতেছ, তাহাই তাহা (আত্মা বা ব্রহ্ম), এই স্থলে আত্মরূপ বস্তুর নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, ভাষাই ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অবাধিত আত্মচৈতন্যের অস্তিত্ব ত' সিদ্ধ হইতেছে ; যেমন, বাঙ্গালা দেশে যে বস্তুকে জল বলে, তৈলঙ্গদেশে তাহাকে 'নীলু' (নীর) বলে ; সেস্থলে কেবল শব্দ মাত্রেরই ভেদ ; বারিরূপ অর্থের ভেদ নাই। সাক্ষিরূপ অর্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

টীকা—'কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'—এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া যখন তুমি শূন্য প্রতিপাদন করিতে চাহিতেছ, তখন এই শব্দগুলির উচ্চারণ সিদ্ধির জন্য, সকল বস্তুর অভাববিষয়ক জ্ঞান, তোমাকে অবশ্যই মানিতে হইবে। এইহেতু সর্ব্ববস্তুর অভাববিষয়ক জ্ঞানই

আমার অভিমত আত্মার স্বরূপ; এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"যাহাকে 'কিছু নয়' বলিয়া বর্ণনা করিতেছ" ইত্যাদিদ্বারা। 'কিছু নয়' এই শব্দগুলিদ্বারা যে চৈতন্য বুঝা যাইতেছে, তাহাই সেই ব্রহ্ম, ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা), ভাল, 'কিছু নয়' এই শব্দগুলিদ্বারা 'চৈতন্য' বুঝা যাইতেছে কি প্রকারে? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেই অভাবের কোনও সাক্ষী আছে, এইরূপ অবশ্যই মানিতে হইবে। তাহা হইলে বিবাদ কেবল সেই সাক্ষিবোধক শব্দ লইয়া, সেই সাক্ষী আত্মরূপ বিষয় লইয়া নহে। এইরূপ উক্ত আশঙ্কার পরিহারের জন্য বলিতেছেন—"এস্থলে ভাষাই ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে" ইত্যাদি। এস্থলে সমস্ত অভাবের সাক্ষিরূপ অন্তরাত্মবিষয়ে "কিছুই নয়" ও "সাক্ষী" ইত্যাদি শব্দবশেই ভাষায় ভেদ ঘটিতেছে, কিন্তু বাধরহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপ বস্তু থাকিয়াই যাইতেছে; ইহাই অর্থ। ৩১

এই কথাই শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা দৃঢ় করিতেছেন:—

অতএব শ্রুতির্ব্বাধ্যং বাধিত্বা শেষয়ত্যদঃ।
স এষ নেতি নেত্যাত্মেত্যতদ্ব্যাবৃত্তিরূপতঃ॥ ৩২

অন্বয়—অতএব "সঃ এষঃ আত্মা ন ইতি, ন ইতি" ইতি শ্রুতিঃ অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপতঃ বাধ্যম্ বাধিত্বা অদঃ শেষয়তি।

অনুবাদ—এইহেতু, সেই এই (সর্ব্বনিষেধের অবধিভূত) আত্মা, 'ইহা নহে', 'ইহা নহে' এইরূপে শ্রুতি 'অতৎ'-এর অর্থাৎ অনাত্মরূপ জগতের, নিষেধরূপ ব্যাবৃত্তিদ্বারা বাধযোগ্য সকল বস্তুর বাধ করিয়া, অবশিষ্টরূপে এই আত্মস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

টীকা—যেহেতু সাক্ষিচৈতন্য বাধের অযোগ্য অর্থাৎ কোনক্রমেই নিষিদ্ধ হইবার নহে, সেইহেতু, এই আত্মা 'ইহা নহে' 'ইহা নহে'—এই শ্রুতিবচন 'অতদ্ব্যাবৃত্তি'দ্বারা, 'অতৎ'-এর অর্থাৎ অনাত্ম সকল পদার্থের নিষেধ করিয়া, "বাধ্যম্ বাধিত্বা"—বাধযোগ্য সকল পদার্থের বাধ অর্থাৎ নিষেধ করিয়া, "অদঃ"—নিষেধকরণের অযোগ্য প্রত্যক্‌স্বরূপ সাক্ষি-চৈতন্যকে, "শেষয়তি"—অবশিষ্টরূপে—বাধের অযোগ্যরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন। ৩২

আচ্ছা, "নেতি নেতি" এই শ্রুতিবচন, বাধযোগ্য সকল বস্তুর বাধ বা নিষেধ করিয়া, বাধের অযোগ্য বলিয়া অবশিষ্ট যে আত্মবস্তুকে প্রতিপাদন করিতেছে, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি,—কোন্ বস্তু বাধের যোগ্য, আর কোন্ বস্তু বাধের অযোগ্য?—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছায় তত্ত্বদ্বয়ের বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন:—

(গ) বাধের যোগ্য ও বাধের অযোগ্য।

ইদংরূপন্তু যদ্ যাবৎ তৎ ত্যক্তুং শক্যতেঽখিলম্।
অশক্যো হ্যনিদংরূপঃ স আত্মা বাধবর্জ্জিতঃ॥ ৩৩

অন্বয়—ইদংরূপম্ যৎ যাবৎ তৎ তু অখিলম্ ত্যক্তুম্ শক্যতে; অনিদংরূপঃ হি অশক্যঃ। সঃ আত্মা বাধবর্জ্জিতঃ।

অনুবাদ—'এই'—এই শব্দদ্বারা যে পরিমাণ, যে যে, বা যত বস্তুর নির্দ্দেশ করা যায়, তৎসমুদায়কে অর্থাৎ দৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডকেই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যে বস্তুকে 'এই' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, (কিন্তু 'আমি' বা সাক্ষী বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়) সেই জ্ঞানের অবিষয় আত্মবস্তু অপরিত্যাজ্য অর্থাৎ বাধের অযোগ্য।

টীকা—"ইদংরূপম্"—'ইদম্' বা 'এই'—এইরূপে অর্থাৎ দৃশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অনুভূত হয় রূপ বা স্বরূপ যাহার—যে দেহাদির, তাহা 'ইদংরূপ'। মূলে যে 'তু' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ 'নিশ্চয়'। "যৎ যাবৎ"—'যে কিছু' ও 'যে পর্য্যন্ত' এই দুই দুই পদদ্বারা সমস্ত দৃশ্যপদার্থকে বুদ্ধিতে একত্র করাই উদ্দেশ্য। তাহা হইলে যাহা কিছু দৃশ্য, তৎসমুদায়কেই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, এই অর্থ ই সিদ্ধ হয়। আর "অনিদম্" শব্দে 'যাহা এই নহে' অর্থাৎ সর্ব্বান্তর বলিয়া যাহাকে 'এই' বলিয়া জানা যায় না অর্থাৎ যাহা সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া ত্যাগের অযোগ্য—এই অর্থ পাওয়া যায়। মূলে 'হি' এই নিপাত অব্যয়-শব্দ প্রসিদ্ধির সূচনা করিতেছে, অর্থাৎ 'ত্যক্তা' আত্মার স্বরূপ যে ত্যাগের অযোগ্য, ইহা সর্ব্বজনবিদিত, ইহাই সূচনা করিতেছে। এক্ষণে যে ফলিতার্থ দাঁড়াইল, তাহাই বলিতেছেন—"সঃ আত্মা বাধবর্জ্জিতঃ"—সেই যে বাধরহিত সাক্ষী বস্তু, তাহাই হইতেছেন আত্মা; অহঙ্কারাদি দৃশ্য অর্থাৎ অনুভাব্য বস্তু আত্মা নহে—ইহাই অর্থ। ৩৩

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা যে বাধযোগ্য নহে, ইহা মানিলাম; কিন্তু আলোচ্য আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণের সিদ্ধিবিষয়ে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) আত্মার জ্ঞানরূপতার পুনরুল্লেখ করিয়া আত্মায়—ব্রহ্মলক্ষণ 'সত্যতা'র সিদ্ধি।

সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বন্তু পুরেরিতম্।
স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্ ॥ ৩৪

অন্বয়—ব্রহ্মণি সত্যত্বম্ সিদ্ধম্; "স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ" ইত্যাদি (ত্রয়োদশশ্লোকোক্ত-) বচনৈঃ জ্ঞানত্বম্ তু পুরা স্ফুটম্ ঈরিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মের লক্ষণ করিতে শ্রুতি যে 'সত্যতা'র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আত্মায় সিদ্ধ হইয়াছে; আর ত্রয়োদশ শ্লোকে "আত্মা নিজেই অনুভব-স্বরূপ বলিয়া" ইত্যাদি বচনে পূর্ব্বেই আত্মার জ্ঞানরূপতা স্পষ্ট করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।

টীকা—"ব্রহ্মণি সত্যত্বম্"—'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্'—ব্রহ্মের এই লক্ষণে উল্লিখিত যে সত্যত্ব, "সিদ্ধম্"—তাহা আত্মায় সিদ্ধ হইয়াছে। ভাল, আত্মায় ব্রহ্মের সত্যরূপতা যেন সিদ্ধ হইল, জ্ঞানরূপতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন, যে 'জ্ঞানরূপতা' পূর্ব্বে (১১ হইতে ২২ সংখ্যক শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইয়াছে—ইহাই, "জ্ঞানত্বম্ তু পুরেরিতম্" —ইত্যাদি বচনদ্বারা বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শ্লোকে আত্মার চিদ্রূপতা স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ৩৪

৫। আত্মা অনন্তরূপ।

(শঙ্কা) ভাল, সত্যরূপতা ও জ্ঞানরূপতা আত্মবিষয়ে সিদ্ধ হইলেও আত্মার অনন্ত-রূপতা ত' সিদ্ধ হইতেছে না; কেননা, ব্রহ্মেও সেই অনন্তরূপতা অসিদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া (সমাধান)—অগ্রে ব্রহ্মে সেই অনন্তরূপতা সিদ্ধ করিতেছেন :—

(ক) প্রথমে শ্রুতিপ্রমাণ-দ্বারা ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততার সিদ্ধি।

ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোঽন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ।
ন বস্তুতোঽপি সার্ব্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা ॥ ৩৫

অন্বয়—ব্যাপিত্বাৎ দেশতঃ অন্তঃ ন (ভবতি), নিত্যত্বাৎ কালতঃ অপি (অন্তঃ) ন (ভবতি); সার্ব্বাত্ম্যাৎ বস্তুতঃ অপি (অন্তঃ) ন (ভবতি)। ব্রহ্মণি আনন্ত্যম্ ত্রিধা।

অনুবাদ—ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্মের দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; নিত্য বলিয়া ব্রহ্মের কালদ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; আর সর্ব্ববস্তুরূপ বলিয়া ব্রহ্মের বস্তুদ্বারাও পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। ব্রহ্মের অনন্ততা এই তিন প্রকার।

টীকা—[নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্—মুণ্ডক উ, ১।১।৬]—'যে বিদ্যাবলে বিবেকি-পুরুষগণ, সেই নাশরহিত, বিবিধ-প্রাণিরূপে বিদ্যমান, ব্যাপক, (স্থূলত্বের কারণ যে) শব্দাদি-গুণ, তদ্রহিত বলিয়া অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে জানিতে পারেন, তাহা পরাবিদ্যা'; 'আকাশবৎ' (গৌড়পাদীয় মাণ্ডূক্যকারিকা ৩।৩)—আত্মা, আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, নিরবয়ব ও সর্ব্বগত বলিয়া 'আকাশবৎ' (ভাষ্য); 'সর্ব্বগতশ্চ' (গীতা ২।২৪) বিভু বলিয়া অবিকারী; 'নিত্য' (গীতা ২।২৪)—পূর্ব্বাপরকোটিরহিত, এইহেতু অনুৎপাদ্য (মধুসূদন); [নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্—শ্বেতাশ্ব উ, ৬।১৩]—লোকপ্রসিদ্ধ অবিনাশী আকাশাদির মধ্যে অবিনাশী, সোপাধিক জ্ঞানবান্ জীবসমূহমধ্যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ (শঙ্করানন্দ); [সর্ব্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্ম—মাণ্ডূক্য উ, ২]—এই প্রপঞ্চসমূহ সমস্তই ওঁকারলক্ষণ ব্রহ্ম, [ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্—নৃসিংহ তা উ ৭, মুণ্ডক উ ২।২।১১, বৃহদা উ ৪।৫।৭, ৫।৩।১] এই দৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম,—এই সকল শ্রুতিবচনে ব্রহ্মের ব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব, সর্ব্বাত্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মের তিন প্রকার অনন্ততা (দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদরাহিত্য) মানিতেই হইবে। তাৎপর্য্য এই—অভাব চারি প্রকারের যথা, (১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংসাভাব, (৩) অত্যন্তাভাব, (৪) অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে যাহা দেশদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কোনও দেশে আছে, কোনও দেশে নাই, তাহা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, যেমন ঘট। যে বস্তু কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কোনও কালে থাকে, কোনও কালে থাকে না, তাহা প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী, যেমন বিদ্যুৎ। যে বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন, তাহা বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন; তাহা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী। সেই ভেদ তিন প্রকারের, যথা স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত; অথবা পাঁচ প্রকারের, যথা (১) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (২) জীবে

জীবে ভেদ (৩) ঈশ্বর ও জড়ের ভেদ, (৪) জীব ও জড়ের ভেদ, (৫) জড়ে ও জড়ে ভেদ, যেমন আকাশাদি অন্যান্য পদার্থ হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম সমস্ত (কল্পিত) বস্তুর অধিষ্ঠান বা বিবর্ত্তোপাদান বলিয়া ব্রহ্ম সকল বস্তুরই স্বরূপ। যেহেতু কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠানসত্তা হইতে ভিন্ন সত্তা হইতে পারে না, সেইহেতু ব্রহ্মের বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা ভিন্নতা হইতে পারে না। ব্রহ্মের প্রথমোক্ত তিন প্রকার পরিচ্ছেদরাহিত্য বিষয়ে তিনটি অনুমান এইরূপ হইবে ঃ—

(১) ব্রহ্ম (পক্ষ) দেশকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য),—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু ব্রহ্ম ব্যাপক—(হেতু)। যে বস্তু দেশকৃত পরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা ব্যাপকও নহে, যেমন ঘটাদি—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। (২) ব্রহ্ম (পক্ষ) কালকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য) —(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য (প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের অপ্রতিযোগী)—(হেতু)। যে বস্তু কালকৃত পরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা নিত্যও নহে, যেমন বিদ্যুৎ—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। (৩) ব্রহ্ম (পক্ষ) বস্তুকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা (সকলবস্তুস্বরূপ)—(হেতু)। যে বস্তু বস্তুকৃতপরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা সর্ব্বাত্মাও নহে যেমন আকাশাদি—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। ৩৫

ব্রহ্মের অনন্ততা কেবল শ্রুতিদ্বারাই সিদ্ধ হয় না, যুক্তিদ্বারাও হয়; এই কথাই বলিতেছেন ঃ—

(খ) আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততা যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ।

দেশকালান্যবস্তূনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া।
ন দেশাদিকৃতোঽন্তোঽস্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটং ততঃ ॥৩৬

অন্বয়—চ (তথা) দেশকালান্যবস্তূনাম্ মায়য়া কল্পিতত্বাৎ দেশাদিকৃতঃ অন্তঃ ন অস্তি, ততঃ ব্রহ্মানন্ত্যম্ স্ফুটম্।

অনুবাদ—দেশ, কাল এবং অন্য অনাত্মবস্তু সকল মায়ার দ্বারা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের দেশাদিকৃত অন্ত নাই। সেইহেতু ব্রহ্মের অনন্ততা স্পষ্ট।

টীকা—দেশ, (অতীতাদি-) কাল এবং (ব্রহ্মভিন্ন) অপর বস্তু, যদ্দ্বারা ব্রহ্ম অন্তবান্ বা পরিচ্ছিন্ন হইবেন, তৎসমস্তই মায়ারূপ অজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মের পারমার্থিক বা বাস্তব পরিচ্ছেদ সম্ভব হইতে পারে না, যেমন আকাশে দৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরাদির দ্বারা আকাশের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, তদ্রূপ। শৈত্যোত্তাপাদি কারণবশতঃ বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ অসমানঘনতা প্রাপ্ত হইলে, সেই সকল স্তরের মধ্য দিয়া আসিবার কালে দূরবর্ত্তী নগরাদির প্রকাশক আলোক-রশ্মি নয়নে পৌছিবার পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে বক্রীভাব প্রাপ্ত হয়; তখন আকাশে যে মরীচিকাবিরচিত নগরাদির অধরোত্তর প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাকেই 'গন্ধর্ব্বনগর' বলা হয়। বস্তুতঃ ইহা মরীচিকাবিশেষ বা দৃষ্টিভ্রম; আলোকবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহা Mirage নামে পরিচিত; (তথায় সবিস্তর দ্রষ্টব্য)। গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আকাশের নীলতা, কটাহাকারতা ইত্যাদিও দৃষ্টিভ্রম। যেহেতু ব্রহ্মের বাস্তব পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, সেইহেতু

ব্রহ্মের ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরাহিত্যরূপ অনন্ততা শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা স্পষ্টতঃ সিদ্ধ হইল। [তৎ এতৎ সত্যম্ আত্মা ব্রহ্ম এব, অত্র হি এবম্ ন বিচিকিৎস্যম্ ইতি ওঁ সত্যম্—নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উ, ৫]—অতএব ইহা সত্য যে আত্মা ব্রহ্মই এবং ব্রহ্ম আত্মাই। এই একতা বিষয়ে কোনও সংশয় করিতে নাই ; হাঁ, উক্ত একতা নিঃসন্দেহ সত্য। [আত্মা এব নৃসিংহদেবঃ ভবতি—নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উ, ৫]—অকারে অনুষ্টুপ্ (বাক্‌শক্তি) অন্তর্ভাবিত করিলে সেই জ্ঞানকালে প্রত্যক্‌স্বরূপ চিদাত্মা সর্ব্বসম্বন্ধরহিত নৃসিংহদেব বা স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম হইয়া যান। ('নৃঃ'—নৃ শব্দ ষষ্ঠীর একবচন—মনুষ্যের, 'সিং'—জন্মাদিরূপ সংসার-বন্ধনকে, 'হঃ'—যিনি হনন বা স্বকীয় জ্ঞানরূপতাদ্বারা বিনষ্ট করেন, তিনি নৃসিংহঃ) [অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ২।৫।১৯]—'সর্ব্বানুভূঃ' অর্থাৎ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা যে প্রত্যগাত্মা তাহা ব্রহ্মই—এই সকল শ্রুতিবচনদ্বারা আত্মার ব্রহ্ম হইতে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া আত্মারও অনন্ততা সিদ্ধ ; ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়। তাৎপর্য্য এই—আত্মার ব্রহ্মলক্ষণের যোজনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মের যে অনন্ততা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই অনন্ততা মহাকাশ হইতে অভিন্ন ঘটাকাশের ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া আত্মারও সিদ্ধি হইল। এইরূপে পূর্ব্বপ্রসঙ্গদ্বারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় নির্ণীত হইল। ৩৬

জীব-ব্রহ্মের অভেদতা

১। উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব।

(শঙ্কা) ভাল, মানা গেল, জড়রূপ জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া তাহা ব্রহ্মে পরিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না, কিন্তু জীব ও ঈশ্বর চেতন, তদুভয়কে সেই ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া ধরা যায় না ; আর চেতন বলিয়া তদুভয় ব্রহ্মের সজাতীয় এবং তদুভয়দ্বারা ব্রহ্মে সজাতীয়ভেদ বা পরিচ্ছেদ সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মের অনন্ততা অসঙ্গত। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান)—ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে মায়া ও মায়িক পঞ্চকোশরূপ উপাধিদ্বারা রচিত বলিয়া তদুভয়ের পারমার্থিক সত্তা নাই। সেইহেতু তদুভয় ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেরও কারণ হইতে পারে না ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন ঃ—

(ক) ব্রহ্মের অনন্ততা-বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ; ব্রহ্মে জীবভাব ও ঈশ্বর-ভাব কল্পিত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম তদ্বস্তু তস্য তৎ।
ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্ ॥ ৩৭

অন্বয়—যৎ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম তৎ বস্তু ; তস্য তৎ ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বম্ চ উপাধিদ্বয়কল্পিতম্।

অনুবাদ—সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই বস্তু অর্থাৎ পারমার্থিক ; ব্রহ্মের যে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরভাব ও জীবভাব তাহা দুইটিই উপাধিদ্বারা কল্পিতমাত্র।

টীকা—"যৎ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ তৎ বস্তু"—যে সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ ব্রহ্ম, তাহাই বস্তু অর্থাৎ তাহাই পারমার্থিক ; "তস্য ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বম্ চ"—সেই ব্রহ্মের যে লোকপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরভাব ও জীবভাব, "তৎ উপাধিদ্বয়কল্পিতম্"—তাহা অগ্রে (৩৮ হইতে ৪১ শ্লোকে)

যে উপাধিদ্বয় বর্ণিত আছে অর্থাৎ মায়া ও পঞ্চকোশ, তদুভয়দ্বারা কল্পিত ; এইহেতু অর্থাৎ কল্পিত বলিয়া, জড়কে লইয়া যেমন ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ কল্পিত হইতে পারে না, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বরকে লইয়া—ব্রহ্ম হইতে অন্যবস্তুরূপে ধরিয়া, ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না—ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৭

ভাল, যে উপাধি দুইটি লইয়া ব্রহ্মে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব কল্পিত হইয়াছে, সেই উপাধি দুইটি কি কি ? এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে বলিয়া, সেই দুইটি যথাক্রমে দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্তা অগ্রে ঈশ্বরের উপাধিরূপ শক্তি যে মায়া, তাহার নিরূপণ করিতেছেন :—

শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।

(খ) শক্তির নিরূপণ।

আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু॥ ৩৮

অন্বয়—সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা কাচিৎ ঐশ্বরী শক্তিঃ অস্তি, আনন্দময়ম্ আরভ্য সা সর্ব্বেষু বস্তুষু গূঢ়া।

অনুবাদ—ঈশ্বরের উপাধিরূপ সকল বস্তুরই নিয়ামিকা কোন শক্তি আছে; তাহা আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বস্তুতেই নিগূঢ় আছে।

টীকা—"কাচিৎ ঐশ্বরী শক্তিঃ" ঈশ্বরের 'উপাধি' বলিয়া ঈশ্বরসম্বন্ধিনী একরূপ এক শক্তি আছে, যাহাকে সৎ, অসৎ বা সদসৎ বলিয়া এবং অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন, অভিন্ন, অথবা ভিন্নাভিন্ন এই উভয়স্বরূপ বলিয়া, অথবা সাবয়ব, নিরবয়ব অথবা নিরবয়ব-সাবয়ব এই অসম্ভব রূপেও, নির্ণয় করা যায় না বলিয়া অনির্ব্বচনীয়, "সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা"—বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের 'অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণ'নামক সপ্তম প্রকরণে বর্ণিত, পৃথিবী প্রভৃতি নিয়ম্যবস্তুর নিয়মনকর্ত্রী, "শক্তিঃ অস্তি"—এইরূপ এক শক্তি আছে। (শঙ্কা) ভাল, সেই শক্তি কোথায় থাকে এবং কেনই বা প্রতীত হয় না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—(সমাধান) "আনন্দময়ম্ আরভ্য সর্ব্বেষু বস্তুষু গূঢ়া"—সেই শক্তি আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুতেই গুপ্তভাবে রহিয়াছেন, এইহেতু প্রতীত হন না, ইহাই অর্থ। ৩৮

(শঙ্কা) ভাল, যে শক্তি অব্যভিচারিভাবে প্রতীতির অগোচর থাকেন, সেই শক্তি আদৌ নাই, এইরূপ বলা কেন চলিবে না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) এইরূপ শক্তির অস্তিত্ব না মানিলে, জগতের নিয়মনের বা শৃঙ্খলারক্ষার অন্য কোনও প্রকারে কারণনির্দ্দেশ করা যায় না ; সেইহেতু সেই শক্তিকে অবশ্যই মানিতে হয়।

বস্তুধর্ম্মা নিয়ম্যেরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা।

অন্যোন্যধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাদ্ বিপ্লবেত জগৎ খলু॥ ৩৯

অন্বয়—বস্তুধর্ম্মাঃ যদা শক্ত্যা এব ন নিয়ম্যেরন্, তদা অন্যোন্যধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাৎ জগৎ বিপ্লবেত খলু।

অনুবাদ—বস্তুর ধর্ম্মসমূহ যদি শক্তিদ্বারা না নিয়মিত হয়, তাহা হইলে

একের ধর্ম্ম অপরের ধর্ম্মের সহিত একাধারে মিশ্রিত হইবে এবং জগতের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, একথা ত' সকলেই বুঝে।

টীকা—"বস্তুধর্ম্মাঃ যদা শক্ত্যা এব ন নিয়ম্যেরন্"—পৃথিব্যাদি বস্তুর কাঠিন্য, দ্রবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ যদি শক্তিদ্বারা ব্যবস্থাপিত বা নির্দ্ধারিত না হয়, "তদা অন্যোন্যধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাৎ"—তাহা হইলে ধর্ম্মসমূহ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া এক আধারে অবস্থান করিতে থাকিলে, "জগৎ বিপ্লবেত খলু"—জগৎ অনির্দ্দিষ্ট ব্যবহারের বিষয় হইয়া যাইত; বস্তুধর্ম্মের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইত না; "Uniformity of nature" ভঙ্গ হইয়া যাইত, ইহা সকলেই জানে বা বুঝিতে পারে। এস্থলে 'খলু' শব্দ প্রসিদ্ধিদ্যোতক। ৩৯

(শঙ্কা) ভাল, সেই শক্তি ত' জড়; তাহা কি প্রকারে জগতের নিয়ামক হইতে পারে? তাহাতে ত' জগতের নিয়মকর্তৃত্ব সম্ভবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) ব্রহ্ম মায়াশক্তি উপাধিদ্বারা ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত।

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥ ৪০

অন্বয়—সা শক্তিঃ চিচ্ছায়াবেশতঃ চেতনা ইব বিভাতি; তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্ম এব ঈশ্বরতাম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—সেই শক্তি অদ্বিতীয় নিত্যচৈতন্য ব্রহ্মের আভাসের (চিদাভাসের) আবেশবশতঃ, চেতনের ন্যায় প্রতীত হন; সেইহেতু সেই শক্তিতে জগতের নিয়মকর্তৃত্ব অসম্ভব নহে। সেই শক্তিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের ঈশ্বরতা-প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে।

টীকা—"সা শক্তিঃ চিচ্ছায়াবেশতঃ"—সেই শক্তিতে চিদাভাসের প্রবেশবশতঃ, "চেতনা ইব বিভাতি"—চেতনত্বপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতীত হয়। এইহেতু সেই শক্তির নিয়মকর্তৃত্ব সম্ভব হয়। (শঙ্কা) ভাল, বুঝিলাম যে,—শক্তির নিয়ামকতা এইরূপে ঘটে; ইহার দ্বারা 'ব্রহ্মের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি'-রূপ প্রসঙ্গে কি পাওয়া গেল? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন "তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ—'তচ্ছক্তিঃ'—'সা'—সেই চিদাভাসযুক্তা যে 'শক্তিঃ'—তচ্ছক্তিঃ, কর্ম্মধারয় সমাস; তাহাই উপাধি, তাহার সহিত যে 'সংযোগ' অর্থাৎ কল্পিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধবশতঃই সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধিতা প্রাপ্ত হন। ৪০

জীবভাবের উপাধিরূপ পঞ্চকোশের বিবরণ পূর্ব্বেই ২ হইতে ১০ পর্য্যন্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই পঞ্চকোশরূপ নিমিত্তবশতঃ ব্রহ্মের যে জীবভাব, তাহাই এখন বর্ণনা করিতেছেন :—

(গ) পঞ্চকোশরূপ উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব। (ঘ) একই ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব দৃষ্টান্তদ্বারা সম্ভব।

কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।
পিতা পিতামহশ্চৈকঃ পুত্রপৌত্রৌ যথা প্রতি ॥ ৪১

অন্বয়—কোশোপাধিবিবক্ষায়াম্ ব্রহ্ম এব জীবতাম্ যাতি, যথা একঃ পুত্রপৌত্রৌ প্রতি পিতা পিতামহঃ চ।

অনুবাদ—পঞ্চকোশরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলেই ব্রহ্ম জীবভাব প্রাপ্ত হন, যেমন একই পুরুষ, পুত্রে দৃষ্টি রাখিলে পিতা এবং পৌত্রে দৃষ্টি রাখিলে পিতামহ হন।

টীকা—"কোশোপাধিবিবক্ষায়াম্"—(পঞ্চ) কোশই উপাধি কোশোপাধি, তাহার যে বিবক্ষা পর্য্যালোচনা, তাহা করিলেই অর্থাৎ তাহাতে দৃষ্টি রাখিলেই; (এস্থলে 'উপাধি'-ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক হইলেও জীবস্বরূপে প্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক বলিয়া, 'বিশেষণ'-অর্থে বুঝিতে হইবে।) "ব্রহ্ম এব জীবতাম্ যাতি"—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-লক্ষণ ব্রহ্ম 'জীবভাব' অর্থাৎ 'জীব' শব্দদ্বারা কথনের এবং 'জীব' এই প্রতীতিরূপ ব্যবহারের, বিষয়তা প্রাপ্ত হন। (শঙ্কা) ভাল, একই বস্তুর—একই কালে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ঘটা কোথাও দেখা যায় নাই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান) "যথা একঃ পুত্রপৌত্রৌ প্রতি পিতা পিতামহঃ চ"—যেমন একই 'চৈত্রনামক' পুরুষ একই কালে 'যজ্ঞদত্ত' নামক পুত্রের পিতা এবং 'বিষ্ণুদত্ত' নামক পৌত্রের পিতামহ, হইতে পারেন, সেইরূপ ব্রহ্ম পঞ্চকোশরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলে জীব বলিয়া প্রতীত হন এবং শক্তিরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন; ইহাই অর্থ। ৪১

২। ব্রহ্মে বাস্তব জীবত্ব ও বাস্তব ঈশ্বরত্ব নাই।

(ক) ব্রহ্মে উপাধি বিনা ঈশ্বরভাব বা জীবভাব কিছুই নাই।

পুত্রাদেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।
তদ্বন্নেশো নাপি জীবঃ শক্তিকোশাবিবক্ষণে॥ ৪২

অন্বয়—পুত্রাদেঃ অবিবক্ষায়াম্ পিতা ন, পিতামহঃ ন; তদ্বৎ শক্তিকোশাবিবক্ষণে ঈশঃ ন, জীবঃ অপি ন।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন (যজ্ঞদত্তরূপ) পুত্রে এবং (বিষ্ণুদত্তরূপ) পৌত্রে দৃষ্টি না দিলে, (চৈত্রনামক) পুরুষ পিতাও নহেন, পিতামহও নহেন, সেইরূপ শক্তি ও পঞ্চকোশে দৃষ্টি না দিলে, ব্রহ্ম ঈশ্বরও নহেন, জীবও নহেন। ৪২

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত জীব ও ব্রহ্মের অভেদনিশ্চয়রূপ জ্ঞানের ফল বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মের জ্ঞানের ফল।

য এবং ব্রহ্ম বেদৈষ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্।
ব্রহ্মণো নাস্তি জন্মাতঃ পুনরেষ ন জায়তে॥ ৪৩

ইতি পঞ্চকোশবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—যঃ এবম্ ব্রহ্ম বেদ এষঃ স্বয়ম্ ব্রহ্ম এব ভবতি, ব্রহ্মণঃ জন্ম নাস্তি; অতঃ এষঃ পুনঃ ন জায়তে।

অনুবাদ—যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা ব্রহ্মকে

জানিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই হইয়া যান, এবং যেহেতু ব্রহ্মের জন্ম নাই, সেইহেতু তিনিও আর জন্মগ্রহণ করেন না।

টীকা—"যঃ"—বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা এই চারিটি সাধনসম্পন্ন যে অধিকারী, "এবম্ বেদ"—কথিত প্রকারে পঞ্চকোশের বিচারপূর্ব্বক প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দলক্ষণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করেন, "এষঃ স্বয়ম্ ব্রহ্ম এব ভবতি"—এই পুরুষ নিজে ব্রহ্মই হইয়া যান, কেননা, এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে [যো হ বৈ এতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।২।৯] যে কেহ নিঃসন্দেহে সেই আলোচ্য পরব্রহ্মকে 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এইরূপে সাক্ষাৎকার করেন, সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান; [ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন; ইত্যাদি। সেই ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইলে কি হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন "ব্রহ্মণঃ জন্ম নাস্তি" ব্রহ্মের জন্ম নাই, কেননা, এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে:—[ন জায়তে ম্রিয়তে বৈ বিপশ্চিৎ—কঠ উ, ২.১৮]—'নিত্য চৈতন্যস্বরূপ এই ব্রহ্ম জন্মেন না বা মরেন না।' অতএব বিদ্বান্ বা জ্ঞানীও আপনাকে তদ্রূপ জানিয়া আর জন্মগ্রহণ করেন না; অভিপ্রায় এই:—যেমন কুন্তীর (কানীন-) পুত্র কর্ণ একেবারে অবিকৃত থাকিয়াও আপনাকে রাধাপুত্র মানিয়া আপনার দাসভাব অনুভব করিয়াছিলেন, অথবা কথাখ্যায়িকায় যেমন শার্দ্দূলশাবক ছাগপালের মধ্যে পতিত হইয়া আপনাকে ছাগশিশু বলিয়া মনে করিত (এবং ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয়ে পলাইত), সেইরূপ নির্ব্বিকার চিদানন্দঘন ব্রহ্ম অবিদ্যাবশতঃ আপনার জীবভাব অনুভব করেন (এবং দাসভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ চিন্তা করিতে ভয় পান); এইহেতু, সকলে সর্ব্বদা ব্রহ্মরূপ বলিয়া, বাস্তবিক জন্মমরণাদিরূপ সংসার আদৌ নাই; তথাপি অজ্ঞানী অবিদ্যাকৃত জীবভাববশতঃ আপনাতে জন্মমরণাদিভাব অনুভব করেন। আবার কর্ণের (বীজপ্রদ-) পিতা সূর্য্য যেমন কর্ণকে কুন্তীপুত্র বলিয়া জানাইয়া দিলে কর্ণের আপনাকে রাধাপুত্র বলিয়া ভ্রমের অবসান হইয়াছিল, এবং ছাগপালমধ্য হইতে বাহির করিয়া এক আক্রমণকারী শার্দ্দূল, সেই শিশুব্যাঘ্রকে বধিয়া রক্তের আস্বাদন প্রদান করিয়া তাহাকে যেমন আপনার ব্যাঘ্রত্ব প্রতীত করাইয়াছিল এবং ছাগভাবের অবসান করাইয়াছিল, সেইরূপ জ্ঞানী, গুরূপদেশ হইতে আপনার নির্ব্বিকার ব্রহ্মভাব অবগত হইয়া, নেত্রপটল (ছানী) দূরীকরণের ন্যায়, আত্মার আবরক সংশয়বিপর্য্যয়রূপ অবিদ্যাংশের নিবৃত্তি করিয়া, জন্মমরণাদিরূপ সংসারের অবসান অনুভব করেন। আর শ্রুতিবচনও রহিয়াছে [ন চ পুনরাবর্ত্ততে—ছান্দোগ্য উ, ৮।১৫।১]—তিনি আর ফিরেন না, ফিরেন না (?) দেহপাতের পর ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। অথবা [ন স পুনরাবর্ত্ততে—কালাগ্নিরুদ্র উ, ২] তিনি দেহত্যাগ করিয়া শিবসাযুজ্য লাভের পর আর ফিরেন না। ৪৩

ইতি পঞ্চকোশবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বৈতবিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

দ্বিধা ইতম্ দ্বীতম্ তস্য ভাবঃ স্বার্থে অণ্ দ্বৈতম্। যাহা দুইটি প্রকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দ্বীত অর্থাৎ জগৎ বা সৃষ্টি, তাহারই নামান্তর দ্বৈত অর্থাৎ জীবকৃত জগৎ ও ঈশ্বরকৃত জগৎ; তাহারই বিবেক বা বিচার "দ্বৈতবিবেক"।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ময়া দ্বৈতবিবেকস্য ক্রিয়তে পদযোজনা॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া, আমি দ্বৈতবিবেক নামক প্রকরণের পদযোজনা বা অর্থনির্ণায়িকা টীকা করিতেছি।

আচার্য্য যে গ্রন্থখানি রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য, ইষ্টদেবতার তত্ত্বের অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপের অনুস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ, প্রথম শ্লোকোক্ত 'ঈশ্বরেণ' এই শব্দদ্বারা সম্পাদন করিলেন এবং এই দ্বৈতবিবেক "শারীরকসূত্রা"দি বেদান্ত-শাস্ত্রের 'প্রকরণ'স্বরূপ গ্রন্থ বলিয়া, সেই সেই বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণে সিদ্ধ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়, সুতরাং এই প্রকরণগ্রন্থেও সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া, এই দ্বৈতবিবেক গ্রন্থের আরম্ভ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে।
বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ॥ ১

অন্বয়—ঈশ্বরেণ জীবেন অপি সৃষ্টম্ দ্বৈতম্ বিবিচ্যতে। বিবেকে সতি জীবেন হেয়ঃ বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ।

অনুবাদ—ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এবং জীবকর্তৃক কল্পিত দ্বৈতরূপ জগতের বিচারপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করা যাইতেছে, কেননা, তদ্দ্বারা জীবের পরিত্যাজ্য (বন্ধনকারণ) দ্বৈত 'এই পর্য্যন্ত', এইপ্রকারে স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইবে।

টীকা—"ঈশ্বরেণ"—মায়ারূপ কারণোপাধিযুক্ত অন্তর্য্যামী ঈশ্বরদ্বারা, "জীবেন অপি"—অন্তঃকরণরূপ কার্য্যোপাধিযুক্ত এবং 'আমি' এইরূপ প্রতীতিবিশিষ্ট জীবদ্বারাও, "সৃষ্টম্ দ্বৈতম্" —উৎপাদিত বা রচিত যে দ্বৈত বা জগৎ তাহারই, "বিবিচ্যতে"—বিচারদ্বারা বিভাগপূর্ব্বক প্রদর্শন করা হইতেছে। এই দ্বৈতের বিচার কাকদন্তপরীক্ষার ন্যায় একান্ত নিরর্থক হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার নিবারণের জন্য বলিতেছেন :—"বিবেকে সতি"—সেইরূপ বিচার-

পৃথক্ বিভাগ করিলে পর, "জীবেন হেয়ঃ বন্ধঃ"—পূর্ব্বপ্রকরণে বর্ণিত পঞ্চকোশরূপ উপাধিবিশিষ্ট জীবের পরিত্যাজ্য বন্ধের অর্থাৎ সুখ-দুঃখরূপ বন্ধনের হেতু দ্বৈত বা জগৎ, "স্ফুটীভবেৎ"—স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তাহা 'এই পর্য্যন্ত', এইরূপে নির্ণীত হইবে। ১

ঈশ্বর ও জীব-রচিত (জগদ্রূপ) দ্বৈতের স্পষ্টীকরণ প্রতিজ্ঞা

১। ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত।

ভাল, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট দ্বারা জীবই জগতের কারণ হয়, মীমাংসক প্রভৃতি কয়েকজন বাদী এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন। অতএব কি হেতু বলা হইতেছে যে ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে এইরূপ না মানিলে বহু শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে বলিয়া, 'এই জগৎ জীব-রচিত, ঈশ্বর-রচিত নহে'—এইরূপ অদ্ভুত আশঙ্কারূপ 'চোদ্যের' উত্থাপনা করা চলে না। এই অভিপ্রায়ে (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের দশম মন্ত্রটির পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ক) ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ॥ ২

অন্বয়—"মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ (বিদ্যাৎ)"। সঃ মায়ী সৃজতি ইতি শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ আহুঃ।

অনুবাদ—(কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত) শ্বেতাশ্বতরশাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে অর্থাৎ যিনি মায়ার সত্তাস্ফূর্ত্ত্যাদিপ্রদ এবং অধিষ্ঠানরূপে প্রেরয়িতা, তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সেই মায়াই জগৎ সৃজন করেন।

টীকা—মায়ারূপ উপাধিযুক্ত ঈশ্বরের প্রসঙ্গ তুলিয়া, (তুলিবার পূর্ব্বেই ?) শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন—[অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৯] এই আলোচ্য অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বেদসমূহ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত, ভব্য সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইয়াছে। অবিকারী ব্রহ্ম কি প্রকারে প্রপঞ্চের উপাদান হইতে পারেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মায়ী স্বয়ং কূটস্থ হইলেও নিজ শক্তিবলে সমস্ত উৎপাদন করিতে পারেন এই প্রকারে সেই মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বরেরই জগন্নির্ম্মাতৃত্বের কথা শ্বেতাশ্বতরশাখী ব্রাহ্মণগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, ইহাই অর্থ। ২

তদনন্তর উক্ত শ্বেতাশ্বতরবচনের সহিত ঐকমত্য দেখাইয়া ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদের বচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঈক্ষত সৃজা ইতি।
সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ ॥ ৩

অন্বয়—ইদম্ অগ্রে আত্মা বৈ অভূৎ। সঃ 'সৃজৈ' ইতি ঈক্ষত। সঃ সঙ্কল্পেন এতান্ লোকান্ অসৃজৎ ইতি বহ্বৃচাঃ (পঠন্তি)।

অনুবাদ—ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষৎপাঠিগণ পড়িয়া থাকেন—এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মাই ছিল। তিনি ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ আলোচনা পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিলেন—'আমি লোকসমূহ সৃজন করি'। তিনি সেই সঙ্কল্পের দ্বারা এই লোকসকল সৃজন করিলেন।

টীকা—"বহ্বৃচাঃ"—ঋক্‌শাখাধ্যায়িগণ (পাঠ করিয়া থাকেন) [আত্মা বা ইদম্ এক এব অগ্রে আসীৎ ন অন্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, সঃ ঈক্ষত 'লোকান্ নু সৃজৈ' * * * ইমান্ লোকান্ অসৃজত ইতি—ঐতরেয় উ, ১।১]—অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ আত্মাই ছিল; তদ্ভিন্ন সক্রিয় অন্য কিছুই ছিল না; তিনি আলোচনরূপ সঙ্কল্প করিলেন আমি 'অম্ভ' প্রভৃতি লোক বা ভোগস্থানসকল সৃজন করিব। তিনি এই লোকসকল সৃজন করিলেন। এইরূপে ঋক্‌শাখাধ্যায়িগণ এই বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন যে অদ্বিতীয় পরমাত্মাই এই জগতের স্রষ্টা। ৩

ঈশ্বর যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় শ্রুতিও প্রমাণ। দুইটি শ্লোকে সেই বাক্যের অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

খং বায়্বগ্নিজলোর্ব্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী।
সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ॥ ৪

অন্বয়—খং বায়্বগ্নিজলোর্ব্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ অমী অখিলাঃ ক্রমাৎ তস্মাৎ এতস্মাৎ আত্মনঃ ব্রহ্মণঃ সম্ভূতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, ওষধি, অন্ন ও দেহ এই সমস্তই সেই (মন্ত্রভাগপ্রতিপাদিত) এই (ব্রাহ্মণভাগপ্রতিপাদিত) আত্মরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৪

বহুস্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ।
তপস্তপ্ত্বাসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তিত্তিরিঃ॥ ৫

অন্বয়—'অহম্ এব বহুস্যাম্ অতঃ প্রজায়েয় ইতি কামতঃ তপঃ তপ্ত্বা সর্ব্বম্ জগৎ অসৃজৎ' ইতি তিত্তিরিঃ আহ। (তৈত্তিরীয় উ, ২।৬।১)

অনুবাদ—'আমি বহু হইব, এইহেতু প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব', এই ইচ্ছাবশতঃ (আত্মা) তপশ্চরণ করিয়া সমস্ত জগৎ সৃজন করিলেন—ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিতেছেন।

টীকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে—'ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ' এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া "সেই (অর্থাৎ পরিমিতাক্ষর মন্ত্রভাগদ্বারা প্রতিপাদিত) এই (অপরিমিতাক্ষর ব্রাহ্মণভাগদ্বারা

প্রতিপাদিত) আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল"—এইরূপ বলিয়া "অন্ন হইতে বীর্য্যদ্বারা পুরুষ বা দেহ উৎপন্ন হইল"—এই পর্য্যন্ত যে বাক্য আছে (ব্রহ্মবল্লী প্রথম অনুবাকে)—তদ্দ্বারা, পঞ্চকোশরূপ গুহায় অবস্থিত বলিয়া প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম হইতে,—আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত জগৎ উৎপন্ন হইল—এইরূপ পূর্ব্বে প্রথম অনুবাকে বলিয়াও পরে ষষ্ঠ অনুবাকে বলিলেন,—"পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—প্রকৃষ্টরূপে হইব বা জন্মিব", তদনন্তর তিনি (পরমেশ্বর) তপ করিলেন—বিচারদ্বারা ঈক্ষণরূপ পর্য্যালোচনা করিলেন। সেইরূপ তপ করিয়া এই যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান পদার্থরূপ জগৎ সমস্তই সৃজন করিলেন"—এই বাক্যদ্বারা সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের জগৎসৃজনের ইচ্ছাপূর্ব্বক পর্য্যালোচনার দ্বারা অর্থাৎ মায়ার পরিণামরূপ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা জগৎস্রষ্টৃত্ব তৈত্তিরীয় শ্রুতি-কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। "তিত্তিরিঃ"—কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের প্রথম প্রবক্তা, তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধরিয়া বান্তাশন (উদ্গীর্ণ-ভক্ষণ) দ্বারা বেদমন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেন, এইরূপ আখ্যান প্রচলিত আছে। ৫

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের মুখেও ব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্বের কথা শুনা যায় ইহাই বলিতেছেন :—

ইদমগ্রে সদেবাসীদ্ বহুত্বায় তদৈক্ষত।
তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জ্জেতি চ সামগাঃ॥ ৬

অন্বয়—অগ্রে ইদম্ সৎ এব আসীৎ, তৎ বহুত্বায় ঐক্ষত চ তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জ্জ ইতি সামগাঃ।

অনুবাদ—'এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সৎস্বরূপই ছিল; তিনি (সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম) বহু হইবার জন্য পর্য্যালোচনা করিলেন—মায়াপরিণাম-রূপ জ্ঞানদৃষ্টি করিলেন; তিনি অগ্নি, জল, অন্ন ও অণ্ডজাদি বিবিধপ্রকার জীবদেহ সৃজন করিলেন',—সামবেদিগণ এইরূপ বর্ণন করেন।

টীকা—[সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১]—হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় (বিবর্ত্তোপাদান) যে 'সৎ'-বস্তু, তদ্রূপই ছিল—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপে সদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা পাড়িয়া [তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয় ইতি তৎ তেজঃ অসৃজত—৬।২।৩]—'সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম পর্য্যালোচনা করিলেন—'আমি বহু হইব এইহেতু প্রকৃষ্টরূপে হইব বা জন্মিব—এই প্রকারে তিনি সেই তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব সৃজন করিলেন'—ইত্যাদিক্রমে সেই ব্রহ্মেরই (মায়াপরিণাম) জ্ঞানদৃষ্টিরূপ ঈক্ষণদ্বারা তেজ, জল ও পৃথ্বীর স্রষ্টৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে; তদনন্তর [তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্ ইতি—৬।৩।১] পূর্ব্ববর্ণিত এই সকল প্রসিদ্ধ প্রাণিশরীররূপ ভূতসমূহের তিনটি, (উপলক্ষণে, স্বেদজ ধরিয়া চারিটি,) বীজ আছে; যথা অণ্ডজ—পক্ষি-সর্পাদিরূপ, জরায়ুজ—মনুষ্য-পশ্বাদিরূপ, উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষাদিরূপ,

(স্বেদজ—যূকাদিরূপ)—এইরূপ বাক্যদ্বারা (ব্রহ্মের) অণ্ডজ প্রভৃতি শরীরসমূহের সৃষ্টি ছন্দোগ সামবেদগায়ক ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়া থাকে। ৬

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদেও আছে :-

বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জ্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যাথর্ব্বণিকা শ্রুতিঃ॥ ৭

অন্বয় -'যথা বহ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ জায়ন্তে, তথা অক্ষরতঃ বিবিধাঃ চিজ্জড়াঃ ভাবাঃ' ইতি আথর্ব্বণিকা শ্রুতিঃ।

অনুবাদ—অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদেও (২।১।১) বর্ণিত হইয়াছে—যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বা বহ্নিকণাসকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে অর্থাৎ মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে নানা দেহোপাধিভেদে ভিন্ন, চেতন জীব ও নানাবিধ জড় পদার্থসকল উৎপন্ন হইয়াছে।

টীকা—মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্রটি এই—[তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।]—এই অক্ষর ব্রহ্ম (কালত্রয়দ্বারা অবাধিত বলিয়া) সত্য—নিরপেক্ষ সত্য—(কর্ম্মফলের ন্যায় আপেক্ষিক সত্য নহে); যেমন সম্যক্‌প্রকারে প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে সহস্র সহস্র তুল্য-জ্যোতির্বিশিষ্ট বিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়, সেইরূপ, হে প্রিয়দর্শন ! সেই অক্ষর অর্থাৎ মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে নানাদেহোপাধিভেদে ভিন্ন জীব ও জড় পদার্থ উৎপন্ন হয়,—উৎপদ্যমান দেহোপাধির অনুবর্ত্তন-ক্রমে উৎপন্ন হয় এবং সেই সেই দেহোপাধির বিলয়ের অনুবর্ত্তন-ক্রমে সেই অক্ষর ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়; ভিন্ন ভিন্ন দেশদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া বিস্ফুলিঙ্গসমূহকে অবয়ব বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু তাহাদের 'উষ্ণপ্রকাশ', বহ্নি হইতে অভিন্ন বলিয়া তাহারা অগ্নিস্বরূপই বটে; সেইরূপ জীবাদির চিদ্রূপতা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া, জীবাদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই বটে -এইরূপে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি শ্রুতিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এই :--পঞ্চমহাভূতের অন্যতম 'তেজে'র বা অগ্নির দুইটি রূপ আছে; যথা -সামান্য ও বিশেষ। তন্মধ্যে নিরুপাধিক বা সামান্য রূপ অগ্নি, জল হইতে সূক্ষ্ম এবং দশগুণ ব্যাপক—ইহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৯১ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নির যেটি বিশেষ রূপ, তাহা সোপাধিক অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি উপাধির দ্বারাই প্রকটিত হয়; সেই বিশেষ-রূপ অগ্নি উপাধিভেদে বিবিধ এবং পরিচ্ছিন্ন। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সেই সোপাধিক অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই সোপাধিক অগ্নির পুঞ্জ হইতেই উপাধির অংশসমূহ অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গরূপ অংশ হইয়া অগ্নির অংশের আকার ধারণ করে এবং কাষ্ঠাদিরূপ উপাধির অংশের বিলয় ঘটিলেই অগ্নির যেন বিলয় হইল বলা হয়; বস্তুতঃ অগ্নির নানা আকার থাকায়, উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সেইরূপ চৈতন্যের দুইটি রূপ আছে; যেটি নিরুপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যের সামান্যরূপ, তাহা এক এবং ব্যাপক; আর মায়া ও অবিদ্যারূপ উপাধিবিশিষ্ট চিদাভাস চৈতন্যের বিশেষ রূপ; তাহা নানা এবং পরিচ্ছিন্ন। সেই

বিশেষ চৈতন্য উপাধি অংশের নানাত্ব-দ্বারা নানাত্ব এবং উৎপত্তি-নাশাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত হন; বস্তুতঃ চৈতন্যের নানাত্ব এবং উৎপত্তি-বিলয়াদি নাই। এইহেতু জীবব্রহ্মের বস্তুতঃ অংশাংশিভাব নাই। ৭

এইরূপে শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক নামক উপনিষদেও শুনা যায় যে অব্যাকৃত শব্দের বাচ্যার্থ ব্রহ্ম হইতে নামরূপময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন :—

জগদব্যাকৃতং পূর্ব্বমাসীদ্ ব্যাক্রিয়তাধুনা।
দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাড়াদিষু তে স্ফুটে ॥ ৮

অন্বয়—পূর্ব্বম্ জগৎ অব্যাকৃতম্ আসাৎ। অধুনা দৃশ্যাভ্যাম্ নামরূপাভ্যাম ব্যাক্রিয়ত, তে বিরাড়াদিষু স্ফুটে।

বিরাণ্মনুর্নরো গাবঃ খরাশ্বাজাবয়স্তথা।
পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ ॥ ৯

অন্বয়—"বিরাট্ মনুঃ নরঃ গাবঃ খরাশ্বাজাবয়ঃ তথা পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বম্" ইতি বাজসনেয়িনঃ।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মরূপই ছিল; অধুনা অর্থাৎ সৃষ্টির পর জগৎ নামরূপদ্বারা ব্যাকৃত বা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; সেই নামরূপ উভয়ই দ্রষ্টার গোচর বা দৃশ্য বলিয়া তদ্দ্বারা জগতের ব্যাকরণ বা স্পষ্টীকরণ হইয়াছে অর্থাৎ বিরাট্ প্রভৃতি কার্য্যপদার্থে সেই নামরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে; সেই সেই কার্য্যপদার্থ- বিরাট্, মনু, নর, গো, গর্দ্দভ, অশ্ব, অজ, পক্ষী, (অথবা মেষ) এবং পিপীলিকা পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষময় সমস্ত এই জগৎ। ইহা বাজসনেয়ী শাখায় অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঠিত হইয়া থাকে।

টীকা—[তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি—বৃহদা উ, ১।৪।৭]—সেই (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্রত্যক্ষ বীজাবস্থ) এই (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামরূপদ্বারা অভিব্যক্ত) জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল অর্থাৎ বীজভাবেই বর্ত্তমান ছিল।' সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভি-ব্যক্ত হইল—দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নাম এবং শ্বেতপীতাদিরূপ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল, —এই বাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে 'অব্যাকৃত' হইতে—অর্থাৎ নামরূপদ্বারা অনভিব্যক্ত বলিয়া অস্পষ্ট মায়োপাধিক ব্রহ্ম হইতে, সৃষ্টি অর্থাৎ নামরূপদ্বারা স্পষ্টীকরণ হইল; আর সেই নামরূপ এতদুভয়ের, বিরাড়াদি পঞ্চীকৃতভূতোৎপন্ন স্থূলকার্য্যে, স্পষ্টতা সম্পাদিত হইল; সেই স্পষ্টতা [তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি—বৃহদা উ, ১।৪।৭] এইজন্যই বর্ত্তমান সময়েও ঘটাদিরূপ বিশেষ বিশেষ

নাম ও এই এই বিশেষ বিশেষ আকার দ্বারাই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ;—এই বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। আর, সেই বিরাট্ প্রভৃতি স্থূলকার্য্যসমূহ, [আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ—বৃহদা উ, ১।৪।১]—এই শরীরসমূহ অগ্রে (যখন অন্য কোনও শরীর প্রাদুর্ভূত হয় নাই, তখন) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট (হস্তপদাদিযুক্ত)—আত্মা—বিরাট্ প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন; এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া—[এবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজত —বৃহদা উ, ১।৪।৪]—'এইরূপেই পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু স্ত্রী-পুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন'—এই পর্য্যন্ত বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই অর্থ। [অজাবয়ঃ = অজ + অবয়ঃ (মেষাঃ) অথবা অজা + বয়ঃ (পক্ষী) "ক্ষুদ্রজন্তবঃ" (পা, ২।৪।৮) ইতি একবচনান্তঃ] । ৮, ৯

উদাহরণরূপে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচনসমূহদ্বারা দ্বৈতের অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া তদনন্তর ব্রহ্মের জীবরূপে সেই বিরাড্দেহ প্রভৃতি জগতে প্রবেশ অর্থাৎ সেই দেহাদিতে অভিমান (শ্রুতিতে) বর্ণিত হইয়াছে, এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) জীবরূপ ধরিয়া ব্রহ্মের সেই দ্বৈতমধ্যে প্রবেশ

কৃত্বা রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ।
ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুর্জীবত্বং প্রাণধারণাৎ ॥ ১০

অন্বয়—ঈশ্বরঃ জৈবম্ রূপান্তরম্ কৃত্বা দেহে প্রাবিশৎ ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ, প্রাণধারণাৎ জীবত্বম্।

অনুবাদ—পরমেশ্বর জীবসম্বন্ধীয় অন্যরূপে অর্থাৎ চিদাভাসরূপে দেহে প্রবেশ করিলেন—ইহাই পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনসমূহে কথিত হইয়াছে ; প্রাণধারণ হেতু তাঁহারই জীবসংজ্ঞা হইয়াছে।

টীকা—"ঈশ্বরঃ"—পরমেশ্বর, "রূপান্তরম্"—জীবসম্বন্ধীয় অন্যরূপ—নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বিকারিরূপ ধরিয়া, "দেহে"—দেহসমূহে, "প্রাবিশৎ"—প্রবেশ করিলেন, "ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ"—ইহাই উক্ত শ্রুতিবচনসমূহে উক্ত হইয়াছে। সেই বিকারী রূপের জীবভাব কি হেতু হইল ? এইহেতু বলিতেছেন : "প্রাণধারণাৎ জীবত্বম্"—প্রাণাদির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অভিমানী স্বামী হইয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রেরণের কর্ত্তা হওয়াই 'প্রাণধারণ' শব্দের অর্থ; সেইহেতু পরমেশ্বর জীবভাবদ্বারা অর্থাৎ জীবসম্বন্ধিরূপে প্রবেশ করিলেন—ইহাই কথিত হইয়াছে। ১০

সেই জীবভাবটি কিরূপ ?—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(গ) জীবের স্বরূপ।

চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসঙ্ঘো জীব উচ্যতে ॥ ১১

অন্বয়—যৎ অধিষ্ঠানম্ চৈতন্যম্ পুনঃ যঃ চ লিঙ্গদেহঃ, লিঙ্গদেহস্থা চিচ্ছায়া, তৎসঙ্ঘঃ জীবঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—যে আধারে লিঙ্গদেহ কল্পিত, সেই আধার-চৈতন্য, আর সেই চৈতন্যাধারে কল্পিত যে লিঙ্গদেহ, আর সেই লিঙ্গদেহে বিদ্যমান চিদাভাস—এই তিনের সমষ্টিকে জীব বলে।

টীকা—"যৎ অধিষ্ঠানম্ চৈতন্যম্"—লিঙ্গদেহ কল্পনার আধাররূপ যে চৈতন্য অর্থাৎ (ঘটাকাশস্থানীয়) কূটস্থ চৈতন্য, "পুনঃ যঃ চ লিঙ্গদেহঃ"—আর সেই কূটস্থ চৈতন্যে অধ্যস্ত লিঙ্গদেহ (যাহা জলপূর্ণ ঘটস্থানীয়), "লিঙ্গদেহস্থা চিচ্ছায়া" সেই লিঙ্গদেহে বিদ্যমান চিদাভাস (যাহা মহাকাশ প্রতিবিম্বস্থানীয়) ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, "তৎসঙ্ঘঃ" এই তিনের সমষ্টি, "জীবঃ উচ্যতে" জীব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ১১

(শঙ্কা) ভাল, পরমেশ্বরই যদি জীবরূপে দেহসমূহে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহা হইলে সেই জীবরূপধারী পরমেশ্বরের অজ্ঞতা দুঃখিতা প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ততা কিরূপে সম্ভব?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :

মায়াবশতঃ জীবের অজ্ঞতা দুঃখিতাদিরূপ মোহ।	**মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।** **বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ॥ ১২**

অন্বয়—মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যাঃ নির্ম্মাণশক্তিবৎ মোহশক্তিঃ চ বিদ্যতে, অসৌ তম্ জীবম্ মোহয়তি।

অনুবাদ—পরমেশ্বরের মায়াশক্তিরূপ যে উপাধি, তাহার যেমন জগৎসৃজন-সামর্থ্য আছে, সেইরূপ মোহকারিণী শক্তিও আছে; সেই শক্তিই জীবকে ভ্রান্ত করিয়া রাখে।

টীকা—"মাহেশ্বরী তু যা মায়া" [মায়িনং তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৪।১০] সেই মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে—এইরূপে মহেশ্বর-সম্বন্ধিনী মায়া বা মূলপ্রকৃতি কথিত হইয়াছে, "তস্যাঃ নির্ম্মাণশক্তিবৎ"—সেই মায়ার জগৎসৃজন-সামর্থ্যের ন্যায়, "মোহশক্তিঃ চ বিদ্যতে"—মোহ উৎপাদন করিবার সামর্থ্যও আছে, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—[তৎ এতজ্জড়ং মোহাত্মকম্—নৃসিংহোত্তরতাপনীয়—৯]—তাহা এই অজ্ঞানের কার্য্য জড়রূপ এবং মোহরূপ। (মায়ার তমোগুণের দ্বারা সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে, জীব যে জড়রূপতা প্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। ইহার দ্বারাই তমঃপ্রধান প্রকৃতির সৃষ্ট জড়রূপ জগতের কারণ যে মোহ, তাহা সিদ্ধ হয়।) তদ্দ্বারা কি পাওয়া গেল? এইহেতু বলিতেছেন—"অসৌ তম্ জীবম্ মোহয়তি"—সেই মোহোৎপাদিনী শক্তি, সেই (পূর্ব্বোক্ত) জীবকে নিজ চিদানন্দ-স্বরূপতা জানিতে দেয় না। ১২

মায়ার মুগ্ধকারিণী শক্তি সেই জীবের মোহোৎপাদন করে—ইহার দ্বারা কি সিদ্ধ হইল?

ও মোহ হইতেই জীবের অনীশ্বরতারূপ দীনতা।	**মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি।** **ঈশসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সর্ব্বমুক্তং সমাসতঃ॥ ১৩**

অন্বয়—মোহাৎ অনীশতাম্ প্রাপ্য বপুষি মগ্নঃ শোচতি, ইদম্ ঈশসৃষ্টম্ সর্ব্বম্ দ্বৈতম্ সমাসতঃ উক্তম্।

অনুবাদ—জীব মোহবশতঃ নিজের ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মানিয়া শরীরের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া শোক করিয়া থাকে। এইরূপে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চ সংক্ষেপে কথিত হইল।

টীকা—"মোহাৎ"—দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত মোহবশতঃ, "অনীশতাম্ প্রাপ্য"—বাঞ্ছিত অনুকূল বস্তুরূপ ইষ্টের প্রাপ্তিতে ও অবাঞ্ছিত প্রতিকূল অপ্রিয় বস্তুর পরিহারে শক্তিহীন হইয়া, "বপুষি মগ্নঃ"—শরীরের মোহে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ শরীরের সহিত তাদাত্ম্যাভিমান প্রাপ্ত হইয়া, "শোচতি"—আমি দুঃখী এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। এই অর্থে শ্রুতি-বচন রহিয়াছে [সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ—শ্বেতাশ্বতর উ. ৪।৭, মুণ্ডক উ, ৩।২।১]—একটি সাধারণ বৃক্ষরূপ দেহে, নিমগ্ন বা কর্তৃত্বের আধ্যানবশতঃ আনন্দবিরহিত পুরুষ বা জীব মোহপ্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক ঈশ্বরভাব হারাইয়া, আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপ ভাবিয়া—(শরীর, পুত্র, ক্ষেত্র, কলত্র বিনা কি প্রকারে থাকিব? —এইরূপ আশঙ্কা করিয়া) সম্যগ্দর্শন হারাইয়া অথবা মুগ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া শোক করে। আগামী পঞ্চদশ শ্লোক হইতে যে জীবরচিত দ্বৈতের কথা বলিবেন, তাহার সহিত ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত যাহাতে সম্মিলিত না হইয়া পৃথক্ থাকে, সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর-বিরচিত দ্বৈতের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতেছেন—"ইদম্ ঈশ্বরসৃষ্টম্ দ্বৈতম্ সমাসতঃ উক্তম্"—১ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈত অর্থাৎ সমস্ত জড়চেতনরূপ জগৎ সংক্ষেপে বলা হইল, ইহাই অর্থ। ১৩

২। জীব-রচিত দ্বৈত।

(শঙ্কা)—ভাল, জীব যে দ্বৈতজগতের সৃষ্টি করিয়াছে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?

(সমাধান) তদুত্তরে বৃহদারণ্যক শ্রুতির অর্থ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন :—

(ক) সপ্তান্ন জীবদ্বৈত বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রমাণ।

সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্।
অন্নানি সপ্ত জ্ঞানেন কর্ম্মণাজনয়ৎ পিতা ॥ ১৪

অন্বয়—সপ্তান্নব্রাহ্মণে জীবসৃষ্টম্ দ্বৈতম্ প্রপঞ্চিতম্, পিতা সপ্ত অন্নানি জ্ঞানেন কর্ম্মণা অজনয়ৎ।

অনুবাদ—"সপ্তান্নব্রাহ্মণে" অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে, জীবকর্তৃক সৃষ্ট দ্বৈতের সবিস্তর বর্ণনা আছে; জগতের পিতা বা উৎপাদক জীব, জ্ঞান বা চিন্তনদ্বারা এবং কর্ম্মের দ্বারা সাতপ্রকার অন্ন সৃজন করিয়াছেন।

টীকা—ভাল, সেই "সপ্তান্নব্রাহ্মণে" (মন্ত্রার্থপ্রকাশক ও জ্ঞানোপদেশক বেদাংশে) জীবরচিত দ্বৈত কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তদুত্তরে

[যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা—বৃহদা উ, ১।৫।১]—'পিতা অর্থাৎ আদিকর্ত্তা মেধা ও তপস্যাদ্বারা প্রথমে যে সপ্তবিধ অন্নের সৃষ্টি করিলেন'—এই শ্রুতিবচনটির অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন—জগতের "পিতা বা উৎপাদক" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। এস্থলে উক্ত শ্রুতিবচনে যে 'পিতা' এই শব্দের প্রয়োগ আছে তাহার অর্থ জীব বা জীবসমষ্টি যে নিজের অদৃষ্টরূপ পাপপুণ্যদ্বারা জগৎ উৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন চালাইতেছে। ১৪

ভাল, 'সপ্ত অন্নের সৃজন কোন্ উদ্দেশ্যে?'—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া শ্রুতি নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে সেই সপ্তান্নের উপযোগ বর্ণন করিয়াছেন—[একম্ অস্য সাধারণম্, দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ, ত্রীণি আত্মনে অকুরুত, পশুভ্যঃ একম্ প্রাযচ্ছৎ ইতি - বৃহদা উ, ১।৫।১]—তাহার একটি অন্ন জীব সর্ব্বসাধারণের জন্য দিল, দুইটি অন্ন দেবতাদিগের জন্য দিল, তিনটি অন্ন নিজের ভোগ্য করিয়া রাখিল, আর পশুগণের উদ্দেশে একটি অন্ন দিল—এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) অধিকারিভেদে সপ্ত অন্নের উপযোগিতা।

মর্ত্ত্যান্নমেকং দেবান্নে দ্বে পশ্বন্নং চতুর্থকম্।
অন্যৎত্রিতয়মাত্মার্থমন্নানাং বিনিযোজনম্ ॥ ১৫

অন্বয়—একম্ মর্ত্ত্যান্নম্, দ্বে দেবান্নে, চতুর্থকম্ পশ্বন্নম্, অন্যৎ ত্রিতয়ম্ আত্মার্থম্,—(এবম্) অন্নানাম্ বিনিযোজনম্।

অনুবাদ ও টীকা—মর্ত্ত্যজীবের জন্য এক অন্ন (শস্যাদি), দেবতাদিগের জন্য দুইটি অন্ন (দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ), (দুগ্ধরূপ) চতুর্থ অন্ন পশুদিগের জন্য,* আর মন, বচন ও প্রাণরূপ অন্য তিন অন্ন নিজের জন্য, এইরূপে সপ্তান্নের উপযোগ (বেদে বর্ণিত হইয়াছে)। ১৫

সেই সপ্তান্ন কি কি? তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) সপ্তান্নের নাম।

ব্রীহ্যাদিকং দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরং তথা মনঃ।
বাক্প্রাণাশ্চেতি সপ্তত্বমন্নানামবগম্যতাম্ ॥ ১৬

অন্বয়—ব্রীহ্যাদিকম্ দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরম্ তথা মনঃ বাক্ চ প্রাণাঃ ইতি অন্নানাম্ সপ্তত্বম্ অবগম্যতাম্।

অনুবাদ—তণ্ডুলাদি এক অন্ন (মর্ত্ত্যজীবের জন্য), দর্শপৌর্ণমাসরূপ † দুই অন্ন, (দেবতাদিগের জন্য) দুগ্ধরূপ চতুর্থ প্রকারের অন্ন (পশুদিগের

* "পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য" (মনু ৩।৬৮) গৃহস্থের ঘরে পাঁচটি প্রাণিবধস্থান আছে; "হোমো দৈবো বলির্ভৌতো" (ঐ ৩।৭০) পশুপক্ষ্যাদি মধ্যে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম 'ভূতযজ্ঞ'; "প্রহুতো ভৌতিকো বলিঃ" (ঐ ৩।৭৪) ভূতযজ্ঞের নাম প্রহুত, অর্থাৎ পঞ্চসূনাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাহার্থে ভূতযজ্ঞে পশুপক্ষ্যাদি মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য।

† অমাবস্যায় অগ্ন্যাধান করিয়া (অগ্নিতে সমিধ্ স্থাপন করিয়া) সমস্ত প্রতিপদ ধরিয়া যে যাগ অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম দর্শ। পৌর্ণমাসীতে অগ্ন্যাধান করিয়া প্রতিপদে যে যাগ অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম পৌর্ণমাস।

জন্য) আর মন, বচন ও প্রাণ অন্ন (জীবের নিজের জন্য)—এইরূপে অন্নের সাত প্রকার বুঝিয়া লও।

টীকা সেই সপ্তান্ন (বৃহদারণ্যক উপনিষদের) পঞ্চমাধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ডিকান্তর্গত—'তাহার স্পষ্ট অন্নের মধ্যে ইহা সাধারণ সর্ব্বভোজ্য অন্ন যাহা মর্ত্ত্যলোকে সাধারণতঃ ভক্ষণ করে'—এই অর্থের বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় কণ্ডিকান্তর্গত 'আত্মাও এতন্ময়—বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময়'—এই অর্থের বাক্যপর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন দুই কণ্ডিকারূপ বাক্যাবলির দ্বারা সেই সপ্তান্ন এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১৬

(শঙ্কা) ভাল, উক্ত সপ্তান্ন, জগতের অন্তর্গত বলিয়া তাহা ত' ঈশ্বরকৃত ; তাহাকে জীবকৃত বলা ত' যুক্তিযুক্ত নহে—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, সপ্তান্ন আপন আকারে ঈশ্বর-রচিত হইলেও তাহার জীবভোগ্যতাকার জীবকর্ত্তৃক কল্পিত বলিয়া সপ্তান্নকে জীব-রচিত বলা অনুচিত এইরূপ বলা চলে না :—

(ঘ) সপ্তান্নের ভোগ্যাকারে রচনা জীবকৃত।

ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্ম্মিতানি স্বরূপতঃ।
তথাপি জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জীবোঽকার্ষীত্তদন্নতাম্॥ ১৭

অন্বয়—যদ্যপি এতানি স্বরূপতঃ ঈশেন নির্ম্মিতানি তথাপি জীবঃ জ্ঞানকর্ম্মভ্যাম্ তদন্নতাম্ অকার্ষীৎ।

অনুবাদ—যদ্যপি এই সপ্তান্ন স্বরূপতঃ ঈশ্বরদ্বারাই রচিত তথাপি জীব জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা তাহাদের অন্নত্ব অর্থাৎ ভোগ্যতা স্থাপন করিয়াছে।

টীকা—[তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে—বৃহদা উ, ৪।৪।২]—'পরলোকগমনকালে বিদ্যা ও কর্ম্ম জীবের অনুগমন করিয়া থাকে'—এই শ্রুতিবচনানুসারে, জ্ঞান শব্দের অর্থ বিষয়ের ধ্যান। তাহা দুই প্রকার, বিহিত ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তন্মধ্যে দেবতাদিবিষয়ক ধ্যান বা উপাসনা হইল বিহিত, আর পরস্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তন হইল নিষিদ্ধ। আর কর্ম্মও দুই প্রকার, বিহিত ও নিষিদ্ধ ; যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্ম বিহিত এবং হিংসাদিরূপ কর্ম্ম নিষিদ্ধ। সেই জ্ঞান এবং কর্ম্মদ্বারা জীব সেই তণ্ডুল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত সপ্তান্নের অন্নভাব অর্থাৎ আপনার ভোগের উপকরণরূপতা কল্পনা করিয়াছে, ইহাই অর্থ। ১৭

৩। উক্ত সপ্তান্নরূপ জগতের স্রষ্টৃত্ব লইয়া জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সম্বন্ধ। এই পর্য্যন্ত গ্রন্থে কি বলা হইল তাহারই সংগ্রহ করিতেছেন :—

(ক) একই জগতের, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

ঈশকার্য্যং জীবভোগ্যং জগদ্দ্বাভ্যাং সমন্বিতম্।
পিতৃজন্যা ভর্ত্তৃভোগ্যা যথা যোষিত্তথেষ্যতাম্॥ ১৮

অন্বয়—ঈশকার্য্যম্ জীবভোগ্যম্ জগৎ দ্বাভ্যাম্ সমন্বিতম্ যথা যোষিৎ পিতৃজন্যা ভর্ত্তৃভোগ্যা তথা ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—ঈশ্বরের কার্য্য এবং জীবের ভোগ্য বলিয়া জগৎ উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ, যেমন একই স্ত্রী পিতা হইতে উৎপন্ন এবং পতিভোগ্য বলিয়া উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ, সেইরূপ বুঝিয়া লও।

টীকা—সপ্তান্নরূপে বর্ণিত তণ্ডুলাদিরূপ জগৎ ঈশ্বরদ্বারা রচিত এবং জীবের ভোগ্য অর্থাৎ জীবের ভোগের সাধন বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ, ইহাই অর্থ। একই বস্তুর উভয়ের সহিত সম্বদ্ধতার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন 'যেমন একই স্ত্রী' ইত্যাদিদ্বারা।

'অচ্যুতরায়' বলেন জীবের কর্ম্মফলপ্রদাতৃরূপে ঈশ্বর জগন্নির্ম্মাতা, কিন্তু তিনি পূর্ণকাম বলিয়া অভোক্তা; আর জীব নিজ কর্ম্মাদিদ্বারা জগদ্রচনা সম্পাদন করিয়া থাকে বলিয়া জীবের ভোক্তৃত্ব যুক্তিসিদ্ধ। ১৮

ঈশ্বর ও জীবের জগৎস্রজন বিষয়ে সাধন (সামগ্রী) কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

১৯। জীবের ও ঈশ্বরের জগৎসৃজনে সাধন।

মায়াবৃত্ত্যাত্মকো হীশসঙ্কল্পঃ সাধনং জনৌ।
মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীবসঙ্কল্পো ভোগসাধনম্‌॥ ১৯

অন্বয় মায়াবৃত্ত্যাত্মকঃ হি ঈশসঙ্কল্পঃ জনৌ সাধনম্‌; মনোবৃত্ত্যাত্মকঃ জীবসঙ্কল্পঃ ভোগসাধনম্‌।

অনুবাদ ও টীকা—মায়ার বৃত্তিরূপ ঈশ্বরসঙ্কল্প জগতের উৎপত্তিবিষয়ে সাধন; আর অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষ বা বৃত্তিরূপ জীবসঙ্কল্প সুখাদির অনুভবরূপ ভোগের সাধন। ১৯

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর-রচিত বস্তুর যাহা স্বরূপ, সেই স্বরূপ হইতে ভিন্নাকার কোনও অন্যাকারই নাই। তাহা হইলে জীব কোন আকার স্রজন করিয়া থাকে? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন (সমাধান) :—

২০। ঈশ্বর রচিত এক আকার, জীব রচিত অনেকাকার।

ঈশনির্ম্মিতমণ্যাদৌ বস্তুন্যেকবিধে স্থিতে।
ভোক্তৃধীবৃত্তিনানাত্বাত্তদ্ভোগো বহুধেষ্যতে॥ ২০

অন্বয়—ঈশনির্ম্মিতমণ্যাদৌ একবিধে বস্তুনি স্থিতে, ভোক্তৃধীবৃত্তিনানাত্বাৎ তদ্ভোগঃ বহুধা ইষ্যতে।

অনুবাদ—ঈশ্বর যে বস্তুকে স্রজন করিয়াছেন, তাহা স্বরূপতঃ আবার জীবদ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না বটে, তথাপি ঈশ্বরদ্বারা নির্ম্মিত মণি প্রভৃতি বস্তু একরূপ ধরিয়া থাকিলেও অর্থাৎ রূপান্তর প্রাপ্ত না হইলেও ভোক্তা জীবের বুদ্ধি নানাপ্রকারের হয় বলিয়া, সেই মণি প্রভৃতির ভোগও নানা-প্রকারের হইয়া থাকে—ইহা সকলেই স্বীকার করে।

টীকা—মণি প্রভৃতি একই বস্তুতে যে নানাপ্রকারের ভোগ দেখা যায় (কেহ শোভার, কেহ গ্রহবৈগুণ্যপ্রশমনার্থ ধারণ করে), সেই ভোগের নানা-প্রকারতাদ্বারা তাহার প্রয়োজক বা নিমিত্তকারণ ভোগের নানা-প্রকারতাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ২০

ভাল, ভোগের অর্থাৎ সুখাদির নানাত্ব দেখিয়া, ভোগ্যের অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়ের যে নানাত্ব কল্পিত হইতেছে, সেই ভোগের ভেদ বা নানাত্বই নাই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'না, এরূপ বলিতে পার না; কেননা, ভোগের সেই নানাত্ব প্রত্যক্ষগোচর হয়' :—

হৃষ্যত্যেকো মণিং লব্ধ্বা ক্রুধ্যত্যন্যো হ্যলাভতঃ।
পশ্যত্যেব বিরক্তোঽত্র ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥ ২১

অন্বয়—একঃ মণিম্ লব্ধ্বা হৃষ্যতি হি, অন্যঃ অলাভতঃ ক্রুধ্যতি, অত্রঃ বিরক্তঃ পশ্যতি এব—ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।

অনুবাদ—কেহ মণি পাইয়া আনন্দিত হয়, কেহ না পাইলে ক্রুদ্ধ হইয়া যায়, আবার বৈরাগ্যবান্ কেহ মণি দর্শন করেন মাত্র, তাহা দেখিয়া তাহার হর্ষ বা ক্রোধ কিছুই হয় না।

টীকা—"একঃ"—কেহ অর্থাৎ যে লোক মণিপ্রার্থী সে, "মণিম লব্ধ্বা হৃষ্যতি"—মণি পাইলে হর্ষ অনুভব করে, সেইরূপ "অন্যঃ"—অন্য কেহ, "অলাভতঃ ক্রুধ্যতি"—না পাইলে ক্রোধ অনুভব করে; "অত্র বিরক্তঃ"—এই মণিবিষয়ে যে বৈরাগ্যবান্, "পশ্যতি এব ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি"—সে দেখেমাত্র, তাহার লাভালাভজনিত হর্ষ ক্রোধ কিছুই হয় না, ইহাই অর্থ। ২১

ভাল, সেই ভিন্ন ভিন্ন ভোগের অধীন, জীব-রচিত ভিন্ন ভিন্ন আকার কি কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

প্রিয়োঽপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেত্যাকারা মণিগাস্ত্রয়ঃ।
সৃষ্টা জীবৈরীশসৃষ্টং রূপং সাধারণং ত্রিষু॥ ২২

অন্বয়—মণিগাঃ প্রিয়ঃ অপ্রিয়ঃ উপেক্ষ্যঃ চ ইতি ত্রয়ঃ আকারাঃ জীবৈঃ সৃষ্টাঃ; ত্রিষু সাধারণম্ রূপম্ ঈশসৃষ্টম্।

অনুবাদ—মণিরূপ আধারে অবস্থিত প্রিয়, অপ্রিয় এবং উপেক্ষ্য (রাগদ্বেষ এই উভয় প্রকার বৃত্তি হইতে ভিন্নবৃত্তির বিষয়—বৈরাগ্যবানের নিকট)—এই তিন আকার জীব-রচিত, আর তিন আকারে সাধারণভাবে অবস্থিত যে রূপ অর্থাৎ আকার, তাহাই ঈশ্বর-রচিত।

টীকা—"মণিগাঃ প্রিয়ঃ অপ্রিয়ঃ উপেক্ষ্যঃ চ ইতি ত্রয়ঃ আকারাঃ"—মণিনিষ্ঠ প্রিয় অপ্রিয় ও উপেক্ষ্যরূপ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আকার, "জীবৈঃ সৃষ্টাঃ"—জীবকর্তৃক রচিত হইয়াছে; "ত্রিষু অপি সাধারণম্ রূপম্"—আর এই তিন আকারেই অনুস্যূত যে মণিরূপ, "ঈশসৃষ্টম্"—তাহাই ঈশ্বর-নির্মিত, ইহাই অর্থ। ২২

জীব-রচিত ভিন্ন ভিন্ন আকার অন্য উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :-

ভার্য্যা স্নুষা ননান্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা।
প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ॥ ২৩

অন্বয়—ভার্য্যা স্নুষা ননান্দা যাতা মাতা চ ইতি অনেকধা যোষিৎ প্রতিযোগিধিয়া ভিদ্যতে, ন স্বরূপতঃ।

অনুবাদ—একই নারী,—পতি, শ্বশুর, ভ্রাতৃজায়া, দেবর-পত্নী, পুত্রকন্যা প্রভৃতি সম্বন্ধযুক্ত নরনারীর ব্যবহারানুসারে যথাক্রমে পত্নী, পুত্রবধূ, ননান্দা, যাতা, মাতা ইত্যাদি নানা প্রকারের নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বর-রচিত স্ত্রী-আকার সর্ব্বত্র অভিন্ন।

টীকা—"ননান্দা"—ভর্ত্তার ভগিনী, "যাতা"—দেবর-পত্নী, "প্রতিযোগিধিয়া"—ভর্ত্তাশ্বশুর প্রভৃতিরূপ সম্বন্ধমূলা তত্তদ্বিষয়িণী বুদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধ ধরিয়া। অভিপ্রায় এই—একই নারী পতির সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ভার্য্যা, শ্বশুরের সহিত সম্বন্ধ ধরিলে পুত্রবধূ, ভ্রাতার পত্নীর সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ননান্দা, পতির ভ্রাতার পত্নীর সহিত সম্বন্ধ ধরিলে 'যা' (যাতা), পুত্রকন্যার সহিত সম্বন্ধ ধরিলে মা—এইরূপ ভেদপ্রাপ্ত হয়। ২৩

(শঙ্কা) ভাল, একই নারীকে বিষয় করিয়া—সেই নারী ভার্য্যা, পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান ত' ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দেখা যায়; আর ঐ জ্ঞানের বিষয়রূপ যে নারীস্বরূপ বা নারীর আকার, তদ্বিষয়ে কোনও ভেদ দেখা যায় না। এইহেতু পূর্ব্বে ২৩ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল—'সম্বন্ধীর বুদ্ধি লইয়া নারী ভেদপ্রাপ্ত হয়'—এইরূপ বলা ত' অনুচিত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বকীয় উক্তিবিষয়ে, এইরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

(৭) এই শ্লোক-চতুষ্টয়োক্ত বিষয়ে শঙ্কা।

ননু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তামাকারস্তু ন ভিদ্যতে।
যোষিদ্বপুষ্যতিশয়ো ন দৃষ্টো জীবনির্ম্মিতঃ॥ ২৪

অন্বয়—ননু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তাম্ আকারঃ ন তু ভিদ্যতে; যোষিদ্বপুষি জীবনির্ম্মিতঃ অতিশয়ঃ ন দৃষ্টঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ভার্য্যা পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হয়, হউক; কিন্তু নারীরূপ আকারের ত' ভেদ হইতেছে না। এইহেতু সেই নারীশরীরে জীব-রচিত অতিশয় বা অধিক কিছু দেখা যায় না; (সুতরাং জীবের ভোগ্য-সৃষ্টির কথা অসঙ্গত। ২৪

জ্ঞেয় বিষয়ে ভেদ না থাকিলে, জ্ঞানে ভেদ হইতেই পারে না,—এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞেয়বস্তুর আকারে ভেদ আছে, মানিতেই হইবে—এই কথা বলিয়া উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন:—

(৮) পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত শঙ্কার সমাধান।

মৈবং মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদেঽপি ভিদ্যতে হি মনোময়ী॥ ২৫

অন্বয় — মা এবম্, কাচিৎ মাংসময়ী যোষিৎ, অন্যা মনোময়ী, মাংসময্যাঃ অভেদে অপি মনোময়ী হি ভিদ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা 'সেই নারীর শরীর বিষয়ে জীব-রচিত অতিশয় (অধিক কিছু) নাই' একথা বলা চলিবে না, কেননা, (ঈশ্বর-রচিত) মাংসময়ী নারীমূর্তি এক ; (জীব-রচিত) মনোময়ী মূর্তি অন্য। মাংসময়ী মূর্তি এক বা অভিন্ন হইলেও মনোময়ী মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন। ২৫

(শঙ্কা) ভাল, ভ্রান্তি প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোরাজ্য (reverie), স্মৃতি— এই সকল স্থলে বাহ্যবস্তু নাই বলিয়া ভ্রান্তি প্রভৃতির বস্তুকে মনোময় বস্তু বলিয়া মানিতে পারা যায়, কিন্তু প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বস্তুকে ত' মনোময় বস্তু বলা চলে না কেননা, সেস্থলে বস্তু মনের বাহিরে বিদ্যমান। বাদীর এই শঙ্কাই বলিতেছেন :—

(চ) প্রমার বিষয় যে বাহ্যবস্তু, তাহার মনোময়তা বিষয়ে শঙ্কা।

ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিষ্বস্তু মনোময়ম্।
জাগ্রন্মানেন মেয়স্য ন মনোময়তেতি চেৎ ॥ ২৬

অন্বয়—ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিষু মনোময়ম্ অস্তু; জাগ্রন্মানেন মেয়স্য মনোময়তা ন, ইতি চেৎ

অনুবাদ—ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোরাজ্য, স্মৃতি—এই সকল স্থলে তত্তদ্বিষয়ক বস্তুকে মনোময় বলিয়া মানা যাইতে পারে ; কিন্তু জাগ্রৎকালীন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ বস্তু মনোময় হইতে পারে না—যদি এইরূপ বলা যায়।

টীকা—"জাগ্রন্মানেন"—জাগ্রদবস্থায় প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা, "মেয়স্য"—প্রমেয় যে বস্তু তাহার, "মনোময়তা ন"—মনোময়তা স্বীকার করা যায় না—ইহাই বাদীর শঙ্কা। ২৬

(সমাধান) প্রমাস্থলে অর্থাৎ যে স্থলে যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই স্থলে, বাহ্যবস্তু থাকে—ইহা সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিতেছেন :—

(ছ) প্রমাস্থলে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বাঙ্গীকার ও তাহার মনোময়তার প্রমাণ।

বাঢ়ং মানে তু মেয়েন যোগাৎ স্যাদ্ বিষয়াকৃতিঃ।
ভাষ্যবার্তিককারাভ্যাময়মর্থ উদীরিতঃ ॥ ২৭

অন্বয়—বাঢ়ম্, মানে বিষয়াকৃতিঃ তু মেয়েন যোগাৎ স্যাৎ; ভাষ্যবার্তিককারাভ্যাম্ অয়ম্ অর্থঃ উদীরিতঃ।

অনুবাদ—সত্য বটে (অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বরূপ হেতু অঙ্গীকার করিতেছি, কিন্তু প্রমার বস্তুর অমনোময়ত্ব-রূপ সাধ্যের অঙ্গীকার করিব না, অথবা উক্তরূপ আশঙ্কা ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ ব্যাবহারিক পক্ষে অনুকূল বটে) ; কিন্তু সিদ্ধান্ত এই, যে প্রমাণের বিষয়াকারতা (অর্থাৎ যে মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্গত হইয়া কুল্যার বা নালীর আকারে বিষয় পর্যন্ত যাইয়া বিষয়ের সহিত সমানাকারবিশিষ্টা হয়, তাহার) সেই প্রমেয়ের বা বিষয়ের সহিত

সম্বন্ধবশতঃই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও বার্ত্তিককার—ইহারা উভয়েই এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা—'বাঢ়ম্'—সত্য বটে, অর্থাৎ ব্যাবহারিক পক্ষে, যথার্থ জ্ঞানের স্থলে, বাহিরে বিষয়ের সত্তা অঙ্গীকার করিতেছি। (শঙ্কা) তাহা হইলে, কি প্রকারে সেই বাহ্যবিষয়কে অর্থাৎ মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুকে, মনোময় বলা হইতেছে ? (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন—"মানে বিষয়াকৃতিঃ তু"—প্রমাণে অর্থাৎ মনের বৃত্তিতে যে বিষয়াকারের কথা বলা হইতেছে, তাহা কিন্তু, "মেয়েন যোগাৎ স্যাৎ"—প্রমেয়ের অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃই অর্থাৎ মনোবৃত্তি (কুল্যাকারে) বাহিরে যাইলে বিষয়ের সহিত সংযোগবশতঃই সেই বিষয়াকৃতি ঘটে। (শঙ্কা) ভাল, ইহা ত' আপনার স্বকপোলকল্পিত ? (সমাধান) ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এবং বার্ত্তিককার—উভয়েই এই একই কথা বলিয়াছেন। ২৭

তদ্বিষয়ে ভাষ্যকারের বচন উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ভাষ্যকার-বিরচিত "উপদেশসাহস্রী"র অন্তর্গত "স্বপ্নস্মৃতি" প্রকরণের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক ; ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেও—১।১।১২, এই কথা পাওয়া যায়)।

প্রমাণ বিষয় যে মনোময়, তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের বচন প্রমাণ।

মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা।
রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্॥ ২৮

অন্বয়—যথা তাম্রম্ মূষাসিক্তম্ (সৎ) তন্নিভম্ জায়তে, তথা চিত্তম্ রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবৎ ধ্রুবম্ তন্নিভম্ দৃশ্যতে।

অনুবাদ—যেমন অগ্নিদ্বারা দ্রবীকৃত তাম্র ছাঁচে ঢালিলে তাহা ছাঁচেরই আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনও বাহ্যরূপাদি বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া তদ্রূপই হইয়া যায়—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা "যথা তাম্রম্ মূষাসিক্তম্ তন্নিভম্ জায়তে" যেমন তাম্রকে অগ্নিসংযোগে গলাইয়া মূষাতে অর্থাৎ ছাঁচে ঢালিলে, তাহা সেই ছাঁচেরই আকার ধারণ করে, "তথা চিত্তম্ রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবৎ" সেইরূপ চিত্ত দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া বাহ্যরূপাদি বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সেই সেই রূপাদিকে নিজ বিষয়ীভূত করিয়া, "ধ্রুবম্ তন্নিভম্ জায়তে"—সেই রূপাদির সমান সমানাকার আকারবিশিষ্ট হইয়া যায়, ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে ; ইহাই তাৎপর্য্য। ২৮

(শঙ্কা) ভাল, (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) তাম্র প্রভৃতি বস্তু অগ্নিসংযোগে গলিয়া তরল হইলে এবং ছাঁচে নিক্ষিপ্ত হইলে, কঠিন ছাঁচের সংযোগে আসিয়া শীতল হইলে, ছাঁচের আকার ধারণ করে, মানিলাম ; কিন্তু মূর্ত্তিহীন এবং তাম্রাদি হইতে বিলক্ষণস্বভাব, চিত্ত বা বুদ্ধি (রূপাদি-) বিষয়ে ব্যাপ্ত হইলে কি প্রকারে সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গ্যস্যাকারতামিয়াৎ।
সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্ধীরর্থাকারা প্রদৃশ্যতে ॥ ২৯

অন্বয়—যথা বা ব্যঞ্জকঃ আলোকঃ ব্যঙ্গ্যস্য আকারতাম্ ইয়াৎ, ধীঃ সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ অর্থাকারা প্রদৃশ্যতে।

অনুবাদ—অথবা যেমন সাধারণপ্রকাশক সূর্য্যাদির আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন সেই বস্তুরই আকারতা প্রাপ্ত হয়, (তাহা না হইলে সেই বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না) সেইরূপ, বুদ্ধি সকল বস্তুরই প্রকাশক বলিয়া, সেই বস্তুর আকারেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

টীকা—"যথা বা ব্যঞ্জকঃ আলোকঃ"—অথবা যেমন প্রকাশক আতপাদি, "ব্যঙ্গ্যস্য আকারতাম্ ইয়াৎ"—প্রকাশ করিবার যোগ্য ঘটাদি বস্তুর আকারের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, "ধীঃ সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ অর্থাকারা প্রদৃশ্যতে"—বুদ্ধি বা অন্তঃকরণবৃত্তি সকলপদার্থের প্রকাশকতাহেতু ঘটাদিরূপ বস্তুর আকারের ন্যায় যাহার আকার, সেই প্রকৃষ্টরূপেই দৃষ্ট বা উপলব্ধ হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ২৯

এক্ষণে বার্ত্তিককারের বচন* উদ্ধৃত করিতেছেন:—

(ঝ) উক্ত বিষয়ে বার্ত্তিককারের বচন প্রমাণ।

মাতুর্মানাভিনিষ্পত্তির্নিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ।
মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপদ্যতে ॥ ৩০

অন্বয়—মাতুঃ মানাভিনিষ্পত্তিঃ (ভবতি), নিষ্পন্নম্ তৎ মেয়ম্ এতি চ, তৎ মেয়াভিসঙ্গতম্ মেয়াভত্বম্ প্রপদ্যতে।

অনুবাদ—প্রমাতা হইতে প্রমাণের উৎপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ প্রমাণ বা প্রমার করণ উৎপন্ন হয় এবং প্রমাণ উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া বাহ্যবস্তুকে অধিকার করে এবং সেই প্রমেয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া তাহারই আকারে আকারিত হয়।

টীকা—"মাতুঃ"—কূটস্থরূপ অধিষ্ঠানচৈতন্যের সহিত বুদ্ধিতে অবস্থিত চিদাভাসরূপ প্রমাতা বা প্রমাজ্ঞানের কর্ত্তা যে জীব, তাহা হইতে. "মানাভিনিষ্পত্তিঃ"—চিদাভাস সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ প্রমাণের উৎপত্তি হয়; "নিষ্পন্নম্ তৎ"—সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া সেই প্রমাণ, "মেয়ম্ এতি চ"—তাহার পর ঘটাদিরূপ প্রমেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয়; "তৎ মেয়াভিসঙ্গতম্ মেয়াভত্বম্ প্রপদ্যতে"—আর সেই প্রমাণ প্রমেয়ের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া প্রমেয়ের

* সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়বার্ত্তিক, পুণাসংস্করণ এবং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, পঞ্চীকরণবার্ত্তিক ও স্বরাজ্যসিদ্ধিতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না; ('ব্রহ্মসিদ্ধি' ও 'ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি'গ্রন্থদ্বয়ে অন্বেষণ করা হয় নাই।)

'আভা'র বা আকারের ন্যায় আভা বা আকার যাহার এইরূপ ভাব অর্থাৎ প্রমেয়ের সহিত সমান আকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। ৩০

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম প্রমাণ এইরূপে স্বকীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া সমান আকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা, বিষয়ের যে ভেদ লইয়া আলোচনা চলিতেছে তাহাতে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন (সমাধান)—

৩। বিষয়ের দুই রূপ ও তৎ গ্রাহক।

সত্যেবং বিষয়ৌ দ্বৌ স্তো ঘটৌ মৃন্ময়ধীময়ৌ।
মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ স্যাৎ সাক্ষিভাস্যস্তু ধীময়ঃ॥ ৩১

অন্বয়—এবম্ সতি মৃন্ময়ধীময়ৌ ঘটৌ বিষয়ৌ দ্বৌ স্তঃ; মৃন্ময়ঃ মানমেয়ঃ, ধীময়ঃ তু সাক্ষিভাস্যঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—এইরূপ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইল যে ঘটাদিরূপ বিষয় দুই দুই প্রকারের হইয়া থাকে;—যথা মৃন্ময়াদি বা পাঞ্চভৌতিক এবং মনোময়। মৃন্ময় ঘট প্রমাণদ্বারা—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা, 'মেয়'—জ্ঞেয় বা প্রমাতৃভাস্য; অর্থাৎ সাক্ষী চক্ষুরাদি প্রমাণবৃত্তিদ্বারা তাহাকে বাহ্যবস্তুরূপে প্রকাশ করেন; আর মনোময় ঘট যাহা সাক্ষিভাস্য, অর্থাৎ সাক্ষী যাহাকে (চিত্তবৃত্তি হইতে ভিন্ন) অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা স্বপ্ন, সুখ-দুঃখ ও কামাদির ন্যায় ভিতরে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, মন যেমন মৃন্ময় ঘটকে গ্রহণ বা উপলব্ধি করিতে পারে, মনোময় ঘটকে ত' সেইরূপে পারে না; আর মনোময় ঘটের জন্য, সেই মন ভিন্ন অন্য গ্রাহক নাই বলিয়া মানিতে হয় মনোময় ঘট অসিদ্ধ অর্থাৎ বস্তুতঃ নাই। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে 'মন ভিন্ন অন্য গ্রাহক নাই' এই কথাই অসিদ্ধ। "মৃন্ময়ঃ মানমেয়ঃ" - মৃন্ময় ঘট মনোবৃত্তিরূপ প্রমাণদ্বারা প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য অর্থাৎ প্রমাতার দ্বারা বা অধিষ্ঠানচৈতন্যসহিত চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা প্রকাশ্য; সেইরূপ, "ধীময়ঃ সাক্ষিভাস্যঃ"—মনোময় ঘট সাক্ষিভাস্য অর্থাৎ অবিদ্যার বৃত্তিদ্বারা অভ্যন্তরে সুখ-দুঃখের ন্যায় কূটস্থের নিকট প্রকাশিত হয় তাহার প্রকাশের জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। ৩১

৪। জীব-রচিত দ্বৈতই সুখ-দুঃখরূপ বন্ধের হেতু।

(শঙ্কা) ভাল, এইরূপে অর্থাৎ ঈশ্বর-রচিত ও জীব-রচিত ভেদে দুইপ্রকার দ্বৈতরূপ জগৎ যে আছে, তাহা মানিলাম; কিন্তু তন্মধ্যে কোন্ দ্বৈতটি পরিত্যাজ্য ও কোন্ দ্বৈতটি গ্রাহ্য, তাহার ত' নির্ণয় হইতেছে না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জীব-রচিত দ্বৈতেরই হেয়তা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাই যে বন্ধনের হেতু—তাহাই দেখাইতেছেন :—

ক। জীব রচিত দ্বৈতের বন্ধহেতুত্ব বিষয়ে অন্বয়-ব্যতিরেক।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ধীময়ো জীববন্ধকৃৎ।
সত্যস্মিন্ সুখদুঃখে স্তস্তস্মিন্নসতি ন দ্বয়ম্॥ ৩২

অন্বয়—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ ধীময়ঃ জীববন্ধকৃৎ ; অস্মিন্ সতি সুখদুঃখে স্তঃ, তস্মিন্ অসতি ন দ্বয়ম্।

অনুবাদ—অন্বয় ও ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, মনোময় বস্তুই জীবের সুখ-দুঃখরূপ বন্ধনের কারণ ; কেননা, এই মনোময় বস্তু থাকিলেই সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় ; ইহা না থাকিলে সেই দুইটি উপস্থিত হয় না।

টীকা—অন্বয়ব্যতিরেক যুক্তি পরিস্ফুট করিতেছেন :—"তস্মিন্ সতি সুখদুঃখে স্তঃ"—সেই মনোময় দ্বৈত অর্থাৎ জীবসৃষ্ট মানসপ্রপঞ্চ থাকিলেই সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয়, আর "তস্মিন্ অসতি দ্বয়ম্ ন"—সেই মনোময় দ্বৈত না থাকিলে সেই দুইটি অর্থাৎ সুখ-দুঃখ থাকে না। ৩২

(শঙ্কা) ভাল, আপনার কথিত অন্বয়ব্যতিরেক, বাহ্যবস্তুর বা ঈশ্বর-কৃত দ্বৈতের সম্বন্ধেও ত' খাটিতে পারে ; যথা, ঈশ্বর-রচিত প্রপঞ্চ থাকিলেই সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয় আর তাহা না থাকিলে হয় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

অসত্যপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ।
সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু সত্যপ্যস্মিন্ন বধ্যতে ॥ ৩৩

অন্বয়—নরঃ স্বপ্নাদৌ চ বাহ্যার্থে অসতি অপি বধ্যতে সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু অস্মিন্ সতি অপি ন বধ্যতে।

অনুবাদ—উদাহরণ দেখ—লোকে স্বপ্ন, স্মৃতি, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি প্রভৃতি অবস্থায় বাহ্যবস্তু না থাকিলেও (কেবল মনোময় বস্তু বিদ্যমান থাকায়) (সুখদুঃখরূপ) বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সমাধি, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার অবস্থায় বাহ্যবস্তু থাকিলেও (মনোময় বস্তু না থাকায়) বন্ধন প্রাপ্ত হয় না।

টীকা—"নরঃ"—মনুষ্য, ইহা দেবতাদি অন্য জীবেরও উপলক্ষণ, "স্বপ্নাদৌ চ" স্বপ্ন, স্মৃতি, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি প্রভৃতির কালেও, "বাহ্যার্থে অসতি অপি"—অনুকূল বা সুখসাধন স্ত্রী প্রভৃতি বস্তু এবং প্রতিকূল বা দুঃখসাধক ব্যাঘ্র প্রভৃতি (অপ্রাতিভাসিক সত্য) বস্তু না থাকিলেও, "বধ্যতে"—সুখ-দুঃখের সহিত যুক্ত বা তদ্দ্বারা আক্রান্ত হয়। "সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু অস্মিন্ সতি অপি ন বধ্যতে"—আর সমাধি, সুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় বাহ্যবস্তু থাকিলেও লোকে মনোময়ের অভাবে বন্ধন প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিভাগী হয় না। এইহেতু ঈশ্বর-রচিত বাহ্যপ্রপঞ্চকে বিষয় করিয়া অন্বয়ব্যতিরেক সুখ-দুঃখাদির সাধক হইতে পারে না, কিন্তু জীব-রচিত মনোময় প্রপঞ্চকে বিষয় করিয়া অন্বয়ব্যতিরেক সুখ-দুঃখাদিরূপ বন্ধনের হেতুতার সাধক হয়—ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৩

মনোময় প্রপঞ্চের বন্ধকারিত্ব অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদির উৎপাদকত্বপ্রতিপাদনে প্রযুক্ত অন্বয়ব্যতিরেক যুক্তি দৃষ্টান্তদ্বারা দেড় শ্লোকে পরিস্ফুট করিতেছেন :—

(খ) পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত অন্বয়ব্যতিরেকের উদাহরণ।

দূরদেশং গতে পুত্রে জীবত্যেবাত্র তৎপিতা।
বিপ্রলম্ভকবাক্যেন মৃতং মত্বা প্ররোদিতি ॥ ৩৪

অন্বয়—দূরদেশম্ গতে পুত্রে জীবতি এব অত্র তৎপিতা বিপ্রলম্ভকবাক্যেন মৃতম্ মত্বা প্ররোদিতি।

অনুবাদ—কাহারও দূরদেশগত পুত্র জীবিত থাকিলেও, কোনও প্রবঞ্চক এখানে তাহার পিতাকে পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ শুনাইয়া দিল। সেই সংবাদ শুনিয়া পুত্রকে মৃত মনে করিয়া পিতা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিল।

টীকা "দূরদেশম্ গতে পুত্রে জীবতি এব"—দেশান্তরগত পুত্র সেখানে জীবিত থাকিলেও; 'অত্র তৎপিতা"—তাহার পিতা নিজ গৃহে থাকিয়া, "বিপ্রলম্ভকবাক্যেন"—কোনও প্রতারকের 'তোমার পুত্র জীবিত নাই' এইরূপ সংবাদপ্রদান হেতু, "মৃতম্ মত্বা প্ররোদিতি"—আপনার পুত্রকে মৃত মনে করিয়া শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করে। ৩৪

মৃতেঽপি তস্মিন্বার্ত্তায়ামশ্রুতায়াং ন রোদিতি।

(.. জনিত অর্থ।)

অতঃ সর্ব্বস্য জীবস্য বন্ধকৃন্মানসং জগৎ॥ ৩৫

অন্বয়—তস্মিন্ মৃতে অপি বার্ত্তায়াম্ অশ্রুতায়াম্ ন রোদিতি। অতঃ সর্ব্বস্য জীবস্য মানসম্ জগৎ বন্ধকৃৎ।

অনুবাদ ও টীকা—আবার সেই দেশান্তরস্থিত পুত্র সত্যসত্যই মরিয়া গেলেও, সেই মৃত্যুর সংবাদ না শুনিতে পাইলে, তাহার পিতা রোদন করে না। (জীবিত আছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে)। এইহেতু সিদ্ধ হইল যে, মনোময় জগৎই সকল জীবের বন্ধনের কারণ। ৩৫

(শঙ্কা) যদি মনোময় জগৎকেই বন্ধের হেতু বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা বা অভাব মানিতে হয়; তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত হয় অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধান্ত ভঙ্গ করিতে হয়—ইহাই বাদীর শঙ্কা।

বিজ্ঞানবাদো বাহ্যার্থে বৈয়র্থ্যাৎ স্যাদিহেতি চেৎ।

(.. মনোময় বস্তুর বন্ধহেতুত্ব বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।)

ন হৃদ্যাকারমাধাতুং বাহ্যস্যাপেক্ষিতত্বতঃ॥ ৩৬

অন্বয়—বাহ্যার্থে বৈয়র্থ্যাৎ ইহ বিজ্ঞানবাদঃ স্যাৎ ইতি চেৎ? ন; হৃদি আকারম্ আধাতুম্ বাহ্যস্য অপেক্ষিতত্বতঃ।

অনুবাদ—বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা মানিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ—অর্থাৎ বুদ্ধির বাহিরে বিষয়াভাবপ্রতিপাদক বৌদ্ধমত, মানিতে হয়—যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে বলি সেইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কেননা, বুদ্ধিকে আকার দিবার জন্য বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে।

টীকা—পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"হৃদি আকারম্ আধাতুম্"—বুদ্ধিতে অর্থাৎ মনে বাহ্যবস্তুর আকার স্থাপন করিবার জন্য; যদ্যপি মনোময় প্রপঞ্চই বন্ধনের হেতু,

তথাপি বাহ্যবস্তুকেই সেই মানসপ্রপঞ্চের হেতু বলিয়া মানিয়া লওয়ায়—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদদ্বারা বেদান্তসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইল না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৬

(শঙ্কা) ভাল, বুদ্ধিকে আকার দিবার জন্য বাহ্যবস্তুর ত' প্রয়োজন নাই, কেননা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মানসপ্রপঞ্চের বাসনা বা সংস্কার, বুদ্ধিকে আকার দিয়া পরপরবর্ত্তী মানসপ্রপঞ্চের হেতু হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া প্রৌঢ়িবাদদ্বারা* বাহ্যবস্তুর অভাবরূপ প্রতিবাদীর উক্তি (দুর্জ্জনপরিতোষের ন্যায়) অঙ্গীকার করিয়াও স্বমতে আরোপিত দোষের পরিহার করিতেছেন, অথবা উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষের হেতু কল্পনা করিতেছেন :—

(৬) বাহ্যপ্রপঞ্চের বার্থতাঙ্গীকার।

বৈয়র্থ্যমস্তু বা বাহ্যং ন বারয়িতুমীশ্মহে।
প্রয়োজনমপেক্ষন্তে ন মানানীতি হি স্থিতিঃ ॥ ৩৭

অন্বয়—বা বৈয়র্থ্যম্ অস্তু, বাহ্যম্ বারয়িতুম্ ন ঈশ্মহে। মানানি প্রয়োজনম্ অপেক্ষন্তে ইতি হি স্থিতিঃ।

অনুবাদ—অথবা বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা হউক, বাহ্যবস্তুকে নিবারণ করিতে আমরা সমর্থ নহি ; যেহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না—ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম ; যেমন পথিমধ্যে পতিত কণ্টকের প্রয়োজন নাই বলিয়া পথে কণ্টক নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি না—কেহ বলে না, সেইরূপ প্রয়োজনরহিত বাহ্যবস্তু, অঙ্গীকার করিলেও, তাহাতে দোষ হয় না।

টীকা (শঙ্কা) ভাল, যদি বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতাই মানা হইল, তবে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদক বৌদ্ধমত হইতে বেদান্তমতের ভেদ রহিল কোথায় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন : "বাহ্যং বারয়িতুম্ ন ঈশ্মহে"—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন পদার্থ নাই। ইঁহারা যেরূপ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা সেইরূপ করি না —এইমাত্র ভেদ। আমরা বাহ্যবস্তুর প্রয়োজনশূন্যতা মাত্র স্বীকার করি। এই অংশেই ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর মত হইতে আমাদের মতের প্রভেদ, ইহাই অর্থ। (শঙ্কা) ভাল, বাহ্যবস্তু যদি প্রয়োজনশূন্য হইল, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব মানা ত' যুক্তিযুক্ত নহে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"মানানি প্রয়োজনম্ ন অপেক্ষন্তে ইতি হি স্থিতিঃ"—বস্তুর (অস্তিত্ব-সিদ্ধি প্রমাণের অধীন, ফলের বা অর্থসাধকতার অধীন নহে ; ইহাই নিয়ম ; কেননা, যে বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইল, তাহা প্রয়োজনরহিত বলিয়া অস্তিত্বশূন্য, একথা জনসাধারণ কিম্বা প্রতিপক্ষও স্বীকার করেন না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৭

(শঙ্কা) ভাল, যদি মানসপ্রপঞ্চ বা মনোময় দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ, বন্ধের হেতু হইল, তাহা হইলে ত' মনের নিরোধরূপ যোগ বা সমাধিদ্বারাই সেই মানসদ্বৈতের নিবৃত্তি সম্ভব ; আর

---

* উৎকর্ষস্য অহেতৌ উৎকর্ষহেতুত্বকল্পনম্ প্রৌঢ়িবাদঃ ; অথবা প্রতিবাদ্যুক্তিস্বীকারত্বে সতি স্বমতদোষপরিহারত্ব

তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি হয়,—এইরূপ বলিলে কথাটি বিরোধযুক্ত হইয়া পড়ে এই প্রকারে যোগমত ধরিয়া বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

৮ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি এ কথায় বিরোধশঙ্কা।

বন্ধশ্চেন্মানসং দ্বৈতং তন্নিরোধেন শাম্যতি।
অভ্যসেদ্যোগমেবাতো ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ ॥ ৩৮

অন্বয়—মানসম্ দ্বৈতম্ বন্ধঃ চেৎ, তৎ নিরোধেন শাম্যতি, অতঃ যোগম্ এব অভ্যসেৎ ; ব্রহ্মজ্ঞানেন কিম্ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—মানসদ্বৈতই যদি বন্ধন হইল, অর্থাৎ বন্ধের কারণ হইল, তাহা হইলে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধির অভ্যাস দ্বারাই ত' সেই মানস-দ্বৈতের নিবৃত্তি হইতে পারে ; এইহেতু যোগেরই অভ্যাস করিতে হয় ; ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন কি ? ৩৮

এই শঙ্কার উত্তরে শঙ্কাকারীকে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যোগের দ্বারা যে মানসদ্বৈতের নিবৃত্তির কথা বলা হইতেছে, তাহা কি তাৎকালিক নিবৃত্তি অর্থাৎ যতক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে ততক্ষণের জন্য নিবৃত্তি ? অথবা আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ এইরূপে দ্বৈতের নিবৃত্তি হইলে পরে আর তাহার উৎপত্তি হইবে না, অর্থাৎ কারণসহিত দ্বৈতের নিবৃত্তি ?

সিদ্ধান্তী এইরূপ দুই বিকল্প করিয়া প্রথম বিকল্প মানিয়া লইতেছেন এবং দ্বিতীয় বিকল্পের দোষ দেখাইতেছেন :—

৯ উক্ত শঙ্কার সমাধান।

তাৎকালিকদ্বৈতশান্তাবপ্যাগামিজনিক্ষয়ঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৩৯

অন্বয়—তাৎকালিকদ্বৈতশান্তৌ অপি আগামিজনিক্ষয়ঃ ব্রহ্মজ্ঞানম্ বিনা ন স্যাৎ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।

অনুবাদ—চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা প্রথম প্রকারের অর্থাৎ তাৎকালিক নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্বচন ঢক্কাধ্বনিনির্ঘোষে ঘোষণা করিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ভাবিজন্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কোনক্রমেই হইতে পারে না।

টীকা—সেই সকল ঘোষণা যথা—[জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ—শ্বেতাশ্বতর উ. ২।১৫, ৪।১৬, ৫।১৩, ৬।১৩]—যিনি দেব অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, যাবতীয় সংসার-বন্ধন তাঁহাকে মুক্তি দেয় ; [জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি—শ্বেতাশ্বতর উ ৪।১৪]—যিনি পরমকল্যাণস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি আত্যন্তিক অনর্থ নিবৃত্তি-রূপ শান্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ; [যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেব-মবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥—শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।২০]—যখন লোকে আকাশকে চর্ম্মের ন্যায় (অর্থাৎ মাদুরের মতো) গুটাইতে সমর্থ হইবে তখনই দেবকে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

আত্মাকে না জানিলেও জন্মমরণাদি নিবৃত্তিরূপ দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব হইবে অর্থাৎ নিরবয়ব বিভু, সংস্পর্শরহিত আকাশকে যেমন কোন কালেই কেহ গুটাইতে সমর্থ হইবে না, সেইরূপ আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মকে না জানিয়া কোন কালেই কেহ মুক্ত হইবে না। এতদ্ব্যতীত [তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—শ্বেতাশ্বতর উ. ৩।৮ ; ৬।১৬]—'প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। জ্ঞান ভিন্ন, মোক্ষাভিমুখে গমনের জন্য অন্যপথ নাই।' [কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞানমাত্রেণোক্তা—কৈবল্যোপনিষৎ ১]—কেবল জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়।—এই সকল শ্রুতিবচনে এবং এই অর্থের স্মৃতিবচনে, অন্বয়ব্যতিরেকমুখে ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র বন্ধনিবৃত্তির কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৯

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে ত' বাহ্যদ্বৈতের অর্থাৎ ঈশ্বর-রচিত প্রপঞ্চের নিবারণ না করিলে অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। (সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, বাহ্যদ্বৈতের নিবারণ না হইলেও, তাহাতে মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা পারমার্থিকসত্য অদ্বৈত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্প অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও সর্পের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা রজ্জুর জ্ঞান হয়, যেমন শুক্তিকায় রজত অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও রজতের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা শুক্তিকার জ্ঞান হয়, যেমন মরুভূমিতে নদীপ্রবাহ অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও প্রবাহের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা মরুভূমির জ্ঞান হয়, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব অভিন্নরূপ দৃষ্ট হইতে থাকিলেও প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা দর্পণের জ্ঞান হয়, যেমন আকাশে নীলতা অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও, আকাশকে কেবল অবকাশ রূপে গ্রহণ করিতে বাধা হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর-রচিত জগৎ যাহা অধিষ্ঠান ব্রহ্মে প্রতীত হয়, তাহার বাধ সম্পাদন করিলেই পরমার্থতঃ সদদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপের উপলব্ধি হয়। এই কথাই বলিতেছেন ঃ—

(জ) বাহ্য দ্বৈতের বিনাশ সম্পাদন বিনাও মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়মাত্রদ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞানসিদ্ধি হয়।

অনিবৃত্তেঽপীশসৃষ্টে দ্বৈতে তস্য মৃষাত্মতাম্।
বুদ্ধ্বা ব্রহ্মাদ্বয়ং বোদ্ধুং শক্যং বস্ত্বৈক্যবাদিনঃ ॥ ৪০

অন্বয়—ঈশসৃষ্টে দ্বৈতে অনিবৃত্তে অপি তস্য মৃষাত্মতাম্ বুদ্ধ্বা বস্ত্বৈক্যবাদিনঃ অদ্বয়ম্ ব্রহ্ম বোদ্ধুম্ শক্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত নিবৃত্ত না হইলেও তাহার মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলেই বাস্তবাভেদবাদীর অদ্বৈতব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। ৪০

(শঙ্কা) ভাল, দ্বৈতের মিথ্যাত্বনিশ্চয় অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ হইতে পারে না, বরং সেই দ্বৈতের নাশই অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ হইতে পারে—এইরূপ আগ্রহান্বিত প্রতিবাদীর উদ্দেশে বলিতেছেন ঃ—

প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ।
বিরোধিদ্বৈতাভাবেঽপি ন শক্যং বোদ্ধুমদ্বয়ম্ ॥ ৪১

অন্বয়—প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু বিরোধিদ্বৈতাভাবে অপি গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ অদ্বয়ম্ বোদ্ধুম্ শক্যম্ ন।

অনুবাদ—প্রলয়কালে সেই দ্বৈত নিবৃত্ত হইলে, অদ্বৈত-বিরোধী দ্বৈতের অভাবেও, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি না থাকায় অদ্বৈত পরব্রহ্মকে জানা যায় না।

টীকা—(তাহা হইলে দেখ) "প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু"—প্রলয়কালে সেই ঈশ্বর-কৃত দ্বৈতের নিবৃত্তি হইলে, "বিরোধিদ্বৈতাভাবে অপি"—সেই বিরোধী দ্বৈতের অভাব হইলেও অর্থাৎ তুমি যে দ্বৈতকে অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া মানিতেছ, সেই দ্বৈতের নিবারণ হইলেও, "গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ"—গুরু, শাস্ত্র (প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত, বীজরূপে অবস্থিত শিষ্যের শ্রবণেন্দ্রিয়াদি) প্রভৃতি সাধনের অভাববশতঃ অদ্বৈত বস্তুকে জানা যায় না, এইহেতু সেই ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতের নাশ অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ নহে; ইহাই তাৎপর্য্য। ৪১

(শঙ্কা) যদ্যপি ঈশ্বর-রচিত দ্বৈতের নাশ অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ নহে, তথাপি দ্বৈত থাকিতে অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের অবাধক, বরং সাধক বলিয়া দ্বেষের অপাত্র।

অবাধকং সাধকং চ দ্বৈতমীশ্বরনির্ম্মিতম্।
অপনেতুমশক্যং চেত্যাস্তাং তদ্দ্বিষ্যতে কুতঃ॥ ৪২

অন্বয়—ঈশ্বরনির্ম্মিতম্ দ্বৈতম্ অবাধকম্ সাধকম্ চ অপনেতুম্ অশক্যম্ ইতি তৎ আস্তাম্। কুতঃ দ্বিষ্যতে?

অনুবাদ—ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের বাধক নহে, বরং সাধক। আবার তাহার নিবারণ অসাধ্য; এইহেতু তাহা থাকুক না কেন? তাহার প্রতি দ্বেষ কেন?

টীকা—"ঈশ্বরনির্ম্মিতম্ দ্বৈতম্ অবাধকম্"—ঈশ্বর-বিরচিত বাহ্যপ্রপঞ্চ অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের বাধক নহে; কেননা, সেই বাহ্যপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেই সেই অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়—একথা স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন। আবার শ্রুতিসমর্থনে দৃষ্টান্তও আছে—যেমন সুবর্ণে আকারদাতা স্বয়ং স্বর্ণকার সুবর্ণমাত্রের ক্রয়-বিক্রয়ী হইলে তাহার নিকট কটক-কুণ্ডলাদির আকার সুবর্ণজ্ঞানের বাধক হয় না; যেমন আকাশের নীলিমা অবকাশরূপ আকাশের জ্ঞানের বাধক হয় না; যেমন স্বপ্নপ্রপঞ্চের অনুভব আত্মার অভিন্নতারূপ অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক নহে, সেইপ্রকার, ঈশ্বর-বিরচিত দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক বা অন্তরায় হয় না, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া বিদিত থাকায় অবাধক হয়। "সাধকম্ চ"—আবার সেই ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈত জ্ঞানের সাধক; কেননা, গুরুশাস্ত্রাদিরূপে সেই ঈশ্বররচিত দ্বৈত, জ্ঞানের সাধন; "অপনেতুম্ অশক্যম্ চ"- এবং আকাশাদিরূপ দ্বৈতের নাশ আমাদিগের অসাধ্য; "ইতি তৎ আস্তাম্"—এইহেতু সেই ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত, যেমন আছে তেমনি থাকুক; "কুতঃ দ্বিষ্যতে?"-কি কারণে তাহার প্রতি দ্বেষ করা হইতেছে? ইহাই অর্থ। ৪২

জীব-রচিত দ্বৈতের বিভাগপূর্ব্বক ত্যাজ্যতা

১। জীবকৃত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ব্যবস্থাপূর্ব্বক গ্রহণ ও ত্যাগ।

এক্ষণে জীব-রচিত দ্বৈতের অর্থাৎ মানসজগতের বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) জীবকৃত দুই দ্বৈতের নাম। (খ) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত হেয় এবং শাস্ত্রীয় দ্বৈত জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত উপাদেয়।

জীবদ্বৈতং তু শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা।
উপাদদীত শাস্ত্রীয়মা তত্ত্বস্যাববোধনাৎ ॥ ৪৩

অন্বয়—জীবদ্বৈতম্ তু শাস্ত্রীয়ম্ অশাস্ত্রীয়ম্ ইতি দ্বিধা। তত্ত্বস্য অববোধনাৎ আ শাস্ত্রীয়ম্ উপাদদীত।

অনুবাদ—জীব-রচিত দ্বৈত শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য নহে।

টীকা—(শঙ্কা) দুই প্রকার দ্বৈতই কি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য? (সমাধান)—না, যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈত রাখিতে হইবে। "তু"—ঈশ্বরকৃত দ্বৈতের বিলক্ষণতা বুঝাইতেছে। "তত্ত্বস্য অববোধনাৎ আ"—তত্ত্বজ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত; মর্য্যাদা ও অভিবিধি বুঝাইলে 'আ' এই অব্যয়ের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। ৪৩

শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ কি?—ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ। (ঘ) জ্ঞানোদয়ের পর শাস্ত্রীয়দ্বৈত পরিত্যাজ্য।

আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যং শাস্ত্রীয়ং মানসং জগৎ।
বুদ্ধে তত্ত্বে তচ্চ হেয়মিতি শ্রুত্যনুশাসনম্ ॥ ৪৪

অন্বয়—আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যম্ শাস্ত্রীয়ম্ মানসম্ জগৎ; তত্ত্বে বুদ্ধে তৎ চ হেয়ম্ ইতি শ্রুত্যনুশাসনম্।

অনুবাদ—আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের বিচার অর্থাৎ শ্রবণাদিই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত মানস জগৎ। তত্ত্বজ্ঞান হইলে পর সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য; ইহা শ্রুতির আদেশ।

টীকা—"আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যম্ শাস্ত্রীয়ম্ মানসম্ জগৎ"—অন্তরাত্মার স্বরূপভূত ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদিরূপ বিচারই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত মনোময় জগৎ; শ্রবণ-মননাদি মনেরই কল্পনা বলিয়া জীবকৃত দ্বৈত। (শঙ্কা) ভাল, পূর্ব্বশ্লোকে যে বলা হইল, যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্তই শাস্ত্রীয় দ্বৈতকে রাখিতে হইবে, ইহা ত' সঙ্গত নহে। কেননা, শাস্ত্রীয় বচন* রহিয়াছে—'আ সুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদান্তচিন্তয়া'—প্রতিদিন নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুনর্নিদ্রা পর্য্যন্ত, এবং এইরূপে যতদিন না মৃত্যু আসে ততদিন পর্য্যন্ত, জীবনকাল বেদান্তবিচার-দ্বারা অতিবাহিত করিবে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানোদয় হইলেই তদনন্তর শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য, ইহা শ্রুতির আদেশ। "তত্ত্বে বুদ্ধে তৎ চ হেয়ম্ ইতি শ্রুত্যনুশাসনম্"—দৃশ্যের মিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বক, ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অবাধে অপরোক্ষীকৃত হইলে—'সাক্ষাৎকার' হইলে, সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাগের যোগ্য—ইহা শ্রুতির আদেশ। তাহা

* ভাস্কররায় কর্ত্তৃক 'ললিতাসহস্রনাম' -ভাষ্যে উদ্ধৃত; (আকর সম্ভবতঃ বাশিষ্ঠরামায়ণ।)

হইলে পূর্ব্বোক্ত বচনের গতি কি হইবে? যদি এইরূপ প্রশ্ন কর, তবে আমি (টীকাকার) বলিতেছি, উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ চরণরূপ শাস্ত্রীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ হইতেছে—'দত্ত্বান্নারসবং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি' যাহাতে কাম-ক্রোধাদি চিত্তে প্রকটিত হইতে পারে, এইরূপ অবসর তাহাদিগকে স্বল্পমাত্রও দিবে না—এই নিষেধই উক্ত শ্লোকার্দ্ধের তাৎপর্য্য, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্যে কোনও অসঙ্গতি নাই, ইহাই ভাবার্থ। ৪৪

তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাজ্যতা-প্রতিপাদক চারিটি শ্রুতিবচন উদাহরণ-স্বরূপ কহিতেছেন:—

(১) জ্ঞানোদয়ের পর শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাজ্যতা-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবত্তান্যথোৎসৃজেৎ ॥ ৪৫

অন্বয় মেধাবী শাস্ত্রাণি অধীত্য পুনঃ পুনঃ অভ্যস্য চ পরমম্ ব্রহ্ম বিজ্ঞায় অথ উল্কাবৎ তানি উৎসৃজেৎ। (অমৃতনাদ উ, ১)

অনুবাদ—বিবেক-বৈরাগ্যাদিযুক্ত বুদ্ধিমান্ অধিকারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অর্থাৎ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া এবং শ্রুতবিষয়সমূহের বার বার বিচার অর্থাৎ মনন করিয়া পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে অর্থাৎ সংশয়াদি-রহিত হইয়া জানিয়া তদনন্তর, রন্ধনকার্য্যনিবৃত্তির পর জ্বলদিন্ধনত্যাগের ন্যায় অথবা অন্ধকারাবৃত রজনীতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া মশাল পরিত্যাগের ন্যায়, শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিবেন।

টীকা—যেমন পাচক পাককার্য্য সমাপ্ত করিয়া জ্বলন্ত ইন্ধনাদি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মুমুক্ষু পরব্রহ্মকে জানিয়া, তদনন্তর শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রবাসনা পরিত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিবেন না; যেহেতু ব্রহ্মকে জানিবার পর শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। ভাষ্যকার 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা। বিজ্ঞাতে তু পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা' ॥ ৬১ ॥ পরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্য যদি না জানা গেল, তবে শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল; আবার পরতত্ত্ব যদি অবগত হওয়া গেল, তাহা হইলেও অর্থাৎ তদনন্তর শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল। ৪৫

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ ॥ ৪৬

অন্বয়—মেধাবী গ্রন্থম্ অভ্যস্য জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ (সন্) ধান্যার্থী পলালম্ ইব অশেষতঃ গ্রন্থম্ ত্যজেৎ। (ব্রহ্মবিন্দু উ, ১৮)

অনুবাদ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থাভ্যাসদ্বারা জ্ঞানে বা পরোক্ষানুভবে এবং বিজ্ঞানে বা অপরোক্ষানুভবে কুশল হইয়া অর্থাৎ গুরুমুখ এবং শাস্ত্রমুখ হইতে শ্রবণ এবং তদনন্তর মননদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্ম ও

আত্মার একতা নিশ্চয় করিয়া এবং গুরু-শাস্ত্রমুখ হইতে নির্ণীত অর্থ নিদিধ্যাসন-দ্বারা যথাতথরূপে অনুভব করিয়া, সকল গ্রন্থ পরিত্যাগ করিবেন। যেমন ধান্যার্থী কৃষকগণ ধান ঝাড়িয়া লইয়া খড় বা পোয়াল পরিত্যাগ করে অথবা তণ্ডুল বাহির করিয়া লইয়া তুষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ।

টীকা—অচ্যুতরায় 'পলাল' শব্দে 'তুষ' লিখিয়াছেন। 'পল' শব্দ তুষ ও খড় দুই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। ৪৬

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ৪৭

অন্বয়—ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ তম্ এব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাম্ কুর্ব্বীত। বহূন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়াৎ, তৎ হি বাচঃ বিগ্লাপনম্। (বৃহদা উ, ৪।৪।২১)।

অনুবাদ ও টীকা—বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছাবশতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া (সন্ন্যাস, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধানের অভ্যাসদ্বারা) তদ্বিষয়ে নিষ্ঠারূপ একাগ্রতাবৃত্তি করিবেন অর্থাৎ সর্ব্বসংশয়-নিবারক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। বহুশব্দের চিন্তন ও কথন করিবেন না, কারণ, বহুশব্দের কথন বাগিন্দ্রিয়ের খেদোৎপাদক এবং অনাত্মচিন্তন-দ্বারা, মনের অবসাদোৎপাদক হইয়া থাকে। ৪৭

তমেবৈকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥ ৪৮

অন্বয়—একম্ তম্ এব বিজানীথ হি, অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ। (মুণ্ডক উ, ২।৫) প্রাজ্ঞঃ বাক্ (বাচম্) মনসী (মনসি) যচ্ছেৎ (কঠ উ, ৩।১৩) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ।

অনুবাদ—'হে শিষ্যগণ, সেই সর্ব্বাশ্রয় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জান, এবং তাঁহাকে তোমার এবং সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া অন্য বাণী অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনা (ভাষ্যকারমতে অপরা-বিদ্যা) পরিত্যাগ কর।' বিবেকশীল ব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন এবং মনকে (জ্ঞানশব্দবাচ্য) অহঙ্কাররূপ আত্মাতে সংযত করিবেন, সেই অহঙ্কারকেও আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ মহত্তত্ত্বে—সামান্যাহঙ্কারে নিয়মিত রাখিবেন এবং তাহাকেও আবার শান্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মায়) নিয়মিত রাখিবেন।

টীকা—প্রথম শ্লোকার্দ্ধদ্বারা মুণ্ডক উপনিষদের ২।৫ মন্ত্রের শেষার্দ্ধ অর্থতঃ পঠিত

হইয়াছে ; তাহার অবশিষ্টাংশ [অমৃতস্যৈষ সেতুঃ]—যেহেতু এই আত্মজ্ঞান অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় বা সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতুর ন্যায় আশ্রয়ণীয় অবলম্বন। বিদ্যারণ্যমুনি স্বকীয় 'জীবন্মুক্তিবিবেক'-নামক গ্রন্থে এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে উদ্ধৃত শ্রুতিবচনোক্ত উপদেশের অভ্যাসপরিপাটী সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিলোমক্রমে লয়াভ্যাসে, অব্যক্ত স্বরূপের লয়ের [নিদ্রার] পরিহার করিয়া কিরূপে অভ্যাস করিতে হইবে তাহা ২৬৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর 'জীবন্মুক্তিবিবেক' ২৫৪ পৃঃ হইতে ২৬৪ পৃঃ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। ৪৮

২। জীব-রচিত দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ ও ত্যাগের প্রয়োজন।

এক্ষণে অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের অবান্তর ভেদ বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) তীব্র ও মন্দভেদে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুই প্রকার।

অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমপি দ্বিধা।
কামক্রোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথেতরৎ ॥ ৪৯

অন্বয় অশাস্ত্রীয়ম্ দ্বৈতম্ অপি তীব্রম্, মন্দম্ ইতি দ্বিধা। কামক্রোধাদিকম্ তীব্রম্, তথা মনোরাজ্যম্ ইতরৎ।

অনুবাদ—অশাস্ত্রীয় দ্বৈতও দুইপ্রকারে বিভক্ত, তীব্র ও মন্দ ; কামক্রোধাদিরূপ মানস দ্বৈতপ্রপঞ্চ তীব্র এবং তদ্ভিন্ন মানসপ্রপঞ্চ, যথা মনোরাজ্য (আকাশে দুর্গনির্ম্মাণ - building castle in the air বা মানস লড্ডুকভক্ষণ) ইত্যাদি, 'অন্য' অর্থাৎ মন্দ।

টীকা -উদাহরণ দিয়া উক্ত দুইপ্রকার দ্বৈত বর্ণন করিলেন। ৪৯

(শঙ্কা) ভাল, উক্ত উভয় প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই কি শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ন্যায় জ্ঞানোদয় হইবার পর পরিত্যাজ্য ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, এরূপ নহে :—

(খ) উভয় মানস দ্বৈত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে জ্ঞানোদয়ের জন্য পরিত্যাজ্য।

উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাঙ্‌নিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে।
শমঃ সমাহিতত্বঞ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ ॥ ৫০

অন্বয় -উভয়ম্ তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ বোধসিদ্ধয়ে নিবার্য্যম্, যতঃ শমঃ সমাহিতত্বম্ চ সাধনেষু শ্রুতম্।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই উক্ত উভয় প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের নিবারণ করা প্রয়োজনীয়। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বেই উহাদের নিবারণ প্রয়োজনীয়, যেহেতু শম ও সমাধান এই দুইটিই সাধন বলিয়া শ্রুতিমুখে শুনা যায়।

টীকা—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই ইহাদের নিবারণ কি জন্য ? তদুত্তরে বলিতেছেন— 'বোধসিদ্ধয়ে'—তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য। তদ্বিষয়ে শ্রুত্যুক্ত হেতু বলিতেছেন :—যেহেতু,

তত্ত্ববোধের পূর্ব্বেই সেই দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের বর্জ্জন আবশ্যক, এইহেতু নিত্যানিত্যবস্তু বিচার প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনসমূহের মধ্যে "শান্তঃ" ও "সমাহিতঃ" (বৃহদা উ, ৪।৪।২৩) এই দুই পদদ্বারা শ্রুতি 'শম' ও 'সমাধান' এই দুইটির বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ 'শমে'র দ্বারা কামাদিরূপ তীব্র জীবদ্বৈতের এবং 'সমাধান'দ্বারা মনোরাজ্যরূপ মন্দ জীবদ্বৈতের নিষেধ করিয়াছেন। ৫০

(শঙ্কা) ভাল, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য বলায়, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরে সেই দুইটি ত' 'গ্রাহ্য' হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও জীবন্মুক্তির জন্য অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য।

বোধাদূর্দ্ধ্বং চ তদ্ধেয়ং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে।
কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য ন হি মুক্ততা ॥ ৫১

অন্বয়—বোধাৎ উর্দ্ধম্ চ জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে তৎ হেয়ম্ ; কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য মুক্ততা ন হি (স্যাৎ)।

অনুবাদ—জ্ঞানোদয়ের পরেও জীবন্মুক্তরূপে প্রসিদ্ধ হইবার জন্য সেই অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য, যেহেতু কামাদি-ক্লেশরূপ বন্ধনদ্বারা আক্রান্ত পুরুষের জীবন্মুক্তি হয় না।

টীকা—জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধিরূপ উক্ত প্রয়োজন, ব্যতিরেক-যুক্তিদ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন—যেহেতু কামাদিরূপ যে ক্লেশ তাহাই 'বন্ধ' বা সংসারবন্ধন, তদ্দ্বারা বদ্ধ পুরুষের জীবন্মুক্তিরূপতা সম্ভব নহে—ইহাই অর্থ। ৫১

(শঙ্কা) ভাল, যে ব্যক্তি জন্মমরণাদিরূপ সংসার-ভয়ে উদ্বিগ্ন, তাহার পক্ষে আত্যন্তিক অর্থাৎ সর্ব্বাভাবরহিত পুরুষার্থরূপ যে নিত্যানন্দ, তাহাই ভাবিজন্মের অভাব-রূপ বিদেহ-মুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে ক্ষণিক সুখরূপ জীবন্মুক্তির প্রয়োজন কি ?—বাদী এইরূপে (মূল উদ্দেশ্য লইয়া) আশঙ্কা তুলিতেছেন :—

(ঘ জীবন্মুক্তির প্রাপ্তি-বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

জীবন্মুক্তিরিয়ং মা ভূজ্জন্মাভাবে ত্বহং কৃতী।
তর্হি জন্মাপি তেঽস্ত্বেব স্বর্গমাত্রাৎ কৃতী ভবান্ ॥ ৫২

অন্বয়—(বাদী) ইয়ম্ জীবন্মুক্তিঃ মা ভূৎ, জন্মাভাবে তু অহম্ কৃতী। (সিদ্ধান্তী) তর্হি জন্ম অপি তে অস্তু এব, স্বর্গমাত্রাৎ ভবান্ কৃতী।

অনুবাদ—(বাদী—) এই অর্থাৎ কামক্রোধাদিশূন্য জীবন্মুক্তির প্রসিদ্ধি (আমার) না হয় না-ই হউক ; (জ্ঞানোদয়বশতঃ) ভাবিজন্মনিবৃত্তিদ্বারাই ত' আমি কৃতকৃত্য হইব। (সিদ্ধান্তী—) তাহা হইলে অর্থাৎ ঐহিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে জীবন্মুক্তিত্যাগ ঘটিলে—সূক্ষ্মভাবে ভোগাসক্তি থাকিয়া গেলে, স্বর্গাদিভোগ নিবৃত্তিভয়ে বিদেহমুক্তিও অরুচিকর হইবে। পরিশেষে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। তাহা হইলে তুমি কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি দ্বারাই কৃতার্থ হও।

টীকা - ঐহিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে জীবন্মুক্তিত্যাগ ঘটিলে, পারলৌকিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে বিদেহমুক্তিও অরুচিকর হইয়া যাইবে — এইরূপ উক্তি "প্রতিবন্দি"-নামক বাগ্‌যুদ্ধ কৌশল-বিশেষ। যে বাক্যে অন্য এক অনিষ্টের সম্ভাবনা প্রতিপাদিত হয়, তাহাকে "প্রতিবন্দি" বলে। অথবা যে ব্যক্তি কল্পবিশেষের প্রস্তাবে প্রবৃত্ত, তাহার উদ্দেশ্যে যদি কল্পান্তরের অনিবার্য্যতাপ্রতিপাদক বাক্য প্রয়োগ করা হয় তবে সেই বাক্যকে 'প্রতিবন্দি' বলে। যেমন 'ঐ ব্যক্তি চোর, যেহেতু—সে পুরুষ' এইরূপ প্রস্তাবকারীর প্রতি, 'তাহা হইলে তুমিও চোর, কেননা, তুমিও পুরুষ' - এইরূপ বাক্য প্রতিবন্দি। সিদ্ধান্তী এই প্রতিবন্দিরূপ কৌশলপ্রয়োগে বাদীর আপত্তির পরিহার করিলেন। (জীবন্মুক্তি বলিয়া যে এক অবস্থা আছে, তদ্বিষয়ে শ্রৌত ও স্মার্ত্তপ্রমাণ, স্বয়ং বিদ্যারণ্যমুনি 'জীবন্মুক্তিবিবেকে'র প্রথম প্রকরণে বিচার করিয়াছেন। মগনীরাম গ্রন্থাবলীর প্রথমরত্নের "দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকে"র ৩৩-৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) ৫২

উক্ত প্রতিবন্দি-পরিহারের উদ্দেশ্যে বাদী যদি বলেন ঃ—

(৮) কামাদির ত্যাগ-যোগ্যতা বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গো হেয়ো যদা তদা।
স্বয়ং দোষতমাত্মায়ং কামাদিঃ কিং ন হীয়তে॥ ৫৩

অন্বয়—'ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গঃ হেয়ঃ'—যদা (ত্বয়া এবম্ উচ্যতে) তদা স্বয়ম্ দোষতমাত্মা অয়ম্ কামাদিঃ কিম্ ন হীয়তে ?

অনুবাদ—'ক্ষয়িষ্ণুতা এবং অপরের উৎকর্ষাধিক্য হেতু অসূয়োৎপাদকতা—এই দোষদ্বয়দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া স্বর্গ পরিত্যাজ্য'—যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে স্বরূপতঃ দোষস্বভাব কামাদিকেও কেন পরিত্যাগ করিতেছ না ?

টীকা - "ক্ষয়াতিশয়দোষেণ" ঈশ্বরকৃষ্ণরচিত 'সাংখ্যকারিকা'র দ্বিতীয় কারিকাস্থিত 'ক্ষয়াতিশয়' শব্দদুইটি বাচস্পতি মিশ্র এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'ক্ষয়িত্ব' - অনিত্যফলকত্ব, 'অতিশয়'—তারতম্য ; এই দুইটি বস্তুতঃ স্বর্গরূপ উপায়ের ফলগত অর্থাৎ সুখেরই অনিত্যতার ও তারতম্যের বোধক, তথাপি উপায়ে অর্থাৎ স্বর্গে তদুভয়ের প্রয়োগ উপচারমাত্র। স্বর্গাদির ক্ষয়িত্ববিষয়ে অনুমান এইরূপ ঃ— স্বর্গাদেঃ সত্ত্বে সতি কার্য্যত্বাৎ ক্ষয়িত্বম্—স্বর্গাদি ধ্বংসরহিত হইলেও যেহেতু কার্য্য ক্রিয়ানিষ্পন্ন—এইহেতু ক্ষয়ী। 'অতিশয়' দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়াছেন - "জ্যোতিষ্টোম" প্রভৃতি (যজ্ঞ, সুখকর) স্বর্গমাত্রের সাধন ; "বাজপেয়" প্রভৃতি (যজ্ঞ, অধিকতর সুখকর) স্বারাজ্যের সাধন ; এইরূপে তারতম্য। অপরের সম্পদের উৎকর্ষ, হীনাস্পদ ব্যক্তির নিকট দুঃখদায়ক হইতেই পারে। যদি দোষযুক্ত বলিয়া স্বর্গাদিকে হেয় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইল, তবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ সকল পুরুষার্থবিনাশক বলিয়া অতীব দোষরূপ কামাদির একান্ত হেয়তা, সুতরাং আসিয়াই গেল - এই কথাই বলিতেছেন "তাহা হইলে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা (অনুবাদ দ্রষ্টব্য) ৫৩।

৩। জীবকৃত তীব্র অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই অনর্থের হেতু বলিয়া তাহা পরিত্যাজ্য।

(শঙ্কা।) ভাল, স্বর্গাদি ভোগবিষয়ক কাম, গুরুজন প্রভৃতির প্রতি ক্রোধ, ব্রহ্মস্ব

দেবত্ব প্রভৃতির প্রতি লোভ ইত্যাদি যে চিত্তকুবৃত্তিসমূহ জন্মপ্রভৃতি অত্যন্ত অনর্থের হেতু হয়, সেই কুবৃত্তিসমূহের পরিত্যাগ, বৈরাগ্যাদি সাধনযোগে সম্পাদন করিয়াই ত' সাধক জ্ঞানী হইয়াছেন। এক্ষণে যদি ইহলোক সম্বন্ধীয় যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত এবং শাস্ত্রদ্বারা অনিষিদ্ধ, পত্নীপ্রভৃতিবিষয়ক কাম এবং ব্যাঘ্র-সর্পাদি আততায়ী জন্তুবিষয়ক ক্রোধ, ন্যায়ার্জ্জিত ধনবিষয়ক লোভ প্রভৃতিরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রারব্ধভোগের উপযোগী বলিয়া রক্ষা করা যায়, তাহাতে কী দোষ হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) কামাদির ত্যাগ না হইলে জ্ঞানীর যথেচ্ছাচরণের সম্ভাবনা।

তত্ত্বং বুদ্ধ্বাপি কামাদীন্নিঃশেষং ন জহাসি চেৎ।
যথেষ্টাচরণং তে স্যাৎ কর্ম্মশাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনঃ ॥ ৫৪

অন্বয়—তত্ত্বম্ বুদ্ধ্বা অপি নিঃশেষম্ কামাদীন্ ন জহাসি চেৎ কর্ম্মশাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনঃ তে যথেষ্টাচরণম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে কামাদিদোষ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে কর্ম্মশাস্ত্রলঙ্ঘনহেতু অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি কর্ম্মশাস্ত্রের যে বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিবে তদ্দ্বারা তোমার যথেচ্ছাচরণ ঘটিবে।

টীকা—'আমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছি, আমাতে কোনও দোষস্পর্শ ঘটিতে পারে না'—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞতার অভিমানবশতঃ বিধিনিষেধশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কামাদির বশীভূত হইয়া যাইলে, তোমার যথেচ্ছাচরণ হইবে, অর্থাৎ পশু ও পামরের ন্যায় ইচ্ছাপরবশ হইয়া যখন যাহা মনে উঠিবে তখন তাহাই করিবে এবং বিষয়পরবশ হইয়া প্রমাদী হইবে। জ্ঞানীর মোক্ষের জন্য, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য অথবা ঐহিক বা পারত্রিক কল্যাণের জন্য কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশানুসারে, সংসারের জীবগণকে কুমার্গ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য শাস্ত্র-প্রদিষ্ট মার্গে অবস্থান করাই উচিত অথবা জীবন্মুক্তিসুখের বিশিষ্ট আনন্দলাভের জন্য ব্রহ্মবিচার করাই উচিত। ইহা বিস্মৃত হইয়া যে জ্ঞানী অন্যরূপ ব্যবহার করেন তাঁহাকেই প্রমাদী বলা হইতেছে। এইরূপ প্রমাদ অর্থাৎ সদাচার পরিত্যাগ করিয়া কামচারী হওয়া, শাস্ত্রপ্রদিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাষণ করা অথবা নিষিদ্ধ ভক্ষণ করা, ইত্যাদি নানাপ্রকারের হইতে পারে। জ্ঞানী কিন্তু নিরঙ্কুশ অর্থাৎ বিধিনিষেধের অতীত হইলেও প্রমাদী হন না, বিধিনিষেধ অনুসারেই সকল ব্যবহার করেন। এই বিধিনিষেধের পালন বিষয়ে জ্ঞানহীন হইতে জ্ঞানীর প্রভেদ, ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তমাধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 'দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে। গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥' ১১—জ্ঞানী গুণবুদ্ধির ও দোষবুদ্ধির অতীত হইলেও পূর্ব্বতন সংস্কারের বশেই নিষিদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন, দোষবুদ্ধিবশতঃ নিবৃত্ত হন না; বিহিত ব্যবহার প্রায়ই করিয়া থাকেন, কিন্তু গুণবুদ্ধিবশতঃ নহে, যেমন (সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত) বালক কোন একটা কর্ম্ম করিয়া বসে অথবা কোন একটা কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ। 'নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ'

কঠ উ, ২।২৪—দুশ্চরিত হইতে বিরত না হইলে আত্মাকে জানিতে পারে না] ইত্যাদি শ্রুতি-অনুসারে কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তিদ্বারাই জ্ঞানী ক্ষীণপাপ হইলে যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তখন সেই জ্ঞানীর যদি কোনও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই প্রবৃত্তি অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শুভসংস্কারদ্বারা নিয়মিত হইয়াই হইবে। নিষিদ্ধ কর্ম্মের পূর্ব্বসংস্কার জ্ঞানদ্বারা এক প্রকার বিধৌত হইয়া যাওয়ায় তাহা আর জ্ঞানীর প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানীর কদাচারে প্রবৃত্তি না হওয়াই নিয়ম। (এই প্রসঙ্গে ম° রা° ব° পি° গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "বোধসারে" ৬৮৪ পৃঃ "চর্য্যাচতুষ্টয়ী" দ্রষ্টব্য।) জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে দৈবের দোহাই দিয়া অর্থাৎ প্রারব্ধের ছলনা করিয়া শিথিলপ্রযত্ন হইয়া, জীবন্মুক্তিসুখবিরোধী কামাদিকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নহে—কেননা, প্রারব্ধ পূর্ব্বকালীন পুরুষার্থ মাত্র; বর্ত্তমানকালীন পুরুষার্থদ্বারা তাহার প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। বাশিষ্ঠ রামায়ণে, "মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণে" বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিতেছেন (৯।২৫-২৭) 'দ্বিবিধো বাসনাব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চ তে। প্রাক্তনো বিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা॥' ২৫॥ 'বাসনৌঘেন শুদ্ধেন তত্র চেদপনীয়সে। তৎক্রমেণ শুভেনৈব পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥' ২৬॥ 'অথ চেদশুভো ভাবস্ত্বাং যোজয়তি সঙ্কটে। প্রাক্তনস্তদসৌ যত্নাজ্জেতব্যো ভবতা বলাৎ॥' ২৭ হে রাম! শুভ ও অশুভ এই দুইপ্রকার বাসনার বা সংস্কারের মধ্যে দুইটিই কি তোমার প্রাক্তন অথবা একটিমাত্র অর্থাৎ কেবল শুভপ্রাক্তন অথবা কেবল অশুভপ্রাক্তন? এক্ষণে যদি তুমি প্রাক্তন শুভসংস্কারদ্বারাই পরিচালিত হও, তবে সেই প্রাক্তন শুভসংস্কারবশে (চেষ্টা করিতে করিতে) তুমি কালক্রমে সেই নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি প্রাক্তন অশুভসংস্কার তোমাকে সঙ্কট পথে পরিচালিত করে, তাহা হইলে প্রযত্নসহকারে বলপূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করিবে। আর যদি বর্ত্তমানে দুইপ্রকারই থাকে, তাহা হইলে শুভসংস্কারের প্রাবল্যপক্ষে, তাহা স্বতঃই তোমাকে চেষ্টার দ্বারা নিত্যপদাভিমুখে লইয়া যাইবে এবং অশুভবাসনাপ্রাবল্যপক্ষে প্রযত্নসহকারে বলপূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করিবে। অন্যত্র অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন :—অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়েৎ। প্রযত্নাচ্চিত্তমিত্যেষ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ॥ ১২॥ পৌরুষাদৃশ্যতে সিদ্ধিঃ পৌরুষাদ্ধীমতাং ক্রমঃ। দৈবমাশ্বাসনামাত্রং দুঃখে পেলববুদ্ধিষু॥ ১৫॥ অশুভপথে আসক্তচিত্তকে যত্নবলে শুভপথে লইয়া যাইতে হয়—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। পৌরুষের বলেই সিদ্ধিলাভ হয়; পৌরুষপ্রয়োগে কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের পরিপাটী। যাহারা অল্পবুদ্ধি, (দুঃখের সময় রোদন করিতে থাকে,) তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার নিমিত্তই 'দৈব' শব্দের ব্যবহার। ৫৪

(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীর যথেচ্ছাচরণ হউক না কেন, তাহাতে দোষ কি?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই যথেচ্ছাচরণের দোষপ্রতিপাদক সুরেশ্বরাচার্য্য বচন "নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি" (৪।৬২) হইতে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(খ) যথেচ্ছাচরণে অনিষ্টতা ও তাহার প্রমাণ।

বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেচ্ছাচরণং যদি।
শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে॥ ৫৫

অন্বয়—বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যদি যথেচ্ছাচরণম্ (স্যাৎ), (তর্হি) অশুচিভক্ষণে (সতি) শুনাম্ তত্ত্বদৃশাম্ চ এব কঃ ভেদঃ (স্যাৎ) ? (তত্ত্বেন সহ বর্ত্ততে 'সতত্ত্বং' ব্রহ্ম, 'অতত্ত্বা' মায়া)।

অনুবাদ—অদ্বৈতস্বরূপ ব্রহ্ম যিনি জানিয়াছেন এই তত্ত্ববিৎ পুরুষের যদি যথেচ্ছাচরণ ঘটে, তবে মলাদি অপবিত্র বস্তু ভক্ষণও ঘটিতে পারে। তখন কুকুর ও তত্ত্ববিদের মধ্যে কি প্রভেদ থাকিবে ? (কোনও প্রভেদ থাকিবে না)। (তত্ত্বের অর্থাৎ পারমার্থিক সত্যতার সহিত যাহা বিদ্যমান তাহা সতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম; অতত্ত্ব—প্রপঞ্চ বা মায়া)।

টীকা—"বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য"—বুদ্ধ হইয়াছে অদ্বৈতসতত্ত্ব অর্থাৎ অদ্বৈতস্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহার দ্বারা এইরূপ যে তত্ত্ববিৎ পুরুষ, তাঁহার, "যদি যথেচ্ছাচরণম্ স্যাৎ" আচরণ যদি বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়মিত না হইয়া কেবল রাগদ্বেষাদির প্রেরণাবশতঃ ঘটে, "(তর্হি) অশুচিভক্ষণে (সতি)"—তাহা হইলে, কেবল রাগদ্বেষাদিপরিচালিত কুকুরের ন্যায় মল প্রভৃতি অশুচিবস্তুর ভক্ষণের সম্ভাবনাও আসিয়া পড়ে ; তাহা ঘটিলে, "শুনাম্ তত্ত্বদৃশাম্ চ এব কঃ ভেদঃ (স্যাৎ)"—কুকুর হইতে তত্ত্বদর্শীর কি প্রভেদ থাকে ?

(নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-টীকাকার জ্ঞানোত্তমের ব্যাখ্যা)—(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীর যে সকল প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহারা বিধিজনিত নহে, মানিলাম ; তাহা হইলে তাহারা রাগদ্বেষাদি-জনিতই হইবে। তাহা হইলে ত' জ্ঞানীর যথেচ্ছাচরণে দোষ নাই—এইরূপই বলিতে হয়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীর যে সকল প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—সেই সকল প্রবৃত্তিকে আশঙ্কাকারী যেমন মনুষ্যত্বজাতির সংস্কারজনিত বলিয়া মনুষ্যত্বজাত্যুচিত বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন এবং অপর কোনও জাত্যুচিত হইতে পারে না, স্বীকার করিবেন, সেইরূপ তাঁহার প্রবৃত্তি প্রাতিভাসিক বর্ণাশ্রমোচিত সংস্কারবশতঃ প্রাতিভাসিক বর্ণাশ্রমোচিতই হইবে এবং সেই প্রবৃত্তি অন্যরূপ হইতে পারে না, মানিতেই হইবে। তাহা হইলে যথেচ্ছাচরণের সম্ভাবনা নাই—ইহাই দাঁড়ায়। আরও কেন সেইরূপ সম্ভাবনা নাই বলিতেছি—

অধর্ম্মাজ্জায়তেঽজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ। ধর্ম্মকার্য্যে কথং তৎ স্যাদ্যত্র ধর্ম্মোঽপি নেষ্যতে ? ॥৩৩

অধর্ম্ম হইতে অজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত পাপ হইতেই অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতিতে কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি (বা দোষহীনতাবুদ্ধি) জন্মে ; তাহা হইলেই যথেচ্ছাচরণ হয়, আর ধর্ম্মকার্য্যে কি প্রকারে যথেচ্ছাচরণ হইতে পারে ? অর্থাৎ জ্ঞান অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পুণ্যকার্য্য বলিয়া ("ধর্ম্মাৎ সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ" এইরূপ বচন রহিয়াছে বলিয়া) সেই জ্ঞান হইলে অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না, কেননা, অধর্ম্মে প্রবর্ত্তক কামাদিদোষ পূর্ব্বেই একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে এবং সেই কামাদিদোষ নির্ম্মূল হইয়া যাওয়ায়, জ্ঞান হইলে (ত্রিবর্গসাধক) ধর্ম্মেও প্রবৃত্তি হয় না। এইহেতু বিদ্যারণ্যস্বামী "অনুভূতিপ্রকাশে" লিখিয়াছেন—'কিঞ্চ পুণ্যরতঃ পূর্ব্বং জ্ঞানমাপ্নোতি নান্যথা। পশ্চাচ্চ তদ্বাসনয়া পুণ্যমেব করোত্যসৌ।' পূর্ব্বে পুণ্যরত না হইলে জ্ঞানলাভই হয় না ; জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী সেই পুণ্যের সংস্কার বশতঃ পুণ্যাচরণই করিয়া থাকেন। ৫৫

ভাল, ইহার দ্বারা কি অনিষ্ট ঘটিল?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উপহাস সহিত তাহার উত্তর দিতেছেন :—

বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিশ্নাস্যথাধুনা।
অশেষলোকনিন্দা চেত্যহো তে বোধবৈভবম্॥ ৫৬

অন্বয়—বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিশ্নাসি; অথ অধুনা চ অশেষলোকনিন্দা; অহো ইতি তে বোধবৈভবম্।

অনুবাদ—জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে কেবল কামক্রোধাদিদোষে ক্লেশ পাইতেছিলে, আর এখন সর্ব্বলোকসমাজে নিন্দাও হইতে থাকিল; তাহা হইলে, অহো! জ্ঞান হইয়া তোমার ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হইল, বলিতে হইবে!

টীকা—"বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিশ্নাসি"—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্ব্বে, অজ্ঞানদশায় কামক্রোধাদি যে সকল দোষ থাকে, সেই সকল দোষবশতঃই তোমার ক্লেশ হইতেছিল; "অথ অধুনা চ অশেষলোকনিন্দা"—আর এখন অর্থাৎ এই জ্ঞানদশায় সর্ব্বলোকসমাজে নিন্দাও সহন কর, "অহো ইতি তে বোধবৈভবম্"—(উপহাস করিয়া বলিতেছেন) তাহা হইলে ত' তোমার জ্ঞান হইয়া (ক্লেশের) ঐশ্বর্য্য দ্বিগুণ হইল, (বলিতে হয়)! ৫৬

(শঙ্কা) তাহা হইলে কর্ত্তব্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) বুদ্ধির কামাদি সকলপ্রকার দোষেরই বর্জ্জন বিধেয়।

বিড়্বরাহাদিতুল্যত্বং মা কাঙ্ক্ষীস্তত্ত্ববিদ্ভবান্।
সর্ব্বধীদোষসন্ত্যাগাল্লোকৈঃ পূজ্যস্ব দেববৎ॥ ৫৭

অন্বয়—তত্ত্ববিৎ ভবান্ বিড়্বরাহাদিতুল্যত্বম্ মা কাঙ্ক্ষীঃ; সর্ব্বধীদোষসন্ত্যাগাৎ লোকৈঃ দেববৎ পূজ্যস্ব (পূজ্যতাম্)।

অনুবাদ—তুমি হইতেছ জ্ঞানী; তুমি গ্রাম্য শূকরাদির সহিত সমান পদবী-লাভে ইচ্ছা করিও না; বুদ্ধিদোষ সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে দেবতার ন্যায় পূজিত হও। ('বোধসারে' চর্য্যাচতুষ্টয়ীর প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

টীকা—"তত্ত্ববিৎ ভবান্"—সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার হেতু যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তুমি লাভ করিয়াছ বলিয়া, "বিড়্বরাহাদিতুল্যত্বম্ মা কাঙ্ক্ষীঃ"—কামাদিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া বিষ্ঠাভোজী শূকরের তুল্যতা পাইতে ইচ্ছা করিও না, কিন্তু "সর্ব্বধীদোষসন্ত্যাগাৎ"—কামাদি যাবতীয় মানস দোষ পরিত্যাগ করিয়া, "লোকৈঃ দেববৎ (ত্বম্) পূজ্যস্ব (বা ভবান্ পূজ্যতাম্)—সর্ব্বজনসমাজে দেবতার ন্যায় পূজিত হও। ৫৭

সেই কামাদির পরিত্যাগের উপায় বলিতেছেন:—

(ঘ) কামাদির ত্যাগের উপায়।

কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ।
প্রসিদ্ধা মোক্ষশাস্ত্রেষু তানন্বিষ্য সুখী ভব॥ ৫৮

অন্বয়—কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ মোক্ষশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধাঃ ; তান্ অন্বিষ্য সুখী ভব।

অনুবাদ—ভোগসাধন বস্তু প্রভৃতিতে যে দোষদৃষ্টি প্রভৃতি, তাহাই কাম প্রভৃতি ত্যাগের উপায় বলিয়া (শ্রীমদ্ভাগবত, বাশিষ্ঠরামায়ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি) মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই সকল উপায়ের অনুসন্ধান করিয়া (অভ্যাসদ্বারা) সুখী হও।

টীকা—"কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ"—কাম্যে অর্থাৎ কামনার বিষয়—মাল্যচন্দনবনিতা প্রভৃতি এবং ('আদি' শব্দদ্বারা সূচিত লোভ, ভয় প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির বিষয়সমূহে) অনিত্যতা ও (অপরে কাম্যবস্তুর আধিক্যজনিত) ঈর্ষ্যোৎপত্তি প্রভৃতি যে দোষসমূহ, তাহাদের 'দৃষ্টি' বিচারদ্বারা অবধারণ, তাহাই হইয়াছে 'আদ্য'—প্রথম—মুখ্য যাহাদিগের—যে কোপস্বরূপাদিবিচারের, তাহাই "কামাদিত্যাগহেতবঃ"—কামাদির ত্যাগের হেতু বলিয়া "মোক্ষশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধাঃ"—শ্রীমদ্ভাগবত, বাশিষ্ঠরামায়ণ প্রভৃতি মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, ইহা সর্ব্বমুমুক্ষুজনবিদিত। তথাপি দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—"কামবিড়ম্বনা"—"বোধসারে" ২৯ পৃঃ। 'নাদাসক্তং মৃগং ব্যাধশ্ছিনত্তি নিশিতৈঃ শরৈঃ। রূপাসক্তং নরং নারী রতিচ্ছুরিকয়াসকৃৎ'॥ ব্যাধ বংশীনাদমুগ্ধ মৃগকে তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা বধ করে, নারী রূপে আসক্ত নরকে কিন্তু রতি-ছুরিকাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তবে বধ করে অর্থাৎ "জবাই" করে। ('বোধসারে' পূর্ব্ববর্ত্তী ১ হইতে ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। 'রুধিরং পিবতি স্বীয়ং দিবা তমসি নৃত্যতি। ভীষয়ত্যাত্মনাত্মানং ক্রূরঃ ক্রোধী ন রাক্ষসঃ॥ "ক্রোধ-বিড়ম্বনা" "বোধসার"—৩০ পৃঃ। যে ব্যক্তি ক্রোধের অধীন হইয়া পড়ে, সে আপনি আপনার রক্তপান করে, সে দিবাভাগেই ক্রোধান্ধ হইয়া, অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নৃত্য করে; সে আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয়। অতএব ক্রোধী লোকই প্রকৃত নিষ্ঠুর। লোকে যে রাক্ষসকে নিষ্ঠুর বলে, রাক্ষস বস্তুতঃ তত নিষ্ঠুর নহে, কেননা, সে অপরের রক্তই পান করে এবং রাত্রিকালে নৃত্য করে, এবং নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয় না। 'ফলান্বিতো ধর্ম্মযশোঽর্থনাশনঃ স চেদপার্থঃ স্বশরীর-তাপনঃ। ন চেহ নামুত্র হিতায় যঃ সতাং মনাংসি কোপঃ সমুপাশ্রয়েৎ কথম্?' ("জীবন্মুক্তি-বিবেকে" 'বাসনাক্ষয়প্রকরণে' বিদ্যারণ্য মুনিকর্ত্তৃক উদ্ধৃত) ক্রোধ, সফল হইলেও (অর্থাৎ অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে পারিলেও) ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ধর্ম্ম যশ এবং অর্থের বিনাশ করিয়া থাকে। ক্রোধ নিষ্ফল হইলে (অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে না পারিলে,) কেবল ক্রুদ্ধ ব্যক্তির শরীরকেই সন্তাপ দিয়া থাকে। যে ক্রোধ ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্থানেই হিতকর নহে, সেই ক্রোধ কেন সাধুদিগের মনকে আশ্রয় করিতে পায়? 'অপকারিণি কোপশ্চেৎ কোপে কোপঃ কথং ন তে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রসহ্য পরিপন্থিনি॥' (যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২০) অপকারীর উপরেই যদি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে স্বয়ং ক্রোধের উপরেই তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না কেন? ক্রোধ ত' তোমার

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধনবিষয়ে প্রধান বিঘ্ন ঘটাইয়া (তোমার) অপকার করে। "লোভবিড়ম্বনা"—"বোধসারে" ৩১ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ ও ৬৩ সংখ্যক শ্লোকে (এই অধ্যায়ের ৬০ ও ৬১ শ্লোক,) কামাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধের ১৫।২২ সংখ্যক শ্লোকে কামাদির প্রতিকার বর্ণিত হইয়াছে:— 'অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিসর্জ্জনাৎ। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ॥' বিষয়ধ্যানরূপ সঙ্কল্পবর্জ্জনদ্বারা কামকে জয় করিতে হয়, আবার কামের বর্জ্জনদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায়; আর ধনাদিতে অনর্থদৃষ্টিদ্বারা লোভকে জয় করা যায়; আর তত্ত্ববিচারদ্বারা অর্থাৎ অদ্বৈতানুসন্ধানদ্বারা ভয়কে জয় করা যায়। (মোহ বা অবিবেকরূপ বীজ হইতে যে গুণবুদ্ধি ও রমণীয়তাবুদ্ধি জন্মে তাহাই সঙ্কল্পের রূপ।) (শঙ্কা) ভাল, মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রের দ্বারা কামাদি জয়ের উপায় বিহিত হইয়াছে, মানিলাম; তদ্দ্বারা কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—"তান্ অম্বিষ্য সুখী ভব"—সেই কামাদিত্যাগের উপায় বিচার করিয়া এবং অভ্যাসে পরিণত করিয়া সুখী হও। ৫৮

৪। জীবকৃত, মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য আর সেই পরিত্যাগের উপায়।

(শঙ্কা) ভাল, কামক্রোধাদি অনর্থের হেতু বলিয়া পরিত্যাজ্য; কিন্তু মনোরাজ্য (reverie) ত' অনর্থের হেতু নহে; সুতরাং তাহার ত্যাগের ত' প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে আপত্তিকারী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে শঙ্কা উঠাইলে, বলিতেছেন:—

ক। মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাগ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

ত্যজ্যতামেষ কামাদির্মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ।
অশেষদোষবীজত্বাৎ ক্ষতির্ভগবতেরিতা॥ ৫৯

অন্বয়—এষঃ কামাদিঃ ত্যজ্যতাম্, মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ? (সমাধান) অশেষদোষবীজত্বাৎ ভগবতা ক্ষতিঃ ঈরিতা।

অনুবাদ—ভাল, কামাদি পরিত্যাগের যোগ্য মানিলাম; কিন্তু মনোরাজ্য থাকিলে ক্ষতি কি? (উত্তর) মনোরাজ্য কামাদি সকল দোষের কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে) মনোরাজ্যের অশেষ অনিষ্টকারিতার কথা বলিয়াছেন।

টীকা—মনোরাজ্য সাক্ষাদ্ভাবে অনর্থের হেতু না হইলেও পরম্পরাক্রমে অর্থাৎ কামাদির উৎপাদক হইয়া অনর্থের হেতু হইয়া থাকে। এই কারণে বিষয়চিন্তনরূপ মনোরাজ্যের পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ। এই কথা বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"অশেষদোষবীজত্বাৎ ভগবতা ক্ষতিঃ ঈরিতা"—(অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৫৯

পরম্পরাক্রমে কি প্রকারে অনর্থের হেতু, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বচন উদ্ধৃত করিতেছেন:—

(খ) মনোরাজ্য পরম্পরাক্রমে অনর্থের হেতু; তদ্বিষয়ে গীতা-বচন প্রমাণ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬০
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬১

অন্বয়—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (ভবতি), স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (ভবতি) বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

অনুবাদ—লোকে বিষয়ের ধ্যান করিতে থাকিলে অর্থাৎ গুণবুদ্ধিতে ও রমণীয়তাবুদ্ধিতে চিত্তের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিতে থাকিলে তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে; সেই আসক্তিবশতঃ তাহার প্রাপ্তির ও ভোগের ইচ্ছা জন্মে; আর সেই কামনার ভঙ্গ হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে লোকের সম্মোহ—কার্য্যাকার্য্যবিচারহীনতা ঘটে; সেইরূপ বিচারহীনতা হইতে শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থের অনুসন্ধানে বিচলন বা বিস্মৃতি (ভ্রংশ) ঘটে; সেইরূপ বিচলন হইতে বুদ্ধিনাশ বা কার্য্যাকার্য্যবিচারে অযোগ্যতা; এবং বুদ্ধির সেইরূপ অযোগ্যতা ঘটিলে, লোকে বিনষ্টপ্রায় অর্থাৎ সকল পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া যায়।

টীকা—"সঙ্গঃ"—শব্দে নিজের হিতসাধন বলিয়া অধ্যাস বা ভ্রান্তবোধ, "কামঃ" শব্দে তাহার প্রাপ্তি, ভোগ প্রভৃতির ইচ্ছা; "ক্রোধঃ"—শব্দে প্রাপ্তি, ভোগ প্রভৃতির ব্যাঘাত জন্য চিত্তের অভিজ্বলনরূপ পরিণাম। (৬১ সংখ্যক শ্লোকটি পঞ্চদশীর অনেক সংস্করণে নাই।) ৬০, ৬১

তাহা হইলে সেই মনোরাজ্যের নিবৃত্তির উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) মনোরাজ্যের নিবৃত্তির উপায় দ্বিবিধ।

শক্যং জেতুং মনোরাজ্যং নির্ব্বিকল্পসমাধিতঃ।
সুসম্পাদঃ ক্রমাৎ সোঽপি সবিকল্পসমাধিনা॥ ৬২

অন্বয়—নির্ব্বিকল্পসমাধিতঃ মনোরাজ্যম্ জেতুম্ শক্যম্; সঃ অপি ক্রমাৎ সবিকল্পসমাধিনা সুসম্পাদঃ।

অনুবাদ—মনোরাজ্যকে (বিষয়ধ্যানকে) নির্ব্বিকল্পসমাধিদ্বারা জয় করিতে পারা যায়; সেই নির্ব্বিকল্প সমাধিকে আবার সবিকল্প সমাধিদ্বারা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারা যায়।

টীকা—"সবিকল্পসমাধিনা"—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গসাধ্য সবিকল্প সমাধির দ্বারা। (এই অঙ্গরূপ সমাধি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, অঙ্গী সবিকল্পসমাধির কারণ হয়। "যোগমণিপ্রভা" ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) ৬২

(শঙ্কা) ভাল, যে ব্যক্তি অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস করিতে পারিবে তাহার পক্ষেই

সবিকল্প সমাধি এবং তদ্দ্বারা নির্ব্বিকল্পসমাধি আয়ত্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি সেই অভ্যাস করিতে পারিবে না, তাহার গতি কি? তাহাই বলিতেছেন :-

বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে ॥৬৩

অন্বয় – বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেন একান্তবাসিনা দীর্ঘম্ প্রণবম্ উচ্চার্য্য মনোরাজ্যম্ বিজীয়তে।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতা পরোক্ষভাবে অবগত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কামক্রোধাদি চিত্তদোষশূন্য হইয়া নির্জ্জন স্থানে প্রণবের দীর্ঘোচ্চারণদ্বারা মনোরাজ্য জয় করিতে পারে।

টীকা "বুদ্ধতত্ত্বেন"—'বুদ্ধ' বিদিত হইয়াছে 'তত্ত্ব' ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতারূপ তথ্য যাহার দ্বারা; "ধীদোষশূন্যেন"—কামক্রোধাদিরূপ বুদ্ধিদোষরহিত হইলে, তদ্দ্বারা, "একান্তবাসিনা"—বিজনস্থানে নিবাসশীল হইলে, তদ্দ্বারা, "প্রণবম্"—ওঁকারকে, "দীর্ঘম্ উচ্চার্য্য"—ছয়, দ্বাদশ প্রভৃতি 'মাত্রা'যুক্ত করিয়া উচ্চারণের অভ্যাস করিতে থাকিলে, "মনোরাজ্যম্ বিজীয়তে"—মনোরাজ্যের নিবারণ করিতে পারা যায়। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, মনের চারিটি পাদ বা বহির্গমনোপায় আছে; যথা—(১) বচন বা অন্যের সহিত সম্ভাষণ (২) শ্রোত্রেন্দ্রিয় বা তদ্দ্বারা শ্রবণ (৩) চক্ষু বা তদ্দ্বারা দর্শন, এবং (৪) সঙ্কল্প, বিকল্প, স্মৃতি ইত্যাদিরূপ আন্তর কল্পনা। তন্মধ্যে একান্তনিবাসদ্বারা ভাষণ, শ্রবণ ও দর্শনের বিষয়ের অভাব হইলে, মনোরাজ্যনির্ম্মাণকারী সঙ্কল্প, বিকল্প দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; যেমন অবরুদ্ধ নগরের বাহির হইতে খাদ্যসম্ভারপ্রেরণ বন্ধ হইলে অভ্যন্তরস্থ যোদ্ধৃবর্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ। তদনন্তর দীর্ঘোচ্চারণে প্রণবাভ্যাস দ্বারা তাহারা নির্জীব হইয়া পড়ে; যেমন অবরুদ্ধ নগরের বাহির হইতে অভ্যন্তরে গোলাবর্ষণ করিলে যোদ্ধৃবর্গ নিহত হয়, এইরূপে মন সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এইরূপে মনোরাজ্য জয় করা যায়। "মাত্রা"—হস্তের দ্বারা আপনার জানুমণ্ডল একবার চাপড়াইয়া, একবার ছোটিকা (তুড়ি বা চুট্‌কী) দিয়া, সেইরূপ তিনবার করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম 'মাত্রা'। ৬৩

(শঙ্কা) ভাল, মনোরাজ্যকে জয় করিতে পারিলে কি ফললাভ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) মনোরাজ্যজয়ের ফল চিত্তের উদাসীনতা।

জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মূকবৎ।
এতৎপদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেরিতম্ ॥ ৬৪

অন্বয়—তস্মিন্ জিতে মনঃ বৃত্তিশূন্যম্ মূকবৎ তিষ্ঠতি; এতৎ পদম্ বশিষ্ঠেন রামায় বহুধা ঈরিতম্।

অনুবাদ—সেই মনোরাজ্যের পরাজয় সম্পাদিত হইলে, মন বৃত্তিশূন্য হইয়া মূক বা বোবার ন্যায় অবস্থিত থাকে। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে মনের এই অবস্থা

বিবিধপ্রকারে বুঝাইয়াছেন।

টীকা—"মূকবৎ তিষ্ঠতি"—যেমন, যে ব্যক্তি বোবা সে যাবতীয় বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারে একেবারে অক্ষম থাকিয়া যায়, সেইরূপ "তস্মিন্ জিতে মনঃ বৃত্তিশূন্যম্"—মনোরাজ্যের পরাজয় হইলে মন সেইরূপ সর্ব্বব্যাপার-রহিত হইয়া অবস্থান করে। সাধকপুরুষের বৃত্তিশূন্য মনে অবস্থান যে পরমপুরুষার্থলাভস্বরূপ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন:—"এতৎপদম্"—এই অর্থাৎ বৃত্তিশূন্যমনস্কের অবস্থা, "বশিষ্ঠেন রামচন্দ্রায় বহুধা ঈরিতম্"—গুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন। ৬৪

বশিষ্ঠ মুনির শ্লোকদ্বয়রূপ বাক্য পাঠ করিতেছেন (বাশিষ্ঠ রামায়ণ,—বৈরাগ্যপ্রকরণ ৩৬।...

(৬) উক্ত অর্থের বশিষ্ঠ-বচনদ্বয় প্রমাণরূপে উদ্ধৃত।

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনম্।
সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ॥ ৬৫

অন্বয়—দৃশ্যম্ নাস্তি ইতি বোধেন মনসঃ দৃশ্যমার্জ্জনম্ সম্পন্নম্ চেৎ তৎ (তদা) পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ উৎপন্না।

অনুবাদ—'কোন দৃশ্য বস্তুই স্বরূপতঃ নাই'—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা মন হইতে যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর তিরোভাব ঘটাইতে পারিলে, তখন নিরতিশয় মোক্ষসুখ সিদ্ধ হইল (বুঝিতে হইবে)। *

টীকা—["নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—বৃহদা উ, ৪।৪।১৯ ; কঠ উ, ৪।১১]—ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রও ভেদ নাই, ইত্যাদিরূপ শ্রুতিবচন হইতে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জগৎ নাই এইরূপে জগতের অভাব বুঝিয়া মনের নিকট হইতে দ্রষ্টার বিষয়ের অর্থাৎ জগদ্রূপ দৃশ্যের নিবারণ যদি সিদ্ধ হয়; "তৎ পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ উৎপন্না"—তৎ (তর্হি) তাহা হইলে অর্থাৎ সেইরূপ নিবারণ সিদ্ধ হইলে, নিরতিশয় মোক্ষসুখ সিদ্ধ হয়—এইরূপ বুঝিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য। ৬৫

* বাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রকরণসম্বন্ধ লইয়া রামায়ণের টীকাকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতর যথা জগদ্ভ্রম দৃশ্য হইলেও (বস্তুতঃ) নাই—এই আকারে "যাহা অনুভূত হয়"—এই যে অনুভব, তাহা কি আত্মচৈতন্য অথবা অন্য কিছু? তাহা অন্য কিছু হইতে পারে না; কেননা, তাহা চৈতন্য হইতে অন্য বা ভিন্ন হইলে তাহা জড় বা বিষয় হইয়া পড়ে; তাহার আর অনুভবরূপতা থাকে না। আবার আত্মাই যদি সেই অনুভব হয়েন, তাহা ত' পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। তাহা হইলে শাস্ত্র আমার জন্য কি করিবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন 'কোন দৃশ্যবস্তুই স্বরূপতঃ নাই' ইত্যাদি (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। তাৎপর্য্য এই—সত্য বটে আত্মা অনুভবস্বরূপ তথাপি সেই অনুভব দৃশ্যসম্বলিত অনুভব নহে। কিন্তু মনের বৃত্তিরূপ যে আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারজ্ঞান, তদ্দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, যখন সেই অবিদ্যারূপ উপাদানদ্বারা রচিত দৃশ্যবর্গ মুছিয়া যায়—অর্থাৎ ত্রিকালেই তাহা নাই—এই আকারে যখন সেই জ্ঞান আকারিত হয়, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে 'পরমা নির্বৃতি' নির্ব্বাণনামক মোক্ষ—যাহা আত্মার স্বরূপগত ও নিত্যসিদ্ধ, তাহা যেন উৎপন্ন হইল, এইরূপ প্রতীয়মান হয়; তদ্দ্বারা কেবল স্বরূপভূত অনুভবই শাস্ত্রের ফলরূপে লক্ষ হয়—ইহাই অর্থ।

বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্‌গ্রাহিতং মিথঃ।
সন্ত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্‌ ॥ ৬৬

অন্বয়—শাস্ত্রম্‌ অলম্‌ বিচারিতম্‌ মিথঃ চিরম্‌ উদ্‌গ্রাহিতম্‌ সন্ত্যক্তবাসনাৎ মৌনাৎ ঋতে উত্তমম্‌ পদম্‌ ন অস্তি। (বাশিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতিপ্রকরণ—৫৭।২৮)

অনুবাদ—আমি অদ্বৈত-বেদান্তশাস্ত্রের যথেষ্ট অর্থাৎ মর্ম্ম নিষ্কর্ষণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াছি এবং শিষ্য হইয়া আচার্য্যের সাহায্যে এবং সতীর্থগণের সহিত এবং আচার্য্য হইয়া শিষ্যের সহিত বিচারদ্বারা প্রতীতি করিয়াছি ও করাইয়াছি যে, সমস্ত বাসনা সম্যক্‌ পরিত্যক্ত হইলে, মনে যে, তূষ্ণীম্ভাব আসে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আর নাই।

টীকা—"শাস্ত্রম্‌ অলম্‌ বিচারিতম্‌"—অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সবিশেষ বিচার করিয়াছি; "মিথঃ চিরম্‌ উদ্‌গ্রাহিতম্‌"—সতীর্থগণের সহিত বাদানুবাদদ্বারা এবং গুরু-শিষ্য সংবাদক্রমে পরস্পরকে বুঝাইয়াছি। এইরূপ করিয়া কি নিশ্চয় হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সন্ত্যক্তবাসনাৎ মৌনাৎ ঋতে উত্তমম্‌ পদম্‌ ন অস্তি"—কামাদির সংস্কারসমূহ সম্যগ্‌রূপে পরিত্যক্ত হইলে মনে যে তূষ্ণীম্ভাব উপস্থিত হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষার্থ আর নাই, এইরূপ নিশ্চয় জন্মিয়াছে। "মৌনাৎ"—[অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ বৃহদা উ, ৩।৫।১] তাহার পর অমৌন—আত্মজ্ঞানরূপ পাণ্ডিত্য ও অনাত্মচিন্তাবর্জ্জনরূপ বাল্য (আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সমস্ত বিষয়াসক্তির অভিভব) নিঃশেষ করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কৃতকৃত্য হন তখন তাঁহার সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়' এস্থলে 'মৌন' শব্দের অর্থ 'অনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তির পর্য্যবসান—ফল। তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে 'মৌন' শব্দের অর্থ দ্বৈতবাধজনিত ও চিত্তনিরোধজনিত সঙ্কল্পবর্জ্জন করিয়া মনের অবস্থান।* ৬৬

* রামায়ণ টীকাকার এই শ্লোকের অর্থ এইরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন কিছুকাল ধরিয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠানদ্বারা বাসনাক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি' এইরূপ ভ্রমবশতঃ যাহাতে সাধনা হইতে নিবৃত্তি না ঘটে, এইজন্য বলিতেছেন—"মিথঃ উদ্‌গ্রাহিতম্‌" বিদ্বান্‌দিগের সহিত বাদানুবাদ করিয়া শাস্ত্র তাৎপর্য্য দৃঢ়ভাবে—বিচারসহ করিয়া স্থাপনের যোগ্য করিয়াছি, অর্থাৎ বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়া সাঙ্গশাস্ত্ররহস্য নির্ণয় করিয়া তাহাতে সকল বিদ্বানের অনুমোদন লাভ করিয়াছি, "মৌনাৎ" 'বাল্য' ও 'পাণ্ডিত্য' শব্দদ্বারা সূচিত শ্রবণ ও মননের পরিপাক হইতে উৎপন্ন নির্ব্বিকল্প অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাক পর্য্যন্ত মুনিভাব না আসিলে "পরম্‌ পদম্‌"—'ব্রাহ্মণ' নামক পরিনিষ্ঠিত তত্ত্বজ্ঞান হয় না ইহাই নির্ণয় করিয়াছি। এই অর্থের শ্রুতিবচন—বৃহদা উ, ৩।৫।১ 'সেইহেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এখনও পাণ্ডিত্য (আত্মতত্ত্ব) সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া বাল্যে' বালকের ন্যায় নিরভিমান সরলতাদিস্বভাব অথবা জ্ঞানবল, অবলম্বনে অবস্থান করিবে; তাহার পর বাল্য ও পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া মুনি মননশীল হইবে। শেষে অমৌন ও মৌন উভয়ই পরিসমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময় হইবে। (ঐ ৪।৪।২৩—'ব্রাহ্মণস্য' ইতি—ব্রহ্মবিৎ পুরুষের উক্তপ্রকার মহিমা বা সম্পৎ 'নিত্য'—'উদয়াস্তবর্জ্জিত।')

চিত্ত এইরূপে বৃত্তিহীন হইলে প্রারব্ধকর্ম্মবশতঃ তাহাতে যদি বিক্ষেপ উঠে, তাহা হইলে সেই বিক্ষেপের নিবৃত্তির উপায় কি? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(চ) বৃত্তিহীন চিত্তে অকস্মাৎ উত্থিত বিক্ষেপের নিবৃত্তির উপায়।

বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্ধীঃ কর্ম্মণা ভোগদায়িনা।
পুনঃ সমাহিতা সা স্যাৎ তদৈবাভ্যাসপাটবাৎ ॥ ৬৭

অন্বয়—ভোগদায়িনা কর্ম্মণা ধীঃ কদাচিৎ বিক্ষিপ্যতে, তদা এব সা অভ্যাসপাটবাৎ পুনঃ সমাহিতা স্যাৎ।

অনুবাদ—যদি ভোগপ্রদ প্রারব্ধের বশে, বুদ্ধি কখনও বিক্ষেপপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অভ্যাসনিপুণতা প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধি আবার একাগ্র হইবে।

টীকা—"ভোগদায়িনা কর্ম্মণা"—ভোগব্যতিরেকে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় নাই, এইহেতু "ধীঃ কদাচিৎ বিক্ষিপ্যতে" যদি বুদ্ধি কখনও বিক্ষিপ্ত হয়, "তদা এব সা অভ্যাসপাটবাৎ"—অভ্যাসে দৃঢ়তাবলম্বন করিলে তখনই, "পুনঃ সমাহিতা স্যাৎ"—আবার কামাদিবৃত্তিরহিত হইবে। ৬৭

যিনি সদাই চিত্তবিক্ষেপরহিত, তাঁহাকে যে 'ব্রহ্মবিৎ' বলা হয়, তাহা উপচারক্রমেই বলা হইয়া থাকে,—এই কথাই বলিতেছেন :—

(ছ) অবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মরূপ।

বিক্ষেপো যস্য নাস্ত্যস্য ব্রহ্মবিত্ত্বং ন মন্যতে।
ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রাহুর্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৬৮

অন্বয়—যস্য বিক্ষেপঃ ন অস্তি অস্য ব্রহ্মবিত্ত্বম্ ন মন্যতে, পারদর্শিনঃ মুনয়ঃ 'অয়ম্ ব্রহ্ম এব' ইতি প্রাহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা— যাঁহার অন্তঃকরণে বিক্ষেপ নাই, এইরূপ পুরুষকে বেদান্তবিৎ মুনিগণ 'ব্রহ্মবিৎ' বলিয়া মানেন না; তাঁহারা তাঁহাকে 'ইনি স্বয়ং ব্রহ্ম' এইরূপ বলিয়া থাকেন। ["পারদর্শিনঃ"—বেদান্তকুশল পণ্ডিতগণ।] ৬৮

এই কথার সমর্থনে বশিষ্ঠ-বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(জ) উক্ত বিষয়ে বাশিষ্ঠরামায়ণ-বচন প্রমাণ।

দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।
যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্মন্ ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥ ৬৯

অন্বয়—যঃ দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ম্ কেবলরূপতঃ তিষ্ঠতি, স তু ব্রহ্মন্ স্বয়ম্ ব্রহ্ম, ন ব্রহ্মবিৎ। (মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৪)*

অনুবাদ—যিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত হন, হে ব্রহ্মন্! তিনি নিজেই ব্রহ্ম, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না।

* বাশিষ্ঠ রামায়ণে এই বচনের মূলের সন্ধান পাই নাই।

টীকা—যে পুরুষ 'আমি ব্রহ্মকে জানি' এবং 'আমি ব্রহ্মকে জানি না' এই উভয়প্রকার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ম্ অদ্বিতীয় চৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থিত, তিনি নিজেই ব্রহ্ম হইয়াছেন; তাঁহাকে 'ব্রহ্মবিৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ বলা চলে না—ইহাই অর্থ। ৬৯

সমস্ত দ্বৈতবিচারের উপসংহার করিতেছেন:—

(ম) ফলকথন সহিত দ্বৈতবিবেকের সমাপ্তি।

জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা জীবদ্বৈতবিবর্জ্জনাৎ।
লভ্যতেঽসাবতোঽত্রেদমীশদ্বৈতাদ্বিবেচিতম্॥ ৭০

ইতি দ্বৈতবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—অসৌ জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা, জীবদ্বৈতবিবর্জ্জনাৎ লভ্যতে; অতঃ অত্র ইদম্ ঈশদ্বৈতাৎ বিবেচিতম্।

অনুবাদ—জীবসৃষ্ট মনোময় দ্বৈতপ্রপঞ্চকে অন্তঃকরণ হইতে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, জীবন্মুক্তির পর্য্যবসানরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই কারণে ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে বিচারদ্বারা তাহাকে পৃথক্ করা হইল।

টীকা—"অসৌ"—পূর্ব্বোক্ত প্রকার; "জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা" যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আর নাই, জীবন্মুক্তির সেই চরম অবস্থা, "জীবদ্বৈতবিবর্জ্জনাৎ লভ্যতে"—মনোময় প্রপঞ্চরূপ জীবসৃষ্ট দ্বৈতের পরিত্যাগদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; "অতঃ অত্র ইদম্ ঈশদ্বৈতাৎ বিবেচিতম্"—এই কারণে এই জীব-রচিত জগৎ ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল। ৭০

ইতি দ্বৈতবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

পঞ্চম অধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
মহাবাক্যবিবেকস্য কুর্ব্বে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া 'পঞ্চদশী'র পঞ্চম প্রকরণ 'মহাবাক্যবিবেকে'র সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি।

ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞান মুমুক্ষুগণের মোক্ষের সাধন। সেই জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য চারি বেদের যে চারিটি প্রসিদ্ধ মহাবাক্য আছে, তাহাদের অর্থ যথাক্রমে নিরূপণ করিবার জন্য পরম কৃপালু আচার্য্য প্রথমে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়ারণ্যকগত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—প্রজ্ঞানই হইতেছে ব্রহ্ম, এই মহাবাক্যের অন্তর্গত "প্রজ্ঞান" শব্দের অর্থ করিতেছেন :—

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদগত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ

১। "প্রজ্ঞানম্" পদের অর্থ।

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বস্বাদূ বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্॥ ১

অন্বয় যেন ইদম্ (দৃশ্যম্) ঈক্ষতে, যেন (শব্দম্) শৃণোতি, যেন (গন্ধম্) জিঘ্রতি, যেন (বাক্যম্) ব্যাকরোতি, যেন স্বাদ্বস্বাদূ বিজানাতি চ, তৎ প্রজ্ঞানম্ উদীরিতম্।

অনুবাদ—যে চৈতন্যজ্যোতির্দ্বারা পদার্থের রূপের দর্শন, শব্দের শ্রবণ, গন্ধের আঘ্রাণ, বাক্যের কথন, নিষ্পন্ন হয় এবং সুস্বাদু-অস্বাদু রসের বিজ্ঞান জন্মে, সেই বৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত চৈতন্য (বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্য) 'প্রজ্ঞান' শব্দের বাচ্য অর্থ।

টীকা—"যেন" চক্ষুর দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাঁহার উপাধি, এইরূপ যাঁহার দ্বারা অর্থাৎ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, "ইদম্"—এই দর্শনযোগ্য রূপাদিকে, "ঈক্ষতে"—(দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্ঘাতরূপ) পুরুষ দেখেন, সেইপ্রকার "ইদম্ শৃণোতি"—শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাঁহার উপাধি এইরূপ যাঁহার দ্বারা অর্থাৎ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, এই শব্দসমূহকে শ্রবণ করেন, সেইরূপ "ইদম্ জিঘ্রতি"—ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাঁহার উপাধি, এইরূপ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, (এই গন্ধসমূহ) আঘ্রাণ করেন, "যেন (বাক্যম্) ব্যাকরোতি চ"—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্যদ্বারা, পুরুষ শব্দসমূহ উচ্চারণ করেন, "যেন

"স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি"—রসনেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ যে উপাধি সেই উপাধিযুক্ত যে সাক্ষী-চৈতন্যদ্বারা পুরুষ স্বাদু ও অস্বাদু এই দুইপ্রকার রস অনুভব করেন; "চ" শব্দদ্বারা অপরাপর অনুল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহকে বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে সেই উক্ত অনুক্ত সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত যে (কূটস্থ) চৈতন্য, "তৎ প্রজ্ঞানম্ উদীরিতম্"—তাহাই এই 'প্রজ্ঞান' শব্দদ্বারা কথিত হয়, ইহাই অর্থ। ইহার দ্বারা ["যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি।" "যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি, সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি"—ঐতরেয় উ, ৩।১-২]—'(আত্মোপাসনাতৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচারপূর্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—আমরা যে-আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ কি, এবং বেদে যে চক্ষুঃপ্রভৃতি করণরূপে এবং সেই সেই অনুভবের কর্তারূপে যে দুইটি আত্মার কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে] সেই আত্মাটি কে?—উত্তর -) যে আত্মা চক্ষুরূপে রূপ দর্শন করিয়া থাকে, ঘ্রাণরূপে গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে এবং জিহ্বারূপে স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে। এই যে, হৃদয়, মনও ইহারই নাম অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের দুইটি নাম ভেদমাত্র। সংজ্ঞান—চেতনভাব অর্থাৎ যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ চেতন বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি; আজ্ঞান—আজ্ঞা—প্রভুভাব, বিজ্ঞান—নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান—প্রতিভা, মেধা—গ্রন্থার্থধারণক্ষমতা, দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি; ধৃতি—ধারণ, শরীরাদির অবসাদনিবারক উত্তম্ভন, মতি—মনন কর্তব্যচিন্তা, মনীষা—কর্তব্যচিন্তায় নিজের স্বাধীনতা, জূতি—রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি-স্মরণ, সঙ্কল্প—শ্বেতপীতাদিবিষয়ক বিতর্ক, ক্রতু অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, অসু শ্বাসপ্রশ্বাসাদিনির্বাহক প্রাণবৃত্তি, কাম-তৃষ্ণা, বশ-মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদিকামনা—এই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এই সমস্তই প্রজ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানমাত্র চৈতন্যরূপ উপলব্ধার নামধেয় অর্থাৎ সেই সেই বৃত্তিরূপ উপাধিবিশিষ্টতাদ্বারা উপচারক্রমে ব্রহ্মের নাম'—এই সকল অবান্তর বাক্যদ্বারা (মহাবাক্য ভিন্ন আত্মার স্বরূপবোধক বাক্য সমূহদ্বারা) সকল ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং সর্বসাক্ষী এবং সকলবৃত্তিতে অনুগত, অদ্বিতীয় আত্মার শোধন সংক্ষেপে প্রদর্শন করা হইল। এই অবান্তর বাক্যসমূহের অর্থ প্রথম শ্লোকে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১

২। "ব্রহ্ম" পদের অর্থ এবং উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ।

এইরূপে 'প্রজ্ঞান' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বলিতেছেন:—

চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু।
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যপি॥ ২

অন্বয়—চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু (যৎ) একম্ চৈতন্যম্ (তৎ) ব্রহ্ম; অতঃ

ময়ি অপি (স্থিতম্) প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (এব)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদিদেবতারূপ পুণ্যাধিক জীবে, মনুষ্যাদি সমপুণ্যপাপ জীবে এবং অশ্বগবাদি পাপাধিকজীবে সর্ব্বত্রই যিনি একমাত্র চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন, তিনিই ব্রহ্ম—সুতরাং আমাতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় প্রজ্ঞানও পরব্রহ্ম।

টীকা—"চতুর্ম্মুখেন্দ্রদেবেষু"—ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহারা পাপাপেক্ষা পুণ্যের আধিক্যবশতঃ উত্তম দেহধারী, তাঁহাদিগের মধ্যে, "মনুষ্যাশ্বগবাদিষু" যাহাদের মধ্যে পুণ্য ও পাপ প্রায় তুল্যপরিমাণ, সেইরূপ মধ্যমদেহধারী মনুষ্যগণমধ্যে এবং যাহাদের মধ্যে পুণ্যাপেক্ষা পাপ অধিক, সেইরূপ অশ্ব, গো প্রভৃতি অধমদেহধারী তির্য্যক্‌গণের মধ্যে এবং আকাশাদি ভূতসমূহে, "যৎ একম্ চৈতন্যম্"—জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের হেতুভূত যে এক চৈতন্য রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম—ইহাই তাৎপর্য্য। এই শ্লোকদ্বারা ঐতরেয়ারণ্যকের অন্তর্গত দ্বিতীয়ারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের পঞ্চবিংশ কণ্ডিকার—নিম্নলিখিত অংশের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে :—[এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবীবায়ুরাকাশআপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎকিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রমিতি প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা ইতি।]—ইনিই হইতেছেন ব্রহ্মা অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভরূপ প্রথম শরীরী; ইনিই ইন্দ্র দেবরাজ; ইনিই প্রজাপতি—ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাত্মক বিরাড়্‌দেহ; ইনিই অগ্নিবায়্বাদি সমস্ত দেবতা, ইনিই এই পঞ্চমহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ; এবং পঞ্চভূতকার্য্য (মশক-পিপীলিকাদি) ক্ষুদ্রদেহের সহিত (মনুষ্যাদি) জীবদেহ যাহা সজাতীয় দেহান্তরোৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে, আরও এই এইরূপ পরস্পর বিলক্ষণ বহুভেদযুক্ত যথা—(পক্ষিসর্পাদিরূপ) অণ্ডজ; (গো-মনুষ্যাদিরূপ) জরায়ুজ; (ক্রিমি-দংশাদিরূপ) স্বেদজ; (তরুগুল্মাদিরূপ) উদ্ভিজ্জ; জরায়ুজ যথা—গো মনুষ্য হস্তী—ইত্যাদি, এবং উক্ত অনুক্ত যে কোনও প্রাণী চরণযোগে চলনশীল, আকাশে উৎপতনশীল কিম্বা অচল, এই সমস্তই "প্রজ্ঞানেত্র" জগতের উৎপত্তিস্থিতিলয়কারণ ব্রহ্মদ্বারা প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ এই সমস্তের সমষ্টি-রূপ জগৎ নিরুপাধিক চৈতন্যে, (রজ্জুতে সর্পের ন্যায়) আরোপিত। ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তিহেতু, সকল প্রাণীর সমষ্টির "নেত্র" বা ব্যবহারকারণ হইতেছেন; এই চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই জগতের স্থিতির হেতু। চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই এই জগতের লয়স্থান বা পর্য্যবসানভূমি অর্থাৎ অবশেষবস্তু। সেইহেতু প্রত্যগাত্মাই (জীবাত্মাই) ব্রহ্ম—ইহাই উক্ত মহাবাক্যের অর্থ। এইরূপে 'প্রজ্ঞান' ও 'ব্রহ্ম' দুই পদের অর্থ বলিয়া পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—"অতঃ ময়ি অপি স্থিতম্ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম এব" যেহেতু সমস্ত দেবতা, মনুষ্য, পশু, আকাশাদিতে অবস্থিত প্রজ্ঞান হইতেছেন ব্রহ্ম, সেইহেতু আমাতে অবস্থিত প্রজ্ঞানও হইতেছেন ব্রহ্ম; কেননা, প্রজ্ঞানে প্রজ্ঞানে কোনও ভেদ নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ২

যজুর্ব্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদ্গত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের অর্থ

১। অহম্ পদের অর্থ।

এইরূপে ঋগ্বেদের শাখাবস্থিত মহাবাক্যের অর্থ নিরূপণ করিয়া, যজুর্ব্বেদশাখা-সমূহের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্গত (১।৪।১০)—[ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মান-মেবাবেৎ "অহং ব্রহ্মাস্মীতি", তস্মাত্তৎসর্ব্বমভবৎ, তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবঁ সূর্য্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদঁ সর্ব্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাঁ স ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতা-মুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ; যথা পশুরেবঁ স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু, তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ]—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল; তিনি 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মাকেই জানিয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষি-গণ, ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন 'আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম'। বর্ত্তমান সময়েও যিনি এইপ্রকার বুঝিতে পারেন 'আমি হইতেছি ব্রহ্মস্বরূপ' তিনিও এই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হন; দেবগণও তাঁহার অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হন না; কারণ, তিনি এ সমস্তেরই আত্মা হন; পক্ষান্তরে যে লোক ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে—'আমি (উপাসক) অন্য এবং ইনি (উপাস্য) অন্য'—এইরূপ ভেদদৃষ্টিতে অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। মনুষ্যগণের নিকট যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট তদ্রূপ, অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবগণের উপভোগ্য হন। বহু পশু যেরূপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগসাধন করে, তেমন সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে; একটি পশুও অপরে লইলে বা হস্তচ্যুত হইলে যখন দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু ঐরূপ হইলে ত' কথাই নাই; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয়, যে মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হন।"—এই কণ্ডিকার অন্তর্গত "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমি হইতেছি ব্রহ্ম—এই মহাবাক্যের অর্থ পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত "অহম্" শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে॥ ৩

অন্বয়—পরিপূর্ণঃ পরাত্মা অস্মিন্ বিদ্যাধিকারিণি দেহে বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্ 'অহম্' ইতি ঈর্য্যতে।

অনুবাদ—স্বভাবতঃ পরিপূর্ণ (অখণ্ড) পরমাত্মা, এই মায়িক সংসারমধ্যে শম-দমাদি সাধনদ্বারা বিদ্যাসম্পাদনযোগ্য পাঞ্চভৌতিক শরীরে জ্ঞানের অধিকারী

বুদ্ধির সাক্ষিরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান রহিয়াছেন। 'অহং' শব্দের দ্বারা তিনিই সূচিত হন।

টীকা—"পরিপূর্ণঃ পরাত্মা"—দেশকাল ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা; "অস্মিন্"—এই মায়াকল্পিত জগতে, "বিদ্যাধিকারিণি দেহে"—শম-দমাদিসাধনযুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যাসম্পাদের যোগ্য শ্রবণাদি-অনুষ্ঠানসম্পন্ন এই মনুষ্যাদি শরীরে অর্থাৎ মনুষ্য ও ইন্দ্রযমাদি দেবশরীরে, "বুদ্ধেঃ" বুদ্ধির দ্বারা উপলক্ষিত বা সূচিত সূক্ষ্ম শরীরের, "সাক্ষিতয়া স্থিত্বা"—নির্বিকার অবভাসক-রূপে থাকিয়া, "স্ফুরন্"—প্রকাশমান; তিনিই "অহম্ ইতি ঈর্য্যতে"—লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা 'অহম্' এই পদের বাচ্য হন। ৩

২। 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ এবং 'অস্মি'পদের অর্থের দ্বারা 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥ ৪

অন্বয়—স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মা অত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ; অস্মি ইতি ঐক্যপরামর্শঃ; তেন অহম্ ব্রহ্ম ভবামি।

অনুবাদ—যিনি স্বভাবতঃ পূর্ণপরমাত্মা, তিনিই এস্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। 'অস্মি' এই পদ অহং-শব্দবাচ্যচৈতন্যের এবং ব্রহ্মচৈতন্যের একতা প্রতিপাদন করিতেছে। জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের একতা নিশ্চিত হইলে মুক্তপুরুষের 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

টীকা—"স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মা"—স্বভাবতঃ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন যে পরমাত্মা তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছেন তিনি, "অত্র"—এই 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'রূপ মহাবাক্যে "ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ"—'ব্রহ্ম' এই পদদ্বারা লক্ষণাবৃত্তিযোগে সূচিত হইয়াছেন, ইহাই অর্থ। "অস্মি ইতি ঐক্যপরামর্শঃ"—মহাবাক্যের অন্তর্গত 'অস্মি' এই পদ, 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদের সামানাধিকরণ্যদ্বারা জীবব্রহ্মের যে একতা পাওয়া যায়, তাহাই স্মরণ করাইতেছে। তাৎপর্য্য এই—যাহারা এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে এইরূপ দুইপদ ভিন্নার্থবোধক হইয়া সমান বিভক্তির বলে একই অর্থ বুঝাইতে সম্বদ্ধ হইলে, সেই সম্বন্ধকে সামানাধিকরণ্য কহে। "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" এই বাক্যে 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই শব্দ যথাক্রমে আত্মা ও ব্রহ্মরূপ অর্থ বুঝাইতেছে, এইহেতু এই দুই শব্দ ভিন্ন অর্থযুক্ত অপর্য্যায় শব্দ; কিন্তু উভয়পদ সমান অর্থাৎ প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত হওয়াতে একই বিভক্তির বলে, উক্ত দুই পদের অখণ্ড একরসতারূপ একই অর্থে লক্ষণারূপ-সম্বন্ধদ্বারা সম্বদ্ধ হইয়াছে। তাহাই সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধ। তদ্দ্বারাই ব্রহ্ম ও আত্মার একতা সিদ্ধ হইল। উক্ত বাক্যের অন্তর্গত 'অস্মি' পদ কেবল উক্ত একতারই স্মারক;

'অস্মি'পদের অন্য কোনও অর্থ নাই। উক্ত সমগ্র বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—"তেন অহম্ ব্রহ্ম ভবামি"---সেইহেতু আমি হইতেছি ব্রহ্ম। ৪

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদ্গত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ

১। 'তৎ'পদের অর্থ।

এক্ষণে, সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদ্গত "তৎ-ত্বম্-অসি" 'সেই হইতেছ তুমি' এবং 'তুমি হইতেছ সেই' (ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে ঋষি উদ্দালক, পুত্র শ্বেতকেতুকে ইহা নববার উপদেশ করিয়াছেন, বর্ণিত আছে।) ('গ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত 'তৎ' অর্থাৎ 'সেই'পদের লক্ষ্যার্থ, যাহা লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বা সেই পদের বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষদ্বারা নির্ণয় করিয়া বুঝিতে হয়,—তাহাই বলিতেছেন :—

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥ ৫

অন্বয়—সৃষ্টেঃ পুরা একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ নামরূপবিবর্জ্জিতম্ সৎ (আসীৎ), অস্য অধুনা অপি তাদৃক্ত্বম্ 'তৎ' ইতি ঈর্য্যতে।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় নামরূপরহিত যে সৎ (ব্রহ্ম) ছিলেন, সেই সৎ ব্রহ্ম এক্ষণে অর্থাৎ নামরূপাত্মক সৃষ্টির পরেও যে ঠিক সেই অবস্থায় রহিয়াছেন তাহাই—"তৎ" বা 'সেই' পদদ্বারা কথিত হইতেছে।

টীকা—[সদেব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ. ৬।১] —'হে সোম্য, এই জগৎ অগ্রে একই অদ্বিতীয়রূপ সদ্বস্তুই ছিল'—এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বগতাদিভেদশূন্য ও নামরূপরহিত যে সদ্বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সদ্বস্তু এক্ষণে অর্থাৎ সৃষ্টির পরেও, বিচারদৃষ্টিপূর্ব্বক দেখিলে সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ স্বগতাদিভেদরহিত নামরূপ বিবর্জ্জিতাবস্থাতেই রহিয়াছেন; তাঁহার সেই অবস্থাই 'তৎ' বা 'সেই' এই পদের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা ('খ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) বুঝিতে হইবে; ইহাই অর্থ। ৫

২। 'ত্বম্'পদের অর্থ; 'অসি'পদের অর্থদ্বারা একতারূপ বাক্যার্থ।

এক্ষণে ত্বম্ পদের লক্ষ্যার্থ বলিতেছেন :—

শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বংপদেরিতম্।
একতা গ্রাহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্॥ ৬

অন্বয়—শ্রোতুঃ দেহেন্দ্রিয়াতীতম্ বস্তু অত্র 'ত্বং'-পদেরিতম্। 'অসি' ইতি একতা গ্রাহ্যতে, তদৈক্যম্ অনুভূয়তাম্।

অনুবাদ—শ্রোতার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত যে বস্তু অর্থাৎ সদ্রূপ আত্মা, তিনিই এইস্থলে 'ত্বম্' পদদ্বারা সূচিত হইয়াছেন। 'অসি'—হইতেছ—

এই পদদ্বারা একতা বুঝান হইতেছে। এইহেতু 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের একতা অনুভব করিতে হইবে।

টীকা –"শ্রোতুঃ"—শ্রবণাদির অনুষ্ঠানদ্বারা মহাবাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিতে যিনি প্রবৃত্ত, তাঁহার, "দেহেন্দ্রিয়াতীতম্ বস্তু"—দেহের এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলক্ষিত, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিন শরীরের সাক্ষী বলিয়া, যিনি তাহা হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্, সেই সদ্বস্তুই, "ত্বম্-পদেরিতম্"—মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থরূপে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা সূচিত হইয়াছেন—ইহাই অর্থ। যদ্যপি উপাধির ভেদবশতঃ আরোপ-দর্শনে, আভাসবাদী (পৃ ২০৮ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতির মতে, জীবসাক্ষী নানা বা অনেক, এবং সেইহেতু 'ত্বম্' বলিলে প্রত্যেক সঙ্ঘাতকে বা দেহত্রয়ের সমষ্টিকে বুঝায়, তথাপি যিনি অধিকারী, তিনিই মহাবাক্যের অর্থোপলব্ধিবিষয়ে উপযোগী, বাক্যগত পদের অর্থ জানিতে আগ্রহ করিয়া থাকেন, অন্যে করে না। এই কারণে এস্থলে শ্রোতারই দেহত্রয়সমষ্টি হইতে পৃথক্ সাক্ষীকেই 'ত্বম্' পদের অর্থরূপে বুঝাইতেছেন।

এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকোক্ত, যজুর্ব্বেদগত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যগত 'অহম্' পদের অর্থও এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে যে "অসি" (হও) এই পদ রহিয়াছে, তাহার দ্বারা "তৎ" ও "ত্বম্" এই দুই পদের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা এই দুই অর্থের যে একতা—সামানাধিকরণ্যের বলে অর্থাৎ সমানবিভক্তিযুক্ত বলিয়া একই অর্থে তাৎপর্য্য, সিদ্ধ হইল, তাহারই অনুবাদমাত্র করিয়া, শিষ্যের বুদ্ধিগম্য করান হইতেছে—এই কথাই বলিতেছেন—"অসি ইতি একতা গ্রাহ্যতে"—'হও' এই পদদ্বারা উভয় পদের একতা বুঝান হইতেছে। এইরূপ নিরূপণদ্বারা যে বাক্যার্থ সিদ্ধ হইল, "তৎ ঐক্যম্ অনুভূয়তাম্"—তাহাই অর্থাৎ 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই পদদ্বয়ের 'ব্রহ্ম ও আত্মা'-রূপ অর্থের সেই প্রমাণসিদ্ধ একতা মুমুক্ষুজন অনুভবের বিষয় করুন, ইহাই অর্থ। কেহ কেহ বলেন 'অসি' এই পদ লক্ষণাশক্তির দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে—অর্থাৎ তাঁহাদের মতে 'তৎ'—ঈশ্বর; 'ত্বম্'—জীব, এবং 'অসি'ও লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা 'ব্রহ্ম'; এইরূপ অর্থ সর্ব্বথা ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং গ্রহণের অযোগ্য। ৬

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদগত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ

১। 'অয়ম্' ও 'আত্মা' এই পদদ্বয়ের অর্থ।

গ্রন্থকার এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদগত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রটি এই –[সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ] আচার্য্যপাদ শঙ্কর উপনিষদ্ভাষ্যে ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রে যে জগৎকে ওঁকারাত্মক বলা হইয়াছে এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মকে সেস্থলে এবং এই মন্ত্রে, প্রথমে পরোক্ষভাবে নির্দ্দেশ করা হইল; এক্ষণে আবার সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ

করিয়া বলিতেছেন যে, "এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ"। "অয়ম্ আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে 'অয়ম্' শব্দদ্বারা চতুষ্পাদবিশিষ্টরূপে যাহার বিভাগ করা হইতেছে, সেই আত্মাকে, (অঙ্গুলিনির্দ্দেশের ন্যায়) অভিনয় করিয়া প্রত্যগ্ (জীব-) আত্মা-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। (অভিপ্রায় এই—'ইদম, প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ"॥ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্তু বিষয়ে 'ইদম্' শব্দের, সন্নিহিততর বস্তুবিষয়ে 'এতদ্' শব্দের, বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্ত্তী বিষয়ে 'অদস্' শব্দের, আর পরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ে 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ হয়। এখানে 'অয়ম্' পদটি 'ইদম্' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; সুতরাং প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থই উহার অর্থ; আত্মাও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অহং-প্রতীতির বিষয়, সুতরাং 'অয়ং' পদবাচ্য হইয়াছে। কোনও প্রত্যক্ষবস্তুকে যেমন 'এই'—'অয়ম্'—বলিয়া অঙ্গুলি প্রভৃতির দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, তেমনি এখানে 'অয়ম্ আত্মা' বলিয়া আত্মার প্রত্যক্ষবৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।) পরাপর ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ওঁকার শব্দার্থ সেই এই আত্মা, কার্ষাপণের ন্যায় (কাহণের) ন্যায় চতুষ্পাৎ (চারি অংশবিশিষ্ট), কিন্তু গো-র মত নহে। (তাৎপর্য্য এই -ষোলপণে এক কাহন কড়ি হয়; তাহার প্রত্যেক চারিপণকে এক এক পাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয়; বস্তুতঃ ঐ কাহণ ও পাদ-ব্যবহার কড়িতে আরোপিত হয় মাত্র; উহা কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্ম যখন নিষ্কল [নিরংশ] তখন বাস্তবিকপক্ষে তাহারও পাদব্যবহার আরোপমাত্র, সত্য নহে।)

গ্রন্থকার 'অয়ম্' ও 'আত্মা' এই দুই পদদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্।
অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে॥ ৭

অন্বয়—অয়ম্ ইতি উক্তিতঃ স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বম্ মতম্। অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মা ইতি গীয়তে।

অনুবাদ—'অয়ম্' এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশতার সহিত অপরোক্ষতার সূচনাই অভিপ্রেত। অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত যে সঙ্ঘাত, তাহার অভ্যন্তরে যিনি বিদ্যমান, তিনিই এস্থলে 'আত্মা' এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছেন।

টীকা—"অয়ম ইতি উক্তিতঃ"—'অয়ম্' (এই)—এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা, "স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বম্ মতম্"-সাক্ষীর স্বপ্রকাশতাযুক্ত অপরোক্ষতা বুঝানই অভিপ্রেত; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টাদির ন্যায় নিত্যাপরোক্ষতা এবং ঘটাদির ন্যায় দৃশ্যতা অর্থাৎ পরপ্রকাশ্যতাযুক্ত অপরোক্ষতা এই দুই অনাত্মধর্ম্ম আত্মায় নিবারণ করিবার জন্য উক্ত শ্লোকে 'স্বপ্রকাশত্বম্' ও 'অপরোক্ষত্বম্' এই দুই বিশেষণের প্রয়োগ হইল বুঝিতে হইবে।

ভাল, অভিধানে 'আত্মন্' শব্দের অর্থ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"আত্মা জীবে ধৃতৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মনি"—দেহ, স্বভাব, ধৃতি, জীব ইত্যাদি অর্থেও 'আত্মন্' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, এস্থলে 'আত্মন্' শব্দদ্বারা কোন্ অর্থ বুঝান উদ্দেশ্য? এইরূপ

জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ"—অহঙ্কার হইয়াছে আদি যাহার অর্থাৎ যে প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়-দেহরূপ সঙ্ঘাতের, তাহা 'অহঙ্কারাদি'; সেইরূপ দেহ হইয়াছে 'অন্ত'—শেষ যাহার অর্থাৎ যে সঙ্ঘাতের, তাহা দেহান্ত। সেই অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত সঙ্ঘাতের যিনি 'প্রত্যক্' অর্থাৎ সেই সঙ্ঘাতের অধিষ্ঠান বলিয়া এবং সাক্ষী বলিয়া, আভ্যন্তর চৈতন্য তিনিই উক্ত মহাবাক্যে 'আত্মা' বলিয়া কথিত হইয়াছেন—ইহাই অর্থ। ৭

২। 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ এবং একতারূপ বাক্যার্থ।

অভিধানে 'বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ'—ব্রহ্ম শব্দে বেদ, চৈতন্য, তপস্যা, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ও প্রজাপতি বুঝায়, এইরূপে 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া সেই ব্রাহ্মণাদি অর্থ হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য, এই মহাবাক্যে 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ বলিতেছেন ঃ—

দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্ ॥ ৮

ইতি মহাবাক্যবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতঃ তত্ত্বম্ ব্রহ্মশব্দেন ঈর্য্যতে; তৎ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্।

অনুবাদ—এই দৃশ্যমান জগতের যাহা তত্ত্ব বা মূলকারণ তাহাই এই মহাবাক্যে 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ।

টীকা—আকাশাদি সমস্ত জগৎ, দৃশ্য অর্থাৎ অনুভবগ্রাহ্য বলিয়া মিথ্যারূপ; তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ বলিয়া, যাহা সেই জগতের বাধের (নিষেধের) অবধি বা সীমা, এইহেতু পারমার্থিক বা বাস্তবিক—এইরূপ এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণযুক্ত স্বরূপ যাঁহার, তিনিই এই মহাবাক্যে 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছেন, ইহাই অর্থ। এক্ষণে পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—'সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মস্বরূপ'—এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি হইতেছেন আত্মাই। এই ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপই উক্ত মহাবাক্যের অর্থ। ৮

এইপ্রকারে চারিটি মহাবাক্যের যে অর্থ দাঁড়াইল অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা, তাহাই বর্ণিত হইল। তাহার মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় যে অধিকারীর রুচি হইবে, সেই অধিকারী সেই প্রক্রিয়াপ্রদিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া, বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতারূপ সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া বেদান্তশাস্ত্র এবং ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুবদন হইতে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বিচারদ্বারা জীববাচক ও ঈশ্বর-বাচক দুই দুই পদের অর্থ শোধন করিয়া, সেই সেই বাক্যের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া শ্রবণমননাদিদ্বারা সংশয় ও বিপর্য্যয় দূর করিবেন এবং দৃঢ় অপরোক্ষনিষ্ঠাদ্বারা অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যরূপ অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি অনুভব করিবেন।

ইতি মহাবাক্যবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (ক)

দ্রব্য-গুণ-জাতি-কর্ম্ম (পৃঃ ৪০ পং ৩১)

(১) দ্রব্য—["গুণাশ্রয়ঃ দ্রব্যম্"—অন্নম্ভট্টকৃত তর্কদীপিকা পৃঃ ৪] গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলে ; কেননা, গুণ নিজেই নিজের আশ্রয় হইতে পারে না ; আর জাতি প্রভৃতির আশ্রয় ব্যক্তি প্রভৃতি : তাহারা গুণের আশ্রয় নহে। এইহেতু গুণের আশ্রয়কে 'দ্রব্য' বলে। অথবা ["সমবায়িকারণম্ দ্রব্যম্"—কেশবমিশ্র-কৃত তর্কভাষ্য পৃঃ ২৭] সমবায়িকারণকে দ্রব্য বলে। (নিম্নে কর্ম্মের লক্ষণে সমবায়িকারণের লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। ইহাই ন্যায়সম্মত দ্রব্যের লক্ষণ।

ন্যায়মতে কারণ তিন প্রকার—(১) সমবায়ী, (২) অসমবায়ী ও (৩) নিমিত্ত। বেদান্তমতে কারণ দুই প্রকার ; উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। ন্যায়ের সমবায়িকারণই বেদান্তের উপাদানকারণ।

কোনও কার্য্যের সমবায়ী বা উপাদান কারণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া যে সংযোগ বা গুণ বা ক্রিয়া কার্য্যের উৎপাদক হয়, তাহা ন্যায়মতে অসমবায়িকারণ এবং বেদান্তমতে নিমিত্তকারণ। (যাহা কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং সেইরূপ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম কারণ ; তন্মধ্যে যাহা কার্য্যের কেবল উৎপত্তির কারণ, তাহা নিমিত্তকারণ এবং যাহা কার্য্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাহা উপাদানকারণ।)

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট 'দ্রব্য', ন্যায়মতে কেবল ৯ প্রকারেরই হইতে পারে। যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, দিক্, কাল, আত্মা ও মন।

(২) গুণ—["দ্রব্যকর্ম্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ।" "গুণত্বরূপজাতিমান্ বা" তর্কদীপিকা পৃঃ ৬)] যাহা দ্রব্য নহে, কর্ম্ম নহে, কিন্তু জাতিমাত্রের আশ্রয়, তাহার নাম গুণ। জাতি, সমবায়সম্বন্ধ, অভাব প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে ভিন্ন বটে কিন্তু তাহারা জাতির আশ্রয় নহে ; আবার কর্ম্ম হইতে ভিন্ন অথচ জাতির আশ্রয়, দ্রব্যও বটে কিন্তু তাহা কেবল জাতির অর্থাৎ জাতিমাত্রের আশ্রয় নহে ; তাহা গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মের আশ্রয়, আবার কর্ম্মও কেবল জাতির (জাতিমাত্রের) আশ্রয় বটে, কিন্তু তাহা কর্ম্ম হইতে ভিন্ন নহে ; এইরূপে উক্ত লক্ষণ 'অলক্ষ্যে'—লক্ষিত বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তুতে, গমন করে না অর্থাৎ 'too wide' নহে। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট গুণ,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা প্রভৃতি হইতে সংস্কার পর্য্যন্ত ২৪ প্রকারের হইতে পারে—ইহা ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৩) জাতি—["নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতং সামান্যম্"] যাহা নিত্য এক হইয়া সমবায় সম্বন্ধে, অনেক ধর্ম্মীতে অনুগত বা অনুস্যূত ধর্ম্ম, তাহার নাম জাতি। ইহাকে 'সামান্য'ও বলে। এই লক্ষণের পরীক্ষা এইরূপে হইবে—মন (ন্যায়মতে) নিত্য বটে, কিন্তু এক না হইয়া এবং অনেক ধর্ম্মীতে অনুগত না হইয়া প্রত্যেক জীবে ভিন্ন ভিন্ন এবং অণুপ্রমাণ।

আত্মাও নিত্য বটে এবং অনেক জীবে অনুগত বা অনুস্যূত বটে কিন্তু এক নহে। আকাশ নিত্য বটে এবং এক হইয়া অনেক বস্তুতে অনুগত বটে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে অনুগত নহে, কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে অনুগত। এইরূপে দেখা গেল জাতির লক্ষণ অলক্ষ্যে গমন করে নাই অর্থাৎ 'too wide' হয় নাই। সেই জাতি অধিক বস্তুতে অনুগত বা 'পর', এবং অল্পবস্তুতে অনুগত বা 'অপর' ভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ পরজাতির দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন—ঘট আছে, পট আছে, এইরূপে 'আছে'-দ্বারা সূচিত অস্তিত্ব—যাহা সর্ব্বপদার্থে বিদ্যমান, তাহা সত্তারূপ 'পর'জাতি। আর তাঁহারা যে ৯ প্রকার মাত্র দ্রব্য স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ২৪ প্রকার মাত্র গুণ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব 'অপর'জাতি। নৈয়ায়িকেরা এই প্রকারে ভেদসহিত জাতির বিবরণ দিয়া থাকেন।

(৪) **কর্ম্ম— যাহা সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণ, তাহার সমান জাতীয়ের নাম কর্ম্ম বা ক্রিয়া,** যেমন (ঘটের উপাদানভূত) দুইখানি কপালের (খাপরার) সংযোগ ও বিয়োগের নিমিত্ত চেষ্টা (প্রযত্ন) সেই দুই কপালের সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণ। অসমবায়িকারণের লক্ষণ এই—যাহা সমবায়িকারণের (অর্থাৎ উপাদানের) সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যের উৎপাদক হয়, তাহার নাম অসমবায়িকারণ এবং যাহার স্বরূপে কার্য্যের প্রবেশ হয় তাহা সমবায়িকারণ; এস্থলে উক্ত সংযোগ ও বিয়োগের সমবায়ী বা উপাদানকারণ হইতেছে উক্ত দুই কপাল। চেষ্টা বা প্রযত্ন সেই দুই কপালের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া সংযোগ ও বিয়োগরূপ কার্য্যের উৎপাদক হয় বলিয়া, অসমবায়িকারণ এবং সংযোগ ও বিয়োগ সেই দুই কপালের স্বরূপে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া যায় বলিয়া সেই দুই কপাল উক্ত সংযোগ ও বিয়োগরূপ কার্য্যের সমবায়িকারণ (বা উপাদান কারণ)। সেই চেষ্টা ও তাহার সমান জাতীয় চেষ্টাকে "কর্ম্ম" বলে।

এই লক্ষণের পরীক্ষা এইরূপে হইবে:—উক্ত লক্ষণ হইতে "সংযোগ ও বিয়োগের" এই অংশটুকু বাদ দিলে, অর্থাৎ 'অসমবায়িকারণের সমান জাতীয়ের নাম কর্ম্ম বা ক্রিয়া বলিলে', শুক্লবস্ত্রের শুক্লবর্ণের অসমবায়িকারণ যে তন্তুর শুক্লবর্ণ (গুণ), তাহাও কর্ম্মের সংজ্ঞার ভিতর পড়ে এবং ঘটের অসমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়ের সংযোগ, তাহাও কর্ম্মের সংজ্ঞার ভিতরে পড়ে। উক্ত লক্ষণ হইতে "অসমবায়ি"-শব্দ বাদ দিলে, সংযোগ ও বিয়োগের সমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়, তাহাও 'কর্ম্ম'সংজ্ঞার ভিতরে পড়ে। "সমান জাতীয়" এই অংশ বাদ দিলে, সংযোগ ও বিভাগ প্রকৃতপক্ষে না ঘটিলে তদুভয়ের নিমিত্ত চেষ্টা বা প্রযত্ন, 'কর্ম্ম'-লক্ষণের ভিতরে পড়ে না। এইহেতু উক্ত লক্ষণটি নির্দ্দোষ।

কর্ম্ম পাঁচপ্রকার;—যথা—উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। বেদান্ত-মতে কর্ম্ম তিনপ্রকার; যথা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক অথবা বচন, গ্রহণ, গমন, রতি ও মলত্যাগ। কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্রিয়া এই তিনটির অথবা পাঁচটিরই অন্তর্গত।

পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (খ)

মহাবাক্য ও মহাবাক্যার্থনির্ণয় (পৃ ২০১ পঃ ২৩)

"আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসন্নিধিমৎপদসমুদায়ঃ বাক্যম্" -যে পদ না থাকিলে অপর কোনও পদের অন্বয় বুঝা যায় না, সেই পদের সহিত তাহার সমভিব্যাহারযোগ্যতা বশতঃ বা একত্র উচ্চারণের যোগ্যতাবশতঃ, সান্নিধ্য ঘটিলে, সেই পদসমুদায়কে বাক্য বলে। যেমন 'গাম্ আনয়'; 'গাম্' 'গরুটিকে' 'আনয়'—'লইয়া আইস' এই দুইটি পদ লইয়া একটি বাক্য হইল। বিলম্বোচ্চারিত পদ-সমুদায় যাহাতে এই লক্ষণের ভিতরে না আসিয়া পড়ে, সেইহেতু বলিতে হইল—"সান্নিধ্য ঘটিলে"। 'অগ্নি দ্বারা সেচন কর'—এইস্থলে 'অগ্নি' শব্দের সহিত 'সেচন' শব্দের একত্র প্রয়োগের অযোগ্যতা-সদৃশ অযোগ্যতা না ঘটে, এইহেতু বলিতে হইল 'সমভিব্যাহারযোগ্যতা'। গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী ইত্যাদি পরস্পর অন্বয়রহিত পদসমষ্টিতে 'বাক্য'শব্দের প্রয়োগ যাহাতে না ঘটে, সেইহেতু 'অন্বয়' শব্দের উল্লেখ করিতে হইল।

তৎ-ত্বংপদার্থৈক্যবোধকবাক্যং মহাবাক্যম্—'তৎ' বা পরব্রহ্ম এবং 'ত্বং' বা জীব এই দুই পদের অর্থের একতাবোধক বাক্যকে মহাবাক্য বলে। বেদে এইরূপ বাক্য সংখ্যায় দ্বাদশটি হইলেও, চারিটিই প্রধানতঃ 'মহাবাক্য'নামে প্রসিদ্ধ।

কোনও বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ না বুঝিলে, সেই বাক্যের অর্থ বুঝা যায় না বলিয়া, পদসমুদায়ের অর্থ অগ্রে জানিতে হয়। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে 'বৃত্তি' বলে। সেই বৃত্তি বা সম্বন্ধ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি। কোনও পদে তাহার অর্থের জ্ঞান করাইবার যে সামর্থ্য থাকে, তাহাকে সেই পদের 'শক্তি' বলে; যেমন 'জন্তু' শব্দে প্রাণীকে বুঝাইবার সামর্থ্য আছে। সেই সামর্থ্যকে 'জন্তু' শব্দের শক্তি বলে। কোনও পদের শক্তিবৃত্তিদ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে সেই পদের 'শক্যার্থ' বলে। তাহারই নামান্তর 'বাচ্যার্থ'। শক্যার্থের সহিত অন্য অর্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণাবৃত্তি বলে। সেই লক্ষণাবৃত্তি তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—'জহৎ লক্ষণা', 'অজহৎ-লক্ষণা' ও 'ভাগত্যাগ-লক্ষণা'।

যে স্থলে কোনও পদের বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেই তাহার সম্বন্ধের প্রতীতি হয়, সেইস্থলে সেই সম্বন্ধকে 'জহৎ-লক্ষণা' বলে। (জহৎ-শব্দ ত্যাগার্থক 'হা'-ধাতু-নিষ্পন্ন)। যেমন, 'গঙ্গায় গ্রাম আছে' বলিলে, গঙ্গার জলপ্রবাহে গ্রাম থাকা অসম্ভব বলিয়া, জলপ্রবাহকে পরিত্যাগ করিয়া জলপ্রবাহের সহিত তীরের সংযোগ-সম্বন্ধ ধরিয়া তীরকেই বুঝিতে হয়। এস্থলে 'গঙ্গা' পদের জলপ্রবাহরূপ অর্থটিকে সমগ্র ভাবে পরিত্যাগ করিলেই অর্থসঙ্গতি হয়, সেইহেতু জহৎ-লক্ষণাদ্বারা 'তীর' অর্থ পাওয়া গেল। 'পথ গিয়াছে' 'উনুন জ্বলিতেছে' এইগুলিও জহৎ-লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

যে স্থলে বাচ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সহিত বাচ্যের সম্বন্ধীর প্রতীতি হয়, সেই স্থলে, সেই সম্বন্ধকে 'অজহৎ-লক্ষণা' বলে; যেমন 'লাল দৌড়িতেছে' বলিলে লাল রঙের দৌড়ান অসম্ভব

বলিয়া সেই 'লাল' শব্দের বাচ্যার্থ লালরঙের সহিত অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট অশ্বাদিতে 'লাল' শব্দের অজহতী লক্ষণা হইল। লালগুণের সহিত লাল অশ্বাদি গুণীর যে তাদাত্ম্য (সমবায়) সম্বন্ধ, তাহাই হইল লক্ষণা এবং বাচ্যার্থ লালরঙের পরিত্যাগ হইল না, তদধিক অশ্বাদির গ্রহণ হইল বলিয়া এই লক্ষণা 'অজহতী লক্ষণা'। দধি হইতে পিপীলিকা তাড়াইবার জন্য রৌদ্রে রাখিয়া ভৃত্যকে 'কাক হইতে দধি রক্ষা কর' বলিলে, সেই 'কাক' শব্দে কাকের সহিত বিড়ালাদিকেও বুঝিতে হয়; ইহাও অজহতী লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

যে স্থলে সমগ্র বাচ্যার্থ হইতে এক অংশের ত্যাগ ও অপর অংশের গ্রহণ করিতে হয়, সেই স্থলে সেই লক্ষণার নাম 'ভাগত্যাগলক্ষণা'। ইহার 'নামান্তর জহত্যজহতী' লক্ষণা। যেমন পূর্ব্বদৃষ্ট কোনও ব্যক্তিকে দেখিয়া কেহ বলিল, 'সেই এই'। এস্থলে 'সেই' শব্দের অর্থ অতীতকালে ও অন্যদেশে অবস্থিত, এক কথায় 'পরোক্ষ'। 'এই' শব্দের অর্থ বর্ত্তমানকালে ও সমীপে অবস্থিত; এক কথায় 'অপরোক্ষ'। এই উভয়পদই একবিভক্তি-যুক্ত অর্থাৎ প্রথমান্ত থাকাতে, সেই সমানবিভক্তির বলে, উভয়ের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে অর্থাৎ উভয়ে একই বস্তুকে বুঝাইতেছে। তদুভয়ের একতা প্রতীত হইলেও তাহারা বিরোধিধর্ম্মবান্—একটি পরোক্ষ অপরটি অপরোক্ষ। সুতরাং তদুভয়ের একতা সম্ভবপর হয় না, এই কারণে 'লক্ষণা' করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'জহৎ-লক্ষণা' বা 'অজহৎ-লক্ষণা' এস্থলে খাটে না, কেননা, 'জহৎ-লক্ষণা' করিলে সেই ব্যক্তিটিকেও ছাড়িতে হয়; আর 'অজহৎ-লক্ষণা' করিলে তাৎপর্য্যগ্রহণ অসম্ভব হয়, কেননা, অতীতকাল ও অন্যদেশ উক্ত ব্যক্তির সহিত উপস্থিত নাই। এইহেতু 'সেই' শব্দের অর্থ যে পরোক্ষতাসহিত ব্যক্তি এবং 'এই' শব্দের অর্থ যে অপরোক্ষতাসহিত ব্যক্তি, তদুভয় হইতে পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতা-ভাগ পরিত্যাগ করিলে, অবিরোধী ভাগ 'ব্যক্তি'মাত্রের গ্রহণ করিতে হইল। এই পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতার সহিত 'ব্যক্তির' 'আশ্রয়তা'-সম্বন্ধ। অবিরোধী অংশ 'ব্যক্তির' আপনার স্বরূপের সহিত 'তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ।

এই সম্পূর্ণ বাচ্যভাগের ব্যক্তির সহিত যে 'আশ্রয়তা-তাদাত্ম্য সম্বন্ধ', তাহাই লক্ষণা এবং এই স্থলে পরস্পরবিরোধী পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতারূপ বাচ্যভাগের ত্যাগ ও অবিরোধী কেবল ব্যক্তিরূপ বাচ্যভাগের গ্রহণ হইল বলিয়া ইহা ভাগত্যাগ-লক্ষণা।

লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, সেই অর্থের নাম 'লক্ষ্যার্থ'।

মহাবাক্যসমূহে জীব ও ঈশ্বরের যে একতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই একতা কি প্রকার? অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ কিরূপ?

শুদ্ধ ব্রহ্ম সকল মহাবাক্যেরই লক্ষ্যার্থ। সেই লক্ষ্যার্থের ধারণা করাইবার জন্য দ্বাদশটি মহাবাক্যেরই প্রয়াস। সেই প্রয়াস কেবল উপাধিবর্জ্জনপূর্ব্বক একত্বোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্য। বুদ্ধির শুদ্ধতাবশতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প প্রয়াসেই অথবা বিনাপ্রয়াসেই যিনি লক্ষ্যার্থে পৌছিয়া যান, তিনি উত্তমাধিকারী। এই প্রসঙ্গে তিনি 'অজাতবাদী' বলিয়া খ্যাত অর্থাৎ যিনি ধারণা করিয়াছেন—'উপাধি আদৌ জন্মে নাই'

—তাঁহার বুদ্ধি সৃষ্টি ও সৃষ্টির কারণরূপ উপাধির দ্বারা অব্যাহত থাকিয়া, একেবারেই নিরুপাধিক ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ উপলব্ধি করিতে পারে। যিনি সেই উপাধিকে লঘু করিয়া অল্প প্রয়াসে শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত অভেদ উপলব্ধি করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী। আলোচ্য প্রসঙ্গে তিনি "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী" নামে খ্যাত। যিনি উপাধিবর্জ্জনের প্রয়াস অনুভব করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। তিনি এস্থলে সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী বা ব্যাবহারিক পক্ষবাদী। তিন অধিকারী একই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের অনুসারী বলিয়া এক পল্লবগত তিন পত্রের অনুরূপ।

(১) যিনি চৈতন্যরূপ একই পরমার্থসত্তা স্বীকার করেন (অর্থাৎ বুঝেন চৈতন্যের সত্যতা প্রপঞ্চসংস্কারবর্জ্জিত বুদ্ধিদ্বারাও অনুভব ও অনুমোদননিরপেক্ষ) তিনি, নির্ব্বিকার ব্রহ্মে বিকারস্বরূপ সৃষ্টি হইতেই পারে না এবং বস্তুতঃ কোন কালেই হয় নাই, এইরূপ সংশয়বিপর্য্যয়রহিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহাকে "অজাতবাদী" বলা হয়। সেই উত্তমাধিকারীকে ব্রহ্মে সৃষ্টির অধ্যারোপ ও অপবাদদ্বারা ব্রহ্মানুভব করিতে হয় না। সেইহেতু মহাবাক্যের অন্তর্গত 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের বাচ্যার্থের ও লক্ষ্যার্থের কল্পনায় তাঁহার প্রয়োজন নাই। মহাবাক্যশ্রবণ মাত্রেই ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা তাঁহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া যায়।

(২) কিন্তু যিনি বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝিতে হইলে, নিজের বুদ্ধির দ্বারা অনুভব ও অনুমোদনের অপেক্ষা আছে এইরূপ মানেন, এবং জগৎ তাঁহার নিকট প্রতীত হইতেছে বলিয়া, জগতের প্রাতিভাসিক সত্যতাও স্বীকার করেন—এইরূপে পারমার্থিক সত্তা এবং প্রাতিভাসিক সত্তা, এই উভয় সত্তাই স্বীকার করেন, সেই মধ্যমাধিকারীকে "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। (মতান্তরে—"সত্তাত্রয় বহির্ভূতত্বেঽপি অসদ্বিলক্ষণত্বম্—দৃষ্টিসৃষ্টিঃ")। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদীর পক্ষে স্বপ্নকল্পিত রাজার ন্যায় জীবকল্পিত ঈশ্বর 'তৎ'পদের, বাচ্যার্থ এবং অবিদ্যাকৃত অজ্ঞাত ব্রহ্মরূপ জীব 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থ এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম দুই পদেরই লক্ষ্যার্থ।

(৩) আবার যিনি মানেন—বস্তুকে সত্য বলিয়া মানিতে হইলে নিজের ন্যায় অপরের বুদ্ধির দ্বারা অনুভব ও অনুমোদনের অপেক্ষা আছে এবং জগৎ যেমন তাঁহার নিকট প্রতীত হইতেছে, অপরের নিকটেও সেইরূপ প্রতীত হইতেছে এবং সেইরূপ পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক এই ত্রিবিধ সত্তাই স্বীকার করেন, তাঁহাকে ব্যাবহারিক পক্ষবাদী—বা "সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী" এই আখ্যা দেওয়া হয়।

সৃষ্টিদৃষ্টিবাদরূপ ব্যাবহারিক পক্ষের অন্তর্গত পাঁচটি পক্ষ আছে—যথা (১) বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ, (২) কার্য্যকারণোপাধিবাদ, (৩) অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নবাদ, (৪) অবচ্ছেদবাদ এবং (৫) আভাসবাদ।

(১) **বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ**—একই অজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি। অজ্ঞানোপহিত শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ 'বিম্ব' হইতেছেন ঈশ্বর; তিনিই 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ; আর সমষ্টি

অজ্ঞানের সম্বন্ধজনিত ভ্রান্তিবশতঃ 'প্রতিবিম্ব'ভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মরূপ যে একই জীব, তাহাই 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থ, আর বিম্বপ্রতিবিম্বভাবকল্পনা-রহিত অসঙ্গ শুদ্ধ চৈতন্য উভয় পদের লক্ষ্যার্থ।

তাৎপর্য্য এই—অজ্ঞান ঈশ্বরেরও উপাধি বটে; কিন্তু ঈশ্বর জীবের ন্যায় অজ্ঞ নহেন; তাহার কারণ এই—উপাধি আপন স্বভাব প্রতিবিম্বে অর্পণ করিতে পারে কিন্তু বিম্বে পারে না। যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে; কণ্ঠের উপর অবস্থিত মুখ হইল বিম্ব; সেই স্থলে দর্পণ লাল, নীল ইত্যাদি বর্ণের, কিম্বা ফাটা হইলে তজ্জনিত দোষগুলি প্রতিবিম্বে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কণ্ঠের উপরে স্থিত মুখে উক্তরূপ কোনও দোষ দেখা যায় না। সেই প্রকার অজ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপ জীবে অল্পজ্ঞতাদিরূপ অজ্ঞানকৃত দোষ দেখা যায়, বিম্বরূপ ঈশ্বরে নহে। এইহেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সর্ব্বজ্ঞতা আরোপিতমাত্র, কেননা, এই প্রতিবিম্ব-বাদে শুদ্ধব্রহ্মই ঈশ্বর। তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসম্ভব হয় না, কিন্তু জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া, শুদ্ধব্রহ্মে বিম্বতা, ঈশ্বরতা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতির আরোপ করা হয়; পারমার্থিক পক্ষে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই শুদ্ধব্রহ্ম, তদুভয়ে কোন ধর্ম্মই সম্ভবপর হয় না।

(২) **কার্য্যকারণোপাধিবাদ**—মায়ারূপ কারণোপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর; তিনিই 'তৎ'পদের বাচ্য এবং অন্তঃকরণরূপ কার্য্যোপহিত চৈতন্য হইতেছে জীব 'ত্বম্'পদের বাচ্য। উক্ত দুই উপাধিরহিত শুদ্ধব্রহ্ম, 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই উভয় পদের লক্ষ্যার্থ।

(৩) **অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নবাদ**—অন্তঃকরণদ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছেন ঈশ্বর, তিনি 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ এবং অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছে জীব; তাহাই 'ত্বম্'পদের বাচ্য; এবং অনবচ্ছিন্নতা ও অবচ্ছিন্নতারূপ-উপাধিরহিত শুদ্ধব্রহ্ম 'তৎ'-'ত্বম্'—পদদ্বয়ের লক্ষ্যার্থ।

(৪) **অবচ্ছেদবাদ**—মায়াদ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) চৈতন্যরূপ ঈশ্বর, 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ, এবং মায়াদ্বারা অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য 'তৎ'পদের লক্ষ্যার্থ, এবং অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানদ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) চৈতন্যরূপ জীব, 'ত্বম্'পদের বাচ্যার্থ, এবং অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানদ্বারা অনবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য, 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থ। সেই দুই লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম ও কূটস্থ অখণ্ডৈকরস।

(৫) **আভাসবাদ**-(এই গ্রন্থে স্বীকৃত) চিদাভাসসহিত মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য হইতেছেন ঈশ্বর। তিনিই 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ; এবং চিদাভাসসহিত মায়াভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট শুদ্ধব্রহ্ম, 'তৎ'পদের লক্ষ্যার্থ। চিদাভাসবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানাংশবিশিষ্ট চৈতন্য হইতেছে জীব। সেই জীবই 'ত্বম্'পদের বাচ্যার্থ। আর চিদাভাসবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানাংশরূপ উপাধি বা বিশেষণভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম অখণ্ডৈকরস।

এই পাঁচ প্রক্রিয়াতেই জীব-ভাব ও ঈশ্বর-ভাবের এবং জগতের আরোপ করিয়া তাহার অপবাদদ্বারা অদ্বৈতব্রহ্ম বুঝানই তাৎপর্য্য। ইহার মধ্যে যে প্রক্রিয়াদ্বারা যাঁহার অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই প্রক্রিয়াই তাঁহার উপযোগী।

——:*:——

পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (গ)

(পঞ্চমাধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক ২০১ পৃ, পঞ্চম শ্লোকের সহিত পাঠ্য)

শ্বেতকেতুবিদ্যাপ্রকাশ

(ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের সারসংগ্রহ—"অনুভূতি-প্রকাশে' তৃতীয়াধ্যায়।)

ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুর্যামারুণেলর্দ্ধবানিমাম্। ব্রহ্মবিদ্যাং সংগ্রহেণ বক্ষ্যেঽহং সুখবুদ্ধয়ে॥

শ্বেতকেতু, পিতা আরুণির নিকট হইতে যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, (যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের, ষষ্ঠ প্রপাঠকে বর্ণিত হইয়াছে) ইহাই আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব—যাহাতে লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে। ১।

বেদানধীত্য গর্ব্বেণ শ্বেতকেতুঃ পরাঙ্মুখঃ। আসীৎ প্রত্যঙ্মুখীকর্ত্তুং গুরুরাহাতিবিস্ময়ম্॥ ২

শ্বেতকেতু চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা-মদবশতঃ বহির্মুখ বা অনাত্মনিষ্ঠই রহিয়া গেলেন। তাহাকে আত্মনিষ্ঠ বা অন্তর্মুখ করিবার জন্য, পিতা সাতিশয় বিস্ময়োৎপাদক কথা বলিলেন (অথবা তাহাকে অতি-বিস্ময় বা একান্ত গর্ব্বহীন করিয়া অন্তর্মুখ করিবার জন্য বলিলেন।)। ২।

একতত্ত্বে শ্রুতে সর্ব্বমশ্রুতং চ শ্রুতং ভবেৎ। অমতং চ মতং তদ্বদবিজ্ঞাতং চ বুধ্যতে॥ ৩

যে একটিমাত্র তত্ত্ব শ্রবণ করিলে অশ্রুত সমস্ত তত্ত্বেরই শ্রবণ হইয়া যায়, যাহার মনন করিলে অর্থাৎ যুক্তিসহকারে বিচার করিলে সমস্ত তত্ত্বেরই মনন হইয়া যায় এবং যাহার অনুভব করিলে অননুভূত সকল বিষয়েরই অনুভব হইয়া যায়, সেই তত্ত্বটি যে কী, তাহা তুমি কি গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আসিয়াছ ?। ৩।

নর্গ্বেদজ্ঞানমাত্রেণ যজুর্ব্বেদাদি বুধ্যতে। তস্মাদেকধিয়া সর্ব্বজ্ঞানং স্যাদিত্যলৌকিকম্॥ ৪

নৈবং মৃদ্ধেমলোহেষু লৌকিকেঽস্য দর্শনাৎ। মৃদাদিজ্ঞানতঃ সর্ব্বং মৃন্ময়ং জ্ঞায়তে স্ফুটম্॥৫

(শ্বেতকেতু ভাবিলেন—) কেবল এক ঋগ্বেদের জ্ঞানদ্বারা যখন যজুর্ব্বেদাদি বুঝা যায় না, তখন একটিমাত্র তত্ত্বের জ্ঞান হইলে, সকল তত্ত্বের জ্ঞান হইবে—ইহা ত' অলৌকিক ব্যাপার—(পরম বিস্ময়কর); (কহিলেন, সেইরূপ উপদেশ ত' পাই নাই; তাহা কি প্রকার ?) পিতা কহিলেন—ইহা কিছু অলৌকিক নহে; মৃত্তিকা, স্বর্ণ, লৌহ ইত্যাদি লৌকিক পদার্থবিষয়ে দেখা যায় যে মৃত্তিকাদির জ্ঞান হইলেই যাবতীয় মৃন্ময়াদি বস্তুর জ্ঞান হয়, ইহা ত' স্পষ্ট। ৪,৫।

মৃদো ঘটশরাবাদ্যা বিকারাস্তত্তদাকৃতিঃ। মৃদ্বোধাদ্‌বুধ্যতে নেতি যদুচ্যেত ন বুধ্যতাম্॥ ৬

হে পুত্র, যদি বল 'ঘটশরাবাদি মৃত্তিকারই বিকার, মৃত্তিকা জানিলেই ঘটশরাবাদির আকৃতি জানা যায়—ইহা যাহা বলিলেন, তাহা ত' মনে লাগে না'—তবে বলি, ঐরূপ ধারণা লইয়া থাকিও না। (যৎ=যদি) ৬।

আকৃত্যাধারভাগো যো ঘটস্যাসৌ তু বুধ্যতে। আধারো মৃত্তিকাধেয় আকারশ্চোভয়ং ঘটঃ॥ ৭

ঘটের আকৃতি দেখিয়া, ঘটের যেটি আধারভাগ তাহা ত' বুঝা যায়; ঘটের আধারভাগ হইতেছে মৃত্তিকা; ঘটাকৃতি সেই মৃত্তিকাভাগেরই আধেয়, অর্থাৎ ঘটের আকৃতি মৃত্তিকারূপ আধারেই অবস্থিত; 'ঘট' বলিতে উভয়কেই বুঝিতে হয়। ৭।

আধারভাগমাত্রেঽপি জ্ঞাতে জ্ঞাতো ঘটো ভবেৎ
গোপুচ্ছমাত্রসংস্পর্শাদ্গোস্পর্শব্রতপূর্ত্তিবৎ ॥ ৮

কেবল আধারভাগটিকে জানিলেই ঘটও জ্ঞাত হইয়া যায়, যেমন ব্রতের অঙ্গরূপ 'গোস্পর্শের' বিধানে, গো-পুচ্ছমাত্র স্পর্শ করিলেই ব্রত পূর্ণ হয়, সেইরূপ। ৮।

আকৃতের্যদ্বদজ্ঞানে ঘটাজ্ঞানং ত্বয়োচ্যতে। তদ্বদাধারবোধেন ঘটো বুদ্ধঃ কুতো ন হি ॥ ৯
আকৃত্যাধারয়োস্তুল্যং ভাগত্বং ন মৃদং বিনা। কেবলাকৃতিমাত্রঃ সন্ ঘটঃ কাপি সমীক্ষ্যতে ॥ ১০

তুমি যখন স্বীকার কর—ঘটের আকৃতির জ্ঞান না হইলে, ঘটজ্ঞান হয় না, তখন ঠিক সেইরূপেই ঘটের আধারের জ্ঞান না হইলে ঘটজ্ঞান কিরূপে হইবে? আকৃতি ও আধার ত' তুল্যরূপেই ঘটের 'ভাগ'; মৃত্তিকাকে ছাড়িয়া দিলে, ঘটকে কেবল আকৃতিস্বরূপ বুঝিলে, ঘটকে ত' কোথাও দেখিতে পাও না। ('ন আধারবোধেন' এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে)। ৯, ১০।

মৃদ্রূপাৎ কারণদ্রব্যাৎ কার্য্যদ্রব্যং ঘটাদিকম্। অন্যত্তৎ সমবেতং হি মৃদীতি প্রাহ তার্কিকঃ ॥ ১১

তার্কিকগণ (নৈয়ায়িকগণ) বলেন বটে,—'মৃত্তিকারূপ কারণদ্রব্য হইতে সেই ঘটাদিরূপ কার্য্যদ্রব্য পৃথক্, সেই কার্য্যদ্রব্য মৃত্তিকায় সমবেত হইয়া রহিয়াছে'। ১১।

স্বযুক্ত্যাসৌ তথা ব্রূতে নত্বেতল্লোকসম্মতম্। ঘটে মৃদঃ পৃথগ্ভূতে কীদৃক্ তত্ত্বমুদীর্য্যতাম্ ॥ ১২

তাঁহারা আরও বলেন—'মৃত্তিকায় ঘট রহিয়াছে' এইরূপ প্রতীতি অন্য কোনও প্রকারে উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় না বলিয়া বলিতে হইবে ঘটরূপ কার্য্যদ্রব্য মৃত্তিকারূপ কারণদ্রব্য হইতে পৃথক্; কিন্তু তাঁহাদের এ সকল কথা লোকসম্মত নহে; কেননা, মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হইলে ঘটের স্বরূপ কিপ্রকার হইবে, বল। ১২।

বাচৈবারভ্যতে কিংবা পৃথগানীয়তে বদ। বাচৈবারভ্যতে তত্ত্বং কিঞ্চিন্ন স্যাৎ খপুষ্পবৎ ॥ ১৩

ঘটের সেই স্বরূপ, 'ঘট' এই শব্দদ্বারাই আরব্ধ হয় অথবা অন্য কোথা হইতে পৃথগ্ভাবে সমানীত হয়, তাহা বল। আর ঘটের সেই স্বরূপ যখন 'ঘট' এই শব্দদ্বারাই আরব্ধ হয়, তখন তাহাকে আকাশকুসুমের ন্যায় 'কিছুই নহে' অর্থাৎ নিস্তত্ত্ব বলিতেই হইবে। [এস্থলে অনুমান এইরূপ হইবে—মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ঘট (পক্ষ)—নিস্তত্ত্ব (সাধ্য); বচনোপাদানক বলিয়া (হেতু); আকাশকুসুমের ন্যায় (দৃষ্টান্ত)]। ১৩।

মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। বন্ধ্যাপুত্র ইতি প্রোক্তো নিস্তত্ত্বমখিলং খলু ॥ ১৪

সেই নিস্তত্ত্বতা এইরূপ—মৃগতৃষ্ণার অর্থাৎ মরীচিকা-নির্ম্মিত জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুমনির্ম্মিত চূড়া ধারণ করিয়া বন্ধ্যাপুত্র (আসিতেছেন)—এই বন্ধ্যাপুত্র কেবল শব্দেই বিদ্যমান; সেই বন্ধ্যাপুত্র এবং তাহার বিশেষণদ্বয় একেবারেই নিস্তত্ত্ব। ১৪।

পৃথগানয়নং কর্ত্তুং ধীমতাপি ন শক্যতে। অতোঽনৃতো ঘটো নৈব সত্যইত্যভ্যুপেয়তাম্ ॥ ১৫

তুমি সুবুদ্ধিমান্ হইলেও ঘটকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া আনিতে পারিবে না; এই হেতু ঘট মিথ্যা, সত্য নহে, ইহা তোমাকে মানিতেই হইবে। ১৫।

সমবায়স্ত্বয়া প্রোক্ত আরোপং ব্রূমহে বয়ম্। স্থাণাবারোপিতশ্চৌরো যথা মৃদি ঘটস্তথা ॥ ১৬
আরোপাৎ পূর্ব্বমূর্দ্ধ্বঞ্চ তদভাবাদসত্যতা। আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা ॥ ১৭

তুমি যে-মৃত্তিকার সহিত ঘটের 'সমবায়সম্বন্ধ' বলিলে, তাহাকে আমরা বলি 'আরোপ'; (যেরূপ ভ্রান্তিবশতঃ) স্থাণুতে (গাছের গুঁড়িতে) চোর আরোপিত হয়, ঘট মৃত্তিকায় সেইরূপ আরোপিত। আরোপের পূর্ব্বে এবং পরে, ঘট মৃত্তিকায় অবিদ্যমান বলিয়া ঘট অসত্য; কেননা, যাহা আদিতে ছিল না, অন্তেও থাকিবে না, তাহা মধ্যেও অর্থাৎ বর্ত্তমান কালেও নাই। (এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে—গৌড়পাদীয়কারিকা, ২।৬; ৪।৩১)। ১৬, ১৭।

কালত্রয়ানুগঃ স্থাণুঃ সত্যো মৃচ্চ তথেক্ষ্যতাম্। সত্যানৃতে চ মিথুনীকৃত্য কুম্ভ ইতীর্য্যতে॥১৮

স্থাণু কালত্রয়েই বিদ্যমান। ভাবিয়া দেখ—মৃত্তিকাও ঠিক সেইরূপ। মৃত্তিকাই (ঘট এইরূপ জ্ঞানের বিষয়তাপ্রাপ্ত হইলে), সত্য ও মিথ্যার পরস্পর সম্মেলনে 'ঘট' বলিয়া কথিত হয়। ১৮।

শব্দপ্রত্যয়কার্য্যাণি সন্তি মৃদ্ঘটয়োঃ পৃথক্। স্থাণৌ চৌরে চ দৃষ্টানি পৃথক্‌কৃতানি তথাত্র চ॥১৯

ভ্রমবশতঃ যখন স্থাণু চোর বলিয়া গৃহীত হয়, তখন 'চোর'শব্দ, 'চোর'-প্রত্যয় এবং 'চোর' বলিয়া ব্যবহার যেমন 'স্থাণু'শব্দ, 'স্থাণু'প্রত্যয় এবং 'স্থাণু' বলিয়া ব্যবহার হইতে ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়, মৃত্তিকা ও (তদুপাদানক) ঘট সম্বন্ধেও শব্দ, প্রত্যয় ও ব্যবহার ঠিক সেইরূপ পৃথক্। ১৯

দ্বিবিধব্যবহারস্য সম্ভাবেঽপি বিবেকিনঃ। সত্যায়াং মৃদি তাৎপর্য্যং নানৃতেঽস্তি ঘটাদিকে॥২০

স্থাণুর দৃষ্টান্তে 'চোর'শব্দ, 'চোর'প্রত্যয় এবং 'চোর' বলিয়া ব্যবহার মিথ্যা এবং 'স্থাণু'শব্দ, স্থাণু'প্রত্যয় এবং 'স্থাণু' বলিয়া ব্যবহার সত্য; এইরূপে সত্য ও মিথ্যারূপ দুই প্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা এবং ঘটের দৃষ্টান্তে সেইরূপ দ্বিবিধ ব্যবহার সম্ভব হইলেও, যিনি (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ) বিচারপরায়ণ, তিনি মৃত্তিকায় প্রযুক্ত শব্দ, মৃত্তিকা-প্রত্যয় এবং মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহারই সত্য এবং সেইহেতু উপাদেয়, বলিয়া তাহাদেরই গ্রহণে প্রবৃত্ত হন, ঘটাদিতে প্রযুক্ত শব্দ, ঘটাদি প্রত্যয় এবং ঘটাদি বলিয়া ব্যবহার মিথ্যা বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। ২০।

ইক্ষৌ রসোঽস্ত্যৃজীষঞ্চ রসং গৃহ্ণাতি বুদ্ধিমান্। নর্জীষমেবং কুম্ভেঽপি মৃদ্ভাগে যুক্ত আদরঃ॥২১

ইক্ষুতে যেমন রস আছে, তেমনি ঋজীষ (ছিবড়াও) আছে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রসই গ্রহণ করিয়া থাকেন, ছিবড়া গ্রহণ করেন না। সেইরূপ ঘটের মৃত্তিকাভাগেই (তত্ত্বনির্ণয়ার্থী বিচারশীল ব্যক্তির) আদর সমীচীন। ২১।

যে ঘটাদিষু মৃদ্ভাগা জ্ঞাতব্যা আদরেণ তে। সর্ব্বেঽপি রাশিবিজ্ঞানাদেব জ্ঞাতা ভবন্তি হি॥২২

আধার ও আধেয় এই উভয়ভাগাত্মক ঘটাদিতে মৃত্তিকাদিরূপ আধারভাগসমূহ সত্য বলিয়া আদরে গ্রহণীয়; (সেইগুলি, মিথ্যা আধেয় ভাগসমূহে অনুগত বলিয়া বর্জ্জনীয় নহে;) কেননা, ঘটাদিবিকারসমূহ মৃত্তিকাদিরাশি বলিয়া বিদিত হইলেই বিদিত হইতে পারে। ২২।

মৃদ ঐক্যেঽপি সর্বত্বমাকারৈস্তদুপাধিভিঃ। নিরুপাধিকবিজ্ঞানাৎ সর্বোপহিতধীর্ভবেৎ॥২৩

(শঙ্কা) ভাল, ঘটাদিরূপ সমস্ত মৃদ্বিকারে মৃদাত্মক আধারভাগ একই—মানিলাম; কিন্তু সেই মৃদাত্মক ভাগটিই ত' সব নহে! সেই ভাগটিকে জানিলেও পৃথুবুধ্নোদরাদিরূপ আকৃতিভাগ-সমূহ ত' অবিদিতই থাকিয়া যাইবে। (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন—মৃদাত্মক সত্য ভাগটি, সকল প্রকার আকৃতিরূপ উপাধির সহিত (অর্থাৎ সত্যভাগে আরোপিতমাত্র এই মিথ্যাভাগের সহিত) তোমার 'সব'। সেইহেতু উপাধিরহিত মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারাই ঘটাদিরূপ সমস্ত উপহিত ভাগের

জ্ঞান হইয়া যায়। [পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে—তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিবেকীর সত্যাংশেই আদর; মিথ্যাভাগ তাহার দৃষ্টিতে নাই; সত্যভাগই তাহার দৃষ্টিতে আরোপিত মিথ্যাভাগের সহিত 'সব'। আর উপহিত ঘটাদি মিথ্যা বলিয়া তাহাকে 'ভাগ' বলিয়া গৌরবান্বিত করিতে বিবেকী কখনই প্রবৃত্ত হন না, যেমন কায়া ও তাহার ছায়াকে দুইটি বলিয়া মানিতে নিতান্ত অজ্ঞও সম্মত হয় না, সেইরূপ]। ২৩।

কটকাদৌ সত্যভাগা বুদ্ধা হেমধিয়া তথা। কুঠারাদৌ সত্যভাগা বুধ্যন্তে লোহবুদ্ধিতঃ॥ ২৪

ঠিক সেইরূপেই সুবর্ণের জ্ঞান দ্বারাই বলয়াদির সত্যভাগ জ্ঞাত হইয়া যায়; সেইরূপেই লৌহের জ্ঞানদ্বারাই কুঠারাদির সত্যভাগ বিদিত হইয়া যায়। ২৪।

যদ্ যৎ কার্য্যং তস্য তস্য ধীঃ স্বোপাদানবুদ্ধিতঃ।
ইতি ব্যাপ্তিং বিবক্ষিত্বা দৃষ্টান্তা বহবঃ শ্রুতাঃ॥ ২৫

(এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নিয়ম বাহির হইতেছে :—) যাহা যাহা কার্য্যরূপ, তাহার তাহার জ্ঞান, সেই সেই কার্য্যের উপাদানের জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়—এইরূপ ব্যাপ্তি বা সাধ্যসাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ২৫।

সর্ব্বে জগদুপাদানে শ্রুতে সতি ভবেচ্ছ্রুতম্।
মতে জ্ঞাতে মতং জ্ঞাতমিত্যলৌকিকতা কুতঃ॥ ২৬

জগতের যাহা উপাদান তাহা শুনিলেই জগতের যাবতীয় কার্য্যরূপ পদার্থ শ্রুত হইয়া যায়; তাহার মনন করিলে সমস্তেরই মনন হইয়া যায়; তাহা জানিলেই সমস্তই জ্ঞাত হইয়া যায়; ইহাতে অলৌকিকতা কোথা হইতে আসিল?। ২৬।

শ্রবণং গুরুশাস্ত্রাভ্যাং মননন্তু স্বযুক্তিভিঃ। বিজ্ঞানং স্বানুভূত্যেতি শ্রবণাদেরসঙ্করঃ॥ ২৭

গুরুমুখ হইতে এবং শাস্ত্রবচন হইতে শ্রবণ করিতে হয় অর্থাৎ গুরুবচন ও শাস্ত্রবাক্য উভয়েরই তাৎপর্য্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—এইরূপ অবধারণের অনুকূল মানসবৃত্তি করিতে হয় এবং প্রমাণান্তরের সহিত সেই তাৎপর্য্যের বিরোধপরিহারের নিমিত্ত অনুকূল তর্কের উদ্ভাবন নিজেরই (শুদ্ধ-) বুদ্ধি-প্রয়োগে করিতে হয়; তাহারই নাম মনন এবং তদনন্তর নিজের অনুভূতিদ্বারা বিজ্ঞান লাভ করিতে হয় অর্থাৎ অদ্বৈতাত্মস্বরূপের অনুভব পুনঃপুনঃ ধ্যানযোগে করিতে হয়—এইরূপে শ্রবণাদি প্রক্রিয়াত্রয়ের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। ২৭।

শ্বেতকেতুঃ সর্ব্ববোধমেকবোধেন বিশ্বসন্। প্রত্যঙ্ মুখোঽভবত্তস্মৈ সর্বোপাদানমীরিতম্॥ ২৮

শ্বেতকেতু যখন বুঝিলেন, এরূপ একটি বস্তু আছে যাহার জ্ঞান হইলে সকল পদার্থেরই জ্ঞান হইয়া যায় এবং সেইরূপ বিশ্বাসবশে অন্তর্মুখ হইলেন, তখন পিতা তাঁহাকে "সৎ এব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যে সকল পদার্থেরই উপাদান সেই সদ্বস্তুর উপদেশ করিলেন। ২৮।

ইদং জগন্নামরূপযুক্তমদ্য সদীক্ষ্যতে। সৃষ্টেঃ পুরা সদেবাসীন্নামরূপবিবর্জ্জিতম্॥ ২৯
মৃদ্ধেমলোহবস্তূনি বিকারোৎপত্তিতঃ পুরা। নির্বিকারাণ্যুপাদানমাত্রাণ্যাসন্ যথাতথা॥ ৩০

এই জগৎ যাহা এক্ষণে নামরূপবিশিষ্ট হইয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপরহিত সদ্বস্তুই ছিল, (কেননা, এই জগতে উপাদেয়তা গ্রহণযোগ্যতা রহিয়াছে

—যাহা যাহা উপাদেয়, তৎসমস্তই উৎপত্তির পূর্ব্বে নির্ব্বিকারোপাদানমাত্র, যেমন মৃদুপাদানক ঘটাদি ; এই জগৎও সেইরূপ, সেইহেতু নির্ব্বিকারোপাদানমাত্র)। যেমন মৃত্তিকা, সুবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি বস্তু ঘটাদিবিকারোৎপত্তির পূর্ব্বে কেবলোপাদানরূপে নির্ব্বিকার, এই জগৎও সৃষ্টির পূর্ব্বে সেইরূপ নির্ব্বিকারোপাদান। ২৯, ৩০।

স্বসজাতিবিজাত্যুত্থভেদত্রয়বিবর্জ্জনাৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ সদ্বস্ত্বিত্যবগম্যতাম্ ॥ ৩১

জগতের সেই নির্ব্বিকারোপাদান সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত বলিয়া, তাহা একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩১।

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ শাখাদ্যবয়বৈস্তথা। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ ৩২

(সেই ভেদত্রয় এইরূপ—) যেমন শাখাদি অবয়ব লইয়া বৃক্ষের স্বগতভেদ, অন্য বৃক্ষ হইতে তাহার সজাতীয় (সমান জাতীয়) ভেদ এবং পাষাণাদি হইতে তাহার বিজাতীয় ভেদ। ৩২।

ন সত্যবয়বাঃ সন্তি তেনৈকং স্যাদখণ্ডকম্। জাত্যভাবাৎসজাতীয়ংবিজাতীয়ঞ্চ দুর্ভণম্ ॥৩৩

[(শঙ্কা) ভাল, সেই সদ্বস্তুকে যখন বস্তু বলিয়া নিরূপণ করা হইতেছে, তখন তাহাতে ত' বৃক্ষাদি বস্তুর ন্যায় ত্রিবিধ ভেদ থাকিতে পারে ?—এই শঙ্কার নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন—] সদ্বস্তুতে অবয়ব নাই—[অর্থাৎ সদ্বস্তু (পক্ষ) সাবয়ব হইতে পারে না, (সাধ্য) ; যেহেতু তাহাকে সাবয়ব বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না (হেতু)। যাহাকে সাবয়ব বলিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় না, তাহা সাবয়ব নহে, যেমন তার্কিকগণের অভিমত আকাশ (কেবলান্বয়ী দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট)—এইরূপে অনুমানের প্রয়োগ হইবে।] সেইহেতু অর্থাৎ সাবয়ব পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া সদ্বস্তু অখণ্ডক বা অবয়বশূন্য ; তাহাতে স্বগত ভেদ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। সত্তা, আত্মতা প্রভৃতি-রূপ জাতি নাই বলিয়া 'সদ্বস্তুর সজাতীয়' এরূপ বলা চলে না। (অভিপ্রায় এই—) যাহা এক, নিত্য, অনেকে অনুগত, তাহার নাম জাতি ; সেই অনুগতের প্রতীতিদ্বারা গোত্বাদিজাতি সিদ্ধ হয়, কিন্তু আত্মত্বে সেই অনুগতের প্রতীতি নাই যদ্দ্বারা আত্মত্ব বলিয়া 'জাতি' সিদ্ধ হইবে।) (শঙ্কা) ভাল, আত্মত্ব জাতি বলিয়া সিদ্ধ না হইলেও, সত্তা 'সন্ ঘটঃ' 'সন পটঃ'—'ঘট রহিয়াছে, পট রহিয়াছে' এইরূপে ঘটে, পটে অনুগত বলিয়া, সেই অনুগতবুদ্ধিদ্বারা সত্তাজাতি ত' সিদ্ধ হয়। (সমাধান) না, এরূপ বলা চলে না ; একটিমাত্র সদ্রূপ (ধর্ম্মিরূপে) সর্ব্বত্র প্রতীত হয়, এইরূপ মানিলে লাঘব হয় বলিয়া, 'উক্ত সদ্রূপ (ধর্ম্মীকে) ছাড়িয়া, বর্ণিত প্রকারে ঘটে পটে অনুগত-বুদ্ধি করিয়া প্রত্যেক বস্তুতে সত্তাধর্ম্ম কল্পনা করা, (গৌরবহেতু) অনুচিত। আবার সদ্বস্তুর যখন জাতিই নাই, তখন তাহার 'সজাতীয়' (সমানজাতীয়) এরূপ বলা চলে না ; এইহেতু সেই সজাতীয় সম্বন্ধের প্রতিযোগিনিরূপিত ভেদের কথাও উঠে না। এইরূপে স্বগত ও সজাতীয় ভেদের নিরাস প্রদর্শন করিয়া, বিজাতীয় ভেদের নিরাস প্রদর্শন করিতেছেন—এই সদ্বস্তুর যখন জাতিই নাই, তখন সদ্বস্তুর বিজাতীয় বস্তু 'অসৎ' বা মিথ্যা এবং তাহা মিথ্যা বলিয়া বাস্তবভেদ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু আকাশাদিতে যেরূপ কল্পিত ভেদ আছে, সদ্বস্তুতেও সেইরূপ ভেদ কল্পিত হইতে পারে। ৩৩।

একাদিভিঃ পদৈর্ভেদত্রয়মত্র নিবার্য্যতে। সর্ব্বভেদবিহীনং যদখণ্ডং তৎ সদীক্ষ্যতাম্ ॥৩৪

'একম্' 'এব' 'অদ্বিতীয়ম্'—এই 'এক' প্রভৃতি পদত্রয়দ্বারা উক্ত তিনটি ভেদ নিবারিত হইয়াছে। যে বস্তুটি সর্ব্বভেদবিহীন বলিয়া অখণ্ড, তাহাকেই সেই 'সদ্বস্তু' বলিয়া অবধারণ কর। ৩৪।

অস্তীতি শব্দবুদ্ধী দ্বে দৃশ্যেতে নামরূপয়োঃ। তদভাবাৎপুরা সৃষ্টেঃ শূন্যমাহুরবৈদিকাঃ॥ ৩৫

'অস্তি' এই শব্দ (-প্রয়োগযোগ্যতা) এবং 'অস্তি' এই বুদ্ধি, নাম এবং রূপ এই দুইটিতে প্রতীত হয়। (নামরূপও) নামে এবং রূপে সেই 'অস্তি'রূপশব্দ (-প্রয়োগযোগ্যতা) ও বুদ্ধি ছিল না বলিয়া অবৈদিকগণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ছিল এইরূপ মনে করিয়া থাকে। ৩৫।

নামরূপাত্মকং শূন্যাৎ কিলৈতদুপপদ্যতে। তদযুক্তং ন বন্ধ্যায়াঃ পুত্রাৎপুত্রান্তরোদ্ভবঃ॥ ৩৬

নামরূপাত্মক এই জগৎ তাঁহাদের মতে, শূন্য হইতে সিদ্ধ হয়। তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ; কেননা, বন্ধ্যার এক পুত্র হইতে অপর পুত্র জন্মিল, ইহা সম্ভব নহে। ৩৬।

শূন্যত্বে নাম শূন্যং রূপংশূন্যমিতীদৃশঃ। শূন্যানুবেধো ভাসেত সদ্বেধস্তু৺বভাসতে॥ ৩৭

যদি নাম এবং রূপ শূন্য হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নাম-শূন্য, রূপ-শূন্য এইরূপে নামরূপ শূন্যদ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া তদুভয় সদ্বস্তুর দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া--'নাম অস্তি', 'রূপ অস্তি' এইরূপে প্রতীত হয়। ৩৭।

ততঃ সৎকারণং সত্তু সর্ব্বসৃষ্ট্যর্থমৈক্ষত। বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি মায়য়া॥ ৩৮

সদ্বস্তুর দ্বারা অনুবিদ্ধ বলিয়া তদুভয়ের কারণ সদ্বস্তু। সেই সৎকারণ সমস্ত জগতের সৃষ্টির জন্য, আলোচনা বা সঙ্কল্প করিলেন--'আমিই (অর্থাৎ এক থাকিয়াই) বহু হইব'। এই হেতু অর্থাৎ আত্মাকে বহু করিবার জন্য 'প্রকৃষ্টরূপে' জন্মিব (অর্থাৎ মায়ার সাহায্যে, অব্যয় থাকিয়া, বীজাদির ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়া জন্মিব বা বহু হইব)। ৩৮।

বস্তুতো বহুভাবশ্চেদদ্বৈতং সদ্বিনশ্যতি। মা ভূন্নাশ ইতি শ্রুত্যাপ্রকর্ষেণ জনিঃ শ্রুতা॥ ৩৯

স্বরূপতঃ বহুভাবাপন্ন হইলে সেই সদদ্বৈত বস্তুর বিনাশ হয় অর্থাৎ সিদ্ধি হয় না। যাহাতে এইরূপ অসিদ্ধি না ঘটে এইহেতু শ্রুতি "প্র-জায়েয়" -এইরূপে "প্রকর্ষে উৎপত্তি' শুনাইয়াছেন অর্থাৎ 'প্র' উপসর্গের উচ্চারণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ৩৯।

প্রকর্ষো নাম পূর্ব্বস্মাদাধিক্যমধিকা তু যা। সা মায়া ন সতী নাপি শূন্যাস্যাদ্দূষিতত্বতঃ॥৪০

'প্রকর্ষ' শব্দের অর্থ 'পূর্ব্ব হইতে আধিক্য', কিন্তু যতটুকু লইয়া সেই আধিক্য তাহা সর্ব্বৈব মায়া; কেননা, তাহা না সৎ, না শূন্য এইরূপে দূষিত। ৪০।

মায়য়া বহুরূপত্বে সদদ্বৈতং ন নশ্যতি। মায়িকানাং হি রূপাণাং দ্বিতীয়ত্বমসম্ভবি॥ ৪১

মায়াদ্বারা বহুরূপ হইলে সেই সদ্বস্তু, অদ্বৈতরূপে অসিদ্ধ হয়েন না। রূপ সকলই মায়িক, তাহাদিগের দ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হওয়া অসম্ভব। সদসদ্বিলক্ষণা মায়ার ন্যায়, মায়ার কার্য্যদ্বারাও অদ্বিতীয়ের সদ্বিতীয়ত্ব সম্ভব হয় না। ৪১।

অচিন্ত্যশক্তির্মায়াতো দুর্ঘটং ঘটয়ত্যসৌ। উপাদাননিমিত্তত্বে কল্প্যেতে সতি মায়য়া॥ ৪২

মায়া অচিন্ত্যশক্তি; সেইহেতু তিনি দুর্ঘটকেও ঘটাইতে পারেন। সেই কারণে (জগতের নির্ম্মাণে) উপাদানতা ও নিমিত্ততা মায়ার দ্বারাই সদ্বস্তুতে কল্পিত হয়। ৪২।

বহুস্যামিত্যুপাদানভাবঃপ্রোক্তোমৃদাদিবৎ। ঐক্ষতেতি নিমিত্তত্বমিতি প্রোক্তং কুলালবৎ॥৪৩

"বহু স্যাম্"—'বহু হইব' এই দুই শব্দদ্বারা সদ্বস্তুর, মৃত্তিকাদির ন্যায় উপাদানভাব কথিত হইয়াছে। "ঐক্ষত"—আলোচনা করিলেন এই শব্দদ্বারা সদ্বস্তুর কুম্ভকারের ন্যায় নিমিত্তকারণতা বর্ণিত হইয়াছে। ৪৩।

মায়াবৃত্তিবিশেষে যা চিচ্ছায়াসৌ সদীক্ষণম্। ঈক্ষিত্বা সসৃজে তেজস্তাদৃক্ সঙ্কল্পলীলয়া॥ ৪৪

মায়ার বৃত্তিবিশেষে যে সদ্বস্তুর অর্থাৎ চৈতন্যের ছায়া তাহাই সেই সদ্বস্তুর 'ঈক্ষণ' (আলোচনা)। তিনি ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া তেজ সৃজন করিলেন; সেই তেজ-সৃজন তাঁহার তেজবিষয়ক সঙ্কল্পলীলা অর্থাৎ নিরায়াস নিরুদ্দেশ্য মানসবৃত্তিমাত্র। ৪৪।

আকাশবায়ূ প্রাক্ সৃষ্টাবিতি প্রোবাচ তিত্তিরিঃ। দিঙ্মাত্রমারুণিঃ স্রষ্টেরুক্তং তেজউদৈরয়ৎ॥৪৫

তিত্তিরি বলিয়াছেন বটে অর্থাৎ তৈত্তিরীয়-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে বটে (ব্রহ্মানন্দবল্লী ১) যে, আকাশ ও বায়ু তেজের পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। এস্থলে (ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে) শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি সৃষ্টির দিগ্দর্শন অর্থাৎ ইঙ্গিতমাত্র করিবার জন্য, (আকাশ ও বায়ুকে পরিত্যাগ করিয়া) কেবল তেজেরই উল্লেখ করিলেন। ৪৫।

ব্রহ্মোপলক্ষণায়ৈব সৃষ্টিঃ সর্ব্বত্র কথ্যতে। জগতা কিয়তাপ্যেতচ্ছক্যং লক্ষয়িতুং খলু॥ ৪৬

বেদের যেখানে যেখানে সৃষ্টির উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থলে ব্রহ্মের সূচনা করাই উদ্দেশ্য। জগতের কিয়দংশের দ্বারাই অর্থাৎ দুই একটি উপাদানের উল্লেখদ্বারা সেই সূচনা নিশ্চিতই সম্পাদিত হইতে পারে। ব্রহ্মের সূচনাই যখন তাৎপর্য্য, (সৃষ্টির উৎপত্তি-প্রক্রিয়াবর্ণনে যখন তাৎপর্য্য নহে) তখন তৈত্তিরীয় শ্রুতির সহিত ছান্দোগ্যশ্রুতির বিরোধ নাই; (বিশেষতঃ যখন ছান্দোগ্যোল্লিখিত তিনটিমাত্র উপাদানদ্বারা জগতের উৎপত্তি অসম্ভব।) ৪৬।

তেজসোঽচেতনত্বেঽপি তেজঃ কঞ্চুকসংযুতম্। সদ্ব্রহ্মপূর্ব্ববদ্বীক্ষ্য সঙ্কল্পাৎ সসৃজে হ্যপঃ॥৪৭

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে আছে—"সেই তেজ আলোচনা করিলেন আমি বহু হইব", তাহাতে শঙ্কা এই যে, অচেতন তেজের পক্ষে আলোচনা অসম্ভব। সেই শঙ্কার নিরাসের জন্য বলিতেছেন —তেজ অচেতন হইলেও সেই সদ্ব্রহ্ম তেজোরূপ কঞ্চুকে (খোলসে) আবৃত হইয়া পূর্ব্ববৎ আলোচনা করিয়া সঙ্কল্পদ্বারাই জলের সৃষ্টি করিলেন। ৪৭।

অপ্কঞ্চুকংব্রহ্মপৃথ্বীমন্নহেতুমকল্পয়ৎ। তেজোঽবন্নেভ্যএতেভ্যো দেহবীজানি জজ্ঞিরে॥৪৮

জলরূপ কঞ্চুকদ্বারা আবৃত হইয়া ব্রহ্ম অন্নের কারণ-স্বরূপ 'অন্নরূপ' ক্ষিতির সৃষ্টি করিলেন। (জীবাবিষ্ট ত্রিবৃৎকৃত পঞ্চ্যাদিরূপ) এই তেজ, জল এবং অন্ন হইতে জীবদেহের বীজসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ৪৮।

জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জানীতি বীজত্রয়ং খলু। জীবরূপপ্রবেশার্থ মৈক্ষত ব্রহ্ম দেবতা॥ ৪৯

ভূয়ইহোৎপন্নাস্তেজোঽবন্নাখ্যদেবতাঃ। একৈকাংত্রিবৃতং তাসু কুর্ব্বে দেহাদিসৃষ্টয়ে॥৫০

সেই জীবদেহের বীজ তিন প্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ; তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিবার জন্য ব্রহ্ম-দেবতা আলোচনা করিলেন। তেজ, জল ও অন্নরূপ এই যে দেবতা-ত্রয় সৃষ্ট হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া "ইহাদের মধ্যে এক একটিকে 'ত্রিবৃৎ' (৫১ শ্লোকে

ব্যাখ্যাত) করি”, এইরূপে দেহাদির সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মদেবতা আবার তদ্বিষয়ক আলোচনা করিলেন। ‘দেবতাঃ’পাঠে—ব্রহ্ম তেজ, জল ও অন্নরূপ এই তিন দেবতা সৃষ্ট হইলে তাহাদিগকে দেখিয়া ‘এক্ষণে আমি নাম ও রূপের ব্যাকরণ—বিভাগপূর্ব্বক প্রকাশ—করিয়া, জীবরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করি’ এইরূপ চিন্তা করিলেন)। ৪৯, ৫০। (ভাষ্যকার-কৃত ব্যাখ্যার সহিত প্রভেদ দৃষ্ট হয়)।

তেজস্যবন্নয়োরংশাবল্পৌপ্রক্ষিপ্যামিশ্রণাৎ। তেজস্ত্রিবৃৎকৃতং তদ্বদন্যয়োরপি যোজ্যতাম্॥৫১

তেজে জল এবং অন্নের (ক্ষিতির) ক্ষুদ্র অংশদ্বয় প্রক্ষেপ করিয়া মিশ্রণ করায় তেজ ত্রিবৃৎকৃত হইল। অপর দুইটিতেও অর্থাৎ জল এবং অন্নেও অপর অপর দুইটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশদ্বয় মিলিত হইল, এইরূপ বুঝিয়া লও। ৫১।

তেজোঽবন্নৈস্ত্রিবৃত্তৈরণ্ডজাদিবপুষ্যয়ম্। নির্ম্মায় জীবরূপেণ প্রাবিশত্তেষু সর্ব্বতঃ॥ ৫২

এই ব্রহ্মদেবতা ত্রিবৃৎকৃত তেজ, জল ও অন্নের দ্বারা অণ্ডজাদি দেহসকল নির্ম্মাণ করিয়া, সেইসকল দেহে আনখাগ্র জীবরূপে প্রবেশ করিলেন। ৫২।

অহঙ্কারস্তু চৈতন্যসংযুক্তঃ প্রাণধারণাৎ। জীবঃ স্যাৎসর্ব্বদেহেষু ব্যাপ্যোত্যাপাদমস্তকম্॥৫৩

চৈতন্যযুক্ত অহঙ্কারকেই “জীবতি”—‘প্রাণধারণ করেন’ বলিয়া জীব বলা হয়। সেই জীব সমস্ত দেহে আপাদমস্তক ব্যাপিয়া থাকেন। ৫৩।

সদ্বস্তুন্যেবমারোপ্য সংসারো মায়য়া কৃতঃ। অবিচারকৃতারোপনিবৃত্ত্যর্থং বিচার্য্যতাম্॥ ৫৪

সদ্বস্তুতে আরোপদ্বারা মায়া সংসারসৃজন করিয়াছেন, (অথবা সদ্বস্তুতে আরোপসাধ্য সংসার মায়ারই কার্য্য।) বিচারের অভাবে সঙ্ঘটিত আরোপের নিবৃত্তির জন্য বিচার করা প্রয়োজন। ৫৪।

ত্রিবৃৎকরণমগ্ন্যাদৌ স্পষ্টং তাবদ্বিচারিণঃ। প্রসিদ্ধে তৈজসেঽপ্যগ্নাববন্নাংশাববস্থিতৌ॥ ৫৫

বিচার করিলে অগ্ন্যাদিতে ত্রিবৃৎকরণ স্পষ্টই প্রতীত হয়। অগ্নি তৈজস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, তাহাতে জল ও অন্নের (ক্ষিতির) অংশ অবস্থিত রহিয়াছে। ৫৫।

জ্বালায়াং রোহিতংরূপংবহুলং তত্তু তেজসঃ। কিঞ্চিচ্ছুক্লমপামেতৎকিঞ্চিৎকৃষ্ণস্তুভূমিগম্॥৫৬

অগ্নিশিখায় যে রক্তবর্ণ রূপের বাহুল্য, তাহা তেজেরই রূপ। যে অল্প শুক্লরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জলের। আর অল্প যে কৃষ্ণরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষিতির। ৫৬।

রূপত্রয়ে ভূতগতে বিবিক্তে ভৌতিকোঽনলঃ। কারণব্যতিরেকেণ বাচৈবারভ্যতে বৃথা॥ ৫৭

তেজ প্রভৃতি ভূতে যে তিনটি রূপ আছে, তাহারা (বিচারদ্বারা) পৃথক্কৃত হইলে পর, ভৌতিক অগ্নি বচনদ্বারাই আরব্ধ হয়। এইহেতু অর্থাৎ তাহা বাঙ্মাত্রোপাদানক বলিয়া মিথ্যা, তাহার কারণই সত্য। ৫৭।

জগতশ্চাক্ষুষস্যেত্থং মিথ্যাত্বং বক্তুমাদিতঃ। তেজোঽবন্নত্রয়স্যাত্র চাক্ষুষস্যোদিতা জনিঃ॥৫৮

চাক্ষুষ জগতের এইরূপ মিথ্যাত্ব নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে তেজ, জল, অন্ন এই তিনটি চাক্ষুষ দ্রব্যের উৎপত্তি, এস্থলে অগ্রে বর্ণিত হইল। ৫৮।

আদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎসুমিথ্যাত্বংবহ্নিবন্নয়েৎ। গৃহীতৈতাবতা ব্যাপ্তিং কার্য্যমিথ্যাত্বমূহ্যতাম্॥৫৯

আদিত্যে, চন্দ্রে ও বিদ্যুতে অগ্নির ন্যায় মিথ্যাত্ব অবধারণ করিতে হইবে। এইসকল

দৃষ্টান্তদ্বারা।—'যাহা যাহা কার্য্য তাহা কারণব্যতিরেকে মিথ্যা'—এইরূপ ব্যাপ্তিগ্রহ করিয়া (সাধ্য ও সাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ বাহির করিয়া) কার্য্যের মিথ্যাত্ব বুঝিতে হইবে। ৫৯।

তেজোঽবন্নাখ্যকার্য্যাণাং মিথ্যাত্বে স্যাৎ সদদ্বয়ম্।
কারণং সত্যমেষাং তু পূর্ব্বেষাং জ্ঞানিনাং মতিঃ ॥ ৬০

তেজ, জল এবং অন্নরূপ কার্য্যসমূহ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইলে ইহাদিগের কারণ অন্য বস্তুই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়। ইহাই প্রাচীন কুলপতি মহাশ্রোত্রিয় জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত। ৬০।

দৃশ্যেবাহেভৌতিকত্বমস্তুদেহেতুনো তথা। ইতিমূঢ়মতেনু ত্ত্যেদেহেভৌতিকতোচ্যতে ॥৬১

মূঢ়লোকে ভাবিতে পারে—'ভাল, বাহ্যদৃশ্যসকল ভৌতিক, ইহা মানিলাম; কিন্তু দেহ-বিষয়ে ত' সেইরূপ 'ভৌতিক' বলা চলিবে না'। সেইরূপ মূঢ়জনকে বুঝাইবার জন্য দেহবিষয়ে সেই ভৌতিকতা প্রতিপাদন করিতেছেন। ৬১।

যদন্নং পার্থিবং ভুক্তং তদ্ধীমাংসপুরীষকৈঃ। সূক্ষ্মমধ্যস্থূলভাগৈর্দেহেঽস্মিন্ পরিণম্যতে ॥ ৬২

যে পার্থিব অন্ন ভোজন করা হয়, তাহারই সূক্ষ্ম, মধ্যম ও স্থূল ভাগ এই দেহে যথাক্রমে বুদ্ধি, মাংস ও বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। ৬২।

প্রাণলোহিতমূত্রাংশৈরপাং পরিণতিস্ত্রিধা। বাগ্মজ্জাস্থিবিভেদঃ স্যাদ্ঘৃততৈলাদিতেজসঃ ॥৬৩

প্রাণ, রক্ত ও মূত্র এই তিনভাগে, পীত (পানকরা) জলের পরিণাম। বাক্, মজ্জা ও অস্থি এই তিন প্রকারে, পীত ঘৃততৈলাদি তৈজস পদার্থের পরিণাম হয়। ৬৩।

স্থূলে চ মধ্যমে ভাগে কারণানুগতিঃ স্ফুটা। ধীপ্রাণবাক্ষু সন্দেহং দধিদৃষ্টান্ততোঽনুদৎ॥৬৪

দেহের মধ্যম এবং স্থূলভাগসমূহে অর্থাৎ মাংসপুরীষে, রক্তমূত্রে, এবং মজ্জাস্থিতে, তাহাদের উপাদানকারণ পার্থিবান্ন, জল এবং তৈজসপদার্থ যে অনুস্যূত থাকে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কেবল সূক্ষ্ম অংশসমূহে অর্থাৎ বুদ্ধি, প্রাণ ও বাগিন্দ্রিয়ে তাহাদের অনুগমন (অনুস্যূতি) লইয়া শ্বেতকেতুর যে সন্দেহ রহিয়া গেল, পিতা আরুণি দধির দৃষ্টান্ত দিয়া তাহারই নিরাস করিলেন। ৬৪।

ঘৃতে বিলীনো দধ্যংশোঽনুগতোভাতি ন স্ফুটঃ। তথাপি দধিকার্য্যত্বংবিদ্যতে সর্বসম্মতম্॥৬৫

ঘৃতে দধির অংশ বিলীন থাকিয়া অনুস্যূত থাকে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না; তথাপি ঘৃত যে দধিরূপ উপাদানের কার্য্য, তাহা সকলেই মানে। ৬৫।

তথা মনঃপ্রাণবাচাং ভবত্বন্নাদিকার্য্যতা। অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষা কারণানুগতির্ন হি ॥ ৬৬

সেইরূপ মন প্রাণ ও বচন, অন্ন জল ও তেজের কার্য্যরূপ বলিয়া বুঝিয়া লও। সেই সেই কারণের অনুগমন (অনুস্যূততা) ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না। ৬৬।

নিত্যদ্রব্যং মনো নান্নকার্য্যমিত্যাহ তার্কিকঃ। স এষোঽঙ্গারদৃষ্টান্তদ্বারেণ প্রতিবোধ্যতে॥৬৭

নৈয়ায়িক বলেন মন একটি নিত্যদ্রব্য, তাহা অন্নের কার্য্য নহে। সেইহেতু মন যে অন্নের কার্য্য, তাহাই পিতা আরুণি অঙ্গারের দৃষ্টান্ত দিয়া পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝাইলেন। ৬৭। (সেই দৃষ্টান্তটি এই :—)

যথা খদ্যোতমাত্রঃ স্যাদঙ্গারঃ কাষ্ঠসংক্ষয়ে। কাষ্ঠবৃদ্ধৌ জ্বলত্যগ্নিস্তথা বিদ্যান্মনোন্নয়োঃ ॥ ৬৮

ইন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন একটি খদ্যোতপরিমাণ হইয়া যায় এবং ইন্ধন সংযোগ বর্দ্ধিত হইলে অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হয়, মন ও অন্ন বিষয়েও সেইরূপ বুঝিবে। ৬৮।

ত্যক্তেঽন্নেপঞ্চদশসু দিনেষু ক্ষীয়তে মনঃ।তেনস্মর্ত্তুং ন শক্তোঽভূচ্ছে্বতকেতুঃ স কিঞ্চন॥৬৯

অন্নগ্রহণ নিবৃত্ত হইলে পনের দিনে মন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সেইহেতু শ্বেতকেতু (পনের দিন অভুক্ত থাকিয়া) অধীত বেদাদির কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না। ৬৯।

অন্নেনপুষ্টে মনসি বেদান্ সস্মারতৎক্ষণাৎ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং মনোঽন্নময়মিষ্যতাম্॥ ৭০

আবার অন্ন পাইয়া তাহার মন পুষ্ট হইলে, তিনি অধীত বেদসকল তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিতে পারিলেন। মন যে অন্নময়, অন্বয় ও ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা, এইরূপে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ৭০

ভৌতিকত্বেঽখিলস্যৈবং স্থিতে ভুতাতিরেকতঃ। তন্নাস্তি তদ্বদ্ভূতানি নৈব সদ্ব্যতিরেকতঃ॥৭১

সমস্ত জগৎই ভৌতিক অর্থাৎ সম্মিশ্রিত ভূতসমষ্টি বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায়, সেইহেতু ভূত ভিন্ন জগতের অস্তিত্বই নাই। সেইরূপ আবার ভূতসকলের কারণস্বরূপ সদ্বস্তুকে ছাড়িয়া দিলে, সেই ভূতসকলই নাই। ৭১।

জগতঃ কারণং যৎসদদ্বৈতং তদ্বিজজ্ঞিবান্। শ্বেতকেতুস্তাবতাস্য জীবত্বং ন নিবর্ত্ততে॥ ৭২

জগতের কারণ যাহা সদদ্বৈত বস্তু, তাহা শ্বেতকেতু অনুভব করিলেন; কিন্তু সেই পরিমাণ জ্ঞানদ্বারা তাঁহার জীবত্বের নিবৃত্তি হইল না (মুক্তি হইল না)। ৭২।

স্বস্য ব্রহ্মত্ববোধেন জীবত্বমপগচ্ছতি। ইত্যভিপ্রেত্য তং শিষ্যং পুনঃ প্রোৎসাহয়ত্যসৌ॥৭৩

নিজের ব্রহ্মরূপতা ধারণা করিতে পারিলেই জীবের জীবত্ব ঘুচে—এই উদ্দেশ্যেই আরুণি সেই (পুত্ররূপ) শিষ্যকে পরমকল্যাণভাজন করিবার জন্য আবার স্বরূপানুভবের জন্য প্রোৎসাহিত করিতেছেন। ৭৩।

স্বপ্নাবসানং জানীহি মম ব্যাকুর্বতো মুখাৎ। স্বস্য স্বরূপং সত্তত্ত্বমিতি সুপ্তৌ স্ফুটং খলু॥৭৪

(তিনি বলিলেন—আমি তোমার স্বরূপের) অভিব্যক্তি করিতেছি; আমার মুখ হইতে তুমি সুষুপ্তির তত্ত্ব বুঝিয়া লও; কেননা, সেই সদ্বস্তুই যে তোমার নিজের স্বরূপ, তাহা সুষুপ্তিতেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। ৭৪।

যদা সুষুপ্তিমাপ্নোতিপুমানেতং তদা জনাঃ স্বপিতীত্যাহুরেতস্যতাৎপর্য্যংপ্রবিচিন্ত্যতাম্॥৭৫

যখন কোনও লোকে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তখন লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে "স্বপিতি" (সে এই ঘুমাইতেছে)। এই 'স্বপিতি' শব্দের তাৎপর্য্য প্রকৃষ্টরূপে চিন্তা করিয়া দেখ (—তাহা কি নিদ্রার কর্ত্তাকে বুঝাইতেছে অথবা স্ব-স্বরূপকে বুঝাইতেছে)। ৭৫।

তিঙন্তং পদমজ্ঞানাং স্ববন্তং তু বিবেকিনাম্। স্যান্নিদ্রাণস্য নামৈতদ্বস্তুতত্ত্বাবভাসকম্॥ ৭৬

"স্বপিতি"—এই তিঙন্তপদের (ক্রিয়াপদের) প্রয়োগদ্বারা লোকসমাজে অশিক্ষিত লোকে নিদ্রার কর্ত্তাকেই বুঝে; কিন্তু বিচারশীল লোকের নিকট এই "স্বপিতি" শব্দ নিদ্রিত ব্যক্তির নিজস্বরূপের বোধক (তিঙন্তপ্রতিরূপক অব্যয়—যেমন 'স্বস্তি')। ৭৬।

স্বপ্নজাগরয়োর্জীবঃ সত্তত্ত্বাদ্ভিন্নবদ্ভবেৎ। সুষুপ্তৌ সম্যগেকত্বং যাতি সদ্বস্তুনা সহ॥ ৭৭

স্বপ্নাবস্থায় ও জাগ্রদবস্থায় জীব নিজের সৎস্বরূপ হইতে ভিন্নের ন্যায় হইয়া যায়। সুষুপ্তিতে কিন্তু সেই সদ্বস্তুর সহিত সম্যগ্রূপে একত্বপ্রাপ্ত হয়। ৭৭।

জীবত্বমাত্মনঃ প্রাণধারণান্ন স্বভাবতঃ। সদ্রূপত্বং স্বতস্তত্ত্ব, স্ফুটং স্বপিতিনামতঃ॥ ৭৮

প্রাণধারণহেতু আত্মার জীবত্ব ঘটে; (আত্মা "জীব-নাম" বা জীবাত্মা-নাম ধারণ করেন এবং আপনাকে জীব বলিয়া অনুভব করেন।) স্বরূপতঃ আত্মার জীবত্ব নাই। স্বরূপতঃ তিনি সদ্রূপ; 'স্বপিতি' এই নাম হইতেই তাহা পরিস্ফুট হয়। ৭৮।

স্বপীতীতিনাম্নোঽস্যনিরুক্তিরবগম্যতাম্।স্বরূপং বাস্তবং সুপ্তৌপ্রাপ্যমিত্যুদিতং ভবেৎ॥৭৯

জীবের "স্বপিতি" এই নামের নিরুক্তি বা ধাতুপ্রত্যয়দ্বারা অর্থব্যুৎপাদন এইরূপ—"স্বম্" আপনাকে, অপি+ই ধাতু লট্ তি অপীতি; (লৌকিক 'অপেতি') পাইয়া থাকে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। তদ্দ্বারা ইহাই কথিত হয়, যে সুষুপ্তিতে জীব আপনার বাস্তব স্বরূপ পাইতে পারে। ৭৯।

উপাধের্ম্মনসো জাগ্রৎসুপ্ত্যবস্থে হি নাত্মনঃ। ইত্যভিপ্রেত্য শকুনিদৃষ্টান্তঃপ্রোচ্যতেধিয়ঃ॥৮০

জাগ্রদবস্থা, (ও জাগ্রত্তুল্য ভোগপ্রদ বলিয়া স্বপ্নাবস্থা) এবং সুষুপ্ত্যবস্থা, এই অবস্থাত্রয় (ত্রয়) আত্মার নহে কিন্তু তদুপাধি মনের; ইহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে (সূত্রদ্বারা ব্যাধ-করাবদ্ধ) পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন। ৮০।

শকুনিঃ সূত্রবদ্ধো যঃ স গচ্ছন্ বিবিধা দিশঃ। অলব্ধ্বাধারমাকাশে বন্ধনস্থানমাব্রজেৎ॥ ৮১

যে পক্ষীটি ব্যাধের করজড়িত সূত্রদ্বারা আবদ্ধ, সে মুক্তিলাভের জন্য নানাদিকে উড়িয়া যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু আকাশে আপনার আধার বা বিশ্রামস্থান লাভ করিতে না পারিয়া সেই ব্যাধহস্তরূপ বন্ধনস্থানেই ফিরিয়া আইসে। ৮১।

সত্ত্বে মায়য়া বদ্ধং মনো জাগরণং ব্রজেৎ। অলব্ধ্বা তত্র বিশ্রান্তিং সত্ত্বে লীয়তে পুনঃ॥৮২

(সেইরূপ) মন মায়ার দ্বারা সৎস্বরূপ বস্তুতে আবদ্ধ থাকিয়া জাগরণ (ও স্বপ্নাবস্থা) প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই (সেই) অবস্থায় বিশ্রামলাভ করিতে না পারিয়া আবার সেই সৎস্বরূপ বস্তুতে লয়প্রাপ্ত হয়। ৮২।

আত্মচ্ছায়াপি মনসা সদাগচ্ছতি গচ্ছতি। গত্যাগতী তু সংসারঃ স চ স্বাত্মনি কল্পিতঃ॥ ৮৩

আত্মচ্ছায়া বা চিদাভাসও, মনের সহিত সৎস্বরূপ বস্তুতে ফিরিয়া আইসে এবং মনের সহিত সেই সৎস্বরূপ বস্তু হইতে বাহির হয়। এই গমনাগমনই সংসার; সেই সংসার (বিশুদ্ধ) চিদাত্মায় কল্পিত। ৮৩।

মনোলয়েঽনুপাধিঃ সন্নাত্মা সংসারবর্জ্জিতঃ। স্বেন বাস্তবরূপেণ সুষুপ্তাববতিষ্ঠতে॥ ৮৪

সুষুপ্তির অবস্থায় মন লয়প্রাপ্ত হইলে, আত্মা উপাধিশূন্য হন; সেইহেতু সংসার-মুক্ত হইয়া আপনার বাস্তবস্বরূপে অবস্থান করেন। ৮৪।

চিচ্ছায়া চ বপুঃ স্থূলমিন্দ্রিয়াণ্যাত্মবোধনে। দ্বারাণীত্যাহ মন্ত্রোঽয়ং রূপংরূপমিতি স্ফুটম্॥৮৫

চিদাভাস, স্থূলশরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল, স্বকীয় আত্মার অনুমানে পরম্পরাক্রমে কারণস্বরূপ। এই তত্ত্বই স্পষ্টতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের (২।৫।১৯) ঋগ্বেদীয় মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে [যথা—"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ"॥ ইতি—(সেই পরমাত্মা) "রূপম্ রূপম"—সকল বস্তুতে, কোনটিকে না ছাড়িয়া, "প্রতিরূপঃ"—

প্রতিবিম্বস্বরূপ, "বভূব"—হইলেন। কিজন্য তাঁহার প্রতিবিম্বধারণ? এইহেতু বলিতেছেন—"অস্য"—পরমাত্মার, "তৎ রূপম্"—সেই প্রতিবিম্বক্ষেপণ; "প্রতিচক্ষণায়"—আপনার নিকট স্বরূপখ্যাপনের জন্য—আত্মবোধের জন্য। "ইন্দ্রঃ"—পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমাত্মা, "মায়াভিঃ"—নামরূপকৃত বিবিধ মিথ্যাভিমানদ্বারা, "পুরুরূপঃ"—অনেক প্রকার রূপ, "ঈয়তে"—প্রাপিত হ'ন, সেই সেই রূপে প্রতীয়মান হ'ন; সেইসকল বিবিধপ্রকারের রূপ, তাঁহার নহে। "অস্য"—চিদাভাসদ্বারা জীবরূপে অবস্থিত এই পরমাত্মার, "শতা (শতানি) দশ (চ)"—জীবভেদবাহুল্য হেতু, কোন কোন জীবে শত শত, কোন জীবে দশটি মাত্র, কোন জীবে তদল্প, "হরয়ঃ"—বিষয়হরণসাধন ইন্দ্রিয়সকল, "যুক্তাঃ হি" নিয়তসম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। (বিষয়ভেদেও ইন্দ্রিয়সকল দশপ্রকার বা শত শত প্রকার হইতে পারে)। ৮৫।

দেহেদেহেপ্রতিচ্ছায়ারূপোঽভূৎস্বাত্মবুদ্ধয়ে। মায়াভিরিন্দ্রো বহুধাদেহোঽভূৎস্বাত্মবুদ্ধয়ে॥৮৬

(উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই)—পরমাত্মা দেহে দেহে প্রতিচ্ছায়া বা চিদাভাসরূপ হইলেন—নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য; পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমাত্মা মায়ার সাহায্যে অর্থাৎ নামরূপ-কৃত বিবিধপ্রকার মিথ্যাভিমানদ্বারা অথবা বিবিধপ্রকারের আবরণ ও বিক্ষেপরূপ শক্তির দ্বারা, বহুপ্রকারের দেহ ধারণ করিলেন—নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য। ৮৬।

ইন্দ্রিয়াশ্বাস্তেন যুক্তাস্তচ্চ স্বাত্মাববুদ্ধয়ে। ছায়ামাশ্রিত্য তত্রাত্মা বোধিতঃ সুপ্তিবর্ণনাৎ॥৮৭

(পরমাত্মা) ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে দেহের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য। (শ্রুতি), সুষুপ্তিবর্ণন অবলম্বন করিয়া, চিদাভাসকে ধরিয়া তাহাতে অর্থাৎ চিদাভাস, স্থূলশরীর ও ইন্দ্রিয়মধ্যে আত্মাকেই, (আত্মায় তাহাদের লয় বর্ণন করিয়া, পরম্পরাক্রমে আত্মাকেই) বুঝাইয়াছেন। ৮৭।

অশনায়াপিপাসোক্ত্যা দেহমাশ্রিত্য বোধ্যতে। অশনায়াপিপাসাখ্যাদ্বয়ংস্বপিতিনামবৎ॥৮৮

অশনায় এবং পিপাসার (ক্ষুধা ও পানেচ্ছার) বর্ণনদ্বারা দেহকে আশ্রয় করিয়া 'অশিশিষতি' ও 'পিপাসতি' এই দুই নামধারী পুরুষকে বুঝাইতেছেন, যেমন 'স্বপিতি' শব্দে নিদ্রাগত পুরুষকে বুঝান হইয়াছে। ৮৮।

অশনায়া জনৈঃ প্রোক্তা ক্ষুধা বস্তুবিবেকিভিঃ। নয়ত্যশিতমিত্যেবমপ্সু নির্ব্বচনং ভবেৎ॥৮৯

সাধারণ লোকে 'অশনায়' শব্দদ্বারা ক্ষুধাকেই বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতত্ত্ববিচারশীল ব্যক্তিগণ—'অশিতম্ নয়ন্তি' ভুক্তবস্তুকে লইয়া যায়—(তাহাদিগকে পরিপাক করিবার জন্য) এই-রূপ শ্রুতিকৃত নির্ব্বচন (ধাতুপ্রত্যয়নিষ্পন্ন ব্যুৎপত্তি) ধরিয়া জলেই 'অশনায়' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ৮৯।

পীতা আপোঽশনং ভুক্তংদ্রবীকৃত্যনয়ন্ত্যতঃ। অশনায়েতিশব্দোক্তাবিণ্মাংসোৎপত্তিরন্নতঃ॥৯০
বিণ্মাংসহেতুরন্নংযদেতস্যোৎপাদকংজলম্। জলস্যোৎপাদকং তেজস্তস্য চোৎপাদকংচ সৎ॥৯১
অনুমায়াত্র কার্য্যেণ জ্ঞেয়ং তৎকারণং পরং। সন্মূলকারণং জ্ঞেয়ং স্যাদ্বিশ্বাসোঽনুমানতঃ॥৯২

পীত জল ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যকে দ্রবীভূত করিয়া (শরীরের পুষ্টির জন্য) লইয়া যায়, এইহেতু জল 'অশনায়া' এই নামে কথিত হইয়া থাকে। অন্ন হইতে বিষ্ঠা ও মাংসের উৎপত্তি; যে অন্ন

বিষ্ঠা ও মাংসের হেতু হয়, জলই সেই অন্নের উৎপাদক। আবার তেজ জলের উৎপাদক, এবং সদ্বস্তু তেজের উৎপাদক। এস্থলে কার্য্যদ্বারা (পরম্পরাক্রমে) তাহার চরম কারণ—সদ্বস্তুকে অনুমান করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপে বিশ্বাস ও অনুমানদ্বারা সদ্বস্তুকেই মূলকারণ বলিয়া বুঝা যাইবে। ৯০, ৯১, ৯২।

পুরীষাদ্যন্নকার্য্যং স্যাৎ সত্যেবান্নেঽস্য সম্ভবঃ। সত্যামেব যথা কুম্ভো মৃদি দৃষ্টো ন চান্যথা॥৯৩
ব্রীহ্যাদ্যন্নং সত্যেবেব দৃষ্টমপ্সু ন চান্যথা। আপশ্চ স্বেদরূপাঃ স্যুঃ সত্যেবোষ্মেহি তেজসি॥৯৪

[অন্ন হইতে বিষ্ঠামাংসের উৎপত্তি, জল হইতে অন্নের উৎপত্তি এবং তেজ হইতে জলের উৎপত্তি, অন্বয়ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন:—] পুরীষাদিও অন্নের কার্য্য, যেহেতু অন্নের সত্তায় (অর্থাৎ অন্ন থাকিলেই) পুরীষাদির সত্তা দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন মৃত্তিকা থাকিলেই কুম্ভের সত্তা ঘটিতে পারে, দেখা যায়, অন্যথা নহে। আবার জলের সদ্ভাবেই ব্রীহ্যাদি অন্নের সত্তা বা উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যথা নহে। আবার উষ্মারূপ তেজ থাকিলেই স্বেদরূপ জলের উৎপত্তি হয়। ৯৩, ৯৪।

তেজশ্চ ভাবরূপত্বাৎ সম্ভবেন্ন সতা বিনা। সতস্তূৎপত্তিরাহিত্যান্নান্বেষ্যং কারণান্তরম্॥ ৯৫

আবার যেহেতু তেজ ভাবপদার্থ (অভাবরূপ নহে) সেইহেতু সদ্বস্তু বিনা তেজ জন্মিতে পারে না, (কেননা, অভাব পদার্থ হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব।) আর সেই সদ্বস্তু উৎপত্তিরহিত বলিয়া তাহার কারণ অন্বেষণ করা চলে না; (কেননা, তাহার আবার কারণ মানিতে গেলে, কারণের অবধি হয় না, "অনবস্থা" দোষ আসিয়া পড়ে।) ৯৫।

সন্মূলাঃ সকলা দেহা ইদানীং চ সতি স্থিতাঃ। অন্তে সত্যেব লীয়ন্তে বিদ্যাৎসত্তত্ত্বমদ্বয়ম্॥ ৯৬

সেই সদ্বস্তুই সকল দেহের মূল; সকল দেহই বর্ত্তমানকালে সেই সদ্বস্তুতে অবস্থিত, অবসানে সেই সদ্বস্তুতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সেই সদ্বস্তুকে অদ্বয়স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ৯৬।

যথা ভূতাতিরেকেণ ভৌতিকং নৈববিদ্যতে। ভূতানি চ সতোঽন্যানিতথা নেত্যুপপাদিতম্॥৯৭

যেমন ভূতব্যতিরেকে ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্বই নাই, সেইরূপ সেই সদ্বস্তুব্যতিরেকে ভূতসকলের অস্তিত্বই নাই। এইহেতু ভূতসকল সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন নহে ইহাই সিদ্ধ হইল। (এইরূপে সদ্বস্তুর অদ্বয়তা সপ্রমাণ হইল)। ৯৭।

অশনায়ামুখেনেত্থং সত্তত্ত্বে ধীঃ প্রবেশিতা। পিপাসামুখতোঽপ্যস্মিন্ সতি ধীরবতার্য্যতে॥৯৮

এইরূপে অশনায়াকে অবলম্বন করিয়া শ্রুতি, মনুষ্য-বুদ্ধিকে সৎস্বরূপ বস্তুতে প্রবেশ করাইলেন। আবার পিপাসাকেও অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিকে সেই সদ্বস্তুতে পৌঁছাইয়া দিতেছেন। ৯৮।

উদন্যেতি পিপাসায়াঃ পর্য্যায়স্তং বিবেকিনঃ। উদকং নয়তীত্যেবং তেজস্যেবং প্রযুঞ্জতে॥৯৯

'উদন্যা' পিপাসার পর্য্যায়শব্দ অর্থাৎ তুল্যার্থবোধক। বস্তুতত্ত্ববিচারশীল ব্যক্তিগণ সেই 'উদন্যা' শব্দকে, "উদকং নয়তি"—'জলকে লইয়া যায়'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিয়া তেজ-অর্থেই প্রয়োগ করেন। ৯৯।

পীতং জলং শরীরস্থং তেজসা জীর্য্যতে ততঃ। মূত্রং রক্তং চ নিষ্পন্নং দ্রবত্বাজ্জলজে উভে॥১০০

'তেজ জলকে লইয়া যায়'—ইহার অর্থ এই যে জল, পীত হইয়া শরীরস্থ হইলে তেজ

তাহাকে জীর্ণ করে। তাহা হইতে মূত্র ও রক্ত নিষ্পন্ন হয়। রক্ত ও মূত্র দ্রব বলিয়া উভয়ই জলজ। ১০০।

তাভ্যামাপোঽনুমীয়ন্তে তাভিস্তেজস্ততস্তু সৎ।
ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা সর্ব্বত্র যোজনায়োদিতং পুনঃ ॥১০১

সেই রক্ত ও মূত্র ধরিয়া জলের অনুমান করা হয়; আবার জলকে ধরিয়া তেজের অনুমান করা হয়; আবার তেজকে ধরিয়া সদ্বস্তুর অনুমান করা হয়। এইরূপে ব্যাপ্তিগ্রহ হইলে অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে,—সকল স্থলেই তাহার প্রয়োগ করিবার জন্য, শ্রুতি এইরূপ পুনরুক্তি করিয়াছেন। ১০১।

দেহে যেঽবয়বাঃ সন্তি পদার্থাঃ সন্তি তে বহিঃ। তেষু সর্ব্বেষু সন্মাত্ররূপত্বমবধার্য্যতাম্ ॥১০২

(সেইরূপ প্রয়োগ দ্বারা,) অবয়বসকল যাহারা দেহে রহিয়াছে এবং পদার্থসকল যাহারা বাহিরে রহিয়াছে, তাহারা সকলই যে সন্মাত্রস্বরূপ, এইরূপ নিশ্চয় কর। ১০২।

ভৌতিকত্বং পুরা প্রোক্তং তদুক্তং দেহবাহ্যয়োঃ ইন্দ্রিয়দ্বারতো বোদ্ধুং প্রোচ্যতে মরণক্রমঃ ॥১০৩

সদ্বস্তুটিকে বুঝাইবার জন্য অগ্রে দেহ ও বাহ্যপদার্থের ভৌতিকতা প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের লয়পরম্পরাদ্বারা সেই সদ্বস্তু বুঝাইবার জন্য মরণের ক্রম বর্ণিত হইতেছে। ১০৩।

ম্রিয়মাণস্য বাগাদিবৃত্তির্ম্মনসি লীয়তে। মনোবৃত্তের্লয়ঃ প্রাণে প্রাণবৃত্তেস্তু তেজসি ॥১০৪

মুমূর্ষু ব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনে লয় পায়; আবার মনোবৃত্তি প্রাণে লয় পায়; আবার প্রাণবৃত্তি তেজে লয় পায়। ১০৪।

শ্বাসস্যোপরতাবুষ্ণং স্পৃষ্ট্বা জীবননিশ্চয়ম্। কুর্ব্বন্ত্যুষ্ণং তু তত্তেজঃ সদ্বস্তুনি বিলীয়তে ॥১০৫

(প্রাণবৃত্তি যে তেজে লয় পায়, তাহার প্রমাণ এই যে) শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গেলে, লোক শরীরের উষ্ণতা স্পর্শ করিয়া (ভিতরে) জীবন আছে কিনা, নিশ্চয় করে। সেই উষ্ণতা তেজের ধর্ম্ম। সেই তেজ সদ্বস্তুতে বিলীন হইয়া যায়। ১০৫।

ছায়াদেহেন্দ্রিয়দ্বারৈঃ পদার্থো যোঽত্র বোধিতঃ। স এষ সর্ব্বজগতোঽণিমা বস্ত্বন্তরং ন তু ॥১০৬

চিদাভাস, দেহ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা যে বস্তুটি এখানে বুঝান হইল, তাহা এই অখিল জগতেরই অণিমা (সূক্ষ্মাবস্থা বা মূল)। তাহা (পরমাণু প্রভৃতি) অন্য কোনও বস্তু নহে। ১০৬।

স্থূলত্বাণুত্বরূপাভ্যাং বস্ত্বেকং ভাসতে দ্বিধা। স্থূলমিন্দ্রিয়গম্যত্বান্নামরূপাত্মকং জগৎ ॥ ১০৭

একই বস্তু স্থূলত্ব ও অণুত্ব (সূক্ষ্মতা) এই দুই আকারে প্রতীয়মান হয়। সেই স্থূলত্বাকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া নামরূপাত্মক জগৎ হইয়াছে। ১০৭।

সদদ্বৈতং ভবেৎ সূক্ষ্মমিন্দ্রিয়াবিষয়ত্বতঃ। এতদাত্মকতৈবাস্য স্থূলস্যেতীহ যুজ্যতে ॥ ১০৮

আর অণুত্বাকারটি ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য নয় বলিয়া তাহাই সেই সদদ্বৈত বস্তু। উক্ত স্থূলরূপটির প্রকৃত স্বরূপ, এই সদদ্বৈত বস্তু। এইরূপ সিদ্ধান্ত বা নির্ণয়ই এস্থলে যুক্তিযুক্ত। ১০৮।

অণুত্বং বস্তুনঃ প্রোক্তং যত্তৎসত্যমবাধনাৎ। স্থূলত্বং মায়য়াকৢপ্তং জ্ঞানেনৈতস্যবাধনম্ ॥১০৯

সদদ্বৈত বস্তুর যে সূক্ষ্মরূপতা বর্ণিত হইল, তাহা অকল্পিত (সত্য), কেননা কোনও বিরুদ্ধ যুক্তি সেই সিদ্ধান্তের বাধা ঘটাইতে পারে না। কিন্তু সেই সদদ্বৈত বস্তুর যে স্থূলরূপ, তাহা মায়ার দ্বারাই রচিত হইয়াছে, কেননা জ্ঞানদ্বারা সেই রূপটি যে মিথ্যা, তাহা প্রতীত হয়।১০৯।

অবাধ্যো যঃ স এবাত্মাসর্ব্বস্য নতু কল্পিতঃ। শ্বেতকেতোযদদ্বৈতং তদসি ত্বং ন মানবঃ॥১১০

যে বস্তুটির কোনও প্রকারে বাধ বা অসত্যতা প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই সকলের আত্মা; তাহা কল্পিত বস্তু নহে। হে শ্বেতকেতো! সেই যে অদ্বিতীয় বস্তু, তুমি হইতেছ তাহাই; তুমি মানব বা এই স্থূলদেহ নহ।১১০।

চিচ্ছায়াবানহংকারোঽধীতে বেদচতুষ্টয়ম্। ত্বংতুসাক্ষ্যেব তস্মাতঃ সদসি ত্বং ন চেতরঃ ॥ ১১১

চিদাভাসযুক্ত যে অহঙ্কার, তাহাই তোমাতে চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তুমি কিন্তু চিদাভাসযুক্ত অহঙ্কারের সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। এইহেতু তুমিই সেই সদ্বস্তু। তদ্ভিন্ন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কিছুই নহ।১১১।

ভিন্নোঽভূদ্ধৃদয়গ্রন্থিঃশ্বেতকেতোর্বিবেকতঃ। ধীদোষংসংশয়ংমার্ষ্টুং ভূয়োব্রূহীত্যবোচত॥১১২

এই বিচার অনুধাবন করিয়া শ্বেতকেতুর হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গেল; কিন্তু সংশয়রূপ বুদ্ধি-দোষের ক্ষালনজন্য তিনি বলিলেন—ভগবন্! আরও বলুন, (আমার এক সংশয় রহিয়াছে)।১১২।

সতাসম্পদ্যতেজীবঃসুষুপ্তাবিত্যুদীরিতম্। তথা চেৎসতি সম্পন্নোঽহমিত্যস্তুকুতো ন ধীঃ॥১১৩

আপনি যে বলিলেন, সুষুপ্তিতে জীব সেই সদ্বস্তুতে মিলিয়া যায়; তাহাই যদি হইল, তবে 'আমি সদ্বস্তুতে মিলিয়া যাই' এইরূপ প্রতীতি কেন হয় না? ১১৩।

নানাবৃক্ষরসৈক্যেন সম্পন্নেমধুনিস্থিতঃ। ন বুধ্যতে রসোঽস্যেতি তথা সর্বলয়াত্ম ধীঃ ॥ ১১৪

নানা বৃক্ষের রস এক হইয়া মধুতে মিলিয়া গেলে, সেই রস যেমন বুঝিতে পারে না 'আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস', সেইরূপ সকল বস্তুর রস লয়প্রাপ্ত হইয়া এক হইয়া গেলে, উক্তরূপ প্রতীতি হয় না।১১৪।

জীবোপাধিলয়েঽপ্যত্রতদ্বীজস্যাবশেষতঃ। তদুপাধিক এবাস্মিন্ দেহেঽস্মেত্যুঃ প্রবুধ্যতে॥১১৫

সুষুপ্তিতে জীবত্বসঙ্ঘটক উপাধির অর্থাৎ দেহাদিরূপ কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতের লয় হইলেও—তাহাদের ভান তিরোহিত হইলেও,—সেই উপাধির বীজস্বরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কার কারণরূপে থাকিয়া যায় বলিয়া, পরদিনে অর্থাৎ জাগিয়া উঠিলেই জীব সেই সেই উপাধি লইয়া—অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে ব্যাঘ্রাদি দেহ ধারণ করিয়াছিল, সেই সেই দেহেই জাগরিত হয়, (মুক্ত হইয়া যায় না)। (এই কারণেই জীবের 'কৃতহানি' হয় না অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হয় না এবং 'অকৃতাভ্যাগম' অর্থাৎ জাগরণের পরবর্ত্তী কালে অকৃতকর্ম্মের ফলভোগ ঘটে না, এবং সুষুপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী অনুভব—কর্ম্মাদির স্মৃতিরও বিচ্ছেদ ঘটে না।) [কেহ কেহ ইহার দ্বারা বুঝেন—জীব ঠিক সেই উপাধি লইয়াই জাগে না, কিন্তু সুষুপ্তির পূর্ব্বকালিক কার্য্য-কারণসংঘাতরূপ উপাধির সজাতীয় উপাধি লইয়া জাগে।]।১১৫।

চিত্তৈকাগ্র্যায় তচ্ছঙ্কাপরিহার্য্যা তু বস্তুষু। পূর্ব্বোক্তমেব তদ্বোদ্ধুং তদেবাহ পুনর্গুরুঃ ॥ ১১৬

চিত্তের একাগ্রতা লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত বস্তুসমূহে উক্তরূপ সন্দেহ বর্জ্জনীয়। এইহেতু গুরু আরুণি, শ্বেতকেতু যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সদ্বস্তুটি বুঝিতে পারেন, সেইজন্য আবার সেই কথাই বলিলেন, (নূতন কথা বলিলেন না) ।১১৬।

প্রাজ্ঞম্মন্যতয়া তত্ত্বমবিশ্বস্য স্বশঙ্কয়া। পুনঃ পুনরপৃচ্ছত্তং প্রত্যাহাসৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১৭

কিন্তু শ্বেতকেতু, আপনাকে পণ্ডিত মানিয়া, সেই অভিমানবশতঃ গুরুপ্রতিপাদিত তত্ত্বে বিশ্বাস না করিয়া পুনঃপুনঃ অর্থাৎ **আরও সাতবার** আপনার উদ্ভাবিত **সন্দেহ** তুলিয়া গুরুকে প্রশ্ন করিলেন। গুরুও বারবার অর্থাৎ আরও সাতবারই **(মোট নয়বার)** প্রশ্নের উত্তর দিলেন।১১৭।

সুষুপ্তৌ বুদ্ধ্যভাবেঽপি পুনর্জাগরণেঽস্তি ধীঃ। আগচ্ছংসতইত্যেবংতদাকস্মান্নবেত্ত্যসৌ ॥১১৮

(শিষ্য কহিলেন) ভাল, সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি না থাকিলেও জাগরণে ত' বুদ্ধি আবার আসিয়া যায়। তখন কেন জীব 'আমি সেই সদ্বস্তু হইতে আসিয়াছি'—এইরূপ জানিতে পারে না ? ।১১৮।

সুপ্তৌ সদ্রূপমজ্ঞাত্বা সদৈক্যংপ্রাপ্তবাংস্ততঃ। সতো নাগমনং স্মার্য্যমপামস্মরণং যথা॥১১৯
গঙ্গাজলং প্রবিশ্যাব্ধৌ মেঘেনাকৃষ্য সিচ্যতে। নাজ্ঞাতত্বাৎ স্মৃতিস্তত্র তদ্বদত্র স্মৃতির্ন হি ॥ ১২০

(গুরু উত্তর করিলেন) জীব সদ্বস্তুর স্বরূপ অবগত না হইয়া সুষুপ্তিতে সেই সদ্বস্তুর সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু সদ্বস্তু হইতে আপনার আগমন স্মরণ করিতে পারে না, জল যেরূপ পারে না, সেইরূপ; অর্থাৎ গঙ্গাজল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রজলের সহিত মিলিত হইলে, মেঘ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া সেচন করে; সেই জল জানিতে পারে না 'এই আমি গঙ্গাজল', সেইহেতু সেইরূপ স্মৃতিও হয় না। এস্থলেও (সুষুপ্তির পরেও) জীবের স্মৃতির অভাব সেইরূপ ।১১৯,১২০।

ব্যাঘ্রাদিঃ সুপ্ত এবাত্র বুধ্যতে বাসনাবশাৎ। ন নষ্টা বাসনেত্যেবংবিবক্ষিত্বোচ্যতে পুনঃ॥১২১

ব্যাঘ্রাদি সুষুপ্তি লাভ করিয়া এই ব্যাঘ্রাদি শরীরেই জাগিয়া থাকে। পূর্ব্ববাসনা বা সংস্কারই তাহার কারণ। সেই বাসনা বিনষ্ট হয় না। ইহাই বলিবার উদ্দেশ্যে আবার বলিতেছেন :—।১২১।

[পূর্ব্বে ১১৫ সংখ্যক শ্লোকে একথা বলা হইয়া গেলেও, তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আগ্রহান্বিত ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য সেই বাদকথার পুনরুক্তি দোষাবহ হয় না।]

জীবস্যনশ্বরস্যৈক্যং ন নিত্যেন সতেতি চেৎ। জীবো ন নশ্যতিকাপীত্যেবং বৃক্ষবদীক্ষ্যতাম্॥১২২

যদি বল, 'জীব নশ্বর, আর সেই সদ্বস্তু নিত্য; নশ্বর জীবের সেই সদ্বস্তুর সহিত সুষুপ্তিতে একতা হইতে পারে না' - তদুত্তরে বলি—জীব কোথাও বিনষ্ট হয় না। বৃক্ষের সহিত তুলনায় এই তত্ত্ব বুঝিয়া লও। ১২২।

শাখাং বৃক্ষে জীবপূর্ণেজীবস্ত্যজতিষামসৌ। শুষ্যেন্নান্যা তথা জীবেঽপগতেম্রিয়তে বপুঃ॥১২৩

জীবনপূর্ণ বৃক্ষে বৃক্ষ, যে শাখাটি ছেদনাদিবশতঃ হারায়, কেবল সেই শাখাটিই বিনষ্ট হয়। অন্য কোনও শাখা বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ জীবন বিনির্গত হইলে কেবল শরীরটিই বিনষ্ট হইয়া যায়। ১২৩।

নামরূপযুতং স্থূলং তস্মান্নাৎসদণোঃ কথম্। উৎপন্নমিতি চেদ্বীজাদ্বটবৃক্ষবদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১২৪

(শ্বেতকেতু অপর এক আশঙ্কা তুলিলেন—) ভাল, স্থূলশরীর ত' নামরূপবিশিষ্ট। তাহা নামরূপ-বিহীন অণু অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম, সদ্বস্তু হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে ? (তদুত্তরে বলি :—)

(সূক্ষ্ম) বীজ হইতে (বৃহৎ) বটবৃক্ষের উৎপত্তির সহিত তুলনা করিয়া বুঝিয়া লও। ১২৪।

ন্যায়াগমাভ্যাং সিদ্ধং চ শ্রদ্ধাহীনঃপরাঙ্মুখঃ। নবুধ্যতে শ্বেতকেতো শ্রদ্ধৎস্বান্তর্ম্মুখো ভব॥১২৫

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, যাহার চিত্তবৃত্তি বহির্মুখী, সেই ব্যক্তিই যুক্তি এবং আগমপ্রমাণ-দ্বারা সিদ্ধ, এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। হে শ্বেতকেতো! তুমি বেদান্তবাক্যে, যাহা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত তাহাতে, বিশ্বাস কর এবং চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী কর। ১২৫।

তৎসর্ব্বত্র স্থিতং কস্মান্ন সর্বৈ বিদুরীদৃশম্। মুমুক্ষুস্তু কথং বেত্তীত্যত্র দৃষ্টান্ত উচ্যতে॥ ১২৬

সেই সদ্বস্তু যদি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তবে সকলেই তাহাকে সেইরূপ বলিয়া অনুভব করে না কেন? কেবল মুমুক্ষুই কেন তাহাকে সেইরূপ বলিয়া বুঝে?—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দিয়া সংশয়নিবৃত্তি করিতেছেন। ১২৬।

লবণস্য ঘনে নারে বিলীনং বেত্তি ন ত্বচা। জিহ্বয়া বেত্তি তদ্বৎসদুপায়েনৈব বুধ্যতে॥ ১২৭

যে জল লবণমিশ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র লবণময় হইয়াছে, তাহাতে কেহ ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা সেই লবণের অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা পারে। সেইরূপ উপায়বিশেষ দ্বারাই সেই সদ্বস্তুকে বুঝা যায়। ১২৭।

সতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্যে ক উপায়ঃ স উচ্যতে। উপায় উপদেশোঽত্র ভবেদ্গন্ধারমার্গবৎ॥১২৮

সেই সদ্বস্তু যখন সকল ইন্দ্রিয়েরই অগম্য, তখন কিরূপ উপায়ে তাঁহাকে জানা যাইবে? (উত্তর) এবিষয়ে গুরূপদেশই সেই উপায়। যেমন গন্ধারদেশে পৌঁছিবার পথ উপদেশ-সাপেক্ষ, সেইরূপ। ১২৮।

গন্ধারাখ্যো বনে নীতস্তস্কৈরৈর্বদ্ধনেত্রকঃ। তস্য বন্ধং বিমুচ্যাত্র কৃপালুর্মার্গমাদিশৎ॥ ১২৯

চোরে যাহার চক্ষু বাঁধিয়া গন্ধার দেশ হইতে লইয়া গিয়া বনে ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই বনে কোনও এক দয়ালু পুরুষ তাহার চক্ষুর বাধন খুলিয়া দিয়া বন হইতে বাহির হইবার অথবা গন্ধারে যাইবার পথ বলিয়া দিয়াছিল। ১২৯।

তেনাদিষ্টমবিস্মৃত্য ধীমান্ গন্ধারমাপ্তবান্। অবিদ্যয়াবৃতং তত্ত্বং বেত্ত্যেবমুপদেশতঃ॥ ১৩০

সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ সেই দয়ালু পুরুষের উপদেশ স্মৃতিপথে অবিচলিত রাখিয়া, গন্ধার দেশে পৌঁছিয়া গেল। সেইরূপ সেই সদ্বস্তুর স্বরূপ, যাহা অবিদ্যার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তাহা, তদ্বিষয়ক উপদেশ 'ধ্রুবাস্মৃতি'-যোগে ধরিয়া থাকিলেই, জানিতে পারা যায়। ১৩০।

অশ্লেষনাশৌ বিদুষঃ সঞ্চিতাগামিকর্ম্মণোঃ। প্রারব্ধে ভোগসংক্ষাণেমুচ্যতে ন তু জায়তে॥১৩১

যিনি সেই সদ্বস্তুতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার সঞ্চিতকর্ম্ম সেই জ্ঞানদ্বারাই বিনষ্ট হয়, এবং আগামী (বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম) তাঁহার সহিত সম্বন্ধলাভ করিতে পারে না। অবশিষ্ট প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সেই জ্ঞানী মুক্ত হইয়া যান; তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১৩১।

কাদৃশী মতিরস্যেতি চেদ্বাগাদিলয়াত্তথা। মূঢ়স্য তদ্বদেবাস্য বৈলক্ষণ্যং ন কিঞ্চন॥ ১৩২

জ্ঞানীর কিরূপ মৃত্যু হয়, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি -বাগিন্দ্রিয়াদির লয়ক্রমে অজ্ঞানীর মৃত্যু যেমন পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ইঁহার মৃত্যুও সেইরূপেই হয়; তদ্বিষয়ে কোনই বৈলক্ষণ্য নাই। ১৩২।

সমানায়াং মৃতাবেকো মুক্তো নান্যঃ কুতো বদ। সত্যানৃতাভিসন্ধত্বং বৈষম্যংজ্ঞানিমূঢ়য়োঃ॥১৩৩

যদি উভয়ের মৃত্যু একই প্রকারের হইল, তবে একজন মুক্ত হইল, অন্য বদ্ধ রহিয়া গেল,

ইহা কেন হয়, বলুন। (উত্তর) একজন সত্যাভিসন্ধ (দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ সদ্বস্তুর সংস্কারাপন্ন), অপর অর্থাৎ অজ্ঞানী, অনৃতাভিসন্ধ (মিথ্যাজগৎপ্রপঞ্চসংস্কারাপন্ন)। ইহাই জ্ঞানী ও মূঢ়ের মধ্যে পার্থক্য। ১৩৩।

তস্করাতস্করৌ চৌর্য্যশঙ্কয়া তলরক্ষকৈঃ। গৃহীতৌ ন কৃতং চৌর্য্যমিত্যাহতুরুভাবপি॥ ১৩৪
গৃহীতঃ পরশুং তপ্তং তৌ তয়োস্তস্করোঽনৃতম্। অভিসন্ধায় দগ্ধঃ সন্ হন্যতে তলরক্ষকৈঃ॥১৩৫

তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ, চুরির সন্দেহে চোর এবং নির্দ্দোষ উভয়কেই ধরিল। উভয়েই তপ্ত পরশু (অগ্নিদগ্ধ কুড়াল বা তরবালাদি কোনও অস্ত্র) গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে যে মিথ্যাকথা বলিয়াছিল, সে তপ্ত পরশু হাতে লইয়া দগ্ধ হইয়া গেল এবং তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ তাহাকে মারিয়া ফেলিল। ১৩৪, ১৩৫।

অতস্করঃ সত্যসন্ধো ন দগ্ধো মুচ্যতে চ তৈঃ। অজ্ঞাত্মনৃতসন্ধোঽত্র সত্যসন্ধস্তু তত্ত্ববিৎ॥ ১৩৬

তাহাদের মধ্যে যে তস্কর নহে, সে সত্যকথা বলিয়াছিল বলিয়া তপ্ত পরশুর দ্বারা দগ্ধ হইল না এবং তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এস্থলে অজ্ঞানী 'মিথ্যা'-বাদী তস্করসদৃশ এবং তত্ত্বজ্ঞ 'সত্য'-বাদী অতস্কর সদৃশ। ১৩৬।

মর্ত্ত্যোঽহমিতি সন্ধায় ম্রিয়তে জায়তে চ সঃ। ব্রহ্মাহমিতি সন্ধায় মুচ্যতে ন চ জায়তে॥১৩৭

'আমি মরণধর্ম্মা (জীব)' এইরূপ ধারণা লইয়া মরিলে, জীব মরে, আবার জন্মে। আমি ব্রহ্ম (অমর—অজর—অজ) এইরূপ বিজ্ঞান লইয়া মরিলে জীব মুক্ত হইয়া যায়, আর জন্মে না। ১৩৭।

বুদ্ধিদোষং সমাধাতুং দৃষ্টান্তাস্তৈস্তুবাত্র কিম্। ত্বং সদেবেত্যভিপ্রেত্য নবকৃত্ব উপাদিশৎ॥১৩৮

[(শঙ্কা) ভাল, (সংশয়বিপর্য্যয়াদি) বুদ্ধিদোষ দূর করিবার জন্য বহু দৃষ্টান্তের প্রয়োগ হইয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে নয়টি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়া **নয়বার** উপদেশ করিলেন, তাহাতে আপনার অভিপ্রায় কি ?]—(সমাধান) এই সংশয়ের সমাধানকল্পে বলিতেছেন 'অথবা হে শ্বেতকেতো, তোমার এতগুলি দৃষ্টান্ত লইয়া কোনও কাজ নাই; (তুমি ধান্যার্থীর পলাল পরিত্যাগের ন্যায় অথবা ছাগের বাব্‌লাবীজ বর্জ্জন করিয়া বাব্‌লা শিম্বীর অন্তর্গত শস্য ভক্ষণের ন্যায়, দৃষ্টান্ত বর্জ্জন করিয়া কেবল সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর;) সেই সদ্বস্তুই তুমি, অন্য কিছু নহ ইহা বুঝাইবার জন্য আরুণি নয়বার উপদেশ করিলেন। ১৩৮।

ভিন্নগ্রন্থিঃ শ্বেতকেতুর্মননাচ্ছিন্নসংশয়ঃ। সদদ্বৈতং স্বমাত্মানং বিশেষেণাববুদ্ধবান্॥ ১৩৯

এই উপদেশ শুনিয়া শ্বেতকেতুর জড়চৈতন্যের তাদাত্ম্যাধ্যাসরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গেল। তিনি মননদ্বারা নির্ধূতসংশয় হইয়া সেই সদ্বস্তুকে আপনার আত্মা বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিলেন। ১৩৯।

শ্বেতকেতোর্ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাতা স্ফুটমেতয়া। তুষ্টোঽস্মাননুগৃহ্ণাতু বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥ ১৪০

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত শ্বেতকেতুর প্রতি উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা পরিস্ফুট করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। (প্রার্থনা এই যে) এই ব্যাখ্যায় তুষ্ট হইয়া (অস্মদ্‌গুরু) "বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বর" আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন—(আমরাও যেন শ্বেতকেতুর ন্যায় ছিন্নসংশয় হইয়া যাই।) ১৪০।

ইতি বিদ্যারণ্যমুনিকৃত-অনুভূতিপ্রকাশে ছান্দোগ্যোপনিষদ্বর্ণিত 'শ্বেতকেতু-বিদ্যাপ্রকাশ' নামক তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

(ইহা বিচার পূর্ব্বক পাঠ করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায় পাঠ করিলে, শ্রুতির অর্থ সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে।)

মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর নবম রত্ন।

পঞ্চদশী

"দীপপঞ্চক"নামক দ্বিতীয়খণ্ডের

প্রথমভাগ (ক)

মুনীশ্বর ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য বিরচিত

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার
পদানুপদ বঙ্গানুবাদ
অন্যান্য টীকাটিপ্পনীর ও শাস্ত্রবচনের সাহায্যে
বিশদীকৃত।

শ্রুতিঃ সর্ব্বজ্ঞাসৌ হর তব স্থতা শ্বাসজনিতা
পরাভক্তিং দেবে দিশতি চ গুরৌ জ্ঞানসরণীম্।
ততো দেব স্মৃত্বা স্বগুরুচরিতং বন্ধরচনং
গুরুর্ভূত্বা বন্ধং ত্রুটসি সকলং ভক্তিভূতিভুক্॥
প্রক্ষিপ্যাদ্বৈতবোধং নিজবিলয়কবং দেশিকঃশিষ্যবুদ্ধা
বানন্দে তৎস্বরূপে ভজনরতিসুখং চাবিশত্তস্য লক্ষ্যে।
মিথ্যা গৌণী চ মুখ্যা ত্রিবিধতনুধরস্তত্র শশ্বন্মহেশো
দীপো নির্ব্বাণকল্পো লয়মিব কৃতবান্ স্নেহসংহারহাস্যম্॥ ইতি—

অনুবাদক—
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৺কাশীধাম ৪৪নং কামাখ্যালেনস্থ মগনীরামমঠ হইতে প্রকাশিত।
প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

[মূল্য—২৲ দুই টাকা।

অনুবাদকের নিবেদন—

সাহিত্যপ্রচারের এই দুর্দ্দিনে বিস্তর বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশীর দ্বিতীয় খণ্ডের (ক) নামক পূর্ব্বার্দ্ধ পাঠকসমীপে উপস্থিত হইল। কাগজের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপতা যে এই সকল বিঘ্নের মধ্যে প্রধান, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। উত্তরার্দ্ধের জন্য কাগজ সংগৃহীত হইয়াছে, শীঘ্রই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা যাইবে। তৃতীয় বা শেষ খণ্ড কিছু কাগজের অপেক্ষায় রহিয়াছে। বিপত্তির ঝঞ্ঝা বিবিধ মূর্ত্তি ধরিয়া বর্ত্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে—মুদ্রাক্ষরোপাদান ধাতুর অভাব, কাগজের অভাব, কর্ম্মাভাবে আয়ের হ্রাস, শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি। তাহার উপর অযোগ্য বিষয়ের প্রচারের অপরাধে অনেক মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজদিগের মধ্যে এক প্রবচন আছে—Every cloud has a silver lining—'হোক্‌না বারিদ কালো সীমন্তে তার আলো।' এই সকল বিঘ্ন-বিপত্তিরও শুভোদর্ক—ভাবী কল্যাণফল আছে। এই সকল বিঘ্নজনিত বিলম্বাবসরে আলোচ্য গ্রন্থের টীকাদিতে অনুক্ত অনেক আবশ্যক বিষয়ের সংযোজন, দুরুক্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ ও অনুদ্দিষ্ট প্রমাণ-বচন সমূহের আকরাবিষ্কার, করিবার সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। প্রথমখণ্ড প্রকাশের পর যে সকল প্রমাণাকর আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মুদ্রাঙ্কনপরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইবে, তৎ সমস্তই গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইবে। এই সকল কারণে ভরসা হয়, বিলম্ব হইলেও প্রকৃত জিজ্ঞাসু পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

এই গ্রন্থের জন্য কাগজ সংগ্রহের আনুকূল্যে দুইটি ভদ্র মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। পরিমাণ অল্প হইলেও উদারাশয়ের নিদর্শনরূপে তাহা মহামূল্য। অপর কয়েকজন মহোদয়ের নিকট হইতে সাহায্য-প্রাপ্তি পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু যতীশচন্দ্র মৈত্রেয় বি, এস্‌সি,—৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য—৫৲

বাসন্তী মহাষ্টমী, ১৩৪৯ সন।
১২ই এপ্রেল, ১৯৪৩।

অনুবাদক—
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

মুখপত্র [title page] হইতে সূচীপত্রের ॥৵০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ইউরেকা প্রেসে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দত্ত দ্বারা, অবশিষ্ট তৎপূর্ব্বে সরলা প্রেসে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

পঞ্চদশী

বিষয়বিশ্লেষণ সূচী

ষষ্ঠ অধ্যায় — চিত্রদীপ।

* ভ্রমসংশোধন—১২৯ পৃঃ হইতে ১৩৭ পৃঃ পর্য্যন্ত শিরোনাম পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠার শিরোনামক্রমেই হইবে। ১২৯ পৃঃ সপ্তপংক্তি এস্থলে প্রদর্শিতরূপ হইবে।

সপ্তম অধ্যায়—তৃপ্তিদীপ।

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

পঞ্চদশী

(দীপপঞ্চক—ত্বম্ পদার্থশোধন)।

ষষ্ঠ অধ্যায়—চিত্রদীপ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥

পরব্রহ্মের যে মূর্ত্তি সত্যযুগে শুক্লবসন ধারণ করিয়া চন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ মনোহর জ্যোতিষ্মান হইয়া এবং চতুর্ভুজ প্রসন্নবদন লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সকল প্রকার বিঘ্নের নিবৃত্তির জন্য, ভগবান্ বিষ্ণুর সেই মূর্ত্তিকে ধ্যান করিতে হয়।

যস্য স্মরণমাত্রেণ বিঘ্না দূরং প্রযান্তি হি।
বন্দেঽহং দন্তিবক্ত্রং তং বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়কম্॥

যাঁহার স্মরণমাত্রেই প্রতিবন্ধকরূপ দুরিতসমূহ একেবারেই বিদূরিত হয় (আর ফিরিয়া আইসে না,) সেই অভীষ্ট সিদ্ধিদাতা গজবদনকে বন্দনা করিতেছি।

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ক্রিয়তে চিত্রদীপস্য ব্যাখ্যা তাৎপর্য্য-বোধিনী॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া চিত্রদীপের তাৎপর্য্য-বোধিনী-নাম্নী ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি অর্থাৎ চিত্রদীপে যে সকল পদ ও বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্দ্বারা বক্তার অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশিকা টীকা লিখিতেছি।

অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপ (নিগূঢ়) বস্ত্রখণ্ডের উপর জগদ্রূপ চিত্রের, প্রদীপের ন্যায় প্রকাশক বলিয়া এই প্রকরণের নাম 'চিত্রদীপ'। এই দৃষ্টান্তটির শ্রৌত প্রমাণ মৈত্রায়ণীয় শ্রুতিতে [চিত্রমিব মিথ্যা-মনোরমম্]—জগৎ চিত্রিত বস্তুর ন্যায় মিথ্যা অথচ মনোরম—এইরূপ, এবং স্মার্ত্ত প্রমাণ বাশিষ্ঠ রামায়ণে "অকৃত্রিমমরঙ্গঞ্চ গগনে চিত্রমুত্থিতম্"—এই জগৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে গগনে প্রদর্শিত নানাবর্ণের চিত্রের ন্যায় অকৃত্রিম এবং অলৌকিক রঙ্গরচিত,—এইরূপ দৃষ্ট হয়।

গ্রন্থকার "চিত্রদীপ" নামক প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যাহাতে তাহা নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে, প্রথমশ্লোকোক্ত "পরমাত্মনি" (পরমাত্মায়) এই পদদ্বারা ইষ্টদেবতার স্বরূপের স্মরণরূপ মাঙ্গল্যের অনুষ্ঠান করিলেন অর্থাৎ উক্ত পদ প্রসঙ্গ-প্রাপ্ত অর্থ প্রকাশ করিয়া স্বকীয় শব্দদ্বারা শঙ্খঘণ্টাদির শব্দের ন্যায় মাঙ্গল্যসূচক হইল। অনন্তর

এই চিত্রদীপনামক গ্রন্থ বেদান্তশাস্ত্রেরই প্রকরণবিশেষ বলিয়া অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নামক যে চারিটি অবশ্যবক্তব্য অনুবন্ধ দেখাইয়া গ্রন্থারম্ভ করিতে হয়, বেদান্তশাস্ত্রের সেই অনুবন্ধ-চতুষ্টয় দ্বারাই এই অধ্যায়ের অনুবন্ধচতুষ্টয়ের বর্ণন সিদ্ধ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া পরমাত্মায় কল্পিত এই জগৎ কি প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। কেননা, বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটি ন্যায় বা নীতি আছে যে অধ্যারোপ বা তদুপরি কল্পনা ও অপবাদ বা তাহা হইতে সেই কল্পনার নিষেধ করিয়া, নিষ্প্রপঞ্চ বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের, বর্ণনা করিতে হয়, অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে, যাহা আদৌ সর্প নহে, তাহাতে, সর্পের আরোপ বা কল্পনা হইয়া থাকে; সেইরূপ, বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্তুর অর্থাৎ অজ্ঞানের এবং অজ্ঞানকার্য্যরূপ জগতের, যে অধ্যারোপ বা কল্পনা, তদ্দ্বারা, এবং রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প যে রজ্জুভিন্ন অন্য কিছুই নহে—এইরূপে, অবস্তুর অর্থাৎ অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চ যে ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে—এইরূপে, নিষেধ বা অপবাদদ্বারা, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রপঞ্চপরিশূন্য ব্রহ্মের নির্দ্দেশ করিতে হয়। এই নীতির অনুসরণ করিয়া পরমাত্মায় জগৎ কি প্রকারে আরোপিত, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বর্ণন করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

ব্রহ্মে আরোপিত জগতের স্থিতির এবং জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তির, বর্ণন।

১। জগতের আরোপবিষয়ে (চিত্রস্থ) পটের দৃষ্টান্ত, এবং পটের চারি অবস্থার ন্যায় সিদ্ধান্তচৈতন্যের চারি অবস্থা।

(ক) উক্ত দৃষ্টান্তের ও সিদ্ধান্তের, চারি অবস্থার বর্ণন প্রতিজ্ঞা।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্॥ ১

অন্বয়—যথা চিত্রপটে অবস্থানাম্ চতুষ্টয়ম্ দৃষ্টম্, তথা পরমাত্মনি অবস্থাচতুষ্টয়ম্ বিজ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ—যেমন চিত্রাঙ্কনযোগ্য বস্ত্রখণ্ডের [যথাক্রমে নিম্নবর্ণিত (১) ধৌত, (২) ঘট্টিত (৩) লাঞ্ছিত ও (৪) রঞ্জিত এই] চারিটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ, পরমাত্মায় (যথাক্রমে চিৎ, অন্তর্য্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট্ এই) চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে।

টীকা—চিত্রপটের যেমন অগ্রে বর্ণিত চারিটি অবস্থা আছে, পরমাত্মাতেও সেইরূপ অগ্রে বর্ণিত চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে। ১

যদি বল তাহা কি প্রকার? তদুত্তরে, পটরূপ দৃষ্টান্ত এবং চৈতন্যরূপ দার্ষ্টান্তিক—এই উভয়েরই চারিটি অবস্থা যথাক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

(খ) পূর্ব্বশ্লোকোক্ত চারি অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম।

যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্য্যামী সূত্রাত্মা বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে॥ ২

অন্বয়—যথা পটঃ (ক্রমাৎ) ধৌতঃ ঘট্টিতঃ লাঞ্ছিতঃ রঞ্জিতঃ (ভবতি) তথা আত্মা চিৎ অন্তর্য্যামী সূত্রাত্মা বিরাট্ চ (ইতি) ঈর্য্যতে (কথ্যতে)।

অনুবাদ—যেমন চিত্রাঙ্কন করিবার জন্য একখণ্ড বস্ত্রকে প্রথমে ধৌত করা হয়, পরে তদুপরি মণ্ডলেপন করিয়া শঙ্খপ্রস্তরাদিদ্বারা ঘুঁটিয়া সমবিস্তৃত করা হয়, পরে তদুপরি রেখাপাত করিয়া বস্তুবিশেষের আকৃতিমাত্র অঙ্কিত করা হয় এবং তৎপরে রংদ্বারা তাহার সকল অবয়ব প্রকটিত করা হয়; সেইরূপ সর্ব্বোপাধি-পরিশূন্য পরমাত্মায়, শুদ্ধচৈতন্যাবস্থা, মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বরচৈতন্যাবস্থা, পরে সূক্ষ্মসৃষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাবস্থা এবং পরিশেষে স্থূলসৃষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট বিরাড্-অবস্থা—এই চারিটি অবস্থার পরিকল্পনা করা যাইতে পারে।

টীকা—যেমন চিত্রপটের ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত—এই চারিটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ পরমাত্মারও চিৎ, অন্তর্য্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট্ এই চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে। ২

পটরূপ দৃষ্টান্তস্থিত সেই চারিটি অবস্থা কি কি? তদুত্তরে দৃষ্টান্ত পট ও দার্ষ্টান্তিক পরমাত্মা, এই উভয়ের সেই চারি চারিটি অবস্থার স্বরূপ, যথাক্রমে নাম করিয়া বর্ণনা করিতেছেন:—

ক। দৃষ্টান্ত পটের চারি অবস্থার অর্থ।

স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাদ্ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাদ্ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ॥ ৩

অন্বয়—অত্র স্বতঃ শুভ্রঃ ধৌতঃ, অন্নবিলেপনাৎ ঘট্টিতঃ স্যাৎ, মস্যাকারৈঃ লাঞ্ছিতঃ, বর্ণপূরণাৎ রঞ্জিতঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—এই চারিটি অবস্থার মধ্যে, পটের স্বভাবতঃ শুভ্রাবস্থার নাম ধৌতাবস্থা; অন্নমণ্ড বিলেপন করিয়া (শঙ্খপ্রস্তরাদিদ্বারা) ঘুঁটিলে যে অবস্থা হয় তাহার নাম ঘট্টিতাবস্থা; পরে কালীদ্বারা দেবমনুষ্যাদির মূর্ত্তির আকারমাত্র আঁকিলে, তাহার লাঞ্ছিতাবস্থা হয় এবং পরে লাল নীল প্রভৃতি রংদ্বারা সেই আকৃতির পূরণ করিলে, তাহার রঞ্জিতাবস্থা হয়।

টীকা—"অত্র"—এই চারিটি অবস্থার মধ্যে, "স্বতঃ"—স্বভাবতঃ অর্থাৎ দ্রব্যান্তরের সম্বন্ধ বিনা কার্পাসতন্তুনিষ্ঠ শুভ্রতাবশতঃ, "শুভ্রঃ"—পটের শুভ্রাবস্থা, "ধৌতঃ"—'ধৌত' এই নামে কথিত হয়। "অন্নবিলেপনাৎ"—অন্নমণ্ডের বিলেপনহেতু যে সমবিস্তৃত কঠিন অবস্থা হয় তাহা, "ঘট্টিতঃ স্যাৎ" তাহাকে 'ঘট্টিতা'বস্থা বলে। "মস্যাকারৈঃ"- মসী অর্থাৎ কালী প্রভৃতির দ্বারা অঙ্কিত দেবমনুষ্যাদির আকারমাত্রের সংযোজনদ্বারা যে অবস্থা হয় তাহাকে, "লাঞ্ছিতঃ"- 'লাঞ্ছিতাবস্থা' বলে, "বর্ণপূরণাৎ"—লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা তাহার যথাযোগ্য পূরণ করিলে, "রঞ্জিতঃ স্যাৎ"- সেই অবস্থাকে 'রঞ্জিতা'বস্থা বলে। ৩

এক্ষণে দার্ষ্টান্তিকের সেইরূপ চারিটি অবস্থার বর্ণন করিতেছেন—

(খ) দার্ষ্টান্তিক চৈতন্যের চারি অবস্থার অর্থ।

স্বতশ্চিদন্তর্য্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ॥ ৪

অন্বয়—পরঃ স্বতঃ তু চিৎ, মায়াবী অন্তর্যামী, সূক্ষ্মদৃষ্টিতঃ সূত্রাত্মা, স্থূলদৃষ্ট্যা বিরাট্ এব ইতি উচ্যতে।

অনুবাদ—পরমাত্মা স্বরূপতঃ 'চিৎ'শব্দে উল্লিখিত হন; মায়ারূপ উপাধি-বিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে 'অন্তর্যামী' কহে; সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা সূত্রাত্মা বা 'হিরণ্যগর্ভ' নামে পরিচিত হন, এবং স্থূলদৃষ্টির দ্বারা 'বিরাট্' এই নামেই কথিত হন।

টীকা—"পরঃ" - পরমাত্মা, "স্বতঃ তু"—মায়ার ও মায়ার কার্য্যের সহিত সম্বন্ধরহিত হইলে, "চিৎ"—'চিৎ' শব্দদ্বারা উক্ত হন; "মায়াবী (সন্)"—মায়ার সহিত যোগ বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধহেতু তিনি, "অন্তর্যামী"—'অন্তর্যামী' শব্দবাচ্য হন, "সূক্ষ্মদৃষ্টিতঃ"—অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ সমষ্টিসূক্ষ্মশরীরের যোগ বা সম্বন্ধহেতু, "সূত্রাত্মা"—'সূত্রাত্মা' এই নামে অভিহিত হন, আর "স্থূলদৃষ্ট্যা"—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড বা সমষ্টিস্থূলশরীররূপ উপাধির সহিত যুক্ত হইলে, "বিরাট্ এব ইতি উচ্যতে" -তাঁহাকে 'বিরাট্' এই নামই দেওয়া হয়। ৪

২। চৈতন্যে আরোপিত চিত্রের বর্ণন।

(শঙ্কা) ভাল, পরমাত্মা যদি চিত্রের পটস্থানীয় হইলেন তবে সেই পটরূপ আধারে অবস্থিত চিত্র, কাহার প্রতিরূপক? তাহা ত' বলিতে হইবে; এইহেতু বলিতেছেন:—

(ক) ব্রহ্মা প্রভৃতিরূপ চিত্রের বর্ণন।

ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি।
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পটচিত্রবৎ ॥ ৫

অন্বয়—অত্র উত্তমাধমভাবেন ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনঃ জড়াঃ অপি পটচিত্রবৎ বর্ত্তন্তে।

অনুবাদ—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে সকল চেতন ও জড়পদার্থ রহিয়াছে তাহারা (যথাক্রমে) কেহ বা উত্তম, কেহ বা অধম, এইভাবে পরব্রহ্মচৈতন্য-রূপ অধিষ্ঠানে, পটরূপ আধারে চিত্রের ন্যায়, অবস্থিত রহিয়াছে।

টীকা—"অত্র" -এই পরমাত্মায়, "উত্তমাধমভাবেন"—কেহ বা উত্তম, কেহ বা অধম এই-ভাবে বিদ্যমান, "ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তম্"—চেতনস্বভাব অর্থাৎ জঙ্গম ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া গিরি নদী প্রভৃতি অর্থাৎ স্থাবর জড়পর্য্যন্ত, 'অপ্রকাণ্ডে স্তম্বগুল্মৌ'—যাহার 'প্রকাণ্ড' নাই অর্থাৎ মূল হইতেই পত্র নির্গত হইতে থাকে এইরূপ তুচ্ছ তৃণাদি পর্য্যন্ত, (পটস্থিত) চিত্র-স্থানীয় অর্থাৎ চিত্রের প্রতিরূপক। ৫

ব্রহ্মাদি জাগতিক পদার্থের চৈতন্যরূপতার কারণ বলিবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—

(খ) পটের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মাদির চেতনতার হেতু বুঝা যায়।

চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাং বস্ত্রাভাসাঃ পৃথক্ পৃথক্।
চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশা ইব কল্পিতাঃ ॥ ৬

অন্বয়—চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাম্ পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাভাসাঃ চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ সদৃশাঃ ইব কল্পিতাঃ।

অনুবাদ—যেমন চিত্রে লিখিত মনুষ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাভাস বা কল্পিত বস্ত্রসমূহ, চিত্রের আধাররূপ (প্রকৃত) বস্ত্রের সহিত সমান বলিয়া কল্পিত হয়—

টীকা—"চিত্রার্পিতমনুষ্যাণাম্"—চিত্রে লিখিত মনুষ্যাদিশরীরসকলের, "বস্ত্রাভাসাঃ"—নানাবর্ণবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ চিত্রিত বস্ত্র যাহারা শীতাদি নিবারণ করিতে পারে না বলিয়া প্রকৃত বস্ত্র নহে, কিন্তু কল্পিত বস্ত্র অর্থাৎ শীতাদিনিবারকত্বরূপ বস্ত্রলক্ষণ তাহাতে না ঘটিলেও, বস্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ।৬

এক্ষণে দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন :—

পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসাশ্চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্।
কল্প্যন্তে জীবনামানো বহুধা সংসরন্ত্যমী ॥৭

অন্বয়—চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্ পৃথক্ পৃথক্ জীবনামানঃ চিদাভাসাঃ কল্প্যন্তে ; অমী বহুধা সংসরন্তি।

অনুবাদ—চৈতন্যে অধ্যস্ত প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ অপ্রকৃত চৈতন্য জীবনামক চিদাভাসরূপে কল্পিত হয় (তাহাদিগকে ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত তুল্যরূপ বলিয়া কল্পনা করা হয়)। তাহারাই বিবিধপ্রকারে অর্থাৎ দেব, তির্য্যক্, মনুষ্যাদির শরীর লাভ করিয়া জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হয়।

টীকা—"চৈতন্যাধ্যস্তদেহিনাম্"—পরমাত্মায় আরোপিত দেবাদিশরীরসকলের, "পৃথক্ পৃথক্"—প্রত্যেকের অর্থাৎ এক একটির, "জীবনামানঃ চিদাভাসাঃ"—জীবনামক চিদাভাস বা অপ্রকৃতচৈতন্য মায়াদ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে ; পর্ব্বতাদি জড়পদার্থের চিদাভাস কল্পিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত চিত্রলিখিত বস্ত্রসমূহের শীতাদি নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া, যেমন তাহাদিগকে বস্ত্রাভাস বলা হয়, কেননা, তাহারা বস্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত বস্ত্র নহে, সেইরূপ মনুষ্যাদিদেহস্থিত চৈতন্যে, [সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ইত্যাদি] প্রকৃত চৈতন্যের লক্ষণ খাটে না বলিয়া অথচ প্রকৃত চৈতন্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া তাহাদিগকে চিদাভাস বলে। সেই তির্য্যক্-মনুষ্যদেবাদি দেহস্থিত চৈতন্যসকলকে চিদাভাস বা অসত্য চৈতন্য বলিয়া কল্পনা করিবার কারণ এই যে, "অমী সংসরন্তি"—উহারা সংসরণ করে অর্থাৎ জন্মমরণাদি প্রাপ্ত হয় ; তাহারা পরমাত্মা বা প্রকৃত চৈতন্য নহে, কেননা, তাহা নির্ব্বিকার—সত্যজ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, ইহাই অভিপ্রায়। ৭

ভাল, নৈয়ায়িকাদি বাদিগণ এবং সাধারণ লোকেও বলিয়া থাকে যে, আত্মারই সংসার বা জন্মমরণ লাভ হয়। এইরূপ বলিবার কারণ কি ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—অজ্ঞানই তাহার কারণ ; এই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

লোকসকল আত্মায় সংসার-প্রতীতির কারণ অজ্ঞান।

বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদ্বদাধারবস্ত্রগান্।
বদন্ত্যজ্ঞাস্তথা জীবসংসারং চিদ্গতং বিদুঃ ॥ ৮

অন্বয়—বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদ্বৎ আধারবস্ত্রগান্ বদন্তি, তথা অজ্ঞাঃ জীবসংসারম্ চিদ্গতম্ বিদুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন স্থূলদৃষ্টি লোকে চিত্রিত বস্ত্রের বর্ণসকলকে চিত্রাধার

বস্ত্রের বর্ণ বলিয়া মনে করে, সেইরূপ জ্ঞানহীন লোকে জীবগণের সংসারপ্রাপ্তিকে সাক্ষিচৈতন্যের সংসারপ্রাপ্তি বলিয়া মনে করে।৮

পর্ব্বত নদ্যাদিতে চিদাভাস কল্পনার অভাব, দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

(ঘ) পটের দৃষ্টান্তদ্বারা পর্ব্বতাদিতে চিদাভাস কল্পনার অভাবপ্রদর্শন।

চিত্রস্থপর্ব্বতাদীনাং বস্ত্রাভাসো ন লিখ্যতে।
সৃষ্টিস্থমৃত্তিকাদীনাং চিদাভাসাস্তথা ন হি ॥৯

অন্বয়—চিত্রস্থপর্ব্বতাদীনাম্ বস্ত্রাভাসঃ ন লিখ্যতে, তথা সৃষ্টিস্থমৃত্তিকাদীনাম চিদাভাসাঃ ন হি।

অনুবাদ—আর যেমন চিত্রস্থিত পর্ব্বতাদির (পরিধেয় বস্ত্র নাই বলিয়া মনুষ্যাদির চিত্রিত বস্ত্রের ন্যায়) বস্ত্রাদি অঙ্কিত হয় না, সেইরূপ সৃষ্টিস্থিত মৃত্তিকাদিতে চিদাভাসের বা জীবচৈতন্যের কল্পনা করা হয় না।

টীকা —"ন লিখ্যতে"—অঙ্কিত হয় না, কেননা, পর্ব্বতাদি জড়পদার্থের চিদাভাসকল্পনার প্রয়োজনের অর্থাৎ সংসাররূপ ফলের, অভাব বলিয়া ; ইহাই অভিপ্রায়। বৃক্ষাদি জীব অন্তঃসংজ্ঞ বলিয়া পর্ব্বতাদির অন্তর্গত (মনুসংহিতা—১।৪৯ দ্রষ্টব্য)। ৯

৩। অবিদ্যার স্বরূপবর্ণনপূর্ব্বক, তাহার নিবর্ত্তক বিদ্যার, সাধনসহিত স্বরূপবর্ণন।

এইরূপে আত্মায় যে সংসার কল্পিত হয়, তাহার জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে, এই তথ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য সেই সংসারের কারণস্বরূপ অবিদ্যার প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(ক) অবিদ্যার স্বরূপ এবং তাহার নিবৃত্তির বিদ্যারূপ উপায়।

সংসারঃ পরমার্থোঽয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি।
ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্যাদ্ বিদ্যয়ৈষা নিবর্ত্ততে ॥১০

অন্বয়—অয়ম্ সংসারঃ পরমার্থঃ স্বাত্মবস্তুনি সংলগ্নঃ ইতি ভ্রান্তিঃ অবিদ্যা স্যাৎ ; এষা বিদ্যয়া নিবর্ত্ততে।

অনুবাদ ও টীকা—এই কর্ত্তৃত্বাদিরূপ অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা' এই প্রকার অভিমান হইতে উৎপন্ন, সংসার বাস্তবপদার্থ এবং তাহা আত্মায় সংলগ্ন অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম, এইরূপ যে ভ্রম বা উল্টাবুদ্ধি, তাহারই নাম অবিদ্যা বা কার্য্যরূপ অজ্ঞান। বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইতে পারে।১০

(শঙ্কা) ভাল, সেই বিদ্যা কি প্রকার ? তাহা লাভ করিবার উপায় কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই বিদ্যার স্বরূপ এবং সেই বিদ্যালাভের উপায় দেখাইতেছেন :—

(খ) বিদ্যার স্বরূপ এবং তাহার লাভের উপায়।

আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারো নাত্মবস্তুনঃ।
ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভ্যতেঽসৌ বিচারণাৎ॥১১

অন্বয়—আত্মাভাসস্য জীবস্য সংসারঃ, আত্মবস্তুনঃ ন ইতি বোধঃ বিদ্যা ভবেৎ। অসৌ বিচারণাৎ লভ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—আত্মার আভাসস্বরূপ যে জীব, তাহারই সংসার হয়, যে আত্মা অকল্পিত, সেই আত্মার নহে,—এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাকেই বিদ্যা বলে। বিচারদ্বারাই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। ১১

(শঙ্কা) 'বিচারদ্বারাই সেই বিদ্যা লাভ করিতে পারা যায়'—এই যে উক্তি করা হইল, কোন্ বস্তুর বিচারদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) বিচারের বিষয় ও প্রয়োজন।

সদা বিচারয়েৎ তস্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ।
জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মৈব শিষ্যতে॥ ১২

অন্বয়—তস্মাৎ জগজ্জীবপরাত্মনঃ সদা বিচারয়েৎ, জীবভাবজগদ্ভাববাধে স্বাত্মা এব শিষ্যতে।

অনুবাদ - এইহেতু মুমুক্ষু জগৎ, জীব ও পরমাত্মা এই তিন বস্তুর সর্ব্বদা বিচার করিবেন; কেননা, সেই জীবভাবের ও জগদ্ভাবের নিবৃত্তি হইলে— ইহারা নশ্বর বলিয়া ইহাদের স্বরূপ বাধপ্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান।

টীকা—ভাল, তাহা হইলে পরমাত্মাই বিচারযোগ্য বস্তু হউন কেননা মোক্ষাবস্থায় তিনিই ফলরূপে থাকিয়া যান; জীব ও জগৎ এই দুইটির বিচারের উপযোগিতা কোথায়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন জীব ও জগৎ এই দুইটির অপবাদ করিলে বা বাধ প্রতিপন্ন হইলে, পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান। এইরূপে পরমাত্মবিচারের সহিত জীব ও জগতের বিচারেরও উপযোগিতা আছে। এইহেতু বলিলেন "সেই জীবভাবের ও জগদ্ভাবের নিবৃত্তি হইলে" ইত্যাদি। ১২

ভাল, 'বিচারদ্বারা জীবভাবের ও জগদ্ভাবের বাধা হইলে, বিচারকারীর আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান'—উক্ত দ্বাদশ শ্লোকে যে এইরূপ বলা হইল, তাহা ত' হইতে পারে না, কেননা, বিচার দ্বারা জীবজগতের বাধা হইলে তদ্বিষয়ক কথন ও তদুভয়ের প্রতীতিরূপ ব্যবহারের বিলোপ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "বাধ" শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ এবং সেই অর্থ না অঙ্গীকার করিলে বিপরীতপক্ষে দণ্ডের বা অনিষ্টকারী তর্কের, ব্যাখ্যা করিতেছেন:—

(ঘ) বাধ শব্দের অর্থ।

নাপ্রতীতিস্তয়োর্বাধঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ।
নো চেৎ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ মুচ্যেতাযত্নতো জনঃ॥১৩

অন্বয়—অপ্রতীতিঃ তয়োঃ বাধঃ ন কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ, নো চেৎ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদৌ জনঃ অযত্নতঃ মুচ্যেত।

অনুবাদ—'বাধ' শব্দের অর্থ সেই জীব ও জগতের অপ্রতীতি—এইরূপ নহে, কিন্তু তদুভয়ের মিথ্যাত্বনিশ্চয়ই 'বাধ' শব্দের অর্থ। যদি উক্ত অপ্রতীতিই বাধ শব্দের অর্থ হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছা অবস্থাতে যখন দ্বৈতের প্রতীতি থাকে না, লোকে আপনা হইতেই মুক্ত হইত।

টীকা -সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, (মরণ এবং প্রলয়কালে) আপনা হইতেই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিনাই মুক্তি সম্ভব হইত, ইহাই অভিপ্রায়। ১৩

বিচারকারীর আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় (১২ শ্লোকে) এইরূপ বলায় ইহাই অভিপ্রেত যে, পরমাত্মাই সত্য, এইরূপ জ্ঞান; সেই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন যে জগৎ, তাহার বিস্মৃতি বুঝান ইহার উদ্দেশ্য নহে, কেননা, তাহা হইলে অর্থাৎ জগতের অপ্রতীতিই ইহার অর্থ হইলে, (শ্রুত্যনুমোদিত) জীবন্মুক্তি নামক অবস্থার (যাহাতে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিকায় জগতের প্রতীতি ও তন্মূলক ব্যবহার থাকে, তাহার) সম্ভাবনা থাকে না, এইহেতু বলিতেছেন:—

(ঙ) আত্মার 'অবশিষ্ট' থাকিবার অর্থ।

পরমাত্মাবশেষোঽপি তৎসত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ।
ন জগদ্বিস্মৃতির্নো চেজ্জীবন্মুক্তির্ন সম্ভবেৎ॥ ১৪

অন্বয়—'পরমাত্মাবশেষঃ' অপি তৎসত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ ন জগদ্বিস্মৃতিঃ। নো চেৎ জীবন্মুক্তিঃ ন সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকিয়া যান' ইহার অর্থ 'সেই পরমাত্মাই একমাত্র সত্যবস্তু'—এইরূপ নিশ্চয় বা দৃঢ়বিশ্বাস। জগৎপ্রপঞ্চের বিস্মৃতি তাহার অর্থ নহে। এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে জীবন্মুক্তি নামক অবস্থা সম্ভবপর হয় না। ১৪

১২শ শ্লোকে যে বলা হইল 'সর্ব্বদা বিচার করিবেন'—এইরূপ উক্তিদ্বারা পাছে বুঝায় যে দেহপাত পর্য্যন্ত সেই বিচার করিতেই হইবে। এইহেতু সেই বিচারের অবধি নির্ণয় করিতেছেন:

(চ) বিদ্যার বিভাগ-পূর্ব্বক বিচারের অবধি নির্ণয়।

পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা।
তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে॥ ১৫

অন্বয়—বিচারজা বিদ্যা পরোক্ষা অপরোক্ষা চ ইতি দ্বেধা, তত্র অপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ অয়ম বিচারঃ সমাপ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—বিচারদ্বারা যে বিদ্যা বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে যতদিন পর্য্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিচার করিতে হইবে। অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রাপ্তি হইলে বিচারের সমাপ্তি হইবে। ১৫

'বিচারদ্বারা উৎপন্ন বিদ্যা, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার'—এইরূপ যে বলা হইল তন্মধ্যে সেই উভয়ের স্বরূপ ক্রমান্বয়ে দেখাইতেছেন:

(ছ) বিচারজনিত পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে॥১৬

অন্বয়—"ব্রহ্ম অস্তি" ইতি চেৎ বেদ তৎ পরোক্ষজ্ঞানম্ এব ; "অহম্ ব্রহ্ম" ইতি চেৎ বেদ সঃ সাক্ষাৎকারঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—'ব্রহ্ম আছেন'—যখন জ্ঞান এই প্রকারের হয়, তখন তাহার নাম পরোক্ষ জ্ঞান ; আর যখন 'আমিই হইতেছি ব্রহ্ম'—এই প্রকারের জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞানের নাম সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ জ্ঞান।

টীকা—[অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ, সন্তমেনং ততো বিদুঃ—তৈত্তিরীয় উপ, ব্রহ্মবল্লী—২।৬।১]—যদি কেহ জানেন অর্থাৎ বিশ্বাস করেন যে সর্ব্বাধিষ্ঠান, সর্ব্বজগৎকর্ত্তা, সর্ব্বলয়াধাবভূত ব্রহ্ম আছেন, তবে ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'সৎ' অর্থাৎ পরমার্থসদাত্মভাবাপন্ন বলিয়া জানেন ; সেইহেতু ব্রহ্ম আছেন এইরূপ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। [তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবৎ —বৃহদা উ, ১।৪।১০] তিনি 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে আপনাকেই জানিয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি সর্ব্বাত্মক হইলেন। উক্ত দুই শ্রুতিবচনই এই শ্লোকে লক্ষিত হইয়াছে। ১৬

আত্মতত্ত্বের বিচারে জীব ও কূটস্থের বিচার।

১। দৃষ্টান্ত আকাশ ও দার্ষ্টান্ত চৈতন্য ; তদুভয়ের প্রকারভেদ।

১৬শ শ্লোকে যে আত্মসাক্ষাৎকারের কথা বলা হইল তাহার অসাধারণ কারণ যে আত্মতত্ত্ববিচার, তাহাই করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(ক) আত্মতত্ত্ব বিচারের প্রতিজ্ঞা।

তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থমাত্মতত্ত্বং বিবিচ্যতে।
যেনায়ং সর্ব্বসংসারাৎ সদ্য এব বিমুচ্যতে॥ ১৭

অন্বয়—যেন অয়ম্ সর্ব্বসংসারাৎ সদ্যঃ এব বিমুচ্যতে তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থম্ আত্মতত্ত্বম্ বিবিচ্যতে।

অনুবাদ—যে সাক্ষাৎকারদ্বারা এই জীব সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে সদ্যঃই বিমুক্ত হইয়া যায়, সেই সাক্ষাৎকারসিদ্ধির নিমিত্ত আত্মার স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে।

টীকা—"যেন"—যে সাক্ষাৎকারের দ্বারা, "অয়ম্"—এই পুরুষ বা জীব, "সদ্যঃ এব"—তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের উৎপত্তির সময়েই, "সর্ব্বসংসারাৎ বিমুচ্যতে"—সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়, "তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধ্যর্থম্"—সেই সাক্ষাৎকারের সিদ্ধির জন্য, "আত্মতত্ত্বম্ বিবিচ্যতে"—আত্মার স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে। ১৭

চিদাত্মার একতাই পারমার্থিক সত্য, ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য, সংসারব্যবহারের অবস্থায় প্রতীয়মান চৈতন্যের চারি প্রকার ভেদের উল্লেখ করিতেছেন :—

(খ) চারি প্রকার চৈতন্য, ও তাহাদের প্রতিরূপক চারিপ্রকার আকাশ।

কূটস্থো ব্রহ্ম জীবেশাবিত্যেবং চিচ্চতুর্বিধা।
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে যথা॥ ১৮

অন্বয়—কূটস্থঃ ব্রহ্ম জীবেশৌ ইতি এবম্ চিৎ চতুর্বিধা যথা ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশাভ্রখে (অভ্রখ=মেঘাকাশ)।

অনুবাদ—কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বরচৈতন্য—এইরূপে চৈতন্য চারিপ্রকার, যেমন একই আকাশ (উপাধিভেদে) ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ।

টীকা—একই বস্তু কিরূপে চারিপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, তাহাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—'যেমন একই আকাশ' ইত্যাদি। অদ্বৈতমতানুসারী কয়েকটি পক্ষ আছে, যাঁহারা ব্যবহার দশায়—জীব-চৈতন্য, ঈশ্বর-চৈতন্য ও শুদ্ধ-চৈতন্য এই তিন প্রকার চৈতন্য স্বীকার করিয়া থাকেন, বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকরচয়িতা সুরেশ্বরাচার্য্যের ছয়টি অনাদি পদার্থের গণনাকালে,—(১) শুদ্ধচৈতন্য (২) ঈশ্বরচৈতন্য (৩) জীবচৈতন্য (৪) অবিদ্যা (৫) অবিদ্যা ও চৈতন্যের পরস্পর সম্বন্ধ এবং (৬) এই পাঁচটির পরস্পর ভেদ—এই ছয়টি অনাদি বা উৎপত্তিহীন পদার্থের যে গণনা করিয়াছেন, ("জীব ঈশো বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশয়োর্ভিদা। অবিদ্যা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ॥" "বেদান্ত-পরিভাষা", পেদ্দা দীক্ষিত কৃত টীকা, ২৩ পৃষ্ঠা ত্রিবেন্দ্রম্ গ্রন্থাবলী।)—তাহাতে চৈতন্যের তিনটি মাত্র প্রকার পরিলক্ষিত হয়। আর গ্রন্থকার যে এস্থলে চৈতন্যের চারি প্রকার ভেদের উল্লেখ করিতেছেন, তাহাতে সুরেশ্বর-বচনের সহিত বিদ্যারণ্য-বচনের বিরোধ হয় এবং সেই তিনপ্রকার ভেদ মানিলেই মুমুক্ষুর, ব্রহ্ম ও আত্মার একতাবোধ সম্ভব হয়। সেইহেতু এস্থলে কূটস্থচৈতন্য বলিয়া চতুর্থ চৈতন্যের কল্পনা করিলে, গৌরবদোষ (১ম অঃ ৩য় শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য) হয় বটে কিন্তু কূটস্থচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের ভেদ কেবল নামমাত্র বলিয়া এবং সেই ভেদ বাস্তব নয় বলিয়া, উক্ত বিরোধের সমন্বয় হইতে পারে।

আবার—প্রকারান্তরেও সেই সমন্বয় হয়, যথা বিদ্যারণ্যগুরু ভারতীতীর্থ 'বাক্যসুধা বা দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক' নামক গ্রন্থে ৩২ ও ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে 'কূটস্থকে' অবচ্ছিন্ন বা পারমার্থিক জীব বলিয়া ত্রিবিধ জীবের অন্তর্গত বলিয়াছেন, যথা অবচ্ছিন্নশ্চিদাভাসস্তৃতীয়ঃ স্বপ্নকল্পিতঃ। বিজ্ঞেয়স্ত্রিবিধো জীবস্তত্রাদ্যঃ পারমার্থিকঃ॥ ৩২ অবচ্ছেদঃ কল্পিতঃ স্যাদবচ্ছেদ্যস্তু বাস্তবম্। তস্মিন্ জীবত্বমারোপাদ্-ব্রহ্মত্বং তু স্বভাবতঃ॥ ৩৩ (মগনীরামগ্রন্থাবলী—পৃঃ ১৫,১৬) জীব তিনপ্রকারের বুঝিতে হইবে, যথা—(১) অবচ্ছিন্ন, (২) চিদাভাস, (৩) স্বপ্নকল্পিত। তন্মধ্যে প্রথমপ্রকারের জীব (অর্থাৎ কূটস্থ) পারমার্থিক বা ব্রহ্মরূপ ; জীবত্বরূপ অবচ্ছেদ কল্পিত ; কিন্তু ব্রহ্মত্বরূপ অবচ্ছেদ সত্য। সেই ব্রহ্মরূপ সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যাসবশতঃ জীবত্ব সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে কিন্তু সাক্ষীর ব্রহ্মরূপতা স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপে, জীবমধ্যে কূটস্থের পরিগণনা হইলে, বার্ত্তিক-কারোক্ত তিন প্রকার চৈতন্যই বিদ্যারণ্যসম্মত বলিয়া সিদ্ধ হয় সুতরাং বিরোধ নাই। অথবা (জড়শক্তিঃ বা প্রকৃতিঃ) [জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি—ইতি নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উ, ৯ কণ্ডিকা]—জড়শক্তি, যিনি প্রকৃতি তিনি, আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে সৃজন করেন এবং সেই প্রকৃতিই (ঈশ্বরে) মায়া এবং (জীবে) অবিদ্যারূপ ধারণ করেন। এইরূপে প্রকৃতির অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্য, যাহা জীব ঈশ্বর উভয়েরই আধার, সেই চৈতন্যকে লইয়া চারি

চৈতন্য কল্পনা করিয়া, ব্রহ্মের সহিত আত্মার, একতা বুঝাইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা উক্ত নৃসিংহতাপনীয় শ্রুতির অর্থও সম্ভাবিত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। ১৮

তন্মধ্যে ঘটাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ অর্থাৎ ঘটাদির ভিতর যে আকাশ রহিয়াছে ও যে পরিমাণ আকাশে সেই ঘটাদি অবস্থিত, সেই ঘটাদিরূপ উপাধিবিশিষ্ট "ঘটাকাশ" এবং সেই প্রকার ঘটাদিরূপ উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহে যে মহাকাশ, এই দুইটি সর্ব্বজনবিদিত বলিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ জলাকাশেরই বর্ণন করিতেছেন :—

(৩) জলাকাশের স্বরূপ।

ঘটাবচ্ছিন্নখে নীরং যত্তত্র প্রতিবিম্বিতঃ।
সাভ্রনক্ষত্র আকাশো জলাকাশ উদীর্য্যতে ॥১৯

অন্বয় ঘটাবচ্ছিন্নে খে যৎ নীরম, তত্র প্রতিবিম্বিতঃ সাভ্রনক্ষত্রঃ আকাশঃ জলাকাশঃ উদীর্য্যতে।

অনুবাদ—ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশমধ্যে যে জল আছে, তাহাতে প্রতিবিম্বিত মেঘনক্ষত্র সহিত যে আকাশ আছে, তাহাকেই জলাকাশ বলা হইতেছে। (এস্থলে কেহ যেন মনে না করেন যে জলপূর্ণ ঘটমধ্যে যতটুকু আকাশ রহিয়াছে তাহাই ঘটস্থ জলে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এইহেতু "মেঘনক্ষত্রসহিত" প্রতিবিম্বের উল্লেখ হইল। তাহা ঘটের বহিঃস্থ মহাকাশেরই প্রতিবিম্ব। তাহা এইরূপে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, যেহেতু ঘটমধ্যস্থিত এক হাত পরিমাণ বা আধ হাত পরিমাণ গভীর জলে, যে গভীরতা প্রতীত হয়, তাহা বহিঃস্থ মহাকাশেরই গভীরতা হইতে পারে।)

টীকা ঘটাদিরূপ উপাধিবিশিষ্ট আকাশে যে জল আছে, সেই জলে প্রতিবিম্বিত গ্রহনক্ষত্রাদিযুক্ত যে আকাশ, তাহাই ঘটাকাশ বলিয়া কথিত হইল। ১৯

এক্ষণে অভ্রাকাশ বা মেঘাকাশের নির্ণয় করিতেছেন :—

(৪) মেঘাকাশের স্বরূপ।

মহাকাশস্য মধ্যে যন্মেঘমণ্ডলমীক্ষ্যতে।
প্রতিবিম্বতয়া তত্র মেঘাকাশো জলে স্থিতঃ ॥ ২০

অন্বয় —মহাকাশস্য মধ্যে যৎ মেঘমণ্ডলম্ ঈক্ষ্যতে তত্র জলে প্রতিবিম্বতয়া স্থিতঃ মেঘাকাশঃ।

অনুবাদ—মহাকাশের মধ্যে যে মেঘমণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেই মেঘমণ্ডলে যে জল আছে, তাহাতে প্রতিবিম্বিতরূপে যে আকাশ আছে (বা আছে বলিয়া অনুমিত হয়) তাহাকেই মেঘাকাশ বলা হয়।

টীকা —"তত্র জলে"—সেই মেঘমণ্ডলে যে জল আছে, সেই জলে। ২০

(শঙ্কা) ভাল, মেঘে যে জল রহিয়াছে সেই জল ত' প্রতীত হয় না। তাহাতে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, ইহা কি প্রকারে ধারণা করা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

মেঘাংশরূপমুদকং তুষারাকারসংস্থিতম্।
তত্র খপ্রতিবিম্বোঽয়ং নীরত্বাদনুমীয়তে ॥ ২১

অন্বয়—তুষারাকারসংস্থিতম্ মেঘাংশরূপম্ উদকম্, তত্র অয়ম্ খপ্রতিবিম্বঃ নীরত্বাৎ অনুমীয়তে।

অনুবাদ—জলের সূক্ষ্মবিন্দুরূপ যে তুষার, সেই তুষারের আকারে সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত মেঘের অংশরূপ যে জল, তাহা জল বলিয়া, তাহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব আছে, এইরূপ অনুমান করা যায়।

টীকা—মেঘস্থিত জল প্রত্যক্ষ প্রতীত না হইলেও বৃষ্টিরূপ কার্য্যদ্বারা মেঘে সেই বৃষ্টির উপাদান সূক্ষ্মাবয়ব অর্থাৎ বিন্দুরূপ জল আছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সেই অনুমান এইরূপ হইবে—মেঘে জল আছে (প্রতিজ্ঞা); বৃষ্টিরূপ কার্য্য হয়, দেখা যায় বলিয়া (হেতু); যেখানে যেখানে বৃষ্টি হয় সেখানে সেখানে অবশ্যই জল দেখা যায় (অন্বয়ব্যাপ্তি); পর্ব্বতনির্ঝর হইতে পতিত জলবিন্দুযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় (উদাহরণ)। আর জলের সত্তারূপ যে লিঙ্গ বা হেতু রহিয়াছে, তদ্দ্বারা সেই জলের প্রতিবিম্ববত্তাও আছে—এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। সেই অনুমান এইরূপে হইবে - বিবাদের বিষয় যে মেঘস্থিত জল, তাহা আকাশের প্রতিবিম্বযুক্ত হইবার যোগ্য—(পক্ষ)। যেহেতু তাহা জল -(হেতু); ঘটে অবস্থিত জলের ন্যায়—(উদাহরণ)। এইরূপ অনুমানদ্বারা জানা যায় যে মেঘের অংশরূপ জলে আকাশপ্রতিবিম্বের সত্তা আছে, ইহাই তাৎপর্য্য। ২১

এইরূপে দৃষ্টান্তস্বরূপ চারিটি আকাশের বর্ণন করিয়া দার্ষ্টান্তিক চৈতন্যচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম কথিত (ঘটাকাশস্থানীয়) কূটস্থচৈতন্যের বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

(৬) কূটস্থের স্বরূপ।

অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।
কূটবন্নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে ॥ ২২

অন্বয়—অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ কূটবৎ নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ এই উভয়ের আধাররূপে বর্ত্তমান এবং সেই দেহদ্বয়রূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আত্মা বা জীবসাক্ষী তাহাকেই কূটস্থ বলা হয়। [কূট অর্থাৎ কামারের হাতুড়ির ন্যায় সেই আত্মা (কেবলমাত্র জীবসাক্ষিরূপে) নির্ব্বিকার থাকেন বলিয়া, তাঁহাকে কূটস্থ বলা হয়।]

টীকা—পঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্যরূপ স্থূলদেহ এবং অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্যরূপ সূক্ষ্মদেহ, অবিদ্যাকল্পিত। এই দেহদ্বয়ের আধাররূপে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া, সেই দেহদ্বয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সেই দেহদ্বয়রূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আত্মা—জীবসাক্ষী, তাঁহাকেই কূটস্থ বলা হইতেছে। সেই দেহসাক্ষী আত্মাকে "কূটস্থ" নাম দিবার কারণ এই "কূট" অর্থাৎ কামারের ("নাঙ্গ" নাভি) কিম্বা হাতুড়ির ন্যায়, সেই আত্মা নির্ব্বিকার—ইত্যাদি। কেহ বলেন 'কূট' শব্দে মিথ্যা বিকারী প্রপঞ্চ

বৃক্ষাগ্র ; তাহার মধ্যে সত্য বা নির্ব্বিকার রূপে অবস্থিত থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম কূটস্থ; আবার কেহ বলেন—কূট শব্দে চূড়া বা স্তূপ, তাহার অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম প্রপঞ্চের উপরি অধিষ্ঠিত নির্ব্বিকার চৈতন্য বলিয়া—তাঁহাকে কূটস্থ বলা হয়; মধুসূদন সরস্বতী গীতার (১২।৩) টীকায় লিখিয়াছেন—"যন্মিথ্যাভূতং সত্যতয়া প্রতীয়তে তৎ কূটমিতি লোকৈরুচ্যতে যথা কূটকার্ষাপণং কূটসাক্ষিত্বমিত্যাদৌ ; অজ্ঞানমপি মায়াখ্যং সহ কার্য্যপ্রপঞ্চেন মিথ্যাভূতমপি লৌকিকৈঃ সত্যতয়া প্রতীয়মানং কূটং ; তস্মিন্নাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেনাধিষ্ঠানতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থম্ অজ্ঞানতৎকার্য্যাধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ"। ২২

এইরূপে কূটস্থের বর্ণনা করিয়া জলাকাশস্থানীয় জীবের বর্ণনা করিতেছেন, কেননা, জীব কূটস্থে কল্পিত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বস্বরূপ বলিয়া, সেই কূটস্থের শ্রেণীতেই গণ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ কূটস্থের মত অপর একটি—এইরূপ ধরা হইয়া থাকে।

চ সংসারী জীবের স্বরূপ।

কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ।
প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে॥ ২৩

অন্বয়—কূটস্থে (যা) কল্পিতা বুদ্ধিঃ তত্র চিৎপ্রতিবিম্বকঃ প্রাণানাং ধারণাৎ জীবঃ (ভবতি), সঃ সংসারেণ যুজ্যতে।

অনুবাদ—কূটস্থে কল্পিত যে বুদ্ধি তাহাতে ব্রহ্মচৈতন্যের যে প্রতিবিম্ব অর্থাৎ চিদাভাস, তাহাই জীব। তাহা দেহে প্রাণসংজ্ঞক বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিতির কারণ বলিয়া অর্থাৎ কূটস্থে কল্পিত যে বুদ্ধি, তাহাতে প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাস, কেবল সান্নিধ্যদ্বারা, ইন্দ্রিয়ধারণরূপ জীবন বা প্রাণব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে বলিয়া, সেই চিদাভাসই জীবনামে কথিত হইয়া থাকে। সেই জীবকেই জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারে আবদ্ধ হইতে হয়।

টীকা—কি কারণে সেই চিদাভাস জীব নামে অভিহিত হয় তাহাই বলিতেছেন—"তাহা দেহে প্রাণসংজ্ঞক" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—দেহ হইতে প্রাণ বিনির্গত হইলে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ দেহে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া প্রাণের শরণাগত হইয়াছিল বলিয়া তাহারা 'প্রাণ' এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। "প্রাণধারণ" শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়গণের দেহে অবস্থিতির কারণ হওয়া। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। যদি কেহ ভাবেন কূটস্থ হইতে ভিন্ন জীবের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—কূটস্থ নির্ব্বিকার বলিয়া তাহার সংসারভোগ অসম্ভব ; আর সংসারভোগ প্রত্যক্ষ প্রতীত হইতেছে, তাহার অস্বীকার করা যায় না। সেই সংসারভোগের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য কূটস্থ হইতে পৃথক্ জীব মানিতেই হইবে। এই কারণ বলিতেছেন—"সেই জীবকেই" ইত্যাদি। চিৎপ্রতিবিম্ব বা চিদাভাসের ধারণা এইরূপে করা যাইতে পারে—১৯ শ্লোকের পাতনিকায় বর্ণিত যে 'ঘটাকাশ', সেই ঘটাকাশের আশ্রিত জলপূর্ণ ঘটে যেমন মহাকাশের প্রতিবিম্ব, সেইরূপ কূটস্থে কল্পিত স্থূলদেহরূপ ঘটে অবিদ্যার অংশ অন্তঃকরণরূপ জলে প্রতিবিম্বিত মহাকাশসদৃশ ব্যাপক চৈতন্যের প্রতিবিম্বের নাম

চিদাভাস—অর্থাৎ, ঘটাকাশস্থানীয়—কূটস্থ, ঘটস্থানীয়—স্থূলদেহ, ঘটস্থ জলস্থানীয়—অবিদ্যাংশ অন্তঃকরণ, ঘটস্থ জলে মহাকাশপ্রতিবিম্বস্থানীয় চিদাভাস ; কূটস্থরূপ অধিষ্ঠান + চিদাভাস = জীব। ইহাতে আশঙ্কা এই—রূপযুক্ত জলে রূপরহিত আকাশের প্রতিবিম্ব মানা যাইতে পারে ; রূপযুক্ত দর্পণে রূপরহিত লালগুণের প্রতিবিম্ব মানা যাইতে পারে ; কিন্তু রূপরহিত অবিদ্যাংশ অন্তঃকরণে রূপরহিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব অস্বীকার্য্য। কেননা, উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে নিয়ম বাহির হইতেছে, রূপযুক্ত বস্তুতেই প্রতিবিম্ব সম্ভব। ইহার সমাধান এই—উক্ত নিয়ম ব্যভিচারী, যেহেতু নীলাদিরূপযুক্ত অস্বচ্ছ ঘটাদি বস্তুতে প্রতিবিম্ব অসম্ভব, বরং কাচাদি স্বচ্ছ বস্তুতে প্রতিবিম্বধারণ সম্ভব বলিয়া নিয়ম হইতে পারে—স্বচ্ছ বস্তুই প্রতিবিম্ব ধারণ করে। এইহেতু এইরূপ 'অনুমান' হইতে পারে -স্বচ্ছ বস্তুই প্রতিবিম্বযুক্ত হইবার যোগ্য,—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তাহা স্বচ্ছ (হেতু), যেমন কাচাদি (উদাহরণ)। এই অনুমান স্বচ্ছ বস্তুর প্রতিবিম্বযুক্ততার সাধক, কেননা, যাহা যাহা স্বচ্ছ, তাহা তাহা প্রতিবিম্ববান্ - এইরূপ ব্যাপ্তি ব্যভিচারশূন্য। আর যাহা যাহা রূপবান্ তাহা তাহা প্রতিবিম্ববান্, এইরূপ ব্যাপ্তি নীলাদিরূপবান্ ঘটাদিতে ব্যভিচারদুষ্ট বলিয়া, 'রূপযুক্ত বস্তু প্রতিবিম্ববান্ হইবার যোগ্য'-(প্রতিজ্ঞা), রূপবান্ বলিয়া-- (হেতু),- এইরূপ অনুমান রূপযুক্ত বস্তুতে প্রতিবিম্বের সাধক হইতে পারে না। অবিদ্যাংশরূপ অন্তঃকরণ রূপরহিত হইলেও, সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া স্বচ্ছ, এইহেতু চৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্ত। তৎসাধক অনুমান হইবে—'অবিদ্যাংশরূপ অন্তঃকরণ চৈতন্য প্রতিবিম্বযুক্ত হইবার যোগ্য'—(প্রতিজ্ঞা), 'যেহেতু তাহা স্বচ্ছ'—(হেতু), যেমন দর্পণ (উদাহরণ)।

অন্তঃকরণের চৈতন্যচ্ছায়াধারণ শ্রুতিকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহা লইয়া তর্কোত্থাপন অবিধেয় ; কেননা, দৃষ্ট কল্পনারূপ যুক্তি পুরুষবুদ্ধিকল্পিত বলিয়া শ্রুত্যুক্ত বিষয়ে প্রযুক্ত হইবার অযোগ্য। স্বর্গাদির অস্তিত্বে দৃষ্ট কল্পনা না চলিলেও স্বর্গাদি শ্রুত্যুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর চিচ্ছায়া বা চিদাভাস সম্বন্ধে স্পষ্ট শ্রুতিবচন রহিয়াছে—[জীবেশাবাভাসেন করোতি—নৃসিংহোত্তরতাপনীয়, কণ্ডিকা ৯]—(মায়া) আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সৃষ্টি করেন। [ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি কঠ উ, ৩।১]—ব্রহ্মবিদ্‌গণ জীব ও পরমাত্মাকে প্রতিবিম্ব ও সূর্য্যের ন্যায় বিলক্ষণ বর্ণন করেন। [রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব—বৃহদা উ, ২।৫।১]—প্রতি উপাধিতে প্রতিবিম্বরূপ ধারণ করিলেন, [এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥ -ব্রহ্মবিন্দু উ, ১২]—একই ভূতাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ন্যায় একই রূপে ও বহুরূপে দৃষ্ট হয়। ২৩

২। জীব ও কূটস্থের অন্যোন্যাধ্যাস।

ভাল, জীব হইতে ভিন্ন কূটস্থ যদি থাকেন, তবে তাঁহার প্রতীতি হয় না কেন ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—জীবদ্বারা তিনি তিরোহিত হ'ন বলিয়া সেই কূটস্থের প্রতীতি হয় না। ইহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ক) জীব ও কূটস্থের অন্যোন্যাধ্যাসের স্বরূপ।

জলব্যোম্না ঘটাকাশো যথা সর্ব্বস্তিরোহিতঃ।
তথা জীবেন কূটস্থঃ সোঽন্যোন্যাধ্যাস উচ্যতে॥২৪

অন্বয়—যথা জলব্যোম্না ঘটাকাশঃ সর্ব্বঃ তিরোহিতঃ (ভবতি) তথা জীবেন কূটস্থঃ (তিরোহিতঃ)। সঃ অন্যোন্যাধ্যাসঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—(কূটস্থ চৈতন্য সংসাররূপ উপাধিবর্জ্জিত এবং জীবচৈতন্য সংসাররূপ উপাধিবিশিষ্ট, এইরূপে তদুভয় পৃথক্ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও) যেমন জলাকাশ দ্বারা ঘটাকাশ তিরোহিত অর্থাৎ সমাবৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবদ্বারা (জীবের অজ্ঞানপ্রাবল্যবশতঃ) কূটস্থ সমাবৃত থাকেন, প্রতীত হন না। জীবদ্বারা কূটস্থের সেই তিরোধান "শারীরক-ভাষ্য" প্রভৃতি গ্রন্থে "অন্যোন্যাধ্যাস" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, এই জীবদ্বারা অর্থাৎ চিদাভাসদ্বারা কূটস্থের সমাবরণ ত' কোনও শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হয় নাই। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন সেই তিরোভাব বা সমাবরণ অধ্যাস' ('অন্যোন্যাধ্যাস') শব্দে কথিত হইয়াছে বলিয়া, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। "উচ্যতে"—কথিত হইয়াছে, 'শারীরক-ভাষ্যাদি শাস্ত্রে' এইরূপ পদ যোজনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে (ঘ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ২৪

(শঙ্কা) ভাল, যদি জীবদ্বারা কূটস্থের এই সমাবরণই অধ্যাস হয়, তবে সেই অধ্যাসের কারণরূপ অবিদ্যা কি প্রকার, তাহা বলিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—দ সাধারণস্থায় জীব ও কূটস্থ এই দুইয়ের ভেদ যে প্রতীত হয় না, সেই অপ্রতীতিই অবিদ্যা :—

(খ) অধ্যাসের কারণ অবিদ্যা।

অয়ং জীবো ন কূটস্থং বিবিনক্তি কদাচন।
অনাদিরবিবেকোঽয়ং মূলাবিদ্যেতি গম্যতাম্॥ ২৫

অন্বয়—অয়ম্ জীবঃ কদাচন কূটস্থম্ ন বিবিনক্তি, অয়ম্ অনাদিঃ অবিবেকঃ মূলাবিদ্যা ইতি গম্যতাম্।

অনুবাদ—এই জীব কখনই কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ বিচার করিতে পারে না অর্থাৎ আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারে না। এই যে অনাদিকালের অবিবেক অর্থাৎ কার্য্যরূপ অজ্ঞান, তাহা মূলাবিদ্যা, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

টীকা—কার্য্যরূপ অবিদ্যা ও কারণরূপ অবিদ্যা এই দুইটি বুঝিবার জন্য কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক। বিচার করিলে যাহা থাকে না এইরূপ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট, অনাদি ভাবরূপ (Positive) যে পদার্থ (অর্থাৎ বিদ্যার অভাবরূপ Negative পদার্থ নহে), তাহাকেই অবিদ্যা বলে। সেই অবিদ্যা মূলাবিদ্যা ও তূলাবিদ্যা ভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। যাহা শুদ্ধচৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে, তাহা মূলাবিদ্যা। যাহা ঘটাদি উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে অর্থাৎ যাহা রজ্জু প্রভৃতিতে দৃষ্ট সর্প প্রভৃতির উপাদানকারণ, তাহাকে তূলাবিদ্যা কহে। সেই মূলাবিদ্যা আবার কার্য্য ও কারণভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া গ্রহণরূপ যে প্রতীতি, তাহাই কার্য্যরূপ অবিদ্যা। আর আবরণ ও

বিক্ষেপ-শক্তিবিশিষ্ট অনাদি ভাবরূপ যে অবিদ্যা, যাহা উক্তরূপ প্রতীতির কারণ, তাহাই কারণরূপ অবিদ্যা। সেই কার্য্যরূপ অবিদ্যা আবার চারি প্রকার, যথা (১) দেহাদিরূপ অনাত্মবস্তুতে আত্ম-বুদ্ধি, (২) আকাশাদিরূপ অনিত্যবস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, (৩) ধনাদিরূপ দুঃখকর বস্তুতে সুখবুদ্ধি, (৪) এবং প্রিয়জনের দেহসংসর্গাদিরূপ অশুচি বস্তুতে শুচিবুদ্ধি। পাতঞ্জল দর্শনে যে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি "ক্লেশ" উক্ত হইয়াছে, (সাধনপাদ, সূত্র ৩, "যোগমণিপ্রভা" ৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যে শেষোক্ত চারিটি কার্য্যরূপ অবিদ্যারই অন্তর্গত। বুদ্ধি ও আত্মার একতাপ্রতীতির নাম অস্মিতা ; তাহাই সামান্যাহঙ্কার নামে পরিচিত। অনুকূলতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহার নাম রাগ; প্রতিকূলতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহার নাম দ্বেষ ; মরণভয়ে শরীর-রক্ষার যে আগ্রহ, তাহার নাম অভিনিবেশ। প্রথম ক্লেশরূপ অবিদ্যা মূলাবিদ্যা হইলেও তাহা অপর চারিটির কারণ বলিয়া, সেই কার্য্যরূপ অবিদ্যায় বর্ত্তমান। এই শ্লোকে যে মূলাবিদ্যার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রকার দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ) অনর্থের হেতু বলিয়া, তাহাকে কার্য্যাবিদ্যা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ২৫

২৩ সংখ্যক শ্লোকে যে "জীবে"র উল্লেখ হইয়াছে, সেই জীব অবিদ্যাকল্পিত—ইহা বুঝাইবার জন্য অবিদ্যার বিভাগ করিতেছেন :—

(গ) অবিদ্যার দুইবিভাগ (আবরণ ও বিক্ষেপ, আবরণের স্বরূপ।)

বিক্ষেপাবৃতিরূপাভ্যাং দ্বিধাবিদ্যা ব্যবস্থিতা।
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাপাদনমাবৃতিঃ ॥২৬

অন্বয়—বিক্ষেপাবৃতিরূপাভ্যাম্ অবিদ্যা দ্বিধা ব্যবস্থিতা ; কূটস্থঃ 'ন ভাতি' 'ন অস্তি' ইতি আপাদনম্ আবৃতিঃ।

অনুবাদ—বিক্ষেপশক্তি অর্থাৎ 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদি—'শোক'-রূপ (অকৃতার্থবুদ্ধিরূপ) সংসারসহিত দেহাদি প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান, যদ্দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি এবং আবরণ-শক্তি এই উভয়রূপে অবিদ্যা বিদ্যমান; তন্মধ্যে যে শক্তি, 'নিত্যপ্রকাশ কূটস্থচৈতন্য প্রকাশিত হইতেছে না', 'সেই কূটস্থ চৈতন্য নাই' - এইরূপ ব্যবহারের হেতু, তাহাকে আবরণশক্তি বলে।

টীকা—উক্ত উভয় শক্তির মধ্যে আবরণশক্তি বিক্ষেপশক্তির কারণ বলিয়া অগ্রগণ্য অর্থাৎ প্রথমে উল্লেখযোগ্য—এইহেতু প্রথমেই আবরণশক্তির নির্দ্দেশ করিতেছেন। কূটস্থ—"ন ভাতি" প্রকাশিত হইতেছে না, "নাস্তি"—তাহা নাই—এই প্রকার ব্যবহারের হেতুকে আবরণশক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ২৬

(শঙ্কা) ভাল, সেই অবিদ্যা ও সেই অবিদ্যাজনিত আবরণ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন তদ্বিষয়ে লোকের অনুভবই প্রমাণ।

(ঘ) অবিদ্যা ও অবিদ্যা-কৃত আবরণের অস্তিত্বে নিজানুভূতিই প্রমাণ।

অজ্ঞানী বিদুষা পৃষ্টঃ কূটস্থং ন প্রবুধ্যতে।
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বুদ্ধ্বা বদত্যপি॥ ২৭

অন্বয়—(ত্বম্ কূটস্থম্ বেৎসি ইতি) বিদুষা পৃষ্টঃ (অসৌ) অজ্ঞানী কূটস্থম্ ন প্রবুধ্যতে (বুধ্‌ধাতু দিবাদি আত্মনেপদী কর্ত্তৃবাচ্যে) ; কূটস্থঃ ন ভাতি, ন অস্তি ইতি বুদ্ধ্বা বদতি অপি।

অনুবাদ—কোনও জ্ঞানী পুরুষ, কোনও অজ্ঞানীকে 'তুমি কি কূটস্থকে জান ?' এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, সে 'আমি কূটস্থচৈতন্য জানি না, কূটস্থচৈতন্য আমার বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না, কূটস্থচৈতন্য বলিয়া কোনও পদার্থ নাই'—এইরূপ অনুভব করে এবং বলিয়াও থাকে।

টীকা—"বিদুষা পৃষ্টঃ"—'তুমি কূটস্থকে জান কি ?' এইরূপে কোনও জ্ঞানিকর্ত্তৃক প্রশ্ন করা হইলে, (অসৌ) "অজ্ঞানী"—কোন অজ্ঞানী পুরুষ, "কূটস্থম্ ন প্রবুধ্যতে"—কূটস্থকে জানে না অর্থাৎ 'আমি জানি না.' এইরূপে অজ্ঞানকে অনুভব করিয়া বলে। ইহাই অজ্ঞানের অনুভব। সে কেবল যে অজ্ঞানের অনুভবের কথাই বলিয়া থাকে, এরূপ নহে, কিন্তু "কূটস্থঃ ন ভাতি ন অস্তি ইতি বুদ্ধ্বা"—'কূটস্থ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই এবং (আমার বুদ্ধিতে) কূটস্থ প্রকাশ পায় না' এইরূপে কূটস্থের অভাব ও অভান বা অপ্রতীতিকে অনুভব করিয়া থাকে। ইহাই আবরণের অনুভব। এইহেতু অবিদ্যা ও আবরণ এই উভয় বিষয়েই অনুভবরূপ প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। ২৭

(শঙ্কা) ভাল, আপনার (বেদান্ত-মতে) আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া সেই স্বপ্রকাশ আত্মায় ত' অবিদ্যা থাকিতে পারে না, কেননা, তেজ বা সূর্য্য এবং অন্ধকার যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে না, সেইপ্রকার আত্মা ও অবিদ্যার মধ্যে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। আবার অবিদ্যার অভাবে, আত্মায় অবিদ্যাকৃত আবরণ, অনেক চেষ্টা করিলেও কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইতে পারে না ; আবার সেই আবরণের অভাবে আবরণজনিত বিক্ষেপরূপ সংসার অসম্ভব হইয়া পড়ে ; আবার সেই বিক্ষেপ না থাকিলে, জ্ঞানবিনাশ্য অনর্থের অভাব হয় ; তাহা হইলে জ্ঞান ব্যর্থ বা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আবার সেই জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন হইলে জ্ঞানপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য থাকে না। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত লোকানুভবই এইরূপ শঙ্কার বাধক। এই কথাই বলিতেছেন :—

স্বপ্রকাশে কুতোঽবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ।
ইত্যাদি তর্কজালানি স্বানুভূতিগ্রসত্যসৌ ॥ ২৮

অন্বয়—স্বপ্রকাশে অবিদ্যা কুতঃ (আগচ্ছেৎ) ; তাম্ (অবিদ্যাম্) বিনা আবৃতিঃ কথম্ (স্যাৎ) ইত্যাদি তর্কজালানি অসৌ স্বানুভূতিঃ গ্রসতি।

অনুবাদ—যদি কাহারও মনে এইরূপ তর্ক বা আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, স্বপ্রকাশ আত্মায় অবিদ্যা কোথা হইতে আসিবে ? (সূর্য্যে ত' অন্ধকার থাকিতে পারে না) আর, অবিদ্যা যদি না থাকে, তবে আবরণ কি প্রকারে ঘটিবে ?

ইত্যাদি প্রকারের তর্কসমূহকে (২৭শ শ্লোকবর্ণিত) নিজ অনুভবই নিবারণ করিবে। কেননা, যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, কোন তর্কই তাহার বাধা ঘটাইতে পারে না।

টীকা—'ন হি দৃষ্টেঽনুপপন্নম্'—যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে তদ্বিষয়ে অনুপপত্তি অর্থাৎ অসম্ভাবনা আসিতেই পারে না—এই নীতিই এই ২৮শ শ্লোকে অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য ও অবিদ্যা এতদুভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবতা ও বিনাভাবের প্রতিপাদনের জন্য যে তেজঃ সূর্য্যের এবং অন্ধকারের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়, সেই দৃষ্টান্তটি বস্তুতঃ একদেশী, সার্ব্বভৌমিক নহে। আলোকবিশ্লেষণ যন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে সপ্রমাণ হইয়াছে যে সূর্য্য দহ্যমান ধাতব পদার্থের সমষ্টি অর্থাৎ অগ্নিরই এক বিশেষ রূপ। সেইহেতু 'সূর্য্য'শব্দে অগ্নিকেই বুঝিতে হয়; কিন্তু অগ্নির দুইটি রূপ—বিশেষ ও সামান্য। এই দুইটি যথাক্রমে প্রজ্বলিত ও অপ্রজ্বালিত ইন্ধনে দৃষ্ট হয়। প্রজ্বলিত ইন্ধনের বা অগ্নির বিশেষরূপ, অন্ধকারের বাধক হইতে পারে বটে; সেইরূপ বৃত্ত্যারূঢ় বিশেষ চৈতন্যও অজ্ঞানের বাধক হইতে পারে; কিন্তু অগ্নির সামান্যরূপ যাহা ঘর্ষণাদির দ্বারা বিশেষভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্ধকারের বাধক নহে; অর্থাৎ অপ্রজ্বালিত ইন্ধন ও অন্ধকার যেমন অবিরোধে থাকে, সেইরূপ সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় প্রকাশমান সামান্য চৈতন্য ও অজ্ঞান অবিরোধে থাকিতে পারে। এই কারণে প্রত্যক্ষানুভবের সাহায্যে তর্কজাল নিবর্ত্তিত হইল। ২৮

(শঙ্কা) ভাল, ২৮শ শ্লোকোক্ত তর্কের সহিত ২৭শ শ্লোকোক্ত অনুভবের বিরোধ হওয়ায়, উক্ত অনুভব আভাসমাত্র অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব তদ্দ্বারা কোনও তত্ত্ব-নিশ্চয় হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, যদি অনুভবের প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া কেবল তর্ককেই তত্ত্বনির্ণায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কোন স্থলেই তত্ত্বনির্ণয় হইতে পারে না, কেননা, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ইত্যাদি সূত্র (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১) রহিয়াছে—তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না—স্থির থাকে না; সুতরাং তর্কে অপ্রতিষ্ঠা-দোষ আছে। এই কথাই বলিতেছেন :—

(৬) অনুভববিরুদ্ধ তর্ক আদরণীয় নহে।

স্বানুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্যাপ্যনবস্থিতেঃ।
কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯

অন্বয়—স্বানুভূতৌ অবিশ্বাসে তর্কস্য অপি অনবস্থিতেঃ, তার্কিকম্মন্যঃ তত্ত্বনিশ্চয়ম্ কথম্ বা আপ্নুয়াৎ।

অনুবাদ ও টীকা—স্বপ্নাদির ন্যায় ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া, যদি নিজের অনুভূতির উপর বিশ্বাসস্থাপন করা না যায়, তাহা হইলে, পক্ষান্তরে, তর্কও অপ্রতিষ্ঠ বা নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়া, যিনি আপনাকে তার্কিক মনে করেন—তর্ক ভিন্ন তত্ত্বনির্ণয়ের উপায়ান্তর নাই, মনে করেন, তিনি কি প্রকারে বস্তুর স্বরূপনিশ্চয় করিবেন ? ২৯

(শঙ্কা) অনুভূতির দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হয় বটে, কিন্তু অনুভূতির বিষয় যে সম্ভাবিত, তাহা জানিবার জন্য তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক—মানা যাইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার

উদ্ভবে বলিতেছেন, তর্ক অনুভবানুসারী হইলেই আদরণীয়,—অনুভববিরুদ্ধ হইলে পরিত্যাজ্য। এই কথাই বলিতেছেন :—

অনুভবের অনুসারী তর্কই আদরণীয়।

বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।
স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্॥ ৩০

অন্বয়—বুদ্ধ্যারোহায় তর্কঃ অপেক্ষ্যেত চেৎ, তথা সতি স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাম্ মা কুতর্ক্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—কোনও অর্থ সম্ভাবিত বলিয়া বুদ্ধিতে ধারণা করাইবার জন্য তর্কের অপেক্ষা আছে, যদি এইরূপ বল, তবে স্বীয় অনুভূতির অনুসরণ করিয়া অনুকূল তর্ক কর, কুতর্ক করিও না ; (কুতর্কে অনিষ্টসম্ভাবনা)। ৩০

(শঙ্কা) ভাল, সেই অনুভবটি কি প্রকার, যাহার অনুসরণ করিলে তর্ক আদরণীয় হইবে ? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া (২৭শ শ্লোকে) বর্ণিত যে অনুভব অবিদ্যা ও আবরণকে নিরূপণ করে, সেই অনুভবের কথা স্মরণ করাইতেছেন :

অবিদ্যাবিষয়ক অনুভব স্মরণ করাইয়া তর্কমার্গের উল্লেখ।

স্বানুভূতিরবিদ্যায়ামাবৃতৌ চ প্রদর্শিতা।
অতঃ কূটস্থচৈতন্যমবিরোধীতি তর্ক্যতাম্॥ ৩১

অন্বয়—স্বানুভূতিঃ অবিদ্যায়াম্ আবৃতৌ চ প্রদর্শিতা, অতঃ কূটস্থচৈতন্যম্ অবিরোধি ইতি তর্ক্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—অবিদ্যা ও আবরণবিষয়ক নিজানুভব পূর্ব্বে (২৭শ শ্লোকে) প্রদর্শিত হইয়াছে ; তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, কূটস্থচৈতন্যের সহিত অবিদ্যা ও আবরণের বিরোধ নাই—এইরূপেই তর্ক করা আবশ্যক।৩১

সেই অনুভবের অনুসারী তর্ককে আকার দিয়া দেখাইতেছেন :—

৩০শ শ্লোকোক্ত তর্কের স্বরূপ ও অবিদ্যার বিরোধী বিচার।

তচ্চেদ্বিরোধি কেনেয়মাবৃতির্হ্যনুভূয়তাম্।
বিবেকস্তু বিরোধ্যস্যাস্তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্॥ ৩২

অন্বয়—তৎ বিরোধি চেৎ, ইয়ম্ আবৃতিঃ কেন হি অনুভূয়তাম্? বিবেকঃ তু অস্যাঃ বিরোধী তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি (অবিদ্যা ও অবিদ্যার আবরণশক্তির প্রকাশক কূটস্থ-) চৈতন্যকে (তদুভয়ের) বিরোধী বলিয়া স্বীকার কর, তবে এই আবরণকে কি প্রকারে অনুভব করিবে (ও করিলে)? অতএব তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেই বিবেক যে অবিদ্যার বিরোধী, তাহা দেখিয়া লও।

টীকা—যাহার দ্বারা অবিদ্যা ও আবরণের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেই চৈতন্যকে তদুভয়ের বিরোধী বলিয়া মানিলে, 'কূটস্থ আমি জানি না'—এই আকারের অবিদ্যার প্রতীতি হইতে পারে না; আর সেইরূপ প্রতীতি হয়, দেখা যাইতেছে; এইহেতু কূটস্থ অবিদ্যার বিরোধী নহে, ইহাই তাৎপর্য্য, তাহা হইলে সেই অবিদ্যার বিরোধী কে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"বিবেকঃ"—উপনিষদ্বিচারজনিত জ্ঞান, "অস্যাঃ বিরোধী"—এই অবিদ্যার নাশক। ভাল, বিবেক যে অবিদ্যার নাশক, তাহা কোথায় দেখা যায়? এইহেতু বলিতেছেন—"তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্"—যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই এ বিষয়ে প্রমাণ। ৩২

এই প্রকারে অবিদ্যা ও আবরণ সপ্রমাণ করিয়া বিক্ষেপের অধ্যাস বর্ণন করিতেছেন :—

(ঋ) শুক্তিদৃষ্টান্তদ্বারা বিক্ষেপাধ্যাসের স্বরূপ-বর্ণন।

অবিদ্যাবৃতকূটস্থে দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ।
শুক্তৌ রূপ্যবদধ্যস্তা বিক্ষেপাধ্যাস এব হি ॥৩৩

অন্বয়—অবিদ্যাবৃতকূটস্থে শুক্তৌ রূপ্যবৎ অধ্যস্তা দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ হি বিক্ষেপাধ্যাসঃ এব।

অনুবাদ—যেমন শুক্তিতে রজতের অধ্যাস হয়, সেইরূপ অবিদ্যার আবরণ-শক্তির দ্বারা আবৃত কূটস্থচৈতন্যে অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তির দ্বারা স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের সহিত যে চিদাভাসের অধ্যাস, তাহাই বিক্ষেপাধ্যাস।

টীকা—"অবিদ্যাবৃতকূটস্থে" —পূর্ব্বে ২৭শ শ্লোকে যে অবিদ্যা ও আবরণ বর্ণিত হইয়াছে সেই অবিদ্যা ও আবরণযুক্ত কূটস্থে অর্থাৎ প্রত্যগাত্মায়, "অধ্যস্তা দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ"—আরোপিত স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরসহিত যে চিদাভাস, "হি বিক্ষেপাধ্যাসঃ এব"—তাহারই নাম বিক্ষেপাধ্যাস, ইহাই অর্থ।৩৩

এই বিক্ষেপের অধ্যাসরূপতা বা ভ্রান্তি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত শুক্তিরজতের অধ্যাসের সহিত তুল্যতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(এ) বিক্ষেপাধ্যাসের শুক্তিগত অধ্যাসের সহিত সাদৃশ্য - সামান্যাংশের প্রতীতি।

ইদমংশশ্চ সত্যত্বং শুক্তিগং রূপ্য ঈক্ষ্যতে।
স্বয়ন্ত্বং বস্তুতা চৈবং বিক্ষেপে বীক্ষ্যতেঽন্যগম্॥৩৪

অন্বয়—ইদমংশঃ সত্যত্বম্ চ শুক্তিগম্ (ইতি দ্বয়ম্) রূপ্যে ঈক্ষ্যতে। এবম্ অন্যগম্ স্বয়ত্বম্ বস্তুতা চ বিক্ষেপে বীক্ষ্যতে।

অনুবাদ—যেস্থলে শুক্তিকায় রজতভ্রম হয়, সেই স্থলে শুক্তিকাগত ইদমংশ—'এই-একটা-কিছু' এইরূপ ব্যবহার এবং সত্যবস্তু বলিয়া ব্যবহার রজতেও দেখা যায়; এইরূপ কূটস্থগত স্বয়ংরূপতা-ব্যবহার এবং সত্যবস্তু বলিয়া ব্যবহার অধ্যস্ত-বিক্ষেপেও দেখা যায়।

টীকা—"ইদমংশঃ সত্যত্বম্ চ শুক্তিগম্" (ইতি দ্বয়ম্)—শুক্তিকায় যে 'এই-একটা-কিছু' বলিয়া

ব্যবহার অর্থাৎ সম্মুখদেশবর্ত্তিতা ও বর্ত্তমান কালের সহিত সম্বদ্ধতা এবং বাধের অযোগ্যতা অর্থাৎ সত্যরূপতা, "রূপ্যে ঈক্ষ্যতে"—আরোপিত রৌপ্যেও দেখা যায়; "এবম্"—এইরূপ, "অন্বগম্ স্বয়ন্ত্বম্ বস্তুতা চ"—অনুগত অর্থাৎ কূটস্থে স্থিত স্বয়ংরূপতা ও বাস্তবতা, "বিক্ষেপে বীক্ষ্যতে"—আরোপিত চিদাভাসেও দৃষ্ট হয়, ইহাই অর্থ। ভ্রান্তির সহিত যাহার প্রতীতি হয় এবং যাহার প্রতীতি না হইলে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না, সেইটুকুই অধিষ্ঠান (বা আধার) এবং অধ্যস্তের সামান্যাংশ। দৃষ্টান্তস্থিত 'ইদমংশ' অর্থাৎ সম্মুখবর্ত্তী এই-একটা-কিছু-রূপতা এবং বাধের অযোগ্যতা বা সত্যতা এবং সিদ্ধান্তস্থিত স্বয়ংরূপতা ও বাস্তবতা—এই দুইটিই উভয়ের সামান্যাংশ—দুইয়ের মধ্যে সাধারণ। যাহা ভ্রান্তিকালে প্রতীত হয় না কিন্তু যাহার প্রতীতি হইলে ভ্রান্তি দূর হয়, তাহাই বিশেষাংশ; তাহাকে অধিষ্ঠানও বলে। দৃষ্টান্ত শুক্তিকায় এই বিশেষাংশ হইতেছে নীলপৃষ্ঠতা, ত্রিকোণতা, শুক্তিত্ব প্রভৃতি এবং সিদ্ধান্তরূপ কূটস্থে তাহা চেতনতা, অসঙ্গতা, আনন্দতা, অদ্বয়তা, প্রভৃতি। ৩৪

শুক্তি ও কূটস্থ এই দুই স্থলে সামান্যাংশের প্রতীতির তুল্যতা দেখাইয়া বিশেষাংশের অপ্রতীতির তুল্যতা দেখাইতেছেন:—

(১) বিশেষাংশের অপ্রতীতি লইয়াই বিক্ষেপাভাস ও শুক্তিগত রজতাভাসের তুল্যতা।

নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বং যথা শুক্তৌ তিরোহিতম্।
অসঙ্গানন্দতাদ্যেবং কূটস্থেঽপি তিরোহিতম্॥ ৩৫

অন্বয়—নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বম্ যথা শুক্তৌ তিরোহিতম্ এবম্ কূটস্থে অপি অসঙ্গানন্দতাদি তিরোহিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—আর শুক্তিকায় রজতভ্রমের কালে যেমন শুক্তিকার নীলবর্ণ পৃষ্ঠদেশ ও ত্রিকোণতা তিরোহিত থাকে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যেরও অসঙ্গতা আনন্দতা প্রভৃতি তিরোহিত থাকে। ৩৫

অপর এক তুল্যতা দেখাইতেছেন:—

(২) বিক্ষেপাধ্যাস ও শুক্তিগত রজতাধ্যাস এতদুভয়ের নামকল্পনা লইয়া তুল্যতা।

আরোপিতস্য দৃষ্টান্তে রূপ্যং নাম যথা তথা।
কূটস্থাধ্যস্তবিক্ষেপনামাহমিতি নিশ্চয়ঃ॥ ৩৬

অন্বয়—দৃষ্টান্তে আরোপিতস্য রূপ্যম্ নাম যথা, তথা কূটস্থাধ্যস্তবিক্ষেপনাম অহম্ ইতি নিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ—শুক্তিকার দৃষ্টান্তে আরোপিত বুদ্ধির নাম রজত; সেইরূপ কূটস্থে অধ্যস্ত বিক্ষেপের নাম অহম্ বা আমি, এই নিশ্চয় হয়।

টীকা—দৃষ্টান্ত শুক্তিতে আরোপিত পদার্থের যেরূপ 'রজত' এই নাম হয়, সেইরূপ দার্ষ্টান্তে কূটস্থে কল্পিত (৩৩শ শ্লোকে বর্ণিত) চিদাভাসরূপ বিক্ষেপের 'অহম্' বা 'আমি' এই নাম হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৬

(শঙ্কা) ভাল, দৃষ্টান্তে সম্মুখবর্ত্তী দেশে অবস্থিত শুক্তিকাখণ্ডের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ঘটিলে পর, 'ইহা রজত' এই প্রকারে, সেই শুক্তিকা হইতে ভিন্ন রজতের যে অভিমান 'রজত

দেখিয়াছি' এইরূপ প্রতীতি হয়, তাহা যেন বুঝা গেল ; সেইরূপ, দার্ষ্টান্তিক যে কূটস্থ আত্মা, তাহাতে ত' আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তুর অভিমান বুঝা যায় না—এইরূপ আশঙ্কার সমাধানকল্পে বলিতেছেন—এই দার্ষ্টান্তরূপ চিদাত্মা স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান হইতে থাকিলে, সেই কূটস্থ হইতে ভিন্ন 'অহম্' বা 'আমি'র অভিমান অনুভূত হয়, এইহেতু দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের মধ্যে বৈষম্য নাই—এই কথাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—

(ড) সিদ্ধান্তের কূটস্থে সামান্য ও বিশেষাংশের ভেদের অপ্রতীতির শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

ইদমংশং স্বতঃ পশ্যন্ রূপ্যমিত্যভিমন্যতে।
তথা স্বঞ্চ স্বতঃ পশ্যন্নহমিত্যভিমন্যতে॥ ৩৭

অন্বয়—ইদমংশম্ স্বতঃ পশ্যন্ রূপ্যম্ ইতি অভিমন্যতে ; তথা স্বম্ চ স্বতঃ পশ্যন্ অহম্ ইতি অভিমন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন লোকে ইদমংশকে—এই-একটা-কিছুকে—তাহার নিজরূপে দেখিয়াও তাহাকে রজত মনে করে, সেইরূপ কূটস্থ চিদাত্মাকে নিজরূপে অনুভব করিয়াও, 'আমি' এইরূপ মনে করে। ৩৭

৩। 'স্বয়ং'-শব্দ ও 'আত্মন্'-শব্দের অর্থের অভেদসহিত কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ।

(শঙ্কা) ভাল, 'স্বয়ম্' শব্দ এবং 'অহম্' শব্দ এই দুইটির অর্থ একই হওয়াতে (অর্থাৎ তদুভয়ের মধ্যে শুক্তি ও রজতের মত ভেদ না থাকায়), দৃষ্টান্ত শুক্তি ও দার্ষ্টান্তিক আত্মার সমতা কি প্রকারে হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান) 'ইদম্' শব্দ যেমন সামান্যরূপের অভিব্যঞ্জক এবং 'রূপ্য'শব্দ বিশেষরূপের অভিব্যঞ্জক, সেইরূপ 'স্বয়ং' শব্দ সামান্যরূপের অভিব্যঞ্জক এবং 'অহম্' শব্দ বিশেষরূপের অভিব্যঞ্জক বলিয়া দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতা ঘটিতেছে ; এইহেতু 'দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের কি প্রকারে সমতা ঘটিবে ?' এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) 'স্বয়ং' শব্দের এবং 'অহং' শব্দের অর্থভেদ-বিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

ইদন্ত্বরূপ্যতে ভিন্নে স্বত্বাহন্তে তথেষ্যতাম্।
সামান্যঞ্চ বিশেষশ্চ উভয়ত্রাপি গম্যতে॥ ৩৮

অন্বয়—ইদন্ত্বরূপ্যতে ভিন্নে, তথা স্বত্বাহন্তে ইষ্যতাম্ ; সামান্যম্ বিশেষশ্চ উভয়ত্র অপি গম্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—ভ্রমদৃষ্টান্তে, শুক্তিকার ইদং-ভাব যেমন সামান্যরূপ এবং রজতভাব বিশেষরূপ বলিয়া ভিন্ন, সেইরূপ দার্ষ্টান্ত কূটস্থচৈতন্যে স্বয়ংভাব সামান্যরূপ এবং অহং ভাব বিশেষরূপ ; এইরূপে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত এই উভয় স্থলেই সামান্য ও বিশেষভাব লইয়া দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতা বুঝিতে হইবে। ৩৮

স্বয়ং-শব্দের অর্থ সামান্যরূপতা এই অর্থটি পরিস্ফুট করিবার জন্য, প্রথমে লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহার দেখাইতেছেন :—

ঘ. স্বয়ং-শব্দের অর্থ সামান্যরূপতা, লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট হয়।

দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেৎ ত্বং বীক্ষস্ব স্বয়ং তথা।
অহং স্বয়ং ন শক্নোমীত্যেবং লোকে প্রযুজ্যতে॥৩৯

অন্বয়—'দেবদত্তঃ স্বয়ম্ গচ্ছেৎ' তথা 'ত্বম্ স্বয়ম্ বীক্ষস্ব', 'অহম্ স্বয়ম্ ন শক্নোমি' ইতি এবম্ লোকে প্রযুজ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—দেবদত্ত অর্থাৎ অমুক পুরুষ স্বয়ং অর্থাৎ নিজে যাইতেছে ; সেইরূপ 'তুমি স্বয়ং (নিজে) দেখ' ; 'আমি স্বয়ং সমর্থ নহি'—লৌকিক ব্যবহারে এইরূপ প্রয়োগ হয়। ৩৯

(শঙ্কা) ভাল, লৌকিক ব্যবহারে এইরূপ প্রয়োগ হয়, মানিলাম ; ইহার দ্বারা 'স্বয়ম্' শব্দের সামান্যরূপতা-অর্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন –'ইদম্' শব্দের অর্থের ন্যায় 'স্বয়ম্' শব্দের অর্থ সামান্যরূপতা হইবে –ইহাই বলিতেছেন :—

ঙ) 'স্বয়ম্' শব্দের 'সামান্যরূপতা'-অর্থের সিদ্ধির জন্য 'ইদম্'-শব্দের অর্থরূপ উদাহরণদ্বারা সিদ্ধি।

ইদং রূপ্যমিদং বস্ত্রমিতি যদ্বদিদন্তথা।
অসৌ ত্বমহমিত্যেষু স্বয়মিত্যভিমন্যতে॥ ৪০

অন্বয়—'ইদম্ রূপ্যম্', 'ইদম্ বস্ত্রম্' ইতি যদ্বৎ, ইদম্ তথা অসৌ, ত্বম্, অহম্ ইতি এষু স্বয়ম্ ইতি অভিমন্যতে।

অনুবাদ—'ইহা রজত' 'ইহা বস্ত্র'—এই সকল স্থলে যে প্রকার ইদম্ (=ইহা) শব্দের প্রয়োগ বা সংসর্গ, ঐ তুমি, আমি ইত্যাদি সকল স্থলে স্বয়ম্ শব্দের সংসর্গও তদ্রূপ।

টীকা—যেমন রজত, বস্ত্র প্রভৃতি সকল স্থলেই 'ইদম্' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে বলিয়া 'ইদম্' শব্দের অর্থ 'সামান্যরূপতা,' সেইরূপ ঐ তুমি, আমি, ইত্যাদি সকল স্থলেই 'স্বয়ম্' শব্দের সংসর্গ আছে বলিয়া সেই 'স্বয়ম্' শব্দের অর্থ 'সামান্যরূপতা' বুঝা যায়—ইহাই অর্থ। অভিপ্রায় এই—লৌহ ও অগ্নির ন্যায় আত্মায় অনাত্মার এবং অনাত্মায় আত্মার, যে অধ্যাস তাহাকে অন্যোন্যাধ্যাস বলে। বুদ্ধিস্থ চিদাভাসরূপ অনাত্মবস্তুতে কূটস্থরূপ আত্মবস্তুর অধ্যাস অন্যোন্যাধ্যাস ; কেননা, অনাত্মচিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধি, কূটস্থ আত্মরূপ অধিষ্ঠানে আরোপিত হইয়া অবস্থিত; আর চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিকে লইয়াই 'অহম্' প্রতীতি এবং কূটস্থচৈতন্যকে লইয়াই 'স্বয়ম্' প্রতীতি। পূর্বগত শ্লোকে বলা হইয়াছে 'স্বয়ম্' শব্দের অর্থ সকল প্রতীতিতেই অনুস্যূত (অনুগত), আর 'অহম্' 'ত্বম্' ইত্যাদি শব্দের অর্থ ব্যভিচারী। 'স্বয়ম্' শব্দের 'কূটস্থ'-অর্থ সকল বস্তুতেই অনুগত বলিয়া তাহাকে অধিষ্ঠান বলা হয় ; আর 'অহম্' 'ত্বম্' প্রভৃতি শব্দের অর্থ—চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিরূপ জীব, ব্যভিচারী (জ্ঞাননিবর্ত্য) বলিয়া তাহাকে অধ্যস্ত বলা হয়। কূটস্থে জীবের যে অধ্যাস তাহা স্বরূপাধ্যাস ; কেননা, সেই জীবত্ব, জ্ঞানদ্বারা বাধযোগ্য বস্তু ; তাহা নিজস্বরূপে আত্মরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত হইয়াছে। আর জীবে যে কূটস্থের অধ্যাস, তাহা 'কেবল সম্বন্ধাধ্যাস' (কেননা, অনাত্মায় যখন

আত্মার অধ্যাস হয় তখন আত্মায় অনাত্মার সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অধ্যস্ত হয়, আত্মার স্বরূপ—আনন্দতা, অসঙ্গতাদি নহে।) কূটস্থ ও জীবের অধ্যাস অন্যোন্যাধ্যাস বলিয়া অজ্ঞানী তদুভয়কে পৃথক্ করিতে পারে না কিন্তু কূটস্থ ও চিদাভাস পরস্পর ভিন্ন। ৪০

(শঙ্কা) ভাল, লোকব্যবহারে স্বয়ম্ শব্দ ও অহম্ শব্দের ভেদ যেন মানা গেল, ইহার দ্বারা কূটস্থরূপ আত্মায় কি পাওয়া গেল? এই প্রশ্ন বাদী সিদ্ধান্তীকে করিতেছেন :—

(ঘ) 'স্বয়ম্' শব্দের অর্থ 'স্ব'-ত্ব বা কূটস্থরূপতা।

অহন্ত্বাদ্ ভিদ্যতাং স্বত্বং কূটস্থে তেন কিং তব।
স্বয়ং-শব্দার্থ এবৈষ কূটস্থ ইতি মে ভবেৎ ॥ ৪১

অন্বয়—অহন্ত্বাৎ স্বত্বম্ ভিদ্যতাম্, তেন কূটস্থে তব কিম্ (আয়াতম্)? (উত্তর) স্বয়ম্-শব্দার্থঃ এব এষঃ কূটস্থঃ ইতি মে ভবেৎ।

অনুবাদ—অহং-শব্দের অর্থ হইতে যেন স্বয়ং-শব্দের অর্থ ভিন্ন হইল। কিন্তু তদ্দ্বারা কূটস্থচৈতন্যরূপ আত্মত্ববিষয়ে আপনি কি পাইলেন? '(উত্তর) যদি জীববাচক অহং-শব্দের এবং স্বয়ং-শব্দের অর্থ ভিন্ন হইল, তবে সেই স্বয়ং-শব্দের অর্থই এই কূটস্থ, ইহাই আমার সিদ্ধ হইল।

টীকা—'সামান্য রূপ' যে স্বয়ং-শব্দের অর্থ, তাহাই কূটস্থ—এই প্রকারে এই কূটস্থ সম্বন্ধে আমি ইহাই পাইলাম। ইহা দ্বিতীয় শ্লোকার্দ্ধে সিদ্ধান্তীর উক্তি। ৪১

(শঙ্কা) ভাল, 'স্বয়ংরূপতা'-রূপ যে ধর্ম্ম, তাহা অন্যত্বনিবারকমাত্র; তাহা কূটস্থরূপতার বোধক নহে—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন (এবং সিদ্ধান্তী তাহার সমাধান করিতেছেন) :—

(ঙ) কূটস্থরূপতা বিষয়ে স্বয়ং-রূপতা লইয়া শঙ্কা ও সমাধান।

অন্যত্ববারকং স্বত্বমিতি চেদন্যবারণম্।
কূটস্থস্যাত্মতাং বক্তুরিষ্টমেব হি তদ্ভবেৎ ॥ ৪২

অন্বয়—অন্যত্ববারকং স্বত্বম্ ইতি চেৎ, কূটস্থস্য আত্মতাম্ বক্তুঃ তৎ অন্যবারণম্ ইষ্টম্ এব হি ভবেৎ।

অনুবাদ—'স্বয়ন্তা' অন্যতারই নিষেধক,—হে বাদিন্, যদি তুমি এইরূপ মনে কর, তাহা হইলে বলি, যিনি কূটস্থকেই আত্মা বলিতে চাহেন, সেই সিদ্ধান্তীর (অর্থাৎ আমার) পক্ষে অন্যের নিষেধ বাঞ্ছিতই হইতেছে।

টীকা—'স্বয়ম্'-শব্দের অর্থ যে কূটস্থ তাহাই আত্মা স্বয়ং নিজেই বলিয়া স্বয়ন্তার দ্বারা অন্যরূপতার যে নিবারণ তাহা আমার (সিদ্ধান্তীর) ইষ্টই বটে—এইরূপে সিদ্ধান্তী শঙ্কার পরিহার করিবার জন্য বলিতেছেন—"তাহা হইলে বলি, যিনি" ইত্যাদি। ৪২

(শঙ্কা) ভাল, 'স্বয়ম্'-শব্দ ও 'আত্মন্'-শব্দ পরস্পর বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হয় বলিয়া তদুভয়কে একার্থক বলা চলে না, যেমন 'গো' শব্দ এবং 'অশ্ব' শব্দকে একার্থক

বলা চলে না। তাহা হইলে কূটস্থার্থক 'স্বয়ং' শব্দে কি প্রকারে আত্মরূপতা বুঝা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) যেমন 'হস্ত' শব্দ ও 'কর' শব্দ একপর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া সমানার্থক, সেইরূপ 'স্বয়ং' শব্দ ও 'আত্মন্' শব্দের একার্থতা সম্ভব বলিয়া, উক্তরূপ আশঙ্কা ঘটিতে পারে না—এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(৫) 'স্বয়ং' শব্দ ও 'আত্মন্' শব্দ এক পর্য্যায়ভুক্ত। সমানার্থ কথন।

স্বয়মাত্মেতি পর্য্যায়ৌ তেন লোকে তয়োঃ সহ।
প্রয়োগো নাস্ত্যতঃ স্বত্বমাত্মত্বং চান্যবারকম্॥ ৪৩

অন্বয়—'স্বয়ম্' 'আত্মা' ইতি পর্য্যায়ৌ, তেন লোকে তয়োঃ সহ প্রয়োগঃ ন অস্তি। অতঃ স্বত্বম্ চ আত্মত্বম্ অন্যবারকম্।

অনুবাদ—'স্বয়ং'-শব্দ ও 'আত্মন্'-শব্দ এক পর্য্যায়ভুক্ত (Synonymous) শব্দ; সেই কারণেই লোকসমাজে 'স্বয়ং'-শব্দ ও 'আত্মন্'-শব্দের একত্র প্রয়োগ অর্থাৎ উচ্চারণ হয় না। এইহেতু স্বয়ন্তা ও আত্মতা অন্যের নিষেধক।

টীকা—সেই উভয় শব্দ পর্য্যায়শব্দ অর্থাৎ সমানার্থক। ইহা বলিবার হেতু—একত্র প্রয়োগাভাব। ফলিতার্থ বলিতেছেন—"এইহেতু" ইত্যাদি। ৪৩

(শঙ্কা) ভাল, অচেতন অর্থাৎ জড় ঘটাদিবিষয়েও স্বয়ং-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, স্বয়ন্তা ও আত্মতা এক হইতে পারে না। সিদ্ধান্ত লইয়া বাদীর এইরূপ শঙ্কা বলিতেছেন :—

(৬) ঘটাদি অচেতনপদার্থে স্বয়ং শব্দের প্রয়োগ হেতু স্বয়ং আত্মতা নহে এই শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

ঘটঃ স্বয়ং ন জানাতীত্যেবং স্বত্বং ঘটাদিষু।
অচেতনেষু দৃষ্টং চেদ্দৃশ্যতামাত্মসত্ত্বতঃ॥ ৪৪

অন্বয়—ঘটঃ স্বয়ম্ ন জানাতি ইতি এবম্ অচেতনেষু ঘটাদিষু স্বত্বম্ দৃষ্টম্ চেৎ, আত্মসত্ত্বতঃ দৃশ্যতাম্।

অনুবাদ—'ঘট স্বয়ং' (নিজে) (কিছুই) জানে না—এইরূপে অচেতন ঘটাদি বস্তুতেও স্বয়ন্তার অর্থাৎ স্বয়ং-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তবে আত্মসত্তা বশতঃই ঘটাদিতে স্বয়ন্তার প্রয়োগ হয়, বুঝিয়া লও।

টীকা—ঘটাদি অচেতন বস্তুতেও 'ভাতি'-রূপ স্ফুরণদ্বারা আত্মচৈতন্যের সত্তাবশতঃ সেই ঘটাদিতেও স্বয়ংশব্দের প্রয়োগের বাধা হয় না, এই কথাই সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"আত্মসত্তা বশতঃই" ইত্যাদি। ৪৪

(শঙ্কা) ভাল, ঘটাদি বস্তুতেও যদি আত্মচৈতন্য বিদ্যমান, তাহা হইলে চেতনাচেতনরূপ অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিভাগ নিষ্কারণ হইয়া পড়ে; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) চিদাভাসের উপস্থিতি-অনুপস্থিতিই সেই চেতনাচেতনরূপ বিভাগের কারণ হওয়ায় উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, এই বলিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন :—

(ঝ) জড় ও চেতনের ভেদ চিদাভাসেরই কার্য্য।

চেতনাচেতনভিদা কূটস্থাত্মকৃতা ন হি।
কিন্তু বুদ্ধিকৃতাভাসকৃতৈবেত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৫

অন্বয়—চেতনাচেতনভিদা কূটস্থাত্মকৃতা ন হি, কিন্তু বুদ্ধিকৃতাভাসকৃতা এব ইতি অবগম্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—চেতন ও অচেতনরূপে ভেদ, কূটস্থ আত্মচৈতন্যজনিত নহে কিন্তু বুদ্ধির অধীন যে আভাস অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তদ্দ্বারাই সঙ্ঘটিত, এইরূপ বুঝিয়া লও। ৪৫

(শঙ্কা) ভাল, চেতন ও অচেতনরূপ বিভাগ, চিদাভাসের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিরূপ কারণদ্বারাই রচিত, ইহা অঙ্গীকার করিলে, অচেতন পদার্থেও আত্মার বিদ্যমানতা অঙ্গীকার করা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে—এই আশঙ্কার (সমাধান-) কল্পে বলিতেছেন—কূটস্থকে চেতন ও অচেতনরূপ বিভাগের হেতু বলিয়া না মানিলেও, অচেতনের কল্পনার অধিষ্ঠান বলিয়া কূটস্থকে মানিতে হইবে—এই অভিপ্রায়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে ঘটাদিও কূটস্থচৈতন্যে কল্পিত :—

(ঝ) কূটস্থে যেমন চিদাভাস কল্পিত, তেমনি ঘটাদিও কল্পিত।

যথা চেতন আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ।
অচেতনো ঘটাদিশ্চ তথা তত্রৈব কল্পিতঃ ॥৪৬

অন্বয়—যথা চেতনঃ আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ তথা অচেতনঃ ঘটাদিঃ চ তত্র এব কল্পিতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন চেতন আভাস বা জীবচৈতন্য ভ্রান্তিদ্বারা কূটস্থে কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ অচেতন ঘটাদিও সেই কূটস্থচৈতন্যে কল্পিত। ৪৬

(শঙ্কা) স্বয়ন্তা ও আত্মতা একই হইলে অতিপ্রসক্তি দোষ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ অভিমত বোধের সহিত অনভিমত বোধেরও সম্ভাবনা হয় :—

(এ) স্বয়ন্তা ও আত্মতা একই বস্তু হইলে অতিপ্রসক্তি দোষ হয় বলিয়া শঙ্কা।

তত্ত্বেদন্তে অপি স্বত্বমিব ত্বমহমাদিষু।
সর্ব্বত্রানুগতে তেন তয়োরপ্যাত্মতেতি চেৎ ॥৪৭

অন্বয়—স্বত্বম্ ইব তত্ত্বেদন্তে অপি ত্বমহমাদিষু সর্ব্বত্র অনুগতে, তেন তয়োঃ অপি আত্মতা ইতি চেৎ।

অনুবাদ—(শঙ্কা) যদি বল স্বয়ন্তা যেমন 'তুমি', 'আমি' ইত্যাদি সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে, সেইরূপ 'তত্তা' বা সেইরূপতা এবং 'ইদন্তা' বা এইরূপতাও, 'তুমি', 'আমি', ইত্যাদি সর্ব্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছে। সেইহেতু তত্তা ও ইদন্তা উভয়েরই আত্মস্বরূপতা হইবে।

টীকা—'স্বত্ব' বা স্বয়ন্তা যেমন 'ত্বম্' 'অহম্'—'তুমি', 'আমি', ইত্যাদি সকল স্থলেই অনুগত

(অনুস্যূত), সেইরূপ তত্তা ও ইদন্তা—(সেইরূপতা ও এইরূপতাও) সর্বত্র অনুগত ; সেইহেতু তদুভয়েরও আত্মরূপতা কেন না হইবে ? ইহাই অভিপ্রায়। ৪৭

(সমাধান)—তদুত্তরে বলিতেছেন তত্তা ও ইদন্তা আত্মতা অপেক্ষা অধিকদেশব্যাপী বলিয়া তদুভয় আত্মতা হইতে পারে না :

(ঠ) উক্ত অতিপ্রসক্তি-শঙ্কার সমাধান।

তে আত্মত্বেঽপ্যনুগতে তত্তেদন্তে ততস্তয়োঃ।
আত্মত্বং নৈব সম্ভাব্যং সম্যক্ত্বাদের্যথা তথা ॥৪৮

অন্বয়—তে তত্তেদন্তে আত্মত্বে অপি অনুগতে, ততঃ তয়োঃ আত্মত্বম্ সম্ভাব্যম্ ন এব, যথা সম্যক্ত্বাদেঃ তথা।

অনুবাদ—সেই তত্তা ও ইদন্তা যখন আত্মতাতেও অনুস্যূত অর্থাৎ যখন 'সেই আত্মরূপতা', 'এই আত্মরূপতা' এইরূপ ব্যবহার হয় তখন তত্তা ও ইদন্তা কখনই আত্মতা হইতে পারে না, যেমন সম্যক্ত্ব প্রভৃতির (সমীচীনতা, অসমীচীনতা ইত্যাদির) আত্মতা হইতে পারে না, সেইরূপ।

টীকা—তত্তা ও ইদন্তা এই দুইটিও স্বয়ন্তার ন্যায় যদ্যপি 'ত্বম্' 'অহম্' প্রভৃতি বস্তুতে অনুগত, তথাপি সেই 'ত্বম্' ও 'অহম্' ইত্যাদিতে অনুস্যূত যে আত্মতা, তাহাতেও সেই তত্তা ও ইদন্তা অনুগত রহিয়াছে ; কেননা, 'সেই' আত্মতা (বা আত্মরূপতা) এবং 'এই' আত্মতা ইত্যাদিরূপ ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। এইহেতু সেই তত্তা ও ইদন্তা আত্মতাপেক্ষা অধিকতর দেশবর্তী বলিয়া কখনই আত্মতা হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন সম্যক্ত্বা ইত্যাদি" ; 'আত্মতা সম্যক্ অর্থাৎ সমীচীন' এবং 'আত্মতা অসম্যক্ বা অসমীচীন' এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া, আত্মতাতেও সেই সম্যক্-তা ও অসম্যক্-তা অনুগমন করিয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'তৎ'-তা এবং 'ইদং'-তাও সেইরূপ, ইহাই অর্থ। ৪৮

এইরূপে প্রসঙ্গাগত বিষয়ের উপসংহার করিয়া ফলিতার্থ বুঝাইবার জন্য লোকব্যবহারদ্বারা সিদ্ধ বিষয়ের অনুবাদ করিতেছেন :—

(ড) প্রতিযোগিরূপ লোকব্যবহার সিদ্ধ অর্থের অনুবাদ।

তত্তেদন্তে স্বতান্যত্বে ত্বন্তাহন্তে পরস্পরম্।
প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া লোকে প্রসিদ্ধে নাস্তি সংশয়ঃ ॥৪৯

অন্বয় তত্তেদন্তে, স্বতান্যত্বে ত্বন্তাহন্তে পরস্পরম্ প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া লোকে প্রসিদ্ধে, (অত্র) সংশয়ঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—তৎ-তা ও ইদন্তা, স্বয়ন্তা ও অন্যতা, ত্বম্-তা ও অহম্-তা ইহারা পরস্পর প্রতিযোগী বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। অর্থাৎ সেই ও ইহা, স্বয়ং ও অন্য, তুমি ও আমি—ইহারা পরস্পর প্রতিযোগী।

টীকা—'তৎ-তা'র প্রতিযোগী 'ইদন্তা', যেমন 'সেই রহিয়াছে', 'এই রহিয়াছে'—এইরূপ ;

'স্বয়ংতার' প্রতিযোগী 'অন্যতা', যেমন 'স্বয়ং রহিয়াছে' 'অন্য রহিয়াছে' এইরূপ ; এবং 'ত্বন্তা'র প্রতিযোগী 'অহন্তা', যেমন 'তুমি রহিয়াছ', 'আমি রহিয়াছি'—এই প্রকারে লোকসমাজে এই সকল শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে অর্থাৎ স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে, প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদিগের পরস্পর প্রতিযোগিরূপতা প্রসিদ্ধ, ইহাই অভিপ্রায়। ৪৯

ভাল, উক্তরূপ লোকব্যবহার আছে, মানিলাম। তদ্দ্বারা আলোচ্য ৩৮ সংখ্যক শ্লোকোক্ত জীব ও কূটস্থের পরস্পর ভেদ সম্বন্ধে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ড) ফলিতার্থ জীব ও কূটস্থ পরস্পর ভিন্ন।

অন্যতায়াঃ প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং কূটস্থ ইষ্যতাম্।
ত্বন্তায়াঃ প্রতিযোগ্যেষোঽহমিত্যাত্মনি কল্পিতঃ ॥৫০

অন্বয়—অন্যতায়াঃ প্রতিদ্বন্দ্বী স্বয়ং কূটস্থঃ ইষ্যতাম্, ত্বন্তায়াঃ প্রতিযোগী এষঃ অহম্ ইতি আত্মনি কল্পিতঃ।

অনুবাদ—তাহার মধ্যে, অন্যত্বের প্রতিযোগী ('অন্য' শব্দার্থের বিরোধী) স্বয়ং-শব্দার্থ বলিয়া কূটস্থকে মানিতে হইবে এবং ত্বন্তার 'তুমিরূপতা'র প্রতিযোগী 'এষঃ অহং' শব্দার্থ 'এই আমি'রূপ যে চিদাভাস, তাহা আত্মায় (কূটস্থে) কল্পিত।

টীকা—"অন্যতায়াঃ প্রতিদ্বন্দ্বী"- অন্যত্বের প্রতিরূপিকা—যাহা হইতে ভিন্নতা—সেই দ্বিতীয় পদার্থের স্বরূপ ; তাহাকে "স্বয়ম্ কূটস্থঃ ইষ্যতাম্"—স্বয়ম্-শব্দের অর্থ কূটস্থ বলিয়া মানিতে হইবে। "ত্বং"-তার প্রতিযোগী "এষঃ অহম্ ইতি আত্মনি কল্পিতঃ"—'তুমি'রূপতার প্রতিরূপক 'এই আমি' ইহা কূটস্থে কল্পিত চিৎপ্রতিবিম্ব, ইহাই অর্থ। ৫০

(শঙ্কা) ভাল, জীব ও কূটস্থের ভেদ যদি উক্ত প্রকারে (৩৮ হইতে ৫০ শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইল, তাহা হইলে লোকে এই তত্ত্ব কেন বুঝিতে পারে না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঢ) জীব ও কূটস্থ পরস্পর ভিন্ন হইলেও তদুভয়কে এক বলিয়া বুঝিবার কারণ হইতেছে ভ্রম।

অহন্তাস্বত্বয়োর্ভেদে রূপ্যতেদন্তয়োরিব।
স্পষ্টেঽপি মোহমাপন্না একত্বং প্রতিপেদিরে ॥৫১

অন্বয়—রূপ্যতেদন্তয়োঃ ইব অহন্তাস্বত্বয়োঃ ভেদে স্পষ্টে অপি মোহম্ আপন্নাঃ একত্বম্ প্রতিপেদিরে।

অনুবাদ—(শুক্তি-রজতের ভ্রমস্থলে) রজতত্ব ও 'এই'রূপতা (বা পুরোবর্ত্তী 'একটা-কিছু-রূপতা') যে প্রকার বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, 'অহং'-তা ও 'স্ব'-তার মধ্যে ভেদ সেইরূপ স্পষ্ট বলিয়া প্রতীত হইলেও, মোহপ্রাপ্ত বা ভ্রান্ত জীব তদুভয়কে এক বলিয়া বুঝে।

টীকা—যেহেতু বুদ্ধির সাক্ষী কূটস্থকে বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না, সেইহেতু 'অহম্' এই বৃত্তিতে এককালেই জীব বা চিদাভাস এবং কূটস্থ এই উভয়ের যে ভান হয়, জ্ঞানহীন

লোকে ভ্রান্তিবশতঃ তদুভয়কে এক বলিয়া বুঝে অর্থাৎ তদুভয়ের ভেদ বুঝিতে পারে না, ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু সেই ভেদ এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, চিদাভাস কূটস্থের বিষয় হইয়া প্রতিভাত হয়, আর কূটস্থ বা আত্মা, অহং-বৃত্তির সহিত চিদাভাসকে প্রকাশ করিয়া নিজে স্বয়ংপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হয়। ৫১

(শঙ্কা) ভাল, জীব ও কূটস্থকে যে এক বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার কারণ কি ?- এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

উক্ত একতাভ্রান্তির কারণ অবিদ্যা।

তাদাত্ম্যাধ্যাস এবাত্র পূর্ব্বোক্তাবিদ্যয়া কৃতঃ।
অবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তৎকার্য্যং বিনিবর্ত্ততে ॥৫২

অন্বয়—তাদাত্ম্যাধ্যাসঃ এব অত্র পূর্ব্বোক্তাবিদ্যয়া কৃতঃ, অবিদ্যায়াম নিবৃত্তায়াম্ তৎকার্যাম্ বিনিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—জীব ও কূটস্থের সেই একতাভ্রমরূপ তাদাত্ম্যাধ্যাস (এই প্রকরণে ২৯ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত শ্লোকে) বর্ণিত অবিদ্যাদ্বারা উৎপাদিত। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ভ্রমরূপ অবিদ্যাকার্য্য, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই, নিবৃত্ত হয়।

টীকা— এই 'চিত্রদীপ' প্রকরণের ২৫ শ্লোকে যে অবিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে—'এই যে অনাদি-কালের অবিবেক অর্থাৎ কার্য্যরূপ অজ্ঞান, তাহা মূলাবিদ্যা' ইত্যাদি সেই অবিদ্যাদ্বারা উৎপাদিত, —জীব ও কূটস্থকে এক বলিয়া ভ্রম। ইহাই অর্থ। যেহেতু, (৫১ শ্লোকে) উক্ত ভ্রম, অবিদ্যারই কার্য্য, এইহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তিকারক জ্ঞানদ্বারাই সেই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, ইহাই বলিতেছেন— 'পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ভ্রমরূপ' ইত্যাদি অর্থের বাক্যদ্বারা। ৫২

(শঙ্কা) ভাল, 'অধ্যাস অবিদ্যারই কার্য্য বলিয়া, সেই অবিদ্যার নিবৃত্তির দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়'—এই কথা যে গত শ্লোকে বলা হইল, তাহা ত' সিদ্ধ হইতে পারে না ; কেননা, ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, অবিদ্যার কার্য্য যে দেহাদি, তাহা প্রতীয়মান হয়— এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও যে তাহার কার্য্যের প্রতীতি, তজ্জন্য শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

অবিদ্যাবৃতিতাদাত্ম্যে বিদ্যয়ৈব বিনশ্যতঃ।
বিক্ষেপস্য স্বরূপন্তু প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥৫৩

অন্বয়—অবিদ্যাবৃতিতাদাত্ম্যে বিদ্যয়া এব বিনশ্যতঃ ; বিক্ষেপস্য স্বরূপম্ তু প্রারব্ধক্ষয়ম্ ঈক্ষতে।

অনুবাদ—অবিদ্যাজনিত আবরণ ও তাদাত্ম্যাধ্যাস এই দুইটি বিদ্যাদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর বিক্ষেপের স্বরূপ অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মশরীর সহিত চিদাভাস, প্রারব্ধের ক্ষয়ের অপেক্ষা করে।

টীকা—"অবিদ্যাবৃতিতাদাত্ম্যে"—অবিদ্যাই হইয়াছে মুখ্য কারণ যদুভয়ের, এইরূপ যে

আবরণ এবং জীব ও কূটস্থের একতাভ্রমরূপ তাদাত্ম্য, সেই দুইটি, "বিদ্যয়া এব বিনশ্যতঃ"—বিদ্যাদ্বারা বিশেষরূপে নিবৃত্ত হয়; "বিক্ষেপস্ত স্বরূপম্ তু"—আর প্রারব্ধকর্ম্মরূপ উপাধিচ্ছিন্ন অবিদ্যাজনিত যে বিক্ষেপের স্বরূপ, তাহা কর্ম্মের অবসান পর্য্যন্ত থাকে, এই প্রকারে দেহাদির প্রতীতির সহিত বিরোধ হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ৫৩

(শঙ্কা) ভাল, প্রারব্ধকর্ম্ম ত' নিমিত্ত-কারণ-মাত্র। প্রারব্ধকর্ম্মরূপ নিমিত্তকারণমাত্র থাকিতে, উপাদান-কারণের বিনাশ হইলে, কি প্রকারে কার্য্যরূপ বিক্ষেপের অনুবৃত্তি অর্থাৎ বাধ হইবার পরেও স্থিতি, সম্ভব হইতে পারে? —এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ন্যায়শাস্ত্ররূপ ভিন্ন শাস্ত্রদ্বারা সিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া কার্য্যের অনুবৃত্তি বুঝাইতেছেন :—

(থ) উপাদাননাশেও কার্য্যের ক্ষণমাত্রস্থিতি নৈয়ায়িকসম্মত। তাহাদের দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল।

উপাদানে বিনষ্টেঽপি ক্ষণং কার্য্যং প্রতীক্ষতে।
ইত্যাহুস্তার্কিকাস্তদ্বদস্মাকং কিং ন সম্ভবেৎ? ॥৫৪

অন্বয়—উপাদানে বিনষ্টে অপি কার্য্যম্ ক্ষণম্ প্রতীক্ষতে ইতি তার্কিকাঃ আহুঃ; তদ্বৎ অস্মাকম্ কিম্ ন সম্ভবেৎ?

অনুবাদ—নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন, উপাদানের নাশ হইলেও তৎকার্য্য ক্ষণকাল বিদ্যমান থাকে। সেইরূপ বিক্ষেপাধ্যাসের উপাদানকারণ অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেও বিক্ষেপাধ্যাস প্রারব্ধভোগের অবসানকে অপেক্ষা করিয়া কিছুকাল বিদ্যমান থাকে, ইহা বৈদান্তিক আমাদের পক্ষে অসম্ভব কিসে?

অনুবাদকের টীকা—উপাদানকারণের বিনাশ কার্য্যবিনাশের কারণ বলিয়া নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী সেইহেতু কারণবিনাশের ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তরে কার্য্যের বিনাশ হয় অর্থাৎ কারণ যে ক্ষণে বিনষ্ট হয় সেই ক্ষণে কার্য্যের নাশ হয় না বলিয়া কারণনাশক্ষণে কার্য্যের স্থিতি ঘটে। [প্রশস্তপাদকৃত 'বৈশেষিক দর্শনভাষ্যে'* (কাশী চৌখাম্বাগ্রন্থাবলী) পৃঃ ৯২ দ্রষ্টব্য; 'কিরণাবলী', 'মুক্তাবলী'তেও এ কথা আছে]।৫৪

(শঙ্কা) ভাল, নৈয়ায়িকগণ উপাদানের নাশ হইবার পরেও কার্য্যের ক্ষণমাত্রকাল অবস্থান স্বীকার করেন; তাঁহারা সেই কালকে চিরকাল বা দীর্ঘকাল বলেন না এইরূপ আশঙ্কায় উত্তরে বলিতেছেন :—

(দ) অনাদি-সংসারভ্রমের যোগ্যক্ষণ নিরূপণ

তন্তূনাং দিনসংখ্যানাং তৈস্তাদৃক্ ক্ষণ ঈরিতঃ।
ভ্রমস্যাসংখ্যকল্পস্য যোগ্যঃ ক্ষণ ইহেষ্যতাম্ ॥৫৫

---

* প্রশস্তপাদ "বৈশেষিক-দর্শন-ভাষ্যে" ১।১।১২ সূত্রের সৃষ্টি-সংহার বিধির বর্ণনকালে লিখিতেছেন "তথা পৃথিব্যুদকজ্বলনপবনানামপি মহাভূতানাম্ অনেনৈব ক্রমেণ উত্তরস্মিন্নুত্তরস্মিংশ্চ বিনাশে সতি, পূর্ব্বপূর্ব্বস্য বিনাশঃ"। 'সমবায়িকারণনাশই কার্য্যনাশের প্রতি হেতু' এইমতে কারণনাশের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে কার্য্যনাশোৎপত্তি, বলিতে হইবে; কেননা, কারণ কার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্‌ক্ষণবর্ত্তীই হইয়া থাকে। অতএব কারণনাশের আদ্যক্ষণে কার্য্য, কারণব্যতিরেকেও থাকিতে পারে। ইতি নৈয়ায়িকপরামর্শ।

অন্বয়—দিনসংখ্যানাম্ তন্তূনাং তৈঃ তাদৃক্ ক্ষণঃ ঈরিতঃ : ইহ অসংখ্যকল্পস্থ ভ্রমস্থ যোগ্যঃ ক্ষণঃ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—[উপাদানের নাশের পর কার্য্যের ক্ষণকালস্থিতি—এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া নৈয়ায়িকগণ এক অসম্ভব কথা বলেন যে বস্ত্রোপাদান তন্তুর, নাশের পর বস্ত্র ক্ষণকাল বিদ্যমান থাকে।] যে তন্তু, উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নাশ পর্য্যন্ত সংখ্যাতব্য কয়েকটিমাত্র দিন ধরিয়া বিদ্যমান থাকে, সেই তন্তু সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ সেইরূপ ক্ষণ (কার্য্যরূপ বস্ত্রের স্থিতিকাল) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ আমাদের সিদ্ধান্তে অসংখ্য কল্পের যে ভ্রম বা অবিদ্যা তাহার, (কার্য্যরূপ বিক্ষেপের —দেহদ্বয় স্থিতির) যোগ্যকাল মানিয়া লও অর্থাৎ অসংখ্যকল্পস্থায়ী অবিদ্যার যোগ্য বা উপযুক্ত ক্ষণকে—বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাকার্য্যের স্থিতিকালকে, প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল বলিয়া স্বীকার কর।

টীকা—যেহেতু সংসার অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া (?) চলিয়া আসিতেছে, সেইহেতু সেই অনাদিকালের সংসার-সংস্কারবশে, কুলালচক্রের ভ্রমণের ন্যায়, ভ্রমরূপ সংসারের চিরকাল—প্রারব্ধক্ষণ পর্য্যন্ত অনুবৃত্তি—অবিদ্যারূপ উপাদাননাশের পর বিক্ষেপরূপে স্থিতি—স্বীকার করা বিরুদ্ধ হয় না। ৫৫

(শঙ্কা) ভাল, নৈয়ায়িকগণ যেরূপ অযুক্ত কথা বলিয়াছেন আপনিও ত' সেইরূপ অযুক্ত কথা বলিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সিদ্ধান্তী আপনার যুক্তি যে নৈয়ায়িকগণের যুক্তি হইতে বিলক্ষণ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত কথার অযুক্তিযুক্ততার শঙ্কা ও সমাধান।

বিনা ক্ষোদক্ষমং মানং তৈর্ব্বৃথা পরিকল্প্যতে।
শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যো বদতাং কিন্নু দুঃশকম্?॥৫৬

অন্বয়—তৈঃ ক্ষোদক্ষমম্ মানম্ বিনা বৃথা পরিকল্প্যতে ; শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ বদতাম্ কিম্ নু দুঃশকম্ ?

অনুবাদ—উপাদাননাশে কার্য্যের ক্ষণকালস্থিতি তার্কিকেরা মানেন বটে কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তির পরে বিক্ষেপরূপ কার্য্যের যে দীর্ঘকাল স্থিতি, ইহা অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলি যে, নৈয়ায়িকগণ বিচারসহ প্রমাণ ব্যতিরেকেও যদি এই প্রকার বৃথা কল্পনা করিতে সাহস করেন, তবে আমরা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব প্রমাণের বলে যাহা বলিতেছি, তাহা অসঙ্গত হইবে কেন ?

টীকা—"ক্ষোদক্ষমম্ মানম্ বিনা"—বিচারসহ প্রমাণ না থাকিলেও। [তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে—ছান্দোগ্য উ, ৬।১৪।২]—সেই জ্ঞানীর সেই পর্য্যন্তই মোক্ষ বিষয়ে বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না দেহপাত হয়, অনন্তর দেহপাতের সমকালেই মোক্ষ হইয়া যায়—ইহাই শ্রুতির প্রমাণ, কুলালচক্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তরূপ যুক্তি, আর বিদ্বান্‌গণের অনুভবরূপ যুক্তি—এই তিন

প্রমাণের বলে আমরা কি না বলিতে পারি? অর্থাৎ এই তিন প্রমাণমূলক আমাদের সকল কথাই সঙ্গত। ইহাই অর্থ। ৫৬

এক্ষণে (৫১ শ্লোকারব্ধ) আলোচ্য প্রসঙ্গেরই অনুসরণ করিতেছেন :—

(ন) স্বয়ম্ ও অহম্ এই দুইটির একতা ভ্রান্তি-সিদ্ধ।

আস্তাং দুস্তার্কিকৈঃ সাকং বিবাদঃ প্রকৃতং ব্রুবে।
স্বাহমোঃ সিদ্ধমেকত্বং কূটস্থপরিণামিনোঃ॥ ৫৭

অন্বয়—দুস্তার্কিকৈঃ সাকম্ বিবাদঃ আস্তাম্, প্রকৃতম্ ব্রুবে ; কূটস্থপরিণামিনোঃ স্বাহমোঃ একত্বম্ সিদ্ধম্।

অনুবাদ—কুতার্কিকগণের সহিত নিষ্ফল বিচারের প্রয়োজন নাই; এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করি; কেননা, পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা স্বয়ম্-শব্দবাচ্য (নির্ব্বিকার) কূটস্থচৈতন্য এবং অহং-শব্দবাচ্য জীবচৈতন্যের অভেদ যে ভ্রান্তি-কল্পিত, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

টীকা—"স্বয়ম্" শব্দের অর্থ কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার সাক্ষী ; "অহম্" শব্দের অর্থ পরিণামী অর্থাৎ বিকারী, চিদাভাস। সেই দুইএর একতা ভ্রান্তিদ্বারাই সিদ্ধ হয়। ৫৭

(শঙ্কা) ভাল, কূটস্থ ও জীবের একতা যদি ভ্রান্তিসিদ্ধই হইল, তবে 'ইহা ভ্রান্তি'—এইরূপ সকলেই জানিতে পারে না কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তাহারা শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যের আলোচনা করিতে পরাঙ্মুখ—ইহাই তাহার কারণ। এই কথাই বলিতেছেন :—

(প) ভ্রান্তিকে না চিনিবার কারণ শ্রুতিতাৎপর্য্যের বিচারের অভাব।

ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতম্মন্যাঃ সর্ব্বে লৌকিকতৈর্থিকাঃ।
অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাৎ কেবলাং যুক্তিমাশ্রিতাঃ॥৫৮

অন্বয়—পণ্ডিতম্মন্যাঃ লৌকিকতৈর্থিকাঃ সর্ব্বে মৌর্খ্যাৎ শ্রুতিম্ অনাদৃত্য কেবলাম্ যুক্তিম্ আশ্রিতাঃ ভ্রাম্যন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা পণ্ডিত না হইলেও আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া মানে, এইরূপ সাধারণ অজ্ঞজন এবং নৈয়ায়িক প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞগণ সকলেই মূর্খতা-বশতঃ অপৌরুষেয় শ্রুতির অনাদর করিয়া, কেবল পুরুষকল্পনারূপ যুক্তি আশ্রয় করিয়া (তত্ত্বনির্ণয়ে অকৃতার্থ হইয়া) ঘুরিয়া বেড়ায়। ৫৮

(শঙ্কা) ভাল, কোন কোন শ্রুতিব্যাখ্যাতাও কেন এই কূটস্থ ও জীবের একতাকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝেন না? (সমাধান)—তাঁহারা সমগ্র শ্রুত্যর্থের পূর্ব্বাপর সমন্বয় করিয়া বিচার করিতে অসমর্থ বলিয়া :—

পূর্ব্বাপরপরামর্শবিকলাস্তত্র কেচন।
বাক্যাভাসান্ স্বস্বপক্ষে যোজয়ন্ত্যপ্যলজ্জয়া॥ ৫৯

অন্বয়—তত্র পূর্ব্বাপরপরামর্শবিকলাঃ কেচন স্বস্বপক্ষে বাক্যাভাসান্ অপি অলজ্জয়া যোজয়ন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বাপর আলোচনায় অসমর্থ হইয়া অর্থাৎ অল্প শ্রুতিজ্ঞান লইয়া, পূর্ব্বাপর বিরোধবশতঃ ভিন্ন অর্থের বোধক বাক্য বা বাক্যাভাস সমূহকে নির্লজ্জভাবে আপন আপন পক্ষের সমর্থনে প্রয়োগ করে।৫৯

আত্মতত্ত্বের বিচারে আত্মা লইয়া মতভেদ

১। আত্মা লইয়া মতভেদ।

সেই সকল বিরুদ্ধপক্ষের মধ্যে লোকায়তিকগণ এক প্রত্যক্ষপ্রমাণমাত্র স্বীকার করে বলিয়া তাহাদের মত অতি স্থূল; সেইহেতু প্রথমে তাহারই অনুবাদ করিতেছেন :—

যে লোকায়তিকগণের ও ভোগরত অজ্ঞগণের মতে সংঘাতই আত্মা।

কূটস্থাদিশরীরান্তসংঘাতস্যাত্মতাং জগুঃ।
লোকায়তাঃ পামরাশ্চ প্রত্যক্ষাভাসমাশ্রিতাঃ॥৬০

অন্বয়—লোকায়তাঃ পামরাঃ চ প্রত্যক্ষাভাসম্ আশ্রিতাঃ কূটস্থাদিশরীরান্তসঙ্ঘাতস্য আত্মতাম্ জগুঃ।

অনুবাদ—চার্ব্বাকমতানুযায়ী লোকায়তিকগণ এবং ভোগরত অজ্ঞগণ, কূটস্থ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূলশরীর পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি, তাহাকেই আত্মা বলিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষপ্রমার আভাসকেই অবলম্বন করেন বলিয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছেন।

টীকা—যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, দেহাদির সঙ্ঘাতই যে আত্মা, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া প্রামাণিক অর্থাৎ বাস্তবিক হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তাহারা প্রত্যক্ষপ্রমার আভাসকেই" ইত্যাদি। 'আভাস' বলিবার তাৎপর্য্য এই—যেমন 'আমি' এইরূপ প্রতীতির অবলম্বনে দেহের প্রত্যক্ষভান হয়, সেইরূপ (অপ্রত্যক্ষ) ইন্দ্রিয়াদিরও, 'আমি'-প্রতীতির অবলম্বনে প্রত্যক্ষভান হয়, বলিয়া সেই প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যভিচারী বা অনৈকান্তিক হইল; এইহেতু এই প্রত্যক্ষজ্ঞান আভাস মাত্র। ৬০

যাহারা প্রত্যক্ষরূপ একমাত্র প্রমাণ স্বীকার করে, সেই চার্ব্বাকাদি দেহাত্মবাদিগণ অপরকে ভ্রমে পাতিত করিবার জন্য অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক প্রতারণা করিবার জন্য, আপনাদের মতকে শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া শ্রুতিবাক্যের উদাহরণ দিয়া থাকেন, এই কথাই বলিতেছেন :—

শ্রৌতীকর্ত্তুং স্বপক্ষন্তে কোশমন্নময়ন্তথা।
বিরোচনস্য সিদ্ধান্তং প্রমাণং প্রতিজজ্ঞিরে॥৬১

অন্বয়—তে স্বপক্ষম্ শ্রৌতীকর্ত্তুম্ অন্নময়ম্ কোশম্ তথা বিরোচনস্য সিদ্ধান্তম্ প্রমাণম্ প্রতিজজ্ঞিরে।

অনুবাদ—তাহারা আপনাদের মতকে শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য

অন্নময় কোশকে এবং প্রহ্লাদপুত্র অসুররাজ বিরোচনের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

টীকা—"অন্নময়ম্ কোশম্"—ইহার দ্বারা অন্নময়কোশপ্রতিপাদক [স বৈ এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ ইত্যাদি—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—'অন্ন হইতে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ এই পুরুষ বা স্থূলদেহ অন্ন-রসেরই বিকার'—এই শ্রুতিবাক্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। "বিরোচনস্য সিদ্ধান্তম্"—ইহার দ্বারা বিরোচনসিদ্ধান্তপ্রতিপাদক বাক্য "আত্মা এব দেহময়ঃ"* (?)—[আত্মা এব ইহ মহয্যঃ আত্মা পরিচর্য্যঃ আত্মানম্ এব ইহ মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌ লোকৌ অবাপ্নোতি ইমম্ চ অমুম্ চ ইতি ছান্দোগ্য উ, ৮।৮।৪]—'ইহলোকে (দেহরূপ) আত্মাই একমাত্র মহনীয় অর্থাৎ পূজনীয় এবং সেবনীয়। এইজন্য, (দেহরূপ) আত্মার পূজা করিয়া এবং দেহরূপ আত্মার সেবা করিয়া বর্ত্তমান ও ভাবী উভয় লোকই লাভ করিয়া থাকে'—তাহারা এই (উক্ত) দুইটি শ্রুতিবাক্যকে প্রমাণ বলিয়া বাহির করে কিন্তু তদ্দ্বারা স্ব-মতের সমর্থন করিতে সমর্থ হয় না ; কেননা, তাহাদের প্রদত্ত তাৎপর্য্য শ্রুত্যুক্ত প্রকরণে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। চার্ব্বাকগণের ও লোকায়তিকগণের মত যে অসঙ্গত তাহা দেখান যাইতেছে। চার্ব্বাকগণ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ স্বীকার করে না, লোকায়তিকগণ পাঁচটি ভূতই স্বীকার করে এবং সেই সেই ভূতের সঙ্ঘাতকেই আত্মা বলিয়া মানে। চার্ব্বাকগণ বুঝেন, যাহাই আমি-বুদ্ধির বিষয়, তাহাই আত্মা। 'আমি মনুষ্য', 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ', 'আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি অনুভবানুসারে, মনুষ্যতা, স্থূলতাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট দেহই আমি-বুদ্ধির বিষয় হয় বলিয়া স্থূলদেহই আত্মা। লোকায়তিকগণ বুঝেন, যাহা পরমপ্রীতির বিষয় তাহাই আত্মা। স্ত্রী-পুত্র-ধন-গৃহাদি দেহের উপকারক বলিয়া প্রীতির বিষয় হইলেও পরমপ্রীতির বিষয় নহে ; স্থূল দেহই পরমপ্রীতির বিষয় বলিয়া আত্মা। বিবিধ প্রকার উপকরণদ্বারা সেই স্থূলদেহরূপ আত্মার ভোগের আয়োজন এবং সুখভোগই পরমপুরুষার্থ। মরণেরই নাম মুক্তি এবং একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ ; অনুমানাদি প্রমাণ নাই।

এই মতের দোষ সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইতেছে :—

(১) দেহে যেরূপ 'আমি'-বুদ্ধি হয়, সেইরূপ 'আমার'-বুদ্ধিও হইয়া থাকে, অর্থাৎ 'আমি দেখিতেছি' এইরূপে যেমন দেহে 'আমি'-বুদ্ধি হইল, সেইরূপ 'আমার দেহ কৃশ হইতেছে', এইরূপে 'আমার' বুদ্ধিও হয়। তখন তাহাদের আত্মার লক্ষণ দেহে খাটে না।

(২) পুত্র-ধনাদি অপেক্ষা যেমন দেহে অধিক প্রীতি, সেইরূপ দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়, যশ ইত্যাদিতে অধিক প্রীতি দেখা যায়। সেইহেতু দেহ পরমপ্রীতির বিষয় নহে বলিয়া, আত্মার দ্বিতীয় লক্ষণও নির্দ্দোষ নহে।

যদি (উভয় লক্ষণে অনুস্যূত) 'চেতনতাবিশিষ্ট দেহই আত্মা' হয়, তবে অচেতন ভূত-সমষ্টিনির্ম্মিত দেহে সুষুপ্তি, মৃত্যু ও মূর্চ্ছায় চেতনতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া দেহ আত্মা নহে।

* "দেহময়ঃ" সকল সংস্করণেরই পাঠ। ইহার অর্থ হইলেও, পাঠটি "ইহ মহয্যঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদ্গত এই শব্দদ্বয়ের বিকৃতি বলিয়া মনে হয়।

যদি বল পঞ্চভূতের প্রত্যেকটি অচেতন হইলেও ভূতসমষ্টিরূপ দেহে জ্ঞানশক্তি প্রকটিত হয়, যেমন মাদকতাবিহীন তণ্ডুলের ও গুড়ের সম্মিশ্রণে মাদকতা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ,— তবে বলি, তাহাও ঠিক নহে, কেননা, তাহা হইলে ভূতসমষ্টিরূপ ঘটেও চেতনতা দেখা যাইত, আর সুষুপ্তি-মৃত্যু-মূর্চ্ছায় ঘটের ন্যায় দেহেরও অচেতনতা সর্ব্বজনবিদিত। এইহেতু দেহ জড় বলিয়া আত্মা হইতে পারে না। আর দেহই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে বালক-শরীর যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, 'যে আমি বালক ছিলাম, সেই আমি যুবা হইয়াছি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইত না, কেননা, শারীর বৈজ্ঞানিকের মতে প্রতি সাত বৎসরে দেহ সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায়।

আবার, শরীর জন্মের পূর্ব্বে ও মৃত্যুর পরে অবিদ্যমান বলিয়া এবং যৌবন ও বার্দ্ধক্যের শরীর বাল্যাদির শরীর হইতে ভিন্ন বলিয়া, (তৃতীয় প্রকরণের চতুর্থ শ্লোকে সূচিত) 'কৃতনাশ' ও 'অকৃতাভ্যাগম' দোষপ্রাপ্তি ঘটে এবং তাহার ফলে পূর্ব্বজন্মে কর্ত্তার অভাবে, অকৃত কর্ম্মের ইহজন্মে ফলভোগসম্ভাবনা ঘটে এবং মরণের পর কর্ত্তা থাকিবে না বলিয়া বেদোক্ত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠানসম্ভাবনা থাকে না ; এমন কি বাল্যকালের অধ্যয়নাদির ফল যৌবনে ও বার্দ্ধক্যে পাইবার আশা থাকে না, এবং সকল জীবের ভোগ বৈচিত্র্যবিহীন একই প্রকারের হইয়া পড়ে। এইরূপ আরও প্রমাণদ্বারা দেহ যে আত্মা নহে, তাহা সপ্রমাণ করা যায়।

আবার, বিবিধোপকরণদ্বারা স্থূলদেহরূপ আত্মার ভোগসম্পাদন পুরুষার্থ হইতে পারে না ; কেননা, যাহা পুরুষের ইচ্ছার বিষয় হয়, তাহাই পুরুষার্থ। সুখের প্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি সর্ব্বলোক-বাঞ্ছিত, সেইহেতু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ হইতে পারে ; তাহাই বেদান্তীর লক্ষ্য মোক্ষ। স্বর্গসুখভোগও 'ক্ষয়াতিশয়যুক্ত' (৪র্থ অঃ ৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) বলিয়া পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না ; তাহা হইলে ইন্দ্র, বরুণ, যমাদি দেবতাও মোক্ষলাভে প্রবৃত্ত হইতেন না।

আবার, মরণকেই মোক্ষ মানিলে, মরণান্তর দাহাদিদ্বারা দেহরূপ আত্মা বিনষ্ট হইলে, মোক্ষ হইবে কাহার ? তখন 'মোক্ষ' শব্দ নিরর্থক হইয়া পড়ে। আর দৈনন্দিন ব্যবহারে 'অনুমান' 'শব্দ' প্রভৃতি প্রমাণ নিয়ামকরূপে গৃহীত হয় বলিয়া, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

এই সমস্ত কারণে দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকাদির মত বিচারসহ নহে। ৬১

এই দেহাত্মবাদিগণের মতে দোষপ্রদর্শন করিয়া অন্য মতের উত্থাপন করিতেছেন :—

(খ) পূর্ব্বগত শ্লোকদ্বয়োক্ত মতে দোষপ্রদর্শন ; ইন্দ্রিয়াত্মবাদীর মতের বর্ণন।

জীবাত্মনির্গমে দেহমরণস্যাত্র দর্শনাৎ।
দেহাতিরিক্ত এবাত্মেত্যাহুর্লোকায়তাঃ পরে ॥৬২

অন্বয়—জীবাত্মনির্গমে অত্র দেহমরণস্য দর্শনাৎ, দেহাতিরিক্তঃ এব আত্মা ইতি পরে লোকায়তাঃ আহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—দেহ হইতে জীবাত্মা বিনির্গত হইয়া গেলে, ইহলোকেই দেহের বিনাশ দেখা যায় বলিয়া, দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা মানিতে হইবে। এক শ্রেণীর লোকায়তিকগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মবাদিগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন।৬২

(শঙ্কা) ভাল, দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা কি প্রকার ? এবং কোন্ প্রমাণদ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মা জানা যাইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

প্রত্যক্ষত্বেনাভিমতাহংধীর্দেহাতিরেকিণম্ ।
গময়েদিন্দ্রিয়াত্মানং বচ্মীত্যাদিপ্রয়োগতঃ ॥ ৬৩

অন্বয়—প্রত্যক্ষত্বেন অভিমতা অহংধীঃ 'বচ্মি' ইত্যাদিপ্রয়োগতঃ দেহাতিরেকিণম্ ইন্দ্রিয়াত্মানম্ গময়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত 'আমি'-বুদ্ধি, 'আমি বলিতেছি', 'আমি দেখিতেছি', ইত্যাদি শব্দব্যবহারে দৃষ্ট হয় এবং তদ্দ্বারাই দেহাতিরিক্ত 'আমি'-বুদ্ধিগম্য আত্মা বুঝা যায়, ইহাই ইন্দ্রিয়াত্মবাদী লোকায়তিকগণের মত ।৬৩

ভাল, অচেতন ইন্দ্রিয় কি প্রকারে আত্মা হইতে পারে ? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন, শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে) ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর কথোপকথন বর্ণিত রহিয়াছে দেখা যায় বলিয়া, ইন্দ্রিয়গণ অচেতন, এ কথা অসিদ্ধ—ইহাই বলিতেছেন :—

বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাং কলহঃ শ্রুতিষু শ্রুতঃ ।
তেন চৈতন্যমেতেষামাত্মত্বং তত এব হি ॥ ৬৪

অন্বয়—বাগাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ কলহঃ শ্রুতিষু শ্রুতঃ, তেন এতেষাম্ চৈতন্যম্ ; ততঃ আত্মত্বম্ এব হি ।

অনুবাদ—যেহেতু বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর কলহ শ্রুতিমুখে শুনা যায়, সেইহেতু ইন্দ্রিয়গণের সচেতনতা সিদ্ধ, এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ সচেতন, সেইহেতু ইন্দ্রিয়গণের আত্মরূপতা সম্ভব ।

টীকা—চেতনতাই আত্মার লক্ষণ ; যেহেতু ইন্দ্রিয় চেতন, সেইহেতু আত্মা হইবার যোগ্য । এইরূপ তাহাদের যুক্তি বা অনুমান । ৬৪

অন্যমত অর্থাৎ প্রাণাত্মবাদীর মত উত্থাপন করিতেছেন :—

(গ) পূর্ব্বগত শ্লোকদ্বয়োক্ত মতে দোষপ্রদর্শন, প্রাণাত্মবাদীর মত বর্ণন ।

হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনস্ত্বেবমূচিরে ।
চক্ষুরাদ্যক্ষলোপেঽপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ॥ ৬৫

অন্বয়—হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনঃ তু এবম্ ঊচিরে, চক্ষুরাদ্যক্ষলোপে অপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ।

অনুবাদ—সমষ্টিপ্রাণরূপ হিরণ্যগর্ভোপাসকগণ বলিয়া থাকে প্রাণই আত্মা ; তাহার কারণ তাহারা বলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল বিনষ্ট হইলেও, প্রাণ থাকিলে জীবিত থাকা যায় । এইহেতু প্রাণই আত্মা, ইন্দ্রিয়গণ নহে ।

টীকা—এই বিষয়ে তাহারা শ্রুত্যুক্ত হেতু বলিয়া কয়েকটি হেতু প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই প্রাণাত্মবাদিগণ চার্ব্বাক-মতাবলম্বিগণের এক শ্রেণী। তাহাদের উক্ত মত সমীচীন নহে; কেননা, যাহা না থাকিলে দেহ থাকিতে পারে না, তাহাই আত্মা। আর শ্রোত্রাদি এক একটি ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলেও শরীর বধির প্রভৃতি রূপে থাকিয়াই যায়। এইহেতু ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। আবার যে বলে 'আমি শুনিতেছি', 'আমি দেখিতেছি', এইরূপে 'আমি'-প্রতীতির বিষয় হয় বলিয়া 'ইন্দ্রিয়ই আত্মা', তাহা টিকে না; কেননা, ঐ সকল বাক্যের অভিপ্রায় এই যে 'শ্রোত্র'-বিশিষ্ট আমি শুনিতেছি, 'নেত্র'বিশিষ্ট আমি দেখিতেছি। উক্ত বাক্যসমূহের এরূপ অর্থ নহে যে শ্রোত্ররূপ আমি শুনিতেছি এবং নেত্ররূপ আমি দেখিতেছি। এইরূপে বুঝা যায়—যাহা আমি-প্রতীতির বিষয়, তাহা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, ইন্দ্রিয় নহে। আবার কেহ কেহ বলে 'আমার কান কালা হইয়া গিয়াছে' 'আমার পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে।' ইহা হইতে দেখা যায় ইন্দ্রিয়সকল মমতারও বিষয় হয়। তদ্দ্বারা তাহাদের বাক্যের অর্থ ঠিক বা একই থাকে না। সেইহেতু ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।

আবার ঘটদ্রষ্টা যেরূপ ঘট হইতে ভিন্ন, সেইরূপ বর্ণিত প্রকারে অপটু বা পটু ইন্দ্রিয়ের জ্ঞাতা আত্মা হইতে ভিন্ন। আবার ক্রোধাদিদ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে, কর্ণ শুনিতে পায় না, চক্ষু দেখিতে পায় না। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়েরই জড়ত্ব অনুভবে পাওয়া যায়। সেইহেতু ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।

যদ্যপি ইন্দ্রিয়গণকে চেতন বলিয়া মানিলে জিজ্ঞাস্য এই (১) ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটিমাত্র চেতন? অথবা (২) সকল ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি একেবারে চেতন? অথবা (৩) সকলগুলিই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চেতন?

একটিমাত্রকে চেতন বলিলে, যেটিকে চেতন বলিবে, সেটি না থাকিলেও জ্ঞান ও জীবন-রক্ষা হয় বলিয়া একটিমাত্র ইন্দ্রিয় চেতন নহে। একটি ইন্দ্রিয়ের নাশে সমষ্টিতা ভঙ্গেও জ্ঞান এবং জীবনধারণ হয় দেখিয়া, সকলগুলির সমষ্টিকে চেতন বা আত্মা বলা যায় না। সকলগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে চেতন বলিলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বা বিপরীত প্রবৃত্তি হইলে, শরীরবিভাগ বা দেহ-নাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

এইহেতু অচেতন ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে না। আর ইন্দ্রিয়গণের যে কথোপকথনরূপ চেতন ব্যবহার শ্রুতিমুখে শুনা যায়, তাহা জড় ইন্দ্রিয়গণের নহে, তাহা ইন্দ্রিয়াভিমানী চেতন ইন্দ্রিয়দেবতাগণের। ৬৫

প্রাণই আত্মা এ বিষয়ে তাহারা শ্রুত্যুক্ত হেতু বলিয়া কয়েকটি হেতু প্রদর্শন করিয়া থাকে:—

প্রাণো জাগর্ত্তি সুপ্তেঽপি প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রুতম্।
কোশঃ প্রাণময়ঃ সম্যগ্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ॥ ৬৬

অন্বয়—সুপ্তে অপি প্রাণঃ জাগর্ত্তি, প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকম্ শ্রুতম্, প্রাণময়ঃ কোশঃ সম্যক্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়সমূহ নিদ্রিত হইলেও প্রাণ জাগিয়া থাকে ; প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি শ্রুতিমুখে শুনা যায়, এবং প্রাণময় কোশ সম্যগ্‌বিস্তৃতভাবে শ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—[প্রাণাদয়ঃ (প্রাণাগ্নয়ঃ ?) এব এতস্মিন্ পুরে জাগ্রতি—প্রশ্ন উ, ৪।৩]—'প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু এই দেহরূপ নগরে জাগ্রত থাকে'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রাণের জাগরণ বর্ণিত আছে। [তৎপ্রাণে প্রপন্নে উদতিষ্ঠৎ তৎ উক্‌থম্ অভবৎ তৎ এতৎ উক্‌থম্—(নিরুদ্দেশ শ্রুতিবচন)]—সেই ইন্দ্রিয়গণ সুষুপ্তিকালে প্রাণে লয়প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রৎকালে প্রাণ হইতে উত্থিত হয়, এইহেতু প্রাণকে উক্‌থ বলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ উত্থিত হয় যাহা হইতে তাহা এই উক্‌থ (শ্রেষ্ঠ)। প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে অন্য শ্রুতিবচন [উক্‌থম্, প্রাণঃ বা উক্‌থম্, প্রাণঃ হি ইদম্ সর্ব্বম্ উত্থাপয়তি—বৃহদা উ, ৫।১৩।১]—উক্‌থরূপে প্রাণের আর একটি উপাসনা ; প্রাণ হইতেছে উক্‌থ, কারণ প্রাণই এই সমস্ত জগৎ উত্থাপিত করে। ভাষ্যকার-কৃত ইহার ব্যাখ্যা—'উক্‌থ হইতেছে শাস্ত্রবিশেষ, একপ্রকার গাথা বা স্তোত্র। মহাব্রত নামক ক্রতুতে এই উক্‌থই প্রধান অঙ্গ। সেই উক্‌থটি কি ? প্রাণই উক্‌থ, কেননা, প্রাণই ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে প্রধান।' এই প্রকার শ্রুতিতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা শুনা যায়। [অন্যোঽন্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।২।১]—'স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন ও আভ্যন্তর, প্রাণময় আত্মরূপে পরিকল্পিত'—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা প্রাণময় কোশ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 'শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি'—এই 'প্রভৃতি' শব্দদ্বারা প্রাণের কথোপকথন এবং শরীরে প্রবেশ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। ৬৬

প্রাণ হইতেও মন আন্তর বলিয়া নারদ-পঞ্চরাত্র-মতাবলম্বিগণ, মনকেই যে আত্মা বলিয়া থাকে, তাহাদের সেই মত বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত মতে দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক, 'মনই আত্মা' এই উপাসক-মতের বর্ণন।

মন আত্মেতি মন্যন্ত উপাসনপরা জনাঃ।
প্রাণস্যাভোক্তৃতা স্পষ্টা ভোক্তৃত্বং মনসস্ততঃ॥৬৭

অন্বয়—উপাসনপরাঃ জনাঃ মনঃ আত্মা ইতি মন্যন্তে ; (তেষাম্ যুক্তিঃ) প্রাণস্য অভোক্তৃতা স্পষ্টা, ততঃ মনসঃ ভোক্তৃত্বম্।

অনুবাদ—উপাসনাপরায়ণ অর্থাৎ নারদ-পঞ্চরাত্র-মতাবলম্বিগণ, মনই আত্মা এইরূপ মনে করিয়া থাকে। প্রাণ যে আত্মা নহে তদ্বিষয়ে তাহাদের যুক্তি এই যে প্রাণ ভোক্তা নহে, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যেহেতু মনই ভোক্তা, সেইহেতু মনই আত্মা।

টীকা—(১) অনুমান—প্রাণ আত্মা নহে- (প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু প্রাণ বায়ুমাত্র (হেতু) ; যেমন বাহ্যবায়ু—(দৃষ্টান্ত)। (২) প্রাণের (প্রাণবায়ুর) লোপ হইলেই মৃত্যু হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, যেহেতু স্থাবর বৃক্ষাদিতে প্রাণবায়ু দৃষ্ট না হইলেও জীবিত থাকে এবং জঙ্গম মনুষ্যাদিতেও মূর্চ্ছাদি সময়ে প্রাণবায়ু লুপ্ত হইলেও মনুষ্যাদি জীবিত থাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) নিদ্রাকালে প্রাণবায়ু চলিতে থাকিলেও প্রাণ শরীরকে বা বাহ্যবস্তুকে অনুভব করিতে পারে না। (৪) 'প্রাণ বিনির্গত হইয়া যাইলেই দেহ বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রাণই আত্মা' এই যুক্তি বিচারসহ নহে; কেননা, জাঠরাগ্নি তিরোহিত হইলেও সেইরূপ হয়। (৫) শ্রুতিতে (যথা প্রশ্ন উ, ২।১৩ এবং বৃহদা উ, ৫।১৩।১) যে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক বচন রহিয়াছে, তাহা প্রাণোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অর্থবাদমাত্র। শ্রুতিতে প্রাণময় কোশকে আত্মা বলা হইয়াছে বটে, সেইরূপ মনোময় কোশকেও আত্মা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা পূর্ব্ববাক্য অনৈকান্তিক হইয়া পড়ে। ঐরূপ উক্তি কেবল অধিষ্ঠানরূপ প্রত্যগ্‌ব্রহ্মে বুদ্ধিকে পৌঁছাইয়া দিবার নিমিত্ত। অপর তিন কোশেও ঐরূপ বুদ্ধি করিয়া পরিশেষে অন্তরাত্মাতেই বুদ্ধি পৌঁছে। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণের কথোপকথনে এবং দেহে প্রাণের প্রবেশ বর্ণনে, 'প্রাণ' শব্দে প্রাণবায়ুর অভিমানিনী দেবতাকেই বুঝিতে হইবে। (৬) 'ভোজন করিয়া আমার প্রাণ বাঁচিল' বা 'ভোজন বিনা আমার প্রাণ যাইতেছিল' এইরূপ অনুভবোক্তিতে প্রাণের মমতাই সিদ্ধ হয়, অহন্তা বা আত্মতা নহে। (৭) আমার প্রাণের গমনাগমনাদি আমি জানিতে পারি, এইহেতু প্রাণের জ্ঞাতা প্রাণ হইতে ভিন্ন। ৬৭

মনই আত্মা এ বিষয়ে যুক্তিপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন উক্ত উপাসকগণ, প্রদর্শন করিয়া থাকে :-

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
শ্রুতৌ মনোময়ঃ কোশস্তেনাত্মেতীরিতং মনঃ॥ ৬৮

অন্বয়—"মনুষ্যাণাম্ বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণম্ মনঃ এব" (ব্রহ্মবিন্দু উ, ২); মনোময়ঃ কোশঃ শ্রুতঃ (তৈত্তিরীয় উ, ২।৩।১); তেন মনঃ আত্মা ইতি ঈরিতম্।

অনুবাদ—যখন মনই ভোক্তা বলিয়া (পূর্ব্ব শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইল এবং এইরূপ শ্রুতিবচন পাওয়া যাইতেছে যে মনই মনুষ্যগণের বন্ধমুক্তির কারণ এবং শ্রুতি যখন মনোময় কোশকে প্রাণময় কোশ অপেক্ষা অভ্যন্তরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন মনই আত্মা।

টীকা [তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদ্ অন্যোঽন্তরঃ আত্মা মনোময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৩।১]—'বেদের মন্ত্রভাগবর্ণিত প্রাণময় অথবা এই ব্রাহ্মণভাগবর্ণিত প্রাণময় হইতে অন্য আন্তর আত্মা হইতেছেন মনোময়'—এইরূপ অন্য শ্রুতিবচন প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে—এইরূপে মনোময় কোশের কথা শ্রুতিমুখে শুনা যায়; সেই কারণে মনই আত্মা—ইহা তাহাদিগের অভিপ্রায়। (১) কিন্তু মন আত্মা নহে—প্রতিজ্ঞা; তাহা করণ বা যন্ত্রমাত্র বলিয়া,—হেতু; যেমন লাঙ্গল,—(কৃষকের করণ)—দৃষ্টান্ত। এই অনুমানদ্বারা মনের অনাত্মতাই সিদ্ধ হয়। (২) তাহারা যে অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তি দেখায় যে, মন থাকিলেই চেতনতা থাকে, না থাকিলে চেতনতা থাকে না, সুষুপ্তিতে এই অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তির ভঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়; কেননা, তখন মন না থাকিলেও সামান্য অর্থাৎ সবিশেষ জ্ঞানরহিত, চেতনতা থাকে। (৩) 'আমার মন স্থির হইয়াছে' বা 'আমার মন চঞ্চল হইয়াছে'—এইরূপে মন মমতার বিষয় হয়; তখন 'আমি'প্রতীতির বিষয় হয় না। তখন সেই মনের জ্ঞাতা (আত্মা), মন হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হয়। (৪) চেতনের আভাস পাইয়া মন ভোক্তা হয়,

স্বতন্ত্রভাবে ভোক্তা হয় না। এইহেতু মনকে ভোক্তা বলিয়া তাহার আত্মতা সিদ্ধ করা যায় না। (৫) উক্ত প্রথম শ্রুতিবচনটি সমগ্রভাবে পাঠ করিলে, অর্থাৎ উদ্ধৃত মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত উত্তরার্দ্ধের যোজনা করিলে অর্থাৎ "বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৌ নির্ব্বিষয়ং মনঃ"— এই অংশের যোজনা করিলে, এবং তদনন্তর ইহার তাৎপর্য্যাবধারণ করিলে বুঝা যায় যে জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বারা মনের বাধ সিদ্ধ হইলেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়; বিষয়-বাসনাদ্বারা মন মোক্ষের প্রতিরোধক হইয়া অধ্যাসের কারণ হইলে মন বন্ধের হেতু হয়। উক্ত শ্রুতিবচন মনের আত্মরূপতা খ্যাপন করিতেছে না; ইহা বন্ধের সাধনে নিবৃত্তির, ও মোক্ষের সাধনে প্রবৃত্তির, উপদেশ করিতেছে। (৬) মনোময় কোশ যে আত্মা নহে, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকের (৫)-যুক্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইহেতু মন আত্মা হইতে পারে না। ৬৮

মন হইতেও আভ্যন্তর যে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি তাহাই আত্মা। ইহা যোগাচার নাস্তিক-বৌদ্ধগণের মত। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৬) ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদীর মত—বুদ্ধিই আত্মা।

বিজ্ঞানমাত্মেতি পর আহুঃ ক্ষণিকবাদিনঃ।
যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে স্ফুটম্ ॥ ৬৯

অন্বয় পরে ক্ষণিকবাদিনঃ বিজ্ঞানম্ আত্মা ইতি প্রাহুঃ, যতঃ মনসঃ বিজ্ঞানমূলত্বম্ স্ফুটম্ গম্যতে।

অনুবাদ—আর যাহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, তাহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া থাকে, যেহেতু, তাহারা বলে বিজ্ঞানই যে মনের কারণ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

টীকা—বুদ্ধি যে মন অপেক্ষা আভ্যন্তর, এবিষয়ে তাঁহাদের যুক্তি, বিজ্ঞানই মনের কারণ। ৬৯

(শঙ্কা) ভাল, 'বিজ্ঞান' ও 'মনস্'-শব্দের বাচ্য অন্তঃকরণ একই বস্তু বলিয়া, মন ও বিজ্ঞানের যথাক্রমে কার্য্য ও কারণভাব কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া—(সমাধান) সেই মন ও বিজ্ঞানের কার্য্য-কারণভাব সিদ্ধ করিবার জন্য, সেই মন ও বিজ্ঞানের ভেদ প্রথমে দেখাইতেছেন :—

অহংবৃত্তিরিদংবৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানং স্যাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্মনো ভবেৎ ॥ ৭০

অন্বয়—'অহম্'-বৃত্তিঃ, 'ইদম্'-বৃত্তিঃ ইতি অন্তঃকরণম্ দ্বিধা (ভবতি); অহংবৃত্তিঃ বিজ্ঞানম্ স্যাৎ, ইদংবৃত্তিঃ মনঃ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'আমি'-বৃত্তি ও 'এই'-বৃত্তি ভেদে অন্তঃকরণ দুই প্রকারের; তন্মধ্যে 'আমি'-বৃত্তিকে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি বলে, আর 'এই'-বৃত্তিকে মন বলা হইয়া থাকে। ৭০

সেই মন ও বুদ্ধির কার্য্য-কারণভাব দেখাইতেছেন :—

অহংপ্রত্যয়বীজত্বমিদংবৃত্তেরিতি স্ফুটম্।
অবিদিত্বা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেত্তি ন তু ক্কচিৎ ॥ ৭১

অন্বয়—ইদম্-বৃত্তেঃ অহং-প্রত্যয়বীজত্বম্ ইতি স্ফুটম্; স্বম্ আত্মানম্ অবিদিত্বা ক্বচিৎ বাহ্যম্ ন তু বেত্তি।

অনুবাদ—'ইহা'-এইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির হেতু যে 'আমি'-রূপ বৃত্তি, তাহা স্পষ্ট ; কারণ কেহই আপনার আত্মা বা স্বরূপকে না জানিয়া বাহ্য অনাত্মবস্তুকে জানিতে পারে না।

টীকা—'ইদং'-বৃত্তির কারণ যে 'অহং'-বৃত্তিগত, তাহা যুক্তিদ্বারা বুঝাইতেছেন—'কারণ কেহই' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। 'আমি'—এইরূপ বৃত্তির উদয় না হইলে, 'ইহা'—এইরূপ বৃত্তির উদয় হয় না বলিয়া 'ইদং'-বৃত্তিরূপ মন এবং 'অহং'-বৃত্তিরূপ বুদ্ধির যথাক্রমে কার্য্যকারণ ভাব সিদ্ধ হয় ; ইহাই অর্থ। ৭১

সেই বিজ্ঞান যে ক্ষণিক, এবিষয়ে অনুভবই প্রমাণ ; ইহাই বলিতেছেন :—

ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহংবৃত্তের্মিতৌ যতঃ।
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতো মিতেঃ ॥ ৭২

অন্বয়—যতঃ ক্ষণে ক্ষণে অহংবৃত্তেঃ জন্মনাশৌ মিতৌ (ভবতঃ), তেন বিজ্ঞানম্ ক্ষণিকম্, স্বতঃ মিতেঃ স্বপ্রকাশম্।

অনুবাদ—যেহেতু প্রতিক্ষণ 'অহং'-বৃত্তির জন্ম ও নাশ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, সেইহেতু বিজ্ঞান ক্ষণিক এবং সেই বিজ্ঞান আপনা আপনিই প্রমিত হয় বলিয়া স্বপ্রকাশ।

টীকা—'প্রমিত হয় বলিয়া'—আপনা আপনি, সুখদুঃখের ন্যায় (প্রত্যক্ষ-) প্রমার বিষয় হয় বলিয়া, ইহাই হেতু। ৭২

বিজ্ঞানই যে আত্মা, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ—তাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে :

বিজ্ঞানময়কোশোঽয়ং জীব ইত্যাগমা জগুঃ।
সর্ব্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ ॥ ৭৩

অন্বয়—বিজ্ঞানময়কোশঃ অয়ম্ জীবঃ ; জন্মনাশসুখাদিকঃ সর্ব্বসংসারঃ এতস্য ইতি আগমাঃ জগুঃ।

অনুবাদ—বিজ্ঞানময়কোশই এই জীবাত্মা ; আর জন্মনাশ, সুখদুঃখ প্রভৃতি-রূপ সমস্ত সংসার এই বিজ্ঞানেরই ; ইহা বেদবাক্যসমূহে বর্ণিত, তদ্দ্বারা জানা যায়।

টীকা—[তস্মাৎ বৈ (স্মরণার্থক অব্যয়) এতস্মাদ্ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৪।১]—সেই (ব্রাহ্মণভাগোক্ত) এই (মন্ত্রবর্ণোক্ত) সঙ্কল্পবৃত্তিক মনোময় আত্মা হইতে ভিন্ন, আভ্যন্তর এই নিশ্চয়বৃত্তিক বিজ্ঞানময় আত্মা, (অর্থাৎ আত্মরূপে কল্পিত)। [বিজ্ঞানম্ যজ্ঞম্ তনুতে—তৈত্তিরীয় উ, ২।৫।১]—এই বিজ্ঞাননামিকা বুদ্ধিই বৈদিক কর্ম্মসমূহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিস্তার করিয়া থাকে—এই সকল শ্রুতিবচন বিজ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে। ৭৩

এক্ষণে বৌদ্ধদিগের অবান্তর ভেদ অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিকনামক নাস্তিকদিগের মত প্রদর্শন করিতেছেন :—

(চ) পূর্ব্বগত শ্লোকপঞ্চকোক্ত মতের দোষ বিচার পূর্ব্বক 'শূন্য আত্মা' এই মাধ্যমিক মত প্রতিপাদন।

বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা বিদ্যুদভ্রনিমেষবৎ।
অন্যস্যানুপলব্ধত্বাচ্ছূন্যং মাধ্যমিকা জগুঃ॥ ৭৪

অন্বয়—বিদ্যুদভ্রনিমেষবৎ ক্ষণিকম্ বিজ্ঞানম্ আত্মা ন, অন্যস্য অনুপলব্ধত্বাৎ মাধ্যমিকাঃ শূন্যম্ জগুঃ।

অনুবাদ—বিদ্যুৎ, মেঘ এবং চক্ষুর পলকের ন্যায় ক্ষণিক বিজ্ঞান আত্মা হইতে পারে না। আর অন্য কোনও বস্তুর উপলব্ধি হয় না বলিয়া শূন্যই আত্মা—মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকে।

টীকা—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী, বৌদ্ধদিগের যোগাচার সম্প্রদায়ের মতানুসারে বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া থাকে। তাহাদের যুক্তি এই—বাহিরে ভিতরে যে কোন বস্তু আছে, তাহা বিজ্ঞানেরই আকার। সেই বিজ্ঞান প্রতিক্ষণ বিদ্যুৎ, মেঘ ও চক্ষুর নিমেষের মত উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। এইহেতু তাহাকে ক্ষণিক বলা হয়। তাহা জ্ঞানরূপ এবং আপনার ও অপর বস্তুর প্রকাশক। পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞানের ন্যায় অন্য বা দ্বিতীয় বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রথম বিজ্ঞানের নাশ হয় এবং তৃতীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে, দ্বিতীয় বিজ্ঞানের। এইরূপে বিজ্ঞানের যে ধারা চলিতেছে, তাহা দীপশিখারূপ প্রবাহের ন্যায় অথবা নদীপ্রবাহের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন। সেই বিজ্ঞানধারা দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা আলয়-বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান। 'আমি' 'আমি' এইরূপ আকারবিশিষ্টা ধারার নাম আলয়-বিজ্ঞানধারা, তাহা বুদ্ধিরূপ। আর 'এই ঘট', 'এই দেহ' ইত্যাদি আকারবিশিষ্ট হইলে সেই বিজ্ঞানকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বলা হয়; তাহাই মন প্রভৃতি বাহ্যরূপ ধরে। প্রথমে আলয়-বিজ্ঞানধারা উৎপন্ন হইলে, পরে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানধারা উৎপন্ন হয় বলিয়া, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানধারা আলয়-বিজ্ঞানধারারূপ বুদ্ধিরই কার্য্য। সেই আলয়-বিজ্ঞানধারারূপ বুদ্ধিই, তাহাদের মতে আত্মা। এইহেতু তাহারা মোক্ষ বলিতে বুঝে—প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানধারারূপ মন প্রভৃতির বাধ চিন্তন করিয়া ক্ষণিক-বিজ্ঞান ধারার একরসরূপে অবস্থিতি। এই মত বিচারসহ নহে; কেননা, বুদ্ধি নিশ্চয়রূপ কার্য্যের করণমাত্র, যেমন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, রূপাদিজ্ঞানরূপ কার্য্যের করণ; সেইরূপ। সেইহেতু, বুদ্ধিকে কর্ত্তা-আত্মা বলা অসঙ্গত; কেননা, সকল পদার্থের নিশ্চয়কর্ত্রী বুদ্ধিকে যে জানিতে পারে, সে-ই আত্মা। প্রকাশ সেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া

আত্মা সর্বদাই প্রকাশ করিতেছেন। ভাস্য—'রূপ', যে প্রকারে ভাসক—'সূর্য্যাদি' হইতে ভিন্ন, সেইরূপ ভাস্য বুদ্ধি, ভাসক আত্মা হইতে ভিন্ন। যেমন প্রদীপাদির 'আলোক', প্রকাশ্য 'ঘটাদি' বস্তুর আকার প্রাপ্ত হইয়া মিশ্রাকারে প্রকাশমান হইলেও সেই সেই বস্তুর আকার হইতে ভিন্নস্বভাব, সেইপ্রকার, জ্ঞানরূপ আত্মা বুদ্ধির সহিত একাকারতা প্রাপ্ত হইয়া মিশ্রভাবে প্রকাশমান হইলেও বস্তুতঃ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে ভিন্ন, নিত্যশুদ্ধস্বভাবই আছেন।

অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহের সত্ত্বগুণের অংশসমূহ, মিলিত হইয়া যে কার্য্যরূপ একটিমাত্র অন্তঃকরণ উৎপাদন করে, তাহা, নিশ্চয়রূপ ক্রিয়া করিলে 'বুদ্ধি' নাম প্রাপ্ত হয়, সঙ্কল্প-বিকল্প-ক্রিয়া করিলে 'মন' নাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ একই অন্তঃকরণ 'অহম্'-আকার ধারণ করিয়া আন্তর বৃত্তিরূপ বুদ্ধি হয় এবং 'ইদম্'-আকার ধারণ করিয়া বাহ্যবৃত্তিরূপ মন হয়; সেইহেতু তদুভয়ের মধ্যে মৌলিক ভেদ সিদ্ধ হয় না। এইরূপে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের ন্যায়, বুদ্ধিও ভৌতিক বলিয়া, অনাত্মা বলিয়াই সিদ্ধ হয়। আবার কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীতে আছে:—[আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু, বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্, আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৩,৪]—শরীরাধিষ্ঠাতা আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে রথী বা রথের মালিক বলিয়া জানিবে; জীবাধিষ্ঠিত শরীরকে রথ বলিয়া, বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া এবং মনকে লাগাম বলিয়া জানিবে। মনীষিগণ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে শরীররূপ রথের চালক অশ্ব বলিয়া থাকেন, শব্দাদি বিষয়সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়গণের গোচর বা বিচরণ স্থান বলিয়া থাকেন এবং শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে সুখদুঃখাদির ভোক্তা বা অনুভবিতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন—এই শ্রুতিবচন হইতে বুদ্ধিরূপ সারথি আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া, 'অনাত্মা' বলিয়াই সিদ্ধ হয়।

ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদিগণ আত্মাকে ক্ষণিক বলিয়া মানিলে, প্রত্যভিজ্ঞা অসম্ভব হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে-আমি শৈশবে পিতামাতা অনুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি বার্দ্ধক্যে পৌত্র দৌহিত্র ভোগ করিতেছি—এইরূপ অনুভব অসম্ভব হয়।

তদুত্তরে তাহারা যে বলে প্রত্যভিজ্ঞা ভ্রান্তিমাত্র; প্রথম আত্মা প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে, তাহাদের সংস্কারদ্বারাই দ্বিতীয় আত্মা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এইহেতু উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা এবং পূর্ব্বসদৃশ অন্য পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হয়। তাহাদের এই উক্তি বিচারসহ নহে; কেননা, তাহাদের অভিমত ক্ষণিক আত্মা উত্তরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ভ্রান্তির দ্রষ্টা ও অধিষ্ঠান থাকে না; সেইহেতু ভ্রান্তি অসম্ভব এবং তাহাদের অভিমত বিজ্ঞান নির্ব্বিশেষ বলিয়া তাহার সংস্কারও থাকিতে পারে না। আর যদি সমাধানের আগ্রহবশতঃ, সেই সংস্কার স্বীকার করা যায়, তবে তাহার আশ্রয় কি হইবে, বলিতে হয়। আর বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য পদার্থ না থাকাতে, বিজ্ঞানকেই সেই আশ্রয় বলিলে বিজ্ঞান আর নির্ব্বিশেষ থাকে না, সুতরাং নির্ব্বিশেষ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়; আবার সংস্কারকে বিজ্ঞানরূপ বলিলে, 'আত্মাশ্রয়'-দোষ উপস্থিত হয়।

আত্মাকে ক্ষণিক বলিয়া মানিলে, পূর্ব্বক্ষণে বিদ্যমান আপনার উত্তরক্ষণে অভাব

হয়, বলিতে হয়। তাহা হইলে মোক্ষের জন্য বিহিত বৈরাগ্যাদিসাধনে কাহার প্রবৃত্তি হইবে? কাহারও নহে; কেননা, তাহাদের সম্মত ক্ষণিক-বিজ্ঞানধারার স্থিতিরূপ মোক্ষে বিশ্রান্তি এবং মুমুক্ষু স্বয়ং না থাকিলে কোনও প্রকার কুশল লাভের ইচ্ছা, একেবারে অসম্ভব হয়।

আবার সকলে অনুভব করে 'আমার বুদ্ধি মন্দ' অথবা 'তীব্র'। এইরূপে বুদ্ধিতে 'আমার' বুদ্ধিই সিদ্ধ হয়, 'আমি বুদ্ধি' না হওয়ায় বুদ্ধি স্বপ্রকাশ আত্মা হইতে পারে না, পরপ্রকাশ্য বলিয়াই সিদ্ধ হয়। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ এইহেতু যুক্তিহীন। ৭৪

'শূন্যই আত্মা'—এই অর্থের শ্রুতিবচন তাহারা উদ্ধৃত করিয়া থাকে :—

অসদেবেদমিত্যাদাবিদমেব শ্রুতং ততঃ।
জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকং সর্ব্বং জগদ্ ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্ ॥ ৭৫

অন্বয়—'ইদম্ অসৎ এব' ইত্যাদৌ ইদম্ এব শ্রুতম্, ততঃ (শূন্যম্ এব আত্মা), জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকম্ সর্ব্বম্ জগৎ ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্।

অনুবাদ—['অসদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ'—ছান্দোগ্য উ, ৩।১৯।১, ৬।২।১]—এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎই ছিল—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শূন্যই আত্মা বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এইহেতু শূন্যই আত্মা। জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ সমস্ত জগৎ ভ্রান্তিদ্বারা শূন্যেই কল্পিত হইয়াছে।

টীকা—ভাল, শূন্যই যদি আত্মা হইল, তাহা হইলে প্রতীয়মান এই জগতের গতি অর্থাৎ ব্যবস্থা কি প্রকার? ইহার উত্তরে তাহারা বলে—জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ সমস্ত জগৎ ভ্রান্তি দ্বারা শূন্যেই কল্পিত হইয়াছে। ৭৫

শূন্যবাদীর এই মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ছ) উক্ত শ্লোকদ্বয়বর্ণিত মতের দোষপ্রদর্শন; ভট্ট-মতের উল্লেখ আনন্দময় কোশই আত্মা।

নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেরভাবাদাত্মনোঽস্তিতা।
শূন্যস্যাপি সসাক্ষিত্বাদন্যথা নোক্তিরস্য তে ॥৭৬

অন্বয়—নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ অভাবাৎ, শূন্যস্য অপি সসাক্ষিত্বাৎ আত্মনঃ অস্তিতা; অন্যথা অস্য উক্তিঃ তে ন (জায়তে)।

অনুবাদ—অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রান্তি কখনই জন্মিতে পারে না; আর শূন্যও আত্ম-স্বরূপ সাক্ষিবিশিষ্ট বলিয়া, আত্মার সত্তা মানিতে হইবে। তাহা না মানিলে, হে শূন্যবাদিন্, তোমার এই শূন্যের কথা উঠিতেই পারে না।

টীকা—আকাশকুসুমাদিতুল্য স্বরূপশূন্য শূন্য কখনই অধিষ্ঠান হইতে পারে না বলিয়া এবং অধিষ্ঠানরহিত ভ্রম অসম্ভব বলিয়া, জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান আত্মার সত্তা মানিতেই হইবে। আর শূন্যবাদীকেও, শূন্যের সাক্ষী বলিয়া আত্মার অস্তিত্ব মানিতেই হইবে। শূন্য-

বাদিন্, যদি তুমি শূন্য হইতে ভিন্ন আপনার আত্মাকে না মান, তাহা হইলে শূন্য সম্বন্ধে—'শূন্য আছে' এই প্রকার কথন, তোমার এই (মাধ্যমিক) বৌদ্ধমতে সিদ্ধ হইতে পারে না। কথাটি এই—মাধ্যমিক বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ শূন্যকেই আত্মা বলিয়া মানে। তাহাদের অভিপ্রায় এই,—আত্মা এবং আত্মভিন্ন সকল বস্তুই শূন্যরূপ। সেই শূন্য সকল বস্তুরই নিজরূপ বলিয়া পরম তত্ত্ব। সুষুপ্তিতে সকল পদার্থের অভাব হইলে, 'আমি কিছুই অনুভব করি নাই'—এইরূপ প্রতীতির বিষয় এবং বিদ্বানের দৃষ্টিতে তুচ্ছ অজ্ঞানরূপ যে আনন্দময় কোশ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা শূন্যরূপ আত্মা। এই মতাবলম্বিগণকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই—(১) এই শূন্য সসাক্ষিক অথবা (২) সাক্ষিশূন্য অথবা (৩) স্বপ্রকাশ—এই তিন বিকল্পই হইতে পারে। প্রথমপক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—শূন্যের সাক্ষী মানিলে, সেই সাক্ষী শূন্য হইতে বিলক্ষণ আত্মাই হইবেন। দ্বিতীয়পক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—সাক্ষিরহিত শূন্য অসিদ্ধ। তৃতীয় পক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য এই,—যাহাকে 'স্বপ্রকাশ' বলা হইতেছে, তাহারই নামান্তর আমাদের অভীষ্ট ব্রহ্ম; তাহা শূন্য নহে।

আর 'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎই ছিল', এই ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যের দ্বারা শূন্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, বুঝিলে পূর্ব্ব বাক্যের সহিত উত্তর বাক্যের বিরোধ হয় বলিয়া উক্ত বাক্যে শূন্য প্রতিপাদিত হয় নাই, বুঝা যায়; কিন্তু নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও বৌদ্ধগণ যে (অনুভবসিদ্ধ) প্রাগভাবকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহারই অনুবাদ করিয়া, সেই বিপরীত সিদ্ধান্তের গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। এই সকল কারণে শূন্যবাদীর মত যুক্তিবিরুদ্ধ। ৭৬

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে 'আত্মা' বলিতে কি বুঝিতে হইবে? তদুত্তরে অনুবাদী অর্থাৎ নৈয়ায়িক, প্রভাকর ও ভট্টমতানুসারিগণ বলে:

অন্যো বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় আন্তরঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি বৈদিকদর্শনম্‌॥ ৭৭

অন্বয়—বিজ্ঞানময়তঃ অন্যঃ আন্তরঃ আনন্দময়ঃ; 'অস্তি' ইতি এব উপলব্ধব্যঃ ইতি বৈদিকদর্শনম্।

অনুবাদ ও টীকা—[তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৫।১]—সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য একটি আভ্যন্তর আত্মা আছে, যাহার নাম আনন্দময়; [অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ তত্ত্বভাবেন চ উভয়োঃ। অস্তি ইতি এব উপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি—কঠ উ, ২।৩।১৩]—উপাধিযুক্ত এবং তদ্বিযুক্ত এই উভয় প্রকারের মধ্যে নিরুপাধিক আত্মাকেই তত্ত্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃত সত্যরূপে 'অস্তি' অর্থাৎ সৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে লোক 'অস্তি' বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার নিকট পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বভাব—আত্মার কূটস্থ সত্যরূপ, প্রসন্ন হয় অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকার

শ্রুতিবচন রহিয়াছে বলিয়া আনন্দময় কোশকেই আত্মা বলিয়া মানিতে হইবে ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত—নৈয়ায়িক প্রভৃতি এইরূপ কহিয়া থাকে। ৭৭

২। আত্মার পরিমাণ লইয়া বিবাদ।

আত্মার স্বরূপ লইয়া এইরূপ বিবাদ দেখাইয়া আত্মার পরিমাণবিশেষ লইয়া বাদিগণের মধ্যে যে যে বিবাদ আছে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ক) সাধারণতঃ আত্মার পরিমাণ ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণন।

অণুর্মহান্ মধ্যমো বেত্যেবং তত্রাপি বাদিনঃ।
বহুধা বিবদন্তে হি শ্রুতিযুক্তিসমাশ্রয়াৎ ॥ ৭৮

অন্বয়—অণুঃ মহান্ বা মধ্যমঃ ইতি এবম্, তত্র অপি বাদিনঃ শ্রুতিযুক্তিসমাশ্রয়াৎ বহুধা বিবদন্তে হি।

অনুবাদ ও টীকা—কেহ বলে—'আত্মা অণুপরিমাণ'; কেহ বলে 'মহৎ পরিমাণ'; কেহ বলে 'মধ্যম পরিমাণ।' এই প্রকারে আত্মার পরিমাণ লইয়া বাদিগণ শ্রুতি ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার বিবাদ করিয়া থাকে। ৭৮

এই পরিমাণভেদবাদিগণের মধ্যে, যাহারা আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া থাকে, সেই আন্তরালগণের মত :—

(খ) আন্তরালগণের মতে —আত্মা অণুপরিমাণ।

অণুং বদন্ত্যান্তরালাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ।
রোম্নঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু প্রচরত্যয়ম্ ॥ ৭৯

অন্বয়—আন্তরালাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ (আত্মানম্) অণুম্ বদন্তি, রোম্নঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু (নাড়ীষু) অয়ম্ প্রচরতি।

অনুবাদ—ইহাদের মধ্যে 'আন্তরাল'-নামক বাদিগণ বলে, আত্মা অণুপরিমাণ; সেইরূপ বলিবার তাহাদের হেতু এই—আত্মা সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর বিচরণ করেন। সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া আত্মার সেই প্রচার তাহারা এইরূপে উপপাদন করে—একটি কেশের সহস্র ভাগের এক ভাগের তুল্য সূক্ষ্ম নাড়ীসকলের ভিতর দিয়া আত্মার গমনাগমন হয়।

টীকা—সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া আত্মার যে প্রচার, তাহা আত্মার অণুত্ব বিনা সম্ভব হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৭৯

ভাল, আত্মা যে অণুপরিমাণ, তদ্বিষয়ে (শাস্ত্রীয়) প্রমাণ কি ?—তাহারা সেই প্রমাণের এইরূপ উল্লেখ করে :—

অণোরণীয়ানেষোঽণুঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং ত্বিতি।
অণুত্বমাহুঃ শ্রুতয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৮০

অন্বয়—অণোঃ অণীয়ান্ এষঃ অণুঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরম্ তু ইতি শতশঃ অথ সহস্রশঃ শ্রুতয়ঃ অণুত্বম্ আহুঃ।

অনুবাদ—'অণু হইতেও এই আত্মা অত্যন্ত অণু' ; 'এই আত্মা হইতেছে অণু', 'সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর'—এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র শ্রুতিবচন আত্মার অণুত্ব প্রমাণ করিতেছে।

টীকা—[অণোঃ অণীয়ান্, মহতঃ মহীয়ান্—কঠ উ, ২।২০, শ্বেতা উ, ৩।২০ ; মহানারা, ;, ৩ ; কৈবল্য ২০]—(আত্মা) অণু হইতেও অত্যন্ত অণু এবং মহান্ হইতেও অত্যন্ত হান্ ; [এষঃ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ—মুণ্ডক উ, ৩।১।৯]—এই সূক্ষ্মরূপ আত্মাকে শুদ্ধ ন দিয়া জানিতে হয় ; [সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যম্—কৈবল্য উ, ১।৬]—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও নিত্য—এইরূপ অনেক শ্রুতিবচন আত্মার অণুরূপতা বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে, ইহাই অর্থ। ৮০

আত্মার অণুরূপতা বিষয়ে অন্য শ্রুতিবচনের (শ্বেতাশ্বতর উ, ৫।৯) উদাহরণ দেয় :—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ॥ ৮১

অন্বয়—বালাগ্রশতভাগস্য চ শতধা কল্পিতস্য ভাগঃ সঃ জীবঃ বিজ্ঞেয়ঃ ইতি চ অপরা শ্রুতিঃ আহ।

অনুবাদ—কেশের অগ্রভাগের যে শতভাগ (তাহার এক ভাগকে) শতভাগে কল্পনা অর্থাৎ তাহার বিভাগ করিলে, তাহার একভাগ যত সূক্ষ্ম হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম যে জীব, তাহা জানিবার যোগ্য। এই প্রকারে অন্য (শ্বেতাশ্বতর উ) শ্রুতিবচন আত্মার অণুরূপতার বর্ণন করিতেছে।

টীকা—যাহারা আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া মানে, সেই আন্তরালদিগের মত যুক্তিসহ নহে ; কেননা, আত্মা যদি অণুপরিমাণ হ'ন, তাহা হইলে অণুস্বরূপ জ্ঞাতা আত্মা শরীরের এক অংশেই থাকিবেন ; তাহা হইলে চরণে ও মস্তকে পীড়ার বা সুখের জ্ঞান, একই সময়ে হওয়া উচিত হয় না। তদুত্তরে তাহারা বলে এক স্থানে অবস্থিত পুষ্পাদির গন্ধ চারিদিকে প্রসারিত হয় ; সেই প্রকার দেহের একভাগে অবস্থিত আত্মার জ্ঞানগুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। সেই প্রকারে চরণে ও মস্তকে পীড়ার ও সুখের জ্ঞান এককালেই সম্ভাবিত হয়। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যেমন ঘটের নীলাদিগুণ ঘটকে ছাড়িয়া বাহিরে থাকে না, সেইরূপ তাহাদের সম্মত আত্মার জ্ঞানগুণ আত্মার বাহিরে থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে সেই অণুপরিমাণাত্মবাদিগণ বলে, যেমন শরীরের একদেশে সংলগ্ন চন্দনের শীতলতা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ, শরীরের একাংশে স্থিত অণুপরিমাণ আত্মার জ্ঞান সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। একথা কিন্তু অসঙ্গত ; কেননা, শরীরের একাংশে চন্দনস্পর্শ হইলে, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত জলাংশের ঘনীভাব উদ্বুদ্ধ হয়, তদ্দ্বারাই সমস্ত শরীরের শীতলতা সম্পাদিত হয়। সেই শীতলতা চন্দনের নহে। সেইহেতু চন্দনের দৃষ্টান্ত আলোচ্য প্রসঙ্গে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। কোন অধ্যাত্মবাদী বলে, দীপ

যেমন গৃহের এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়া সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, সেইরূপ একদেশাবস্থিত আত্মার জ্ঞানগুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে আত্মাকে সাবয়ব পরপ্রকাশ্য এবং পরিশেষে দৃশ্য বলিয়া বিনাশশীল, এইরূপ মানিতে হয়। তাহা হইলে আত্মার অভাব সম্ভাবনা।

আত্মার অণুরূপতাশ্রুতির তাৎপর্য্য এই—স্থূলবুদ্ধি পুরুষের নিকট আত্মা অণুর ন্যায় দুর্জ্ঞেয়। আবার অনেক স্থলে শ্রুতি আত্মাকে ব্যাপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইহেতু আত্মা উপাসকাদির অভিমত অণুপরিমাণ নহেন। ৮১

আত্মার মধ্যম পরিমাণবাদী দিগম্বরনামক নাস্তিকগণের মত—আত্মা দেহের সহিত সমপরিমাণ; তাহারই বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) দিগম্বর বৌদ্ধ বা জৈনদিগের মত—আত্মা মধ্যমপরিমাণ।

দিগম্বরা মধ্যমত্বমাহুরাপাদমস্তকম্।
চৈতন্যব্যাপ্তিসন্দৃষ্টেরানখাগ্রশ্রুতেরপি ॥ ৮২

অন্বয়—দিগম্বরাঃ (আত্মনঃ) মধ্যমত্বম্ আহুঃ আপাদমস্তকম্ চৈতন্যব্যাপ্তিসন্দৃষ্টেঃ, অপি চ আনখাগ্রশ্রুতেঃ।

অনুবাদ ও টীকা—দিগম্বর-মতাবলম্বিগণ আত্মাকে মধ্যমপরিমাণ অর্থাৎ দেহের সহিত সমপরিমাণ বলিয়া থাকে; তাহাদের যুক্তি এই যে চৈতন্যরূপ আত্মা, চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া অনুভূত হন এবং শ্রুতিও আত্মাকে দেহে নখাগ্রপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা—[সঃ এষঃ ইহ প্রবিষ্টঃ আনখাগ্রেভ্যঃ—বৃহদা উ, ১।৪।৭]—জগৎকারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই এই পরমেশ্বর এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে সর্ব্বাবয়বে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ৮২

ভাল, আত্মা মধ্যমপরিমাণ হইলে, (৭৯ শ্লোকোক্ত) শ্রুতিসিদ্ধ, (আত্মার) নাড়ীপ্রচার অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে তাহারা বলে :—

সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারস্তু সূক্ষ্মৈরবয়বৈর্ভবেৎ।
স্থূলদেহস্য হস্তাভ্যাং কঞ্চুকপ্রতিমোকবৎ ॥ ৮৩

অন্বয়—সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারঃ তু স্থূলদেহস্য হস্তাভ্যাম্ কঞ্চুকপ্রতিমোকবৎ সূক্ষ্মৈঃ অবয়বৈঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—স্থূলদেহ যেমন দুই হস্তদ্বারা কঞ্চুকে বা জামায় প্রবেশ করে সেইরূপ আত্মার সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচার, সূক্ষ্ম অবয়বদ্বারাই হইতে পারে অর্থাৎ স্থূল দেহ যেমন দুই হস্তদ্বারা জামায় প্রবেশ করিলেই দেহের জামায় প্রবেশ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ আত্মার সূক্ষ্ম অবয়বরূপ সূক্ষ্ম নাড়ীতে প্রবেশ করিলেই আত্মার শ্রুতি-বর্ণিত নাড়ীপ্রবেশ সিদ্ধ হয়।

টীকা—যেমন দেহাবয়বরূপ হস্তদ্বয়ের কঞ্চুকপ্রবেশদ্বারা দেহের কঞ্চুকপ্রবেশ হইল, বলা

হয়, সেইরূপ আত্মার সূক্ষ্ম অবয়বরূপ (সূক্ষ্ম) নাড়ীতে প্রচার হইলেই উপচারক্রমে অর্থাৎ আরোপ করিয়া আত্মার প্রচার হয়, বলা হইয়া থাকে ; ইহাই অর্থ। ৮৩

(শঙ্কা) ভাল, আত্মার পরিমাণ যদি মধ্যমরূপেই নির্ণীত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মবশে আত্মার পিপীলিকা প্রভৃতির ক্ষুদ্র শরীরে এবং হস্তী প্রভৃতির বৃহৎ শরীরে প্রবেশ সম্ভবপর হয় না— এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহারা বলে আত্মার অবয়বের উৎপত্তি ও নাশদ্বারা আত্মার মধ্যমপরিমাণতা নিয়মিত থাকায়, আত্মার নিয়তমধ্যমপরিমাণতা ও ছোট বড় শরীরে দেহের ন্যায় প্রবেশ, এতদুভয় বিরুদ্ধ হয় না,—অর্থাৎ ছোট শরীরে প্রবেশকালে আত্মার অবয়ববিনাশ, এবং বৃহৎ শরীরে প্রবেশকালে অবয়বোৎপত্তি হয় বলিয়া মধ্যমপরিমাণ আত্মার, দেহের প্রবেশের ন্যায় ছোট বড় শরীরে প্রবেশ সম্ভাবিত হয়। এই কথাই বলিতেছেন :—

ন্যূনাধিকশরীরেষু প্রবেশোঽপি গমাগমৈঃ।
আত্মাংশানাং ভবেত্তেন মধ্যমত্বং বিনিশ্চিতম্ ॥ ৮৪

অন্বয়—ন্যূনাধিকশরীরেষু প্রবেশঃ অপি আত্মাংশানাম্ গমাগমৈঃ ভবেৎ, তেন মধ্যমত্বম বিনিশ্চিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—পূর্ব্ব হইতে বড় এবং পূর্ব্ব হইতে ছোট শরীরে আত্মার প্রবেশও আত্মার অংশের (অবয়বের) উৎপত্তি ও বিনাশদ্বারা সম্ভাবিত হয়। সেইহেতু আত্মার মধ্যমপরিমাণতা অর্থাৎ শরীরের সহিত সমানপরিমাণতা বিশেষরূপে নিশ্চিত। ৮৪

আত্মা সাবয়ব হইলে ঘটাদি সাবয়ব বস্তুর ন্যায় আত্মা অনিত্যই হইয়া পড়ে—এই বলিয়া মধ্যমপরিমাণবাদী দিগম্বরগণের মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(আত্মার মধ্যমপরিমাণতায় দোষ প্রদর্শন, এক্ষণে নৈয়ায়িকগণের মত আত্মা বিভু।)

সাংশস্য ঘটবন্নাশো ভবত্যেব তথা সতি।
কৃতনাশাকৃতাভ্যাগময়োঃ কো বারকো ভবেৎ ? ॥৮৫

অন্বয়—সাংশস্য ঘটবৎ নাশঃ ভবতি এব ; তথা সতি কৃতনাশাকৃতাভ্যাগময়োঃ বারকঃ কঃ ভবেৎ ?

অনুবাদ—সাবয়ব বস্তুমাত্রই ঘটের ন্যায় অবশ্যই নশ্বর হইবে। তাহা হইলে অর্থাৎ আত্মার নাশ হইলে, কৃতনাশ ও অকৃতাভ্যাগমরূপ দুই দোষের নিবারক কে হইবে ?

টীকা—সাবয়ব আত্মা ঘটের ন্যায় নশ্বর হইলে তাহাতে দোষ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'তাহা হইলে' ইত্যাদি। "কৃতনাশ"—কৃত যে পুণ্যপাপ তাহাদের ভোগপ্রদান বিনা নাশের নাম 'কৃতনাশ' ; 'অকৃতাভ্যাগম'—কৃত হয় নাই যে পুণ্যপাপ, তাহাদের অকস্মাৎ ফলপ্রদানতার নাম অকৃতাভ্যাগম। আত্মাকে অনিত্য বলিয়া মানিলে এই দুইটি দোষ হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৮৫

যেহেতু আত্মার অনুপরিমাণতা ও মধ্যমপরিমাণতা এই উভয় পক্ষই দোষাক্রান্ত, সেইহেতু পরিশেষে আত্মার বিভুত্ব অর্থাৎ মহৎপরিমাণতাই সিদ্ধ হয়, এই কথাই বলিতেছেন :—

তস্মাদাত্মা মহানেব নৈবাণুর্নাপি মধ্যমঃ।
আকাশবৎ সর্ব্বগতো নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ ॥ ৮৬

অন্বয়—তস্মাৎ আত্মা মহান্ এব, অণুঃ ন এব, মধ্যমঃ অপি ন, আকাশবৎ সর্ব্বগতঃ নিরংশঃ শ্রুতিসম্মতঃ।

অনুবাদ—সেইহেতু আত্মা মহান্ অর্থাৎ ব্যাপকই হইবেন। তিনি অণুও নহেন, তিনি মধ্যম অর্থাৎ শরীরের সহিত সমপরিমাণও নহেন। তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত ও নিরবয়ব। এইরূপ আত্মাই শ্রুতিসম্মত।

টীকা—সেই আত্মার বিভুরূপতা বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—"তিনি আকাশের ন্যায়" ইত্যাদি। [আকাশবৎ—সর্বোপনিষৎ ৪ ; সর্বগতঃ চ নিত্যঃ—মুণ্ডক উ, ১।১।৬] আত্মা আকাশের ন্যায় ব্যাপক, সর্বত্র অবস্থিত ও নিত্য [নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্ —শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১৯]—আত্মা নিরবয়ব ও ক্রিয়াহীন—ইত্যাদি বেদবাক্যই আত্মার মহত্ত্ব বিষয়ে প্রমাণ। ৮৬

এই প্রকারে আত্মার বিভুত্ব সিদ্ধ করিয়া, আত্মার চৈতন্যরূপতার নিশ্চয় করিবার জন্য, বাদিগণের মধ্যে বিবাদ বর্ণন করিতেছেন :

৩। আত্মার বিলক্ষণ বা বিশেষরূপ লইয়া বিবাদ।

(ক) ত্রিবিধ বাদীর সম্মত আত্মার ত্রিবিধ বিশেষরূপের বর্ণন।

ইত্যুক্ত্বা তদ্বিশেষে তু বহুধা কলহং যযুঃ।
অচিদ্রূপোঽথ চিদ্রূপশ্চিদচিদ্রূপ ইত্যপি ॥ ৮৭

অন্বয়—ইতি উক্ত্বা তদ্বিশেষে তু অচিদ্রূপঃ অথ চিদ্রূপঃ চিদচিদ্রূপঃ ইতি অপি বহুধা কলহম্ যযুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপে আত্মার মহত্ত্ব সিদ্ধ করিয়া, সেই আত্মার বিশেষতা বা বিলক্ষণতা বিষয়ে—কেহ বলে আত্মা জড়, কেহ বলে আত্মা চেতন, কেহ বলে আত্মা জড়চেতন উভয় রূপ —এইরূপে বহু প্রকারে কলহে ব্যাপৃত হয়। ৮৭

যাহারা আত্মাকে অচিৎ বা জড় বলে তাহাদের মত প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) প্রভাকর ও নৈয়ায়িকদিগের মত—আত্মা জড়রূপ।

প্রাভাকরাস্তার্কিকাশ্চ প্রাহুরস্যাচিদাত্মতাম্।
আকাশবদ্দ্রব্যমাত্মা শব্দবত্তদ্গুণশ্চিতিঃ ॥ ৮৮

অন্বয়—প্রাভাকরাঃ তার্কিকাঃ চ অস্য অচিদাত্মতাম্ প্রাহুঃ ; আকাশবৎ আত্মা দ্রব্যম্, শব্দবৎ চিতিঃ তদ্গুণঃ।

অনুবাদ—ভট্টশিষ্যের মতানুসারী প্রাভাকরগণ ও নৈয়ায়িকগণ আত্মাকে অচিৎ অর্থাৎ জড়রূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। তাহারা বলে আত্মা আকাশের

ন্যায় দ্রব্য অর্থাৎ গুণের আশ্রয় (১ম খণ্ড 'ক' পরিশিষ্ট ২০৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য); চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান আকাশের গুণ; শব্দ যেমন আকাশের গুণ, সেইরূপ।

টীকা—প্রাভাকরগণের প্রক্রিয়া বা প্রমাণশৈলীর অনুবাদ করিতেছেন—'আত্মা আকাশের ন্যায় দ্রব্য' ইত্যাদি; তাহাদের সূচিত অনুমান এইরূপ—আত্মা দ্রব্য (অর্থাৎ গুণাশ্রয়) হইবার যোগ্য —প্রতিজ্ঞা; যেহেতু আত্মা গুণবান্—হেতু; যেমন আকাশ—দৃষ্টান্ত। পৃথিব্যাদি অন্য দ্রব্য হইতে আত্মার ভেদসাধক বিশেষ গুণ দেখাইতেছেন—আত্মা পৃথিবী প্রভৃতি অন্য দ্রব্য হইতে ভিন্ন—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু আত্মা জ্ঞানগুণবান্—হেতু, যে বস্তু পৃথিবী প্রভৃতি হইতে ভিন্ন নহে তাহা জ্ঞানগুণবান্ও নহে—ব্যাপ্তি; যেমন পৃথিব্যাদি—দৃষ্টান্ত; এইরূপ অনুমান বুঝিয়া লইতে হইবে। ৮৮

সেই জ্ঞানগুণবান্ আত্মার বিশেষ অন্য গুণ কহিতেছেন:

ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখাসুখে।
তৎসংস্কারাশ্চ তস্যৈতে গুণাশ্চিতিবদীরিতাঃ॥ ৮৯

অন্বয়—ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাঃ চ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখাসুখে চ তৎসংস্কারাঃ এতে চিতিবৎ তস্য গুণাঃ ঈরিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, এবং তাহাদের ভাবনারূপ সংস্কার—এই আটটি জ্ঞানের ন্যায় আত্মার গুণ বলিয়া বর্ণিত হয়। ৮৯

এই জ্ঞানাদি গুণসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বলিতেছেন:—

আত্মনো মনসা যোগে স্বাদৃষ্টবশতো গুণাঃ।
জায়ন্তেঽথ প্রলীয়ন্তে সুষুপ্তেঽদৃষ্টসংক্ষয়াৎ॥ ৯০

অন্বয়—স্বাদৃষ্টবশতঃ আত্মনঃ মনসা যোগে গুণাঃ জায়ন্তে, অথ সুষুপ্তে অদৃষ্ট-সংক্ষয়াৎ প্রলীয়ন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—নিজের প্রারব্ধকর্ম্মরূপ অদৃষ্টের বশে আত্মার মনের সহিত সংযোগ ঘটিলে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান (চৈতন্য) প্রভৃতি গুণসকল উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুষুপ্তিকালে অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে (আত্মা ও মনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে) গুণসকল বিলীন হইয়া যায়। ৯০

(শঙ্কা) আত্মা যদি জড়রূপই হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার চেতনতা কি প্রকারে মানা হইতেছে? (সমাধান) তদুত্তরে তাহারা বলে, আত্মার চৈতন্য-গুণ থাকায় আত্মাকে চেতন বলিয়া মানা হয়—এই কথাই বলিতেছেন:—

চিতিমত্ত্বাচ্চেতনোঽয়মিচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নবান্।
স্যাদ্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কর্ত্তা ভোক্তা দুঃখাদিমত্ত্বতঃ॥ ৯১

অন্বয়—চিতিমত্ত্বাৎ অয়ম্ চেতনঃ ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নবান্ ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ কর্ত্তা তৎফলাদিমত্ত্বং ভোক্তা স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—আত্মা চৈতন্যগুণক বলিয়া চেতন। আত্মা যে চেতন তদ্বিষয়ে অন্য হেতু এই—আত্মা ইচ্ছা, দ্বেষ এবং উৎসাহবিশেষরূপ প্রযত্নবিশিষ্ট; এবং সেই আত্মা ঈশ্বর হইতে বিলক্ষণ; কেননা, আত্মা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই কর্ত্তা ও সাংসারিক সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা। ৯১

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা যদি বিভু বা ব্যাপক হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার লোকান্তর গমন এবং লোকান্তর হইতে আগমন কি প্রকারে সম্ভব হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এই দেহে কর্ম্মবশে ইচ্ছাদির উৎপত্তি হইলে আত্মা ইহলোকে অবস্থিত রহিয়াছেন ইত্যাদিরূপ ব্যবহার যে প্রকারে হইয়া থাকে, সেই প্রকারে লোকান্তরে কর্ম্মবশে অন্য দেহের উৎপত্তি হইলে সেই দেহদ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশে, সুখপ্রভৃতির উৎপত্তির বশে, সেই পরলোকে আত্মার গমনাগমনাদি হইল—এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপে আত্মার গমনাগমনাদি উপচারক্রমে অর্থাৎ আরোপ করিয়াই কথিত হইয়া থাকে—এই আশয় লইয়াই বলিতেছেন :—

যথাত্র কর্ম্মবশতঃ কাদাচিৎকং সুখাদিকম্।
তথা লোকান্তরে দেহে কর্ম্মণেচ্ছাদি জন্যতে॥ ৯২
এবং সর্ব্বগতস্যাপি সম্ভবেতাং গমাগমৌ ॥৯২½

অন্বয়—যথা অত্র কর্ম্মবশতঃ কাদাচিৎকম্ সুখাদিকম্ তথা লোকান্তরে দেহে কর্ম্মণা ইচ্ছাদি জন্যতে। এবম্ সর্ব্বগতস্য অপি (আত্মনঃ) গমাগমৌ সম্ভবেতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন ইহলোকে আত্মার সদসৎ কর্ম্মবশে কখন কখন উৎপদ্যমান সুখদুঃখাদি হইয়া থাকে, সেইপ্রকার লোকান্তরে প্রাপ্ত দেহেও কর্ম্মবশত ইচ্ছাদি উৎপাদিত হইয়া থাকে। ৯২। এইরূপে অর্থাৎ পূর্ব্বগত শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে সর্ব্বগত অর্থাৎ ব্যাপক হইলেও আত্মার গমনাগমন সম্ভবপর হয়। ৯২½

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা যে কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? (সমাধান) এইহেতু বলিতেছেন :—

কর্ম্মকাণ্ডঃ সমগ্রোঽত্র প্রমাণমিতি তেঽবদন্॥ ৯৩

অন্বয়—সমগ্রঃ কর্ম্মকাণ্ডঃ অত্র প্রমাণম্ ইতি তে অবদন্।

অনুবাদ ও টীকা—সমগ্র কর্ম্মকাণ্ড এ বিষয়ে প্রমাণ—সেই প্রাভাকরগণ ও নৈয়ায়িকগণ এই প্রকার কহিয়া থাকে। ৯৩

ভাল, ৭৭ শ্লোকে "অন্তঃ বিজ্ঞানময়তঃ আনন্দময়ঃ আন্তরঃ"—সেই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্ আভ্যন্তর আত্মা আনন্দময়—এইরূপে আনন্দময়-কোশকেই আত্মা বলা হইয়াছে, আর এখন

আনন্দময়-কোশ হইতে ভিন্ন অন্য ইচ্ছাদিমান্ আত্মার প্রতিপাদন করা হইতেছে। ইহাতে পূর্ব্বাপর বিরোধ হইতেছে -এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

আনন্দময়কোশো যঃ সুষুপ্তৌ পরিশিষ্যতে।
অস্পষ্টচিৎ স আত্মৈষাং পূর্ব্বকোশোঽস্য তে গুণাঃ ॥৯৪

অন্বয় সুষুপ্তৌ অস্পষ্টচিৎ যঃ আনন্দময়কোশঃ পরিশিষ্যতে সঃ পূর্ব্বকোশঃ এষাম্ আত্মা, তে গুণাঃ অস্য।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে অস্পষ্ট চৈতন্যস্বরূপ যে আনন্দময়-কোশ অবশিষ্ট থাকে, পঞ্চকোশের মধ্যে তাহাই প্রথম কোশ, প্রাভাকর ও তার্কিকেরা তাহাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। এই সকল গুণ তাহারই।

টীকা—"সুষুপ্তৌ অস্পষ্টচিৎ যঃ আনন্দময়কোশঃ পরিশিষ্যতে"—সুষুপ্তি-অবস্থায় বিলীন জ্ঞানগুণযুক্ত যে আনন্দময়-কোশ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, "সঃ পূর্ব্বকোশঃ"—তাহাই শ্রুত্যুক্ত পঞ্চ কোশের মধ্যে প্রথম কোশ, "এষাম্ আত্মা"—এই প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকসম্মত আত্মা, "তে গুণাঃ অস্য"—৮৮,৮৯ শ্লোকোক্ত জ্ঞানাদি গুণসমূহ, এই আত্মারই—ইহাই অর্থ। প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকগণের উক্ত মত অসঙ্গত; কেননা, তাহারা যে বলে, সুষুপ্তিতে জ্ঞান না থাকায় আত্মা জড়রূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া লোকে যে বলে 'আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, সুখে ঘুমাইতেছিলাম'—এই প্রকারে সুষুপ্তিকালে অনুভূত অজ্ঞান ও সুখের স্মৃতি, উক্ত মতের বাধক হইয়া দাঁড়ায়; যেহেতু আত্মা যদি জড় হইত, তবে উক্তরূপ স্মৃতি হইতে পারিত না। এইরূপে স্মৃতি হয় বলিয়া আত্মা জড় নহেন, চেতন এইরূপ বুঝিতে হইবে।

আবার বেদে আত্মা নির্গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সেইহেতু আত্মা ইচ্ছাদি গুণ বিশিষ্ট হইতে পারেন না। ইচ্ছাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম। আত্মায় অধ্যাসবশতঃ তাহারা আত্মারই বলিয়া প্রতীত হয়। আর ইচ্ছাদি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম [কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎসর্ব্বং মন এব—বৃহদা উ,১।৫।৩]—কাম (ভোগাভিলাষ) সঙ্কল্প, বিচিকিৎসা (সংশয়), শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বুদ্ধিবৃত্তি, ভয় এ সমস্ত মনই—মনেরই ধর্ম্ম ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে ইহা জানা যায়। আর অন্বয়-ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারাও ইচ্ছাদি অন্তঃকরণেরই গুণ বলিয়া সিদ্ধ হয়; কেননা, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অন্তঃকরণ থাকিলে, ইচ্ছাদি দেখা যায়,—সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ না থাকিলে ইচ্ছাদিও থাকে না।

নৈয়ায়িকসম্মত আত্মা ব্যাপক ও নানা; এইহেতু সকল আত্মারই একই কালে, সকল শরীর, সকল কর্ম্ম, সকল ভোগ ও সকল মনের সহিত সম্বন্ধ ঘটায়, কোন্ শরীরাদি কোন আত্মার—তাহা নির্ণয় হয় না। এইরূপ নানাদোষাঘ্রাত বলিয়া উক্ত মত পরিত্যাজ্য। ৯৪

এই আনন্দময়-কোশরূপ আত্মাকেই পূর্ব্বমীমাংসার বার্ত্তিককার কুমারিলভট্টের মতাবলম্বিগণ চিজ্জড় উভয়স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করে, ইহাই কহিতেছেন :—

(গ) পূর্ব্ব-শ্লোকসপ্তকোক্ত দোষ দেখাইয়া ভট্টমতের বর্ণনা—আত্মা চিজ্জড়রূপ। গূঢ়ং চৈতন্যমুৎপ্রেক্ষ্য জড়বোধস্বরূপতাম্।
আত্মনো ব্রুবতে ভাট্টাশ্চিদুৎপ্রেক্ষোত্থিতস্মৃতেঃ ॥৯৫

অন্বয়—ভাট্টাঃ গূঢ়ম্ চৈতন্যম উৎপ্রেক্ষ্য আত্মনঃ জড়বোধস্বরূপতাম্ ব্রুবতে, উত্থিত-স্মৃতেঃ চিদুৎপ্রেক্ষা।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা ভট্টমতের অনুসরণ করে, তাহারা সুষুপ্তিকালীন অস্পষ্ট চৈতন্যের বিচার করিয়া, আত্মাকে চিজ্জড় উভয়স্বরূপ বলে। তাহাদের মতে চৈতন্য কল্পনা করিবার কারণ এই যে সুষুপ্তি হইতে উত্থিত পুরুষের যে স্মৃতি জন্মে, তাহা হইতে চৈতন্যের কল্পনা হয়। ৯৫

তাহারা যে যুক্তির দ্বারা চৈতন্যের কল্পনা করে, তাহাই পরিস্ফুট করিতেছেন :—

জড়ো ভূত্বা তদাস্বাপ্সমিতি জাড্যস্মৃতিস্তদা।
বিনা জাড্যানুভূতিং ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ৯৬

অন্বয়—তদা জড়ঃ ভূত্বা অস্বাপ্সম্ ইতি জাড্যস্মৃতিঃ তদা জাড্যানুভূতিং বিনা কথঞ্চিৎ ন উপপদ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—সেই সুষুপ্তিকালে, 'আমি জড় হইয়া ঘুমাইয়াছিলাম', জাগ্রৎকালে এইরূপ যে জড়তার স্মৃতি হয়, তাহা তৎকালীন জড়তার অনুভব বিনা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না ; এইহেতু তাহারা সুষুপ্তিকালের জড়তার জ্ঞান কল্পনা করিয়া থাকে। ৯৬

সুষুপ্তিকালে যে চৈতন্যের বিলোপ হয় না, তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতিবচন তাহারা দেখাইয়া থাকে :

দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরলোপশ্চ শ্রুতঃ সুপ্তৌ ততস্ত্বয়ম্।
অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যামাত্মা খদ্যোতবদ্যুতঃ ॥ ৯৭

অন্বয়—সুপ্তৌ দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ অলোপঃ চ শ্রুতঃ, ততঃ তু অয়ম্ আত্মা খদ্যোতবৎ অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যাম্ যুতঃ।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপরূপ নাশ হয় না—ইহা শ্রুতিমুখে শুনা যায়। সেইহেতু এই আত্মা জোনাকী পোকার ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশ উভয়স্বভাববিশিষ্ট।

টীকা—[ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপঃ বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—বৃহদা উ, ৪।৩।২৩]—(সুষুপ্তিসময়ে জীব যে দর্শন করে না—বুঝিতে হইবে—দেখিয়াও দেখে না ;) দ্রষ্টার (জীবের) দৃষ্টি বা জ্ঞানস্বভাব অবিনাশী অর্থাৎ ধ্বংসরহিত। এই শ্রুতিবচনে শুনা যায় যে আত্মার স্বরূপভূত

যে দৃষ্টি বা জ্ঞান, তাহার লোপ নাই, যেহেতু আত্মা বিনাশরহিতস্বভাব, অন্যথা অর্থাৎ চৈতন্যের লোপ হয় মানিলে, যে বলিবে চৈতন্যের লোপ হয়, তাহাকে সেই লোপের সাক্ষী নাই বলিতে হইবে ; তাহা ত' বলা চলে না ; এই কারণে শ্রুতিমুখে শুনা যায় চৈতন্যের লোপ নাই : "ততঃ তু অয়ম্ আত্মা খদ্যোতবৎ অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যাম্ যুতঃ" সেই কারণে এই আত্মা খদ্যোতের ন্যায় স্ফুরণ-অস্ফুরণ এই উভয়স্বভাবযুক্ত। ৯৭

এই ভাট্টমতের দোষবর্ণনপূর্ব্বক সাংখ্যমতের দোষ বর্ণন করিতেছেন :—

(যে) পূর্ব্ব-শ্লোকত্রয়োক্ত মতের দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক সাংখ্যমত বর্ণন—আত্মা চৈতন্যরূপ।

নিরংশস্যোভয়াত্মত্বং ন কথঞ্চিদ্ঘটিষ্যতে।
তেন চিদ্রূপ এবাত্মেত্যাহুঃ সাংখ্যা বিবেকিনঃ॥৯৮

অন্বয়—বিবেকিনঃ সাংখ্যাঃ নিরংশস্য উভয়াত্মত্বম্ কথঞ্চিৎ ন ঘটিষ্যতে, তেন আত্মা চিদ্রূপঃ এব ইতি আহুঃ।

অনুবাদ—পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য নির্ণয়কারী কপিলমতাবলম্বী সাংখ্যবাদিগণ বলে নিরবয়ব আত্মা—জড়চেতন উভয়াত্মক কোন প্রকারেই হইতে পারে না ; সেই আত্মা চেতনস্বরূপই।

টীকা—ভট্টমত যে যুক্তিসহ নহে তাহা এইরূপে বুঝা যায়। একই বস্তু জড়চেতন উভয়াত্মক ও বিরুদ্ধস্বভাব ইহা কখনই হইতে পারে না, যেমন একই বস্তু আলোকান্ধকারময় হইতে পারে না। যদি তাহার দুই পৃথক্ অংশ মানা যায়, তাহা হইলে তাহার জড় অংশই অনুভবগোচর হইতে পারে, চেতনাংশ অনুভবের অগোচর থাকিয়া যাইবে, দুই অংশই অনুভবগোচর হইতে পারে না, একই আত্মায় এই বিলক্ষণ স্বভাব সম্ভব হয় না। যেমন একমাত্র দণ্ডদ্বারাই দণ্ডী হয় না, দণ্ড ও পুরুষ উভয় দৃষ্ট হইলেই দণ্ডী হয় ; সেইরূপ কেবল জড়াংশের জ্ঞানদ্বারাই উভয়াত্মক আত্মা সিদ্ধ হয় না। আর যদি চেতনাংশকে অনুভবগোচর বলিয়া মানা যায়,—তাহা হইলে সেই অংশ আর চেতন থাকে না, জড় হইয়া যায়।

আবার জড়চেতনরূপ উভয়াংশের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে ? তাহা সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না ; কেননা, সংযোগসম্বন্ধ দুই অনিত্য দ্রব্যেরই হইতে পারে বলিয়া আত্মাকে অনিত্য বলিয়া মানিতে হয়। তদুভয়ের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ মানিলে, জড়াংশ চেতন হইবে এবং চেতনাংশ জড় হইবে। জড়চেতনের প্রতীত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ভ্রান্তিকল্পিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। তদুভয়ের বিষয়বিষয়িভাব মানিলে দুইটিই ঘটের ন্যায় অনাত্মবস্তু হইয়া পড়িবে।

শ্রুতি আত্মাকে বিজ্ঞানঘন অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আত্মার অদ্ধজড়তার কোনই প্রমাণ নাই। আত্মার জড়রূপতাপ্রতিপাদক যে স্মৃতির কথা বলা হয়, তাহা সুষুপ্তিতে অবস্থিত অজ্ঞানাংশকেই বিষয় করিয়া থাকে, আত্মতার জড়তাকে নহে। ৯৮

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা যদি চৈতন্যরূপই হইলেন, তাহা হইলে ৯৬ সংখ্যক শ্লোকে যে

জড়তার স্মৃতি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার গতি কি প্রকার হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর বলা হয় :—

জাড্যাংশঃ প্রকৃতে রূপং বিকারি ত্রিগুণঞ্চ তৎ।
চিতো ভোগাপবর্গার্থং প্রকৃতিঃ সা প্রবর্ত্ততে ॥৯৯

অন্বয়—জাড্যাংশঃ প্রকৃতেঃ রূপম্, তৎ বিকারি চ ত্রিগুণম্, সা প্রকৃতিঃ চিতঃ ভোগাপবর্গার্থম্ প্রবর্ত্ততে।

অনুবাদ—আত্মা যদ্যপি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ তথাপি আত্মায় যে জাড্যাংশের অনুভূতি হয় এবং পরে স্মৃতি হয়, তাহা প্রকৃতিরই স্বরূপ, তাহা বিকারশীল ও ত্রিগুণ। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত সেই প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয় (প্রতিক্ষণ পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে)।

টীকা—"তৎ ত্রিগুণম্"—সেই প্রকৃতির স্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিরূপ জড়াংশের কল্পনার প্রয়োজন বলিতেছেন -'চৈতন্যস্বরূপ আত্মার' ইত্যাদি। "চিতঃ"—চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের। ৯৯

(শঙ্কা) ভাল, চেতনপুরুষ অসঙ্গ বলিয়া এবং প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত পৃথক্ বলিয়া প্রকৃতির প্রবৃত্তির দ্বারা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে ? (সমাধান এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয—তদুভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিলেই পুরুষে ভোগ এবং মোক্ষরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহাই বলিতেছেন :

অসঙ্গায়াশ্চিতের্বন্ধমোক্ষৌ ভেদাগ্রহান্মতৌ।
বন্ধমুক্তিব্যবস্থার্থং পূর্ব্বেষামিব চিদ্ভিদা ॥ ১০০

অন্বয় অসঙ্গায়াঃ চিতেঃ ভেদাগ্রহাৎ বন্ধমোক্ষৌ মতৌ। বন্ধমুক্তিব্যবস্থার্থম্ পূর্ব্বেষাম্ ইব চিদ্ভিদা।

অনুবাদ—পুরুষ অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও (এবং সেইহেতু অচেতন প্রভৃতি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও) তদুভয়ের ভেদ উপলব্ধি করিতে না পারিলেই বন্ধন ও মোক্ষ মানিতে হয়। সেই বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ মুক্ত ও বদ্ধ পুরুষের বিভাগ করিবার জন্য, পূর্ব্বোক্ত নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় সাংখ্যমতাবলম্বিগণ চেতন আত্মার ভেদ স্বীকার করিয়া থাকে।

টীকা তার্কিকদিগের ন্যায় সাংখ্যমতাবলম্বিগণ আত্মার অর্থাৎ জীবের ভেদ স্বীকার করে -এই কথাই বলিতেছেন —'সেই বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত' ইত্যাদি। ১০০

প্রকৃতি বলিয়া যে বস্তু আছে এবং পুরুষ যে অসঙ্গ, তদ্বিষয়ে শ্রুতিবাক্যপ্রমাণস্বরূপ তাহারা উদাহরণ দেয় :—

মহতঃ পরমব্যক্তমিতি প্রকৃতিরুচ্যতে।
শ্রুতাবসঙ্গতা তদ্বদসঙ্গো হীত্যতঃ স্ফুটা ॥১০১

অন্বয় —"মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্" ইতি শ্রুতৌ প্রকৃতিঃ উচ্যতে, তদ্বৎ অসঙ্গঃ হি ইতি অতঃ অসঙ্গতা স্ফুটা।

অনুবাদ—(মহত্তত্ত্বের কারণ বলিয়া) মহত্তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক্ হইতেছেন অব্যক্ত বা অজ্ঞান—এই কঠশ্রুতিবচনে (কঠ উ, ৩।১১) 'অব্যক্ত' শব্দদ্বারা প্রকৃতিই সূচিত হইয়াছে। সেইরূপ 'এই পুরুষ একেবারে অসঙ্গ'—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন (বৃহদা উ, ৪।৩।১৫) হইতে পুরুষের অসঙ্গতা স্পষ্ট।

টীকা—সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে (যাহার নামান্তর প্রধান ও অব্যক্ত) জগতের কারণ বলিয়া মানা হয় এবং তাহাকেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের (মোক্ষের) হেতু বলা হয়। এই মত কিন্তু বিচারসহ নহে; কেননা, তাহারা সেই প্রকৃতির লক্ষণ বলে "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" প্রলয়কালে সত্ত্বাদিগুণত্রয় সাম্যাবস্থায় (equilibrium এ) থাকিলে, তুল্যবল বলিয়া পরস্পরাভিভবে অসমর্থ থাকিলে তাহাকে প্রকৃতি বলে; সেই সাম্যাবস্থা পরিত্যাগ করিলেই জগতের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি জড় বলিয়া সেই সাম্যাবস্থা পরিত্যাগে সামর্থ্যহীন। আর চেতন পুরুষ অসঙ্গ বলিয়া প্রকৃতির সহিত নিঃসম্বন্ধ। আর চৈতন্যের সম্বন্ধ বিনা জড়ের দ্বারা কার্য্যোৎপত্তি অসম্ভব। এইহেতু প্রধান হইতে সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এই কারণে প্রকৃতিবিশিষ্ট বা মায়াযুক্ত চেতন অন্তর্য্যামীই হইতেছেন ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা। আবার সাংখ্যমতে সুখ-দুঃখের বা বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যাপক চৈতন্যরূপ পুরুষ বা আত্মাকে নানা বা বহু বলিয়া মানা হয়। কিন্তু সেই পুরুষ বা আত্মাকে একমাত্র ব্যাপক চৈতন্য মানিলে অন্তঃকরণরূপ উপাধির নানাত্বদ্বারা ভোগাদির পার্থক্যের ব্যবস্থা বা বিভাগ করা যায়। কেবল সেই ব্যবস্থার জন্য আত্মার নানাত্ব স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। আবার পুরুষ বা আত্মাকে নানা এবং প্রকৃতিকে নিত্য বলিয়া মানিলে, পুরুষের সহিত প্রকৃতির সজাতীয় সম্বন্ধ অথবা বিজাতীয় সম্বন্ধ মানা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তাহা হইলে 'নানা' পুরুষের অসঙ্গতার বাধা হয়। ১০১

আত্মতত্ত্বের বিচারে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বিবাদ

১। অন্তর্য্যামী হইতে বিরাট্ পর্য্যন্ত ঈশ্বর লইয়া বিবাদ।

এইরূপে বাদিগণসম্মত জীববিষয়ক বিরুদ্ধ মতরূপ বিবাদ প্রদর্শন করিয়া, ঈশ্বরবিষয়ক বিরুদ্ধ মত দেখাইবার জন্য প্রথমে ঈশ্বরের রূপ স্থাপন করিতেছেন :—

(ক) যোগমত অসঙ্গ-চৈতন্য ঈশ্বর।

চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্তায়াঃ প্রকৃতের্হি নিয়ামকম্।
ঈশ্বরং ব্রুবতে যোগাঃ স জীবেভ্যঃ পরঃ শ্রুতঃ ॥১০২

অন্বয়—যোগাঃ চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্তায়াঃ প্রকৃতেঃ নিয়ামকম্ হি ঈশ্বরম্ ব্রুবতে; সঃ জীবেভ্যঃ পরঃ শ্রুতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা যোগমতানুসারী, তাহারা চৈতন্যের সান্নিধ্যে (সৃষ্টি-সংহার-) প্রবৃত্তা প্রকৃতির প্রেরক পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে; সেই ঈশ্বর জীবগণ হইতে যে ভিন্ন, একথা শ্রুতিমুখে শুনা যায়। ১০২

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক সেই শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ।
আরণ্যকে সম্ভ্রমেণ হ্যন্তর্যাম্যুপপাদিতঃ॥ ১০৩

অন্বয়—"প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ গুণেশঃ" ইতি হি শ্রুতিঃ; আরণ্যকে সম্ভ্রমেণ অন্তর্যামী হি উপপাদিতঃ।

অনুবাদ—'ঈশ্বর প্রকৃতির ও জীবের পতি ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের নিয়ামক'—শ্রুতি এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। [প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ, সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ—শ্বেতাশ্ব উ, ৬।১৬]। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণে আদর পূর্ব্বক ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

টীকা—"প্রধানম্"—সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর তুল্যবলরূপে সম্মিলিতাবস্থারূপ প্রকৃতি, "ক্ষেত্রজ্ঞাঃ"—শরীররূপ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা জীবসমূহ, তাহাদের "পতি"—নিয়ামকঃ। "গুণাঃ" সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয়, তাহাদের 'ঈশ' বা নিয়ামক বলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন কেবল একটিমাত্র নহে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামি-ব্রাহ্মণনামক তৃতীয়াধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণ সমগ্রই ঈশ্বর প্রতিপাদন করিতেছে—এই কথাই বলিতেছেন—"বৃহদারণ্যক উপনিষদে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ১০৩

বাদিগণের ঈশ্বরবিষয়ক সেই কলহের বিন্যাস করিতেছেন :—

অত্রাপি কলহায়ন্তে বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ।
বাক্যান্যপি যথাপ্রজ্ঞং দার্ঢ্যায়োদাহরন্তি হি॥১০৪

অন্বয়—অত্র অপি বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ কলহায়ন্তে, দার্ঢ্যায় বাক্যানি অপি যথাপ্রজ্ঞম্ হি উদাহরন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—এই ঈশ্বরবিষয়ে বাদিগণ আপন আপন যুক্তিদ্বারা পরস্পর কলহ করে এবং আপন আপন পক্ষসমর্থনের জন্য শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়া, যে যেমন বুঝে, সেই অর্থে প্রয়োগ করে। ("যথাপ্রজ্ঞম্"—নিজ নিজ প্রজ্ঞার উল্লঙ্ঘন না করিয়া—অব্যয়ীভাব সমাস)। ১০৪

এক্ষণে পতঞ্জলি ঈশ্বরপ্রতিপাদনের জন্য ঈশ্বরের যে লক্ষণ করিয়াছেন, সেই লক্ষণসূত্র—ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ (সমাধিপাদ ২৪) অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

ক্লেশকর্ম্ম বিপাকৈস্তদাশয়ৈরপ্যসংযুতঃ।
পুংবিশেষো ভবেদীশো জীববৎ সোঽপ্যসঙ্গচিৎ ॥১০৫

অন্বয়—ক্লেশকর্ম্মবিপাকৈঃ তদাশয়ৈঃ অপি অসংযুতঃ পুংবিশেষঃ ঈশঃ ভবেৎ। সঃ অপি জীববৎ অসঙ্গচিৎ।

অনুবাদ—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও তাহাদের আশয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত যে বিশিষ্ট অর্থাৎ কালত্রয়ে উক্তসম্বন্ধরহিত, পুরুষ তিনিই ঈশ্বর। তিনিও জীবের ন্যায় অসঙ্গচৈতন্য।

টীকা—"ক্লেশ"—("অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ"—সাধনপাদ ৩)—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি "ক্লেশ" বা দুঃখহেতু চিত্তবৃত্তি। উক্ত পাঁচটি, কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের প্রবর্ত্তক হইয়া পুরুষকে, 'ক্লিশ্যন্তি'—দুঃখগ্রস্ত করে; এই নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্লেশ বলে। ("অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিঃ অবিদ্যা"—সাধনপাদ ৫)—স্বর্গাদিরূপ অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, পুত্রমুখচুম্বনাদিরূপ অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, ধনাদিরূপ ভোগসাধন দুঃখরূপ বস্তুতে সুখবুদ্ধি এবং দেহাদি অনাত্মবস্তুতে আত্মবুদ্ধি—এইরূপ যে বিপর্য্যয়-জ্ঞান তাহার নাম অবিদ্যা; ("দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা"—সাধনপাদ ৬)—দৃক্‌শক্তি বা পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বা বুদ্ধি এই দুইটিকে ভ্রমবশতঃ এক বলিয়া মনে করার নাম অস্মিতা; ("সুখানুশয়ী রাগঃ"—সাধনপাদ ৭)—বুদ্ধির যে বৃত্তি সুখকে অনুশয়ন করে অর্থাৎ সুখ স্মরণ করিয়া তাহা পাইবার লোভ করে, তাহার নাম রাগ; ("দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ"—সাধনপাদ ৮)—বুদ্ধির যে বৃত্তি দুঃখকে অনুশয়ন করে অর্থাৎ দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখজনক বস্তুর প্রতি বুদ্ধি যে প্রতিকূল ভাব ধরে, তাহার নাম দ্বেষ; (স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ"—সাধনপাদ ৯)—সাধারণ জ্ঞানিব্যক্তিদিগেরও (মূর্খদিগের ন্যায়) পূর্ব্বপূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী যে মরণভয় তাহা একপ্রকার বিপর্য্যয়জ্ঞান: তাহা স্বরসবাহী—অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মে অনেকবার মরণদুঃখ অনুভব করিয়াছে বলিয়া সেই 'স্বরস' অনুসারে অর্থাৎ সেই মরণানুভবের সংস্কার-ধারায়, বহিতে—চলিতে থাকে বলিয়া 'স্বরসবাহী'। সেই মরণভয়ের নাম অভিনিবেশ। "কর্ম্ম"—("কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্" —কৈবল্যপাদ ৭)—যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্ল-অকৃষ্ণ—শুভাশুভ হইতে বিলক্ষণ; অপর সকলের কর্ম্ম ত্রিবিধ অর্থাৎ পুণ্য, পাপ অথবা পাপপুণ্যমিশ্রিত। বাক্য ও মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য যে সকল কর্ম্মের ফল, সুখভিন্ন অন্য কিছু নহে তাহা শুক্লকর্ম্ম; সেইরূপ কর্ম্ম তপঃ স্বাধ্যায়াদি-নিরত ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে। দুঃখ যেসকল কর্ম্মের একমাত্র ফল, তাহাদিগকে কৃষ্ণকর্ম্ম কহে। "বিপাক"—("সতি মূলে তদ্বিপাকাঃ জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"—সাধনপাদ ১৩)—"ক্লেশ"রূপ মূল থাকিলে, কর্ম্মের জাতি (জন্ম), আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক বা ফল জন্মে। (সবিস্তর ব্যাখ্যা মগনীরাম গ্রন্থাবলীর "যোগমণিপ্রভা"র ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) সেই 'কর্ম্মবিপাক' শব্দে

উক্ত ফলবিশেষ বুঝিতে হইবে। "তদাশয়াঃ"—সেই ফলবিশেষের সংস্কার। যিনি উক্তরূপ ক্লেশকর্ম্ম বিপাক ও আশয়দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, তিনিই 'পুরুষবিশেষঃ', 'স ঈশ্বরঃ (ভবতি)'—তিনিই হইতেছেন ঈশ্বর। "স অপি জীববৎ অসঙ্গঃ"—তিনিও জীবের ন্যায় অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ। অভিপ্রায় এই—সাংখ্যমতে কপিল জীবের যেপ্রকার স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ অসঙ্গ স্বপ্রকাশ কূটস্থচৈতন্য, যোগমতে পতঞ্জলিও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়েরই জীব কেবল ভোক্তা; কর্ত্তা নহে। কর্ত্তৃত্ব কেবল বুদ্ধিরই। সুখদুঃখ বুদ্ধির ধর্ম্ম। আত্মা বা জীব, যাহা অবিবেকোপলক্ষিত অনুভবস্বরূপ, বুদ্ধি হইতে আপনাকে পৃথক্ করিতে না পারিয়া ভোক্তা সাজিয়া বসে এবং আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। জীব সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধির পরিপাকদ্বারা আপনাকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ করিতে পারিলে, অবিবেকের নিবৃত্তি হয় এবং তদ্দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের সমূলোচ্ছেদ ঘটে। তাহাই যোগমতে মোক্ষ। একশ্রেণীর সাংখ্যবাদী ঈশ্বর স্বীকার করে না। যোগমতাবলম্বিগণ ঈশ্বর মানে। সেই ঈশ্বর জীবের ন্যায় অসঙ্গচৈতন্য। ১০৫

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর যদি অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ হইলেন, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? (সমাধান) তদুত্তরে বলা হয়ঃ—

তথাপি পুংবিশেষত্বাদ্ঘটতেঽস্য নিয়ন্তৃতা।
অব্যবস্থৌ বন্ধমোক্ষাবাপতেতামিহান্যথা॥ ১০৬

অন্বয়—তথাপি পুংবিশেষত্বাৎ অস্য নিয়ন্তৃতা ঘটতে, অন্যথা ইহ বন্ধমোক্ষৌ অব্যবস্থৌ আপতেতাম্।

অনুবাদ—তথাপি, (পতঞ্জলি বলেন) ঈশ্বর পুরুষবিশেষ বলিয়া ঈশ্বরের নিয়ন্তৃতা সম্ভব হয়। অন্যথা অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অঙ্গীকৃত না হইলে, এই সংসারে বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা থাকে না।

টীকা—নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর না মানিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—'অন্যথা' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—যেমন অরাজক দেশে লোকে উত্তম কর্ম্ম করিয়া পুরস্কার লাভ করিতে পারে না, এবং অধম কর্ম্ম করিয়া বন্ধনদণ্ড পায় না, সেইরূপ অমুক জীব মোক্ষের যোগ্য, অমুক জীব বন্ধনের যোগ্য, এইরূপ ব্যবস্থা করিবার কেহ থাকে না। ১০৬

(শঙ্কা) ভাল, অসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃতা ত' কোনও প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় না। এইরূপ আশঙ্কার সমাধান জন্য বলা হয়ঃ—

ভীষাস্মাদিত্যেবমাদাবসঙ্গস্য পরাত্মনঃ।
শ্রুতং তদ্যুক্তমপ্যস্য ক্লেশকর্ম্মাদ্যসঙ্গমাৎ॥ ১০৭

অন্বয়—অস্মাৎ ভীষা ['পবতে বায়ুঃ' তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১, নৃসিংহ উ তা, উ, ২] ইতি এবমাদৌ অসঙ্গস্য পরাত্মনঃ তৎ শ্রুতম্; অস্য ক্লেশকর্ম্মাদ্যসঙ্গমাৎ যুক্তম্ অপি।

অনুবাদ—'এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু চলিতেছে', ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনে অসঙ্গ পরমাত্মার নিয়ন্তৃত্ব শুনা যায়। এই পরমেশ্বরের ক্লেশকর্ম্মাদি জীবধর্ম্মের অপ্রাপ্তি বা অভাববশতঃ নিয়ন্তৃত্ব যুক্তই বটে।

টীকা ভাল, (অসঙ্গ) ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব শ্রুতিমুখে শুনা গেলেও, এই প্রকার অযুক্ত বাক্য কি প্রকারে গ্রহণ করা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—এই পরমেশ্বরের ক্লেশকর্ম্মাদি জীবধর্ম্মের অভাববশতঃ নিয়ন্তৃত্ব সঙ্গত হয়—ইহাই অর্থ। ১০৭

(শঙ্কা) ভাল, জীবও ত' অসঙ্গ চিদ্রূপ (এবং ক্লেশকর্ম্মাদিরহিত); তাহা হইলে সেই জীব হইতে ঈশ্বরের কি প্রভেদ রহিল? (সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয় —জীব স্বরূপতঃ ক্লেশকর্ম্মাদিরহিত হইলেও, বুদ্ধির সহিত আপনার ভেদ বুঝিতে না পাবায় জীবে ক্লেশাদি বিদ্যমান। এ কথা পূর্ব্বে ১০০ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন :—

জীবানামপ্যসঙ্গত্বাৎ ক্লেশাদির্ন হ্যথাপি চ।
বিবেকাগ্রহতঃ ক্লেশকর্ম্মাদি প্রাগুদীরিতম্॥ ১০৮

অন্বয়—জীবানাম্ অপি অসঙ্গত্বাৎ ক্লেশাদিঃ ন হি। অথ অপি চ বিবেকাগ্রহতঃ ক্লেশকর্ম্মাদি প্রাক্ উদীরিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—যদ্যপি জীব স্বরূপতঃ অসঙ্গ বলিয়া ক্লেশকর্ম্মাদিরহিত বা সুখদুঃখাদিশূন্য, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার ভেদজ্ঞানের অভাবে, জীবে ক্লেশকর্ম্মাদি আছে. একথা পূর্ব্বে (১০০ সংখ্যক শ্লোকে) বর্ণিত হইয়াছে।১০৮

নৈয়ায়িকগণ অসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের কথা সহন করিতে না পারিয়া, জীব হইতে তাঁহার বিলক্ষণতাসিদ্ধির জন্য, ঈশ্বরের জ্ঞানাদি তিনটি গুণ নিত্য বলিয়া স্বীকার করে।

পূর্ব্ববর্তী শ্লোকসপ্তোক্ত মতে দোষপ্রদর্শন, নৈয়ায়িক মতের বর্ণন।

নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছাগুণানীশস্য মন্বতে।
অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বমযুক্তমিতি তার্কিকাঃ॥ ১০৯

অন্বয়—তার্কিকাঃ ঈশস্য নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছাগুণান্ মন্বতে, অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বম্ অযুক্তম্ ইতি।

অনুবাদ ও টীকা—তার্কিকদিগের মত এই যে অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব হইতে পারে না। এইহেতু তাহারা মানে—নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন ও নিত্য-ইচ্ছা এই গুণত্রয় ঈশ্বরে বিদ্যমান। ১০৯

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর যদি ইচ্ছাদি গুণযুক্ত হইলেন, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরের, জীব হইতে বিলক্ষণতা কি প্রকারে হইতে পারে? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া এইরূপে তাহার পরিহার করে—ঈশ্বরে উক্ত গুণত্রয় নিত্য বলিয়া জীব হইতে ঈশ্বরের বিলক্ষণতা সিদ্ধ হয়। এই কথাই বলিতেছেন :—

পুংবিশেষত্বমপ্যস্য গুণৈরেব ন চান্যথা।
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি শ্রুতির্জগৌ ॥ ১১০

অন্বয়—অস্য পুংবিশেষত্বম্ অপি গুণৈঃ এব চ অন্যথা ন, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ইত্যাদি শ্রুতিঃ জগৌ।

অনুবাদ ও টীকা—এই ঈশ্বরের যে পুরুষবিশেষতা অর্থাৎ বিলক্ষণপুরুষ-রূপতা, তাহাও নিত্যজ্ঞানাদিরূপ গুণবশতঃ; অন্য প্রকারে নহে। শ্রুতি (ছান্দোগ্য উ, ৮।১।৫, ৮।৭।১,৩) ঈশ্বরের গুণের নিত্যতা এইরূপে বলিতেছেন—তিনি সত্যকাম অর্থাৎ নিত্যেচ্ছাযুক্ত, সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ নিত্যালোচনরূপ জ্ঞানযুক্ত। ১১০

সেই নৈয়ায়িক-মতেও দোষ রহিয়াছে বলিয়া, অপরের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভোপাসকের মত প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) পূর্ব্বগত শ্লোকদ্বয়োক্ত মতেরদোষপ্রদর্শন; হিরণ্য-গর্ভোপাসকের মত বর্ণন।

নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বেঽস্য সৃষ্টিরেব সদা ভবেৎ।
হিরণ্যগর্ভ ঈশোঽপি লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ ॥১১১

অন্বয়—অস্য নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বে সদা এব সৃষ্টিঃ ভবেৎ; (অতঃ) হিরণ্যগর্ভঃ ঈশঃ; (সঃ) অপি লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ।

অনুবাদ—ঈশ্বরকে নিত্যজ্ঞানাদিমান্ বলিয়া মানিলে, সদাই সৃষ্টি থাকিবে; (কিন্তু তাহা থাকে না)। অতএব লিঙ্গ শরীরের সমষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভই ঈশ্বর।

টীকা—সেই হিরণ্যগর্ভস্বরূপ ঈশ্বরের রূপটি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই হিরণ্যগর্ভ "লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ"—মায়ারূপ উপাধিযুক্ত পরমাত্মাই লিঙ্গ শরীরের সমষ্টিতে অভিমান করিয়া—'আমি ইহা' এইরূপ মানিয়া, হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন। অভিপ্রায় এই—ঈশ্বরকে যদি নিত্য-জ্ঞানাদিযুক্ত বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে সৃষ্টির আরম্ভকালে, ঈশ্বরের জ্ঞানাদির উৎপত্তির কথা রহিয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয় এবং শ্রুতিপ্রতিপাদিত অদ্বৈত সিদ্ধান্তও টিকে না। এইহেতু উক্ত 'সত্যকাম', 'সত্যসঙ্কল্প' ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিবচনে 'সত্য' শব্দের অর্থ আপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ প্রলয়কালপর্য্যন্ত স্থায়ী। সেই সত্য ও নিত্য সমানার্থক নহে। (প্রথমাধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের টীকায় 'সত্য' ও 'নিত্য' শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য)। সেই কারণে নৈয়ায়িক-মত অসঙ্গত। ১১১

(শঙ্কা) হিরণ্যগর্ভই যে ঈশ্বর, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? (সমাধান) তদুত্তরে বলা হয় :—

উদ্গীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাত্ম্যমতিবিস্তৃতম্।
লিঙ্গসত্ত্বেঽপি জীবত্বং নাস্য কর্ম্মাদ্যভাবতঃ ॥ ১১২

অন্বয়—উদ্গীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাত্ম্যম্ অতিবিস্তৃতম্ অস্য লিঙ্গসত্ত্বে অপি কর্ম্মাদ্যভাবতঃ জীবত্বম্ ন।

অনুবাদ—উদ্গীথব্রাহ্মণে অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে, এই হিরণ্যগর্ভের মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তাঁহার সেই লিঙ্গ শরীর থাকিলেও কামকর্ম্মাদি না থাকায়, তিনি জীব নহেন।

টীকা—ভাল, লিঙ্গ শরীরের সহিত সম্বন্ধ যখন রহিয়াছে তখন সেই হিরণ্যগর্ভ অবশ্যই জীব। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, অবিদ্যাকামকর্ম্ম তাঁহাতে না থাকায় তিনি জীব নহেন—'তাঁহার লিঙ্গ শরীর থাকিলেও' ইত্যাদি দ্বারা। ১১২

স্থূল দেহকে ছাড়িয়া কোথাও লিঙ্গ দেহ দেখা যায় না বলিয়া স্থূল শরীরের সমষ্টির অভিমানী বিরাট্ হইতেছেন ঈশ্বর। ইহা বিরাড়ুপাসকগণের মত :—

(ঘ) পূর্ব্বগত শ্লোকদ্বয়োক্ত মতে দোষপ্রদর্শন। বিরাড়ুপাসকের মত-বিরাট্ই ঈশ্বর।

স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন ক্বাপি দৃশ্যতে।
বৈরাজো দেহ ঈশোঽতঃ সর্ব্বতো মস্তকাদিমান্॥ ১১৩

অন্বয়—স্থূলদেহম্ বিনা লিঙ্গদেহঃ ক্ব অপি ন দৃশ্যতে: অতঃ সর্ব্বতঃ মস্তকাদিমান্ বৈরাজঃ দেহঃ ঈশঃ।

অনুবাদ ও টীকা—স্থূল দেহ ছাড়িয়া কেবল লিঙ্গ দেহ কোথাও দৃষ্ট হয় না। অতএব সর্ব্বত্র যিনি মস্তকাদি অঙ্গবান্, সেই বিরাট্ পুরুষের দেহই ঈশ্বর। ১১৩

সেইরূপ বিরাট্ পুরুষ যে আছেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া হয় :—

সহস্রশীর্ষেত্যেবং চ বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যপি।
শ্রুতমিত্যাহুরনিশং বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ॥ ১১৪

অন্বয়—সহস্রশীর্ষা ইতি এবম্ চ বিশ্বতঃ চক্ষুঃ ইতি অপি শ্রুতম্ ইতি অনিশম্ বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ আহুঃ।

অনুবাদ—"যিনি বিরাট্ পুরুষ তিনি সহস্র সহস্র মস্তকযুক্ত", ইত্যাদি অর্থের ঋগ্বেদবচন, "তিনি সকলদিকেই আততনেত্র", ইত্যাদি অর্থের শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবচন, শুনা যায়; এই প্রকার নিত্য বিশ্বরূপ যে বিরাট্ পুরুষ, বিরাড়ুপাসকগণ তাঁহাকে এই ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করে।

টীকা—[সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥—১ ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত]—যিনি বিরাট্ পুরুষ তাঁহার সহস্র সহস্র মস্তক, সহস্র সহস্র চক্ষু, সহস্র সহস্র চরণ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুলপরিমিত

স্থান (অথবা দশবারে তর্জ্জনীপ্রদিষ্ট দশদিক্) অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্র বিদ্যমান।* [বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ স বাহুভ্যাং ধমতি সংপত-ত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব একঃ॥—শ্বেতাশ্ব উ, ৩।৩]। এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে যে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত প্রাণীর কার্য্য ও ইন্দ্রিয়সমূহ, ঈশ্বরেরই কার্য্য ও ইন্দ্রিয়। ঈশ্বর "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ"—সকল প্রাণীর চক্ষুই ঈশ্বরের চক্ষু, সেইরূপ সকল প্রাণীরই মুখ, বাহু, চরণ তাঁহার সেই সেই ইন্দ্রিয়। সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়সংযোজয়িতা তিনিই, অথবা তিনি মনুষ্যদিগকে বাহুদ্বয়ের সহিত সংযোজিত করেন এবং পক্ষীদিগকে পক্ষদ্বয়ের সহিত সংযোজিত করেন। তিনি, পৃথিবী দ্যৌঃ অর্থাৎ সকল লোক এবং তদন্তর্গত সকল পদার্থ উৎপাদন করেন। তিনি দ্যোতনস্বভাব এবং অদ্বিতীয়। ১১৪

২। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ঈশ্বর—এই মত লইয়া বিবাদ।

এই বিরাডুপাসকদিগের মতে দোষ দর্শন করিয়া কেহ কেহ 'ব্রহ্মা'-রূপ অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা বলে :—

(ক) উক্ত শ্লোকদ্বয়-বর্ণিত মতে দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক পুত্রকামিগণের মত ব্রহ্মাই ঈশ্বর।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদত্বে কৃম্যাদেরপি চেশতা।
ততশ্চতুর্ম্মুখো দেব এবেশো নেতরঃ পুমান্॥ ১১৫

অন্বয়—সর্ব্বতঃ পাণিপাদত্বে কৃম্যাদেঃ অপি চ ঈশতা (স্যাৎ); ততঃ চতুর্ম্মুখঃ দেবঃ এব ঈশঃ ইতরঃ পুমান্ ন।

অনুবাদ ও টীকা—সর্ব্বত্র পাণিপাদবিশিষ্ট হইলে যদি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে হয়, তাহা হইলে, কৃমি-কীটাদিকেও ঈশ্বর বলিতে হয়; সেইহেতু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই ঈশ্বর; অন্য কেহ ঈশ্বর নহেন। ১১৫

কাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া তাহারা বলে :—

---

* সায়নভাষ্যের অনুবাদ "সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি ষোলটি ঋঙ্‌মন্ত্রে এই বিখ্যাত পুরুষসূক্ত রচিত। নারায়ণ নামক ঋষি এই সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা; ইহা অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত, কেবল শেষমন্ত্রটি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে। অব্যক্ত, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি হইতে ভিন্ন যে চৈতন্যস্বরূপ পরমপুরুষ, (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।১) যাঁহাকে শ্রুতি (কঠ উ,৩।১১) 'পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, তিনিই এই সূক্তের দেবতা। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর সমষ্টিস্বরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার দেহস্বরূপ সেই বিরাট্ পুরুষকে 'সহস্রশীর্ষা' বলিয়া এই সূক্তে বর্ণনা করা হইতেছে। বিরাট্পুরুষের সহস্র মস্তক - ইহার অর্থ তিনি অনন্ত শিরোবিশিষ্ট। সকল প্রাণীর মস্তকগুলি তাঁহার দেহের অন্তঃপাতী হওয়ায় সেইগুলি তাঁহারই মস্তক, এইরূপ কল্পনায় তাঁহাকে 'সহস্রশীর্ষা' বলা হইল। এইরূপে সহস্রাক্ষিত্ব ও সহস্রপাদ-ত্বও বুঝিতে হইবে। সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড গোলকরূপ ভূমিকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুলপরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। দশাঙ্গুল শব্দটি উপলক্ষণ, ইহার অর্থ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন। (গীতা ১০ম অধ্যায়ের শেষে শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

পুত্রার্থং তমুপাসীনা এবমাহুঃ প্রজাপতিঃ।
প্রজা অসৃজতেত্যাদি শ্রুতিং চোদাহরন্ত্যমী ॥ ১১৬

অন্বয়—পুত্রার্থম্ তম্ উপাসীনাঃ এবম্ আহুঃ ; অমী "প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অসৃজত" ইত্যাদি শ্রুতিম্ উদাহরন্তি চ।

অনুবাদ ও টীকা—পুত্র কামনা করিয়া যাহারা ব্রহ্মার উপাসনা করে, তাহারা এইরূপ বলে। তাহারা আবার 'প্রজাপতি (ব্রহ্মা) লোক সৃজন করিলেন' (তৈত্তিরীয় শাখার শ্রুতি) ইত্যাদি শ্রুতিবচন ব্রহ্মার ঈশ্বরতাবিষয়ে প্রমাণস্বরূপ পাঠ করে। ১১৬

ভাগবতদিগের অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তদিগের মত লিখিতেছেন :—

(খ) বৈষ্ণবদিগের মত — বিষ্ণুই ঈশ্বর।

বিষ্ণোর্নাভেঃ সমুদ্ভূতো বেধাঃ কমলজস্ততঃ।
বিষ্ণুরেবেশ ইত্যাহুর্লোকে ভাগবতা জনাঃ ॥১১৭

অন্বয়—কমলজঃ বেধাঃ বিষ্ণোঃ নাভেঃ সমুদ্ভূতঃ ; ততঃ বিষ্ণুঃ এব ঈশঃ ইতি লোকে ভাগবতাঃ জনাঃ আহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—পূর্ব্বোক্ত চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তিনি ঈশ্বর নহেন ; কিন্তু বিষ্ণু ব্রহ্মারও জনক ; এইহেতু বিষ্ণুই ঈশ্বর, বৈষ্ণবেরা সংসারে এইরূপ প্রচার করিয়া থাকে। ১১৭

শৈবদিগের মত বলিতেছেন :-

(গ) শৈবদিগের মত— শিবই ঈশ্বর।

শিবস্য পাদাবন্বেষ্টুং শার্ঙ্গ্যশক্তস্ততঃ শিবঃ।
ঈশো ন বিষ্ণুরিত্যাহুঃ শৈবা আগমমানিনঃ ॥ ১১৮

অন্বয়—শিবস্য পাদৌ অন্বেষ্টুম্ শার্ঙ্গী অশক্তঃ (বভূব) ; ততঃ শিবঃ ঈশঃ ([illegible]) বিষ্ণুঃ ন ইতি আগমমানিনঃ শৈবাঃ আহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—বিষ্ণু শিবের পাদদ্বয় অন্বেষণ করিতে গিয়া অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ; সেইহেতু তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না ; শিবই ঈশ্বর। আগমনামক শৈবশাস্ত্রানুসারিগণ এইরূপ বলিয়া থাকে। ১১৮

গণপতিভক্তগণের মত বলিতেছেন :—

(ঘ) গণেশভক্ত গাণপত্যগণের মত গণপতিই ঈশ্বর।

পুরত্রয়ং সাদয়িতুং বিঘ্নেশং সোঽপ্যপূজয়ৎ।
বিনায়কং প্রাহুরীশং গাণপত্যমতে রতাঃ ॥১১৯

অন্বয়—সঃ অপি পুরত্রয়ম্ সাদয়িতুম্ বিঘ্নেশম্ অপূজয়ৎ, (অতঃ) গাণপত্যমতে রতাঃ বিনায়কম্ ঈশম্ আহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—সেই শিবও পুরত্রয় বিনাশ করিবার জন্য বিঘ্ননাশন গণপতির পূজা করিয়াছিলেন; এইহেতু গাণপত্যমতে আসক্ত লোকে গণপতিকেই ঈশ্বর বলিয়া থাকে। ১১৯

১০২ হইতে ১১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকে যে ন্যায় (নিয়ম) বর্ণিত হইল, তাহাই অন্যমতসমূহে অতিদেশ (প্রযোজ্য বলিয়া বর্ণন) করিতেছেন :—

(৬) স্থাবর অর্থাৎ জড় ঈশ্বরবাদীর মত বর্ণন।

এবমন্যে স্বস্বপক্ষাভিমানেনান্যথান্যথা।
মন্ত্রার্থবাদকল্পাদীনাশ্রিত্য প্রতিপেদিরে॥ ১২০

অন্বয়—এবম্ অন্যে স্বস্বপক্ষাভিমানেন অন্যথা অন্যথা মন্ত্রার্থবাদকল্পাদীন্ আশ্রিত্য প্রতিপেদিরে।

অনুবাদ—এই প্রকারে অন্যান্য ভৈরব, মৈরাল*, সৌর প্রভৃতি উপাসকগণ স্বস্বপক্ষের সত্যতাভিমানে মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্প আশ্রয় করিয়া, অন্যান্য প্রকারে ঈশ্বর প্রতিপাদন করে।

টীকা—ভৈরবোপাসকগণ—শিবের ভৈরব নামক আটপ্রকার মূর্ত্তি বিশেষের উপাসকগণ, মৈরালোপাসকগণ—"খণ্ডুবা" প্রভৃতি দেবতার উপাসকগণ। তাহাদের অন্যান্য প্রকারে ঈশ্বর প্রতিপাদন করিবার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহারা নিজ নিজ পক্ষের অভিমান করিয়া সেই সেই মতই সত্য, অন্য মত অসত্য এইরূপ বুঝিয়া, ঐরূপ করে। তাহারা নিজ নিজ মতের প্রমাণ রূপে দেখাইয়া থাকে :—'মন্ত্র'—মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতিরূপ সিদ্ধির সাধনস্বরূপ নিজ নিজ ইষ্টদেব ভৈরবাদির মন্ত্র; 'অর্থবাদ'—লোকপ্রসিদ্ধ ভৈরবাদি দেবতার স্তুতি ও অন্য দেবতার নিন্দা; 'কল্প'—মন্ত্রতন্ত্রপ্রতিপাদক আধুনিক গ্রন্থ—'ইতিকর্ত্তব্যতা'-প্রতিপাদক কল্পসূত্রাদি নহে। এই সমুদায়কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য প্রকারে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করে। ১২০

ভাল, এই প্রকার কত মত আছে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বলিতেছেন :—অসংখ্য মত আছে।

অন্তর্য্যামিণমারভ্য স্থাবরান্তেশবাদিনঃ।
সন্ত্যশ্বত্থার্কবংশাদেঃ কুলদৈবত্বদর্শনাৎ॥ ১২১

---

* E Thurnston বিরচিত "Castes and Tribes of Southern India" (Vol IV), গ্রন্থে মৈরাল বা "মৈলারী"দিগের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। Madras Census Report 1901 এ তাহাদের "বালতাম্রাম মৈলারী"—এই নামও পাওয়া যায়। তাহারা অধুনা এক শ্রেণীর ভিক্ষুক, কোমরে পিত্তলের নবমুণ্ড মস্তকে পিত্তলের ছোট ছোট বাটী (চষক), তলপেটে দর্পণ, কোমরবন্ধে একটি ঘণ্টা, হাতে বলয় এবং পায়ে কাষ্ঠপাদুকা পরিয়া, ভিক্ষা করে। তাহারা "কুমারিকা বা কর্ম্মিকা আম্মার" উপাসক। সেই দেবী রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন হইতে সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত অগ্নিপ্রবেশ করেন। পীতাম্বর পুরুষোত্তম বলেন মৈরালগণ "খণ্ডুবা" প্রভৃতি দেবতার উপাসক।

অন্বয়—অন্তর্য্যামিণম্ আরভ্য স্থাবরান্তেশবাদিনঃ সন্তি; অশ্বত্থার্কবংশাদেঃ কুলদৈবত্বদর্শনাৎ।

অনুবাদ—অন্তর্য্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া, স্থাবর বৃক্ষাদি পর্য্যন্তকে লোকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে, যেহেতু দেখা যায় অশ্বত্থ, আকন্দ, বাঁশ প্রভৃতি লোকের কুলদেবতা।

টীকা—স্থাবরকে ঈশ্বর বলা, কোথাও ত' দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'যেহেতু দেখা যায় ইত্যাদি'। ১২১

আত্মতত্ত্বের বিচারে সর্ব্বমতের অবিরুদ্ধ ঈশ্বরস্বরূপনির্ণয়

১। ঈশ্বরত্বের উপাধি (জগদুপাদান) মায়ার বর্ণন।

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া যখন এত মতভেদ, তখন কোন্ মত গ্রাহ্য ও কোন্ মত পরিত্যাজ্য ইহার নির্ণয় কি প্রকারে হইবে? (সমাধান) এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

(ক) সকলমতের অবিরুদ্ধ, বিচারসম্মত ঈশ্বরস্বরূপ-বর্ণন প্রতিজ্ঞা।

তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগমবিচারিণাম্।
একৈব প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ সাপ্যত্র স্ফুটমুচ্যতে ॥১২২

অন্বয়—তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগমবিচারিণাম্ প্রতিপত্তিঃ একা এব স্যাৎ। সা অত্র অপি স্ফুটম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—তত্ত্ব নির্ণয় করিবার ইচ্ছায় যাঁহারা সদ্‌যুক্তি ও শ্রুতিবচনের অর্থ বিচার করেন, তাঁহাদের একই সিদ্ধান্ত। সেই সিদ্ধান্ত এই প্রকরণেও আমি স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছি।

টীকা—"তত্ত্বনিশ্চয়কামেন"—অবাধিতার্থবিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ইচ্ছায়, 'ন্যায়াগমবিচারিণাম্"—যুক্তিমূলক শাস্ত্রের এবং আপ্তমূলক বেদাদিবাক্যের বিচারপ্রবণ পুরুষদিগের, "প্রতিপত্তিঃ একা এব স্যাৎ"—সিদ্ধান্ত একই হইবে। অচ্যুতরায় বলেন "ন্যায়াগম" বলিতে বুঝিতে হইবে বেদাদি কাব্যান্ত সমস্ত শব্দব্রহ্ম। সেই একই সিদ্ধান্ত কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। ১২২

সেই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিবার জন্য তাহার অনুকূল শ্রুতিবচন (শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০) (উপক্রমরূপে) পাঠ করিতেছেন ঃ—

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ১২৩

অন্বয়—মায়াম্ তু (এব) প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ (বিদ্যাৎ)। অস্য অবয়ব-ভূতৈঃ তু সর্ব্বম্ ইদম্ জগৎ ব্যাপ্তম্।

অনুবাদ—মায়াকেই প্রকৃতি বা জগদুপাদানকারণ বলিয়া এবং মায়াবীকে মহেশ্বর বা সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদ অধিষ্ঠানরূপে প্রেরয়িতা বলিয়া জানিবে। ইহার অর্থাৎ এই মায়োপাধিক চৈতন্যরূপ মহেশ্বরের অবয়বস্বরূপ সমুদায় জীব এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

টীকা—"মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ"—মায়াকেই প্রকৃতি বা জগতের উপাদানকারণ বলিয়া জানিবে। "মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ বিদ্যাৎ"—মায়োপাধিক অন্তর্যামীকেই মায়ার অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্ত-কারণ বলিয়া জানিবে। "অস্য"—এই মায়োপাধিক মহেশ্বরের, "অবয়বভূতৈঃ তু"—অংশরূপ চরাচর অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূহের দ্বারাই, "সর্ব্বম্ ইদম্ জগৎ ব্যাপ্তম্"—সম্পূর্ণ এই বিবিধ প্রত্যয়গম্য জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।* ১২৩

এই শ্রুতিবচনানুসারেই ঈশ্বরস্বরূপবিষয়ক নির্ণয় করা উচিত, এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত শ্রুতিবচনানুসারেই ঈশ্বরস্বরূপ নির্ণয়।

ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ন্যায্যো নির্ণয় ঈশ্বরে।
তথা সত্যবিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরান্তেশবাদিনাম্ ॥১২৪

অন্বয়—ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ঈশ্বরে নির্ণয়ঃ ন্যায্যঃ। তথা সতি স্থাবরান্তেশবাদিনাম্ অবিরোধঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—এই শ্রুতিবচনানুসারেই ঈশ্বরবিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে যাহারা স্থাবর পর্য্যন্তকে ঈশ্বর বলিয়া মানে তাহাদের সহিত আর বিরোধ হয় না।

টীকা—এই প্রকার নির্ণয় বা সিদ্ধান্তস্থাপন কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা অন্তর্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত নানা পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, তাহাদের সকলের মতের সহিত আর বিরোধ থাকে না বলিয়া যুক্তিযুক্ত—'তাহা হইলে' ইত্যাদি দ্বারা। ইহার অভিপ্রায় এই যে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগতেরই ঈশ্বরত্ব মানিলে, কোনও মতাবলম্বীর সহিত আর বিরোধ হয় না। ১২৪

ভাল, জগতের উপাদানকারণরূপ মায়ার রূপটি কি প্রকার? তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) মায়ার রূপ অজ্ঞান, তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ।
অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিজজ্ঞে শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥১২৫

অন্বয়—ইয়ম্ চ মায়া তমোরূপা, তাপনীয়ে তদীরণাৎ; তত্র অনুভূতিম্ মানম্ শ্রুতিঃ স্বয়ম্ প্রতিজজ্ঞে।

অনুবাদ—এই মায়া অজ্ঞানস্বরূপা, কেননা, নৃসিংহোত্তর-তাপনীয়

* শঙ্করানন্দ এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন —"অবয়বভূতৈঃ —একদেশভূতৈঃ"; বিজ্ঞানভগবান্ লিখিয়াছেন "অবয়বভূতৈঃ ঘটাকাশ-স্থানীয়ৈঃ, ইদং রজতমিত্যত্র ইদংস্থানীয়ৈঃ সত্তাস্ফুরণৈঃ।"

উপনিষদে মায়া 'তমোরূপা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে অনুভূতিই প্রমাণ, এই কথা শ্রুতি নিজেই স্পষ্টাক্ষরে অবধারণ করিয়াছেন।

টীকা—"ইয়ম্ চ মায়া তমোরূপা"—['মায়া চ তমোরূপা অনুভূতেঃ'—নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উ, ৯] এই মায়া যে 'অজ্ঞানস্বরূপ', তাহা কি প্রকারে জানা যায়? তাহা উক্ত শ্রুতিবচন হইতে জানা যায় অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যখন মন্ত্র ও ঔষধিদ্বারা দর্শকের অজ্ঞানে ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া দর্শককে আপনার অভীষ্ট অঘটনঘটনা দেখায়, তখন তাহার সেই শক্তিকে 'মায়া' এই আখ্যা দেওয়া হয়। সেই মায়ানাম্নী শক্তি অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হয় বলিয়া অজ্ঞানই মায়ার রূপ। সেই প্রকার ব্রহ্ম যে শক্তির দ্বারা আপনার স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া জগৎপ্রপঞ্চ প্রদর্শন করেন, তাহার সেই শক্তিকেও মায়া এই আখ্যা দেওয়া হয়। জীবের অজ্ঞানই সেই মায়ার রূপ। (আত্মার স্বরূপের) জ্ঞান তাহার বিরোধী বা বিনাশক বলিয়া তাহার নাম অজ্ঞান। মায়া যে অজ্ঞানরূপ তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন "অনুভূতেঃ"—এ বিষয়ে নিজ নিজ অনুভবই প্রমাণ: শ্রুতি এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন। এই কথাই বিদ্যারণ্য মুনি স্বয়ং "দীপিকায়" অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যায় এইরূপে বুঝাইয়াছেন—'আত্মা যদি পরমাত্মার সহিত একীভূত হইলেন, তাহা হইলে স্বপ্রকাশ আত্মার স্বরূপে অবস্থান কেন তাঁহাতে মায়া ও অবিদ্যা সম্ভব হয়? যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে বলি সত্য বটে এইরূপ অনুপপত্তি হয়; তাহা হইলেও, সকলকেই নিজ নিজ অনুভূতিবশতঃ তমোরূপ মায়া স্বীকার করিতে হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ।" সমস্ত জগৎ এই তমোরূপিণী মায়ার দ্বারা রচিত, ইহাই বলা হইল, আত্মার অদ্বয়স্বরূপতা বুঝাইবার জন্য। ১২৫

(শঙ্কা) ভাল, সেই মায়া যে তমোরূপ বা অজ্ঞানস্বরূপ, তদ্বিষয়ে সেই শ্রুত্যুক্ত লোকানুভব কি প্রকার? (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই শ্রুতিই উক্ত বচনমধ্যে সেই অনুভব পরিস্ফুট করিয়াছেন:—[তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকম্ অনন্তং তুচ্ছমিদং রূপমস্য—নৃসিংহ উ, তা, উ, ৯] এই কথাই বলিতেছেন:—

মায়ার অজ্ঞানরূপতা-বিষয়ে সেই শ্রুত্যুক্ত লোকানুভব বর্ণন।

জড়ং মোহাত্মকং তচ্চেত্যনুভাবয়তি শ্রুতিঃ।
আবালগোপং স্পষ্টত্বাদানন্ত্যং তস্য সাব্রবীৎ ॥১২৬

অন্বয়—তৎ জড়ম্ চ মোহাত্মকম্ ইতি শ্রুতিঃ অনুভাবয়তি, আবালগোপম্ স্পষ্টত্বাৎ তস্য আনন্ত্যম্ সা অব্রবীৎ।

অনুবাদ—সেই মায়ার কার্য্য যে জড়রূপ এবং মোহরূপ শ্রুতি ইহা অতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। মায়ার সেই জড়রূপ ও মোহরূপ কার্য্য, বালক, মূর্খ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্পষ্ট প্রতীত হয় বলিয়া শ্রুতি সেই মায়ার রূপকে অনন্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

টীকা—উক্ত শ্রুতিবচনের অর্থ—মায়ার সেই এই (আলোচ্য) রূপটি জড়, মোহস্বরূপ,

অনন্ত ও তুচ্ছ (অনির্ব্বচনীয়)। শ্রুতিবচনদ্বারা তাহার সর্ব্বানুভবসিদ্ধতা সূচনা করিতেছেন। 'বালক মূর্খ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র'—ইত্যাদি দ্বারা।* ১২৬

জড় শব্দের অর্থ বলিতেছেন ঃ—

(ঙ) মায়ার বিশেষণ—জড় ও মোহের অর্থ।

অচিদাত্মঘটাদীনাং যৎ স্বরূপং জড়ং হি তৎ।
যত্র কুণ্ঠীভবেদ্ বুদ্ধিঃ স মোহ ইতি লৌকিকাঃ॥১২৭

অন্বয়—অচিদাত্মঘটাদীনাম্ যৎ স্বরূপম্ তৎ হি জড়ম্। যত্র বুদ্ধিঃ কুণ্ঠীভবেৎ স, মোহঃ ইতি লৌকিকাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অচেতন ঘটাদির যে স্বরূপ তাহাকেই জড় বলা হয় এবং যে বস্তুতে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়, অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারে না,—বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, তাহাকে মোহ বলা হয়। এইরূপই লোকব্যবহার। ১২৭

এই দুই শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে, মায়ার অনন্ততা অর্থাৎ সর্ব্বজনের অনুভবসিদ্ধতাবিশিষ্ট অনন্ততা সিদ্ধ হইল, ইহাই বলিতেছেন ঃ -

(চ) যুক্তিদ্বারা ও শ্রুতির দ্বারা মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা সাধন।

ইত্থং লৌকিকদৃষ্ট্যৈতৎ সর্ব্বৈরপ্যনুভূয়তে।
যুক্তিদৃষ্ট্যা ত্বনির্ব্বাচ্যং নাসদাসীদিতি শ্রুতেঃ॥১২৮

অন্বয়—ইত্থম্ লৌকিকদৃষ্ট্যা এতৎ সর্ব্বৈঃ অপি অনুভূয়তে। যুক্তিদৃষ্ট্যা তু অনির্ব্বাচ্যম্, "ন অসৎ আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ।

অনুবাদ—এই প্রকারে লৌকিক দৃষ্টিতে, এই জড়তা ও মোহরূপ মায়া যে তমোরূপ, তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। কিন্তু যুক্তিপূর্ব্বক দেখিতে গেলে তাহা অনির্ব্বাচ্য অর্থাৎ তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় না। তদ্বিষয়ে "নাসদাসীয়" শ্রুতিই প্রমাণ।

---

* উক্ত উপনিষদের স্ব-রচিত টীকা "দীপিকায়" বিদ্যারণ্যমুনি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন -"এষা এব সর্ব্বম্" এই অবিদ্যাই সমস্ত জগৎ; ইহা প্রতিপাদন করিতে, অবিদ্যার জগৎকারণতা উপপাদন করিবার জন্য সেই অবিদ্যার স্বরূপ বলিতেছেন তৎ এতৎ জড়ম্ ইত্যাদি। জড়রূপ জগতের কারণ বলিয়া উপপাদন করিবার জন্য এই মায়ার 'তমঃ' যে জড়, তাহা সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদিতে সকলেরই অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হয় এই কথাই বলিতেছেন - 'মায়ার এইরূপটি জড়।' আমি মূঢ় (অজ্ঞান) ছিলাম, এই জগৎও মূঢ় (আবৃত) ছিল - এইরূপে প্রসিদ্ধ মূঢ়তাও সুষুপ্তিকালীন মোহের নিজরূপ ইহা বলিবার জন্য সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান যে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ তাহাই বলিতেছেন 'মোহাত্মকম্' এই শব্দদ্বারা। সেই মোহ যে সকলেরই কারণ, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য সুষুপ্তিকালে তাহার যে অনন্ততা অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা বলিতেছেন 'অনন্তম্' এই শব্দদ্বারা। অজ্ঞানরূপ তমঃ যে অনন্ত, তাহা জাগ্রৎকালেও সিদ্ধ, কেননা, জাগ্রৎকালে সর্ব্ববিষয়ের অজ্ঞান সম্ভব হয়। তাহাকে অনির্বচনীয় জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধ করিবার জন্য সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা তাহা যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা অনুভব-বলে সিদ্ধ হয়; সেই অনির্ব্বচনীয়তা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন 'তুচ্ছ'। সৎকার্য্যবাদীর পক্ষ উপপাদনের জন্য সমস্ত কার্য্যই যে সুষুপ্তিকালীন অন্ধকারে (অজ্ঞানে বাসনারূপে অবস্থান করে, ইহা বুঝাইতে বলিতেছেন -'ইদং রূপম্ অস্য' ইহার এই রূপ।

টীকা—"এতৎ"—মায়ার এই জাড্যমোহরূপ তমোরূপতা। (শঙ্কা) ভাল, মায়া যদি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ হইল, তাহা হইলে ঘটাদি যেমন জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত (তিরোহিত) হয় না, সেইরূপ মায়াও জ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"আর যুক্তিপূর্ব্বক দেখিতে গেলে" ইত্যাদি। "তু"—কিন্তু, এই শব্দটি মায়ার তমোরূপের অনির্ব্বচনীয়তা-বিষয়ে শঙ্কার নিবৃত্তির জন্য। যাহাকে 'সৎ' বলা যায় না, 'অসৎ' বলা যায় না, (কিম্বা 'সদসৎ' বলা যায় না) তাহাকে 'অনির্ব্বাচ্য' বলে। তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'নাসদাসীয়' শ্রুতিই ইহার প্রমাণ। তাহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সংখ্যক সূক্ত [নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং, নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্॥]—প্রলয়কালে অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না। (তৎকালে অসৎ ও সৎ উভয় হইতে ভিন্ন, যাহাকে মায়া বলে, তাহাই কেবল বিদ্যমান ছিল।) পৃথিবী প্রভৃতি 'লোক' (ভুবন) ছিল না, অন্তরিক্ষও ছিল না এবং স্বর্গাদিলোক যাহা অন্তরিক্ষের পারে, তাহাও ছিল না, (ইহার দ্বারা জগতের ব্যক্ত দশার নিষেধ করা হইল।) ব্রহ্মাণ্ডের আবরক তত্ত্বসকল বিদ্যমান ছিল না। কোন্ প্রদেশে থাকিয়াই বা আবরণ করিবে? কাহার ভোগের জন্যই বা আবরণ করিবে? (জীবের ভোগের জন্য জগতের অভিব্যক্তি; পুরাণাদিতে আছে, জগতের অভিব্যক্তিকালে আকাশাদি ভূতসকল ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করিয়া থাকে; প্রলয়ে সেই ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবসকল প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থান করে। সুতরাং জীবভোগার্থ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ সম্ভব হয় না)। তখন কি অগাধ জলরাশি ছিল? [না, তাহাও ছিল না]।১২৮

এই শ্রুতিবচনের অভিপ্রায় বলিতেছেন :—

(৮ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা প্রতিপাদক শ্রুতির অভিপ্রায়।)

নাসদাসীদ্বিভাতত্বান্নো সদাসীচ্চ বাধনাৎ।
বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ॥১২৯

অন্বয়—বিভাতত্বাৎ, ন অসৎ আসীৎ, নো চ সৎ আসীৎ বাধনাৎ। বিদ্যাদৃষ্ট্যা তুচ্ছম শ্রুতম্, তস্য নিত্যনিবৃত্তিতঃ।

অনুবাদ—অনুভূতির বিষয় হইয়া ভাসমান রহিয়াছে বলিয়া (সেই মায়াকে) অসৎ বলা যায় না; তাহার বাধ হয় বলিয়া অর্থাৎ তাহা জ্ঞানবিনাশ্য বলিয়া সেই মায়াকে সৎও বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহা নিত্যনিবৃত্ত বলিয়া শ্রুতি মায়াকে 'তুচ্ছ' বলিয়াছেন।

টীকা—"বাধনাৎ"—['নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—বৃহদা উ, ৪।৪।১৯; কঠ উ, ৪।১১]—এই ('অনানা') ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানাত্ব (বিভাগ বা ভেদ) নাই—এই শ্রুতিবচনদ্বারা (ভেদ-প্রত্যয়জনক) অজ্ঞান নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া। মায়ার রূপ সেই অজ্ঞানের সদসৎ উভয়রূপতা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া অযুক্ত অর্থাৎ বিকল্প করিবার অযোগ্য, এইহেতু শ্রুতি কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে। এই প্রকারে যুক্তিপূর্ব্বক দৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞানের

অনির্ব্বচনীয়তা অর্থাৎ মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়া, "ইহার (মায়ার) এই অজ্ঞানরূপটি তুচ্ছ" এই শ্রুতিবচন বুঝাইতেছে যে যিনি বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহার অনুভবে এই মায়া তুচ্ছ—'জ্ঞান-দৃষ্টিতে' ইত্যাদি শব্দদ্বারা। অজ্ঞান আকাশকুসুমের ন্যায় স্বরূপশূন্য বলিয়া তুচ্ছ অর্থাৎ হেয়, তাহার হেতু বলিতেছেন—"নিত্যনিবৃত্তিতঃ"—নিত্যনিবৃত্ত অর্থাৎ নিত্যবাধিত বলিয়া। বাধ 'বিষয়রূপ' এবং 'বিষয়িরূপ' ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে রজ্জুতে সর্পের বাধ বা ব্যাবহারিক অভাব যেমন তিন কালেই বিদ্যমান, সেইরূপ অধিষ্ঠান-ব্রহ্মে অবিদ্যা এবং অবিদ্যাকার্য্যের বাধ অর্থাৎ পারমার্থিক অভাব, তিন কালেই বিদ্যমান। ইহার নাম 'বিষয়িরূপ' বাধ। আর অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যের উক্তরূপ সদাই অভাবের যে নিশ্চয়রূপ বাধ, তাহা 'বিষয়রূপ' বাধ। 'বিষয়' বলিতে যাহার প্রকাশ হয় তাহাকে এবং 'বিষয়ী' বলিতে প্রকাশককে বুঝিতে হইবে।

এখন মহাবাক্যদ্বারা 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয় হইলে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের পরবর্ত্তী ক্ষণে, 'তিন কালেই আমাতে অবিদ্যা বা প্রপঞ্চ নাই'—এই আকারের বুদ্ধিরূপ যে বাধ, তাহা পূর্ব্বসিদ্ধ অবিদ্যাদির অভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া 'বিষয়িরূপ' বাধ। আর, 'বিষয়রূপ' বাধ না হইলেও কেবল তাহার নিশ্চয়রূপ 'বিষয়িবাধ' হয়—এইরূপ মানিলে, তাহা ভ্রমরূপই হইবে অর্থাৎ 'একে অন্যবুদ্ধি' হইবে। এইহেতু 'বিষয়রূপ' বাধ অবশ্যই মানিতে হইবে। এই কারণে এস্থলে 'নিত্যনিবৃত্ত'-শব্দ দ্বারা 'বিষয়রূপ' বাধকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১২৯

উপপাদিত অর্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(জ) মায়ার ত্রৈবিধ্যাবধারণ করিয়া পূর্ব্বগত শ্লোকোক্ত অর্থের উপসংহার।

তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥ ১৩০

অন্বয়—শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ ত্রিভিঃ বোধৈঃ অসৌ মায়া তুচ্ছা অনির্ব্বচনীয়া বাস্তবী চ ইতি ত্রিধা জ্ঞেয়া।

অনুবাদ—সেই মায়াকে তিন প্রকার দৃষ্টিতে বুঝা যায়; শ্রৌতদৃষ্টিতে তাহা তুচ্ছ, যুক্তির দৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয়; এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবী।

টীকা—'শ্রৌতবোধে'—অর্থাৎ শ্রুত্যর্থ বিচারজনিত দৃষ্টিতে, মায়া "তুচ্ছা"—তিন কালেই অসৎ; যুক্তিজনিত দৃষ্টিতে মায়া "অনির্ব্বচনীয়"—'সৎ', 'অসৎ' ও 'সদসৎ' হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ মিথ্যা এবং লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টিতে মায়া সত্য। মায়াকে এই তিন প্রকারে বুদ্ধিগম্য করা যায়। ১৩০

(মায়া) [অস্য (জগতঃ) সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ দর্শয়তি—নৃসিংহ উ, তা, উ, ৯] - এই শ্রুতিবচনের অর্থরূপে মায়াকার্য্যের বর্ণন করিতেছেন :—

(ঝ) মায়ার কার্য্য জগতের সদসদ্রূপ প্রদর্শন।

অস্য সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ জগতো দর্শয়ত্যসৌ।
প্রসারণাচ্চ সঙ্কোচাদ্যথা চিত্রপটস্তথা॥ ১৩১

অন্বয়—অসৌ অস্য জগতঃ সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ দর্শয়তি, প্রসারণাৎ সঙ্কোচাৎ চ যথা চিত্রপট, (লিখিতশরীরাদেঃ সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ দর্শয়তি) তথা।

অনুবাদ—এই মায়া জগতের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, অর্থাৎ সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দেখাইতেছেন যেমন চিত্রপট সঙ্কোচ ও বিস্তারদ্বারা সেই চিত্রলিখিত শরীরাকারাদির সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দেখায়, সেইরূপ।

টীকা—এই মায়া জগতের 'সত্ত্ব'—সদ্ভাব, ও 'অসত্ত্ব'—অসদ্ভাব দেখান; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"যেমন চিত্রপট" ইত্যাদিদ্বারা।* ১৩১

[(সিদ্ধত্বাসিদ্ধত্বাভ্যাম্) স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রত্বেন (সৈষা বটবীজসামান্যবদনেকবটশক্তিরেকৈব) ইত্যাদি নৃসিংহোত্তর তা উ, ৯] এই শ্রুতিবচনদ্বারা মায়ার 'স্বতন্ত্রভাবে' ও 'অস্বতন্ত্রভাবে' এই উভয় ভাবেই বিদ্যমানতা প্রদর্শিত হইয়াছে। উভয় পক্ষেই যে যুক্তি আছে, 'চিত্রদীপ'কার তাহাই দেখাইতেছেন :—

মায়ার স্বতন্ত্রতা ও অস্বতন্ত্রতার যুক্তির দ্বারা প্রতিপাদন।

অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্যাদপ্রতীতের্বিনা চিতিম্।
স্বতন্ত্রাপি তথৈব স্যাদসঙ্গস্যান্যথাকৃতেঃ ॥ ১৩২

অন্বয়—মায়া চিতিম্ বিনা অপ্রতীতেঃ অস্বতন্ত্রা হি স্যাৎ তথা এব অসঙ্গস্য অন্যথাকৃতেঃ স্বতন্ত্রা অপি স্যাৎ।

অনুবাদ—চৈতন্য বিনা মায়ার প্রতীতি হয় না বলিয়া মায়া অস্বতন্ত্রা বা পরাধীনা; আবার অসঙ্গ চৈতন্যকে অন্যরূপ অর্থাৎ সসঙ্গ ইত্যাদি করে বলিয়া মায়া স্বতন্ত্রাও বটেন।

টীকা—"অস্বতন্ত্রা"—আপনার প্রকাশক যে চৈতন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রকাশিত হন না বলিয়া অস্বতন্ত্রা, আবার অসঙ্গ অর্থাৎ মায়ার সহিত সম্বন্ধরহিত আত্মাকে অন্য প্রকার অর্থাৎ সম্বন্ধবান্ করেন বলিয়া মায়া স্বতন্ত্রা; ইহাই অর্থ। † ১৩২

---

* নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদের 'দীপিকা'নাম্নী টীকার রচয়িতা 'বিদ্যারণ্য' ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ করিতেছেন :- 'অস্য' স্বাশ্রয়বিষয়রূপস্য চৈতন্যস্য 'সত্ত্বম্' স্বসাক্ষ্যত্বেন তদ্ব্যঞ্জকত্বাদ্ দর্শয়তি স্বতঃ সদসদাদিবিকল্পশূন্যং চৈতন্যম্। অসত্ত্বঞ্চ আচ্ছাদকত্বেন মূঢানাং 'দর্শয়তি' ইত্যর্থঃ। 'অস্য' বলিতে তিনি জগৎকে না বুঝিয়া চৈতন্যকে বুঝিতেছেন ইহাতে মনে হয় দীপিকা-রচয়িতা 'বিদ্যারণ্য' ও 'পঞ্চদশী'-রচয়িতা বিদ্যারণ্য এক ব্যক্তি নহেন, অথবা এই শ্লোকটি ভারতীতীর্থ-রচিত হইলে, তিনি ভিন্নার্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† 'দীপিকা'য় কিন্তু উক্ত শ্রুতিবচন এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—তাভ্যাং সিদ্ধত্বাসিদ্ধত্বাভ্যাম্ আত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যং পারতন্ত্র্যং চ ভবতি ঈশ্বরত্বে জীবত্বে চ নিমিত্তভূতমিত্যাহ 'স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রত্বেনেতি' স্বয়ংসিদ্ধত্বেন অবিদ্যায়াঃ সত্তাপ্রতীত্যর্থক্রিয়াপ্রদতয়া অবিদ্যাং প্রতি স্বাতন্ত্র্যং ভবতি, চৈতন্যস্যাবিদ্যাঙ্গতাভাসদ্বারা তস্যাম্ আত্মত্বারোপাৎ তদ্বৎ পারতন্ত্র্যং চ ভবতি চৈতন্যস্য অতশ্চ তদেব চৈতন্যং জীবেশ্বরভেদভিন্নমিব ভবতি, সাতন্ত্র্যাবিনিবতন্ত্রাবত্বাভ্যাম্ ইত্যর্থঃ।

মায়াদ্বারা আত্মার অন্যথাকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(ঠ) মায়াকর্ত্তৃক আত্মার অন্যথাকরণের অর্থ।

কূটস্থাসঙ্গমাত্মানং জগত্ত্বেন করোতি সা।
চিদাভাসস্বরূপেণ জীবেশাবপি নির্মমে॥ ১৩৩

অন্বয়—সা কূটস্থাসঙ্গম্ আত্মানম্ জগত্ত্বেন করোতি, চিদাভাসস্বরূপেণ জীবেশৌ অপি নির্ম্মমে।

অনুবাদ—সেই মায়া কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার অসঙ্গ আত্মাকে অহঙ্কারাদি প্রপঞ্চময় জগদ্রূপ দেন এবং চিদাভাসস্বরূপে জীব এবং ঈশ্বরকে নির্ম্মাণ করেন।

টীকা—[জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি—নৃসিংহোত্তর উ, ৯] এই শ্রুতিবচনোক্ত জীবেশ্বরবিভাগ* মায়াই করিয়া থাকেন; এই কথাই বলিতেছেন "চিদাভাসস্বরূপে" ইত্যাদিদ্বারা। ১৩৩

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা অন্যথাকৃত হইলে, আত্মার কূটস্থতা বা নির্ব্বিকারতা ত' থাকে না এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন (সমাধান) :—

(ড) উক্তার্থে শঙ্কা ও সমাধান, মায়ার অঘটন-ঘটনকারিতা।

কূটস্থমনুপদ্রুত্য করোতি জগদাদিকম্।
দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাং মায়ায়াং কা চমৎকৃতিঃ?॥১৩৪

অন্বয়—কূটস্থম্ অনুপদ্রুত্য জগদাদিকম্ করোতি, দুর্ঘটৈকবিধায়িন্যাম্ মায়ায়াম্ কা চমৎকৃতিঃ?

অনুবাদ—আত্মার কূটস্থতার হানি না করিয়াই তাঁহাতে জগদাদিদর্শন করান; ইহা পরম বিস্ময়কর হইলেও, অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

টীকা—ভাল, কূটস্থের বিনাশ না ঘটিলে জগদাদির স্বরূপতাসম্পাদন অর্থাৎ জগৎ, জীবভাব ও ঈশ্বরভাবের সম্পাদন ত' দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যেহেতু দুর্ঘটসম্পাদনে মায়াই একমাত্র অর্থাৎ মুখ্য সম্পাদয়িত্রী, মায়ার পক্ষে ইহা কোনও বিস্ময়ের কারণ নহে—"ইহা পরম বিস্ময়কর হইলেও" ইত্যাদিদ্বারা। "অন্যথা"—অর্থাৎ মায়া যদি দুর্ঘটসম্পাদন না করেন, তবে মায়ার মায়াত্ব ঘুচিয়া যাইবে। ১৩৪

---

* দীপিকা এবম্ একস্যা অপি অবিদ্যায়া মায়াময়ত্বেন অনেকজীবাদিপ্রতিভাসোৎপাদনসামর্থ্যম্ অভিধায় চৈতন্যস্য তদ্ধর্ম্মাধ্যাসেন জীবাদিভাবে দ্বারমাহ—জীবেশাবাভাসেন করোতি ইতি। আভাসদ্বারেণ অবিবেকাৎ তস্যাঃ বদ্ধাহন্তাবো জীবো নিরহঙ্কারঃ স্বমায়াভাসসাক্ষী স্বসত্তামাত্রেণ সর্ব্বপ্রবর্ত্তকত্বাৎ ঈশ্বরঃ ইত্যাদি, "বিদ্যারণ্য-কৃত' এই ব্যাখ্যা উক্ত শ্লোকোক্ত ব্যাপার অনুরূপ নহে।

মায়ার দুর্ঘটসম্পাদনকারিত্বের দৃষ্টান্ত :—

(ক) মায়ার অঘটনঘটন-পটুত্বের দৃষ্টান্ত।

দ্রবত্বমুদকে বহ্নাবৌষ্ণ্যং কাঠিন্যমশ্মনি।
মায়ায়াং দুর্ঘটত্বঞ্চ স্বতঃ সিধ্যতি নান্যতঃ ॥ ১৩৫

অন্বয়—উদকে দ্রবত্বম্, বহ্নৌ ঔষ্ণ্যম্, অশ্মনি কাঠিন্যম্ চ, মায়ায়াম্ দুর্ঘটত্বম্ স্বতঃ সিধ্যতি, অন্যতঃ ন।

অনুবাদ—যেমন জলে দ্রবস্বভাব, অগ্নিতে উষ্ণস্বভাব এবং পাষাণে কঠিন-স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ অঘটনঘটনসামর্থ্য মায়াতেই স্বতঃসিদ্ধ, অন্য কোথাও নহে।

টীকা—জলাদির দ্রবত্ব প্রভৃতি যেমন স্বাভাবিক, মায়ার অঘটনঘটনসামর্থ্যও সেইরূপ স্বাভাবিক ; ইহাই অভিপ্রায়। ১৩৫

(শঙ্কা) ভাল, এই যে বলিলেন (১৩৪ শ্লোকে)—মায়ার অঘটনঘটনকারিতা আশ্চর্য্যের কারণ নহে, তাহা ত' মানিয়া লওয়া যায় না ; কেননা, মায়া যে চমৎকার সাধন করিয়া থাকে, ইহা সংসারে সকলেই দেখিয়া থাকে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) সংসারে মায়ার প্রয়োক্তা যে ঐন্দ্রজালিক, যে পর্য্যন্ত তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ না হয়, অর্থাৎ 'ইনিই ঐন্দ্রজালিক' এইরূপে তাঁহাকে না চিনিতে পারা যায়, তাঁহার সেই পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্তই মায়ার চমৎকার-সাধকতা থাকে, পরে আর থাকে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) মায়ার অঘটনঘটন-কারিতায় শঙ্কার সমাধান।

ন বেত্তি লোকো যাবত্তং সাক্ষাত্তাবচ্চমৎকৃতিম্।
ধত্তে মনসি পশ্চাত্তু মায়ৈষেত্যুপশাম্যতি ॥ ১৩৬

অন্বয়—লোকঃ যাবৎ তম্ সাক্ষাৎ ন বেত্তি, তাবৎ মনসি চমৎকৃতিম্ ধত্তে, পশ্চাৎ তু এষা মায়া ইতি উপশাম্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—যতকাল পর্য্যন্ত লোকে সেই মায়ার প্রয়োগকর্ত্তাকে সাক্ষাদ্-ভাবে না জানিতে পারে ততকাল পর্য্যন্ত লোকে চমৎকারিত্ব অনুভব করে, পরে কিন্তু 'ইহা মায়া' জানিয়া উপশান্ত হয়—আশ্চর্য্যের নিবৃত্তি অনুভব করে। ১৩৬

কিম্বা, জগৎকে সত্য বলিয়া মানে, যে নৈয়ায়িক প্রভৃতি, তাহাদিগের প্রতিই এই প্রশ্ন করা উচিত, মায়াবাদী বৈদান্তিক, আমাদিগের প্রতি নহে, ইহাই বলিতেছেন :

প্রসরন্তি হি চোদ্যানি জগদ্বস্তুত্ববাদিষু।
ন চোদনীয়ং মায়ায়াং তস্যাশ্চোদ্যৈকরূপতঃ ॥ ১৩৭

অন্বয়—জগদ্বস্তুত্ববাদিষু চোদ্যানি প্রসরন্তি হি, মায়ায়াম্ চোদনীয়ম্ ন, তস্যাঃ চোদ্যৈকরূপতঃ।

অনুবাদ—উক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ জগৎসত্যত্ববাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রতিই চলিতে পারে। যাঁহারা জগৎকে মায়াময় বলেন, সেই বৈদান্তিকদিগের প্রতি এইরূপ প্রতিষেধার্থক প্রশ্ন করা অর্থাৎ আক্ষেপ অনুচিত, যেহেতু মায়াই মুখ্য আক্ষেপণীয়স্বরূপ।

টীকা – আত্মার কূটস্থতাকে অব্যাহত রাখিয়া মায়া কিরূপে তাঁহাকে জগদ্রূপে প্রদর্শন করেন? এইরূপ কার্য্যকারণভাববিষয়ক প্রশ্ন আরম্ভপরিণামাদিবাদী তার্কিকাদির প্রতিই চলিতে পারে—বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকদিগের প্রতি নহে। "মুখ্য আক্ষেপণীয়স্বরূপ" অর্থাৎ প্রতিষেধার্থক প্রশ্নের মূলীভূত অজ্ঞানমাত্ররূপ। ১৩৭

মায়াবাদীর প্রতি প্রশ্ন করিলে, অতিপ্রসঙ্গতা বা অতিব্যাপ্তিদোষ আসিয়া পড়ে, ইহাই বলিতেছেন :—

চোদ্যেঽপি যদি চোদ্যং স্যাত্ত্বচ্চোদ্যে চোদ্যতে ময়া।
পরিহার্য্যং ততশ্চোদ্যং ন পুনঃ প্রতিচোদ্যতাম্ ॥১৩৮

অন্বয়—চোদ্যে অপি যদি চোদ্যম্ স্যাৎ, ত্বচ্চোদ্যে ময়া চোদ্যতে; ততঃ চোদ্যম্ পরিহার্য্যম্, পুনঃ (ত্বয়া) ন প্রতিচোদ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি সেই আক্ষেপণীয়স্বরূপ মায়া লইয়া তুমি আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিষেধাভিপ্রায়ক প্রশ্ন কর, তবে তোমার সেইরূপ আক্ষেপের প্রতি আমিও আক্ষেপ করিতে পারি। সেইহেতু সেইরূপ প্রতিষেধার্থক পূর্ব্বপক্ষকরণে বিরতি অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। তোমার আবার প্রতিপ্রশ্ন করা উচিত হয় না।

টীকা—(অচ্যুতরায়)। (যদি আক্ষেপণীয়স্বরূপ মায়া লইয়া) আক্ষেপ করিতে আগ্রহান্বিত হও, তবে যেহেতু তোমার সেই আক্ষেপ একটি 'কার্য্য', তাহার অবশ্য একটি কারণ মানিতে হইবে, এবং সেই কারণকে আক্ষেপরূপ কার্য্যের 'নিয়তপূর্ব্ববৃত্তি' হইতে হইবে, এবং সেই কারণের কারণতা যখন উক্ত কার্য্যের কার্য্যতাসাপেক্ষ, তখন তোমার উপর আমার 'অন্যোন্যাশ্রয়রূপ' আক্ষেপ পড়িল। তাহার পরিহার তোমার অসাধ্য। অতএব বিবর্ত্তবাদীর প্রতি, হে ভেদবাদিন্, তোমার 'আক্ষেপ' কর্ত্তব্য নহে; ইহাই অভিপ্রায়। ১৩৮

এই কথাই সবিস্তর বলিতেছেন অর্থাৎ মায়ার স্বরূপ লইয়া পূর্ব্বপক্ষকারীকে নিরস্ত করিয়া প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন :—

বিস্ময়ৈকশরীরায়া মায়ায়াশ্চোদ্যরূপতঃ।
অন্বেষ্যঃ পরিহারোঽস্যা বুদ্ধিমদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৩৯

অন্বয়—বিস্ময়ৈকশরীরায়াঃ মায়ায়াঃ চোদ্যরূপতঃ অস্যাঃ পরিহারঃ বুদ্ধিমদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ অন্বেষ্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—(অঘটিতঘটনপটুতাহেতু) বিস্ময়ই মুখ্যতঃ যাঁহার শরীর অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সংশয়বিষয়ীভূত অর্থ, সেই আক্ষেপণীয়স্বরূপ মায়ার পরিহারের নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ; তাহার স্বরূপনির্ণয়ে আগ্রহ করা উচিত নয়। তাৎপর্য্য এই যে, যে অজ্ঞানবশতঃ মায়াকার্য্যের সন্দিগ্ধত্ব ভাসমান হয়, তাহার নিবৃত্তির উপায়োদ্ভাবন অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানলাভই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। ১৩৯

(শঙ্কা) ভাল, মায়ার স্বভাব নির্ণীত হইলেই, তবে সেই মায়ার নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধান করা উচিত হয়। সেই মায়ার স্বভাব ত' এপর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বাদী এই প্রকারে মূল সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

৫) মায়ার লক্ষণ অসিদ্ধ বলিয়া শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

মায়াত্বমেব নিশ্চেয়মিতি চেত্তর্হি নিশ্চিনু।
লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যত্তদীক্ষ্যতাম্ ॥১৪০

অন্বয়—মায়াত্বম্ এব নিশ্চেয়ম্ ইতি চেৎ, তর্হি নিশ্চিনু : লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়াঃ যৎ লক্ষণম্ তৎ ঈক্ষ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি বল মায়ার স্বভাব নির্ণয় করা উচিত, তবে বলি, তাহাই কর : লোকপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রজালরূপ মায়ার যাহা লক্ষণ, তাহাই এই মায়ায় প্রয়োগ করিয়া দেখ।

টীকা—বলিলেন ত' 'তাহাই কর' অর্থাৎ মায়ার স্বভাব নির্ণয় কর,—কিন্তু মায়ার লক্ষণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"লোকপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রজালরূপ মায়ার" ইত্যাদি। ১৪০

ভাল, সেই লোকপ্রসিদ্ধ মায়ার লক্ষণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

৬) ইন্দ্রজালরূপ লৌকিক মায়ার লক্ষণ।

ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা।
সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে ॥১৪১

অন্বয়—যা ন নিরূপয়িতুম্ শক্যা, বিস্পষ্টম্ ভাসতে চ, সা মায়া ইতি ইন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে।

অনুবাদ যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না অথচ যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, তাহাকেই লোকে 'মায়া' বলে। ইন্দ্রজালাদিতে লোকে ইহা দেখিয়া থাকে।

টীকা—তাহা হইলে মায়ার লক্ষণ হইল—'নিরূপণানর্হত্বে সতি স্পষ্টতরভাসমানত্বম্ মায়াত্বম্'—যাহা নিরূপণের অযোগ্য হইয়াও স্পষ্টতর ভাবে ভাসমান, তাহাই মায়া। ব্রহ্ম বুদ্ধির অবিষয় বলিয়া নিরূপণের অযোগ্য হইলেও আকাশকুসুমের ন্যায় তুচ্ছ নহেন ; আবার শশশৃঙ্গ প্রভৃতি 'তুচ্ছ' হইলেও স্পষ্টতর ভাবে ভাসমান হয় না বলিয়া মায়া নহে। সুতরাং উক্ত লক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ নাই। ১৪১

ইন্দ্রজালাদি দৃষ্টান্তদ্বারা যে লক্ষণ সিদ্ধ হইল, আলোচ্য মায়ারূপ দার্ষ্টান্তে তাহারই যোজনা করিতেছেন :—

(দ) জগদ্রূপ দার্ষ্টান্তে ইন্দ্রজালের দৃষ্টান্তের যোজনা।

স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগত্তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ ॥ ১৪২

অন্বয়—ইদম্ জগৎ স্পষ্টম্ ভাতি, তন্নিরূপণম্ চ অশক্যম্, তস্মাৎ অপক্ষপাততঃ জগৎ মায়াময়ম্ ঈক্ষস্ব।

অনুবাদ ও টীকা—এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, অথচ ইহার কোন একটি বস্তু লইয়া তাহার স্বরূপ অনুধাবন কর, তাহার নিরূপণ করিতে পারিবে না। অতএব পক্ষপাতরহিত হইয়া এই জগৎ মায়াময় কি না, বিচার কর। ১৪২

(শঙ্কা) জগতের নিরূপণ অসাধ্য কিসে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই অসাধ্যতা দেখাইতেছেন :—

(ধ) জগতের স্বরূপ-নিরূপণ অসাধ্য।

নিরূপয়িতুমারব্ধে নিখিলৈরপি পণ্ডিতৈঃ।
অজ্ঞানং পুরতস্তেষাং ভাতি কক্ষাসু কাসুচিৎ॥১৪৩

অন্বয়—নিখিলৈঃ পণ্ডিতৈঃ অপি নিরূপয়িতুম্ আরব্ধে তেষাম্ কাসুচিৎ কক্ষাসু পুরতঃ অজ্ঞানম্ ভাতি।

অনুবাদ ও টীকা—জগতের সমস্ত পণ্ডিত মিলিত হইয়া যদি সেইরূপ নিরূপণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা কোনও না কোন নির্ণয়স্তরে উপনীত হইলে দেখিতে পাইবেন, সম্মুখে অজ্ঞান বিদ্যমান (ও পথ রুদ্ধ)। ১৪৩

সেইরূপ নিরূপণ যে অসাধ্য, তাহা উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ন) উদাহরণদ্বারা নিরূপণের অসাধ্যতা স্পষ্টীকরণ।

দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা বীর্য্যেণোৎপাদিতাঃ কথম্।
কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যুক্তে তে কিমুত্তরম্? ॥১৪৪

অন্বয়—দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ ভাবাঃ কথম্ বীর্য্যেণ উৎপাদিতাঃ? কথম্ বা তত্র চৈতন্যম্ ইতি উক্তে তে উত্তরম কিম্ (স্যাৎ)?

অনুবাদ ও টীকা—(দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পদার্থ বীর্য্যদ্বারা কি প্রকারে উৎপাদিত হইল? কি প্রকারেই বা সেই সেই পদার্থে চৈতন্যের সমাবেশ হইল? এইরূপ প্রশ্ন করিলে তোমার উত্তর কি হইবে? ১৪৪

এই প্রশ্ন লইয়া স্বভাববাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

স্বভাববাদীর শঙ্কা ও সমাধান।

বীর্য্যস্যৈষ স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্বিদিতং ত্বয়া।
অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ বন্ধ্যবীর্য্যতঃ॥ ১৪৫

অন্বয়—(স্বভাববাদী—) এষঃ বীর্য্যস্য স্বভাবঃ (ইতি) চেৎ? (সিদ্ধান্তী—) কথম্ তৎ ত্বয়া বিদিতম্? [(স্বভাববাদী—) অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ তৎ জানামি।] (সিদ্ধান্তী) অন্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ (ত্বয়া উক্তৌ) তৌ বন্ধ্যবীর্য্যতঃ ভগ্নৌ।

অনুবাদ—স্বভাববাদী যদি বলেন— 'কেন, বীর্য্যের স্বভাবই এইরূপ'; সিদ্ধান্তী বলিবেন—বীর্য্যের যে ঐরূপ স্বভাব তাহা তুমি কি প্রকারে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার? [স্বভাববাদী তদুত্তরে বলিবেন—'কেন? অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা নিশ্চয় করিতেছি।'] এইরূপ উত্তরের ব্যাপ্ত্যভাব দেখাইয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন তুমি যে অন্বয়ব্যতিরেকের কথা বলিতেছ, বন্ধ্যবীর্য্য পুরুষে ও বন্ধ্যানারীতে তাহার ত' ভঙ্গ বা অব্যাপ্তি দেখিতেছি।

টীকা—"বন্ধ্যবীর্য্যপুরুষে" ইত্যাদি—বন্ধ্য পুরুষের বীর্য্যে এবং বন্ধ্যানারীতে আহিত বীর্য্যের, ব্যর্থতা দেখিয়া 'যেখানে যেখানে বীর্য্য সেখানে সেখানেই দেহাদি' এইরূপ ব্যাপ্তি ঘটে না এবং ব্যাপ্তির অভাবে 'বীর্য্য হইলেই দেহাদি হইবে' এইরূপ অন্বয়ও ঘটে না। আবার স্বেদজে ও উদ্ভিজ্জে, বীর্য্যের দ্বারাই উৎপত্তি, এই নিয়মের ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, বীর্য্য না হইলে উৎপত্তি হইবে না, এইরূপ ব্যতিরেকও ঘটে না। ১৪৫

এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, পরিশেষে উত্তর দিতে হইবে—"কিছুই জানি না' এই ফলিতার্থই বলিতেছেন :—

এ ফলিতার্থ জগৎ ইন্দ্রজাল।

ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব।
অতএব মহান্তোঽস্য প্রবদন্তীন্দ্রজালতাম্॥ ১৪৬

অন্বয়—অন্তে, এতৎ কিম্ অপি ন জানামি ইতি তব শরণম্। অতঃ এব মহান্তঃ অস্য ইন্দ্রজালতাম্ প্রবদন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—'আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা কিছুই জানি না'—পরিশেষে (হে ভেদবাদিন্ তার্কিক) তুমি এইরূপে অজ্ঞানকেই আশ্রয় করিবে। এই কারণে জ্ঞানিগণ এই জগৎকে ইন্দ্রজাল বলেন। ১৪৬

উক্ত ছয়টি শ্লোকে বর্ণিত, জগতের অনির্ব্বচনীয়তা বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণও যে একমত, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ব) মায়ার ইন্দ্রজালতা বিষয়ে প্রাচীনগণের ঐকমত্য।

এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদ্গর্ভবাসস্থিতং
রেতশ্চেতিতি হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরম্।
পর্য্যায়েণ শিশুত্বযৌবনজরাবেষৈরনেকৈর্বৃতং
পশ্যত্যত্তি শৃণোতি জিঘ্রতি তথাগচ্ছত্যথাগচ্ছতি ॥১৪৭

অন্বয়—এতস্মাৎ অপরম্ ইন্দ্রজালম্ কিম্ ইব যৎ গর্ভবাসস্থিতম্ রেতঃ চেততি হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ভূতনানাঙ্কুরম্ (সৎ) পর্য্যায়েণ অনেকৈঃ শিশুত্বযৌবনজরাবেষৈঃ বৃতম্ পশ্যতি, অত্তি, শৃণোতি, জিঘ্রতি, তথা গচ্ছতি, অথ আগচ্ছতি।* (শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দঃ)।

অনুবাদ ও টীকা—ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল আর কি আছে যে বীর্য্য গর্ভবাসে থাকিয়া চৈতন্যময় হইয়া উঠে অর্থাৎ স্পন্দন করে, কর-চরণ-শিরোরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা পল্লবিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে শৈশব-যৌবন-জরারূপ বেশে আচ্ছাদিত হইয়া, দর্শন, ভোজন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি এবং গমনাগমনাদি বিবিধ প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে? ১৪৭

কেবল দেহই যে অনির্ব্বচনীয়স্বভাব এরূপ নহে, বটবৃক্ষাদিও এইরূপ দুর্নিরূপণস্বভাব :—

(ভ) জন্তুদেহের ন্যায় বৃক্ষাদিও দুর্জ্ঞেয়স্বরূপ।

দেহবদ্বটধানাদৌ সুবিচার্য্য বিলোক্যতাম্।
ক্ব ধানাঃ কুত্র বা বৃক্ষস্তস্মান্মায়েতি নিশ্চিনু ॥১৪৮

অন্বয়—দেহবৎ বটধানাদৌ সুবিচার্য্য বিলোক্যতাম্ ক্ব ধানাঃ, কুত্র বা বৃক্ষঃ তস্মাৎ মায়া ইতি নিশ্চিনু।

অনুবাদ—দেহের ন্যায় বটবৃক্ষাদির ক্ষুদ্র বীজ লইয়া বিচার করিয়া দেখ, কোথায় সেই অতি সূক্ষ্ম বীজ আর কোথায়ই বা বিশাল বটমহীরুহ। এইহেতু এ সকলই যে মায়া, তাহা অবধারণ কর।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে এবং নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উপনিষদের নবম কণ্ডিকায় বটফলের বীজ লইয়া বিচার বর্ণিত আছে। ১৪৮

(শঙ্কা) ভাল, আমরাই যেন মায়াস্বরূপাবধারণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু (নৈয়ায়িক) উদয়ন প্রভৃতি আচার্য্যগণ ত' মায়ার নির্ব্বচন করিয়াছেন। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ম) মায়ার স্বরূপ নৈয়ায়িকদিগের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

নিরুক্তাবভিমানং যে দধতে তার্কিকাদয়ঃ।
হর্ষমিশ্রাদিভিস্তে তু খণ্ডনাদৌ সুশিক্ষিতাঃ ॥১৪৯

---

* সম্ভবতঃ বাশিষ্ঠরামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

অন্বয়—যে তার্কিকাদয়ঃ নিরুক্তৌ অভিমানম্ দধতে, তে তু হর্ষমিশ্রাদিভিঃ খণ্ডনাদৌ সুশিক্ষিতাঃ।

অনুবাদ—যে সকল তার্কিক 'আমরা মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছি' বলিয়া গর্ব্ব করে, শ্রীহর্ষমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি গ্রন্থে তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন।

টীকা—উদয়নাচার্য্য—(সম্ভবতঃ ৯৪৪—১০৪৪ খৃঃ অব্দ) মিথিলায় আবির্ভূত হন ইনি ন্যায়তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ববিবেক, লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বলেন—কারণবিশেষরূপে জগন্নির্ম্মাত্রী শক্তিকে অবশ্যই মানিতে হইবে। (ঐরূপে মায়া নির্ব্বচনীয়া)। শ্রীহর্ষাচার্য্য প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জে আবির্ভূত হন; ইনি "খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য"-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া যাবতীয় মতবাদিগণের মত খণ্ডন করেন। ইঁহার অপর গ্রন্থ—অর্ণববর্ণন, শিবশক্তি-সিদ্ধি, সাহসাঙ্ক-চরিত, ছন্দঃপ্রশস্তি, বিজয়প্রশস্তি, গৌড়োর্ব্বীশ-কুলপ্রশস্তি, ঈশ্বরাভিসন্ধি, স্থৈর্য্যবিচারণ-প্রকরণ, নৈষধচরিত ইত্যাদি। ইনি খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে (অথবা ১৪০ কণ্ডিকায়) কারণতার যাবতীয় লক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং কারণতাই যখন সিদ্ধ হয় না, তখন কারণবিশেষরূপে শক্তি বা মায়া সিদ্ধ হয় না, অথচ মায়াকার্য্য জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীত হইতেছে; এইহেতু মায়া অনির্ব্বচনীয়া। ১৪৯

অতীত আটটি শ্লোকে বর্ণিত, জগতের অনির্ব্বচনীয়তাবিষয়ে বেদান্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের বাক্য (সম্ভবতঃ মহাভারত, বনপর্ব্ব হইতে) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ঘ) জগতের অচিন্ত্যরূপতা-বিষয়ে ভাষ্যকারোদ্ধৃত পৌরাণিক [ভারত] বচন প্রমাণ।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ।
অচিন্ত্যরচনারূপং মনসাপি জগৎ খলু ॥ ১৫০

অন্বয়—যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ খলু তান্ তর্কেষু ন যোজয়েৎ; জগৎ খলু মনসা অপি অচিন্ত্যরচনারূপম্।

অনুবাদ ও টীকা—যে সকল পদার্থ, চিন্তার বহির্ভূত, তাহাদিগকে মনুষ্যকল্পিত তর্কের বিষয় করিতে নাই; যেহেতু জগতের রচনা মনেরও অগোচর; সুতরাং মনের উদ্ভাবিত তর্কেরও অগোচর; এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৫০

ভাল, জগতের রচনা অচিন্ত্যস্বরূপ মানিলাম; তাহাতে মায়ায় অর্থাৎ মায়া সম্বন্ধে কি পাওয়া গেল? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(ঙ) মায়ারূপ বীজের বা কারণের বর্ণন।

অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজং মায়েতি নিশ্চিনু।
মায়াবীজং তদেবৈকং সুষুপ্তাবনুভূয়তে ॥ ১৫১

অন্বয়—অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজম্ মায়া ইতি নিশ্চিনু। তৎ এব একম্ মায়াবীজম্ সুষুপ্তৌ অনুভূয়তে।

অনুবাদ—অচিন্ত্যরচনারূপ এই জগতের সেই অচিন্ত্যরচনাশক্তির বীজের নাম মায়া—এইরূপ নিশ্চয় কর। সেই একমাত্র মায়ারূপ বীজ সুষুপ্তিকালে অনুভূত হয়।

টীকা—অচিন্ত্যরচনাশক্তিবিশিষ্ট যে বীজ অর্থাৎ কারণ, তাহাকেই মায়া বলে, ইহাই অর্থ। ভাল, এইপ্রকার অচিন্ত্যরচনাশক্তিবিশিষ্ট কারণ কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"সেই একমাত্র মায়ারূপ বীজ" ইত্যাদি। ১৫১

(শঙ্কা) ভাল, সেই মায়াকে জগতের বীজ কিরূপে বলা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ল) এই বীজে সর্ব্বজগতের সংস্কার অবস্থিত।

জাগ্রৎস্বপ্নজগত্তত্র লীনং বীজ ইব দ্রুমঃ।
তস্মাদশেষজগতো বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৫২

অন্বয়—জাগ্রৎস্বপ্নজগৎ তত্র বীজে দ্রুমঃ ইব লীনম্। তস্মাৎ অশেষজগতঃ বাসনাঃ তত্র সংস্থিতাঃ।

অনুবাদ—জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ এবং স্বপ্নকালে অনুভূত জগৎপ্রপঞ্চ সুষুপ্তিকালে বিদ্যমান সেই মায়ারূপ বীজে বৃক্ষের ন্যায় লীন হইয়া থাকে। সেই কারণে সমস্ত জগতের বাসনা অর্থাৎ জ্ঞানজন্য সংস্কার, সেই মায়াতেই সংস্থিত।

টীকা—সেই মায়াতেই জগতের বিলয় হয় বলিয়া কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই কারণে" ইত্যাদি। যেহেতু মায়াই জগতের কারণ, সেইহেতু সমস্ত জগতের বাসনা বা জ্ঞানজন্য সংস্কার সেই মায়াতেই অবস্থিত। ১৫২

২। ঈশ্বরের স্বরূপ বা আনন্দময় কোশ।

মায়ায় সেই সংস্কারের স্থিতিদ্বারা কি সিদ্ধ হইল? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(ক) মায়ায় স্থিত বুদ্ধি-সংস্কারগত চিদাভাসই ঈশ্বরের রূপ—দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণন।

যা বুদ্ধিবাসনাস্তাসু চৈতন্যং প্রতিবিম্বতি।
মেঘাকাশবদস্পষ্টচিদাভাসোঽনুমীয়তাম্ ॥ ১৫৩

অন্বয়—যাঃ বুদ্ধিবাসনাঃ তাসু চৈতন্যম্ প্রতিবিম্বতি। মেঘাকাশবৎ অস্পষ্টচিদাভাসঃ অনুমীয়তাম্।

অনুবাদ—(জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপ জগতের জ্ঞানরূপ) বুদ্ধির (উপাদান সত্ত্বগুণ-রূপে, যে সকল) সংস্কার মায়ায় অবস্থিত থাকে, তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন। চৈতন্যের সেই প্রতিবিম্বিত আভাস মেঘাকাশের ন্যায় অস্পষ্ট; সেই চিদাভাসকে অনুমানদ্বারা জানিতে হইবে।

টীকা—ভাল, চৈতন্য যখন সেই সংস্কারসমূহে প্রতিবিম্ব-রূপ ধারণ করেন, তখন কেন তাহা অনুভূত হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"চৈতন্যের সেই প্রতিবিম্বিত আভাস"

ইত্যাদি ; অস্পষ্ট থাকে বলিয়া অনুভূত হয় না। ভাল, সংস্কারসমূহে যখন চিদাভাস অস্পষ্ট থাকে, তখন কোন্ প্রমাণদ্বারা সেই চিদাভাসের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অনুমানদ্বারা" ইত্যাদি। ১৫৩

ভাল, মেঘের অংশরূপ জল, অস্পষ্ট আকাশ-প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হইলেও, স্পষ্ট আকাশ প্রতিবিম্বযুক্ত সেই মেঘজলের সজাতীয় ঘটজলের দৃষ্টান্ত থাকায়, মেঘাকাশের অনুমান সম্ভব হয়। কিন্তু এস্থলে সংস্কারগত চিদাভাস বিষয়ে তাহার সমান দৃষ্টান্ত না থাকায় কি প্রকারে অনুমানের উদয় হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া এস্থলেও সেই প্রকার দৃষ্টান্ত সম্পাদন করিবার জন্য বলিতেছেন :—

(খ) মায়ায় অস্পষ্ট চিদাভাসের অনুমান।

সাভাসমেব তদ্বীজং ধীরূপেণ প্ররোহতি।
অতো বুদ্ধৌ চিদাভাসো বিস্পষ্টং প্রতিভাসতে॥১৫৪

অন্বয়—সাভাসম্ এব তৎ বীজম্ ধীরূপেণ প্ররোহতি। অতঃ বুদ্ধৌ চিদাভাসঃ বিস্পষ্টম্ প্রতিভাসতে।

অনুবাদ—সেই আভাসসহিত মায়ারূপ (অজ্ঞানরূপ) বীজই বুদ্ধির আকারে পরিণত হয়। এইজন্যই চিদাভাস বুদ্ধিতে বিস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

টীকা—চিদাভাসবিশিষ্ট সেই অজ্ঞানই বুদ্ধিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া স্পষ্ট চিদাভাসবিশিষ্ট হয়—ইহাই তাৎপর্য্য। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে এইস্থলে এইরূপই অনুমান সূচিত হইতেছে—'বিবাদের বিষয় যে বুদ্ধির সংস্কারসমূহ, তাহারা চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত হইবার যোগ্য ;—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহারা বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ ;—হেতু। যেমন বুদ্ধিবৃত্তি ;—উদাহরণ। ১৫৪

এই প্রকারে জীব ও ঈশ্বরের যে মায়িকতা (নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উ, ৯) শ্রুতিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপসংহার করিতেছেন :—

(গ) শ্রুত্যুক্ত জীব-ঈশ্বরের মায়িকতাপ্রসঙ্গের উপসংহার।

মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্।
মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ॥ ১৫৫

অন্বয়—মায়া আভাসেন জীবেশৌ করোতি ইতি শ্রুতৌ শ্রুতম্ ; মেঘাকাশজলাকাশৌ ইব তৌ সুব্যবস্থিতৌ।

অনুবাদ—মায়া বা মূলপ্রকৃতি আপনার চৈতন্যপ্রতিবিম্বরূপ আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করেন এইরূপে জীব ও ঈশ্বরের মায়িকতা শ্রুতিমুখে শুনা যায়। মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায় সেই ঈশ্বর ও জীব ব্যবহারে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হয়।

টীকা—ভাল, জীব ও ঈশ্বর যদি তুল্যরূপেই মায়িক, তাহা হইলে জীব অপরোক্ষাদিরূপ এবং ঈশ্বর পরোক্ষাদিরূপ, এইরূপ অবান্তর ভেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ?—এইরূপ আশঙ্কা

হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, অজ্ঞানাবৃত বাসনারূপ অস্পষ্ট এবং বুদ্ধিরূপ স্পষ্ট, উপাধিযুক্ত বলিয়া, মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায় ঈশ্বর ও জীবের ভেদ সিদ্ধ হয়—"মেঘাকাশ ও জলাকাশের ন্যায়" ইত্যাদিদ্বারা। জীব ও ঈশ্বরকে এই যে মায়িক বলা হইল, এই স্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, উভয়ই মায়ার কার্য্য অর্থাৎ কার্য্য বলিয়া আদিমান্; কিন্তু ঈশ্বর ও জীবের সিদ্ধি মায়াসিদ্ধির অধীন, এইমাত্র বলা হইল, যেহেতু তাহা না হইলে—(১) জীব, (২) ঈশ্বর, (৩) শুদ্ধচেতন, (৪) অবিদ্যা, (৫) অবিদ্যা ও শুদ্ধচেতনের সম্বন্ধ, আর (৬) এই পাঁচ বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ—এই ছয়টি স্বরূপতঃ অনাদি—বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যের এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয়। 'মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করেন'—এস্থলে এই 'করেন' শব্দের অর্থ এই—মায়া আপনার সিদ্ধির অধীন জীবেশ্বর-সিদ্ধি, ইহাই প্রদর্শন করেন।১৫৫

ঈশ্বরের মেঘাকাশের সহিত তুল্যতা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ঘ) ঈশ্বরের ২০-২১ শ্লোকোক্ত মেঘাকাশের সহিত সাদৃশ্যের স্পষ্টীকরণ।

মেঘবদ্বর্ত্ততে মায়া মেঘস্থিততুষারবৎ।
ধীবাসনাশ্চিদাভাসস্তুষারস্থখবৎ স্থিতঃ॥ ১৫৬

অন্বয়—মেঘবৎ মায়া বর্ত্ততে, মেঘস্থিততুষারবৎ ধীবাসনাঃ (সন্তি); তুষারস্থখবৎ চিদাভাসঃ স্থিতঃ।

অনুবাদ—উক্ত সাদৃশ্য নির্ণয়ে মায়া হইতেছেন মেঘস্থানীয়; বুদ্ধিবাসনা বা বুদ্ধিস্থ সংস্কারসমূহ মেঘস্থিত সূক্ষ্ম জলবিন্দুস্থানীয়; আর চিদাভাস সেই সূক্ষ্মজল-বিন্দুস্থিত আকাশ অর্থাৎ আকাশপ্রতিবিম্বস্থানীয়। তিনিই হইতেছেন ঈশ্বর।

টীকা—এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া নিশ্চলদাস স্বরচিত 'বৃত্তিপ্রভাকর' গ্রন্থে "বুদ্ধিবাসনার প্রতিবিম্বের ঈশ্বরতাখণ্ডন" নামক ১৯৭ কণ্ডিকায় (পৃঃ ৩৩৪) লিখিতেছেন :—পরন্তু বুদ্ধিবাসনার প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর বলা চলে না; সেইরূপ আনন্দময় কোশকেও ঈশ্বর বলা চলে না (অগ্রে ১৫৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কেন চলে না, দেখ। যিনি বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট অজ্ঞানে প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর বলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর—(১) ঈশ্বরভাবের উপাধি কেবল অজ্ঞান? অথবা (২) বাসনা সহিত অজ্ঞান? অথবা (৩) কেবল বাসনা? যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন কর, তাহা হইলে 'বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট' অজ্ঞানে প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর বলা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন কর তাহা হইলে বলি কেবল অজ্ঞানকেই ঈশ্বরভাবের উপাধি বলিয়া মানা উচিত, 'বুদ্ধি-বাসনা বিশিষ্ট' অজ্ঞানকে ঈশ্বরের উপাধি বলা নিষ্ফল। ইহাতে যদি বিদ্যারণ্যস্বামীর ভক্ত এই প্রকার উত্তর করেন যে যদি কেবল অজ্ঞানকেই ঈশ্বরের উপাধি বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না; এইহেতু ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার সিদ্ধির জন্য 'বুদ্ধিবাসনাকেও' অজ্ঞানের বিশেষণ বলিয়া মানা হয়,—এইরূপ উত্তর কিন্তু অসঙ্গত। যদি বল—কেন? তবে বলি—অজ্ঞানস্থিত সত্ত্বাংশের সর্ব্বগোচর বৃত্তিদ্বারা যখন সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয়, তখন বুদ্ধিবাসনাকে অজ্ঞানের বিশেষণ বলিয়া মানা নিষ্ফল। আর অজ্ঞানস্থ সত্ত্বাংশের বৃত্তিদ্বারাই সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব

হয়, বুদ্ধিবাসনাদ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না ; কেননা, এক এক 'বুদ্ধিবাসনার' পক্ষে নিখিল পদার্থগোচরতা সম্ভব হয় না ; তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধির জন্য সকল বাসনাকেই 'অজ্ঞান বিশেষণ' বলিয়া মানা উচিত। প্রলয়কাল ভিন্ন অন্য এককালে, সেই সকল বাসনার সম্মেলন সম্ভব নহে। এইহেতু বাসনার দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধি হইতে পারে না। এই প্রকারে বুদ্ধি-বাসনাসহিত অজ্ঞান ঈশ্বরের উপাধি, এই দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে। আর যদি 'কেবল বাসনাই ঈশ্বরের উপাধি' এইরূপ বলিয়া তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন কর, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি 'এক এক বাসনায় প্রতিবিম্ব ঈশ্বর ? অথবা সকল বাসনায় এক প্রতিবিম্ব ঈশ্বর ?' যদি প্রথম পক্ষই অবলম্বন কর, তাহা হইলে জীবে জীবে বুদ্ধির বাসনা অনন্ত বলিয়া, সেই সকল বাসনার প্রতিবিম্বরূপ ঈশ্বরও অনন্ত হইবেন। আর এক এক বাসনার গোচরতা অল্প বলিয়া, তাহাতে প্রতিবিম্বরূপ অনন্ত ঈশ্বরও অল্পজ্ঞই হইবেন। আর যদি সকল বাসনায় এক প্রতিবিম্ব মানো, তাহা হইলে, সকল বাসনার প্রলয়কাল ভিন্ন অন্য কালে সম্মেলন বা যুগপৎ উপস্থিতি সম্ভব হয় না। আর অনেক উপাধিতে অনেক প্রতিবিম্ব হইলে, সকল বাসনায় এক প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না—এই প্রকারে কেবল অজ্ঞানই ঈশ্বরের উপাধি।

মনীষী পীতাম্বর পুরুষোত্তম এই অভিযোগের সমন্বয় করিয়াছেন। তিনি বলেন,—এই পঞ্চদশী গ্রন্থের পূর্ব্বোত্তর বাক্যসমূহ বিচার করিলে অনেক স্থলে মায়ারূপ অজ্ঞানই ঈশ্বরভাবের উপাধি বলিয়া প্রতীত হয় ; সেইহেতু অজ্ঞানই ঈশ্বরভাবের উপাধি, বুদ্ধিবাসনা নহে। তথাপি এস্থলে যে অজ্ঞানে বুদ্ধিবাসনাকে উপাধিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় এই—অজ্ঞানে যে সর্ব্বজ্ঞতাকারণ সত্ত্বগুণ রহিয়াছে, তাহাই জ্ঞানরূপ সকল বুদ্ধির উপাদান, আর সুষুপ্তিতে সকল বুদ্ধিরই আপন আপন উপাদানাংশে লয় হয় বলিয়া উপাদানরূপেই স্থিতি ঘটে। সেই উপাদানরূপে স্থিতিই সূক্ষ্মাবস্থারূপ সংস্কার শব্দের অর্থ। সেই সংস্কারকেই বাসনা বলা হইয়াছে। এই প্রকারে দেখিলে, বাসনা শব্দের অর্থ অজ্ঞাননিষ্ঠ 'সত্ত্ব'-অংশ হইতে ভিন্ন নহে। এইহেতু এস্থলে, 'বুদ্ধিবাসনা' এই পদদ্বারা অজ্ঞাননিষ্ঠ সত্ত্বাংশই সূচিত হইয়াছে। আর যে (জীবে প্রযোজ্য) 'বাসনা' শব্দের উল্লেখ, তাহা কেবল সকল লোকের অনুভবে পৌছিয়া দিবার নিমিত্ত, কিম্বা জীব ও ঈশ্বরের অভেদতার প্রসিদ্ধির জ্ঞাপনার্থ। আর (জীবের) সুষুপ্তিগত অজ্ঞান, সমষ্টি-অজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ দৃষ্টিতে তাহা ঈশ্বরের উপাধি। ১৫৬

(শঙ্কা) মায়াপ্রতিবিম্বই যে ঈশ্বর তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিই ইহার প্রমাণ :—

(৬) মায়াগত প্রতিবিম্বের ঈশ্বরত্বাদি বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণনির্দ্দেশ।

মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুতো মায়ী মহেশ্বরঃ।
অন্তর্য্যামী চ সর্ব্বজ্ঞো জগদ্যোনিঃ স এব হি ॥১৫৭

অন্বয় -মায়াধীনঃ চিদাভাসঃ মায়ী মহেশ্বরঃ শ্রুতঃ ; অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞঃ জগদ্যোনিঃ চ সঃ এব হি।

অনুবাদ—'মায়া অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির অংশ, অধীন যাঁহার',—এইরূপ

যে চিদাভাস, তিনিই হইতেছেন মায়াধীশ মহেশ্বর ; শ্রুতিমুখে (শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০) এইরূপ শুনা যায়। তিনিই অন্তর্য্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, জগদ্যোনি বা জগতের কারণ।

টীকা—এই মায়াগত প্রতিবিম্বের কেবল ঈশ্বরত্বই যে শ্রুতিমুখে শুনা যায় এরূপ নহে কিন্তু অন্তর্য্যামিতা প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহও শুনা যায় (যথা বৃহদা উ, ৩।৭।১,২,৩ ; মাণ্ডূক্য উ, ৬ ; নৃসিংহোত্তর তা, উ, ১ ; সর্ব্ব উ, ৩ ; রামপূর্ব্ব তা, উ, ২৬) এই কথাই বলিতেছেন "তিনিই অন্তর্য্যামী" ইত্যাদিদ্বারা। ১৫৭

ভাল, বুদ্ধির বাসনায় যে প্রতিবিম্ব, তাহার ঈশ্বরত্বাদি ধর্ম্ম কি প্রকারে শ্রুতিসিদ্ধ হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ঈশ্বরত্বাদি ধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনের নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

(চ) পূর্ব্বশ্লোকে সূচিত আনন্দময় কোশের ঈশ্বরতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবচননির্দ্দেশ।

সৌষুপ্তমানন্দময়ং প্রক্রম্যৈবং শ্রুতির্জগৌ।
এষ সর্ব্বেশ্বর ইতি সোঽয়ং বেদোক্ত ঈশ্বরঃ॥১৫৮

অন্বয়—সৌষুপ্তম্ আনন্দময়ম্ প্রক্রম্য "এষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ" ইতি এবম্ শ্রুতিঃ জগৌ। সঃ অয়ম্ বেদোক্তঃ ঈশ্বরঃ।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালীন আনন্দময় কোশের কথার প্রথমারম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন এই আনন্দময় কোশই ঈশ্বর। এইহেতু আনন্দময় কোশই বেদোক্ত ঈশ্বর।

টীকা—যে শ্রুতিবচনে বুদ্ধিবাসনাগত প্রতিবিম্বরূপ আনন্দময় কোশের ঈশ্বরত্বাদি ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা এই—[সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ - মাণ্ডূক্য ৪,৫]—ভগবান ভাষ্যকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সেই এই সুষুপ্তাবস্থা যাঁহার স্থান, তিনি সুষুপ্তস্থান ; দিবস যেরূপ নৈশ তমোরাশির দ্বারা গ্রস্ত হয় অর্থাৎ রাত্রিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ জাগ্রৎ-স্বপ্ন স্থানদ্বয়ে বিভিন্ন প্রকার মনঃকল্পিত সপ্রপঞ্চ দ্বৈতসমূহ নিজ নিজ রূপ পরিত্যাগ না করিলেও যেন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইবার অযোগ্য হইয়া যায় ; এই কারণে একীভূত বলা হইয়া থাকে। এই কারণেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন মনোব্যাপারময় প্রজ্ঞান-সমূহ যেন ঘনীভূতই হইয়া থাকে ; সেই এই অবস্থাটি অবিবেকাত্মক বলিয়া "প্রজ্ঞানঘন" নামে কথিত হইয়া থাকে। উদাহরণ - রাত্রিকালে নৈশ তমোরাশিদ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব পৃথগ্‌ভাবে অপ্রতীত বস্তুনিচয়, যেন ঘনভাব বা একাকারতা প্রাপ্ত হয় ; তদ্রূপ তাহাও তৎকালে যেন প্রজ্ঞান-ঘনই হয়। "এব" শব্দ হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে প্রজ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ কিছু থাকে না। তৎকালে বিষয়-বিষয়ী আকারে বা গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে মানস-ব্যাপারময় কোন প্রকার আয়াস ও তজ্জনিত দুঃখ থাকে না ; এইজন্য আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দবহুল হয় ; কিন্তু কেবলই আনন্দস্বরূপ নহে ; কেননা, ঐ আনন্দ আত্যন্তিক আনন্দ নহে। সংসারে নিরায়াসস্থিত সুখী ব্যক্তি যেমন (আয়াসক্লেশরাহিত্যনিবন্ধন) আনন্দভোগী বলিয়া কথিত হন, তেমনি আয়াসের অত্যন্তাভাবাত্মক এই সুখাবস্থা তিনি অনুভব করিয়া থাকেন। এই কারণে তিনি আনন্দভুক্ ; যেহেতু শ্রুতি

বলিয়াছেন যে "ইহাই তাঁহার পরম আনন্দ"। "চেতঃ" অর্থ স্বপ্নাদিজ্ঞান, ইহা তাহার উপায়স্বরূপ বলিয়া "চেতোমুখঃ"; অথবা স্বপ্নাদিলাভে জ্ঞানরূপী চেতঃ ইহার মুখ বা দ্বারস্বরূপ এই কারণে "চেতোমুখঃ"। ইনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়বিজ্ঞানের কর্ত্তা; এইজন্য 'প্রাজ্ঞ'নামে অভিহিত। জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় প্রাজ্ঞত্ব ছিল, এই কারণে (সুষুপ্তিসময়ে জ্ঞাতৃত্ব না থাকিলেও) 'ভূতপূর্ব্বগতি' নিয়মানুসারে সুষুপ্তিসময়ে প্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। অথবা কেবলই যে প্রজ্ঞপ্তি বা জ্ঞানরূপতা তাহা ইঁহারই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম্ম, এইজন্য ইনি প্রাজ্ঞ, অপর অবস্থাদ্বয়ে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানও থাকে, (কিন্তু এ অবস্থায় কেবলই জ্ঞানরূপে থাকে), সেইজন্য এই 'প্রাজ্ঞ' তৃতীয় পাদ বলিয়া কথিত হন।

বিদ্যারণ্যস্বামী যে এই আনন্দময়ের ঈশ্বরতা বর্ণন করিলেন, নিশ্চলদাস 'বৃত্তিপ্রভাকর' গ্রন্থের ১৯৮ কণ্ডিকায় (পৃঃ ৩৩৫) তাহার খণ্ডন এইরূপে করিয়াছেন—"বিদ্যারণ্যস্বামী চিত্রদীপে বাসনার নিষ্ফল অনুসরণ করিয়াছেন; আনন্দময় কোশের ঈশ্বরতা বর্ণনও সেইরূপ অসঙ্গত। যদি বল—কেন? বলিতেছি—জাগ্রৎ ও স্বপ্নে স্থূলাবস্থাবিশিষ্ট প্রতিবিম্বসহিত অন্তঃকরণকে বিজ্ঞানময় বলা হয়। বিজ্ঞানময় জীবই সুষুপ্তিকালে সূক্ষ্মরূপে বিলীন হইলে, আনন্দময় বলিয়া কথিত হয়। তাহাকেই যদি ঈশ্বর বলিয়া মানা হয় তাহা হইলে জাগ্রতে ও স্বপ্নে অন্তঃকরণের বিলীনাবস্থারূপ আনন্দময়ের অভাবহেতু, ঈশ্বরেরও অভাব হওয়া উচিত; আর অসংখ্য পুরুষের সুষুপ্তিতে অসংখ্য ঈশ্বর হওয়া উচিত। আর সকল গ্রন্থকারই জীবেরই পঞ্চকোশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন; আর পঞ্চদশীর 'পঞ্চকোশবিবেক'নামক প্রকরণে বিদ্যারণ্যস্বামী নিজেই জীবের পঞ্চকোশের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দময় কোশকে ঈশ্বর বলিয়া মানিলে সেই সকল বচন অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইহেতু আনন্দময় কোশের ঈশ্বরতা সম্ভব নহে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে যে আনন্দময়ের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বেশ্বরতা কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও আনন্দময়ের ঈশ্বরতা সিদ্ধ হয় না; কেন হয় না, শুন:—মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞভেদে জীবের তিনটি স্বরূপ; আর বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃতরূপে ঈশ্বরের তিনটি ভেদ। যদ্যপি সকল উপনিষদেই হিরণ্যগর্ভ জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং হিরণ্যগর্ভতাপ্রাপ্তির হেতু উপাসনা উপনিষদে প্রসিদ্ধ, আর উপনিষদনুসারী উপাসক জীবই কল্পান্তরে হিরণ্যগর্ভপদবী প্রাপ্ত হয়, এবং সেইরূপ বিরাড্ভাব প্রাপ্তির উপাসনার দ্বারা কল্পান্তরে জীবেরই বিরাড্রূপপ্রাপ্তি ঘটে, আর হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা বিরাটের ঐশ্বর্য্য ন্যূন, এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিরতিশয় বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাঁহাতে অপকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যসম্ভব হয় না; আর বিরাট্ হিরণ্যগর্ভের পুত্র হইয়া ক্ষুৎপিপাসার বাধা অনুভব করিয়াছিলেন, এই বার্ত্তা পুরাণে প্রসিদ্ধ—এইহেতু হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্কে ঈশ্বররূপে বর্ণন সম্ভবে না। আবার যিনি সত্যলোকবাসী সূক্ষ্মসমষ্টির অভিমানী সুখভোক্তা হিরণ্যগর্ভ, তিনি জীব; আর স্থূলসমষ্টির অভিমানী বিরাট্ও জীব। আর সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের প্রেরক অন্তর্য্যামীও হিরণ্যগর্ভশব্দের অর্থ। সেই প্রকার স্থূল প্রপঞ্চের প্রেরক অন্তর্য্যামীও বিরাট্শব্দের অর্থ। চৈতন্যপ্রতিবিম্বগর্ভ অজ্ঞানরূপ অব্যাকৃতই সূক্ষ্মসৃষ্টিকালে যখন তাহার প্রেরক হন, তখন হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং স্থূলসৃষ্টিকালে

যখন তাহার প্রেরক হন, তখন বিরাট্‌সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এইরূপে জীবে ও ঈশ্বরে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌শব্দের প্রয়োগ হয়; কিন্তু সূক্ষ্ম ও স্থূলের অভিমানী জীবে হিরণ্যগর্ভশব্দের ও বিরাট্‌-শব্দের শক্তিবৃত্তি এবং দ্বিবিধ প্রপঞ্চের প্রেরক ঈশ্বরে, সেই শব্দদ্বয়ের গৌণী বৃত্তি। যেমন জীবরূপ হিরণ্যগর্ভের ও বিরাটের স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চের সহিত স্বীয়তা (মমতাভিমান) সম্বন্ধ, সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চের প্রেৰ্য্যতা সম্বন্ধ। এইহেতু সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্বন্ধিত্বরূপ হিরণ্যগর্ভবৃত্তিগুণের যোগহেতু ঈশ্বরে হিরণ্যগর্ভ শব্দের গৌণী বৃত্তি; সেই প্রকার স্থূলদৃষ্টিসম্বন্ধিত্বরূপ বিরাড্‌বৃত্তিগুণের যোগহেতু ঈশ্বরে বিরাট্‌শব্দের গৌণী বৃত্তি। এই প্রকারে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌শব্দের জীব ও ঈশ্বর এই দুই অর্থই হয়। যে প্রসঙ্গে যে অর্থ সম্ভব, সেই প্রসঙ্গে সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা গুরুসম্প্রদায় বিনা বেদান্তগ্রন্থের বিচার করেন তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার জ্ঞান হয় না। এইহেতু হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্‌শব্দে, কোথাও জীব অর্থের, কোথাও বা ঈশ্বর অর্থের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা ভ্রমে পতিত হন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে ত্রিবিধ জীবের ত্রিবিধ ঈশ্বরের সহিত অভেদ চিন্তন উপদিষ্ট হইয়াছে। যে মন্দবুদ্ধি পুরুষের মহাবাক্যবিচারদ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না, তাহার জন্য মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রণব চিন্তন বিহিত হইয়াছে। "বিচারসাগর"গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে তাহার প্রণালী বিস্পষ্ট করা হইয়াছে; সেই স্থলে বিশ্ব-বিরাট্, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ, ও প্রাজ্ঞ-ঈশ্বরের অভেদচিন্তন উপদিষ্ট হইয়াছে। এইহেতু ঈশ্বরের ধর্ম্ম সর্ব্বজ্ঞত্বাদি প্রাজ্ঞরূপ আনন্দময়ে, অভেদচিন্তনের জন্য কথিত হইয়াছে; তাহা আনন্দময়ের ঈশ্বরতা বলিবার জন্য কথিত হয় নাই, যেমন বিশ্ববিরাটের অভেদচিন্তনজন্য বৈশ্বানরের ১৯ মুখ কথিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ ত্রিপুটী এবং পঞ্চপ্রাণ এই ১৯টি বিশ্বের ভোগসাধন বলিয়া বিশ্বের মুখ; আর বৈশ্বানর ঈশ্বর; তাঁহার ভোগ হয় না। এইহেতু বিশ্ববিরাটের অভেদচিন্তনের নিমিত্তই বিশ্বের ভোগ-সাধন পদার্থসমূহকে বৈশ্বানরের ভোগসাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিরাটকেই বৈশ্বানর বলা হইয়াছে। অভেদচিন্তনে মাণ্ডুক্যবচনের তাৎপর্য্য। চিন্তন বস্তুর স্বরূপ অনুসারেই হইবে, এরূপ নিয়ম নাই, কিন্তু চিন্তন অন্যরূপেও হইতে পারে; এই কথা "বিচারসাগরে" স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। এইহেতু মাণ্ডুক্যবচনদ্বারা আনন্দময়ের ঈশ্বরতা সিদ্ধ হয় নাই। **২০০ কণ্ডিকা—আনন্দময়ের ঈশ্বরতাকথনে বিদ্যারণ্যস্বামীর তাৎপর্য্য নহে।** আর বিদ্যারণ্যস্বামী ব্রহ্মানন্দগ্রন্থে (পঞ্চদশীর একাদশ পরিচ্ছেদে, ৫৮-৬৩ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—আনন্দময় কোশ জীবেরই অবস্থা-বিশেষ। সেস্থলে প্রসঙ্গ এই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে সকল কর্ম্ম ভোগ প্রদান করিয়া থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইলে, নিদ্রারূপে বিলীন অন্তঃকরণের ভোগপ্রদ কর্ম্মবশে যে ঘনীভাব হয়, তাহাকে বিজ্ঞানময় বলে। সেই বিজ্ঞানময় সুষুপ্তিতে বিলীনাবস্থ অন্তঃকরণরূপ উপাধির সম্বন্ধহেতু আনন্দময় বলিয়া অভিহিত হয়। এই প্রকারে বিজ্ঞানময়ের অবস্থাবিশেষকেই আনন্দময় বলে। এইহেতু বিদ্যারণ্যস্বামীরও আনন্দময় কোশে জীবত্বই ইষ্ট। যদ্যপি রচনার বৈলক্ষণ্য দেখিয়া প্রতীত হয় এবং পরম্পরাগত বার্ত্তানুসারেও কথিত হইয়া থাকে যে "বিবেক"-পঞ্চক ও "দীপ"-পঞ্চক বিদ্যারণ্যবিরচিত এবং "আনন্দ"-পঞ্চক ভারতীতীর্থবিরচিত, তথাপি একই গ্রন্থে পূর্ব্বোত্তর বিরোধ সম্ভব হয় না। এইহেতু পঞ্চদশী-গ্রন্থে আনন্দময়ের ঈশ্বরতা বিবক্ষিত নহে। আর চিত্রদীপে তাহারই ঈশ্বরতা পঠিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যবচনের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত চিন্তনীয়

অভেদে তাৎপর্য্যবশতঃ তাহা কথিত হইয়াছে। আনন্দময়ের ঈশ্বরতায় বিদ্যারণ্যস্বামীর তাৎপর্য্য নহে। তিনি মন্দবুদ্ধি পুরুষদিগের জীবেশ্বরের অভেদচিন্তনের জন্য আনন্দময়ে ঈশ্বরতার আরোপ করিয়াছেন। ১৫৮

৩। **ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সম্ভব।**

(শঙ্কা) ভাল, আনন্দময়ের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ত' অনুভববিরুদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ক) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সম্ভব।

সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকে তস্য নৈব বিপ্রতিপদ্যতাম্।
শ্রৌতার্থস্যাবিতর্ক্যত্বান্মায়ায়াং সর্ব্বসম্ভবাৎ॥ ১৫৯

অন্বয়—তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকে ন এব বিপ্রতিপদ্যতাম্ : শ্রৌতার্থস্য অবিতর্ক্যত্বাৎ, মায়ায়াম্ সর্ব্বসম্ভবাৎ।

অনুবাদ—সেই আনন্দময়ের সর্ব্বজ্ঞতা-সর্ব্বেশ্বরতা লইয়া বিবাদ করিতে নাই, যেহেতু শ্রুতিসিদ্ধ অর্থে তর্ক অকর্ত্তব্য ; আর মায়াতে সকলই সম্ভব।

টীকা—কেন বিবাদ করিতে নাই তাহার হেতু বলিতেছেন—"যেহেতু শ্রুতিসিদ্ধ অর্থে" ইত্যাদি। আর অপর এক কারণে আনন্দময়ের সর্ব্বজ্ঞতাদি লইয়া বিবাদ করা উচিত নহে। তাহা কি? উত্তর—"মায়াতে সকলই সম্ভব" অর্থাৎ মায়া অঘটিত পদার্থের ঘটনে সমর্থ বলিয়া ; ঐন্দ্রজালিক মায়ার ন্যায় তাহাতে সকলই সম্ভব। ১৫৯

ভাল, যখন অনুকূল যুক্তি নাই, তখন শ্রুতিবচনও, "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে"—পাষাণখণ্ডসকল ভাসমান হয়, এইরূপ বিরুদ্ধার্থবোধক বাক্যদ্বারা, পাষাণখণ্ডের দোষাভাবরূপ স্তুতিবোধক বাক্যের ন্যায়, স্তুতিবোধক অর্থবাদ বাক্যমাত্র হইতে পারে।* এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রুতির প্রমাণতা সিদ্ধ করিবার জন্য আনন্দময়ের সর্ব্বেশ্বরতাদি যুক্তি ও হেতুদ্বারা উপপাদন করিতেছেন :—

---

* প্রশংসা বা নিন্দা যে বাক্যের তাৎপর্য্য তাহাকে অর্থবাদ বলে, * * * অর্থবাদবাক্যের যাহা স্বকীয় অর্থ, তৎপ্রতিপাদনে তাহার তাৎপর্য্য নহে। যাহা বিহিত হয় বা নিষিদ্ধ হয় তল্লক্ষণার দ্বারা তাহার প্রশংসা বা নিন্দা প্রতিপাদন করাই তাহার তাৎপর্য্য। * * * এই অর্থবাদ তিন প্রকারেরই হইয়া থাকে, যথা -

বিরোধে গুণবাদঃ স্যাদনুবাদোঽবধারিতে।
ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ॥

* * * যদি অর্থবাদবাক্যের সহিত প্রমাণান্তরের বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে অর্থবাদ গুণবাদ হইবে অর্থাৎ কোনও গুণের প্রকাশক হইবে। যেমন "আদিত্যো যূপঃ" -যূপকাষ্ঠের সহিত আদিত্যের অভেদ (যাহা উক্ত বাক্যের বাচ্যার্থ, তাহা) প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া এই অর্থবাদবাক্য লক্ষণার দ্বারা আদিত্যের ন্যায় উজ্জ্বলত্বরূপ গুণ প্রতিপাদন করিতেছে। (সেইরূপ "গ্রাবাণঃ প্লবন্তে" ; পাষাণখণ্ডসকলের ভাসমানতা প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া উক্ত বাক্যটি লক্ষণার দ্বারা প্রস্তরখণ্ডসকলের দোষাভাব প্রতিপাদন করিতেছে।) যদি অর্থবাদ-বাক্য এরূপ কোনও অর্থ বুঝায়, যাহা প্রমাণান্তরদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, তবে তাহাকে অনুবাদ বলে ; যেমন "অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্"—

(খ) ঈশ্বরের সর্ব্বেশ্বরতা।

অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্।
ন কোঽপি শক্তস্তেনায়ং সর্ব্বেশ্বর ইতীরিতঃ ॥১৬০

অন্বয়—অয়ম্ যৎ বিশ্বম্ সৃজতে তৎ অন্যথয়িতুম্ কঃ অপি পুমান্ ন শক্তঃ। তেন অয়ম্ সর্ব্বেশ্বরঃ ইতি ঈরিতঃ।

অনুবাদ—এই ঈশ্বর যে বিশ্ব সৃজন করেন, তাহাকে অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নহে। সেইজন্য ইহাকে 'সর্ব্বেশ্বর' বলা হয়।

টীকা—এই আনন্দময় যে জাগ্রদাদিরূপ বিশ্ব সৃজন করেন, সেই বিশ্বকে কেহ অন্যরূপ অথবা অন্যরূপে করিতে সমর্থ নহে। সেইহেতু এই আনন্দময়কোশ সর্ব্বেশ্বর, ইহাই অর্থ। ১৬০

এক্ষণে সর্ব্বজ্ঞতা উপপাদন করিতেছেন :—

(গ) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা।

অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ।
তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সর্ব্বং তেন সর্ব্বজ্ঞ ঈরিতঃ ॥১৬১

অন্বয়—তত্র অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাম্ বাসনাঃ সংস্থিতাঃ ; তাভিঃ সর্ব্বম্ ক্রোড়ীকৃতম্, তেন সর্ব্বজ্ঞঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ—সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধির যে বাসনারূপ সংস্কার তাহা সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানে সংস্থিত অর্থাৎ সঞ্চিত থাকে। সমস্ত জগৎ সেই সকল বাসনার বিষয় বা গোচরীভূত। সেই কারণে এই অজ্ঞানকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা হয়।

টীকা—"তত্র"—সেই কারণভূত সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানে, "অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাম্ বাসনাঃ সংস্থিতাঃ"—সেই অজ্ঞানের কার্য্যরূপ সকল প্রাণিবুদ্ধিসমূহের বাসনাসকল নিবাস করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতে সঞ্চিত আছে ; "তাভিঃ"—সেই সকল বাসনাদ্বারা, "সর্ব্বম্"—সমস্ত জগৎ, "ক্রোড়ীকৃতম্"—বিষয়ীকৃত অর্থাৎ গোচরীকৃত হইয়াছে, "তেন"—সেইহেতু অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট অজ্ঞানরূপ উপাধিযুক্ত হওয়ায়, "সর্ব্বজ্ঞঃ ঈরিতঃ"—এই আনন্দময়, সর্ব্বজ্ঞনামে অভিহিত হন, ইহাই অর্থ। ১৬১

(শঙ্কা) ভাল, যদি আনন্দময় সর্ব্বজ্ঞই হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সর্ব্বজ্ঞতা কেন অনুভূত হয় না? (সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন সেই আনন্দময়রূপ ঈশ্বরের উপাধি—বাসনাসমূহ, পরোক্ষ বলিয়া সেই সর্ব্বজ্ঞতা অনুভূত হয় না :—

অগ্নি শৈত্যের ঔষধ (বা তন্নিবারক), এস্থলে অগ্নি যে হিমের প্রতিকারক তাহা অন্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা অবগত হওয়া যায়। যদি অর্থবাদ-বাক্য এরূপ কোনও অর্থ বুঝায়, যাহার প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ নাই বা প্রমাণান্তরদ্বারা যাহার প্রাপ্তি নাই, তাহাকে ভূতার্থবাদ বলে। যেমন "ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রমুদযচ্ছৎ" ইন্দ্র বৃত্রের উপর বজ্র উদ্যত করিলেন। (ইন্দ্র আমাদের অপ্রত্যক্ষ হইলেও শরীরী, সেইহেতু ইন্দ্রের বজ্রোত্তোলন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিরোধী। — লৌগাক্ষি-কৃত "অর্থসংগ্রহ"।

বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বং ন হীক্ষ্যতে।
সর্ব্ববুদ্ধিষু তদ্দৃষ্ট্বা বাসনাস্বনুমীয়তাম্ ॥ ১৬২

অন্বয়—বাসনানাম্ পরোক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বম ন হি ঈক্ষ্যতে। সর্ব্ববুদ্ধিষু তৎ দৃষ্ট্বা বাসনাস্থ অনুমীয়তাম্।

অনুবাদ—বুদ্ধি-বাসনাসকল (ধর্ম্মাদির ন্যায়) পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) বলিয়া আনন্দময়রূপ ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না। (যদি বল—তবে কি প্রকারে সেই সর্ব্বজ্ঞতার জ্ঞান হইবে? তদুত্তরে বলি—) সর্ব্ববুদ্ধিতে অর্থাৎ সমস্ত বৌদ্ধপ্রত্যয়ে* সেই সর্ব্বজ্ঞতার উপলব্ধি করিয়া বাসনাসমূহেও সেই সর্ব্বজ্ঞতার অনুমান কর।

টীকা—এই স্থলে সেই অনুমান এইরূপ হইবে:—সর্ব্ববুদ্ধিতে স্থিত যে সর্ব্বজ্ঞতা, তাহা আপন কারণরূপ বাসনাগত সর্ব্বজ্ঞতাপূর্ব্বক হইবার যোগ্য,—প্রতিজ্ঞা; তাহা কার্য্যরূপ সর্ব্ববুদ্ধিতে স্থিত ধর্ম্মবিশেষ বলিয়া,—হেতু; তদ্রূপ কারণের কার্য্য বস্ত্রগত রূপাদির ন্যায়,—দৃষ্টান্ত। সাক্ষীর যে সেই সর্ব্বজ্ঞতার ভান হয়, তাহা কিন্তু অজ্ঞাতত্বরূপে; অতএব জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব এই উভয়রূপে সমস্তই সাক্ষিভাস্য—"বিবরণ"কার এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ১৬২

সর্ব্বজ্ঞতার উপপাদন করিয়া "ইনি অন্তর্য্যামী" (মাণ্ডুক্য উ, ৪; নৃসিংহ পূ. তা, উ, ৪।১; নৃসিংহ উ তা, উ, ১) এই শ্রুতিবচনোক্ত অন্তর্য্যামিতা উপপাদন করিতেছেন:—

(খ) ঈশ্বরের অন্তর্য্যামিতা।

বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোশেষ্বন্যত্র চৈব হি।
অন্তস্তিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্য্যামিতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬৩

অন্বয়—বিজ্ঞানময়মুখ্যেষু কোশেষু চ অন্যত্র এব হি অন্তঃ তিষ্ঠন যময়তি। তেন অন্তর্য্যামিতাম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—বিজ্ঞানময় কোশ যাহাদের মুখ্য, এইরূপ চারি কোশের এবং পৃথিবী প্রভৃতি অন্য বস্তুসকলের অন্তরে অবস্থিত হইয়া, যেহেতু তাহাদিগকে প্রেরণ করেন, সেইহেতু অন্তর্য্যামিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

টীকা—"অন্যত্র"—পৃথিবী প্রভৃতিতে, "তিষ্ঠন্ যময়তি"—অবস্থিত হইয়া—যেহেতু তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, সেইহেতু—এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে। ১৬৩

ঈশ্বরের এই অন্তর্য্যামিতারূপ অর্থ প্রতিপাদনজন্য, বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণ নামক তৃতীয়াধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণ, ইহার প্রমাণ—ইহা দেখাইবার জন্য সেই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত ৩।৭।২২ [যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যস্য বিজ্ঞানং শরীরং, যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ]—যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধি

* "প্রতিবোধবিদিতম্ মতম্" (কেন উ, ২।৪,) ইহার ব্যাখ্যা বসুমতী ব, পি, গ্রন্থাবলীর শাঙ্করভাষ্যে ৭০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হইতে পৃথক্, বুদ্ধি যাঁহাকে জানে না, বুদ্ধি যাঁহার শরীর এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধির প্রেরণা করেন, তিনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মা—এই বাক্যটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নান্তরোঽস্যা ধিয়ানীক্ষ্যশ্চ ধীবপুঃ।
ধিয়মন্তর্যময়তীত্যেবং বেদেন ঘোষিতম্ ॥ ১৬৪

অন্বয়—বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্ অস্যাঃ আন্তরঃ, চ ধিয়া অনীক্ষ্যঃ ধীবপুঃ ধিয়ম্ অন্তঃ যময়তি ইতি এবম্ বেদেন ঘোষিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—যিনি বিজ্ঞানময়-কোশরূপ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া এই বুদ্ধির আন্তর, এবং বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হন না, আর বুদ্ধি যাঁহার শরীর এবং বুদ্ধিকে ভিতর হইতে প্রেরণা করেন—এই প্রকারে বেদ ঘোষণা করিয়াছেন। ১৬৪

এক্ষণে অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণের প্রতি পর্য্যায়ের ব্যাখ্যা করিতে গেলে, গ্রন্থবাহুল্য হইবে, এই আশঙ্কায় গ্রন্থকার যাহাতে নিজ ব্যাখ্যা সকল পর্য্যায়েরই তাৎপর্য্যপ্রকাশক হয় এইজন্য ৩।৭।১৫ পর্য্যায়টির মাত্র অর্থ দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঠ করিতেছেন—[যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্ অথাধ্যাত্মম্। বৃহদা উ, ৩।৭।১৫]—যিনি সমস্ত ভূতে আছেন অথচ সমস্ত ভূতের অভ্যন্তর, সমস্ত ভূত যাঁহাকে জানে না, সমস্ত ভূত যাঁহার শরীর এবং যিনি সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভূতকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্য্যামী অবিনাশী আত্মা ; এই পর্য্যন্ত অধিভূত অর্থাৎ ভূতাধিকারের কথা। অতঃপর আত্মাধিকারের কথা বলা হইতেছে।

তন্তুঃ পটে স্থিতো যদ্বদুপাদানতয়া তথা।
সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্রায়মবস্থিতঃ ॥ ১৬৫

অন্বয়—যদ্বৎ তন্তুঃ উপাদানতয়া পটে স্থিতঃ তথা অয়ম্ সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্র অবস্থিতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—সূত্র যেমন উপাদানকারণরূপে বস্ত্রে অবস্থিত, সেইপ্রকার ঈশ্বর সকল বস্তুর উপাদানকারণরূপে সকল বস্তুতে অবস্থিত। ১৬৫

(শঙ্কা) ভাল, যদি উপাদানকারণরূপে ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তাহা হইলে কি হেতু তিনি সর্ব্বত্র উপলব্ধ বা অনুভূত হন না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি “সর্ব্বান্তর” বলিয়া অনুভূত হন না :—

পটাদপ্যান্তরস্তন্তুস্তন্তোরপ্যংশুরান্তরঃ।
আন্তরত্বস্য বিশ্রান্তির্যত্রাসাবনুমীয়তাম্ ॥ ১৬৬

অন্বয়—পটাৎ অপি আন্তরঃ তন্তুঃ, তন্তোঃ অপি আন্তরঃ অংশুঃ। আন্তরত্বস্য বিশ্রান্তিঃ যত্র অসৌ অনুমীয়তাম্।

অনুবাদ—পটের অভ্যন্তরে তন্তু, এবং তন্তুর অভ্যন্তরে অংশু (আঁশ) বিদ্যমান ; ইত্যাদিরূপে যাঁহাতে আভ্যন্তরত্বের বিশ্রান্তি, তাঁহাকে অনুমান কর।

টীকা—এইস্থলে অনুমান এইরূপ—আন্তরতার তারতম্যতা বা ন্যূনাধিক ভাব কোনও স্থলে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছে,—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু তাহা তারতম্য,—হেতু ; যেমন অণুত্বের তারতম্য, —দৃষ্টান্ত। ১৬৬

ভাল, অন্তর্য্যামী আন্তর হইলেও বস্ত্রের (সূত্রের) সূক্ষ্ম অংশু যেমন দেখা যায়, সেইরূপ অন্তর্য্যামীকে কেন দেখা যাইবে না ? তদুত্তরে বলিতেছেন, অংশুসকল যেমন বাহ্য পদার্থ বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, অন্তর্য্যামী সেইরূপ বাহ্যপদার্থ নহেন, এইহেতু তাঁহাকে দেখা যায় না :—

দ্বিত্রান্তরত্বকক্ষাণাং দর্শনেঽপ্যয়মান্তরঃ।
ন বীক্ষ্যতে ততো যুক্তিশ্রুতিভ্যামেব নির্ণয়ঃ॥ ১৬৭

অন্বয়—দ্বিত্রান্তরত্বকক্ষাণাম্ দর্শনে অপি অয়ম্ আন্তরঃ ন বীক্ষ্যতে ; ততঃ যুক্তিশ্রুতিভ্যাম্ এব নির্ণয়ঃ।

অনুবাদ—আন্তরতায় দুই তিন কক্ষা—স্তর বা অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইলেও, যাহা সর্ব্বান্তর তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারাই তাহার নির্ণয় হইতে পারে।

টীকা—যদি অন্তর্য্যামী দৃষ্টিগোচর হন না, তবে তাহা হইলে কোন্ প্রমাণে সেই অন্তর্য্যামীর নিশ্চয় হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন, শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা তাহা নির্ণয় হইবে। চৈতন্যদ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে অচেতনের প্রবৃত্তি সম্ভবে না—ইহাই হইল যুক্তি। আর শ্রুতিবচন—অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণরূপ, (বৃহদা উ, ৩।৭। সমস্ত পর্য্যায়) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ১৬৭

[যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি শরীরম্—বৃহদা উ, ৩।৭।১৫]—সমস্ত ভূত যে ঈশ্বরের শরীর—এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটস্তন্তোর্বপুর্যথা।
সর্ব্বরূপেণ সংস্থানাৎ সর্ব্বমস্য বপুস্তথা॥ ১৬৮

অন্বয়—পটরূপেণ সংস্থানাৎ তন্তোঃ পটঃ বপুঃ যথা, তথা সর্ব্বরূপেণ সংস্থানাৎ অস্য সর্ব্বম্ বপুঃ।

অনুবাদ—যেমন সূত্রসকল বস্ত্ররূপে অবস্থিত হয় বলিয়া, বস্ত্রই সেই সূত্রের

শরীর হয় ; সেই প্রকার ঈশ্বর সর্ব্বরূপে অবস্থিত হইলে, এই সমস্ত জগৎকেই ঈশ্বরের শরীর বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

টীকা—যেমন বস্ত্ররূপে অবস্থিত সূত্রের শরীর সেই বস্ত্রই হয়, সেইরূপ সর্ব্বরূপে অবস্থিত ঈশ্বরের সেই সর্ব্বরূপই শরীর হয়। ১৬৮

[যঃ সর্ব্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি—বৃহদা উ, ৩।৭।১৫]—যিনি সমস্ত ভূতের অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা করেন—এই বাক্যের তাৎপর্য্য দৃষ্টান্ত সহিত দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন :—

তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটস্তথা।
অবশ্যমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যং পটে মনাক্ ॥ ১৬৯

তথান্তর্য্যাম্যয়ং যত্র যয়া বাসনয়া যথা।
বিক্রিয়েত তথাবশ্যং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৭০

অন্বয়—(যথা) তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটঃ অবশ্যম্ এব (সঙ্কুচিতঃ বিস্তৃতঃ চালিতঃ ইত্যাদিরূপঃ) ভবতি, পটে স্বাতন্ত্র্যম্ মনাক্ ন, তথা অয়ম্ অন্তর্য্যামী যত্র যয়া বাসনয়া যথা বিক্রিয়েত, তথা অবশ্যম্ ভবতি এব, সংশয়ঃ ন।

অনুবাদ—যেরূপ সূত্রের সঙ্কোচ, বিস্তার ও চলনাদির দ্বারা বস্ত্র অবশ্য সঙ্কুচিত বিস্তৃত চালিত ইত্যাদিরূপ হয়, তাহাতে বস্ত্রের কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা নাই, সেইরূপ এই অন্তর্য্যামী যেস্থলে যে বাসনাদ্বারা বিক্রিয়া প্রাপ্ত হন, সংসারও অবশ্য তদ্রূপই হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই।

টীকা—সূত্রের সঙ্কোচাদিদ্বারা যেরূপ বস্ত্রের সঙ্কোচাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুতেও উপাদান-রূপে অবস্থিত অন্তর্য্যামী যে যে বাসনাদ্বারা যেরূপ ঘটাদি কার্য্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন, সংসারেও কার্য্যসমূহ অবশ্য তদ্রূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; ইহাই তাৎপর্য্য। ১৬৯,১৭০

এই প্রকারে অন্তর্য্যামিপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন প্রদর্শন করিয়া ভগবদ্বাণী-রূপ স্মৃতিবচন (ভগবদ্গীতার ১৮।৬১) উদ্ধৃত করিতেছেন :—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৭১

অন্বয়—হে অর্জ্জুন, ঈশ্বরঃ যন্ত্রারূঢ়ানি সর্ব্বভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়-দেশে অবস্থিত আছেন ; তিনি দেহযন্ত্রারূঢ় সর্ব্বজীবকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন।

টীকা—ভাল, একই ঈশ্বর সর্ব্বজীবকে ভ্রমণ করাইতেছেন অথবা নানা ঈশ্বর নানা জীবকে ভ্রমণ করাইতেছেন? উত্তর—উদ্ধৃত ভগবদ্বাক্যে—'ঈশ্বর'শব্দ যখন প্রথমার একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে একই ঈশ্বর নানা জীবের প্রেরণা করিতেছেন। বল্লভাচার্য্য-মতানুসারিগণ বলেন, ঈশ্বরশব্দে একবচনের প্রয়োগ জাতির বোধক; সেই-হেতু বুঝিতে হইবে নানা ঈশ্বর নানা জীবকে ভ্রমণ করাইতেছেন। যেমন সর্ব্বভূতের "হৃদ্দেশে"—এই শব্দে একবচনের প্রয়োগ বহুহৃদয়সূচক, সেইরূপ। 'প্রতিবাদীর উত্তর'—অন্য অন্য স্থলে হৃদয়দেশ নানা এইরূপ শুনা যায় বলিয়া এবং লোকানুভবদ্বারা সমর্থিত হয় বলিয়া 'হৃদ্দেশে' শব্দে একবচনের উক্ত প্রয়োগে জাতিবোধকতা সম্ভব হয়, কিন্তু ঈশ্বরের নানাত্ব শ্রুতিস্মৃতি বা পুরাণাদিতে কোথাও শুনা যায় নাই এবং লোকানুভবও তাহার সমর্থন করে না। শাস্ত্র ও অনুভব উভয়ত্র ঈশ্বরের একত্বই প্রতীত হয়। ঈশ্বরশব্দে একবচন জাতির সূচক, ইহা সম্ভব নহে। আবার প্রতি জীবশরীরে যদি ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন মানা যায়, তাহা হইলে এক ব্রহ্মাণ্ডের অনেক নিয়ন্তা হইয়া জগদ্ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। 'উত্তর'—এক রাজার অনেক ভৃত্যের ন্যায় এক ব্রহ্মরূপ মহেশ্বরের অংশভূত নানা আধিকারিক বা নিয়ন্তা মানিলে বিরোধ হইবে না। 'প্রতিবাদীর প্রশ্ন'—ভাল, তবে প্রশ্ন করি, সেই অদ্বিতীয় মহেশ্বর সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা—বিশিষ্ট, অথবা সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা—শূন্য? যদি বল সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা—শূন্য, তাহা হইলে তিনি রাজার ন্যায় অনীশ্বর জীব হইবেন। আর যদি বল তিনি সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা—যুক্ত, তাহা হইলে একই মহেশ্বর সর্ব্বজ্ঞতাপূর্ব্বক সকলকে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলে, তাহার অংশভূত নানা অন্তর্যামী স্বীকার করা নিষ্ফল, এবং তাহা গৌরবদোষযুক্ত হইয়া অপ্রামাণও হইয়া পড়ে। যদি বল 'তবে বাচস্পতি মিশ্র কেন ঈশ্বরের নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন?'—তবে বলি, তাহার তাৎপর্য্য অধ্যারোপ বুঝাইয়া অপবাদদ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব মুমুক্ষুর বোধগম্য করিয়া দেওয়া; ঈশ্বর-নানাত্ব মানায় তাহার তাৎপর্য্য নহে। এইহেতু বাচস্পতিমতের সহিত ঈশ্বরৈকত্ববাদের বিরোধ নাই। ঈশ্বরনানাত্ববাদী বিষ্ণুস্বামীর মতানুসারী বল্লভপন্থিগণ সাম্প্রদায়িকতারক্ষার জন্য উক্তরূপ ব্যাখ্যাদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অগৌরবই করিয়াছেন। ১৭১

উদ্ধৃত গীতাবাক্যে "সর্ব্বভূতানাম্" পদের অর্থ বলিতেছেন:—

সর্ব্বভূতানি বিজ্ঞানময়াস্তে হৃদয়ে স্থিতাঃ।
তদুপাদানভূতেশস্তত্র বিক্রিয়তে খলু॥ ১৭২

অন্বয়—সর্ব্বভূতানি বিজ্ঞানময়াঃ, তে হৃদয়ে স্থিতাঃ। তদুপাদানভূতেশঃ তত্র খলু বিক্রিয়তে।

অনুবাদ—সর্ব্বভূত অর্থাৎ জীব বিজ্ঞানময়-কোশরূপ। সেই বিজ্ঞানময় জীব-সকল নিজ নিজ হৃৎপদ্মে অবস্থিত। ঈশ্বর সেই বিজ্ঞানময় জীবসমূহের উপাদান-কারণ; (তিনি আনন্দময়।) তিনি সেই হৃদয়ে বিজ্ঞানময়ের বিকারে নিয়তই বিকৃতের ন্যায় হন।

টীকা—'সেই জীব হৃদয়পদ্মে অবস্থিত'—(শঙ্কা) ভাল, জীবগণ কেন হৃদয়েই অবস্থান করে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু হৃদয়েই অন্তর্য্যামী বিজ্ঞানময়ের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন—"তিনি সেই হৃদয়ে" ইত্যাদিদ্বারা। অভিপ্রায় এই, জীবগণকে পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মফল প্রদান করিবার নিমিত্ত বিকার প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বাসনাদিরূপ উপাধি ধারণ করেন এবং জীবেও সেই সেই কামাদি-ব্যাপাররূপ অন্তঃকরণপরিণাম ঘটে। ১৭২

উক্ত ১৭১ শ্লোকে যে "যন্ত্রারূঢ়ানি" পদের প্রয়োগ আছে তন্মধ্যে 'যন্ত্র' ও 'আরোহ' এই দুই পদের অর্থ বলিতেছেন :—

দেহাদিপঞ্জরং যন্ত্রং তদারোহোঽভিমানিতা।
বিহিতপ্রতিষিদ্ধেষু প্রবৃত্তির্ভ্রমণং ভবেৎ ॥ ১৭৩

অন্বয়—দেহাদিপঞ্জরম্ যন্ত্রম্, অভিমানিতা তদারোহঃ, বিহিতপ্রতিষিদ্ধেষু প্রবৃত্তিঃ ভ্রমণম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—দেহাদিসঙ্ঘাতরূপ যে পিঞ্জর, তাহাই যন্ত্র ; তাহাতে অভিমানিতাই যন্ত্রে অবস্থান ; এবং বিহিত ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ শুভ ও অশুভ কর্ম্মে জীবের যে প্রবৃত্তি, তাহাই ভ্রমণ।

টীকা—গীতা-শ্লোকস্থিত "ভ্রাময়ন্" এই পদের ধাত্বর্থ বলিতেছেন—"এবং বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে" ইত্যাদিদ্বারা। তাৎপর্য্য এই—ধাতুপাঠে আছে "ভ্রম্ অনবস্থানে"—ভ্রম্ ধাতুর অর্থ—স্থিতির অভাব, তাহাই প্রবৃত্তি (বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মে)। ১৭৩

এক্ষণে "ভ্রাময়ন্" এই পদে যে ভ্রম্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ রহিয়াছে তাহার, এবং "মায়য়া" এই পদে মায়া শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

বিজ্ঞানময়রূপেণ তৎপ্রবৃত্তিস্বরূপতঃ।
স্বশক্ত্যেশো বিক্রিয়তে মায়য়া ভ্রামণং হি তৎ ॥ ১৭৪

অন্বয়—বিজ্ঞানময়রূপেণ তৎপ্রবৃত্তিস্বরূপতঃ স্বশক্ত্যা ঈশঃ বিক্রিয়তে ; তৎ হি মায়য়া ভ্রামণম্।

অনুবাদ ও টীকা—বিজ্ঞানময়রূপ জীবরূপে এবং সেই বিজ্ঞানময়ের প্রবৃত্তি-স্বরূপে ঈশ্বর নিজ মায়াশক্তির দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হন। তাহারই নাম—মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান। ১৭৪

১৬৪ সংখ্যক শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের অন্তর্গত "যময়তি" (প্রেরণ করেন) এই পদেরও ইহাই অর্থ—ইহাই বলিতেছেন :—

অন্তর্যময়তীত্যুক্ত্যায়মেবার্থঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ।
পৃথিব্যাদিষু সর্ব্বত্র ন্যায়োঽয়ং যোজ্যতাং ধিয়া ॥ ১৭৫

অন্বয়—"অন্তঃ যময়তি" ইতি উক্ত্যা অয়ম্ এব অর্থঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ। অয়ম্ ন্যায়ঃ পৃথিব্যাদিষু সর্ব্বত্র ধিয়া যোজ্যতাম্।

অনুবাদ—"অন্তর্যময়তি"—'অন্তরে প্রেরণা করেন'—এই পদদ্বারা পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত ভ্রমণরূপ অর্থই শ্রুতিবচনে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (কেবল হৃদয়ে নহে) পৃথিব্যাদি সকল পদার্থেই বুদ্ধিদ্বারা এই (১৭৪) শ্লোকোক্ত নীতির যোজনা করিয়া লও।

টীকা—"যময়তি"র—উক্ত ব্যাখ্যা, অন্যপর্য্যায়রূপ শব্দসমূহে অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া জানাইতেছেন—"(কেবল হৃদয়ে নহে) পৃথিব্যাদি সকল পদার্থেই" ইত্যাদি শব্দদ্বারা। ১৭৫

সকল প্রবৃত্তিই যে সর্ব্বেশ্বরের অধীন এই বিষয়টি শাস্ত্রান্তর বাক্যদ্বারা সমর্থন করিতেছেন :—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥১৭৬

অন্বয়—ধর্ম্মম্ জানামি চ (কিন্তু তত্র) প্রবৃত্তিঃ ন মে (মম); অধর্ম্মম্ জানামি, (তস্মাৎ) নিবৃত্তিঃ চ ন মে। (অতঃ নিশ্চিনোমি) কেন অপি হৃদি স্থিতেন দেবেন যথা নিযুক্তঃ অস্মি তথা করোমি।

অনুবাদ—ধর্ম্মসাধক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহ আমি জানি, কিন্তু তাহাতে যে প্রবৃত্তি হয়, সে প্রবৃত্তি আমার নহে। অধর্ম্মজনক শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহও আমি জানি; সেই কর্ম্মসমূহ হইতে যে নিবৃত্তি হয়, সেই নিবৃত্তি আমার নিজের নহে; এইহেতু আমি স্থির করিয়াছি কোনও অন্তর্য্যামী দেব আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া, আমাকে যেরূপে নিযুক্ত করেন, আমি সেইরূপ আচরণ করি।

টীকা—"পাণ্ডবগীতায়" (নামান্তরে "প্রপন্নগীতায়") এই কথাগুলি দুর্য্যোধনদ্বারা উচ্চারিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় "কেনাপি দেবেন" স্থলে "ত্বয়া হৃষীকেশ" এইরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে। জ্ঞানকৃত পাপ-কর্ম্মফলভোগ পরিহারের নিমিত্ত কর্তৃত্বাভিমানী পুরুষকর্তৃক এই বাক্যটি উচ্চারিত হয় নাই। ইহা, জ্ঞানলাভের ফলে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া অনুভবকারী কোন জ্ঞানীর অনুভবোক্তি।১৭৬

(শঙ্কা) ভাল, প্রবৃত্তি যখন ঈশ্বরের অধীন, তখন কার্য্যে প্রবৃত্তির হেতু উৎসাহরূপ পুরুষপ্রযত্ন ত' ব্যর্থ এবং তদ্বিষয়ক বিধিনিষেধ-শাস্ত্রও ত' ব্যর্থ? (সমাধান)—এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, পুরুষ-প্রযত্নও ঈশ্বরের রূপ; এই বলিয়া আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবং মা শঙ্ক্যতাং যতঃ।
ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে॥ ১৭৭

অন্বয়—পুরুষকারেণ অর্থঃ ন ইতি এবম্ মা শঙ্ক্যতাম্; যতঃ ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণ অপি বিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—তাহা হইলে পুরুষকারে প্রয়োজন নাই—এইরূপ আশঙ্কা করিওনা; যেহেতু, ঈশ্বর সেই পুরুষকাররূপে পরিণত হন।

টীকা—"অর্থঃ"—প্রয়োজন; "পুরুষকারেণ"—পুরুষ প্রযত্ন লইয়া। ১৭৭

(শঙ্কা) ভাল, পুরুষ-প্রযত্ন যদি ঈশ্বরেরই রূপ বা পরিণাম হইল, তাহা হইলে, তিনি "যময়তি" বা নিয়মন করেন বা ভ্রমণ করান—এইরূপে ১৬৪-১৭৬ শ্লোকে প্রতিপাদিত অন্তর্য্যামি-প্রেরণা ত' নিরর্থক হইয়া পড়ে, -এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন,—না, তাহা নিরর্থক নহে; কেননা, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা আপনার—আত্মরূপ সাক্ষীর—অসঙ্গতাজ্ঞানরূপ ফললাভ হয়:—

ঈদৃগ্‌বোধেনেশ্বরস্য প্রবৃত্তির্মৈব বার্য্যতাম্।
তথাপীশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ॥ ১৭৮

অন্বয়—ঈদৃগ্‌বোধেন ঈশ্বরস্য প্রবৃত্তিঃ মা এব বার্য্যতাম্, তথাপি ঈশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ।

অনুবাদ—ঈশ্বর পুরুষকাররূপে পরিণত হন, এই জ্ঞানদ্বারা, ঈশ্বরের প্রবৃত্তির বা নিয়ামকত্বের জ্ঞানকে নিষ্ফল বুঝিও না; কেননা, ঈশ্বরকে উক্ত প্রকারে নিয়ামক বলিয়া বুঝিলে, আপনার আত্মা যে অসঙ্গ—এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে।

টীকা—"ঈদৃগ্‌বোধেন"—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বর পুরুষপ্রযত্নরূপেও অবস্থান করেন, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা, ঈশ্বরের "প্রবৃত্তিঃ"—অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে প্রেরণা। ১৭৮

(শঙ্কা) ভাল, আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া জানিবার প্রয়োজন কি? (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন:—

তাবতা মুক্তিরিত্যাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা।
শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যপীশ্বরভাষিতম্॥ ১৭৯

অন্বয়—তাবতা মুক্তিঃ ইতি শ্রুতয়ঃ তথা স্মৃতয়ঃ আহুঃ; "শ্রুতিস্মৃতী মম এব আজ্ঞে" ইতি অপি ঈশ্বরভাষিতম্।

অনুবাদ—'তদ্দ্বারাই মুক্তি হয়'—ইহা, সকল শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। আর ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন 'শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই দুইটি আজ্ঞা'।

টীকা—শ্রুতির উপদেশ এবং স্মৃতির উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে নাই—এ বিষয়ে স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিতেছেন—"আর ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই দুইটি আজ্ঞা।" "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী নরকং প্রতিপদ্যতে॥"—বরাহপুরাণ। ১৭৯

আর শ্রুতিও (কঠ উ, ৬।৩; তৈত্তি উ, ২।৮।১; নৃসিংহ পূ তা উ, ২।৪) ঈশ্বরকে ভয়ের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:—

আজ্ঞায়া ভীতিহেতুত্বং ভীষাস্মাদিতি হি শ্রুতম্।
সর্ব্বেশ্বরত্বমেতৎ স্যাদন্তর্য্যামিত্বতঃ পৃথক্ ॥ ১৮০

অন্বয়—আজ্ঞায়াঃ ভীতিহেতুত্বম্ 'ভীষা অস্মাৎ' ইতি হি শ্রুতম্। এতৎ সর্ব্বেশ্বরত্বম্ অন্তর্য্যামিত্বতঃ পৃথক্ স্যাৎ।

অনুবাদ—[ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ—তৈত্তি উ, ২।৮।১]—'এই ঈশ্বরের ভয়েই বায়ু প্রবহমাণ রহিয়াছে, সূর্য্য উদিত হইতেছেন' ইত্যাদি; এই শ্রুতিবচনে শুনা যায় যে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভয়ের কারণ। এইহেতু তাঁহার সর্ব্বেশ্বরতা অন্তর্য্যামিতা হইতে পৃথক্।

টীকা—শ্রুতি ঈশ্বরকে ভয়ের কারণ বলিয়া কি হেতু বর্ণন করিয়াছেন? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—'ঈশ্বরের সর্ব্বেশ্বরতা অন্তর্য্যামিতা হইতে পৃথক্'—ইহা সিদ্ধ হইবে, এই মনে করিয়া বলিতেছেন—"এইহেতু তাঁহার সর্ব্বেশ্বরতা" ইত্যাদি। ১৮০

বাহিরে ও ভিতরে ঈশ্বরই নিয়ামক অর্থাৎ প্রেরক, এই তাৎপর্য্যের দুইটি শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিতেছেন :—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসন ইতি শ্রুতিঃ।
অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তায়ং জনানামিতি চ শ্রুতিঃ ॥ ১৮১

অন্বয়—"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইতি শ্রুতিঃ চ "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ অয়ম্ জনানাম্ শাস্তা" ইতি শ্রুতিঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র উক্ত অক্ষরব্রহ্মের শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে; হে গার্গি, দ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষরব্রহ্মের শাসনেই স্থির রহিয়াছে—[এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ তিষ্ঠতঃ—বৃহদা উ, ৩।৮।৯]। অপর শ্রুতিবচন—এই পরমাত্মা জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের শাসক বা নিয়ামক হইয়া রহিয়াছেন—[অয়ম্ জনানাম্ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা (? কর্ত্তা)—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৩।১১]। ১৮১

(মাণ্ডুক্য উ, ৬) শ্রুতিবচনের অন্তর্গত ঈশ্বর-বিশেষণসমূহের বিচারে পর্য্যায়ক্রমে উপস্থিত "এষঃ যোনিঃ" এই বিশেষণটির অর্থ বলিতেছেন :—

(ঙ) ঈশ্বরের জগদ্যোনিতা-রূপ কারণতা।

জগদ্যোনির্ভবেদেষ প্রভবাপ্যয়কৃত্ত্বতঃ।
আবির্ভাবতিরোভাবাবুৎপত্তিপ্রলয়ৌ মতৌ ॥১৮২

অন্বয়—এষঃ জগদ্যোনিঃ ভবেৎ প্রভবাপ্যয়কৃত্ত্বতঃ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ আবির্ভাবতিরো-ভাবৌ মতৌ।

অনুবাদ—যেহেতু ঈশ্বর সর্ব্ব জগতের উৎপত্তি প্রলয়াদির কর্ত্তা, সেইহেতু তাঁহাকে জগদ্যোনি বলা হয়। জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে যথাক্রমে জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই বুঝিতে হইবে।

টীকা—ঈশ্বরের জগৎকারণতারূপ প্রতিজ্ঞাত অর্থে [প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্—মাণ্ডুক্য উ, ৬; নৃসিংহ পূ, তা, উ, ৪।১; নৃসিংহ উ তা, উ, ১]—'সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-প্রলয় তাঁহা হইতে' এই শ্রুতিবচনের হেতুরূপে যোজনা করিতেছেন—প্রভব ও অপ্যয় শব্দের অর্থ উৎপত্তি ও প্রলয়—তাহাই তিনি করেন বলিয়া তিনি 'জগদ্যোনি'। উৎপত্তি ও প্রলয় এই শব্দদ্বয়ের অভীষ্ট অর্থ বলিতেছেন—"উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে" ইত্যাদি। উক্তরূপ অর্থে শ্লোকের অন্বয় বুঝিতে হইবে। ১৮২

ঈশ্বর যে, জগতের আবির্ভাবকারী, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া উপপাদন করিতেছেন ঃ—

আবির্ভাবয়তি স্বস্মিন্ বিলীনং সকলং জগৎ।
প্রাণিকর্ম্মবশাদেষ পটো যদ্বৎ প্রসারিতঃ॥ ১৮৩

অন্বয়—যদ্বৎ প্রসারিতঃ পটঃ, এষঃ প্রাণিকর্ম্মবশাৎ স্বস্মিন্ বিলীনম্ সকলম্ জগৎ আবির্ভাবয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন সঙ্কোচিত চিত্রপট প্রসারণ প্রাপ্ত হইয়া আপনাতে স্থিত চিত্রিত মূর্ত্তিসকল প্রকাশ করে, সেইরূপ ইনি (অর্থাৎ ঈশ্বর) আপনার শরীরে বিলীন (অর্থাৎ প্রলয়কালে) সংস্কাররূপে স্থিত, এই সমস্ত জগৎকে প্রাণিগণের কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১৮৩

সেই ঈশ্বরই যে প্রলয়ের কারণ, তাহাই দেখাইতেছেন ঃ—

পুনস্তিরোভাবয়তি স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
প্রাণিকর্ম্মক্ষয়বশাৎ সঙ্কোচিতপটো যথা॥ ১৮৪

অন্বয়—যথা সঙ্কোচিতপটঃ প্রাণিকর্ম্মক্ষয়বশাৎ পুনঃ স্বাত্মনি এব অখিলম্ জগৎ তিরোভাবয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন পট সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া আপনাতে চিত্রিত মূর্ত্তি-সকল তিরোহিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরও প্রাণিকর্ম্মক্ষয়ে সমস্ত জগৎ আবার স্বীয় শরীরে তিরোধাপিত করেন। ১৮৪

সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব অন্য দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন :—

রাত্রিঘস্রৌ সুপ্তিবোধাবুন্মীলনর্নিমীলনে।
তূষ্ণীম্ভাবমনোরাজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমৌ॥ ১৮৫

অন্বয়—রাত্রিঘস্রৌ সুপ্তিবোধৌ উন্মীলননিমীলনে তূষ্ণীম্ভাবমনোরাজ্যে ইব ইমৌ সৃষ্টিলয়ৌ।

অনুবাদ ও টীকা—জীবগণের যেমন রাত্রি ও দিন, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন, মনের নির্ব্বিকল্পতারূপ তূষ্ণীম্ভাব ও মনের বিকল্পবিলাসরূপ মনোরাজ্য, ঈশ্বরের পক্ষে জগতের সৃষ্টিপ্রলয়ও সেইরূপ। (ঘস্রো দিনাহনী বা তু ক্লীবে দিবসবাসরৌ—ইত্যমরঃ)। ১৮৫

ভাল, ঈশ্বর যে, জগতের কারণ তাহা কি "আরম্ভ"-কর্তৃরূপে অথবা জগদাকারে "পরিণামি"-রূপে? তাৎপর্য্য এই—যে স্থলে অনেক কারণরূপ অবয়বসমূহের সংযোগে অত্যন্ত ভিন্ন 'আরম্ভ' দ্বারা (অর্থাৎ প্রাথমিক ব্যাপারের উপক্রমদ্বারা) অবয়বিরূপ কার্য্যদ্রব্য সমবায়সম্বন্ধে সমবেত (অর্থাৎ যুক্ত) হইয়া উৎপন্ন হয়, সেই স্থলে সেই কার্য্যকে আরম্ভকার্য্য বলে; যেমন, কপালরূপ অবয়বসমূহের সংযোগদ্বারা সেই সকল কপাল হইতে ভিন্ন, ঘটরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়; অথবা পুরাণ গৃহের ইষ্টকাদি অবয়ব হইতে ভিন্ন, নূতন গৃহরূপ কার্য্য উৎপন্ন হয়; সেই স্থলে উপাদানকারণ আপনার স্বরূপকে পরিত্যাগ করে না অথচ উপাদান হইতে ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি হয়। সেই স্থলে সেই উৎপত্তি "আরম্ভ" নামে কথিত হয়, যেমন সূত্রের দ্বারা বস্ত্রের উৎপত্তি। সে স্থলে কার্য্য ও কারণের অত্যন্ত ভেদ মানা হইয়া থাকে। আর "উপাদানসমসত্তাকত্বে সতি অন্যথাভাবঃ পরিণামঃ"—যে স্থলে উপাদানের সহিত সমানসত্তাবিশিষ্ট কার্য্যরূপ রূপান্তরের উৎপত্তি হয়, সেই স্থলে সেই উৎপত্তিকে এবং সেই কার্য্যকে 'পরিণাম' বলে। পরিণামদ্বারা একাংশের রূপান্তর হইয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয়। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি; সে স্থলে বিদ্যমান দুগ্ধের পূর্ব্বরসের তিরোভাব এবং অম্লরসাত্মক গুণান্তরের আবির্ভাব। ইহাতে পরিণামরূপ কার্য্য এবং পরিণামিরূপ কারণ—এই দুইটির অভেদ স্বীকৃত হয়; যেমন মৃত্তিকার ঘটরূপ পরিণাম; অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ পরিণাম; প্রকৃতির মহত্তত্ত্বাদিরূপ পরিণাম। ইহা সাংখ্যবাদিগণের এবং কয়েকটি উপাসক-সম্প্রদায়ের অভিমত। সাংখ্যবাদিগণ জগৎকে প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া মানে এবং সেই উপাসকগণ জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া মানে। ঈশ্বর জগতের "আরম্ভ"-কর্তৃরূপ কারণ হইতে পারেন না; কেননা, যিনি অদ্বিতীয়, তিনি "আরম্ভ"-কর্তৃরূপ কারণ হইলে, "আরম্ভ"-কার্য্য হইতে ভিন্ন হইতে পারেন না; আর আরম্ভবাদে কার্য্য ও কারণের অত্যন্ত ভেদ মানা হইয়া থাকে। আবার ঈশ্বর (জগদাকারে) পরিণামিরূপে কারণ হইতে পারেন না; কেননা, যিনি চেতন ও নিরবয়ব বা নিরংশ, তাঁহার পরিণামপ্রাপ্তি অসম্ভব, যেহেতু, চৈতন্যের পরিণাম মানিলে চৈতন্যের বিনাশিত্ব আসিয়া পড়ে, চৈতন্য জড় হইয়া পড়ে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, বিবর্ত্তবাদ নামক তৃতীয় পক্ষ আশ্রয় করিলে উক্ত দুই পক্ষে যে দোষ, তাহা ঘটিতে পারে না। "বিবর্ত্তো নাম উপাদানবিষমসত্তাককার্য্যাপত্তিঃ"

(বেদান্তপরিভাষা ১)—যেস্থলে উপাদানকারণ নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া বিষমসত্তাবিশিষ্ট কার্য্যরূপে রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়, সেই স্থলে সেই বিষমসত্তাবিশিষ্ট রূপান্তররূপ কার্য্যকে বিবর্ত্ত বলা হয়, যেমন শুক্তিতে রজতের উৎপত্তি ; স্বর্ণে ভূষণের উৎপত্তি ; এইরূপে বিবর্ত্তপক্ষ আশ্রয় করিয়া দোষদ্বয়ের পরিহার করিতেছেন :—

আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুনা।
আরম্ভপরিণামাদিচোদ্যানাং নাত্র সম্ভবঃ॥ ১৮৬

অন্বয়—আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্ত্বেন হেতুনা অত্র আরম্ভপরিণামাদিচোদ্যানাম্ সম্ভবঃ ন।

অনুবাদ – ঈশ্বরের আবির্ভাব-তিরোভাবের শক্তি যে মায়ারূপ সামর্থ্য, ঈশ্বর সেই মায়ারূপ সামর্থ্যযুক্ত বলিয়া, আমাদের এই সিদ্ধান্তে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ বা স্বভাববাদরূপ (অমূলক) কল্পনার সম্ভাবনা (ও অবসর) নাই।

টীকা—আরম্ভবাদের, পরিণামবাদের এবং বিবর্ত্তবাদের আলোচনা অগ্রে "ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ"নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৪৯ হইতে ৫২ শ্লোকে ও তত্তট্টীকায় দ্রষ্টব্য। হেত্বন্তর-নিরপেক্ষ বস্তুধর্ম্মবিশেষবাদী অথবা জন্মান্তরকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিশুভাশুভ সংস্কারবাদীকে 'স্বভাববাদী' বলে। ১৮৬

(শঙ্কা) ভাল, একই ঈশ্বর, চেতন অচেতন এই উভয়রূপ জগতের উপাদান কি প্রকারে হইতে পারেন ? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—মায়ারূপ উপাধির প্রাধান্য হইলে তদ্দ্বারা ঈশ্বর, দেহাদি জড়বস্তুর উপাদান হন এবং চিদাভাসাংশের প্রাধান্য হইলে, জীবরূপ চিদাভাসের উপাদান হন :—

অচেতনানাং হেতুঃ স্যাজ্জাড্যাংশেনেশ্বরস্তথা।
চিদাভাসাংশতস্ত্বেষ জীবানাং কারণং ভবেৎ॥ ১৮৭

অন্বয়—জাড্যাংশেন ঈশ্বরঃ অচেতনানাম্ হেতুঃ স্যাৎ, তথা চিদাভাসাংশতঃ তু এষঃ জীবানাম্ কারণম্ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—জড়তাস্বভাব মায়ারূপ অংশদ্বারা, ঈশ্বর জড়সমূহের কারণ হন ; সেই প্রকার চিদাভাসরূপ অংশদ্বারা, এই ঈশ্বরই চিদাভাসরূপ জীবসমূহের কারণ হন। ১৮৭

৪। প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরবিষয়ক বিচার।

ভাল, মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা ত' অযুক্ত ; কেননা, বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য পরমাত্মাকেই (পরব্রহ্মকেই) জগতের কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। এই প্রকারে দুইটি শ্লোকে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ক) 'পরমাত্মাই জগৎকারণ', বার্ত্তিককার সুরেশ্বরের এইরূপ উক্তি। (বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক ১ম অধ্যায় ৪র্থ ব্রাহ্মণ ৩৪২ শ্লোক।)

তমঃপ্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাম্।
পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ ॥ ১৮৮

অন্বয়—পরঃ ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ তমঃপ্রধানঃ (সন্) ক্ষেত্রাণাম্ কারণতাম্ এতি, চিৎপ্রধানঃ (সন্) চিদাত্মনাম্ (কারণতাম্ এতি)।

অনুবাদ—যিনি পরমাত্মা, তিনি (জীবের) সংস্কার, জ্ঞান ও কর্ম্মকে নিমিত্ত করিয়া, তমোগুণপ্রধান মায়োপাধিক হইয়া, (জীবের) শরীরাদির কারণ এবং চৈতন্যপ্রধান হইয়া চিদাভাসসমূহের কারণ হন।

টীকা—['বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক'ব্যাখ্যাবসরে আনন্দগিরি এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ভাল, (শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ) পরমাত্মাই যদি কারণ হইলেন, তবে সেই কারণের কার্য্যরূপ জগতে চেতন ও অচেতন এই উভয়রূপ বিভাগ কি প্রকারে ঘটিল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, কারণেই ঐরূপ বিভাগ হয় বলিয়া কার্য্যেও ঐরূপ বিভাগ ঘটে; এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেন:—পরমাত্মা স্বয়ং দ্বেষাসক্তি প্রভৃতি দোষরহিত বলিয়া, তাঁহার দ্বারা তারতম্যাত্মক প্রপঞ্চসৃষ্টি কেন হয়? "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি" (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪)—কেহ অত্যন্ত সুখী, কেহ অত্যন্ত দুঃখী, এরূপ বিষম সৃষ্টি দেখিয়া সে দোষ ঈশ্বরে স্থাপন করিতে পার না। দুঃখের সৃষ্টি ও জগতের সংহার দেখিয়া তাঁহাকে নির্ঘৃণ অর্থাৎ নির্দ্দয় বলিতেও পার না। কারণ এই যে, ঐ সকল নিমিত্তান্তরযোগেই হয়। শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। এই ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া উত্তর দিতেছেন:—] "তমঃপ্রধানঃ"—"তমঃ" তমোগুণ হইয়াছে 'প্রধান' যাহাতে এইরূপ যে মায়া অর্থাৎ প্রকৃতির ভেদ, তাহাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া, "ক্ষেত্রাণাম্"—ক্ষেত্ররূপ শরীরাদির, "কারণতাম্ এতি"—কারণতা প্রাপ্ত হন—উৎপাদক হন; "চিৎপ্রধানঃ"—চৈতন্য হইয়াছে 'প্রধান' বা মুখ্য যাহাতে, এইরূপ পরমাত্মা চিদাভাসের কারণ হন। "ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ"—'ভাবনা' শব্দে সংস্কার, 'জ্ঞান' শব্দে দেবতাধ্যানাদি, 'কর্ম্ম' পুণ্যপাপরূপ,—সেই সেই নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া পরমাত্মা জড়চেতনরূপ জগতের কারণ হন—ইহাই অর্থ। ১৮৮

ইতি বার্ত্তিককারেণ জড়চেতনহেতুতা।
পরমাত্মন এবোক্তা নেশ্বরস্যেতি চেচ্ছৃণু ॥ ১৮৯

অন্বয়—ইতি বার্ত্তিককারেণ জড়চেতনহেতুতা পরমাত্মনঃ এব উক্তা, ঈশ্বরস্য ন ইতি চেৎ, শৃণু।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য জড়চেতনরূপ জগতের কারণ, পরমাত্মাকেই বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে নহে। হে বাদিন্, যদি এইরূপ বল, তবে শ্রবণ কর। ১৮৯

এক্ষণে এই শঙ্কার সমাধান করিতে উদ্যত হইয়া সিদ্ধান্তী বাদীকে অভিমুখ করিতেছেন। 'ত্বম্' পদের অর্থের ন্যায় 'তৎ' পদের অর্থে এবং 'তৎ' পদের অর্থের ন্যায় 'ত্বম্' পদের অর্থে, অধিষ্ঠান ও আরোপের অন্যোন্যাধ্যাস (পরস্পরাধ্যাস) বর্ণন করাই উদ্দেশ্য বলিয়া, 'পরমাত্মাই জগতের কারণ' এইরূপ বলায় দোষ হয় নাই এইরূপে পরিহার করিতেছেন :—

(খ) সমাধান—বার্ত্তিককার ঈশ্বর ব্রহ্মের অধ্যাস 'সিদ্ধ' ধরিয়া পরমাত্মা ব্রহ্মকেই কারণ বলিয়াছেন।

অন্যোন্যাধ্যাসমত্রাপি জীবকূটস্থয়োরিব।
ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ সিদ্ধং কৃত্বা ব্রূতে সুরেশ্বরঃ ॥১৯০

অন্বয়—অত্র অপি জীবকূটস্থয়োঃ ইব ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ অন্যোন্যাধ্যাসম্ সিদ্ধম্ কৃত্বা সুরেশ্বরঃ ব্রূতে।

অনুবাদ ও টীকা—এই 'তৎ'পদের অর্থ সম্বন্ধেও, জীব ও কূটস্থের ন্যায়, মায়োপাধিক ঈশ্বর এবং ব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য পরমাত্মাকে জগৎকারণ বলিয়াছেন। ১৯০

ভাল, সুরেশ্বরাচার্য্য যে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া, পরমাত্মাকে (ব্রহ্মকে) জগতের কারণ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন ইহা কি প্রকারে জানিলেন?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন 'শ্রুতির অর্থ বিচার করিয়া সেই অর্থের অনুসরণে এই কথা বলিতেছি', ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(গ) উক্ত অর্থানুসারী শ্রুতি-প্রমাণ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম তস্মাৎ সমুত্থিতাঃ।
খং বায়্বগ্নিজলোর্ব্যোষধ্যন্নদেহা ইতি শ্রুতিঃ ॥১৯১

অন্বয়—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ যৎ ব্রহ্ম তস্মাৎ খম্ বায়্বগ্নিজলোর্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ সমুত্থিতাঃ ইতি শ্রুতিঃ।

অনুবাদ—সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন ও দেহ উৎপন্ন হইয়াছে—এই অর্থের এক শ্রুতিবচন রহিয়াছে।

টীকা—তৈত্তিরীয়োপনিষদে (ব্রহ্মবল্লী, ১) আছে [সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম (১)]—ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ; তদনন্তর (২) মন্ত্রে পঠিত হয় [তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ ইত্যাদি]—পূর্ব্বে সেই ব্রাহ্মণোক্ত এবং এই স্থলে এই মন্ত্রোক্ত প্রত্যগ্রূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি। ১৯১

ভাল, উক্ত অর্থের শ্রুতিবচনে পরমাত্মা হইতে জগতের উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া গেল; উক্ত শ্রুতিবচনদ্বারা অন্যোন্যাধ্যাস কি প্রকারে বুঝা যায়? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(ঘ) ১৯০ শ্লোকোক্ত অন্যোন্যাধ্যাস গতশ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনদ্বারা সিদ্ধ।

আপাতদৃষ্টিতস্তত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুতা।
হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদন্যোন্যাধ্যাস ইষ্যতে॥১৯২

অন্বয়—তত্র আপাতদৃষ্টিতঃ ব্রহ্মণঃ হেতুতা ভাতি, হেতোঃ সত্যতা চ; তস্মাৎ অন্যোন্যাধ্যাসঃ ইষ্যতে।

অনুবাদ—উক্ত শ্রুতিবচন হইতে আপাতদৃষ্টিতে অর্থাৎ শ্রুতিবচনের সম্যক্ বিচার না করিলেও, (নির্গুণ বলিয়া অহেতু) ব্রহ্ম হেতু বলিয়া প্রতীত হইতেছেন, আর (মায়ায় চিদাভাস প্রতিবিম্ব এবং সেইহেতু অসত্য) ঈশ্বররূপ হেতুও সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সেইহেতু অন্যোন্যাধ্যাস অঙ্গীকার করিতেই হয়।

টীকা—"তত্র"—সেই ১৯১ শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনে। সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ (নির্গুণ) ব্রহ্মের জগৎকারণতা এবং মায়া যাহার অধীন, সেই মায়াপ্রতিবিম্বিত (অসত্য) চিদাভাসরূপ জগৎকারণের সত্যতা উক্ত শ্রুতিবচনের অর্থবিচার বিনাই (অর্থাৎ সম্যক্ প্রমিত না হইলেও) আপাতপ্রতীত হইতেছে; তাহা অন্যোন্যাধ্যাস বিনা সঙ্গত হয় না। সেইহেতু অন্যোন্যাধ্যাস অঙ্গীকৃত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। অভিপ্রায় এই—নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ হইয়া জগৎকারণ হওয়া এবং মায়াধীশ অসত্য চিদাভাসের (অর্থাৎ ঈশ্বরের) সত্য বলিয়া প্রতীত হওয়া তদুভয়ে পরস্পরের অধ্যাস বিনা সম্ভব নহে। যেমন লৌহপিণ্ডের দাহকতা এবং অগ্নির গুরুত্ব পরস্পরাধ্যাস বিনা সম্ভবে না, সেইরূপ। ১৯২

এইরূপে পরস্পরাধ্যাসদ্বারা সিদ্ধ যে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের একতা, তাহা এই প্রকরণের ১ হইতে ৪ শ্লোকে, উদাহরণস্বরূপে বর্ণিত অন্নলিপ্ত পটের দৃষ্টান্তটি স্মরণ করাইয়া, দৃঢ় করিতেছেন:—

(ঙ) ঘট্টিত পটের দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত অর্থের দৃঢ়ীকরণ।

অন্যোন্যাধ্যাসরূপোঽসাবন্নলিপ্তপটো যথা।
ঘট্টিতেনৈকতামেতি তদ্বদ্ ভ্রান্ত্যৈকতাং গতঃ॥১৯৩

অন্বয়—যথা অন্নলিপ্তপটঃ ঘট্টিতেন (পটেন) একতাম্ এতি, তদ্বৎ অসৌ অন্যোন্যাধ্যাসরূপঃ ভ্রান্ত্যা একতাম্ গতঃ।

অনুবাদ—(যেমন চিত্রাঙ্কন জন্য গৃহীত শুদ্ধ) বস্ত্রখণ্ড, অন্নমণ্ডলিপ্ত (হইয়া ঘট্টিত হইলে সেই) ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্ত্রখণ্ডের সহিত (ভ্রান্তিবশতঃ) একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর এই অন্যোন্যাধ্যাসরূপ ভ্রান্তিবশতঃ একতাপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ উভয়ের স্বরূপ এক আকারে প্রতীত হয়।

টীকা—নিরুপাধিক পরব্রহ্ম ও সোপাধিক ঈশ্বরের অভিন্নাধিষ্ঠানরূপতা দেখাইবার জন্য দৃষ্টান্তে একই বস্ত্রখণ্ডের দুই আকারে দুইবার উল্লেখ হইল। ১৯৩

ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মের ঈশ্বরের সহিত একত্বপ্রাপ্তিবিষয়ে ঘট্টিত বস্ত্রখণ্ডের দৃষ্টান্ত বলিয়া,

আপাতদর্শী অর্থাৎ অবিচারদৃষ্টি পুরুষ যে সেই ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ উপলব্ধি করিতে পারে তদ্বিষয়ে পূর্ব্ববর্ণিত অর্থাৎ ২০ শ্লোকোক্ত অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(চ, পরব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একতাবিষয়ে অন্য দৃষ্টান্ত।)

মেঘাকাশমহাকাশৌ বিবিচ্যেতে ন পামরৈঃ।
তদ্বদ্ব্রহ্মেশয়োরৈক্যং পশ্যন্ত্যাপাতদর্শিনঃ ॥১৯৪

অন্বয়—পামরৈঃ মেঘাকাশমহাকাশৌ ন বিবিচ্যেতে, তদ্বৎ আপাতদর্শিনঃ ব্রহ্মেশয়োঃ ঐক্যম্ পশ্যন্তি।

অনুবাদ—অল্পবুদ্ধি লোকে যেরূপ মেঘাকাশ ও মহাকাশের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইরূপ আপাতদর্শী লোকে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের (পার্থক্য অনুভব করিতে না পারিয়া) ঐক্যই অনুভব করিয়া থাকে।

টীকা—"ঐক্যম্ পশ্যন্তি"—ইহার অর্থ 'ভেদম্ ন পশ্যন্তি'—ভেদ দেখিতে পায় না। ১৯৪

তাহা হইলে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ-প্রতীতি কি প্রকারে হইতে পারে? এইহেতু বলিতেছেন :—

(ছ) শ্রুতিষড়্লিঙ্গ দ্বারা ঈশ্বরব্রহ্মের ভেদজ্ঞান।

উপক্রমাদিভির্লিঙ্গৈস্তাৎপর্য্যস্য বিচারণাৎ।
অসঙ্গং ব্রহ্ম মায়াবী সৃজত্যেষ মহেশ্বরঃ ॥ ১৯৫

অন্বয়—উপক্রমাদিভিঃ লিঙ্গৈঃ তাৎপর্য্যস্য বিচারণাৎ ব্রহ্ম অসঙ্গম্; মায়াবী এষ মহেশ্বরঃ সৃজতি।

অনুবাদ—শ্রুতিষড়্লিঙ্গদ্বারা তাৎপর্য্য বিচার করিলে পাওয়া যায়—ব্রহ্ম অসঙ্গ; এবং মায়াবী যে এই মহেশ্বর, ইনিই (জগৎ) সৃজন করেন।

টীকা—"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে।" উপক্রম-উপসংহারের একরূপতা, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি,—এই ছয়টি "শ্রুতিষড়্লিঙ্গ" অর্থাৎ বৈদিকবাক্যের তাৎপর্য্য জ্ঞানের হেতু। ধূমদ্বারা বহ্নির অস্তিত্বের জ্ঞান হয় বলিয়া ধূম বহ্নির 'লিঙ্গ'; সেইরূপ উক্ত ছয়টির দ্বারা শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্যের জ্ঞান হয় বলিয়া উহাদিগকে 'শ্রুতিষড়্লিঙ্গ' বলে। (১) (বৈদিক বাক্যসমূহরূপ) গ্রন্থের আরম্ভে যে অর্থ পাওয়া যায়, গ্রন্থের সমাপ্তিতে সেই অর্থ পাওয়া গেলে, উপক্রমোপসংহারের একরূপতা আছে বলা হয়, যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের উপক্রমে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা শুনা যায় এবং উপসংহারেও সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা পাওয়া যায়। (২) পুনঃ পুনঃ কথনের নাম 'অভ্যাস'। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যটি নয়বার আছে; এইহেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে 'অভ্যাস' রহিয়াছে। (৩) প্রমাণান্তরদ্বারা অজ্ঞাততাকে 'অপূর্ব্বতা' বলে; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপনিষদ্রূপ শব্দপ্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের বিষয় নহেন। এইহেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞাততারূপ 'অপূর্ব্বতা' আছে। (৪) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা মূল-সহিত শোক-মোহ-নিবৃত্তিরূপ 'ফল' কথিত হইয়াছে। (৫) স্তুতি অথবা নিন্দার বোধক বচনকে

'অর্থবাদ' কহে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের স্তুতি উপনিষদে স্পষ্ট রহিয়াছে। (৬) বর্ণিত অর্থের অনুকূল যুক্তিকে 'উপপত্তি' বলে। ছান্দোগ্যোপনিষদে, সকল পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে অভেদ বর্ণন জন্য, কার্য্যের কারণ হইতে অভেদ অনেক দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (পঞ্চমাধ্যায়ের শেষে 'গ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই প্রকারে বর্ণিত ছয়টি লিঙ্গের দ্বারা শ্রুতির তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিলে পর "অবগম্যতে"—বুঝিতে পারা যায়—এই প্রকারে ক্রিয়াপদ যোজনা করিতে হইবে। "ব্রহ্ম অসঙ্গম্, মায়াবী স্রষ্টা"—ব্রহ্ম অসঙ্গ এবং মায়াতে প্রতিবিম্বরূপ যে ঈশ্বর, তিনিই স্রষ্টা অর্থাৎ জগতের কর্ত্তা। ১৯৫

শ্রুতিবচন বিষয়ে উপক্রম বা আরম্ভ এবং উপসংহার বা সমাপ্তি, উভয়ের একরূপতা দেখাইয়া ব্রহ্মের বর্ণিত অসঙ্গতা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(জ) ব্রহ্মের অসঙ্গতার স্পষ্টীকরণ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং চেত্যুপক্রম্যোপসংহৃতম্।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইত্যসঙ্গত্বনির্ণয়ঃ॥ ১৯৬

অন্বয়—"সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" চ ইতি উপক্রম্য "যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে" (ইতি) উপসংহৃতম্ ইতি অসঙ্গত্বনির্ণয়ঃ (ভবতি)।

অনুবাদ ও টীকা—(তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মবল্লী—১) 'ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ' এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া, 'যে ব্রহ্ম হইতে বচনসকল ফিরিয়া আইসে'—এইরূপে উপসংহার করা হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মের অসঙ্গতার নির্ণয় হয়। 'ভবতি' (হয়)—এই ক্রিয়াপদযোগে বাক্য শেষ করিতে হইবে। ১৯৬

মায়ায় প্রতিবিম্বস্বরূপ (মায়াধীশ) ঈশ্বরই যে (জগতের) স্রষ্টা—এই তত্ত্বের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন অর্থদ্বারা পাঠ করিতেছেন :—

(ঝ) ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বপ্রতিপাদক দুইটি বচন।

মায়ী সৃজতি বিশ্বং সন্নিরুদ্ধস্তত্র মায়য়া।
অন্য ইত্যপরা ব্রূতে শ্রুতিস্তেনেশ্বরঃ সৃজেৎ॥ ১৯৭

অন্বয়—মায়ী বিশ্বম্ সৃজতি, তত্র অন্যঃ মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ইতি অপরা শ্রুতিঃ ব্রূতে, তেন ঈশ্বরঃ সৃজেৎ।

অনুবাদ—'যিনি মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ তিনিই বিশ্ব সৃজন করেন; সেই বিশ্বে অন্য অর্থাৎ জীব মায়াদ্বারা সম্যক্ প্রকারে নিরুদ্ধ।' এইরূপে অন্য এক শ্রুতি-বচন (অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৯) সেই কথাই বলিতেছেন। সেইহেতু ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করেন—এই কথা সিদ্ধ।

টীকা—[ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি, ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৯]—এই শ্রুতিবচন ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টৃত্ব এবং সেই জগতে জীবের বদ্ধত্ব দেখাইতেছে, ইহাই তাৎপর্য্য। বিজ্ঞান-ভগবান্

উক্ত শ্রুতিবচনের টীকায় বলিতেছেন—"পরমেশ্বর নিজের মায়াশক্তির দ্বারা পুরুষার্থসাধনের প্রতিপাদক বেদসমূহ, সেই বেদপ্রতিপাদ্য যাগাদি এবং তৎসাধ্য ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান প্রপঞ্চ-সমূহ সৃজন করিয়া, নিজের মায়াশক্তির বিবর্ত্ত সমষ্টিব্যষ্টিরূপ কার্য্যকারণাত্মক উপাধিতে, চন্দ্রের জলপ্রবেশের ন্যায়, অনুপ্রবেশ করিয়া অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিদ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া জীবনাম লাভ করেন, ইহাই এই মন্ত্রে বলিতেছেন * * *।" শেষার্দ্ধের ব্যাখ্যা করিতেছেন—"অস্মাৎ"—আলোচ্য 'অক্ষর'-নামক ব্রহ্ম হইতে পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, এইরূপে "সর্ব্বম্ সমুৎপদ্যতে" এই শব্দদ্বয় সংযোজন করিয়া অর্থ করিতে হইবে। কূটস্থ ব্রহ্ম কি প্রকারে জগদুপাদান হইতে পারেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন "মায়ী সৃজতে বিশ্বম্"—মায়ার প্রতিবিম্বিত চৈতন্য বিশ্ব সৃজন করেন। কূটস্থও মায়োপাধিক বলিয়া মায়াশক্তিবশে কূটস্থের বিশ্বস্রষ্টা হওয়া অসম্ভব নহে—ইহাই তাৎপর্য্য। 'এতৎ' শব্দের 'অস্মাৎ' এই শব্দের সহিত অন্বয় দেখান হইল। "তস্মিন্"—সেই সমষ্টিব্যষ্টি-কার্য্যকারণাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চে "স এব মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ"—মায়াদ্বারা নির্ম্মিত সেই বিশ্বপ্রপঞ্চে মায়াদ্বারা সন্নিরুদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে বদ্ধ এবং মায়া দ্বারা 'অন্য' হইয়া পরিবর্ত্তিত হন, মায়ী বা মায়োপাধিক হইয়া, "এতৎ"—এই পূর্ব্বোক্ত বিশ্ব সৃজন করেন—"ইতি বেদাঃ বদন্তি"—বেদসমূহ এইরূপ কহিয়া থাকেন। অথবা—"অস্মাৎ ব্রহ্মণঃ মায়য়া অন্যঃ সন্, তস্মিন্ নিরুদ্ধঃ বদ্ধঃ"—এইরূপেও দূরান্বয় হইতে পারে। ১৯৭

৫। ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তির প্রকার।

এইরূপে আনন্দময় কোশরূপ ঈশ্বরের জগৎকারণতা প্রতিপাদন করিয়া, সেই ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তির প্রকার বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনপূর্ব্বক হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি।

আনন্দময় ঈশোঽয়ং বহু স্যামিত্যবৈক্ষত।
হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূৎ সুপ্তিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ ॥১৯৮

অন্বয়—অয়ম্ আনন্দময়ঃ ঈশঃ বহু স্যাম্ ইতি অবৈক্ষত, (ঈক্ষিত্বা চ) হিরণ্যগর্ভরূপঃ অভূৎ, যথা সুপ্তিঃ স্বপ্নঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—এই আনন্দময়রূপ ঈশ্বর, 'আমি বহু হইব' এই প্রকার জ্ঞানদৃষ্টি বা ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন। তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ হইলেন, যেমন সুষুপ্তি স্বপ্নরূপ ধারণ করে, সেই প্রকার।

টীকা—'ঈক্ষণ করিয়া হিরণ্যগর্ভ হইলেন' এইরূপ অর্থ পাইবার জন্য 'ঈক্ষিত্বা' শব্দের যোজনা করিয়া অন্বয় করিতে হইবে ; সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন সুষুপ্তি স্বপ্নরূপ ধারণ করে", সেইরূপ। ১৯৮

[তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ—তৈত্তিরীয় উ, ৪]—সেই মন্ত্রভাগোক্ত বা এই ব্রাহ্মণভাগোক্ত, আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি—এই শ্রুতিবচনে সক্রম সৃষ্টির কথা শুনা যায়। [ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত যদিদং কিঞ্চ—বৃহদা উ, ১।২।৫]—

"এইরূপ চিন্তার পর সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য ও মনের সংযোগে এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, এই যাহা কিছু"—এই স্থলে যুগপৎ (এককালে) অক্রম সৃষ্টির কথা শুনা যায়। তাহা হইলে কোন্ শ্রুতি-বচনটি অর্থাৎ সক্রম বা অক্রম পক্ষ, গ্রহণ করিতে হইবে, আর কোন্‌টিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া উভয়পক্ষ শ্রৌতপ্রামাণ্যযুক্ত এবং যুক্তিসমর্থিত বলিয়া উভয় পক্ষই গ্রাহ্য অর্থাৎ অধিকারিভেদে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা সক্রম ও অক্রম এই দুই প্রকার সৃষ্টির বর্ণন।

ক্রমেণ যুগপদ্বৈষা সৃষ্টির্জ্ঞেয়া যথাশ্রুতি।
দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাদ্দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ ॥ ১৯৯

অন্বয়—এষা (জগৎ-) সৃষ্টিঃ দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাৎ ক্রমেণ যুগপৎ বা যথাশ্রুতি জ্ঞেয়া (শব্দ যোজনা এইরূপে হইবে, সেই দুই প্রকার সৃষ্টিবিষয়ে যুক্তি—)—দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ।

অনুবাদ—এই জগতের সক্রমসৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টির এবং অক্রমসৃষ্টির অর্থাৎ এক কালেই সমস্ত সৃষ্টির, প্রতিপাদক শ্রুতিবচন পাওয়া যায় বলিয়া শ্রুতি যে প্রকারে বুঝাইয়াছেন সেই প্রকারেই সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে ; কেননা, স্বপ্নসন্দর্শনে স্বাপ্ন পদার্থের ক্রমিক উৎপত্তি ও যুগপৎ উৎপত্তি, উভয় প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—এই জগৎসৃষ্টি শ্রুতি-অনুসারে সক্রম ও অক্রম বা যুগপৎ এই উভয় প্রকারেরই, এইরূপ বুঝিতে হইবে ; কেননা, উভয় প্রকারেরই সমর্থক শ্রুতিবচন বিদ্যমান এইরূপ অর্থ পাইবার মত শব্দযোজনা বা অন্বয় করিতে হইবে। সৃষ্টির এই উভয়প্রকারতাবিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন, "দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ"—স্বপ্নের পদার্থসম্বন্ধে ক্রমিক ও যুগপৎ এই উভয় প্রকারই দৃষ্ট হয় বলিয়া জগৎসৃষ্টিতেও উভয় প্রকারই সম্ভব—ইহাই তাৎপর্য্য। এই স্থলে 'ক্রমসৃষ্টি' শব্দদ্বারা "সৃষ্টিদৃষ্টি"বাদিগণের এবং 'অক্রমসৃষ্টি' শব্দদ্বারা "দৃষ্টিসৃষ্টি"বাদিগণের সিদ্ধান্ত সূচিত হইতেছে। কোন কোন আচার্য্য স্থূলবুদ্ধি শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য প্রতিপাদন করিয়া থাকেন যে 'সৃষ্টি' প্রথমে বিদ্যমান থাকে, পরে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সেই সৃষ্টির 'দৃষ্টি' বা জ্ঞান হয়। ইহার নাম (১) সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ ; এই পক্ষে ঘটাদি অনাত্মবস্তুর সত্তা চৈতন্যের সত্তার ন্যায় অজ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে অনুপস্থিত, বলিয়া মানা হয় এবং শুক্তিরজতাদির সত্তা জ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপস্থিত বলিয়া মানা হয়। ঘটাদি অনাত্মপদার্থ ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহাদিগের সত্তা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা নিজে অনুভব করিয়া জ্ঞানজনক শব্দপ্রয়োগে অপরকে অনুভব করান যায় এবং শুক্তিরজতাদি প্রাতিভাসিকসত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ নিজে অনুভব করিয়া অপরকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অনুভব করাইতে পারা যায় না। ঘটাদি অনাত্মপদার্থ যেমন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় বলিয়া ব্যাবহারিক, গুরুশাস্ত্রাদিও সেইরূপ ব্যাবহারিক। (২) দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে সমস্ত অনাত্মপদার্থেরই সত্তা জ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপস্থিত এবং সকল

অনাত্মপদার্থই শুক্তিরজতাদির ন্যায় প্রাতিভাসিক বলিয়া সাক্ষিভাষ্য, প্রমাণের বিষয় নহে; তাহাদিগকে প্রমাণের বিষয় বলিয়া প্রত্যয় করা ভ্রান্তিরূপ। পদার্থের দর্শনই পদার্থের উৎপত্তি এবং পদার্থের অদর্শনই পদার্থের নাশ। যদি বলা যায় অদর্শনকে বিনাশ বলিয়া বুঝিলে প্রত্যভিজ্ঞা হয় কি প্রকারে? তদুত্তরে বলা যাইবে 'সেই দেবদত্ত এই' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা, নদীর প্রবাহের, দীপজ্যোতিঃপ্রবাহের এবং স্বাপ্ন পদার্থের প্রত্যভিজ্ঞার ন্যায় ভ্রান্তিরূপ, কেননা উত্তরকালিক অনুভূতবস্তু পূর্ব্বকালিক অনুভূতবস্তু হইতে একান্ত ভিন্ন। সেই কারণে গুরু-শাস্ত্রাদিও প্রাতিভাসিক। এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদেও মতভেদ আছে—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে সৃষ্টি দৃষ্টি বা জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান হইতে ভিন্ন সৃষ্টি নাই। আবার অনেক আকরগ্রন্থে অবধৃত হইয়াছে যে দৃষ্টিসময়েই অর্থাৎ জ্ঞানসমকালেই সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের পূর্ব্বে অনাত্ম বস্তু নাই। এই উভয় পক্ষই অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রসম্মত; ব্যাবহারিক সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ এবং প্রাতিভাসিক দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ উভয়ই শ্রুতির অনুসরণে স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যাবহারিক পক্ষে ব্যাবহারিক সুবর্ণাদি পদার্থ হইতে কুণ্ডলাদি কার্য্যের সিদ্ধি হয়, এবং প্রাতিভাসিক পক্ষে প্রাতিভাসিক পদার্থ হইতে সেইরূপ কার্য্যের সিদ্ধি হয় না বটে, তথাপি (১) অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা কার্য্যের বাধ (২) সদসৎ হইতে বিলক্ষণতা (এবং সেইহেতু) বাধযোগ্যতারূপ অনির্ব্বচনীয়তা এবং (৩) কার্য্যের আপন অধিষ্ঠানে পারমার্থিক অভাবরূপতা, উভয় পক্ষেই তুল্যরূপ। এইহেতু ব্যাবহারিক পক্ষ মানিলেও কোন ক্ষতি নাই। এই কারণেই অধিকারিভেদে উভয় পক্ষই বেদে এবং অদ্বৈতপর গ্রন্থসমূহে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৯

হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

(গ হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ।

সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ।
সর্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ ক্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান্ ॥২০০

অন্বয়—সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ, (তথা) ক্রিয়া-জ্ঞানাদিশক্তিমান্।

অনুবাদ—যিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনি জগৎপটের সূত্রস্থানীয় বলিয়া সূত্রাত্মা নামে কথিত; তাঁহার নামান্তর সূক্ষ্মদেহ; সূক্ষ্মশরীর যাহাদের উপাধি এইরূপ সমস্ত জীবের তিনি সমষ্টিস্বরূপ; কেননা, ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর মাত্রেই তাঁহার অহং-বুদ্ধি; তিনি (ইচ্ছাশক্তি), জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন।

টীকা—"সূত্রাত্মা"—বস্ত্রে যেরূপ সূত্র অনুস্যূত, জগতে সেইরূপ অনুস্যূত হইয়াছে 'আত্মা' বা স্বরূপ যাঁহার, এইরূপ হিরণ্যগর্ভ; তিনি কিরূপ?—"সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ"—'সূক্ষ্মদেহ' হইয়াছে আখ্যা বা নাম যাঁহার, সেইরূপ, আবার "সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ"—লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট সমস্ত জীবের ঘনাত্মক বা সমষ্টিস্বরূপ। সেই হিরণ্যগর্ভ কি প্রকারে সমস্ত জীবের সমষ্টিস্বরূপ হইলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"সর্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ"—সমস্ত ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরে 'আমিই এই' এইরূপ

অভিমানবিশিষ্ট বলিয়া হিরণ্যগর্ভ সমস্ত জীবের সমষ্টিস্বরূপ, ইহাই তাৎপর্য্য ; আবার "জ্ঞান-ক্রিয়াদিশক্তিমান্"—জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদিরূপ শক্তিসমন্বিত ; আদি শব্দদ্বারা 'ইচ্ছা-শক্তি' গৃহীত হইয়াছে। ২০০

হিরণ্যগর্ভাবস্থায় জগৎপ্রতীতি কিরূপ হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(ঘ) হিরণ্যগর্ভাবস্থায় জগৎপ্রতীতির দৃষ্টান্ত।

প্রত্যূষে বা প্রদোষে বা মগ্নো মন্দে তমস্যয়ম্।
লোকো ভাতি যথা তদ্বদস্পষ্টং জগদীক্ষ্যতে ॥২০১

অন্বয়—যথা বা প্রত্যূষে বা প্রদোষে অয়ম্ লোকঃ মন্দে তমসি মগ্নঃ ভাতি, তদ্বৎ অস্পষ্টম্ জগৎ ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন ঊষাকালে অথবা সায়ংকালে এই জগৎ মন্দান্ধকারে মগ্ন হইয়া (অস্পষ্টভাবে) প্রকাশ পায়, সেইপ্রকার হিরণ্যগর্ভাবস্থায়, এই জগৎ অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। ২০১

এই প্রকারে লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকে—"যেমন ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত পট"—এইরূপে বর্ণিত, লাঞ্ছিত পটের দৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছেন :—

সর্ব্বতো লাঞ্ছিতো মস্যা যথা স্যাদ্ ঘট্টিতঃ পটঃ।
সূক্ষ্মাকারৈস্তথেশস্য বপুঃ সর্ব্বত্র লাঞ্ছিতম্ ॥২০২

অন্বয়—যথা ঘট্টিতঃ পটঃ সর্ব্বতঃ মস্যা লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ তথা ঈশস্য বপুঃ সূক্ষ্মাকারৈঃ সর্ব্বত্র লাঞ্ছিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন মণ্ডলিপ্ত, ঘট্টিত চিত্রপট মসীময় রেখাপাতদ্বারা লাঞ্ছিত হয়, সেইরূপ মায়াবী ঈশ্বরের শরীরও (অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহের কার্য্য—) সূক্ষ্মশরীরসমূহদ্বারা সর্ব্বত্র লাঞ্ছিত বা চিহ্নিত হয়। ২০২

বিষয়টিকে শিষ্যবুদ্ধিতে সম্যক্‌প্রকারে স্থাপন করিবার জন্য নিজের প্রচুরদৃষ্টান্তসংগ্রহ শক্তিবশতঃ অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

শস্যং বা শাকজাতং বা সর্ব্বতোঽঙ্কুরিতং যথা।
কোমলং তদ্বদেবৈষ পেলবো জগদঙ্কুরঃ ॥ ২০৩

অন্বয়—যথা শস্যম্ বা শাকজাতম্ বা সর্ব্বতঃ কোমলম্ অঙ্কুরিতম্ তদ্বৎ এব এষঃ পেলবঃ জগদঙ্কুরঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন শস্যোৎপাদক বা শাকোৎপাদক উদ্ভিদ্ (সমগ্র ক্ষেত্রে বা) সর্ব্বাংশে কোমলতা লইয়া অঙ্কুরিত হয়, হিরণ্যগর্ভ ঠিক সেইরূপ জগতের কোমল অঙ্কুরস্বরূপ। ২০৩

এইরূপে সূত্রাত্মার স্বরূপ বিস্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়া সেই অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্য লিঙ্গশরীর-সমষ্টিরূপ সূত্রাত্মারই অবস্থাবিশেষরূপ অর্থাৎ পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের কার্য্যরূপ উপাধিবিশিষ্ট যে বিরাট্, তাঁহারই স্বরূপ, সেই তিনটি দৃষ্টান্তদ্বারা বিস্পষ্ট করিতেছেন :—

(৬) পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা বিরাটের বর্ণন।

আতপাভাতলোকো বা পটো বা বর্ণপূরিতঃ।
শস্যং বা ফলিতং যদ্বৎ তথা স্পষ্টবপুর্বিরাট্ ॥২০৪

অন্বয়—যদ্বৎ বা আতপাভাতলোকঃ বা বর্ণপূরিতঃ পটঃ বা ফলিতম্ শস্যম তথা স্পষ্টবপুঃ বিরাট্।

অনুবাদ—রৌদ্রোজ্জ্বল বিশ্বপদার্থসকল অথবা বর্ণপূরিত অর্থাৎ হরিতাল-হিঙ্গুলাদি রঙ্গচিত্রিত চিত্রপট অথবা ফলবান্ ধান্যাদি শস্য যেমন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ বিরাডবস্থায় এই জগৎ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

টীকা—"আতপাভাতলোকঃ"—সূর্য্যোদয় হইবার পর সূর্য্যালোকে যে বিশ্ব প্রকাশিত হয়।২০৪

এই বিরাটের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন :—

বিশ্বরূপাধ্যায় এষ উক্তঃ সূক্তেঽপি পৌরুষে।
ধাত্রাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেতস্যাবয়বান্ বিদুঃ ॥ ২০৫

অন্বয়—বিশ্বরূপাধ্যায়ে পৌরুষে সূক্তে অপি এষঃ উক্তঃ; ধাত্রাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ এতস্য অবয়বান্ বিদুঃ।

অনুবাদ—বিশ্বরূপাধ্যায়ে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদসংহিতার দ্বিতীয়াষ্টকের পঞ্চমাধ্যায়ে এবং পুরুষসূক্তে অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখায়—"দশোপনিষৎ"নামক আরণ্যকে চিত্তিনামক তৃতীয়োপনিষদের এক প্রকরণে এবং ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে এই বিরাট্ বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত চরাচর জগৎকে বেদবেত্তৃগণ বিরাট্ পুরুষের অবয়ব বলিয়া জানেন।

টীকা—ভাল, সেই বিশ্বরূপাধ্যায় প্রভৃতিতে বিরাটের রূপ কি প্রকার বর্ণিত আছে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত চরাচর জগৎই তাঁহার রূপ—"ব্রহ্মা হইতে" ইত্যাদি। ২০৫

৬। সর্ব্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার ফল।

১২২ হইতে ২০৫ পর্য্যন্ত শ্লোকদ্বারা বর্ণিত সকল মতেরই অবিরুদ্ধ ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণীত হইল, তদ্দ্বারা কি পাওয়া গেল? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন যে, অন্তর্য্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া কুদ্দালক প্রভৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকটিকেই ঈশ্বররূপে পূজা কর :—

ঈশসূত্রবিরাড়্বেধো বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ॥ ২০৬

(ক) অন্তর্যামী হইতে কুদ্দালাদি পর্য্যন্ত সকলই ঈশ্বরভাবে পূজ্য; সেই পূজায় ফলের প্রমাণ।

বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থবটচূ্যতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ॥ ২০৭
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যাকুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥ ২০৮

অন্বয়—ঈশসূত্রবিরাড়্বেধঃ বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকাযক্ষরাক্ষসাঃ বিপ্রক্ষত্রিয়-বিট্‌শূদ্রাঃ গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ অশ্বত্থবটচূ্যতাদ্যাঃ যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যাকুদ্দালকাদয়ঃ এতে সর্ব্বে এব ঈশ্বরাঃ; পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ ও টীকা—অন্তর্য্যামিরূপ ঈশ্বর, সূত্রাত্মা, বিরাট্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্নরাজ গণেশ, ভৈরব, মৈরাল, মারিকা দেবী, যক্ষ ও রাক্ষস, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, এবং অশ্বত্থ, বট, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ, এবং যব, ব্রীহি, তৃণপ্রভৃতি, জল, পাষাণ, মৃৎ, কাষ্ঠ, বাস্যা, কুদ্দালক প্রভৃতি, ইঁহাদের সকলই ঈশ্বর। ইঁহারা পূজিত হইলে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। ২০৬,২০৮

[তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবন্তি—অজ্ঞাতাকর শ্রুতিবচন] 'সেই ঈশ্বরের যেমন যেমন উপাসনা করা হয়, ফলপ্রাপ্তিও তদনুরূপ হইয়া থাকে'—এই শ্রুতিবচনই সেই সেই ঈশ্বরের পূজায় যে সেই সেই ফল আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ; ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থে শ্রুতি-প্রমাণ, ফলবৈষম্যবিষয়ে শঙ্কা সমাধান।

যথা যথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ॥ ২০৯

অন্বয়—তম্ যথা যথা উপাসতে তথা তথা ফলম্ ঈয়ুঃ; ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানু-সারতঃ (ভবতঃ)।

অনুবাদ—লোকে সেই ঈশ্বরের যেমন যেমন উপাসনা করে, ঠিক তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পূজ্যের স্বরূপ ও পূজার তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে। ("যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য এই শ্রুতিবচনেরই প্রতিধ্বনি।)

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, সকল বস্তুই যখন ঈশ্বররূপ, তখন ফলের তারতম্য হয় কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, পূজ্যের অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেবতার এবং পূজার অর্থাৎ অর্চ্চনাদির সাত্ত্বিকতাদিভেদবশতঃ বৈষম্য ঘটিয়া থাকে—''ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ'' ইত্যাদি দ্বারা। ২০৯

অদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞানে সবিশেষ উপযোগী তত্ত্বকথা

১। জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদে বুদ্ধির চালনা নিষ্প্রয়োজন ; বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বভয়ের একতা।

(শঙ্কা) এইরূপ ঈশ্বরের উপাসনায় সাংসারিক ফললাভ হইতে পারে, মানিলাম ; কিন্তু কোন্ দেবতার উপাসনায় মুক্তি হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞান বিনা অন্য কোনও প্রকারে মুক্তি হইতে পারে না :—

(ক) জ্ঞানদ্বারাই মুক্তি-লাভবিষয়ে স্বপ্নদৃষ্টান্ত।

মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্ব-স্বপ্নো হীয়তে যথা॥ ২১০

অন্বয়—মুক্তিঃ তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাৎ এব, ন চ অন্যথা, যথা স্বপ্রবোধম্ বিনা স্বস্বপ্নঃ ন এব হীয়তে।

অনুবাদ—ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয়, অন্যপ্রকারে হয় না, যেমন নিজের স্বপ্নাবস্থার নিবারণের জন্য নিজের জাগরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ।

টীকা—জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"যেমন নিজের স্বপ্নাবস্থার" ইত্যাদি। নিজের জাগরণ বিনা যেমন নিজনিদ্রাকল্পিত স্বপ্ন নিবৃত্ত হয় না, সেই প্রকার ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান বিনা—'আমিই নিরতিশয় সুখস্বরূপ ব্রহ্ম'—এইরূপ জ্ঞান না হইলে, ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত আপনার জন্মমরণাদিরূপ সংসার নিবৃত্ত হয় না—ইহাই তাৎপর্য্য। ২১০

(শঙ্কা) ভাল, দ্বৈতনিবৃত্তিরূপ যে মুক্তির কথা বলা হইল এবং স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়া যাহাকে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইল, তাহা ত' বিচারসহ নহে ; কেননা, যে দ্বৈতের নিবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা আদৌ স্বপ্নতুল্য নহে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান)—এই দ্বৈত, এক বস্তুকে অন্য বলিয়া অর্থাৎ বিপরীতস্বরূপে গ্রহণরূপ বলিয়া, ইহাতে ত' স্বপ্নসাদৃশ্য রহিয়াছে, কেননা,—শ্রুতি বলিতেছেন—[ত্রয়মপ্যেতৎ সুষুপ্তং স্বপ্নং মায়ামাত্রম্—নৃসিংহোত্তর তা, উ, ১]—(তট্টীকা)—এবম্ পাদত্রয়মাত্মনি আরোপ্য তস্য অজ্ঞান-মিথ্যাজ্ঞানরূপত্বেন অবস্তুত্বমাহ—"ত্রয়মপ্যেতৎ সুষুপ্তং স্বপ্নমিতি"—জাগ্রদাদিকমেতৎ ত্রয়মপি সুষুপ্তম্—ন হি অত্র কিঞ্চিদপি বস্তু জ্ঞায়তে তত্ত্বেন মূঢ়ৈঃ ; স্বপ্নরূপং চৈতৎ ত্রয়ম্—অন্যথাজ্ঞানরূপত্বাৎ ; তাৎপর্য্যম্ আহ—"মায়ামাত্রম্" ইতি—'এই প্রকারে আত্মায় জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিরূপ পাদত্রয়ের আরোপ করিয়া সেই তিনটিই অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানরূপ বলিয়া অবস্তু, তাহাই বলিতেছেন—এই তিন অবস্থাই সুষুপ্ত ও স্বপ্ন অর্থাৎ জাগ্রদাদি তিন অবস্থাই সুষুপ্তাবস্থা, যেহেতু এই তিন অবস্থাতে কিছুই সত্যবস্তু তত্ত্বজ্ঞানহীন লোকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না ; আবার এই তিন অবস্থা স্বপ্নরূপ —কেননা, এই তিন অবস্থাই—"অন্যথাগ্রহণরূপ"—(যাহা স্বপ্নের লক্ষণ)। তাৎপর্য্য বলিতেছেন— 'এই তিন অবস্থাই মায়ামাত্র।' শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন বলিয়া উক্তরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না ; এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) দ্বৈতজগৎ স্বপ্নতুল্য।

অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥২১১

অন্বয়—ঈশজীবাদিরূপেণ (বর্ত্তমানম্) চেতনাচেতনাত্মকম্ (যৎ) অখিলম্ জগৎ (অস্তি), অয়ম্ অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নঃ—এইরূপে অন্বয় করিতে হইবে।

অনুবাদ ও টীকা—ঈশ্বর, জীবদেহ, প্রকৃতি চেতনাচেতনাত্মক এই যে সমগ্র জগৎ, ইহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের (জ্ঞান হইলে, তাহার তুলনায়) স্বপ্নস্বরূপ।২১১

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর ও জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি প্রকারে জগতের অন্তর্ভূর্ত হইবেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, (সমাধান)—ঈশ্বর ও জীব মায়ার দ্বারাই কল্পিত বলিয়া জগতের অন্তঃপাতী :—

(গ) ঈশ্বর ও জীব জগতের অন্তর্ভূর্ত।

আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ।
মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতম্ ॥২১২

অন্বয়—আনন্দময়বিজ্ঞানময়ৌ ঈশ্বরজীবকৌ এতৌ মায়য়া কল্পিতৌ, তাভ্যাম্ সর্ব্বম্ প্রকল্পিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—আনন্দময় ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় জীব এই উভয়ই মায়ার দ্বারা কল্পিত এবং তদুভয়দ্বারাই সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়াছে। ২১২

(শঙ্কা) ভাল, "তদুভয়দ্বারাই সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়াছে", এই যে বলা হইল, তন্মধ্যে কাহার দ্বারা কতটুকু জগৎ কল্পিত হইয়াছে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন (সমাধান) :—

(ঘ) জীব ও ঈশ্বরকৃত সৃষ্টির বিভাগ পূর্ব্বক অবধি নির্ণয়।

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ২১৩

অন্বয়—ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিঃ ঈশেন কল্পিতা; জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারঃ জীবকল্পিতঃ। (৭।৪ ; ৮।৬৯ শ্লোকরূপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে।)

অনুবাদ—ঈক্ষণ বা সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার ঈশ্বরের দ্বারা কল্পিত এবং জাগ্রৎ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবদ্বারা কল্পিত।

টীকা—[স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ—ঐতরেয় উ, ১।১।১]—তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন 'আমি অন্তঃ প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব'—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া [স এতমেব সীমানং বিদার্য্যএতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত—ঐতরেয় উ, ১।৩।১২]—'পরমেশ্বর এইরূপ চিন্তার পর মূর্দ্ধদেশ বিদারণপূর্ব্বক সেই পথে (জীব) দেহে প্রবেশ করিলেন'—এই পর্য্যন্ত অংশে প্রতিপাদিত সৃষ্টি ঈশ্বর-বিরচিত। আর [তস্য ত্রয় আবসথাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ—ঐতরেয় উ,

১।৩।১২]—'এই প্রকারে জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট চিদাভাসরূপ পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটি, যথা—(১) জাগরণকালে দক্ষিণ চক্ষুঃ; (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ বা মন; (৩) সুষুপ্তিসময়ে হৃদয়াকাশ (অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ এবং স্বীয় দেহ)'—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া [স এতম্ এব পুরুষং ব্রহ্ম ততম্ অপশ্যৎ - ঐ, ৩।১৩]—'তিনি জীবরূপে অবস্থান করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন—আমি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব) দর্শন করিয়াছি, বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন'—এই পর্য্যন্ত অংশে প্রতিপাদিত জাগ্রৎ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যে সংসার, তাহাই জীব-রচিত, ইহাই অর্থ। ২১৩

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মই যদি একমাত্র পারমার্থিক সত্য, তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বাদিগণের মধ্যে বিবাদ কি হেতু? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান)—ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ যে শ্রুতিসিদ্ধ তত্ত্ব, তাহার জ্ঞান না থাকাই বাদিগণমধ্যে জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদের কারণ। ইহাই বলিতেছেন :—

(৬) জীব ও ঈশ্বর লইয়া বাদিগণের বিবাদের কারণ —একমাত্র অজ্ঞান।

অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমসঙ্গং তন্ন জানতে।
জীবেশয়োর্মায়িকয়োর্বৃথৈব কলহং যযুঃ ॥ ২১৪

অন্বয়—অদ্বিতীয়ম্ অসঙ্গম্ তৎ ব্রহ্মতত্ত্বম্ ন জানতে। মায়িকয়োঃ জীবেশয়োঃ বৃথা এব কলহম্ যযুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যে বাদিগণ অদ্বিতীয় অসঙ্গ ব্রহ্মের স্বরূপ জানে না, তাহারাই মায়াকল্পিত জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথাই কলহ করিয়া থাকে। ২১৪

ভাল, বাদিগণের জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদ অজ্ঞানের কার্য্য বলিয়া সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য, আপনার (অর্থাৎ সিদ্ধান্তীর) ন্যায় জ্ঞানিগণকর্তৃক তাহারা ত' বুঝাইবার যোগ্য! এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—এইরূপ চেষ্টা বৃথাশ্রম বলিয়া, আমরা তাহাদিগকে বুঝাইতে বিরত, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) এইরূপ বিবাদকারিগণ জ্ঞানিগণের উপদেশের অযোগ্য।

জ্ঞাত্বা সদা তত্ত্বনিষ্ঠাননুমোদামহে বয়ম্।
অনুশোচাম এবান্যান্ন ভ্রান্তৈর্বিবদামহে ॥ ২১৫

অন্বয়—তত্ত্বনিষ্ঠান্ জ্ঞাত্বা বয়ম্ সদা অনুমোদামহে; অন্যান্ অনুশোচামঃ এব; ভ্রান্তৈঃ ন বিবদামহে।

অনুবাদ—যাঁহারা তত্ত্বনিষ্ঠ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের অনুমোদন করিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রতি মুদিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকি; অপরকে দেখিয়া অর্থাৎ জিজ্ঞাসু ও বিষয়ী পুরুষের সহিত

ব্যবহার করিতে হইলে, মৈত্রী ও করুণাবশতঃ সহানুভূতি করিয়া থাকি ; এবং যাহারা ভ্রান্ত অর্থাৎ পামর তাহাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হই না।

টীকা—আচার্য্যপাদ পীতাম্বর পুরুষোত্তমের মতে এই শ্লোকে জ্ঞানীর ব্যবহারে সংসারের চারি প্রকার লোককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, যথা পামর, বিষয়ী, জিজ্ঞাসু ও মুক্ত। "পামর" বলিতে বুঝিতে হইবে যাহারা শাস্ত্রসংস্কাররহিত বলিয়া শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ উভয় প্রকার ভোগেই আসক্ত। ইহারা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ (বা অল্প) ভেদে তিন প্রকার। শাস্ত্রবেত্তা হইয়াও যথেচ্ছ ঐহিক ভোগে আসক্ত হইলে, উত্তম পামর ; অশাস্ত্রবেত্তা কিন্তু লোকমুখে শ্রুত শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসবিহীন হইয়া, যথেচ্ছ ঐহিক ভোগাসক্ত হইলে মধ্যম পামর ; এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসবান্ হইয়াও শাস্ত্রজ্ঞানহীনতাবশতঃ যথেচ্ছাচারী হইলে কনিষ্ঠ পামর। এই তিন শ্রেণীর পামরই বহির্মুখ বলিয়া 'ভ্রান্ত'পদদ্বারা সূচিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতি উপেক্ষা বা মধ্যস্থবৃত্তিই করণীয়। "বিষয়ী" বলিতে বুঝিতে হইবে যাহারা শাস্ত্রবিধানানুসারে বিষয় ভোগ করে এবং ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করে। "জিজ্ঞাসু" বলিতে বুঝিতে হইবে, যাঁহারা বুঝিয়াছেন যে (১) বিষয়-সুখ অনিত্য, অনৈকান্তিক ও দুঃখগ্রস্ত অর্থাৎ আয়োজনের ও রক্ষণের ক্লেশদ্বারা এবং পরিণামে বিনাশভয়দ্বারা, আক্রান্ত ; (২) দুঃখনিবৃত্তি লৌকিকোপায়সাধ্য নহে ; কেননা, দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না, অথবা নিবৃত্ত হইলেও ফিরিয়া আইসে এবং (৩) শরীর, যাহা পুণ্য ও পাপ এই উভয়দ্বারা রচিত হয়, তাহা থাকিতে দুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব। ("জ্ঞানী" বা "মুক্তের" স্বভাব আলোচ্য শাস্ত্রে বর্ণিত।) ইহাদের সহিত ব্যবহারে চিত্তপ্রসাদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পতঞ্জলির উপদিষ্টা নীতিই অনুসরণীয়া বলিয়া এই শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই নীতি এই—"মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্ (১৩৩)"—সুখী প্রাণীতে মিত্রতা, দুঃখী প্রাণীতে করুণা, পুণ্যবৃত্তি প্রাণীতে মুদিতা বা হর্ষ, এবং অপুণ্যবৃত্তি অর্থাৎ পাপে রত প্রাণিসমূহে উপেক্ষা অর্থাৎ মধ্যস্থবৃত্তি ভাবনা করিবে। তাহা করিলে তাহাদের প্রতি ঈর্ষা, অপকারেচ্ছা, অসূয়া ও দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তমলসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। তন্মধ্যে বিষয়ী প্রাণীতে মৈত্রীবশতঃ, তাহাকে অবিদ্যাগ্রস্ত দেখিয়া তাহার প্রতি, জ্ঞানহীন শিশুর প্রতি ধাত্রীর করুণার ন্যায়, জ্ঞানীর করুণা হয় এবং জিজ্ঞাসু বিষয়পরাঙ্মুখ হইয়াও আত্মস্বরূপ লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহার প্রতিও, বালকের মৈত্রীর ন্যায় মৈত্রীবশতঃ জ্ঞানীর করুণার সঞ্চার হয় এবং সেই সেই করুণাবশতঃ তদুভয়ের প্রতি অনুশোচনা হয়, যেমন ভীষ্মের প্রতি মৈত্রীবশতঃ অর্জ্জুনের অনুশোচনা হইয়াছিল। জ্ঞানী সংসারভারমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি মুদিতাবৃত্তি বা হর্ষভাবনা করিতে হয়, যাহাতে ঈর্ষা বা অসূয়া না আসিতে পারে। ২১৫

ঈশ্বরবিষয়ে ও জীববিষয়ে ভ্রান্তিবশতঃ বিবাদকারী বাদিগণের বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(ছ) জীব ও ঈশ্বরবিষয়ে ভ্রান্তিবশতঃ বিবাদকারিগণের বিভাগ।

তৃণার্চ্চকাদিযোগান্তা ঈশ্বরে ভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ।
লোকায়তাদিসাংখ্যান্তা জীবে বিভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ॥২১৬

অন্বয়—তৃণার্চ্চকাদিযোগান্তাঃ ঈশ্বরে ভ্রান্তিম্ আশ্রিতাঃ; লোকায়তাদিসাংখ্যান্তাঃ জীবে বিভ্রান্তিম্ আশ্রিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—তৃণ-বৃক্ষাদির উপাসক হইতে যোগাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই ঈশ্বরস্বরূপনির্ণয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং লোকায়তিক হইতে সাংখ্যাচার্য্য পর্য্যন্ত বাদিগণ জীবের স্বরূপবিচারে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ২১৬

কি কারণে তাহাদের ভ্রান্ততা? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(জ) বাদিগণের ভ্রান্ততা অজ্ঞাননিবন্ধন; তাহারা মুক্তি ও সুখে বঞ্চিত।

অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ ক্বেহ বা সুখম্॥২১৭

অন্বয়—অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বম্ যদা ন জানন্তি, তদা অখিলাঃ ভ্রান্তাঃ এব; তেষাম্ ক্ব মুক্তিঃ, ইহ বা ক্ব সুখম্?

অনুবাদ ও টীকা—যখন তাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না তখন তাহারা সকলেই ভ্রান্ত; সেই ভ্রান্তগণের মুক্তি কোথায়? (কোথাও নাই); ইহলোকে তাহাদের সুখই বা কোথায়? (কোথাও নাই)। ২১৭

(শঙ্কা) ভাল, সেই বিবাদকারিগণের ব্রহ্মবিদ্যালাভ না হইলেও অপর যে শাস্ত্রবিদ্যা, তদ্দ্বারা তাহাদের উত্তমাধমভাবপ্রাপ্তি ত' দেখা যায়। এইহেতু উত্তমতাপ্রযুক্ত সুখ ত', এইরূপ বিবাদকারিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও, হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে—(সমাধান)—সেই প্রকার উত্তমতালভ্য সুখ মুমুক্ষুগণের আদরণীয় নহে :—

(ঝ) অপরবিদ্যালভ্য সুখ মুমুক্ষুর অনাদরণীয়।

উত্তমাধমভাবশ্চেত্তেষাং স্যাদস্তু তেন কিম্?।
স্বপ্নস্থরাজ্যভিক্ষাভ্যাং ন বুদ্ধঃ স্পৃশ্যতে খলু॥২১৮

অন্বয়—তেষাম্ উত্তমাধমভাবঃ চেৎ স্যাৎ অস্তু, তেন কিম্? স্বপ্নস্থরাজ্যভিক্ষাভ্যাম্ বুদ্ধঃ খলু ন স্পৃশ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—সেই বাদিগণের যদি উত্তমাধমভাব প্রাপ্তি হয়, হউক না কেন; তাহাতে কি আসিয়া গেল? কিন্তু যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট রাজ্যলাভ অথবা ভিক্ষাবৃত্তি জাগ্রত পুরুষকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তাহার আসক্তি বা বিদ্বেষ উদ্রিক্ত করিতে পারে না, সেইরূপ সেই উত্তমাধম ভাব মুমুক্ষুকে স্পর্শ করিতে পারে না—তাহার প্রয়োজনসাধক হয় না। ২১৮

জীব ও ঈশ্বরবিষয়ক বাদ মুক্তির হেতু নহে। সেইহেতু সেই প্রকার বাদে মুমুক্ষুজনের বুদ্ধিচালনা অকরণীয়—এই বলিয়া উপসংহার করিতেছেন :—

(ঞ) মুমুক্ষুর ব্রহ্মবিচারই কর্ত্তব্য, জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদ নিষিদ্ধ।

তস্মান্মুমুক্ষুভির্নৈব মতির্জীবেশবাদয়োঃ।
কার্য্যা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বং বিচার্য্য বুধ্যতাঞ্চ তৎ ॥২১৯

অন্বয়—তস্মাৎ মুমুক্ষুভিঃ জীবেশবাদয়োঃ মতিঃ ন কার্য্যা এব ; কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বম্ বিচার্য্য চ তৎ বুধ্যতাম্।

অনুবাদ—সেইহেতু মুমুক্ষুগণের জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদে বুদ্ধির চালনা নিশ্চিতই কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু কেবল ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারই করণীয় এবং সেই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হওয়াই একমাত্র কার্য্য।

টীকা—তাহা হইলে—জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদ পরিত্যাজ্য হইলে, কি করা উচিত? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, শ্রুতিবিচারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভই কর্ত্তব্য অর্থাৎ কেবল বিচারেই কালক্ষেপ করা উচিত নহে, কিন্তু সেই বিচারের ফলীভূত যে জ্ঞান তদ্বিষয়ে নিজের কি প্রতিবন্ধ আছে, ইহা পরীক্ষা করিয়া শাস্ত্রোক্ত উপায়দ্বারা তাহার পরিহারসাধন করিয়া অচিরে অদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধনীয়। ২১৯

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মতত্ত্বের নিশ্চয় করিবার জন্য জীবেশ্বরের স্বরূপ হেয়রূপেও অর্থাৎ পরিত্যাজ্যরূপেও ত' জ্ঞাতব্য?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান) —তাহা হইলেও সেই জীবেশ্বরবিষয়ক বাদেই বুদ্ধির পরিসমাপ্তি করা উচিত নহে :—

(ট) জীবেশ্বরবিষয়ক জ্ঞান পরিত্যাজ্যরূপেই গ্রহণীয় বলিয়া মানা যায়।

পূর্ব্বপক্ষতয়া তৌ চেত্তত্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্।
প্রাপ্নুতোঽস্তু নিমজ্জস্ব তয়োর্নৈতাবতাবশঃ ॥২২০

অন্বয়—পূর্ব্বপক্ষতয়া তৌ তত্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্ প্রাপ্নুতঃ চেৎ, অস্তু ; এতাবতা তয়োঃ অবশঃ (সন্) ন নিমজ্জস্ব।

অনুবাদ—যদি সেই সাংখ্যাদিকল্পিত জীবেশ্বরস্বরূপ, পরব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিবার হেতু বলিয়া পূর্ব্বপক্ষরূপে নির্ণয়যোগ্য হয়, ত' হউক না কেন, কিন্তু তাই বলিয়া সেই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বাদে অবশ হইয়া নিমগ্ন হওয়া বিধেয় নহে। (যেহেতু সেই বাদের সীমা নাই এবং তাহা অনর্থের হেতু।)

টীকা—"এতাবতা"—পূর্ব্বপক্ষরূপে পরব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয়ের হেতু হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া, "তয়োঃ—সেই জীবেশ্বরবিষয়ক বাদে, তদুভয়ের স্বরূপনির্ণয়ে, "অবশঃ"—বিবেকজ্ঞান-শূন্য হইয়া, "ন নিমজ্জস্ব"—নিমগ্ন হওয়া—ডুবিয়া যাওয়া, উচিত নহে, এইরূপে শব্দযোজনা করিতে হইবে। ২২০

(শঙ্কা) ভাল, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জীব ও যোগশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর উভয়ই শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ;

সেইহেতু তদুভয় আপনার অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর উপাদেয়। সেই কারণে তদুভয়কে লইয়া পূর্ব্বপক্ষ করা যাইতে পারে না—এইরূপে বাদী মূল সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ঠ) জীবেশ্বরের ত্যাজ্যতা বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

অসঙ্গচিদ্বিভুর্জীবঃ সাংখ্যোক্তস্তাদৃগীশ্বরঃ।
যোগোক্তস্তত্ত্বমোরর্থৌ শুদ্ধৌ তাবিতি চেচ্ছৃণু॥২২১

অন্বয়—অসঙ্গচিৎ বিভুঃ জীবঃ সাংখ্যোক্তঃ। তাদৃক্ ঈশ্বরঃ যোগোক্তঃ। তৌ শুদ্ধৌ তত্ত্বমোঃ অর্থৌ ইতি চেৎ ? শৃণু।

অনুবাদ—ভাল, সাংখ্যশাস্ত্রে জীব অসঙ্গ, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; আর সেইরূপ অর্থাৎ অসঙ্গ, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরও যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সেই শুদ্ধ জীব ও ঈশ্বর যথাক্রমে 'ত্বম্' ও 'তৎ'পদার্থের অর্থ হইতে পারে—এইরূপ শঙ্কা হইলে শ্রবণ কর।

টীকা—সাংখ্যশাস্ত্রে জীবের ও যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের শুদ্ধচৈতন্যরূপতা অঙ্গীকৃত হইলেও, তদুভয়ের বাস্তব ভেদ উক্ত দুই শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে –ইহা আমাদিগের অর্থাৎ বৈদান্তিকদিগের সিদ্ধান্ত নহে ; এইহেতু বলিতেছেন –'তবে শ্রবণ কর'। ২২১

(ড) কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ অদ্বৈত বোধের সোপানরূপে বর্ণিত হয় মাত্র।

ন তত্ত্বমোরুভাবর্থাবস্মৎসিদ্ধান্ততাং গতৌ।
অদ্বৈতবোধনায়ৈব সা কক্ষা কাচিদিষ্যতে॥ ২২২

অন্বয়—তত্ত্বমোঃ (তৎ-ত্বম্‌পদয়োঃ) উভৌ অর্থৌ অস্মৎসিদ্ধান্ততাম্ ন গতৌ। (ইতি শব্দযোজনা) অদ্বৈতবোধনায় এব সা কাচিৎ কক্ষা ইষ্যতে।

অনুবাদ—'তৎ'-পদের ও 'ত্বম্'-পদের উক্ত দুই অর্থ আমাদের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত নহে। অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই সেইরূপ এক সোপানমাত্র অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।

টীকা—ভাল, আপনিও ত' কূটস্থ ও ব্রহ্ম এই শব্দদ্বারা 'তৎ' ও 'ত্বম্'পদের শুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিরহিত অর্থ দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন ? এইরূপ শঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—'অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—ভেদ বলিতে সাধারণ লোকে যাহা বুঝে, সেইরূপ ভেদের নিষেধ করিয়া সেই 'তৎ'-পদের ও 'ত্বম্'-পদের অর্থের একতা বুঝাইবার জন্য সেই 'তৎ'-পদের ও 'ত্বম্'-পদের অর্থ দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করা হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা তদুভয়ের বাস্তব ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই। ২২২

(শঙ্কা) ভাল, উক্ত পদার্থদ্বয়ের অর্থের শোধনের প্রয়োজন কি ? এইহেতু বলিতেছেন :—

(ঢ) ভ্রান্তির নিরাকরণই উক্ত পদার্থ দুইটির শোধনের প্রয়োজন।

অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ।
মন্যন্তে তদ্‌ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তয়োঃ॥ ২২৩

অন্বয়—ভ্রান্তাঃ অনাদিমায়য়া জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ মন্যন্তে। কেবলম্ তদ্‌ব্যুদাসায় তয়োঃ শোধনম্।

অনুবাদ—লোকে অনাদি মায়ার বশে ভ্রান্ত হইয়া জীব ও ঈশ্বরের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়া থাকে। কেবল সেই ভেদের নিবৃত্তির জন্য সেই পদদ্বয়ের অর্থের শোধন করা হইয়া থাকে।

টীকা—এস্থলে মায়াশব্দদ্বারা মায়ার আশ্রয় আত্মার ব্যামোহোৎপাদনকারিণী অবিদ্যাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই অবিদ্যাবশতঃ লোকে বুদ্ধিবিপর্য্যয়গ্রস্ত হইয়া জীবকে পারমার্থিক বা বাস্তবিকভাবে কর্তৃত্বাদিযুক্ত এবং ঈশ্বরকে পারমার্থিক বা বাস্তবিকভাবে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযোগী বলিয়া মনে করে। এইহেতু সেই বিপর্য্যয়জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য উক্ত পদার্থদ্বয়ের শোধন করা হইয়া থাকে। ২২৩

কি প্রকারে সেই পদার্থশোধন করিতে হইবে তাহা দেখাইবার ইচ্ছায় তাহার উপায়স্বরূপ পূর্ব্বোল্লিখিত (১৮শ শ্লোকোক্ত) দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইতেছেন :—

(গ) পদার্থশোধনে উপকারক বলিয়া পূর্ব্বোক্ত আকাশচতুষ্টয়ের দৃষ্টান্তের পুনরুল্লেখ।

অত এবাত্র দৃষ্টান্তো যোগ্যঃ প্রাক্ সম্যগীরিতঃ।
ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্মকঃ ॥ ২২৪

অন্বয়—অতঃ এব অত্র ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্মকঃ যোগ্যঃ দৃষ্টান্তঃ প্রাক্ সম্যক্ ঈরিতঃ।

অনুবাদ—এইহেতু এই স্থলে পদার্থশোধন বিষয়ে সবিশেষ উপযোগী পূর্ব্ববর্ণিত অর্থাৎ ১৮শ শ্লোকোক্ত ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশের দৃষ্টান্ত সম্যক্ প্রকারে পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

টীকা—"অতঃ এব"—এই কারণেই অর্থাৎ যেহেতু পদার্থশোধন করা আবশ্যক, এইহেতু চারি আকাশের দৃষ্টান্ত এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—ইহাই অভিপ্রায়। ২২৪

এক্ষণে পদার্থশোধনের প্রকার বলিতেছেন :—

জলাভ্রোপাধ্যধীনে তে জলাকাশাভ্রখে তয়োঃ।
আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ ॥ ২২৫

অন্বয়—তে জলাকাশাভ্রখে জলাভ্রোপাধ্যধীনে; তয়োঃ আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ।

অনুবাদ—জলাকাশ ও মেঘাকাশ, জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন, আর তদুভয়ের আধার ঘটাকাশ ও মহাকাশ একেবারে নির্ম্মল।

টীকা—জলাকাশ ও মেঘাকাশরূপ যে দুই আকাশ, তাহারা জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন বলিয়া অপারমার্থিক এবং তাহাদের আধারস্বরূপ যে ঘটাকাশ ও মহাকাশ এই দুই আকাশ নির্ম্মল অর্থাৎ জলাদি উপাধির অপেক্ষারহিত—আকাশমাত্ররূপ, ইহাই অর্থ।২২৫

এই শ্লোকদ্বয়োক্ত দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন :—

(ত) এই শ্লোকদ্বয়োক্ত দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক।

এবমানন্দবিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়োর্বশৌ।
তদধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মণী তু সুনির্ম্মলে॥ ২২৬

অন্বয়—এবম্ আনন্দবিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়োঃ বশৌ; তদধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মণী তু সুনির্ম্মলে।

অনুবাদ ও টীকা—সেইরূপ আনন্দময় বা ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় বা জীব মায়া ও বুদ্ধিরূপ উপাধির অধীন; কিন্তু তদুভয়ের অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য উভয়ই সদাই নির্ম্মল। ২২৬

ভাল, উক্ত দুই পদার্থের শোধনরূপ কক্ষা বা সোপানের জন্য উপযোগী বলিয়া যদি সাংখ্য ও যোগমত অঙ্গীকার করা উচিত বল, তাহা হইলে তুমি ত' অতি অল্পই অঙ্গীকার করিলে; কেননা, চার্ব্বাকাদি অন্য শাস্ত্রেরও উপযোগিতা, দেহাদি হইতে আত্মার শোধনরূপ কক্ষায় বা সোপানে আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি; এই কথাই গ্রন্থকর্ত্তা বা সিদ্ধান্তী বাদীর পক্ষে বলিতেছেন :—

(থ) পদার্থশোধনে সাংখ্য ও যোগের উপযোগিতা মানিলে লোকায়তিকাদি মতেরও উপযোগিতা মানিতে হয়।

এতৎকক্ষোপযোগেন সাংখ্যযোগৌ মতৌ যদি।
দেহোঽন্নময়কক্ষত্বাদাত্মত্বেনাভ্যুপেয়তাম্॥ ২২৭

অন্বয়—এতৎকক্ষোপযোগেন যদি সাংখ্যযোগৌ মতৌ, অন্নময়কক্ষত্বাৎ দেহঃ আত্মত্বেন অভ্যুপেয়তাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই দুই পদার্থের শোধনরূপ সোপানে উপযোগী বলিয়া যদি সাংখ্যের ও যোগের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, তাহা হইলে অন্নময় কোশের শোধনরূপ সোপানের জন্য স্থূলদেহকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার কর। ২২৭

(সাংখ্য ও যোগের সহিত বেদান্তের বিরোধিতা আছে বলিয়াই উক্ত প্রকার অতিপ্রসক্তি অসম্ভব, এবং তদুভয়ের সহিত বেদান্তের একতার সম্ভাবনা নাই)। যদি বল—সাংখ্য ও যোগের সহিত বেদান্তের বিরোধিতা কোন্ অংশে? তবে বলি, জীবসমূহের ভেদ, জগতের সত্যতা, ঈশ্বরের তটস্থতা অর্থাৎ জীব ও জগৎ হইতে ভিন্নতা—এই সকল অংশে সাংখ্য ও যোগের সহিত বেদান্তের বিরোধিতা রহিয়াছে—ইহাই বলিতেছেন :—

(দ) বেদের সহিত সাংখ্যের ও যোগের বিরোধাংশ।

আত্মভেদো জগৎসত্যমীশোঽন্য ইতি চেত্ত্রয়ম্।
ত্যজ্যতে তৈস্তদা সাংখ্যযোগবেদান্তসম্মতিঃ॥ ২২৮

অন্বয়—আত্মভেদঃ জগৎসত্যম্ ঈশঃ অন্যঃ ইতি ত্রয়ম্ তৈঃ ত্যজ্যতে চেৎ তদা সাংখ্যযোগ-বেদান্তসম্মতিঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—যদি আত্মা বা জীবের নানাত্ব, জগতের সত্যত্ব এবং ঈশ্বরের জীব ও জগৎ হইতে পৃথক্‌ত্ব এই তিনটি উক্ত সাংখ্য ও যোগমতে পরিত্যক্ত হয়, তবে এই তিন শাস্ত্রের ঐকমত্য বা একনিশ্চয় সিদ্ধ হয়। ২২৮

ভাল, সাংখ্যমতে জীবের অসঙ্গতার জ্ঞানদ্বারাই যদি মুক্তি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অদ্বৈত-জ্ঞানের প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, অদ্বৈতজ্ঞান বিনা অসঙ্গতাদির সম্ভাবনা নাই, এই অভিপ্রায় হৃদয়ে নিগূঢ় রাখিয়া উত্তর দিতেছেন :—

জীবোঽসঙ্গত্বমাত্রেণ কৃতার্থ ইতি চেত্তদা।
স্রক্‌চন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেণাপি কৃতার্থতা॥ ২২৯

অন্বয়—জীবঃ অসঙ্গত্বমাত্রেণ কৃতার্থঃ ইতি চেৎ, তদা স্রক্‌চন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেণ অপি কৃতার্থতা (স্যাৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—জীব যদি কেবল অসঙ্গতাদ্বারাই অর্থাৎ 'আমি অসঙ্গ' এইরূপ জ্ঞানদ্বারাই কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে মালাচন্দন প্রভৃতির নিত্যতামাত্রদ্বারাও অর্থাৎ সত্যতাজ্ঞানদ্বারাও জীবের কৃতার্থতা হউক। (এইরূপ প্রতিবন্দিদ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন)। ২২৯

এক্ষণে অপ্রকটিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন :—

যথা স্রগাদিনিত্যত্বং দুঃসম্পাদ্যং তথাত্মনঃ।
অসঙ্গত্বং ন সম্ভাব্যং জীবতোর্জগদীশয়োঃ॥ ২৩০

অন্বয়—যথা স্রগাদিনিত্যত্বম্ দুঃসম্পাদ্যম্ তথা জগদীশয়োঃ জীবতোঃ আত্মনঃ অসঙ্গত্বম্ ন সম্ভাব্যম্।

অনুবাদ—যেমন মাল্যচন্দনাদি কাম্যদ্রব্যকে নিত্য অর্থাৎ অবিনশ্বর করিয়া রাখা (অথবা তদ্রূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা) অসম্ভব, সেইরূপ জগৎ ও ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিতে, (ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিতস্বরূপ এবং জগদ্ভোক্তৃস্বরূপ) জীবের অসঙ্গতা-জ্ঞান অসম্ভব।

টীকা—"জগদীশয়োঃ জীবতোঃ" (বিশেষ্যবিশেষণাকারেণ? ভাসমানয়োঃ)* জগৎ এবং ঈশ্বর 'বিশেষ্য-বিশেষণাকারে' ভাসমান হইতে থাকিলে অর্থাৎ জগৎ এবং ঈশ্বর 'জীবরূপ'-বিশেষ্যের বিশেষণাকারে, ফলতঃ জীবের জীবত্ব কল্পিত না হইয়া সত্য বলিয়া, প্রতীত হইতে থাকিলে। ২৩০

---

* পুণাসংস্করণের রামকৃষ্ণকৃত টীকার এ স্থলের পাঠ—"বিশেষণাকারেণ ভাসমানয়োঃ" সমীচীন বলিয়া মনে হয়। 'অনিত্য জীবের অসঙ্গতাজ্ঞানদ্বারাই যদি মুক্তি হয়; তাহা হইলে নিঃসন্দেহরূপে অনিত্য স্রক্‌চন্দনাদির নিত্যতাজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হউক' এইরূপ বুঝিলেই প্রতিবন্দি পরিস্ফুট হয়; কেননা, তাহা হইলেই "প্রকৃত এক কল্পে প্রবৃত্ত বাদীর উদ্দেশে অপ্রকৃত কল্পান্তর প্রতিপাদন" হয়।

জগৎ ও ঈশ্বর থাকিতে জীবের অসঙ্গতাসাধন যে অসম্ভব, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন :—

অবশ্যং প্রকৃতিঃ সঙ্গং পুরেবাপাদয়েত্তথা।
নিযচ্ছত্যেতমীশোঽপি কোঽস্য মোক্ষস্তথা সতি ॥২৩১

অন্বয়—প্রকৃতিঃ পুরা ইব অবশ্যম্ সঙ্গম্ আপাদয়েৎ, তথা এতম্ ঈশঃ অপি নিযচ্ছতি; তথা সতি অস্য কঃ মোক্ষঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—প্রকৃতি পূর্ব্বের ন্যায় জীবের সঙ্গ উৎপাদন করিতে অবশ্য প্রবৃত্ত থাকিবে এবং ঈশ্বরও সেইরূপ জীবকে প্রেরণা করিতে থাকিবেন। সেইরূপ সঙ্গ ও প্রেরণার ফলে জীবের কি প্রকার মোক্ষ হইবে ? ২৩১

(শঙ্কা) ভাল, সঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রেরণা অবিবেকের কার্য্য বলিয়া বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ বিচারলব্ধ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা সেই অবিবেক নিবৃত্ত হইবে—বাদী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইলেন :—

অবিবেককৃতঃ সঙ্গো নিয়মশ্চেতি চেত্তদা।
বলাদাপতিতো মায়াবাদঃ সাংখ্যস্য দুর্ম্মতেঃ ॥ ২৩২

অন্বয়—সঙ্গঃ নিয়মঃ চ অবিবেককৃতঃ ইতি চেৎ ? তদা দুর্ম্মতেঃ সাংখ্যস্য বলাৎ মায়াবাদঃ আপতিতঃ।

অনুবাদ—যদি বল সঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রেরণা উভয়ই অবিবেকজনিত, তাহা হইলে দুর্ম্মতি বা অদূরদর্শী সাংখ্যের উপর মায়াবাদই বলপূর্ব্বক অর্থাৎ অব্যাহতভাবে আসিয়া পড়িল।

টীকা—সঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রেরণা অবিবেকের কার্য্য বলিয়া মানিলে, সাংখ্যের অপসিদ্ধান্ত হয়; এই বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে দুর্ম্মতি সাংখ্যের"—ইত্যাদি বলিয়া। তাৎপর্য্য এই—অবিবেক বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? বিবেকের অভাব কিম্বা বিবেক হইতে ভিন্ন অন্য কিছু ? কিম্বা সেই বিবেক যাহার বিরোধী এইরূপ কিছু ? এই তিন বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে যদি বলা যায়, বিবেকের অভাবই অবিবেক, তবে বলি তাহা হইতে পারে না, কেননা, কেবল অভাব, সঙ্গ ও প্রেরণারূপ ভাব-কার্য্যের উৎপাদক হইতে পারে না। আবার যদি দ্বিতীয় বিকল্প মান অর্থাৎ যদি বল, যাহা বিবেক হইতে ভিন্ন, তাহা অবিবেক ; তাহা বলিতে পার না, কেননা, ঘটাদি বস্তু বিবেক হইতে ভিন্ন অথচ তাহারা সঙ্গের হেতু হইল, দেখা যায় না। আবার তৃতীয় বিকল্প অবলম্বন করিয়া যদি বল, অবিবেক বলিতে, বিবেক বা জ্ঞান যাহার বিরোধী তাহাই ; তাহা হইলে অবিবেক ভাবরূপ অজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে সাংখ্য-মতে আমাদের মায়াবাদই আসিয়া পড়ে। ২৩২

অদ্বৈতমত মানিলে বন্ধমোক্ষব্যবস্থা অসঙ্গত হয় বলিয়া আত্মার ভেদ স্বীকার করা উচিত। এইরূপে বাদী পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন :—

(ধ) অদ্বৈতমতে মায়াদ্বারা বন্ধমোক্ষব্যবস্থা।

বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থমাত্মনানাত্বমিষ্যতাম্।
ইতি চেন্ন যতো মায়া ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমা॥ ২৩৩

অন্বয়—বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থম্ আত্মনানাত্বম্ ইষ্যতাম্ ইতি চেৎ, ন, যতঃ মায়া ব্যবস্থাপয়িতুম্ ক্ষমা।

অনুবাদ—ভাল, বন্ধমোক্ষের নিয়মস্থাপন জন্য জীবের নানাত্ব বা পরস্পর ভেদ স্বীকার করা ত' কর্ত্তব্য? না, এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু মায়ার দ্বারাই বন্ধমোক্ষব্যবস্থা হইতে পারে।

টীকা—যেহেতু মায়াদ্বারা একই আত্মার বন্ধমোক্ষব্যবস্থা সম্ভব, সেইহেতু আত্মার ভেদ মানিতে হইবে, এইরূপ বলা চলে না। সিদ্ধান্তী এই প্রকারে উক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—"না" ইত্যাদি শব্দদ্বারা। ২৩৩

(শঙ্কা) ভাল, মায়াও কি প্রকারে সেই বন্ধমোক্ষব্যবস্থা করিতে পারেন? (সমাধান) যেহেতু দুর্ঘটঘটন মায়ার স্বভাব, ইহাই বলিতেছেন :—

দুর্ঘটং ঘটয়ামীতি বিরুদ্ধং কিং ন পশ্যসি?
বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাম্॥ ২৩৪

অন্বয়—দুর্ঘটম্ ঘটয়ামি ইতি বিরুদ্ধম্ কিম্ ন পশ্যসি? বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতিঃ ন সহতেতরাম্।

অনুবাদ—'যাহা দুর্ঘট তাহাও আমি ঘটাইয়া থাকি', মায়ার এইরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব কি তুমি ইন্দ্রজালাদিতে দেখিতে পাও না? আর বাস্তব বন্ধমোক্ষ অর্থাৎ বন্ধমোক্ষের নিত্যতা শ্রুতি আদৌ সহন করেন না।

টীকা—বন্ধ অবিদ্যার কার্য্য অর্থাৎ অবাস্তব হইলেও, মোক্ষ যে বাস্তব তাহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন, 'এরূপ বলিও না, কেননা, তাহা হইলে শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়'—ইহাই বলিতেছেন—'আর বাস্তব বন্ধমোক্ষ ইত্যাদি'। শ্রুতি বন্ধের ন্যায় মোক্ষেও বাস্তবতা সহন করেন না, ইহাই তাৎপর্য্য। ২৩৪

মোক্ষাদির বাস্তবতার নিষেধকারিণী শ্রুতি পাঠ করিতেছেন :—

(ন) শ্রুতিকর্তৃক বাস্তব বন্ধমোক্ষের নিষেধ।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ২৩৫

অন্বয়—ন নিরোধঃ, চ ন উৎপত্তিঃ, ন বদ্ধঃ, ন চ সাধকঃ, ন মুমুক্ষুঃ, বৈ ন মুক্তঃ ইতি এষা পরমার্থতা।

অনুবাদ—(গৌড়পাদাচার্য্য-বিরচিত মাণ্ডূক্যকারিকার 'বৈতথ্য' প্রকরণের তাৎপর্য্যোপসংহারের জন্য এই শ্লোকটি 'ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ' (১০) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে)—(সাধক) যখন ধারণা করেন দ্বৈতমাত্রই মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই যথার্থ সৎ পদার্থ, তখন এইরূপ নিশ্চয় হয়—লোকসিদ্ধ এবং বেদবিহিত এই সমস্ত ব্যাপারই অবিদ্যার বিষয়ীভূত (অজ্ঞানাধীন); তদবস্থায় নিরোধ থাকে না—'নিরোধ' অর্থাৎ নিরোধন, প্রলয় ; 'উৎপত্তি' অর্থাৎ জন্ম ; 'বদ্ধ' অর্থাৎ সংসারী জীব ; 'সাধক'—মোক্ষোপযোগী সাধনসম্পন্ন ; 'মুমুক্ষু'—মোক্ষার্থী ; 'মুক্ত'—বন্ধনবিমুক্ত। 'উৎপত্তি' ও 'প্রলয়' না থাকায় বদ্ধাদি অবস্থাসমূহও থাকিতে পারে না ; ইহাই 'পরমার্থতা'—যথার্থ অবস্থা। (মাণ্ডূক্যকারিকা ভাষ্যের অনুবাদ)।

টীকা—"নিরোধঃ"—নাশ ; "উৎপত্তিঃ"—দেহের সহিত সম্বন্ধ ; "বদ্ধঃ"—সুখদুঃখাদি-ধর্ম্মবান্ সাধক, শ্রবণাদির অনুষ্ঠানকর্ত্তা, "মুমুক্ষুঃ"—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, "মুক্তঃ"—যাহার অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়াছে ; এই সমস্ত বস্তুতঃ নাই। ২৩৫

এইরূপে জীবেশ্বরাদি ভেদ যে মায়াময় অর্থাৎ মিথ্যারূপ তাহা উপপাদন করিলেন। এক্ষণে তাহারই উপসংহার করিতেছেন :—

(প) জীবেশ্বরাদি ভেদ মায়াময় - উপসংহার।

মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্ব্বৎসৌ জীবেশ্বরাবুভৌ।
যথেচ্ছং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বন্ত্বদ্বৈতমেব হি ॥২৩৬

অন্বয়—মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোঃ জীবেশ্বরৌ উভৌ বৎসৌ ; যথেচ্ছম্ দ্বৈতম্ পিবতাম্, তত্ত্বম্ তু অদ্বৈতম্ এব হি।

অনুবাদ ও টীকা—মায়ানাম্নী কামধেনুর, জীব এবং ঈশ্বর দুইটি বৎস ; যথাভিলাষ দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ দুগ্ধ পান করিতে বাধা নাই ; তবে যদি তত্ত্বের কথা বল, তবে অদ্বৈতই যথার্থ তত্ত্ব। ২৩৬

(শঙ্কা) ভাল, জীব ও ঈশ্বর মায়িক বলিয়া ব্রহ্মে জীবেশ্বররূপ ভেদ মিথ্যা মানিলাম ; কিন্তু কূটস্থ ও ব্রহ্ম ত' পারমার্থিক ; সেইহেতু কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ ত' পারমার্থিক হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) দুই বস্তু স্বরূপতঃ বিলক্ষণ হইলে, সেই বিলক্ষণতাই ভেদের কারণ হয়। ব্রহ্ম ও কূটস্থের মধ্যে যখন সেই স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য নাই, তখন তদুভয়ের ভেদ পারমার্থিক, ইহা বলা চলে না। এইরূপে শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

কূটস্থব্রহ্মণোর্ভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি।
ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুজ্যেতে ন হি ক্বচিৎ ॥২৩৭

অন্বয়—কূটস্থব্রহ্মণোঃ ভেদঃ নামমাত্রাৎ ঋতে ন হি। ঘটাকাশমহাকাশৌ ক্বচিৎ হি ন বিযুজ্যেতে।

অনুবাদ—কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ কেবল নামমাত্রে ; তদ্ভিন্ন তদুভয়ের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র ভেদ নাই, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ কোথাও পরস্পর বিযুক্ত বা ভিন্ন হইতে পারে না ; তদুভয়ের ভেদ কেবল উপাধিজনিত, সেইরূপ।

টীকা—কেবল নামদ্বারা ভেদ প্রতীত হইতে থাকিলেও বস্তুদ্বয়ের স্বরূপতঃ ভেদাভাবের পূর্ব্বোক্ত ১৮শ শ্লোকে বর্ণিত দৃষ্টান্তের স্মরণ করাইয়া দিতেছেন "যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ"—ইত্যাদিদ্বারা। ২৩৭

(শঙ্কা) এইরূপে ভেদের মিথ্যাত্ব স্মরণ করাইয়া কি ফললাভ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন (সমাধান) :—

(ক) ভেদমিথ্যাত্ব কথনের ফল অদ্বৈতনিশ্চয়।

যদদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টেঃ প্রাক্ তদেবাদ্য চোপরি।
মুক্তাবপি বৃথা মায়া ভ্রাময়ত্যখিলান্ জনান্ ॥২৩৮

অন্বয়—যৎ অদ্বৈতম্ সৃষ্টেঃ প্রাক্ শ্রুতম্ তৎ এব অদ্য চ উপরি মুক্তৌ অপি। মায়া অখিলান্ জনান্ বৃথা ভ্রাময়তি।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অদ্বৈতের কথা শ্রুতিমুখে শুনা যায়, সেই অদ্বৈততত্ত্ব এখনও অর্থাৎ সৃষ্টিকালেও সেইরূপ বিদ্যমান এবং পরে সৃষ্টির প্রলয়কালে, এবং মুক্তিতেও তাহাই। মায়া বৃথাই সকল লোককে ঘুরাইতেছে—মোহগ্রস্ত করিতেছে।

টীকা—[সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১]—হে সোম্য! অগ্রে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই সমস্ত (দৃশ্যমান জগৎ) এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল—এই শ্রুতিবচনে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম কালত্রয়দ্বারা বাধিত হইবার অযোগ্য বলিয়া বাস্তব ; তাহাতে ভেদ নাই—ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) তাহা হইলে কি কারণে সকল লোকের ভেদপ্রতিপাদনে এত আগ্রহ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'মায়া বৃথাই সকল লোককে' ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই, সকল লোকে তত্ত্বজ্ঞানরহিত বলিয়া, ভেদবিষয়ে যে অভিনিবেশ বা আগ্রহ তাহাই করিয়া থাকে। ২৩৮

(শঙ্কা) ভাল, যাঁহারা প্রপঞ্চ মিথ্যাস্বরূপ এবং যাহা তত্ত্ব বা প্রপঞ্চের সার তাহা অদ্বিতীয়, এইরূপ বর্ণনা করেন, তাঁহাদিগকেও ত' সংসারগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান লইয়া হইবে কি? বাদী এইরূপে মূল সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীরও সংসারভ্রমণসম্ভাবনার শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

যে বদন্তীত্থমেতেঽপি ভ্রাম্যন্তে বিদ্যয়াত্র কিম্?
ন যথা পূর্ব্বমেতেষামত্র ভ্রান্তেরদর্শনাৎ ॥ ২৩৯

অন্বয়—যে ইত্থম্ বদন্তি এতে অপি অত্র ভ্রাম্যন্তে; বিদ্যয়া কিম্ ? (উত্তর) ন, পূর্ব্বম্ যথা এতেষাম্ অত্র ভ্রান্তেঃ অদর্শনাৎ।

অনুবাদ—যাঁহারা এইরূপ বলেন, ইঁহারাও সংসারপ্রপঞ্চে ভ্রমণ করেন। এইহেতু বিদ্যা লইয়া কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? (উত্তর) না, এরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে; কেননা, জ্ঞানিগণের এই সংসারপ্রপঞ্চে ভ্রান্তি পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় দেখা যায় না ; (জ্ঞানিগণের ভ্রান্তি ঘটিলেও তাহা ক্ষণমাত্রস্থায়ী)।

টীকা—প্রারব্ধকর্ম্মবশে কোন কোন জ্ঞানী ব্যবহাররত হইলেও, ব্যবহারে পূর্ব্বকালীন অজ্ঞানাবস্থার ন্যায় তাঁহাদের আগ্রহ থাকে না। সেইহেতু জ্ঞানীও ভ্রান্তিগ্রস্ত হন, এরূপ বলা চলে না ;—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"না, এরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে" ইত্যাদিদ্বারা। ২৩৯

জ্ঞানিগণের ভ্রান্তি ঘটে না, ইহা দেখাইবার জন্য অগ্রে অজ্ঞানিগণের নিশ্চয় বা ধারণা কিরূপ, তাহা দেখাইতেছেন :—

ঐহিকামুষ্মিকঃ সর্ব্বঃ সংসারো বাস্তবস্ততঃ।
ন ভাতি নাস্তি চাদ্বৈতমিত্যজ্ঞানিবিনিশ্চয়ঃ॥ ২৪০

অন্বয়—ঐহিকামুষ্মিকঃ সর্ব্বঃ সংসারঃ বাস্তবঃ ততঃ অদ্বৈতম্ ন ভাতি, ন চ অস্তি ইতি অজ্ঞানিবিনিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ—অজ্ঞানিগণের দৃঢ় ধারণা এই যে, ঐহিক ও পারলৌকিক সুখদুঃখময় সমস্ত সংসার বাস্তব অর্থাৎ নিত্য পদার্থ ; সুতরাং অজ্ঞানিগণের নিকট অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিভাত হয় না এবং অদ্বৈত পদার্থই নাই।

টীকা—"ঐহিকঃ"—'ইহ ভবঃ' এই লোকে যে স্ত্রী-পুত্রাদির পোষণ-রক্ষণাদিরূপ সংসার এবং "আমুষ্মিকঃ"—পরলোকে স্বর্গসুখাদিভোগরূপ সংসার। ২৪০

জ্ঞানিগণের সত্যবস্তুর নিশ্চয় যে তাহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তাহার বিপরীত, তাহাতে ভ্রান্তি নাই, ইহাই দেখাইতেছেন :—

(ভ) জ্ঞানিগণের নিশ্চয়; জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর নিশ্চয়ের ফল।

জ্ঞানিনাং বিপরীতোঽস্মান্নিশ্চয়ঃ সম্যগীক্ষ্যতে।
স্বস্বনিশ্চয়তো বদ্ধো মুক্তোঽহং চেতি মন্যতে॥ ২৪১

অন্বয়—জ্ঞানিনাম্ নিশ্চয়ঃ অস্মাৎ বিপরীতঃ সম্যক্ ঈক্ষ্যতে। স্বস্বনিশ্চয়তঃ অহম্ বদ্ধঃ চ মুক্তঃ ইতি মন্যতে।

অনুবাদ—জ্ঞানিগণের ধারণা ইহার বিপরীত, ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। অজ্ঞানী ও জ্ঞানী আপন আপন নিশ্চয়ানুসারে 'আমি বদ্ধ' ও 'আমি মুক্ত' এইরূপ মনে করে।

টীকা—অদ্বৈততত্ত্বই পারমার্থিক সত্য এবং তাহা অনুভবগোচর হয়, আর সংসার অপারমার্থিক বা মিথ্যা—জ্ঞানীর এইরূপ ধারণা, ইহাই অর্থ। সেইরূপ ধারণা হইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—আপনাপন নিশ্চয়ানুসারে ফল পায়—"অজ্ঞানী ও জ্ঞানী আপন আপন নিশ্চয়ানুসারে", ইত্যাদি। ২৪১

দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বিচার ;—অদ্বৈত অপরোক্ষ এবং দ্বৈত মিথ্যা

অদ্বৈত প্রতিভাত বা প্রকাশিত হয় এইরূপ উক্তি শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনুভবগোচর হয় না ; এইহেতু অদ্বৈতের নিশ্চয় হয় না, বাদী এই প্রকার শঙ্কা করিতেছেন :—

(ক) অদ্বৈতের অপ্রকাশ-মানতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

নাদ্বৈতমপরোক্ষঞ্চেন্ন চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ।
অশেষেণ ন ভাতঞ্চেদ্ দ্বৈতং কিং ভাসতেঽখিলম্॥২৪২

অন্বয়—অদ্বৈতম্ অপরোক্ষম্ ন, চেৎ? ন, চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ। অশেষেণ ন ভাতম্ চেৎ? দ্বৈতম্ কিম্ অখিলম্ ভাসতে?

অনুবাদ—যদি বল অদ্বৈতবস্তু প্রত্যক্ষ হয় না, তবে বলি, এরূপ বলিতে পার না, কেননা, অদ্বৈততত্ত্ব চৈতন্যরূপে সদাই ভাসমান। যদি বল, অদ্বৈত-তত্ত্ব সামান্যরূপে প্রকাশিত হইলেও তাহা সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে জিজ্ঞাসা করি, তোমার দ্বৈতবস্তুও কি সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে?

টীকা—অদ্বৈততত্ত্ব অনুভবের বিষয় হয় না, একথা অসিদ্ধ এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"কেননা, অদ্বৈততত্ত্ব চৈতন্যরূপে" ইত্যাদি বলিয়া। ইহার অভিপ্রায় এই—ঘট স্ফুরিত (প্রকাশিত) হইতেছে, পট স্ফুরিত হইতেছে—এইরূপে ঘটাদিতে অনুস্যূত স্ফুরণরূপে অদ্বৈততত্ত্ব ভাসমান হইতেছে বলিয়া অদ্বৈততত্ত্ব অনুভবের অবিষয় নহে। ভাল, অদ্বৈততত্ত্ব চিদ্রূপে প্রতিভাত হইলেও, সেই চিদ্রূপতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয় না—বাদী এইরূপে শঙ্কা তুলিলে তদুত্তরে, বলিতেছেন যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে অদ্বৈত-তত্ত্ব সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে অদ্বৈততত্ত্বের যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশাভাব, তাহা জগদ্রূপ দ্বৈতবিষয়েও সমান, এইজন্য সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'তোমার দ্বৈতবস্তুও কি সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে?' ২৪২

'এই প্রকারে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় পক্ষেই দোষ তুল্যরূপ' এইরূপ বলিয়া সেই দোষের পরিহারও তুল্যরূপ হইবে, ইহাই দেখাইতেছেন :—

দিঙ্‌মাত্রেণ বিভানন্তু দ্বয়োরপি সমং খলু।
দ্বৈতসিদ্ধিবদদ্বৈতসিদ্ধিস্তে তাবতা ন কিম্?॥২৪৩

অন্বয়—দিঙ্মাত্রেণ বিভানম্ তু দ্বয়োঃ অপি খলু সমম্। তাবতা তে দ্বৈতসিদ্ধিবৎ অদ্বৈত-সিদ্ধিঃ কিম্ ন (স্যাৎ)?

অনুবাদ—একদেশ লইয়া প্রতীতি অর্থাৎ আংশিক প্রকাশ যে দ্বৈতাদ্বৈত উভয় পক্ষেই সমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার পক্ষেও যেমন সেই আংশিক প্রকাশদ্বারা দ্বৈতের সিদ্ধি হয়, সেইরূপ আংশিক প্রকাশদ্বারা অদ্বৈতের সিদ্ধি কেন না হইবে?

টীকা—"দিঙ্মাত্রেণ"—একাংশদ্বারা অর্থাৎ আংশিক প্রকাশদ্বারা, "বিভানম্ তু দ্বয়োঃ সমম্"—প্রকাশ দ্বৈতাদ্বৈত উভয় পক্ষেই তুল্য, ইহাই অর্থ। ইহার দ্বারাই পরিহার অর্থাৎ দোষের নিবৃত্তি কি প্রকারে তুল্যরূপ হইল? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তোমার পক্ষেও যেমন সেই আংশিক প্রকাশদ্বারা, দ্বৈতের সিদ্ধি" ইত্যাদি। "তাবতা"—তোমার পক্ষেও, একদেশের প্রতীতির দ্বারা, "দ্বৈতসিদ্ধিবৎ"—দ্বৈতের নিশ্চয়ের ন্যায়, অদ্বৈতের সিদ্ধি কেন হইবে না? অভিপ্রায় এই—যেমন এক গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশের অসঙ্গতাদির ধারণা হইলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত আকাশের অসঙ্গতাদির ধারণা হয়, সেইরূপ দেহাভ্যন্তরস্থ ধারণাদ্বারা অর্থাৎ অন্তর্মুখনিশ্চয়বৃত্তির দ্বারা প্রত্যগাত্মায় চেতনতা, আনন্দতা, অদ্বয়তা, পূর্ণতা, নিত্যমুক্ততা, অসঙ্গতাদি ব্রহ্মবিশেষণের ধারণা হইলে, অর্থাৎ প্রত্যগাত্মাকে চৈতন্যাদিরূপ বলিয়া ধারণা করিলে, প্রত্যগাত্মগত অবিদ্যাংশের নিবৃত্তি হইয়া প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের স্বয়ং-প্রকাশতার দ্বারা ভান বা প্রকাশ সম্ভব হয়। এইরূপে একদেশের প্রতীতির দ্বারা অদ্বৈতের নিশ্চয় হয়। যেমন ভাতের হাঁড়ি হইতে একটি ভাত টিপিয়া দেখিলে সকল ভাতের পরীক্ষা হয়; মহাভাষ্যে (১।৪।২৩) আছে—"পর্য্যাপ্তো হি একঃ পুলাকঃ স্থাল্যাঃ নিদর্শনায়"। ২৪৩

পূর্ব্বপক্ষী অন্য প্রকারে অদ্বৈতের অসিদ্ধির আশঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(খ) দ্বৈতের জ্ঞান থাকিতে অদ্বৈতের অসিদ্ধি-শঙ্কা।

দ্বৈতেন হীনমদ্বৈতং দ্বৈতজ্ঞানে কথং ত্বিদম্।
চিদ্ভানং ত্ববিরোধ্যস্য দ্বৈতস্যাতোঽসমে উভে॥২৪৪

অন্বয়—(শঙ্কা) অদ্বৈতম্ দ্বৈতেন হীনম্, ইদম্ দ্বৈতজ্ঞানে তু কথম্ (স্যাৎ)? চিদ্ভানম্ তু অস্য দ্বৈতস্য অবিরোধী, অতঃ উভে অসমে।

অনুবাদ—(পূর্ব্বপক্ষী)—ভাল, অদ্বৈত ত' দ্বৈতরহিত; তাহা হইলে দ্বৈতের জ্ঞান থাকিতে অদ্বৈত কি প্রকারে সম্ভব? (তদুত্তরে যদি সিদ্ধান্তী বলেন অদ্বৈতের সহিত দ্বৈতের বিরোধও তদ্রূপ বলিয়া অদ্বৈতের প্রতীতি হইলে দ্বৈতও তদ্রূপ অসিদ্ধ হইবে), তবে বলি অদ্বৈতের প্রতীতি বা চৈতন্যরূপপ্রকাশ দ্বৈতের বিরোধী নহে; সেইহেতু এই দুই আপত্তি তুল্যরূপ নহে।

টীকা—অদ্বৈত বলিতে দ্বৈতরহিত বস্তু বুঝায়; সেই অদ্বৈত ও দ্বৈতবস্তু পরস্পর বিরোধী বলিয়া সেইরূপ বিরোধে দ্বৈতের প্রতীতি থাকিতে, অদ্বৈত অর্থাৎ অদ্বৈতের প্রতীতি সম্ভব নহে। ইহাই 'কি প্রকারে সম্ভবে' এই আপত্তির অর্থ। (ইহা শুনিয়া যদি সিদ্ধান্তী বলেন—যে

পূর্ব্বপক্ষিন্ অদ্বৈতের সহিতও তোমার দ্বৈতের বিরোধ থাকায়, অদ্বৈতের প্রতীতি হইলে, দ্বৈতও সেইরূপ অসিদ্ধ হইবে—এইরূপ উত্তরের সম্ভাবনা ভাবিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন) চৈতন্যরূপপ্রকাশ দ্বৈতের বিরোধী নহে, সেইহেতু আমার আপত্তি ও আপনার আপত্তি তুল্যরূপ নহে, তাহার অর্থ এই—হে সিদ্ধান্তিন্, আপনার মতে চৈতন্যের প্রতীতিই অদ্বৈতের প্রতীতি বলিয়া সেই চৈতন্যরূপ প্রতীতির সহিত আমার দ্বৈতের কোনও বিরোধ নাই। সেইহেতু আপনার আপত্তি ও আমার আপত্তি তুল্যরূপ নহে। ২৪৪

(তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) প্রতীয়মান দ্বৈতের বাস্তবতা নাই ; সেইহেতু সেই দ্বৈতের সহিত বাস্তব অদ্বৈতের বিরোধিতা নাই—এই প্রকারে সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন ;—

এবং তর্হি শৃণু দ্বৈতমসন্মায়াময়ত্বতঃ।
তেন বাস্তবমদ্বৈতং পরিশেষাদ্বিভাসতে॥ ২৪৫

অন্বয়—(সমাধান) এবম্ তর্হি শৃণু ; দ্বৈতম্ অসৎ মায়াময়ত্বতঃ ; তেন পরিশেষাৎ বাস্তবম্ অদ্বৈতম্ বিভাসতে।

অনুবাদ—যদি এইরূপ বল, তবে হে পূর্ব্বপক্ষিন্ শ্রবণ কর, দ্বৈত অসৎ যেহেতু মায়াময়, সেইহেতু পরিশেষে বাস্তব অদ্বৈতই প্রকাশমান।

টীকা—'পরিশেষ' এই পারিভাষিক শব্দের অর্থ এই সম্ভাবিতের নিষেধ হইলে, স্থানান্তরে অসম্ভাবনা হেতু অবশিষ্ট স্থলে যে সম্প্রত্যয় বা দৃঢ়প্রতীতি, তাহার নাম 'পরিশেষ'। ২৪৫

অদ্বৈতই কি প্রকারে পরিশিষ্ট থাকে তাহাই দেখাইতেছেন ;—

(গ) অদ্বৈতে পরিশেষের প্রকার প্রদর্শন।

অচিন্ত্যরচনারূপং মায়ৈব সকলং জগৎ।
ইতি নিশ্চিত্য বস্তুত্বমদ্বৈতে পরিশেষ্যতাম্॥ ২৪৬

অন্বয়—'অচিন্ত্যরচনারূপম্ সকলম্ জগৎ মায়া এব' ইতি নিশ্চিত্য অদ্বৈতে বস্তুত্বম্ পরিশেষ্যতাম্।

অনুবাদ—'অচিন্ত্যরচনারূপ এই সমুদয় জগৎ মায়াই অর্থাৎ মায়ারই কার্য্য'—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বস্তুত্ব অদ্বৈতেই পরিশেষ করিতে হইবে—অদ্বৈততত্ত্বই একমাত্র নিত্য বলিয়া তাহাই বস্তু, এইরূপ অবধারণ করিতে হইবে।

টীকা—"অচিন্ত্য"—(সকল চিন্তাশক্তি অতিক্রম করে বলিয়া) যাহা চিন্তা করিবার অযোগ্য (অর্থাৎ যাহা অনাত্মবস্তু বলিয়া এবং অনির্ব্বচনীয়স্বভাব বলিয়া মিথ্যা)। অচিন্ত্য যে রচনা তাহাই রূপ যাহার, এইরূপ যে সমগ্র জগৎ তাহা মায়া অর্থাৎ মিথ্যাই। এই প্রকারে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া, দ্বৈতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া, বাস্তব যে অদ্বৈত তাহাই পরিশেষ করিতে হইবে অর্থাৎ তাহাকেই বস্তু বলিয়া বুঝিতে হইবে—(অন্য সকলই অবস্তু)। ২৪৬

(শঙ্কা) ভাল, এইরূপে অদ্বৈতের নিশ্চয় হইলেও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ দ্বৈত ত' পুনঃ পুনঃ

সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকিবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন তাহার নিবৃত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ দ্বৈতের মিথ্যাত্ব বিচার করিতে থাকিবে ; (সমাধান) :—

(ঘ) অদ্বৈতজ্ঞানের পর দ্বৈতের বস্তুরূপে প্রতীতি-বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর।

পুনর্দ্বৈতস্য বস্তুত্বং ভাতি চেত্ত্বং তথা পুনঃ।
পরিশীলয় কো বাত্র প্রয়াসস্তেন তে বদ ॥ ২৪৭

অন্বয়—দ্বৈতস্য বস্তুত্বম্ পুনঃ ভাতি চেৎ, ত্বম্ তথা পুনঃ পরিশীলয় ; তেন তে অত্র কঃ বা প্রয়াসঃ বদ।

অনুবাদ—(তাহার পরও) যদি দ্বৈত আবার বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তবে তুমি আবার সেইরূপে বিচার কর। সেইরূপ বিচার করিলে, তোমার তাহাতে কি—শ্রমানুভব হইতে পারে, তাহাই বল। (উত্তর) তাহা সবিশেষ আয়াসসাধ্য নহে।

টীকা—ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে ব্যাস আত্মবিষয়ক শ্রবণাদির আবর্ত্তন বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধিতে সমারোপণের জন্য অথবা ধ্যেয়াকারে আকারিত বৃত্তিলাভের জন্য শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অভ্যাস উপদেশ করিয়াছেন, যথা "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১)—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন—এই সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে—যাবৎ আত্মদর্শন না হয়, তাবৎকাল করিতে হইবে ; শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বারবার ও শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন। ২৪৭

(শঙ্কা) ভাল, কতকাল ধরিয়া সেই শ্রবণাদিরূপ বিচার করিতে হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার সমাধানের জন্য বলিতেছেন যে, ইহার উত্তর ত' এই অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। "তত্রাপরোক্ষবিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে"। সেইহেতু অদ্বৈতবিচারে এইরূপ আয়াসের কথার উত্থাপন চলে না ; বরং দ্বৈতের প্রতীতিবিষয়ে একথা উঠাইতে পার, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) সেই বিচারের অবধি কোথায় ? অদ্বৈতবিচারে খেদ নাই।

কিয়ন্তং কালমিতি চেৎ খেদোঽয়ং দ্বৈত ইষ্যতাম্।
অদ্বৈতে তু ন যুক্তোঽয়ং সর্ব্বানর্থনিবারণাৎ ॥ ২৪৮

অন্বয়—কিয়ন্তম্ কালম্ ইতি চেৎ ? অয়ম্ খেদঃ দ্বৈতে ইষ্যতাম্, অদ্বৈতে তু অয়ম্ ন যুক্তঃ সর্ব্বানর্থনিবারণাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল কতকাল ধরিয়া এইরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে ? তবে বলি, অদ্বৈতের বিচারে এইরূপ আয়াসের কথা উঠান ঠিক হয় না, বরং যদি আয়াস স্বীকার করিতেই হয় তবে দ্বৈতের বিচারে তাহা কর ; কেননা, অদ্বৈতের বিচারে সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি হয়। ২৪৮

(শঙ্কা) ভাল, এইরূপ অদ্বৈতাত্মতত্ত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াও আমাতে ত' ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ দেখা যাইতেছে; তাহা হইলে ত' আত্মজ্ঞান অনর্থনিবারক, একথা অসিদ্ধ। বাদী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত লইয়া আশঙ্কা তুলিতেছেন :—

(৮) ক্ষুৎপিপাসাদি অহঙ্কারের ধর্ম্ম

ক্ষুৎপিপাসাদয়ো দৃষ্টা যথাপূর্ব্বং ময়ীতি চেৎ ?
মচ্ছব্দবাচ্যেঽহংকারে দৃশ্যতাং নেতি কো বদেৎ॥২৪৯

অন্বয়—ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ ময়ি যথাপূর্ব্বম্ দৃষ্টাঃ ইতি চেৎ ? মচ্ছব্দবাচ্যে অহঙ্কারে দৃশ্যতাম্। ন ইতি কঃ বদেৎ ?

অনুবাদ—ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ অর্থাৎ সংসার-ধর্ম্ম, অজ্ঞানাবস্থায় আমার যেমন ছিল, জ্ঞানাবস্থায় সেইরূপই দেখা যাইতেছে,—যদি এইরূপ বল তবে বলি, বেশ ত' দেখা যাউক না কেন ? এই 'আমাতে' বলিতে যে অহঙ্কারকে বুঝায়, সেই অনর্থ তাহাতেই রহিয়াছে, দেখ। কে বলিতেছে, দেখা যায় না ? (সেই অনর্থ কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে নাই, কেননা, আত্মতত্ত্ব অসঙ্গ ও অবিষয়।)

টীকা—'ক্ষুধাপিপাসাদিরূপ অনর্থ আমাতে ত' দেখা যাইতেছে'- এই যে 'আমাতে' বলিলে, ইহার দ্বারা 'আমি' বলিতে যে অহঙ্কারকে বুঝায়, তাহাতে দেখিতেছ অথবা 'আমি' শব্দদ্বারা যে চিদাত্মা উপলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে অনুভব করিতেছ ?—এই প্রকারে দুই বিকল্প করিয়া সিদ্ধান্তী প্রথম বিকল্পটি স্বীকার করিতেছেন—'এই "আমাতে" বলিতে যে অহঙ্কারকে বুঝায়' ইত্যাদি দ্বারা। যদি বল, চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে দেখিতেছি, তবে বলি, একথা টিকে না, কেননা, সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব অসঙ্গ ও অবিষয়। এই হেতুটি শ্লোকের শব্দদ্বারা সূচিত হয় নাই, বাহির হইতে আনিয়া যুটাইতে হইবে। ২৪৯

(শঙ্কা) ভাল, সেই ক্ষুৎপিপাসাদির প্রতীতি, চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে না থাকিলেও, ভ্রান্তিবশতঃ তথায় (আত্মায়) উপস্থিত হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত বিষয়ে শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

চিদ্রূপেঽপি প্রসজ্যেরংস্তাদাত্ম্যাধ্যাসতো যদি।
মাধ্যাসং কুরু কিন্তু ত্বং বিবেকং কুরু সর্ব্বদা ॥২৫০

অন্বয় তাদাত্ম্যাধ্যাসতঃ যদি চিদ্রূপে অপি প্রসজ্যেরন্ ত্বম্ অধ্যাসম্ মা কুরু কিন্তু সর্ব্বদা বিবেকম্ কুরু।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল (অগ্নি ও লৌহপিণ্ডের পরস্পর তাদাত্ম্যাধ্যাসের ন্যায়) অহঙ্কারের সহিত চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বের তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ চৈতন্যরূপ আত্মতত্ত্বেও ক্ষুৎপিপাসাদি উপস্থিত হইতে পারে, তবে বলি সেই অনর্থের হেতু

অধ্যাসের নিবৃত্তির জন্য সর্ব্বদা বিচার কর ; (তদ্দ্বারা অধ্যাস পরিহৃত হইবে)। ২৫০

অনাদিকালের সংস্কারবশতঃ যদি অধ্যাস ফিরিয়া আইসে তবে তাহার নিবৃত্তির জন্য বারবার বিবেকাভ্যাস করিবে ; অন্য কোনও উপায় নাই :—

ঝটিত্যধ্যাস আয়াতি দৃঢ়বাসনয়েতি চেৎ।
আবর্ত্তয়েদ্বিবেকং চ দৃঢ়ং বাসয়িতুং তদা ॥ ২৫১

অন্বয়- দৃঢ়বাসনয়া অধ্যাসঃ ঝটিতি আয়াতি ইতি চেৎ, দৃঢ়ম্ বাসয়িতুম্ বিবেকম্ তদা আবর্ত্তয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—উহাতেও যদি (অনাদিকালের সঞ্চিত) সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ সহসা অধ্যাস আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে, বিচারজনিত সংস্কারকে দৃঢ় করিবার জন্য বিচারের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবে। ২৫১

(শঙ্কা) ভাল, বিচারদ্বারা দ্বৈতের যে মায়াময়ত্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব (প্রতিপাদিত হয়) তাহা যুক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হয়, অনুভবদ্বারা তাহা ত' সিদ্ধ হয় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে অচিন্ত্যরচনারূপ মিথ্যাত্বের যে অনুভব, সেই অনুভব সর্ব্বসাক্ষী বলিয়া ঐরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না। এইরূপে তাহার পরিহার করিতেছেন ; (সমাধান) :—

ছ) বিচারদ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্বানুভবে শঙ্কা ও সমাধান।

বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বং যুক্ত্যৈবেতি ন ভণ্যতাম্।
অচিন্ত্যরচনাত্বস্যানুভূতির্হি স্বসাক্ষিকী ॥ ২৫২

অন্বয়—বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বম্ যুক্ত্যা এব ইতি ন ভণ্যতাম্ ; হি (যতঃ) অচিন্ত্যরচনাত্বস্য অনুভূতিঃ স্বসাক্ষিকী।

অনুবাদ ও টীকা—বিচার উপস্থিত হইলে, দ্বৈতের যে মিথ্যাত্বের নিশ্চয় হয়, তাহা কেবল যুক্তিসিদ্ধ, অনুভবসিদ্ধ নহে—এরূপ বলিও না ; যেহেতু দ্বৈতের অচিন্ত্যরচনারূপতার (অভাবনীয়োৎপত্তিকতার) যে অনুভূতি তাহা সর্ব্বসাক্ষিরূপ আত্মচৈতন্য। ২৫২

(শঙ্কা) ভাল, অচিন্ত্যরচনারূপতা যাহা মিথ্যাপদার্থের লক্ষণরূপে ২৪৬শ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, চিদাত্মাতেও ত' তাহার অতিব্যাপ্তি হইতে পারে। বাদী এইরূপ প্রতিবন্দি করিয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(জ) অচিন্ত্যরচনারূপ মিথ্যাপদার্থের লক্ষণে শঙ্কা ও সমাধান।

চিদপ্যচিন্ত্যরচনা যদি তর্হ্যস্তু নো বয়ম্।
চিতিং সুচিন্ত্যরচনাং ব্রূমো নিত্যত্বকারণাৎ॥ ২৫৩

অন্বয়—চিৎ অপি অচিন্ত্যরচনা যদি (এবম্ ব্রূয়াঃ), তর্হি অস্তু, বয়ম্ চিতিম্ সুচিন্ত্য-রচনাম্ নো ব্রূমঃ নিত্যত্বকারণাৎ।

অনুবাদ—হে বাদিন্, যদি বল চৈতন্যও অচিন্ত্যরচন (অভাবনীয়োৎপত্তিক), তবে বলি—হউক না কেন ? আমরা ত' চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচন (ভাবনীয়োৎপত্তিক) বলি না, কেননা, চৈতন্য যে নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিহীন।

টীকা—প্রাগভাবযুক্ত হইয়া যাহা অচিন্ত্যরচন হয়, তাহাই মিথ্যা। মিথ্যাত্বের এইরূপ লক্ষণ বলিবার গূঢ় অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী আত্মার অচিন্ত্যরচনরূপতা (অভাবনীয়োৎপত্তিকতার) অঙ্গীকার করিয়া লইলেন—"তবে বলি—হউক না কেন ?" ইত্যাদি বলিয়া। 'কিন্তু এই প্রকারে চৈতন্যকে অচিন্ত্যরচন বলিয়া মানিলে, হে সিদ্ধান্তিন্, আপনার ত' অপসিদ্ধান্ত হইবে'—বাদী এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন :—'আমরা ত' চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচন বলি না'। চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচনাস্বরূপ বলিয়া না মানিবার অর্থাৎ 'অচিন্ত্যরচনা-স্বরূপ' মানিয়া লইবার হেতু বলিতেছেন—'কেননা, চৈতন্য যে নিত্য'। নিত্যতারূপ কারণবশতঃ অর্থাৎ উৎপত্তির অভাবহেতু আমরাও চৈতন্যকে সুচিন্ত্যরচন অর্থাৎ অনায়াসে চিন্তনীয়া হইয়াছে রচনা বা উৎপত্তি যাহার (অর্থাৎ যাহাকে অনিত্য বলে) এইরূপ বলি না, ইহাই বলিতেছেন—কেননা, চৈতন্য যে নিত্য বা প্রাগভাবরহিত। এই অর্থে শব্দযোজনা করিয়া আরোপিতদোষাঙ্গীকারের গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। চৈতন্য প্রাগভাবরহিত বলিয়া মিথ্যা হইল না, চৈতন্যে মিথ্যাত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটিল না। ২৫৩

(শঙ্কা) ভাল, চৈতন্যকে নিত্য বলা যায় কি হেতু ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু চৈতন্যের প্রাগভাবের অনুভব হয় না, সেইহেতু চৈতন্য নিত্য :—

ঘ) চৈতন্যের নিত্যতা ও দ্বৈতের অনিত্যতা।

প্রাগভাবো নানুভূতশ্চিতের্নিত্যা ততশ্চিতিঃ।
দ্বৈতস্য প্রাগভাবস্তু চৈতন্যেনানুভূয়তে॥ ২৫৪

অন্বয় চিতেঃ প্রাগভাবঃ ন অনুভূতঃ, ততঃ চিতিঃ নিত্যা ; দ্বৈতস্য প্রাগভাবঃ তু চৈতন্যেন অনুভূয়তে।

অনুবাদ—চৈতন্যের প্রাগভাব অনুভূত হয় না, সেইহেতু চৈতন্যকে নিত্য বলা যায়, কিন্তু দ্বৈতের অর্থাৎ জড়পদার্থের প্রাগভাব চৈতন্য দ্বারা অনুভূত হয়। (এইহেতু তাহা অনিত্য)।

টীকা—যেহেতু চৈতন্যের প্রাগভাব অনুভব করা যায় না, সেইহেতু চৈতন্য নিত্য—এই অর্থ পাইবার মত করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। এস্থলে গূঢ়াভিপ্রায় এই :—যিনি বলেন চৈতন্যের প্রাগভাব আছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, চৈতন্যের সেই প্রাগভাব কি চৈতন্যই অনুভব করে অথবা অন্য কেহ অর্থাৎ চৈতন্য ভিন্ন জড় ? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্প অর্থাৎ চৈতন্যের প্রাগভাব চৈতন্যভিন্ন জড়ের দ্বারা অনুভূত হয়, ইহা

যুক্তিযুক্ত হয় না, কেননা, যাহা জড় তাহার অনুভবকর্ত্তা হওয়া অসম্ভব। আবার প্রথম বিকল্পে অর্থাৎ চৈতন্যই অনুভব করে বলিলে, জিজ্ঞাস্য অন্য চৈতন্য তাহা অনুভব করে অথবা যে চৈতন্যের প্রাগভাব, সেই আপনার দ্বারাই আপনার প্রাগভাব অনুভব করে? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম বিকল্প টিকে না, কেননা, অদ্বৈতবাদে দ্বিতীয় চৈতন্যের অভাব। আবার দ্বিতীয় চৈতন্য স্বীকার করিলেও, চৈতন্য হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার—যে অভাবের, এইরূপ অভাব চৈতন্যের গ্রহণ বিনা গৃহীত অর্থাৎ বুদ্ধিতে আরূঢ় হইতে পারে না, কেননা, নিয়মই রহিয়াছে প্রতিযোগীর অর্থাৎ যাহার অভাব, তাহার প্রতীতি না হইলে, তদভাবের প্রতীতি হয় না। এই কারণে চৈতন্যরূপ প্রতিযোগীর প্রতীতি বিনা, চৈতন্যের অভাবের প্রতীতি সম্ভব হয় না। আবার চৈতন্যের গ্রহণ বা প্রতীতি হয় মানিলে, চৈতন্য ঘটাদির ন্যায় জড় হইয়া পড়ে। আর চৈতন্য আপনিই আপনার প্রাগভাব অনুভব করে—এই দ্বিতীয় পক্ষও টিকে না; কেননা, আপনার অভাবকালে আপনি অবিদ্যমান বলিয়া আপনার দ্বারা আপনার অভাব অনুভূত হইতে পারে না।

(শঙ্কা) ভাল, চৈতন্যের প্রাগভাব অনুভূত হয় না বলিয়া চৈতন্য যেমন নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হয়, সেইরূপ দ্বৈতও নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, কেননা, দ্বৈত বলিতে প্রমাতা প্রভৃতি অর্থাৎ প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়রূপ ভেদ বুঝায়; সেই প্রমাত্রাদিরূপ দ্বৈতের পক্ষে নিজেই নিজের অভাব অনুভব করা অসাধ্য, আর সেই দ্বৈতের প্রাগভাবের অন্য অনুভবকর্ত্তা নাই, সুতরাং দ্বৈতও নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হইবে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন (সমাধান)—দ্বৈতের প্রাগভাবের অন্য অনুভবকর্ত্তা নাই, এই কথাই অসিদ্ধ। এইরূপে উহার পরিহার করিতেছেন:— 'দ্বৈতের প্রাগভাব ত' চৈতন্যের দ্বারা অনুভূত হয়'। তাৎপর্য্য এই—জাগ্রদাদি দ্বৈতের অভাব সুষুপ্তিকালে সাক্ষিকর্ত্তৃক অনুভূত হয় বলিয়া এবং [তমসঃ সাক্ষী সর্ব্বস্য সাক্ষী—নৃসিংহ, উ, তা, ২*] —'যিনি অজ্ঞানের সাক্ষী তিনি সকলেরই সমস্ত দ্বৈতেরই সাক্ষী' এইরূপ শ্রুতিবচন রহিয়াছে বলিয়া, দ্বৈতের প্রাগভাব নিঃসাক্ষিক নহে। ২৫৪

'যাহাই প্রাগভাববিশিষ্ট হইয়া অচিন্ত্যরচনারূপ, তাহাই মিথ্যা'—মিথ্যাত্বের এই লক্ষণ এইরূপে সিদ্ধ হওয়াতে, দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল, ইহাই বলিতেছেন:—

(ঞ) দ্বৈতের মিথ্যাত্ব-সিদ্ধি।

প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ।
তথাপি রচনাঽচিন্ত্যা মিথ্যা তেনেন্দ্রজালবৎ ॥২৫৫

অন্বয়—প্রাগভাবযুতম্ দ্বৈতম্ ঘটাদিবৎ রচ্যতে হি, তথা অপি রচনা অচিন্ত্যা, তেন ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা।

* সম্পূর্ণ পাঠ—তম্ বা এতম্ আত্মানং জাগ্রতি অস্বপ্নম্ অসুপ্তম্, স্বপ্নে অজাগ্রতম্ অসুষুপ্তম্, সুষুপ্তে অজাগ্রতম্ অস্বপ্নম্; তুরীয়ে অজাগ্রতম্ অস্বপ্নম্ অসুষুপ্তম্ অব্যভিচারিণং নিত্যানন্দসদেকরসং হি এবং চক্ষুষো দ্রষ্টা, বাচো দ্রষ্টা, মনসো দ্রষ্টা, বুদ্ধের্দ্রষ্টা, প্রাণস্য দ্রষ্টা, তমসো দ্রষ্টা, সর্ব্বস্য দ্রষ্টা, ততঃ সর্ব্বস্মাদ্ অস্মাদ্ অন্যঃ বিলক্ষণঃ চক্ষুষঃ সাক্ষী, শ্রোত্রস্য সাক্ষী, বাচঃ সাক্ষী, মনসঃ সাক্ষী, বুদ্ধেঃ সাক্ষী, প্রাণস্য সাক্ষী, তমসঃ সাক্ষী, সর্ব্বস্য সাক্ষী * * *।

অনুবাদ—প্রাগভাববিশিষ্ট জগদ্রূপ যে দ্বৈত, তাহা ঘটাদির মতই রচিত হইয়া থাকে। আর সেই দ্বৈতের রচনাও অচিন্ত্য ; সেইহেতু এই জগদ্রূপ দ্বৈত মিথ্যা ; দৃষ্টান্ত—ইন্দ্রজাল যেমন মিথ্যা, সেইরূপ।

টীকা—উক্ত লক্ষণে "প্রাগভাববিশিষ্ট" এই যে বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হেতুগর্ভিত বিশেষণ। দ্বৈত প্রাগভাববিশিষ্ট বলিয়া ঘটাদির ন্যায়ই রচনাসাপেক্ষ, আবার রচনাসাপেক্ষ হইয়া দ্বৈতের রচনা অচিন্ত্য। সেই রচনাসাপেক্ষতাবিশিষ্ট হইয়া অচিন্ত্যরচনা-রূপতারূপ হেতুবশতঃ ইন্দ্রজাল-রচিত রাজপ্রাসাদের ন্যায় দ্বৈত মিথ্যা, ইহাই তাৎপর্য্য। ২৫৫

প্রথমতঃ চৈতন্য স্বপ্রকাশ বলিয়া নিত্য এবং অপরোক্ষরূপে ভাসমান ; তাহার পর সেই চৈতন্যব্যতিরিক্ত জগতের মিথ্যাত্ব সেই চৈতন্যদ্বারাই অনুভূত হয়—ইহা পূর্ব্বগত চৌদ্দটি শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। ইহার উপরেও বাদী যদি বলেন যে, অদ্বৈত অপরোক্ষ নহে, তাহা হইলে বাদীর সেই উক্তি ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইয়া পড়ে, ইহাই বলিতেছেন :—

ট) অদ্বৈতের অপরোক্ষতার অস্বীকারে ব্যাঘাতদোষ।

চিৎ প্রত্যক্ষা ততোঽন্যস্য মিথ্যাত্বং চানুভূয়তে।
নাদ্বৈতমপরোক্ষং চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্ ? ॥ ২৫৬

অন্বয়—চিৎ প্রত্যক্ষা ; ততঃ অন্যস্য মিথ্যাত্বম্ অনুভূয়তে চ ; অদ্বৈতম্ চ অপরোক্ষম্ ন—ইতি এতৎ কথম্ ন ব্যাহতম্ ?

অনুবাদ—চৈতন্য অপরোক্ষ বস্তু ; আর সেই চৈতন্যভিন্ন যে দ্বৈত, তাহার মিথ্যাত্ব যদি অনুভবগোচর বলিয়া সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে অদ্বৈতবস্তু অপরোক্ষ নহে—এইরূপ উক্তি কেন ব্যাঘাতদোষ-দুষ্ট হইবে না ?

টীকা—শ্লোকে যে 'চ' শব্দ রহিয়াছে তাহা ২৪২ শ্লোকোক্ত, 'কেননা, অদ্বৈততত্ত্ব চৈতন্যরূপে সদাই ভাসমান'—এই যুক্তির সহিত সমুচ্চয় বা সম্মেলনের জন্য। শেষচরণদ্বয়ের শব্দযোজনা অন্বয়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৪২ শ্লোকে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে—যে অদ্বৈত অপরোক্ষ নহে—এই আপত্তি কেন ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইবে না ? ইহা অবশ্যই ব্যাঘাতদোষযুক্ত, ইহাই অভিপ্রায়। ২৫৬

(এক্ষণে বাদী সিদ্ধান্তীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই পূর্ব্বগত পনেরটি শ্লোকোক্ত) বেদান্ততত্ত্ব জানিয়াও কোন কোন লোকের ইহাতে বিশ্বাস হয় না কেন ?

ঠ) বেদান্ততাৎপর্য্য জানিয়াও কাহার কাহার সংশয়নিবৃত্তি হয় না কেন ?

ইত্থং জ্ঞাত্বাপ্যসন্তুষ্টাঃ কেচিৎ কুত ইতীর্য্যতাম্।
চার্ব্বাকাদেঃ প্রবুদ্ধস্যাপ্যাত্মা দেহঃ কুতো বদ ॥ ২৫৭

অন্বয়—(বাদী)—ইত্থম্ জ্ঞাত্বা অপি কেচিৎ অসন্তুষ্টাঃ কুতঃ ? ইতি ঈর্য্যতাম্। (সিদ্ধান্তী)—প্রবুদ্ধস্য চার্ব্বাকাদেঃ অপি দেহঃ আত্মা কুতঃ বদ।

অনুবাদ—(বাদী কহিতেছেন) এই প্রকার অর্থাৎ বর্ণিত বেদান্ততত্ত্ব জানিয়াও

কেহ কেহ কেন অসন্তুষ্ট ? (অর্থাৎ, বিশ্বাসবিহীন থাকিয়া যায় ?) আপনি ইহা বলুন। (সিদ্ধান্তীর উত্তর) তুমি ত' আগে বল, চার্ব্বাকাদি যুক্তিতর্কনিপুণ হইয়াও কেন স্থূলদেহকে আত্মা বলিয়া মানে ?

টীকা—সিদ্ধান্তী বাদীর প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাহেন যে, তাহারা সম্যগ্‌বিচারশূন্য বলিয়া বিশ্বাসবিহীন থাকিয়া যায় ; এই অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী প্রতিবন্দিদ্বারা (১ম খণ্ড ১৮৩ পৃঃ ৪।৫২ টীকা, এবং ২য় খণ্ড ১২৩ পৃঃ ৬।২৩০, পাদটীকা দ্রষ্টব্য) বাদীর প্রশ্নে বাধা দিতেছেন :—'ভাল, তুমি ত' আগে বল—ইত্যাদি'। 'চার্ব্বাকাদি' এই শব্দদ্বারা 'পামরদিগকে' (পৃ ১১৭ টীকা দ্রষ্টব্য) বুঝান হইতেছে। 'প্রবুদ্ধ'শব্দে বিকল্প কবিতে ও খণ্ডন করিতে কুশল চার্ব্বাকাদিকে বুঝিতে হইবে। তাহারা দেহে কেন আত্মবুদ্ধি করে তাহা তুমি আমাকে বল। ২৫৭

এক্ষণে বাদী উক্ত প্রতিবন্দি হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার সম্ভাবিত উত্তব সূচনা করিতেছেন :—

সম্যগ্‌বিচারো নাস্ত্যস্য ধীদোষাদিতি চেত্তথা।
অসন্তুষ্টাস্তু শাস্ত্রার্থং ন ত্বৈক্ষন্ত বিশেষতঃ ॥ ২৫৮

অন্বয়—অস্য ধীদোষাৎ সম্যক্ বিচারঃ ন অস্তি ইতি চেৎ—(বাদীর আপত্তি) ; (সিদ্ধান্তীব উত্তর) তথা অসন্তুষ্টাঃ তু (ধীদোষাৎ) বিশেষতঃ শাস্ত্রার্থম্ ন তু ঐক্ষন্ত।

অনুবাদ—'এই চার্ব্বাকাদির বুদ্ধিদোষবশতঃ সম্যগ্‌বিচার সম্ভবে না', এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে বলি, তাহারা সেইরূপেই সংশয়গ্রস্ত থাকিয়া, বুদ্ধিদোষবশতঃ বিশেষরূপে শাস্ত্রার্থবিচার করিয়া নিঃসন্দেহ হয় নাই।

টীকা—বাদীর সূচিত উত্তর শুনিয়া, সিদ্ধান্তী কলহ পরিত্যাগ করিয়া, তাহারই উত্তরের সাহায্যে সমাধান করিতেছেন—'তাহা হইলে বলি, তাহারা সেইরূপেই' ইত্যাদি। শ্লোকের শেষার্দ্ধে, পূর্ব্বার্দ্ধের "ধীদোষাৎ"—বুদ্ধিদোষবশতঃ এই পদের সম্বন্ধ আনিয়া অর্থ করিতে হইবে। "ন তু"—এই 'তু' শব্দ নিশ্চয়বাচক 'এব' ও 'হি' শব্দের পর্য্যায়শব্দ। ২৫৮

তত্ত্বজ্ঞানের ফল

১। তত্ত্বজ্ঞানফলপ্রতিপাদক শ্রুতির ব্যাখ্যা।

এইরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের বিচারদ্বারা, সেই বিচারজনিত তত্ত্বজ্ঞানফলের বিচার করিবার উদ্দেশ্যে সেই ফলপ্রতিপাদক কঠশ্রুতিবচন (৩।১৪) পাঠ করিতেছেন :—

(ক) জ্ঞানফলপ্রতিপাদক শ্রুতি ও তাহার অনুভব-সিদ্ধতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ।
ইতি শ্রৌতং ফলং দৃষ্টং নেতি চেদ্দৃষ্টমেব তৎ ॥ ২৫৯

অন্বয়—'অস্য হৃদিশ্রিতাঃ যে কামাঃ, (তে) সর্ব্বে যদা প্রমুচ্যন্তে', ইতি ফলম্ শ্রৌতম্, দৃষ্টম্ ন ইতি চেৎ, তৎ দৃষ্টম্ এব।

অনুবাদ—যে সমস্ত কাম বা কামনা এই মুমুক্ষুপুরুষের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই সমুদয় কাম যখন ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে বিদূরিত হইয়া যায়, (তখন সেই পুরুষ, মর্ত্ত্য—মরণশীল হইয়াও অমরত্ব লাভ করেন এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব আস্বাদন করেন)—ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ ফল, উক্ত কঠ-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যদি বল, সেই ফল, শ্রুতিমুখে শুনা যায় মাত্র, তাহা দৃষ্ট নহে, তবে বলি এইরূপ বলিতে পার না; সেই শ্রুত্যুক্ত ফল দৃষ্টই (বিদ্বজ্জনের অনুভূত)।

টীকা—[যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥] এইটি সমগ্র শ্রুতিবচন; পূর্ব্বার্দ্ধমাত্র মূল শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ—"অস্য"—এই মুমুক্ষুর, "হৃদিশ্রিতাঃ যে কামাঃ (সন্তি)"—বুদ্ধিনিষ্ঠ যে সকল কামনা অর্থাৎ তাদাত্ম্যাধ্যাসমূলক ইচ্ছাদি থাকে, "(তে) সর্ব্বে যদা প্রমুচ্যন্তে"—সেই সমস্ত যখন তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অধ্যাসনিবৃত্তি হইলে, নিবৃত্ত হয়; "অথ"—তৎকালেই, "মর্ত্ত্যঃ"—পূর্ব্বে দেহের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ মরণস্বভাব পুরুষ, "অমৃতঃ (ভবতি)"—অধ্যাসের অভাববশতঃ মরণ-রহিত হইয়া যান। সেইরূপ অমৃত হইবার হেতু বলিতেছেন—"অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"—এই দেহেই সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হন—ব্রহ্মভাব আস্বাদন করেন। ইহাই উক্ত তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ। ইহা শুনিয়া বাদী শঙ্কা করিতেছেন—ভাল, শ্রুতি যে কামনিবৃত্তিপ্রভৃতিরূপ তত্ত্বজ্ঞানফল প্রতিপাদন করিলেন, তাহা ত' অনুভবসিদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা শাব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধমাত্র। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রুতিবাক্যের (অর্থাৎ কঠ উ, ৩।১৫) তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সেই শ্রুতিবচনোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের ফলের দৃষ্টরূপতা সিদ্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তবে বলি এইরূপ বলিতে পার না, সেই শ্রুত্যুক্ত ফল দৃষ্টই"। ২৫৯

জ্ঞানের সেই কামনিবৃত্তিরূপ ফলের 'দৃষ্টতা' পরিস্ফুট করিবার জন্য পূর্ব্বশ্লোকোক্ত শ্রুতি-বচনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বচনের উল্লেখ করিয়া তাহার অর্থ বলিতেছেন :—

(খ) শ্রুত্যর্থদ্বারা পূর্ব্বগত শ্লোকোক্ত (কামরূপ-গ্রন্থিভেদফলের) দৃষ্ট-রূপতার, স্পষ্টীকরণ।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থয়স্ত্বিতি।
কামা গ্রন্থিস্বরূপেণ ব্যাখ্যাতা বাক্যশেষতঃ॥ ২৬০

অন্বয়—'যদা সর্ব্বে হৃদয়গ্রন্থয়ঃ তু প্রভিদ্যন্তে' ইতি বাক্যশেষতঃ কামাঃ গ্রন্থিস্বরূপেণ ব্যাখ্যাতাঃ।

অনুবাদ—"যখন সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি, 'ভেদ' অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়"—পূর্ব্ব-শ্লোকোক্ত শ্রুতিবাক্যের অঙ্গীভূত এই বাক্যের দ্বারা, 'কামই' হৃদয়গ্রন্থি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা—এই বাক্যশেষদ্বারা, কামপ্রমুক্তি বা কামনানিবৃত্তিই "গ্রন্থিভেদ"পদের অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যাত হওয়াতে এবং অহঙ্কার ও চিদাত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাসনিবৃত্তিরূপ যে গ্রন্থিভেদ, তাহা অনুভবসিদ্ধ বলিয়া, কামনিবৃত্তিরূপ শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানফল অপ্রত্যক্ষ নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। "বাক্যশেষতঃ"* —পূর্ব্বগত শ্রুতিবচনের অঙ্গীভূত এই শ্রুতিবচনদ্বারা। ২৬০

(শঙ্কা) ভাল, লোকসমাজে 'কাম'শব্দে বিবিধ প্রকার ইচ্ছা বুঝায়। এইহেতু সেই 'কাম'শব্দে শ্রুতি কি প্রকারে 'গ্রন্থি' বুঝাইলেন? এই আশঙ্কা উঠিতেছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অধ্যাস যাহার মূল এইরূপ ইচ্ছাবিশেষ 'কাম' শব্দের বাচ্যার্থ; ইচ্ছামাত্রই কামশব্দের বাচ্যার্থ নহে :—

(গ) কামশব্দের অর্থ।

অহঙ্কারচিদাত্মানাবেকীকৃত্যাবিবেকতঃ।
ইদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিতীচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ ॥২৬১

অন্বয়—অহঙ্কারচিদাত্মানৌ অবিবেকতঃ একীকৃত্য 'মে ইদম্ স্যাৎ, মে ইদম্ স্যাৎ' ইতি ইচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অবিবেকবশতঃ অহঙ্কার ও চিদাত্মাকে এক বলিয়া জানিলে, 'ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক' এই প্রকার ইচ্ছাই কামশব্দের বাচ্যার্থ। এই কারণেই কঠোপনিষদে 'কাম' গ্রন্থিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২৬১

(শঙ্কা) ভাল, অধ্যাসমূলক কামই যদি পরিত্যাজ্য হইল তাহা হইলে যে কামের মূলে অধ্যাস নাই, সেই অপর প্রকার কামকে ত' অঙ্গীকার করা যাইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, (সমাধান) যেহেতু কোনও বাধক নাই, সেইহেতু অধ্যাসরহিত অর্থাৎ আভাসরূপ কাম অঙ্গীকার করা যাইতে পারে :—

(ঘ) যাহাতে অধ্যাস নাই, সেই কামরূপ ইচ্ছা স্বীকার্য্য।

অপ্রবেশ্য চিদাত্মানং পৃথক্ পশ্যন্নহংকৃতিম্।
ইচ্ছংস্তু কোটিবস্তূনি ন বাধো গ্রন্থিভেদতঃ ॥২৬২

অন্বয়—(অহঙ্কারে) চিদাত্মানম্ অপ্রবেশ্য অহঙ্কৃতিম্ পৃথক্ পশ্যন্ কোটিবস্তূনি ইচ্ছন্ তু গ্রন্থিভেদতঃ বাধঃ ন (স্যাৎ)।

অনুবাদ—অহঙ্কারে চিদাত্মাকে প্রবেশ না করাইয়া অর্থাৎ চৈতন্যের সহিত অহঙ্কারের অভেদবুদ্ধি না করিয়া—অহঙ্কারকে চিদাত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া,

---

* কঠশ্রুতিবচনের (৩।১৪) অর্থ ২৫৯ শ্লোকের অনুবাদে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে 'সেই সমুদয় কাম যখন ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে বিদূরিত হইয়া যায়'। এখন প্রশ্ন হইতেছে—সেই কামনার সমুচ্ছেদ হয় কখন? তদুত্তরে পরবর্ত্তী কঠ-বাক্যে (৩।১৫) উক্ত হইয়াছে—এই মানুষদেহেই যখন সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি—অহঙ্কার ও চিদাত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস, 'ভিন্ন' অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনই সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদবশতঃ মর্ত্ত্য, অমৃতত্ব লাভ করে, এই পর্য্যন্তই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ। এইহেতু এই বাক্যটি পূর্ব্ববাক্যের অঙ্গীভূত বা 'বাক্যশেষ'।

কোটিবস্তুর ইচ্ছা করিলেও, জ্ঞানপরিপাকে গ্রন্থিভেদ হইয়াছে বলিয়া সাক্ষী আত্মার অর্থাৎ জ্ঞানরূপ মোক্ষের বাধা হয় না।

টীকা—'অহঙ্কারে চিদাত্মাকে প্রবেশ না করাইয়া' অর্থাৎ তাদাত্ম্যাধ্যাসদ্বারা চৈতন্যে অহঙ্কারের অন্তর্ভাব না করাইয়া,—ইহাই অর্থ। এই স্থলে যে তত্ত্বটি লক্ষিত হইতেছে তাহা ভারতীতীর্থ স্ব-রচিত "দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকের" অষ্টম শ্লোকে এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—অহঙ্কারস্য তাদাত্ম্যং চিচ্ছায়াদেহসাক্ষিভিঃ। সহজং কর্ম্মজং ভ্রান্তিজন্যঞ্চ ত্রিবিধং ক্রমাৎ॥—চিদাভাসের ও অহঙ্কারের যে তাদাত্ম্য বা সম্বন্ধ, তাহা উক্ত দুই সম্বন্ধীর উৎপত্তিকালেই উহাদের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইহেতু উহাকে 'সহজ' বলা হইয়াছে। আর অহঙ্কার ও দেহের যে সম্বন্ধ, তাহা যে সকল কর্ম্ম জাগ্রৎকালীন ভোগ প্রদান করিয়া থাকে, সেই কর্ম্মহেতুই জন্মিয়া থাকে; ইহা অন্বয়ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা বুঝা যায় অর্থাৎ জাগ্রৎকালে ঐ সকল ভোগপ্রদ কর্ম্ম থাকিলেই অহঙ্কার ও দেহের সম্বন্ধ ঘটে এবং সুষুপ্তিকালে ঐ সকল ভোগপ্রদ কর্ম্ম না থাকায় অহঙ্কার ও দেহের সম্বন্ধ ঘটে না। এইহেতু সেই সম্বন্ধকে 'কর্ম্মজ' বলে। অহঙ্কার ও সাক্ষীর যে সম্বন্ধ তাহা অনাদি অনির্ব্বচনীয় ভ্রান্তিহেতুই জন্মিয়া থাকে; এইহেতু তাহাকে 'ভ্রান্তিজন্য' বলা হইয়াছে। এস্থলে অধিষ্ঠানের স্বরূপ না জানাকেই ভ্রান্তি বলা হইয়াছে। (উক্ত শ্লোকের সবিশেষ ব্যাখ্যা 'মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত "দৃগ্‌দৃশ্যবিবেক" গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) অহঙ্কারের সেই ত্রিবিধ তাদাত্ম্যের মধ্যে সহজ ও কর্ম্মজ তাদাত্ম্য জ্ঞানীতেও মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানীর অজ্ঞান ও তজ্জনিত ভ্রান্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ ভ্রমজনিত তাদাত্ম্য ঘটে না। এইহেতু অহঙ্কারের ধর্ম্ম আভাসরূপ ইচ্ছাদিদ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞানীর স্বরূপের অর্থাৎ সাক্ষীর বাধ হয় না। ২৬২

ভাল, অধ্যাসের অভাব হইলে, কামের ত' আর উদয় হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, প্রারব্ধবশে কামের উৎপত্তি সম্ভব হইবে :—

(৬) অধ্যাস বিনা প্রারব্ধবশেও কাম সম্ভব।

গ্রন্থিভেদেঽপি সম্ভাব্যা ইচ্ছাঃ প্রারব্ধদোষতঃ।
বুদ্ধাপি পাপবাহুল্যাদসন্তোষো যথা তব॥ ২৬৩

অন্বয়—গ্রন্থিভেদে অপি প্রারব্ধদোষতঃ ইচ্ছাঃ সম্ভাব্যাঃ যথা বুদ্ধা অপি পাপবাহুল্যাৎ তব অসন্তোষঃ।

অনুবাদ ও টীকা—গ্রন্থিভেদ হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মদোষে ইচ্ছাদির উদয় হইতে পারে; (তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন)—যেমন অদ্বৈততত্ত্বের বোধ হইলেও পাপের আধিক্যবশতঃ তোমার সন্তোষ জন্মে নাই, সেইরূপ। ২৬৩

অধ্যাস না থাকিলে অহঙ্কারগত চিদাভাসস্থিত ইচ্ছাদি যে বাধক হইতে পারে না, তাহা দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিশদ করিতেছেন :—

(চ) অধ্যাসরহিত ইচ্ছাদি বাধক নহে ; দুইটি দৃষ্টান্ত।

অহঙ্কারগতেচ্ছাদ্যৈর্দেহব্যাধ্যাদিভিস্তথা।
বৃক্ষাদিজন্মনাশৈর্বা চিদ্রূপাত্মনি কিং ভবেৎ ॥২৬৪

অন্বয়—দেহব্যাধ্যাদিভিঃ বা বৃক্ষাদিজন্মনাশৈঃ তথা অহঙ্কারগতেচ্ছাদ্যৈঃ চিদ্রূপাত্মনি কিম্ ভবেৎ ?

অনুবাদ—যেমন দেহের ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা অথবা বৃক্ষাদির জন্মনাশদ্বারা চিদ্রূপ আত্মার কোনও বাধ বা খেদ উপস্থিত হয় না, সেইপ্রকার অহঙ্কার-প্রতিবিম্বিত চিদাভাসগত ইচ্ছাদির দ্বারা কূটস্থ চিদ্রূপ আত্মার কি হইবে ? কিছুই হইবে না।

টীকা—যেমন দেহগত রোগাদি ধর্ম্মের দ্বারা অহঙ্কার-সাক্ষী আত্মার বাধ হয় না, কেননা, আত্মা দেহের সহিত সম্বন্ধরহিত, কিম্বা যেমন বৃক্ষাদিগত জন্মাদিদ্বারা, দেহ ও অহঙ্কারের সাক্ষীর বাধা হয় না, সেই প্রকার অধ্যাসের নিবৃত্তি হইলে, অহঙ্কারে প্রতিবিম্বিত চিদাভাসগত ইচ্ছাদি ধর্ম্মদ্বারাও, সাক্ষী বা কূটস্থ আত্মার বাধা হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ২৬৪

(শঙ্কা) ভাল, চিদাত্মার অসঙ্গতা ত' একরূপ অর্থাৎ তিন কালেই সমান ; সেইহেতু, গ্রন্থিভেদের পূর্ব্বেও ত' আত্মার কামাদিজনিত বাধা থাকে না। পূর্ব্বপক্ষী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ছ) গ্রন্থিভেদের অর্থ।

গ্রন্থিভেদাৎ পুরাপ্যেবমিতি চেত্তন্ন বিস্মর।
অয়মেব গ্রন্থিভেদস্তব তেন কৃতী ভবান্ ॥ ২৬৫

অন্বয়—গ্রন্থিভেদাৎ পুরা অপি এবম্ ইতি চেৎ, তৎ ন বিস্মর; অয়ম্ এব তব গ্রন্থিভেদঃ, তেন ভবান্ কৃতী (স্যাৎ)।

অনুবাদ—(পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কা) গ্রন্থিভেদের পূর্ব্বেও ত' আত্মার কামাদিজনিত বাধাভাব (এইরূপ ত' জানাই আছে)। (উত্তর) সেই জ্ঞানটিকে ভুলিতে নাই। ইহাই তোমার সেই গ্রন্থিভেদ ; ইহার দ্বারাই তুমি কৃতার্থ হইবে।

টীকা—গ্রন্থিভেদের পূর্ব্বেও অহঙ্কারগত কামাদির দ্বারা, সদা অসঙ্গ আত্মার বাধ বা খেদ হয় না। এই প্রকার জ্ঞানকেই আমরা গ্রন্থিভেদ বলিয়াছি। এইহেতু তোমার এই প্রশ্ন আমাদের অনুকূলই বটে, ইহাই বলিতেছেন—"সেই জ্ঞানটিকে ভুলিতে নাই", ইত্যাদি। ২৬৫

গ্রন্থিভেদের পূর্ব্বেও কামাদিদ্বারা আত্মার বাধা বা খেদ হয় না—এই প্রকার জ্ঞানের অভাবই গ্রন্থি। এই কথা বলিতেছেন :—

(জ) গ্রন্থি বিনষ্ট হইলেই জ্ঞানী ; না হইলেই অজ্ঞানী—এইমাত্র ভেদ।

নৈবং জানন্তি মূঢ়াশ্চেৎ সোঽয়ং গ্রন্থির্ন চাপরঃ।
গ্রন্থিতদ্ভেদমাত্রেণ বৈষম্যং মূঢ়বুদ্ধয়োঃ ॥২৬৬

অন্বয়—(পূর্ব্বপক্ষীর শঙ্কা) মূঢ়াঃ এবম্ ন জানন্তি (ইতি) চেৎ, সঃ অয়ম্ গ্রন্থিঃ, চ অপরঃ ন ; গ্রন্থিতদ্ভেদমাত্রেণ মূঢ়বুদ্ধয়োঃ বৈষম্যম্।

অনুবাদ—যদি বল মূঢ় ব্যক্তিগণ ইহা ত' জানে না ; তবে বলি তাহাই এই হৃদয়গ্রন্থি ; তাহা অন্য কিছু নহে। কেবল গ্রন্থি ও তাহার নাশদ্বারাই যথাক্রমে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর প্রভেদ জানা যায়।

টীকা—ভাল, জ্ঞানীরও ইচ্ছাদি থাকে, ইহা মানিলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ কি লইয়া ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—গ্রন্থিভেদ বিনা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর অন্য বৈলক্ষণ্য নাই— 'কেবল গ্রন্থি ও তাহার নাশদ্বারাই', ইত্যাদি। ২৬৬

গ্রন্থিভেদ বিনা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বৈলক্ষণ্যের অন্য কারণ নাই, এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

(ঝ) গ্রন্থিভেদ ভিন্ন জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে ভেদের অন্য কারণ নাই।

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
ন কিঞ্চিদপি বৈষম্যমস্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ ॥ ২৬৭

অন্বয়—দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা অজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ কিঞ্চিৎ অপি বৈষম্যম্ ন অস্তি।

অনুবাদ ও টীকা—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদের প্রবৃত্তিবিষয়ে বা নিবৃত্তি-বিষয়ে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। ২৬৭

দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথার সমর্থন করিতেছেন :—

ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োর্বেদপাঠাপাঠকৃতা ভিদা।
নাহারাদাবস্তি ভেদঃ সোঽয়ং ন্যায়োঽত্র যোজ্যতাম্ ॥২৬৮

অন্বয়—ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োঃ বেদপাঠাপাঠকৃতা ভিদা (ভবতি) ; আহারাদৌ ভেদঃ ন অস্তি। সঃ অয়ম্ ন্যায়ঃ অত্র যোজ্যতাম্।

অনুবাদ—ব্রাত্য (বা অকৃতযজ্ঞোপবীত-সংস্কার ত্রৈবর্ণিক) এবং শ্রোত্রিয় (বা কৃতসংস্কার, অধ্যয়নসম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মরত ব্রাহ্মণাদি) এই উভয়ের মধ্যে বেদ-পাঠ ও তদভাব লইয়াই ভেদ ; আহারাদি লইয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। সেই দৃষ্টান্ত এই স্থলে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর মধ্যে লাগাইয়া বুঝিয়া লও।

(অনুবাদকের) টীকা—মনুসংহিতায় (২।৩৮,৩৯) 'ব্রাত্যের' সংজ্ঞা এইরূপ বর্ণিত আছে – "আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে। আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতের্বিশঃ ॥ অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ ॥"—ব্রাহ্মণের গর্ভষোড়শ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের গর্ভদ্বাবিংশ পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের গর্ভচতুর্বিংশ পর্য্যন্ত সাবিত্রী অর্থাৎ

উপনয়ন অতিক্রান্তকাল হয় না। এই তিন বর্ণ যদি এতাবৎকাল পর্য্যন্তও সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে ইহারা উপনয়নভ্রষ্ট হইয়া সাধুগণসমাজে নিন্দনীয় হয়। আর পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে, ১১৬ অধ্যায়ে—"শ্রোত্রিয়"-সংজ্ঞা এইরূপ কথিত হইয়াছে :—"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বেদাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি।"—ব্রাহ্মণ পিতামাতা হইতে জন্মলাভ করিলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে, (দশবিধ) সংস্কারলাভহেতু তাঁহাকেই দ্বিজ বলা যায়; বেদাভ্যাসী হইলে তাঁহাকে বিপ্র বলা হয়, এবং উক্তরূপ জন্ম হইলে এবং উক্তরূপ সংস্কার ও বেদাভ্যাস থাকিলে ধর্ম্মবিদ্গণ তাঁহাকে 'শ্রোত্রিয়' বলেন। "দানকমলাকরে"—'শ্রোত্রিয়' এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন :—"একশাখাং সকলাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥"—সমগ্র বেদ কিম্বা একটিমাত্র শাখা, ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া যজন-যাজনাদি ষট্কর্ম্মনিরত থাকিলে তিনি শ্রোত্রিয়, তিনি ধর্ম্মবিৎ॥ ইহা মনু ও মার্কণ্ডেয়ের অভিমত॥ ২৬৮

জ্ঞানীর গ্রন্থিরাহিত্যবিষয়ে গীতাবাক্য (১৪।২২-২৩) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ঞ) জ্ঞানীর গ্রন্থিরাহিত্য-বিষয়ে গীতাবাক্যের সমর্থন।

ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
উদাসীনবদাসীন ইতি গ্রন্থিভিদোচ্যতে॥ ২৬৯

অন্বয়—সম্প্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি, নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি, উদাসীনবৎ আসীনঃ ইতি গ্রন্থিভিদা উচ্যতে।

অনুবাদ—জ্ঞানী, আপনা হইতে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত কার্য্যের প্রতি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত কার্য্যেরও প্রতি সুখবুদ্ধিবশতঃ অভিলাষ করেন না কিন্তু উদাসীনের মত অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থান করেন। ইহাকেই 'গ্রন্থিভেদ' বলে।

টীকা—"সম্প্রবৃত্তানি ন দ্বেষ্টি"—উপস্থিত দুঃখের প্রতি দ্বেষ করেন না, কিম্বা "নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি"—নিবৃত্ত সুখের প্রতি অভিলাষও করেন না, কিন্তু "উদাসীনবৎ"—উদাসীনের ন্যায়, "আসীনঃ"—সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন; ইহাই "গ্রন্থিভিদা"—গ্রন্থির বিনাশ। ২৬৯

(শঙ্কা) ভাল, এই গীতাবাক্যটির এইরূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে যে, জ্ঞানীকে উদাসীন হইয়া থাকিতে হইবে অর্থাৎ ইহা জ্ঞানিপক্ষে ঔদাসীন্যের বিধি (ইষ্টসাধনতাবোধক পুরুষ-প্রবর্ত্তক বাক্য) ইহা ত' গ্রন্থিভেদের প্রমাণ নহে—এইরূপ আশঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ট) গীতাবাক্যের অর্থ লইয়া শঙ্কা ও সমাধান।

ঔদাসীন্যং বিধেয়ঞ্চেদ্বচ্ছব্দব্যর্থতা তদা।
ন শক্তা অস্য দেহাদ্যা ইতি চেদ্রোগ এব সঃ॥ ২৭০

অন্বয়—ঔদাসীন্যম্ বিধেয়ম্ চেৎ তদা ('বৎ'-শব্দ) বচ্ছব্দব্যর্থতা। 'অস্য দেহাদ্যাঃ শক্তাঃ ন ইতি চেৎ, সঃ রোগঃ এব।

অনুবাদ—'(জ্ঞানিগণের জন্য সমস্ত কর্ম্মে) ঔদাসীন্য বিধান করাই এই গীতাবাক্যের উদ্দেশ্য' যদি এইরূপ বল তবে বলি 'তাহা হইলে "উদাসীনবৎ"—এই

'বং'-শব্দের অর্থাৎ বতিচ্ প্রত্যয়ের (সার্থকতা থাকে না), অর্থ নিষ্ফল হইয়া যায়।' তাহার পরেও যদি বল যে জ্ঞানীর দেহাদি, কার্য্য করিতে সমর্থ নহে. তবে বলি, তাহাকে ঔদাসীন্য বলা যায় না, তাহাকে 'রোগ' বলিতে হয়।

টীকা—(বাদী শঙ্কা করিতেছেন) ভাল, জ্ঞানীর কার্য্যে অপ্রবৃত্তি গ্রন্থিভেদবশতঃ নহে, দেহাদির অক্ষমতাবশতঃ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী উপহাস করিয়া বলিতেছেন "তবে বলি" ইত্যাদি। ২৭০

(বাদী) ভাল, তত্ত্ববোধকেই রোগ মানা যাউক না কেন? তাহাতে দোষ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন ঃ—

তত্ত্ববোধং ক্ষয়ং ব্যাধিং মন্যন্তে যে মহাধিয়ঃ।
তেষাং প্রজ্ঞাতিবিশদা কিং তেষাং দুঃশকং বদ॥ ২৭১

অন্বয়—যে মহাধিয়ঃ তত্ত্ববোধম্ ক্ষয়ম্ ব্যাধিম্ মন্যন্তে, তেষাম্ প্রজ্ঞা অতিবিশদা; তেষাম্ কিম্ দুঃশকম্ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—যে মহাবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানকে ক্ষয়রোগ মনে করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি অতি নির্ম্মল! তাঁহাদের অসাধ্য কি আছে? বল। (অভিপ্রায় এই—যাহারা এইরূপ মনে করে, তাহারা মহামূর্খ)। ২৭১

(বাদী) ভাল, উক্তরূপ পরিহাস এস্থলে ত' "অকাণ্ডে তাণ্ডব" হইল, অর্থাৎ অনবসরে হইল। উহা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা, জ্ঞানিগণের যে কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকে না, একথা পুরাণসিদ্ধ ঃ—

ভরতাদেরপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তেতি চেত্তদা।
জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিং বিন্দন্নিত্যশ্রৌষীর্ন কিং শ্রুতিম্॥ ২৭২

অন্বয়—ভরতাদেঃ অপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তা ইতি চেৎ? তদা জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিম্ বিন্দন্ ইতি শ্রুতিম্ কিম্ ন অশ্রৌষীঃ?

অনুবাদ—'ভাল, জড়ভরতাদির ঔদাসীন্য বা অপ্রবৃত্তি ভাগবতাদি পুরাণে ত' বর্ণিত আছে', যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—"জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভোজন করিতে করিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, রতিলাভ করিতে করিতে" ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিবচন তুমি কি শুন নাই?

টীকা—[(স উত্তমপুরুষঃ) স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং সঃ—ছান্দোগ্য উ, ৮।১২।৩]—উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম স্বরূপাপন্ন সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া হাস্য করত, ক্রীড়াকরত, ব্রহ্মলোকাদিগত মনোময় স্ত্রীগণের সহিত, অথবা অশ্বাদিযানের সহিত, অথবা বন্ধুগণের সহিত (মনে মনে) আমোদ উপভোগ করত, আত্মসন্নিহিত (অথবা জনসন্নিহিত) এই শরীরকে স্মরণ না

করিয়া অবস্থান করেন। এই শ্রুতিবচন তুমি কি শুন নাই ? ইহাই অর্থ। জক্ষ ধাতুর ভক্ষণ ও হসন অর্থে প্রয়োগ হয়। (জক্ষ ধাতুর অভ্যস্ত সংজ্ঞা হয় বলিয়া শতৃপ্রত্যয়ে নুমাগম হইল না; 'জক্ষন্' না হইয়া জক্ষৎ হইল।) "জক্ষৎ"—ভোজন করিতে করিতে, "ক্রীড়ন্"– স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে করিতে, "রতিম্ বিন্দন্"—স্ত্রীপ্রভৃতিদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে, "উপজনম্"—জন সমীপে বর্ত্তমান নিজ শরীরকে জ্ঞানী স্মরণ না করিয়া; ইহাই অর্থ। মূলশ্লোকে "রতিং বিন্দন্'' (রতি লাভ করিয়া) এই যে পদদ্বয় রহিয়াছে তাহা উদ্ধৃত শ্রুতিবচনগত "রমমাণঃ'' এই পদের ব্যাখ্যারূপ। গ্রন্থকর্ত্তা বিদ্যারণ্য মুনি স্বয়ং 'অনুভূতিপ্রকাশে'র পঞ্চমাধ্যায়ে ৬৮ হইতে ৮২ শ্লোকে এই শ্রুতিবচনের অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঃ—তত্ত্ববিৎ কখনও স্বর্গপতি, ভূপতি প্রভৃতিরূপ দেহে অবস্থান করিয়া, বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিয়া বালকগণের সহিত হাস্য-কৌতুক করেন, কখন বা অঙ্গনাগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করেন।৬৮। কোথাও বা অশ্বাদি যানে আরোহণ করিয়া জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত আনন্দে বিহার করেন। কিন্তু জনসমীপস্থ এই নিজ শরীরকে কখনও স্মরণ করেন না।৬৯। পূর্ব্বে ভ্রান্তিবশতঃ এই দেহের সহিত একীভূত হইয়া অর্থাৎ আপনাকে দেহ মনে করিয়া যে দুঃখ ভোগ করিতেন, বিচারপ্রভাবে সেই ভ্রম অপগত হওয়ায় এখন আর সেই দুঃখ অনুভব করেন না।৭০। ইন্দ্র-দেহ, নৃপতি-দেহ প্রভৃতি দেহের সহিত পূর্ব্বেও তাদাত্ম্য ছিল না; এইহেতু এখনও তাঁহার দেহের সহিত তাদাত্ম্য-জনিত দুঃখের আশঙ্কা নাই।৭১। সাক্ষিরূপে তিনি সেই সেই দেহগত সমস্ত দুঃখ দর্শন করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানী আপনাকে সাক্ষী আত্মা মনে করিয়াই সেই সেই সুখের অভিমান করিয়া থাকেন। (সেই সেই সুখের দেহি-ভোক্তৃ বলিয়া তাঁহার অভিমান নাই)।৭২। জ্ঞানী এই সকল দেহে সাক্ষিরূপে দুঃখও দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখসকল মায়িক বলিয়া তিনি দুঃখসম্বন্ধে অভিমান গ্রহণ করেন না অর্থাৎ দুঃখসকলকে নিজের বলিয়া অনুভব করেন না।৭৩। বিষয়সমুদ্ভব সমস্ত আনন্দই ব্রহ্মানন্দের লেশ বা কণা বলিয়া তত্ত্ববিৎ সেই সেই আনন্দের পক্ষপাতী হন (অর্থাৎ বিষয়ানন্দকে আত্মানন্দ বলিয়া জানিয়া বিষয়ের পক্ষপাতী হন না)।৭৪। [পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি—বৃহদা উ, ১।৫।২০]—(ভাষ্যানুবাদ) পরন্তু প্রাজাপত্য-পদে (হিরণ্যগর্ভের অধিকারে অবস্থিত) এই পুরুষে কেবল পুণ্যই আশ্রয় লাভ করে। (এখানে 'পুণ্য'শব্দে পুণ্যফলই বুঝিতে হইবে।) তিনি অত্যধিক পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন; সেইহেতু সেই পুণ্যফলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দেবগণকে কখনও পাপ আশ্রয় করে না, অর্থাৎ দেবগণে পাপফল দুঃখ-সমুৎপত্তির অবসরই থাকে না, সুতরাং পাপফল দুঃখও তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে না—এইরূপে উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি সর্ব্বাত্মদর্শীর সুখের কথাই বলিয়া থাকেন।৭৫। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচনের পূর্ব্বার্দ্ধ—[যদ্ উ কিঞ্চ ইমাঃ প্রজাঃ শোচন্তি অমা এব আসাং তদ্ ভবতি]—এই প্রজাগণ (প্রাণিসমূহ) যে কিছু শোক করিয়া থাকে, তাহারা পরিচ্ছিন্নজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া তাহাদের সহিতই সেই শোকাদিজনিত দুঃখের সম্বন্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীর সহিত সম্বন্ধবোধই সেই শোকাদি দুঃখের কারণ, কিন্তু যিনি সর্ব্বাত্মা তাঁহার সম্বন্ধে কোন্ বস্তু কাহার সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইবে ?—উক্ত শ্রুতিবচনই পূর্ব্বার্দ্ধে এই কথাই বলিয়াছেন।৭৬। আমি সর্ব্বাত্মা

হইলেও আমাতে দেহাদিদোষের লেপ লাগে না, যেমন সূর্য্যজ্যোতিঃ চাণ্ডালাদি স্পর্শ করিলেও দূষিত হইয়া যায় না।৭৭। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্য্যন্ত যে সকল প্রাণী, তাহারা সকলে আমারই শরীর বুঝিয়াছি। সুতরাং অন্যজীবদ্বারা কামক্রোধাদিদোষ আমাতে কি প্রকারে উৎপাদিত হইতে পারে? ।৭৮। এইরূপ ব্রহ্মানুভবকুশল আচার্য্য পূর্ব্বকালে হইয়া গিয়াছেন, যাঁহারা কেবল সুখই গ্রহণ করিতেন (এবং যাবতীয় দুঃখ মায়িক বলিয়া পরিহার করিতেন)। এবিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ৭৯। মধুকর বৃক্ষের পুষ্পরস বা মধুই গ্রহণ করিয়া থাকে (বৃক্ষের তিক্তকষায়াদি রস গ্রহণ করে না)। যতি গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষাই গ্রহণ করেন; কাহারও অশৌচ গ্রহণ করেন না।৮০। যদি বল, সুখের প্রতি পক্ষপাত মূর্খেরও আছে, তবে বলি সেই সুখকে 'প্রসিদ্ধ' অর্থাৎ সম্পূর্ণ দুঃখরহিত করিবার জন্য মূর্খও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করুক।৮১। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সে দেহের সহিত তাদাত্ম্য অনুভব ও স্মরণ করিবে না। সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা দুঃখ বিনষ্ট হইলে তদনন্তর সে সর্ব্বদাই অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভব কবিতে থাকিবে। ৮২।২৭২

ভাল, তাহা হইলে আপনার পুরাণের গতি কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে—ঔদাসীন্য উপদেশ করা পুরাণেরও তাৎপর্য্য নহে কিন্তু প্রবৃত্তির অভাব উপদেশ করাই তাৎপর্য্য, ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন ঃ—

ন হ্যাহারাদি সন্ত্যজ্য ভরতাদ্যাঃ স্থিতাঃ ক্বচিৎ।
কাষ্ঠপাষাণবৎ কিন্তু সঙ্গভীতা উদাসতে॥ ২৭৩

অন্বয়—ন হি ভরতাদ্যাঃ আহারাদি সন্ত্যজ্য কাষ্ঠপাষাণবৎ ক্বচিৎ স্থিতাঃ, কিন্তু সঙ্গভীতাঃ উদাসতে।

অনুবাদ ও টীকা—ভরতাদি আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোথাও পাষাণাদির ন্যায় অবস্থান করেন নাই, কেবল সংসর্গদোষভয়ে ভীত হইয়া ঔদাসীন্য-ব্যবহার করিতেন। (বিষ্ণুভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে নবম ও দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ২৭৩

(শঙ্কা) ভাল, সঙ্গই বা কি হেতু পরিত্যাজ্য? তদুত্তরে বলিতেছেন ঃ—

সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকে নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্নুতে।
তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্বদা সুখমিচ্ছতা ॥ ২৭৪

অন্বয়—হি (যতঃ) লোকে সঙ্গী বাধ্যতে, নিঃসঙ্গঃ সুখম্ অশ্নুতে, তেন সুখম্ ইচ্ছতা সঙ্গঃ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু সংসারে সংসর্গী ব্যক্তিই দুঃখ অনুভব করে এবং নিঃসঙ্গই সুখী হয়, সেই কারণে যিনি সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদা সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। ২৭৪

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে মানসিক আসক্তিই পরিত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধ হইল; কিন্তু অন্তরে আসক্তিশূন্য, বাহিরে ব্যবহারপরায়ণ লোককে কেন সাধারণতঃ 'জ্ঞানহীন' ইত্যাদি বলা হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যাহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝে না তাহারাই এইরূপ জ্ঞানিপুরুষকে 'অজ্ঞ' ইত্যাদি বলিয়া থাকে :—

২। বৈরাগ্য, বোধ ও উপরতির বর্ণন।

(ক) জ্ঞানীর ব্যবহার-বিষয়ে স্বসিদ্ধান্তবর্ণন-প্রতিজ্ঞা।

অজ্ঞাত্বা শাস্ত্রহৃদয়ং মূঢ়ো বক্ত্যন্যথান্যথা।
মূর্খাণাং নির্ণয়স্ত্বাস্তামস্মৎসিদ্ধান্ত উচ্যতে॥ ২৭৫

অন্বয়—মূঢ়ঃ শাস্ত্রহৃদয়ম্ অজ্ঞাত্বা, অন্যথা অন্যথা বক্তি; মূর্খাণাম্ নির্ণয়ঃ তু আস্তাম্, অস্মৎসিদ্ধান্তঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—মূঢ় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত না হইয়া, অন্তরে সঙ্গরহিত বাহিরে ব্যাপারপরায়ণ জ্ঞানিগণ সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকে। মূঢ়গণের সেই সেই সিদ্ধান্ত থাকুক, আমরা আমাদের (অর্থাৎ বিদ্বান্‌দিগের) সিদ্ধান্তই বিচার করিতেছি।

টীকা—এইহেতু মূঢ়গণের ব্যবহার, এই শাস্ত্রীয় ব্যবহারের বিচারে আলোচ্য নহে—ইহাই বলিতেছেন—'মূঢ়গণের সেই সেই সিদ্ধান্ত থাকুক'। তাহা হইলে বিচারদ্বারা নির্ণেয় বস্তুটি কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—শাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায়ই বিচারযোগ্য; আমরা বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত বিচার করিতেছি। ২৭৫

সেই সিদ্ধান্তটি কি? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(খ) শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ সহায়াস্তে পরস্পরম্।
প্রায়েণ সহ বর্ত্তন্তে বিযুজ্যন্তে ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥ ২৭৬

অন্বয়—বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ তে পরস্পরম্ সহায়াঃ, প্রায়েণ সহ বর্ত্তন্তে; ক্বচিৎ ক্বচিৎ বিযুজ্যন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই তিনটি পরস্পর পরস্পরের সাহায়ক; ইহারা প্রায়শঃ একাধারেই থাকে অর্থাৎ যাঁহারা প্রতিবন্ধককর্ম্মশূন্য, অনুকূল দেশ-কালাদিতে লব্ধজন্মা এবং জন্ম হইতেই নিবৃত্তিমান, এইরূপ শুকদেব বামদেব প্রভৃতির ন্যায় পুরুষে একাধারে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়; আবার কোথাও কোথাও প্রতিবন্ধককর্ম্মযুক্ত প্রতিকূল দেশ-কালাদিতে লব্ধজন্মা শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ব্যবহারপরায়ণ পুরুষে বিযুক্ত ভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়। ২৭৬

বৈরাগ্যাদি তিনটি (পরস্পরকে না ছাড়িয়া) একাধারে দৃষ্ট হয় বলিয়া, তিনটি পরস্পর

অভিন্ন বলিয়া সংশয় হইতে পারে। সেইহেতু তাহাদের হেতু প্রভৃতি দেখিয়া তাহারা যে পরস্পর ভিন্ন, তাহা বুঝিয়া লইতে হয় :—

(গ) হেতু, স্বরূপ, কার্য্য বা ফল অনুসারে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞাতব্য।

হেতুস্বরূপকার্য্যাণি ভিন্নান্যেষামসঙ্করঃ।
যথাবদবগন্তব্যঃ শাস্ত্রার্থং প্রবিবিচ্যতা ॥ ২৭৭

অন্বয়—হেতুস্বরূপকার্য্যাণি ভিন্নানি; শাস্ত্রার্থম্ প্রবিবিচ্যতা (প্রবিবিচিন্বতা?) এষাম অসঙ্করঃ যথাবৎ অবগন্তব্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ইহাদিগের কারণ, স্বরূপ, কার্য্য বা ফল ভিন্ন ভিন্ন। এইহেতু যিনি শাস্ত্রবিচার করিবেন অর্থাৎ ব্রহ্মাদ্বৈত শাস্ত্ররহস্য অনুধাবন করিবেন, তিনি এইগুলির বিচার করিয়া বৈরাগ্যাদির বিবিধ প্রকার ভেদ বুঝিয়া লইবেন। ২৭৭

তন্মধ্যে বৈরাগ্যের হেতু প্রভৃতি তিনটি দেখাইতেছেন :—

(ঘ) বৈরাগ্যের হেতু, স্বরূপ ও ফল।

দোষদৃষ্টির্জিহাসা চ পুনর্ভোগেষ্বদীনতা।
অসাধারণহেত্বাদ্যা বৈরাগ্যস্য ত্রয়োঽপ্যমী ॥ ২৭৮

অন্বয়—দোষদৃষ্টিঃ চ জিহাসা, ভোগেষু পুনঃ অদীনতা অমী ত্রয়ঃ অপি বৈরাগ্যস্য অসাধারণহেত্বাদ্যাঃ।

অনুবাদ—বিষয়ে দোষদৃষ্টি বৈরাগ্যের অসাধারণ কারণ বা হেতু; বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা বৈরাগ্যের নিজস্বরূপ বা প্রকৃতি, এবং বিষয়ে অদীনতা অর্থাৎ স্বপ্রযত্ন বিনা প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত ধনাদিতে ইষ্টবুদ্ধিবশতঃ পুনর্গ্রহণেচ্ছার অভাব—ইহাই বৈরাগ্যের বিলক্ষণ বা অসাধারণ ফল।

টীকা—গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে এই দোষদৃষ্টি "জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানু দর্শনম্" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিবিষয়ে দুঃখ ও দোষের যে বারম্বার দর্শন—শাস্ত্রপ্রদিষ্ট পরিপাটী অনুসারে এবং নিজের অনুভবানুসারে পুনঃ পুনঃ আলোচন—যথা "জন্মে"—অর্থাৎ জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী গর্ভবাসে নবম মাস পর্য্যন্ত কলল-বুদ্বুদপিণ্ডাদি রূপ ধরিয়া মলমূত্রাদি মধ্যে অবস্থান, মাতার ক্ষুৎপিপাসাদিজনিত নিজের অবসাদকাতরতা, প্রসববায়ুর দ্বারা আকর্ষণ এবং সঙ্কীর্ণ যোনিদ্বারা বহির্নির্গমন ইত্যাদি দুঃখ; "মৃত্যুতে"—সমস্ত নাড়ীর আকর্ষণ, মর্ম্মস্থান ভেদন, প্রাণের সঙ্কোচন, মলমূত্রকুণ্ডমধ্যে অবস্থানাদিজনিত শারীর ক্লেশ এবং প্রিয়বিয়োগ ও সম্ভাবিত নরকাদিসংযোগজনিত মানসিক যাতনা ও ভয়রূপ দুঃখ; "জরায়"—সর্ব্বাঙ্গের শিথিলতা, মন্দতা, বধিরতা, বচনের গদ্গদরূপতা, কম্প, উত্থানাদিপ্রয়াসে পতন, বেগসম্বরণে অসমর্থ হইয়া মলমূত্রাদিত্যাগ, স্বজনের গলগ্রহ হইয়া তিরস্কার সহন ইত্যাদি; "ব্যাধিতে"—নির্ব্বলতা, সন্তাপ-কম্পনাদিবশতঃ দেহদুঃখ,

তিক্তকষায়কাথাদিরূপ ঔষধ সেবন, ইত্যাদি দুঃখ সর্ব্বজনবিদিত। এই সকল দোষের বারম্বা চিন্তা করিলে বিবেকী পুণ্যশীলজনের তীব্র বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা আপনা হইতে উপস্থিত হয়।

বৈরাগ্য দুই প্রকারের—যথা জিজ্ঞাসাবৈরাগ্য ও জিহাসাবৈরাগ্য। 'কামধেনুর্গৃহে যেষাং নিবাসো নন্দনে বনে। কশ্যপাদ্যাস্তপস্যন্তি জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ।' ৭—যাঁহাদের গৃহে সর্ব্বকামপ্রদা কামধেনু রহিয়াছে, যাঁহাদের নিবাস স্বর্গের নন্দনকাননে, সেই কশ্যপাদি যে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সেই বৈরাগ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য। 'আধিব্যাধি-ভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিপীড়িতাঃ। যে জীবাঃ মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসামুখ্যতা তু সা।' ৮—যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, ভয়, উদ্বেগ, পরাধীনতা প্রভৃতিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া মোক্ষের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সেই বৈরাগ্য জিহাসামুখ্য বৈরাগ্য। (সবিস্তর মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "বোধসারে"—পৃ ১৮-২৩—'বৈরাগ্যপীঠিকাবন্ধ'-নামক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।)

পতঞ্জলিও দুই প্রকার বৈরাগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা (১) 'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।' সমাধিপাদ, ১৫—দৃষ্টবিষয়ে অর্থাৎ ইহলোকের অদিব্য ভোগ্যবস্তু-সমূহে এবং আনুশ্রবিকবিষয়ে অর্থাৎ বেদোক্ত নন্দনকাননাদি দিব্য ভোগ্যবস্তুসমূহে একান্ত স্পৃহাশূন্য হইয়া যোগীর যে স্থিতি হয়, তাহাকে 'বশীকার'-নামক বৈরাগ্য বলে (তাহা 'অপর বৈরাগ্য') (২) 'তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্।' পুরুষখ্যাতি হইলে অর্থাৎ পুরুষসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে গুণবৈতৃষ্ণ্য অর্থাৎ সার্ব্বজ্ঞ্যাদি সমস্ত গুণকার্য্যে বিতৃষ্ণা হয়, তাহা 'পর-বৈরাগ্য'। বশীকার বৈরাগ্যের তিন প্রকার পূর্ব্বাবস্থা—যথা যতমান, ব্যতিরেক ও একেন্দ্রিয়। রাগকে উৎপাটিত করিবার জন্য যে যত্নশীলতা তাহা যতমান। 'যতমানের' ফলে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিরাগ সিদ্ধ হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহা সাধিতে হইবে—এইরূপে ব্যতিরেক করিয়া বা পৃথক্ করিয়া—কোন্গুলিতে আসক্তি নাই, কোন্গুলিতে আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া—যে বৈরাগ্য অবধারণ করা যায়, তাহাই 'ব্যতিরেক'-নামক বৈরাগ্য। তাহার পর যখন মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে রাগ কেবল ঔৎসুক্যমাত্ররূপে অর্থাৎ দৈহিক কার্য্যে পরিণত হইবার শক্তিরহিত হইয়া, ক্ষীণভাবে অবস্থান করে, তাহা একেন্দ্রিয়। তাদৃশ ক্ষীণরূপে স্থিত রাগেরও নাশ হইলে বশীকার সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত জিহাসামুখ্য বৈরাগ্যের সহিত 'অপর'বৈরাগ্যের সাদৃশ্য আছে বটে, কেননা, উভয়েই ত্যাগের জন্য প্রযত্ন বিদ্যমান, কিন্তু জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যের সহিত পরবৈরাগ্যের সাদৃশ্য নাই; কেননা, প্রথমটিতে জিজ্ঞাসা বৈরাগ্যের কারণ এবং দ্বিতীয়টিতে বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞানের ফল; প্রথমটির স্বরূপ রাগত্যাগ উভয়েই অনাদর; দ্বিতীয়টির স্বরূপ ত্রিগুণকার্য্যমাত্রের প্রতি, এমন কি বিদেহপ্রকৃতিলয়াদির প্রতি বিরাগ। 'জীবন্মুক্তিবিবেকের' প্রথমাধ্যায়ের প্রারম্ভে ৬—৮ শ্লোকে যে মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর—এই তিন প্রকার বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আচার্য্য পীতাম্বর পুরুষোত্তম বশীকার বৈরাগ্যেরই প্রকারভেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ("মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর" অন্তর্গত সেই গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। ২৭৮

এক্ষণে তত্ত্ববোধের হেতু, স্বরূপ ও কার্য্য বা ফল দেখাইতেছেন :—

(৬) তত্ত্ববোধের হেতু, স্বরূপ ও ফল।

শ্রবণাদিত্রয়ং তদ্বৎ তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্।
পুনর্গ্রন্থেরনুদয়ো বোধস্যৈতে ত্রয়ো মতাঃ ॥ ২৭৯

অন্বয়—শ্রবণাদিত্রয়ম্, তদ্বৎ তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্, পুনঃ গ্রন্থেঃ অনুদয়ঃ বোধস্য এতে ত্রয়ঃ মতাঃ।

অনুবাদ—শ্রবণাদি তিনটি, জ্ঞানের অসাধারণ কারণ বা হেতু; কূটস্থরূপ 'তত্ত্ব' এবং অহঙ্কাররূপ 'মিথ্যা'র বিবেচন বা ভেদজ্ঞান, জ্ঞানের স্বরূপ এবং নিবৃত্ত হৃদয়গ্রন্থির অনুদয় জ্ঞানের কার্য্য বা ফল,—ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণের মত।

টীকা—"শ্রবণাদিত্রয়ম্"—এই 'আদি' শব্দদ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসন বুঝিতে হইবে। শ্রবণাদি জ্ঞানের হেতু, কেননা, আত্মদর্শনের সাধনরূপে শ্রবণাদি তিনটি বেদে বিহিত হইয়াছে; যথা [আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—বৃহদা উ, ২।৪।৫ ; ৪।৫।৬ ;]—'হে মৈত্রেয়ি, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে সেই সর্ব্বাধিকপ্রিয় আত্মার স্বরূপ জানিবে, তর্কদ্বারা সেই আত্মস্বরূপ অবধারণ করিবে, তাহার পর নিঃসংশয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার স্বরূপ ধ্যান করিবে।' যদ্যপি চক্ষু যেমন সূর্য্যদর্শনের সাক্ষাৎ হেতু, সেইরূপ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখ হইতে নিঃসৃত 'তত্ত্বমস্যাদি' মহাবাক্য জ্ঞানের সাক্ষাৎ হেতু; তথাপি অঞ্জনাদি যেমন চক্ষুদোষ নিবৃত্তিদ্বারা সূর্য্যদর্শনের হেতু হয়, সেইরূপ শ্রবণাদি তিনটি অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারূপ প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিদ্বারা জ্ঞানের হেতু হয়। "তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্"—অহঙ্কারাদি 'মিথ্যা' হইতে কূটস্থরূপ 'তত্ত্বে'র ভেদজ্ঞান; তাহাই বোধের স্বরূপ। যদ্যপি ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদনিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ, তথাপি অহঙ্কারাদি হইতে কূটস্থের ভেদজ্ঞানরূপ গ্রন্থিভেদ, সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, কেননা, আমি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্ত স্বপ্রকাশ অসঙ্গ চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম আর এই অহঙ্কারাদি সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীয়মান হইতে থাকিলেও মিথ্যা, এই দৃঢ়-নিশ্চয়রূপ সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত চিত্তবৃত্তি, তত্ত্ব ও মিথ্যাবিবেচনের পরিপাক ফল, এবং তাহাই ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদনিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ। "গ্রন্থেঃ অনুদয়ঃ"—অন্যোন্যাধ্যাসের অনুৎপত্তি বোধের ফল। যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞানের ফল মোক্ষ অর্থাৎ জন্মাদিকার্য্যসহিত অবিদ্যানিবৃত্তি এবং পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তি; গ্রন্থির পুনঃ অনুদয় সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, তথাপি অবিদ্যা অন্যোন্যাধ্যাসের হেতু এবং অন্যোন্যাধ্যাস জন্মাদি অনর্থের হেতু বলিয়া, অবিদ্যার নিবৃত্তি বিনা অন্যোন্যাধ্যাসের নিবৃত্তি সম্ভব নহে এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি আবার কূটস্থ ও অহঙ্কারের ভেদজ্ঞান বিনা অর্থাৎ গ্রন্থিভেদ বিনা বা 'তত্ত্ব ও মিথ্যার বিবেচন' বিনা সম্ভব নহে। সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি অদৃঢ় হইলে অন্যোন্যাধ্যাসরূপ গ্রন্থির পুনরুদয় হইবে; তাহা দৃঢ় হইলে অন্যোন্যাধ্যাসরূপ গ্রন্থির পুনরুদয় হইবে না। তাহার অনুদয়েই জন্মাদি অনর্থের নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা এবং অধ্যাসরূপ অবিদ্যাকার্য্য এবং জন্মাদিরূপ অধ্যাসকার্য্য—এই তিনই একসঙ্গে নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইহেতু জীবদ্দশায় অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অবস্থায়, অহঙ্কারাদি অনাত্মবস্তুতে

পুনর্বার আত্মবুদ্ধির অভাবরূপ চিজ্জড়গ্রন্থির অনুদয়ই কার্য্যসহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি। সেই নিবৃত্তি অধিষ্ঠান আনন্দরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে কিন্তু অধিষ্ঠানরূপই। এইহেতু গ্রন্থির পুনরনুদয়ই মোক্ষের রূপ। ২৭৯

উপরতির অর্থ উপশম ; তাহার হেতু, স্বরূপ ও ফল দেখাইতেছেন :—

(চ) উপরতির হেতু, স্বরূপ ও ফল।

যমাদির্ধীনিরোধশ্চ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ।
স্যুর্হেত্বাদ্যা উপরতেরিত্যসঙ্কর ঈরিতঃ॥ ২৮০

অন্বয়—যমাদিঃ চ ধীনিরোধঃ ব্যবহারস্য সংক্ষয়ঃ উপরতেঃ হেত্বাদ্যাঃ স্যুঃ ইতি অসঙ্করঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্প সমাধি—এই আটটি যোগাঙ্গ উপরতির হেতু বা সাধন। সমাধির অভ্যাসদ্বারা প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতিরূপ যে পঞ্চবৃত্তির নিরোধ, তাহাই উপরতির স্বরূপ এবং লৌকিক বৈদিক ব্যবহারের বিস্মরণ উপরতির ফল। এই প্রকারে (একত্র বিদ্যমান) বৈরাগ্যাদির হেতু, স্বরূপ ও ফলানুসারে ভেদ কথিত হইল।

টীকা—"যমাদিঃ"—এস্থলে 'আদি' শব্দ দ্বারা নিয়ম প্রভৃতি আটটি অঙ্গ বুঝিতে হইবে। 'যম-নিয়মা-সন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি'। (পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ২৯ সূত্র। (মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী—"যোগমণিপ্রভা" পৃঃ ৬০ দ্রষ্টব্য) এই আটটি অঙ্গ উপরতির হেতু। 'অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যা-পরিগ্রহাঃ **যমাঃ**।' ৩০ সূত্র: 'শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি **নিয়মাঃ**।' ৩২ সূত্র, পৃঃ ৬২। 'স্থিরসুখমাসনম্'। ৪৬ সূত্র পৃঃ ৭০। পদ্ম, বীর, ভদ্র, স্বস্তিক প্রভৃতি ৮৪ প্রকারের **শরীরাবস্থানকে** শারীর **আসন** বলে। 'তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ **প্রাণায়ামঃ**'। সূত্র ৪৯, পৃঃ ৭১। 'বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ'। সূত্র ৫০, পৃঃ ৭১। 'স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং **প্রত্যাহারঃ**।' সূত্র ৫৪, পৃঃ ৭৪-৭৫। 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য **ধারণা**।' বিভূতিপাদ সূত্র ১। 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা **ধ্যানম্**।' বিভূতিপাদ সূত্র ২ পৃঃ ৭৮, 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য **ধারণা**।' বিভূতিপাদ ১। 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব **সমাধিঃ**।' ৩ সূত্র, পৃঃ ৭৯। 'ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।' বিভূতিপাদ ৯ সূত্র, পৃঃ ৮১। 'বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ **সম্প্রজ্ঞাতঃ**' (সবিকল্পঃ)। সমাধিপাদ ১৭ সূত্র। 'বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ (**নির্ব্বিকল্পঃ**)।' সমাধিপাদ ১৮ সূত্র, পৃঃ ১৪-১৬। এইগুলি উপরতির সাধন। ঐ সকল সূত্র উক্ত গ্রন্থে সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া বিস্তারভয়ে এখানে ব্যাখ্যাত হইল না। বুদ্ধির অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগ উপরতির স্বরূপ। আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের বিস্মরণই উপরতির ফল। ২৮০

এই বৈরাগ্যাদি তিনটির প্রাধান্য কি তুল্যরূপ? অথবা তাহাদের মধ্যে তারতম্য আছে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ছ) বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান ও উপরতি এই তিনটির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রাধান্য।

তত্ত্ববোধঃ প্রধানং স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ।
বোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরমাবুভৌ ॥২৮১

অন্বয়—তত্ত্ববোধঃ প্রধানম্ স্যাৎ সাক্ষান্মোক্ষপ্রদত্বতঃ; বৈরাগ্যোপরমৌ এতৌ উভৌ বোধোপকারিণৌ।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান ও উপরতি এই তিনটির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ বলিয়া অপর দুইটি অপেক্ষা প্রধান, আর বৈরাগ্য ও উপরতি জ্ঞানের উপকারী সাধনমাত্র।

টীকা—[তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—শ্বেতাশ্ব উ, ৩।৮, ৬।১৫]—'সেই প্রত্যক্‌চৈতন্য হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে জানিলেই, মৃত্যু বা জন্মমরণাদিরূপ সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায়; সেই তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই।' এই শ্রুতিবচন হইতে তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রাধান্য জানিতে পারা যায়। আর অপর দুইটি অর্থাৎ বৈরাগ্য ও উপরতি যে তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী অর্থাৎ সাধন (সেইহেতু অপ্রধান) ইহা এই দুই শ্রুতিবচন হইতে জানা যায়, যথা—[ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন—মুণ্ডক উ, ১।২।১২]—'(দক্ষিণোত্তরমার্গগম্য সমস্ত লোক বা ভোগস্থানই—যাবতীয় ভোগ্যপদার্থই, সম্পাদিত অর্থাৎ অনিত্য ইহা জানিয়া,) যে মুমুক্ষু ব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন; কার্য্যস্বরূপ কর্ম্মদ্বারা, নিত্য ব্রহ্মস্বরূপ মোক্ষ হয় না।' [তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ—মুণ্ডক উ, ১।২।১২]—'সেই প্রত্যক্‌চৈতন্য হইতে অভিন্ন ব্রহ্মকে অনুভব করিবার নিমিত্ত গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন'। [শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ—বৃহদা উ, ৪।৪।২৩]—'(এই প্রকার মহিমজ্ঞ পুরুষ) শান্ত—অন্তঃকরণজয়ী, দান্ত—হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়-সংযমী, উপরত—বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত, তিতিক্ষু—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু এবং সমাহিত-একাগ্রচিত্ত হইয়া এই শরীরেই আত্মদর্শন করেন'। ২৮১

বৈরাগ্য, বোধ ও উপরতি এই তিনটি প্রায়শঃ একাধারেই বিদ্যমান থাকে; কোথাও কোথাও বিযুক্তভাবে অবস্থান করে,—২৭৬ সংখ্যক শ্লোকে যে এই কথা বলা হইল, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

(জ) বৈরাগ্যাদিত্রয়ের একত্র অথবা বিযুক্ত হইয়া স্থিতির কারণ।

ত্রয়োঽপ্যত্যন্তপক্বাশ্চেন্মহতস্তপসঃ ফলম্।
দুরিতেন ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥২৮২

অন্বয়—ত্রয়ঃ অপি অত্যন্তপক্বাঃ চেৎ মহতঃ তপসঃ ফলম্। দুরিতেন ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে।

অনুবাদ—বৈরাগ্যাদি তিনটি যদি কোনও পাত্রে অত্যন্ত পরিপক্ক দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে মহাতপস্যার ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। পাপকর্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ কোথাও কোথাও, কখন কখন, কোন কোন পুরুষে, কিছু পরিমাণে (বা বস্তু-বিশেষে) সেই তিনটির কোনটি প্রতিবন্ধ বা ন্যূনতা প্রাপ্ত হয়। (কিন্তু সকল পুরুষে সর্ব্বকালে, সর্ব্বস্থলে বা সর্ব্ববস্তুতে নহে।)

টীকা—অনেক জন্মার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জের পরিপাক হইলে, উক্ত তিনটির একত্র অবস্থান হয়; তাহা না হইলে অর্থাৎ পুণ্যরাশির পরিপাক বিনা প্রতিবন্ধক পাপানুসারে, পুরুষবিশেষে, কাল-বিশেষে, বৈরাগ্যাদি তিনটির মধ্যে কোনটির ন্যূনতা বা তিরোধান ঘটে। অচ্যুতরায় দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, যেমন জনক-সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের, ধেনুরূপ বিষয় লইয়া তিরস্কারকালে বৈরাগ্য প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল, এবং তিনি বলিয়াছিলেন [নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায় কুর্ম্মঃ গোকামাঃ এব বয়ম্ - বৃহদা উ, ৩।১।২]—আমি ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার করিতেছি ; ধেনুগুলি লইতে আমি অভিলাষী। ২৮২

সেই তিনটির মধ্যে যদি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটে, তবে মোক্ষলাভ হয় না ; ইহাই বলিতেছেন :—

(ঝ) পূর্ণ বৈরাগ্য ও পূর্ণ উপরতি থাকিতেও তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবে মোক্ষাভাব।

বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে বোধস্তু প্রতিবধ্যতে।
যস্য তস্য ন মোক্ষোঽস্তি পুণ্যলোকস্তপোবলাৎ॥২৮৩

অন্বয়—যস্য বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে, বোধঃ তু প্রতিবধ্যতে, তস্য মোক্ষঃ ন অস্তি। তপোবলাৎ পুণ্যলোকঃ (অস্তি)

অনুবাদ—বৈরাগ্য ও উপরতি কাহারও পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও যদি তত্ত্বজ্ঞান প্রতিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার মোক্ষ হয় না ; কিন্তু বৈরাগ্য ও উপরতিরূপ তপস্যার অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মের বলে, স্বর্গাদি পুণ্যলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

টীকা—ভাল, মোক্ষ না হইলে ত' বৈরাগ্যাদি সম্পাদন নিষ্ফল হইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া 'প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥' (গীতা ৬।৪১)—যোগভ্রষ্ট হইলে অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন বৈরাগ্য ও উপরতি লাভ করিয়াও জ্ঞানলাভ না হইলে, পুণ্যকর্ম্মশীলগণের লভ্য স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি ঘটে ; তথায় বহুকাল নিবাস করিবার পর সদাচার শ্রীমান্ ধনিগৃহে জন্মলাভ হয়।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বচনপ্রমাণে বৈরাগ্যাদি নিষ্ফল হয় না, বৈরাগ্যাদি সম্পাদনদ্বারা পুণ্যলোক-প্রাপ্তি হয়, ইহাই "পুণ্যলোকঃ তপোবলাৎ" ইহার অর্থ। ২৮৩

বৈরাগ্য ও উপরতির প্রতিবন্ধক ঘটিলে, জীবন্মুক্তিসুখ সিদ্ধ হয় না, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঞ) বৈরাগ্য ও উপরতি বিনা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান থাকিলে মোক্ষ নিশ্চিত বটে কিন্তু দুঃখের নাশ হয় না।

পূর্ণে বোধে তদন্যৌ দ্বৌ প্রতিবদ্ধৌ যদা তদা।
মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখং ন নশ্যতি॥২৮৪

অন্বয়—বোধে পূর্ণে তদন্তৌ দ্বৌ যদা প্রতিবদ্ধৌ তদা মোক্ষঃ বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখম্ ন নশ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—যাঁহার পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে কিন্তু অপর দুইটি অর্থাৎ বৈরাগ্য এবং উপরতি প্রতিবন্ধকপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার মোক্ষ নিশ্চিত; কেননা, জ্ঞানদ্বারা বন্ধের কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছে এবং নিবৃত্তাবিদ্যার পুনরুৎপত্তি অসম্ভব; সুতরাং মোক্ষ অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু তাঁহার ইহলোকের ব্যবহারজনিত বিক্ষেপরূপ দৃষ্টদুঃখের নাশ হয় না। বাসনাক্ষয়ের কারণ বৈরাগ্যের অভাববশতঃ এবং মনোনাশের কারণ উপরতির অভাববশতঃ রজোগুণের ও তমোগুণের আধিক্যহেতু শুদ্ধ সত্ত্বগুণ তিরোহিত হয়; সেইহেতু ইহলোকসম্বন্ধীয় অনুকূল প্রতিকূল পদার্থরূপ নিমিত্তজনিত বিক্ষেপরূপ দৃষ্টদুঃখের তিরোভাব ঘটে না, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা জন্মান্তর অসম্ভব হইয়া যাওয়ায় পরলোকোৎপাদক আগামী দুঃখের অভাব হয়। ২৮৪

এক্ষণে বৈরাগ্যাদি তিনটির অবধি দেখাইতেছেন ঃ—

(৩) বৈরাগ্যাদির অবধি।

ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্ম্মতঃ।
দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে॥২৮৫

অন্বয়—ব্রহ্মলোকতৃণীকারঃ বৈরাগ্যস্য অবধিঃ মতঃ। দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে।

অনুবাদ—ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভোগ্যজাতে যখন তৃণের ন্যায় তুচ্ছবুদ্ধি হয়, তখন বৈরাগ্য সীমালাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে এবং যখন দেহে আত্মবুদ্ধির ন্যায় পরব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি দৃঢ় হইবে, তখন তত্ত্বজ্ঞান সীমালাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

টীকা—অজ্ঞানীর যেমন 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি ক্ষত্রিয়', 'আমি মনুষ্য', 'আমি অমুকনামা' এইরূপ সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত দৃঢ়জ্ঞান বা আত্মবুদ্ধি দেহের প্রতি আছে, সেই প্রকার শ্রবণাদিরূপ ব্রহ্মাভ্যাসের বলে ব্রাহ্মণত্বাদিবিশিষ্ট দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বাধ করিয়া, যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মার সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় আত্মবুদ্ধি হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞান সীমায় পৌছিয়াছে বুঝিতে হইবে। ২৮৫

সুপ্তিবদ্বিস্মৃতিঃ সীমা ভবেদুপরমস্য হি।
দিশানয়া বিনিশ্চেয়ং তারতম্যমবান্তরম্॥ ২৮৬

অন্বয়—সুপ্তিবৎ বিস্মৃতিঃ উপরমস্য সীমা ভবেৎ হি। অনয়া দিশা অবান্তরম্ তারতম্যম্ বিনিশ্চেয়ম্।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে যেমন বাহ্যবিষয়বিস্মৃতি হয়, জাগ্রৎকালে (ও স্বপ্নকালে) সেইরূপ বিষয়ভোগবিস্মৃতি জন্মিলে উপরতি সীমায় পৌঁছিয়াছে বুঝিতে হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে যে প্রণালী প্রদিষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীতে অবান্তর তারতম্য বুঝিয়া লইবে।

টীকা—বৈরাগ্য, উপরতি ও জ্ঞানপরিপাকের তারতম্য বা ন্যূনাধিকতাবিষয়ে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয় করিয়া লইবে। ২৮৬

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরও রাগদ্বেষাদিমত্তাহেতু বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, জ্ঞান যে মুক্তির হেতু, এবিষয়ে নিশ্চয় করা সম্ভব নহে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, রাগদ্বেষাদি ব্যাধির ন্যায় প্রারব্ধকর্ম্মের ফল বলিয়া, সেই রাগাদি যে মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় একথা অসিদ্ধ: সেইহেতু দৃঢ়জ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—এই শাস্ত্রার্থ লইয়া বিবাদ করা উচিত নহে :—

(ঠ) প্রারব্ধবশতঃ জ্ঞানিগণের ব্যবহার পরস্পর বিলক্ষণ হয়; তাহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক নহে।

আরব্ধকর্ম্মনানাত্বাদ্‌বুদ্ধানামন্যথান্যথা।
বর্ত্তনং তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্যং ন পণ্ডিতৈঃ॥২৮৭

অন্বয়—আরব্ধকর্ম্মনানাত্বাৎ বুদ্ধানাম্ অন্যথা অন্যথা বর্ত্তনম্। তেন পণ্ডিতৈঃ শাস্ত্রার্থে ন ভ্রমিতব্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু প্রারব্ধকর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, সেইহেতু জ্ঞানিগণের ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। সেই কারণে পরস্পর বিভিন্ন ব্যবহার দেখিয়া পণ্ডিতগণের অর্থাৎ সুবুদ্ধি লোকের 'জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ হয়'—এই শাস্ত্রার্থে বিপরীতবুদ্ধি করা উচিত নহে। ২৮৭

তাহা হইলে কি প্রকার নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(ড) সকল জ্ঞানীর জ্ঞান ও মোক্ষ তুল্যরূপ।

স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ বর্ত্তন্তাং তে যথা তথা।
অবিশিষ্টঃ সর্ব্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ॥২৮৮

অন্বয়—তে স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ যথা তথা বর্ত্তন্তাম্। সর্ব্ববোধঃ অবিশিষ্টঃ মুক্তিঃ সমা ইতি স্থিতিঃ।

অনুবাদ—সেই জ্ঞানিগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যে-কোনও প্রকার ব্যবহারে নিরত থাকুন না কেন, সকলেরই জ্ঞান তুল্যরূপ আর সেই জ্ঞানফল মুক্তি নির্বিশেষ অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তিবিষয়ে কোনও তারতম্য নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত।

টীকা—সকল জ্ঞানীরই 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান, একই আকারের এবং অবিদ্যাদি দোষরহিত ব্রহ্মরূপে স্থিতিরূপ মুক্তি, সকল জ্ঞানীরই সমান—ইহা এই প্রাচীন শ্লোকদ্বারা কথিত

হইয়া থাকে :—'কৃষ্ণো ভোগী শুকস্ত্যাগী নৃপৌ জনকরাঘবৌ। বশিষ্ঠঃ কর্ম্মকর্ত্তা চ সর্ব্বে তে জ্ঞানিনঃ সমাঃ॥' কৃষ্ণ ষোড়শসহস্র ললনাসম্ভোগী, শুক অনুপনীত পরিব্রাজক, জনক অহন্তা-মমতাশূন্য "বিদেহ" মিথিলাধিপতি, রাম বানর-সৈন্যনায়ক রাবণবিজয়ী অযোধ্যাধিপতি এবং বশিষ্ঠ বৈদিককর্ম্মদক্ষ রঘুকুলপুরোহিত থাকিলেও ইঁহাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞানে তারতম্য আদৌ নাই।২৮৮

এই প্রকরণের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(চ) সংক্ষেপে এই প্রকরণের তাৎপর্য্য।

জগচ্চিত্রং স্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবার্পিতম্।
মায়য়া তদুপেক্ষ্যৈব চৈতন্যং পরিশেষ্যতাম্॥২৮৯

অন্বয়—জগচ্চিত্রম্ পটে চিত্রম্ ইব স্বচৈতন্যে মায়য়া অর্পিতম্। তৎ উপেক্ষ্য চৈতন্যম্ এব পরিশেষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই যে জগদ্রূপ চিত্র, তাহা পটের উপর চিত্রের ন্যায়, মায়া নিজ স্বরূপভূত চৈতন্যের উপর অধ্যারোপিত করিয়াছে। সেই জগদ্রূপ চিত্রকে উপেক্ষা করিয়া—মিথ্যা বলিয়া জানিয়া, তাহাকে বিস্মৃত হইয়া, চৈতন্য-রূপেই তাহার পরিশেষ করা কর্ত্তব্য। ২৮৯

এক্ষণে গ্রন্থাভ্যাসের ফল বলিতেছেন :—

(ণ) গ্রন্থাভ্যাসের ফল।

চিত্রদীপমিমং নিত্যং যেঽনুসন্দধতে বুধাঃ।
পশ্যন্তোঽপি জগচ্চিত্রং তে মুহ্যন্তি ন পূর্ব্ববৎ॥২৯০

ইতি চিত্রদীপঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—যে বুধাঃ ইমম্ চিত্রদীপম্ নিত্যম্ অনুসন্দধতে তে জগচ্চিত্রম্ পশ্যন্তঃ অপি পূর্ব্ববৎ ন মুহ্যন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—যে শুদ্ধবুদ্ধি মুমুক্ষু এই চিত্রদীপপ্রকরণের নিগূঢ়ার্থ নিত্য আলোচনা করেন, তিনি এই জগদ্রূপ চিত্র দেখিতে থাকিলেও পূর্ব্বের ন্যায় মুগ্ধ হন না। ২৯০

ইতি সটীক চিত্রদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

সপ্তম অধ্যায়—তৃপ্তিদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

অখণ্ডানন্দরূপায় শিবায় গুরবে নমঃ।
শিষ্যাজ্ঞানতমোধ্বংসপটুর্কেন্দ্বগ্নিমূর্ত্তয়ে ॥

যিনি অখণ্ডানন্দরূপ পরমমঙ্গলময় এবং শিষ্যের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিতে কুশল, সেই গুরু মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করিতেছি। তাঁহার দেহে দিবাকর দক্ষিণনয়নরূপে বিরাজমান থাকিয়া আমাকে অজ্ঞান তিমিরনিবারক জ্ঞানালোক এবং মৃত্যুনিবারক তাপ বা সাধনোৎসাহ প্রদান করুক; নিশাকর বামনেত্ররূপে প্রকাশমান থাকিয়া চিত্তচকোরকে শান্তজ্ঞানালোক এবং শান্তিসুধা প্রদান করুক এবং হুতাশন ললাটস্থিত তৃতীয়নয়নরূপে নিমেষণ করিয়া দীপ, উল্কা প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্বব্যবহারে মোহতমঃ ধ্বংস করুক।

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।
পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ ॥

যিনি সর্ব্ববিদ্যার আকর বলিয়া শিবসদৃশ মহেশ্বর, সেই পরমগুরু বিদ্যাতীর্থ, বেদের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া, তদ্দ্বারা আমার হৃদ্গত অন্ধকার নিবারণ করিয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ আমাকে প্রদান করুন।

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ক্রিয়তে তৃপ্তিদীপস্য ব্যাখ্যানং গুর্ব্বনুগ্রহাৎ ॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া গুরুকৃপাশ্রয় লাভ করিয়া পঞ্চদশীর 'তৃপ্তিদীপ'-নামক এই সপ্তম প্রকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি।

(আত্মানঞ্চেদিত্যাদি শ্রুতিবচনে) "পুরুষ" ও "অস্মি" পদের অভিপ্রায় অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞানের প্রয়োজন বর্ণন

১। গ্রন্থারম্ভ।

এক্ষণে 'তৃপ্তিদীপ'-নামক প্রকরণ আরম্ভ করিয়া গুরু শ্রীভারতীতীর্থ এই প্রকরণটি শ্রুতি-ব্যাখ্যারূপ বলিয়া, তদ্দ্বারা ব্যাখ্যেয় বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন আদিতে পাঠ করিতেছেন :—

(ক) সমগ্র তৃপ্তিদীপে ব্যাখ্যেয় শ্রুতিবচনের পাঠ।

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥ ১

অন্বয়—পুরুষঃ আত্মানম্ "অয়ম্ অস্মি" ইতি বিজানীয়াৎ চেৎ কিম্ ইচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ ? (কাণ্বশাখীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌গত ৪।৪।১২ মন্ত্র)।

অনুবাদ ও টীকা—পুরুষ অর্থাৎ জীব যদি বুঝিতে পারে যে, 'আমি হইতেছি এতৎস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীত পরমাত্মস্বরূপ,' তাহা হইলে সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় (কোন্ প্রয়োজনে) শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর অর্থাৎ দুঃখ অনুভব করিবে ? (জীবের যে দুঃখ হয়, তাহার কারণ আপনার স্বরূপ না জানা এবং শরীরে আত্মাভিমান স্থাপন করা। সেই দুইটি কারণের অভাব হইলে আত্মার যে ইচ্ছা বা কামনা এবং শরীরানুগত দুঃখসম্বন্ধ—এ সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায়)। ১

এক্ষণে যে গ্রন্থের রচনা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন তাহার বিচার এবং বিচার-ফল দেখাইতেছেন :—

(খ) গ্রন্থের বিচার ও তাহার ফল।

অস্যাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সম্যগত্র বিচার্য্যতে।
জীবন্মুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ সা তেন বিশদায়তে ॥ ২

অন্বয়—অত্র অস্যাঃ শ্রুতেঃ অভিপ্রায়ঃ সম্যক্ বিচার্য্যতে, তেন জীবন্মুক্তস্য যা (শ্রুতিপ্রসিদ্ধা) তৃপ্তিঃ সা (মুমুক্ষুপ্রবৃত্তয়ে) বিশদায়তে।

অনুবাদ—এই শ্রুতির অভিপ্রায় এই প্রকরণে সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইবে এবং সেই বিচারদ্বারা জীবন্মুক্তগণের যে আনন্দলাভ হয়, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

টীকা—"অত্র"—এই তৃপ্তিদীপ নামক প্রকরণগ্রন্থে "অস্যাঃ শ্রুতেঃ"—এই "আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবচনের, "অভিপ্রায়ঃ সম্যক্ বিচার্য্যতে"—তাৎপর্য্য সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইবে, "তেন"—সেই অভিপ্রায়ের বিচারদ্বারা, "জীবন্মুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ"—জীবন্মুক্তের শ্রুতি-প্রসিদ্ধ যে আনন্দলাভ, "সা বিশদায়তে"—তাহা মুমুক্ষুজনের প্রবৃত্তিকারণরূপে পরিস্ফুট হইবে। ২

২। 'পুরুষ'শব্দের ব্যাখ্যায় উপযোগী সৃষ্টির বর্ণনপূর্ব্বক 'পুরুষ'শব্দের অর্থ।

"পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিবিগ্রহো বাক্যযোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥" (পাঠান্তর—"আক্ষেপোঽথ সমাধানং ব্যাখ্যানং ষড়্‌বিধং মতম্)—পরাশরপুরাণ, ১৮শ অধ্যায়। (সর্ব্বত্র ব্যাখ্যানে বীজং তু অপ্রতিপত্তিঃ বিপ্রতিপত্তিঃ অন্যথাপ্রতিপত্তিশ্চ ইত্যনুসন্ধেয়ম্ তাৎপর্য্যের অগ্রহণ, বিপরীতভাবে গ্রহণ, অথবা অযথাভাবে গ্রহণের নিবৃত্তির জন্যই সকল প্রকার ব্যাখ্যা—বুঝিতে হইবে। তিনটিই সকল ব্যাখ্যার নিদান।) 'পদচ্ছেদ' অর্থাৎ শ্লোকস্থ

পদসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখান, 'পদার্থোক্তি'—পদের অর্থ কথন, 'বিগ্রহ'—সমাসস্থ বিভক্ত্যন্ত-পদসমূহের যথাযোগ্য অর্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রদর্শন, 'বাক্যযোজনা'—বাক্যের যোজনা বা অন্বয় —'আক্ষেপের' অর্থাৎ শঙ্কার সমাধান অথবা (পাঠান্তরে) শঙ্কা এবং সমাধান - এই পাঁচটি বা ছয়টি ব্যাখ্যানের লক্ষণ শাস্ত্রান্তরে অর্থাৎ পরাশরপুরাণে উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে উক্ত শ্রুতিগত 'পুরুষ' এই পদের অর্থ বলিবার জন্য, তাহার উপোদ্ঘাতরূপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) জীব ঈশ্বরপ্রভৃতি সৃষ্টির বর্ণন।

মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
কল্পিতাবেব জীবেশৌ তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥৩

অন্বয়—'মায়া আভাসেন জীবেশৌ করোতি' ইতি শ্রুতত্বতঃ জীবেশৌ কল্পিতৌ এব। তাভ্যাম্ সর্বম্ প্রকল্পিতম্।

অনুবাদ—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদের নবম কণ্ডিকায় আছে—অনির্ব্বচনীয় শক্তিরূপা মায়া আভাসচৈতন্যদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করেন। সেই কারণে জীব ও ঈশ্বর কল্পিত, তাঁহারা উভয়ে এই সমুদয় জগৎ কল্পনা করিয়াছেন।

টীকা—"প্রতিপাদ্যম্ অর্থম্ বুদ্ধৌ সংগৃহ্য প্রাগেব তদর্থম্ অর্থান্তরবর্ণনম্ উপোদ্ঘাতঃ।"—কোনও বিষয় প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে সেই বিষয়টিকে অগ্রেই বুদ্ধিতে সংগ্রহ করিয়া সম্যক্ প্রকারে অবধারণ করিয়া, তজ্জন্য অন্যবিষয়ের বর্ণনকে উপোদ্ঘাত বলে।*

এস্থলে উদ্ধৃত শ্রুতিবচনের 'মায়া'শব্দদ্বারা চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বযুক্ত সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময় জগদুপাদান প্রভৃতিকেই বুঝান হইতেছে। সেই প্রকৃতিই সত্ত্বগুণের শুদ্ধি ও অবিশুদ্ধিবশতঃ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' সংজ্ঞাদ্বয় প্রাপ্ত হয়। সেই মায়ায় ও অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যই যথাক্রমে 'ঈশ্বর' ও 'জীব' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যগুরু এই কথা "তত্ত্ববিবেক"-নামক প্রকরণে নির্ণয় করিয়াছেন -(পৃঃ ১৩।১৪, শ্লোক ১৫-১৭)। চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাই প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ। তাহা দুই প্রকার। মায়া ও অবিদ্যা—(১।১৫)। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ শুদ্ধ হইলে তাহাকে 'মায়া' বলা যায় এবং তাহা অবিশুদ্ধ হইলে তাহাকে 'অবিদ্যা' বলা যায়। মায়ায় প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব সেই মায়াকে আপনার বশবর্ত্তিনী করিলে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হন—(১।১৬)।

---

* 'উপোদ্ঘাত' শব্দের এই লক্ষণের পদকৃত্তি এইরূপ—প্রতিজ্ঞাত বস্তুর বর্ণনকেই যাহাতে উপোদ্ঘাত বলিয়া না বুঝায় এইজন্য "অর্থান্তর" বা অন্যবিষয়ের সমাবেশ; অসম্বদ্ধ বিষয়ের বর্ণন উপোদ্ঘাত শব্দে না বুঝায় এইজন্য "তদর্থম্" (তজ্জন্য) শব্দের প্রয়োগ। 'অগ্নি আন' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, 'যেহেতু অগ্নি ধূমবান্' এইরূপে অন্য বিষয়ের বর্ণন না বুঝায় এইজন্য "প্রতিপাদ্যম্ অর্থম্ বুদ্ধৌ সংগৃহ্য" এইরূপ উক্তি। এই পর্য্যন্তমাত্র বলিলেই অর্থাৎ "প্রাগেব" এই অংশ পরিত্যাগ করিলে বুদ্ধিতে সংগ্রহ করিবার পরে প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহার বর্ণন হইবে তাহা যাহাতে উপোদ্ঘাত না হইতে পারে, তন্নিবারণজন্য "প্রাগেব" (অগ্রেই) শব্দদ্বয়ের সমাবেশ। কাহারও কাহারও মতে এই প্রাগেব শব্দদ্বয় নিষ্প্রয়োজন। অপর একটি লক্ষণ "নির্দিষ্টোপসাধকত্বম্ উপোদ্ঘাতত্বম্"। তৃতীয় লক্ষণ—স্থানং নিমিত্তং বক্তা চ শ্রোতা শ্রোতৃপ্রয়োজনম্। সম্বন্ধাভিধানং চ উপোদ্ঘাতঃ স উচ্যতে॥

কিন্তু অন্যটিতে অর্থাৎ অবিদ্যায় প্রতিফলিত চিদাত্মা বা জীব অবিদ্যার বশবর্ত্তী। সেই অবিদ্যার অবিশুদ্ধির তারতম্যানুসারে জীবও তির্য্যগাদিভেদে নানাপ্রকার। সেই অবিদ্যাই কারণশরীর। সেই কারণশরীরে তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ জীব যখন আপনাকে কারণশরীর বলিয়া মনে করে, তখন তাহার নাম হয় প্রাজ্ঞ—(১।১৭)। এই অর্থটিকে মনে রাখিয়াই নিম্নলিখিত শ্রুতিবচন প্রবৃত্ত হইয়াছে :—[জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি—নৃসিংহোত্তর তা, উ, ৯] —জীব ও ঈশ্বরকে আভাসদ্বারা (চৈতন্যপ্রতিবিম্বদ্বারা) সৃজন করেন এবং প্রকৃতি নিজেই যথাক্রমে (ঈশ্বরজীবোপাধিদ্বয়রূপ) মায়া এবং অবিদ্যা হন। ইহার দ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের মায়াকল্পিতত্ব সিদ্ধ হয়। তদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ তদুভয়দ্বারাই কল্পিত। ৩

ভাল, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে কে কতটুকু জগৎ কল্পনা করিয়াছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ॥ ৪

অন্বয় ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিঃ ঈশেন কল্পিতা, জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারঃ জীবকল্পিতঃ। (৬ অঃ, ২১৩ শ্লোকরূপে পূর্ব্বে পঠিত হইয়া গিয়াছে।)

অনুবাদ—"ঈক্ষণ"—(আলোচনা) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবেশ পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি, তাহা ঈশ্বরদ্বারাই কল্পিত; আর জাগ্রৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত যে সংসার, তাহাই জীবকল্পিত।

টীকা [তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।৩] -সেই সং ব্রহ্ম ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন—'আমি বহু হইব—জন্মিব'—এই শ্রুতিবচন হইতে শ্রুত যে ঈক্ষণ বা আলোচনা তাহাই আদি যাহার তাহা ঈক্ষণাদি; [অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি—ছান্দোগ্য উ, ৬।৩।২]—আমি এই জীবাত্মরূপে ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ-বাচক শব্দ ও বিশেষ বিশেষ আকৃতি, ব্যক্ত করিব—এই শ্রুতিবচন হইতে শ্রুত যে প্রবেশ, তাহাই হইয়াছে অন্ত যাহার, এই প্রকার যে সৃষ্টি, তাহাই 'প্রবেশান্তা'; যাহা ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা, সেই সৃষ্টি, (কর্ম্মধারয় সমাস) ঈশ্বরদ্বারা কল্পিত। আর জাগ্রদবস্থা হইয়াছে আদি যাহার, যে সংসারের, তাহা জাগ্রদাদি; বিমোক্ষ বা মুক্তি হইয়াছে অন্ত যাহার তাহা বিমোক্ষান্ত; এইরূপ যে সংসার, তাহা জীবদ্বারা কল্পিত, কেননা, জীব তাহার অভিমানী। জীবের এই জাগ্রদাদি সংসার, শ্রুতিকর্ত্তৃক এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—(কৈবল্যোপনিষৎ ১৪, ১৫, ১৬ এবং ২০ মন্ত্র)—[স এব মায়াপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্রিয়ন্নপানাদি-বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমেতি॥ ১৪। স্বপ্নেঽপি জীবঃ সুখদুঃখভোক্তা স্বমায়য়া কল্পিত-বিশ্বলোকে। সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি॥ ১৫। পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্ম-যোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ। পুরত্রয়ে ক্রীড়তি যশ্চ জীবস্ততস্তু জাতং সকলং বিচিত্রম্॥ ১৬।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে। তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২০]
ভাল, এই অসঙ্গ উদাসীন অদ্বিতীয় আত্মার বন্ধনরূপ সংসার কোথা হইতে আসিল? তদুত্তরে উক্ত চতুর্দ্দশ মন্ত্রে বলিতেছেন—অসঙ্গ উদাসীন সেই আত্মা নিজেই আবরণবিক্ষেপকরী অবিদ্যাদ্বারা, আপনার স্বপ্রকাশ আনন্দরূপতার তিরোভাব ঘটাইয়া, স্থূল-সূক্ষ্মাদি ভেদভিন্ন মনুষ্যাদি শরীরে সম্পূর্ণ অভিমান করিয়া নিখিল কর্ম্ম করিতেছেন। (তিনিই এই শরীরে সম্পূর্ণ অভিমান করিয়া নিখিল কর্ম্ম করিতেছেন।) তিনিই এই মনোনুকূল স্ত্রী অন্ন পান বসন আচ্ছাদন ইত্যাদি বিচিত্র ভোগ্যপদার্থযোগে জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়োপলব্ধি করিয়া সুখদুঃখ পাইতেছেন। ১৪। স্বপ্নাবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যবিষয় গ্রহণে নিবৃত্ত হয়, তখন সেই জীব বা প্রাণ-ধারণকর্ত্তাই বিবিধ প্রকার দেহের অভিমানী হইয়া অজ্ঞান ও বিপরীতজ্ঞানবশতঃ নিজ নিজ সংস্কার-বিরচিত বিবিধ ভোগ্যজাত লইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে এবং সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ আনন্দভোগ-সময়ে, সকল প্রকার বিশেষবিজ্ঞান নিজ কারণে বিলীন হইয়া গেলে, সেই জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বপ্রকাশ—আনন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। ১৫। সেই জীবই আবার আনন্দাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মবশে স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয় অথবা জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যে জীব স্থূল, সূক্ষ্ম ও অজ্ঞাননামক দেহত্রয়ে বিহার করে, সেই জীব বস্তুতঃই প্রাণধারক পরমাত্মা। তাঁহা হইতেই এই বিবিধ নামরূপকর্ম্মাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হয়। ১৬। 'যিনি বিশ্ব-বিরাট্, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ এবং প্রাজ্ঞ অব্যাকৃতরূপে জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিকালীন প্রপঞ্চ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ব্রহ্মই আমি'—এইরূপ জানিলে, 'আমি, আমার' ইত্যাদি কারণসহিত সকল প্রকার বন্ধন তিরোহিত হয়॥ ২০। ৪

এইরূপে 'পুরুষ' শব্দের অর্থ বুঝিবার উপযোগী সৃষ্টি বর্ণন করিলেন। এক্ষণে পুরুষ শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(খ) পুরুষপদের অর্থ।

ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপুঃ।
অন্যোন্যাধ্যাসতোঽসঙ্গধীস্থজীবোঽত্র পুরুষঃ॥ ৫

অন্বয়—কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপুঃ ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা অন্যোন্যাধ্যাসতঃ অসঙ্গধীস্থজীবঃ অত্র "পুরুষঃ"।৫

অনুবাদ—প্রথম শ্লোকে যে শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত "পুরুষঃ" শব্দের অর্থ এই—অবিকারী, অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ (পরমাত্মা), দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান, (স্বরূপতঃ সম্বন্ধরহিত হইয়াও) আপনার সহিত পারমার্থিকসম্বন্ধশূন্য বুদ্ধিতে পরস্পরাধ্যাসবশতঃ অবস্থিত হইয়া—'জীব' হন; তিনিই এই শ্রুতিবচনোক্ত 'পুরুষ'।

টীকা—যিনি "কূটস্থাসঙ্গচিদ্বপুঃ"—অবিকারী অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ, "ভ্রমাধিষ্ঠানভূতাত্মা"—ভ্রমের অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান পরমাত্মা হইতেছেন, তিনি স্বরূপতঃ অসঙ্গ থাকিয়া, "অন্যোন্যাধ্যাসতঃ"—পরস্পরে পরস্পরের স্বরূপ ও পরস্পরের ধর্ম্মসমূহকে অধ্যাস

করিয়া সকল ব্যবহারভাগী অর্থাৎ সকল ব্যবহারের আশ্রয় হন—ভগবান ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ যে তাদাত্ম্যাধ্যাস নিরূপণ করিয়াছেন, সেই তাদাত্ম্যাধ্যাসহেতু, "অসঙ্গধীস্থজীবঃ"—আপনার সহিত পারমার্থিকসম্বন্ধশূন্য বুদ্ধিতে বিদ্যমান হইয়া যে জীব হন, তাহাই "অত্র"—এই প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনে, "পুরুষঃ"—পুরুষ শব্দদ্বারা সূচিত হইয়াছে। [স বা অয়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ঃ—বৃহদা উ, ২।৫।১৮]—সেই এই পরমেশ্বর যেহেতু সমস্ত পুরে অর্থাৎ স্থূলাদি শরীরত্রয়ে হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে অবস্থান করেন, এইহেতু তিনি 'পুরুষ'-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। "পুরুষঃ" পাঠ বৈদিক। শ্রুতি এইরূপে 'পুরুষ' শব্দের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ করিয়াছেন বলিয়া, বুদ্ধিপ্রভৃতির কল্পনার অধিষ্ঠান কূটস্থচৈতন্যই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বরূপ হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহাই "পুরুষ" শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে। অভিপ্রায় এই—আভাসযুক্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব পুরুষ শব্দের অর্থ। "তাদাত্ম্যাধ্যাস"—অধ্যাসতত্ত্ব (ঘ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ৫

(শঙ্কা) ভাল, প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত শ্রুতিবচনে 'পুরুষ'-শব্দদ্বারা কেবল চিদাভাসরূপ জীবকেই বুঝা উচিত ; এই অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থচৈতন্যের প্রয়োজন কি ? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে সেই চিদাভাসের মোক্ষ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধিত্বের সিদ্ধি করিবার জন্য অধিষ্ঠান চৈতন্যেরও স্বীকার করা কর্ত্তব্য :—

(গ) অধিষ্ঠানকূটস্থ-সহিত চিদাভাসেরই বন্ধ-মোক্ষে অধিকার।

সাধিষ্ঠানো বিমোক্ষাদৌ জীবোঽধিক্রিয়তে ন তু।
কেবলো নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ ক্বাপ্যসিদ্ধিতঃ ॥ ৬

অন্বয়—সাধিষ্ঠানঃ জীবঃ বিমোক্ষাদৌ অধিক্রিয়তে, ন তু কেবলঃ ; ক্ব অপি নিরধিষ্ঠান-বিভ্রান্তেঃ অসিদ্ধিতঃ।

অনুবাদ—অধিষ্ঠানসহিত জীবই বন্ধমোক্ষের অধিকারী হইতে পারে, কেবল চিদাভাস তাহা হইতে পারে না ; কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম কোথাও দৃষ্ট হয় না।

টীকা "সাধিষ্ঠানঃ জীবঃ"—কূটস্থচৈতন্যরূপ যে অধিষ্ঠান, তাহার সহিত জীব অর্থাৎ চিদাভাস, "বিমোক্ষাদৌ অধিক্রিয়তে"—মোক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতির সাধনের অনুষ্ঠানে অধিকারী হইতে পারে, কেবল চিদাভাস হইতে পারে না। কেবল চিদাভাস বন্ধ-মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে না কেন ? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম" ইত্যাদি অর্থাৎ অধিষ্ঠান-শূন্য আরোপিত বস্তু সংসারে কোথাও দেখা যায় না, ইহাই অভিপ্রায়। ৬

৩। 'অহম্' ও 'অস্মি' এই পদদ্বয়ের অর্থের মধ্যে 'অহম্' পদের অর্থের বিচার।

এক্ষণে অধিষ্ঠানসহিত চিদাভাসের সংসার প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধিত্ব দুইটি শ্লোকদ্বারা বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(ক) 'অহম্' ও 'অস্মি'র অর্থনির্ণয়পূর্ব্বক জীবের সংসার ও মোক্ষের বিভাগ।

অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং ভ্রমাংশমবলম্বতে।
যদা তদাহং সংসারীত্যেবং জীবোঽভিমন্যতে ॥ ৭

অন্বয়—যদা জীবঃ অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তম্ ভ্রমাংশম্ অবলম্বতে, তদা 'অহম্ সংসারী ইতি এবম্ অভিমন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—জীব যখন অধিষ্ঠানের অংশরূপ কূটস্থের সহিত ভ্রমের অংশরূপ চিদাভাসযুক্ত দুই শরীরকে আশ্রয় করে অর্থাৎ নিজের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে, তখন 'আমি সংসারী' এইরূপ অভিমান করে। ৭

ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাদধিষ্ঠানপ্রধানতা।
যদা তদা চিদাত্মাহমসঙ্গোঽস্মীতি বুধ্যতে ॥ ৮

অন্বয়—যদা ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাৎ অধিষ্ঠানপ্রধানতা, তদা 'অহম্ চিদাত্মা অসঙ্গঃ অস্মি' ইতি বুধ্যতে।

অনুবাদ—আর যখন ভ্রমাংশকে বিদূরিত করিয়া অধিষ্ঠানের প্রধানতাকে জীব বলিয়া মানে অর্থাৎ আপনাকে অধিষ্ঠানভূত কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ মনে করে তখন 'আমি অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ' এইরূপ উপলব্ধি করে।

টীকা—আবার যখন "ভ্রমাংশস্য তিরস্কারাৎ"—দেহদ্বয় সহিত চিদাভাসরূপ ভ্রমাংশকে তিরস্কার করিয়া অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া জানিয়া অনাদর করে এবং, "অধিষ্ঠানপ্রধানতা"—অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থের প্রধানতা হয় অর্থাৎ নিজের স্বরূপভূত জীব বলিয়া গ্রহণ করে, তখন জীব "অহম্ চিদাত্মা অসঙ্গঃ"—আমি হইতেছি চৈতন্যস্বরূপ এবং অসঙ্গ, ইহা বুঝিতে পারে। ৮

(শঙ্কা) ভাল, অধিষ্ঠানচৈতন্যকে জীবের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে, জীব আপনাকে চিদাত্মা ও অসঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে,—এইরূপ যে উক্তি করা হইল, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে; কেননা, অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ কূটস্থ ত' অহম্প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারে না; এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(খ) 'কূটস্থ'—অহম্-শব্দের অবিষয়। 'অহম্'-অর্থের বিভাগ করিয়া সমাধান।

নাসঙ্গেঽহংকৃতির্যুক্তা কথমস্মীতি চেচ্ছৃণু।
একো মুখ্যো দ্বাবমুখ্যাবিত্যর্থস্ত্রিবিধোঽহমঃ ॥ ৯

অন্বয়—(শঙ্কা) অসঙ্গে অহংকৃতিঃ ন যুক্তা; কথম্ অস্মি ইতি চেৎ? শৃণু (সমাধান) একঃ মুখ্যঃ, দ্বৌ অমুখ্যৌ, ইতি অহমঃ ত্রিবিধঃ অর্থঃ।

অনুবাদ—যদি বল অসঙ্গচৈতন্যে 'অহঙ্কার' সম্ভবে না; জীব কি প্রকারে 'আমি অসঙ্গ' এইরূপ উপলব্ধি করিতে পারে? তদুত্তরে বলি, হে বাদিন্! আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর; অহম্ শব্দের তিনটি অর্থ—একটি মুখ্য, অপর দুইটি গৌণ।

টীকা—"অসঙ্গে অহঙ্কৃতিঃ ন যুক্তা"—'আমি' এই আকারের শব্দ ও বৃত্তিরূপ অহম্প্রত্যয়ের অবিষয় অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপে যেহেতু উক্ত অহম্প্রত্যয় সম্ভবে না, সেইহেতু জীব কি প্রকারে জানিবে 'আমি হইতেছি অসঙ্গ চিদাত্মা'? কোনও প্রকারে জানিতে পারে না। ইহাই শঙ্কার তাৎপর্য্য। তদুত্তরে, শব্দের যেটি মুখ্যশক্তি সেই শক্তিরূপ বৃত্তিদ্বারা, আত্মা অহম্‌প্রত্যয়ের বিষয় না হইলেও, লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা আত্মা অহম্‌প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারেন, ইহাই বলিবার ইচ্ছায়, আচার্য্য প্রথমে অহম শব্দের অর্থের বিভাগ করিতেছেন—''তদুত্তরে বলি, হে বাদিন্'' ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই—'অহম্' শব্দের মুখ্যার্থ বা শক্যার্থ হইতেছে আভাসসহিত অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্য ; তাহাই হইতেছে 'অহম্' শব্দের বিষয়। শুদ্ধচৈতন্য অহম্ শব্দের মুখ্যার্থ নহে এবং অহম্ শব্দের বিষয়ও নহে ; কিন্তু ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা (খ পরিশিষ্ট ২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আভাসসহিত অন্তঃকরণ এবং চৈতন্য এই দুইটির মধ্যে 'আমি ভোজন করিতেছি' ইত্যাদিরূপ লৌকিক অথবা 'আমি শিবরূপ' ইত্যাদি প্রকার বৈদিক প্রসঙ্গ অনুসারে, একভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট ভাগটি অহম্‌শব্দের লক্ষ্যার্থ হয়। তাহাকেই অহম্ শব্দের মুখ্যার্থ বলা হয়। এই প্রকারে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা শুদ্ধচৈতন্য 'অহম্' শব্দের বিষয় হইতে পারে, আর যাহা শব্দের বিষয় হয়, তাহাই বৃত্তির বিষয় হইতে পারে ; এইহেতু লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা চৈতন্যকে অহম্‌বৃত্তির বিষয়ও বলা হইয়া থাকে। আপনার প্রকাশকচৈতন্যের আবরণের নিবৃত্তিই 'বৃত্তির বিষয় হওয়া'র অর্থ ; অন্য কিছুই নহে। এস্থলে আভাসসহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ অহম্ শব্দের বাচ্যার্থের, গমনাদি লৌকিক ব্যবহার অথবা জ্ঞানদৃষ্টিরূপ বৈদিক ব্যবহারের অসম্ভবতাই লক্ষণার (কল্পনার ও প্রয়োগের) কারণ। "অহমঃ"—অহম্ শব্দের (অহঙ্কারের)। ৯

অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থটি কি প্রকার? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থ দেখাইতেছেন :—

গ অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থ।

অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ কূটস্থাভাসয়োর্ব্বপুঃ।
একীভূয় ভবেন্মুখ্যস্তত্র মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে॥ ১০

অন্বয়—কূটস্থাভাসয়োঃ বপুঃ অন্যোন্যাধ্যাসরূপেণ একীভূয় মুখ্যঃ ভবেৎ ? তত্র মূঢ়ৈঃ প্রযুজ্যতে।

অনুবাদ—কূটস্থচৈতন্য ও চিদাভাসের স্বরূপ পরস্পরাধ্যাসবশতঃ এক হইয়া অহম্-শব্দের মুখ্যার্থ হয়, (যেহেতু) বিচারবিহীন লোকে তাহাতেই অহম্ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে।

টীকা—কূটস্থ ও চিদাভাস এই উভয়ের স্বরূপ অন্যোন্যাধ্যাসদ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইয়া অহম শব্দের বাচ্যরূপে মুখ্যার্থ হয়। এই মিলিত কূটস্থচিদাভাসস্বরূপ কি প্রকারে মুখ্যতা প্রাপ্ত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু বিচারবিহীন লোকে" ইত্যাদি। এস্থলে "যতঃ"—(যেহেতু) এই শব্দটির অধ্যাহার করিতে হইবে। "তত্র"—তাহাতে অর্থাৎ বিচারদ্বারা

অপৃথক্‌কৃত কূটস্থ ও চিদাভাসস্বরূপে, যেহেতু বিবেকজ্ঞানশূন্য সকল লোকে 'অহম্' শব্দের প্রয়োগ করে, এইহেতু ইহার মুখ্যতা ; ইহাই অর্থ। ১০

এক্ষণে অহম্ শব্দের দুইটি অমুখ্য অর্থ দেখাইতেছেন :—

(খ) 'অহম্' শব্দের অমুখ্যের অর্থ দুই প্রকার।

পৃথগাভাসকূটস্থাবমুখ্যৌ তত্র তত্ত্ববিৎ।
পর্য্যায়েণ প্রযুংক্তেঽহংশব্দং লোকে চ বৈদিকে॥১১

অন্বয়—পৃথক্ আভাসকূটস্থৌ অমুখ্যৌ ; তত্ত্ববিৎ তত্র 'অহম্'-শব্দম্ লোকে বৈদিকে চ পর্য্যায়েণ প্রযুংক্তে।

অনুবাদ—পৃথক্ চিদাভাস ও কূটস্থচৈতন্য উভয়ই 'অহম্'-শব্দের অমুখ্য অর্থ। তত্ত্বজ্ঞ তদুভয় অর্থে অহম্ শব্দকে পর্য্যায়ক্রমে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

টীকা—আভাস ও কূটস্থের প্রত্যেকটিকে যখন অহং-শব্দের অর্থরূপে সূচনা করিবার ইচ্ছা করা হয়, তখন অহম্ শব্দের অমুখ্য অর্থ অর্থাৎ লক্ষ্যার্থ হয়। পৃথক্ চিদাভাস ও কূটস্থ এই দুইটির অমুখ্যতার কারণ বলিতেছেন—"তত্ত্বজ্ঞ তদুভয় অর্থে" ইত্যাদি। যেহেতু তত্ত্ববিৎ সেই চিদাভাস ও কূটস্থ অর্থে অহম্ শব্দকে পর্য্যায়ক্রমে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এইহেতু আভাস ও কূটস্থের প্রত্যেকটি অহম্ শব্দের অমুখ্যার্থ ; এই অর্থে অন্বয় করিতে হইবে। ইহার অভিপ্রায় এই—চিদাভাস ও কূটস্থের অপৃথক্‌কৃত রূপটি সকল অবিবেকী লোকের ব্যবহারের বিষয় হয় বলিয়া, তাহাই অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থ। আর চিদাভাস ও কূটস্থের (বিচারদ্বারা পৃথক্‌কৃত) রূপ অতি অল্প লোকেই কখন কখন অর্থাৎ বিচারাদিকালে ব্যবহার করে বলিয়া সেই দুইটি অহম্-শব্দের অমুখ্য অর্থ।১১

"পর্য্যায়ক্রমে অহম্ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন" এই একাদশ শ্লোকোক্ত অর্থ যাহাতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় তজ্জন্য দুইটি শ্লোকদ্বারা তাহার সবিস্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

লৌকিকব্যবহারেঽহং গচ্ছামীত্যাদিকে বুধঃ।
বিবিচ্যৈব চিদাভাসং কূটস্থাত্তং বিবক্ষতি॥ ১২

অন্বয়—বুধঃ "অহম্ গচ্ছামি" ইত্যাদিকে লৌকিকব্যবহারে কূটস্থাৎ চিদাভাসম্ বিবিচ্য তম্ এব বিবক্ষতি।

অনুবাদ—"আমি যাইতেছি" ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে জ্ঞানী কূটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া জানিয়া, সেই চিদাভাসকেই আমি বা অহম্ শব্দদ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা করেন।

টীকা—"বুধঃ"—যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি 'আমি গমন করিতেছি' ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে

কূটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ করিয়া, কেবল সেই চিদাভাসকেই অহম্ বা আমি এই শব্দদ্বারা বুঝাইবার ইচ্ছা করেন। ১২

অসঙ্গোঽহং চিদাত্মাহমিতি শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ।
অহংশব্দং প্রযুংক্তেঽয়ং কূটস্থে কেবলে বুধঃ॥ ১৩

অন্বয়—অয়ম্ বুধঃ শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ কেবলে কূটস্থে "অহম্ অসঙ্গঃ" "অহম্ চিদাত্মা" ইতি অহম্‌শব্দম্ প্রযুংক্তে।

অনুবাদ—(আর বৈদিক ব্যবহারে) সেই জ্ঞানী শাস্ত্রীয় দৃষ্টির প্রয়োগে কেবল কূটস্থ অর্থে, "আমি হইতেছি অসঙ্গ", "আমি হইতেছি চিদাত্মা", এই প্রকারে অহম্-শব্দের প্রয়োগ করেন।

টীকা—"অয়ম্ বুধঃ"—এই জ্ঞানীই, বেদান্তশ্রবণদ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানের সাহায্যে কেবল চিদাভাস হইতে পৃথক্ করিয়া কূটস্থ অর্থেই "আমি হইতেছি অসঙ্গ", "আমি হইতেছি চিদাত্মা" এই প্রকারে, লক্ষণাদ্বারা অহম্-শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইহেতু লক্ষণাদ্বারা 'অহম্' শব্দের অর্থ হয় বলিয়া, 'অহম্'-প্রত্যয়ের বিষয় হওয়া সম্ভব হয়; সেইহেতু 'আমি হইতেছি অসঙ্গ' এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; ইহাই অভিপ্রায়। ইহাই নবম শ্লোকোক্ত শঙ্কার সমাধান। ১৩

(শঙ্কা) ভাল, একাদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "পৃথক্ (অর্থাৎ পৃথক্‌কৃত) চিদাভাস ও কূটস্থ-চৈতন্য উভয়ই অহম্ শব্দের অমুখ্য অর্থ।" সেই চিদাভাস ও কূটস্থ এই দুইটির মধ্যে কূটস্থ কি অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য 'আমি হইতেছি অসঙ্গ' এইরূপ জানেন (অর্থাৎ জ্ঞান অভ্যাস করেন)? অথবা চিদাভাস সেইরূপ করে?—এই দুই বিকল্প হইতে পারে। তন্মধ্যে কূটস্থ সেইরূপ জানেন এই প্রথমপক্ষ সম্ভব নহে; কেননা, সেই কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্য বলিয়া তাহার জ্ঞানিত্ব বা অজ্ঞানিত্ব সম্ভব নহে। এইহেতু সেই জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব চিদাভাসেরই বলা উচিত। তাহা হইলে অর্থাৎ জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব চিদাভাসেরই ধর্ম্ম হইলে, কূটস্থ হইতে ভিন্ন যে চিদাভাস, তাহার পক্ষে "আমি কূটস্থ" এইরূপ জ্ঞান অযোগ্য—এইরূপে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(৬) কূটস্থ হইতে পৃথক্‌কৃত চিদাভাসের 'আমি হইতেছি কূটস্থ' - এই জ্ঞান অযুক্ত।

জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে ত্বাত্মাভাসস্যৈব ন চাত্মনঃ।
তথা চ কথমাভাসঃ কূটস্থোঽস্মীতি বুধ্যতাম্॥ ১৪

অন্বয়—জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে তু আত্মাভাসস্য এব, ন চ আত্মনঃ, তথা চ আভাসঃ "কূটস্থঃ অস্মি" ইতি কথম্ বুধ্যতাম্?

অনুবাদ—জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব চিদাভাসের অর্থাৎ আভাস চৈতন্যেরই ধর্ম্ম; তাহা কখনও 'আত্মার' বা কূটস্থচৈতন্যের নহে। তাহা হইলে সেই চিদাভাস কি প্রকারে ভাবিতে পারে 'আমি হইতেছি কূটস্থ'?

টীকা—যেহেতু চিদাভাস কূটস্থ হইতে ভিন্ন—কল্পিত, সেইহেতু চিদাভাসের 'আমি হইতেছি কূটস্থ' এই প্রকার জ্ঞান, যেটি যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধি করিলে যে 'ভ্রান্তি' হয়, তাহাই। এইহেতু তাহা কি প্রকারে সম্ভবে ? ইহাই পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা। ১৪

সেই চিদাভাস কূটস্থ হইতে ভিন্ন, ইহাই অসিদ্ধ ; এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন :—

(চ) কূটস্থ হইতে চিদাভাসের ভেদ অবাস্তব বলিয়া অসিদ্ধ; এইরূপে উক্ত শঙ্কার সমাধান।

নায়ং দোষশ্চিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্।
আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ ॥ ১৫

অন্বয়—অয়ম্ দোষঃ ন ; চিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্ ; আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ।

অনুবাদ—(সিদ্ধান্তীঃ—) তদুত্তরে বলি, কূটস্থ হইতে চিদাভাসের ভিন্নতা—ইহা দোষ নহে ; কেননা, চিদাভাস কূটস্থের সহিত অভিন্নস্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ কূটস্থই চিদাভাসের মুখ্যস্বরূপ বলিয়া চিদাভাসের আভাসরূপতা মিথ্যা ; সেইহেতু কূটস্থেই তাহার পর্য্যবসান বা অবশেষ।

টীকা—চিদাভাস যে কূটস্থের সহিত অভিন্নস্বভাববিশিষ্ট, তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন :—চিদাভাসের আভাসরূপতা মিথ্যা। যেমন দর্পণে প্রতীয়মান মুখপ্রতিবিম্বের বাস্তবরূপ হইতেছে (স্কন্ধদ্বয়মধ্যে অবস্থিত) গ্রীবার উপরিস্থিত মুখ, সেইরূপ চিদাভাসের বিম্বরূপ কূটস্থই বাস্তব স্বরূপ, ইহাই অভিপ্রায়। আভাসবাদীর (খ পরিশিষ্টে ২১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য) প্রদর্শিত যুক্তিতে যেমন দর্পণস্থিত মুখপ্রতিবিম্বের অধিষ্ঠান হইতেছে দর্পণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, সেইরূপ অন্তঃকরণস্থিত, ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসের অধিষ্ঠান হইতেছে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্য। যেহেতু কল্পিতবস্তু অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হয় না, সেইহেতু প্রতিবিম্বত্ববিশিষ্ট প্রতিবিম্বের বাধ করিলে অবশিষ্ট অধিষ্ঠান কূটস্থচৈতন্যই প্রতিবিম্বের স্বরূপ থাকিয়া যায়। ব্রহ্ম ও কূটস্থের মহাকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায় মুখ্য সামানাধিকরণ্য, এবং চিদাভাস কূটস্থের বাধ সামানাধিকরণ্য। এইহেতু বাধ না করিলে অর্থাৎ চিদাভাসের অভাব না করিলে, কূটস্থের সহিত অভেদ হয় না, কিন্তু বাধ করিলেই সেই অভেদ হয়। যে সম্বন্ধদ্বারা ভিন্নার্থবোধক শব্দদ্বয়ের একার্থবোধকতা জন্মে, তাহার নাম সামানাধিকরণ্য। (২০০ পৃঃ ৫ম অঃ ৪র্থ শ্লোকের টীকা ও অগ্রে ৮ম অঃ ৪২শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। ১৫

ভাল, চিদাভাস নিজে মিথ্যা বলিয়া, সেই চিদাভাসের আশ্রিত—'আমি হইতেছি কূটস্থ'—এইরূপ জ্ঞান ত' মিথ্যা হইবেই। এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ছ) (শঙ্কা) মিথ্যা চিদাভাসের আশ্রিত জ্ঞান ত' মিথ্যা। (সমাধান) তাহা ত' ইষ্টাপত্তি।

কূটস্থোঽস্মীতি বোধোঽপি মিথ্যা চেন্নেতি কো বদেৎ।
ন হি সত্যতয়াভীষ্টং রজ্জুসর্পবিসর্পণম্ ॥ ১৬

অন্বয়—(শঙ্কা) 'কূটস্থঃ অস্মি' ইতি বোধঃ অপি মিথ্যা চেৎ ? (সমাধান) ন ইতি কঃ বদেৎ ? ন হি রজ্জুসর্পবিসর্পণম্ সত্যতয়া অভীষ্টম্।

অনুবাদ—যদি বল 'আমি হইতেছি কূটস্থ', চিদাভাসের যে এই প্রকার বোধ তাহা ত' মিথ্যা ; তবে বলি—কে তাহা অস্বীকার করিতেছে ? রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট সর্পের গমনাগমন সত্য বলিয়া কাহারও অভিমত নহে।

টীকা—কূটস্থস্বরূপ হইতে ভিন্ন যাবতীয় বস্তু মিথ্যা বলিয়া গৃহীত হওয়াতে, সেই চিদাভাসের আশ্রিত 'আমি হইতেছি কূটস্থ'—এই আকারের যে জ্ঞান, তাহাও মিথ্যা ; ইহা অদ্বৈতবাদী আমাদের ত' ইষ্টই—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—"ন ইতি কঃ বদেৎ"—সেই জ্ঞান যে মিথ্যা নহে, ইহা কে বলিতেছে ? সেই বোধের মিথ্যারূপতারূপ অর্থ দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—"রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট সর্পের" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই—যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্পের গমনাগমনাদি প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাস্তব বলিয়া স্বীকৃত হয় না, সেই প্রকার চিদাভাসের আশ্রিত জ্ঞানও বাস্তব বলিয়া স্বীকৃত হয় না। ১৬

ভাল, জ্ঞান যদি মিথ্যা হইল, তাহা হইলে সেই মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা সংসারের নিবৃত্তি সম্ভব নহে—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, জ্ঞানদ্বারা যে সংসারের নিবৃত্তি করিতে হইবে, সেই সংসারই যে মিথ্যা। স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্র দেখিয়া যেমন (স্বপ্নপ্রপঞ্চ এবং তৎসহ) নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি সম্ভব :—

(জ) মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি সম্ভব।

তাদৃশেনাপি বোধেন সংসারো হি নিবর্ত্ততে।
যক্ষানুরূপো হি বলিরিত্যাহুর্লৌকিকা জনাঃ ॥১৭

অন্বয়—তাদৃশেন অপি বোধেন সংসারঃ নিবর্ত্ততে হি ; হি (যথা) যক্ষানুরূপঃ বলিঃ ইতি লৌকিকাঃ জনাঃ আহুঃ।

অনুবাদ—সেই প্রকার জ্ঞানদ্বারাও সংসার নিবৃত্তি হয়, যেহেতু সংসারও ত' মিথ্যা। লোকে প্রবাদ রহিয়াছে 'যেমন দেবতা তাহার বলিও (নৈবেদ্য) তেমন'; (অলক্ষ্মীর উপহার ছেঁড়াচুল ও শাল্মলীবীজ। ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৬ ভামতী টীকায় ব্যাখ্যাত)।

টীকা—মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা যে মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি হয় তদ্বিষয়ে "যাদৃশো যক্ষস্তাদৃশো বলিঃ" লোকসমাজে প্রচলিত এই গাথাকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। এস্থলে তাৎপর্য্য এই—সমানসত্তাবিশিষ্ট পদার্থ পরস্পর সাধক বা বাধক হয়, বিষমসত্তাবিশিষ্ট সেরূপ হয় না। যেমন ব্যাবহারিক অন্নজলদ্বারা ব্যাবহারিক ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়, প্রাতিভাসিক (যথা স্বপ্নদৃষ্ট) অন্নজলদ্বারা ব্যাবহারিক ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তি হয় না। ব্যাবহারিক রজতাদিদ্বারা ব্যাবহারিক বলয়াদি ভূষণনির্ম্মাণ সিদ্ধ হয়, প্রাতিভাসিক রজতাদিদ্বারা তাহা হয় না ; স্বপ্নদৃষ্ট প্রাতিভাসিক রোগক্ষুধাদির নিবৃত্তি, প্রাতিভাসিক ঔষধ-অন্নাদিদ্বারাই হয়, ব্যাবহারিক ঔষধাদিদ্বারা হয় না ; সেই প্রকার দৃষ্টিসৃষ্টিবাদীর মতে (খ পরিশিষ্ট, ২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

প্রাতিভাসিকরূপ মিথ্যা সংসার, এবং সৃষ্টিদৃষ্টিবাদীর মতে (খ পরিশিষ্ট, ২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ব্যাবহারিকরূপ মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি স্ব-সমানসত্তাবিশিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানদ্বারাই সম্ভব; পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা নহে ; আবার "অনির্ব্বাচ্যাচ্চানির্ব্বাচ্যোৎপত্তৌ নানুপপত্তিঃ" ভামতী।১৭

ষষ্ঠ শ্লোকে উপপাদিত অর্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(ঝ) ষষ্ঠ শ্লোকে উপপাদিত অর্থের উপসংহার।

তস্মাদাভাসপুরুষঃ সকূটস্থো বিবিচ্য তম্।
কূটস্থোঽস্মীতি বিজ্ঞাতুমর্হতীত্যভ্যধাচ্ছ্রুতিঃ ॥ ১৮

অন্বয়—তস্মাৎ সকূটস্থঃ আভাসপুরুষঃ ; তম্ বিবিচ্য "কূটস্থঃ অস্মি" ইতি বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি ইতি শ্রুতিঃ অভ্যধাৎ।

অনুবাদ—সেইহেতু 'পুরুষ'শব্দের বাচ্য যে কূটস্থসহিত চিদাভাস, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া কূটস্থকে চিদাভাস হইতে ভিন্ন করিয়া '(আমি) হইতেছি কূটস্থ' এইরূপে জানিতে পারা যায়। এই অর্থই উক্ত শ্রুতিবচন 'আমি হইতেছি' এই পদদ্বারা কহিতেছেন।

টীকা—যেহেতু কূটস্থই চিদাভাসের নিজ অর্থাৎ বাস্তব স্বরূপ, সেইহেতু "পুরুষ" শব্দের বাচ্য যে 'কূটস্থসহিত চিদাভাস', সেই কূটস্থকে, মিথ্যাস্বরূপ আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা—'আমি হইতেছি কূটস্থ'—এইরূপ জানিতে সমর্থ হন। এই অভিপ্রায়েই প্রথমোক্ত শ্রুতিবচনে শ্রুতি 'অস্মি'—হইতেছি—এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই অর্থ। ১৮

"আত্মানঞ্চেৎ" শ্রুতিতে 'অয়ম্' পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সপ্তাবস্থা

১। 'অয়ম্'-পদলভ্য অপরোক্ষজ্ঞান ও তাহার বিষয়—নিত্য অপরোক্ষ চৈতন্যের বর্ণন।

এই প্রকারে শ্রুতিবাক্যে 'পুরুষ' ও 'অস্মি' এই পদদ্বয়ের উচ্চারণের অভিপ্রায় বর্ণন করিয়া, 'অয়ম্' এই পদের প্রয়োগের অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) 'অয়ম্'পদের মুখ্য অভিপ্রায়—দেহে আত্মজ্ঞানের স্থায় আত্মায় অপরোক্ষজ্ঞান।

অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তবোধো দেহাত্মনীক্ষ্যতে।
তদ্বদত্রেতি নির্ণেতুময়মিত্যভিধীয়তে ॥ ১৯

অন্বয়—দেহাত্মনি অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তবোধঃ ঈক্ষ্যতে; অত্র তদ্বৎ ইতি নির্ণেতুম্ অয়ম্ ইতি অভিধীয়তে।

অনুবাদ—যেমন দেহরূপ আত্মায় (জ্ঞানহীন) লোকের 'আমি দেহ' এই সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত জ্ঞান দৃষ্ট হয়, এই (কূটস্থ) আত্মায় সেই প্রকার

জ্ঞানও মুক্তির সিদ্ধির জন্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য—ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য শ্রুতি 'অয়ম্' (এই) শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

টীকা—অজ্ঞানী জনসাধারণের প্রসিদ্ধ দেহরূপ আত্মায় সংশয় ও বিপরীতভাবনা-রহিত—'আমি হইতেছি ব্রাহ্মণ', 'আমি হইতেছি মনুষ্য' এইরূপ জ্ঞান যেমন দৃষ্ট হয়, মুক্তি-সিদ্ধির জন্য, "অত্র"—এই প্রত্যগাত্মায়—(কূটস্থে) সেই প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করা উচিত ; "ইতি নির্ণেতুম্ অয়ম্ ইতি অভিধীয়তে"—ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য শ্রুতি 'অয়ম্' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৯

এই প্রকারের জ্ঞান যে, মোক্ষের সাধন, তদ্বিষয়ে 'উপদেশসাহস্রী'র ('তত্ত্বজ্ঞানস্বভাব' বা 'অহম্প্রত্যয়' প্রকরণনামক চতুর্থ প্রকরণে ৫ম শ্লোক) আচার্য্য শঙ্করের বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(অ) কূটস্থে সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত আত্মবুদ্ধি যে মুক্তির সাধন, তদ্বিষয়ে উপদেশসাহস্রীর প্রমাণ।

দেহাত্মজ্ঞানবজ্জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্।
আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥ ২০

অন্বয়—যস্য দেহাত্মজ্ঞানবৎ আত্মনি এব দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্ জ্ঞানম্ ভবেৎ, স ন ইচ্ছন্ অপি মুচ্যতে।

অনুবাদ—অবিবেকীর যে প্রকার, দেহে 'আমি মনুষ্য', 'ব্রাহ্মণ' ইত্যাদিরূপ আমি-বুদ্ধি সংশয়-বিপর্য্যয়শূন্য বা অবাধিত, সেই দেহাত্মজ্ঞানের বিলোপসাধক বা বিনাশক 'আমি দেহ নহি, কিন্তু দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্তের সাক্ষিমাত্র', এইরূপ জ্ঞান, যে বিবেকীর, সেইরূপ সংশয়বিপর্য্যয়শূন্য ও অবাধিত, তিনি মুক্তির ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যান।

টীকা—'আমি হইতেছি মনুষ্য' এই প্রকার দেহরূপ আত্মবিষয়ক দৃঢ়নিশ্চয়, অ-বিচারশীল সাধারণ লোকের হইয়া থাকে, সেই প্রকার প্রত্যগাত্মবিষয়ে, দেহাত্মরূপ জ্ঞানের বিনাশক, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান যাহার হইবে, "সঃ"—সেই বিদ্বান্, "অনিচ্ছন্ অপি মুচ্যতে"—মোক্ষের ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যান, যেহেতু সংসারের কারণ যে অজ্ঞান তাহা তাঁহার জ্ঞানদ্বারা বাধিত (নিবারিত) হইয়া গিয়াছে *। ২০

* "উপদেশসাহস্রী"র টীকাকার রামতীর্থকৃত 'পদযোজনিকা' ব্যাখ্যা : যেমন দেখা যায় আত্মতত্ত্ববিচারে অনভ্যস্ত সংসারী লোকের, দেহে "আমি মনুষ্য" এইরূপ আত্মজ্ঞান সর্ব্বসন্দেহপরিশূন্য হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ যথা আত্মাতেই অর্থাৎ দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যন্তের সাক্ষিরূপ আত্মাতেই, যাঁহার পূর্ব্বোক্ত দেহাত্মজ্ঞানের নিবারক 'আমি হইতেছি পরমব্রহ্ম' এইরূপ সন্দেহবিবর্জ্জিত জ্ঞান জন্মে, তিনি, ঐ প্রকার জ্ঞানের বলে অনর্থরাশি অপনীত হইয়া যায় বলিয়া মুক্তির ইচ্ছা না করিলেও, তাঁহার মুক্তি বলপূর্ব্বক সর্ব্ববিঘ্ন ঠেলিয়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ হইবার কারণ এই যে যাহার নিকট আত্মতত্ত্ব আবির্ভূত হইয়াছে, তাঁহার দেহে আত্মাভিমানের—আমি-বুদ্ধির কোনও হেতু না থাকায় তাঁহার মোক্ষে কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে না, ইহাই তাৎপর্য্য। সেই অর্থে শ্রুতিবচন রহিয়াছে [ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডক ২।২।৮] - জীবাত্মা হইতে অভিন্ন সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে

'অয়ম্' এই পদের প্রয়োগের অন্য অভিপ্রায় আছে—এইরূপে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(গ) অয়ম্-পদের অপর অভিপ্রায় – চৈতন্য সদাই অপরোক্ষ।

অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুচ্যতে চেত্তদুচ্যতাম্।
স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যমপরোক্ষং সদা যতঃ॥ ২১

অন্বয় —'অয়ম্' ইতি অপরোক্ষত্বম্ উচ্যতে চেৎ, তৎ উচ্যতাম্ যতঃ স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যম্ সদা অপরোক্ষম্।

অনুবাদ—যদি বল 'অয়ম্' এই পদদ্বারা আত্মার অপরোক্ষতা বুঝান হইতেছে, তবে বলি—তাহাই বল, যেহেতু স্বয়ম্প্রকাশ কূটস্থচৈতন্য সদাই অপরোক্ষ।

টীকা—যেমন 'ইহা ঘট' ইত্যাদি বাক্যের উচ্চারণে 'ইহা' এইরূপে বস্তুর অপরোক্ষতা প্রদর্শিত হইতেছে, সেইরূপ 'অয়ম্ অস্মি'—এই হইতেছি আমি—এই বাক্যের উচ্চারণদ্বারা শ্রুতিকর্ত্তার আত্মার অপরোক্ষতাই প্রদর্শিত হইতেছে—ইহাই বাদীর অভিপ্রায়। (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—আত্মার সেই অপরোক্ষতা আমাদেরও ইষ্ট—'তাহাই বল।' ভাল, আপনি আত্মার অপরোক্ষতা কিহেতু বলিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যেহেতু' ইত্যাদি। অন্য সাধনের অপেক্ষারহিত হইয়া প্রকাশমান যে চৈতন্য, তাহার ব্যবধানকর্ত্তার অর্থাৎ আবরকের অভাবহেতু, তাহা নিত্য অপরোক্ষ, ইহা আমরাও অঙ্গীকার করি বলিয়া আত্মাকে অপরোক্ষ বলিলাম—ইহাই অর্থ। এস্থলে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই—চৈতন্যের যদি আবরণ ঘটে তাহা হইলে চৈতন্যের বাহিরে প্রকাশকের অভাবে, জগতের অন্ধতা বা অপ্রতীতি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর আচার্য্য শঙ্কর চৈতন্যের আবরণ অস্বীকার করিয়া—'আমি অজ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানি না'—এই অনুভব-বাক্যানুসারে অজ্ঞানকে ব্রহ্মের আশ্রিত এবং ব্রহ্মকে বিষয়কারী (আচ্ছাদক) বলিয়া ব্রহ্মের 'স্বাশ্রয়-স্ববিষয়' বলিয়াছেন; তাঁহার সেই উক্তির সহিত বিরোধ হয়। এইহেতু সামান্যাংশের প্রতীতি ও বিশেষাংশের অপ্রতীতি স্বীকার করিলেই অবিরোধ সম্ভব হয়। ২১

ভাল, আত্মা স্বপ্রকাশচৈতন্যস্বরূপ বলিয়া নিত্য অপরোক্ষ, এইরূপ মানিলে, 'অয়ম্' (এই) পদপ্রয়োগের (১৯-২১) শ্লোকোক্ত অভিপ্রায় নির্দ্দেশের অঙ্গীকারবলে প্রাপ্ত যে আত্মার পরোক্ষবিষয়তা ও অপরোক্ষবিষয়তা, বা ১৪ শ্লোকোক্ত জ্ঞান বা অজ্ঞানের আশ্রয় বিষয়-

---

পর, এই দ্রষ্টার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যাদিসংস্কার) বিনষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং প্রারব্ধভিন্ন কর্ম্মরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। স্মৃতিবচনও রহিয়াছে -"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সম্বধ্যতে পুনঃ॥" যেমন অগ্নিদ্বারা ভর্জ্জিত ধান্যাদি বীজ পুনর্ব্বার অঙ্কুরোৎপাদন করে না, সেইরূপ অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষাভিনিবেশরূপ ক্লেশসকল আত্মজ্ঞানদ্বারা দগ্ধ হইলে, আর আত্মার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে না। "যথা পর্ব্বত-মাদীপ্তং নাশ্রয়ন্তি মৃগদ্বিজাঃ। তদ্বদ্ব্রহ্মবিদো দোষা নাশ্রয়ন্তে কদাচন॥" যেমন দাবাগ্নিদ্বারা তৃণগুল্মাচ্ছাদিত পর্ব্বত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তথায় আর পশুপক্ষী আশ্রয় গ্রহণ করে না, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্গণকে দোষ কখনই আশ্রয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না। "মন্ত্রৌষধবলৈর্যদ্বজ্জীর্য্যতে ভক্ষিতং বিষম্। তদ্বৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি জীর্য্যন্তে জ্ঞানিনঃ ক্ষণাৎ॥" যেমন মন্ত্রের বলে এবং ঔষধের বলে, ভক্ষিত বিষ জীর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত কর্ম্ম (সঞ্চিত, আগামী, ক্রিয়মাণ, এমন কি, প্রারব্ধকর্ম্মও) মুহূর্ত্তমধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়।

রূপতা—তাহা ত' যুক্তিবিরুদ্ধ বা পরস্পর অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া "দশমের" ন্যায় সমস্তই সঙ্গত, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) নিত্যপ্রত্যক্ষ চৈতন্যে পরোক্ষতাপরোক্ষতা উভ-য়ই সম্ভব ; যথা, দশম পুরুষে জ্ঞানাজ্ঞান।

পরোক্ষমপরোক্ষং চ জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যদঃ।
নিত্যাপরোক্ষরূপেঽপি দ্বয়ং স্যাদ্দশমে যথা ॥২২

অন্বয়—পরোক্ষম্ চ অপরোক্ষম্ চ জ্ঞানম্ অজ্ঞানম্ ইতি অদঃ দ্বয়ম্ যথা দশমে, নিত্যাপরোক্ষরূপে অপি স্যাৎ।

অনুবাদ—পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব, জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুইটি যেমন দশম পুরুষে সঙ্গত হয়, সেইরূপ নিত্য অপরোক্ষ কূটস্থচৈতন্যেও সম্ভব হয়।

টীকা—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই এক যুগল, এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান ইহা অপর যুগল। এই দুই যুগল নিত্য অপরোক্ষ আত্মার দশম পুরুষের ন্যায় সম্ভব হয়, ইহাই অর্থ। ২২

২। দশম পুরুষের দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তসহিত সপ্তাবস্থা প্রতিপাদন।

প্রথমে দশমের দৃষ্টান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(ক) দশমের অজ্ঞানা-বস্থা।

নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাত্তদা।
ন বেত্তি দশমোঽস্মীতি বীক্ষ্যমাণোঽপি তান্নব ॥২৩

অন্বয়—নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানঃ দশমঃ তদা তান্ নব বীক্ষ্যমাণঃ অপি বিভ্রমাৎ, দশমঃ অস্মি ইতি ন বেত্তি।

অনুবাদ—(অচ্যুতরায় এই স্থলে লক্ষ্যীকৃত আখ্যায়িকাটি এইরূপে বর্ণন করেন—দশ ব্রাহ্মণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ-নিষেবণে বাহির হইয়া একদিন সায়ংকালে এক বিপুলজলা নদী সন্তরণ করিয়া রাত্রিকালে পরপারে উত্তীর্ণ হইল। তাহাদের একজন ঐরূপ দেশে ও ঐরূপ কালে, 'আমাদের কেহ হয়ত নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছে' ভাবিয়া সকলকে গণিতে প্রবৃত্ত হইল। ভ্রান্তিবশতঃ সে আপনাকে না গণিয়া নয় জন মাত্র পাইল। তদনন্তর যে-ই গণনায় প্রবৃত্ত হয়, সে-ই ঐরূপ গণনা করিয়া নয় জন মাত্র পায় ; এইরূপে)—সেই নয় সংখ্যা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দশম পুরুষ, সেই নয় জনকে সম্মুখে দেখিতে থাকিলেও, বিভ্রমবশে 'আমিই দশম পুরুষ' ইহা বুঝে না।

টীকা—(গণনীয় পুরুষসমূহে অবস্থিত) নব সংখ্যাদ্বারা অপহৃত হইয়াছে (বিবেক-) জ্ঞান যাহার—'নবসংখ্যাহৃতজ্ঞানঃ', এইরূপ যে দশম পুরুষ সে তৎকালে পরিগণনীয় নবসংখ্যক ;

"তান্ বীক্ষ্য"—তাহাদিগকে সম্যক্ প্রকারে দেখিয়াও, "বিভ্রমাৎ"—ভ্রান্তিবশতঃ, (গণনাকর্ত্তা) আপনাকে, "দশমঃ অহম্ অস্মি ইতি ন বেত্তি"—আমিই হইতেছি দশম—এইরূপ বুঝিতে পারে না। ২৩

এই প্রকারে দশম পুরুষে অজ্ঞান দেখাইয়া, সেই অজ্ঞানের কার্য্য আবরণ দেখাইতেছেন :—

(খ) দশম পুরুষের অজ্ঞানের আচরণাবস্থা।

ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বং দশমং তদা।
মত্বা বক্তি তদজ্ঞানকৃতমাবরণং বিদুঃ ॥ ২৪

অন্বয়—তদা স্বম্ দশমম্ (সন্তম্), "দশমঃ ন ভাতি, ন অস্তি" ইতি মত্বা বক্তি। তৎ অজ্ঞানকৃতম্ আবরণম্ বিদুঃ।

অনুবাদ—তখন দশম পুরুষ, আপনি দশম হইয়া বিদ্যমান থাকিলেও আপনাকে, 'দশম পুরুষকে দেখিতেছি না, দশম পুরুষ নাই' এইরূপ মনে করিয়া সেইরূপ কহিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ তাহাকেই 'অজ্ঞানকৃত আবরণ' বলিয়া জানেন।

টীকা—"তদা দশমঃ স্বম্ দশমম্ (সন্তম্)"—তখন দশম পুরুষ নিজে দশম হইয়া বিদ্যমান থাকিলেও, "দশমঃ ন ভাতি ন অস্তি"—'দশমকে দেখিতে পাইতেছি না, দশম নাই' এইরূপ মনে করিয়া, সেইরূপই বলিয়া থাকে। এইরূপ প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহারের যাহা কারণ, তাহাকেই পণ্ডিতগণ 'অজ্ঞানকৃত আবরণ' বলিয়া জানেন *। ২৪

অজ্ঞানেরই কার্য্যবিশেষ (অথবা অপর কার্য্য)—বিক্ষেপ ; তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) দশম পুরুষের অজ্ঞান-কার্য্য—বিক্ষেপাবস্থা।

নদ্যাং মমার দশম ইতি শোচন্ প্ররোদিতি।
অজ্ঞানকৃতবিক্ষেপং রোদনাদিং বিদুর্বুধাঃ ॥ ২৫

---

* অচ্যুতরায় 'মত্বা'র সহিত রামকৃষ্ণকৃত অন্বয়ে দোষ ধরিয়া এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :—দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত দশম পুরুষ নিত্য অপরোক্ষভাবে প্রকাশমান থাকিলেও, তদ্বিষয়ক অজ্ঞানানুভব এইরূপে প্রদর্শন করিয়া, সেই অজ্ঞানকৃত দুইটি আবরণকে (যাহা বক্ষ্যমাণ পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা বিনাশ্য) সাধারণভাবে একটি ধরিয়া বলিতেছেন ''ন ভাতি'' ইতি—'দশমঃ ন ভাতি' তোমাদের নয়জনের গণনা করা হইলেও, দশম প্রকাশিত হইতেছে না অর্থাৎ দশমকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহাই অর্থ। এইটিকেই অভানাবরণ বলে, ইহা একমাত্র অপরোক্ষ-প্রমার দ্বারা বিনাশ্য। ইহা ইঙ্গিতে সূচিত হইল। অতএব "ন অস্তি" সে বিদ্যমান নাই, এইটিকে 'অসদাবরণ' বলে। ইহা একমাত্র পরোক্ষ-প্রমার দ্বারা বিনাশ্য; ইহা বুঝিয়া লইতে হইবে। 'ইতি' এই ব্যাখ্যাত প্রকারে, 'তদা' আপনাকে ছাড়িয়া, নয় পুরুষের পরিগণনা-কালে, 'স্বম্' আপনাকে 'দশমম্' দশ মিমীতে অসৌ তম্—পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে দশসংখ্যার পরিগণনার জন্য প্রবৃত্ত যে আমি, এতাদৃশ আপনাকে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত দশটির গণনায় প্রবৃত্ত, "মত্বা অপি" এইরূপ নিত্য অপরোক্ষরূপে জানিয়াও, "বক্তি" (ঐ যে কথা) বলে, "যৎ তৎ অজ্ঞানকৃতম্ আবরণম্" তাহাকে অজ্ঞানকৃত আবরণ বলিয়া "বিদুঃ" (বিদন্তি) জানেন, 'পণ্ডিতগণ'—এইরূপে কর্ত্তার যোজনা করিয়া বাক্যশেষ করিতে হইবে।

এই ব্যাখ্যায় অচ্যুতরায় মহাশয় আত্মশ্লাঘা করিলেও, 'দশম' শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পিত বলিতে হইবে।

অন্বয়—নত্বাম্ দশমঃ মমার ইতি শোচন্ প্ররোদিতি। রোদনাদিম্ বুধাঃ অজ্ঞানকৃত-বিক্ষেপম্ বিদুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—দশম পুরুষ নদীতে (ডুবিয়া) মরিয়াছে, এই ভাবিয়া শোকে রোদন করিতে লাগিল। পণ্ডিতগণ এই রোদনাদিকে অজ্ঞানকৃত বিক্ষেপ অর্থাৎ অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলিয়া জানেন। ২৫

দশম পুরুষের অভাবরূপ অংশের নিবর্ত্তক পরোক্ষজ্ঞান বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) দশম পুরুষের পরোক্ষজ্ঞানাবস্থা।

ন মৃতো দশমোঽস্তীতি শ্রুত্বাপ্তবচনং তদা।
পরোক্ষত্বেন দশমং বেত্তি স্বর্গাদিলোকবৎ ॥ ২৬

অন্বয়—দশমঃ ন মৃতঃ অস্তি ইতি আপ্তবচনম্ শ্রুত্বা তদা পরোক্ষত্বেন স্বর্গাদিলোকবৎ দশমম্ বেত্তি।

অনুবাদ—'দশম পুরুষ মরে নাই, সে বিদ্যমান'—আপ্তের (ভ্রমবিপ্রলম্ভ-বর্জ্জিত উপদেষ্টার) এইরূপ বচন শুনিয়া তাহারা স্বর্গাদি লোকের জ্ঞানের ন্যায়, দশম পুরুষবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া দশম পুরুষকে জানিল।

টীকা—(অচ্যুতরায়বর্ণিত আখ্যায়িকানুবৃত্তি) তখন তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া কাকতালীয় ন্যায়ে কোনও পূর্ব্বপরিচিত পুরুষ তথায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কথার প্রভূত প্রামাণ্য পূর্ব্ব হইতে সকলেই জানিত এবং তাঁহাকে অবঞ্চক বলিয়াও জানিত। এইহেতু তিনি শ্রদ্ধেয় বা অবধেয়বচন। ২৬

সেই দশম পুরুষেরই অভানাংশ বা অপ্রকাশাংশ-নিবর্ত্তক অপরোক্ষজ্ঞানের বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঙ) দশম পুরুষের অপরোক্ষজ্ঞান, শোক-নিবৃত্তি ও তৃপ্তির অবস্থা।

ত্বমেব দশমোঽসীতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ।
অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যত্যেব ন রোদিতি ॥ ২৭

অন্বয়—গণয়িত্বা 'ত্বম্ এব দশমঃ অসি' ইতি প্রদর্শিতঃ অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃষ্যতি এব, ন রোদিতি।

অনুবাদ—গণনা করিয়া 'তুমিই সেই দশম পুরুষ' এইরূপ বুঝাইয়া দিলে, দশম পুরুষকে অপরোক্ষভাবে জানিয়া সে হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং রোদন পরিত্যাগ করিল।

টীকা—আপনার দ্বারা গণিত নয় জনের সহিত, আপনাকেও গণনা করিয়া, আপনিই যে দশম পুরুষ তাহা যখন সেই আপ্তপুরুষ (বিশ্বস্ত উপদেষ্টা) 'তুমিই সেই দশম পুরুষ' বলিয়া দেখাইলেন, তখন 'আমিই সেই দশম পুরুষ' এইরূপ দশমপুরুষবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া সে হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং রোদন পরিত্যাগ করিল। ২৭

এইরূপে পূর্ব্বগত ২৭ পর্য্যন্ত চারিটি শ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত দশম পুরুষবিষয়ক সাত অবস্থার যথাতথ বর্ণন করিয়া, দার্ষ্টান্তরূপ আত্মবিষয়েও সেই সাত অবস্থার যোজনা করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ সাত অবস্থার উল্লেখ করিয়া আত্মায় যোজনা।

অজ্ঞানাবৃতিবিক্ষেপদ্বিবিধজ্ঞানতৃপ্তয়ঃ।
শোকাপগম ইত্যেতে যোজনীয়াশ্চিদাত্মনি ॥২৮

অন্বয়—অজ্ঞানাবৃতিবিক্ষেপদ্বিবিধজ্ঞানতৃপ্তয়ঃ শোকাপগমঃ ইতি এতে চিদাত্মনি যোজনীয়াঃ।

অনুবাদ—অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ (বা শোক), পরোক্ষ ও অপরোক্ষ-ভেদে দুই প্রকার জ্ঞান, তৃপ্তি ও শোকনিবৃত্তি এই বর্ণিত সাত অবস্থা চিদাত্মায় প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত।

টীকা—এস্থলে 'অজ্ঞান', 'আবৃতি' বা আবরণ, 'বিক্ষেপ', 'দ্বিবিধজ্ঞান' ও 'তৃপ্তি' এই কয়েকটি শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে। ২৮

৩। চিদাভাসের সাত অবস্থার বর্ণন।

২৯ হইতে চারিটি শ্লোকে সেই আত্মায়, অজ্ঞানাদি সাতটি অবস্থা যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ক) চিদাভাসের অজ্ঞানাবস্থা।

সংসারাসক্তচিত্তঃ সংশ্চিদাভাসঃ কদাচন।
স্বয়ংপ্রকাশকূটস্থং স্বতত্ত্বং নৈব বেত্ত্যয়ম্ ॥ ২৯

অন্বয়—অয়ম্ চিদাভাসঃ সংসারাসক্তচিত্তঃ সন্ কদাচন স্বতত্ত্বম্ স্বয়ম্প্রকাশকূটস্থম্ ন এব বেত্তি।

অনুবাদ—এই চিদাভাস সংসারে সমাসক্ত হইয়া কোন সময়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ স্বয়ম্প্রকাশ কূটস্থকে জানিতেই পারে না।

টীকা—এই চিদাভাস বিষয়সংগ্রহপ্রভৃতির ধ্যানে আসক্তচিত্ত হইয়া বেদান্ত বিচারের পূর্ব্বে কখনও, "স্বতত্ত্বম্"—আপনার তত্ত্ব বা নিজরূপ এই যে "স্বয়ম্প্রকাশকূটস্থম্"—স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে, "ন এব বেত্তি"—জানিতেই পারে না, তাহাই অজ্ঞান। ২৯

(খ) চিদাভাসের দুই অবস্থা—আবরণ ও বিক্ষেপ।

ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বক্তি প্রসঙ্গতঃ।
কর্ত্তা ভোক্তাঽহমস্মীতি বিক্ষেপং প্রতিপদ্যতে ॥৩০

অন্বয়—প্রসঙ্গতঃ "কূটস্থঃ ন অস্তি, ন ভাতি" ইতি বক্তি; "অহম্ কর্ত্তা ভোক্তা অস্মি" ইতি বিক্ষেপম্ প্রতিপদ্যতে।

অনুবাদ—চিদাত্মবিষয়ক প্রসঙ্গ উঠিলে, 'কূটস্থ চৈতন্য নাই, কূটস্থ

চৈতন্যের প্রকাশ বা প্রতীতি হয় না'—এই প্রকার বলিয়া থাকে, আর 'আমি কর্ত্তা, ভোক্তা' এই প্রকার বিক্ষেপ বা শোক প্রাপ্ত হয়।

টীকা—চিদাত্মবিষয়ক প্রসঙ্গ উঠিলে, 'কূটস্থ নাই, কূটস্থের প্রতীতি হয় না'—এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া তদ্রূপ বলিয়া থাকে। ইহা অজ্ঞানের কার্য্য—আবরণ। আর যেমন বলে, কূটস্থ নাই, কূটস্থের প্রতীতি হয় না, সেইরূপ আত্মায় কর্তৃত্বাদির আরোপ করিয়া থাকে। এই আরোপের হেতু যে স্থূল-সূক্ষ্মরূপ দুই দেহসহিত চিদাভাস, তাহাই বিক্ষেপ। ৩০

(গ) চিদাভাসের পরোক্ষজ্ঞানাবস্থা ও অপরোক্ষজ্ঞানাবস্থা।

অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্ত্তয়া।
পশ্চাৎ কূটস্থ এবাস্মীত্যেবং বেত্তি বিচারতঃ ॥ ৩১

অন্বয়—আদৌ বার্ত্তয়া 'কূটস্থঃ অস্তি' ইতি পরোক্ষম্ বেত্তি, পশ্চাৎ বিচারতঃ 'কূটস্থঃ এব অস্মি' ইতি এবম্ বেত্তি।

অনুবাদ—প্রথমে আপ্তবাক্যদ্বারা কূটস্থচৈতন্য আছে, এইরূপ পরোক্ষভাবে জানিতে পারে—(তাহাই পরোক্ষজ্ঞান) ; পরে বিচারদ্বারা 'আমিই কূটস্থচৈতন্য' এইরূপে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারে—(ইহাই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষজ্ঞান)।

টীকা—অপরে অর্থাৎ আপ্তজন বা ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু বুঝাইলে, 'কূটস্থ আছে' এই প্রকারে জানিতে পারে ; ইহাকেই পরোক্ষজ্ঞান বলে ; আর শ্রবণাদির পরিপাকের বশে কূটস্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন যে প্রত্যগাত্মা, 'তাহাই হইতেছি আমি' ; এই প্রকারে জানিতে পারে। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। 'আমি হইতেছি কূটস্থ'—ইহাই 'ত্বম্'-পদার্থবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান বটে, কিন্তু সেইপরিমাণ জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানাদি সকল প্রকার অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। 'তৎ' পদার্থ হইতে অভিন্ন 'ত্বম্'-পদার্থবিষয়ক 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই অপরোক্ষ জ্ঞানই সকল অনর্থের নিবৃত্তির কারণ। তথাপি 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই জ্ঞানের অপরোক্ষতা বুঝাইবার জন্য কর্তৃত্বাদি কার্য্যরূপ অনর্থনিবারক—'আমি হইতেছি কূটস্থ' এই অপরোক্ষ জ্ঞান উদাহরণ দ্বারা বুঝাইলেন। ৩১

(ঘ) চিদাভাসের শোকনিবৃত্তির অবস্থা ও তৃপ্তির অবস্থা।

কর্ত্তাভোক্তেত্যেবমাদি শোকজাতং প্রমুঞ্চতি।
কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তুষ্যতি ॥৩২

অন্বয়—কর্ত্তাভোক্তা ইত্যেবমাদি শোকজাতম্ প্রমুঞ্চতি, কৃতম্ কৃত্যম্ প্রাপণীয়ম্ প্রাপ্তম্ ইতি এব তুষ্যতি।

অনুবাদ—তাহার পর 'আমি হইতেছি কর্ত্তা', 'আমি হইতেছি ভোক্তা' ইত্যাদি

শোকসমূহ পরিত্যাগ করে, এবং যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, করিয়াছি; যাহা কি প্রাপ্তব্য ছিল, পাইয়াছি; এই প্রকারে পরিতোষ লাভ করে।

টীকা—নির্ব্বিকার ও অসঙ্গ আত্মার জ্ঞান হইলে, পরে কর্ত্তৃত্বাদি শোকসমূহ পরিত্য করে। এই যে শোকসমূহের ত্যাগ, তাহাই শোকনাশ। "কৃত্যম্"—কর্ত্তব্যসমূহ, "কৃতম্"—নিষ্পাদি হইয়াছে; "প্রাপণীয়ম্ প্রাপ্তম্"—প্রাপ্তব্য ফলসমূহ লব্ধ হইয়াছে; এইহেতু "তুষ্যতি"—সন্তোষর যে হর্ষ তাহা লাভ করিয়া থাকে। ইহাই তৃপ্তি। ৩২

চিদাভাসরূপ দার্ষ্টান্তসম্বন্ধে উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়বর্ণিত সাত অবস্থার উল্লেখ করি দেখাইতেছেন :—

(৬) চিদাভাসরূপ দার্ষ্টান্তে এই শ্লোক-চতুষ্টয়োক্ত সাত অবস্থার পুনঃপ্রয়োগ।

অজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্বদ্বিক্ষেপশ্চ পরোক্ষধীঃ।
অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা॥ ৩৩

অন্বয়—অজ্ঞানম্ আবৃতিঃ - তদ্বৎ বিক্ষেপঃ চ পরোক্ষধীঃ অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষ নিরঙ্কুশা তৃপ্তিঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান, শোকাপগম এবং অশৃঙ্খলিত বা অবাধ তৃপ্তি—এই সাত অবস্থা। ৩৩

(শঙ্কা) উক্ত সাত অবস্থাকে আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া মানিলে সেই আত্মার কূটস্থতার অর্থাৎ নির্ব্বিকারতায় ত' ব্যাঘাত ঘটে। এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে সেই অবস্থা সাতটি চিদাভাসেরই, কূটস্থের নহে :—

(৮) উক্ত সাত অবস্থা চিদাভাসের ধর্ম্ম, কূটস্থের নহে, সেইহেতু বন্ধমোক্ষে অব্যবস্থাশঙ্কা নাই।

সপ্তাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিদাভাসস্য তাস্বিমৌ।
বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ তত্র তিস্রো বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ॥ ৩৪

অন্বয়—সপ্তাবস্থাঃ চিদাভাসস্য সন্তি; তাসু ইমৌ বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ; তত্র তিস্রঃ বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ।

অনুবাদ—এই সাত অবস্থা চিদাভাসরূপ জীবেরই, কূটস্থের নহে; বন্ধ ও মোক্ষ এই সাত অবস্থাতেই অবস্থিত। তন্মধ্যে (অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ এই) তিন অবস্থাই বন্ধের কারণ বলিয়া বিদিত।

টীকা—'সর্ব্বং বাক্যং সাবধারণম্'—সকল বাক্যই নির্ণয়াত্মক বা নিশ্চয়াত্মক; এই ন্যায় বা সাধারণ নিয়ম রহিয়াছে বলিয়া ইহাতে 'হি' শব্দের বা ইহার পর্য্যায় 'এব' শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে। ইহার দ্বারা "অন্যযোগব্যবচ্ছেদ" (মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর "কেনোপনিষৎ" ১৬২ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য) বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বন্ধমোক্ষ চিদাভাসেরই, কূটস্থের নহে। (শঙ্কা) ভাল, এস্থলে সপ্তাবস্থার বর্ণনের আরম্ভ ত' নিরর্থক ? (সমাধান) না. নিরর্থক নহে; এই

সপ্তাবস্থাই বন্ধমোক্ষকারক, ইহা বুঝানই এই বর্ণনাবন্তের ফল ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :— বন্ধমোক্ষ এই সাত অবস্থাতেই অবস্থিত। (শঙ্কা) ভাল, এই এই সাতটি কি নির্ব্বিশেষে বন্ধমোক্ষকারক ? (সমাধান) না, সেরূপ নহে, ইহাই বলিতেছেন :—'তন্মধ্যে, অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ—এই তিন অবস্থাই বন্ধের কারণ বলিয়া বিদিত'। ৩৪

এই তিন অবস্থা কিপ্রকারে বন্ধমোক্ষের কারণ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য, তিনটির প্রত্যেকটির স্বরূপ, এক একটির কার্য্য দেখাইয়া স্পষ্ট করিবার ইচ্ছায়, আচার্য্য প্রথমে অজ্ঞানের স্বরূপ দেখাইতেছেন :—

(৮) অজ্ঞানের স্বরূপ।

ন জানামীত্যুদাসীনব্যবহারস্য কারণম্।
বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তমজ্ঞানমীরিতম্ ॥ ৩৫

অন্বয়—বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তম্ উদাসীনব্যবহারস্য কারণম্, 'ন জানামি' ইতি অজ্ঞানম্ ঈরিতম্।

অনুবাদ—তত্ত্ববিচারের অনুদয়রূপ প্রাগভাবযুক্ত, উদাসীনব্যবহারের কারণ এবং 'আমি কিছুই জানি না' এইরূপে, যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই অজ্ঞান।

টীকা—আত্মতত্ত্ববিচারের প্রাগভাবযুক্ত (অর্থাৎ অনুদিতাত্মতত্ত্ববিচার) তূষ্ণীম্ভাবরূপ উদাসীনের ব্যবহার অর্থাৎ প্রতীতি ও ভাষণ, এবং তাহার কারণরূপে, 'আমি কিছুই জানি না' এই আকারে যাহা অনুভূত হয় তাহাই অজ্ঞান। ৩৫

আবরণের স্বরূপ ও তাহার কার্য্য দেখাইতেছেন :—

(৯) আবরণের স্বরূপ ও কার্য্য।

অমার্গেণ বিচার্য্যাথ নাস্তি নো ভাতি চেত্যসৌ।
বিপরীতব্যবহৃতিরাবৃতেঃ কার্য্যমিষ্যতে ॥ ৩৬

অন্বয়—অমার্গেণ বিচার্য্য অথ 'অসৌ ন অস্তি চ নো ভাতি' ইতি বিপরীতব্যবহৃতিঃ আবৃতেঃ কার্য্যম্ ইষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—শাস্ত্রোক্ত প্রণালী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অর্থাৎ কেবল তর্ক-সাহায্যে বিচার করিয়া, তদনন্তর "কূটস্থ নাই, কূটস্থের প্রকাশ হয় না" এই প্রকার যে বিপরীত ব্যবহার, তাহাই আবরণের কার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহাই অর্থ। ৩৬

বিক্ষেপের স্বরূপ ও তাহার কার্য্য দেখাইতেছেন :—

(১০) বিক্ষেপের স্বরূপ ও কার্য্য।

দেহদ্বয়চিদাভাসরূপো বিক্ষেপ ঈরিতঃ।
কর্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যোঽস্য বন্ধকঃ ॥ ৩৭

অন্বয়—দেহদ্বয়চিদাভাসরূপঃ বিক্ষেপঃ ঈরিতঃ; বন্ধকঃ সংসারাখ্যঃ কর্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ অস্য।

অনুবাদ—বিক্ষেপ, দেহদ্বয়যুক্ত চিদাভাসরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে; বন্ধকের অর্থাৎ বন্ধনের কারণের নাম সংসার; কর্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত শোক এই চিদাভাসের কার্য্য।

টীকা—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ নামক দুই শরীরসহিত চিদাভাসই বিক্ষেপ এবং বন্ধের কারণের নাম সংসার। কর্তৃত্ব-প্রমাতৃত্ব লইয়া সম্পূর্ণ শোক (অকৃতার্থবুদ্ধিতা) এই চিদাভাসের কার্য্য। এস্থলে 'কার্য্য' এই পদটি বাহির হইতে আনিয়া সংযোগ করিতে হইবে। "কর্তৃত্বাদি"—কর্তৃত্ব প্রভৃতি, এই 'প্রভৃতি' শব্দ দ্বারা প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি বুঝান হইতেছে। ৩৭

ভাল, ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল, উক্ত সাত অবস্থা চিদাভাসেরই, একথা ত' সঙ্গত নহে, কেননা, 'অজ্ঞান' ও 'আবরণ' এই দুইটি দেহদ্বয়সহিত চিদাভাসরূপ বিক্ষেপের উৎপত্তির পূর্ব্বেই বিদ্যমান। আর চিদাভাস বিক্ষেপের অন্তর্গত বলিয়া, চিদাভাসেরই সাত অবস্থা—এই কথা অসঙ্গত। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঞ) সাত অবস্থা চিদাভাসেরই, ব্রহ্মের নহে, এই লইয়া শঙ্কা ও সমাধান।

অজ্ঞানমাবৃতিশ্চৈতে বিক্ষেপাৎ প্রাক্ প্রসিধ্যতঃ।
যদ্যপ্যথাপ্যবস্থে তে বিক্ষেপস্যৈব নাত্মনঃ॥ ৩৮

অন্বয়—যদ্যপি অজ্ঞানম্ চ আবৃতিঃ এতে বিক্ষেপাৎ প্রাক্ প্রসিধ্যতঃ তথাপি তে অবস্থে বিক্ষেপস্য এব, অথ ন আত্মনঃ।

অনুবাদ—যদ্যপি অজ্ঞান ও আবরণ এই দুই অবস্থা, বিক্ষেপ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যমান, তথাপি ঐ দুই অবস্থা বিক্ষেপরূপ চিদাভাসেরই; আত্মার নহে।

টীকা—এই অজ্ঞান ও আবরণ বিক্ষেপের পূর্ব্বেই বিদ্যমান বলিয়া, আত্মার অবস্থা নহে, কেননা, আত্মা অসঙ্গ বলিয়া আত্মার অবস্থাবিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব। এইহেতু পরিশেষে অজ্ঞান আর আবরণকে চিদাভাসেরই অবস্থা বলিতে হইবে; ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৮

ভাল, উৎপত্তির পূর্ব্বে অবস্থাবিশিষ্ট বিক্ষেপ নিজেই অবিদ্যমান বলিয়া, অজ্ঞান ও আবরণকে বিক্ষেপের অবস্থা বলিয়া বর্ণন করা ত' অসঙ্গত। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে বিক্ষেপের অভাব হইলেও অর্থাৎ অবিদ্যমান থাকিলেও, বিক্ষেপের সংস্কার বিক্ষেপের উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান থাকায়, অজ্ঞান ও আবরণকে বিক্ষেপের অবস্থা বলিলে তাহাতে বিরোধ ঘটে না :—

বিক্ষেপোৎপত্তিতঃ পূর্ব্বমপি বিক্ষেপসংস্কৃতিঃ।
অস্ত্যেব তদবস্থাত্বমবিরুদ্ধং ততস্তয়োঃ॥ ৩৯

অন্বয়—বিক্ষেপোৎপত্তিতঃ পূর্ব্বম্ অপি বিক্ষেপসংস্কৃতিঃ (অস্তি): ততঃ তয়োঃ তদবস্থাত্বম্ অবিরুদ্ধম্ অস্তি এব।

অনুবাদ—বিক্ষেপের উৎপত্তির পূর্ব্ব হইতে বিক্ষেপের সংস্কার বিদ্যমান থাকে। সেই কারণে অজ্ঞান ও আবরণকে সেই চিদাভাসের অবস্থা বলিয়া বর্ণন অবিরুদ্ধ।

টীকা—"ততঃ"—সেই কারণবশতঃ, "তয়োঃ তদবস্থাত্বম্ (তদবস্থাত্ববর্ণনম্) অবিরুদ্ধম্"—এই অর্থে অন্বয় করিতে হইবে। ৩৯

(শঙ্কা) ভাল, অপ্রসিদ্ধ সংস্কার আনিয়া অজ্ঞান ও আবরণকে বিক্ষেপের অবস্থা বলিয়া বর্ণন করা অপেক্ষা অধিষ্ঠানরূপে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মেরই অবস্থাবিশিষ্টতা বর্ণন করাই ত' বরং ভাল: এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—যে তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয় বলিয়া সেইরূপ বলিতে পারা যায় না—যেস্থলে যাহার জ্ঞান অভিপ্রেত, সেই স্থলে তাহা ছাড়িয়া তদতিরিক্তের জ্ঞানের সম্ভাবনা হইবে বলিয়া অর্থাৎ তাহা হইলে অবস্থাশূন্য ব্রহ্মের উপর উক্ত সাত অবস্থাই চাপাইতে হয়—এই বলিয়া আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন:—

ব্রহ্মণ্যারোপিতত্বেন ব্রহ্মাবস্থে ইমে ইতি।
ন শঙ্কনীয়ং সর্ব্বাসাং ব্রহ্মণ্যেবাধিরোপণাৎ॥ ৪০

অন্বয়—ব্রহ্মণি আরোপিতত্বেন ইমে ব্রহ্মাবস্থে ইতি শঙ্কনীয়ম্ ন; সর্ব্বাসাম্ ব্রহ্মণি এব অধিরোপণাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—পরব্রহ্মে আরোপিত বলিয়া এই দুই অবস্থা তাঁহারই, এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, কেননা, সকল অর্থাৎ উক্ত সাত অবস্থাই ব্রহ্মে আরোপিত। ৪০

উক্তরূপ পরিহারের প্রতিবাদে বাদী যদি বলে, ভাল, সকল অবস্থারই ব্রহ্মে আরোপ তুল্যরূপ হইলেও সংসারিত্ব প্রভৃতি, বিক্ষেপের পরবর্ত্তী কালে উৎপন্ন হয় বলিয়া, জীবেরই আশ্রিত, এইরূপ অনুভূত হয়; এইহেতু সেই সকল অবস্থা ব্রহ্মের নহে:—

সংসার্য্যহং বিবুদ্ধোঽহং নিঃশোকস্তুষ্ট ইত্যপি।
জীবগা উত্তরাবস্থা ভান্তি ন ব্রহ্মগা যদি॥ ৪১

অন্বয়—যদি (এবম্ উচ্যেত) অহম্ সংসারী, অহম্ বিবুদ্ধঃ নিঃশোকঃ তুষ্টঃ ইতি অপি উত্তরাবস্থাঃ জীবগাঃ ভান্তি, ন ব্রহ্মগাঃ—

অনুবাদ—যদি বল বিক্ষেপের উৎপত্তির পরবর্ত্তী কালে, 'আমি সংসারী', 'আমি জ্ঞানী', 'আমি শোকরহিত' এবং 'আমি পরিতৃপ্ত', এই কয়েকটি অবস্থা জীবেরই দেখা যায়, ব্রহ্মের নহে, তাহা হইলে—

টীকা—"সংসারী"—কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, "বিবুদ্ধঃ"—তত্ত্বসাক্ষাৎকারবান, "নিঃশোকঃ"—

কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরূপ শোকরহিত, (অথবা অকৃতার্থবুদ্ধিতারূপ শোকশূন্য) "তুষ্টঃ"—আমি পরিতৃপ্ত অর্থাৎ অগ্রে ২৫২ হইতে ২৯৮ শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত কৃতকৃত্যতা প্রভৃতিজনিত সন্তোষ-বিশিষ্ট, এইরূপ "উত্তরাবস্থাঃ"—অজ্ঞান ও আবরণের পশ্চাদ্বর্ত্তী অবস্থা, "জীবগাঃ ভান্তি"—জীবাশ্রিত বলিয়া প্রতীত হয়, এইহেতু "ন ব্রহ্মগাঃ"—ব্রহ্মের আশ্রিত নহে ; ইহাই অর্থ। ৪১

যদি এইরূপ বল, তবে বলি—অজ্ঞান এবং আবরণও জীবাশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয় ; এইহেতু তদুভয়ও জীবের অবস্থা—এইরূপে পরিহার করিতেছেন :—

তর্হ্যজ্ঞোঽহং ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদ্দৃষ্টিতো ন হি।
ইতি পূর্ব্বে অবস্থে চ ভাসেতে জীবগে খলু ॥ ৪২

অন্বয়—তর্হি অহম্ অজ্ঞঃ, ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদ্দৃষ্টিতঃ ন হি, ইতি পূর্ব্বে অবস্থে চ খলু জীবগে ভাসেতে।

অনুবাদ ও টীকা—তাহা হইলে আমি অজ্ঞানী, পরব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ আমার অনুভবে আসে না—এইরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী অজ্ঞান ও আবরণ নামক দুইটি অবস্থা যেহেতু জীবেরই আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয়, এইহেতু তদুভয়ও জীবেরই অবস্থা। ৪২

ভাল, তাহা হইলে পূর্ব্বাচার্য্যগণ কি প্রকারে ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, পূর্ব্বাচার্য্যগণের ঐরূপ বলিবার উদ্দেশ্য দেখাইতেছেন :—

অজ্ঞানস্যাশ্রয়ো ব্রহ্মেত্যধিষ্ঠানতয়া জগুঃ।
জীবাবস্থাত্বমজ্ঞানাভিমানিত্বাদবাদিষম্ ॥ ৪৩

অন্বয়—অধিষ্ঠানতয়া অজ্ঞানস্য আশ্রয়ঃ ব্রহ্ম ইতি জগুঃ। অজ্ঞানাভিমানিত্বাৎ জীবাবস্থাত্বম্ অবাদিষম্।

অনুবাদ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ যে পরব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কেবল অধিষ্ঠানরূপে ; (নতুবা অজ্ঞান পরব্রহ্মের অবস্থা নহে)। আর 'আমি হইতেছি অজ্ঞ' এইরূপে জীবের অজ্ঞানের অভিমান হয় বলিয়া অজ্ঞানকে আমরা জীবের অবস্থা বলিয়াছি।

টীকা—ব্রহ্মকে অজ্ঞানের অধিষ্ঠান বলিয়া বর্ণন করিবার উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাচার্য্যগণ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াছেন, ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) আপনি কি অভিপ্রায়ে অজ্ঞানকে জীবের অবস্থা বলিলেন? এইরূপ আশঙ্কা (আকাঙ্ক্ষা ?) হইতে পারে বলিয়া নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—"আর আমি হইতেছি অজ্ঞ এইরূপে" ইত্যাদি। ৪৩

এইরূপে বন্ধের কারণ অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপরূপ তিন অবস্থা দেখাইয়া অবশিষ্ট চারি

অবস্থার মধ্যে ৩৬শ শ্লোকোক্ত অজ্ঞান ও আবরণের নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির হেতু দুই অবস্থা দেখাইতেছেন :—

(ট) অজ্ঞান ও আবরণের নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির কারণ।

জ্ঞানদ্বয়েন নষ্টেঽস্মিন্নজ্ঞানে তৎকৃতাবৃতিঃ।
ন ভাতি নাস্তি চেত্যেষা দ্বিবিধাপি বিনশ্যতি ॥ ৪৪

অন্বয়—জ্ঞানদ্বয়েন অস্মিন্ অজ্ঞানে নষ্টে, তৎকৃতা 'ন ভাতি' 'ন অস্তি' ইতি এষা দ্বিবিধা আবৃতিঃ অপি বিনশ্যতি চ।

অনুবাদ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দুই প্রকার জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবারিত হইলে, সেই অজ্ঞানের কার্য্য—'নাই' এবং 'প্রকাশ হইতেছে না'—এই দুই প্রকার আবরণই বিনষ্ট হয়।

টীকা—"জ্ঞানদ্বয়েন"—পরোক্ষতা এবং অপরোক্ষতারূপ লক্ষণবিশিষ্ট দুই জ্ঞানদ্বারা আবরণের কারণ, "অজ্ঞানে নষ্টে"—অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, "তৎকৃতাবৃতিঃ"—সেই অজ্ঞানদ্বারা উৎপাদিত যে 'নাই' এবং 'প্রতীত হইতেছে না' এইরূপ ব্যবহারের কারণ, দুই প্রকার অজ্ঞানই কারণের অভাবে বিনষ্ট হয়। ৪৪

কাহার দ্বারা কোন্ অংশের নিবৃত্তি? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া উভয়ের বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

পরোক্ষজ্ঞানতো নশ্যেদসত্ত্বাবৃতিহেতুতা।
অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্যা হ্যভানাবৃতিহেতুতা ॥ ৪৫

অন্বয়—পরোক্ষজ্ঞানতঃ অসত্ত্বাবৃতিহেতুতা নশ্যেৎ; অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্যা হি অভানাবৃতিহেতুতা।

অনুবাদ—পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের অসত্তা বা অভাবরূপ স্বরূপাবরণের হেতুতা বিনষ্ট হয় এবং অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের অভান বা অপ্রকাশরূপ আবরণের হেতুতার বিনাশ করিতে পারা যায়।

টীকা—'কূটস্থ আছে' এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান হইতে, অজ্ঞানের অসত্ত্বাবরণ-কারণতা—'নাই' এইরূপ আবরণের কারণ হওয়াস্বভাব, তিরোহিত হয়, আর 'আমিই হইতেছি কূটস্থ' এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের, 'কূটস্থ প্রকাশ হইতেছে না' এইরূপ অভানাবরণের কারণতা তিরোহিত হয়। ৪৫

একণে জ্ঞানের ফলরূপ দুই অবস্থার মধ্যে শোকনিবৃত্তিরূপ প্রথমাবস্থার কথা বলিতেছেন :—

(ঠ) অপরোক্ষজ্ঞানের ফলরূপ প্রথমাবস্থা।

অভানাবরণে নষ্টে জীবত্বারোপসংক্ষয়াৎ।
কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যো নিবর্ত্ততে ॥৪৬

অন্বয়—অভানাবরণে নষ্টে জীবত্বারোপসংক্ষয়াৎ কর্তৃত্বাদ্যখিলঃ সংসারাখ্যঃ শোকঃ নিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—অপ্রকাশরূপ আবরণ বিনষ্ট হইলে, জীবত্বের আরোপ সম্যক্ প্রকারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া, কর্তৃত্বাদিরূপ সংসার নামক শোক নিবৃত্ত হয়।

টীকা—অভান বা অপ্রকাশরূপ আবরণ নিবৃত্ত হইলে ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীয়মান জীবত্ব নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া সেই জীবভাবরূপ নিমিত্তবিশিষ্ট যে কর্তৃত্বাদিরূপ সংসারনামক শোক, তাহা সমস্তই নিবৃত্ত হয়, ইহাই অর্থ। ৪৬

এইরূপে শোকনিবৃত্তিরূপ অবস্থা দেখাইয়া, এক্ষণে নিরঙ্কুশা তৃপ্তিরূপ দ্বিতীয়াবস্থা দেখাইতেছেন :—

(ড) অপরোক্ষ জ্ঞানের ফলরূপ দ্বিতীয়াবস্থা।

নিবৃত্তে সর্ব্বসংসারে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ।
নিরঙ্কুশা ভবেত্তৃপ্তিঃ পুনঃ শোকসমুদ্ভবাৎ॥ ৪৭

অন্বয়—সর্ব্বসংসারে নিবৃত্তে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ পুনঃ শোকসমুদ্ভবাৎ নিরঙ্কুশা তৃপ্তিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপ সমস্ত সংসার নিবৃত্ত হইলে নিত্যমুক্ত স্বরূপতার প্রকাশহেতু আর শোকের উৎপত্তি হয় না; সেইহেতু নিরঙ্কুশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ অব্যাহত তৃপ্তির অনুভব হয়। ৪৭

ভাল, (প্রথম শ্লোকে) "জীব যদি বুঝিতে পারে যে" ইত্যাদি অর্থের মন্ত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যান ছাড়িয়া তাহার মধ্যে অজ্ঞানাদি সাত অবস্থার নিরূপণ, আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, "সাত অবস্থার নিরূপণ", "জীব যদি বুঝিতে পারে" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনতাৎপর্য্যের নিরূপণের অঙ্গীভূত অর্থাৎ উপযোগী বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, তাহা আলোচ্য বিষয়ের বিচারে অসঙ্গত নহে, এই বলিবার উদ্দেশ্যে উক্ত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ঢ) প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যার সাত অবস্থায় নিরূপণের সঙ্গতি প্রদর্শন।

অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাখ্যে উভে ইমে।
অবস্থে জীবগে ব্রূত আত্মানং চেদিতি শ্রুতিঃ॥ ৪৮

অন্বয়—'আত্মানম্ চেৎ' ইতি শ্রুতিঃ "অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাখ্যে উভে ইমে অবস্থে জীবগে ব্রূতে।

অনুবাদ—প্রথম শ্লোকোক্ত "আত্মানম্ চেৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবচন, অপরোক্ষ জ্ঞান ও কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপ শোকনিবৃত্তি, এই দুই অবস্থা জীবেরই আশ্রিত, ইহাই বুঝাইতেছে।

টীকা—চিদাভাসে অবস্থিত যে সাত অবস্থা, তন্মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞান ও শোকনিবৃত্তিরূপ

দুই অবস্থার প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে "জীব যখন জানিতে পারে" এই মন্ত্রটির আরম্ভ করা হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৪৮

৪। আত্মার পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব।

২১ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইয়াছে, 'অয়ম্' এই শব্দদ্বারা আত্মার অপরোক্ষতা বুঝান হইতেছে, তাহাতে বুঝা যায় আত্মা অপরোক্ষজ্ঞানেরই বিষয় হইতে পারেন ; (পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না)—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া আত্মার সেই অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়তা বুঝাইবার জন্য অপরোক্ষজ্ঞানের বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) আত্মা পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন - বুঝাইবার জন্য দুই প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানের বর্ণন।

অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুক্তং তদ্দ্বিবিধং ভবেৎ।
বিষয়স্বপ্রকাশত্বাদ্ধিয়াপ্যেবং তদীক্ষণাৎ॥ ৪৯

অন্বয়—অয়ম্ ইতি অপরোক্ষত্বম্ উক্তম্ ; তৎ দ্বিবিধম্ ভবেৎ, বিষয়স্বপ্রকাশত্বাৎ, ধিয়া অপি এবম্ তদীক্ষণাৎ।

অনুবাদ—'অয়ম্' এই পদদ্বারা, আত্মার যে অপরোক্ষতা (২১ সংখ্যক শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে তাহা দুই প্রকারের ; বিষয়রূপ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা আছে বলিয়া, তাহাই, প্রথম প্রকারের অপরোক্ষতা ; এবং বুদ্ধিদ্বারা সেই আত্মরূপ বিষয়ের আলোচনরূপ দ্বিতীয় প্রকারের অপরোক্ষতা।

টীকা—আত্মার অপরোক্ষতার দুই প্রকারের হইবার কারণ বলিতেছেন—"বিষয়রূপ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা" ইত্যাদি। "বিষয়স্ব"—চৈতন্যস্বরূপ আত্মার, "স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ" -আপনার প্রতীতিরূপ ব্যবহারের জন্য অন্য সাধনের অপেক্ষারহিত বলিয়া, এবং "ধিয়া তদীক্ষণাৎ"—বুদ্ধিদ্বারা সেই আত্মরূপ বিষয়কে স্বপ্রকাশরূপে উপলব্ধিকরণহেতু ; "অয়ম্" পদদ্বারা সূচিত যে অপরোক্ষত্ব, তাহা আত্মরূপ বিষয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বিষয়িভেদে দুই প্রকারের, ইহাই অর্থ। ৪৯

ভাল, অপরোক্ষতা যে দুই প্রকারের, তাহা মানিলাম ; তদ্দ্বারা আত্মার পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্বন্ধে কি পাওয়া গেল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে আত্মরূপ বিষয়ের স্বপ্রকাশতা এবং পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়া পরস্পরবিরুদ্ধ নহে :—

(খ) বিষয়ের স্বপ্রকাশতার সহিত পরোক্ষজ্ঞানের অবিরোধ।

পরোক্ষজ্ঞানকালেঽপি বিষয়স্বপ্রকাশতা।
সমা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশমস্তীত্যেবং বিবোধনাৎ॥ ৫০

অন্বয়—পরোক্ষজ্ঞানকালে অপি বিষয়স্বপ্রকাশতা সমা ; ব্রহ্ম স্বপ্রকাশম্ অস্তি ইতি এবম্ বিবোধনাৎ।

অনুবাদ—পরোক্ষজ্ঞানকালেও বিষয়ের স্বপ্রকাশতারূপ অপরোক্ষতা থাকে, কেননা, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আছেন, এই প্রকার শাব্দ জ্ঞান হয়।

টীকা—যেমন অপরোক্ষজ্ঞানকালে, সেইরূপ পরোক্ষজ্ঞানকালেও ব্রহ্মরূপ বিষয়ের স্বপ্রকাশতা বিদ্যমান। পরোক্ষজ্ঞানকালেও, সেই আত্মরূপ বিষয়ের যে স্বপ্রকাশতা থাকে তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন—"কেননা, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আছেন" ইত্যাদি। ৫০

প্রত্যক্ অর্থাৎ অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কি কারণে পরোক্ষজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়? এইরূপ আশঙ্কা (আকাঙ্ক্ষা) হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন প্রত্যগংশের অগ্রহণ অর্থাৎ অন্তরাত্মা হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ নহেন, ইহার অনুপলব্ধিহেতু উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানকে পরোক্ষ বলা হয়ঃ—

(গ) ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মের প্রত্যগ-ভিন্নতাজ্ঞান না থাকিলেই পরোক্ষ, (ঘ) বিকল্প চতুষ্টয়দ্বারা পরোক্ষ-জ্ঞানের অভ্রান্ততা-সিদ্ধি।

অহং ব্রহ্মেত্যনুল্লিখ্য ব্রহ্মাস্তীত্যেবমুল্লিখন্।
পরোক্ষজ্ঞানমেতন্ন ভ্রান্তং বাধানিরূপণাৎ ॥৫১

অন্বয়—'অহম্ ব্রহ্ম' ইতি অনুল্লিখ্য 'ব্রহ্ম অস্তি' ইতি এবম্ উল্লিখন্ পরোক্ষজ্ঞানম্; এতৎ ভ্রান্তম্ ন, বাধানিরূপণাৎ।

অনুবাদ—'আমিই হইতেছি পরব্রহ্ম' ইহার উল্লেখ না করিলে অর্থাৎ এইরূপ উপলব্ধিকে জ্ঞানের বিষয় না করিলে, (কেবল) 'ব্রহ্ম আছেন', ইহাকেই জ্ঞানের বিষয় করিলে, তাহা পরোক্ষজ্ঞান। এই পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্ত জ্ঞান নহে, কেননা, এই জ্ঞানের কোনও বাধক নিরূপণ করা যায় না।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, এই পরোক্ষজ্ঞান ত' ভ্রান্তিরূপ হইবেই; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভাল, এই পরোক্ষজ্ঞানকে যে ভ্রান্তিরূপ বলা হইতেছে, ইহা কি ইহার বাধযোগ্যস্বরূপতাবশতঃ? অথবা ইহা ব্রহ্মের আকারকে বিষয় করিতে পারে না বলিয়া? অথবা অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় ব্রহ্মরূপ বিষয়কে পরোক্ষরূপে গ্রহণ করে বলিয়া? অথবা ইহা প্রত্যগংশকে গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া? সিদ্ধান্তী এই চারিপ্রকার বিকল্প করিয়া বাদীকে প্রশ্ন করিলেন। তদনন্তর প্রথম বিকল্প সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানের স্বরূপ বাধিত হইবার যোগ্য নহে, বলিয়া ইহা ভ্রান্তিজ্ঞান নহে, "কেননা এই জ্ঞানের কোনও বাধকের নিরূপণ" ইত্যাদি। ৫১

পরোক্ষজ্ঞানের অভ্রান্তিরূপতাবিষয়ে, ইহার বাধকের নিরূপণ করা যায় না বলিয়া যে 'হেতু'-প্রদর্শন করিলেন, তাহারই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেনঃ—

ব্রহ্ম নাস্তীতি মানং চেৎ স্যাদ্বাধ্যেত তদা ধ্রুবম্।
ন চৈবং প্রবলং মানং পশ্যামোহতো ন বাধ্যতে ॥৫২

অন্বয়—'ব্রহ্ম ন অস্তি' ইতি মানম্ চেৎ স্যাৎ, তদা বাধ্যেত। এবম্ চ প্রবলম্ মানম্ ধ্রুবম্ ন পশ্যামঃ, অতঃ ন বাধ্যতে।

অনুবাদ—'ব্রহ্ম নাই' এ বিষয়ে যদি প্রমাণ থাকিত, তবে পরোক্ষজ্ঞান

বাধাপ্রাপ্ত হইত। আর এই প্রকার প্রবল প্রমাণ বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই না ; এইহেতু পরোক্ষজ্ঞান বাধা পায় না অর্থাৎ অযথার্থ বলিয়া সিদ্ধ হয় না। ৫২

দ্বিতীয় বিকল্পের অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্যক্তি বা আকারকে বিষয় করিতে পারে না বলিয়া পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রান্তিরূপ, এই দ্বিতীয় বিকল্পের দোষ দেখাইতেছেন যে, ইহা মানিলে অতিপ্রসক্তিদোষ হয় অর্থাৎ পরোক্ষ স্বর্গেরও অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয় :—

ব্যক্ত্যনুল্লেখমাত্রেণ ভ্রমত্বে স্বর্গধীরপি।
ভ্রান্তিঃ স্যাদ্ব্যক্ত্যনুল্লেখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ ॥ ৫৩

অন্বয়—ব্যক্ত্যনুল্লেখমাত্রেণ ভ্রমত্বে ব্যক্ত্যনুল্লেখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ স্বর্গধীঃ অপি ভ্রান্তিঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—কেবলমাত্র ব্যক্তিকে বিষয় করিতে অর্থাৎ বিশেষরূপকে গ্রহণ করিতে, না পারিয়া যদি পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ হয়, তাহা হইলে বিশেষাকারের অগ্রহণবশতঃ, সামান্য আকার গ্রহণ করিয়া প্রতীত হয় বলিয়া, স্বর্গের জ্ঞানও ভ্রান্তিরূপ হইবে।

টীকা—'এই স্বর্গ' এই আকারে গ্রহণ হয় না বলিয়া কিন্তু 'স্বর্গ আছে' এই সামান্য আকারে প্রতীত হয় বলিয়া স্বর্গরূপ জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়ে, ইহাই অর্থ। ৫৩

এক্ষণে অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় ব্রহ্মের পরোক্ষরূপে গ্রহণহেতু পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রান্তিজ্ঞান, এই তৃতীয় বিকল্পের নিরাস করিতেছেন :—

অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য ন পরোক্ষমতির্ভ্রমঃ।
পরোক্ষমিত্যনুল্লেখাদর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ ॥ ৫৪

অন্বয়—অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য পরোক্ষমতিঃ ভ্রমঃ ন। পরোক্ষম্ ইতি অনুল্লেখাৎ, অর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ।

অনুবাদ—যে পদার্থ অপরোক্ষরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য তাহার পরোক্ষ-জ্ঞান ভ্রান্তি হইতে পারে না, যেহেতু সেই জ্ঞানে বস্তুকে পরোক্ষ বলিয়া নিশ্চয়তা নাই ; বস্তুতঃ তাহার পরোক্ষত্ব সম্ভব হয়।

টীকা—অপরোক্ষভাবে গ্রহণের যোগ্য যে প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মরূপ বিষয়, তাহার পরোক্ষ-জ্ঞানের ভ্রমরূপতা সম্ভবে না। ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানের ভ্রমরূপতা কেন সম্ভব নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই জ্ঞানে" ইত্যাদি অর্থাৎ 'ব্রহ্ম পরোক্ষই' এই আকারে, অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় ব্রহ্মের গ্রহণ হয় না বলিয়া, ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ নহে। তবে সেই জ্ঞানের পরোক্ষত্ব হইল কিসে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"বস্তুতঃ তাহার পরোক্ষত্ব"

ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—'ইহাই ব্রহ্ম' এই আকারে ব্রহ্মের গ্রহণ হয় না, এই যুক্তির বলে সেই জ্ঞানের পরোক্ষত্ব সিদ্ধ হয়। ৫৪

প্রত্যগংশের অগ্রহণহেতু পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি—এই যে চতুর্থ বিকল্পরূপ শঙ্কা, তাহার উল্লেখ করিয়া সমাধান করিতেছেন :—

অংশাগৃহীতেভ্রান্তিশ্চেদ্ ঘটজ্ঞানং ভ্রমো ভবেৎ।
নিরংশস্যাপি সাংশত্বং ব্যাবর্ত্ত্যাংশবিভেদতঃ॥ ৫৫

অন্বয়—অংশাগৃহীতেঃ ভ্রান্তিঃ চেৎ ঘটজ্ঞানম্ ভ্রমঃ ভবেৎ। ব্যাবর্ত্ত্যাংশবিভেদতঃ নিরংশস্য অপি সাংশত্বম্।

অনুবাদ—অন্তরাত্মরূপ অংশের গ্রহণ হইল না বলিয়া পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তিরূপ, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে ঘটের জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়ে, আর নিষেধ-যোগ্য অংশজনিত ভেদবশতঃ নিরবয়ব ব্রহ্মেরও সাংশতা ঘটিবে।

টীকা—শঙ্কার তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মরূপ অংশের গ্রহণ হইলেও, প্রত্যক্‌সাক্ষিরূপ অংশের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া পরোক্ষজ্ঞানের ভ্রমরূপতা। কোনও অংশের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া যদি পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ হয় তাহা হইলে ঘটাদির জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়িবে—এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে ঘটের জ্ঞানও ভ্রম হইয়া পড়ে" অর্থাৎ ঘটেরও ভিতরের অবয়বসমূহের গ্রহণ হয় না বলিয়া ঘটজ্ঞানও ভ্রমজ্ঞান হইয়া পড়ে। (শঙ্কা) ভাল, ঘট সাবয়ব বলিয়া তাহার কয়েক অংশের গ্রহণ হইলেও, অপর কয়েক অংশের অগ্রহণ সম্ভব হয়, কিন্তু ব্রহ্ম নিরবয়ব বলিয়া, তাহার অংশের অগ্রহণ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ নিষেধ করিবার যোগ্য অংশরূপ যে উপাধি, ব্রহ্মের সেই উপাধি-জনিত সাবয়বত্ব হইতে পারে। ৫৫

নিষেধ করিবার যোগ্য এই অজ্ঞানাংশ দুইটি কি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(৬) পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা ও অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্তনীয় অজ্ঞানাংশদ্বয়।

অসত্ত্বাংশো নিবর্ত্তেত পরোক্ষজ্ঞানতস্তথা।
অভানাংশনিবৃত্তিঃ স্যাদপরোক্ষধিয়া কৃতা॥ ৫৬

অন্বয়—পরোক্ষজ্ঞানতঃ অসত্ত্বাংশঃ নিবর্ত্তেত, তথা অপরোক্ষধিয়া অভানাংশনিবৃত্তিঃ কৃতা স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অসত্তাব-সম্পাদক ('নাই' এইরূপ বুদ্ধির স্থাপক) অজ্ঞানাংশ নিবৃত্ত হয়; সেই প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অপ্রতীতি-সম্পাদক ('প্রকাশ হইতেছে না' এইরূপ বুদ্ধির স্থাপক) অজ্ঞানাংশ নিবৃত্ত হয়। ৫৬

(চ) অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় বস্তু পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইলে, সেই পরোক্ষজ্ঞানের অভ্রান্ততাবিষয়ে দৃষ্টান্ত।

দশমোঽস্তীত্যবিভ্রান্তং পরোক্ষজ্ঞানমীক্ষ্যতে।
ব্রহ্মাস্তীত্যপি তদ্বৎ স্যাদজ্ঞানাবরণং সমম্ ॥ ৫৭

অন্বয়—'দশমঃ অস্তি' ইতি পরোক্ষজ্ঞানম্ অবিভ্রান্তম্ ঈক্ষ্যতে, তদ্বৎ 'ব্রহ্ম অস্তি' ইতি অপি ; অজ্ঞানাবরণম্ (উভয়ত্র) সমম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—যেমন পূর্ব্ববর্ণিত দশমপুরুষবিষয়ে, 'দশম পুরুষ আছে' এই পরোক্ষজ্ঞান, অভ্রান্তিরূপ বলিয়া দৃষ্ট হয়, সেইরূপ 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানও অভ্রান্তিরূপ। উভয় স্থলেই অজ্ঞানের আবরণ তুল্যরূপ।

টীকা—বিশ্বাসাস্পদ আপ্তপুরুষের 'দশম পুরুষ বিদ্যমান'—এই বাক্য হইতে উৎপন্ন পরোক্ষজ্ঞান যেমন অভ্রান্ত, সেই প্রকার 'ব্রহ্ম আছেন' এই বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানও অভ্রান্ত। যেহেতু, উভয় স্থলেই অজ্ঞানজনিত অসত্ত্বাবরণাংশ সমান ; ইহাই তাৎপর্য্য। ৫৭

৫। অবান্তর বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান, আর বিচারসহিত মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান।

ভাল, বাক্যজ্ঞান হইতে যদি পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে কাহা হইতে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন বিচারসহিত বাক্য হইতেই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে :—

(ক) বাক্যার্থের বিচার হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় ; দশমের দৃষ্টান্ত।

আত্মা ব্রহ্মেতি বাক্যার্থে নিঃশেষেণ বিচারিতে।
ব্যক্তিরুল্লিখ্যতে যদ্বদ্দশমস্ত্বমসীত্যতঃ ॥ ৫৮

অন্বয়—'আত্মা ব্রহ্ম' ইতি বাক্যার্থে নিঃশেষেণ বিচারিতে (সতি), ব্যক্তিঃ উল্লিখ্যতে, যদ্বৎ 'দশমঃ ত্বম্ অসি' ইতি অতঃ।

অনুবাদ—'আত্মা হইতেছেন ব্রহ্ম' এই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিচার করিলে, ব্যক্তি অর্থাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মভাব অবগত হওয়া যায়। 'তুমিই হইতেছ দশম'—এই বাক্য হইতে যে প্রকারে আপনাতে দশমত্বের সাক্ষাৎকারলাভ হয়, সেইরূপ।

টীকা—"এই আত্মা হইতেছেন ব্রহ্ম"—এই মহাবাক্যার্থ সম্যক্‌প্রকারে বিচারিত হইতে থাকিলে, 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপে পূর্ব্ব হইতে পরোক্ষভাবে অবগত ব্রহ্ম, অন্তরাত্মা হইতে অভিন্নরূপে প্রত্যক্ষীভূত হন। সকল অদ্বৈতগ্রন্থেরই সিদ্ধান্ত এই যে, উত্তমাধিকারীর পক্ষে শ্রবণাদি জ্ঞানের সাধন, এবং মধ্যম অধিকারীর পক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের অহংগ্রহ উপাসনা—'সোঽহম্' 'আমিই সেই' অথবা 'সেই-ই আমি' এইরূপে উপাসনা জ্ঞানের সাধন। কিন্তু উভয় স্থলেই 'প্রসংখ্যান' (শব্দ, যুক্তি বা অর্থাবধারণ ও প্রত্যয়ের আবৃত্তি) বা বৃত্তিপ্রবাহ হইতেছে জ্ঞানের কারণরূপ প্রমাণ। মধ্যমাধিকারীর পক্ষে যেমন নির্গুণ ব্রহ্মাকারের অবিচ্ছিন্ন বৃত্তিরূপ উপাসনা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তাহাই

তাহার প্রসংখ্যান, সেইরূপ উত্তমাধিকারীর পক্ষেও শ্রবণ-মননের পরে নিদিধ্যাসন হইতেছে 'প্রসংখ্যান', তাহাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণ। যদ্যপি এই প্রসংখ্যান বেদান্তানুমোদিত প্রত্যক্ষাদি ছয় প্রমাণের অন্তর্গত নহে, তথাপি এই কথা সকল শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ যে, সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান সগুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান নির্গুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। যেমন সম্মুখে অনুপস্থিত তেঁতুল, আচার ইত্যাদির ধ্যানরূপ প্রসংখ্যান করিলে, রসনা সজল হইয়া এবং নাসারন্ধ্রে আচারগন্ধ প্রকটিত হইয়া, সেই সেই বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে সেইরূপ প্রসংখ্যান যে সাক্ষাৎকারের করণ, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ। এইহেতু নিদিধ্যাসনরূপ প্রসংখ্যান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। আর সম্বাদী ভ্রমের ন্যায় বিষয় অবাধিত বলিয়া অথবা 'প্রসংখ্যান' শব্দপ্রমাণমূলক হওয়ায়, প্রসংখ্যানোৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান প্রমাণজন্য না হইলেও প্রমারূপ হইয়া যায়, ইহা কোন কোন আচার্য্যের মত। আর বাচস্পতির মতে মনই ব্রহ্মজ্ঞানের করণ, প্রসংখ্যান মনের সহকারিমাত্র। অদ্বৈত গ্রন্থসমূহের মুখ্য মত এই—মহাবাক্য হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, তাহা পরে প্রসংখ্যানের অপেক্ষা রাখে না; মহাবাক্য হইতেই অদ্বৈত ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাব হয়। এইহেতু, বেদান্তবাক্যরূপ শব্দই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের কারণ, আর নিদিধ্যাসনরূপ প্রসংখ্যান হইতে উৎপন্ন একাগ্রতার সহিত মন তাহার সহকারী হয়। সে স্থলেও, অন্য গ্রন্থকারের মতে বিচারসহিত মহাবাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু—এইমাত্র প্রভেদ। প্রমাজ্ঞানের করণেব নাম প্রমাণ। যেহেতু মহাবাক্যরূপ শব্দ, অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞানের করণ, সেইহেতু তাহা প্রমাণ। এইহেতু মহাবাক্যরূপ প্রমাণ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথন যুক্তিসিদ্ধই হইয়াছে।

সেই বাক্যার্থের বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—" 'তুমিই হইতেছ দশম'—এই বাক্য হইতে যে প্রকারে" ইত্যাদি। 'আমি হইতেছি দশম' এই আকারের দশমের স্বরূপবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান, 'তুমিই দশম' এই দশমস্বরূপবোধক শব্দপ্রমাণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইন্দ্রিয় বা মন হইতে উৎপন্ন হয় না, কেননা, শরীররূপ দশম, নেত্রেন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পাবে না। আর নেত্রেন্দ্রিয়দ্বারাই যদি শরীরের দশমত্বের জ্ঞান হয়, তবে নিমীলিতনয়ন পুরুষের 'তুমিই দশম' এই বাক্য শুনিয়া আপনার দশমত্বের যে জ্ঞান হয়, তাহা হওয়া উচিত নহে। সেইহেতু নেত্রেন্দ্রিয়দ্বারা দশমের জ্ঞান জন্মে না। আর মনের বাহ্য-পদার্থজ্ঞানের সামর্থ্য নাই কিন্তু আন্তর পদার্থের জ্ঞানের সামর্থ্য আছে। আর দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি নাম সূক্ষ্মশরীর সহিত স্থূলশরীরেই সম্ভব; আর 'তুমি' 'আমি' এইরূপ ব্যবহারও সূক্ষ্মশরীর সহিত স্থূলদেহেই ঘটে; সেই স্থূলদেহের জ্ঞান মনদ্বারা সম্ভব হয় না। এই প্রকারে দেখা যায় যে দশমের জ্ঞান শব্দপ্রমাণজনিত; নেত্র ও মন সেই শব্দপ্রমাণের সহকারী। 'তুমিই দশম' এই বাক্য হইতে যে প্রকারে কাহারও আপনাতে দশমত্বের সাক্ষাৎকার হয় তাহার ন্যায়; ইহাই অর্থ। ৫৮।

বিচারসহিত বাক্য হইতে যে প্রকারে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত-সহিত বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) বিচারসহিত মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত।

দশমঃ ক ইতি প্রশ্নে ত্বমেবেতি নিরাকৃতে।
গণয়িত্বা স্বেন সহ স্বমেব দশমং স্মরেৎ ॥ ৫৯

অন্বয়—দশমঃ কঃ? ইতি প্রশ্নে ত্বম্ এব ইতি নিরাকৃতে, স্বেন সহ গণয়িত্বা স্বম এব দশমম্ স্মরেৎ।

অনুবাদ—'দশম পুরুষ কে?' এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তদুত্তরে 'তুমিই সেই দশম পুরুষ' এইরূপ উত্তর দিলে, পরে আপনাকে ধরিয়া অপর নয়জনকে গণিলে আপনাকেই দশম বলিয়া বুঝিতে পারে।

টীকা—আপনি যে বলিলেন 'দশম পুরুষ আছে, (মরে নাই)', তবে বলুন কে সেই দশম পুরুষ?—আপ্ত পুরুষকে এইরূপ দশমপুরুষবিষয়ক প্রশ্ন করিলে, 'তুমিই সেই দশম পুরুষ' এইরূপে আপ্তপুরুষ উত্তর দিলে, সে আপনার সহিত অন্য নয়জনকে গণনা করিয়া 'আমিই সেই দশম পুরুষ', এইরূপে আপনাকেই দশম বলিয়া স্মরণ করে—ইহাই তাৎপর্য্য। ৫৯

'আমিই হইতেছি সেই দশম'—ইহার এই জ্ঞান, বিচারসহিত বাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে 'বিপরীত' ভাবনা ইত্যাদি বলা যায় না, ইহাই বলিতেছেন:—

দশমোঽস্মীতি বাক্যোত্থা ন ধীরস্য বিহন্যতে।
আদিমধ্যাবসানেষু ন নবত্বস্য সংশয়ঃ ॥ ৬০

অন্বয়—'দশমঃ অস্মি' ইতি বাক্যোত্থা অস্য ধীঃ ন বিহন্যতে, আদিমধ্যাবসানেষু নবত্বস্য সংশয়ঃ ন।

অনুবাদ—'আমিই দশম' এই বাক্য হইতে উৎপন্ন যে দশমের জ্ঞান, তাহা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, আর (পূর্ব্বে দশম যেরূপ নয়টির গণনার অবসানে আপনাকে গণিতে ভুলিয়াছিল) এখন তাহাকে নয়জনের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে রাখিয়া গণনা করিতে বলিলে, আপনাকে নয়টির অন্তর্গত বলিয়া, অথবা আমি দশম কি না এইরূপ, সংশয় হয় না।

টীকা—এই দশম পুরুষের 'তুমিই হইতেছ দশম' এই বাক্য হইতে বিচারসাহায্যে অর্থাৎ পরিগণনাদিরূপ বিচার করিবার পর উৎপন্ন যে 'আমিই হইতেছি দশম' এইরূপ জ্ঞান তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না অর্থাৎ অন্য কোনও জ্ঞানদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। আর গণনারূপ ক্রিয়ায় সেই দশম পুরুষকে নয়টি পুরুষের আদিতে, মধ্যে অথবা অন্তে রাখিয়া তাহার দ্বারা গণনা করাইলে, 'আমি দশম কি না' এইরূপ সংশয় হয় না। এইহেতু সেই বিচারসহিত বাক্য হইতে উৎপন্ন 'আমি হইতেছি দশম' এইরূপ বুদ্ধি দৃঢ় অপরোক্ষরূপ, ইহাই অর্থ। ৬০

এই দৃষ্টান্তে বর্ণিত সকল বিচার দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন:—

(গ) উক্ত দশমের দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

সদেবেত্যাদিবাক্যেন ব্রহ্ম সত্ত্বং পরোক্ষতঃ।
গৃহীত্বা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাদ্ব্যক্তিং সমুল্লিখেৎ॥ ৬১

অন্বয়—সৎ এব ইত্যাদিবাক্যেন পরোক্ষতঃ ব্রহ্ম সত্ত্বম্ গৃহীত্বা "তত্ত্বমস্যা"দিবাক্যাৎ ব্যক্তিম্ সমুল্লিখেৎ।

অনুবাদ—'সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ'—'হে সৌম্য অগ্রে সৎই ছিল', ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পরোক্ষভাবে ব্রহ্মের অস্তিত্বের ধারণা করিয়া 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা 'ব্যক্তির'—অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের—'উল্লেখ' অর্থাৎ অপরোক্ষতা সাধন করিতে হয়।

টীকা—'হে সোম্য অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল'—ইত্যাদি অবান্তর বাক্য হইতে ব্রহ্মের সদ্ভাব বা অস্তিত্ব প্রথমে নিশ্চয় করিয়া, সেই ব্রহ্মের জীবরূপে দেহমধ্যে প্রবেশাদি যুক্তির পর্য্যালোচনা করিয়া, সেই ব্রহ্ম নিজের অন্তরাত্মস্বরূপ, এইরূপ সম্ভাবনা বা ধারণা করিয়া, 'তত্ত্বমসি' (তাহাই হইতেছ তুমি) ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আত্মার 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে মুমুক্ষু সাক্ষাৎকার করেন। ৬১

আদিমধ্যাবসানেষু স্বস্য ব্রহ্মত্বধীরিয়ম্।
নৈব ব্যভিচরেত্তস্মাদাপরোক্ষ্যং প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৬২

অন্বয়—ইয়ম্ স্বস্য ব্রহ্মত্বধীঃ আদিমধ্যাবসানেষু ন এব ব্যভিচরেৎ। তস্মাৎ আপরোক্ষ্যম্ প্রতিষ্ঠিতম্।

অনুবাদ—আপনার ব্রহ্মরূপতাবিষয়িণী এই বুদ্ধি আদিতে, মধ্যে ও অন্তে কখনও ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না; সেইহেতু এই বুদ্ধির অপরোক্ষজ্ঞানরূপতা সম্যক্ স্থিত বা দৃঢ়।

টীকা—যেহেতু, পঞ্চকোশের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে আত্মার ব্যবহার হইলেও, আত্মার এই ব্রহ্মরূপতা বুদ্ধি, বিপরীত হইয়া যায় না, এই বুদ্ধির অপরোক্ষজ্ঞানরূপতা সম্যক্ প্রকারে অবস্থিত বা দৃঢ়। ইহাই অর্থ। ৬২

ভাল, এই যে প্রথমতঃ কেবলবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরে বিচারসহিত বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তত্ত্ব কোথা হইতে জানা গেল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা জানা যায়:—

(ঘ) কেবলবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান এবং বিচার সহিত বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান। প্রমাণ—তৈত্তিরীয় শ্রুতি।

জন্মাদিকারণত্বাখ্যলক্ষণেন ভৃগুঃ পুরা।
পারোক্ষ্যেণ গৃহীত্বাথ বিচারাদ্ব্যক্তিমৈক্ষত॥ ৬৩

অন্বয়—ভৃগুঃ পুরা জন্মাদিকারণত্বাখ্যলক্ষণেন পারোক্ষ্যেণ গৃহীত্বা অথ বিচারাৎ ব্যক্তিম্ ঐক্ষ্যত।

অনুবাদ—ভৃগু জগতের জন্মাদির কারণতারূপ লক্ষণদ্বারা প্রথমতঃ পরোক্ষভাবে ব্রহ্মকে জানিয়া পরে বিচারদ্বারা ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন অর্থাৎ অন্তরাত্মার ব্রহ্মত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

টীকা—"ভৃগুঃ"—বরুণনামক ঋষির পুত্র ভৃগু নামে এক ঋষি। [যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্মেতি'—তৈত্তিরীয় উ, ৩।১।১]—যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবনধারণ করে এবং মরিয়া যাঁহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম ; তাঁহাকে তুমি বিশেষ করিয়া জান—এই বাক্য হইতে তিনি জগতের জন্মাদিকারণরূপ লক্ষণদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্মকে প্রথমে পরোক্ষভাবে জানিয়া পরে অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা "ব্যক্তিম্ ঐক্ষত"—প্রত্যগাত্মরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিলেন অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে জানিলেন ; ইহাই অর্থ। ৬৩

ভাল, শ্রুতির এই প্রকরণে, 'তুমিই ব্রহ্ম' এই প্রকারের কোনও উপদেশ-বাক্য না থাকায়, ভৃগু ঋষির আত্মসাক্ষাৎকার কি প্রকারে হইল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সেই প্রকারের কোনও উপদেশ-বাক্য না থাকিলেও, সেই উপদেশ ভৃগুকে আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু বিচারযোগ্য (পঞ্চকোশরূপ) স্থল প্রদর্শন করায় ভৃগুর আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল :—

যদ্যপি ত্বমসীত্যত্র বাক্যং নোচে ভৃগোঃ পিতা।
তথাপ্যন্নং প্রাণমিতি বিচার্য্যস্থলমুক্তবান্ ॥ ৬৪

অন্বয়—যদ্যপি অত্র ভৃগোঃ পিতা 'ত্বম্ অসি' ইতি বাক্যম্ ন উচে, তথাপি অন্নম্ প্রাণম্ ইতি বিচার্য্যস্থলম্ উক্তবান্।

অনুবাদ ও টীকা—যদ্যপি এই প্রকরণে ভৃগুর পিতা 'তুমি হইতেছ ব্রহ্ম' এইরূপ কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, তথাপি অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, ইত্যাদি পঞ্চকোশরূপ বিচার করিবার স্থলের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ৬৪

ভাল, অন্নময়াদিকোশের বিচারদ্বারা প্রত্যগাত্মার অর্থাৎ কূটস্থেরই সাক্ষাৎকার লাভ হয়, মানিলাম, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইল কি প্রকারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম বলিয়া পঞ্চকোশ বিচারদ্বারা আনন্দরূপ আত্মার স্বরূপ অপরোক্ষ করিয়া, ভৃগু প্রত্যগাত্মায় বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মলক্ষণ প্রয়োগ করিয়া অনুভব করিলেন—[আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দম্ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬।১]—আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে এবং মরিয়া আনন্দেই প্রবেশ করে :—

অন্নপ্রাণাদিকোশেষু সুবিচার্য্য পুনঃপুনঃ।
আনন্দব্যক্তিমীক্ষিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্মাপ্যযূযুজৎ ॥ ৬৫

অন্বয়—অন্নপ্রাণাদিকোশেষু পুনঃ পুনঃ সুবিচার্য্য আনন্দব্যক্তিম্ ঈক্ষিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্ম অপি অযূযুজৎ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্ন, প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চকোশের বারম্বার বিচারদ্বারা আনন্দরূপ আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতে ব্রহ্মের লক্ষণও প্রয়োগ করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। (লক্ষ্মন্-ক্লীং-লক্ষণম্) ৬৫

ভাল, ব্রহ্মের আনন্দাত্মরূপ লক্ষণের ত' প্রত্যগাত্মায় যোজনা করা যায় না; কেননা, ব্রহ্ম তটস্থ অর্থাৎ পঞ্চকোশের বাহিরে অবস্থিত এবং প্রত্যগাত্মরূপ সাক্ষী হইতে ভিন্ন; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—ব্রহ্ম এবং প্রত্যগাত্মরূপ সাক্ষীর ভেদ সিদ্ধ হয় না, "সত্য-জ্ঞান-অনন্ত"রূপ লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত—একথা শ্রুতিমুখে শুনা যায় :—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং চেত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণম্।
উক্ত্বা গুহাহিতত্বেন কোশেষ্বেতৎ প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৬

অন্বয়—'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্' চ ইতি এবম্ ব্রহ্মস্বলক্ষণম্ উক্ত্বা কোশেষু গুহাহিতত্বেন এতৎ প্রদর্শিতম্।

অনুবাদ—"সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম" এই প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিয়া, শ্রুতি 'পঞ্চকোশমধ্যে বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত'—এইরূপে ব্রহ্মের অন্তরাত্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

টীকা—(তৈত্তিরীয় ২।১।১ মন্ত্রে) সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম—এইরূপে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিয়া, ["যো বেদ নিহিতম্ গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্"]—'পরম ব্যোমে অর্থাৎ অব্যাকৃত আকাশে বিদ্যমান, পঞ্চকোশরূপ গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে যিনি জানেন'—এই বাক্যদ্বারা 'পঞ্চকোশরূপ গুহার ভিতরে অবস্থিত'—এইরূপে সেই ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপতা, তৈত্তিরীয়শ্রুতি ব্রহ্মস্বরূপবর্ণনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন; ইহাই অর্থ। অসাধারণ অর্থাৎ একবর্ত্তী ধর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্যকে 'লক্ষণ' বলে অথবা অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি, অসম্ভব এই দোষত্রয়শূন্য ধর্ম্মের প্রতিপাদক বাক্যকে 'লক্ষণ' বলে, যেমন সাস্নাদিমত্ত্ব গোত্বের লক্ষণ। লক্ষণ দুই প্রকার, যথা—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ। যে ধর্ম্ম, স্বরূপের অন্তর্গত থাকিয়া অর্থাৎ যতকাল তাহা থাকে ততকাল তাহার স্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া অন্য হইতে তাহার ব্যাবর্ত্তক বা ভিন্নতার জ্ঞাপক হয়, তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বলে। 'স্বরূপান্তর্গতত্বেঽপি ব্যাবর্ত্তকত্বম্'; যেমন 'আকাশ বিল বা ছিদ্র'; যেমন বেদান্তমতে "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম।" উক্ত স্থলে সাস্নাদিমত্ত্ব (গলকম্বলাদিযুক্ততা) গোত্বের স্বরূপবোধক বলিয়া এবং সর্ব্বকাল ধরিয়া গোতে বর্ত্তমান থাকিয়া, অশ্বত্বাদি হইতে গোত্বের ব্যাবর্ত্তক হয় বলিয়া, 'সাস্নাদিমত্ত্ব' গোত্বের স্বরূপলক্ষণ।

সেইরূপ শ্রুত্যুক্ত সত্যজ্ঞানানন্দরূপত্ব ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া এবং সর্ব্বকালে জ্ঞানাজ্ঞানদশায় ব্রহ্মে বিদ্যমান বলিয়া অসজ্জড়দুঃখরূপ প্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্তক হইতেছে। এইহেতু তাহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। "যাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থায়িত্বে সতি যদ্ব্যাবর্ত্তকং তৎ তটস্থম্"—যাহা লক্ষ্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্যে বিদ্যমান থাকে না অথচ লক্ষ্যের ব্যাবর্ত্তক হয়, তাহা তটস্থ লক্ষণ, যেমন গন্ধবতী পৃথিবী ; গন্ধবত্তা মহাপ্রলয়ে পরমাণুতে এবং উৎপত্তিকালে ঘটাদিতে থাকে না বলিয়া তটস্থ লক্ষণ ; কিম্বা "জগজ্জন্মাদিকারণত্বম্ ব্রহ্মত্বম্"—জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণতা এবং তদুপলক্ষিত ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা কেবল অজ্ঞানদশায় থাকিয়া ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্তক হয় বলিয়া তটস্থ লক্ষণ। যে বাটীর উপর কাক বসিয়া রহিয়াছে ঐটি রামের বাটী—তটস্থ লক্ষণের দৃষ্টান্ত। 'শাদা রঙের উত্তরদ্বারী বাটী রামের বাটী',—স্বরূপলক্ষণ। ৬৬

অতীত ৬২-৬৬ পর্য্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে (যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত) তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের বিচার করিয়া দেখাইলেন যে ভৃগুর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবার পর বিচার হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে ছান্দোগ্যশ্রুতির বিচারদ্বারাও সেই কথার সমর্থন করিতেছেন অর্থাৎ দেখাইতেছেন যে পরোক্ষজ্ঞান হইতে বিচারদ্বারা সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় :—

৬। ৫৮ শ্লোকোক্ত অবান্তর বাক্য ও মহাবাক্যের ফলসম্বন্ধে ছান্দোগ্যশ্রুতি প্রমাণ।

পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্যেন্দ্রো য আত্মেত্যাদিলক্ষণাৎ।
অপরোক্ষীকর্ত্তুমিচ্ছংশ্চতুর্বারং গুরুং যযৌ॥ ৬৭

অন্বয়—ইন্দ্রঃ 'যঃ আত্মা (অপহতপাপ্মা)' ইত্যাদিলক্ষণাৎ পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্য অপরোক্ষীকর্ত্তুম্ ইচ্ছন্ চতুর্ব্বারম্ গুরুম্ যযৌ।

অনুবাদ—"যিনি আত্মা অপহতপাপ্মা" ইত্যাদিলক্ষণ শুনিয়া ইন্দ্র পরোক্ষভাবে পরব্রহ্ম অবগত হইয়া তাঁহাকে অপরোক্ষ করিবার ইচ্ছায় উপর্য্যুপরি চারিবার গুরুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। (ছান্দোগ্য উ, ৮।৭।১—৮।৭।৩ দ্রষ্টব্য)

টীকা—[য আত্মা অপহতপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ছান্দোগ্য ৮।৭।১] -'যে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ অর্থাৎ কর্ম্মের এবং কর্ম্মাশ্রয় স্থূলসূক্ষ্মশরীরের সংসর্গশূন্য, জরারহিত, মৃত্যুশূন্য, শোকদুঃখবিবর্জ্জিত, ভোজনেচ্ছারহিত, পিপাসাবর্জ্জিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে, জিজ্ঞাসা করিবে অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিবে'—এই বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত লক্ষণের সাহায্যে ইন্দ্র আত্মাকে পরোক্ষরূপে অবগত হইয়া বিচারদ্বারা তিনটি শরীরকে নিরাকরণ বা পৃথক্ করিয়া সেই আত্মার সাক্ষাৎকার করিবার জন্য, "গুরুম্"—(উপদেষ্টা) ব্রহ্মার নিকট, "চতুর্ব্বারম্ যযৌ"—চারিবার 'উপসদন' করিয়াছিলেন। বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া অর্থাৎ হাতে উপহার লইয়া গুরুচরণগ্রহণপূর্ব্বক "হে ভগবন্, আমাকে উপদেশ করুন" ইত্যাদি মন্ত্রের উচ্চারণপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাকে "উপসদন" বলে। ইন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। ইহা সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে (৮।৭।২) বর্ণিত আছে। ৬৭

এক্ষণে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় শ্রুতির সাহায্যে, 'পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবার পর বিচার-দ্বারা সাক্ষাৎকারের উৎপত্তি হয়' এই কথার সমর্থন করিতেছেন :—

(চ) ৫৮ শ্লোকোক্ত বিষয়ে ঐতরেয় শ্রুতির প্রমাণ।

আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ পরোক্ষং ব্রহ্ম লক্ষিতম্।
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং প্রজ্ঞানং ব্রহ্মদর্শিতম্ ॥৬৮

অন্বয়—(ঐতরেয়োপনিষদি ১।১।১) 'আত্মা বা ইদম্' ইত্যাদৌ পরোক্ষম্ ব্রহ্ম লক্ষিতম্; অধ্যারোপাপবাদাভ্যাম্ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম দর্শিতম্।

অনুবাদ—"সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল" ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্ম পরোক্ষভাবেই লক্ষিত হইয়াছেন, পরে অধ্যারোপ ও অপবাদনামক প্রক্রিয়ার দ্বারা (বস্তুতে অবস্তুর আরোপ এবং মিথ্যাভূত পদার্থের নিবারণার্থ অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে তাহার অভাবনিশ্চয়দ্বারা) প্রত্যগাত্মাকেই ব্রহ্মরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে।

টীকা—[আত্মা বৈ ইদম্ এক এব অগ্রে আসীৎ ন অন্যৎ কিঞ্চন মিষৎ (ব্যাপারবৎ)—ঐতরেয় উ, ১।১।১]—'সৃষ্টির পূর্ব্বে এই নামরূপদ্বারা অভিব্যক্ত জগৎ, সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য ব্যাপক ব্রহ্মই ছিল, সজাতীয় বা বিজাতীয় অন্য কোনও সক্রিয় বস্তু ছিল না'—এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়া, [সঃ ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজৈ—ঐতরেয় উ, ১।১।১]—তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন—'আমি অন্তঃ প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব'—এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া—[তস্য ত্রয়ঃ আবসথাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ অয়ম্ আবসথঃ অয়ম্ আবসথঃ অয়ম্ আবসথঃ—ঐতরেয় উ, ১।৩।১২]—জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটি—(১) জাগরণকালে দক্ষিণ চক্ষু, (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ মন, (৩) সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ ; অথবা পিতৃশরীর, মাতৃশরীর ও স্বীয় দেহ—এই তিনটি। এই তিন অবস্থা অবিদ্যাজনিত এবং সেইহেতু মিথ্যা বলিয়া স্বপ্ন ; এই স্বপ্ন তিন প্রকার—(১) জাগরণ, (২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি। 'এই আবসথ', 'এই আবসথ' 'এই আবসথ' বলিয়া উক্ত তিন অবস্থাকেই পুনর্ব্বার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে :—এই বাক্যদ্বারা পরমাত্মায় জগতের অধ্যারোপপ্রকার বর্ণন করিয়া [সঃ জাতো ভূতানি অভিব্যৈখ্যৎ—কিম্ ইহ অন্যম্ বাবদিষৎ—ঐতরেয় উ, ১।৩।১৩]—সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতকে ও প্রাণিদেহকে স্ব-স্বরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন, তিনি এই শরীরে অন্য কাহারই বা কথা বলিবেন ?—এই বাক্যদ্বারা সেই আরোপিত জগতের অপবাদ বর্ণন করিয়া—[সঃ এতম্ এব পুরুষম্ ব্রহ্ম ততম্ অপশ্যৎ ইদম্ অদর্শম্ ইতি ৩—ঐতরেয় উ, ১।৩।১৩*]—তিনি (জীবরূপে অবস্থান করিতে করিতে) সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের

* ঐতরেয়োপনিষদের ১।৩।১৩ মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যের অনুবাদ :—সেই পরমেশ্বর জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবাত্মরূপে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতসমূহকে ব্যাকৃত করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভূতবর্গে তাদাত্ম্যাভিনিবেশ করিয়াছিলেন। কোনও সময়ে পরমদয়ালু আচার্য্যকর্তৃক—যাঁহার শব্দে আত্মজ্ঞান জাগরিত হয়,—সেই বেদান্তবাক্যরূপ মহাভেরী কর্ণমূলে তাড়ামান হইতে থাকিলে, সেই জীব সৃষ্টিপ্রভৃতির কর্ত্তৃরূপে বর্ণিত এই

কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন—আমি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মভাব দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন—এই বাক্যদ্বারা প্রত্যগাত্মারই ব্রহ্মভাব কথিত হইয়াছে। আবার [পুরুষে বা অয়ম্ আদিতঃ গর্ভো ভবতি যদ্ এতদ্ রেতঃ—ঐতরেয় উ, ২।১]—অবিদ্যাকাম কর্ম্মাভিমানযুক্ত সংসারী পুরুষ কর্ম্মক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ পুরুষশরীরে গর্ভরূপী হয়—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জ্ঞানসাধন বৈরাগ্যের উৎপত্তির নিমিত্ত গর্ভবাসাদি দুঃখ প্রদর্শন করিলেন ; তদনন্তর [কোঽয়মাত্মেতি বয়ম্ উপাস্মহে—ঐতরেয় উ, ৩।১।১]—আত্মোপাসনাতৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচারপূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন – আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ কি ? এবং শ্রুতিকথিত দুইটি আত্মার মধ্যে সেই আত্মা কোন্‌টি ?—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিচার পূর্ব্বক 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থের শোধনপূর্ব্বক, [প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম—ঐতরেয় উ, ৩।১।৩]—প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, এইরূপে প্রজ্ঞানরূপ আত্মার ব্রহ্মরূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য স্বামী অপবাদ প্রক্রিয়া "অনুভূতি প্রকাশে" 'ঐতরেয়োপনিষদ্বিবরণ' নামক প্রথম প্রবন্ধে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ঃ—স সংসারীশ্বরো জাত ঈশ্বরানুগ্রহাৎ পুনঃ। পৃথিব্যাদীনি ভূতানি যথাশাস্ত্রং ব্যচারয়ৎ ॥ ১৯ ॥ সেই ঈশ্বর দেহপ্রবেশহেতু জাগ্রদাদি অবস্থাক্রান্ত হইয়া সংসারী (জীব) হইলেন ; আবার (কোনও সময়ে) ঈশ্বরানুগ্রহবশতঃ গুরুশাস্ত্রপ্রসাদে ক্ষিতি প্রভৃতি (ভূতগণ) লইয়া (তন্নির্ম্মিত দেহত্রয়ের) যথাশাস্ত্র বিচার করিয়া তাহাদের স্বরূপ অবগত হইলেন ॥ পরমাত্মন উৎপন্নং জগদাত্মৈব নেতরৎ। মৃদো জাতো ঘটো যদ্বন্মৃদেবেব তথেক্ষ্যতাম্ ॥ ২০ ॥ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জগৎ আত্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে ; যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট বস্তুতঃ মৃত্তিকাই, অন্য কিছু নহে ; ইহাও সেইরূপে বুঝিয়া লও ঃ—অর্থাৎ জগৎ আত্মমাত্র—(প্রতিজ্ঞা) ; কেননা, আত্মা হইতে উৎপন্ন (হেতু); যাহা যদুৎপন্ন তাহা তন্মাত্র; যেমন মৃদুৎপন্ন ঘট মৃন্মাত্র, ইহাও সেইরূপ ॥ ঘটঃ শরাব ইত্যাদি বিকারাণাং মৃদঃ পৃথক্। তত্ত্বং নাস্তি প্রতীতে তু নামরূপে প্রকল্পিতে ॥ ২১ ॥ ঘট, শরাব ইত্যাদি মৃত্তিকার বিকারসমূহের, মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ স্বরূপ নাই। তাহাদের ঘট, শরাব ইত্যাদি নাম এবং কম্বুগ্রীবাদি আকার কাল্পনিকমাত্র ॥ প্রতিবিম্বভ্রমোনীরাদ্যুপাধিবশতো যথা। সন্নিবেশোপাধিতোঽয়ং তথা কুম্ভাদিবিভ্রমঃ ॥ ২২ ॥ যেমন জলাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখাদি মুখাদির ভ্রমমাত্র, জলাদিরূপ উপাধিই সেই সেই ভ্রমের কারণ ; সেইরূপ অবয়বসংযোগবিশেষরূপ উপাধিই কুম্ভাদিভ্রমের কারণ।

(শঙ্কা) ভাল, যেস্থলে শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, সেই স্থলে, সেই শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া জানিলেই যেমন রজতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ কুম্ভকে মৃত্তিকা বলিয়া জানিলেই কেন কুম্ভ-

---

পুরুষকে অর্থাৎ হৃদয়পুরে অবস্থিত আত্মাকে, 'ততম্' (ততত্বম্) সর্ব্বব্যাপী পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। 'ততমম্' শব্দে একটি 'ত'র লোপ হইয়াছে ; বস্তুতঃ "ততত্মম" বুঝিতে হইবে। তিনি কি প্রকারে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন ? এই ব্রহ্মই আমার আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এইভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। (এইরূপ প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন)। জ্ঞানবিষয়ে বিচারপ্রকাশনার্থ 'ইতী' শব্দে প্লুতি (প্লুতস্বর) ব্যবহৃত হইয়াছে '৩' সংখ্যা তাহারই জ্ঞাপক। প্লুতস্বরের অভিপ্রায় এই যে 'আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইল কি না ?' এইরূপ বিচারান্তে জ্ঞানের সত্যতা অবধারণ করতঃ আপনার কৃতার্থতা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে।

জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেনঃ—ভ্রান্তিঃ সোপাধিকোপাধিনিবৃত্ত্যৈব নিবর্ত্ততে। ন বোধাৎ তেন ভাসন্তে জানতোঽপি ঘটাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥ যেস্থলে ভ্রমটি উপাধিজনিত, সেইস্থলে, উপাধির নিবৃত্তিতেই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। মৃত্তিকাদির জ্ঞানদ্বারা ঘটাদি ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। সেইহেতু মৃত্তিকাদির জ্ঞান থাকিলেও ঘটাদিরূপ ভ্রম থাকিয়া যায়। সেই উপাধির অর্থাৎ ঘটাদিরূপ আকারবিশেষের নিবৃত্তি হইলেই ঘটাদি ভ্রমের নিবৃত্তি হয়।

ভাল, তার্কিক (বৈশেষিক-) গণ যে বলিয়া থাকেন—পৃথগ্‌দ্রব্যস্বরূপঃ সন্ সমবেতো ঘটো মৃদি। ইত্যাহুস্তার্কিকাস্তত্তু ন, দ্বৈগুণ্যপ্রসঙ্গতঃ ॥ ২৪ ॥ ঘট একটি পৃথগ্‌দ্রব্যস্বরূপ ; ঘট একটি পৃথগ্‌দ্রব্যস্বরূপেই মৃত্তিকায় সমবেত থাকে ; তাহার উত্তর কি ? তাহার উত্তর ঃ—তাহা ঠিক নহে, তাহা হইলে গুণসমূহের দ্বিগুণতার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে॥ মৃদ্ভারাদ্ ঘটভারাচ্চ গুরুত্বং দ্বিগুণং ভবেৎ। তথালঙ্কারকর্ত্তা স্যাৎ কৃতী হেমাদিবৃদ্ধিতঃ ॥ ২৫ ॥ গুরুত্বরূপ গুণ যেমন মৃত্তিকায় থাকে, সেইরূপ ঘটেও থাকে। এইহেতু গুরুত্ব দ্বিগুণ হওয়া উচিত, (কিন্তু তাহা ত' হয় না।) তাহা হইলে সুবর্ণাদির দ্বারা অলঙ্কারের নির্ম্মাতা সুবর্ণাদির বৃদ্ধি করিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেন॥ ন সন্নিবেশমাত্রেণ পৃথগ্‌দ্রব্যত্বসম্ভবঃ। শয়নোত্থানগমনৈর্ন পুত্রে বহুপুত্রতা ॥ ২৬ ॥ কেবল আকারবিশেষরূপ উপাধির সংযোগ মাত্রেই পৃথগ্‌দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কেননা, তোমার পুত্র শয়ন করিলে, উত্থান করিলে, গমন করিলে সেই সেই সন্নিবেশবশতঃ তোমার একটি মাত্র পুত্র ত' অনেকগুলি পুত্র হইয়া যায় না।

তস্মাৎ কার্য্যং ন বস্তু স্যাৎ কারণব্যতিরেকতঃ। কিন্তু কারণ এবৈতদনৃতং ভাসতে মৃষা ॥ ২৭ ॥ সেইহেতু কাবণকে ছাড়িয়া কার্য্য একটি পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না, কিন্তু কার্য্য অসত্য, কারণে মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। যদি বল, ঘটের জলধারণসামর্থ্য আছে, মৃৎপিণ্ডের তাহা নাই, তাহা হইলে বলি ঃ—অর্থক্রিয়াঽনৃতেঽপ্যস্তি স্থাণৌ চোরভয়েক্ষণাৎ। ততোঽনৃতা ঘটাদ্যাঃ স্যুর্ভান্তু কুর্ব্বন্তু বা ক্রিয়াম্ ॥ ২৮ ॥ মিথ্যা বস্তুতেও কার্য্যসাধনশক্তি আছে, যেমন দেখিতে পাওয়া যায় কাঠের গুঁড়ি অন্ধকারে চৌরকে (প্রহরীর) ভয় প্রদান করে। সেইহেতু ঘটাদি কার্য্যরূপে প্রকাশিত হউক বা জলাদিধারণরূপ উদ্দেশ্য সাধন করুক, তাহারা মিথ্যা॥ সন্নিবেশোপাধিহানে গচ্ছত্যেব ঘটাদিধীঃ। বিবেকিনাং তু বস্তুত্বং ঘটাদীনাং নিবর্ত্ততে ॥ ২৯ ॥ অবয়ব সংযোগবিশেষরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলে বিচারবিহীন ব্যক্তিরও ঘটাদিবুদ্ধি তিরোহিত হয়॥ বিচারশীল ব্যক্তির কিন্তু সেই উপাধি থাকিতেও ঘটাদিতে বস্তুত্ববুদ্ধি নিবৃত্ত হয়। ঘটঃ শরাব ইত্যেবং বাচৈবারভ্যতে বৃথা। মৃত্তিকেত্যেবং সত্যং স্যান্ন তু সত্যং ঘটাদিকম্॥ ৩০ ॥ ঘট, শরাব ইত্যাদিরূপ কার্য্য কেবল সেই সেই শব্দদ্বারা মিথ্যা উৎপন্ন হয়। সেই সেই কার্য্য মধ্যে কেবল মৃত্তিকাই সত্য কিন্তু ঘটাদি সত্য নহে॥ এবমাত্মন উৎপন্নং পৃথিব্যাদ্যপি নাত্মনঃ। পৃথগ্‌বস্ত্বস্তি কিন্ত্বাত্মন্যারোপাৎ প্রতিভাসতে॥ ৩১ ॥ এইরূপে আত্মা হইতে উৎপন্ন পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যও আত্মা হইতে পৃথগ্‌বস্তু নহে, কিন্তু আত্মায় পরিকল্পিত হওয়ায়, প্রতিভাত হয়॥ সদ্বস্তু হ্যাত্মনস্তত্ত্বং তস্মিন্ ভূম্যাদিকল্পনাৎ। পৃথিব্যাদীনি সন্তীতি ভাসতে তত্ত্বদির্শিভিঃ ॥ ৩২ ॥ যেহেতু আত্মস্বরূপই, ঘটাদি মিথ্যা কার্য্যের মধ্যে সত্য বস্তু, সেইহেতু সেই আত্মস্বরূপে,

ক্ষিতি প্রভৃতি পরিকল্পিত হওয়াতে, ক্ষিত্যাদির গ্রাহক সেই সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা এইরূপ প্রতীতি জন্মে, যে পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্য বস্তুতঃই রহিয়াছে ॥ ইন্দ্রিয়োপাধিকা ভ্রান্তিরক্ষবোধান্ন ভাসতে। ইত্যেতদ্বিশদীকর্ত্তুং যোগো বেদেষু বর্ণ্যতে ॥ ৩৩ ॥ ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিবশতঃই ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়নিরোধ করিলে সেই ভ্রান্তি আর প্রতীত হয় না। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বেদসমূহে যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ সদাত্মনঃ পৃথগ্ভূতমসদ্ ভূম্যাদি তেন তৎ। ভাত্বক্ষৈঃ কার্য্যকৃদ্বস্তু মিথ্যৈব স্যাদ্ ঘটাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥ কালত্রয়দ্বারা অবাধিত আত্মস্বরূপ হইতে পৃথগ্ভূত পৃথিব্যাদি জগৎ অসৎ। সেইহেতু তাহা ইন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিবশতঃ প্রকাশিত হয়, হউক না কেন। কোনও বস্তু অর্থসাধক হইলেও তাহা ঘটাদির ন্যায় মিথ্যা ॥ ঈদৃগ্বিবেকদৃষ্ট্যেদং জগদাত্মৈব নেতরৎ। এবং সত্যাত্মনোঽন্যৎ কিং বস্তুতোঽস্তীতি শঙ্ক্যতে ॥ ৩৫ ॥ এইরূপ বিচারদৃষ্টি লইয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায় যে এই জগৎ আত্মাই; তদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এইরূপ সত্যস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন, অন্য কিছু বস্তুতঃ আছে, কেন এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ ?। অদ্বয়ানন্দরূপাত্মা সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমভূদ্ যথা। তথৈবাত্রাপি সম্পন্নো বুদ্ধ্যা সম্যগ বিবেচিতঃ ॥ ৩৬॥ সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন অদ্বয় আনন্দস্বরূপ আত্মাই ছিলেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক সম্যক্ বিচার করিলে, এই সৃষ্টিদশাতেও সেই অদ্বয় আনন্দস্বরূপ আত্মাই রহিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধ হয় ॥ ইত্থং সর্ব্বাত্মকং ব্রহ্ম বিবিচ্য পুনরপ্যসৌ। এতমেব স্বমাত্মানং ব্রহ্মত্বেন ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩৭ ॥ এই প্রকারে ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সকল বস্তুরই স্বরূপ, এইরূপ নির্ণয় করিয়া সেই জীব নিজের আত্মাকেও ব্রহ্মরূপে দেখিলেন অর্থাৎ ব্রহ্ম এই আত্মারও স্বরূপ, এইরূপ ধারণা করিলেন। ৩৮ ॥ ৬৮

এই প্রকারে, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও ঐতরেয় এই তিন উপনিষদে বর্ণিত প্রণালী অন্য শ্রুতিতে অতিদেশ করিতেছেন :—

(ছ) অতীত এগারটি শ্লোকোক্ত প্রণালীর অতিদেশ সকল শ্রুতিতে।

অবান্তরেণ বাক্যেন পরোক্ষা ব্রহ্মধীর্ভবেৎ।
সর্ব্বত্রৈব মহাবাক্যবিচারাদপরোক্ষধীঃ ॥ ৬৯

অন্বয়—সর্ব্বত্র এব অবান্তরেণ বাক্যেন পরোক্ষা ব্রহ্মধীঃ ভবেৎ। মহাবাক্যবিচারাৎ অপরোক্ষধীঃ।

অনুবাদ—অপরাপর সকল শ্রুতির বিচারেই, অবান্তর বাক্যদ্বারা পরোক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান হয় এবং মহাবাক্যের বিচারদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হয়।

টীকা—এস্থলে 'সর্ব্বত্র' শব্দে 'সকল শ্রুতিবিষয়েই' এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। অপরোক্ষ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিচার (ঙ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ৬৯

ভাল, মহাবাক্যের বিচার হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, এই যাহা বলিলেন, তাহা ত' আপনার স্বকপোলকল্পিত,—করতলে কপোল বিন্যাসপূর্ব্বক বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র; তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ প্রতিপাদিত বা নিজ বিচারসিদ্ধ বলিয়া "হৃদয়েন অভ্যনুজ্ঞাত" নহে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকর্ত্তৃক "বাক্যবৃত্তি" গ্রন্থে ৩৭ হইতে ৪২ শ্লোকে

এই কথা প্রতিপাদিত হওয়াতে, মহাবাক্যবিচার হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা আমার কপোলকল্পিত নহে :—

(ঝ) মহাবাক্যবিচার অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক : "বাক্যবৃত্তি"স্থিত আচার্য্য-বাক্য প্রমাণ।

ব্রহ্মাপরোক্ষসিদ্ধ্যর্থং মহাবাক্যমিতীরিতম্।
বাক্যবৃত্তাবতো ব্রহ্মাপরোক্ষে বিমতির্ন হি ॥ ৭০

অন্বয়—বাক্যবৃত্তৌ 'ব্রহ্মাপরোক্ষসিদ্ধ্যর্থম্ মহাবাক্যম্' ইতি ঈরিতম্ ; অতঃ ব্রহ্মাপরোক্ষে বিমতিঃ ন হি।

অনুবাদ—যেহেতু 'বাক্যবৃত্তি'গ্রন্থে, 'ব্রহ্মের অপরোক্ষতাসিদ্ধির জন্যই মহাবাক্য'—এইরূপ কথিত হইয়াছে, এইহেতু মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে কোনও বিবাদ নাই বা থাকিতে পারে না।

টীকা—"অতঃ"—এইহেতু, মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি বা বিবাদ নাই, ইহাই অর্থ। 'বাক্যবৃত্তি' গ্রন্থে ৩৭ হইতে ৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ৭০

'বাক্যবৃত্তি' গ্রন্থে (৪৪ সংখ্যক শ্লোক) 'মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান' জন্মে ইহা যে প্রকারে উপপাদিত হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছেন :—

আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ ॥ ৭১

অন্বয়—যঃ অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ অস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ আলম্বনতয়া ভাতি সঃ ত্বম্পদাভিধঃ

অনুবাদ—অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, 'আমি'-রূপ প্রত্যয় অর্থাৎ বৃত্তির এবং 'আমি'-রূপ শব্দের আশ্রয়রূপে প্রতীত হন, তিনিই 'ত্বম্' পদের বাচ্য।

টীকা—"যঃ অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ"—অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট চিদাত্মা, "অস্মৎ-প্রত্যয়শব্দয়োঃ"—'আমি' এইরূপ জ্ঞানের এবং 'আমি' এইরূপ শব্দের, "আলম্বনতয়া ভাতি"—বিষয়স্বরূপ হইয়া প্রতীত হয়, "সঃ ত্বম্পদাভিধঃ"—সেই প্রকার বোধ, তৎ-ত্বম্-অসি বাক্যান্তর্গত 'ত্বম্' (তুমি) এই পদ হইয়াছে অভিধায়ক অর্থাৎ বাচক যাহার, এইরূপে "ত্বম্পদাভিধঃ"। অভিপ্রায় এই—'ঘট' এইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তির এবং 'ঘট' এই শব্দের বিষয় হইতেছে 'ঘট'। সেই স্থলে 'ঘট' এই বৃত্তি অন্তঃকরণে অবস্থিত, 'ঘট' এই শব্দ বাগিন্দ্রিয়ে অবস্থিত এবং 'ঘট' এই বিষয় মৃত্তিকায় অবস্থিত ; এইহেতু তিনটি পরস্পর ভিন্ন ; সেইরূপ 'অহম্' বা আমি এই বৃত্তির ও 'অহম্'—আমি—এই শব্দের বিষয় হইতেছে অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চেতনরূপ জীব। সেই স্থলে 'অহম্' এই বৃত্তি অন্তঃকরণে অবস্থিত, 'অহম্' —এই শব্দ বাগিন্দ্রিয়ে অবস্থিত। আর এই দুইটির বিষয় অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য "নিজ মহিমায়" —(ছান্দোগ্য উ, ৭।২৪।১) অবস্থিত। এইহেতু 'অহম্' বৃত্তি, 'অহম্' শব্দ হইতে পৃথক্। যদ্যপি 'অহম্'-বৃত্তি অন্তঃকরণের অন্তর্গত বলিয়া জীব হইতে তাহার ভিন্নতা সম্ভবে না, তথাপি যেমন ঘটত্বধর্ম্ম ও ঘটাকাশত্বধর্ম্মদ্বারা

ঘট ও ঘটাকাশের ভেদ, ব্যবহারের বিষয় হইতে পারে, সেইরূপ অন্তঃকরণত্বরূপ ধর্ম্ম এবং অন্তঃকরণবিশিষ্টচেতনত্বরূপ ধর্ম্মের ভেদদ্বারা অন্তঃকরণ ও জীবের ভেদ ব্যবহার হইতে পারে। এইহেতু জীব হইতে অহংবৃত্তির ভেদ আছে। আর 'অহং' শব্দের লক্ষ্যার্থ এবং 'অহং' বৃত্তির প্রকাশক কূটস্থচৈতন্য অহংবৃত্তি হইতে সর্ব্বথা পৃথক্—এই তত্ত্ব প্রসঙ্গক্রমে জানা যাইতেছে। ৭১

এই প্রকারে 'ত্বং'পদের বাচ্যার্থ বর্ণন করিয়া 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ বর্ণন করিতেছেন :—

মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ।
পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাভিধঃ ॥ ৭২

অন্বয়—মায়োপাধিঃ জগদ্যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাদ্যাত্মকঃ তৎপদাভিধঃ। (বাক্যবৃত্তি ৪৫ শ্লোক)

অনুবাদ—আর মায়োপাধিক জগৎকারণ, সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণ এবং পরোক্ষত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট, সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন মহাবাক্যস্থ 'তৎ' পদের বাচ্য।

টীকা—"পারোক্ষ্যশবলঃ"—'পরোক্ষত্বধর্ম্মবিশিষ্ট', এই পর্য্যন্ত বিশেষণদ্বারা তটস্থ লক্ষণ বলিয়া, স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন—"সত্যাদ্যাত্মকঃ"—সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ, ইনিই 'তৎ'পদের বাচ্য। 'সত্য' আদি যাহাদের, যে জ্ঞানাদির—তাহাই আত্মা বা স্বরূপ যাহার তিনি উক্তরূপ অর্থাৎ "সত্য-জ্ঞানানন্ত"-স্বরূপ। তৎপদ হইয়াছে অভিধা বা বাচক যাঁহার, তিনি "তৎপদাভিধঃ"*। ৭২

এইরূপে মহাবাক্যান্তর্গত 'ত্বম্' ও 'তৎ'পদের অর্থ বলিয়া এক্ষণে পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বুঝাইবার জন্য যে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিতে হয়, তাহারই কথা বলিতেছেন :—

প্রত্যক্‌পরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা।
বিরুদ্ধ্যেতে যতস্তস্মাল্লক্ষণা সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৭৩

---

* বাক্যবৃত্তি-টীকাকার বিশ্বেশ্বর এই শ্লোক এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—"আলম্বনতয়া" ইত্যাদি (৭১) শ্লোকে অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া ত্বংপদের বাচ্যার্থরূপ জীবের সদ্বিতীয়তা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে পরোক্ষত্ব ও পূর্ণত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ প্রদর্শন করিতেছেন—"মায়োপাধিঃ" ইত্যাদি। যেহেতু তিনি 'যত্নে'র অর্থাৎ সর্ব্বচেষ্টার আশ্রয় এবং দর্পণের ন্যায় (একান্ত নির্লিপ্ত থাকিয়া) সমষ্টি অজ্ঞানের আশ্রয় এবং মায়োপাধিক অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত জীবের অগোচর এবং এইরূপে যাঁহার অদ্বয়ানন্দস্বরূপ (জীবের নিকট, ঐন্দ্রজালিকের স্বরূপের ন্যায়) আবৃত হইয়া রহিয়াছে, সেইহেতু তিনি "মায়োপাধিঃ"। উক্তরূপ আবৃততাহেতু যিনি "জগদ্‌যোনিঃ" জগদ্রূপ বিক্ষেপের অধিষ্ঠান, কেননা, দেখা যায়, রজ্জুপ্রভৃতির বিশেষাংশের আবরণ ঘটিলে (অর্থাৎ ইদমংশমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেই) সর্পাদিভ্রমের অধিষ্ঠানতা ঘটে; "সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ"—এইহেতু তিনিই নিমিত্তকারণ, ইহাই এতদ্দ্বারা উক্ত হইল, কেননা, মুণ্ডকশ্রুতি (১।১।৯) বলিতেছেন যিনি সামান্যরূপে সর্ব্ববেত্তা এবং বিশেষরূপে সর্ব্ববেত্তা, "পারোক্ষ্যশবলঃ"—আবৃত থাকিয়া জীবের নিকট পরোক্ষতাবিশিষ্ট, "সত্যাদ্যাত্মকঃ"—অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানানন্দস্বরূপ—এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট যিনি, তিনি "তৎপদাভিধঃ"—'তৎ'পদবাচ্য ঈশ্বর। মায়োপাধিযুক্ত বলিয়া ইনি 'পরোক্ষ', সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠান বলিয়া 'পূর্ণ'।

অন্বয়—প্রত্যক্‌পরোক্ষতা সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা একস্য যতঃ বিরুদ্ধ্যেতে, তস্মাৎ লক্ষণা সম্প্রবর্ত্ততে। (বাক্যবৃত্তি ৪৬ শ্লোক)

অনুবাদ—যেহেতু একই বস্তুর (একই কালে) প্রত্যক্ (আন্তর বা অপরোক্ষ) এবং পরোক্ষ হওয়া কিম্বা সদ্বিতীয় এবং পূর্ণ হওয়া, পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া অসম্ভব, সেইহেতু সেই সেই স্থলে লক্ষণা আসিয়াছে অর্থাৎ অঙ্গীকার করিতে হয়।

টীকা—প্রত্যক্‌তাসহিত পরোক্ষতা, সদ্বিতীয়তা-(পরিচ্ছিন্নতা-) সহিত পূর্ণতা—'সহিত'-রূপ মধ্যপদলোপী সমাস; এই দুইটি ধর্ম্ম যেহেতু একই বস্তুতে বিরুদ্ধ, সেইহেতু লক্ষণাবৃত্তি (প্রথম খণ্ডে পরিশিষ্ট খ. পৃ ২০৭, পং ২২ দ্রষ্টব্য) আশ্রয়যোগ্য হইয়া পড়ে। ইহাই অর্থ *। ৭৩

মহাবাক্যসমূহে আশ্রয়যোগ্য সেই লক্ষণাবৃত্তি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা।
সোঽয়মিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিব নাপরা ॥৭৪

অন্বয়—তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা (বা ভাগত্যাগলক্ষণা); "সঃ অয়ম্"—ইত্যাদিবাক্যস্থপদয়োঃ ইব, অপরা ন। (বাক্যবৃত্তি ৪৮ শ্লোক)

অনুবাদ—তৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই সেই—ইত্যাদিরূপ বাক্যসমূহে যে লক্ষণা আশ্রয় করিয়া অর্থ বুঝিতে হয়, তাহা ভাগ-(-ত্যাগ-) লক্ষণা; "সঃ অয়ম্"—(সে-ই এই) ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত "সঃ"—সেই ও "অয়ম্'' এই – এই দুই পদের অর্থের ভাগত্যাগলক্ষণা করিয়া যেমন উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়, সেইরূপ; ইহাতে অপর অর্থাৎ 'জহৎ'-লক্ষণা বা 'অজহৎ'-লক্ষণা করিতে হইবে না। (প্রথম খণ্ডে খ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। †

---

* বিশ্বেশ্বরাচার্য্য (বাক্যবৃত্তি-টীকায়) বলেন এই বিরোধ, মায়োপাধিকত্ব কার্য্যোপাধিকত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্ব - ইত্যাদিরূপ।

† আচার্য্য বিশ্বেশ্বর এই শ্লোকের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—'সেই দেবদত্ত এই' এই বাক্যে 'সেই' এবং 'এই' এই দুই শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে, সেই দেশ এবং সেই অতীতকালরূপ বিশিষ্টতার, এই দেশ এবং এই (বর্ত্তমান) কালরূপ বিশিষ্টতা নাই বলিয়া, সেই দুই পদের মুখ্যার্থের একতা অসম্ভব হওয়ায়, 'সেই' এবং 'এই' এই উভয়পদসূচিত বিশিষ্টতাংশ পরিত্যাগ করিয়া দেবদত্তমাত্রে (কেবল দেবদত্তশরীরে), (লক্ষ্যার্থ) প্রবৃত্ত হয়; তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেও সেইরূপ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যে তৎপদের এবং ত্বম্‌পদের মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না, কেননা, তৎপদসূচিত ব্রহ্মের পরোক্ষতায় 'ত্বম্'-পদসূচিত প্রত্যক্‌ত্ব (অন্তরাত্মতারূপ অপরোক্ষতা) নাই; সেইরূপ অপরিচ্ছিন্নরূপ পূর্ণে দ্বিতীয়ত্ব নাই, এইহেতু তদুভয়ের

টীকা—"ভাগলক্ষণা" শব্দে ভাগত্যাগলক্ষণা বুঝিতে হইবে। সেই ভাগত্যাগলক্ষণার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'এই সেই দেবদত্ত' এই বাক্যের অন্তর্গত 'এই' এবং 'সেই' এই দুই পদে যেমন 'জহৎ-অজহল্লক্ষণা' অর্থাৎ ভাগত্যাগলক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' প্রভৃতিরূপ পদে ভাগত্যাগলক্ষণারই আশ্রয় করিতে হইবে। "ন অপরা"—জহৎ-লক্ষণা বা অজহৎ-লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিতে হইবে না। যাহাকে ভাগত্যাগলক্ষণা বলে তাহারই অপর নাম জহৎ-অজহৎ-লক্ষণা। ৭৪

ভাল, 'গাম্ আনয়'—গরুটিকে আন—ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণাবৃত্তি বিনাই বাক্যার্থের বোধ হয়, দেখা যায় ; 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যে কেন না হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ।
অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ ॥ ৭৫

অন্বয়—অত্র সংসর্গঃ বা বিশিষ্টঃ বা বাক্যার্থঃ সম্মতঃ ন ; অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থঃ বিদুষাম্ মতঃ। (বাক্যবৃত্তি ৩৮ শ্লোক)

অনুবাদ—এই সকল মহাবাক্যে সংসর্গরূপ বা বিশিষ্টরূপ বাক্যার্থ* মানা যাইতে পারে না। অতএব পণ্ডিতগণ অখণ্ডৈকরসরূপ বাক্যার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই সকল বাক্যদ্বারা তাঁহারা বুঝেন যে, জীবে জীবে অবস্থিত যে জীবচৈতন্য, তিনি অদ্বয়ানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং অদ্বয়ানন্দস্বরূপ যে পরব্রহ্ম, তিনিই জীবচৈতন্য—এই অখণ্ডৈকরসতারূপ ঐক্যই বুঝেন। (ঘ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

পদার্থের একতা অসম্ভব হয়। সেইহেতু 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই উভয় পদেই, পরোক্ষত্ব ও সদ্বিতীয়ত্বাদি বৈশিষ্ট্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, যথাক্রমে পূর্ণানন্দ ও প্রত্যগ্‌বোধ এই দুই অর্থ গ্রহণীয় হয়। ভাল, তাহা হইলেও পূর্ণানন্দ ও প্রত্যগ [illegible] তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভিন্নতা কি প্রকারে বুঝা যাইবে ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে 'অসি' (হও) এই পদদ্বারা প্রত্য[illegible] [illegible] হেতু পূর্ণানন্দৈকতা কথিত হওয়ায় (৭৬ শ্লোকের পাদটীকায়) বর্ণিত উপায়ে পূর্ণানন্দতা সিদ্ধ হওয়ায়, প্রত্যগ্-[illegible] পরিহার হয়। এইরূপে 'তৎ' ও 'ত্বম্'পদের ভাগলক্ষণাদ্বারাই তাদাত্ম্য স্বীকার করিতে হইবে, কেননা, অন্য লক্ষণাদ্বারা সেই তাদাত্ম্য অসম্ভব। বিশ্বেশ্বরাচার্য্য তদনন্তর বলিতেছেন যাহারা ত্বম্‌পদার্থকে তৎপদার্থের অংশ বা বিকার বলিয়া মহাবাক্যব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মত একান্ত উপেক্ষণীয়, তাহার সবিস্তর যুক্তি দিয়াছেন।

* বাক্যবৃত্তি টীকাকার (বিশ্বেশ্বরাচার্য্য) এই শ্লোকের সুবিস্তৃত টীকায় 'সংসর্গ' ও 'বিশিষ্ট' এই দুইটির প্রভেদ এইরূপে দেখাইয়াছেন —'নীল উৎপল' —এই বাক্যটি উচ্চারিত হইলে যখন 'নীল' এই পদটি 'উৎপল' দ্রব্যকে শ্বেতপীতাদি (উৎপল) হইতে পৃথক্ করিয়া, এই ব্যাবর্ত্তকতাহেতু 'বিশেষণ' হইয়া 'বিশেষ্য' উৎপল পদের সহিত 'সংসর্গ' অর্থাৎ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় এবং সেইরূপ আবার 'উৎপল' এই পদটি, 'নীল'গুণকে (নীল-) বস্ত্রাদি হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষণ নীলপদের সহিত সংসর্গ প্রাপ্ত হয়, তখন বিশেষণবিশেষ্যভাব-সংসর্গ। যখন পরস্পর ব্যাবৃত্তির অপেক্ষা না করিয়াই সম্বন্ধযুক্ত পদার্থ —'নীলবিশিষ্ট উৎপল' 'দণ্ডবিশিষ্ট দেবদত্ত' এইরূপে, প্রধানভাবে (মুখ্যতঃ) 'একবিশিষ্ট অন্যপদার্থ' বুঝায়, তখন বিশিষ্টের (বিশেষ্য পদার্থের) অনুকূলতাহেতু 'বিশিষ্ট'। এইরূপে 'সংসৃষ্ট' ও 'বিশিষ্ট' বাক্যার্থের ভেদ।

টীকা—'গরুটিকে আন' ইত্যাদি বাক্যসমূহে 'গরুটিকে' ও 'আন' এইরূপ পদসকল যে, আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট ('চ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) গো প্রভৃতি পদের অর্থকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাদের যে অন্বয় বা সম্বন্ধ, তাহাই সেই বাক্যের অর্থ বলিয়া জনসমাজে গৃহীত হইয়া থাকে ; আবার যেমন 'নীল মহাসুগন্ধি কমল'—ইত্যাদি বাক্যে নীলত্বাদিবিশিষ্ট উৎপলই বাক্যের অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে ; মহাবাক্যসমূহে সংসর্গরূপ অর্থাৎ সম্বন্ধরূপ এবং বিশিষ্টরূপ অর্থাৎ বিশেষণযুক্তরূপ বাক্যার্থমধ্যে একটিও মহাবাক্যসমূহের অর্থ বলিয়া সেইরূপে অঙ্গীকৃত হয় না, কিন্তু অখণ্ড—একরস বলিয়া স্বগতাদিভেদশূন্য বস্তুমাত্ররূপ বাক্যার্থ পণ্ডিতগণ অঙ্গীকাব করিয়া থাকেন। এইহেতু লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অভিপ্রায় এই—যেমন, 'তুমি গরুটি আন'—এই বাক্যের অন্তর্গত তিনটি পদের অর্থের যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে সেই সম্বন্ধই অথবা সম্বন্ধসহিত পদার্থই বাক্যার্থ। এইহেতু 'তুমি-গরুটিকে-আন'—ইহাই সমগ্র বাক্যেব অর্থ। (তাহাকেই "সংসর্গ"রূপ বাক্যার্থ বলে।) কিন্তু মহাবাক্যের এইরূপ অর্থ সম্ভব হয় না, কেননা, (১) ত্বম্ পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'তৎ'পদের অর্থ অথবা 'তৎ'পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'ত্বম্'পদের অর্থ—এইরূপ মানিলে [অসঙ্গোহয়ম পুরুষঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।১৫]—এই পুরুষ অর্থাং পরমাত্মা অসঙ্গ—এই শ্রুতিবাক্য প্রতিপাদিত অসঙ্গতার ব্যাঘাত হয়। এইহেতু মহাবাক্যেব সম্বন্ধরূপ বা সংসর্গরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। (২) আবার যেমন "নীল মহাসুগন্ধি কমল" এই বাক্যে 'নীল' ও 'মহাসুগন্ধি' এই দুই পদ বিশেষণরূপ গুণের বাচক, আর 'কমল' 'পদ্ম'রূপ দ্রব্যের বাচক, এইহেতু "নীলরংবিশিষ্ট মহাসুগন্ধি কমল দ্রব্য'—ইহাই সমগ্র বাক্যের অর্থ। (তাহাকেই "বিশিষ্ট"রূপ বাক্যার্থ বলে)। কিন্তু মহাবাক্যের সেইরূপ অর্থ সম্ভবে না ; কেননা 'ত্বম্'পদার্থবিশিষ্ট (অর্থাৎ 'ত্বম্'-পদার্থরূপ বিশেষণ যুক্ত) হইতেছে যে 'তৎ'পদের অর্থ অথবা 'তৎ'পদের অর্থরূপ বিশেষণযুক্ত যে 'ত্বম্'পদের অর্থ–মহাবাক্যের অর্থ এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, একই বস্তুর সর্ব্বজ্ঞত্বাদি-অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টতা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধ হয় এবং [সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ—শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১১]—সাক্ষী চৈতন্যরূপ কেবল ও নির্গুণ'—এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবচনের এবং [যদ্ হি এব এষ এতস্মিন্ উং অরম্ অন্তরম্ কুরুতে, অথ তস্য ভয়ম্ ভবতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭।১]—যে অল্পমাত্রও (অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাবরূপ বা উপাস্য-উপাসকরূপ) ভেদ করে, পরে তাহার জন্মাদি অনর্থরূপ ভয় হয় ;—এই সকল শ্রুতিবচনে ব্রহ্মের যে কেবলতা, সর্ব্বধর্ম্মরহিততা, নির্গুণতা, সজাতীয়াদি ভেদরাহিত্য ও নিঃশেষে অন্যভাবজনিতভেদরাহিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার বাধা হয়। এইহেতু মহাবাক্যের 'বিশিষ্ট'রূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হয় না। এই কারণে পণ্ডিতগণ লক্ষণাদ্বারা মহাবাক্যের অখণ্ডৈকরসতারূপ * অর্থ স্বীকার করেন।

---

* বিশ্বেশ্বরাচার্য্য উক্ত টীকায় 'অখণ্ডৈকরসতা' এইরূপে বুঝাইয়াছেন ''অখণ্ডৈকরসতা বলিতে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' 'ব্রহ্মই হইতেছেন আমি' এইরূপ ব্যতিহারক্রমে যাহা বুঝা যায়। এই বিষয়ে শ্রুতিবচন [ত্বং বাহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং বা ত্বমসি] এস্থলে দুই 'বা'শব্দ 'এব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। [সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যম্ তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ—কৈবল্য উ, ২৬], বাশিষ্ঠ রামায়ণে প্রহ্লাদবচন "অহং ত্বং ত্বমহং দেব দিষ্ট্যা ভেদোঽস্তি নাবয়োঃ। দিষ্ট্যা মত্তামসি প্রাপ্তো দিষ্ট্যা ত্বত্তামহং গতঃ॥ তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে। নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে॥"

(শঙ্কা) বাচ্যার্থের লক্ষ্যার্থরূপ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, লক্ষ্যার্থের অসঙ্গতার হানি হয় ; আবার সেই সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে লক্ষণা ঘটে না, কেননা, শক্যসম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্যসম্বন্ধের নাম লক্ষণা ; অসঙ্গ লক্ষ্যার্থে সেই সম্বন্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। (সমাধান)—'তৎ' পদের বাচ্যার্থের দুই ভাগ—জড় ও চৈতন্য ; 'ত্বম্'পদেরও সেইরূপ দুই ভাগ। চৈতন্যভাগের লক্ষ্যার্থের সহিত তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ, আর জড়ভাগের লক্ষ্যের সহিত অধিষ্ঠানতা সম্বন্ধ ; কল্পিতের সম্বন্ধের দ্বারা বা আপনার তাদাত্ম্যসম্বন্ধদ্বারা, লক্ষ্যার্থে চৈতন্যের অসঙ্গতাস্বভাবের হানি হয় না। (দ্বিতীয় শঙ্কা) 'তৎ'পদ ও 'ত্বম্'পদ এই দুইটির যদি অখণ্ডচৈতন্যের সহিত লক্ষণা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 'ঘট হইতেছে ঘট' এই বাক্যের ন্যায় মহাবাক্যও পুনরুক্তি-দোষাক্রান্ত বা বাক্যাভাস মাত্র হইয়া অপ্রমাণ হইয়া যায় ; আর উক্ত দুই পদের লক্ষ্যার্থ ভিন্ন বলিয়া মানিলে মহাবাক্যের অভেদার্থবোধকতা সম্ভব হয় না। (সমাধান)—'তৎ'পদের বাচ্যার্থ মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ মায়া ঈশ্বরের স্বরূপে প্রবিষ্ট ; 'ত্বম্'পদের বাচ্যার্থ অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ জীবের স্বরূপে প্রবিষ্ট ; আর 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ মায়ারূপ উপাধিযুক্ত চৈতন্য অর্থাৎ মায়া ঈশ্বরের স্বরূপে অপ্রবিষ্ট এবং 'ত্বম্'পদের লক্ষ্যার্থ অন্তঃকরণরূপ উপাধিযুক্ত চৈতন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ জীবের স্বরূপে অপ্রবিষ্ট। ব্রহ্মচৈতন্যকে তদুভয়ের লক্ষ্যার্থ মানিলে অবশ্যই পুনরুক্তিদোষ হয় কিন্তু মায়োপাধিযুক্ত এবং অন্তঃকরণোপাধিযুক্ত চৈতন্যই তদুভয়ের লক্ষ্যার্থ ; উপাধিভেদেই তদুভয়ের ভেদ ; সেইহেতু পুনরুক্তি হয় না, কিন্তু তদুভয়ের বাস্তব অভেদ। এইহেতু তাহাদের পরস্পর উদ্দেশ্য-বিধেয় ভাব মানিলেই মহাবাক্যের অভেদার্থবোধকতা সম্ভব হয়। অথবা দুই পদের পৃথক্ লক্ষকতা স্বীকার করিলেই পুনরুক্তির শঙ্কা হইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের পৃথক্ লক্ষকতা নাই। তদুভয় মিলিত হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মের লক্ষক ; এই কারণেও পুনরুক্তিদোষ হয় না। ৭৫

অখণ্ড একরস বস্তুই যে মহাবাক্যের অর্থ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

প্রত্যগ্‌বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ।
অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ ॥ ৭৬

অন্বয়—যঃ প্রত্যগ্‌বোধঃ আভাতি, সঃ অদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ ; অদ্বয়ানন্দরূপঃ চ প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ। (বাক্যবৃত্তি ৩৯ শ্লোক)

অনুবাদ—যাহা সর্ব্বজীবের আন্তর চিদাত্মরূপে ভাসমান, তাহা অদ্বয় আনন্দস্বরূপ ; আর যাহা অদ্বয় আনন্দস্বরূপ (পরমাত্মা) তাহাই সর্ব্বজীবের আন্তর চিদেকরসস্বরূপ আত্মা।

টীকা—"যঃ প্রত্যগ্‌বোধঃ"—যাহা সর্ব্বজীবের আন্তর চিদাত্মা, "আভাতি"—বুদ্ধি প্রভৃতির

সাক্ষিরূপে স্ফুরিত হইতেছেন. "সঃ অদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ"—তিনি অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা—ইহাই অর্থ। "অদ্বয়ানন্দরূপঃ চ"—সেইরূপ পরমাত্মা, "প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ"—চিদেকরস প্রত্যগাত্মাই।* ৭৬

এইরূপে অখণ্ডার্থের জ্ঞানদ্বারা কি ফল হইবে?—তদুত্তরে বলিতেছেন (বাক্যবৃত্তি ৪০ শ্লোক):—

(ঋ) অখণ্ডার্থের অপরোক্ষজ্ঞানের ফল।

ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ।
অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ত্তেত তদৈব হি॥ ৭৭

অন্বয়—ইত্থম্ অন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তিঃ + যদা ভবেৎ, তদা এব ত্বমর্থস্য অব্রহ্মত্বম্ ব্যাবর্ত্তেত হি।

অনুবাদ ও টীকা—যখন এই প্রকারে ব্রহ্ম ও আত্মার পরস্পর অভেদের নিশ্চয় হইবে, তখনই ত্বম্-পদের অর্থ প্রত্যগাত্মার অব্রহ্মরূপতা নিবৃত্ত হইবে—। ৭৭

তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্‌বোধোঽবতিষ্ঠতে॥ ৭৮

অন্বয়—চ তদর্থস্য পারোক্ষ্যম্ (ব্যাবর্ত্তেত); যদি এবম্, ততঃ কিম্? শৃণু, পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্‌বোধঃ অবতিষ্ঠতে। (বাক্যবৃত্তি, ৪১ শ্লোক)

অনুবাদ—এবং তৎ-পদের অর্থের পরোক্ষতা নিবৃত্ত হইবে। তাহার পর যদি বাদী জিজ্ঞাসা করেন—'ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহাতে হইবে কি?'

---

* বিশ্বেশ্বরাচার্য্যকৃত এই শ্লোকের টীকা—অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া যে বোধ প্রত্যক্ অর্থাৎ অন্তরাত্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং 'ত্বম্'পদের লক্ষ্যার্থরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই "অদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ" অদ্বয়ানন্দস্বরূপ; "অদ্বয়ানন্দরূপশ্চ" আবার অদ্বয়ানন্দরূপ যে পরমাত্মা 'তৎ'পদের লক্ষ্যার্থরূপে স্বয়ং প্রকাশমান, তিনি "প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ,"—প্রত্যগ্‌বোধের সহিত এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়াছে লক্ষণ—স্বরূপ, যাহার সেইরূপ। (শঙ্কা) ভাল, আনন্দ ও বোধ এই দুইয়ের তাদাত্ম্য বা অভিন্নতা কি প্রকারে উপপন্ন (সিদ্ধ) হয়? (উত্তর) এস্থলে কোনও বিরোধ নাই, কেননা, আত্মা বোধানন্দস্বরূপ বলিয়া আত্মাতেই আনন্দ ও বোধের অভিন্নতার উপলব্ধি হয়। ভাল, তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে কেন বলা হইতেছে না যে অদ্বয়ানন্দবোধই প্রত্যগানন্দবোধ? সেস্থলে অভিপ্রায় এই—বোধনরূপ (অর্থাৎ 'জ্ঞানকর্ম্মা') আত্মা অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন আত্মা; যখন সেই আত্মা অদ্বিতীয়রূপে দুঃখভয়াদির অভাবহেতু অন্য সকল বৃত্তি রহিত হইয়া যান, তখন সেই বোধের (জ্ঞানকর্ম্মের) স্ফুরণ না হওয়ায় আনন্দরূপে অবস্থান করেন। এইহেতু তদুভয় একরূপই বলিয়া, এইরূপ ঐক্যে কোনও অনুপপত্তি হয় না। সংসর্গবিশিষ্ট পক্ষে (ঐক্য মানিলে) দুই বাচ্যার্থের ঐক্য প্রত্যক্ষবিরোধবশতঃ ঔপচারিকই হইবে, সেইরূপ ঐক্য যে শ্রুতিবিরুদ্ধ, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

+ বিশ্বেশ্বরাচার্য্যকৃত টীকা "অন্যোন্যতাদাত্ম্যম্"—উভয়েরই পরস্পর তাদাত্ম্য; সেই আত্মা—তদাত্মা, 'তৎ'পদার্থেরও যাহা আত্মা বা স্বরূপ তাহাই 'ত্বম্' পদার্থের স্বরূপ; এইরূপ 'ত্বম্' পদার্থেরও যাহা আত্মা—স্বরূপ, তাহাই 'তৎ'পদার্থের; তাহার ভাব তাদাত্ম্য', তাহার প্রতিপত্তি জ্ঞান; তাহা যখন হইবে তখনই 'অব্রহ্মত্বম্'—'আমি মনুষ্য' এইরূপ অজ্ঞানদ্বারা সদ্বিতীয় হওয়াতে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিরূপে সংসারিত্ব, "ত্বমর্থস্য" প্রত্যগাত্মার, 'ব্যাবর্ত্তেত'—নিবৃত্ত হইবে। 'হি'শব্দের অর্থ হেতু।

তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন 'তবে শ্রবণ কর—কেবল পূর্ণানন্দস্বরূপে প্রত্যগাত্মা অবস্থিত থাকিবেন।'

টীকা—'ত্বম্'পদের অর্থরূপ প্রত্যগাত্মার, ভ্রান্তিসিদ্ধ অব্রহ্মরূপতা এবং "তদর্থস্য"—তৎ'পদের অর্থরূপ ব্রহ্মের একমাত্রপরোক্ষজ্ঞানবিষয়তা নিবৃত্ত হইবে। (বাদী জিজ্ঞাসা করিতেছেন) তাহা যেন হইল, তাহাতে হইল কি? সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলিতেছেন—"তবে শ্রবণ কর" ইত্যাদি।* ৭৮

ভাল, "সময়বলেন সম্যক্ পরোক্ষানুভবসাধনম্ আগমঃ"—প্রাচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া অথবা সত্যতার বলে সম্যক্ পরোক্ষানুভবের সাধন শাস্ত্রবচনকে আগম বা শাস্ত্র বলে। ('সিদ্ধং সিদ্ধৈঃ প্রমাণৈস্তু হিতং চাত্র পরত্র বা। আগমঃ শাস্ত্রমাপ্তানামাপ্তাস্তত্ত্বার্থবেদিনঃ॥'—সিদ্ধ প্রমাণদ্বারা প্রতিপাদিত ইহলোকে এবং পরলোকে হিতাবহ, আপ্তজনকথিত শাস্ত্রের নাম আগম। আপ্তগণ তত্ত্বার্থবেদী)। তাই আগমের অর্থাৎ শাস্ত্রবচনের লক্ষণ বলিয়া, শাস্ত্রবচনকে কি প্রকারে আপনি অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক বলিতে পারেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা, 'এই বাদী বা শঙ্কাকারী সিদ্ধান্তপরিজ্ঞানশূন্য' এই কথাটি মনে করিয়া উপহাস করিতেছেন :—

(৭৯) মহাবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে শঙ্কাকারীর প্রতি উপহাস।

এবং সতি মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানমীর্য্যতে।
যৈস্তেষাং শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিজ্ঞানং শোভতেতরাম্ ॥৭৯

অন্বয়—এবম্ সতি যৈঃ মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানম্ ঈর্য্যতে, তেষাম্ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানম্ শোভতেতরাম্।

অনুবাদ—ইহাই সিদ্ধান্ত হইলে, যাহারা অসমীচীন মতের অনুবর্ত্তী হইয়া বলে—মহাবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞান অতিশয় উজ্জ্বল, বলিতে হইবে।

টীকা—যাহারা এইরূপ বলে যে মহাবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, তাহারা শাস্ত্ররহস্য জানেই না ; ইহাই অর্থ। ৭৯

---

* বিশেষবক্তৃত টীকা- ব্রহ্ম নিজেই নিজের পরোক্ষ হন না কিন্তু অব্রহ্মত্ববিশিষ্ট প্রত্যগাত্মারই পরোক্ষ হন। যেহেতু এরূপ, এইহেতু প্রত্যগাত্মার অব্রহ্মত্বের তিরোভাব হইলে ব্রহ্মের পরোক্ষতারও তিরোভাব হইবে, ইহাই বলিতেছেন :—তৎপদের অর্থ ও ত্বম্পদের অর্থ এই দুইটির একত্বজ্ঞানের ফলে অজ্ঞানসম্ভূত সেই পরোক্ষতা ও অব্রহ্মতার ব্যাবৃত্তি তিরোভাব, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে কি হইবে অর্থাৎ তাহার কিরূপে অবস্থিতি হইবে? ইহাই শিষ্যের প্রশ্ন। পরোক্ষতা ও অব্রহ্মতার ব্যাবৃত্তির পর পূর্ণতার ও প্রত্যক্তা (আন্তরাত্মরূপতা) উভয়ই ব্যাবৃত্ত হইবে অথবা হইবে না? ইহাই প্রশ্নের অভিপ্রায়। আচার্য্য শিষ্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাহার উত্তর দিবার জন্য বলিতেছেন শ্রবণ কর ইত্যাদি। আত্মা স্বরূপতঃই পূর্ণ; অবিদ্যাবশতঃই সেই আত্মার প্রত্যক্তা বা আন্তরতা, এইহেতু আত্মার স্ববিষয়ক বিদ্যাদ্বারা প্রত্যক্ত্বাবই নিবৃত্তি বা তিরোভাব হইতে পারে, পূর্ণতার নহে, ইহাই বলিতেছেন কেবল পূর্ণানন্দস্বরূপে ইত্যাদি; পূর্ণানন্দ-এক অর্থাৎ অভিন্ন, স্বরূপ যাঁহার, তিনিই "পূর্ণানন্দৈকরূপঃ"। "প্রত্যগ্বোধঃ" —জ্ঞানস্বরূপ অন্তরাত্মাই, আন্তররূপতার নিবৃত্তি বা তিরোভাব ঘটিলে পূর্ণানন্দরূপে অবস্থিত থাকেন, ইহাই অভিপ্রায়।

(শঙ্কা) ভাল, সিদ্ধান্ত এখন থাকুক ; 'বাক্য যে পরোক্ষজ্ঞানের জনক, ইহা অনুমান সিদ্ধ'—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্তবীজ লইয়া তর্ক উঠাইতেছেন :—

(ট) বাক্যের পরোক্ষ-জ্ঞানজনকতাবিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

আস্তাং শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তো যুক্ত্যা বাক্যাৎ পরোক্ষধীঃ।
স্বর্গাদিবাক্যবন্নৈবং দশমে ব্যভিচারতঃ ॥ ৮০

অন্বয়—শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তঃ আস্তাম্ ; যুক্ত্যা স্বর্গাদিবাক্যবৎ বাক্যাৎ পরোক্ষধীঃ ; ন এবম্ দশমে ব্যভিচারতঃ।

অনুবাদ—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এখন থাকুক ; বাক্য হইতে যে কেবল পরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ ; যেমন স্বর্গাদি প্রতিপাদক বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয়, সেইরূপ।—সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—(বাদীর) একথা গ্রহণযোগ্য নহে, কেননা, দশম পুরুষবিষয়ে এ কথার ব্যভিচার হয়।

টীকা—(অনুমান) বিবাদের বিষয় বাক্য (পক্ষ) পরোক্ষজ্ঞানেরই জনক হইবার যোগ্য (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহা বাক্য—হেতু ; স্বর্গাদিবিষয়ক বাক্যের ন্যায়—উদাহরণ ; এই অনুমানদ্বারা মহাবাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতা সিদ্ধ হয় ; ইহাই অর্থ। এই অনুমানের 'যেহেতু তাহা বাক্য', এই যে হেতু কথিত হইয়াছে, সেই হেতুটি অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী। এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উহার পরিহার করিতেছেন—"(বাদীর) এ কথা" ইত্যাদি। 'তুমিই হইতেছ দশম' ইহা একটি বাক্য ; তথাপি ইহাতে অপরোক্ষজ্ঞান-জনকতা প্রতীত হইতেছে। এই কারণে হেতুটি ব্যভিচারী। হেতুটি ব্যভিচারী বলিয়া, সেই হেতুর সাহায্যে উৎপন্ন যে অনুমান, সেই অনুমানদ্বারা মহাবাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতা সিদ্ধ হয় না। অভিপ্রায় এই—শব্দের স্বভাব এই—শব্দ হইতে, অন্তরায়যুক্ত বস্তুর পরোক্ষজ্ঞানই হয় ; অপরোক্ষজ্ঞান কোন প্রকারে হইতে পারে না। যেমন স্বর্গাদির বা ধর্ম্মাধর্ম্মের শাস্ত্ররূপ শব্দদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। আর অন্তরায়রহিত বস্তুর শব্দ হইতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দুই প্রকার জ্ঞানই হয়। যে প্রকার 'দশম পুরুষ আছে', অথবা (বিস্মৃত) 'কণ্ঠভূষণ, আছে'—এই আপ্তবাক্য হইতে অন্তরায়রহিত দশম পুরুষের ও কণ্ঠভূষণের পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। আর 'দশম পুরুষ তুমি' এবং 'কণ্ঠভূষণ এই যে' এইরূপ আপ্তবাক্য হইতে দশম পুরুষের ও কণ্ঠভূষণের অপরোক্ষজ্ঞান হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মের অবান্তর বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান এবং মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। ৮০

অথবা 'ত্বম্'পদের অর্থ জীবের অপরোক্ষতার অভাবের সম্ভাবনা হয় বলিয়া, মহাবাক্য পরোক্ষজ্ঞানজনক নহে, ইহা মানিতে হইবে ; ইহাই বলিতেছেন :—

(ঠ) 'ত্বম্'পদার্থ জীবের স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষতা অস্বীকার করিতে হয় বলিয়া মহাবাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতার অস্বীকার।

স্বতোঽপরোক্ষজীবস্য ব্রহ্মত্বমভিবাঞ্ছতঃ।
নশ্যেৎ সিদ্ধাপরোক্ষত্বমিতি যুক্তির্মহত্যহো ॥ ৮১

অন্বয়—স্বতঃ অপরোক্ষজীবস্য ব্রহ্মত্বমভিবাঞ্ছতঃ সিদ্ধাপরোক্ষত্বম্ নশ্যেৎ ইতি যুক্তিঃ মহতী অহো।

অনুবাদ ও টীকা—স্বভাবতঃ অপরোক্ষ জীবের ব্রহ্মভাবলাভের কামনায়, জীবের সিদ্ধ অপরোক্ষতা বিনষ্ট হইবে, তোমার এই যুক্তিটি কি আশ্চর্য্যরূপ ! ৮১

'জীবের অপরোক্ষতার নাশ আমার (জীবের) পক্ষে ত ইষ্টাপত্তি' অর্থাৎ আমি ত' তাহাই চাই ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঙ) 'জীবের অপরোক্ষতা-হানি ইষ্টাপত্তি'—এইরূপ শঙ্কার সোপহাস সমাধান।

বৃদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি নষ্টমিতীদৃশম্।
লৌকিকং বচনং সার্থং সম্পন্নং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥৮২

অন্বয়—বৃদ্ধিম্ ইষ্টবতঃ মূলম্ অপি নষ্টম্ ইতি ঈদৃশম্ লৌকিকম্ বচনম্ ত্বৎপ্রসাদতঃ সার্থম্ সম্পন্নম্ !

অনুবাদ ও টীকা—("বাণিজ্যাদির দ্বারা") মূলধনের বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করিয়া মূলধনও হারাইল—এইরূপ লৌকিক প্রবচন তোমার প্রসাদেই সার্থকতা-লাভ করিল ! ৮২

৬। অপরোক্ষ হইবার যোগ্য সোপাধিক প্রত্যগ্-অভিন্ন ব্রহ্মের, মহাবাক্য-জন্য অপরোক্ষজ্ঞানের বৃত্তিব্যাপ্যতাদ্বারা, বর্ণন।

'ভাল, জীব সোপাধিক বলিয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া জীব অপরোক্ষ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম নিরুপাধিক বলিয়া সেইরূপ অপরোক্ষ হইতে পারেন না'—এইরূপ শঙ্কায় উপহাস করিতেছেন :—

(ক) নিরুপাধিক বলিয়া ব্রহ্মের অপরোক্ষতায় শঙ্কা।

অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধো জীবোঽপরোক্ষতাম্।
অর্হত্যুপাধিসদ্ভাবান্ন তু ব্রহ্মানুপাধিতঃ ॥ ৮৩

অন্বয়—অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ জীবঃ উপাধিসদ্ভাবাৎ অপরোক্ষতাম্ অর্হতি, ব্রহ্ম তু অনুপাধিতঃ ন (অপরোক্ষতাম্ অর্হতি)।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল, অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের উপাধি থাকায় জীব অপরোক্ষ হইতে পারে ; আর ব্রহ্মের কোনও উপাধি নাই, কি প্রকারে ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইবেন ? ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইতে পারেন না। ৮৩

'ব্রহ্মের নিরুপাধিকতা অসিদ্ধ'—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(খ) ব্রহ্ম যে নিরুপাধিক, এ কথাই অসিদ্ধ।

নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষয়ত্বতঃ।
যাবদ্বিদেহকৈবল্যমুপাধেরনিবারণাৎ ॥ ৮৪

অন্বয়—এবম্ ন, ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষয়ত্বতঃ; যাবৎ বিদেহকৈবল্যম্ উপাধেঃ অনিবারণাৎ।

অনুবাদ—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, ব্রহ্মভাবের বোধ সোপাধিক-বিষয়ক। যতদিন বিদেহকৈবল্য না হয় ততদিন উপাধির নিবৃত্তি অসম্ভব।

টীকা—জীবের যে ব্রহ্মরূপতার জ্ঞান হয়, তাহা সোপাধিক-বস্তুবিষয়ক বলিয়া, সেই জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মও সোপাধিক। জ্ঞেয়বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের সোপাধিকতা না থাকিলে জ্ঞানের সোপাধিকবিষয়ত্ব সম্ভব হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। জ্ঞানের সেই সোপাধিক-বিষয়কতা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যতদিন বিদেহকৈবল্য না হয় ততদিন" ইত্যাদি। ৮৪

ভাল, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্মের দুইটি বিলক্ষণ উপাধি কি কি? তাহার নির্ণয় হওয়া চাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) জীব ও ব্রহ্মের বিলক্ষণ উপাধির বর্ণন।

অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যাভ্যাং বিশিষ্যতে।
উপাধির্জীবভাবস্য ব্রহ্মতায়াশ্চ নান্যথা ॥ ৮৫

অন্বয়—জীবভাবস্য ব্রহ্মতায়াঃ চ উপাধিঃ অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যাভ্যাম্ বিশিষ্যতে, অন্যথা ন।

অনুবাদ ও টীকা—জীবভাবের উপাধি অন্তঃকরণসাহিত্য এবং ব্রহ্মভাবের উপাধি অন্তঃকরণরাহিত্য; এইরূপেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ; অন্য কোন প্রকারে নহে। ৮৫

ভাল, অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ ভাবরূপ বলিয়া, অর্থাৎ 'রহিয়াছে' এইরূপে প্রতীত হয় বলিয়া, তাহা উপাধি হইতে পারে। আর অন্তঃকরণরাহিত্য অভাবরূপ বলিয়া অর্থাৎ 'নাস্তি' নাই—এইরূপ প্রতীতির বিষয় বলিয়া তাহা কিরূপে উপাধি হইতে পারে? তাহা ত' উপাধি হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—(মধুসূদন সরস্বতী "অদ্বৈতরত্নরক্ষণম্" গ্রন্থে *) উপাধির লক্ষণ করিয়াছেন,—"যাবৎ কার্য্যমবস্থায়িভেদ-

---

* মধুসূদন স্বামী 'অদ্বৈতরত্নরক্ষণম্' গ্রন্থে (নির্ণয়সাগর প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণের ৪৩ পৃঃ ১৪ পংক্তি) লিখিতেছেন—(অনুবাদ) "আর উপাধি বিশেষণ নহে, উপলক্ষণও নহে; উপাধি তৃতীয় প্রকারের ভেদহেতু; কেননা, যাহা স্বরূপে অন্তর্নিবিষ্টরূপে যাবৎকার্য্য অবস্থায়ী ভেদহেতু, তাহাই বিশেষণ, যেমন "দণ্ডী প্রৈষমন্ত্রোচ্চারণের অনুসরণক্রমে (গুরুমুখ হইতে উচ্চারণ শুনিয়া) উচ্চারণ করেন।" এস্থলে দণ্ড বিশেষণ। এস্থলে বিশেষণত্বের প্রযোজক (কারণ) যে রূপদ্বয় তাহা—(১) স্বরূপে অন্তর্নিবিষ্টতা এবং (২) যাবৎকার্য্যাবস্থায়িতা; তদুভয়েরই অভাব হইলে ভেদহেতু উপলক্ষণ হইয়া যায় এবং অন্যতরের (দুইটির কোন একটির) অভাব হইলে ভেদহেতু উপাধি হইয়া যায়; বুঝিতে হইবে। যেমন চৈত্রনামক ব্যক্তির গৃহের স্বরূপে অপ্রবিষ্ট এবং "কাদাচিৎক" (যাহার গৃহসংযোগ

হেতোরুপাধিতা"—যতকাল পর্য্যন্ত কার্য্য অবস্থান করে ততকাল পর্য্যন্ত অবস্থায়ী ভেদের হেতুকে 'উপাধি' বলে। এই লক্ষণ অন্তঃকরণসাহিত্যরূপ ভাবপদার্থ এবং অন্তঃকরণরাহিত্যরূপ অভাব-পদার্থ উভয় স্থলে খাটে, কেননা, যেমন অপরোক্ষতা পর্য্যন্ত কার্য্যরূপ জীবে অবস্থিত ভাবরূপ অন্তঃকরণ-সাহিত্য হইতেছে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদের হেতু, সেইরূপ অভাবরূপ অন্তঃকরণ-রাহিত্যও হইতেছে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদের হেতু। এইহেতু জীবের উপাধি অন্তঃকরণসাহিত্যের ন্যায় অন্তঃকরণরাহিত্যও ব্রহ্মের উপাধি। এই প্রকারে উপাধির উক্ত লক্ষণ অন্তঃকরণসহিততা অন্তঃকরণরহিততা উভয়ত্রই বিদ্যমান বলিয়া অন্তঃকরণরহিততা উপাধি হইতে পারে, এই প্রকার যুক্তিদ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঘ) অন্তঃকরণাভাবের উপাধিত্বসিদ্ধি।

যথা বিধিরুপাধিঃ স্যাৎ প্রতিষেধস্তথা ন কিম্ ?
সুবর্ণলোহভেদেন শৃঙ্খলাত্বং ন ভিদ্যতে ॥ ৮৬

অন্বয়—বিধিঃ যথা উপাধিঃ স্যাৎ তথা প্রতিষেধঃ কিম্ ন (উপাধিঃ স্যাৎ) ? সুবর্ণ-লোহভেদেন শৃঙ্খলাত্বম্ ভিদ্যতে ন।

অনুবাদ—যেমন বিধি বা ভাবরূপ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ উপাধি হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের বিয়োগরূপ নিষেধও কেন উপাধি হইতে পারিবে না ? (তদুভয়ের বিলক্ষণতা উপাধিত্বের অবাধক)। যেমন শৃঙ্খল সুবর্ণেরই হউক অথবা লৌহেরই হউক, উভয় উপাদানের ভেদ তুল্যরূপে বন্ধকতার অবাধক বলিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই, সেইরূপ।

টীকা—"বিধিঃ"—ভাবরূপ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ যেরূপ উপাধি, সেইরূপ নিষেধও অর্থাৎ অভাবরূপ অন্তঃকরণের বিয়োগও কি উপাধি হইবে না ? উত্তর—হইবেই। (শঙ্কা)

কখন আছে, কখন নাই) এইরূপ কাক অন্য সকল গৃহ হইতে যে চৈত্রনামক ব্যক্তির গৃহের ভেদক হয়, তাহা উপলক্ষণতাহেতু. আবার যেমন প্রাভাকরদিগের মতে 'ধেনু' শব্দের প্রয়োগ হইলে গোত্ব তাহার স্বরূপের অন্তর্গত হইয়া যাবৎকার্য্য অবস্থায়ী হয় বলিয়া উপাধি অর্থাৎ কার্য্যব্যাপক।

(উক্ত গ্রন্থের সহিত মুদ্রিত) অদ্বৈতসিদ্ধিগ্রন্থে (পরিচ্ছেদ ১ "অসতঃ বাধকনিরূপণম্" প্রসঙ্গে ৪৪৯ পৃঃ। মধুসূদন স্বামী উক্ত ত্রিবিধ ব্যাবর্ত্তকের লক্ষণ করিতেছেন : যাহা নিজের উপরাগ লইয়া অর্থাৎ তদ্দ্বারা, বিশেষ্যে ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি উৎপাদন করে, তাহা 'বিশেষণ' অর্থাৎ ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিকালে যাহা বিশেষ্যের উপরঞ্জক, যেমন গোত্ব প্রভৃতি (অথবা দণ্ডীর দণ্ড)। যাহা নিজের উপরাগকে উদাসীন রাখিয়া বিশেষ্যগত ব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মের উপস্থাপনদ্বারা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি উৎপাদন করে. তাহা 'উপলক্ষণ' ; যেমন কাকাদি ; যাহা বিশেষ্যের উপরঞ্জক নহে, কিম্বা ধর্ম্মান্তরের উপস্থাপক নহে অথচ ব্যাবর্ত্তক তাহা 'উপাধি'। যেমন 'পঙ্কজ'শব্দজন্য অনুভবে পদ্মত্ব, অথবা 'উদ্ভিদ'াদিশব্দজন্য অনুভবে, যাগত্বাদির অবান্তর জাতিবিশেষ।" ['পঙ্কজ' শব্দ যোগরূঢ় বলিয়া পদ্মত্বের জ্ঞান তদুচ্চারণের পরে। 'উদ্ভিদ্'শব্দে যাগত্বের জ্ঞান আরও পরে। এইরূপে ব্যাবর্ত্ত্যস্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট না হইয়া ভেদহেতু যাবৎকার্য্যাবস্থায়ী হইলে উপাধি, ইহাই টীকাকার রামকৃষ্ণের লক্ষ্য। আবার ভেদহেতু ব্যাবর্ত্ত্যস্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যাবৎকার্য্যাবস্থায়ী না হইলেও উপাধি ; যেমন পঙ্কজ-শব্দ-জন্য অনুভবে পঙ্ক ও জনধাতুর অর্থ স্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াও পদ্মজ্ঞানের পূর্ব্বে তিরোহিত হয়।

যদ্যপি বিধি ও নিষেধ উভয়েই উপাধি, তথাপি একটি ভাবরূপ, অপরটি অভাবরূপ বলিয়া তদুভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য ত' দেখা যাইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন— (সমাধান) সেই বৈলক্ষণ্য অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ উপাধিত্বের অবাধক বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য। ইহাই বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—"যেমন শৃঙ্খল সুবর্ণেরই হউক" ইত্যাদি। লোকের স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণের বাধকতারূপ অংশে অনুপযোগী সুবর্ণতালৌহতা প্রভৃতিরূপ ভেদ যে প্রকার উপেক্ষণীয়, সেই প্রকার বিধি ও নিষেধরূপ উপাধিরও ভাবরূপতা ও অভাবরূপতারূপ ভেদ উপেক্ষণীয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ৮৬

বিধির ন্যায় নিষেধও ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বলিয়া ব্রহ্মের উপাধি ; ইহারই সমর্থনার জন্য, বিধি ও নিষেধ উভয়েরই ব্রহ্মবোধের উপায়রূপতা আচার্য্যগণকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, ইহাই দেখাইতেছেন :—

(ঙ) বিধিনিষেধ উভয়ই জ্ঞানের উপায় —তদ্বিষয়ে আচার্য্যবচন।

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ।
বেদান্তানাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদ্দ্বিধেত্যাচার্য্যভাষিতম্॥৮৭

অন্বয়—অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাৎ বিধিমুখেন চ দ্বিধা বেদান্তানাম্ প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ ইতি আচার্য্যভাষিতম্।

অনুবাদ—অতৎ-ব্যাবৃত্তিদ্বারা অর্থাৎ অব্রহ্মরূপ জগৎপ্রপঞ্চের নিষেধদ্বারা এবং সাক্ষাৎ বিধিমুখে এই উভয় প্রকারেই উপনিষৎসমূহ ব্রহ্মপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত, —আচার্য্যগণ এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন।

টীকা—'তৎ' শব্দদ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হন ; 'অতৎ' শব্দদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চই সূচিত হয় ; "নেতি নেতি"—ইহা নয়, ইহা নয়—এইরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ, 'ব্যাবৃত্তি' শব্দের অর্থ। যাহা 'তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম নহে তাহা 'অতৎ' অর্থাৎ প্রপঞ্চ। সেই প্রপঞ্চের যে ব্যাবৃত্তি তাহাই হইতেছে উপায়। সেই প্রপঞ্চের নিষেধরূপ উপায়দ্বারা এবং সাক্ষাৎ বিধিমুখে অর্থাৎ 'সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম' এইরূপ যে বিধি—সাক্ষাৎ বাচক শব্দের কথনরূপ বিধান—সেই বিধিমুখদ্বারাও, "বেদান্তানাম্"—উপনিষৎসমূহের, "প্রবৃত্তিঃ"—ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশের চেষ্টা—ইহাই আচার্য্যগণ কহিয়াছেন। ৮৭

(শঙ্কা) ভাল, উপনিষৎসমূহ প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বোধক হয়, ইহা মানিলে, অহম্ শব্দের অর্থ কূটস্থেরও ত্যাগ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে ; তাহা হইলে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—এইরূপে 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদের সামানাধিকরণ্যদ্বারা অর্থাৎ সমান বিভক্তির বলে একই অর্থে তাৎপর্য্যজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(চ) নিষেধমুখে উপদেশের ফলে কূটস্থেরও ত্যাগ হইয়া গেলে, ব্রহ্মজ্ঞানের অনুৎপত্তিশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

অহমর্থপরিত্যাগাদহং ব্রহ্মেতি ধীঃ কুতঃ।
নৈবমংশস্য হি ত্যাগো ভাগলক্ষণয়োদিতঃ॥৮৮

অন্বয়—অহমর্থপরিত্যাগাৎ 'অহম্ ব্রহ্ম' ইতি ধীঃ কুতঃ ? এবম্ ন, হি (যতঃ) ভাগলক্ষণয়া অংশস্থ ত্যাগঃ উদিতঃ।

অনুবাদ -অহম্ শব্দের অর্থের পরিত্যাগ হইয়া গেলে, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ শঙ্কা করিও না, যেহেতু অহম্ শব্দের সমগ্র অর্থের পরিত্যাগ করিতে হইবে না ; 'ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণার' দ্বারা উহার একাংশেরই ত্যাগ কথিত হইয়াছে।

টীকা—'অহম্' শব্দের সমগ্র অর্থের অর্থাৎ কূটস্থবিশিষ্ট জীবের পরিত্যাগ করা হয় নাই। সেইহেতু 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের উদয় হওয়া সম্ভব নহে, এরূপ বলিও না, সিদ্ধান্তী এই প্রকারে উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"হি"—যেহেতু, "ভাগলক্ষণয়া" ভাগত্যাগলক্ষণার বা জহদজহল্লক্ষণার দ্বারা ('খ' পরিশিষ্ট ২০৭ পৃ, ২১ পং দ্রষ্টব্য) অহম্ শব্দের অর্থের একাংশের অর্থাৎ জড়াংশের ত্যাগই কথিত হইয়াছে, কূটস্থের ত্যাগ কথিত হয় নাই, এইহেতু 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান সম্ভব হয়, ইহাই অর্থ। ৮৮

জড়াংশরূপ একতাবিরোধিভাগ পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে বুঝিতে হইবে তাহা অভিনয় করিয়া ("সাক্ষাদিব অর্থাকারাদিপ্রদর্শিকা হস্তাদিক্রিয়া")—শ্রোতা বা দর্শক উপস্থিত থাকিলে, তাহাকে অর্থ, আকার প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য যে হস্তাদিক্রিয়া করা হয়, তদ্দ্বারা বুঝাইতেছেন :—

(ছ) নিষেধোপদেশহেতু একাংশ ত্যাগ করিয়া বুঝিবার প্রণালী।

অন্তঃকরণসন্ত্যাগাদবশিষ্টে চিদাত্মনি।
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বং সাক্ষিণীক্ষ্যতে॥৮৯

অন্বয়—অন্তঃকরণসন্ত্যাগাৎ অবশিষ্টে চিদাত্মনি সাক্ষিণি 'অহম্ ব্রহ্ম' ইতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বম্ ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—অহম্ শব্দের বাচ্যার্থ যে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব, তাহা হইতে অন্তঃকরণ-ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট চিদাত্মরূপ সাক্ষীতে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মত্ব অপরোক্ষ করা যায় *। ৮৯

ভাল, 'কেবল' প্রত্যগাত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া বুদ্ধি বৃত্তির বিষয় হইতে পারেন না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

* ["একতারং নভো দৃষ্ট্বা স্মর্তব্যো নারদো মুনিঃ"—একটিনক্ষত্রযুক্ত আকাশ দেখিলে নারদমুনিকে স্মরণ করিতে হয় এই বিধিবাক্যে যেমন বিশেষ্য আকাশের দর্শন অসম্ভব বলিয়া বাধিত হওয়ায় আকাশের বিশেষণে বিধির তাৎপর্য্য বুঝিয়া 'একটিমাত্র নক্ষত্র দেখিয়া', এইরূপ অর্থাবধারণ করিতে হয়, বিশেষণের বাধেও সেইরূপ] 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যে ভাগত্যাগলক্ষণার দ্বারা জীবের ব্রহ্মত্বাবধারণে অহংশব্দবাচ্যার্থ মধ্যে সাভাসান্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্যের ত্যাগ, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবপূর্ব্বক বিচারে, অসম্ভব বলিয়া বাধিত হওয়ায়, সাভাসান্তঃকরণরূপ বিশেষণেরই ত্যাগ করিয়া সেই বাধের অবশিষ্ট সাক্ষিচৈতন্যে অর্থাৎ লক্ষ্যার্থে (বা বিশেষ্যে) অদ্বৈতব্রহ্মত্বের উপলব্ধি, পণ্ডিতগণ করিয়া থাকেন—ইহাই অর্থ [অচ্যুতরায়]।

(ঞ) স্বপ্রকাশ সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়, ফলের অবিষয়।

স্বপ্রকাশোঽপি সাক্ষ্যেব ধীবৃত্ত্যা ব্যাপ্যতেঽন্যবৎ।
ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিবারিতম্ ॥ ৯০

অন্বয়—সাক্ষী স্বপ্রকাশঃ অপি অন্যবৎ ধীবৃত্ত্যা এব ব্যাপ্যতে। ফলব্যাপ্যত্বম্ এব অস্য শাস্ত্রকৃদ্ভিঃ নিবারিতম্।

অনুবাদ—সাক্ষী স্বপ্রকাশ হইলেও অন্যের ন্যায় অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায়, বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্য—বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়, হন; ইঁহার ফলব্যাপ্যতাই—অন্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসের বিষয়তাই, শাস্ত্রকারদিগের কর্তৃক নিষিদ্ধ বা অস্বীকৃত হইয়াছে, কেননা, চিদাভাস প্রত্যগাত্মারই স্ফুরণরূপ।

টীকা—'আমি হইতেছি স্বপ্রকাশ'—এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি সম্ভব বলিয়া অর্থাৎ স্বপ্রকাশ সাক্ষী এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া সাক্ষীর স্বপ্রকাশতা ভঙ্গ হয় না—পরাধীনপ্রকাশতা বা পরপ্রকাশ্যতা ঘটে না : ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা)—তাহা হইলে ত' অর্থাৎ সাক্ষীকে বৃত্তির বিষয় বলিয়া অঙ্গীকার করিলে ত' অপসিদ্ধান্তই ঘটিবে অর্থাৎ আত্মা স্বপ্রকাশ এই সিদ্ধান্তের ভঙ্গসম্ভাবনা হইবে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে, পূর্ব্বাচার্য্যগণও আত্মাকে বৃত্তির বিষয় বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, এইহেতু ইহা অপসিদ্ধান্ত নহে—"ইঁহার ফলব্যাপ্যতাই—অন্তঃকরণে" ইত্যাদি। 'ফল'শব্দের অর্থ যাহা প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস : তদ্দ্বারা ব্যাপ্যতা অর্থাৎ তাহার বিষয়তাই এই প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন, কেননা, সেই চিদাভাস প্রত্যগাত্মারই স্ফুরণ বা প্রকাশ—ইহাই তাৎপর্য্য। ৯০

আত্মার, নিজ ফলের অর্থাৎ চিদাভাসের ব্যাপ্তি বা বিষয়তা নাই, ইহা দেখাইবার জন্য অনাত্মবস্তুর—ঘটাদি জড়পদার্থসমূহের—বৃত্তি ও চিদাভাসরূপ ফল, উভয়দ্বারাই ব্যাপ্যতা দেখাইতেছেন :—

(ট) অনাত্মবস্তু বৃত্তি ও ফল উভয়েরই ব্যাপ্য।

বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥৯১

অন্বয়—বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বৌ অপি ঘটম্ ব্যাপ্নুতঃ; তত্র ধিয়া অজ্ঞানম্ নশ্যেৎ, আভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধিবৃত্তি ও তাহাতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস দুইটিই ঘটাদিকে বিষয় করে। তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বিষয়গত অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং আভাসচৈতন্যদ্বারা ঘট প্রকাশিত হয়।

টীকা—ঘটাদি বস্তুসম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিদাভাস উভয়েরই ব্যাপ্তির প্রয়োজন দেখাইতেছেন—"তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা" ইত্যাদি। "তত্র"—তন্মধ্যে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ও চিদাভাস এই দুইটির মধ্যে, প্রমাণরূপপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, কেননা, বুদ্ধিবৃত্তিরূপ

জ্ঞান এবং অজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ ; আর চিদাভাসদ্বারা ঘট স্ফুরিত হয় অর্থাৎ 'ইহা ঘট' এইরূপে প্রকাশিত হয়, কেননা, ঘট জড় বলিয়া তাহা আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায়। ৯১

এক্ষণে আত্মার সেই অনাত্মা হইতে বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—

(ঞ) আত্মার সেই অনাত্মা হইতে বিলক্ষণতা।

ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা।
স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে ॥ ৯২

অন্বয়—ব্রহ্মণি অজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিঃ অপেক্ষিতা; স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বাৎ আভাসঃ ন উপযুজ্যতে।

অনুবাদ—ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের জন্য ব্রহ্মে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তির অপেক্ষা বা প্রয়োজন আছে ; আর ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশস্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে চিদাভাসের উপযোগ নাই।

টীকা—প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের একতা অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বলিয়া, সেই একতাবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই প্রকারের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্তির বা তাহার বিষয়তার অপেক্ষা আছে। "স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বাৎ"—আর ব্রহ্ম নিজেই ব্রহ্ম ও আত্মার একতার স্ফুরণরূপ বলিয়া, তাঁহার স্ফুরণের জন্য চিদাভাসের অপেক্ষা রাখেন না। এইহেতু ব্রহ্মাকারা বৃত্তির সহিত চিদাভাস সংযোজিত থাকিলেও, অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ে তাহার স্ফুরণরূপ উপযোগ বা প্রয়োজন-সাধকতা নাই, ইহাই অর্থ। ৯২

৯০ হইতে ৯২ শ্লোকে যে কথাটির বর্ণন করিলেন, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ট) দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ব্বগত শ্লোকত্রয়োক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ।

চক্ষুর্দীপাবপেক্ষ্যেতে ঘটাদিদর্শনে যথা।
ন দীপদর্শনে কিন্তু চক্ষুরেকমপেক্ষ্যতে ॥ ৯৩

অন্বয়—যথা ঘটাদিদর্শনে চক্ষুর্দীপৌ অপেক্ষ্যেতে, দীপদর্শনে ন, কিন্তু একম্ চক্ষুঃ অপেক্ষ্যতে।

অনুবাদ—যেমন ঘটাদিদর্শনে চক্ষু ও দীপ উভয়েরই অপেক্ষা আছে, দীপ দর্শনে সেরূপ নহে অর্থাৎ দীপান্তরের অপেক্ষা নাই কিন্তু একমাত্র চক্ষুরই অপেক্ষা আছে।

টীকা—অন্ধকারাবৃত ঘটাদির দর্শনে চক্ষু ও দীপ উভয়েরই অপেক্ষা আছে ; আর দীপের দর্শনবিষয়ে যেমন একমাত্র চক্ষুরই অপেক্ষা আছে, সেইরূপ ঘটাদিবিষয়ে আবরণনিবৃত্তি ও স্ফুরণরূপ প্রয়োজনের জন্য, বৃত্তি ও চিদাভাস উভয়েরই অপেক্ষা আছে ; আর ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান-বিনাশের জন্য বৃত্তিব্যাপ্তির অপেক্ষা আছে, এইরূপে পূর্ব্বশ্লোকের সহিত (স্পষ্টীকরণ-) সম্বন্ধ। ৯৩

ভাল, বুদ্ধি ও বুদ্ধির বৃত্তি উভয়েরই চিদাভাসবিশিষ্টতাস্বভাব। সেইহেতু ঘটাদিবিষয়ে যেরূপ ফলব্যাপ্তি অর্থাৎ চিদাভাসদ্বারা ব্যাপ্তি ঘটে, ব্রহ্মবিষয়েও সেইরূপ অনিবার্য্যরূপে ফলব্যাপ্তি ঘটিবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ঠ) ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতে চিদাভাস বিদ্যমান থাকিলেও ব্রহ্ম তাহার বিষয় হন না।

স্থিতোঽপ্যসৌ চিদাভাসো ব্রহ্মণ্যেকীভবেৎ পরম্।
ন তু ব্রহ্মণ্যতিশয়ং ফলং কুর্য্যাদ্ ঘটাদিবৎ ॥ ৯৪

অন্বয়—অসৌ চিদাভাসঃ স্থিতঃ অপি ব্রহ্মণি একীভবেৎ। পরম্ ব্রহ্মণি ঘটাদিবৎ অতিশয়ম্ ফলম্ তু ন কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ—সেই চিদাভাস বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়াও (জ্ঞানলাভকালে) ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যায়, কিন্তু ঘটাদিবিষয় প্রকাশের ন্যায় ব্রহ্মে কোনও অতিশয়রূপ ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

টীকা—যদ্যপি ঘটাদি আকারের বৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মাকারা বৃত্তিতেও চিদাভাস বিদ্যমান, তথাপি সেই চিদাভাস ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে ভাসমান হয় না (যেমন দর্পণপ্রতিফলিত সূর্য্যালোক সূর্য্যাভিমুখে চালিত হইলে, সূর্য্যালোক বা রৌদ্র হইতে ভিন্নভাবে প্রতীত হয় না)। সেইরূপ চিদাভাস, ব্রহ্মের সহিত যেন একীভূত হইয়া যায়, এইহেতু ব্রহ্মবিষয়ক স্ফুরণরূপ অতিশয়-ফলের উৎপাদক হয় না অর্থাৎ ব্রহ্মে অণুমাত্রও কোন ধর্ম্ম উৎপাদন করে না, ইহাই অর্থ। ৯৪

ভাল, ৯০ হইতে ৯৪ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল, ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যতা নাই, বৃত্তিব্যাপ্যতা আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বেদই এ বিষয়ে প্রমাণ :—

(ড) ব্রহ্মের বৃত্তিবিষয়তা-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

অপ্রমেয়মনাদিং চেত্যত্র শ্রুত্যেদমীরিতম্।
মনসৈবেদমাপ্তব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা ॥ ৯৫

অন্বয়—'অপ্রমেয়ম্ চ অনাদিম্' ইতি অত্র শ্রুত্যা ইদম্ ঈরিতম্। মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যম্ ইতি ধী-ব্যাপ্যতা শ্রুতা।

অনুবাদ—ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যতা নাই, একথা ব্রহ্মবিন্দূপনিষদের (নামান্তরে অমৃতবিন্দূপনিষদের) অপ্রমেয়ম্ ইত্যাদি নবম মন্ত্রে (টীকায় উদ্ধৃত) কথিত হইয়াছে; ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা কঠোপনিষদের মনসৈবেদম্ ইত্যাদি ৪।১১ মন্ত্র (টীকায় উদ্ধৃত) হইতে শুনা যায়।

টীকা—[নির্ব্বিকল্পমনন্তঞ্চ হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিতম্। অপ্রমেয়মনাদিঞ্চ জ্ঞাত্বা চ পরমং শিবম্॥ ব্রহ্মবিন্দু উ. ৯ ; 'চ পরমং' স্থানে 'সম্পদ্যতে'ও পঠিত হয়]—যে নির্ব্বিকল্প, অনন্ত, হেতুদৃষ্টান্তবর্জ্জিত এবং অপ্রমেয় অর্থাৎ বিষয়াকার সাভাসবৃত্তিরূপ প্রমাজ্ঞানের অবিষয় এবং অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তি রহিত, (বস্তুকে) জানিয়া জীব পরমশিব হইয়া যান, (অথবা টীকাকার রামকৃষ্ণের উদ্ধৃত "যজ্জ্ঞাত্বা

মুচ্যতে বুধঃ" এই পাঠানুসারে—যাঁহাকে জানিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ মুক্ত হইয়া যান)—এই মন্ত্রে ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যতারাহিত্য বর্ণিত হইয়াছে। আর [মনসা এব ইদম্ আপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—কঠ উ, ৪।১১]—একমাত্র মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব (ব্রহ্মের একতা) অবগত হইতে হইবে ; এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। এই শ্রুতিবচন হইতে ব্রহ্মের বৃত্তিবিষয়তা শুনা যায়। ৯৫

৪৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে জীবের অপরোক্ষজ্ঞাননামক ও শোকনিবৃত্তিনামক দুই অবস্থা, "আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনদ্বারা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই—উক্ত মন্ত্রের কোন্ অংশদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান কথিত হইয়াছে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(চ) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতির যে অংশে অপরোক্ষ জ্ঞান কথিত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ।

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি বাক্যতঃ।
ব্রহ্মাত্মব্যক্তিমুল্লিখ্য যো বোধঃ সোঽভিধীয়তে॥৯৬

অন্বয়—ব্রহ্মাত্মব্যক্তিম্ উল্লিখ্য যঃ বোধঃ সঃ অয়ম্ অস্মি ইতি আত্মানম্ বিজানীয়াৎ চেৎ বাক্যতঃ অভিধীয়তে।

অনুবাদ—ব্রহ্মাত্মার "ব্যক্তিকে" বিষয় করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে প্রত্যগাত্মার অভিন্ন স্বরূপকে আপনার বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই,—"যদি পরমাত্মাকে 'এই আমি' বলিয়া জানে"—এই অর্থের, (প্রথম শ্লোকোক্ত) শ্রুতি-বাক্যাংশদ্বারা কথিত হইয়াছে।

টীকা—"ব্রহ্মাত্মব্যক্তিম্"—"সত্য-জ্ঞান-অনন্ত" লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মার স্বরূপকে "উল্লিখ্য"—বিষয় করিয়া, "যঃ বোধঃ জায়তে"—যে জ্ঞান "আমি হইতেছি ব্রহ্ম" এই আকারে উৎপন্ন হয়, তাহাই এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৯৬

৭। জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য শ্রবণাদিরূপ অভ্যাসের বর্ণনা।

ভাল, তাহা হইলে ত' পূর্ব্ববর্ণিত প্রকারে অর্থাৎ ৫৮ হইতে ৮২ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত রীত্যনুসারে, মহাবাক্যের একবার মাত্র বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, "আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১)—'শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন এই সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে যে পর্য্যন্ত না আত্মদর্শন হয়, শাস্ত্র এই অভিপ্রায়ে বারবার এবং শ্রবণাদি বহু উপায়, উপদেশ করিয়াছেন,—ব্যাস-বিরচিত এই ব্রহ্মসূত্রে, এবং [আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ — বৃহদা উঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৬]—'অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা শ্রবণযোগ্য, মননযোগ্য এবং নিদিধ্যাসনযোগ্য' ইত্যাদি শ্রুতিবচনে বিহিত শ্রবণাদির আবর্ত্তন—পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান,—অকরণীয় হইয়া পড়ে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, একবার মহাবাক্যের বিচারদ্বারা উৎপন্ন যে অপরোক্ষজ্ঞান, তাহার দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তি বা বারবার অনুষ্ঠান, আচার্য্যদিগের কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পরে পুনঃ পুনঃ করা কর্ত্তব্য। ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) মহাবাক্যদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, শ্রবণাদির ব্যর্থতাশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

অস্তু বোধোঽপরোক্ষোঽত্র মহাবাক্যাত্তথাপ্যসৌ
ন দৃঢ়ঃ শ্রবণাদীনামাচার্য্যৈঃ পুনরীরণাৎ ॥ ৯৭

অন্বয়—অত্র মহাবাক্যাৎ অপরোক্ষঃ বোধঃ অস্তু, তথাপি অসৌ ন দৃঢ়ঃ, আচার্য্যৈঃ পুঃ শ্রবণাদীনাম্ ঈরণাৎ।

অনুবাদ—এই ব্রহ্মাত্মতাবিষয়ে, মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান হয় বটে তথাপি সেই জ্ঞান দৃঢ় হয় না, কেননা, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য নির্ণয় করিয়াছেন (জ্ঞান হইবার পরেও জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদন জন্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

টীকা—"অত্র"—এই ব্রহ্মাত্মবিষয়ে, "মহাবাক্যাৎ"—বিচারপূর্ব্বক একবার শ্রুত তত্ত্বমস্যা মহাবাক্য হইতে, "অপরোক্ষঃ বোধঃ অস্তু"—অপরোক্ষজ্ঞান হয় বটে, তথাপি "ন অসৌ দৃঢ়ঃ"-তথাপি এই অপরোক্ষজ্ঞান দৃঢ় হয় না; এইহেতু শ্রবণাদির আবৃত্তি করা উচিত, কেননা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, "পুনঃ"—আবার অর্থাৎ মহাবাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তির পরেও, জ্ঞানের দৃঢ়তার জ শ্রবণাদির আবর্ত্তন বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা উচিত, এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহাই অর্থ 'জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য' এই কথাগুলি তাৎপর্য্য হইতে পাওয়া যাইতেছে। ৯৭

কোন্ বাক্যদ্বারা আচার্য্য শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া শঙ্করাচার্য্য-বিরচিত বাক্যবৃত্তির ৪৯ সংখ্যক শ্লোক পা করিতেছেন :—

(খ) অপরোক্ষজ্ঞান জন্মিলেও শ্রবণাদির কর্ত্তব্যতাবিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের বচন।

অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ীভবেৎ।
শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেচ্ছ্রবণাদিকম্ ॥ ৯৮

অন্বয়—"অহম্ ব্রহ্ম" ইতি বাক্যার্থবোধঃ যাবৎ দৃঢ়ীভবেৎ তাবৎ শমাদিসহিতঃ শ্রবণাদিকম্ অভ্যসেৎ।

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত না 'আমিই ব্রহ্ম' এই বাক্যের অর্থের জ্ঞান দৃঢ় হয়, সেই পর্য্যন্ত মুমুক্ষু শমাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস করিবেন।

টীকা (বিশ্বেশ্বরাচার্য্য বিরচিত)—" 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মার বা আত্মায় ব্রহ্মা-পরোক্ষ জ্ঞান, "যাবৎ"—যখন, "দৃঢ়ীভবেৎ"—নিঃশেষরূপে অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা-রহিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ দৃঢ় হইবে ('অদৃঢ় দৃঢ় হইলে'—এইরূপে দৃঢ়তার দুর্লভত্ব সূচনার জন্য অভূততদ্ভাবে 'চ্বি' প্রত্যয়ের প্রয়োগ); ততদিন পর্য্যন্ত শমাদিসাধনযুক্ত হইয়া, "আবৃত্তি রসকৃদুপদেশাৎ" (৯৭ শ্লোকের আভাস টীকায় দ্রষ্টব্য)—এই উপদেশানুসারে পুনঃ পুনঃ মনন-

নিদিধ্যাসনাভ্যাস করিবে – ইহাই অর্থ। ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য শমাদি-সাধনানুষ্ঠানের সহিত বারবার শ্রবণাভ্যাস বিহিত হওয়ায় উক্ত সাধনসমূহের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দুই তিনবার শ্রবণাদি করাই ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু, ইহা তাৎপর্য্যরূপে পাওয়া যাইতেছে। এইরূপে দুই তিনবার শ্রবণাদির দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, তাহাতে দৃঢ়তার আধিক্য থাকে না বলিয়া, যে সংসার বাসনা বহুকাল ধরিয়া আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, তাহার অবশিষ্ট অংশের দ্বারা পুনঃ পুনঃ চিত্তবিক্ষেপ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। আর অষ্টাঙ্গযোগের শুভসংস্কার না পড়িলে, চিত্তসংলগ্ন সংস্কারসমূহের নিঃশেষরূপে বিনাশ ঘটে না। এই কারণে জ্ঞানের দৃঢ়তালাভের জন্য এবং চিত্তলগ্ন বাসনাসমূহের সম্পূর্ণ বিনাশের জন্য অনেকবার শ্রবণাদির অভ্যাস এবং অষ্টাঙ্গযোগের শুভসংস্কারস্থাপনের অভ্যাস করিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। এইরূপ করিলে বিদেহমুক্তের অবস্থা আসিতে পারে। তাহা না হইলে শমাদিসাধনযুক্ত মুমুক্ষুর দুই তিনবার শ্রবণাদিজনিত অপরোক্ষজ্ঞানমাত্রেই জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ হয় না। "ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তিঃ" ৭৭ (বাক্যবৃত্তির ৪০) শ্লোকে এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ ৭৮ শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারাই অব্রহ্মত্বের নিবৃত্তি হয়। এই কথাই শঙ্কা ও সমাধানদ্বারা সমর্থিত হইতেছে। (শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য শমাদিসাধনযুক্ত মুমুক্ষুর শ্রবণাদিকরণ উচিত; তাহার পর শ্রবণাদির কি প্রয়োজন? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সংসার বাসনা বিশেষরূপে বিনষ্ট হয় না, কেননা, কোন কোন স্থলে দেখা যায়, অপরোক্ষ জ্ঞানীরও সংসার নিবৃত্ত হয় নাই। বাশিষ্ঠ রামায়ণে উক্ত হইয়াছে—একান্ত বাসনাশূন্যেরই বিদেহমুক্তি হয়, যথা—"সংসারবাসনাদার্ঢ্যং বন্ধ ইত্যভিধীয়তে। বাসনাতানবং রাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে॥—বাসনার দৃঢ়তার নামই 'বন্ধন'; হে রাম, বাসনার ক্ষীণতাকেই 'মোক্ষ' বলে। এইহেতু জ্ঞানের দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে, নির্ব্বাসনতা সিদ্ধির জন্য বারবার শ্রবণের অভ্যাস কর্ত্তব্য। (শঙ্কা) ভাল, যিনি ব্রহ্মাপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার এতটুকুমাত্র বাসনালেশবশতঃ রাগদ্বেষাত্মক সংসার বাসনা থাকা সঙ্গত হয় না। (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। অতি-দৃঢ়তাবিহীন কোমল কণ্টকের দৃঢ়তালাভের পূর্ব্বে যেমন সম্যগ্‌বেধনশক্তি থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মাপরোক্ষ জ্ঞানের দৃঢ়তালাভের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, সমস্ত সংসারবীজের সম্যক্‌প্রকারে বিনাশ-সাধন অসম্ভব বলিয়া জীবন্মুক্তেরও অবস্থাভেদে সংসার বাসনা থাকার সম্ভাবনা অসঙ্গত নহে। "রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি। যোঽন্তর্ব্যোমবদচ্ছঃ স্যাৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ (উৎপত্তি প্র ৯।৮)—(নট যেমন রাগদ্বেষভয়াদির অভিনয় করে, সেইরূপ) যিনি বাহিরে রাগদ্বেষ ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিয়াও অন্তরে রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত থাকেন এবং নিতান্ত স্বচ্ছব্যোমতুল্য চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন তাহাকেও জীবন্মুক্ত বলা যায়। বাশিষ্ঠ রামায়ণেও জীবন্মুক্তের সংসার-বাসনা রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, বিদেহমুক্তিসময়ে জীবন্মুক্ত বীতহব্যের বচন—"রাগ নীরাগতাং গচ্ছ, দ্বেষ নিঃশেষতাং ব্রজ। ভবদ্ভ্যাং সুচিরং কালমিহ প্রক্রীড়িতং ময়া॥" (উপশম প্র. ৮৬।২৯)—"ওহে রাগ, তুমি এখন নীরাগ হও; ওহে দ্বেষ, তুমি নিঃশেষ হও; অনেক কাল আমি তোমাদের সহিত ক্রীড়া

করিয়াছি।" এইহেতু জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্য যাহাতে নিঃশেষরূপে সংসার বাসনার নিবৃত্তি হয়, তাহার উপায়স্বরূপ বেদান্তমহাবাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের শুভসংস্কারস্থাপনের অভ্যাস, যে পর্য্যন্ত না জ্ঞান দৃঢ়তা লাভ করে, সেই পর্য্যন্ত করা কর্ত্তব্য।" ৯৮

মহাবাক্যপ্রমাণজনিত জ্ঞানের অদৃঢ়তা কি হেতু হইয়া থাকে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(গ) মহাবাক্যপ্রমাণজনিত জ্ঞানের অদৃঢ়তার কারণ।

বাঢ়ং সন্তি হ্যদার্ঢ্যস্য হেতবঃ শ্রুত্যনেকতা।
অসম্ভাব্যত্বমর্থস্য বিপরীতা চ ভাবনা॥ ৯৯

অন্বয়—হি (যতঃ) শ্রুত্যনেকতা, অর্থস্য অসম্ভাব্যত্বম্ বিপরীতা ভাবনা চ অদার্ঢ্যস্য হেতবঃ বাঢ়ম্ সন্তি।

অনুবাদ—যেহেতু শ্রুতি অনেক প্রকারের এবং সেইহেতু তাহা প্রমাণগত সংশয়ের উৎপাদক, বলিয়া (১) এবং শ্রুতির অর্থ—অখণ্ড, একরস, অদ্বিতীয়, ব্রহ্মস্বরূপ, অলৌকিক, এবং সেইহেতু প্রমেয়গত সংশয়ের বিষয়, বলিয়া, (২) অসম্ভাবনা ও বিপরীত-ভাবনা (এবং তজ্জনিত কর্তৃত্বাদি অভিমান) (৩)—এই তিনটি অদৃঢ়তার কারণ সর্ব্বথা বিদ্যমান।

টীকা—"হি" যেহেতু শ্রুতি নানা বলিয়া (প্রথম হেতু), "অর্থস্য অসম্ভাব্যত্বম্"—অখণ্ড একরস অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ মহাবাক্যার্থও অলৌকিক, (সেইহেতু প্রমাণগত সংশয়ের উৎপাদক, এবং প্রমেয়রূপ সন্দেহাস্পদবিষয়ক) বলিয়া অসম্ভাবিতত্ব (দ্বিতীয় হেতু) এবং কর্তৃত্বাদি অভিমান-রূপ বিপরীতভাবনা, (তৃতীয় হেতু)—এই প্রকারে অদৃঢ়তার তিনটি কারণ সর্ব্বথা বিদ্যমান, সেইহেতু অপরোক্ষতানুভবের দৃঢ়তার জন্য শ্রবণাদির আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য; ইহাই তাৎপর্য্য। ৯৯

এই প্রকারে বোধের অদৃঢ়তার ত্রিবিধ কারণ বর্ণনা করিয়া শ্রুতি নানাত্বজনিত অদৃঢ়তার নিবৃত্তির জন্য শ্রবণের আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) শ্রুতির নানাত্বজনিত জ্ঞানাদৃঢ়তা নিবৃত্তির জন্য শ্রবণ কর্ত্তব্য।

শাখাভেদাৎ কামভেদাচ্ছ্রুতং কর্ম্মান্যথান্যথা।
এবমত্রাপি মা শঙ্কীত্যতঃ শ্রবণমাচরেৎ॥ ১০০

অন্বয়—শাখাভেদাৎ কামভেদাৎ অন্যথা অন্যথা কর্ম্ম শ্রুতম্, এবম্ অত্র অপি (ত্বয়া) মা আশঙ্কি—ইতি; অতঃ শ্রবণম্ আচরেৎ।

অনুবাদ—বেদের শাখা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া এবং লোকের কামনা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, নানা প্রকার কর্ম্ম শ্রুতিকর্তৃক উপন্যস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এস্থলে অর্থাৎ

বেদের উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য বস্তুবিষয়ে এরূপ শঙ্কা করিও না। এইহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রবণের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

টীকা—(মুক্তিকোপনিষদে মারুতির প্রতি শ্রীরাম)—ঋগ্বেদাদিবিভাগেন বেদাশ্চত্বার ঈরিতাঃ। তেষাং শাখা হ্যনেকাঃ স্যুস্তাসূপনিষদস্তথা। ১১। ঋগ্বেদস্য তু শাখাঃ স্যুরেকবিংশতি-সংখ্যকাঃ। নবাধিকশতং শাখা যজুষো মরুতাত্মজ। ১২। সহস্রসংখ্যয়া জাতাঃ শাখাঃ সাম্নঃ পরন্তপ। অথর্বণস্য শাখাঃ স্যুঃ পঞ্চাশস্তেদতো হরে।১৩। একৈকস্যাস্তু শাখায়া একৈকোপনিষন্মতা। * * * *। ১৪। (বেদ একটিমাত্র ; বেদাধিকারী পুরুষগণের বুদ্ধিমান্দ্য দেখিয়া ভগবান্ ব্যাস বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, তদনুসারে) ঋগ্বেদাদিবিভাগবশতঃ বেদ চারিখানি বলিয়া বর্ণিত হয়। তাহাদের শাখা অনেক। সেই সকল শাখায় এক একখানি করিয়া উপনিষদ্ আছে, সেইহেতু উপনিষদ্ও অনেক (প্রায়ই শাখার নামানুসারে উপনিষদের নামকরণ হইয়াছে)। হে মারুতে, ঋগ্বেদের শাখা ২১টি, যজুর্ব্বেদের ১০৯টি, সামবেদের ১০০০টি, অথর্ব্ববেদের শাখা ৫০টি। বেদের সর্ব্বশুদ্ধ ১১৮০ শাখা; উপনিষদের সংখ্যাও তাহাই। তন্মধ্যে ৮৪০ খানি উপনিষদ্ কর্ম্মবোধক বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত এবং ২৩২ খানি উপনিষদ্ ধ্যেয় ব্রহ্ম-বোধক বলিয়া উপাসনাকাণ্ডের অন্তর্গত। যাঁহারা কায়িক, বাচিক ও মানসিকরূপ কর্ম্মের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেন, তাঁহারা উপাসনাকে মানসিক কর্ম্ম বলিয়াই ধরেন। সেইহেতু উপাসনা মানসিক কর্ম্মরূপে কর্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত। আর ১০৮ উপনিষদ্ জ্ঞেয় ব্রহ্মের প্রতিপাদক। ইহারা বেদের সিদ্ধান্তভাগ অর্থাৎ সারভূত অর্থের নির্ণায়ক অংশ বলিয়া 'বেদান্ত' বা 'জ্ঞানকাণ্ড' নামে অভিহিত হয়। যে বস্তুর লাভ হইলে অপর কোনও বস্তুর লাভকে ততোধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে বস্তুর লাভের আনন্দে অপর সকল বস্তুর লাভের আনন্দ অন্তর্ভূত, সেই বস্তুর প্রতিপাদক বলিয়া জ্ঞানকাণ্ড সমস্ত বেদের সারভূত। এই ১০৮ উপনিষদের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদই মুখ্য। তন্মধ্যে ঐতরেয় উপনিষদ্ ঋগ্বেদের অন্তর্গত, ঈশাবাস্য ও বৃহদারণ্যক শুক্ল যজুর্ব্বেদের এবং কঠবল্লী ও তৈত্তিরীয়, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত; কেন ও ছান্দোগ্য সামবেদের অন্তর্গত এবং মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত।

"শাখাভেদাৎ"—শাখাভেদানুসারে কর্ম্মভেদ, এইরূপে বেদে বর্ণিত হইয়াছে ; যথা [যদৃচৈব হোত্রং ক্রিয়তে যজুষাধ্যর্যবং সাম্নোদ্গীথম্—কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে উদ্ধৃত]—ঋগ্বেদবেত্তা ঋত্বিগ্রূপে হোতার কর্ম্ম করিয়া থাকেন, যাহা হোত্রকর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়; যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী ঋত্বিগ্রূপ অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম, যাহা অধ্বার্য্যব নামে কথিত হয় এবং সামবেদাধ্যায়ী ঋত্বিগ্রূপ উদ্গাতার কর্ম্ম, যাহা উদ্গীথ নামে কথিত হয়; "কামভেদাৎ"—কামভেদানুসারে কর্ম্মভেদ এইরূপে শ্রুত হয়; যথা [কারীর্য্যা বৃষ্টি-কামো যজেত—তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬।৫।৬।৫]—যে রাজা বৃষ্টি কামনা করেন তিনি প্রজার নিকট হইতে 'কর' লইয়া কারীরী যাগ করিবেন। (কর লইয়া সেই যাগ করেন বলিয়া, তাহার নাম 'কারীরী যাগ', অথবা—যজ্ঞে করীর বা বংশাঙ্কুর—বাঁশের কোড়া—দিয়া আহুতি করিতে হয় বলিয়া তাহাকে 'কারীরী যাগ' বলে)। [শতকৃষ্ণলম্ আয়ুষ্কামঃ—মৈত্রায়ণী সংহিতা ২।২।২, কাণ্বশাখায় ঐ ১১।৪]

—যিনি আয়ুঃ কামনা করেন, তিনি শতকৃষ্ণল যাগ করিবেন। যে যাগে ১০০ মাষা কৃষ্ণল অর্থাৎ সুবর্ণের দানের বিধান আছে, তাহা শতকৃষ্ণল যাগ।

উপনিষদে প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব লইয়া সেইরূপ ভেদের আশঙ্কা জন্মিতে পারে বলিয়া তাহার নিবারণের জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ১০০

সেই শ্রবণ বলিতে কি বুঝিতে হইবে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া শ্রবণের লক্ষণ করিতেছেন :—

(৬) শ্রবণের লক্ষণ।

বেদান্তানামশেষাণামাদিমধ্যাবসানতঃ।
ব্রহ্মাত্মন্যেব তাৎপর্য্যমিতি ধীঃ শ্রবণং ভবেৎ॥ ১০১

অন্বয়—অশেষাণাম্ বেদান্তানাম্ আদিমধ্যাবসানতঃ ব্রহ্মাত্মনি এব তাৎপর্য্যম্ ইতি ধীঃ শ্রবণম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—সমস্ত উপনিষদের আদি-মধ্য-অন্ত সর্ব্বত্রই প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মরূপতা-বিষয়ে তাৎপর্য্য, এইরূপ বোধ অর্থাৎ নিশ্চয়করণই 'শ্রবণ' শব্দের অর্থ।

টীকা—সমস্ত উপনিষদের উপক্রমোপসংহারের একরূপতা প্রভৃতি ছয় প্রকার তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের বিচার করিলে পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মরূপ প্রত্যগাত্মবিষয়েই তাৎপর্য্য বা পর্য্যবসান—এইরূপ নিশ্চয়করণের নাম শ্রবণ। এই শ্রুতিতাৎপর্য্যলিঙ্গের কথা প্রথমাধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে (সেই শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। (১) উপক্রমোপসংহারের একতা, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ব্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি—এই ছয়টিকে বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্য-লিঙ্গ বা তাৎপর্য্যনির্ণায়ক চিহ্ন বলে। কেননা, ধূম যেমন অগ্নির চিহ্ন বা জ্ঞাপক, সেইরূপ উক্ত ছয়টিও বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্যের জ্ঞাপক; সেইহেতু তাৎপর্য্যলিঙ্গ। (ছ পরিশিষ্টে এই ছয়টি লিঙ্গের লক্ষণাদি প্রদত্ত হইল)। ১০১

এই প্রকার শ্রবণাদি কোথায় নিরূপিত হইয়াছে? এইহেতু বলিতেছেন :—

(৮) শ্রবণ ও লক্ষণ সহিত মনননিরূপণের প্রমাণ।

সমন্বয়াধ্যায় এতৎ সূক্তং ধীস্বাস্থ্যকারিভিঃ।
তর্কৈঃ সম্ভাবনার্থস্য দ্বিতীয়াধ্যায় ঈরিতা॥ ১০২

অন্বয়—এতৎ সমন্বয়াধ্যায়ে সূক্তম্; ধীস্বাস্থ্যকারিভিঃ তর্কৈঃ অর্থস্য সম্ভাবনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ঈরিতা।

অনুবাদ—এই শ্রবণ শারীরকসূত্রের 'সমন্বয়'নামক প্রথমাধ্যায়ে ব্যাসাদি-কর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে; বুদ্ধির স্থৈর্য্যসম্পাদক অর্থাৎ নিশ্চয়তা-পাদক তর্কসমূহদ্বারা অর্থের সমর্থনা বা মনন দ্বিতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—"এতৎ"—এই শ্রবণ, "সমন্বয়াধ্যায়ে"—শারীরকসূত্রের 'সমন্বয়'নামক প্রথমাধ্যায়ে ব্যাস প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ ব্যাস, ভাষ্যকার, ভাষ্য-টীকাকার আনন্দগিরি প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার-

দিগের কর্তৃক। অর্থের অসম্ভাবনার অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্মের একতারূপ প্রমেয়ে সন্দেহের নিবৃত্তির জন্য, মনন শারীরকসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্যাসাদিকর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন—"বুদ্ধির স্থৈর্য্যসম্পাদক" ইত্যাদি। প্রমেয়গত সন্দেহের নিবৃত্তির দ্বারা "ধাস্বাস্থ্যকাবিভিঃ তর্কৈঃ"—বুদ্ধির স্ব-স্বরূপে একাগ্রতাকারক অভেদসাধক এবং ভেদবাধক যুক্তি বলিতে যাহা বুঝায় সেইরূপ তর্কদ্বারা, "অর্থস্ত সম্ভাবনা"—ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ অর্থের সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধানরূপ মনন শারীরকসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে। (শারীরকসূত্রাদি অদ্বৈত-বেদান্তসাহিত্যের পরিচয় জ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল)। ১০২

এক্ষণে বিপরীতভাবনা ও তাহার নিবৃত্তির উপায় দেখাইতেছেন :—

(চ) বিপরীতভাবনার স্বরূপ ও তাহার নিবৃত্তির উপায়।

বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদ্দেহাদিষ্বাত্মধীঃ ক্ষণাৎ।
পুনঃ পুনরুদেত্যেবং জগৎসত্যত্বধীরপি॥ ১০৩

অন্বয়—বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাৎ ক্ষণাৎ পুনঃ পুনঃ দেহাদিষু আত্মধীঃ উদেতি ; এবম্ জগৎ-সত্যত্বধীঃ অপি।

অনুবাদ—বহুজন্মের দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ ক্ষণকালমধ্যে বার বার দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। জগতে সত্যতাবুদ্ধিও এইরূপে উদিত হয়।

টীকা (অচ্যুতরায়)—দেহাদিই আত্মন্ শব্দের অর্থ—দেহাদির সাক্ষিরূপে উপলক্ষিত শুদ্ধ চিন্মাত্র 'আত্মন্' শব্দের অর্থ নহে—এইরূপ চিন্তা সাধনবিষয়ক বিপরীতভাবনা। দ্বৈতই সত্য—তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য অবিদ্যানিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত দ্বৈতমিথ্যাত্বের ফলস্বরূপে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দরূপ কৈবল্য সত্য নহে,—এইরূপ চিন্তা ফলবিষয়ক বিপরীতভাবনা। ১০৩

(জ) বিপরীত ভাবনা-নিবারক একাগ্রতার উপায়।

বিপরীতা ভাবনেয়মৈকাগ্র্যাৎ সা নিবর্ত্ততে।
তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ॥ ১০৪

অন্বয়—ইয়ম্ বিপরীতা ভাবনা ; সা ঐকাগ্র্যাৎ নিবর্ত্ততে ; এতৎ তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাক্ এব উপাসনাৎ ভবতি।

অনুবাদ—ইহাকেই বিপরীতভাবনা বলে ; অন্তঃকরণের একাগ্রতারূপ নিদিধ্যাসনদ্বারা তাহা নিবারিত হয়। এই একাগ্রতা ব্রহ্মরূপ তত্ত্বের উপদেশের পূর্ব্বে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা সাধিত হয়।

টীকা—বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক যে চিত্তের একাগ্রতা তাহা কি প্রকারে হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"এই একাগ্রতা" ইত্যাদি। ১০৪

ভাল, এই (ওঁঙ্কারাদিরূপ) সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা জন্মে, একথা কোথা হইতে অবগত হইলেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বেদান্তশাস্ত্রে এই যে উপাসনার বিচার করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় :—

উপাস্তয়োঽত এবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেঽপি চিন্তিতাঃ।
প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাদ্ ব্রহ্মাভ্যাসেন তদ্ভবেৎ ॥ ১০৫

অন্বয়—অতঃ এব অত্র ব্রহ্মশাস্ত্রে অপি উপাস্তয়ঃ চিন্তিতাঃ। প্রাক্ অনভ্যাসিনঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাভ্যাসেন তৎ ভবেৎ।

অনুবাদ—যেহেতু বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক একাগ্রতা উপাসনা হইতে উৎপন্ন হয়, এইহেতু ব্রহ্মশাস্ত্রে অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রেও অনেক উপাসনার বিচার করা হইয়াছে। যাহারা ব্রহ্মোপদেশের পূর্ব্বে উপাসনা করে নাই, এইরূপ লোকের, পরে ব্রহ্মাভ্যাসদ্বারা সেই একাগ্রতা জন্মে।

টীকা—যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মোপদেশের পূর্ব্বে এই জন্মে বা জন্মান্তরে উপাসনা করে নাই, তাহাকেই 'অকৃতোপাসন' বলা হয়। সেই লোকের বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক একাগ্রতা কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যাহারা ব্রহ্মোপদেশের" ইত্যাদি। ১০৫

ব্রহ্মের অভ্যাস কি প্রকার? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঝ) ব্রহ্মাভ্যাসের স্বরূপ।

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১০৬

অন্বয়—তচ্চিন্তনম্ তৎকথনম্ অন্যোন্যম্ তৎপ্রবোধনম্, এতদেকপরত্বম্ চ বুধাঃ ব্রহ্মাভ্যাসম বিদুঃ। (বাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ, ২২।২৪)।

অনুবাদ—সেই (ব্রহ্মরূপ তত্ত্ববিষয়ে) চিন্তা করা, সেই তত্ত্ব লইয়া কথোপকথন করা, পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝান এবং সেই তত্ত্ববিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এই সমুদয়কেই পণ্ডিতগণ 'ব্রহ্মাভ্যাস' বলিয়া থাকেন।

টীকা—"তচ্চিন্তনম্"—একান্তে সেই ব্রহ্মের চিন্তা করা, "তৎকথনম্"—মুমুক্ষু উপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্মবিষয়ে কথোপকথন করা, "অন্যোন্যম্ তৎপ্রবোধনম্"—সমান অভ্যাসী উপস্থিত হইলে, পরস্পরকে সেই ব্রহ্ম বুঝান—এই প্রকারে এক ব্রহ্মবিষয়ে তৎপরতাকে পণ্ডিতগণ 'ব্রহ্মাভ্যাস' বলিয়া জানেন। 'ব্রহ্মাভ্যাসম্' স্থলে পাঠান্তর 'তদভ্যাসম্', 'জ্ঞানাভ্যাসম্'। বাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন :—তত্ত্বচিন্তনের প্রয়োজন—অসন্দিগ্ধভাবে নিজের বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা; তত্ত্বকথনের প্রয়োজন—অন্য কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্ববুদ্ধির সহিত নিজের তত্ত্ববুদ্ধির মেলন করা; পরস্পরকে তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়োজন—পরস্পরের নিকট হইতে অজ্ঞাতাংশ বুঝিয়া লওয়া—এই তিন উপায়দ্বারা অসম্ভাবনা নিবৃত্ত হয় এবং তদেকপরতা বা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি করিতে হয়। ১০৬

সেই তদেকপরতা বা একমাত্র ব্রহ্মবিষয়ে তৎপরতা পরিস্ফুট করিবার জন্য বৃহদারণ্যক শ্রুতির (৪।৪।২১) উদ্ধার করিতেছেন :—

(এ) ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতাপ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতি।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥১০৭

অন্বয়—ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ তম্ এব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাম্ কুর্ব্বীত, বহূন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়াৎ হি (যতঃ) তৎ বাচঃ বিগ্লাপনম্।

অনুবাদ—ধীর ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সেই আত্মাকেই শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে উত্তমরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে প্রজ্ঞালাভ করিবেন অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছু না থাকে, সমস্ত সংশয় নিবৃত্ত হইয়া যায়—এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। বহুতর শব্দ চিন্তা করিবেন না; কারণ, তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে মাত্র (কোনও ফললাভ হয় না)।

টীকা—"ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ" ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন যে অধিকারী পুরুষ ব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা করেন—এইরূপ মুমুক্ষু, "তম্ এব"—সেই প্রত্যগ্‌রূপ পরমাত্মাকেই, "বিজ্ঞায়"—যাহাতে সমস্ত সংশয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপ ভাবে জানিয়া, "প্রজ্ঞাম্ কুর্ব্বীত"—ব্রহ্ম ও আত্মার একতা-জ্ঞানের প্রবাহরূপ একাগ্রতা সম্পাদন করিবেন; "বহূন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়াৎ"—অনাত্মবিষয়-প্রতিপাদক অনেক শব্দের ধ্যান বা স্মরণ করিবেন না। এস্থলে 'ধ্যান'শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা 'কথন' বা উচ্চারণ বুঝিতে হইবে। এইহেতু অনেক শব্দের উচ্চারণও করিবেন না। এইরূপ অর্থ না করিলে শব্দের ধ্যানদ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের শ্রম অসম্ভব হইয়া পড়ে। কি হেতু অনেক শব্দের ধ্যান নিষিদ্ধ হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কারণ তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের" ইত্যাদি। "হি"—যেহেতু, "তৎ"—সেই উচ্চারণ ইহার দ্বারা, লক্ষণা করিয়া 'স্মরণ'ও বুঝিতে হইবে, "বাচঃ"—বাগিন্দ্রিয়ের, ইহা মনেরও উপলক্ষণ। "বিগ্লাপনম্"—যাহা ক্লান্তির উৎপাদক অর্থাৎ শ্রমহেতু। এস্থলে অভিপ্রায় এই—অন্য অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ক শব্দের স্মরণে মনের শ্রান্তি উৎপন্ন হয়, আর সেই সকল শব্দের উচ্চারণে বাগিন্দ্রিয়ের শ্রান্তি জন্মে। ১০৭

এই প্রকারে একাগ্রতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন পাঠ করিয়া ভগবদ্গীতারূপ স্মৃতির ৯।২২ শ্লোক পাঠ করিতেছেন:—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥১০৮

অন্বয়—যে জনাঃ অনন্যাঃ (সন্তঃ) মাম্ চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে, তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানাম্ অহম্ যোগক্ষেমম্ বহামি।

অনুবাদ—যাঁহারা 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের বলে, আমা হইতে অভিন্ন থাকিয়া, সর্ব্বদাই মদ্রূপ হইয়া অবস্থান করেন, সেই অদ্বৈতনিষ্ঠ, অত্যন্ত নিষ্কাম সংযতাত্মগণের জন্য, অপ্রাপ্তপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তসংরক্ষণ আমিই সম্পাদন করিয়া থাকি

টীকা—"যে জনাঃ অনন্যাঃ (সন্তঃ)"—যে সকল লোক 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞানের বলে, আমা হইতে অভিন্ন থাকিয়া এবং সেইরূপে "মাম্ চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে"—আমাকে অর্থাৎ নারায়ণকে আত্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে সকল সময়েই মদ্রূপ হইয়া অবস্থান করে, "তেষাম্ নিত্যাভিযুক্তানাম্"—সর্ব্বদাই মদ্গতচিত্ত তাহাদিগের, আমি তাহাদের আত্মস্বরূপে সংস্থিত বা ধ্যানারূঢ় হইয়া, "যোগক্ষেমম্ বহামি"—অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং লব্ধের পরিরক্ষণ সম্পাদন করিয়া থাকি। এই শ্লোকের টীকায় মধুসূদন স্বামী লিখিতেছেন—যদ্যপি ভগবান্ সর্ব্বজীবেরই যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, তথাপি অপর জীবের প্রযত্ন উৎপাদন করিয়া, সেই প্রযত্নদ্বারা তাহাদের যোগক্ষেম বহন করেন কিন্তু জ্ঞানিগণের যোগক্ষেমের জন্য প্রযত্ন উৎপাদন না করিয়া বহন করিয়া থাকেন, ইহাই বিশেষ। ১০৮

উদাহরণরূপে উদ্ধৃত শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন উভয়েরই তাৎপর্য্য বলিতেছেন ঃ—

(ট) উদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতির তাৎপর্য্য।

ইতি শ্রুতিস্মৃতী নিত্যমাত্মন্যেকাগ্রতাং ধিয়ঃ।
বিধত্তো বিপরীতায়া ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি ॥১০৯

অন্বয়—ইতি শ্রুতিস্মৃতী বিপরীতায়াঃ ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি আত্মনি নিত্যম্ ধিয়ঃ একাগ্রতাম্ বিধত্তঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপ শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির জন্য আত্মায় সদাকাল বুদ্ধির একাগ্রতার বিধান করিতেছে। ১০৯

ভাল, দেহাদিতে আত্মতাবুদ্ধি এবং জগতে সত্যতাবুদ্ধি এই উভয়কে কেন বিপরীতভাবনা বলা হয়? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, বিপরীতভাবনার লক্ষণ তদুভয়ে থাটে বলিয়া তদুভয়কে বিপরীতভাবনা বলা হয়। ইহাই দেখাইবার জন্য বিপরীতভাবনার লক্ষণ করিতেছেন ঃ—

ঠ) বিপরীত ভাবনার লক্ষণ ও উদাহরণ।

যত্তথা বর্ত্ততে তস্য তত্ত্বং হিত্বান্যথাত্বধীঃ।
বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ পিত্রাদাবরিধীর্যথা ॥ ১১০

অন্বয়—যৎ যথা বর্ত্ততে তস্য তত্ত্বম্ হিত্বা অন্যথাত্বধীঃ বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ, যথা পিত্রাদৌ অরিধীঃ।

অনুবাদ—যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহার সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে অন্যপ্রকারে গ্রহণ করার বা বুঝার নামই বিপরীতভাবনা ; যেমন পিতৃ প্রভৃতি হিতকারী জনে শত্রুবুদ্ধি।

টীকা—"যৎ"—(শুক্তি প্রভৃতি) যে বস্তু, "যথা বর্ত্ততে"—যে (শুক্তি প্রভৃতির) রূপে অবস্থিত, "তস্য তত্ত্বম্"—তাহার সেই শুক্ত্যাদিরূপতা, পরিত্যাগ করিয়া, "অন্যথাত্বধীঃ"—রজতাদিরূপতার জ্ঞান, "বিপরীতা ভাবনা স্যাৎ"—তাহাকেই বিপরীতভাবনা বলে ; তাহার অপর লক্ষণ—

"অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ"—যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধির নাম বিপরীতভাবনা। উক্ত লক্ষণ-নিরূপিত বিপরীতভাবনার উদাহরণ দিতেছেন—"যথা পিত্রাদৌ অরিধীঃ"—যেমন (দুষ্টপুত্রের) পিতৃ প্রভৃতি (হিতকারিজনে) শত্রুবুদ্ধি হইয়া থাকে। ১১০

১১০ শ্লোকে, বিপরীতভাবনার যে লক্ষণ করা হইল, তাহাই আলোচ্য অর্থাৎ ১০৩ শ্লোক হইতে আরব্ধ—দেবাদিতে আত্মবুদ্ধি এবং জগতে সত্যতাবুদ্ধিরূপ বিষয়ে, যোজনা করিতেছেন:—

(ড) বিপরীত ভাবনার উক্ত লক্ষণের আলোচ্য বিষয়ে যোজনা।

আত্মা দেহাদিভিন্নোঽয়ং মিথ্যা চেদং জগৎ তয়োঃ।
দেহাদ্যাত্মত্বসত্যত্বধীর্বিপর্য্যয়ভাবনা॥ ১১১

অন্বয়—অয়ম্ আত্মা দেহাদিভিন্নঃ, ইদম্ জগৎ চ মিথ্যা, তয়োঃ দেহাদ্যাত্মত্বসত্যত্বধীঃ বিপর্য্যয়ভাবনা।

অনুবাদ—এই আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং এই জগৎ মিথ্যা; সেই দুইটিতে অর্থাৎ আত্মায় দেহাদিরূপতার এবং জগতে সত্যতার বুদ্ধির নাম বিপর্য্যয়ভাবনা। (তৃতীয় শ্লোকে ইহা নিবৃত্তির উপায়সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।)

টীকা—এই আত্মা বস্তুতঃ দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং এই জগৎ মিথ্যা। এইরূপ হইলেও সেই আত্মায় ও জগতে যথাক্রমে যে দেহাদিরূপতাবুদ্ধি ও সত্যতাবুদ্ধি, তাহাই বিপরীত-ভাবনা। প্রথমটি সাধন, দ্বিতীয়টি ফল। ১১১

১০৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একাগ্রতার দ্বারাই বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হয়। তথায় এই উপায় সামান্যাকারেই বর্ণিত হইয়াছে; ইহাই এক্ষণে বিশেষাকারে বর্ণন করিতেছেন:—

(ঢ) বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির উপায় বিশেষাকারে বর্ণন।

তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততাম্।
আত্মনো ভাবয়েত্তদ্বন্মিথ্যাত্বং জগতোঽনিশম্॥ ১১২

অন্বয়—সা তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ; অতঃ আত্মনঃ দেহাতিরিক্ততাম্ তদ্বৎ জগতঃ মিথ্যাত্বম অনিশম্ ভাবয়েৎ।

অনুবাদ—সেই বিপরীতভাবনা তত্ত্বের ভাবনাদ্বারা নিবৃত্ত হয়। সেইহেতু মুমুক্ষু আত্মাকে দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং জগৎকে মিথ্যা বলিয়া নিরন্তর ভাবনা করিবেন।

টীকা—"সা"—দেহাদিতে আত্মতাবুদ্ধিরূপ এবং জগতে সত্যতাবুদ্ধিরূপ সেই বিপরীতভাবনা, "তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ"—তত্ত্বের অর্থাৎ আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতা এবং জগতের মিথ্যাত্বরূপ যথার্থবস্তুর নিরন্তর ধ্যানদ্বারা বিনষ্ট হয়। এইহেতু আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতা এবং দেহাদিরূপ জগতের মিথ্যাত্ব, মুমুক্ষু সর্ব্বদা ভাবনা করিবেন। ১১২

আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতার এবং জগতের মিথ্যাত্বের ভাবনায়,—জপাদির ন্যায় নিয়মের অপেক্ষা আছে অথবা নাই?—(বাদী) এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন:—

(গ) প্রশ্ন—বিপরীত ভাবনার নিবর্ত্তক ধ্যানে, জপাদির ন্যায় নিয়মের অপেক্ষা আছে কি না ?

কিং মন্ত্রজপবন্মূর্ত্তিধ্যানবদ্বাত্মভেদধীঃ।
জগন্মিথ্যাত্বধীশ্চাত্র ব্যাবর্ত্ত্যা স্যাদুতান্যথা ?॥১১৩

অন্বয়—অত্র আত্মভেদধীঃ জগন্মিথ্যাত্বধীঃ চ মন্ত্রজপবৎ কিম্বা মূর্ত্তিধ্যানবৎ উত অন্যথা ব্যাবর্ত্ত্যা স্যাৎ ?

অনুবাদ—এস্থলে আত্মার দেহাদি হইতে পৃথক্ত্ববুদ্ধি এবং জগতের মিথ্যাত্ব-বুদ্ধি কি মন্ত্রজপের ন্যায় অথবা মূর্ত্তিধ্যানের ন্যায় অথবা অন্য কোন প্রকারে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠেয় বা করণীয় ?

টীকা—"আত্মভেদধীঃ"—দেহাদি হইতে আত্মার ভেদের জ্ঞান এবং "জগতঃ মিথ্যাত্বম্"—জগতের মিথ্যাত্বের অনুসন্ধান, যাহা অতীত ১১২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, তাহা "মন্ত্রজপবৎ"—মন্ত্রজপের ন্যায় এবং দেবতার ধ্যানাদির ন্যায় কি নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় ? অথবা লৌকিক ব্যবহারের ন্যায় নিয়মানুসরণ বিনাই অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য ?—এই প্রশ্ন বাদী করিতেছেন। ১১৩

তত্ত্বভাবনারূপ নিদিধ্যাসন প্রত্যক্ষফলদায়ক বলিয়া ইহাতে কোনও নিয়ম নাই—ইহাই বলিতেছেন ঃ—

(ত) উত্তর—কোনও নিয়ম নাই, দৃষ্টান্তের সহিত প্রতিপাদন।

অন্যথেতি বিজানীহি দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ।
বুভুক্ষুর্জপবদ্ভুংক্তে ন কশ্চিন্নিয়তঃ ক্বচিৎ॥ ১১৪

অন্বয়—অন্যথা ইতি বিজানীহি, দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ। কশ্চিৎ বুভুক্ষুঃ ক্বচিৎ জপবৎ নিয়তঃ ন ভুংক্তে।

অনুবাদ—(১১২ শ্লোকোক্ত) তত্ত্বভাবনা অন্যপ্রকারেও অর্থাৎ নিয়ম বিনাও করিতে পারা যায়,—কেননা, তাহা দৃষ্টফলক অর্থাৎ যেমন ভোজনে প্রতি গ্রাসে ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্বভাবনার ফল প্রত্যক্ষ। কোনও ক্ষুধাতুর ব্যক্তি কোথাও জপের ন্যায় নিয়ম করিয়া ভোজন করে না।

টীকা—"অন্যথা"—নিয়ম বিনা ; তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"দৃষ্টার্থত্বেন"—তাহা প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ বলিয়া ; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"ভুক্তিবৎ"—ভোজনের ন্যায়। ভাল, প্রত্যক্ষফলপ্রদ ভোজনেও নিয়ম ত' শ্রুতি-স্মৃতিতে দেখা যায় ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"কোনও ক্ষুধাতুর ব্যক্তি" ইত্যাদি। ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য ভোজনেচ্ছু পুরুষ, জপকারী লোকের ন্যায় নিয়মপূর্ব্বক ভোজন করেন না, কিন্তু ক্ষুধার পীড়ায় যাহাতে শান্তি হয় সেইরূপ ভোজন করেন—ইহাই অর্থ। ১১৪

এই দৃষ্টান্তই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন ঃ—

অশ্নাতি বা ন বাশ্নাতি ভুংক্তে বা স্বেচ্ছয়ান্যথা।
যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনিনীষতি॥ ১১৫

অন্বয়—অশ্নাতি বা ন বা অশ্নাতি বা অন্যথা স্বেচ্ছয়া ভুংক্তে, যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধাম্ অপনিনীষতি।

অনুবাদ—ক্ষুধার্ত্ত পুরুষ, হয় ভোজন করেন, হয়ত ভোজন করেন না বা অন্যপ্রকারে আপনার ইচ্ছানুসারে ভোজন করেন। তিনি যে কোনও প্রকারে ক্ষুধানিবৃত্তির ইচ্ছা করেন।

টীকা—"অশ্নাতি বা"—ক্ষুধার্ত্ত পুরুষ অন্ন উপস্থিত হইলে কখন ভোজন করেন, "ন বা অশ্নাতি"—অথবা অন্ন উপস্থিত না হইলে ক্ষুৎপীড়ার বিস্মৃতিকারক দ্যূতক্রীড়াদিতে উৎকট প্রবৃত্তি-বশতঃ ভোজন না করিয়াই কিছুকাল কাটান। "অন্যথা বা"—অথবা অন্যপ্রকারে—উপবিষ্ট হইয়া, চলিতে চলিতে অথবা শয়ন করিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে ভোজন করেন। এইরূপে "যেন কেন প্রকারেণ"—যে কোনও প্রকারে তৎকালীন ক্ষুধার নিবৃত্তির ইচ্ছা করেন। এস্থলে গূঢ়াভি-প্রায় এই যে ক্ষুৎপীড়ার নিবৃত্তিরূপ দৃষ্ট অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ ফলের জন্য ভোজনই করিতে হয় ; আর শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিহিত যে সকল নিয়ম আছে, তাহা পরলোকেরই কারণ, ক্ষুৎপীড়ানিবৃত্তির কারণ নহে। ১১৫

ভোজন হইতে জপাদির বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—

(খ) ভোজন-দৃষ্টান্ত হইতে জপাদির বিলক্ষণতা।

নিয়মেন জপং কুর্য্যাদকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ।
অন্যথাকরণেঽনর্থঃ স্বরবর্ণবিপর্য্যয়াৎ॥ ১১৬

অন্বয়—নিয়মেন জপম্ কুর্য্যাৎ, অকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ ; অন্যথাকরণে স্বরবর্ণবিপর্য্যয়াৎ অনর্থঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—জপ নিয়মপূর্ব্বকই করিতে হয়, কেননা, তাহা না করিলে প্রত্যবায় (পাপবিশেষ) উৎপন্ন হয়। জপ অন্য প্রকারে করিলে স্বরের ও বর্ণের বিপর্য্যয়হেতু অনর্থ হয়।

টীকা—নিয়মপূর্ব্বক জপ করিবার কারণ বলিতেছেন—"অকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ"—'কেননা, তাহা না করিলে' ইত্যাদি। ভাল, এইরূপে না করিলে প্রত্যবায় হয়, মানিলাম ; জপ অন্য প্রকারে করিলে ত' প্রত্যবায় না হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অন্যথাকরণে অনর্থঃ"—'জপ অন্য প্রকারে করিলে ইত্যাদি'। যেহেতু শিক্ষাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥" (মন্ত্রের উচ্চারণে) উদাত্ত (উচ্চৈঃস্বর) অনুদাত্ত (নীচৈঃ স্বর) ইত্যাদিরূপে বিহিত স্বরের স্খলন বা ভ্রংশ করিয়া অথবা অক্ষরের ভ্রংশ করিয়া উচ্চারিত যে মন্ত্র তাহা সেইরূপ মিথ্যা উচ্চারণ প্রাপ্ত হইলে, বাঞ্ছিত অর্থের নির্দ্দেশ করে না, আর সেই বাণীরূপ বজ্র যজমানকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে ; যেমন, স্বরবিষয়ক অপরাধ হওয়ায় ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইয়াছিল অর্থাৎ ত্বষ্টা "ইন্দ্রশত্রো বর্দ্ধস্ব" এই বাক্যে 'ইন্দ্র'পদ উদাত্ত স্বরে (উচ্চৈঃস্বরে) এবং 'শত্রু'পদ অনুদাত্ত স্বরে (নীচৈঃ স্বরে) উচ্চারণ করিয়া অপরাধ করিলে ইন্দ্রই বৃত্রাসুরের শত্রু হইলেন। শাস্ত্রে

(তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২।৪।১২ অনুবাকে) এইরূপ বর্ণিত হওয়ায় জপের নিয়ম বিনা জপানুষ্ঠান করিলে স্বরবর্ণের বিপর্য্যয়হেতু অনর্থ হয়, ইহাই তাৎপর্য্য।* ১১৬

(শঙ্কা) ভাল, ক্ষুধা দৃষ্টদুঃখের হেতু বলিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করা যাইতে পারে ; কিন্তু বিপরীতভাবনা সেইরূপ দৃষ্টদুঃখের হেতু নয় বলিয়া, সেই বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক ধ্যান ত' অদৃষ্টফলের জন্য নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(দ) বিপরীতভাবনা ক্ষুধার ন্যায় দৃষ্টদুঃখের হেতু বলিয়া তন্নিবর্ত্তক ধ্যানের অনুষ্ঠানে অনিয়ম।

ক্ষুধেব দৃষ্টবাধাকৃদ্বিপরীতা চ ভাবনা।
জেয়া কেনাপ্যুপায়েন নাস্ত্যত্রানুষ্ঠিতেঃ ক্রমঃ॥ ১১৭

অন্বয়—ক্ষুধা ইব বিপরীতা ভাবনা চ দৃষ্টবাধাকৃৎ, কেন অপি উপায়েন জেয়া। অত্র অনুষ্ঠিতেঃ ক্রমঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—ক্ষুধার ন্যায় বিপরীতভাবনাও প্রত্যক্ষ দুঃখদায়ক ; সেইহেতু বিপরীতভাবনাকেও, যে কোন উপায়ে জয় করা যাইতে পারে। ইহার জয়-বিষয়ে অনুষ্ঠানের কোনও ক্রম বা নিয়ম নাই।

টীকা—বিপরীতভাবনা যে দুঃখের হেতু, তাহা অনুভবসিদ্ধ বলিয়া দৃষ্টফললাভের জন্য, তাহার নিবর্ত্তক ধ্যানের অনুষ্ঠান, নিয়ম বিনাই ত' করা যাইতে পারে। ইহাই তাৎপর্য্য। ১১৭

তাহা হইলে ত' সেই বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক উপায় প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে :—

(ধ) পূর্ব্বোক্ত (১০৬ শ্লোকে) বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির জন্য উপায়ের পুনর্বর্ণন।

উপায়ঃ পূর্ব্বমেবোক্তস্তচ্চিন্তাকথনাদিকঃ।
এতদেকপরত্বেঽপি নির্বন্ধো ধ্যানবন্ন হি॥ ১১৮

অন্বয়—তচ্চিন্তাকথনাদিকঃ উপায়ঃ পূর্ব্বম্ এব উক্তঃ। এতদেকপরত্বে অপি ধ্যানবৎ নির্ব্বন্ধঃ ন হি।

অনুবাদ—ব্রহ্মের চিন্তন, তদ্বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতিরূপ উপায় পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১০৬ সংখ্যক শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মে একনিষ্ঠতাবিষয়ে মূর্ত্ত্যাদি ধ্যানের ন্যায় কোনও একাগ্রতানিয়ম নাই।

---

* সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় সংহিতার ২।৪।১২ অনুবাকের ব্যাখ্যায়—সেই স্বরাপরাধের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ইন্দ্রশত্রো বর্দ্ধস্ব' এই বাক্যে 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে ইন্দ্রের শাতয়িতা বা বিনাশকারীকে বুঝান ত্বষ্টার উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ ত্বষ্টার ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাসে অন্তোদাত্ত করিয়া 'শত্রো'পদ উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করা (accent দেওয়া) উচিত ছিল তাহা না করিয়া 'ইন্দ্র'পদ উদাত্তস্বরে উচ্চারণ করিয়া 'ইন্দ্রশত্রো' শব্দটি বহুব্রীহি সমাস করিয়াছিলেন (পাণিনিঃ ৬।২।১); তাহার ফলে বুঝাইল 'ইন্দ্র হইয়াছে শাতয়িতা (বিনাশক) যাহার' অর্থাৎ বিপরীত অর্থের প্রকাশক হইল। তাহাই মন্ত্রগত স্বরাপরাধ। (ত্বষ্টা বৃত্রাসুরের পক্ষে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছিলেন।)

টীকা—ভাল, বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির উপায়রূপে 'পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিতে হইবে' ইত্যাদি নিয়ম না-ই থাকুক, ইষ্টদেবতার মূর্ত্তির ধ্যানের ন্যায় ব্রহ্মে একপরতারূপ একাগ্রতার নির্ব্বন্ধ বা অলঙ্ঘ্য নিয়ম ত' আছেই। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে বলিয়া বলিতেছেন—"এই ব্রহ্মে একনিষ্ঠতা বিষয়ে" ইত্যাদি। ১১৮

ভাল, ধ্যান ত' ধ্যেয় বিষয়ে চিন্তামাত্র। সেই ধ্যানবিষয়ে আবার নির্ব্বন্ধ কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ধ্যানে নির্ব্বন্ধ বুঝাইবার জন্য অগ্রে ধ্যানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন :—

(ন) ধ্যানের স্বরূপ এবং তাহাতে মনের নিরোধ।

মূর্ত্তিপ্রত্যয়সান্তত্যমন্যানন্তরিতং ধিয়ঃ।
ধ্যানং তত্রাতিনির্ব্বন্ধো মনসশ্চঞ্চলাত্মনঃ॥ ১১৯

অন্বয়—ধিয়ঃ মূর্ত্তিপ্রত্যয়সান্তত্যম্ অন্যানন্তরিতম্ ধ্যানম্ (ভবতি)। তত্র চঞ্চলাত্মনঃ মনসঃ অতিনির্ব্বন্ধঃ (কর্ত্তব্যঃ)।

অনুবাদ—বুদ্ধির মূর্ত্তিবিষয়ক বৃত্তির নিরবচ্ছিন্নভাবে অন্যবস্তুচিন্তারূপ ব্যবধান না থাকিলে, তাহাকে ধ্যান বলে। সেই ধ্যানে চঞ্চলস্বভাব মনের একান্ত নিরোধ করিতে হয়।

টীকা—"ধিয়ঃ"—বুদ্ধির সম্বন্ধে, "মূর্ত্তিপ্রত্যয়ানাম্"—দেবতাদিব মূর্ত্তিবিষয়ক যে বৃত্তি, তাহার যে "সান্তত্যম্"—অবিচ্ছিন্নভাবে স্থিতি, তাহা "অন্যানন্তরিতম্"—অন্য অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা অব্যবহিত (অনন্তরিত) হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে। এইরূপে ধ্যানের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহাতে নির্ব্বন্ধ বুঝাইতেছেন—"সেই ধ্যানে" ইত্যাদি। যেমন সদা বিচরণশীল হস্তী প্রভৃতির একই স্থানে বন্ধনদ্বারা তাহাদের নিরোধ হয় সেইরূপ ধ্যানদ্বারা চঞ্চলস্বভাব মনেরও নিরোধ হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ১১৯

মনের চঞ্চলতাবিষয়ে গীতাবাক্য (৬।৩৪] প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(প) মনের চঞ্চলস্বভাব—বিষয়ে গীতা বাক্য প্রমাণ।

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ ১২০

অন্বয়—হে কৃষ্ণ, হি (যতঃ) মনঃ চঞ্চলম্ প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ম্, অহম্ তস্য নিগ্রহম্ বায়োঃ ইব সুদুষ্করম্ মন্যে।

অনুবাদ—(অর্জ্জুন বলিতেছেন) হে কৃষ্ণ, যেহেতু মন অত্যন্ত চঞ্চলস্বভাব, 'প্রমাথি'—ক্ষোভকর বলিয়া শরীরেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতের বিবশতার হেতু, 'বলবৎ'—তাহার অভিপ্রেত বিষয় হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা অসাধ্য, 'দৃঢ়'—তন্তুনাগ বা Octopusএর ন্যায় সহস্রবিষয়বাসনাদ্বারা আক্রান্ত বলিয়া অচ্ছেদ্য, এইহেতু সেই মনের নিরোধ অর্থাৎ নির্ব্বৃত্তিকরূপে অবস্থাপন, আকাশে দোধূয়মান বায়ুকে নিশ্চল করিয়া স্থাপনের ন্যায় সুদুষ্কর মনে করি।

টীকা—"প্রমাথি"—প্রমথনস্বভাব অর্থাৎ লোকের ব্যাকুলতার কারণ, "বলবৎ"—সমর্থ অর্থাৎ নিগ্রহকরণবিষয়ে অসাধ্য; "দৃঢ়ম্"—সৎ অথবা অসদ্বিষয়ে একান্ত আসক্ত—সেইহেতু তাহার উদ্ধার অসাধ্য; এই কারণে "তস্য নিগ্রহঃ"—সেই মনের নিগ্রহ, বায়ুর নিগ্রহের ন্যায় সুদুষ্কর।* ১২০

মন যে দুর্নিগ্রহ তদ্বিষয়ে বশিষ্ঠবাক্য প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ক) মনের দুর্নিগ্রহত্বে বশিষ্ঠবাক্য প্রমাণ।

অপ্যব্ধিপানান্মহতঃ সুমেরূন্মূলনাদপি।
অপি বহ্ন্যশনাৎ সাধো বিষমশ্চিত্তনিগ্রহঃ॥ ১২১

অন্বয়—হে সাধো, মহতঃ অব্ধিপানাৎ অপি মহতঃ সুমেরূন্মূলনাৎ অপি মহতঃ বহ্ন্যশনাৎ অপি চিত্তনিগ্রহঃ বিষমঃ। (বাশিষ্ঠরামায়ণ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ ও টীকা—হে সাধো, একার্ণবকালিক (অথবা অগস্ত্যকৃত) সমুদ্র-পানাপেক্ষা, সৃষ্টিকালীন (বিধাতৃকৃত) সুমেরুপর্ব্বতের উৎপাটনাপেক্ষা এবং (কৃষ্ণকৃত) বহ্নিপানাপেক্ষা, চিত্তের নিগ্রহ বিষম সুদুঃশক। ১২১

১০৬ শ্লোক হইতে বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক যে নিদিধ্যাসনের কথার আলোচনা চলিতেছে, তাহার ১১৯ শ্লোকোক্ত ধ্যান হইতে বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—

(খ) ধ্যান হইতে ব্রহ্মাভ্যাসের বিলক্ষণতা।

কথনাদৌ ন নির্ব্বন্ধঃ শৃঙ্খলাবদ্ধদেহবৎ।
কিন্ত্বনন্তেতিহাসাদ্যৈর্ব্বিনোদো নাট্যবদ্ধিয়ঃ॥ ১২২

অন্বয়—কথনাদৌ শৃঙ্খলাবদ্ধদেহবৎ নির্ব্বন্ধঃ ন, কিন্তু অনন্তেতিহাসাদ্যৈঃ ধিয়ঃ বিনোদঃ নাট্যবৎ।

অনুবাদ—(এই বিপরীতভাবনানিবর্ত্তক নিদিধ্যাসনে অর্থাৎ) ব্রহ্মবিষয়ক কথোপকথনাদিতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের ন্যায় নিরোধের অভ্যাস করিতে হয় না; কিন্তু ইহাতে অসংখ্য ইতিহাসশ্রবণাদির দ্বারা বুদ্ধির বিনোদন হয়; যেমন নৃত্যকলা, অভিনয় দর্শনাদির দ্বারা চিত্তবিনোদন হয়, সেইরূপ।

টীকা—(ধ্যানে,) শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের ন্যায় যেরূপ "নির্ব্বন্ধ"—অর্থাৎ নিরোধ করিতে হয়, ব্রহ্মবিষয়ক কথোপকথনাদিতে সেইরূপ নির্ব্বন্ধ নাই; ইহাই তাৎপর্য্য। "কথনাদৌ" —এস্থলে আদি শব্দদ্বারা ব্রহ্মচিন্তন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। সেই সেই প্রকার ব্রহ্মের চিন্তন কথনাদিতে কেবল যে নিরোধের অভাব এরূপ নহে, প্রত্যুত তাহাতে বুদ্ধির বিনোদন হয়; ইহাই বলিতেছেন—"কিন্তু ইহাতে" ইত্যাদি। "ইতিহাস"—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষদিগের

---

* মধুসূদন এই দুষ্করত্বের কারণব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"স্বভাববিপর্য্যয়াযোগাদ্ বিরোধিসত্ত্বাৎ চ"—জলের আর্দ্রতার ন্যায়, অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় চিত্তের প্রতিক্ষণপরিণামস্বভাবতার বিপর্য্যয় করা অসম্ভব আর; স্বকালদানে প্রবৃত্ত কর্ম্মের পরিহার অসম্ভব।

কথা হইয়াছে 'আদি' যাহাদিগের অর্থাৎ যে লৌকিক কথা, অনুকূল যুক্তি, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, অন্যোন্যপ্রবোধন প্রভৃতির, তাহা "ইতিহাসাদি" ; "অনন্তঃ"—অসংখ্যাত যে 'ইতিহাসাদি' তাহা 'অনন্তেতিহাসাদি', তদ্দ্বারা বুদ্ধির বিনোদ—ক্রীড়ামোদবিশেষ হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন নৃত্যকলা, অভিনয় ইত্যাদি দেখিলে হয়, সেইরূপ। ['অচ্যুতরায়'—ভাল, মনের একান্ত চঞ্চলস্বভাবাদি অনেক দোষ আছে বলিয়া অতিনির্ব্বন্ধের প্রয়োজন ; কিন্তু 'নিদিধ্যাসন' বলিতে দ্বৈতমিথ্যাত্বপূর্ব্বক অপরোক্ষীকৃত ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতাবিষয়ক স্মৃতির অবিচ্ছেদ-রূপ অনুসন্ধান বুঝিতে হয় ; তাহা হইলে তাহাতে সেইরূপ নির্ব্বন্ধ নাই কেন? এই শ্লোকে তাহারই কারণ বুঝাইতেছেন।] "অসংখ্য ইতিহাসাদি" বলিতে বাশিষ্ঠরামায়ণ, মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম, সূতসংহিতা ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। ১২২

ভাল, ইতিহাসশ্রবণাদিদ্বারা ব্রহ্মে একনিষ্ঠতারূপ নিদিধ্যাসনের ত' ব্যাঘাত বা ভঙ্গ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ভ) ব্রহ্মাভ্যাসপ্রবৃত্তের ইতিহাসাদিশ্রবণাদিদ্বারা একব্রহ্মতৎপরতার ব্যাঘাত হয় না।

চিদেবাত্মা জগন্মিথ্যেত্যত্র পর্য্যবসানতঃ।
নিদিধ্যাসনবিক্ষেপো নেতিহাসাদিভির্ভবেৎ ॥ ১২৩

অন্বয়—আত্মা চিৎ এব, জগৎ মিথ্যা ইতি অত্র পর্য্যবসানতঃ ইতিহাসাদিভিঃ নিদি-ধ্যাসনবিক্ষেপঃ ন ভবেৎ।

অনুবাদ—আত্মা চৈতন্যরূপই আর জগৎ মিথ্যা—এই তত্ত্বেই ইতিহাসাদির পর্য্যবসান অর্থাৎ ইহাই ইতিহাসাদির তাৎপর্য্য। সেইহেতু ইতিহাসাদির শ্রবণ দ্বারা নিদিধ্যাসনের বিক্ষেপ বা ভঙ্গ হয় না।

টীকা—আত্মা চৈতন্যমাত্ররূপ, দেহাদিরূপ নহেন ; আর দেহাদিরূপ জগৎ মিথ্যা ; এই তত্ত্বে ইতিহাসাদির পর্য্যবসান বা তাৎপর্য্য বলিয়া ইতিহাসাদির শ্রবণাদির দ্বারা, ব্রহ্মে একনিষ্ঠতা বলিতে যাহা বুঝায়, সেইরূপ নিদিধ্যাসনের বিক্ষেপ বা ভঙ্গ হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ১২৩

ভাল, ইতিহাসাদিশ্রবণ অঙ্গীকার করিলে, (তাহার সমানপদবীস্থ) কৃষিকার্য্য প্রভৃতিও আসিয়া পড়িবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ম) কৃষ্যাদি কার্য্যের এবং কাব্যনাটকাদি শ্রবণের সহিতই তত্ত্বস্মরণের বিরোধ।

কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ।
বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্ত্যা ধীস্তৈস্তত্ত্বস্মৃত্যসম্ভবাৎ ॥ ১২৪

অন্বয়—কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ প্রবৃত্ত্যা ধীঃ বিক্ষিপ্যতে, তৈঃ তত্ত্ব-স্মৃত্যসম্ভবাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতিতে এবং কাব্য-ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি হইলে, বুদ্ধির বিক্ষেপ হয়, কেননা, সেই কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে তত্ত্বের স্মরণ অসম্ভব। ১২৪

(শঙ্কা) ভাল, কৃষ্যাদিকার্য্যে তত্ত্বস্মরণের বাধা হয় বলিয়া পরিত্যাজ্য হইলে ভোজনাদিও তত্ত্বস্মরণের ব্যাঘাতজনক বলিয়া সেইরূপ পরিত্যাজ্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) ভোজনাদি কার্য্যে তত্ত্বস্মরণের বাধা হয় না।

অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্ত্তিতুম্।
শক্যতেঽত্যন্তবিক্ষেপাভাবাদাশু পুনঃ স্মৃতেঃ॥১২৫

অন্বয়—অনুসন্দধতা এব অত্র ভোজনাদৌ প্রবর্ত্তিতুম্ শক্যতে, অত্যন্তবিক্ষেপাভাবাৎ পুনঃ আশু স্মৃতেঃ।

অনুবাদ—তত্ত্বস্মরণকারী পুরুষ এই ভোজনাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কেননা, ভোজনাদিপ্রবৃত্তির দ্বারা বিক্ষেপবাহুল্য ঘটে না, যেহেতু ভোজনাদির সমাপনান্তে অবিলম্বেই স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

টীকা—ভোজনাদিতে কেন প্রবৃত্ত হইতে পারেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু ভোজনাদিপ্রবৃত্তিতে বিক্ষেপের প্রবলতা ও বাহুল্য নাই। কেন নাই? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু ভোজনাদির সমাপনান্তে" ইত্যাদি। ১২৫

ভাল, ভোজনাদিকালে বিক্ষেপবাহুল্যের অভাব হইলেও তত্ত্ববিস্মৃতি ঘটে বলিয়া পুরুষার্থের হানি ত' হইবেই। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রান্নানর্থঃ কিন্তু বিপর্য্যয়াৎ।
বিপর্য্যেতুং ন কালোঽস্তি ঝটিতি স্মরতঃ ক্বচিৎ॥১২৬

অন্বয়—তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রাৎ অনর্থঃ ন (স্যাৎ) কিন্তু বিপর্য্যয়াৎ (স্যাৎ) ঝটিতি স্মরতঃ বিপর্য্যেতুম্ ক্বচিৎ কালঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—তত্ত্ববিস্মরণ মাত্রেই অনর্থ হয় না, কেবল বিপরীত জ্ঞানই অনর্থের মূল। পরে তৎক্ষণাৎ স্মরণ হয় বলিয়া কোনও স্থলে বিপর্য্যয় ঘটিবার অবসর থাকে না।

টীকা—"তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রেণ"—চিদাত্মরূপ তত্ত্বের দেহাদি হইতে ভিন্নতা এবং দেহাদিরূপ জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের কেবল বিস্মৃতির দ্বারাই, "অনর্থঃ ন স্যাৎ"—পুরুষার্থের নাশ হয় না। তবে অনর্থ ঘটে কিসে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কেবল বিপরীতজ্ঞান" ইত্যাদি। (শঙ্কা) ভাল, ভোজনাদিকালে যথার্থবস্তুরূপ তত্ত্বের বিস্মরণ হইলে বিপর্য্যয়ও ত' ঘটিতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন :—"পরে তৎক্ষণাৎ স্মরণ হয় বলিয়া" ইত্যাদি। ১২৬

(শঙ্কা) ভাল, ভোজনাদিব্যাপারে প্রবৃত্ত লোকের ন্যায়, তর্কশাস্ত্রাদির অভ্যাসে প্রবৃত্তের তত্ত্বের স্মরণ কেন হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(র) ন্যায়াদিশাস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্তের তত্ত্বস্মরণ অসম্ভব।

তত্ত্বস্মৃতেরবসরো নাস্ত্যন্যাভ্যাসশালিনঃ।
প্রত্যুতাভ্যাসঘাতিত্বাদ্ বলাৎ তত্ত্বমুপেক্ষ্যতে॥ ১২৭

অন্বয়—অন্যাভ্যাসশালিনঃ তত্ত্বস্মৃতেঃ অবসরঃ ন অস্তি, প্রত্যুত অভ্যাসঘাতিত্বাৎ বলাৎ তত্ত্বম্ উপেক্ষ্যতে।

অনুবাদ—অন্য অর্থাৎ ন্যায়াদিশাস্ত্রের অভ্যাসে প্রবৃত্ত লোকের তত্ত্বস্মৃতির অবসর নাই, প্রত্যুত কাব্যতর্কাদির অভ্যাস তত্ত্বাভ্যাসের বিঘাতক বলিয়া সেই অভ্যাসে তত্ত্বের উপেক্ষা অনিবার্য্য।

টীকা—ন্যায়শাস্ত্রাদির অভ্যাসশীল লোকের কেবল যে তত্ত্বানুসন্ধানের অবসর নাই, এরূপ নহে, কিন্তু কাব্যতর্কাদির অভ্যাস তত্ত্বাভ্যাসের বিরোধী বলিয়া, সেই অভ্যাসকালে তত্ত্বস্মৃতি আসিলেও তাহাকে বলপূর্ব্বক উপেক্ষা করিতে হয় (দ্বৈতপক্ষপাতাদি আসিয়া পড়ে)। এই কথাই বলিতেছেন—"প্রত্যুত কাব্যতর্কাদির অভ্যাস তত্ত্বাভ্যাসের" ইত্যাদি। ১২৭

তত্ত্বানুসন্ধানের বিরোধী বাগ্ব্যবহার অর্থাৎ কাব্যতর্কাদির অভ্যাস যে পরিত্যাজ্য তদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ [তম্ এব একম্ জানীথ আত্মানম্ অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ, অমৃতস্য এষঃ সেতুঃ—মুণ্ডক উ, ২।২।৫]—(পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, প্রাণ, মন প্রভৃতি সকলের আধারভূত সেই এক সজাত্যাদিরহিত প্রত্যক্তত্ত্বস্বরূপ আত্মাকেই অবগত হও; হে শিষ্যগণ! সেই আত্মাকে অবগত হইয়া আত্মাতিরিক্ত প্রতিপাদক অপরবিদ্যারূপ অন্য বচনসমূহ পরিত্যাগ কর, এই আত্মসাক্ষাৎকারই মোক্ষের প্রাপ্ত্যুপায় ; পরপারপ্রাপ্তির উপায় সেতুর ন্যায়। এই শ্রুতি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ল) তর্কশাস্ত্রাদির অভ্যাস যে তত্ত্বস্মৃতির বিরোধী—তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

তমেবৈকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।
ইতি শ্রুতং তথান্যত্র বাচো বিগ্লাপনং ত্বিতি॥ ১২৮

অন্বয়—তম্ এব একম্ বিজানীথ, হি অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ ইতি শ্রুতম্ (মুণ্ডক উ, ২।২।৫); তথা অন্যত্র বাচো বিগ্লাপনম্ তু ইতি (বৃহদা উ, ৪।৪।২১)।

অনুবাদ ও টীকা—এই নিমিত্ত মুণ্ডকশ্রুতি বলিতেছেন—সেই একমাত্র (পরমাত্মাকেই) জান, অন্য শব্দজালচর্চ্চা পরিত্যাগ কর ; এবং অন্যত্র অর্থাৎ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—[ন অনুধ্যায়াৎ বহূন্ শব্দান্ বাচঃ বিগ্লাপনম্ হি তৎ] —বহুতর শব্দের চিন্তা করিবে না, কারণ, তাহাতে কেবল বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে, (কোনও ফল লাভ হয় না)। ১২৮

ভাল, তত্ত্বানুসন্ধান হইতে ভিন্ন আহারাদির যেমন পরিত্যাগ চলে না, করিতেই হয়, সেইরূপ বেদান্তভিন্ন শাস্ত্রাদির অভ্যাসও ত' কর্ত্তব্য, এইরূপ দুরাগ্রহকারী বাদীর প্রতি বলিতেছেন :—

(ব) বেদান্তভিন্ন শাস্ত্রান্তরাভ্যাসে দুরাগ্রহী বাদীর প্রতি উত্তর।

আহারাদি ত্যজন্নৈব জীবেচ্ছাস্ত্রান্তরং ত্যজন্।
কিং ন জীবসি যেনৈবং করোষ্যত্র দুরাগ্রহম্॥ ১২৯

অন্বয়—আহারাদি ত্যজন্ ন এব জীবেৎ, শাস্ত্রান্তরম্ ত্যজন্ কিম্ ন জীবসি, যেন এবম্ অত্র দুরাগ্রহম্ করোষি?

অনুবাদ ও টীকা—আহারাদি পরিত্যাগ করিলে মানুষ বাঁচে না, কিন্তু শাস্ত্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি জীবিত নাই—যে কারণে তুমি এই ন্যায়াদি অন্য শাস্ত্রাধ্যয়নে দুরাগ্রহ করিতেছ? ১২৯

ভাল, তাহা হইলে জনকাদি তত্ত্ববিদ্‌গণেরও কেন রাজ্যপালনাদিতে প্রবৃত্তি হইল? এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত ধরিয়া আশঙ্কা করিতেছেন :—

(শ) জনকাদি জ্ঞানীর রাজ্যপালন লইয়া শঙ্কা।

জনকাদেঃ কথং রাজ্যমিতি চেদ্দৃঢ়বোধতঃ।
তথা তবাপি চেত্তর্কং পঠ যদ্বা কৃষিং কুরু॥ ১৩০

অন্বয়—জনকাদেঃ রাজ্যম্ কথম্ ইতি চেৎ? (উত্তর) দৃঢ়বোধতঃ। তব অপি তথা চেৎ, তর্কম্ পঠ যদ্বা কৃষিম্ কুরু।

অনুবাদ—যদি বল—জনক প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী কি প্রকারে রাজ্যপালনাদি করিয়াছিলেন? তদুত্তরে বলি—বোধের দৃঢ়তাহেতু তাঁহারা এরূপ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তোমারও যদি সেইরূপ দৃঢ় বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমিও তর্কশাস্ত্রাধ্যয়ন কর বা কৃষিকার্য্য কর (তাহাতে বাধা নাই)।

টীকা—জনকাদি দৃঢ়াপরোক্ষজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সেই রাজ্যপালনাদিপ্রবৃত্তি বাধক হয় নাই—ইহাই বুঝাইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"বোধের দৃঢ়তা-হেতু" ইত্যাদি। যদি বল 'আমারও সেইরূপ দৃঢ় বোধ হইয়াছে', এইরূপ বাদীর প্রতি সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—"তোমারও যদি" ইত্যাদি। ১৩০

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানিগণ সংসারের অসারতা জানিয়াও কিহেতু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রারব্ধকর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া, ভোগদ্বারা তাহার ক্ষয় করিবার নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞগণের প্রবৃত্তি হয় :—

(ষ) তত্ত্বজ্ঞানীর নিঃসার সংসারে প্রবৃত্তি হয় কেন? এই শঙ্কার সমাধান।

মিথ্যাত্ববাসনাদার্ঢ্যে প্রারব্ধক্ষয়কাঙ্ক্ষয়া।
অক্লিশ্যন্তঃ প্রবর্ত্তন্তে স্বস্বকর্ম্মানুসারতঃ॥ ১৩১

অন্বয়—মিথ্যাত্ববাসনাদার্ঢ্যে প্রারব্ধক্ষয়কাঙ্ক্ষয়া অক্লিশ্যন্তঃ স্বস্বকর্ম্মানুসারতঃ প্রবর্ত্তন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—সংসারের মিথ্যাত্বসংস্কার দৃঢ়তা লাভ করিলে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় ইচ্ছা করিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ, ক্লেশানুভব না করিয়া নিজ নিজ প্রারব্ধ-

কর্ম্মানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অচ্যুতরায় বলেন—এস্থলে মিথ্যাত্বশব্দে অসজ্জড়-দুঃখাত্মকত্ব বুঝিতে হইবে। ১৩১

ভাল, তাহা হইলে ত' তত্ত্বজ্ঞানীর অনাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(স) তত্ত্বজ্ঞানীর অনাচারে প্রবৃত্তির শঙ্কা ও সমাধান।

অতিপ্রসঙ্গো মা শঙ্ক্যঃ স্বকর্ম্মবশবর্ত্তিনাম্।
অস্তু বা কোঽত্র শক্যেত কর্ম্ম বারয়িতুং বদ ॥১৩২

অন্বয়—স্বকর্ম্মবশবর্ত্তিনাম্ অতিপ্রসঙ্গঃ মা শঙ্ক্যঃ, বা অস্তু কঃ অত্র কর্ম্ম বারয়িতুম্ শক্যেত, বদ।

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ স্ব স্ব প্রারব্ধকর্ম্মের বশবর্ত্তী বলিয়া তাঁহাদের অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ অনাচারপ্রবৃত্তি হইবে, এরূপ শঙ্কা করিও না, অথবা প্রারব্ধবশে জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ হয় হউক; এই সংসারে কে কর্ম্মকে অর্থাৎ তীব্র প্রারব্ধ-কর্ম্মকে বাধা দিতে সমর্থ হইবে, বল।

টীকা—প্রারব্ধবশে জ্ঞানীর অনাচারে প্রবৃত্তিহেতু অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন ত' হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন—"অথবা প্রারব্ধ-বশে" ইত্যাদি। যেমন মনুষ্যমাত্রেরই মলাদিভক্ষণে প্রবৃত্তি হয় বলিলে অতিপ্রসঙ্গ হয়, তদনুসারে জ্ঞানীরও মলাদিভক্ষণরূপ অনাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে বলিলে, সেই অতিপ্রসঙ্গ দোষ হয়, কিন্তু অতিমন্দ প্রারব্ধবশে কোন কোন শিশুর, কর্ত্তাভজার অথবা অঘোরপন্থী সাধকের, মলমূত্রভক্ষণে প্রবৃত্তি অথবা কাহার কাহারও বিষভক্ষণাদিদ্বারা আত্মহত্যায় প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই এই স্থলে প্রারব্ধকর্ম্মের নিবারক কি হইবে? সেই প্রকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন জ্ঞানীর লোকনিন্দিত দুরাচারে প্রবৃত্তি হওয়া অতিপ্রসঙ্গ—মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন। তথাপি সাতিশয় পাপরূপ প্রারব্ধের বশে যদি কাহারও অনাচারে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে এই অতি-প্রসঙ্গের কারণরূপ কর্ম্মের নিবারক কি হইবে? কিছুই নিবারক হইতে পারে না। এই প্রারব্ধ-মাহাত্ম্যের প্রমাণসহিত বর্ণন, ১৫৩ হইতে ১৬১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১৩২

ভাল, জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর প্রারব্ধভোগ তুল্যরূপে অপরিহার্য্য বলিয়া অজ্ঞানী হইতে জ্ঞানীর বৈলক্ষণ্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(হ) জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর প্রারব্ধ তুল্যরূপ হইলেও জ্ঞানীর ক্লেশাভাব ও অজ্ঞানীর ক্লেশসদ্ভাব।

জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনশ্চাত্র সমেঽপ্যারব্ধকর্ম্মণি।
ন ক্লেশো জ্ঞানিনো ধৈর্য্যান্মূঢ়ঃ ক্লিশ্যত্যধৈর্য্যতঃ ॥১৩৩

অন্বয়—জ্ঞানিনঃ চ অজ্ঞানিনঃ অত্র আরব্ধকর্ম্মণি সমে অপি জ্ঞানিনঃ ধৈর্য্যাৎ ক্লেশঃ ন, মূঢ়ঃ অধৈর্য্যতঃ ক্লিশ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—প্রারব্ধকর্ম্মফলের এই অবশ্যভোগ্যতাবিষয়ে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী

উভয়েরই প্রারব্ধকর্ম্ম তুল্যরূপ হইলেও জ্ঞানী ধৈর্য্যবলে ক্লেশানুভব করেন না, আর অজ্ঞানী অধৈর্য্যবশতঃ ক্লেশ ভোগ করে। ১৩৩

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ক) পূর্ব্বশ্লোকোক্ত তত্ত্বে দৃষ্টান্ত।

মার্গে গন্ত্রোর্দ্বয়োঃ শ্রান্তৌ সমায়ামপ্যদূরতাম্।
জানন্ ধৈর্য্যাদ্ দ্রুতং গচ্ছেদন্যস্তিষ্ঠতি দীনধীঃ॥১৩৪

অন্বয়—মার্গে গন্ত্রোঃ দ্বয়োঃ শ্রান্তৌ সমায়াম্ অপি অদূরতাম্ জানন্ ধৈর্য্যাৎ দ্রুতম্ গচ্ছেৎ, অন্যঃ দীনধীঃ তিষ্ঠতি।

অনুবাদ ও টীকা—একই পথের যাত্রী দুই পথিকের পথশ্রম সমান হইলেও, যে গন্তব্যস্থান অদূরবর্ত্তী বলিয়া জানে সে ধৈর্য্যবলে দ্রুতপদে চলে; অন্য পথিক তাহা না জানিয়া হতোৎসাহ হইয়া পথেই দীর্ঘকাল যাপন করে। ১৩৪

এইরূপে উপপাদিত প্রথমশ্লোকোক্ত 'আত্মানঞ্চেৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবচনের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থরূপ অপরোক্ষজ্ঞানের পুনর্বর্ণন করিয়া, সেই শ্রুতির উত্তরার্দ্ধ, যাহা তাহার শোকনিবৃত্তিরূপ ফল বুঝাইতে ব্যাপৃত, তাহারই অবতারণা করিতেছেন :—

(অ) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের পূর্ব্বার্দ্ধের অনুবাদ, তাহার ফলপ্রদর্শন ও উত্তরার্দ্ধের অনুবাদ।

সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ সম্যগবিপর্য্যয়বাধিতঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জরেৎ॥ ১৩৫

অন্বয়—সম্যক্‌সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ অবিপর্য্যয়বাধিতঃ কিম্ ইচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসঞ্জরেৎ ?

অনুবাদ—সম্যক্ প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকারসম্পন্ন বুদ্ধিযুক্ত এবং বিপরীত জ্ঞানদ্বারা অবাধিতদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া এবং কোন্ ভোক্তার ভোগের নিমিত্ত শরীরের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তাপ প্রাপ্ত হইবেন? (যেহেতু ভোক্তা এবং ভোগ্য উভয়ই মিথ্যা)।

টীকা—"সম্যক্‌সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ"—সম্যক্‌প্রকারে অপরোক্ষীকৃত হইয়াছেন আত্মা যাহার দ্বারা, এইরূপ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিযুক্ত, এবং (সম্যক্) "অবিপর্য্যয়বাধিতঃ"—সেইহেতু দেহাদিতে 'আমি-বুদ্ধি'রূপ বিপরীতজ্ঞানদ্বারা অবাধিত ; এই দুইটি জ্ঞানীর হেতুগর্ভিত বিশেষণ অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান বিপর্য্যয়াভাবের হেতু এবং বিপর্য্যয়াভাব অপরোক্ষজ্ঞানের নিদর্শন বা প্রমাণ। ১৩৫

"কিমিচ্ছন্" ইত্যাদি শ্রুতিশব্দনিচয়ের অর্থ—ভোগ্যবিষয়াভাবহেতু ইচ্ছানিমিত্ত সন্তাপের অভাব

১। ভোগ্যবিষয়ে দোষদৃষ্টিদ্বারা ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি।

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বেদমন্ত্রের উত্তরার্দ্ধের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ক) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের উত্তরার্দ্ধের তাৎপর্য্য।

জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাদাক্ষিপ্তৌ কাম্যকামুকৌ।
তয়োরভাবে সন্তাপঃ শাম্যেন্নিঃস্নেহদীপবৎ॥ ১৩৬

অন্বয়—জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাৎ কাম্যকামুকৌ আক্ষিপ্তৌ, তয়োঃ অভাবে নিঃস্নেহদীপবৎ সন্তাপঃ শাম্যেৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধির জাগতিক পদার্থে মিথ্যাত্বধারণা সম্পাদন করিয়া, কামনার বিষয় ও কামনার কর্ত্তা উভয়ের নিরাস করা হইল। তদুভয়ের অভাব হইলে সন্তাপ তৈলহীন দীপের ন্যায় শান্ত হইয়া যায়।

টীকা—"কাম্যকামুকৌ"—ভোগ্যবিষয় এবং ভোগের ইচ্ছাবান্ ভোক্তা, "নিরস্তৌ"—এই দুইটি নিরাকৃত হইল। সেই নিরাকরণের তিরস্কারের বা নিষেধের হেতু বলিতেছেন :—"বুদ্ধির জাগতিক পদার্থে মিথ্যাত্বধারণা সম্পাদন করিয়া"। সেই ভোক্তা ও ভোগ্যের নিষেধের ফল কি হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তদুভয়ের অভাব হইলে" ইত্যাদি। সেই কাম্য এবং কামুকের অভাব হইলে কামনারূপ নিমিত্তকৃত যে সন্তাপ, তাহার কারণের অভাববশতঃ, তৈলহীন দীপের ন্যায় নিবৃত্ত হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৩৬

কামনার বিষয় অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর অভাব হইলে, কামনার বা ইচ্ছার অভাব কোথায় দেখিয়াছেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) কাম্যাভাবে কামনার অভাব, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

গন্ধর্ব্বপত্তনে কিঞ্চিন্নৈন্দ্রজালিকনির্ম্মিতে।
জানন্ কাময়তে কিন্তু জিহাসতি হসন্নিদম্॥ ১৩৭

অন্বয়—ঐন্দ্রজালিকনির্ম্মিতে গন্ধর্ব্বপত্তনে কিঞ্চিৎ জানন্ ন কাময়তে (অথবা জানন কিঞ্চিৎ ন কাময়তে।) কিন্তু ইদম্ হসন্ জিহাসতি।

অনুবাদ—ঐন্দ্রজালিকদ্বারা রচিত গন্ধর্ব্বনগরে কয়েকটি বস্তুর স্বরূপ জানিলে (অথবা নগরের স্বরূপ স্মরণ করিয়া) দর্শকের আর কোনও বস্তুর কামনা থাকে না; বরং পরিহাসপ্রবণ চিত্তে তাহার ত্যাগেরই বাসনা করেন।

টীকা—"গন্ধর্ব্বপত্তনে"—[এস্থলে (প্রথম খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৩।৬৫ টীকায় বর্ণিত) প্রাকৃতিক দৃশ্যবিশেষ বুঝান হইতেছে না; কিন্তু ময়দানবাদিরূপ মায়াবিনির্ম্মিত প্রাসাদাদি সমষ্টিরূপ নগরকে বুঝান হইতেছে]। তাহার কোন বস্তুরই, ইহা ঐন্দ্রজালিকনির্ম্মিত এইরূপ জানিয়া, লাভের বা ভোগের ইচ্ছা করেন না। এই সকল স্থলে যে কামনারই অভাব হয় এইরূপ নহে; প্রত্যুত, ইহা মিথ্যা, এইরূপ জানিয়া, "হসন্ জিহাসতি"—পরিহাসপূর্ব্বক পরিত্যাগেরই ইচ্ছা করেন। ১৩৭

দৃষ্টান্তদ্বারা যাহা বুঝান হইল, তাহা দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

আপাতরমণীয়েষু ভোগেষ্বেবং বিচারবান্।
নানুরজ্যতি কিন্ত্বেতান্ দোষদৃষ্ট্যা জিহাসতি॥ ১৩৮

অন্বয়—এবম্ আপাতরমণীয়েষু ভোগেষু বিচারবান্ ন অনুরজ্যতি, কিন্তু এতান্ দোষদৃষ্ট্যা জিহাসতি।

অনুবাদ—এইরূপ বিচারবান্ ব্যক্তি আপাতরমণীয় (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না তাহাতে দোষবিচার আরম্ভ হয়, সেইপর্য্যন্ত চিত্তাকর্ষক) ভোগসমূহে অনুরক্ত হন না, কিন্তু সেই ভোগসমূহে দোষ দর্শন করিয়া ত্যাগের ইচ্ছা করেন।

টীকা—এইরূপে "আপাতরমণীয়েষু ভোগেষু"—প্রতীতিমাত্রেই রমণীয় মালাচন্দন ও বনিতাদি বিষয়রূপ যে ভোগ, তাহাতে এইরূপ বিচারশীল পুরুষ, অর্থাৎ যিনি আপাতরমণীয়তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, তিনি অনুরক্ত হন না অর্থাৎ আসক্তি করেন না, কিন্তু দোষ দর্শনপূর্ব্বক এই সকল ভোগ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন। ১৩৮

বিষয়সমূহে দোষ কি কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

ঘ) বিষয়সমূহের দোষ বর্ণন।

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিপালনে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ॥ ১৩৯

অন্বয়—অর্থানাম্ অর্জ্জনে ক্লেশঃ তথা এব পরিপালনে নাশে দুঃখম্, ব্যয়ে দুঃখম্, ক্লেশকারিণঃ অর্থান্ ধিক্। (সম্ভবতঃ বাশিষ্ঠরামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।)

অনুবাদ—অর্থের উপার্জ্জনে ক্লেশ, রক্ষণে ক্লেশ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ, অতএব এ প্রকার ক্লেশদায়ক অর্থকে ধিক্।

টীকা—এস্থলে 'অর্থ'শব্দে ধন ও ধনসাধ্য বিষয় বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৩।১৭ শ্লোকে) আছে "অর্থস্য সাধনে সিদ্ধে উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে। নাশোপভোগ আয়াসস্ত্রাসশ্চিন্তা ভ্রমো নৃণাম্॥" অর্থের সাধনে এবং সিদ্ধ অর্থের বর্দ্ধনে, রক্ষণে, ব্যয়ে, নাশে ও উপভোগে লোকের আয়াস, ত্রাস, চিন্তা ও বুদ্ধিভ্রংশ হয় অর্থাৎ সাধনে ও বর্দ্ধনে আয়াস, সিদ্ধ অর্থের রক্ষণে ত্রাস, ব্যয়ে ও উপভোগে চিন্তা এবং নাশে ভ্রম বা বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে। ব্যয়ে দুঃখের উদাহরণ নৃগরাজা (রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থে)। অর্থের প্রাপ্তির জন্য চৌর্য্য, হিংসা, অসত্যভাষণ, দম্ভ, কামনা ও ক্রোধ -এই ছয়টি অনর্থ, সিদ্ধ বা প্রাপ্ত অর্থবিষয়ে গর্ব্ব, মদ বা অভিমান, ভেদ বা স্নেহত্যাগ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা বা পরসুখাসহন এবং কামিনী, মদ্য ও দ্যূত এই ব্যসনত্রয়—মোট নয়টি অনর্থ। সর্ব্বশুদ্ধ পনেরটি। এইরূপে এক 'অর্থে' পনেরটি অনর্থের সম্ভাবনা। ১৩৯

এইরূপে বিষয়সমূহের দুঃখহেতুতা দেখাইয়া, এক্ষণে বিষয়ের অশোভনতা—অপর একস্থলে অর্থাৎ নারীবিষয়ে দেখাইতেছেন ; যেহেতু মোহজনক বিষয়সমূহের মধ্যে কামিনী ও কাঞ্চনই প্রধান, (কেননা, এক প্রাচীন বচন রহিয়াছে—"বেধা দ্বেধা ভ্রমং চক্রে কান্তাসু কনকেষু চ"—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মানুষের অজ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া কামিনীতে ও কাঞ্চনে স্থাপন করিলেন :—

মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে।
স্নায়্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্॥ ১৪০

অন্বয়—স্নায়ুস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ মাংসপাঞ্চালিকায়াঃ স্ত্রিয়াঃ যন্ত্রলোলে অঙ্গপঞ্জরে কিম্ শোভনম্ ইব ? (বাশিষ্ঠরামায়ণ, বৈরাগ্যপ্রকরণ ২১।১)

অনুবাদ—স্নায়ু, অস্থি, গ্রন্থি-(gland অথবা স্তন, নিতম্বাদিরূপ মাংসপিণ্ড-) দ্বারা রচিত মাংসপুত্তলিকারূপিণী রমণীর, যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চলস্বভাব অঙ্গপঞ্জরে শোভন বলিতে কি আছে ?

টীকা—"স্নায়ুঃ"—নাড়ী (? nerve, বাশিষ্ঠরামায়ণ-টীকাকার বলেন 'শিরা') "অস্থি"—সর্ব্বজনবিদিত হাড় ; "গ্রন্থি"—মাংসস্তূপসদৃশ নিতম্ব-স্তনাদি—এই সকল সম্মিলিত হইয়া যে "মাংসপাঞ্চালিকায়াঃ"—পুত্তলিকারূপ নারীর, "যন্ত্রলোলে অঙ্গপঞ্জরে"—শকটাদি যন্ত্রের ন্যায় চলনস্বভাব নারীদেহ যাহা বিষয়িপুরুষরূপ পক্ষীর পিঞ্জরসদৃশ কারাগার, সেই নারী-শরীরে "শোভনম্ ইব"—সুন্দর বলিতে কি আছে, (যাহাতে যুবকগণের রমণীয়তাভ্রম হইতে পারে ?) কিছুই নাই, ইহাই অর্থ। গতপূর্ব্ব শ্লোকে কাঞ্চনলক্ষিত অর্থের অনর্থরূপতা দেখাইয়া এই শ্লোকে, নারীতে একাধারে শব্দ (নারীকণ্ঠস্বর), স্পর্শ (আলিঙ্গন), রূপ (বস্ত্র-ভূষণাদি), রস (মুখচুম্বনাদি), গন্ধ (গন্ধদ্রব্যাদি)—এই পাঁচটি বিষয়েরই প্রাপ্তিহেতু সমস্ত ভোগ্যের মধ্যে মুখ্য ভোগ্য বলিয়া এবং অপর সমস্ত বিষয় তাহারই উপকরণ বলিয়া, রমণীশরীরে দোষ প্রদর্শন করিয়া সমস্ত বিষয়েই বৈরাগ্যোৎপাদন করিলেন। ১৪০

এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ।
বিমৃশন্ননিশন্তানি কথং দুঃখেষু মজ্জতি ॥ ১৪১

অন্বয়—এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ, তানি অনিশম্ বিমৃশন্ কথম্ দুঃখেষু মজ্জতি ।

অনুবাদ—এই প্রকার শাস্ত্রসমূহে (ভোগ্য-) বিষয়ের দোষসমূহ সবিস্তর বর্ণন করিলেন। সেই সকল দোষের নিরন্তর বিচার করিতে থাকিলে লোকে কি প্রকারে দুঃখে ডুবিতে পারে ?

টীকা—"এই প্রকার শাস্ত্রসমূহে"—'এই প্রকার' বলিতে, বাশিষ্ঠরামায়ণের বৈরাগ্য-প্রকরণ (যাহাতে আছে "ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনে। সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি ?" ২১।২—'রমণীর যে নয়নযুগলের বিলাসবিভ্রম দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়, সেই নয়নের চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, বাষ্পজল পৃথক্ করিয়া দেখ, তাহাতে যদি রমণীয়তা দেখিতে পাও, তবে তাহাতে আসক্ত হও, নতুবা কেন বৃথাই মোহপ্রাপ্ত হইতেছ ?), আত্মপুরাণের প্রথমাধ্যায়, বোধসারে কামবিড়ম্বনাদি নিবন্ধ, অধ্যাত্মরামায়ণের এক প্রকরণ, ইত্যাদি শাস্ত্রে উক্ত বিষয়দোষসমূহের সূচনা করা হইয়াছে। ১৪১

বিষয়ে দোষদর্শন হইলে, ভোগেচ্ছার অভাব হয়, তদ্বিষয়ে যুক্তিসহিত দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(ঙ) বিষয়ে দোষদৃষ্টি হইলে, ভোগেচ্ছার অভাব ; যুক্তি সহিত দৃষ্টান্ত।

ক্ষুধয়া পীড্যমানোঽপি ন বিষং হ্যত্তুমিচ্ছতি।
মিষ্টান্নধ্বস্ততৃড্‌জানন্নামূঢ়স্তজ্জিঘৎসতি ॥ ১৪২

অন্বয়—ক্ষুধয়া পীড্যমানঃ অপি বিষম্ অত্তুম্ ন হি ইচ্ছতি; অমূঢ়ঃ মিষ্টান্নধ্বস্ততৃট্ জানন্ তৎ ন জিঘৎসতি।

অনুবাদ—ক্ষুধায় কাতর হইলেও কেহ বিষভক্ষণের ইচ্ছা করে না। আর মিষ্টান্নভোজনদ্বারা যাহার ভোজনেচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি, বিচারবুদ্ধি থাকিতে জানিয়া শুনিয়া যে বিষ খাইতে প্রবৃত্ত হইবে না, ইহাতে আর বক্তব্য কি ?

টীকা—স্বয়ম্ "অমূঢ়ঃ"—বিচারশীল, "মিষ্টান্নধ্বস্ততৃট্"—মিষ্টান্নভোজনদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে ভোজনাকাঙ্ক্ষা যাহার, সেই প্রকার ব্যক্তি, 'ইহা বিষ' এইরূপ "জানন্ তৎ ন জিঘৎসতি"—জানিয়া সেই বিষ খাইতে ইচ্ছা করে না। ১৪২

২। জ্ঞানীর প্রীতি- (দ্বেষ-) বর্জ্জিত প্রারব্ধভোগ।

(ক) প্রবল প্রারব্ধবশে জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হইলেও অপ্রীতিপূর্ব্বক ভোগ।

প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাদ্ভোগেষ্বিচ্ছা ভবেদ্যদি।
ক্লিশ্যন্নেব তদাপ্যেষ ভুংক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ ॥ ১৪৩

অন্বয়—যদি প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাৎ ভোগেষু ইচ্ছা ভবেৎ তদা অপি এষঃ বিষ্টিগৃহীতবৎ ক্লিশ্যন্ এব ভুংক্তে।

অনুবাদ ও টীকা—যদি কখন প্রারব্ধকর্ম্মের প্রবলতাবশতঃ জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হয়, তখনও তিনি, রাজপুরুষ-হস্তে "বেগারে" ধরা পড়া লোক যেমন পরবশ হইয়া অপ্রীতিপূর্ব্বক কর্ম্মনিষ্পাদন করে, সেইরূপ প্রারব্ধকর্ম্মের হস্তে ধরা পড়িয়া ক্লেশানুভব করিয়া ভোগ নিষ্পাদন করেন ; প্রীতিপূর্ব্বক ভোগ করেন না।১৪৩

জ্ঞানী যে ক্লেশ পাইয়া ভোগ নিষ্পাদন করেন, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ?—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে লোকসমাজে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই বলিতেছি :—

ভুঞ্জানাস্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ।
নাদ্যাপি কর্ম্ম নশ্ছিন্নমিতি ক্লিশ্যন্তি সন্ততম্ ॥ ১৪৪

অন্বয়—শ্রদ্ধাবন্তঃ কুটুম্বিনঃ বুধাঃ তান্ ভুঞ্জানাঃ অপি, "অদ্য অপি নঃ কর্ম্ম ন ছিন্নম্" ইতি সন্ততম্ ক্লিশ্যন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ব্রহ্মবিচারে শ্রদ্ধাবান্ কুটুম্বপোষণরত অর্থাৎ গৃহস্থ, জ্ঞানী প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতেই, "হায় আজও আমার কর্ম্মের অবসান হইল না" বলিয়া চিত্তে সর্ব্বদাই ক্লেশানুভব করিয়া থাকেন। ১৪৪

ভাল, তত্ত্ববিদ্গণের সংসাররূপ নিমিত্তজনিত তাপভোগ ত' উচিত হয় না, কেননা, তাহা হইলে জ্ঞান ব্যর্থ হইয়া পড়ে ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীর ভোগজনিত যে ক্লেশ, তাহা বৈরাগ্য, তাহা সংসারতাপ নহে।

নায়ং ক্লেশোঽত্র সংসারতাপঃ কিন্তু বিরক্ততা।
ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানো হি তাপঃ সাংসারিকঃ স্মৃতঃ॥ ১৪৫

অন্বয়—অয়ম্ ক্লেশঃ সংসারতাপঃ ন, কিন্তু অত্র বিরক্ততা, হি (যতঃ) সাংসারিকঃ তাপঃ ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানঃ স্মৃতঃ।

অনুবাদ—প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানিগণের যে এই খেদ, ইহা সংসারতাপ নহে, ইহা সংসারবিষয়ে বিরক্তি ; কেননা, সাংসারিক তাপ ভ্রান্তিজ্ঞাননিমিত্তই হইয়া থাকে (সেই ভ্রান্তিজ্ঞান ত' জ্ঞানীদিগের নাই)।

টীকা—"অয়ম্ ক্লেশঃ"—'আজও আমার কর্ম্মের অবসান হইল না'—এই আকারের যে অনুতাপরূপ ক্লেশ, তাহা—"সংসারতাপঃ ন"—সংসারজনিত তাপ নহে, কিন্তু এই সংসারে আসক্তিহীনতারূপ "বিরক্ততা"। পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ক্লেশে যে তাপকতা নাই, তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন :—"কেননা, সাংসারিক তাপ" ইত্যাদি। যেহেতু সংসারজনিত তাপ ভ্রান্তিরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যগণ নিরূপণ করিয়াছেন, আর পূর্ব্বশ্লোকবর্ণিত এই ক্লেশ বিবেক-জ্ঞানরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন। সেইহেতু তাহা সেই প্রকারের নহে অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞানজনিত সংসারতাপ নহে, ইহাই অর্থ। ১৪৫

ভাল ১৪৪ শ্লোকোক্ত ক্লেশ বিবেকরূপ কারণজনিত বা অবিবেকরূপ কারণজনিত ইহা কি প্রকারে বুঝা যায় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এই ক্লেশ কাম বা ইচ্ছার নিবর্ত্তক বলিয়া ইহা বিবেকজনিত :—

(গ) জ্ঞানীর পূর্ব্বোক্তরূপ ক্লেশ বিবেকজনিত।

বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্নল্পভোগেন তৃপ্যতি।
অন্যথানন্তভোগেঽপি নৈব তৃপ্যতি কর্হিচিৎ॥ ১৪৬

অন্বয়—বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্ অল্পভোগেন তৃপ্যতি ; অন্যথা অনন্তভোগে অপি কর্হিচিৎ ন এব তৃপ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—বিবেকিব্যক্তি অর্থাৎ যিনি ভোগে দোষদর্শনবিচারে প্রবৃত্ত, তিনি ক্লেশানুভব করেন বলিয়া, অল্পভোগেই 'যথেষ্ট হইয়াছে' এইরূপ সন্তোষ অনুভব করেন (যেমন জরৎকারু)। বিবেকজনিত ক্লেশানুভব যে ব্যক্তির নাই, সে অনন্তভোগ পাইলেও কখন তৃপ্ত হয় না। (এই কার্য্যলিঙ্গক অনুমানদ্বারা বুঝা যায়।) ১৪৬

(শঙ্কা) বিবেকিপুরুষের বিবেকের ন্যায় অবিবেকিপুরুষের ভোগই তৃপ্তি আনিবে, এই-

হেতু বিবেক তৃপ্তির কারণ হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, 'ভোগ যে তৃপ্তির কারণ নহে' এই তত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন (স্মৃতিবচন ?) পাঠ করিতেছেন :—

(ঘ) ভোগদ্বারা তৃপ্তি (অলম্-বুদ্ধি) কখনই আসে না, তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৪৭

অন্বয়—কামঃ কামানাম্ উপভোগেন জাতু ন শাম্যতি হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মা ইব ভূয়ঃ এব অভিবর্দ্ধতে। (মনুসংহিতা ২।৯৪)

অনুবাদ ও টীকা—কাম অর্থাৎ ভোগেচ্ছা বিষয়সমূহের উপভোগদ্বারা কখনও নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু ঘৃতের দ্বারা যেমন অগ্নির বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে সেইরূপ ভোগদ্বারা ভোগেচ্ছার বৃদ্ধিলাভই হইয়া থাকে। (কুল্লুকভট্ট বলেন প্রাপ্তভোগ ব্যক্তির যে প্রতিদিন তদধিক ভোগবাঞ্ছা হয়, তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে যযাতিবাক্যই প্রমাণ, যথা—'যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তদিত্যতিতৃষং ত্যজেৎ ॥' তথা,—'পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ। তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা যত্তেষ্বেব হি জায়তে॥ ১৪৭

বিচারপূর্ব্বক ভোগ যে তৃপ্তির কারণ, ইহা অনুভবসিদ্ধ, ইহাই কহিতেছেন :—

(ঙ) বিচারপূর্ব্বককৃত ভোগ তৃপ্তির কারণ হয়, ইহা প্রসিদ্ধ, তাহার দৃষ্টান্ত।

পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতশ্চোরো মৈত্রীমেতি ন চোরতাম্ ॥১৪৮

অন্বয়—পরিজ্ঞায় উপভুক্তঃ ভোগঃ তুষ্টয়ে হি ভবতি। চোরঃ বিজ্ঞায় সেবিতঃ (সন্) মৈত্রীম্ এতি ন চোরতাম্।

অনুবাদ—ভোগ্য বস্তুর অনিত্যতাদি জানিয়া, তাহা ভোগ করিলে সেই ভোগ তৃপ্তির অর্থাৎ অলম্-বুদ্ধিরই কারণ হয় ; যেমন চোর বলিয়া পরিচিত কোনও ব্যক্তিকে সেবা বা সঙ্গ করিতে দিলে, সে মিত্রই হইয়া যায়, চৌর্য্যব্যবহার করে না, সেইরূপ।

টীকা—'এই ভোগ এতটুকু, তাহাও আবার আয়াসসাধ্য',—এইরূপ অনুভব করিয়া যে ভোগ করা যায়, তাহা 'যথেষ্ট হইয়াছে' এইরূপ তৃপ্তির কারণ হয়, দেখা যায়, ইহাই অর্থ। (শঙ্কা) ভাল, তৃষ্ণার উৎপাদক বলিয়া জ্ঞাত যে ভোগ, তাহা বিচারমাত্রের সহায়তা পাইলেই কি প্রকারে তৃপ্তির কারণ হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, সহচরবিশেষের সঙ্গ পাইলে সাধারণ লোকেই, (স্বভাবব্যত্যয়ে) বিপরীত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, দেখা যায়—"যেমন চোর বলিয়া পরিচিত" ইত্যাদি। এই ব্যক্তি চোর এইরূপ জানিয়া তাহার সঙ্গে বিজ্ঞমান পুরুষের পক্ষে সে চোর হয় না কিন্তু তাহার সহিত মিত্রতাই করে। ১৪৮

(শঙ্কা) ভাল, মন ত' কামনাস্বরস অর্থাৎ কামনায় অনুরাগ মনের স্বভাবগত; তাহা হইলে মন কি প্রকারে স্বল্পভোগে তৃপ্ত হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—নিদিধ্যাসন দ্বারা নিগৃহীত হইলে মন সেরূপ থাকে না বলিয়া স্বল্পভোগেই তাহার তৃপ্তি হয় :—

(চ) নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনের অল্পভোগেই তৃপ্তি।

মনসো নিগৃহীতস্য লীলাভোগোঽল্পকোঽপি যঃ।
তমেবালব্ধবিস্তারং ক্লিষ্টত্বাদ্বহু মন্যতে॥ ১৪৯

অন্বয়—নিগৃহীতস্য মনসঃ অল্পকঃ অপি যঃ লীলাভোগঃ, ক্লিষ্টত্বাৎ অলব্ধবিস্তারম্ তম্ এব বহু মন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যোগাভ্যাসদ্বারা নিগৃহীত মনের, অল্পতর সঞ্চারের অনুভবরূপ যে ভোগ, তাহা ক্লেশদায়ক হয় বলিয়া, সেই ভোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে না। সেইহেতু জ্ঞানিপুরুষ তাহাকে প্রভূত ভোগ বলিয়া মনে করেন। (এই প্রসঙ্গে পাতঞ্জল সূত্র ২।১৫—"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"—দ্রষ্টব্য। ইহার অর্থ—(সমস্তই) "পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কারদুঃখের সহিত সংযুক্ত থাকায় এবং সুখ-দুঃখ-মোহরূপ গুণ-বৃত্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটে বলিয়া, সমস্তই বিবেকীর নিকট দুঃখরূপ।" এই সূত্রের "যোগমণিপ্রভা" টীকায় (পৃ ৫০) আছে—"যদি ভোগ সমাপ্ত হইলে, তাহার সংস্কার না থাকে, তাহা হইলে তখন আর দুঃখের প্রবাহ চলে না; কিন্তু সংস্কার থাকিয়াই যায়। এইরূপে ভোগসংস্কার দুঃখের উৎপাদক। বিচারশীল যোগী অক্ষিগোলকসদৃশ। এই সকল দুঃখ অক্ষিগোলকসদৃশ সুকুমার-চিত্ত যোগীকে উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে, কিন্তু কঠিনচিত্ত কর্ম্মিগণকে সেইরূপ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না" ইত্যাদি।) ১৪৯

নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনের অল্পভোগেই যে তৃপ্তি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ছ) নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনের অল্পভোগেই তৃপ্তির দৃষ্টান্ত।

বদ্ধমুক্তো মহীপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি।
পরৈরবদ্ধো নাক্রান্তো ন রাষ্ট্রং বহু মন্যতে॥১৫০

অন্বয়—বদ্ধমুক্তঃ মহীপালঃ গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি। পরৈঃ অবদ্ধঃ ন আক্রান্তঃ রাষ্ট্রম্ ন বহু মন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—দেশাধিপতি রাজা রাজ্যাপহারী শত্রুকর্তৃক বন্দীকৃত হইয়া পরে মুক্ত হইলে একখানি গ্রাম পাইলেই তুষ্ট হন; কিন্তু যতদিন সেই রাজা রাজ্যাপহারী শত্রুদিগের কর্তৃক আবদ্ধ বা আক্রান্ত না হইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার (বিস্তৃত) রাজ্যকেও যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই। ১৫০

৩। **ইচ্ছা-অনিচ্ছা-পরেচ্ছারূপ তিন প্রকার প্রারব্ধকর্ম্মের বর্ণন।**

(শঙ্কা) ভাল, ১৪৩ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইয়াছে "যদি কখন প্রারব্ধকর্ম্মের প্রবলতা-বশতঃ জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হয়" ইত্যাদি, তাহা ত' যুক্তিবিরুদ্ধ, কেননা, ইচ্ছার বিরোধী বিবেকজ্ঞান থাকিতে সেইরূপ ইচ্ছার উৎপত্তি অসম্ভব :—

(ক) জ্ঞানীর দোষদৃষ্টি থাকিতে জ্ঞানীর দোষজনিত ইচ্ছার অসম্ভবতা-শঙ্কা।

বিবেকে জাগ্রতি সতি দোষদর্শনলক্ষণে।
কথমারব্ধকর্ম্মাপি ভোগেচ্ছাং জনয়িষ্যতি॥ ১৫১

অন্বয়—দোষদর্শনলক্ষণে বিবেকে জাগ্রতি সতি আরব্ধকর্ম্ম অপি ভোগেচ্ছাম্ কথম্ জনয়িষ্যতি ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল বিষয়ে দোষদর্শন বিবেকের স্বভাব ; সেই বিবেক জাগ্রত থাকিতে, প্রারব্ধকর্ম্ম কি প্রকারে ভোগেচ্ছা উৎপাদন করিবে ? ১৫১

এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে দোষদর্শন বিদ্যমান থাকিলেও, ইচ্ছার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে, কেননা, প্রারব্ধ নানাপ্রকার :—

(খ) প্রারব্ধের ত্রৈবিধ্যের উল্লেখপূর্ব্বক উক্ত শঙ্কার সমাধান।

নৈষ দোষো যতোঽনেকবিধং প্রারব্ধমীক্ষ্যতে।
ইচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারব্ধং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥১৫২

অন্বয়—এষঃ দোষঃ ন যতঃ প্রারব্ধম্ অনেকবিধম্ ঈক্ষ্যতে, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা চ প্রারব্ধম্ ত্রিবিধম্ স্মৃতম্।

অনুবাদ—এইরূপ দোষ দেওয়া চলিবে না ; কেননা, প্রারব্ধ অনেক অর্থাৎ একাধিক প্রকারের দেখা যায় ; ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছাভেদে প্রারব্ধ তিনপ্রকার।

টীকা—ইচ্ছার উৎপাদক প্রারব্ধ, ভোগের অনিচ্ছায় ভোগপ্রদ, এবং পরেচ্ছাবশতঃ ভোগপ্রদ—এই তিনপ্রকার প্রারব্ধ। ১৫২

ইচ্ছাজনক প্রারব্ধ দেখাইতেছেন :—

(গ) ইচ্ছোৎপাদক প্রারব্ধ-বর্ণন।

অপথ্যসেবিনশ্চোরা রাজদাররতা অপি।
জানন্ত ইব স্বানর্থমিচ্ছন্ত্যারব্ধকর্ম্মতঃ॥ ১৫৩

অন্বয়—অপথ্যসেবিনঃ চোরাঃ, রাজদাররতাঃ অপি স্বানর্থম্ জানন্তঃ ইব আরব্ধকর্ম্মতঃ ইচ্ছন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—অপথ্য রোগের হেতু এবং এই কারণে জীবননাশক জানিয়াও, অপথ্যসেবী রোগী যে অপথ্যগ্রহণে ইচ্ছা করে, তাহার সেই ইচ্ছা প্রারব্ধজনিত। চোর লোকশাসন ও রাজশাসন জানিয়াও যে চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই ইচ্ছা প্রারব্ধজনিত। লম্পটের, শূলারোপণ ফল জানিয়াও রাজদারায় প্রবৃত্তি সেইরূপ। ১৫৩

(শঙ্কা) ভাল, অপথ্যসেবাদি যে প্রারব্ধের ফল, তাহা কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু সেই সকল ইচ্ছা অপরিহার্য্য :-

(ঘ) ইচ্ছোৎপাদক প্রারব্ধ ঈশ্বরদ্বারাও নিবার্য্য নহে।

ন চাত্রৈতদ্বারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে।
যত ঈশ্বর এবাহ গীতায়ামর্জ্জুনং প্রতি ॥ ১৫৪

অন্বয়—অত্র চ এতৎ ঈশ্বরেণ অপি বারয়িতুম্ ন শক্যতে, যতঃ ঈশ্বরঃ এব গীতায়াম্ অর্জ্জুনম্ প্রতি আহ।

অনুবাদ—এই সংসারে এই কুপথ্যেচ্ছাদি ঈশ্বরও নিবারণ করিতে পারেন না; (অন্যের কথা কি বলিব?) যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি বলিয়াছেন :—

টীকা—"অত্র"—এই সংসারে, লোকে যে অপথ্যাদির ইচ্ছা করে, তাহার নিবারণ ঈশ্বরদ্বারাও অসাধ্য। প্রারব্ধের ফল যে অপথ্যাদির ইচ্ছা, তাহার নিবারণ ঈশ্বরেরও অসাধ্য, ইহা কি প্রকারে জানিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু ভগবান্" ইত্যাদি। ১৫৪

সেই গীতাবাক্য (৩।৩৩) পাঠ করিতেছেন :-

(ঙ) উক্ত অর্থের গীতা-বচন পাঠ।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?॥১৫৫

অন্বয়—জ্ঞানবান্ অপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশম্ চেষ্টতে। ভূতানি প্রকৃতিম যান্তি; নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি?

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতির অর্থাৎ দেহসঙ্ঘটক প্রারব্ধ-কর্ম্মের অনুরূপ চেষ্টা করেন—কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন (অন্যের কথা আর কি বলিব) সকল প্রাণীই প্রারব্ধকর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রবৃত্তির নিরোধ (ভগবৎকৃত বা অন্যকৃত) কি করিতে পারে? (কিছুই করিতে পারে না।)

টীকা—"জ্ঞানবান্ অপি"—বিচারশীল ব্যক্তিও, "স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশম্ চেষ্টতে"—নিজের প্রকৃতির অনুসারে চেষ্টা করিয়া থাকে। "প্রকৃতি" শব্দে বুঝিতে হইবে—পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার যাহা বর্ত্তমানাদি জন্মে অভিব্যক্ত হয়। "জ্ঞানবান্ অপি"—যখন তত্ত্বজ্ঞানীও পূর্ব্বসংস্কারানুসারে চেষ্টা করেন তখন মূর্খ যে পূর্ব্বসংস্কারানুসারে চেষ্টা করে, তদ্বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? এইহেতু "প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি"—সমস্ত প্রাণীই (পুরুষার্থভ্রংশের হেতু হইলেও) প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। "নিগ্রহঃ"—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিরোধ, আমাকর্ত্তৃক (ভগবান্ কর্ত্তৃক) অথবা অন্য জীবকর্ত্তৃক, কৃত হইলেও, "কিম্ করিষ্যতি"—কি করিতে পারে? কিছুই করিতে পারে না *। ১৫৫

* মধুসূদন গীতার টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন (৪।৪।২) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"সবিজ্ঞানমেবান্ববক্রামতি তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ"—উৎক্রমণকালেও আত্মা বিজ্ঞানসম্পন্ন (জ্ঞান-

তীব্র প্রারব্ধের যে পরিহার নাই তদ্বিষয়ে অন্য শাস্ত্রীয়বচনের সহিত ঐকমত্য দেখাইতেছেন :—

(চ) তীব্র প্রারব্ধের অনিবার্য্যত্বে অন্যশাস্ত্রবচন প্রমাণ।

অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেদ্যদি।
তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ ॥ ১৫৬

অন্বয়—অবশ্যম্ভাবিভাবানাম্ প্রতীকারঃ যদি ভবেৎ, তদা নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ দুঃখৈঃ ন লিপ্যেরন্।

অনুবাদ ও টীকা—অবশ্যভবিতব্য প্রারব্ধফলের যদি প্রতীকারসম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে যথাক্রমে নল, রাম ও যুধিষ্ঠির দুঃখে পতিত হইতেন না। অর্থাৎ নল এবং যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়া যে ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং সর্ব্বস্বান্তকারক, এইরূপ দোষ জানিয়াও এবং রামচন্দ্র কনকমৃগ যে অসম্ভব, তাহা জানিয়াও সেই ক্রীড়ায় এবং মৃগগ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন না। যেহেতু ইঁহারা সুবুদ্ধিমান্ হইয়াও দুঃখগ্রস্ত হইলেন, সেইহেতু প্রারব্ধফল অনিবার্য্য। এস্থলে অবশ্যম্ভাবিভাব শব্দে দুঃখাদিই বুঝিতে হইবে। ১৫৬

(শঙ্কা) ভাল, প্রারব্ধের পরিহার যদি অসম্ভব এবং ঈশ্বরও তাহার পরিহারে অসমর্থ, তাহা হইলে ঈশ্বরের ত' অনীশ্বরতা সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ছ) অপরিহার্য্য প্রারব্ধ-পরিহারে অসমর্থ হইলে ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব সম্ভাবনা।

ন চেশ্বরত্বমীশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ।
অবশ্যম্ভাবিতাপ্যেষামীশ্বরেণৈব নির্ম্মিতা ॥ ১৫৭

অন্বয়—তাবতা চ ঈশস্য ঈশ্বরত্বম্ ন হীয়তে, যতঃ এষাম্ অবশ্যম্ভাবিতা অপি ঈশ্বরেণ এব নির্ম্মিতা।

অনুবাদ—তদ্দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বর সেই প্রারব্ধফলের পরিহার না করিলে, ঈশ্বরের ঐশ্বরী শক্তিমত্তার হানি হইল, বুঝিতে হইবে না, কেননা, দুঃখাদিরূপ প্রারব্ধফলের অবশ্যম্ভাবিত্বের বিধানও তিনিই করিয়াছেন।

টীকা—তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তারূপ ঈশ্বরতার হানি হয় না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কেননা" ইত্যাদি। যেহেতু এই দুঃখাদির অবশ্যম্ভাবিতাও ঈশ্বরকর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে, সেইহেতু নিবারণ না হইলে ঈশ্বরের অনীশ্বরতার সম্ভাবনা নাই। ইহাই অভিপ্রায়। ১৫৭

এই প্রকারে ইচ্ছা-প্রারব্ধের সবিস্তর বর্ণন করিয়া অনিচ্ছা-প্রারব্ধের বর্ণন আরম্ভ করিতেছেন :—

বাসনাযুক্তই) থাকে এবং সেই বিজ্ঞানসহকারে পরলোকে প্রস্থান করে। তখন তাহার ঐহিক উপাসনা ও কর্ম্ম এবং প্রাক্তন সংস্কারও অনুগমন করিয়া থাকে এবং "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ"—(ব্রহ্মসূত্রে ভাষ্যকাররচিত উপোদ্ঘাত) (ব্যবহারকালে জ্ঞানী মনুষ্যেরাও পশুদিগের হইতে ভিন্ন নহে) এই ন্যায়ানুসারে গুণদোষজ্ঞেরও সাধারণ জীবের ন্যায় প্রকৃতির অনুবর্ত্তন, প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(ল) অনিচ্ছা-প্রারব্ধ বর্ণনার প্রারম্ভ।

প্রশ্নোত্তরাভ্যামেবৈতদ্গম্যতেঽর্জ্জুনকৃষ্ণয়োঃ।
অনিচ্ছাপূর্ব্বকঞ্চাস্তি প্রারব্ধমিতি তচ্ছৃণু॥ ১৫৮

অন্বয়—চ (তথা) অনিচ্ছাপূর্ব্বকম্ প্রারব্ধম্ অস্তি ইতি এতৎ অর্জ্জুনকৃষ্ণয়োঃ প্রশ্নোত্তরাভ্যাম্ এব (অব-) গম্যতে, তৎ শৃণু।

অনুবাদ—অনিচ্ছাপূর্ব্বকও যে প্রারব্ধভোগ হয় তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর হইতে জানা যায়; তাহা শ্রবণ কর।

টীকা—সেই প্রশ্নোত্তর হইতে যাহা জানা যায়, সেই অনিচ্ছা-প্রারব্ধ বলিবার জন্য শিষ্যকে অভিমুখ করিতেছেন—"তাহা শ্রবণ কর"—এই বলিয়া। ১৫৮

সেই অনিচ্ছা-প্রারব্ধ বিষয়ে অর্জ্জুনের প্রশ্ন (গীতা ৩।৩৬) প্রথমে দেখাইতেছেন :—

(ম) অনিচ্ছাপ্রারব্ধবিষয়ে অর্জ্জুনপ্রশ্নরূপ গীতা-বাক্য।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ১৫৯

অন্বয়—অথ বার্ষ্ণেয়, অয়ম্ পূরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ অনিচ্ছন্ অপি বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব পাপম্ চরতি ?

অনুবাদ—হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভব (কৃপাপূর্ব্বক আমার মাতামহকুলে অবতীর্ণ) তুমি, (বার্ষ্ণেয়ীপুত্র বা কুন্তীসুত) আমাকে বল, এই মনুষ্য কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইচ্ছা না করিলেও, (রাজাকর্ত্তৃক প্রেরিত ভৃত্যের ন্যায়) বলপূর্ব্বক প্রেরিত অর্থাৎ বাধ্য, হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় ?

টীকা—হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণি বা যদুর বংশে আবির্ভূত !) "অয়ম্ পূরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ"—তোমার মতানুবর্ত্তী পুরুষ বিবেকবলে কামক্রোধাদি নিরোধ করিতে প্রবৃত্ত, সকল জ্ঞান বিস্মৃত হইয়াই যেন, প্রেরিত (বাধ্য) হইয়া, "অনিচ্ছন্ অপি"—ইচ্ছা না থাকিলেও "বলাৎ নিয়োজিত ইব"—রাজাকর্ত্তৃক যেন আদিষ্ট (অর্থাৎ বাধ্য) হইয়া, পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় ? ১৫৯

এই প্রশ্নের শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত উত্তর (গীতা ৩।৩৭) বলিতেছেন :—

(য) শ্রীকৃষ্ণের উত্তররূপ গীতাবাক্য।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ১৬০

অন্বয়—রজোগুণসমুদ্ভবঃ এষঃ কামঃ, (রজোগুণসমুদ্ভবঃ) এষঃ ক্রোধঃ, মহাপাপ্মা মহাশনঃ; ইহ এনম্ বৈরিণম্ বিদ্ধি।

অনুবাদ—এই পুরুষ-প্রেরককে কাম বা ক্রোধ বলিয়া জানিবে; ইহা রজোগুণ হইতেই উৎপন্ন হয়; ইহার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না। ইহাদিগকে এই সংসারে মহাপাপস্বরূপ প্রবলশত্রু বলিয়া জানিবে।

টীকা—"এষঃ"—পুরুষের এই প্রেরক, "রজোগুণসমুদ্ভবঃ কামঃ"—রজোগুণ হইতেই উৎপত্তি যাহার, এইরূপ ইচ্ছাবিশেষরূপ 'কাম'। এই সর্ব্বজনবিদিত কাম কখন কখন অর্থাৎ কোনও কারণবশতঃ প্রতিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়, সেইহেতু তাহা ক্রোধরূপ। সেই কাম আবার কি প্রকার ? "মহাশনঃ"—বিষয়সমূহরূপ ভোগ্যজাত যাহার অপর্য্যাপ্ত ভোজন অর্থাৎ যাহা দুষ্পূর, এবং "মহাপাপ্মা"—মহৎ পাপের হেতু বলিয়া উপচারক্রমে মহাপাপস্বরূপ; এইহেতু "ইহ"—এই সংসারে, "এনম্ বৈরিণম্ বিদ্ধি"- এই কামকেই শত্রু বলিয়া জানিও। এস্থলে অভিপ্রায় এই—প্রারব্ধবশে রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সেই রজোগুণের কার্য্যরূপ কাম ও ক্রোধ এই দুইটির কোন একটি পুরুষের প্রবর্ত্তক হয় বলিয়া ইচ্ছা আরম্ভ হয়। (মধুসূদন)—শ্রীভগবানের এই উত্তর শ্রুতিসিদ্ধ। [বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে, পুরুষকে কামময় বলা হইয়াছে, (১।৪।১৭) এবং আত্মার জায়া প্রজা ও বিত্তের কামনা বর্ণিত হইয়াছে, - ৪।৪।৫] হে অর্জ্জুন, তুমি যে কারণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ—যাহা বলপূর্ব্বক অনর্থ-মার্গে প্রবৃত্ত করে, সে হইতেছে মহাশত্রু কাম, যাহা জীবের সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তির কারণ। ভাল, দেখা যায় ক্রোধও ত' লোককে অভিচারাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে ? এই শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ক্রোধও এই কামই, কেননা, এই কাম কোনও কারণবশতঃ প্রতিহত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই শত্রুর নিবারণ করিতে পারিলেই, সকল পুরুষার্থের প্রাপ্তি ঘটে। তাহার নিবারণের উপায় কি, তাহা জানাইবার জন্য তাহার কারণ বলিতেছেন—"রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ"—দুঃখ-প্রবৃত্তি-বলস্বরূপ রজোগুণই তাহার সমুদ্ভব বা কারণ। আর কারণের অনুবিধায়ী বলিয়া, কার্য্যও তদ্রূপ। যদ্যপি তমোগুণও তাহার কারণ, তথাপি দুঃখে এবং প্রবৃত্তিতে রজোগুণেরই প্রাধান্য বলিয়া রজোগুণেরই উল্লেখ করা হইল। ইহার দ্বারা বলা হইল যে সাত্ত্বিক বৃত্তিদ্বারা রজোগুণের ক্ষয় হইলে, সেই কামেরও ক্ষয় হয়। অথবা, সেই কাম কি প্রকারে অনর্থমার্গে প্রবর্ত্তক হয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু সেই কাম "রজোগুণসমুদ্ভবঃ"—প্রবৃত্ত্যাদিরূপ রজোগুণের উৎপত্তির কারণ; বিষয়াভিলাষস্বরূপ কামই নিজে আবির্ভূত হইয়া রজোগুণের প্রেরক (উৎপাদক) হইয়া পুরুষকে দুঃখাত্মক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে; সেইহেতু তাহার বিনাশ অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই অভিপ্রায়। সেই শত্রুকে 'দান'দ্বারা (বিষয়রূপ ভোগপ্রদানদ্বারা) শান্ত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল, কেননা, তাহা "মহাশনঃ"—দুষ্পূরণীয়; 'সাম ও ভেদ'দ্বারা তাহার দমন অসম্ভব, যেহেতু মহাপাপ্মা—অত্যুগ্র, সেইহেতু যে অনিষ্ট ফল জানে, তাহাকেও পাপে প্রেরিত করে। এইহেতু 'দণ্ড'ই একমাত্র নিধনোপায় ইত্যাদি। ১৬০

(**শঙ্কা**) ভাল, এই গীতাবাক্যে রাগদ্বেষ যে কামক্রোধ, তাহারাই পুরুষের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রতীত হইতেছে—অনিচ্ছাপ্রারব্ধকে ত' পুরুষপ্রবর্ত্তক বলিয়া বুঝা যাইতেছে না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই অনিচ্ছা-প্রারব্ধ, যে-গীতাবাক্যে প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই গীতাবাক্য (১৮।৬০) পাঠ করিতেছেন :—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥১৬১

অন্বয়—হে কৌন্তেয়, স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ যৎ কর্ত্তুম্ ন ইচ্ছসি, তৎ অপি মোহাৎ অবশঃ করিষ্যতি।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, তুমি আপনার ক্ষত্রিয়স্বভাবজনিত শৌর্য্যাদিবাঞ্জক নিজ প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা বশীকৃত থাকিয়া যে (বন্ধুবধাদিনিমিত্ত) যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, সেই কর্ম্ম তোমাকে মোহবশতঃ অর্থাৎ বিচার-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরবশ হইয়া, করিতেই হইবে।

টীকা—হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, "স্বেন কর্ম্মণা"—আপনার দ্বারাই (পূর্ব্বে) অনুষ্ঠিত এইহেতু স্বকীয় প্রারব্ধকর্ম্মদ্বারা "নিবদ্ধঃ" (সন্)—বশীকৃত হইয়া, "যৎ কর্ম্ম কর্ত্তুম্ ন ইচ্ছসি"—যে যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছা করিতেছ, "তৎ অপি মোহাৎ অবশঃ (সন্) করিষ্যসি"—সেই কর্ম্মও তুমি অবিবেকবশতঃ (বিচারে পরাঙ্মুখ থাকিয়া) পরবশ হইয়া করিবে। এইহেতু অনিচ্ছা-প্রারব্ধ আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। [শ্রীধর ও মধুসূদন—'মোহাৎ' এই শব্দের অন্বয়—'কর্ত্তুম্ ন ইচ্ছসি'—ইহার সহিত ধরিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের অনুবর্ত্তী হইয়া, 'মোহাৎ' শব্দের "অবিবেকতঃ"—বিচার না করিয়া, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মধুসূদন ইহার অর্থ করিয়াছেন—"যেমনটি ইচ্ছা করিব, তেমনটিই করিব, এইরূপ ভ্রমবশতঃ"।]* ১৬১

---

* সকল জীবেরই প্রারব্ধকর্ম্ম তিনপ্রকার—(১) স্বেচ্ছাদ্বারা ফলদ, ২) পরেচ্ছাদ্বারা ফলদ এবং (৩) অনিচ্ছাসত্ত্বেও (অর্থাৎ ইচ্ছানিরপেক্ষ হইয়া) ফলদ,—একথা পূর্ব্বে ১৫২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বেচ্ছা-প্রারব্ধ জীবের প্রযত্ন বিনা জীবকে ফলপ্রদানে অক্ষম বলিয়া তাহা যে প্রযত্নের অপেক্ষা রাখে ইহা সকলেই বুঝিতে পারে। সেইরূপ পরেচ্ছাপ্রারব্ধে এবং অনিচ্ছাপ্রারব্ধে নিজ নিজ ফলপ্রদানের জন্য যথাক্রমে পরপ্রযত্নাপেক্ষার এবং সত্যসঙ্কল্পরূপ পরমেশ্বরের প্রযত্নের অপেক্ষা আছে। পঞ্চদশীকার (সম্ভবতঃ পঞ্চদশী রচনার পরে) স্বরচিত "অনুভূতি-প্রকাশ" গ্রন্থে 'সনৎকুমারবিদ্যা' নামক চতুর্থাধ্যায়ে ৭৪ হইতে ৭৮ শ্লোকে ছান্দোগ্য উপনিষদের ৭।২৫।২ কণ্ডিকার অন্তর্গত "আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ঃ আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ" এই পদচতুষ্টয়দ্বারা সূচিত প্রারব্ধভোগী জীবন্মুক্তের ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: "সুখদুঃখপ্রদারব্ধকর্ম্মবেগশ্চতুর্বিধঃ। তীব্রমধ্যৌ মন্দসুপ্তৌ চেতি তস্য বিধা মতাঃ॥" ৭৪ সুখদুঃখপ্রদ প্রারব্ধকর্ম্মের বেগ, তীব্র, মধ্য মন্দ ও সুপ্তভেদে চারিপ্রকার বলিয়া পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন। "তীব্রবেগে স পশ্বাদিতুল্যো নাত্মানমীক্ষতে। আত্মনি প্রীতিরস্তীতি ভবেদাত্মরতিস্তদা॥" ৭৫—তীব্রবেগপ্রারব্ধভোগে জীবন্মুক্ত পশু প্রভৃতির সদৃশ হইয়া গিয়া আত্মাকে দেখিতে পান না, (বিস্মৃত হইয়া যান)। আত্মায় তাঁহার প্রীতি (মগ্নভাবে) থাকে, এইজন্য তখন তাঁহাকে "আত্মরতি" বলা যায়। স্বেচ্ছাতীব্র প্রারব্ধের দৃষ্টান্ত (বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত ৪ অংশ ২ অধ্যায়) সৌভরিমুনি, ইনি বহুকাল জলমধ্যে সমাহিত থাকিয়া মৎস্যের শাবকগণসহিত ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিয়া আত্মপ্রীতি বিস্মৃত হইয়া মান্ধাতার ৫০টি কন্যা বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল তাহাদের সহিত বিলাসরত হইয়া রহিলেন। পরেচ্ছাতীব্র প্রারব্ধভোগের দৃষ্টান্ত চন্দ্র; (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ৯ম অঃ অথবা কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮০, ৮১ অঃ) ইনি গুরুর অভিসম্পাতে পড়িয়া ক্ষয়গ্রস্ত হইলেন এবং তদনন্তর গুরুর প্রসাদে বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পাইয়া কৃষ্ণপক্ষে এবং শুক্লপক্ষে যথাক্রমে ক্ষয় ও উপচয় লাভ করেন। অনিচ্ছাতীব্রের দৃষ্টান্ত—মাণ্ডব্য (মহাভারত, আদিপর্ব্ব ১০৭-১০৮ অধ্যায়)। ইনি সমাহিতাবস্থায় শূলে আরোপিত হন এবং ব্যুত্থানে দুঃখাদিপ্রদ প্রারব্ধ অনুভব করেন। স্বেচ্ছাসুপ্তপ্রারব্ধের দৃষ্টান্ত ঋষভদেব (বিষ্ণুভাগবত ৫।২৩।২৭) যাঁহার কোনও কালে নির্ব্বিকল্পসমাধির বিঘ্ন হয় নাই। "মধ্যবেগে তু ভোগানাং প্রাধান্যং স যদা তদা। কৃত্বাবকাশমাত্মানং বদন্ ক্রীড়তি বালবৎ॥" ৭৬—যখন জীবন্মুক্তের চিত্তে ভোগ প্রাধান্যলাভ করে তখন তিনি আত্মচিন্তায় অবকাশ করিয়া (অথবা 'আত্মাকে অবসরপ্রকাশ'

এক্ষণে পরেচ্ছাপ্রারব্ধ যে আছে, তাহাই বলিতেছেন :—

(ট) পরেচ্ছা প্রারব্ধবর্ণন।

নানিচ্ছন্তো ন চেচ্ছন্তঃ পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ।
সুখদুঃখে ভজন্ত্যেতৎ পরেচ্ছাপূর্ব্বকর্ম্ম হি॥ ১৬২

অন্বয়—অনিচ্ছন্তঃ ন, চ ইচ্ছন্তঃ ন, পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ সুখদুঃখে ভজন্তি; এতৎ পরেচ্ছাপূর্ব্বকর্ম্ম হি।

অনুবাদ—যখন সুখদুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই, কেবল অপরের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া তাহার প্রীতির জন্য সুখদুঃখ ভোগ করে, তখন তাহাকে পরেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ বলে।

রাখিয়া) আত্মবিষয়ক কথা কহিতে কহিতে বালকের ন্যায় ক্রীড়া করেন, তখন সেই অবস্থায় তাঁহার নাম মধ্যবেগপ্রারব্ধভোগী। (অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তাঁহার আত্মস্ফুরণ হইতে থাকে এইহেতু তিনি আত্মক্রীড়।) **স্বেচ্ছামধ্যপ্রারব্ধের** দৃষ্টান্ত অজাতশত্রু (বিষ্ণুভাগবত ১১।১৯।১১, ১১।১।৫) যিনি রাজ্যাভিষিক্ত থাকিয়া রাজভোগ করিতে করিতে অবকাশক্রমে চৈতন্যস্মরণ করিতেন। **পরেচ্ছামধ্যের** দৃষ্টান্ত রাজা শিখিধ্বজ (বাশিষ্ঠরামায়ণ, নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্বভাগ ৭৭ হইতে ১১০ অধ্যায়)। ইনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পরেও রাজ্ঞী চূড়ালার ইচ্ছাক্রমে সুখাদিপ্রদ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। **অনিচ্ছামধ্যের** দৃষ্টান্ত ভগীরথ (বাশিষ্ঠরামায়ণ, নির্ব্বাণপ্রকরণ, পূর্ব্বভাগ ৭৪ হইতে ৭৬ অধ্যায়)—ইঁহাকে স্বেচ্ছামুক্ত শ্বেতহস্তী মাল্যপ্রদান করিয়া অপরের রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দিল। "মন্দবেগে তিরস্কৃত্য ভোগান্ প্রায়েণ চিন্তয়ন্। ধিয়াত্মানং দ্বন্দ্বসুখং প্রাপ্নোতি মিথুনে যথা ॥" ৭৭—মন্দবেগপ্রারব্ধে জীবন্মুক্ত ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বহুল পরিমাণে চিত্তে আত্মচিন্তা করিতে করিতে সুখানুভব করেন; স্ত্রীপুরুষ যেমন পরস্পর সংসর্গে সুখানুভব করে, তিনি "দ্বন্দ্ব"নিরপেক্ষ হইয়া মিথুনের সুখ অনুভব করেন। **স্বেচ্ছামন্দপ্রারব্ধের দৃষ্টান্ত** কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস, করভাজন এই নয় ঋষভপুত্র। ইঁহারা **সর্ব্বজনবিদিত** যোগী রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্মানুসন্ধানসুখনিরত ছিলেন (বিষ্ণুভাগবত ১১।২।২০)। **পরেচ্ছামন্দপ্রারব্ধের** দৃষ্টান্ত—ধ্রুব যাঁহার নারদেচ্ছাক্রমে হরিদর্শনজনিত আত্মসুখস্মৃতি লাভ হইয়াছিল। (বিষ্ণুভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়)। **অনিচ্ছামন্দপ্রারব্ধের** দৃষ্টান্ত বামদেবাদি যাঁহাদের গর্ভবাসকালেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল। (ঐতরেয় উপনিষৎ ৪।৫)। "সুপ্তবেগে তু নির্বিঘ্নো নির্বিকল্পসমাধিভাক্। আত্মানন্দাবশেষঃ সন্নাস্তে মুক্তবদদ্বয়ঃ॥" ৭৮ পরেচ্ছাসুপ্ত প্রারব্ধভোগের দৃষ্টান্ত বিন্ধ্যপর্ব্বত। অগস্ত্যমুনির ইচ্ছায় ইঁহার প্রারব্ধভোগ স্থগিত হইয়া রহিয়াছে। (কাশীখণ্ড দ্রষ্টব্য) অনিচ্ছাসুপ্ত প্রারব্ধভোগের দৃষ্টান্ত পৃথ্বী। জন্মকাল হইতেই ইঁহার প্রারব্ধভোগ সুপ্ত। দেবতা বলিয়া ইঁহার তত্ত্বজ্ঞান শ্রুত্যাদিসিদ্ধ।

সুপ্তবেগপ্রারব্ধে—জীবন্মুক্ত একেবারে বিঘ্নহীন হইয়া নির্ব্বিকল্পসমাধিসুখ অনুভব করেন। আত্মানন্দমাত্রই তাঁহার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তিনি বিদেহমুক্তের ন্যায় দ্বৈতহীন হইয়া অবস্থান করেন।

তীব্রাদি এই চারিপ্রকার প্রারব্ধবেগে বিষয়সুখভোগের গাঢ়তার বিলোমানুপাতে (inverse proportion) আত্মসুখানুভব ঘটে অর্থাৎ তীব্রবেগে, "আত্মরতি" যাহা বিদেশগত বিষয়কার্য্য-ব্যাপৃত নায়কের নায়িকাবিষয়িণী মগ্নস্মৃতির ন্যায়। মধ্যবেগে "আত্মক্রীড়া" যাহা বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত নায়কের মধ্যে মধ্যে বসনভূষণাদির দ্বারা নায়িকার পরিতর্পণসুখসদৃশ; মন্দবেগে "আত্মমিথুন" যাহা নায়কের বিষয়কার্য্যচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক নায়িকার সঙ্গলাভসদৃশ; সুপ্তবেগে, "আত্মানন্দ" যাহা সর্ব্ববিষয়চিন্তাবিনির্মুক্ত নায়কের নায়িকাসম্ভোগসুখলাভসদৃশ। এই দ্বাদশবিধ প্রারব্ধের প্রকার, পূর্ব্বে নির্ণেয় হইলেও ইহাদের বেগ স্ব স্ব ভোগদ্বারাই নির্ণেয়; ভোগের পূর্ব্বে অনুমেয় নহে বলিয়া ব্যবহারে এই প্রারব্ধজ্ঞানদ্বারা লৌকিক উপকার লাভ করা যায় না, কেবল নিবৃত্তিমার্গেই ভোগদ্বারা এই প্রারব্ধবেগানুমান নিবৃত্তির ও শান্তিলাভের সহায়তা করে।

টীকা—"অনিচ্ছন্তঃ (অপি) ন (ভজন্তি), ইচ্ছন্তঃ (অপি) ন (ভজন্তি)"—যখন অনিচ্ছাপূর্ব্বকও সুখদুঃখ ভোগ করে না, ইচ্ছাপূর্ব্বকও সুখদুঃখ ভোগ করে না কিন্তু "পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ"—অপরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া, তাহার প্রীতিসম্পাদনের জন্য সুখদুঃখ ভোগ করে, তখন "এতৎ"—যাহা এই সুখদুঃখাদির হেতুভূত, তাহা পরেচ্ছাপূর্ব্বক প্রারব্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহাই অর্থ। এইহেতু জ্ঞানীর বিষয়ে দোষদৃষ্টি থাকিলেও প্রারব্ধ অনিবার্য্য বলিয়া, সেই প্রারব্ধের যে ইচ্ছাজনকতা তাহার নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ১৬২

৪। জ্ঞানীর বাধিত ইচ্ছা সম্ভব বলিয়া ভোগ করিয়াও ব্যসনাভাব।

(শঙ্কা) ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছা মানিলে, "কোন্ ভোগের ইচ্ছা" করিয়া ইত্যাদি অর্থের শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া আশঙ্কা করিতেছেন :—

(ক) জ্ঞানীর ইচ্ছা অঙ্গীকার করিলে "কিমিচ্ছন্" শ্রুতির সহিত বিরোধাশঙ্কা; দৃষ্টান্ত সহিত সমাধান।

কথং তর্হি কিমিচ্ছন্নিত্যেবমিচ্ছা নিষিধ্যতে।
নেচ্ছানিষেধঃ কিন্ত্বিচ্ছাবাধো ভর্জ্জিতবীজবৎ॥ ১৬৩

অন্বয়—তর্হি কিমিচ্ছন্ ইতি কথম্ এবম্ নিষিধ্যতে? (উত্তর) ইচ্ছানিষেধঃ ন, কিন্তু ইচ্ছাবাধঃ; ভর্জ্জিতবীজবৎ।

অনুবাদ—(যদি তত্ত্বজ্ঞানীরও ইচ্ছা হয়, মানা যায়) তবে "কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনাংশদ্বারা ইচ্ছার এইরূপে নিষেধ করা হইল কেন? (এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইবে—) তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছার একেবারে নিষেধ করা হয় নাই, কিন্তু ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় বাধমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

টীকা—জ্ঞানীর যখন প্রারব্ধবশতঃ ইচ্ছার অঙ্গীকার করা হইল, তখন "কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবাক্যদ্বারা কি প্রকারে ইচ্ছার অভাব সূচিত হইল? ইহাই অর্থ। (উত্তর) ইহার দ্বারা ইচ্ছার অভাব কথিত হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছা থাকিতেও সেই ইচ্ছা, সমর্থ প্রবৃত্তি সম্পাদন করিতে পারে না, ইহাই বুঝান হইতেছে—এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছার একেবারে নিষেধ করা হয় নাই" ইত্যাদি। ইচ্ছা স্বরূপতঃ থাকিলেও, তাহার সামর্থ্যরাহিত্যবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'ভর্জ্জিত বীজের ন্যায়'। ১৬৩

এইরূপে সংক্ষেপে উক্ত এই তত্ত্বই সবিস্তর বর্ণনা করিতেছেন :—

ভর্জ্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্য্যকরাণি চ।
বিদ্বদিচ্ছা তথেষ্টব্যাসত্ত্ববোধান্ন কার্য্যকৃৎ॥ ১৬৪

অন্বয়—ভর্জ্জিতানি তু বীজানি অকার্য্যকরাণি চ সন্তি; তথা বিদ্বদিচ্ছা ইষ্টব্যাসত্ত্ববোধাৎ কার্য্যকৃৎ ন।

অনুবাদ—যেমন কোনও বীজ অগ্নিদ্বারা ভর্জ্জিত হইলে অকার্য্যকর অর্থাৎ

অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর ইচ্ছা বাধিতবিষয়ের অসত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যাত্ববোধবশতঃ পাপপুণ্যরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিতে অসমর্থ হয়।

টীকা—যেমন "ভর্জ্জিতানি তু বীজানি"—ভাজা বীজ নিজে স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিলেও অঙ্কুরাদি কার্য্যোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তথা "বিদ্বদিচ্ছা"—জ্ঞানীর ইচ্ছা স্বয়ং বিদ্যমান থাকিলেও "ইষ্টব্যাসত্ত্ববোধাৎ"—ইচ্ছার বিষয়রূপ পদার্থের অসত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বাধিত হওয়ায়, "ন কার্য্যকৃৎ"—ব্যসনাদিরূপ কার্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ১৬৪

(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীর ইচ্ছার যখন ফলাভাব, তখন সেই ইচ্ছাই নাই, মানিতে হইবে। এইরূপ, আশঙ্কায় বলিতেছেন—'ফলাভাব' এই কথা সিদ্ধ হইতে পারে না, কেননা, জ্ঞানীর ইচ্ছার ভোগরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়; এই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীর বাধিত ইচ্ছাও ভোগফলপ্রদ, দৃষ্টান্ত।

দগ্ধবীজমরোহেঽপি ভক্ষণায়োপযুজ্যতে।
বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্পভোগং কুর্য্যান্ন ব্যসনং বহু॥ ১৬৫

অন্বয়—দগ্ধবীজম্ অরোহে অপি ভক্ষণায় উপযুজ্যতে; বিদ্বদিচ্ছা অপি অল্পভোগম্ কুর্য্যাৎ, বহু ব্যসনম্ ন।

অনুবাদ—যেমন ভর্জ্জিত বীজের অঙ্কুরোদগম না হইলেও তাহা ভক্ষণাদি কোনও কার্য্যের উপযোগী হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর ইচ্ছাও অল্পভোগের উৎপাদক হয়; সেই ইচ্ছা বহু প্রকারের ব্যসন উৎপাদন করে না।

টীকা—"দগ্ধম্"—অর্থাৎ ভর্জ্জিত। "ব্যসনম্"—'ব্যসনম্ বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজ-কোপজে'—(অমরকোষ, নানার্থবর্গ)—আসক্তির বিষয়ের এবং সুখনিদান বস্তুর বিয়োগ সম্ভাবনা-জনিত দুঃখকে 'বিপদ' বলে; 'ভ্রংশ' বলিতে বিনাশ বা পতন; 'কামজদোষ' বলিতে মৃগয়া, দিবানিদ্রা, দ্যূতক্রীড়া, পরনিন্দা, পরদারাসক্তি, নৃত্য-গীত, বৃথা ভ্রমণ, মাদকসেবন ইত্যাদি। 'কোপজ-দোষ' বলিতে—দুষ্টকর্ম্ম, সাহস (বিনা বিচারে পরপীড়ন), দুঃখপ্রদান, মাৎসর্য্য, দ্বেষ, কাপট্য, বাক্‌পারুষ্য, অভীষ্টবিনাশ। ১৬৫

(শঙ্কা) ভাল, প্রারব্ধকর্ম্মই ভোগদ্বারা ব্যসনোৎপাদন করিবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(গ) জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগে নষ্ট হইয়া ব্যসনোৎপাদন করে না। অজ্ঞানীর ব্যসনোৎপত্তির কারণ।

ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম হীয়তে।
ভোক্তব্যসত্যতাভ্রান্ত্যা ব্যসনং তত্র জায়তে॥ ১৬৬

অন্বয়—(জ্ঞানিনঃ) প্রারব্ধম্ কর্ম্ম ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ হীয়তে; (অজ্ঞানিনঃ) ভোক্তব্য-সত্যতাভ্রান্ত্যা তত্র ব্যসনম্ জায়তে।

অনুবাদ—জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগদ্বারা চরিতার্থ হয় বলিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত

হয় এবং অজ্ঞানীর ভোগ্যবিষয়ে সত্যতাভ্রান্তিবশতঃ, সেই বিষয়ে ব্যসন উৎপন্ন হয়।

টীকা—প্রারব্ধকর্ম্ম কেবল ভোগেরই হেতু বলিয়া তাহা ব্যসন উৎপাদন করিতে পারে না; ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে ব্যসনের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অজ্ঞানীর ভোগ্যবিষয়ে' ইত্যাদি। "তত্র"—অর্থাৎ সেই বিষয়ে। ১৬৬

ব্যসনের হেতুভূত ভ্রমের স্বরূপ দেখাইতেছেন:—

(খ) ব্যসনের কারণ—ভোগে সত্যতাভ্রমের স্বরূপ।

মা বিনশ্যত্বয়ং ভোগো বর্দ্ধতামুত্তরোত্তরম্।
মা বিঘ্নাঃ প্রতিবধ্নন্তু ধন্যোঽস্ম্যস্মাদিতি ভ্রমঃ॥১৬৭

অন্বয়—অয়ম্ ভোগঃ মা বিনশ্যতু, উত্তরোত্তরম্ বৰ্দ্ধতাম্, বিঘ্নাঃ মা প্রতিবধ্নন্তু, অস্মাৎ ধন্যঃ অস্মি ইতি ভ্রমঃ।

অনুবাদ—আমার এই ভোগ যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়; এই ভোগ যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে; কোনও বিঘ্ন যেন ইহার প্রতিবন্ধক ঘটাইতে না পারে; তাহা হইলেই আমি ধন্য। ইহাই সেই ভ্রমের স্বরূপ।

টীকা—"অস্মাৎ ধন্যঃ অস্মি"—এই ভোগ হইতেই আমি ধন্য বা কৃতার্থ হইতেছি। "ইতি ভ্রমঃ"—অজ্ঞানীর ভ্রম এই আকারই ধারণ করে। সেই ভ্রম হইতেই ব্যসনের উৎপত্তি, ইহাই অর্থ। ১৬৭

প্রসঙ্গক্রমে ব্যসনের হেতুভূত এই ভ্রমের নিবৃত্তির উপায় বলিতেছেন:—

(গ) উক্ত ভ্রমের নিবৃত্তির উপায়।

যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তাবিষঘ্নোঽয়ং বোধো ভ্রমনিবর্ত্তকঃ॥ ১৬৮

অন্বয়—যৎ অভাবি তৎ ভাবি ন, ভাবি চেৎ তৎ অন্যথা ন ইতি চিন্তাবিষঘ্নঃ অয়ম্ বোধঃ ভ্রমনিবর্ত্তকঃ।

অনুবাদ—(প্রারব্ধ ফল) যাহা হইবার নহে, তাহা কখনই হইবে না, যদি হইবার হয়, তবে হইবেই, তাহার অন্যথা হইবে না; এইরূপ জ্ঞান চিন্তা-বিষনাশক; এই জ্ঞানদ্বারাই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়।

টীকা—"যৎ অভাবি"—যাহা হইবার অযোগ্য, "তৎ ভাবি ন"—তাহা কখনই হইবে না, "ভাবি চেৎ"—যাহা হইবার যোগ্য, "তৎ অন্যথা ন"—তাহার অন্যথা হইবে না অর্থাৎ হইবেই। "ইতি চিন্তাবিষঘ্নঃ"—এইরূপ জ্ঞান,—'আমার এইরূপ ভাগ্যোদয় কবে হইবে?' 'এই অনিষ্ট কবে ঘুচিবে?'—ইত্যাদিরূপ চিন্তাই বিষের ন্যায় নিজসংসর্গ-প্রাপ্ত (সংক্রামিত) পুরুষের বিনাশের হেতু বলিয়া, বিষ—এই চিন্তাবিষকে বিনাশ করে বলিয়া এই জ্ঞান চিন্তাবিষঘ্ন। এইরূপ যে "বোধঃ"—জ্ঞান, "সঃ অয়ম্ ভ্রমনিবর্ত্তকঃ"—পূর্ব্বোক্ত ভ্রমের নিবৃত্তিকারক, ইহাই অর্থ। ১৬৮

ভাল, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী তুল্যরূপে ভোগী হইলেও, অজ্ঞানীর ব্যসন, এবং জ্ঞানীর ব্যসনাভাব—ইহার কারণ কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, একে ভ্রান্তিজ্ঞান, অপরে ভ্রান্তিজ্ঞানাভাববশতঃ ব্যসনের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিরূপ ভেদ সিদ্ধ হয় ; ইহাই বলিতেছেন :—

চ) জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর ভোগ তুল্যরূপ হইলেও জ্ঞানীর ব্যসনাভাবের ও অজ্ঞানীর ব্যসনের কারণ।

সমেঽপি ভোগে ব্যসনং ভ্রান্তো গচ্ছেন্ন বুদ্ধবান্।
অশক্যার্থস্য সঙ্কল্পাদ্‌ভ্রান্তস্য ব্যসনং বহু ॥ ১৬৯

অন্বয়—ভোগে সমে অপি ভ্রান্তঃ ব্যসনম্ গচ্ছেৎ, বুদ্ধবান্ ন। অশক্যার্থস্য সঙ্কল্পাৎ ভ্রান্তস্য বহু ব্যসনম্ (ভবতি)।

অনুবাদ—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উভয়ের বিষয়ভোগ সমান হইলেও, অজ্ঞানী ভ্রান্ত বলিয়া ব্যসনপ্রাপ্ত হয় আর যিনি জ্ঞানবান্, তিনি ব্যসনপ্রাপ্ত হন না। অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যাপদার্থের সঙ্কল্প করিয়া ভ্রান্ত অজ্ঞানী বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করে।

টীকা—"বুদ্ধবান্"—যিনি তত্ত্ব বুঝিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানী। ভাল, ভ্রান্তি কি প্রকারে ব্যসনের হেতু হয় ? এইহেতু বলিতেছেন—"অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যাপদার্থের" ইত্যাদি। ১৬৯

বিবেকী ব্যক্তির কিহেতু ব্যসন ঘটে না, তাহাই বলিতেছেন :—

মায়াময়ত্বং ভোগস্য বুধ্বাস্থামুপসংহরন্।
ভুঞ্জানোঽপি ন সঙ্কল্পং কুরুতে ব্যসনং কুতঃ ॥ ১৭০

অন্বয়—ভোগস্য মায়াময়ত্বম্ বুধ্বা আস্থাম্ উপসংহরন্ ভুঞ্জানঃ অপি সঙ্কল্পম্ ন কুরুতে ; ব্যসনম্ কুতঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—জ্ঞানী ভোগকে মায়াময় বা মিথ্যারূপ বলিয়া জানিয়া তাহাতে আস্থার অর্থাৎ আসক্তির সঙ্কোচ করিয়া ভোগ করেন ; তথাপি অসম্ভব বা অযোগ্য অর্থের চিন্তন করেন না। এইহেতু কি কারণে তাঁহার ব্যসন ঘটিবে ? ১৭০

(শঙ্কা) ভাল, ভোগের মায়াময়ত্বের জ্ঞান থাকিতেও ভোগ ত' তাৎকালিক সুখের হেতু হয় ; তাহা হইলে অবস্থার সঙ্কোচ কেন হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অনেক প্রকারের দোষদর্শনহেতু আস্থার সঙ্কোচ হয় :—

(ছ) বহুবিধদোষদর্শন-হেতু সুখদায়ক ভোগেও আস্থার নিবৃত্তি।

স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমচিন্ত্যরচনাত্মকম্।
দৃষ্টনষ্টং জগৎ পশ্যন্ কথং তত্রানুরজ্যতি ? ॥১৭১

অন্বয়—স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশম্ অচিন্ত্যরচনাত্মকম্ দৃষ্টনষ্টম্ জগৎ পশ্যন্ তত্র কথম্ অনুরজ্যতি ?

অনুবাদ ও টীকা—জগৎ স্বপ্নের বা ইন্দ্রজালের সদৃশ অচিন্ত্যরচনারূপ বা অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ এবং দেখিতে দেখিতেই বিনষ্ট হয়। জগৎকে এইরূপ অনুভব করিয়া জ্ঞানী কি প্রকারে তাহাতে আসক্ত হইবেন ?। ১৭১

(শঙ্কা) ভাল, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের সহিত সাদৃশ্যাদির জ্ঞান হইলে, আসক্তির ভাব থাকিবে না বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নাদির সহিত সাদৃশ্যজ্ঞান হইবে কি প্রকারে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে দুই শ্লোকে বলিতেছেন যে, জাগ্রৎকালে অনুভূত জগতের সহিত স্বপ্নকালীন অনুভূত জগতের সাদৃশ্যানুভব উৎপাদন করিবার উপায় এই :—

(জ) ভোগে আসক্তিহীন হইবার উপায়।

স্বস্বপ্নমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা পশ্যন্ স্বজাগরম্।
চিন্তয়েদপ্রমত্তঃ সন্নুভাবনুদিনং মুহুঃ ॥ ১৭২

অন্বয়—স্বস্বপ্নম্ আপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা স্বজাগরম্ পশ্যন্ উভৌ অপ্রমত্তঃ সন্ অনুদিনম্ মুহুঃ চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—নিজ স্বপ্নকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং নিজ জাগরণ অনুভব করিয়া, প্রমাদরহিত হইয়া, নিজ স্বপ্ন ও জাগরণ (উভয়েই তুল্যরূপ কি না) প্রতিদিন বার বার চিন্তা করিবে। দেখিবে যে জাগরণ স্বপ্নেরই তুল্য। ১৭২

চিরং তয়োঃ সর্ব্বসাম্যমনুসন্ধায় জাগরে।
সত্যত্ববুদ্ধিং সন্ত্যজ্য নানুরজ্যতি পূর্ব্ববৎ ॥ ১৭৩

অন্বয়—তয়োঃ সর্ব্বসাম্যম্ চিরম্ অনুসন্ধায়, জাগরে সত্যত্ববুদ্ধিম্ সন্ত্যজ্য পূর্ব্ববৎ ন অনুরজ্যতি।

অনুবাদ—যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসন্ধানের পর, সেই স্বপ্নাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার সর্ব্বপ্রকারে তুল্যতা অনুভব করিয়া সাধক জাগ্রদবস্থায় সত্যত্ব-বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তখন জাগ্রদবস্থায় আর পূর্ব্বের ন্যায় অনুরক্ত থাকেন না।

টীকা—এইরূপে "তয়োঃ"—সেই স্বপ্নাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার, "সর্ব্বসাম্যম্"—নিজ নিজ প্রতীতিকালেই ভোগের হেতু হওয়ায় পরিণামে তাহাদের রসশূন্যতা ও বিনাশিতা প্রভৃতিরূপ সর্ব্বপ্রকারে তুল্যতা, "চিরম্ অনুসন্ধায়"—দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিয়া, "জাগরে সত্যত্ববুদ্ধিম্ সন্ত্যজ্য"—জাগ্রদবস্থায় সত্যতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধক, "পূর্ব্ববৎ ন অনুরজ্যতি"—জাগ্রৎকালের বস্তুসমূহেও পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ জগতের সত্যতাজ্ঞানাবস্থার ন্যায়, আসক্ত হন না। আচার্য্যপাদ শঙ্কর স্বকীয় 'উপদেশসাহস্রী' গ্রন্থে (সপ্তদশ) সম্যঙ্মতিপ্রকরণে ৬১ সংখ্যক শ্লোকে লিখিয়াছেন—'ক্ষীরাৎ সর্পির্যথোদ্ধৃত্য ক্ষিপ্তং তস্মিন্ ন পূর্ব্ববৎ। বুদ্ধ্যাদের্জ্ঞস্তথা-সত্যান্ন দেহী পূর্ব্ববৎ ভবেৎ ॥'—যেমন দুগ্ধ হইতে প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা সর্পিঃ (বিলীন আজ্য বা ক্ষীরমণ্ড) বাহির করিয়া পুনর্ব্বার সেই দুগ্ধে ফেলিয়া দিলে, আবার পূর্ব্বের ন্যায় সম্মিলিত হয় না,

সেইরূপ মিথ্যাস্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্‌কৃত, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা পূর্ব্বের ন্যায় দেহাভিমানী হন না, অন্য ব্যবহারেও পূর্ব্বের ন্যায় আসক্তিপূর্ব্বক রত হন না। (এই শ্লোকের টীকায় রামতীর্থ গীতার "যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো" ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন)। ১৭৩

৫। মিথ্যাত্বজ্ঞানের সহিত প্রপঞ্চের, বিরোধ নাই।

(শঙ্কা) ভাল, ভোগ ত' ভোগ্যবিষয়ের সত্যতার উপর নির্ভর করে এবং সেই ভোগের সহিত প্রপঞ্চবিষয়ক মিথ্যাত্ব জ্ঞানের ত' পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলে কি প্রকারে ভোগসিদ্ধি হইতে পারে? এই শঙ্কার পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে, ভোগ বিষয়ের সত্যতার অপেক্ষা রাখে না; সেইহেতু প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞানের সহিত ভোগের বিরোধ হয় না:—

(ক, প্রারব্ধভোগে বিষয়ের সত্যতার অপেক্ষা নাই।)

ইন্দ্রজালমিদং দ্বৈতমচিন্ত্যরচনাত্বতঃ।
ইত্যবিস্মরতো হানিঃ কা বা প্রারব্ধভোগতঃ॥ ১৭৪

অন্বয়—ইদম্ দ্বৈতম্ অচিন্ত্যরচনাত্বতঃ ইন্দ্রজালম্ ইতি অবিস্মরতঃ প্রারব্ধভোগতঃ কা বা হানিঃ?

অনুবাদ—এই দ্বৈত বা জগৎপ্রপঞ্চ অচিন্ত্যরচনানির্ম্মিত বলিয়া ইহা ইন্দ্রজাল। যে জ্ঞানী এই তত্ত্ব বিস্মৃত হন না, তিনি প্রারব্ধ ভোগ করিলেও তাঁহার মিথ্যাত্বজ্ঞানের অথবা ভোগের কি হানি হইতে পারে? কোনও হানি হয় না।

টীকা—"অবিস্মরতঃ জ্ঞানিনঃ প্রারব্ধভোগতঃ"—ভোগ্যবিষয়ের সমষ্টিরূপ এই জগৎ অচিন্ত্যরচনানির্ম্মিত বলিয়া ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা; এই তত্ত্ব যুক্তিদ্বারা অবধারণ করিয়া জ্ঞানী সুখদুঃখানুভবরূপ প্রারব্ধকর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকিলে, "কা বা হানিঃ"—তাঁহার মিথ্যাত্বানুসন্ধানের কি হানি হইতে পারে? অথবা মিথ্যাত্বজ্ঞানদ্বারা ভোগের কি হানি হইতে পারে? মিথ্যাত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ, এই দুইটি পরস্পর ভিন্নবিষয়ক বলিয়া তদুভয়ের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৭৪

জগতের মিথ্যাত্বের জ্ঞান ও প্রারব্ধ যে পরস্পর ভিন্নবিষয়ক তাহাই দেখাইতেছেন :—

(খ) তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ ভিন্ন বিষয়ক।

নির্ব্বন্ধস্তত্ত্ববিদ্যায়া ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ।
প্রারব্ধস্যাগ্রহো ভোগে জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ॥ ১৭৫

অন্বয়—তত্ত্ববিদ্যায়াঃ ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ নির্ব্বন্ধঃ, প্রারব্ধস্য জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ ভোগে আগ্রহঃ।

অনুবাদ—জগতের ইন্দ্রজালরূপতাকে স্মৃতিপথে সমারূঢ় করাই তত্ত্ববিদ্যার আগ্রহ; (তত্ত্বজ্ঞান ভোগের অননুভবসাধনে সমর্থ নহে)। আর প্রারব্ধকর্ম্মের আগ্রহ চিদাভাসরূপ জীবকে সুখদুঃখ ভোগ করান; (ভোগের সত্যতা-প্রতিপাদনে নহে।)

টীকা—"তত্ত্ববিদ্যায়াঃ"—জগৎতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের, "ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ"—জগৎ যে ইন্দ্রজালসদৃশ মিথ্যা, এই তত্ত্বের অবিস্মৃতিবিষয়ে আগ্রহ; ভোগের বিনাশে তাহার আগ্রহ নহে। "প্রারব্ধস্য"—প্রারব্ধকর্ম্মের, "জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ ভোগে আগ্রহ,"—জীবকে সুখদুঃখ প্রদান করিতেই আগ্রহ, ভোগ্য বিষয়ের সত্যতা সম্পাদনে নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৭৫

এইরূপে, মিথ্যাত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ যে ভিন্নবিষয়ক, তাহা দেখাইয়া তদ্বিষয়ে অনুমান কিরূপ হইবে, তাহাই দেখাইতেছেন:—

(গ) তত্ত্ববিদ্যার প্রারব্ধের সহিত অবিরোধ বিষয়ে অনুমান।

বিদ্যারব্ধে বিরুদ্ধ্যেতে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ।
জানদ্ভিরপ্যৈন্দ্রজালবিনোদো দৃশ্যতে খলু॥ ১৭৬

অন্বয়—বিদ্যারব্ধে ন বিরুদ্ধ্যেতে (প্রতিজ্ঞা); ভিন্নবিষয়ত্বতঃ (হেতু); জানদ্ভিঃ অপি ঐন্দ্রজালবিনোদঃ খলু দৃশ্যতে (দৃষ্টান্ত)।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ পরস্পর বিরোধী নহে, যেহেতু তাহাদের বিষয় পরস্পর ভিন্ন। দেখ, যিনি কোনও অদ্ভুত দৃশ্যকে ইন্দ্রজালরচিত বলিয়া জানেন, তিনিও ইন্দ্রজালরচিত অলৌকিক বিষয় দর্শন করেন অর্থাৎ দর্শন করিয়া প্রমোদ অনুভব করেন, সেইরূপ।

টীকা—"বিদ্যারব্ধে ন বিরুদ্ধ্যেতে" তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধকর্ম্ম পরস্পর বিরোধী নহে, "ভিন্নবিষয়ত্বতঃ"—যেহেতু তদুভয় পরস্পর ভিন্নবিষয়ক; অনুভূত রূপজ্ঞান ও রসজ্ঞানের ন্যায় অর্থাৎ শর্করার শুভ্ররূপ ও মধুর রস এই দুইটির জ্ঞান ভিন্নবস্তুবিষয়ক বলিয়া পরস্পর বিরোধী নহে; সেইরূপ মিথ্যাত্বের অবিস্মরণপ্রদ জগন্মিথ্যাত্বজ্ঞান এবং সুখদুঃখপ্রদ প্রারব্ধকর্ম্ম, ভিন্নবিষয়ক বলিয়া পরস্পর অবিরোধী; কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মজন্য জ্ঞান এবং দেহাদিস্থিতির হেতু সকামকর্ম্মরূপ প্রারব্ধ, এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর আনুকূল্যই আছে। প্রারব্ধ-পিতার যেন দুই পুত্র সকামকর্ম্মরূপ প্রবল প্রারব্ধ এবং নিষ্কামকর্ম্মরূপ দুর্ব্বল প্রারব্ধ। নিষ্কাম কর্ম্মরূপ প্রারব্ধের আবার জ্ঞানরূপ পুত্র। সকামকর্ম্ম দেহাদির স্থিতি নির্ব্বাহ করিয়া নিষ্কামকর্ম্মের জ্ঞানরূপ পুত্রের উৎপত্তিবৃদ্ধির আনুকূল্য করে, এইহেতু জ্ঞানের পিতৃব্যস্থানীয়; এবং সেই জ্ঞান আবার নিজের উৎপত্তির অনুকূল, দেহাদির পটুতাসিদ্ধির হেতু সকামকর্ম্মরূপ পিতৃব্যের নিষ্কামভাবে, কর্ম্মশ্রমাবসান করিয়া তাহার আনুকূল্য করে।

ভোগ্যবস্তুর মিথ্যাত্বের জ্ঞান, ভোগের অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল-বিষয়জনিত সুখদুঃখানুভবের বাধক হয় না, ইহা কোথায় দেখা যায়? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"দেখ যিনি কোনও অদ্ভুত দৃশ্যকে" ইত্যাদি। "ঐন্দ্রজালবিনোদঃ"—ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় চমৎকার-বিশেষ; "জানদ্ভিঃ অপি"—সেই চমৎকারবিশেষকে ইন্দ্রজালরূপ বলিয়া জানে এইরূপ লোকেও, দেখিয়া থাকে; ইহা সকলেই জানে। ১৭৬

আবার যে-বাদী বলে বিদ্যা ও প্রারব্ধকর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—আচ্ছা, আগে বল প্রারব্ধকর্ম্ম কি বিদ্যার বিরোধী? অথবা বিদ্যা

প্রারব্ধকর্ম্মের বিরোধী? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্ম বিদ্যার বিরোধী, এইরূপ বলা চলে না। ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন :—

(ঘ) বিদ্যার সহিত প্রারব্ধের অবিরোধ।

জগৎসত্যত্বমাপাদ্য প্রারব্ধং ভোজয়েদ্যদি।
তদা বিরোধি বিদ্যায়া ভোগমাত্রান্ন সত্যতা ॥ ১৭৭

অন্বয়—প্রারব্ধম্ জগৎসত্যত্বম্ আপাদ্য যদি ভোজয়েৎ, তদা বিদ্যায়াঃ বিরোধি স্যাৎ, ভোগমাত্রাৎ সত্যতা ন।

অনুবাদ—প্রারব্ধকর্ম্ম যদি এই (নশ্বর) জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ জন্মাইয়া, (পরে) ভোগ সম্পাদন করে, তাহা হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম বিদ্যার বা তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী হয়। ভোগ নিষ্পাদিত হইলেই যে ভোগের বিষয় সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইবে, এরূপ হইতে পারে না।

টীকা—"প্রারব্ধম্ জগৎসত্যত্বম্ আপাদ্য"—প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ্যসমষ্টিরূপ জগতের ত্রিকালে অবাধিতরূপতারূপ সত্যতা সিদ্ধ করিয়া, 'যদি ভোজয়েৎ"—যদি জীবকে সুখদুঃখ ভোগ করাইত, "তদা বিদ্যায়াঃ বিরোধি স্যাৎ"—তাহা হইলে বিদ্যার বিষয় যে মিথ্যাত্বপ্রতিপাদন, তাহার নিবারণ করিয়া বিদ্যার বিরোধী হইত। প্রারব্ধ ত' সেরূপ করে না, তাহা কেবল ভোগই প্রদান করিয়া থাকে। এইহেতু প্রারব্ধকর্ম্ম বিদ্যার বিরোধী হইতে পারে না ; ইহাই তাৎপর্য্য। যদি বল, ভোগ যখন সিদ্ধ (অবিসম্বাদিত), তখন সেই ভোগের বলেই ভোগের সত্যতা সিদ্ধ হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"ভোগ নিষ্পাদিত হইলেই" ইত্যাদি। যদি এইরূপ অনুমান প্রয়োগ কর—বিবাদের বিষয় যে ভোগ্যসমষ্টিরূপ জগৎ, তাহা সত্য (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা ভোগ্য (হেতু),—তবে বলি, এইরূপ অনুমানে দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। সেইহেতু এই অনুমান অসিদ্ধ : ইহাই অভিপ্রায়। ১৭৭

(শঙ্কা) ভাল, মিথ্যাপদার্থদ্বারা ভোগ সিদ্ধ হয়, এ বিষয়েও কোন দৃষ্টান্ত নাই। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

অনূনো জায়তে ভোগঃ কল্পিতৈঃ স্বপ্নবস্তুভিঃ।
জাগ্রদ্বস্তুভিরপ্যেবমসত্যৈর্ভোগ ইষ্যতাম্ ॥ ১৭৮

অন্বয়—কল্পিতৈঃ স্বপ্নবস্তুভিঃ অনূনঃ ভোগঃ জায়তে ; এবম্ অসত্যৈঃ জাগ্রদ্বস্তুভিঃ অপি ভোগঃ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন স্বপ্নাবস্থায় কল্পিত বস্তুদ্বারা সম্পূর্ণ ভোগ সম্পাদিত হয়, সেইরূপ জাগ্রৎকালীন অসত্যবস্তুর দ্বারাও ভোগ সিদ্ধ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত কর। ১৭৮

আর ১৭৭ শ্লোকের পূর্ব্বাভাসে যে দ্বিতীয় পক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিদ্যা

প্রারব্ধকর্ম্মের বিরোধী তাহাও অসিদ্ধ। এই কথাই ১৭৯ শ্লোক হইতে ১৮৪ পর্য্যন্ত শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে—

১৬ বিদ্যার প্রারব্ধের সহিত অবিরোধ।

যদি বিদ্যাপহ্নুবীত জগৎ প্রারব্ধঘাতিনী।
তদা স্যান্ন তু মায়াত্ববোধেন তদপহ্নবঃ॥ ১৭৯

অন্বয়—বিদ্যা যদি জগৎ অপহ্নুবীত তদা প্রারব্ধঘাতিনী স্যাৎ। মায়াত্ববোধেন তু তদপহ্নবঃ ন।

অনুবাদ ও টীকা—বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান যদি জগতের অর্থাৎ ভোগজাতের তিরোভাব ঘটাইতে পারিত, তবে তাহাকে প্রারব্ধের বিনাশিকা বলিয়া মানা যাইতে পারিত। (বস্তুতঃ বিদ্যা তাহা করে না), বিদ্যা ভোগ্যবস্তুর মায়িকত্ব মাত্র বুঝায়, জগতের তিরোভাব ঘটায় না। ১৭৯

এই কথাই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

অনপহ্নুত্য লোকাস্তদিন্দ্রজালমিদং ত্বিতি।
জানন্ত্যেবানপহ্নুত্য ভোগং মায়াত্বধীস্তথা॥ ১৮০

অন্বয় লোকাঃ তৎ অনপহ্নুত্য "ইদম্ তু ইন্দ্রজালম্" ইতি জানন্তি এব। তথা ভোগম্ অনপহ্নুত্য মায়াত্বধীঃ।

অনুবাদ—যেমন সেই ইন্দ্রজালের তিরোভাব না ঘটাইয়া, লোকের "ইহা ইন্দ্রজালমাত্র" এইরূপ জ্ঞান সম্ভব হয়, সেই প্রকার জাগতিক ভোগ্যবস্তুর বিনাশ না করিয়া তাহাদের মায়িকত্বও অবগত হওয়া সম্ভব হয়।

টীকা—"লোকাঃ তৎ (ইন্দ্রজালম্) অনপহ্নুত্য"—সকল লোকে সেই ইন্দ্রজালের স্বরূপের অপহ্নব বা দূরীকরণ (তিরোভাব) না করিয়া, "ইদম্ তু ইন্দ্রজালম্ ইতি জানন্তি এব"—ইহা ইন্দ্রজালই এইরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হয়, "তথা ভোগম্ অনপহ্নুত্য"—সেইরূপ ভোগ্যপদার্থসমূহের বিনাশ না করিয়া লোকের "মিথ্যাত্বধীঃ" জগতের মিথ্যাত্বজ্ঞান হইতে পারে। ১৮০

(শঙ্কা) ভাল, [যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ, তৎ কেন কম্ পশ্যেৎ, কেন কম্ জিঘ্রেৎ, কেন কম্ অভিবদেৎ—বৃহদা উ, ৪।৫।১৫]—যে অবস্থায় এই তত্ত্বজ্ঞের সমস্ত জগৎ আত্মাই হইয়া যায়, তখন কোন্ করণদ্বারা কোন্ বিষয় দেখিবে? কোন্ করণদ্বারা কি আঘ্রাণ করিবে কোন্ করণদ্বারা কাহাকে বলিবে?—ইত্যাদি শ্রুতি, তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় দ্রষ্টা দর্শন ও দৃশ্যরূপ ত্রিপুটীর অভাব বুঝাইতেছে। এইহেতু বিদ্যা উৎপন্ন হইলে জগতের বিলয় করিবেই। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞের প্রারব্ধভোগ কি প্রকারে ঘটিতে পারে? এই প্রকারে শ্রুতিবচন আশ্রয় করিয়া বাদী দুই শ্লোকে, সিদ্ধান্ত লইয়া আশঙ্কা উঠাইতেছেন :—

যত্র ত্বস্য জগৎ স্বাত্মা পশ্যেৎ কস্তত্র কেন কম্?
কিং জিঘ্রেৎ কিং বদেদ্বেতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্॥১৮১

অন্বয়—যত্র তু জগৎ অস্য স্বাত্মা, তত্র কঃ কেন কম্ পশ্যেৎ, কিম্ জিঘ্রেৎ কিম্ বা বদেৎ ইতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্।

অনুবাদ—যে অবস্থায় এই জ্ঞানীর জগৎ আপন আত্মাই হইয়া যায়—সকল বস্তুর স্বীয় আত্মার সহিত অবিশেষ জ্ঞান হয়, তখন কে আর কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? কে আর কিসের আঘ্রাণ লইবে? কে আর কাহাকে কি বলিবে? (সে অবস্থায় দ্বৈতবিনাশব্যতিরেকে আত্মবিদ্যার উদয় হওয়া সম্ভব নহে)। এই কথা শ্রুতিতে বহুবার ঘোষিত হইয়াছে। (যথা বৃহদা উ, ২।৪।১৪, ঈশাবাস্য উ, ৭ ইত্যাদি।)

টীকা—"যত্র তু জগৎ"—যে বিদ্যাবস্থায় সম্পূর্ণ জগৎ, "অস্য স্বাত্মা" (এব অভূৎ)—এই জ্ঞানীর নিজ আত্মাই অর্থাৎ আত্মা হইতে নির্ব্বিশেষ হইয়া যায়, [ইদম্ সর্ব্বম্ যৎ অয়ম আত্মা—বৃহদা উ, ২।৪।৬, ৪।৫।৭]—এই যে, সকল বস্তু, এই সকলই সেই আত্মা, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা স্বরূপই হইয়া যায়, "তত্র"—সেই অবস্থায়, "কঃ কেন কম্ পশ্যেৎ"—কোন্ দ্রষ্টা কোন্ চক্ষুরূপ সাধনদ্বারা কোন্ দৃশ্য বা রূপসমূহ দেখিবে? "কিম্ জিঘ্রেৎ"—এইরূপ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপ সাধনদ্বারা কি (পুষ্পাদি) শুঁকিবে? "কিম্ বদেৎ"—কোন্ বাগিন্দ্রিয়দ্বারা কোন্ বাক্য বলিবে? এই প্রকার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের অভাব সূচনা করিবার জন্য, মূলশ্লোকে 'বা' শব্দের প্রয়োগ; "ইতি শ্রুতৌ বহু ঘোষিতম্"—এই প্রকারে শ্রুতি তত্ত্বজিজ্ঞাসাবস্থায় অনেকবার জগতের বিলয়ের কথা বলিয়াছেন। ১৮১

(সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন) তাহাতে হইল কি? অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত ত্রিপুটীর অভাবের উল্লেখদ্বারা কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তেন দ্বৈতমপহ্নুত্য বিদ্যোদেতি ন চান্যথা।
তথা চ বিদুষো ভোগঃ কথং স্যাদিতি চেচ্ছৃণু॥১৮২

অন্বয়—তেন দ্বৈতম্ অপহ্নুত্য বিদ্যা উদেতি, চ অন্যথা ন; তথা চ বিদুষঃ ভোগঃ কথম্ স্যাৎ ইতি চেৎ, শৃণু।

অনুবাদ—সেইহেতু দ্বৈতের বিলোপসাধন করিয়াই বিদ্যার উদয় হয়; দ্বৈতবিনাশব্যতিরেকে বিদ্যার উদয় কখনই সম্ভব নহে। তাহা হইলে (অদ্বৈত-) তত্ত্বজ্ঞানীর বিষয়ভোগ কি প্রকারে সম্ভব হয়? যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে শ্রবণ কর।

টীকা—"স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ অন্যতরাপেক্ষম্, আবিষ্কৃতম্ হি"—(ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।১৬)—'স্বাপ্যয়' শব্দের অর্থ সুষুপ্তি,—(ছান্দোগ্য, উ, ৬।৮।১ দ্রষ্টব্য), 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ 'কৈবল্য' (বৃহদা উ, ৪।৪।৬ দ্রষ্টব্য)—বাদীর উল্লিখিত উক্ত শ্রুতিবচনসমূহ যে 'বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না' বলিয়াছেন, তাহা ঐ দুই অবস্থার এক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—কখন সুষুপ্ত্যবস্থাকে

লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে বিশেষবিজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান থাকে না ; কখন বা কৈবল্যাবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন 'তখন আর কে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে ?' ইত্যাদি। যদি বল এইরূপ অভিপ্রায় কি প্রকারে জানিলেন ? বলিতেছি। সেই সেই স্থলের সেই সেই অধিকারবলে অর্থাৎ সেই সেই প্রকরণের সামর্থ্যে সেই সেই বাক্যের অন্যতরাপেক্ষতা, "আবিষ্কৃতম্"—জানা গিয়াছে ; (১) [এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি—বৃহদা উ, ৪।৫।১৩]—এই প্রজ্ঞানঘন আত্মা সেই সকল (তত্র পূর্ব্বকথিত) ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়—জীবভাবে আবির্ভূত হয়, তাহার পর সেই ভূতবর্গের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হয় ; মৃত্যুর পর আর তাহার কোন সংজ্ঞা বা বিশেষবোধ থাকে না। (২) [যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ—বৃহদা উ, ৪।৫।১৫]—কিন্তু যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায় (তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে আঘ্রাণ করিবে ?) ; (৩) [যত্র সুপ্তো ন কঞ্চ ন কামম কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নম্ পশ্যতি—মাণ্ডুক্য উ, ৫]—যাহাতে—'যে কালে বা স্থানে' কোনও অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করে না, কোনও স্বপ্ন—জাগরিতবাসনাজন্য শুভাশুভ পদার্থ—দর্শন করে না, ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি হইতেই জানা গিয়াছে যে বিশেষজ্ঞান না থাকার কথা সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই দুই অবস্থার অন্যতর অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। [যেমন (১)-বাক্যে মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এবং (৩)-বাক্য সুষুপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া]। অতএব বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রে যে প্রাপ্তৈশ্বর্য্য মুক্তপুরুষের বহুশরীরপ্রবেশাদিরূপ ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা "কেন কম্ পশ্যেৎ" ইত্যাদি বচনের বিরোধী নহে। বর্ণিতপ্রকারের ঐশ্বর্য্যই সগুণব্রহ্মবিদ্যার বিপাকস্থান অর্থাৎ ফলীভূত কার্য্য এবং তাহা স্বর্গাদি অবস্থার ন্যায় অবস্থাবিশেষ। সুতরাং ঐ উক্তি নির্দ্দোষ। এই ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে উদাহৃত (বৃহদা উ, ৪।৫।১৫) শ্রুতিবচন—'কিন্তু যখন সমস্ত ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়' ইত্যাদি, সুষুপ্তি ও মোক্ষ এই দুইটির মধ্যে একবিষয়ক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; সেইহেতু বিদ্যাদ্বারা জগতের (ভোগ্যজাতের) বিলয় হয় না ; এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে শ্রবণ কর।" ১৮২

সুষুপ্তিবিষয়া মুক্তিবিষয়া বা শ্রুতিস্ত্বিতি।
উক্তং স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরিতি সূত্রে হ্যতিস্ফুটম্ ॥১৮৩

অন্বয়—শ্রুতিঃ তু সুষুপ্তিবিষয়া বা মুক্তিবিষয়া ইতি "স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ" ইতি সূত্রে অতিস্ফুটম্ হি উক্তম্।

অনুবাদ—এই যে ১৮১ শ্লোকোক্ত শ্রুতি, ইহা সুষুপ্তিবিষয়ক কিম্বা মুক্তিবিষয়ক, ইহা উক্ত "স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ" ('সুষুপ্তি' কিম্বা 'সম্পত্তি'—এই দুইটির মধ্যে একটির সম্বন্ধে ইত্যাদি মর্ম্মের) ব্রহ্মসূত্রে (৪।৪।১৬)—অতি স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে 'স্বাপ্যয়'শব্দের অর্থ সুষুপ্তি এবং 'সম্পত্তি' শব্দের অর্থ মুক্তি। ১৮৩

এই ১৮১ শ্লোকোক্ত শ্রুতি সুষুপ্তিবিষয়ক কিম্বা মুক্তিবিষয়ক, ইহা অঙ্গীকার না করিলে বাধক (অনিষ্টসম্পাদক তর্ক) এই :—

অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেরাচার্য্যত্বং ন সম্ভবেৎ।
দ্বৈতদৃষ্টাববিদ্বত্তা দ্বৈতাদৃষ্টৌ ন বাগ্ বদেৎ॥ ১৮৪

অন্বয়—অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেঃ আচার্য্যত্বম্ ন সম্ভবেৎ, দ্বৈতদৃষ্টৌ অবিদ্বত্তা, দ্বৈতাদৃষ্টৌ বাক্ ন বদেৎ।

অনুবাদ—যদি তাহা অস্বীকার কর, তাহা হইলে প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির আচার্য্যত্ব অসম্ভব হয়, কেননা, তোমার (অর্থাৎ বাদীর) মতে দ্বৈত-দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞানী হয় না, আর দ্বৈতদৃষ্টি না থাকিলে বাক্যপ্রয়োগ সম্ভব হয় না।

টীকা—যাজ্ঞবল্ক্যাদির আচার্য্যত্ব কেন অসম্ভব হয়, তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন—"কেননা, তোমার মতে" ইত্যাদি। যাজ্ঞবল্ক্যাদি যদি দ্বৈত দেখিতেন, তাহা হইলে অদ্বৈতজ্ঞানের অভাবে আচার্য্য হন নাই; আর দ্বৈত যদি না দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝাইবার যোগ্য শিষ্যাদি দেখিতে না পাওয়ায় 'আচার্য্যবান্' শিষ্যের প্রতি বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্তি হইত না। তাহা হইলে বিদ্যাসম্প্রদায়ের নাশের সম্ভাবনা হইত, ইহাই অভিপ্রায়। ১৮৪

৬। অপরোক্ষ বিদ্যার স্বরূপনিরূপণ।

(শঙ্কা) ভাল, যাজ্ঞবল্ক্যাদির আচার্য্যাবস্থায় বিদ্যমান যে জ্ঞান, তাহাকে বিদ্যা বা জ্ঞান বলিয়া মানা গেল, তথাপি সেই জ্ঞানকে অপরোক্ষবিদ্যা বলা যায় না, কেননা, সেই অবস্থায় দ্বৈতের প্রতীতি বিদ্যমান; আর নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে দ্বৈতের দর্শন হয় না বলিয়া সেই নির্ব্বিকল্প-সমাধিই অপরোক্ষবিদ্যা—বাদী এইরূপে শঙ্কা উঠাইতেছেন:—

(ক) নির্ব্বিকল্পসমাধি দ্বৈতাদর্শনহেতু অপরোক্ষ বিদ্যা হইলে সুষুপ্তিও অপরোক্ষ বিদ্যা অতিপ্রসক্তি।

নির্ব্বিকল্পসমাধৌ তু দ্বৈতাদর্শনহেতুতঃ।
সৈবাপরোক্ষবিদ্যেতি চেৎ সুষুপ্তিস্তথা ন কিম্?॥১৮৫

অন্বয়—নির্ব্বিকল্পসমাধৌ তু দ্বৈতাদর্শনহেতুতঃ সা এব অপরোক্ষবিদ্যা ইতি চেৎ, তথা সুষুপ্তিঃ কিম্ ন?

অনুবাদ—নির্ব্বিকল্পসমাধিতে দ্বৈতের অপ্রতীতিবশতঃ, তাহাই অপরোক্ষ-বিদ্যা যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে সেইরূপ দ্বৈতের অপ্রতীতিবশতঃ সুষুপ্তি কেন অপরোক্ষবিদ্যা হইবে না?

টীকা—দ্বৈতের অপ্রতীতিকেও সেই অপরোক্ষবিদ্যা বলা যাইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ (অতিব্যাপ্তিদোষ) আসিয়া পড়ে। এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে" ইত্যাদি। 'সুষুপ্তি কেন অপরোক্ষবিদ্যা হইবে না?' (উত্তর)—হইবেই। তাহা হইলে সেই স্থলে বিদ্যালক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ হইবে। ১৮৫

বাদী সুষুপ্তিতে উক্ত অতিব্যাপ্তির পরিহারের সূচনা করিতেছেন:—

(ঘ) উক্ত অতিব্যাপ্তির পরিহারের উপায়সূচন বৃথা।

আত্মতত্ত্বং ন জানাতি সুপ্তৌ যদি তদা ত্বয়া।
আত্মধীরেব বিদ্যেতি বাচ্যং ন দ্বৈতবিস্মৃতিঃ॥ ১৮৬

অন্বয়—যদি সুপ্তৌ আত্মতত্ত্বম্ ন জানাতি, তদা 'আত্মধীঃ এব বিদ্যা, দ্বৈতবিস্মৃতিঃ ন' ইতি ত্বয়া বাচ্যম্।

অনুবাদ—যদি বল, 'সুষুপ্তিতে লোকের আত্মজ্ঞান থাকে না, এইহেতু সুষুপ্তিকে (অপরোক্ষাত্মতত্ত্ব-) বিদ্যা বলিয়া মানা যাইবে না', তাহা হইলে তোমার বলা উচিত 'আত্মজ্ঞানই অপরোক্ষাত্মতত্ত্ববিদ্যা, দ্বৈতবিস্মৃতি নহে'।

টীকা—সুষুপ্তিতে দ্বৈতদর্শনের অভাব হইলেও, আত্মবিষয়ক জ্ঞানের অভাবহেতু, সুষুপ্তি (অপরোক্ষাত্মতত্ত্ব-) বিদ্যা নহে—ইহাই পরিহারোপায়সূচনার তাৎপর্য। তাহা হইলে বিবেক-জ্ঞানই সেই বিদ্যা, দ্বৈতদর্শনাভাব নহে, এইরূপই দাঁড়াইল। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"তাহা হইলে তোমার" ইত্যাদি। ১৮৬

(শঙ্কা) ভাল, দ্বৈতের অদর্শন ও আত্মজ্ঞান সম্মিলিত হইলে উভয়েরই অপরোক্ষাত্ম-বিদ্যারূপতা হয়, এক একটির পৃথগ্‌ভাবে নহে—বাদী এইরূপে শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ঙ) দ্বৈতের অদর্শন ও আত্মজ্ঞান, দুইটির মিলনে অপরোক্ষাত্মবিদ্যা, এইরূপ মানিলে পড়ে অতিব্যাপ্তি-প্রসঙ্গ।

উভয়ং মিলিতং বিদ্যা যদি তর্হি ঘটাদয়ঃ।
অর্দ্ধবিদ্যাভাজিনঃ স্যুঃ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ॥ ১৮৭

অন্বয়—যদি উভয়ম্ মিলিতম্ বিদ্যা (স্যাৎ) তর্হি ঘটাদয়ঃ অর্দ্ধবিদ্যাভাজিনঃ স্যুঃ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ।

অনুবাদ—যদি অদ্বৈতজ্ঞান ও দ্বৈতবিস্মরণ, মিলিত এই উভয়কে অপরোক্ষাত্ম-বিদ্যা বলিয়া মান, তবে ঘটাদি জড়পদার্থ সকলকে সেই বিদ্যার অর্দ্ধভাগী বলিতে হয়, যেহেতু তাহাদের অদ্বৈতজ্ঞান না থাকিলেও সকল দ্বৈতের বিস্মৃতি বিদ্যমান।

টীকা—দ্বৈতের বিস্মৃতিকে যদি বিদ্যার অংশ বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে জড়কেও অর্দ্ধ অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞ বলিতে হয়—সিদ্ধান্তী এইরূপে অতিব্যাপ্তি দেখাইয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। এবিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন—"যেহেতু তাহাদের (ঘটাদিজড়ের) অদ্বৈত-জ্ঞান" ইত্যাদি। ১৮৭

উক্ত শ্লোকে বর্ণিত পক্ষে সমাধিমান পুরুষদিগকে অর্দ্ধতত্ত্বজ্ঞানী বলিয়াও মানা চলিবে না—এই বলিয়া উপহাস করিতেছেন :—

(চ) সমাধিমান পুরুষের অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষা ঘটাদির তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়তর বলিয়া উপহাস।

মশকধ্বনিমুখ্যানাং বিক্ষেপাণাং বহুত্বতঃ।
তব বিদ্যা তথা ন স্যাদ্ ঘটাদীনাং যথা দৃঢ়া॥ ১৮৮

অন্বয়—মশকধ্বনিমুখ্যানাম্ বিক্ষেপাণাম্ বহুত্বতঃ ঘটাদীনাম্ যথা বিদ্যা দৃঢ়া, তথা তব ন স্যাৎ।

অনুবাদ—তাহা হইলে ঘটাদির অপরোক্ষাত্মবিদ্যা যেমন দৃঢ় হইবে, তোমার সেই বিদ্যা সেইরূপ দৃঢ় হইবে না, কেননা, তোমার সমাধির অভ্যাসকালে মশকধ্বনি প্রভৃতি বহু বিঘ্নের সম্ভাবনা ; তাহাদের সেইরূপ বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই।

টীকা—ঘটাদির দ্বৈতবিস্মরণ যেমন দৃঢ়, তোমার সমাধিতে দ্বৈতবিস্মরণের সেইরূপ দৃঢ়তার সম্ভাবনা নাই ; কেননা, তোমার সমাধিকালে মশকধ্বনি প্রভৃতি অনেক বিক্ষেপ বিদ্যমান—ইহাই তাৎপর্য্য। ১৮৮

(শঙ্কা) ভাল, 'আত্মজ্ঞানেরই সেই বিদ্যারূপতা, দ্বৈতবিস্মৃতির নহে'—বাদী এইরূপে নিজ নির্ব্বন্ধ ছাড়িয়া সিদ্ধান্তীর অনুকূলে বলিতেছেন :—

(ঙ) কেবল আত্মজ্ঞানকে বিদ্যা বলিয়া মানিলে, বাদী সিদ্ধান্তে প্রবেশহেতু, আশীর্ব্বাদাত। দোষযুক্ত চিত্তেরই নিরোধ আবশ্যক।

আত্মধীরেব বিদ্যেতি যদি তর্হি সুখী ভব।
দুষ্টচিত্তং নিরুন্ধ্যাচ্চেন্নিরুন্ধি ত্বং যথাসুখম্॥ ১৮৯

অন্বয়—আত্মধীঃ এব বিদ্যা ইতি যদি (ত্বয়া উচ্যেত) তর্হি সুখী ভব। 'দুষ্টচিত্তম নিরুন্ধ্যাৎ' চেৎ ত্বম্ যথাসুখম্ নিরুন্ধি, (তৎ ইষ্টম্)।

অনুবাদ ও টীকা—'আত্মজ্ঞানকেই আমি তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া মানি বটে, কিন্তু তাহা বিক্ষেপাদিদুষ্টমনে অসম্ভব বলিয়া চিত্তবৃত্তিনিরোধের আবশ্যকতা আছে'—বাদীর এই অঙ্গীকার শুনিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তবে সুখী হও। (তুমি আমারই সিদ্ধান্তে প্রবিষ্ট হইলে।) আর তোমার 'দুষ্টচিত্তকে নিরোধ করা আবশ্যক' এই কথার উত্তরে বলি তুমি যথাসুখে চিত্ত নিরোধ কর, (তাহা আমাদেরও ইষ্ট)। ১৮৯

(চ) দুষ্টচিত্তের নিরোধ ইষ্টাপত্তি ; "কিমিচ্ছন্" শ্রুতির অভিপ্রেতার্থ।

তদিষ্টমেষ্টব্যমায়ামযত্বস্য সমীক্ষণাৎ।
ইচ্ছন্নপ্যজ্ঞবন্নেচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্নিতি হি শ্রুতম্॥ ১৯০

অন্বয়—তৎ ইষ্টম্ (অস্মাকম্ অপি) এষ্টব্যমায়ামযত্বস্য সমীক্ষণাৎ। ইচ্ছন্ অপি (অয়ম্) অজ্ঞবৎ ন ইচ্ছেৎ হি—(অতঃ) কিম্ ইচ্ছন্ ইতি শ্রুতম্।

অনুবাদ—তাহা আমাদেরও ইষ্ট, যেহেতু চিত্তনিরোধে, ইচ্ছাযোগ্য জগতের ভোগ্য-প্রপঞ্চের মায়াময়ত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়। অতএব "কিমিচ্ছন্" শ্রুতির তাৎপর্য্য—ইচ্ছা হইলেও জ্ঞানী, অজ্ঞানীর ন্যায় ইচ্ছা করেন না।

টীকা—"তৎ ইষ্টম্"—তাহা বাঞ্ছিত—'আমাদিগেরও', এইরূপে শব্দদ্বয় যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। চিত্তের নিরোধ কেন আপনা ইষ্ট? এইরূপ-প্রশ্নের উত্তরে

বলিতেছেন—কেননা, তাহা করিতে পারিলে ইচ্ছাযোগ্য ভোগ্যজগতের মায়াময়ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ চিত্তনিরোধদ্বারা চিত্তদোষের নিবৃত্তি হইলে যেহেতু অদ্বিতীয়াত্মজ্ঞানের জন্য বাঞ্ছিত যে জগতের মিথ্যাত্ব, তাহা সম্যক্ অনুভব করা যায়, সেইহেতু সেই চিত্ত-নিরোধ আমাদেরও বাঞ্ছিত। এই প্রকারে ১০৬ হইতে ১৯০ পর্যন্ত শ্লোকে "কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া" এই শ্রুতিবচনাংশের দ্বারা অভিপ্রেতার্থোপপাদনের উপসংহার করিতেছেন—"ইচ্ছা হইলেও" ইত্যাদি। "ইচ্ছন্ অপি" চিত্রদীপের (ষষ্ঠাধ্যায়ের) ২৬২ শ্লোকে যে বাধিত ইচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে সেই বাধিতেচ্ছান্বিত হইয়া, "অজ্ঞবং ন ইচ্ছেৎ"—অজ্ঞানীর ন্যায় ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ ২৬১ শ্লোকে বর্ণিতরূপে অবিবেকবশতঃ অহঙ্কার ও চিদাত্মাকে এক করিয়া ইচ্ছা করেন না। "অতঃ"—এইহেতু অর্থাৎ এই অর্থের নির্ণয় করিবার জন্য শ্রুতি কহিতেছেন—"কোন ভোগের ইচ্ছা করিয়া।" সুতরাং "অন্বয়ে" প্রদর্শিত প্রকারে তৃতীয়চতুর্থচরণের শব্দ যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ১৯০

এই শ্রুত্যংশের অভিপ্রায় এইরূপে বর্ণন করিবার কারণ বলিতেছেন :—

(৮ জ্ঞানীর অদৃঢ়াসক্তির অঙ্গীকাররূপ প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুত্যংশাভি-প্রায়বর্ণনের কারণ।

রাগো লিঙ্গমবোধস্য সন্তু রাগাদয়ো বুধে।
ইতি শাস্ত্রদ্বয়ং সার্থমেবং সত্যবিরোধতঃ ॥ ১৯১

অন্বয়—রাগঃ অবোধস্য লিঙ্গম; বুধে রাগাদয়ঃ সন্তু ইতি এবম সতি শাস্ত্রদ্বয়ম্ অবিরোধতঃ সার্থম।

অনুবাদ—"দৃঢ় আসক্তি-দ্বেষ অজ্ঞানেরই চিহ্ন"; এবং "জ্ঞানীতে রাগদ্বেষ থাকুক না কেন"—ইত্যাদি অর্থের শাস্ত্রবচনদ্বয়, এইরূপ হইলে পরস্পর অবিরুদ্ধ হইয়া সার্থক হয়।

টীকা—"রাগো লিঙ্গমবোধস্য চিত্তব্যায়ামভূমিষু। কুতঃ শাদ্বলতা তস্য যস্যাগ্নিঃ কোটরে তরোঃ ॥" (সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ"—৪।৬৭)। ইহার জ্ঞানোত্তম-বিরচিত চন্দ্রিকানাম্নী টীকার অনুবাদ—যেহেতু সিদ্ধের ও সাধকের রাগদ্বেষনিবন্ধন প্রবৃত্তিনিবৃত্তি হয় না, সেই হেতু প্রবৃত্তি প্রভৃতি দেখিয়া তদ্দ্বারা অনুমিত রাগ বা আসক্তি অবশ্য অজ্ঞানেরই চিহ্ন—ইত্যাদি বলিয়া এই শ্লোকের উপসংহার করিতেছেন—"চিত্তব্যায়ামভূমিষু"—চিত্তের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আলম্বনরূপ শব্দাদিবিষয়সমূহে, "রাগঃ অবোধস্য লিঙ্গম্"—যে আসক্তি, তাহা অজ্ঞানেরই চিহ্ন; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"যস্য তরোঃ কোটরে অগ্নিঃ স্যাৎ"—যে বৃক্ষের দেহস্থিত কোটরে (কুক্ষিতে) অগ্নি, "তস্য শাদ্বলতা কুতঃ"—তাহার হরিদ্বর্ণের ভাব কি প্রকারে থাকিবে? অর্থাৎ যেমন যেস্থলে অগ্নি, সেস্থলে শাদ্বলতা (হরিদ্বর্ণভাব) থাকে না, সেইরূপ যেস্থলে আসক্তি, সেইস্থলে জ্ঞান নাই। (পীতাম্বরকৃত টিপ্পণী)—যেমন ধূম, অগ্নি আছে কিনা জানিবার লিঙ্গ (চিহ্ন), সেইরূপ শব্দাদিবিষয়সমূহে যে রাগ (আসক্তি) তাহাই অজ্ঞান বুঝিবার চিহ্ন—এস্থলে অনুমান এইরূপ—এই লোক অজ্ঞানী—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু সে আসক্তিমান্—(হেতু); অন্য অজ্ঞানীর ন্যায়—(উদাহরণ)। ইহা আসক্তির জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের জ্ঞানের সাধক

অনুমান। যেমন বৃক্ষ কোনও কারণবশতঃ উদরে অগ্নি ধারণ করিতে থাকিলে, আর্দ্ররূপে (বা হরিদ্রূপে) দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ অনুকূলতাবুদ্ধির সাধক (ভেদজ্ঞানদ্বারা উৎপন্ন) আসক্তিরূপ আভ্যন্তরাগ্নিবিশিষ্ট পুরুষ, প্রবৃত্তির আধিক্যবশতঃ শান্তি পায় না, কিন্তু বিক্ষেপ-রূপ স্ফুলিঙ্গসহ জ্বলিতেই থাকে। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানীতে রাগাভাবের প্রতিপাদক শাস্ত্রবচন। আর "শাস্ত্রার্থস্য সমাপ্তত্বান্মুক্তিঃ স্যাত্তাবতা মিতেঃ। রাগাদয়ঃ সন্তু কামং ন তদ্ভাবোঽপরাধ্যতি"—(সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত "বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক" ১।৪।১৫৩৯)। আনন্দগিরিকৃত টীকার অনুবাদ—"তত্ত্ব-মস্যা"দি বাক্য হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধি তাহাই মিতি শব্দের অর্থ। তাহা হইতেই মুক্তি হয়, কেননা, [ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক উ. ৩।২।৯]—যিনি ব্রহ্ম অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। এই শ্রুতিবচন হইতে বুঝা যায় যে ঐক্যজ্ঞানদ্বারাই মুক্তি হয়। "তাবতা"—তাহাতেই উপনিষৎফলের অবসান। এই শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় যে জ্ঞান হইতেই মুক্তি ইহাই অর্থ। জ্ঞানীরও আসক্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, সেইহেতু তাঁহার জ্ঞান হয় নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'জ্ঞানীতে আসক্তি দেখা গেলেও সেই আসক্তি জ্ঞানের বিরোধী নহে; তাহার বীজ জ্ঞানদ্বারা দগ্ধ হইয়া যাওয়ায় তাহা আভাসমাত্র। তাহা হইলে উক্ত বার্ত্তিকশ্লোকের অর্থ এই—ব্রহ্মাত্মৈক্য-, জ্ঞানদ্বারাই উপনিষৎফলের সমাপ্তি হওয়ায়, সেই তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজনিত ঐক্যজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানীতে আসক্তি-দ্বেষ ইত্যাদি যদি থাকে, থাকুক না কেন, তাহা থাকিলে অপরাধ হয় না। এই শাস্ত্রবচনই জ্ঞানীতে আসক্তি থাকিতে পারে, স্বীকার করিতেছে। তাহা হইলে জ্ঞানীর দৃঢ় আসক্তি থাকে না বলিয়া, "শাস্ত্রদ্বয়ম্ সার্থম্ ভবতি"—এই দুই শাস্ত্রবচনই সার্থক (ঠিক), কেননা, দুইএর মধ্যে বিরোধ নাই অর্থাৎ জ্ঞানীর রাগাভাব প্রতিপাদক শাস্ত্রের অর্থ দৃঢ়রাগাভাব প্রতিপাদন এবং 'জ্ঞানীতে আসক্তি থাকিতে পারে' এই তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অর্থ অদৃঢ় রাগের বা রাগাভাসের প্রতিপাদন। [সমাহিত জ্ঞানীর লক্ষণ—"বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—রাগাদি চিত্তবিকারের হেতু থাকিতেও, যাঁহাদের রাগাদিরূপ বিকার (আদৌ) হয় না, তাঁহারা জ্ঞানী।] 'অদৃঢ় রাগরূপ চিত্তবিকারের লক্ষণ এই যে, স্থূল অন্তঃকরণরূপ উপাদানের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে, অনুকূল পদার্থরূপ নিমিত্তের সহিত সম্বন্ধ হইলে, বিচ্ছেদবিহীন রাগের অভাবের নাম 'অদৃঢ় রাগ'। এই লক্ষণটি যে নির্দোষ তাহার পরীক্ষা এইরূপ—অন্তঃকরণের সম্বন্ধ অজ্ঞানীরও আছে, কিন্তু তাহাতে রাগের অভাব নাই। সুষুপ্তিতে সকলেরই রাগের অভাব, কিন্তু তখন (স্থূল) অন্তঃকরণ-সম্বন্ধ থাকে না। (সংস্কাররূপে) সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের সম্বন্ধ এবং রাগাভাব, সুষুপ্তিতেও থাকে, কিন্তু তখন স্থূলাবস্থাবিশিষ্ট অন্তঃকরণের সম্বন্ধ থাকে না। স্থূল অন্তঃকরণের সম্বন্ধ থাকিলেও অজ্ঞানীর কোনও সময়ে অর্থাৎ উদ্যোগকালে রাগাভাব হয়। কিন্তু সেস্থলে অনুকূল পদার্থের স্মৃতি বা সন্নিধি নাই। স্থূল অন্তঃকরণ ও অনুকূল বস্তুর সম্বন্ধ থাকিতেও কদাচিৎ অর্থাৎ অবিচারদশায় রাগ জ্ঞানীরও হইয়া থাকে কিন্তু তাহা বিচ্ছেদবিহীন নহে। স্থূলান্তঃকরণ এবং অনুকূল পদার্থের সম্বন্ধ থাকিলেও কোন কোন সময়ে উপাসকাদিবিশুদ্ধচিত্ত অজ্ঞানীতেও রাগের অভাব দেখা যায়,

কিন্তু সেই রাগের অভাব কেবল বাহ্যতঃ অর্থাৎ স্থূল রাগের মাত্র অভাব, আন্তর সূক্ষ্ম রাগের নহে। একথা গীতায় (২।৫৯) উক্ত হইয়াছে "রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে"—পুরুষের এই সূক্ষ্মরাগও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারদ্বারা নিবৃত্ত হয়। এইহেতু 'অদৃঢ় রাগ জ্ঞানীর লক্ষণ', এইরূপ যাহা কথিত হইয়াছে তাহা নির্দ্দোষ। এই প্রকারে অদৃঢ় দ্বেষাদিও বুঝিয়া লইতে হইবে। এস্থলে অদৃঢ় রাগাদি শব্দে 'দৃঢ়'রাগাদির অভাব বুঝিতে হইবে, কেননা, অদৃঢ় রাগ থাকুক অথবা রাগ আদৌ না-ই থাকুক, জ্ঞানী দৃঢ় রাগের অভাববিশিষ্ট। জ্ঞানীর এই লক্ষণ সকল ভূমিকার জ্ঞানীতেই প্রযোজ্য। ১৯১

"কস্য কামায়" (কোন্ ভোক্তার ভোগের জন্য) এই বাক্যাংশের অভিপ্রায়—ভোক্তার অভাবে ভোগেচ্ছাজনিত সন্তাপাভাব

১। ভোক্তার অভাব প্রতিপাদনপূর্ব্বক কূটস্থ আত্মার অসঙ্গতাপ্রতিপাদন।

প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের "কিমিচ্ছন্" এই অংশের অভিপ্রায় বর্ণন করিয়া এক্ষণে "কস্য কামায়" এই অংশের অভিপ্রায় বলিতেছেন ঃ—

(ক) আত্মার অসঙ্গতা-হেতু ভোক্তার অভাব-প্রতিপাদন।

জগন্মিথ্যাত্ববৎ স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ।
কস্য কামায়েতি বচো ভোক্ত্রভাববিবক্ষয়া ॥ ১৯২

অন্বয়—জগন্মিথ্যাত্ববৎ স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ ভোক্ত্রভাববিবক্ষয়া "কস্য কামায়" ইতি বচঃ।

অনুবাদ—জ্ঞানীর জগন্মিথ্যাত্বানুভবের দৃঢ়তার ন্যায় আত্মার অসঙ্গত্বানুভবও দৃঢ় হয়, দেখা যায় বলিয়া ভোক্তার অভাব (অর্থাৎ ভোক্তা নাই) বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রুতি উক্ত বাক্যে বলিয়াছেন—"কস্য কামায়"—কাহার ভোগের জন্য।

টীকা—যেমন জগতের মিথ্যাত্বের অনুভবদ্বারা বাস্তব ভোগ্যের অভাব বুঝাইবার জন্য—প্রথম শ্লোকে বলিলেন—"কিমিচ্ছন্"—(কিসের ইচ্ছা করিয়া), এইরূপ আত্মার অসঙ্গতার অনুভবদ্বারা বাস্তব ভোক্তার অভাব বুঝাইবার জন্য বলিলেন—"কস্য কামায়" (কাহার ভোগের জন্য)। ১৯২

ভাল, আত্মার ভোক্তৃত্ব থাকিলেই সেই ভোক্তৃত্বের নিষেধ হইতে পারে, ইহা মানিতে হইবে। কিন্তু আত্মা অসঙ্গ বলিয়া আত্মার সেই ভোক্তৃত্ব নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মায় আরোপিত ভোক্তৃত্ব নিজ নিজ অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া, 'আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই'—এরূপ বলা চলে না। এই অভিপ্রায়ে আত্মার লোকানুভবসিদ্ধ ভোক্তৃত্বের অনুবাদিকা (উল্লেখদ্বারা সমর্থনকারিণী—) শ্রুতির অর্থতঃ সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছেন ঃ—

(খ) আত্মার ভোক্তৃত্ব ভ্রান্তিসিদ্ধ, তৎপ্রতি-পাদিকা শ্রুতি।

পতিজায়াদিকং সর্ব্বং তত্তদ্ভোগায় নেচ্ছতি।
কিন্ত্বাত্মভোগার্থমিতি শ্রুতাবুদ্ঘোষিতং বহু ॥ ১৯৩

অন্বয় - পতিজায়াদিকম্ সর্ব্বম্ তত্তদ্ভোগায় ন ইচ্ছতি, কিন্তু আত্মভোগার্থম্ ইতি শ্রুতৌ বহু উদ্ঘোষিতম্ ।

অনুবাদ —পতিজায়াপ্রভৃতিকে কোন নর বা নারী, সেই পতিজায়াপ্রভৃতিরই ভোগের (সুখের) জন্য কামনা করে না, কিন্তু আপনারই ভোগের জন্য কামনা করিয়া থাকে। এই কথা শ্রুতি বিস্তর ঘোষণা করিয়াছেন।

টীকা—[ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনঃতু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি; ন বা অরে জায়ায়ৈ ইত্যাদি—বৃহদা উ, ২।৪।৫, ৪।৫।৬] যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—'অরে মৈত্রেয়ি, পতির প্রীতির (সুখের) জন্য পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না পরন্তু ভার্য্যার আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়; সেইরূপ পত্নীর প্রীতির (সুখের) জন্য পত্নী কখনই স্বামীর প্রিয় হয় না, পরন্তু স্বামীর আত্মপ্রীতির জন্যই পত্নী প্রিয় হয়—(এইরূপে ধন, ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, স্বর্গাদি, দেবগণ, প্রাণিগণ ও অন্য কাহাকে বা কিছু লইয়া, ঐরূপই উক্ত দুইস্থলে বর্ণিত হইয়াছে)—এই এই শ্রুতিবাক্যসমূহদ্বারা "পতিজায়াদিকম্"—পতি স্ত্রীপ্রভৃতি প্রপঞ্চ আত্মারই ভোগসাধন বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইহেতু আত্মার ভোক্তৃত্ব সম্ভব; ইহাই তাৎপর্য্য। ১৯৩

এইরূপে আত্মার ভোক্তৃত্ব প্রদর্শন করিয়া, সেই ভোক্তৃত্বের অপবাদ (নিষেধ) করিবার জন্য ভোক্তৃস্বরূপ লইয়া বিকল্প করিতেছেন :—

(গ) আত্মার ভোক্তৃত্বের অপবাদজন্য কূটস্থ বা চিদাভাস এইরূপ বিকল্পকরণ।

কিং কূটস্থশ্চিদাভাসোঽথবা কিং বোভয়াত্মকঃ।
ভোক্তা তত্র ন কূটস্থোঽসঙ্গত্বাদ্ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ ॥১৯৪

(ঘ) কূটস্থ ভোক্তা নন।

অন্বয়—কিম্ কূটস্থঃ, অথবা চিদাভাসঃ কিম বা উভয়াত্মকঃ ভোক্তা? তত্র কূটস্থঃ অসঙ্গত্বাৎ ভোক্তৃতাম্ ন ব্রজেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—কূটস্থচৈতন্যই কি ভোক্তা? অথবা আভাসচৈতন্য (চিদাভাস) ভোক্তা? অথবা উভয়ে মিলিয়া ভোক্তা? তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইবে যে, কূটস্থচৈতন্য ভোক্তা হইতে পারেন না, কেননা, তিনি অসঙ্গ। ১৯৪

ভাল, কূটস্থে অসঙ্গতা থাকুক ভোক্তৃতাও থাকুক; তাহাতে দোষ কি? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

সুখদুঃখাভিমানাখ্যো বিকারো ভোগ উচ্যতে।
কূটস্থশ্চ বিকারী চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্? ॥ ১৯৫

অন্বয়—সুখদুঃখাভিমানাখ্যঃ বিকারঃ ভোগঃ উচ্যতে। কূটস্থঃ চ বিকারী চ ইতি এতৎ কথম্ ন ব্যাহতম্?

অনুবাদ—সুখদুঃখের অভিমানরূপ যে বিকার, তাহার নাম ভোগ। যাহাকে

কূটস্থ বলা হইল তাহাকেই আবার বিকারী বলা হইলে, এইরূপ বচন কি ব্যাঘাত-দোষযুক্ত হয় না? অবশ্যই ব্যাঘাতদোষযুক্ত।

টীকা—'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী'—এইরূপ সুখ ও দুঃখের অভিমানরূপ বিকারের নাম ভোগ। তাহা অসঙ্গকূটস্থে সম্ভব নহে, কেননা, নির্ব্বিকাররূপতা ও বিকাররূপতা এই উভয়ের একই আধারে সমাবেশ হইতে পারে না। "নর্তে স্যাদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ। ধীবিক্রিয়া-সহস্রাণাং সাক্ষ্যতোঽহমবিক্রিয়ঃ" ॥ (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ ২।৭৭)—জ্ঞানোত্তমকৃত টীকার অনুবাদ—যে দুঃখী হয় সে কখনই সাক্ষী হইতে পারে না,—কেন পারে না? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, সুরেশ্বরাচার্য্য তাহার হেতু বলিতেছেন—"বিক্রিয়াম্ ঋতে ন দুঃখী স্যাৎ"—বিকার বিনা কেহ দুঃখী হইতে পারে না—অর্থাৎ দুঃখিত্ব যে বিকারবিশেষ ইহা সকলেই জানে। যে বিকারী, তাহাকে সাক্ষী বলিয়া সিদ্ধ করা যায় না—(দর্শনের বা অনুভবের পরক্ষণেই 'সেই দ্রষ্টা' বা অনুভবী রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়)। আত্মা সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী। সেইহেতু আত্মার সমস্ত পরিণাম নিরস্ত।—এই শাস্ত্রবচনদ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে অসঙ্গকূটস্থের সুখদুঃখের অভিমান-নামক বিকাররূপ ভোগ সম্ভবে না। 'এইহেতু' কেবল কূটস্থ ভোক্তা হইতে পারে না। ১৯৫

(শঙ্কা)—ভাল, বিকারী চিদাভাসেরই ভোক্তৃতা বলা হউক;—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঙ) চিদাভাসও ভোক্তা নহে।

বিকারিবুদ্ধ্যধীনত্বাদাভাসো বিকৃতাবপি।
নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা ন হি তিষ্ঠতি ॥ ১৯৬

অন্বয়—আভাসঃ বিকারিবুদ্ধ্যধীনত্বাৎ বিকৃতৌ অপি, নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা ন তিষ্ঠতি হি।

অনুবাদ—চিদাভাস (যাহা বিকারিবুদ্ধিতে প্রতিবিম্বমাত্র) বিকারিবুদ্ধির অধীন বলিয়া বিকারী; এই কারণে চিদাভাসে বিকার সম্ভব হইলেও, যেহেতু অধিষ্ঠানশূন্য (আভাসরূপ) ভ্রান্তি কেবল (নিজস্বরূপে) থাকিতে পারে না, এইহেতু চিদাভাস ভোক্তা নহে।

টীকা—চিদাভাস বিকারিবুদ্ধিরূপ উপাধির অধীন বলিয়া তাহাতে বিকার সম্ভব হইলেও সেই আরোপিত চিদাভাসের আরোপিতস্বরূপতাহেতু, অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থকে ছাড়িয়া, স্বতন্ত্রভাবে তাহার অবস্থান অসম্ভব। এইহেতু কেবল চিদাভাসেরও ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে। ইহাই তাৎপর্য্য। (বুদ্ধি স্বয়ং আরোপিত বলিয়া সেই অধিষ্ঠান হইতে পারে না)। ১৯৬

এইহেতু কেবল কূটস্থ বা কেবল চিদাভাসের ভোক্তৃত্ব অসম্ভব বলিয়া, উভয়ে মিলিয়া ভোক্তা—এই তৃতীয় পক্ষই অবশিষ্ট থাকে, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) মিলিত চিদাভাস ও কূটস্থের ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত।
(ছ) তন্মধ্যে কূটস্থের শ্রুতি-প্রমাণসিদ্ধ অসঙ্গতাহেতু বাস্তব অভোক্তৃত্ব।

উভয়াত্মক এবাতো লোকে ভোক্তা নিগদ্যতে।
তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শেষিতঃ শ্রুতৌ ॥ ১৯৭

অন্বয়—অতঃ লোকে ভোক্তা উভয়াত্মকঃ এব ইতি নিগদ্যতে। তাদৃগাত্মানম্ আরভ্য শ্রুতৌ কূটস্থঃ শেষিতঃ।

অনুবাদ—এইহেতু সংসারে (অর্থাৎ ব্যবহারদশায়) মিলিত উভয়কেই ভোক্তা বলা হয়। (বস্তুতঃ উভয় নাই, একই আছে বলিয়া) শ্রুতিতে উভয়রূপ আত্মার কথা তুলিয়া, একমাত্র কূটস্থ আত্মার সত্তাই সিদ্ধান্তশেষরূপে গৃহীত হইয়াছে।

টীকা—যেহেতু কূটস্থ ও চিদাভাস এই দুইটির মধ্যে এক একটির পৃথগ্‌ভাবে ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে, সেইহেতু উভয়রূপ অর্থাৎ কূটস্থরূপ অধিষ্ঠানসহিত চিদাভাসই "লোকে" অর্থাৎ ব্যবহারদশায় ভোক্তা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আর পারমার্থিক দৃষ্টিতে সেই ভোক্তার উভয়রূপতা সিদ্ধ হয় না ; ইহাই অভিপ্রায়।

(শঙ্কা) ভাল, [অসঙ্গোঽয়ম্ পুরুষঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।১৫]—এই পুরুষ হইতেছেন অসঙ্গ বা নির্লেপ, ইত্যাদিরূপ বাক্য হইতে আত্মার অসঙ্গতার কথাই শুনা যায়—আবার [যোঽয়ম্ বিজ্ঞানময়প্রাণেষু—বৃহদা উ, ৪।৪।২২]—'যে এই বিজ্ঞানময় প্রাণসমূহমধ্যে' ইত্যাদি বাক্যে আত্মা বুদ্ধির সাক্ষী বলিয়া শুনা যাইতেছে', এইহেতু ভোক্তার উভয়রূপত্বই পারমার্থিক। (তাহা কেবল লোকব্যবহারসিদ্ধ নহে।)—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেই পারমার্থিক ভোক্তৃত্বে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। এইহেতু ভোক্তার স্বরূপ পারমার্থিক, এইরূপ বলা চলে না—"শ্রুতিতে উভয়রূপ আত্মার কথা তুলিয়া" ইত্যাদি। সেইরূপ বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্ট ভোক্তৃরূপ আত্মার কথা, "আরভ্য"—অনুবাদ করিয়া, "শ্রুতৌ কূটস্থঃ শেষিতঃ"—বৃহদারণ্যকপ্রভৃতি শ্রুতিতে "কূটস্থ" অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিকল্পনার অধিষ্ঠানরূপ যে চিদাত্মা, তাহার সত্তাই বুদ্ধ্যাদি অনাত্মার নিরসনপূর্ব্বক (বিচারের) পরিশেষরূপে গৃহীত হইয়াছে। (চিত্রদীপ ২৪৫ শ্লোকে তাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে)। ইহাই তাৎপর্য্য। ১৯৭

তন্মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অর্থ প্রথমে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে :—

আত্মা কতম ইত্যুক্তে যাজ্ঞবল্ক্যো বিবোধয়ন্।
বিজ্ঞানময়মারভ্যাসঙ্গং তং পর্য্যশেষয়ৎ ॥ ১৯৮

অন্বয়—"কতমঃ আত্মা" ইতি উক্তে যাজ্ঞবল্ক্যঃ তম্ বিবোধয়ন্ বিজ্ঞানময়ম্ আরভ্য অসঙ্গম্ পর্য্যশেষয়ৎ।

অনুবাদ—রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে 'কোন্ বস্তুটি আত্মা ?'—এইরূপ প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য বিজ্ঞানময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে অসঙ্গচৈতন্যেই পর্য্যবসান করিয়াছিলেন।

টীকা—রাজা জনক 'কোন্ বস্তুটি আত্মা'—যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য—"যে এই বিজ্ঞানময়" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা "বিজ্ঞানময়

উপক্রম্য"—বিজ্ঞানময় পুরুষের কথা আরম্ভ করিয়া "এই পুরুষ অসঙ্গ" এইরূপে পরিশেষে অসঙ্গ কূটস্থ পুরুষেই বিচারের পর্য্যবসান করিলেন - ইহাই অর্থ। ১৯৮

এই প্রকারে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অসঙ্গাত্মবিষয়ে পর্য্যবসানপরিপাটী প্রদর্শন করিয়া, ঐতরেয়াদি অন্য শ্রুতির সেই পরিপাটী দেখাইতেছেন :—

কোঽয়মাত্মেত্যেবমাদৌ সর্ব্বত্রাত্মবিচারতঃ।
উভয়াত্মকমারভ্য কূটস্থঃ শেষ্যতে শ্রুতৌ ॥ ১৯৯

অন্বয়—কঃ অয়ম্ আত্মা ইতি এবম্ আদৌ সর্ব্বত্র শ্রুতৌ আত্মবিচারতঃ উভয়াত্মকম্ আরভ্য কূটস্থঃ শেষ্যতে।

অনুবাদ—এই আত্মা কিরূপ বস্তু ইত্যাদিরূপ বাক্যদ্বারা সকল শ্রুতিতেই আত্মার বিচারে উভয়রূপ আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে 'আত্মা কূটস্থ' এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

টীকা—[কঃ অয়ম্ আত্মা ইতি বয়ম্ উপাস্মহে—ঐতরেয় উ, ৩।১।১]—আত্মোপাসন-তৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচারপূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাহার স্বরূপ কি ? এবং (শ্রুতিকথিত দুইটি আত্মার মধ্যে) সেই আত্মাটি কে ? -ইত্যাদি বাক্যে আত্মার বিচার আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মা হইতে, 'প্রজ্ঞানমাত্ররূপ কূটস্থই আত্মা', ঐতরেয় শ্রুতি পরিশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও দেখিয়া লইতে হইবে। এইরূপে যুক্তি ও শ্রুতির পর্য্যালোচনা করিলে, কূটস্থ ও চিদাভাস এই উভয়রূপ ভোক্তার মিথ্যাত্ব এবং পারমার্থিক অসঙ্গ কূটস্থের অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। ১৯৯

(শঙ্কা) পূর্ব্বোক্ত (১৯৭-১৯৯) তিন শ্লোকে প্রদর্শিত রীত্যনুসারে যদি ভোক্তা মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে জীবের তাহাতে সত্যত্ববুদ্ধি কি প্রকারে জন্মে ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(জী) চিদাভাসকে কূটস্থ হইতে পৃথক্ না করিয়া, ভোক্তৃত্বকে বাস্তব মনে করিয়া ভোগপরিত্যাগে অনিচ্ছা।

কূটস্থসত্যতাং স্বস্মিন্নধ্যস্যাত্মাবিবেকতঃ।
তাত্ত্বিকীং ভোক্তৃতাং মত্বা ন কদাচিজ্জিহাসতি॥২০০

অন্বয়—আত্মা অবিবেকতঃ কূটস্থসত্যতাম্ স্বস্মিন্ অধ্যস্য ভোক্তৃতাম্ তাত্ত্বিকীম্ মত্বা কদাচিৎ ন জিহাসতি।

অনুবাদ—আত্মা (চিদাভাসরূপ জীবাত্মা) অবিবেকবশতঃ আপনাতে কূটস্থের সত্যতা আরোপ করিয়া, ভোক্তৃত্বকে বাস্তব বলিয়া মানিয়া কোনও কালে ত্যাগের ইচ্ছা করে না।

টীকা—"আত্মা"—লোকপ্রসিদ্ধ ভোক্তা, "অবিবেকতঃ"—আপনি ও কূটস্থ এতদুভয়ের পার্থক্যের জ্ঞানের অভাববশতঃ, "কূটস্থসত্যতাম্"—কূটস্থে স্থিত সত্যতা, "স্বস্মিন্ অধ্যস্য"—আপনাতে আরোপ করিয়া, তদ্দ্বারা আপনাতে স্থিত, "ভোক্তৃতাম্ তাত্ত্বিকীম্ মত্বা"—ভোক্তৃত্বকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া ভোগকে, "কদাচিৎ ন জিহাসতি"—কখনও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ২০০

২। ভোগ্যজাতে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া ভোক্তাতেই প্রীতি কর্ত্তব্য।

(শঙ্কা) ভাল, ভোক্তা যদি মিথ্যাই হইল, তাহা হইলে [আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি]—'আত্মার কামের (প্রীতির) নিমিত্তই সকল বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে'—এইরূপে পতিজায়াদি ভোগ্যসামগ্রী আত্মারই শেষ বা উপকারক, ইহা কি প্রকারে শ্রুতি প্রতিপাদন করেন?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—শ্রুতি ভোগ্যসমূহকে কূটস্থ আত্মার উপকারক বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন :—

(ক) শ্রুত্যুক্ত এবং লোকপ্রসিদ্ধ ভোক্তার নিজের জন্যই ভোগ্যকামনা, ইহার অনুবাদের সূচনা।

ভোক্তা স্বস্যৈব ভোগায় পতিজায়াদিমিচ্ছতি।
এষ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনূদিতঃ॥ ২০১

অন্বয়—ভোক্তা স্বস্য এব ভোগায় পতিজায়াদিম্ ইচ্ছতি, এষঃ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যক্ অনূদিতঃ।

অনুবাদ—ভোক্তা নিজেরই ভোগের জন্য পতিজায়াদি ভোগ্যজাতের ইচ্ছা করিয়া থাকেন—এই লৌকিক বৃত্তান্তই শ্রুতিকর্ত্তৃক সম্যক্‌প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—সংসারে যিনি "ভোক্তা" তিনি 'স্বস্য এব ভোগায়'—নিজেরই ভোগের জন্য পতিজায়াদিরূপ ভোগের সাধন ইচ্ছা করিয়া থাকেন—শ্রুতি, এই প্রকারের লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সম্যক্ প্রকারে অনুবাদ করিয়াছেন—অন্য কোনও অলৌকিক বৃত্তান্ত প্রতিপাদন করেন নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। ২০১

(শঙ্কা) ভাল, উক্তরূপ অনুবাদ কি উদ্দেশ্যে করিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, ভোক্তাতেই প্রীতি করিবার প্রেরণারূপ বিধান করিবার জন্য শ্রুতি উক্তরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

(খ) উক্তরূপ অনুবাদের প্রয়োজন।

ভোগ্যানাং ভোক্তৃশেষত্বান্মা ভোগ্যেষ্বনুরজ্যতাম্।
ভোক্তর্য্যেব প্রধানেঽতোঽনুরাগে তং বিধিৎসতি॥ ২০২

অন্বয়—ভোগ্যানাম্ ভোক্তৃশেষত্বাৎ ভোগ্যেষু মা অনুরজ্যতাম্; প্রধানে ভোক্তরি এব (অনুরজ্যতাম্); অতঃ অনুরাগে (শ্রুতিঃ) তম্ (ভোক্তারম্) বিধিৎসতি।

অনুবাদ—ভোগ্যজাত ভোক্তার শেষ অর্থাৎ সাধন বলিয়া, সেই ভোগ্য-সমূহে অনুরাগ করিতে নাই কিন্তু মুখ্যভোক্তৃরূপ বিষয়েই অনুরাগ করা উচিত। এইহেতু শ্রুতি ভোক্তার জন্য সেই ভোক্তাতেই অর্থাৎ নিজ আত্মায় অনুরাগ করিবার জন্য বিধান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

টীকা—পতি জায়া প্রভৃতি রূপ ভোগ্যজাত নিজ নিজ ভোক্তার ভোগের উপকরণ বলিয়া অমুখ্যরূপ; সেইহেতু সেই ভোগ্যসমূহে প্রীতি করা উচিত নহে, কিন্তু প্রধানস্বরূপ ভোক্তাতেই অনুরাগ করা উচিত। এই প্রকার বিধান করিবার জন্য শ্রুতি উক্তরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। ২০২

ভোগ্যবিষয়ে অনুরাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মাতেই অনুরাগ করা সম্যক্ কর্ত্তব্য—এই বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে ঈশ্বরে প্রেমপ্রার্থনাপূর্ব্বক (প্রহ্লাদোক্তি) বিষ্ণুপুরাণবচন (১।২০।১৯) উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন:—

(গ) আত্মাতেই প্রেম কর্ত্তব্য – দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণবচন।

যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥ ২০৩

অন্বয়—অবিবেকিনাম্ বিষয়েষু অনপায়িনী যা প্রীতিঃ (হে) মাপ ('মা'র লক্ষ্মীর পতি) সা ত্বাম্ অনুস্মরতঃ মে হৃদয়াৎ সর্পতু (কিম্বা ত্বাম্ অনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াৎ মা অপসর্পতু।)

অনুবাদ—বিচারবিহীন ব্যক্তিগণের ভোগ্যবিষয়ে যে দৃঢ় অনুরাগ হয়, হে লক্ষ্মীপতে বিষ্ণো! তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে আমার হৃদয় হইতে, সেই অনুরাগ বিদূরিত হউক; (অথবা তোমার স্মরণে সেইরূপ দৃঢ় অনুরাগ আমার হৃদয় হইতে যেন বিদূরিত না হয়)।

টীকা—"অবিবেকিনাম্"—আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদিগের, "বিষয়েষু অনপায়িনী যা প্রীতি" ভোগোপকরণে যে দৃঢ় অনুরাগ হয়, (হে) "মাপ"—হে লক্ষ্মীপতে, "সা"—সেই প্রীতি, "ত্বাম্ অনুস্মরতঃ"—তোমার চিন্তায় নিরন্তর রত, "মে হৃদয়াৎ"—আমার মন হইতে, "সর্পতু"—সরিয়া যাউক অর্থাৎ আমার মন ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তোমাতেই সদা অবস্থান করুক। (অথবা—অবিবেকিগণের ভোগ্যবিষয়ে প্রীতি যে প্রকার দৃঢ় হয়, "সা"—সেইরূপ ভোগ্যবিষয়ে বিদ্যমানা দৃঢ়া প্রীতি, "ত্বাম্ অনুস্মরতঃ"—তোমাকে স্মরণ করিবার কালে "মে হৃদয়াৎ মা অপসর্পতু"—আমার মন হইতে যেন না যায় অর্থাৎ সর্ব্বদাই সেইরূপ দৃঢ় হইয়া অবস্থান করে। (বোধসারে ১৫২ পৃ প্রথম ৪ পংক্তি দ্রষ্টব্য) [পঞ্চদশীপ্রসঙ্গে প্রথম ব্যাখ্যা, বিষ্ণুপুরাণপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, গ্রাহ্য।] ২০৩

ভাল, পুরাণের যেন এইরূপ নির্দেশ হইল; ইহার দ্বারা শ্রুতির কি উপকার হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(ঘ) উক্ত পৌরাণিক নিদেশ মতে ভোগ্যে বৈরাগ্য করিয়া ভোক্তায় ভোগ্যগত প্রীতির উপসংহারোপদেশ।

ইতি ন্যায়েন সর্ব্বস্মাদ্ভোগ্যজাতাদ্বিরক্তধীঃ।
উপসংহৃত্য তাং প্রীতিং ভোক্তর্য্যেব বুভুৎসতে॥২০৪

অন্বয়—ইতি ন্যায়েন সর্ব্বস্মাৎ ভোগ্যজাতাৎ বিরক্তধীঃ তাম্ প্রীতিম্ ভোক্তরি এব (পাঠান্তরে—এনম্) উপসংহৃত্য বুভুৎসতে।

অনুবাদ—এই পুরাণোক্ত নীতির অনুসরণ করিয়া পতিজায়াদিরূপ সকল প্রকার ভোগ্যের প্রতি বৈরাগ্যবুদ্ধি করিয়া সাধক সেই ভোগ্যবিষয়িণী প্রীতিকে ভোক্তা আত্মাতেই উপসংহৃত (সংগৃহীত) করিয়া আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন।

টীকা—"ইতি ন্যায়েন"—বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত প্রহ্লাদপ্রদর্শিত এই নীতির অনুসরণ করিয়া, "সর্ব্বস্মাৎ ভোগ্যজাতাৎ"—পতিজায়াদিরূপ সকল প্রকার ভোগোপকরণ হইতে, "বিরক্তধীঃ"—বিরক্ত হইয়াছে ধী—বুদ্ধি যাহার, সেইরূপ সাধক, "তাম্ প্রীতিম্ ভোক্তরি এব উপসংহৃত্য"—সেই ভোগ্যবিষয়িণী প্রীতিকে ভোক্তা আত্মাতেই একায়নগত করিয়া, "বুভুৎসতে"—এই আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা করে। ২০৪

৩। মুমুক্ষুর, আত্মায় অবহিতচিত্ত থাকিয়া, ভোক্তার বাস্তব স্বরূপের অনুসন্ধান কর্ত্তব্য।

এই প্রকারে আত্মাতে প্রীতিকে একায়ন করিলে যে ফললাভ হয় দৃষ্টান্তের সহিত তাহাই বর্ণন করিতেছেন :-

(ক) আত্মায় প্রীতির সংগ্রহ অর্থাৎ একায়ন-করণের দৃষ্টান্ত ও তাহার ফল।

স্রক্চন্দনবধূবস্ত্রসুবর্ণাদিষু পামরঃ।
অপ্রমত্তো যথা তদ্বন্ন প্রমাদ্যতি ভোক্তরি॥ ২০৫

অন্বয়—পামরঃ স্রক্চন্দনবধূবস্ত্রসুবর্ণাদিষু যথা অপ্রমত্তঃ তদ্বৎ ভোক্তরি ন প্রমাদ্যতি।

অনুবাদ—ভোগলম্পট অমুমুক্ষু যে প্রকার মালা চন্দন স্ত্রী বস্ত্র ও সুবর্ণাদি বিষয়ে প্রমাদরহিত বা সর্ব্বদা অবহিত হইয়া থাকে, মুমুক্ষুও সেই প্রকার ভোক্তার স্বরূপে (অর্থাৎ আত্মায় অবহিতচিত্ত হইয়া থাকেন ;) কখনই প্রমাদ করেন না।

টীকা—"পামরঃ"—পৃথক্ জন বা ভোগলম্পট মাল্যাদিবিষয়ে যে প্রকার "অপ্রমত্ত" বা সাবধান হইয়া থাকে, মুমুক্ষুও সেই প্রকার আত্মবিষয়ে "ন প্রমাদ্যতি"—অনবধান বা অমনোযোগ করেন না কিন্তু কেবল আত্মচিন্তারত থাকেন। ২০৫

আত্মায় অসাবধানতারূপ প্রমাদের অভাব বহুদৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

(খ) বহুদৃষ্টান্তদ্বারা আত্মায় অপ্রমাদের স্পষ্টীকরণ।

কাব্যনাটকতর্কাদিমভ্যস্যতি নিরন্তরম্।
বিজিগীষুর্যথা তদ্বন্মুমুক্ষুঃ স্বং বিচারয়েৎ ॥ ২০৬

অন্বয় যথা বিজিগীষুঃ নিরন্তরম্ কাব্যনাটকতর্কাদিম্ অভ্যস্যতি, তদ্বৎ মুমুক্ষুঃ স্বম্ বিচারয়েৎ।

অনুবাদ—যেমন কোনও পণ্ডিত বা লৌকিক বিদ্বান্ অপরাপর পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া নিরন্তর কাব্য, নাটক ও তর্কাদির অভ্যাস করেন, মুমুক্ষুও সেইরূপ আত্মস্বরূপের বিচার করিবেন।

টীকা—"যথা বিজিগীষুঃ"—যেমন প্রতিবাদীকে জয় করিতে ইচ্ছুক কোনও ইহলৌকিক-প্রধান পুরুষ নিরন্তর কাব্যাদির অভ্যাস করে, মুমুক্ষুও সর্ব্বদা এইরূপ আত্মবিচার করিবেন। ২০৬

জপযাগোপাসনাদি কুরুতে শ্রদ্ধয়া যথা।
স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া তদ্বচ্ছ্রদ্দধ্যাৎ স্বে মুমুক্ষয়া ॥ ২০৭

অন্বয়—যথা স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া জপযাগোপাসনাদি শ্রদ্ধয়া কুরুতে, তদ্বৎ মুমুক্ষয়া স্বে (আত্মনি) শ্রদ্দধ্যাৎ।

অনুবাদ—যেমন কেহ স্বর্গাদির বাঞ্ছা করিয়া জপ, যাগ ও উপাসনাদির শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, মুমুক্ষুও সেইপ্রকার মোক্ষকামী হইয়া শ্রুত্যুক্ত আত্মস্বরূপে বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদন করিবেন।

টীকা—যেমন স্বর্গাদিকামী বৈদিক অনুষ্ঠাতা তত্তজ্জপাদিসাধনের শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করেন, সেইপ্রকার মুমুক্ষুও শ্রুতিপ্রতিপাদিত নিজ আত্মস্বরূপে বিশ্বাস করিবেন। ২০৭

চিত্তৈকাগ্র্যং যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।
অণিমাদিপ্রেপ্সয়ৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া ॥ ২০৮

অন্বয়—যোগী অণিমাদিপ্রেপ্সয়া মহায়াসেন চিত্তৈকাগ্র্যম্ যথা সাধয়েৎ, এবম্ মুমুক্ষয়া স্বম্ বিবিচ্যাৎ।

অনুবাদ—যেমন যোগী অণিমাদি সিদ্ধির কামনা করিয়া বিপুল আয়াসে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করেন, সেইরূপ সাধক মোক্ষকামনায় আত্মস্বরূপের বিচার করিবেন।

টীকা—"যোগী"—যোগাভ্যাসে রত অণিমাদিসিদ্ধিরূপ ঐশ্বর্য্যের লাভ কামনা করিয়া, "মহায়াসেন"—বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়া, আসন-প্রাণায়ামাদির অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাসদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করেন, সেইপ্রকার এই মুমুক্ষুও "বিবিচ্যাৎ"—সর্ব্বদা আত্মার বিচার করিবেন—দেহাদি হইতে পৃথক্ বলিয়া ধারণা করিবেন। ২০৮

ভাল, সেই সেই প্রকারে অভ্যাসী পুরুষগণ সেই সেই অভ্যাসদ্বারা কিরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন :–

(গ) দৃষ্টান্তসাহায্যে উক্তরূপ অভ্যাসের ফলপ্রদর্শন।

কৌশলানি বিবৰ্দ্ধন্তে তেষামভ্যাসপাটবাৎ।
যথা তদ্বদ্বিবেকোঽস্যাপ্যভ্যাসাদ্বিশদায়তে॥ ২০৯

অন্বয়—যথা তেষাম্ অভ্যাসপাটবাৎ কৌশলানি বিবৰ্দ্ধন্তে তদ্বৎ অস্য অপি অভ্যাসাৎ বিবেকঃ বিশদায়তে।

অনুবাদ—যেমন বিজিগীষু শাস্ত্রাভ্যাসীর, শ্রদ্ধালু সকাম আনুষ্ঠানিকের এবং বিভূতিকামী যোগীর নিজ নিজ বিষয়ে অভ্যাসের পটুতাদ্বারা কৌশল বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মুমুক্ষুর আত্মবিচারের অভ্যাসদ্বারা, বিবেক অর্থাৎ দেহাদি হইতে আত্মার ভেদজ্ঞান, নির্ম্মলীকৃত হয়।

টীকা—"যথা তেষাম্ অভ্যাসপাটবাৎ কৌশলানি বিবৰ্দ্ধন্তে"—যেমন সেই কাব্যাদির অভ্যাসীর শাস্ত্রার্থবিচারে কুশলতা বৃদ্ধি পায়, সকাম আনুষ্ঠানিকের জপ-যাগাদি বৈদিকানুষ্ঠান-কর্ম্মে কুশলতা বা পুণ্যসঞ্চয় বা বুদ্ধির শুদ্ধতা বৃদ্ধিলাভ করে এবং অণিমাদি সিদ্ধিকামী যোগীর চিত্তের নিরোধে এবং সিদ্ধিলাভে কুশলতা বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মুমুক্ষুরও আত্মবিচারের অভ্যাস-দ্বারা বিবেক বৃদ্ধি পায়। "অভ্যাসপাটবাৎ"—নিজ নিজ বিষয়ে অভ্যাসের নিপুণতাদ্বারা "কৌশলানি বিবৰ্দ্ধন্তে"—বিবিধ কৌশল আবিষ্কৃত হয়—এইরূপে "অস্য অপি"—এই মুমুক্ষুরও, "অভ্যাসাৎ বিবেকঃ বিশদায়তে"—আত্মবিচারের অভ্যাসদ্বারা বিবেক—দেহাদি হইতে আত্মার ভেদজ্ঞান, "বিশদায়তে"—স্পষ্টতর হইতে থাকে। ২০৯

(ঘ) বিবেকের স্পষ্টতার ফল।

বিবিঞ্চতা ভোক্তৃতত্ত্বং জাগ্রদাদিষ্বসঙ্গতা।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাক্ষিণ্যধ্যবসীয়তে॥ ২১০

অন্বয়—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ ভোক্তৃতত্ত্বম্ বিবিঞ্চতা জাগ্রদাদিষু সাক্ষিণি অসঙ্গতা অধ্যবসীয়তে।

অনুবাদ—অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা, ভোক্তার নিজস্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত সাধক, জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে সাক্ষীর অসঙ্গতা নিশ্চয় করিয়া থাকেন।

টীকা—"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ ভোক্তৃতত্ত্বম্ বিবিঞ্চতা"—অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপ যুক্তির দ্বারা ভোক্তৃ তত্ত্বের অর্থাৎ ভোক্তার পারমার্থিক স্বরূপের বিচারে রত বা জড়রূপ ভোগ্যসমূহ হইতে ভোক্তাকে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে প্রবৃত্ত, সাধকের দ্বারা "জাগ্রদাদিষু সাক্ষিণি"—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী যে কূটস্থ তাঁহাতে, "অসঙ্গতা অধ্যবসীয়তে"—'নির্লেপতার নিশ্চয়, সম্পাদিত হয়। ২১০

সেই অন্বয়ব্যতিরেকযুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৬) সাক্ষীর অসঙ্গতা-বিষয়ে অন্বয়ব্যতিরেক-যুক্তি।

যত্র যদ্ দৃশ্যতে দ্রষ্ট্রা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
তত্রৈব তন্নৈতরত্রেত্যনুভূতির্হি সম্মতা ॥২১১

অন্বয়—যত্র জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু যৎ দ্রষ্ট্রা দৃশ্যতে, তৎ তত্র এব ইতরত্র ন ইতি অনুভূতিঃ সম্মতা হি।

অনুবাদ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায়, যাহা দ্রষ্টার দ্বারা অনুভূত হয়, তাহা সেই অবস্থাতেই অবস্থিত, অন্য অবস্থাতে নহে। এইরূপ অনুভব সর্ব্বজনস্বীকৃত।

টীকা—জাগ্রদাদি তিন অবস্থার মধ্যে, "যত্র"—যে স্থানে অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়, অথবা স্বপ্নাবস্থায়, অথবা সুষুপ্তিরূপ অবস্থায়—"যৎ অনুভূয়তে"—স্থূল, সূক্ষ্ম ও আনন্দরূপ এই তিনপ্রকার ভোগ্য "দ্রষ্ট্রা দৃশ্যতে"—সাক্ষীর দ্বারা অনুভূত হয়, "তৎ"—সেই দৃশ্য, "তত্র এব"—সেই অবস্থাতেই থাকে। "ইতরত্র ন"—অন্য অবস্থায় থাকে না, আর দ্রষ্টা বা সাক্ষী—তিন অবস্থাতেই অনুগত বা তুল্যরূপে বিদ্যমান। এই অনুভব সকলেই স্বীকার করে অর্থাৎ ইহা প্রসিদ্ধ। ২১১

ভোক্তার স্বরূপবিচারে কেবল (অন্বয়ব্যতিরেকমূলক) অনুভবই প্রমাণ নহে, আগম বা শ্রুতিবচনরূপ প্রমাণও বিদ্যমান ; এই অভিপ্রায়ের দুইটি শ্রুতিবচন অর্থ ধরিয়া পাঠ করিতেছেন—যথা—[স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতি, অনন্বাগতঃ তেন ভবতি, অসঙ্গঃ হি অয়ম্ পুরুষঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।১৬]—'পুরুষ স্বপ্নসময়ে যাহা কিছু দর্শন করে, তাহা তাহার অনুসরণ করে না অর্থাৎ পুরুষ স্বপ্নকৃত পুণ্যপাপে লিপ্ত হয় না, কারণ, এই পুরুষ স্বভাবতঃ অসঙ্গ বা নির্লেপ।' [সঃ বা এতস্মিন্ সম্প্রসাদে রত্বা, চরিত্বা দৃষ্ট্বা এব পুণ্যম্ চ পাপম্ চ পুনঃ প্রতিন্যায়ম্ প্রতিযোন্যাম্ দ্রবতি—বৃহদা উ, ৪।৩।১৫]—'সেই এই স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষ উক্ত সম্প্রসাদ অবস্থায় (সুষুপ্তিতে) প্রিয়জনের সহিত রমণ ও পরিভ্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল, সুখদুঃখ উপভোগ করিয়া পুনঃ স্ব-সন্দর্শনের উদ্দেশ্যে বিলোমক্রম স্ব-স্থানাভিমুখে প্রতিগমন করে', ইহাই বলিতেছেন :—

(৮) সাক্ষীর অসঙ্গতা-প্রতিপাদক শ্রুতি।

স যৎ তত্রেক্ষতে কিঞ্চিত্তেনানন্বাগতো ভবেৎ।
দৃষ্ট্বৈব পুণ্যং পাপং চেত্যেবং শ্রুতিষু ডিণ্ডিমঃ॥২১২

অন্বয়—সঃ তত্র যৎ কিঞ্চিৎ ঈক্ষতে, তেন অনন্বাগতঃ ভবেৎ, পুণ্যম্ চ পাপম্ চ দৃষ্ট্বা এব ; ইতি এবম্ শ্রুতিষু ডিণ্ডিমঃ।

অনুবাদ—সেই স্বপ্নস্থানে সে যাহা কিছু দর্শন করে তাহার সহিত সম্পর্ক বা সম্বন্ধ পরিহার করিয়াই ফিরিয়া আসে ; আর সম্প্রসাদে "পুণ্য ও পাপ দেখিয়া" ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতিকর্তৃক পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে।

টীকা—"সঃ"—আত্মা. "তত্র"—সেই অবস্থায়, "যৎ কিঞ্চিৎ"—যাহা কিছু ভোগ্য, "ঈক্ষতে"—সন্দর্শন করে ; "তেন"—সেই দৃশ্যদ্বারা, "অনন্বাগতঃ ভবেৎ"—অনুসৃত হইয়া থাকে না. কিন্তু নিজেই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহাই অভিপ্রায়। "পুণ্যম্ পাপম্ চ"—পুণ্য এবং পুণ্যফল—সুখ এবং পাপ ও পাপের ফল দুঃখ, দেখিয়াই এবং গ্রহণ না করিয়াই যায়—অর্থ এইরূপ। ২১২

ভোক্তার বাস্তব স্বরূপের বিচারে প্রবৃত্ত অন্য শ্রুতিবচন (কৈবল্যোপনিষৎ—২০ বা ১৭) উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ছ) ভোক্তার বাস্তবস্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত অন্যশ্রুতি-বচন।

জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।
তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ২১৩

অন্বয়—যৎ জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চম্ প্রকাশতে, তৎ ব্রহ্ম অহম্—ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে।

অনুবাদ—যে ব্রহ্ম জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিরূপ প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে, আমি হইতেছি সেই ব্রহ্ম—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

টীকা—"যৎ"—সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম সাক্ষিরূপে অবস্থিত আছেন, তিনিই "জাগ্রদাদিপ্রপঞ্চম্ প্রকাশতে" (প্রকাশয়তি)—জাগ্রৎপ্রভৃতি প্রপঞ্চকে (যাহা স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়া গৃহীত হয় তাহাকে বিশ্ব, বিরাট্ প্রভৃতির সহিত) প্রকাশ করেন; "তৎ ব্রহ্ম অহম্ অস্মি"—সেই ব্রহ্মই হইতেছি আমি (ব্রহ্মাবগন্তা চিদানন্দাত্মা), অর্থাৎ আমি বুদ্ধি চিদাভাসাদি নহি। "ইতি জ্ঞাত্বা"—শ্রুতি ও অনুভবদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, "সর্ব্ববন্ধৈঃ"—সকল প্রকার (বা সকারণ অহন্তা-মমতাদিরূপ প্রতিবন্ধদ্বারা) অর্থাৎ প্রমাতৃত্ব, কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি কর্ত্তৃক, "প্রমুচ্যতে"—প্রকৃষ্টরূপে নিরবশেষরূপে মুক্ত হন। ২১৩

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ২১৪

অন্বয়—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু একঃ এব আত্মা মন্তব্যঃ, স্থানত্রয়ব্যতীতস্য পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে। (ব্রহ্মবিন্দু উ ১১)

অনুবাদ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায়, আত্মাকে একই বলিয়া মানিতে হইবে। জাগ্রদাদিরূপ তিন অবস্থা হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্কৃত আত্মার পুনর্জন্ম নাই।

টীকা—জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে সাক্ষী আত্মা একই, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ বিবেকজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ অবস্থাত্রয় পরস্পর ব্যভিচারী বা ব্যাবর্ত্তক ; একই আত্মা সাক্ষিরূপে তিনেই অনুস্যূত—অব্যভিচারী বা অব্যাবৃত্ত, আত্মার পুনর্জ্জন্ম হয় না অর্থাৎ এই শরীরের পতনের পর অন্য শরীরের প্রাপ্তি ঘটে না। ২১৪

ত্রিষু ধামসু যদ্ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ॥

অন্বয়—ত্রিষু ধামসু যৎ ভোগ্যম্, যৎ চ ভোক্তা, ভোগঃ ভবেৎ তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ চিন্মাত্রঃ সাক্ষী সদাশিবঃ অহম্। (কৈবল্যোপনিষৎ ২১) **২১৫**

অনুবাদ—জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই যাহা ভোগ্য, যে ভোক্তা এবং যে ভোগ, তাহা হইতে বিলক্ষণ যে চিন্মাত্র সাক্ষী, তিনি সদাশিব বা মঙ্গলময়। তিনিই হইতেছেন আমি (বা আমিই হইতেছি তিনি)।

টীকা—"ত্রিষু ধামসু"—জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিরূপ তিন স্থানে, "যৎ ভোগ্যম্"—যে স্থূল-সূক্ষ্ম-আনন্দরূপ ভোগ্য, "যৎ চ ভোক্তা"—যে ('বিশ্ব' 'তৈজস' 'প্রাজ্ঞ' নামধারী হইলেও) একই ভোক্তা, "যৎ ভোগঃ"—এবং সেই ভোগ্যসমূহের অনুভবরূপ যে ভোগ—আছে, "তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ"—সেই স্থানাদি হইতে বিপরীতলক্ষণ, "(যঃ) চিন্মাত্রঃ সাক্ষী"—যে চিন্মাত্ররূপ সাক্ষী আপনাতে অধ্যস্ত বিশ্ব প্রভৃতির দ্রষ্টা: "সদাশিবঃ"—নিরতিশয়ানন্দরূপ বলিয়া সর্ব্বদা শোভমান পরমাত্মা অথবা নিত্যকল্যাণরূপ মহেশ্বর, "সঃ অহম্ অস্মি"— তিনিই হইতেছেন 'আমি' (অহম-প্রত্যয়-ব্যবহারযোগ্য)। ২১৫

৪। ভোক্তা চিদাভাস আপনাকে মিথ্যা বলিয়া জানিলে ভোগে অনাগ্রহ।

এইরূপ বিচারদ্বারা আত্মতত্ত্ব যদি অসঙ্গ বলিয়া নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে ভোক্তৃত্ব কাহার? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) চিদাভাসের ধর্ম্ম ভোক্তৃত্ব। **এবং বিবেচিতে তত্ত্বে বিজ্ঞানময়শব্দিতঃ।**
চিদাভাসো বিকারী যো ভোক্তৃত্বং তস্য শিষ্যতে॥

অন্বয়—তত্ত্বে এবম্ বিবেচিতে বিজ্ঞানময়শব্দিতঃ বিকারী যঃ চিদাভাসঃ তস্য ভোক্তৃত্বম্ শিষ্যতে। **২১৬**

অনুবাদ—আত্মতত্ত্ব এইরূপে বিচারিত হইলে (আত্মাকে আর ভোক্তা বলা যায় না)। তখন অবশেষে বিজ্ঞানময়শব্দবাচ্য বিকারী চিদাভাসরূপ জীবই ভোক্তা বলিয়া সিদ্ধ হ'ন।

টীকা—"যঃ চিদাভাসঃ"—বিজ্ঞানময়শব্দদ্বারা যে চিদাভাসের উল্লেখ হয়, তাহা বিকারী বলিয়া তাহারই ভোক্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়। ২১৬

ভাল, চিদাভাসের ভোক্তৃত্ব অঙ্গীকার করিলে, "কস্য কামায়"—'কোন্ ভোক্তার ভোগের জন্য'—এই শ্রুতিবচন, "বাস্তব ভোক্তার অভাব বুঝাইবার জন্য" (১৯২ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য) এইরূপ কথনদ্বারা, ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া—১৯২ শ্লোকোক্ত বচনের অভিপ্রায়—পারমার্থিক ভোক্তার অভাব, এই বলিয়া ভোক্তা-চিদাভাসের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতেছেন :—

(খ) ভোক্তা-চিদাভাসের মিথ্যাত্ব। **মায়িকোঽয়ং চিদাভাসঃ শ্রুতেরনুভবাদপি।**
ইন্দ্রজালং জগৎপ্রোক্তং তদন্তঃপাত্যয়ং যতঃ॥ ২১৭

অন্বয়—অয়ম্ চিদাভাস মায়িকঃ, শ্রুতেঃ, অনুভবাৎ অপি; যতঃ জগৎ ইন্দ্রজালম্ প্রোক্তম্, অয়ম্ তদন্তঃপাতী।

অনুবাদ—শ্রুতিপ্রমাণে এবং অনুভবপ্রমাণেও, এই চিদাভাস বা জীব মিথ্যাস্বরূপ; যেহেতু যে জগৎ ইন্দ্রজালরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়, এই চিদাভাস তাহারই অন্তর্ভূত।

টীকা—এই চিদাভাস, "মায়িকঃ"—মিথ্যারূপ, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[জীবেশৌ আভাসেন করোতি—নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উ, ৯]—মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর সৃজন করেন; "অনুভবাৎ অপি"—দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্যরূপ ত্রিপুটীর অন্তর্গতরূপে অনুভূত হয় বলিয়া চিদাভাস মিথ্যা—ইহাই অভিপ্রায়। সেই চিদাভাসের মিথ্যাত্ব উপপাদন করিতেছেন:—"যেহেতু যে জগৎ ইন্দ্রজালরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়" ইত্যাদির দ্বারা। ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যাস্বরূপ জগতের অন্তর্ভূত বলিয়া এই চিদাভাসের মিথ্যাত্ব জগতের মিথ্যাত্বের ন্যায় অনুভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞগণকর্ত্তৃক। যেহেতু এই চিদাভাস, জগতেরই অন্তর্গত, এইহেতু, মিথ্যা—এই অর্থানুসারে অন্বয় বুঝিতে হইবে। ২১৭

জগতের ন্যায় এই চিদাভাসেরও বিনাশিত্ব অনুভব হয় বলিয়া, চিদাভাস মিথ্যা—এই কথাই বলিতেছেন:—

বিলয়োঽস্য সুষুপ্ত্যাদৌ সাক্ষিণা হ্যনুভূয়তে।
এতাদৃশং স্বস্বভাবং বিবিনক্তি পুনঃ পুনঃ॥ ২১৮

অন্বয়—হি (যতঃ) অস্য বিলয়ঃ সুষুপ্ত্যাদৌ সাক্ষিণা অনুভূয়তে, স্ব-স্বভাবম্ এতাদৃশম পুনঃ পুনঃ বিবিনক্তি।

অনুবাদ—যেহেতু সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতেও, এই চিদাভাসের বিনাশ সাক্ষিকর্ত্তৃক অনুভূত হইয়া থাকে, (সেইহেতু ইহা মিথ্যা)। চিদাভাসরূপ জীব আপনার স্বরূপ, এই প্রকারে বার বার আলোচনা করিয়া থাকেন।

টীকা—"সুষুপ্ত্যাদৌ"—এস্থলে আদি শব্দের অর্থ মূর্চ্ছা প্রভৃতি। ভাল, চিদাভাসের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল; তদ্দ্বারা কি ফল হইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, "চিদাভাসরূপ জীব" ইত্যাদি। যখন জীব বিচারদ্বারা চিদাভাসকে কূটস্থ হইতে পৃথক্ করিয়া ইহার মিথ্যাত্ব জানে, তখন "স্বস্বভাবম্ এতাদৃশম্"—আপনার স্বরূপকে এইরূপ মিথ্যাত্মক বলিয়া—"পুনঃ পুনঃ বিবিনক্তি"—বার বার বিচার করে অর্থাৎ নিজ স্বরূপ কূটস্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া ধারণা করে। ২১৮

সেই চিদাভাস বিচারদ্বারা আপনাকে কূটস্থ হইতে পৃথক্ করিলে, তাহা হইতেও বা কি ফল পায়? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) আপনার মিথ্যাত্বের জ্ঞান জন্মিলে চিদাভাসের ভোগে অরুচি হয়।

বিবিচ্য নাশং নিশ্চিত্য পুনর্ভোগং ন বাঞ্ছতি।
মুমূর্ষুঃ শায়িতো ভূমৌ বিবাহং কোঽভিবাঞ্ছতি॥

অন্বয়—বিবিচ্য নাশম্ নিশ্চিত্য পুনঃ ভোগম্ ন বাঞ্ছতি। কঃ মুমূর্ষুঃ ভূমৌ শায়িতঃ বিবাহম্ অভিবাঞ্ছতি? ২১৯

অনুবাদ ও টীকা—বিচার দ্বারা আপনার বিনাশ বা মায়িকত্ব নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার আর বিষয়ভোগের বাসনা করে না। আসন্নমরণ ভূতলশায়িত কোন্ ব্যক্তি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ? কেহই করে না। ২১৯

অধিক কি, পূর্ব্বের অজ্ঞানদশার ন্যায়—"আমি ভোক্তা"—এইরূপ ভাষণ এবং অনুভবরূপ ব্যবহার করিতেও জ্ঞানবান্ জীব বা চিদাভাস লজ্জা বোধ করেন, ইহাই বলিতেছেন।—

(গ) জ্ঞানী ভোক্তা হইয়া ভোগ করিতে লজ্জাবোধ করেন এবং ক্লেশপূর্ব্বক প্রারব্ধ ভোগ করেন।

জিহ্রেতি ব্যবহর্ত্তুঞ্চ ভোক্তাহমিতিপূর্ব্ববৎ।
ছিন্ননাস ইব হ্রীতঃ ক্লিশ্যন্নারব্ধমশ্নুতে॥ ২২০

অন্বয়—পূর্ব্ববৎ চ অহম্ ভোক্তা ইতি ব্যবহর্ত্তুম্ জিহেতি ; ছিন্ননাসঃ ইব হ্রীতঃ ক্লিশ্যন্ আরব্ধম্ অশ্নুতে।

অনুবাদ—আর পূর্ব্বের ন্যায়, 'আমি ভোক্তা' এইরূপ বলিতে ও অনুভব করিতে লজ্জা বোধ করেন। ছিন্ননাসিক ব্যক্তির ন্যায় লজ্জিত হইয়া, (অগত্যা) কষ্টে প্রারব্ধ ভোগ করেন।

টীকা—তাহা হইলে জ্ঞানোৎপত্তির পর প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহার করেন ? এইহেতু বলিতেছেন "ছিন্ননাসিক ব্যক্তির ন্যায় ;" "হ্রীতঃ"—লজ্জিত ; "ক্লিশ্যন্"—এখনও প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইল না এই ভাবিয়া ক্লেশ অনুভব করিতে করিতে, "আরব্ধম অশ্নুতে"—প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করেন। ২২০

এক্ষণে জ্ঞান হইবার পর সাক্ষীর যে ভোক্তৃত্ব থাকে না, তাহা কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ করিতেছেন অর্থাৎ তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) সাক্ষীর ভোক্তৃত্বাভাব কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ।

যদা স্বস্যাপি ভোক্তৃত্বং মন্তুং জিহ্রেত্যয়ং তদা।
সাক্ষিণ্যারোপয়েদেতদিতি কৈব কথা বৃথা॥ ২২১

অন্বয়—যদা অয়ম্ স্বস্য অপি ভোক্তৃত্বম্ মন্তুং জিহেতি তদা এতৎ সাক্ষিণি আরোপয়েৎ ইতি বৃথা কথা কা ইব ?

অনুবাদ—যখন চিদাভাসরূপ জীব আপনারও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে, তখন সে অসঙ্গ সাক্ষিচৈতন্যে এই ভোক্তৃত্বের আরোপ করিবে, এই অর্থশূন্য কথা কিপ্রকার ? অর্থাৎ ঐরূপ কথা আদৌ বলা চলে না।

টীকা—"যদা"—যখন, "অয়ম্"—এই চিদাভাস, "স্বস্য অপি ভোক্তৃত্বম্ মন্তুম্"—আপনারও ভোক্তৃত্ব মানিতে অর্থাৎ 'আমি ভোক্তা' এইরূপ মনে করিতে, লজ্জা বোধ করে, "তদা এতৎ" তখন এই ভোক্তৃত্ব, "সাক্ষিণি"—আপনাতে অবস্থিত অসঙ্গ সাক্ষিচৈতন্যে, "আরোপয়েৎ ইতি বৃথা কথা কা ইব ?"—'আরোপ করিবে', এই অর্থশূন্য কথা কিপ্রকার ? অর্থাৎ কেহই এরূপ বলিবে না। ২২১

পূর্ব্বগত ৩০টি শ্লোকে কথিত এই অর্থই শ্রুতির আলম্বন বা ভিত্তি, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) আলোচ্য শ্রুতিতে এই অর্থের সংযোজন।

ইত্যভিপ্রেত্য ভোক্তারমাক্ষিপত্যবিশঙ্কয়া।
কস্য কামায়েতি ততঃ শরীরানুজ্বরো নহি॥ ২২২

অন্বয়—"কস্য কামায় ইতি"—ইতি অভিপ্রেত্য অবিশঙ্কয়া ভোক্তারম্ আক্ষিপতি। ততঃ শরীরানুজ্বরঃ নহি।

অনুবাদ—'কাহার ভোগের জন্য'—এই অর্থের শ্রুতিবচনাংশ, এই অভিপ্রায়েই নিঃশঙ্কভাবে ভোক্তার অভাব বুঝাইয়াছে। সেইহেতু শরীরকে লইয়া জ্ঞানীর আর সন্তাপ থাকে না।

টীকা—"কস্য কামায় ইতি"—কাহার ভোগের জন্য এই অর্থের বচনাংশ কূটস্থের বা চিদাভাসের পারমার্থিক ভোক্তৃত্বের অভাব, "অভিপ্রেত্য"—ইহাকেই বিষয় করিয়া, "অবিশঙ্কয়া" —নিঃশঙ্ক হইয়া, "ভোক্তারম্ আক্ষিপতি"—ভোক্তার নিষেধ করিতেছেন। ভাল, ভোক্তার নিষেধ যেন হইল, তাহাতে কি ফল হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ততঃ" ইত্যাদি সেইহেতু শরীরকে লইয়া "জ্বরঃ নহি"—জ্বরণ বা সন্তাপ থাকে না। ২২২

জ্ঞানীর জ্বরাভাব বা শোকের নিবৃত্তি, শরীরত্রয়গত।

১। শরীরত্রয়গত জ্বরের স্বরূপ।

তত্ত্বজ্ঞানীর, শরীরের অনুগত হইয়া জ্বরভোগ নাই, ইহা দেখাইবার জন্য, শরীর যে ভিন্ন ভিন্ন এবং শরীরভেদে সেই সেই শরীরে জ্বরের সম্ভাব (ও ভেদ), তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ক) শরীর যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন, সেই সেই শরীর-গত জ্বরও সেইরূপ।

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণং চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্।
অবশ্যং ত্রিবিধোঽস্ত্যেব তত্রতত্রোচিতো জ্বরঃ॥ ২২৩

অন্বয় স্থূলম্ সূক্ষ্মম্ কারণম্ চ ত্রিবিধম্ শরীরম্ স্মৃতম্। তত্র তত্র উচিতঃ ত্রিবিধঃ জ্বরঃ অবশ্যম্ অস্তি এব।

অনুবাদ—শরীর, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, এই তিন প্রকার বলিয়া স্বীকৃত। সেই সেই শরীরে তত্তদনুরূপ জ্বরও ত্রিবিধ হয়, সন্দেহ নাই। ২২৩

তন্মধ্যে স্থূল শরীরোচিত বিবিধ প্রকার জ্বরের বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) স্থূলশরীরগত জ্বরের বর্ণন।

বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্যব্যাধয়ঃ কোটিশস্তনৌ।
দুর্গন্ধিত্বকুরূপত্বদাহভঙ্গাদয়স্তথা॥ ২২৪

অন্বয়—তনৌ কোটিশঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্যব্যাধয়ঃ তথা দুর্গন্ধিত্ব-কুরূপত্ব-দাহ-ভঙ্গাদয়ঃ।

অনুবাদ—স্থূল শরীরে বায়ু পিত্ত ও কফরূপ ত্রিদোষজনিত কোটি কোটি ব্যাধি হইয়া থাকে। সেইরূপ দুর্গন্ধিত্ব, কুরূপত্ব, দাহ, ভঙ্গ, প্রভৃতিরূপ জ্বরও সেই স্থূল-শরীরগত।

সূক্ষ্ম শরীরে যে যে প্রকার জ্বর হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) সূক্ষ্মশরীরগত জ্বরের বর্ণন।

কামক্রোধাদয়ঃ শান্তিদান্ত্যাদ্যাঃ লিঙ্গদেহগাঃ।
জ্বরা দ্বয়েঽপি বাধন্তে প্রাপ্ত্যাপ্রাপ্ত্যা নরং ক্রমাৎ॥

অন্বয়—কামক্রোধাদয়ঃ শান্তিদান্ত্যাদ্যাঃ লিঙ্গদেহগাঃ ; দ্বয়ে অপি জরাঃ ক্রমাৎ প্রাপ্ত্যা অপ্রাপ্ত্যা নরম্ বাধন্তে।

অনুবাদ—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য এবং শম দম উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা, ইহাদিগকে সূক্ষ্মশরীরের জ্বর বলা যায়। এই দুই প্রকার জ্বরই যথাক্রমে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি (সদ্ভাব ও অভাব) দ্বারা জীবের ক্লেশের কারণ হয়।

টীকা—কাম প্রভৃতি এবং শান্তি প্রভৃতি যে জ্বররূপ, তাহাই উপপাদন করিতেছেন—"দ্বয়ে অপি" "এই দুইপ্রকার জ্বরই"—কাম প্রভৃতি এবং শান্তি প্রভৃতি এই দুই প্রকারেরই জ্বর যথাক্রমে, "প্রাপ্ত্যা-অপ্রাপ্ত্যা"—প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির দ্বারা অর্থাৎ সদ্ভাব এবং অভাব দ্বারা, "নরম্ বাধন্তে"—মানুষের দুঃখদায়ক হয় অর্থাৎ লম্পটগণ যেরূপ কামের প্রাপ্তি বা সদ্ভাব হেতু কামজনিত পীড়া ভোগ করে, অজ্ঞানী (সাধক) সেইরূপ, আমার কাম এখনও গেল না, ক্রোধ এখনও গেল না, এইরূপে কামাদির সদ্ভাবহেতু দুঃখভোগ করে। সেইরূপ 'আমার মনোনিগ্রহরূপ শান্তি আসিল না, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ দান্তি আসিল না—সাধুপ্রকৃতির লোকের শমদমাদির অভাবজনিত এইরূপ সন্তাপ, শমদমাদির অপ্রাপ্তিদ্বারা অজ্ঞানী সাধককে সন্তাপিত করিয়া থাকে। এইরূপে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিজনিত সন্তাপ সমান বলিয়া উভয়কেই 'জ্বর' বলা হইয়াছে। জ্ঞানীর স্বভাব গীতার চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ২২ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—'প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ' ইত্যাদি—জ্ঞানী স্বাত্মপ্রত্যক্ষগোচর লক্ষণদ্বারা গুণাতীত হইয়াছেন বলিয়া (সত্ত্বগুণকার্য্য) প্রকাশ, (রজোগুণকার্য্য) প্রবৃত্তি এবং (তমোগুণকার্য্য) মোহ, এই তিনই প্রবৃত্ত হইলে (জাগিলে), তাহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত (তিরোহিত) হইলে তাহাদিগকে ইচ্ছা করেন না (চাহেন না) ; কেননা, তিনি সাত্ত্বিকাদি বৃত্তিকে অনাত্মা বলিয়া জানেন এবং আত্মার অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা সেই সকল বৃত্তিতে আরোপণ করিয়া তাহা হইতে ভয় পান না অথবা তাহাদিগকে ইচ্ছা করেন না। এই হেতু জ্ঞানী দেহজ্বরে পীড়িত হন না। ২২৫

কারণশরীরগতজ্বর ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) ছান্দোগ্যোপনিষদ্-বর্ণিত কারণশরীরগত জ্বরের বর্ণন।

স্বংপরং চ ন বেত্ত্যাত্মা বিনষ্ট ইব কারণে।
আগামিদুঃখবীজং চেত্যেতদিন্দ্রেণ দর্শিতম্ ॥ ২২৬

অন্বয়—কারণে আত্মা স্বম্ চ পরম্ চ ন বেত্তি, বিনষ্টঃ ইব চ আগামিদুঃখবীজম্ ইতি এতৎ ইন্দ্রেণ দর্শিতম্।

অনুবাদ—(সুষুপ্তিকালে) কারণশরীরে আত্মা আপনাকে অথবা পরকে জানিতে পারেন না ; তখন আত্মা যেন বিনাশপ্রাপ্ত হন। এই তত্ত্ব এবং আগামি দুঃখের বীজরূপ সংস্কারথাকে ইন্দ্র (শিষ্যরূপে, গুরু প্রজাপতির নিকট) নিবেদন করিয়াছিলেন।

টীকা—[ন হি (নাহ ?) খলু অয়ম্ এবং সম্প্রতি আত্মানম্ জানাতি, অয়ম্ অহম্ অস্মি ইতি, নো এব ইমানি ভূতানি বিনাশম্ এব আপীতো ভবতি, ন অহম্ অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি

ইতি—ছান্দোগ্য উ, ৮।১১।১] 'এই সুষুপ্ত আত্মা বর্ত্তমান অবস্থায় জাগ্রৎ সময়ের ন্যায় 'আমি হই অমুক' এইরূপে আপনাকে জানে না এবং এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জানে না ; যেন বিনাশ প্রাপ্তই হইয়াছে। অতএব আমি এইরূপ আত্মদর্শনে কোনও ফল দেখিতেছি না'—অর্থাৎ এই বাক্যদ্বারা (সুষুপ্ত্যবস্থায়) নিজের ও অপরের জ্ঞান না থাকায় এবং অজ্ঞানে আপনার ও সর্ব্বজীবের বিনষ্টের ন্যায় অবস্থা, এবং "আগামি দুঃখবীজম্"—আগামী দিনে ঘটবে এই প্রকার দুঃখরূপ জ্বরের বীজরূপ সংস্কার থাকে—তাহাই কারণশরীরগত জ্বর, এই তত্ত্ব ইন্দ্র শিষ্যরূপে গুরু ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন—নিজানুভবের প্রকটন করিয়াছিলেন। ২২৬

এইরূপে তিন শরীরেই জ্বরের বর্ণন করিয়া সেই জ্বরের অনিবার্য্যতা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) তিন শরীরেই উক্ত জ্বর অনিবার্য্য।

এতে জ্বরাঃ শরীরেষু ত্রিষু স্বাভাবিকা মতাঃ।
বিয়োগে তু জ্বরৈস্তানি শরীরাণ্যেব নাসতে ॥ ২২৭

অন্বয়—ত্রিষু শরীরেষু এতে জ্বরাঃ স্বাভাবিকাঃ মতাঃ। জ্বরৈঃ বিয়োগে তু তানি শরীরাণি ন আসতে এব।

অনুবাদ—উক্ত তিন শরীরেই এই তিন প্রকার জ্বর স্বাভাবিক—সহজাত ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ মানিয়া থাকেন। সেই জ্বর ছাড়িলে, সেই শরীরত্রয় আর থাকে না।

টীকা—"ত্রিষু শরীরেষু এতে জ্বরাঃ"—উক্ত তিন শরীরেই প্রতীয়মান এই জ্বরত্রয়,—"স্বাভাবিকাঃ মতাঃ"—শরীরের সহিত উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া পণ্ডিতগণ মানেন। সেই সেই জ্বরের স্বাভাবিকতা ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ জ্বরাভাবে শরীরাভাব, দেখাইয়া সমর্থন করিতেছেন—"বিয়োগে তু জ্বরৈঃ" ইত্যাদি। যে হেতু তিন প্রকার জ্বর হইতে তিন শরীরের বিয়োগ ঘটিলে শরীরত্রয় থাকে না, এই হেতু সেই জ্বর স্বাভাবিক। ২২৭

সেই জ্বরসমূহের স্বাভাবিকতাবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(চ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত

তন্তোর্ব্বিযুজ্যেত্ন পটো বালেভ্যঃ কম্বলো যথা।
মৃদো ঘটস্তথা দেহোজ্বরেভ্যোঽপীতি দৃশ্যতাম্॥২২৮

অন্বয়—যথা তন্তোঃ পটঃ ন বিযুজ্যেৎ বালেভ্যঃ কম্বলঃ, মৃদঃ ঘটঃ, তথা জ্বরেভ্যঃ দেহঃ ইতি দৃশ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন তন্তু হইতে বিযুক্ত হইলে বস্ত্র হয় না, লোম হইতে বিযুক্ত হইলে কম্বল হয় না, মৃত্তিকা হইতে বিযুক্ত হইলে ঘট হয় না সেইরূপ জ্বর হইতে বিযুক্ত হইলে, দেহ হয় না ; এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ২২৮

২। চিদাভাসে স্বভাবগত জ্বর নাই, সুতরাং কূটস্থে জ্বরাভাব।

এক্ষণে কৈমুতিক ন্যায়ে কূটস্থে জ্বরাভাব দেখাইতেছেন :—

(ক) চিদাভাসে জ্বরাভাব।

চিদাভাসে স্বতঃ কোঽপিজ্বরো নাস্তি যতশ্চিতঃ।
প্রকাশৈকস্বভাবত্বমেব দৃষ্টং ন চেতরৎ ॥ ২২৯

অন্বয়—চিদাভাসে স্বতঃ কঃ অপি জ্বরঃ ন অস্তি, যতঃ চিতঃ প্রকাশৈকস্বভাবত্বম্ এব দৃষ্টম্, ইতরৎ চ ন।

অনুবাদ—চিদাভাসরূপ জীবে স্বভাবতঃ কোনও প্রকার জ্বর নাই, যেহেতু চৈতন্যের একমাত্র প্রকাশস্বভাবতা ভিন্ন অন্য স্বরূপ দেখা যায় না।

টীকা—"চিদাভাসে স্বতঃ"—উক্ত তিন শরীরগত জ্বরের সম্বন্ধ বিনা চিদাভাসে স্বভাবতঃ কোনও জ্বর নাই। কেন নাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—("যেহেতু চৈতন্যের" ইত্যাদি) "যতঃ চিতঃ প্রকাশৈকস্বভাবত্বম্"—চৈতন্য যে প্রকাশরূপ একমাত্র স্বভাববিশিষ্ট, ইহা তত্ত্ববিদ্গণের অনুভবসিদ্ধ। সেই হেতু তাহার প্রতিবিম্বের—চিদাভাসের, সেই একমাত্র প্রকাশস্বভাবতা মানাই যুক্তিযুক্ত। অভিপ্রায় এই—তপ্ততৈলে আকাশপ্রতিবিম্বের সহিত তাপের যখন কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন স্বয়ং আকাশের সহিত তাপসম্বন্ধ যে থাকিতেই পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। চিদাভাসে বাস্তব জ্বর যখন নাই, তখন বিম্বরূপ কূটস্থ চৈতন্যে জ্বর কি প্রকারে থাকিতে পারে?। ২২৯

যে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চিদাভাসে জ্বরাভাব প্রতিপাদন করিলেন, সেই প্রয়োজনই এখন দেখাইতেছেন :—

(খ) সাক্ষিচৈতন্যে জ্বরাভাব, তাহাতে জ্বরানুভব চিদাভাসের শরীরত্রয়ের সহিত একত্বভ্রান্তিপ্রযুক্ত

চিদাভাসেঽপ্যসম্ভাব্যা জ্বরাঃ সাক্ষিণি কা কথা।
এবমপ্যেকতাং মেনে চিদাভাসো হ্যবিদ্যয়া॥ ২৩০

অন্বয়—চিদাভাসে অপি জ্বরাঃ অসম্ভাব্যাঃ; সাক্ষিণি কা কথা? এবম্ অপি চিদাভাসঃ হি অবিদ্যয়া একতাম্ মেনে।

অনুবাদ—যখন চিদাভাসেও জ্বরের সম্ভাবনা নাই, তখন সাক্ষীতে জ্বরের কথা কি প্রকারে উঠিতে পারে? অর্থাৎ সাক্ষীতে যে জ্বরের সম্ভাবনা নাই একথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে জ্বরের অভাব হইলেও যেহেতু চিদাভাস অবিদ্যাবশতঃ শরীরত্রয়ের সহিত আপনাকে এক বলিয়া মানে, সেইহেতু জ্বরপ্রাপ্ত হয়।

টীকা—ভাল, তাহা হইলে, "আমি জ্বর অনুভব করি"—এই প্রকার যে অনুভব হয়, তাহার গতি কি? অর্থাৎ কি প্রকারে তাহার কারণ দর্শাইবেন? তদুত্তরে বলিতেছেন "এবম অপি"—এই প্রকার জ্বরাভাব সিদ্ধ হইলেও, "চিদাভাসঃ হি অবিদ্যয়া একতাম মেনে"—চিদাভাস যেহেতু অবিদ্যাবশতঃ তিন শরীরের সহিত আপনাকে এক বলিয়া মানে, (সেইহেতু জ্বর অনুভব করে।) ২৩০

"চিদাভাস শরীরত্রয়ের সহিত আপনাকে এক বলিয়া মানে"—এইরূপে সংক্ষেপে উক্ত তত্ত্বটির সবিস্তার ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

সাক্ষিসত্যত্বমধ্যাস্য স্বেনোপেতে বপুস্ত্রয়ে।
তৎসর্ব্বং বাস্তবং স্বস্য স্বরূপমিতি মন্যতে॥ ২৩১

অন্বয়—স্বেন উপেতে বপুস্ত্রয়ে সাক্ষিসত্যত্বম্ অধ্যস্য তৎসর্ব্বম্ স্বস্য বাস্তবম্ স্বরূপম্ ইতি মন্যতে।

অনুবাদ—চিদাভাস আপনার সহিত যুক্ত তিন শরীরে সেই সাক্ষিগত সত্যতার অধ্যাস করিয়া, সেই তিন শরীরকেই আপনার বাস্তব স্বরূপ বলিয়া মনে করে।

টীকা—চিদাভাস "স্বেন উপেতে বপুস্ত্রয়ে"—আপনার সহিত সম্মিলিত স্থূলাদি তিন শরীরেই (আপনার বিম্বরূপ) সাক্ষীর সত্যত্ব আরোপ করিয়া, "তৎ সর্ব্বম্ স্বস্য বাস্তবম্ স্বরূপম্ ইতি মন্যতে"—সেই জ্বরযুক্ত তিন শরীরকেই আপনার বাস্তবস্বরূপ বলিয়া মানে। ১৩১

এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান হইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) চিদাভাসের উক্ত ভ্রান্তির ফল—জ্বরপ্রাপ্তি, সদৃষ্টান্ত বর্ণন।

এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালেঽয়ং শরীরেষু জ্বরৎস্বথ।
স্বয়মেব জ্বরামীতি মন্যতে হি কুটুম্বিবৎ॥ ২৩২

অন্বয়—অয়ম্ এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালে শরীরেষু জ্বরৎসু, অথ স্বয়মেব জ্বরামি ইতি মন্যতে হি, কুটুম্বিবৎ।

অনুবাদ—এইরূপ ভ্রান্তিকালে এই চিদাভাস, শরীরত্রয় জ্বরভোগ করিতে থাকিলে, কুটুম্ববেষ্টিত লোকের ন্যায়, 'আমিই জ্বরপ্রাপ্ত হইলাম,' এইরূপ মনে করে।

টীকা—এই চিদাভাস এই ভ্রান্তিকালে আপনাতে জ্বরের আরোপ করে, ইহাই অর্থ; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"কুটুম্বিবৎ"—দুঃখদ্বারা সন্তপ্ত পুত্রদারাদিবেষ্টিত গৃহস্থের ন্যায়। ২৩২

দৃষ্টান্তটি স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন :—

পুত্রদারেষু তপ্যৎসু তপামীতি বৃথা যথা।
মন্যতে পুরুষস্তদ্বদাভাসোঽপ্যভিমন্যতে॥ ২৩৩

অন্বয়—যথা পুরুষঃ পুত্রদারেষু তপ্যৎসু 'তপামি' ইতি বৃথা মন্যতে, তদ্বৎ আভাসঃ অপি অভিমন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন পুত্রদারাদিকুটুম্বযুক্ত লোকে, কুটুম্বজন জ্বরযুক্ত বা দুঃখপ্রাপ্ত হইলে আমিই জ্বরযুক্ত বা দুঃখতপ্ত, এইরূপ বৃথা মনে করে, সেইরূপ চিদাভাস আপনাকে জ্বরিত বা সন্তপ্ত বলিয়া বৃথা মনে করে। ২৩৩

এই প্রকারে অবিবেকদশায় চিদাভাসের ভ্রান্তিজনিত জ্বর বুঝাইয়া, বিবেকদশায় জ্বরাভাব বুঝাইতেছেন :—

(ঘ) বিবেকদশায় চিদাভাসে জ্বরাভাব।

বিবিচ্য ভ্রান্তিমুজ্ঝিত্বা স্বমপ্যগণয়ন্ সদা।
চিন্তয়ন্‌সাক্ষিণং কস্মাচ্ছরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ। ২৩৪

অন্বয়—বিবিচ্য ভ্রান্তিম্ উজ্ঝিত্বা স্বয়ম্ অপি অগণয়ন্ সাক্ষিণম্ সদা চিন্তয়ন্, কস্মাৎ শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ?

অনুবাদ—কিন্তু বিচারদ্বারা ভ্রান্তির পরিহার করিয়া আপনাকেও না গণিয়া (অবস্তু বলিয়া মানিয়া), সদা সাক্ষীর (কূটস্থের) চিন্তা করিতে থাকিলে, চিদাভাসরূপ জীব কেন শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জ্বরপ্রাপ্ত হইবেন?

টীকা—"বিবিচ্য ভ্রান্তিম্ উজ্‌ঝিত্বা"—চিদাভাস, কূটস্থকে আপনাকে এবং শরীরকে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া জানিয়া, (২২৮ শ্লোকে বর্ণিত) 'এই সবগুলিই আমার বাস্তবরূপ—এই রূপ মনে করে'—এই আকারের ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া, আপনার আভাসরূপতা বুঝিয়া, আপনাতেও আদর না করিয়া, আপনার নিজরূপ জ্বরাদিরহিত, "সাক্ষিণম্ সদা চিন্তয়ন্"—সাক্ষীকে (নির্ব্বিকার কূটস্থকে) সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া, "কস্মাৎ শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ"—জ্বরযুক্ত শরীরের অনুসরণ করিয়া নিজে কি কারণে জ্বরপ্রাপ্ত হইবেন? অর্থাৎ জ্বরপ্রাপ্ত হন না। ২৩৪

ভ্রান্তিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান যথাক্রমে জ্বরের এবং জ্বরাভাবের কারণ—ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ঙ) ভ্রান্তিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান যথাক্রমে জ্বর ও জ্বরাভাবের কারণ—দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকরণ।

অযথাবস্তু সর্পাদিজ্ঞানং হেতুঃ পলায়নে।
রজ্জুজ্ঞানেঽহিধীধ্বস্তৌ কৃতমপ্যনুশোচতি॥ ২৩৫

অন্বয়—অযথাবস্তুসর্পাদিজ্ঞানম পলায়নে হেতুঃ, রজ্জুজ্ঞানে অহিধীধ্বস্তৌ কৃতম অপি অনুশোচতি।

অনুবাদ—যেমন রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পভ্রম হইলে, সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞানও পলায়নের কারণ হয় এবং রজ্জু প্রভৃতির স্বরূপজ্ঞান হইয়া সর্পবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে, পূর্ব্বকৃত পলায়নাদি কার্য্যের জন্য অনুশোচনা হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞানবশতঃ অনুভূত জ্বরাদির জন্যও অনুশোচনা হয়।

টীকা—'অযথাবস্তু সর্পাদিজ্ঞানম্ পলায়নে হেতুঃ'—রজ্জুপ্রভৃতিতে কল্পিত সর্পাদির জ্ঞান পলায়নের কারণ হয়। এস্থলে 'আদি' শব্দ দ্বারা—স্থাণুতে কল্পিত চোরকেও ধরিতে হইবে। রজ্জু, স্থাণু প্রভৃতির জ্ঞান দ্বারা সর্পাদিবুদ্ধির নিবৃত্তি হইলে, "তৎ কৃতম্ অপি পলায়নম্ অনুশোচতি"—সেই পলায়নের জন্য অনুশোচনা অর্থাৎ বৃথাই আমি পলায়ন করিয়াছিলাম—এই প্রকারে অনুতাপ করে। ২৩৫

৩। সাক্ষীতে ভোক্তৃত্বারোপাপরাধের নিবৃত্তির জন্য, চিদাভাসের সাক্ষি-শরণাপন্নতা।

২৩৪ সংখ্যক শ্লোকে "সাক্ষীকে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া" এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট করিতেছেন :—

(ক) গতপূর্ব্ব শ্লোক-বর্ণিত সাক্ষিচিন্তনের দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকরণ।

মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে।
ক্ষমাপয়ন্নিবাত্মানং সাক্ষিণং শরণং গতঃ॥ ২৩৬

অন্বয়—মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে আত্মানম্ ক্ষমাপয়ন্ ইব সাক্ষিণম শরণম্ গতঃ, (অথবা সাক্ষিণম্ আত্মানম্ শরণম্ গতঃ)।

অনুবাদ—মিথ্যাপবাদরূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিবার জন্য, (চিদাভাস)

আপনাকে (সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা) ক্ষমা করাইবার জন্য সেই সাক্ষিচৈতন্যের শরণাপন্ন হয়, অথবা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মার শরণাপন্ন হয়।

টীকা—যেমন জনসমাজে "মিথ্যাভিযোগস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে"—যিনি মিথ্যাপবাদ রটনা করেন, তিনি সেই দোষের জন্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যাপবাদাপহত ব্যক্তির দ্বারা পুনঃ পুনঃ আপনার ক্ষমা করান, সেইরূপ চিদাভাসও অসঙ্গ সাক্ষী আত্মায় ভোক্তৃত্বাদির আরোপরূপ মিথ্যাপবাদদোষের জন্য,-"আত্মানম্ ক্ষমাপয়ন্ ইব সাক্ষিণম্ শরণাগতঃ"—আপনাকে ক্ষমা করাইবার জন্য সাক্ষীর শরণগত হয়, অথবা সাক্ষিরূপ আত্মার শরণাগত হয়। ২৩

সেই সাক্ষীকে সদা চিন্তা করিবার বিষয়ে অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :---

(খ) অন্য দৃষ্টান্ত।

আবৃত্তপাপনুত্ত্যর্থং স্নানাদ্যাবর্ত্ত্যতে যথা।
আবর্ত্তয়ন্নিবধ্যানং সদা সাক্ষিপরায়ণঃ ॥ ২৩৭

অন্বয়—যথা আবৃত্তপাপনুত্ত্যর্থম্ স্নানাদি আবর্ত্ত্যতে, (তথা চিদাভাসঃ) ধ্যানম্ আবর্ত্তয়ন্ ইব সদা সাক্ষিপরায়ণঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—যেমন পুনঃ-পুনঃ-কৃত পাপের নাশের জন্য লোকে পুনঃ পুনঃ স্নানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে, সেইরূপ চিদাভাসরূপ জীব পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া যেন সাক্ষীর শরণাপন্ন হয়।

টীকা—"যথা"—যেমন পাপকারী পুরুষ কর্ত্তৃক, "আবৃত্তপাপনুত্ত্যর্থম্"—বার বার অনুষ্ঠিত পাপের নিবারণজন্য, শাস্ত্রবিহিত "স্নানাদি" আবর্ত্ত্যতে"—স্নানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ এই চিদাভাসও চিরদিন ধরিয়া সাক্ষীতে সংসারিত্বাদির আরোপণরূপ দোষের পরিহার জন্য, "ধ্যানম্ আবর্ত্তয়ন্ ইব"—বার বার ধ্যানের অনুষ্ঠানকারীর ন্যায়, "সদা সাক্ষিপরায়ণঃ (স্যাৎ)" নিরন্তর সাক্ষীর শরণাগত হন। ২৩৭

এই প্রকারে দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা চিদাভাসের সাক্ষিশরণাপন্নতা বর্ণন করিলেন : এক্ষণে জ্ঞানী চিদাভাস আপনার কর্ত্তৃত্বাদিগুণের প্রসিদ্ধি শুনিয়া যেরূপ লজ্জিত হন, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) জ্ঞানিচিদাভাসের নিজগুণপ্রসিদ্ধি শুনিয়া লজ্জানুভবের বর্ণন, সদৃষ্টান্ত।

উপস্থকুষ্ঠিনী বেশ্যা বিলাসেষু বিলজ্জতে।
জানতোঽগ্রে তথাভাসঃ স্বপ্রখ্যাতৌ বিলজ্জতে॥

অন্বয়—উপস্থকুষ্ঠিনী বেশ্যা স্বপ্রখ্যাতৌ জানতঃ অগ্রে বিলাসেষু বিলজ্জতে ; তথা আভাসঃ (জানতঃ অগ্রে স্বপ্রখ্যাতৌ) বিলজ্জতে। ২৩৮

অনুবাদ ও টীকা—যে বেশ্যা উপস্থে উপদংশরোগাক্রান্তা হইয়াছে, সে যেমন বিদিতনিজাবস্থ পুরুষের মুখে নিজরূপের প্রশংসা শুনিয়া, (দেহের অব্যবহার্য্যতা স্মরণ করিয়া) বিলাসে বিশেষরূপে লজ্জা পায়, সেইরূপ, চিদাভাসরূপ জীব,

চিদাভাসমিথ্যাত্বজ্ঞ পুরুষের মুখে আপনার কর্তৃত্বাদির অথবা বিত্যাবুদ্ধির প্রশংসা শুনিয়া, নিজের মিথ্যাত্বহেতু অব্যবহার্যতা স্মরণ করিয়া প্রশংসা উপভোগ করিতে লজ্জা পায়।*

শরীরত্রয় হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্কৃত চিদাভাসের, আবার সেই তিন শরীরের সহিত একতাপ্রাপ্তি হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঘ) বিচারদ্বারা দেহত্রয়-পৃথককৃত চিদাভাসের দেহত্রয়ের সহিত আবার একতাপ্রাপ্তি হয় না; দৃষ্টান্ত।

গৃহীতো ব্রাহ্মণো ম্লেচ্ছৈঃ প্রায়শ্চিত্তং চরন্ পুনঃ।
ম্লেচ্ছৈঃ সঙ্কীর্যতে নৈব তথাভাসঃ শরীরকৈঃ ॥ ২৩৯

অন্বয়—ম্লেচ্ছৈঃ গৃহীতঃ ব্রাহ্মণঃ প্রায়শ্চিত্তম্ চরন্ পুনঃ ম্লেচ্ছৈঃ, ন এব সঙ্কীর্যতে, তথা আভাসঃ শরীরকৈঃ ন সঙ্কীর্যতে। (শরীরকৈঃ ইতি তুচ্ছার্থে কপ্রত্যয়ঃ।)

অনুবাদ ও টীকা—যেমন কোনও ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছগণকর্তৃক বন্দী হইয়া (মুক্ত হইলে পর) প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া আবার ম্লেচ্ছগণের সহিত সম্মিলিত হন না, সেইরূপ চিদাভাসও শরীরত্রয়ের সহিত পার্থক্যানুভব করিয়া সেই শরীরত্রয়ে আবার আত্মাধ্যাস করেন না ॥ ২৩৯

চিদাভাসের সাক্ষীর অনুসরণ (অনুকরণ) কেবল নিজাপরাধক্ষমাপনের জন্য নহে কিন্তু আর এক মহৎ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সিংহাবলোকন-ন্যায়ে অর্থাৎ পরিত্যক্ত প্রসঙ্গের পুনর্গ্রহণ করিয়া † বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) সাক্ষীর অনুকরণে চিদাভাসের মহালাভ; দৃষ্টান্ত।

যৌবরাজ্যে স্থিতো রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যবাঞ্ছয়া।
রাজানুকারী ভবতি তথা সাক্ষ্যনুকার্যয়ম্ ॥ ২৪০

অন্বয়—যৌবরাজ্যেস্থিতঃ রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যবাঞ্ছয়া রাজানুকারী ভবতি, তথা অয়ম্ সাক্ষ্যনুকারী।

---

* অচ্যুত রায়—এই শ্লোকের তাৎপর্যের আভাস এইরূপে দিয়াছেন :—ভাল, চিদাভাস যে-ধ্যান দ্বারা সাক্ষিপরায়ণ হয়, সেই ধ্যান কি আপনার সহিত সাক্ষীর তাদাত্ম্যভাবনা অথবা তাহা, আপনার সহিত সকল দৃশ্য পদার্থের মিথ্যাত্ব পূর্বে নির্ণয় করিয়া আপনাকে কেবল-দ্রষ্টা জানিয়া অপরোক্ষভাবে যে অদ্বৈত ব্রহ্মের অনুভব হয়, তাহারই অনুসন্ধান ? এইরূপ সন্দেহে অন্ত্যপক্ষই ধ্যানের বিষয়, ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন,—উপস্থেত্যাদি দ্বারা।

† কোনও পশুবধ করিবার পর সিংহের অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিনিক্ষেপের যে অভ্যাস, তাহা আমিষলোলুপ প্রতিদ্বন্দ্বীর আশঙ্কাজনিত বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। তারানাথ তর্কবাচস্পতি বলেন—যখন বাক্যগত কোন পদ পূর্বগত অথবা আগামী কোনও শব্দের সহিত অন্বিত থাকে তখন এই ন্যায়ের প্রয়োগে তাহার অর্থ বুঝিতে হয়। বাচস্পতিমিশ্র, সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, ভামতী, ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকায় এই অর্থে উক্ত ন্যায়ের বহু প্রয়োগ করিয়াছেন। আচার্য পীতাম্বর বলেন —লম্ফ দিয়া ভূমি উল্লঙ্ঘন করিয়া, পরিত্যক্ত ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করা সিংহের অভ্যাস। তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই ন্যায় উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং যখন প্রসঙ্গাধীন বস্তুকে ছাড়িয়া অন্য অর্থের বর্ণনা করিবার পর পুনর্বার প্রসঙ্গাধীন বস্তুর আলোচনা করা হয়, তখন এই ন্যায়ের প্রয়োগ হয়। এস্থলে চিদাভাস কর্তৃক সাক্ষীর অনুসরণের আলোচনা ছাড়িয়া দুই শ্লোকে অর্থান্তরবর্ণন করিয়া পুনর্বার সাক্ষীর অনুসরণরূপ আলোচ্য অর্থের বর্ণন করায়, উক্ত ন্যায়ের প্রয়োগ বুঝিতে হইবে।

অনুবাদ—যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্র (অর্থাৎ রাজার জীবদ্দশায় রাজকার্য্য পরিচালনায় প্রাপ্তাধিকার পুত্র) পিতার স্থলে সম্রাট হইবার আকাঙ্ক্ষায় পিতার অনুসরণ করে ; সেইরূপ চিদাভাস ব্রহ্মভাব পাইবার ইচ্ছায় সাক্ষী কূটস্থরূপ ব্রহ্মের অনুসরণ করিয়া থাকে।

টীকা—"রাজানুকারী ভবতি"—অর্থাৎ রাজার ন্যায় প্রজারঞ্জনাদিগুণযুক্ত হয়। ২৪০

ভাল, যুবরাজ রাজার অনুসরণ করিলে, তাহার সাম্রাজ্যলাভরূপ ফল দেখা যায়। সাক্ষীর অনুসরণ করিলে চিদাভাসের ত' সেইরূপ ফল দেখা যায় না। তাহা হইলে চিদাভাস কেন সাক্ষীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(চ) চিদাভাসের সাক্ষীর অনুসরণ করিবার ফল।

যো ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবত্যেব ইতি শ্রুতিম্।
শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরৎ।২৪১

অন্বয়—"যঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি এব" ইতি শ্রুতিম্ শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন ব্রহ্ম বেত্তি ইতরৎ চ ন।

অনুবাদ—যিনি ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মই হইয়া যান, এই শ্রুতিবচন শুনিয়া, সেই একমাত্র ব্রহ্মবিষয়ে চিত্তার্পণ করিলে, ব্রহ্মকেই জানেন, অন্য কিছুকেই নহে।

টীকা—[সঃ যঃ হ বৈ এতৎ পরমম্ ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি, ন অস্য অব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি, তরতি শোকম্, তরতি পাপ্মানম্, গুহাগ্রন্থিভ্যঃ বিমুক্তঃ অমৃতঃ ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।২।৯] —'যিনিই সেই পরমব্রহ্ম, নিশ্চয়পূর্ব্বক ও সাক্ষাদ্ভাবে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান, তাঁহার পুত্রাদিবংশে অথবা শিষ্যাদিবংশে কেহই ব্রহ্মজ্ঞানরহিত হন না ; তিনি শোক উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ ইষ্টবস্তুবৈফল্যজনিত মানসিক সন্তাপরহিত হন ; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পাপ অতিক্রম করেন ; বুদ্ধিগত অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মরণভাবরহিত মোক্ষলাভ করেন', এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মভাবাদিরূপ ফল শুনা যায়। সেই ফললাভের ইচ্ছা করিয়া চিদাভাসের সাক্ষীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া অযৌক্তিক নহে। ২৪১

ভাল, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে চিদাভাসের চিদাভাসত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে চিদাভাস আপনার বিনাশের জন্য কেন প্রবৃত্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ছ) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির জন্য চিদাভাসের আত্মবিনাশেচ্ছা ; দৃষ্টান্ত।

দেবত্বকামা হ্যগ্ন্যাদৌ প্রবিশন্তি যথা তথা।
সাক্ষিত্বেনাবশেষায় স্ববিনাশং স বাঞ্ছতি॥ ২৪২

অন্বয়—যথা দেবত্বকামাঃ হি অগ্ন্যাদৌ প্রবিশন্তি তথা সাক্ষিত্বেন অবশেষায় সঃ স্ববিনাশম বাঞ্ছতি।

অনুবাদ— যেমন দেবত্বের কামনা করিয়া লোকে অগ্নি প্রভৃতিতে প্রবেশ করে (যেমন কুমারিলভট্ট করিয়াছিলেন বলিয়া "শঙ্করবিজয়" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে), সেইরূপ সাক্ষিরূপে অবশিষ্ট থাকিবার জন্য চিদাভাস আপনার বিনাশ ইচ্ছা করেন।

টীকা— যেমন সংসারে লোকে দেবত্বপ্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া ভৃগুপতন (পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে "খড়ে" পতন) অবলম্বন করিয়া কিম্বা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া অথবা প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে জলপ্রবেশ করিয়া স্ববিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়, এই প্রকার সাক্ষিভাবে অবস্থানে অধিক ফল আছে বলিয়া চিদাভাসরূপতার বিনাশের হেতু ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। এস্থলে এইরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে যে দেবভাবপ্রাপ্তির অভিলাষী, ভৃগুপতন, অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতির দ্বারা স্থূল দেহেরই বিনাশ ইচ্ছা করে; আপনার অর্থাৎ জীবত্বের বিনাশ ইচ্ছা করে না। এইহেতু অর্থাৎ প্রাপ্তিকামী জীব বিদ্যমান থাকে বলিয়া, তাহার দেবভাবের প্রাপ্তি সম্ভব হয়, কিন্তু চিদাভাস আপনারই বিনাশের দ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির ইচ্ছা করে; সে স্থলে প্রাপকের অভাবহেতু ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। তথাপি ৪।১১, ৬।২৩, ৭।৫ ইত্যাদি শ্লোকে যে কূটস্থবিশিষ্ট বুদ্ধিগত প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসকেই জীব বলিয়া সূচনা করা হইয়াছে, তাহারই বন্ধমোক্ষাদিতে অধিকার; এইহেতু ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিসহিত চিদাভাসের এবং তৎসহিত জীবভাবের বিনাশ হইলেও কূটস্থের ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। আর কোথাও বিশেষণের ধর্ম্মের 'বিশিষ্ট' বা বিশেষ্যরূপে ব্যবহার হয় (যথা—"একতারং নভো দৃষ্ট্বা স্মর্হব্যো নারদো মুনিঃ"; এস্থলে 'নভঃ' অদৃশ্য বলিয়া 'একতারং দৃষ্ট্বা',—অর্থাৎ বিশেষ্যের বাধা হইল বলিয়া বিশেষণধর্ম্মের 'বিশিষ্ট'রূপে ব্যবহার হইল;) আর কোথাও বা বিশেষ্যের ধর্ম্মের 'বিশিষ্ট'রূপে ব্যবহার হয়—যথা 'ঘটো নিত্যঃ' এস্থলে ঘট নিত্য হইতে পারে না বলিয়া ঘটত্বরূপ বিশেষ্যধর্ম্মের বিশিষ্টরূপে ব্যবহার হইল। এইরূপ শাস্ত্রীয় নিয়ম আছে বলিয়া, তদনুসারে অন্তঃকরণ সহিত চিদাভাসরূপ বিশেষণের নাশে চিদাভাসযুক্তান্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের নাশ হইল, এইরূপ ব্যবহার হয় এবং কূটস্থরূপ বিশেষ্যের ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারা চিদাভাসযুক্তান্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইল, এইরূপ ব্যবহার হয়। এইহেতু এস্থলে কোনও প্রকার অসম্ভাবনা নাই। ২৪২

৪। জ্ঞানিচিদাভাসের প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত ব্যবহারের সম্ভাবনা।

ভাল, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যখন চিদাভাসভাব নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন সংসারে জ্ঞানিগণের জীবরূপে ব্যবহার কি প্রকারে হইতে পারে?—এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় পর্য্যন্ত সেই চিদাভাসরূপতা সম্ভব:—

(ক) জ্ঞানীর প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত ব্যবহার সম্ভব।

যাবৎ স্বদেহদাহং স নরত্বং নৈব মুঞ্চতি।
তাবদারব্ধদেহং স্যান্নাভাসত্ববিমোচনম্॥ ২৪৩

অন্বয়—যাবৎ স্বদেহদাহম্ সঃ নরত্বম্ ন এব মুঞ্চতি, (তথা যাবৎ) আরব্ধদেহম্ স্যাৎ তাবৎ আভাসত্ববিমোচনম্ ন।

অনুবাদ—যেমন অগ্নিপ্রবিষ্ট পুরুষের যে পর্য্যন্ত না দেহ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই

পর্য্যন্ত মনুষ্যভাব তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্মাধীন দেহ বিদ্যমান, সেই পর্য্যন্ত চিদাভাসরূপতার নিবৃত্তি নাই।

টীকা—যেমন অগ্নি প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট পুরুষের, দাহ প্রভৃতির দ্বারা যে পর্য্যন্ত দেহের বিনাশ না হয়, সেই পর্য্যন্ত, "সঃ নরত্বম্ ন এব মুঞ্চতি"—সে নররূপে ব্যবহারযোগ্যতা কিছুতেই পরিত্যাগ করে না অর্থাৎ তাহার দেহ নররূপে ব্যবহারযোগ্যতা হারায় না, এইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয়পর্য্যন্ত জীবের চিদাভাসরূপে জীবত্বের ব্যবহার নিবৃত্ত হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ২৪৩

ভাল, জ্ঞানীর ভোক্তৃত্বাদিভ্রান্তির উপাদান অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায়, পুনর্ব্বার অর্থাৎ জ্ঞান লাভের পরেও কেন ভোগের অনুবৃত্তি থাকে অর্থাৎ বাধিত হইয়া আবার জাগে? কেনই বা 'আমি মনুষ্য' এই প্রকার বিপরীত প্রতীতি হয়?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার সম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীতে বাধিত-প্রপঞ্চের অনুবৃত্তি থাকে, দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন।

রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি।
পুনর্মন্দান্ধকারে সা রজ্জুঃক্ষিপ্তোরগী ভবেৎ ॥২৪৪

অন্বয়—রজ্জুজ্ঞানে অপি কম্পাদিঃ শনৈঃ এব উপশাম্যতি; পুনঃ মন্দান্ধকারে ক্ষিপ্তা সা রজ্জুঃ উরগী ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—(রজ্জুসর্প ভ্রমে) যেমন রজ্জুর জ্ঞান হইলেও সর্পভয়জনিত কম্পাদি তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং আবার মন্দান্ধকারে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই রজ্জু আবার ভুজগী হইয়া দাঁড়ায়,— ২৪৪

দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধ অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

এবমারব্ধভোগোঽপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ ॥
ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্ত্যোঽহমিতি ভাসতে ॥ ২৪৫

অন্বয়—এবম্ আরব্ধভোগঃ অপি শনৈঃ শাম্যতি, হঠাৎ ন; ভোগকালে কদাচিৎ তু "অহম মর্ত্ত্যঃ" ইতি ভাসতে।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ অল্পে অল্পে শান্ত হয়, হঠাৎ নিবৃত্ত হয় না; পুনর্ব্বার ভোগকালে কখন কখন 'আমি মনুষ্য' এইরূপ ভান বা প্রতীতি হয়। ২৪৫

ভাল, "আমি মনুষ্য" এইরূপ বুদ্ধি আবার উদিত হইলে তদ্দ্বারা ত' তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) বাধিতানুবৃত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না।

নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।
জীবন্মুক্তিব্রতং নেদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু ॥ ২৪৬

অন্বয়—এতাবতা অপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানম্ ন বিনশ্যতি; ইদম জীবন্মুক্তিব্রতম্ ন, কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু।

অনুবাদ—'আমি মনুষ্য' এইরূপ প্রতীতি আবার হইলেও, এতটুকু অপরাধে তত্ত্বজ্ঞানের বিনাশ হয় না। ইহা জীবন্মুক্তির ব্রত নহে (যে, আপনাতে একবার মনুষ্যবুদ্ধি হইলেই মৌনব্রতাদির ন্যায় ব্রতভঙ্গ হইবে), কিন্তু সম্যগ্‌জ্ঞান দ্বারা যে, ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা আত্মবস্তুর স্বস্বরূপে স্থিতিমাত্র অথবা বাধিতরূপে দ্বৈতের প্রতীতি এবং অবাধিতরূপে অদ্বৈতপ্রতীতিরূপ ব্যবস্থামাত্র।

টীকা—কোনও সময়ে 'আমি মানুষ' এই প্রকার জ্ঞানের উদয়মাত্রেই বেদরূপ প্রমাণ-জনিত তত্ত্বজ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয় না। 'আমি মানুষ' এই প্রকার জ্ঞানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান কেন বাধাপ্রাপ্ত হয় না? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ইহা জীবন্মুক্তিব্রত নহে"—ইহা মনুষ্যত্ববুদ্ধির তিরোভাবকরণস্বরূপ জীবন্মুক্তিব্রত অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে, যাহাতে নিয়মভঙ্গে ফলাভাব হয়, কিন্তু সম্যগ্‌জ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তিজ্ঞানের যে নিবৃত্তি হয়—ইহা বস্তুস্বভাব। এই হেতু কোনও কালে মনুষ্যত্ববুদ্ধির উদয় হইলেও আবার (অন্য ব্রহ্মাত্মাকারা বৃত্তিরূপ) অন্য তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা, সেই মনুষ্যত্ববুদ্ধির বাধ করা যাইতে পারে। (অচ্যুতরায়কৃত টীকা)—"ভাল, এইরূপে যদি (জ্ঞানীর) কখন ভোগকালে অদ্বৈতব্রহ্মাত্মবিস্মৃতির বশে 'আমি মানুষ' এইরূপ জ্ঞান হয় এবং সেই মনুষ্যত্বপ্রতীতির বশে প্রাতর্মধ্যাহ্নাদিকালনির্দ্দিষ্ট সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া ঈশ্বরপ্রীতি কিম্বা অসত্যভাষণ দ্বারা ঈশ্বরক্রোধ অর্জ্জন করেন, তাহা হইলে সেই পুণ্য ও পাপের ফলে জ্ঞানীর ত' সংসার সম্ভাবনা এবং তাঁহার তত্ত্ব-জ্ঞান, উৎপন্ন হইলেও মোক্ষরূপ ফলের বিনাশ হেতু, বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তাহা ত' বাঞ্ছিত নহে; এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"এতটুকু অপরাধে তত্ত্বজ্ঞানের বিনাশ হয় না"। ভাল এই গ্রন্থেই নিয়ে ১২৬ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে "তত্ত্ববিস্মৃতি মাত্রেই অনর্থ ঘটে না, কিন্তু বিপর্য্যয়হেতু অনর্থ ঘটে"। তাহা হইলে "আমি মনুষ্য" এইরূপ 'বিপর্য্যয়' ঘটিলে আবার সংসারপ্রবেশ ঘটিয়া জ্ঞাননাশ ত' হইবেই"। (উত্তর) এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। "বিপর্য্যেতুং ন কালোঽস্তি ঝটিতি স্মরতঃ ক্বচিৎ —অচিরেই স্মরণ হয় বলিয়া বিপর্য্যয় ঘটিবার সময় থাকে না',—এইরূপে কথিতবাক্যপূর্ব্বিকারক অংশের এবং ২৪৫ শ্লোকের "ভোগকালে কদাচিত্তু মর্ত্ত্যোঽহমিতি ভাসতে"-'কিন্তু ভোগকালে কখন কখন 'আমি মনুষ্য' এইরূপ ভান হয়'—এই স্থলে'কদাচিৎ' (কখন কখন) এই পদের, প্রতি দৃষ্টি না রাখিলেই উক্ত শঙ্কার সম্ভাবনা। অতএব "জীবন্মুক্তি ব্রত নহে" ইত্যাদি দ্বারা, বাধিত দ্বৈতপ্রতীতি এবং অবাধিত অদ্বৈতপ্রতীতিরূপ আত্মজ্ঞানের ব্যবস্থা।" ইনি 'স্থিতি' শব্দে 'ব্যবস্থা' বুঝিয়াছেন, রামকৃষ্ণ বুঝিয়াছেন 'স্বভাব'।

এস্থলে অভিপ্রায় এই—জীবাত্মা হইতে অভিন্ন অধিষ্ঠানব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা অহঙ্কারাদি জগদ্‌ভ্রান্তির বাধ হয়; যেমন রজ্জুর জ্ঞানদ্বারা সর্পাদিভ্রান্তির বাধ হয়। যেমন সর্পজ্ঞানজনিত হৃৎকম্পাদি বিলম্বে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রারব্ধকর্ম্মজনিত ভোগ বিলম্বে অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হইলেই নিবৃত্ত হয়, সাধনান্তরদ্বারা নিবৃত্ত হয় না। আবার যেমন মন্দান্ধকারে নিক্ষিপ্ত রজ্জু পুনর্ব্বার

সর্পরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ ভোগকালে, 'আমি মনুষ্য'—এইরূপ প্রতীতি কখন কখন বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ হইয়া থাকে। ('বাধ' শব্দে মিথ্যাত্বনিশ্চয় বুঝিতে হইবে; মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত প্রপঞ্চের, সেই নিশ্চয়ের পরে প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অবস্থানকে 'বাধিতানুবৃত্তি' বলে।)

ধনুর দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণের সহিত প্রারব্ধ কর্ম্মের তুলনা করিলে, ধনুতে যোজিত বাণকে ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বলিতে হয় এবং তূণীরে রক্ষিত বাণকে সঞ্চিত কর্ম্ম বলিতে হয়। গাভীকে ব্যাঘ্র মনে করিয়া তাহার প্রতি নিক্ষিপ্তবাণকে যেমন ধনুঃসংযোজিত বাণের কিম্বা তূণীররক্ষিত বাণের বিনাশ দ্বারাও ফিরান যায় না, তাহা আপন বেগের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত চলিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপ ধনুর বিনাশে তৎসংযোজিত বাণরূপ ক্রিয়মাণ কর্ম্ম এবং তূণীররক্ষিত বাণরূপ সঞ্চিত কর্ম্ম নিষ্ফল হইলেও, মুক্তবাণরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগরূপ কার্য্যের অনুবৃত্তি চলিতে থাকে, অর্থাৎ উপাদানের বিনাশে তাহার কার্য্য ক্ষণান্তরে বিনষ্ট হয়। (৬।৫৪ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য)

এস্থলে এই আশঙ্কা উঠিতে পারে—ধনুঃ বাণের বেগের নিমিত্তকারণ বলিয়া, ধনুর নাশ হইলেও, নিক্ষিপ্ত বাণের বেগ থাকিতে পারে; যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকারের বিনাশ হইলেও ঘট থাকিয়া যায়; কিন্তু অজ্ঞান, কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ভ্রমরূপ কার্য্যের উপাদান বলিয়া অজ্ঞানের বিনাশে ভ্রমরূপ কার্য্যের স্থিতি সম্ভব নহে, যেমন মৃত্তিকার বিনাশে ঘটের স্থিতি অসম্ভব।

এই আশঙ্কার সমাধান এইরূপে হইবে—অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপরূপ দুই অংশ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইয়া, প্রারব্ধ কর্ম্মের বলে, প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের ক্ষয় পর্য্যন্ত, ভর্জ্জিতধান্যের ন্যায় থাকিয়া যায়, তাহাকেই অজ্ঞানলেশ বলে। আবরণবিক্ষেপকারিণী মায়া অজ্ঞানের উপাদান বলিয়া, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-ব্যবহারকালে স্বরূপবিস্মৃতিরূপ এবং সুষুপ্তিপ্রভৃতি কালে নিদ্রাত্মক "আবরণ-" রূপ এবং 'আমি অমুক কার্য্যের কর্ত্তা', 'অমুক ভোগের ভোক্তা' 'আমি মনুষ্য' 'আমি ব্রাহ্মণ' 'আমি দেখিতেছি' ইত্যাদি "বিক্ষেপ"-রূপ, কার্য্যের অনুবৃত্তি চলিতে থাকে, কিন্তু অজ্ঞান জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা বাধিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাহা ভর্জ্জিত ধান্যবীজের ন্যায় অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায় অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মে জীবেশ্বরাদিপঞ্চভেদবুদ্ধির এবং জগতে পারমার্থিক সত্যতা-বুদ্ধির হেতু হয় না; কিম্বা প্রারব্ধভোগের অনন্তর অন্য জন্মের হেতু হয় না—ইহাই কোন কোন আচার্য্যের মত।

অথবা অজ্ঞানের দুই শক্তি—(১) আবরণকারিণী এবং (২) (দেহাদিপ্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞানরূপ-) বিক্ষেপকারিণী। তন্মধ্যে আবরণকারিণী শক্তিবিশিষ্ট অংশ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়; বিক্ষেপ-কারিণীশক্তিবিশিষ্টাংশ প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধের ক্ষয়পর্য্যন্ত ভর্জ্জিত বীজের ন্যায় বাধিত হইয়া অবশিষ্ট থাকে। পদ্মপাদাচার্য্যের মতে তাহাই 'অবিদ্যালেশ'। এইহেতু দর্পণজ্ঞানের পর তৎপ্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্ব জ্ঞানের ন্যায়, তত্ত্বজ্ঞানের পর জ্ঞানীর দেহাদিবিক্ষেপের প্রতীতি হয়। তদ্দ্বারা প্রারব্ধভোগ সিদ্ধ হয়। কোন কোন সময়ে ব্যবহারকালে 'আমি মনুষ্য', 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি বধির' ইত্যাদিরূপ অধ্যাস বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ হইয়া থাকে। আর 'আমি দেহ' 'আমি ইন্দ্রিয়', বা 'আমি অন্তঃকরণ' ইত্যাদিরূপ অধ্যাস কখনই হয় না। আর আবরণকারিণী

শক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানাংশের নাশহেতু, 'আমি অজ্ঞানী', 'আমি কূটস্থ নহি' অথবা 'কূটস্থের প্রতীতি হইতেছে না' এই প্রকারের আবরণ তত্ত্বজ্ঞানীর হয় না, এবং ব্যবহারকালে যে কথন কথন স্বরূপের বিস্মৃতি হয়, তাহা আবরণরূপ নহে, কিন্তু অনাত্মাকারা বৃত্তির দ্বারা আত্মাকারা বৃত্তির তিরোধান মাত্র; যেহেতু নিয়ম রহিয়াছে—ভিন্নবিষয়রূপ অধিকরণবিশিষ্ট দুইজ্ঞান বিশেষাকারে একইকালে থাকিতে পারে না, যেমন ঘটের বিশেষজ্ঞান থাকিতে পটের বিশেষজ্ঞান সম্ভব নহে; সেই প্রকার যখন অনাত্মাকারা বৃত্তি হয় তখন ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হয় না, কিন্তু তাহার তিরোধান হয়, আবরণ হয় না; আর সুষুপ্তিপ্রভৃতি স্থলে বিদ্যমান যে আবরণ তাহাকে 'তুলাজ্ঞান' (উপাধাবচ্ছিন্নচৈতন্যাচ্ছাদক অজ্ঞান) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে অর্থাৎ তাহার নাশের নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা নাই; কেননা তাহা মূলাজ্ঞান নহে। তাহা প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া, আবৃত বস্তুর জ্ঞান দ্বারাই, তাহার বিনাশ হয়; ইহাই 'পঞ্চপাদিকা'-কার পদ্মপাদাচার্য্যের প্রদর্শিত উপায়ে সমাধান। এই প্রকারে জ্ঞানোত্তরকালে জ্ঞানীর ভোগের অনুবৃত্তি এবং ভোগকালে 'আমি মনুষ্য' ইত্যাদিরূপ বিপরীত প্রতীতি, সম্ভব হয়। ২৪৬

ভাল, রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদিভ্রমের স্থলে বিপরীতজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও তাহার কার্য্যের অর্থাৎ কম্পাদির অনুবৃত্তি বা কারণনাশের পরেও স্থিতি, হয় বটে, কিন্তু (৩৩ শ্লোকোক্ত) সাত অবস্থার বর্ণনপ্রসঙ্গে বর্ণিত দশম পুরুষের দৃষ্টান্তে, "তুমিই সেই দশম পুরুষ" এই বাক্যের বিচারজনিত জ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইলে, সেই ভ্রান্তির কার্য্যের অনুবৃত্তি ত' দেখা যায় না। এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(য) দশমপুরুষাবিষ্কারে বাধিতানুবৃত্তি।

দশমোঽপি শিরস্তাড়ং রুদন্ বুদ্ধ্বা ন রোদিতি।
শিরোব্রণস্তু মাসেন শনৈঃ শাম্যতি নো তদা ॥ ২৪৭

অন্বয়—দশমঃ অপি শিরস্তাড়ম্ (ণমুল প্রত্যয়ান্ত) রুদন্ বুদ্ধ্বা ন রোদিতি। শিরোব্রণম্ তু শনৈঃ মাসেন শাম্যতি, তদা নো।

অনুবাদ—দশম পুরুষও শিরে আঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে, "তুমিই সেই দশমপুরুষ"—এই তত্ত্ব জানিয়াই রোদনে নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার শিরস্তাড়নজনিত ক্ষত অল্পে অল্পে এক মাসে আরোগ্যলাভ করে; তৎকালেই আরোগ্যলাভ করে না।

টীকা—আমিই সেই দশম পুরুষ, এই জ্ঞানের উদয় হইবামাত্রই শিরস্তাড়নসহ রোদনে নিবৃত্ত হয়, আর সেই তাড়নের কার্য্য যে শিরঃক্ষত, তাহা পরেও থাকিয়া যায়, ইহাই অর্থ। ২৪৭

ভাল, জ্ঞানলাভের পরেও যদি সংসারের অনুবৃত্তি রহিল, তাহা হইলে জীবন্মুক্তি হইতে কি প্রকারে পুরুষার্থসিদ্ধি হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন—যে জীবন্মুক্তি সংসারদুঃখকে আচ্ছাদন করিয়া যে হর্ষ উৎপাদন করে, তাহাতেই জীবন্মুক্তির পুরুষার্থতা :—

(ঙ) জীবন্মুক্তিলাভে প্রারব্ধদুঃখের তিরোধান; দৃষ্টান্ত।

দশমামৃতিলাভেন জাতো হর্ষো ব্রণব্যথাম্।
তিরোধত্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধদুঃখিতাম্॥ ২৪৮

অন্বয়—দশমামৃতিলাভেন জাতঃ হর্ষঃ ব্রণব্যথাম্ তিরোধত্তে তথা মুক্তিলাভঃ প্রারব্ধ-দুঃখিতাম্ (তিরোধত্তে)।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন, দশম পুরুষ মরে নাই—এই জ্ঞান লাভ করিয়া যে হর্ষ উৎপন্ন হইল, তাহা শিরঃক্ষতজনিত পীড়াকে ঢাকিয়া ফেলিল, সেইরূপ জীবন্মুক্তিলাভ প্রারব্ধজনিত দুঃখকে ঢাকিয়া ফেলে অর্থাৎ দুঃখ থাকিলেও হর্ষের আধিক্যে তাহা অননুভূতপ্রায় হইয়া যায়। ২৪৮

২৪৬তম শ্লোকে বলা হইয়াছে—ইহা অর্থাৎ আত্মায় মনুষ্যবুদ্ধি না করা, জীবন্মুক্তির ব্রত নহে। তাহা যে ব্রত নহে, তাহাতে কি সিদ্ধ হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(চ) অধ্যাসনিবৃত্তির জন্য বার বার বিচার কর্তব্য, দৃষ্টান্ত।

ব্রতাভাবাদ্যদাধ্যাসস্তদা ভূয়ো বিবিচ্যতাম্।
রসসেবী দিনে ভুংক্তে ভূয়ো ভূয়ো যথা তথা॥ ২৪৯

অন্বয়—ব্রতাভাবাৎ যদা অধ্যাসঃ তদা ভূয়ঃ বিবিচ্যতাম্ ; যথা রসসেবী দিনে ভূয়ঃ ভূয়ঃ ভুংক্তে, তথা।

অনুবাদ যে হেতু আত্মায় মনুষ্যবুদ্ধির অকরণ—এইরূপ কোন ব্রত (অদৃষ্টোৎ-পাদক অনুষ্ঠান) জীবন্মুক্তি নহে, সেই হেতু যখনই 'আমি দেহ,' 'আমি মনুষ্য' এইরূপ অধ্যাস (প্রারব্ধবশে) উপস্থিত হইবে, তখনই আবার বিচারে প্রবৃত্ত হইবে ; যেমন স্বর্ণপর্পটী প্রভৃতি পারদঘটিত ঔষধসেবী একইদিনে ক্ষুধারূপ (দৃষ্ট-) দুঃখনিবৃত্তির জন্য বার বার ভোজন করে, (সেইরূপ)।

টীকা—"যথা রসসেবী"—যেমন রসসেবী রোগী মানব, "দিনে"—একই দিনে, ক্ষুধারূপ দৃষ্টদুঃখনিবৃত্তির জন্য বার বার অর্থাৎ ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করে, সেইরূপ অধ্যাসনিবৃত্তির জন্য জ্ঞানীর বার বার, দেহাদি হইতে আপনার ভেদজ্ঞানরূপ বিচার করা কর্তব্য। যেমন তণ্ডুলাদির দ্বারা নিষ্পন্ন "অন্নের" কণা ভক্ষণ করিলে একাদশী ব্রত ভঙ্গ হয়, সেইরূপ 'আমি মনুষ্য,' ইত্যাদিরূপ অধ্যাস হইলেই যে জীবন্মুক্তিভঙ্গ হইবে, জীবন্মুক্তি এইরূপ ব্রত নহে। তথাপি "রসসেবী"—পারদাদিঘটিত ঔষধ সেবী, যেমন দৃষ্টদুঃখরূপ ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য বার বার ভোজন করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানীও অধ্যাসজনিত দৃষ্টদুঃখরূপ বিক্ষেপের নিবৃত্তির জন্য বার বার ব্রহ্মবিচার করিবেন। এস্থলে গূঢ়াভিপ্রায় এই—অগ্রে (ধ্যানদীপ ৭।৩৯ শ্লোকে), ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই তিন প্রকার প্রতিবন্ধকের কথা বলিবেন ; তাহারাই জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে প্রতিবন্ধক। সংশয় ও বিপর্যয় বা বিপরীত ভাবনা, জ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে প্রতিবন্ধক নহে কিন্তু তদুভয় পিতামাতার সেবায় অক্ষম রোগী পুত্রের রোগের ন্যায়, জ্ঞানফলে বা সাফল্যমণ্ডিত দৃঢ়

জ্ঞানে প্রতিবন্ধক ; আর জ্ঞানোৎপত্তির পরে প্রারব্ধক্ষয় পর্য্যন্ত অবশিষ্ট অবিদ্যার বিক্ষেপোৎপাদিকা শক্তিজনিত যে অধ্যাসরূপ বিক্ষেপ, তাহা জ্ঞানের ফল জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তির প্রতিবন্ধক নহে, কিন্তু জীবন্মুক্তের যে অনন্তলভ্য আনন্দ তাহারই প্রতিবন্ধক। এই হেতু, অধ্যাসকরণে বিরতি ব্রতরূপ নহে বলিয়াও, জীবন্মুক্তি ভিন্ন অন্যত্র অলভ্য আনন্দের জন্য বার বার ব্রহ্মবিচার কর্ত্তব্য। ২৪৯

ভাল, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল যদি জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত না হয়, তবে কিসে তাহার নিবৃত্তি হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগদ্বারাই নিবৃত্ত হইবে, যেমন শিরস্তাড়নজনিত ব্রণ ঔষধ দ্বারা নিবৃত্ত হয় :—

(ছ) ভোগ দ্বারা প্রারব্ধের নিবৃত্তি : দৃষ্টান্ত।

শময়ত্যৌষধেনায়ং দশমঃ স্বং ব্রণং যথা।
ভোগেন শময়িত্বৈতৎ প্রারব্ধং মুচ্যতে তথা॥ ২৫০

অন্বয়—যথা অয়ম্ দশমঃ ঔষধেন স্বম্ ব্রণম্ শময়তি, তথা ভোগেন এতৎ প্রারব্ধম্ শময়িত্বা মুচ্যতে।

অনুবাদ—যেমন এই দশমপুরুষ ঔষধ দ্বারা শিরস্তাড়নজনিত ক্ষতের আরোগ্য সম্পাদন করেন, সেইরূপ ভোগদ্বারা এই প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তি করিয়া জ্ঞানী বিদেহমুক্ত হন।

টীকা—দশম পুরুষের শিরস্তাড়নরূপ নিমিত্ত-জনিত ক্ষতের সদৃশ (স্থানীয়)—প্রারব্ধরূপ-নিমিত্ত জনিত শরীর। যেমন মহলম, পটী ও প্রক্ষালন জলদ্বারা ক্ষতের নিবৃত্তি, সেইরূপ অন্ন, বস্ত্র ও পানীয়দ্বারা প্রারব্ধরচিত শরীরের নির্ব্বাহদ্বারা জ্ঞানীর বিদেহমুক্তি। ২৫০

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যে শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—পুরুষ অর্থাৎ জীব যদি বুঝিতে পারে যে আমি হইতেছি এতৎস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাতীত পরমাত্মস্বরূপ, তাহা হইলে, সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় (কোন্ প্রয়োজনে) শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর (অর্থাৎ দুঃখ) অনুভব করিবেন?—এই শ্রুতিবচনে অপরোক্ষ জ্ঞান ও শোকনিবৃত্তি নামক যে জীবগত দুই অবস্থা কথিত হইয়াছে, তাহা এই অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই অবস্থাদ্বয়ের উল্লেখদ্বারা সূচিত—জীবের যে সপ্তমী বা তৃপ্তিরূপাবস্থা, তাহাই অতীতার্থের অনুবাদপূর্ব্বক ২৫২ হইতে ২৯৮ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণন করিবার প্রারম্ভ করিতেছেন :—

(জ) ১৩৬—১৯১ শ্লোক-বর্ণিত শোকের নিবৃত্তি। "তৃপ্তি"র বর্ণনা।

কিমিচ্ছন্নিতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষ উদীরিতঃ।
আভাসস্য হ্যবস্থৈষা ষষ্ঠী তৃপ্তিস্তু সপ্তমী॥ ২৫১

অন্বয়—কিমিচ্ছন্ ইতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষঃ উদীরিতঃ ; এষা আভাসস্য ষষ্ঠী অবস্থা, তৃপ্তিঃ হি তু সপ্তমী (অবস্থা)।

অনুবাদ—"কিমিচ্ছন্"—কিসের ইচ্ছা করিয়া, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে, শোক হইতে মুক্তি কথিত হইয়াছে। এই শোকনিবৃত্তি চিদাভাসের ষষ্ঠী অবস্থা ; তাহার সপ্তমী অবস্থা তৃপ্তি এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে।

টীকা—প্রথম শ্লোকোক্ত "কিসের ইচ্ছা করিয়া"—ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনের উত্তরার্দ্ধ দ্বারা কথিত যে শোকনাশ, তাহা এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২৬ হইতে ২৫১ পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহদ্বারা কথিত হইয়াছে। ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, শোকনিবৃত্তি ও নিরঙ্কুশা তৃপ্তি—জীবের এই সাত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শোকনিবৃত্তি ষষ্ঠাবস্থা ; ইহাই কহিতেছেন—"এই শোকনিবৃত্তি ইত্যাদি"। এস্থলে 'তৃপ্তি' সপ্তমী অবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—এইরূপে বাক্যশেষ করিতে হইবে। ২৫১

জ্ঞানী চিদাভাসের নিরঙ্কুশাতৃপ্তি নামক সপ্তমী অবস্থা।

১। প্রতিযোগিসমূহের স্মরণপূর্ব্বক জ্ঞানীর কর্ত্তব্যাভাবরূপ কৃতকৃত্যতা।

অপরোক্ষজ্ঞানজনিত তৃপ্তির নিরঙ্কুশতার, কর্ত্তব্যাবশেষ ও প্রাপ্তব্যাবশেষরূপ ব্যাঘাত প্রদর্শনপূর্ব্বক, প্রতিপাদনের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(ক) প্রতিযোগিপ্রদর্শন দ্বারা, অপরোক্ষজ্ঞান-জনিত তৃপ্তির নিরঙ্কুশতাপ্রতিপাদন।

সাঙ্কুশাবিষয়ৈস্তৃপ্তিরিয়ং তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা।
কৃতং কৃত্যং প্রাপনীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তৃপ্যতি॥ ২৫২

অন্বয়—বিষয়ৈঃ তৃপ্তিঃ সাঙ্কুশা, ইয়ম্ তৃপ্তিঃ নিরঙ্কুশা। কৃত্যম্ কৃতম্, প্রাপনীয়ম্ প্রাপ্তম্ ইতি এব তৃপ্যতি।

অনুবাদ—বিষয়ভোগদ্বারা যে তৃপ্তি, তাহা সাঙ্কুশা—তাহার ব্যাঘাত বিদ্যমান, কিন্তু সপ্তমী অবস্থারূপ তৃপ্তি নিরঙ্কুশা অর্থাৎ ইহার কামনান্তর দ্বারা কুণ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা করণীয় ছিল তাহা করা হইয়াছে, যাহা প্রাপনীয় ছিল তাহার প্রাপ্তি হইয়াছে, এই হেতু জ্ঞানী তৃপ্তি বা হর্ষ লাভ করেন।

টীকা—"সাঙ্কুশাতৃপ্তিঃ"—কোন বিষয়ের লাভজনিততৃপ্তি অন্য বিষয়ের কামনাদ্বারা কুণ্ঠিত অর্থাৎ ব্যাহত হইলে, তাহা সাঙ্কুশা। আর অপরোক্ষজ্ঞানজনিততৃপ্তি বিষয়ান্তরের কামনা-দ্বারা কুণ্ঠিত হয় না বলিয়া তাহার নিরঙ্কুশতা। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—"যাহা করণীয় ছিল", ইত্যাদি দ্বারা। ২৫২

জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা বুঝাইতেছেন :—

(খ) কৃতকৃত্যতা প্রতি-পাদন।

ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধ্যৈ মুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে।
বহুকৃত্যং পুরাস্যাভূৎ তৎসর্ব্বমধুনা কৃতম্॥ ২৫৩

অন্বয়—অস্য পুরা ঐহিকামুষ্মিক ব্রাতসিদ্ধ্যৈ মুক্তেঃ সিদ্ধয়ে চ বহুকৃত্যম্ অভূৎ, তৎসর্ব্বম্ অধুনা কৃতম্।

অনুবাদ—পূর্ব্বে অজ্ঞানাবস্থায় এই জ্ঞানীর ঐহিকসুখভোগসমূহের জন্য, পারলৌকিক ভোগসমূহের সিদ্ধির জন্য, আর মুক্তির সিদ্ধির জন্য, অনেক কর্ত্তব্য ছিল। সেই সকল কর্ত্তব্য এখন অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে, (সাধ্যবস্তুর অভাবে) কৃতের অর্থাৎ সম্পাদিতের ন্যায়ই হইয়া গিয়াছে।

টীকা—"অস্য"—এই জ্ঞানীর, "পুরা"—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে, ইহলোকের বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রতিকূল বিষয়ের নিবৃত্তির জন্য কৃষিবাণিজ্যাদি, এবং স্বর্গাদিসিদ্ধির জন্য যাগোপাসনাদি এবং মোক্ষের সাধন জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য, শ্রবণমননাদি এইরূপ যে অনেক প্রকার কর্ত্তব্য ছিল, এক্ষণে জ্ঞানাবস্থায় সেই সংসারসম্বন্ধীয় ফলের ইচ্ছা নাই বলিয়া এবং ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া, সেই কৃষি, যাগ, শ্রবণমননাদি সকল কর্ত্তব্য, পালিতের বা নিষ্পাদিতের ন্যায় হইয়া গিয়াছে, কেননা, ইহার পর আর কিছুই অনুষ্ঠেয় নাই, ইহাই অর্থ। ২৫৩

এই প্রকারে জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা প্রদর্শন করিয়া, সেই কৃতকৃত্যতার ফলস্বরূপ তৃপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) প্রতিযোগিস্মরণ-পূর্ব্বক জ্ঞানীর তৃপ্তিলাভ।

তদেতৎকৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপুরঃসরম্।
অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥২৫৪

অন্বয়—অয়ম্ তৎ এতৎ কৃতকৃত্যত্বম্ প্রতিযোগিপুরঃসরম্ অনুসন্দধৎ এব নিত্যশঃ এবম্ তৃপ্যতি।

অনুবাদ—এই জ্ঞানী পূর্ব্বোল্লিখিত সেই এই (অর্থাৎ এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণিতব্য) কৃতকৃত্যতা প্রতিযোগীর অনুসন্ধানপূর্ব্বক অর্থাৎ অকৃতকৃত্যতাবস্থার সহিত তুলনায় আলোচনা করিয়া, এইপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন।

টীকা—এই জ্ঞানী, সেই কৃতকৃত্যতা "প্রতিযোগিপুরঃসরম্ অনুসন্দধৎ"—কর্ত্তব্যাভাবের প্রতিযোগীর স্মরণপূর্ব্বক অর্থাৎ অতীত কর্ত্তব্যনিপীড়িতাবস্থার কথা মনে করিলে যে রূপ হয় সেইরূপে; অগ্রে (২৫২-২৯৮) এই ৪৫টি শ্লোকে বর্ণিত তৃপ্তি সর্ব্বদা অনুভব করিতেথাকেন। ২৫৪

সেই 'কর্ত্তব্য'রূপ প্রতিযোগীর স্মরণপূর্ব্বক কৃতকৃত্যতার অনুসন্ধান, "দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ" ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২৫৫ হইতে ২৯১ শ্লোকসমূহে—ঐহিক সুখার্থিগণ হইতে জ্ঞানীর স্বকীয় বিলক্ষণতা সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) প্রতিযোগিস্মরণে, ঐহিকসুখার্থী হইতে জ্ঞানীর বিলক্ষণতার অনুভব।

দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া।
পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥ ২৫৫

অন্বয়—দুঃখিনঃ অজ্ঞাঃ পুত্রাদ্যপেক্ষয়া কামম্ সংসরন্তু। পরমানন্দপূর্ণঃ অহম্ কিমিচ্ছয়া সংসরামি?

অনুবাদ ও টীকা—জ্ঞানহীন দুঃখিগণ যথেচ্ছপ্রকারে (সুখবুদ্ধি করিয়া) পুত্রাদির কামনায় ঐহিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হউক। আমি পরমানন্দপূর্ণ হইয়াছি; কিসের কামনায় সেইরূপ লোকব্যবহারে প্রবৃত্ত হইব? ২৫৫

স্বর্গাদি লাভের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ হইতে জ্ঞানী আপনার বিলক্ষণতার বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) পারলৌকিক সুখার্থী হইতে জ্ঞানীর স্বকীয় বিলক্ষণতাস্মরণ।

অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণি পরলোকযিযাসবঃ।
সর্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্ ॥ ২৫৬

অন্বয়—পরলোকযিযাসবঃ কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠন্তু; সর্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাৎ কিম্ কথম্ অনুতিষ্ঠামি ?

অনুবাদ—যাহারা পরলোকে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করুক, সর্ব্বলোকস্বরূপ আমি কি হেতু, কোন কর্ম্ম, কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিব ?

টীকা—যে জ্ঞানলাভ করে নাই তাহার বর্ণাশ্রমের অভিমান, কর্তৃত্বাধ্যাসপ্রভৃতি করণ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, স্বর্গাদি কাম্যফল, সকলই বিদ্যমান বলিয়া তাহার কর্ম্মানুষ্ঠানযোগ্যতা আছে। আর আমার (জ্ঞানীর) সাধন, কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, জ্ঞানদ্বারা বাধিত হওয়ায় কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা নাই। এই হেতু এবং দেহ হইতে ভিন্ন অকর্ত্তা বলিয়া সাধনাভাবে এবং দেহাদিরূপ জগৎ বাধিত হওয়ায় সামগ্রীসহিত কর্ম্মের অভাবে এবং সর্ব্বলোকাত্মক হইয়াছি বলিয়া কর্ম্মফলের অভাবে, আমি কি প্রকারে অনুষ্ঠান করি ? কোন প্রকারেই পারি না। ২৫৬

ভাল, জ্ঞানীর নিজের জন্য প্রবৃত্তি না থাকিলেও, পরের জন্য অর্থাৎ লোকসংগ্রহার্থে প্রবৃত্তি কেন হইবে না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—আমার, শঙ্করাদি আচার্য্যগণের ন্যায় অধিকার নাই বলিয়া, সেই পরার্থপ্রবৃত্তিও নাই :—

(চ) অধিকারাভাবে জ্ঞানীর পরার্থপ্রবৃত্তিও নাই।

ব্যাচক্ষতাং তে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা।
যেঽত্রাধিকারিণো মে তু নাধিকারোঽক্রিয়ত্বতঃ ॥

অন্বয়—যে অত্র অধিকারিণঃ তে শাস্ত্রাণি ব্যাচক্ষতাম্, বা বেদান্ অধ্যাপয়ন্তু; মে তু অক্রিয়ত্বতঃ অধিকারঃ ন। ২৫৭

অনুবাদ—যাঁহারা আচার্য্য হইয়া পরার্থসাধনে অধিকারী হইবেন তাঁহারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন বা বেদসমূহের অধ্যাপনা করুন, কিন্তু আমি অক্রিয় বলিয়া আমার পরার্থপ্রবৃত্তিতেও অধিকার নাই।

টীকা—(অচ্যুত রায়)—বস্তুতঃ পরোপকারও পুণ্যের কারণ বলিয়া, তাহাও "স্বার্থ"—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। ২৫৭

ভাল, আপনি ত' জ্ঞানী হইয়া নিজদেহপোষণের জন্য ভিক্ষাহরণাদি করিয়া থাকেন, পরলোকের জন্য স্নানাদি করিয়া থাকেন, দেখা যায়। এই হেতু আপনার অক্রিয়তা অসিদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—ভিক্ষাস্নানাদিও আপন দৃষ্টিতে নাই কিন্তু অন্য লোকে জ্ঞানীর ভিক্ষাস্নানাদির কল্পনা করিয়া থাকে :—

(ছ) জ্ঞানী নিজদৃষ্টিতে অক্রিয়।

নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ।
দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মেঽস্যাদন্যকল্পনাৎ ॥ ২৫৮

অন্বয়—নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে ন ইচ্ছামি ন করোমি চ; দ্রষ্টারঃ কল্পয়ন্তি চেৎ, অন্য-কল্পনাৎ মে কিম্ স্যাৎ ?

অনুবাদ ও টীকা—নিদ্রা, ভিক্ষা, স্নান, শৌচ এই সকল ক্রিয়া চিদাত্মস্বরূপ আমার বাঞ্ছিত নহে এবং আমি তাহার অনুষ্ঠানও করি না; দ্রষ্টৃগণ যদি আমাতে তাহার কল্পনা করে, তাহা হইলে অন্য পুরুষের সেইরূপ কল্পনা হইতে আমার কি ক্ষতি হইবে ? ২৫৮

অন্যকৃত কল্পনার দ্বারাও ক্ষতি হয়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, সেইরূপ কল্পনায় ক্ষতি নাই :—

(জ) অজ্ঞানীর কল্পনায় জ্ঞানীর ক্ষতি নাই।

গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহ্নিনা।
নান্যরোপিতসংসারধর্ম্মানেবমহং ভজে ॥ ২৫৯

অন্বয়—গুঞ্জাপুঞ্জাদি অন্যারোপিতবহ্নিনা ন দহ্যেত। এবম অন্যারোপিতসংসারধর্ম্মান অহম্ ন ভজে।

অনুবাদ ও টীকা—কুঁচফলের রাশিতে রক্তবর্ণ দেখিয়া (শীতার্ত্ত বানরের ন্যায়) তাহাতে অগ্নি কল্পনা করিলে, তাহা দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ অন্যে আমাতে সংসার ধর্ম্মের আরোপ করিলে, আমি তদ্দ্বারা তদ্ধর্ম্মভাক্ অর্থাৎ সংসারী হইব না। ২৫৯

ভাল, আপনার অন্য অর্থাৎ সাংসারিক ফলে ইচ্ছা নাই বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না হয় নাই করিলেন; কিন্তু তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণমননাদি যে কর্ত্তব্য তাহা ত' আপনার আছেই। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—অজ্ঞানাদি নাই বলিয়া আমার শ্রবণাদি-কর্ত্তৃত্বও নাই :—

(ঢ) জ্ঞানীর শ্রবণমননে কর্ত্তব্যতা নাই।

শৃণ্বন্ত্বজ্ঞাততত্ত্বাস্তে জানন্ কস্মাচ্ছৃণোম্যহম্।
মন্যন্তাং সংশয়াপন্নাঃ ন মন্যেঽহমসংশয়ঃ ॥ ২৬০

অন্বয়—(যে) অজ্ঞাততত্ত্বাঃ তে শৃণ্বন্তু, অহম্ জানন্ কস্মাৎ শৃণোমি ? সংশয়াপন্নাঃ মন্যন্তাম, অহম্ অসংশয়ঃ ন মন্যে।

অনুবাদ - যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাহারাই বেদান্তাদি শাস্ত্র শ্রবণ করুক। আমি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়াছি, কি হেতু আবার শ্রবণ করিব ? যে সংশয়গ্রস্ত, সে মনন করুক; আমি নিঃসংশয় বলিয়া মনন করি না।

টীকা—"অজ্ঞাততত্ত্বাঃ"—অজ্ঞাত হইয়াছে ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্ব যাহাদিগের কর্ত্তৃক, এইরূপ যে মুমুক্ষুগণ, তাহারা শ্রবণ করুক। আর, তত্ত্ব এই প্রকার কিম্বা অন্য প্রকার এইরূপ সংশয়গ্রস্ত মুমুক্ষু মনন করুক। আমাতে অজ্ঞান ও সংশয় উভয়ই নাই বলিয়া শ্রবণ মনন উভয়েই প্রবৃত্তি নাই, ইহাই অর্থ। ২৬০

ভাল, শ্রবণমননে আপনার প্রবৃত্তি না হয়, নাই হউক ; কিন্তু বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির জন্য ত' নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—আমার দেহাদিতে আত্মত্ববুদ্ধিরূপ বিপর্য্যয়ও নাই ; সেই হেতু নিদিধ্যাসনও অনুষ্ঠেয় নহে।

(ঞ) নিদিধ্যাসনেও জ্ঞানীর কর্ত্তব্যতা নাই।

বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্য্যয়াৎ।
দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসং ন কদাচিদ্ভজাম্যহম্॥ ২৬১

অন্বয়—বিপর্য্যস্তঃ নিদিধ্যাসেৎ ; অহম্ দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসম্ কদাচিৎ ন ভজামি, অবিপর্য্যয়াৎ ধ্যানম্ কিম্ ?

অনুবাদ ও টীকা—যে ব্যক্তি বিপরীতভাবনাগ্রস্ত সেই নিদিধ্যাসন করুক; আমি দেহে আত্মতাবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা কখনই করি না। যেহেতু আমাতে বিপর্য্যয়ভাবনা নাই, সেই হেতু কিসের ধ্যান করিব ? কিছুরই ধ্যান নহে! ২৬১

ভাল, বিপরীতভাবনা যদি নাই, তবে 'আমি মনুষ্য' এইরূপ ব্যবহার কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃই সেইরূপ ব্যবহার সম্ভব হয় :—

(ট) 'আমি মনুষ্য' ইত্যাদি ব্যবহার, জ্ঞানীর সংস্কারবশতঃই সম্ভব।

অহং মনুষ্য ইত্যাদি ব্যবহারো বিনাপ্যমুম্।
বিপর্য্যাসং চিরাভ্যস্তবাসনাতোঽবকল্পতে॥ ২৬২

অন্বয়—অহম্ মনুষ্যঃ ইত্যাদি ব্যবহারঃ অমুম্ বিপর্য্যাসম্ বিনা অপি চিরাভ্যস্তবাসনাতঃ অবকল্পতে।

অনুবাদ ও টীকা—'আমি মনুষ্য' (বা আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাজা) ইত্যাদিরূপ ব্যবহার এই বিপরীতভাবনা বিনাও, অনাদিকালের অভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃ, (অর্থাৎ ঘটাদিনির্ম্মাণের নিবৃত্তির পরেও) কুম্ভকারের চক্রের ভ্রমণের ন্যায় বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ সম্ভব বলিয়া কল্পিত হয়। ২৬২

ভাল, তাহা হইলে এই ব্যবহারের নিবৃত্তির জন্য ধ্যানসম্পাদন কর্ত্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন : —

(ঠ) প্রারব্ধনিবৃত্তি বিনা ব্যবহারনিবৃত্তি হয় না।

প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে।
কর্ম্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেদ্ধ্যানসহস্রতঃ॥ ২৬৩

অন্বয়—প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারঃ নিবর্ত্ততে। কর্ম্মাক্ষয়ে তু অসৌ ধ্যানসহস্রতঃ ন এব শাম্যেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। আর প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তি না হইলে সহস্র সহস্র ধ্যান দ্বারাও তাহার নিবারণ হয় না।

ভাল, প্রারব্ধ, ব্যবহারের নিমিত্তকারণ বলিয়া ব্যবহারের ন্যূনতা সাধনের জন্য ধ্যান ত'

কর্ত্তব্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ব্যবহারে জ্ঞানের অবাধকতা দেখিয়া সেই ব্যবহারের নিবৃত্তির জন্য ধ্যানানুষ্ঠানের সার্থকতা নাই :—

(ঙ) ব্যবহারের হ্রাসের উদ্দেশ্যে জ্ঞানীর ধ্যান-সাধন অকর্ত্তব্য।

বিরলত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টং চেদ্ধ্যানমস্তু তে।
অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ? ২৬৪

অন্বয়—ব্যবহৃতেঃ বিরলত্বম্ ইষ্টম্ চেৎ, তে ধ্যানম অস্তু; অহম ব্যবহৃতিম অবাধিকাম পশ্যন কুতঃ ধ্যায়ামি?

অনুবাদ ও টীকা—ব্যবহারের বিরলতা বা হ্রাস যদি, জীবন্মুক্তিভিন্ন অলভ্য সুখানুভবের জন্য তোমার বাঞ্ছিত হয় এবং সেই হেতু তোমার ধ্যানে রুচি হয়, ত' হউক না কেন, কিন্তু আমি ব্যবহারকে আত্মজ্ঞান ও মোক্ষের অবাধক বলিয়া বুঝিয়াছি; এই হেতু আমি ধ্যান করিব কেন? ২৬৪

ভাল, ধ্যান জ্ঞানীর অকর্ত্তব্য হইলেও, বিক্ষেপনিবারণের জন্য জ্ঞানীর সমাধি ত' কর্ত্তব্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—বিক্ষেপ ও সমাধি এই উভয়ই মনের ধর্ম্ম বলিয়া, (একাগ্রতাভ্যাস দ্বারা) বিক্ষেপের নিবারক হইলেও সমাধিতে আমার অধিকার নাই :—

(চ) সমাধিও জ্ঞানীর কর্ত্তব্য নহে।

বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম।
বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্বিকারিণঃ॥ ২৬৫

অন্বয়—যস্মাৎ মে বিক্ষেপঃ ন অস্তি ততঃ মম সমাধিঃ ন। বিক্ষেপঃ বা সমাধিঃ বা বিকারিণঃ মনসঃ স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যে হেতু আমার বিক্ষেপ নাই, সেই হেতু আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই; বিক্ষেপই বল অথবা সমাধিই বল, এই উভয়ই বিকারশীল মনের ধর্ম্ম। ২৬৫

ভাল, তাহা হইলেও সমাধির ফল যে অনুভব, তাহার ত' সম্পাদন করা আবশ্যক—এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সেই অনুভব আমার স্বরূপ: তাহা সম্পাদনীয় কিছু নহে :—

(ছ) সমাধিফলরূপ অনুভবও জ্ঞানীর সম্পাদনীয় নহে; জ্ঞানী বর্ণিত প্রকারে কৃতকৃত্য।

নিত্যানুভবরূপস্য কো মে বানুভবঃ পৃথক্।
কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ॥ ২৬৬

অন্বয়—নিত্যানুভবরূপস্য মে কঃ বা পৃথক্ অনুভবঃ? কৃতাম্ কৃতম্, প্রাপণীয়ম প্রাপ্তম্ ইতি এব নিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ—আমি নিত্য (উৎপত্তিনাশরহিত) অনুভবস্বরূপ: আমার পৃথক্ বা

সম্পাদনীয় অনুভব কই? কোথাও নাই। যাহা করণীয় ছিল, তাহা করিয়াছি; যাহা প্রাপ্তব্য ছিল, তাহা পাইয়াছি। ইহাই আমার নিশ্চয়।

টীকা—পূর্ব্বে (২৫৩ হইতে ২৬৬ শ্লোকে) উপপাদিত কৃতকৃত্যতার নিগমন (হেতুর উল্লেখ করিয়া প্রতিজ্ঞার পুনর্ব্বচন) করিতেছেন—"যাহা করণীয় ছিল" ইত্যাদি। "আমার কর্ত্তব্যশেষরূপ কর্ম্ম নাই"—এইরূপ অনুভব "বোধসারে" (পৃ ৫৭৬) "জ্ঞানিগজগর্জ্জনম্" নামক প্রবন্ধের ৩৫ শ্লোকে এইরূপে উক্ত হইয়াছে—"শুদ্ধে বোধে স্ফুরতি পরিতঃ ক্ষালিতা বাসনাঙ্কাঃ। ক্ষীণং পুণ্যং বিরতিরুদিতাঃ কর্ম্মপাশাঃ বিশীর্ণাঃ॥ ভগ্নো ভেদঃ সুখমধিগতং কল্পনা দূরমুক্তা। দৃষ্টে তত্ত্বে করবদরবন্নাস্তি কর্ত্তব্যশেষঃ॥" ইহার তাৎপর্য্য—(ঝ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

২। কৃতকৃত্য জ্ঞানীর আচরণনির্ণয়।

ভাল, এইরূপে জ্ঞানীর কোন কার্য্যেই কর্তৃত্ব নাই মানিলে অনিয়মিত ব্যবহারই আসিয়া পড়ে; এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে বলিয়া, প্রারব্ধবশে জ্ঞানীর অনিয়মিত ব্যবহার সম্ভব, ইহা অঙ্গীকার করিতেছেন :—

(ক) উৎকট প্রারব্ধবশে কৃতকৃত্য জ্ঞানীর সকল প্রকার আচরণই সম্ভব।

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়ো বান্যথাপি বা।
মমাকর্ত্তুরলেপস্য যথারব্ধং প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ২৬৭

অন্বয়—লৌকিকঃ বা শাস্ত্রীয়ঃ বা অন্যথা অপি বা ব্যবহারঃ অকর্ত্তুঃ অলেপস্য মম যথারব্ধম প্রবর্ত্ততাম্।

অনুবাদ—আমি অকর্ত্তা নির্লেপ বা অভোক্তা; প্রারব্ধবশতঃ আমার ব্যবহার লৌকিক শাস্ত্রীয় অথবা তদুভয়ের বিরুদ্ধ যে প্রকারই হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই।

টীকা—"লৌকিক ব্যবহার"—যথা ভিক্ষাটনাদি; "শাস্ত্রীয় ব্যবহার"—যথা জপ, সমাধি প্রভৃতি, অথবা "অন্যথা অপি"—অন্য প্রকারও যথা জীবহিংসা প্রভৃতি বা, "মম"—আমি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বরহিত বলিয়া আমার, "যথারব্ধম্"—প্রারব্ধকর্ম্মকে অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ প্রারব্ধানুসারেই, "প্রবর্ত্ততাম্"—চলিতে থাকুক, কেননা ভোগ বিনা তীব্র প্রারব্ধের নিবৃত্তি হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ২৬৭

এই প্রকারে যুক্তিলব্ধ বাস্তবতত্ত্ব বর্ণন করিয়া—জ্ঞানীর অনিয়ত ব্যবহার যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া নির্ণয় করিয়া এবং প্রৌঢ়িবাদ (৪ অ, ৩৬ শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য) অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ জ্ঞানীর সদাচারপালনের উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষ কল্পনা করিয়া, বলিতেছেন (বোধসারে ৪৮৪ পৃঃ "চর্য্যাচতুষ্টয়ী" দ্রষ্টব্য) :—

(খ) অশাস্ত্রীয় ব্যবহার জ্ঞানীর অসম্ভব না হইলেও, সদাচারমর্য্যাদা রক্ষার্থ, শাস্ত্রীয় ব্যবহার অঙ্গীকৃত।

অথবা কৃতকৃত্যোঽপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্ত্তেঽহং কা মম ক্ষতিঃ॥২৬৮

অন্বয়—অথবা অহম্ কৃতকৃত্যঃ অপি লোকানুগ্রহকাময়া শাস্ত্রীয়েণ মার্গেণ এব বর্ত্তে, মম কা ক্ষতিঃ ?

অনুবাদ—অথবা আমি কৃতকৃত্য হইলেও লোকসমাজকে অনুগ্রহ করিবার কামনায় শাস্ত্রীয় মার্গেরই অনুসরণ করিয়া ব্যবহার করি, তাহাতে আমার ক্ষতি কি ?

টীকা—"লোকানুগ্রহকাম্যয়া"—প্রাণিগণকে (জনসাধারণকে) অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া ; "ক্ষতি কি" ?—যে যোগী শরীরস্থ বায়ুবিশেষকে আয়ত্ত করিয়া কণ্টকশয্যায় শয়ন করিতে দুঃখানুভব করেন না, তাঁহার পুষ্পশয্যাশয়নে ক্লেশের সম্ভাবনা কি ? সেইরূপ, তীব্রপ্রারব্ধ বশে প্রাপ্ত অনাচার যে জ্ঞানীর ক্ষতি করিতে পারে না, সদাচারপালনে তাহার যে ক্ষতি হয় না, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ২৬৮

ভাল, জ্ঞানী শাস্ত্রীয়মার্গে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, অঙ্গীকার করিলে, সেইরূপ প্রবৃত্তির অভিমানজনিত বিকার ত' হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তর ৬ইটি শ্লোকে দিতেছেন :—

(গ) শাস্ত্রোক্তাচারপালনে জ্ঞানীর অভিমানজনিত বিকারাভাব।

দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম্॥ ২৬৯
বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপি কারয়ে॥ ২৭০

অন্বয়—বপুঃ দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাম, বাক্ তারম্ জপতু, তদ্বৎ আম্নায়মস্তকম্ পঠতু, ধীঃ বিষ্ণুম্ ধ্যায়তু যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম, সাক্ষী অহম্ অত্র কিঞ্চিৎ অপি ন কুর্ব্বে, ন অপি কারয়ে।

অনুবাদ—আমার শরীর দেবার্চ্চন স্নান শৌচে বা ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্ত হউক বা আমার বাগিন্দ্রিয় প্রণবজপে বা উপনিষৎপাঠে নিবিষ্ট হউক, আমার বুদ্ধি বিষ্ণুর ধ্যানই করুক বা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক, সাক্ষিস্বরূপ আমি ইহ সংসারে কিছুই করি না, করাইও না।

টীকা—"তারম্"—প্রণব ; "আম্নায়মস্তকম্"—শ্রুতিশিরঃ বা বেদান্তশাস্ত্র ; "কিঞ্চিৎ অপি ন কুর্ব্বে ন অপি কারয়ে"—রাজভৃত্যের ন্যায় প্রেরিত হইয়া আমি কিছুই করি না, কিংবা রাজার ন্যায় প্রেরণা করিয়া কাহাকেও কিছু করাই না ; সেই হেতু আমাতে শুভানুষ্ঠানের অভিমানজনিত কোনও বিকার হয় না । ২৬৯, ২৭০

এখন ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ঘ) ফলিতার্থ—জ্ঞানীর ও কর্ম্মীর বিবাদ অসম্ভব।

এবঞ্চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ কর্ম্মিণো মম॥
বিভিন্নবিষয়ত্বেন পূর্ব্বাপরসমুদ্রবৎ॥ ২৭১

অন্বয়—এবম পূর্ব্বাপরসমুদ্রবৎ বিভিন্নবিষয়ত্বেন মম কর্ম্মিণঃ চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যখন এইরূপই হইল, তখন পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিম সমুদ্র

এই উভয়ের ন্যায় ভিন্নবিষয়সম্বন্ধীয় বলিয়া, জ্ঞানী আমার ও কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে বিবাদ কি প্রকারে সম্ভব হয় ?

টীকা—যেমন ভিন্ন দেশে অবস্থিত পূর্ব্ব সমুদ্র যথা প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিম দেশে অবস্থিত আট্‌লান্টিক মহাসাগর, এতদুভয়ের শব্দ বা সঙ্গম একত্র অসম্ভব, সেই প্রকার আত্মরূপ এবং অনাত্মরূপ পরস্পর ভিন্ন নিষ্ঠাবলম্বী জ্ঞানী ও কর্ম্মীর বিবাদ অসম্ভব। দুই ক্ষেত্র পরস্পর সংলগ্ন হইলেই তাহাদের সীমা লইয়া বিবাদের সম্ভাবনা। পরস্পর অসংলগ্ন ও ব্যবহিত ক্ষেত্র-দ্বয়ের সীমা লইয়া কলহ হাস্যাস্পদ। সেই প্রকার কর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি লইয়া বিবাদ হইতে পারে, কিন্তু অসঙ্গ আত্মা ও মিথ্যা অনাত্মার মধ্যে প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তি লইয়া অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী এবং স্বর্গাদিরূপ অনাত্মনিষ্ঠ কর্ম্মীর, মধ্যে বিবাদ হাস্যাস্পদ। ২৭১

জ্ঞানীর ও কর্ম্মীর পরস্পর ভিন্নবিষয়তা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ঙ) কর্ম্মী ও জ্ঞানী পরস্পর ভিন্ন বিষয়ক।

বপুর্ব্বাগ্ধীষু নির্ব্বন্ধঃ কর্ম্মিণো ন তু সাক্ষিণি।
জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যলেপত্বে নির্ব্বন্ধো নেতরত্র হি ॥ ২৭২

অন্বয়—কর্ম্মিণঃ বপুর্ব্বাগ্ধীষু নির্ব্বন্ধঃ, সাক্ষিণি তু ন ; জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যলেপত্বে নির্ব্বন্ধঃ, ইতরত্র হি ন।

অনুবাদ ও টীকা—(জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠানের উপযোগী) শরীর, (বেদ-পঠনের উপযোগিনী) বাণী এবং (তত্তদ্দেবতার ধ্যানে সমর্থ) বুদ্ধিতেই কর্ম্মীর নির্ব্বন্ধ বা সত্য বলিয়া আগ্রহপূর্ব্বক নিশ্চয় ; সাক্ষিবিষয়ে নহে। আর জ্ঞানীর, সাক্ষীর নির্লিপ্ততা বিষয়ে নির্ব্বন্ধ, অন্যত্র অর্থাৎ শরীরাদিবিষয়ে নহে। এই হেতু উভয়ের বিষয় ভিন্ন। ২৭২

এই প্রকারে ভিন্নবিষয়ক হইয়াও, জ্ঞানী ও কর্ম্মী যে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, এই হেতু উভয়েই বিদ্বানের নিকট উপহাসের পাত্র। ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) ভিন্নবিষয়ক হইয়াও জ্ঞানীর ও কর্ম্মীর পরস্পর বিবাদ, বিদ্বানের নিকট উপহসনীয়।

এবং চান্যোন্যবৃত্তান্তানভিজ্ঞৌ বধিরাবিব।
বিবদেতাং বুদ্ধিমন্তো হসন্ত্যেব বিলোক্য তৌ ॥ ২৭৩

অন্বয়—এবম্ চ অন্যোন্যবৃত্তান্তানভিজ্ঞৌ বধিরৌ ইব বিবদেতাম্ ; তৌ বিলোক্য বুদ্ধিমন্তঃ হসন্তি এব।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে পরস্পরের বৃত্তান্ত না বুঝিয়া দুই বধিরের ন্যায়, বহির্মুখ পূর্ব্বমীমাংসক এবং বহির্মুখ উত্তরমীমাংসক, পরস্পর বিবাদ করুক ; "কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান্" ব্যক্তিগণ (গীতা ১৫।২০) তাহাদিগকে দেখিয়া কেবল হাসিয়াই থাকেন। ২৭৩

বহির্মুখ উত্তরমীমাংসক এবং পূর্ব্বমীমাংসক কেন উপহসনীয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, তাহাদের কলহ নির্ব্বিষয়, এই হেতু তাহারা উপহসনীয় :—

(ছ) জ্ঞানী ও কর্ম্মী উভয়ের উপহাস্যতার হেতু।

যং কর্ম্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তস্য তত্ত্ববিৎ।
ব্রহ্মত্বং বুধ্যতাং তত্র কর্ম্মিণঃ কিং বিহীয়তে? ২৭৪

অন্বয়—যম্ সাক্ষিণম্ কর্ম্মী ন বিজানাতি, তস্য ব্রহ্মত্বম্ তত্ত্ববিৎ বুধ্যতাম্, তত্র কর্ম্মিণঃ কিম্ বিহীয়তে?

অনুবাদ—যে সাক্ষিচৈতন্যকে কর্ম্মিগণ জানে না, তত্ত্ববেত্তা জ্ঞানী তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝুন, তাহাতে কর্ম্মীর ক্ষতি কি?

টীকা—কর্ম্মী যে সাক্ষীকে অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের উপযোগী, দেহ, বচন ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন প্রত্যগাত্মাকে জানে না, তত্ত্ববিৎ জ্ঞানী সেই সাক্ষীকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করিলে কর্ম্মিপুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন্ ক্ষতি হয়? কোন ক্ষতিই নহে। ২৭৪

দেহবাগ্‌বুদ্ধয়স্ত্যক্তা জ্ঞানিনানৃতবুদ্ধিতঃ।
কর্ম্মী প্রবর্ত্তয়ত্বাভির্জ্ঞানিনো হীয়তেঽত্র কিম্?॥২৭৫

অন্বয়—জ্ঞানিনা অনৃতবুদ্ধিতঃ দেহবাগ্‌বুদ্ধয়ঃ ত্যক্তাঃ; কর্ম্মী আভিঃ প্রবর্ত্তয়তু; অত্র জ্ঞানিনঃ কিম্ হীয়তে?

অনুবাদ—আবার, জ্ঞানী মিথ্যা বলিয়া, যে দেহ, বচন ও বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কর্ম্মী সেই দেহাদিদ্বারা জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করুক, তাহাতে জ্ঞানীর কোন্ ক্ষতি হইতে পারে? কোন ক্ষতিই নহে।

টীকা—জ্ঞানিকর্ত্তৃক "অনৃতবুদ্ধিতঃ"—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়হেতু, পরিত্যক্ত যে দেহ, বচন, ও বুদ্ধি, তদ্দ্বারা কর্ম্মী কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জ্ঞানীর বা তাহাতে, "কিম্ হীয়তে?"—কোন্ ক্ষতি হয়? এইহেতু কলহের বিষয় না থাকিলেও কলহে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া জ্ঞানী বা বহির্ম্মুখ উত্তর-মীমাংসক এবং কর্ম্মী বা পূর্ব্বমীমাংসক উভয়েই পরিহসনীয়, ইহাই অর্থ। ২৭৫

কর্ম্মানুষ্ঠান জ্ঞানীর নিষ্প্রয়োজন, এই হেতু জ্ঞানী তাহা অঙ্গীকার করেন না,—এই প্রকার বাদী শঙ্কা (আপত্তি) উঠাইতেছেন:—

(জ) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি—উভয়েই জ্ঞানীর প্রয়োজনাভাব।

প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা চেন্নিবৃত্তিঃ ক্কোপযুজ্যতে।
বোধহেতুর্নিবৃত্তিশ্চেদ্‌বুভুৎসায়াং তথেতরা॥ ২৭৬

অন্বয়—(বাদীর আপত্তি) প্রবৃত্তিঃ ন উপযুক্তা চেৎ; (সিদ্ধান্তীর প্রতিবাদ) নিবৃত্তিঃ ক্ক উপযুজ্যতে? (বাদীর প্রত্যুত্তর) নিবৃত্তিঃ বোধহেতুঃ চেৎ, (সিদ্ধান্তীর প্রতিবাদ) বুভুৎসায়াম্ ইতরা তথা।

অনুবাদ—যদি বল, প্রবৃত্তিতে জ্ঞানীর উপযোগ বা প্রয়োজন নাই, তবে বলি, নিবৃত্তিতেই বা জ্ঞানীর প্রয়োজন কোথায়? যদি বল, নিবৃত্তি জ্ঞানের হেতু, তবে বলি প্রবৃত্তিও স্বরূপজিজ্ঞাসার প্রতি হেতু হয়।

টীকা—জ্ঞানীর প্রয়োজনাভাব নিবৃত্তিতেও তুল্যরূপ, এই বলিয়া সিদ্ধান্তী শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"নিবৃত্তিতেই বা জ্ঞানীর প্রয়োজন কোথায়? নিবৃত্তি জ্ঞানের কারণ বলিয়া তাহাতে উপযোগের অভাব নাই, অর্থাৎ তাহা নিষ্প্রয়োজন নহে—বাদী এই প্রকারে শঙ্কা উঠাইতেছেন—"নিবৃত্তি জ্ঞানের হেতু"; তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তাহা হইলে (শুভকার্য্যে) প্রবৃত্তিও চিত্তশুদ্ধি এবং বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসার হেতু হয় বলিয়া, সেইরূপ উপযোগী—"প্রবৃত্তিও স্বরূপজিজ্ঞাসার প্রতি হেতু হয়।" কর্ম্মসমুচ্চিত (কর্ম্মসম্বলিত) জ্ঞান মুক্তির কারণ, ইহা অনেক শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থে কথিত হইয়াছে; আবার ভাষ্যকারও গীতাভাষ্য প্রভৃতি অনেক স্থলে সমুচ্চয়বাদের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই—সমুচ্চয় দুই প্রকারের; যথা যুগপৎসমুচ্চয় ও ক্রমসমুচ্চয়। 'যুগপৎসমুচ্চয়ের' অর্থ এই যে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই মোক্ষের সাধন—এইরূপ জানিয়া এককালেই উভয়ের অনুষ্ঠান। আর 'ক্রমসমুচ্চয়ের' অর্থ এই—একই অধিকারীর প্রথমে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া পরে সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞানসাধন শ্রবণাদির অনুষ্ঠান। শ্রুতিস্মৃতি গ্রন্থে যে জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয় লিখিত আছে, ক্রমসমুচ্চয়েই তাহাদের তাৎপর্য্য। আর ভাষ্যকার যে সমুচ্চয়ের খণ্ডন করিয়াছেন তাহা 'যুগপৎ-সমুচ্চয়'। সেই সেই স্থলে ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত এই—কর্ম্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন নহে, জ্ঞানই সাক্ষাৎসাধন, আর জ্ঞানের সাধন হইতেছে কর্ম্ম। পরন্তু, সাক্ষাৎ, বা জিজ্ঞাসাদ্বারা, কর্ম্ম জ্ঞানের সাধন? এই প্রশ্নের বিচার সেই প্রসঙ্গে লিখেন নাই। আর ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার—বাচস্পতিমিশ্র তাহার 'ভামতীনিবন্ধ' নামক ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে কর্ম্ম জিজ্ঞাসার সাধন এবং কর্ম্ম জিজ্ঞাসার দ্বারা জ্ঞানের সাধন, জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে, কেননা ভাষ্যকার ব্রহ্মমীমাংসার তৃতীয়াধ্যায়ের ব্যাখ্যায় (৩।৪।৩৩) লিখিয়াছেন—কর্ম্ম জিজ্ঞাসার সাধন আর [তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন—বৃহদা উ, ৪।৪।২২]—'ব্রাহ্মণগণ, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ দান, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যা এবং বিষয়ভোগোপরতিরূপ 'অনাশক' দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন'—এই শ্রুতিবচন সকল আশ্রমের কর্ম্মকেই জিজ্ঞাসার সাধন বলিয়া স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এইহেতু কর্ম্ম, জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎসাধন; জ্ঞানের সাক্ষাৎসাধন নহে। ইহা না মানিলে জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাতে সাধনসহিত কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসের লোপসম্ভাবনা হয়। ইহা বাচস্পতি মিশ্রের মত। (ইনি বেদানুবচনযজ্ঞাদি কর্ম্মকে 'বিবিদিষন্তি' এই ক্রিয়াপদের অন্তর্গত 'সন্' প্রত্যয়সূচিত ইচ্ছারই করণ মনে করেন, বিদ্ধাতুসূচিত জ্ঞানের করণ মনে করেন না; কিন্তু," বিবরণ"-কার উক্ত কর্ম্মসমূহকে বিদ্ধাতুসূচিত জ্ঞানেরই করণ বলিয়া মনে করেন।) তিনি বলেন জ্ঞানের সাধন কর্ম্ম, জিজ্ঞাসার সাধন নহে, আর উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ইচ্ছার বিষয় যে জ্ঞান, তাহারই সাধন কর্ম্ম; আর বৈরাগ্যের সহিত তীব্র জিজ্ঞাসা যতদিন না উৎপন্ন হয়, ততদিন কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, পরে তাহার ত্যাগরূপ সন্ন্যাস কর্ত্তব্য। এই হেতু তৃতীয়াধ্যায়গত ভাষ্যবচনের সহিতও বিরোধ নাই। আর জিজ্ঞাসাপর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে পুণ্যরূপ সংস্কার বা 'অপূর্ব্ব' উৎপন্ন হয়; তাহা জ্ঞানের উদয় পর্য্যন্ত

বিদ্যমান থাকে, পরে নষ্ট হইয়া যায়। সেইহেতু জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অপূর্ব্বোৎপাদন করিয়া জ্ঞানের সাধন হয়। এই হেতু সন্ন্যাসের লোপের সম্ভাবনা নাই।

কোন কোন আচার্য্য বলেন যে আশ্রমোচিত কর্ম্মই বিদ্যার উপযোগী; বর্ণমাত্রের ধর্ম্মসমূহ নহে। আর "কল্পতরু"-রচয়িতার মতে, সকল নিত্যকর্ম্মই নিষ্কামকর্ম্ম বলিয়া জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপের নিবৃত্তি দ্বারা তত্ত্ববিদ্যার উপযোগী হয়। কাম্যকর্ম্ম উপযোগী নহে।

আবার "সংক্ষেপশারীরক"-রচয়িতা সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির মতে কাম্য ও নিত্য সকল শুভ কর্ম্মেরই বিদ্যার উপযোগিতা আছে, কেননা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে 'নিত্য' 'কাম্য' 'সাধারণ' 'যজ্ঞ' এই সকলেরই উল্লেখআছে। আর [ধর্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি—মহানারায়ণ, উ, ২২।১]—"ধর্ম্মদ্বারা পাপকে বিনাশ করে", ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সকল শুভ কর্ম্মেরই পাপনাশকতা আছে, জানা যায়। এই হেতু জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপের নিবৃত্তির দ্বারা, নিত্যকর্ম্ম ও যেরূপ বিদ্যার উপযোগী, কাম্য কর্ম্ম ও সেইরূপ উপযোগী। পরন্তু যতদিন না তীব্র জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, ততদিন সকল শুভকর্ম্মই কর্ত্তব্য; পরে নহে। ইহা সকল আচার্য্যের সাধারণ মত। এই প্রকারে প্রবৃত্তি বা কর্ম্মানুষ্ঠান জিজ্ঞাসার উৎপাদনে উপযোগী। ২৭৬

ভাল, লব্ধতত্ত্বজ্ঞান পুরুষের অর্থাৎ জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা নাই বলিয়াই প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই—নিবৃত্তিবিষয়ে আগ্রহান্বিত বাদী এই প্রকারে আবার শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

বুদ্ধশ্চেন্ন বুভুৎসেত নাপ্যসৌ বুধ্যতে পুনঃ।
অবাধাদনুবর্ত্তেত বোধো ন হ্যন্যসাধনাৎ ॥ ২৭৭

অন্বয়—বুদ্ধঃ ন বুভুৎসেত চেৎ, অসৌ পুনঃ অপি ন বুধ্যতে। বোধঃ অবাধাৎ অনুবর্ত্তেত, অন্যসাধনাৎ তু ন।

অনুবাদ—যদি বল যিনি জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানের ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসা নাই, (এই হেতু তাঁহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই); তবে বলি তাঁহাকে আবার জ্ঞানলাভ করিতেও হয় না, (এই হেতু তাঁহার নিবৃত্তির ও প্রয়োজন নাই ; যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরে অবাধে চলিতে থাকে, তাহার নিবৃত্তিরূপ সাধনান্তরের অপেক্ষা নাই।

টীকা—যে হেতু জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা নাই, সেই হেতু যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আবার জ্ঞানলাভ করিতে হয় না বলিয়া, সেই জ্ঞানেরহেতু নিবৃত্তিও জ্ঞানীর নিকট উপযোগী নহে—এই কথাই বলিতেছেন—"তবে বলি তাঁহাকে আবার জ্ঞানলাভ" ইত্যাদি। ভাল, যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থিরতাসম্পাদনের জন্য ত' নিবৃত্তির অপেক্ষা আছে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাহার স্থিরত্ব কেবল বাধকের অভাবের অপেক্ষা করে, অন্য সাধনের অপেক্ষা করে না—"যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে" ইত্যাদি দ্বারা। মহাবাক্যরূপ প্রমাণ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, অন্য কোনও প্রবল প্রমাণ তাহার বাধক হয় না বলিয়া, তাহার অনুবৃত্তি অর্থাৎ উৎপত্তির পরে স্থিতি

চলিতেই থাকে। এই হেতু যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার স্থিরতার জন্য অনুষ্ঠান করিবার অন্য সাধন নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ২৭৭

ভাল, প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণদ্বারা, জ্ঞানের বাধ না হইলেও, অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য—কর্তৃত্বের অধ্যাসদ্বারাও ত' তাহার বাধ হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঝ) বাধিত অবিদ্যা ও তৎকার্য্যদ্বারা প্রমাণ-জনিত জ্ঞান বাধিত হয় না।

নাবিদ্যা নাপি তৎ কার্য্যং বোধং বাধিতুমর্হতি।
পুরৈব তত্ত্ববোধেন বাধিতে তে উভে যতঃ॥ ২৭৮

অন্বয়—ন অবিদ্যা ন তৎকার্য্যম্ অপি বোধম্ বাধিতুম্ অর্হতি, যতঃ তে উভে পুরা এব তত্ত্ববোধেন বাধিতে।

অনুবাদ—অবিদ্যা বা অবিদ্যাকার্য্য কর্তৃত্বাদিরূপ অহঙ্কার জ্ঞানের বাধা ঘটাইতে সমর্থ নহে, যে হেতু সেই অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্য উভয়ে পূর্ব্বেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বাধিত হইয়া গিয়াছে, (সেই হেতু তাহারা বাধা ঘটাইতে পারে না)।

টীকা—কেন সমর্থ নহে ? তাহার কারণ বলিতেছেন—"যে হেতু" ইত্যাদি। ২৭৮

ভাল, অবিদ্যা বাধিত হইলেও, সেই অবিদ্যার কার্য্য যাহা প্রতীত হইতে থাকে, তাহার বাধা অসম্ভব বলিয়া সেই অবিদ্যাকার্য্য দ্বারা জ্ঞানের বাধা হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—উপাদানরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে, সেই অবিদ্যার কার্য্যও বাধিত হইয়া যায়। সেই হেতু অবিদ্যার কার্য্যদ্বারাও জ্ঞানের বাধা হইবে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না :—

বাধিতং দৃশ্যতামক্ষৈস্তেন বাধো ন দৃশ্যতে।
জীবন্নাখুর্ন মার্জ্জারং হন্তি হন্যাৎ কথং মৃতঃ? ২৭৯

অন্বয়—বাধিতম্ অক্ষৈঃ দৃশ্যতাম্ ; তেন বাধঃ ন দৃশ্যতে। জীবন্ আখুঃ মার্জ্জারম্ ন হন্তি, মৃতঃ কথম্ হন্যাৎ ?

অনুবাদ—বাধিত অবিদ্যাকার্য্য ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রতীত হইতে থাকুক না কেন, কিন্তু তদ্দ্বারা জ্ঞানের বাধা হয়, এরূপ দেখা যায় না। দেখ, মূষিক জীবদ্দশায় যখন মার্জ্জারকে মারিতে পারে না, তখন মরিয়া গেলে কি প্রকারে মারিবে ?

টীকা—অবিদ্যাকার্য্যদ্বারা জ্ঞানের বাধা হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"দেখ মূষিক" ইত্যাদি। আখু শব্দের অর্থ ইঁদুর। ২৭৯

দ্বৈতদর্শনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না—ইহা কৈমুতিকন্যায়প্রয়োগে (কিম্+উত= কিমুত, কত অধিক ; কারণ এত অধিক যে কার্য্যের অনিবার্য্যতা বিষয়ে বলিবার নাই) সমর্থন করিবার জন্য তাহার অনুকূল দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঞ) দ্বৈতদর্শনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না : দৃষ্টান্ত।

অপি পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্ধশ্চেন্ন মমার যঃ।
নিষ্ফলেষুবিভুন্নাঙ্গো নঙ্ক্ষ্যতীত্যত্র কা প্রমা॥২৮০

অন্বয়—যঃ পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্ধঃ অপি ন চেৎ, মমার নিষ্ফলেষুবিতুন্নাঙ্গঃ নঙ্ক্ষ্যতি ইতি অত্র কা প্রমা।

অনুবাদ—যে পুরুষ পাশুপতাস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও মরিল না, সে ফলকরহিত বাণদ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া মরিয়া যাইবে, এবিষয়ে প্রমাণ কি? কোনও প্রমাণ থাকিতে পারে না।

টীকা—"যঃ"—যে বলবান্ পুরুষ, "পাশুপতাস্ত্রেণ বিদ্ধঃ অপি ন চেৎ মমার"—পশুপতি প্রদত্ত (অর্থাৎ অমোঘ, প্রচণ্ড) অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও যদি না মরিল, তবে সে কি কখন "নিষ্ফলেষুবিতুন্নাঙ্গঃ"—লৌহাদিনির্ম্মিত ফলকহীন ইষু বা বাণ দ্বারা আহতদেহ হইয়া, "নঙ্ক্ষ্যতি" —নাশ পাইবে, "ইতি অত্র কা প্রমা?"—এ বিষয়ে প্রমাণ কি? কোনও প্রমাণ থাকিতে পারে না। ২৮০

দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ অর্থটিকে দার্ষ্টান্তে লাগাইতেছেন :—

(ট) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা।

আদাববিদ্যয়া চিত্রৈঃ স্বকার্য্যৈর্জৃম্ভমানয়া।
যুদ্ধ্বা বোধোঽজয়ৎ সোঽদ্য সুদৃঢ়ো বাধ্যতাং কথম্॥

অন্বয়—আদৌ চিত্রৈঃ স্বকার্য্যৈঃ জৃম্ভমানয়া অবিদ্যয়া যুদ্ধ্বা বোধঃ অজয়ৎ, সঃ অদ্য সুদৃঢ়ঃ কথম্ বাধ্যতাম্? ২৮১

অনুবাদ—যে অবিদ্যা অগ্রে আপন বিচিত্র কার্য্যদ্বারা বর্দ্ধিতশক্তি হইয়াছিল, সেই অবিদ্যার সহিত যুদ্ধ করিয়া যে জ্ঞান জয়লাভ করিয়াছিল, সেই জ্ঞান আজ সুদৃঢ় হইয়া কি প্রকারে বাধা পাইবে?

টীকা—"আদৌ"—বিদ্যাভ্যাসের কালে, যে অবিদ্যা "চিত্রৈঃ স্বকার্য্যৈঃ"—বিচিত্র কার্য্যদ্বারা অর্থাৎ নানা প্রকারের প্রমাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতির দ্বারা, "জৃম্ভমানয়া অবিদ্যয়া"—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অবিদ্যার সহিত, "বোধঃ যুদ্ধ্বা অজয়ৎ"—বোধরূপ নৃপতি যুদ্ধ করিয়া সেই অবিদ্যাকে জয় করিয়াছিলেন, "সঃ অদ্য সুদৃঢ়ঃ"—সেই বোধনৃপতি আজ অর্থাৎ অবিদ্যানিবৃত্ত হইলে পর, (অভ্যাসের দৃঢ়তাবশতঃ) অতিশয় দৃঢ় হইয়া, সেই মূলহীন অবিদ্যার কার্য্যের (কর্তৃত্বাদির) অধ্যাস করিয়া, "কথম্ বাধ্যতাম্"—কি প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হইবে? কোন প্রকার বাধা পাইতে পারে না, ইহাই অর্থ। ২৮১

অতীত চারিটি শ্লোকে যে অর্থ প্রতিপাদিত হইল, তাহাই শিষ্যের বুদ্ধিতে স্থাপিত করিবার জন্য রূপকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঠ) অতীত শ্লোকচতুষ্টয়-প্রতিপাদিত অর্থের রূপকদ্বারা উপন্যাস।

তিষ্ঠন্ত্বজ্ঞানতৎকার্য্যশবা বোধেন মারিতাঃ।
ন ভীতি র্বোধসম্রাজঃ কীর্ত্তিঃ প্রত্যুত তস্য তৈঃ॥২৮২

অন্বয়—বোধেন মারিতাঃ অজ্ঞানতৎকার্য্যশবাঃ তিষ্ঠন্তু, তৈঃ বোধসম্রাজঃ ভীতিঃ ন, প্রত্যুত তস্য কীর্ত্তিঃ।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিহত অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসমূহ মৃতদেহরূপে বিদ্যমান থাকুক, তদ্দ্বারা সেই জ্ঞানসম্রাটের কোনও ভয় নাই; প্রত্যুত তদ্দ্বারা সেই জ্ঞান সম্রাটের কীর্ত্তিই ঘোষিত হয়।

টীকা—যেমন কোনও প্রবল যোদ্ধা মৃত হইয়া ভূপতিত দৃষ্ট হইলে, তাহার পরাজয়-কর্ত্তারই শৌর্য্য উদ্‌ঘোষিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞান, বাধিত হইয়া প্রতীত হইতে থাকিলে, 'ইহা জ্ঞানেরই প্রভাব'—এইরূপে মুমুক্ষু প্রভৃতির নিকট, জ্ঞানরূপ জেতার কীর্ত্তিরূপে ঘোষিত হয়। ২৮২

আচ্ছা, তত্ত্বজ্ঞান বাধকরহিত, ইহা মানা গেল; তদ্দ্বারা প্রবৃত্তিনিবৃত্তির অনিয়মিতরূপতা-প্রসঙ্গে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(ড) ২৭৬ শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত অর্থের আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ।

য এবমতিশূরেণ বোধেন ন বিযুজ্যতে।
প্রবৃত্ত্যা বা নিবৃত্ত্যা বা দেহাদিগতয়াস্য কিম্? ২৮৩

অন্বয়—যঃ এবম্ অতিশূরেণ বোধেন ন বিযুজ্যতে, অস্য দেহাদিগতয়া প্রবৃত্ত্যা বা নিবৃত্ত্যা বা কিম্?

অনুবাদ—যে ব্যক্তি এইরূপ প্রবলপরাক্রান্ত জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হন না, দেহাদির আশ্রিত প্রবৃত্তিতে বা নিবৃত্তিতে তাঁহার কি আসে যায়?

টীকা—"যঃ"—যে ব্যক্তি, "এবম্"—পূর্ব্বগত ২৮২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে, "অতিশূরেণ বোধেন"—অবিদ্যা-তৎকার্য্যবিনাশক অতি প্রবল পরাক্রমশালী ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানদ্বারা, "ন বিযুজ্যতে"—কোনও সময়ে বিযুক্ত হন না, "অস্য" এই ব্যক্তির, "দেহাদিগতয়া প্রবৃত্ত্যা নিবৃত্ত্যা বা কিম্"—দেহাদিতে অবস্থিত অর্থাৎ তদাশ্রিত প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির দ্বারা কোনও ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধিত হয় না। ২৮৩

ভাল, তাহা হইলে জ্ঞানীর ন্যায় অজ্ঞানীরও প্রবৃত্তিবিষয়ে আগ্রহ করা অনুচিত—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

(ঢ) অজ্ঞানীর প্রবৃত্তিতে আগ্রহ যুক্তিযুক্ত; তাহার যুক্তি।

প্রবৃত্তাবাগ্রহো ন্যায্যো বোধহীনস্য সর্ব্বথা।
স্বর্গায় বাপবর্গায় যতিতব্যং যতো নৃভিঃ॥ ২৮৪

অন্বয়—বোধহীনস্য প্রবৃত্তৌ সর্ব্বথা আগ্রহঃ ন্যায্যঃ, যতঃ নৃভিঃ স্বর্গায় বা অপবর্গায় যতিতব্যম্।

অনুবাদ—অজ্ঞানী ব্যক্তির যজ্ঞাদিরূপ অথবা শ্রবণাদিরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি-বিষয়ে আগ্রহ করা উচিত, কেননা স্বর্গের জন্য অথবা অপবর্গের জন্য মনুষ্যমাত্রেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

টীকা—মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বে (৩৫ অধ্যায়ে, ৬৭-৬৮ শ্লোকে,) বিদুরের উপদেশ—"দিবসেনৈব তৎ কুর্য্যাদ্ যেন রাত্রৌ সুখং বসেৎ। অষ্টমাসেন তৎ কুর্য্যাদ্ যেন বর্ষাঃ সুখং বসেৎ॥

পূর্ব্বে বয়সি তৎ কুর্য্যাদ্ যেন বৃদ্ধঃ সুখং বসেৎ। যাবজ্জীবং চ তৎকুর্য্যাদ্ যেন প্রেত্য সুখং বসেৎ॥"— দিবসে সেইরূপ কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে রাত্রিকালে সুখে থাকা যায় ; পূর্ব্ববর্ত্তী আট মাসে সেই রূপ কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে চাতুর্ম্মাস্যে সুখে থাকা যায়। পূর্ব্বাবস্থায় সেইরূপ কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে বৃদ্ধাবস্থায় সুখে থাকিতে পারা যায় ; যাবজ্জীবন সেইরূপ কর্ম্ম করা উচিত যাহাতে মৃত্যুর পর সুখে থাকিতে পারা যায়,—এই প্রকারে অজ্ঞানী মানবের সর্ব্বপ্রকারে ইষ্টসাধন কর্ত্তব্য। ২৮৪

জ্ঞানীর আগ্রহ উচিত নহে, এইরূপ বলা হইল ; তাহা হইলে কর্ম্মিমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানীর কর্ত্তব্য কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(৭) কর্ম্মিমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

বিদ্বাংশ্চেত্তাদৃশাং মধ্যে তিষ্ঠেত্তদনুরোধতঃ।
কায়েন মনসা বাচা করোত্যেবাখিলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ২৮৫

অন্বয়—বিদ্বান্ তাদৃশাম্ মধ্যে তিষ্ঠেৎ চেৎ, তদনুরোধতঃ কায়েন মনসা বাচা অখিলাঃ ক্রিয়াঃ করোতি এব।

অনুবাদ—জ্ঞানী যখন সেইরূপ অজ্ঞানিগণের মধ্যে অবস্থিত থাকেন, তখন তদনুরোধে—তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া, কায়মনোবাক্যে সকল কর্ম্ম করেনই, আর কর্ম্মিগণকে নিবারণ করেন না।

টীকা—গীতার ৩য় অধ্যায়ে ২৫-২৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসঃ যথা কুর্ব্বন্তি ভারত। কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্। যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"—হে ভারত, অজ্ঞানিগণ আসক্ত বা কামনাপরবশ হইয়া যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়াও লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সেইরূপই অনুষ্ঠান করিবেন ; কদাপি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না; প্রত্যুত অনাসক্তভাবে স্বয়ম্ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মেই যোজিত করিবেন। ২৮৫

তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অবস্থিত থাকিলে, সেই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য বর্ণন করিতেছেন :—

(৮) তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মধ্যে অবস্থিত হইলে জ্ঞানীর কর্ত্তব্য।

এষ মধ্যে বুভুৎসূনাং যদা তিষ্ঠেত্তদা পুনঃ।
বোধায়ৈষাং ক্রিয়াঃ সর্ব্বা দূষয়ংস্ত্যজতু স্বয়ম্॥ ২৮৬

অন্বয়—এষঃ পুনঃ বুভুৎসূনাম্ মধ্যে যদা তিষ্ঠেৎ, তদা এষাম্ বোধায় সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ দূষয়ন্ স্বয়ম্ ত্যজতু।

অনুবাদ—আবার এই জ্ঞানী যখন জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অবস্থিত থাকিবেন, তখন ইহাদের জ্ঞাননিষ্পাদনের জন্য সকল কর্ম্মে দোষপ্রদর্শন করিয়া নিজেও তাহা ত্যাগ করিবেন।

টীকা—"এষঃ"—এই জ্ঞানী, যখন "বুভুৎসূনাম্"—তত্ত্ব বুঝিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে থাকিবেন, তখন তাহাদিগের "বোধায়"—তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনের জন্য "সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ দূষয়ন্"—সকল ক্রিয়াতেই দোষ দেখাইয়া—[ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বম্ আনশুঃ—

কৈবল্য উ, ৪২ : মহানারায়ণ উ, ১০।৫]—কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বা পুত্রোৎপাদন করিয়া কিম্বা ধন-দ্বারা নহে অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেহ কেহ ত্যাগদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন—ইত্যাদি শ্রুতিবচনের এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—(গীতা ১৮।৬৬)—সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, ইত্যাদি স্মৃতিবচনের ব্যাখ্যা করিয়া নিজেও কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকিবেন। ২৮৬

জ্ঞানীর এইরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(থ) উক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত ব্যবহারপালনের দৃষ্টান্ত

অবিদ্বদনুসারেণ বৃত্তি র্বুদ্ধস্য যুজ্যতে।
স্তনন্ধয়ানুসারেণ বর্ত্ততে তৎপিতা যতঃ॥ ২৮৭

অন্বয়—অবিদ্বদনুসারেণ বুদ্ধস্য বৃত্তিঃ যুজ্যতে, যতঃ স্তনন্ধয়ানুসারেণ তৎপিতা বর্ত্ততে।

অনুবাদ—অজ্ঞানিজনের অনুসরণ করিয়া জ্ঞানিজনের ব্যবহার কর্ত্তব্য, যেহেতু (কৃপালু) পিতা, (অনুকম্পনীয়) স্তন্যপায়ী শিশুর প্রবৃত্ত্যনুসারে ব্যবহারপরায়ণ হন।

টীকা—জ্ঞানীর অজ্ঞানিজনের অনুসরণে ব্যবহার কর্ত্তব্য ; কেননা, জ্ঞানী (কৃতকৃত্য হইলেও) কৃপালু হন এবং অজ্ঞানিগণ অনুকম্পনীয় ; ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, এইরূপ ব্যবহার কোথায় দেখিয়াছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"যেহেতু" ইত্যাদি। "স্তনন্ধয়:"—স্তন্যপানকারী শিশু। জীবন্মুক্তিস্বরূপ উপাধিবশতঃ তিনি জগৎপিতা ; এই হেতু পিতার দৃষ্টান্ত। পিতার নির্ম্মোহব্যবহারে শ্রুতিপ্রেরণা—[ময্যেব সকলং জাতম্"—কৈবল্য উ, ২২]—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আমাহইতেই নিখিলভূতভৌতিক প্রপঞ্চসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। [তস্য পুত্রাঃ দায়ম উপযন্তি, সুহৃদঃ পুণ্যকৃতম্—কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ—১।৪] তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করেন, সুহৃদ্‌গণ পুণ্য অর্থাৎ পুণ্যফল (গ্রহণ করেন)। ২৮৭

পিতা কি প্রকারে বালকের অনুসরণকারী হন, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(দ) দৃষ্টান্তে—পিতার বালকপুত্রানুসারিতা।

অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো বা বালেন স্বপিতা তদা।
ন ক্লিশ্নাতি ন কুপ্যেত বালং প্রত্যুত লালয়েৎ॥২৮৮

অন্বয়—বালেন স্বপিতা অধিক্ষিপ্তঃ বা তাড়িতঃ, তদা ন ক্লিশ্নাতি ন কুপ্যেত প্রত্যুত বালম লালয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—পিতা, নিজ স্তন্যপায়ী শিশুকর্ত্তৃক কর্দ্দমাদিক্ষেপণদ্বারা অথবা মলমূত্রাদিত্যাগদ্বারা ক্লিন্নদেহ, অথবা কেশগুম্ফাকর্ষণদ্বারা উৎপীড়িত হইলেও ক্লেশপ্রাপ্ত হন না অথবা কোপ করেন না, প্রত্যুত তাহাকে ক্রীড়নকাদি দিয়া লালন করেন।

টীকা—"স্তনন্ধয়:"—স্তনং ধয়তি—স্তন + ধে ধাতু + খশ্, মুম্ চ—স্তন্যপায়ী শিশু ; অচ্যুত রায় বলেন—চূড়াকরণের পূর্ব্বে এবং ভাষণক্ষমতা লাভের পর, এইরূপ অবস্থাপন্ন শিশু। ২৮৮

দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ দার্ষ্টান্তে যোজনা করিতেছেন :—

(ধ) দার্ষ্টান্তে জ্ঞানিকর্তৃক অজ্ঞের অনুসরণ।

নিন্দিতঃ স্তূয়মানো বা বিদ্বানজ্ঞৈর্ন নিন্দতি।
ন স্তৌতি কিন্তু তেষাং স্যাদ্যথা বোধস্তথাচরেৎ ॥

অন্বয়—বিদ্বান্ অজ্ঞৈঃ নিন্দিতঃ বা স্তূয়মানঃ ন নিন্দতি ন স্তৌতি কিন্তু তেষাম যথা বোধঃ স্যাৎ তথা আচরেৎ। ২৮৯

অনুবাদ ও টীকা—জ্ঞানী অজ্ঞজন হইতে নিন্দাপ্রাপ্ত কিম্বা তাহাদিগের দ্বারা স্তুত হইলেও নিজে তাহাদের নিন্দা বা স্তব করেন না, কিন্তু যাহাতে তাহাদের জ্ঞানোদয় হয়, সেইরূপ ব্যবহার করেন। ২৮৯

এই প্রকারে অজ্ঞানীর অনুসারী হইয়া অজ্ঞানিমধ্যস্থ জ্ঞানীর ব্যবহারের কারণ বলিতেছেন :—

(ন) জ্ঞানীর উক্ত শ্লোক-চতুষ্টয়বর্ণিত আচরণের কারণ।

যেনায়ং নটনেনাত্র বুধ্যতে কার্য্যমেবতৎ।
অজ্ঞপ্রবোধান্নৈবান্যৎ কার্য্যমস্ত্যত্র তদ্বিদঃ॥ ২৯০

অন্বয়—অয়ম্ অত্র যেন নটনেন বুধ্যতে তৎ কার্য্যম্ এব ; তদ্বিদঃ অত্র অজ্ঞপ্রবোধাৎ অন্যৎ কার্য্যম্ ন অস্তি এব।

অনুবাদ—এই সংসারে অজ্ঞানী, জ্ঞানীর যে প্রকার অভিনয় বা আচরণদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, জ্ঞানীর সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্যই। তত্ত্বজ্ঞানীর ইহলোকে অজ্ঞানীকে বুঝান ভিন্ন অন্য কর্ত্তব্য নাই।

টীকা—"অয়ম্"—অজ্ঞানী লোক, "অত্র"- এই সংসারে "যেন নটনেন"—তত্ত্বজ্ঞের যে প্রকার আচরণদ্বারা, "বুধ্যতে"—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ; "তৎ কার্য্যম্ এব"—তত্ত্বজ্ঞের সেইরূপ অভিনয় বা আচরণ কর্ত্তব্যই, করা উচিতই ; (এ স্থলে ক্রিয়ার সহিত মিলিত 'এব' শব্দ তত্ত্বজ্ঞজনে অজ্ঞজনবোধনকর্ত্তব্যতার অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদ* বুঝাইতেছে।) ভাল, তাহা হইলে ত' সেই অন্য কর্ত্তব্যও থাকিতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন :— "তত্ত্বজ্ঞানীর ইহলোকে" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানীর ইহলোকে অজ্ঞানিজনকে বুঝান ভিন্ন কর্ত্তব্য নাই ; সেই হেতু অজ্ঞানিজনের অনুসরণেই তত্ত্ব বুঝান কর্ত্তব্য। অচ্যুতরায় বলেন—'অন্য কর্ত্তব্য নাই'—ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মবিদের প্রভুসেবাদিদ্বারা বিষয়িগণের ধনাদির হরণাদিরূপ কর্ত্তব্য নাই। ২৯০

আলোচিত (২৫২-২৯০ শ্লোকস্থ) এবং অনালোচিত (২৯২-২৯৮ শ্লোকস্থ) অর্থের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(প) অতীত ও আগামী অর্থের তাৎপর্য্য।

কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ।
তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরম্॥ ২৯১

---

* ('মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর—"কেনোপনিষদের" ১৬২ পৃ- পাদটীকা দ্রষ্টব্য) তাৎপর্য্য এই—তত্ত্বজ্ঞের অজ্ঞজন-বোধন একেবারে অকর্ত্তব্য, এরূপ নহে, যেমন—"নীলম্ অজ্ঞম ভবতি এব।"—নীলপদ্ম যে একেবারে হয় না, এরূপ নহে।

অন্বয়—অসৌ কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ পুনঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া তৃপ্যন্ স্বমনসা নিরন্তরম্ এবম্ মন্যতে।

অনুবাদ—তিনি কৃতকৃত্য এবং প্রাপ্তপ্রাপ্তব্য হইয়া হর্ষে নিরন্তর নিম্নবর্ণিত প্রকারে, মনে মনে চিন্তা করেন :—

টীকা—"অসৌ"—সেই তত্ত্বজ্ঞ, "কৃতকৃত্যতয়া"—(২৫২ হইতে ২৯০ শ্লোক পর্য্যন্ত), বর্ণিত প্রকারে, 'কৃত' হইয়াছে কৃত্যসমূহ যৎকর্ত্তৃক. তিনি 'কৃতকৃত্য'; তাঁহার ভাব কৃতকৃত্যতা; তদ্দারা তৃপ্ত অর্থাৎ হৃষ্ট হইয়া, নিম্নবর্ণিত প্রকারে, "প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া"—প্রাপ্ত হইয়াছে প্রাপ্য যাঁহার দ্বারা তিনি প্রাপ্তপ্রাপ্য, তাঁহার ভাব প্রাপ্তপ্রাপ্যতা, তদ্দারা তৃপ্ত বা হৃষ্ট হইয়া, "স্বমনসা" আপন মনে নিরন্তর চিন্তা করেন :—। ২৯১

৩। জ্ঞানীর প্রাপ্তপ্রাপ্যতা।

জ্ঞানী কি প্রকারে চিন্তা করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) জ্ঞানের ও জ্ঞান-ফলের লাভজনিত তৃপ্তির বর্ণন।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্॥

অন্বয়—নিত্যম্ স্বম্ আত্মানম্ অঞ্জসা বেদ্মি, অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ; ব্রহ্মানন্দঃ মে স্পষ্টম্ বিভাতি, অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ। ২৯২

অনুবাদ—আমি আত্মার সাক্ষাৎকার অনবরত করিতেছি, আমি ধন্য, আমি ধন্য। যেহেতু ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, সেই হেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য।

টীকা—"ধন্যঃ"—কৃতার্থঃ, এস্থলে 'ধন্য' শব্দের দ্বিরুক্তি আদরসূচনার্থ, "নিত্যম্"—অনবরত, "স্বম্ আত্মানম্"—আপনার নিজরূপ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যগাত্মাকে, "অঞ্জসা বেদ্মি"—সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতেছি, অতএব আমি ধন্য। এই প্রকারে আত্মজ্ঞানলাভরূপ নিমিত্ত-জনিত তুষ্টি অর্থাৎ তৃপ্তি বর্ণনা করিয়া, সেই আত্মজ্ঞানের ফল যে পরমানন্দাবির্ভাব, তাহার লাভরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন যে তুষ্টি, তাহাই দেখাইতেছেন—"যেহেতু ব্রহ্মানন্দ ইত্যাদি"। যে হেতু ব্রহ্মরূপ যে আনন্দ, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট বলিতে যাহা বুঝায়, সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, এই হেতু আমি হইতেছি ধন্য। ২৯২।

এই প্রকারে বাঞ্ছিত ফলের প্রাপ্তিতে তুষ্টির বর্ণনা করিয়া অনর্থনিবৃত্তিহেতুও জ্ঞানীর তুষ্টি হয়, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) অনিষ্টনিবৃত্তিহেতু জ্ঞানীর তৃপ্তির বর্ণন।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেঽদ্য।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি॥

অন্বয়—অদ্য সাংসারিকম্ দুঃখম্ ন বীক্ষে; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ; স্বস্য অজ্ঞানম্ ক্ব অপি পলায়িতম্; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ। ২৯৩

অনুবাদ—যে হেতু এখন সাংসারিক দুঃখ আর দেখিতেছি না, সেই হেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। যেহেতু আমার অজ্ঞান কোথায় পলাইয়াছে, সেইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য।

টীকা—"অদ্য"—এক্ষণে, "সাংসারিকম্ দুঃখম্"—দুঃখরূপ সংসার, "ন বীক্ষে,"—যেহেতু দেখিতেছি না, এই হেতু আমি কৃতার্থ। দুঃখের অপ্রতীতির কারণ বলিতেছেন—"যেহেতু আমার অজ্ঞান" ইত্যাদি। অনেক কর্ম্মসংস্কারের কোরকস্বরূপ যে অজ্ঞান, "ক অপি পলায়িতম্" —কোথায় গিয়াছে অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই হেতু, অর্থাৎ কর্ম্মবাসনাজনিত সংসারে দুঃখের অভাববশতঃ আমি কৃতার্থ, ইহাই অর্থ। ২৯৩

অজ্ঞাননিবৃত্তির ফল—কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা দেখাইতেছেন :—

(গ) অজ্ঞাননিবৃত্তির ফলের বর্ণন।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নম্॥ ২৯৪

অন্বয়—মে (মম) কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্ ন বিদ্যতে; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ প্রাপ্তব্যম্ সর্ব্বম্ অদ্য সম্পন্নম্ অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ?

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু আমার কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট নাই, সেইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। যেহেতু সকল প্রাপ্তব্যই পাইয়াছি; এইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। ২৯৪

এক্ষণে কৃতকৃত্যতা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন যে তৃপ্তি তাহার নিরতিশয়তা অর্থাৎ অন্য সকল প্রকার তৃপ্তি হইতে উৎকর্ষ, বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) বিগত ১৩টি শ্লোকে বর্ণিত তৃপ্তির নিরঙ্কুশতা।

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং তৃপ্তের্মে কোপমাভবেল্লোকে।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনর্ধন্যঃ॥ ২৯৫

অন্বয়—অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ; মে তৃপ্তেঃ লোকে কা উপমা ভবেৎ। অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ধন্যঃ ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ধন্যঃ।

অনুবাদ—আমি ধন্য; আমি ধন্য; আমার তৃপ্তির কোন্ উপমা সংসারে পাওয়া যায়? কোন উপমাই নাই। আমি ধন্য, আমি ধন্য, ধন্য ধন্য পুনঃ পুনঃ ধন্য।

টীকা—ইহার পর বর্ণনীয় কোন বস্তুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া, চারিদিকে সেই তৃপ্তিরই স্ফূরণ হইতেছে—ইহাই দেখাইতেছেন :—"আমি ধন্য, আমি ধন্য" ইত্যাদিদ্বারা। ২৯৫

এই সকল জ্ঞানাদিফলের হেতুভূত পুণ্যসমূহের পরিপাক অনুস্মরণ করিয়া জ্ঞানী তৃপ্তিলাভ করেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) বিগত ৪টি শ্লোকে বর্ণিত ফলের হেতুভূত পুণ্যকে এবং তাহার লব্ধা আপনাকে স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি।

অহোপুণ্যমহোপুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্।
অস্যপুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মহো বয়ম্॥ ২৯৬

অন্বয়—অহো পুণ্যম্, অহো পুণ্যম্ দৃঢ়ম্ ফলিতম্ ফলিতম্। অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেঃ বয়ম্ অহো বয়ম্ অহো।

অনুবাদ—অহো আমার কি পুণ্য! অহো কি পুণ্য! (এই পুণ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই) যে হেতু ইহা অক্ষয়ফললাভ করিয়াছে। এই পুণ্যের সম্পাদনহেতু সম্পাদনকর্ত্তা আমরা কি বিস্ময়কর! অহো আমরা সর্ব্বোত্তম।

টীকা—এস্থলে সকল দ্বিরুক্তিই চমৎকারাতিশয্যসূচক। এই প্রকার পুণ্যের সম্পাদনকর্ত্তা আপনাকে স্মরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তাহাই বলিতেছেন :—আমরা কি বিস্ময়কর! এস্থলে "বয়ম"—'আমরা'—এই বহুবচন চিদাভাসকৃত আত্মাদরাতিশয্যের বা গৌরবের সূচক। ২৯৬

এক্ষণে সম্যগ্‌জ্ঞানের সাধন বেদান্তশাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের উপদেশকর্ত্তা আচার্য্যের অনুস্মরণ করিয়া জ্ঞানী তৃপ্তিলাভ করিতেছেন :—

(চ) সম্যগ্‌ জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন—শাস্ত্র, গুরু ও জ্ঞান এবং এই তিনের ফল—সুখের স্মরণে তৃপ্তি।

অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্ ॥ ২৯৭

অন্বয়—অহো শাস্ত্রম্, অহো শাস্ত্রম্ অহো গুরুঃ অহো গুরুঃ, অহো জ্ঞানম্, অহো জ্ঞানম্ অহো সুখম্ অহো সুখম্।

অনুবাদ—অহো কি বিস্ময়কর শাস্ত্র! কি বিস্ময়কর শাস্ত্র! সর্ব্বশাস্ত্রের চূড়ামণি; সেই শাস্ত্রের উপদেষ্টা কি বিস্ময়কর। অহো কি বিস্ময়কর! সকল সাধনের ফলরূপ তত্ত্বজ্ঞান কি বিস্ময়কর! কি বিস্ময়কর! অহো কি সুখ! কি সুখ! ইহা অপেক্ষা আর সুখোৎকর্ষ নাই।

টীকা—[আশ্চর্য্যবক্তা, কুশলোঽস্যলব্ধা—কঠোপনিষৎ ২।৭] 'এই আত্মস্বরূপের কথয়িতা অতি দুর্লভ; আত্মতত্ত্বের লব্ধা বা জ্ঞাতা অসাধারণ নিপুণ' ইত্যাদি। ২৯৭

'তৃপ্তিদীপ' গ্রন্থের চর্চ্চা করিলে যে ফললাভ হয়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন :—

(ছ) তৃপ্তিদীপের অভ্যাসের ফল।

তৃপ্তিদীপমিমং নিত্যং যেঽনুসন্দধতে বুধাঃ।
ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তস্তে তৃপ্যন্তি নিরন্তরম্ ॥ ২৯৮

অন্বয়—যে বুধাঃ ইমম্ তৃপ্তিদীপম্ নিত্যম্ অনুসন্দধতে তে ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তঃ নিরন্তরম্ তৃপ্যন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—যে নির্ম্মলবুদ্ধি ব্যক্তি এই তৃপ্তিদীপ নামক প্রকরণগ্রন্থ নিত্য পর্য্যালোচনা করেন তিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তিলাভ করেন। ২৯৮

ইতি সটীক তৃপ্তিদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

অষ্টম অধ্যায়—কূটস্থদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ

টীকাকার-কৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
কুর্ব্বে কূটস্থদীপস্য ব্যাখ্যাং তাৎপর্য্যদীপিকাম্॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি কূটস্থদীপের তাৎপর্য্যদীপিকা নাম্নী ব্যাখ্যা রচনা করিতেছি।

চিত্রদীপ নামক ষষ্ঠ প্রকরণের ২২শ শ্লোকে 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থ প্রত্যগাত্মরূপ যে কূটস্থের লক্ষণ করিয়াছেন, সেই কূটস্থের দীপবৎ প্রকাশক বলিয়া, এই প্রকরণের নাম "কূটস্থদীপ"।

দেহের বাহিরে ভিতরে ব্রহ্ম ও কূটস্থ হইতে পৃথক্ করিয়া চিদাভাস-নিরূপণ।

১। ত্বম্-পদের লক্ষ্যার্থের এবং বাচ্যার্থের বর্ণনপূর্ব্বক দেহের বাহিরে চিদাভাস ও ব্রহ্মের ভেদবর্ণন।

এই সংসারে ব্রহ্ম ও আত্মার একতা জ্ঞান, মুমুক্ষুজনের মোক্ষের সাধন। সেই জ্ঞান "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অন্তর্গত "ত্বম্"-পদার্থের শোধনদ্বারাই উৎপন্ন হয়। এই হেতু "ত্বম্"-পদার্থের শোধনে ব্যাপৃত কূটস্থদীপনামক গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া, আচার্য্য এই গ্রন্থ বেদান্ত-শাস্ত্রেরই প্রকরণগ্রন্থ বলিয়া, সেই শাস্ত্রেরই বিষয়াদি অনুবন্ধচতুষ্টয়দ্বারা এই গ্রন্থের সানুবন্ধতাসিদ্ধি হইবে, মনে করিয়া, 'ত্বম্'-পদের লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থ যথাক্রমে কূটস্থ ও জীবের ভেদ, দৃষ্টান্ত দিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অথবা পূর্ব্ব প্রকরণে, অজ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া নিরঙ্কুশা তৃপ্তি পর্য্যন্ত সাত অবস্থা চিদাভাসেরই, কূটস্থের নহে—ইহা শুনিয়া শিষ্যের কূটস্থ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা বুঝিয়া, দেহরূপ ভাণ্ডের সামান্য ও বিশেষরূপে ভাসক কূটস্থের ও চিদাভাসের ভেদ বুঝাইতেছেন :—

(ক) ত্বম্-পদের লক্ষ্যার্থের ও বাচ্যার্থের সদৃষ্টান্ত বর্ণন।

খাদিত্যদীপিতে কুড্যে দর্পণাদিত্যদীপ্তিবৎ।
কূটস্থভাসিতো দেহো ধীস্থজীবেন ভাস্যতে॥ ১

অন্বয়—খাদিত্যদীপিতে কুড্যে দর্পণাদিত্যদীপ্তিবৎ কূটস্থভাসিতঃ দেহঃ ধীস্থজীবেন ভাস্যতে।

অনুবাদ—যেমন আকাশস্থিত সূর্য্যের কিরণদ্বারা সাধারণভাবে প্রকাশিত দেওয়ালে, দর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের রশ্মি পড়িলে, সেই দেওয়াল দ্বিগুণ প্রকাশিত

হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যদ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত দেহ, বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্য-দ্বারা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়।

টীকা—"খাদিত্যদীপিতে কুড্যে"—'খে' আকাশে অবস্থিত যে 'আদিত্য' তাহা 'খাদিত্য'—সর্ব্বজনবিদিত সূর্য্য, তদ্দ্বারা তৎসম্বন্ধী আলোক লক্ষিত হইতেছে। সেই আলোকদ্বারা প্রকাশিত যে দেওয়াল, তাহাতে, "দর্পণাদিত্যদীপ্তিবৎ"—দর্পণগত—দর্পণে প্রতিফলিত সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় অর্থাৎ অনেক দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বক্রভাবে প্রেরিত সূর্য্যরশ্মি, দেওয়ালে নিপতিত হইলে, সেই দেওয়ালকে যেরূপ (অধিকতর) প্রকাশ করে, সেইরূপ "কূটস্থভাসিতঃ"—কূটস্থ বা নির্ব্বিকার চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত, "দেহঃ, ধীস্থজীবেন ভাস্যতে"—শরীর, বুদ্ধিতে অবস্থিত চিদাভাসদ্বারা প্রকাশিত হয়। এইরূপ বর্ণনদ্বারা গ্রন্থকার, দেওয়ালের সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে প্রকাশক সূর্য্যের দুইটি আলোকের ন্যায়, দেহের প্রকাশক দুইটি চৈতন্য আছে, এই অর্থ প্রতিপাদন করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। ১

ভাল, সেই দেওয়ালে দর্পণগত সূর্য্যের (অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের) আলোক ব্যতীত আকাশগত সূর্য্যের ত' আলোক দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেই দর্পণগত সূর্য্যালোক হইতে, আকাশগত সূর্য্যালোককে বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(খ) উক্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন।

অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাং বহুসন্ধিষু।
ইতরা ব্যজ্যতে তাসামভাবেঽপি প্রকাশতে॥ ২

অন্বয়—অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাম্ বহুসান্ধষু ইতরা ব্যজ্যতে ; তাসাম্ অভাবে অপি প্রকাশতে।

অনুবাদ—সেই দেওয়ালে একাধিক দর্পণগত সূর্য্যের কিরণ নিপতিত হইলে, তাহাদের অনেক সন্ধিতে বা ব্যবধানে আকাশগত সূর্য্যের কিরণ প্রকটিত দেখা যায়, যাহা দর্পণগত সূর্য্যালোকের অভাব হইলেও প্রকটিত রহিয়াছে, দেখা যায়।

টীকা—"অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাম"—(দেওয়ালের স্থানে স্থানে) অনেক দর্পণগত সূর্য্যদ্বারা উৎপাদিত যে মণ্ডলাকার বিশেষপ্রভাসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সন্ধিতে অর্থাৎ ব্যবধানে "ইতরা"—অন্য অর্থাৎ সামান্য প্রভারূপ আকাশগত সূর্য্যের প্রভা, "ব্যজ্যতে"—স্পষ্ট প্রতীত হয়; "তাসাম্"—সেই দর্পণোৎপাদিত প্রভাসমূহের, "অভাবে"—দর্পণসমূহের অপসারণ, নাশ প্রভৃতি-বশতঃ সেই একাধিক প্রভার তিরোভাব ঘটিলেও, তাহা—সেই সামান্যালোক, স্বয়ং সমস্ত দেওয়ালে প্রকটিত দেখা যায়। ২

দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ অর্থটিকে দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ তথানেকধিয়ামসৌ।
সন্ধিং ধিয়ামভাবঞ্চ ভাসয়ন্ প্রবিবিচ্যতাম্॥ ৩

অন্বয়—তথা চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ অনেকধিয়াম্ সন্ধিম্ ধিয়াম্ অভাবম্ চ ভাসয়ন্ অসৌ প্রবিবিচ্যতাম্।

অনুবাদ—সেইরূপ, চিদাভাসবিশিষ্ট অনেক বুদ্ধিবৃত্তির সন্ধির এবং বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের অভাবের প্রকাশক সেই কূটস্থ চৈতন্যকে, সেই বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লও।

টীকা—"তথা"—সেই দর্পণদ্বারা সূচিত প্রকারেই, "চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ অনেকধিয়াম্"—চৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্ত 'ঘটজ্ঞানা'দি শব্দদ্বারা সূচিত অনেক বুদ্ধিবৃত্তির, "সন্ধিম"—অন্তরাল বা ব্যবধানকে অর্থাৎ বাহিরে, ঘটাদির আকারের বৃত্তি নষ্ট হইল এবং পটাদির আকারের বৃত্তি উৎপন্ন হইল, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে অবকাশরূপ সন্ধি এবং ভিতরে, ইচ্ছারূপ বৃত্তি বিনষ্ট হইল এবং ক্রোধরূপ বৃত্তি উৎপন্ন হইল, এই উভয়ের অবকাশরূপ সন্ধি, যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও স্বপ্নজাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় এবং "ধিয়াম্ অভাবম্"—বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের অভাবকে, যাহা সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহাকে "ভাসয়ন্"—প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের প্রকাশক হইয়া, "অসৌ"—এই কূটস্থ অর্থাৎ সামান্য চৈতন্য অবস্থিত রহিয়াছেন ; সেই কূটস্থচৈতন্যকে "প্রবিবিচ্যতাম্"—সেই চিদাভাস সহিত বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া—ভিন্নরূপে উপলব্ধি করিয়া, চিনিয়া লও। সেই 'সন্ধি' শব্দে জাগ্রদবস্থার অন্তে এবং স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থার আদিতে, এবং স্বপ্নাবস্থার অন্তে এবং সুষুপ্তি বা জাগ্রদবস্থার আদিতে এবং সুষুপ্তির অন্তে জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থার আদিতে, যে অবকাশ বা অন্তরাল অনুভূত হয়, তাহাদিগকেও ধরিতে হইবে। এই সকল সন্ধিতে বৃত্তির স্ফুরণ না থাকায়, চিদাভাসের অভাব হয় ; এইহেতু কেবল সামান্যচৈতন্যরূপ কূটস্থেরই প্রকাশ থাকে। * ৩

এক্ষণে দেহের ভিতর চিদাভাস ও কূটস্থের ভেদ দেখাইবার জন্য, দেহের বাহিরেও, চিদাভাস ও ব্রহ্মের বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(ঘ) ঘট চিদাভাসদ্বারাই প্রকাশ্য এবং ঘটের জ্ঞাততারূপ ধর্ম্ম ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশ্য।

ঘটৈকাকারধীস্থা চিদ্ঘটমেবাবভাসয়েৎ।
ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেনাবভাসতে॥ ৪

অন্বয়—ঘটৈকাকারধীস্থা চিৎ ঘটম্ এব অবভাসয়েৎ ; ঘটস্য জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেন অবভাসতে।

অনুবাদ—ঘটের সহিত একাকার অর্থাৎ ঘটাকারাকারিত বুদ্ধিতে অবস্থিত আভাসচৈতন্য ঘটকেই প্রকাশ করে, আর ঘটের জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়।

টীকা—"ঘটৈকাকারধীস্থা চিৎ"—ঘটের সহিত এক বা অভিন্ন আকারের ন্যায় আকার যাহার এইরূপ যে বুদ্ধি তাহা 'ঘটৈকাকারধী', তাহাতে বর্ত্তমান যে চিদাভাস, "ঘটম্ এব

* "লীনে পূর্ব্ববিকল্পে তু যাবদন্যস্য নোদয়ঃ। নির্ব্বিকল্পকচৈতন্যং স্পষ্টং তাবদ্বিভাসতে॥" ইতি "লঘুবাক্যবৃত্তিঃ" হইতে অচ্যুতরায় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।

অবভাসয়েৎ”—তাহা ‘ইহা ঘট’ এইরূপে ঘটকেই প্রকাশ করিয়া থাকে ; “ঘটস্য জ্ঞাততা”—সেই ঘটের জ্ঞানের বিষয় হওয়া রূপ যে ধর্ম্ম, যাহা ‘ঘট জানা গিয়াছে’ এই ব্যবহারের কারণ তাহা, ঘটের কল্পনার অধিষ্ঠানসাধনরূপ “ব্রহ্মচৈতন্যেন অবভাসতে” ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারাই প্রকাশিত হয়, ইহাই অর্থ। ৪

ভাল, জ্ঞাততার প্রকাশক চৈতন্যদ্বারাই যখন ঘটের প্রতীতি সম্ভব, তখন বুদ্ধির প্রয়োজন কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, ঘটের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততারূপ ভেদের সিদ্ধির জন্য বুদ্ধি :—

(ঙ) ঘটের জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা, এই উভয়ের ভেদসিদ্ধির জন্য বুদ্ধির উপযোগিতা।

অজ্ঞাতত্বেন জ্ঞাতোঽয়ং ঘটোবুদ্ধ্যুদয়াৎ পুরা।
ব্রহ্মণৈবোপরিষ্ঠাত্তু জ্ঞাতত্বেনেত্যসৌ ভিদা॥ ৫

অন্বয়—বুদ্ধ্যুদয়াৎ পুরা অয়ম্ ঘটঃ ব্রহ্মণা এব অজ্ঞাতত্বেন জ্ঞাতঃ ; উপরিষ্ঠাৎ তু জ্ঞাতত্বেন ইতি অসৌ ভিদা।

অনুবাদ—বুদ্ধির উদয়ের পূর্ব্বে অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ ঘটিবার পূর্ব্বে এই ঘট অজ্ঞাতরূপে ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত ছিল, কিন্তু পরে জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হইল ; এই মাত্র ভেদ।

টীকা—ঘটাকারে আকারিত বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে, এই ঘট ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা, ‘ঘটকে আমি জানি না’—এই প্রকার অজ্ঞাতভাবে, প্রকাশিত হয় ; আর বুদ্ধির উৎপত্তির পরে ‘আমি ঘটকে জানিতেছি’ এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়া এই ঘট ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির থাকায় না থাকায় এই মাত্র ভেদ, অন্য ভেদ নাই। অভিপ্রায় এই—যেমন অজ্ঞানরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট অজ্ঞাত ঘটকে বা সুমেরু পর্ব্বতকে আমি জানি না, এই প্রকারে ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশ পায়, সেই প্রকার জ্ঞানরূপ বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞাতঘট প্রভৃতিকে ‘আমি জানিতেছি’ এইরূপে, ব্রহ্ম-চৈতন্যই প্রকাশ পায়। এইহেতু বুদ্ধির অনুদয়বশতঃ ঘটবিষয়ে অজ্ঞাততা থাকে এবং বুদ্ধির উদয়বশতঃ ঘটের অজ্ঞাততা বিনষ্ট হইয়া জ্ঞাততা প্রতীত হয়। ইহাই বুদ্ধির সদ্ভাব ও অভাবকৃত ভেদ, অন্য কিছু নহে। ৫

ভাল, একই ঘটের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততাস্বরূপ দুইরূপ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই দুইরূপ বুঝাইবার জন্য জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততার কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ প্রথমে বুঝাইতেছেন :—

(চ) একই ঘটের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততার কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানেরস্বরূপ।

চিদাভাসান্তধীবৃত্তির্জ্ঞানং লোহান্তকুন্তবৎ।
জাড্যমজ্ঞানমেতাভ্যাং ব্যাপ্তঃ কুম্ভোদ্বিধোচ্যতে॥

অন্বয়—চিদাভাসান্তধীবৃত্তিঃ লোহান্তকুন্তবৎ জ্ঞানম্ ; জাড্যম্ অজ্ঞানম্। এতাভ্যাম্ ব্যাপ্তঃ কুম্ভঃ দ্বিধা উচ্যতে। ৬

অনুবাদ—যেমন কুন্ত বা প্রাস (বর্ষা বা শূল) নামক অস্ত্র অগ্রভাগে ইস্পাত-

দ্বারা তীক্ষ্ণধারযুক্ত, সেই প্রকার চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিই জ্ঞান; আর যাহা স্বভাবতঃ জড় বা প্রকাশরহিত তাহাই অজ্ঞান—ভানবিরোধী অনাদিভাবরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তু। এই উভয়দ্বারা ব্যাপ্ত ঘট দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

টীকা—"চিদাভাসান্তধীবৃত্তিঃ"—চিদাভাস অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব 'অন্তে' অগ্রভাগে যাহার, এইরূপ যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই 'জ্ঞান' এই নামে কথিত হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্য * বলিয়াছেন—"বোধেঽদ্ধাবুদ্ধিঃ" যে বুদ্ধি 'অদ্ধা' অর্থাৎ জ্ঞানাধানকারিণী তাহাকে বোধ বলে—অত্যতে ইতি অৎ, সততং গমনং, জ্ঞানং বা, তৎ দধাতি, অৎ+ধা+ক্বিপ্ (তারানাথের "বাচাস্পত্যম্") [পাঠান্তরে "বোধো ধীবৃত্তিঃ"—বোধ বা জ্ঞান বুদ্ধির বৃত্তি] তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"লোহান্তকুন্তবৎ"—লোহ বা ইস্পাতদ্বারা রচিত ফলক বা অগ্রভাগ যাহার—এই প্রকার কুন্ত বা বর্শা; সেই অস্ত্রের ন্যায়; "জাড্যম অজ্ঞানম্"—যাহা স্বভাবতঃ প্রকাশরহিত (মোহাত্মক), তাহাকে অজ্ঞান বলে; "এতাভ্যাম্ ব্যাপ্তঃ কুম্ভঃ"—এই জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদুভয়দ্বারা যথাক্রমে, সর্ব্বপ্রকারে প্রাপ্তসম্বন্ধ যে ঘট, তাহাই "দ্বিধা উচ্যতে"—জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত এই দুই প্রকারে কথিত হয়; ইহাই অর্থ। ৬

ভাল, অজ্ঞাত ঘট অজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া তাহার ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা আছে, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত যে জ্ঞাত ঘট, তাহার কি প্রকারে ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা থাকিতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—অজ্ঞান যেরূপ ঘটে অজ্ঞাততা ধর্ম্ম উৎপাদন করিয়া পর্য্যবসন্ন বা চরিতার্থ হয়, জ্ঞানও সেইরূপ জ্ঞাততাধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াই চরিতার্থ হয়; সেই কারণে অজ্ঞাত কুম্ভের ন্যায় জ্ঞাত কুম্ভেরও ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা হয়:—

(চ) অজ্ঞাত ঘটের ন্যায় জ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশ্য।

অজ্ঞাতো ব্রহ্মণা ভাস্যো জ্ঞাতঃ কুম্ভস্তথা ন কিম্?
জ্ঞাতত্বজননেনৈব চিদাভাসপরিক্ষয়ঃ॥ ৭

অন্বয়—অজ্ঞাতঃ ব্রহ্মণা ভাস্যঃ; তথা জ্ঞাতঃ কুম্ভঃ কিম্ ন? জ্ঞাতত্বজননেন এব চিদাভাস পরিক্ষয়ঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—যেমন অজ্ঞাত ঘটের ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা আছে, জ্ঞাত ঘটের সেইরূপ যোগ্যতা কেন থাকিবে না? যেহেতু জ্ঞাততা উৎপাদন করিবামাত্রই চিদাভাসের পরিক্ষয় হয় অর্থাৎ তাহা চরিতার্থ হইয়া যায়, সেইহেতু জ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হয়।

টীকা—যেমন অজ্ঞাত ঘট ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্য, সেইরূপ জ্ঞাত ঘটও কি ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্য নহে? অর্থাৎ যোগ্যই; ইহাই তাৎপর্য্য। কি-কারণে জ্ঞাত ঘটের ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু

* কোন্ আচার্য্য ইহা বলিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা গেল না।

জ্ঞাততা" ইত্যাদি। জ্ঞাততার উৎপাদনমাত্রেই চিদাভাসের পরিক্ষয় বা কৃতার্থতা হয়। "বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্। তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ॥" বুদ্ধি এবং বুদ্ধিস্থ চিদাভাস উভয়েই ঘটকে ব্যাপিয়া থাকে; তন্মধ্যে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান বুদ্ধিদ্বারা বিনষ্ট হয় এবং চিদাভাসদ্বারা ঘটের প্রকাশ হয় (তৃপ্তিদীপ—৭।৯)। এই বচন হইতে জানা যায় যে প্রকাশ বা জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াই চিদাভাস চরিতার্থ হইয়া যায়। যেমন দণ্ডিত্বের অর্থ দণ্ড, সেইরূপ জ্ঞাতত্বের অর্থ জ্ঞান। ৭

(শঙ্কা) ভাল, অজ্ঞাততার উৎপাদনের জন্য যেমন অজ্ঞানই পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট, সেইরূপ জ্ঞাততার উৎপাদনের জন্য বুদ্ধিই ত' যথেষ্ট; তাহা হইলে এই চিদাভাসের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—চিদাভাসরহিত বুদ্ধি ঘটাদির ন্যায় জড়রূপ (প্রকাশহীন) বলিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞাততার উৎপাদন অসম্ভব:—

(জ) চিদাভাসরহিত বুদ্ধি দ্বারা ঘটের জ্ঞাততার উৎপাদন অসম্ভব।

আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বং নৈব জন্যতে।
তাদৃগ্বুদ্ধের্বিশেষঃ কো মৃদাদেঃ স্যাদ্বিকারিণঃ॥ ৮

অন্বয়—আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বম্ ন এব জন্যতে। তাদৃগ্বুদ্ধেঃ বিকারিণঃ মৃদাদেঃ কঃ বিশেষঃ স্যাৎ?

অনুবাদ ও টীকা—আভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাততা কখনই উৎপাদিত হইতে পারে না, কারণ সেই চিদাভাসরহিত বুদ্ধি হইতে বিকারী অর্থাৎ লেপনাদিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত মৃত্তিকাদির প্রভেদ কি? কোনই প্রভেদ নাই। ৮

চিদাভাসরচিত বুদ্ধিদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটের জ্ঞাততা নাই—এই কথাই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন:—

(ঝ) চিদাভাসরহিত বুদ্ধি দ্বারা ব্যাপ্ত ঘটের জ্ঞাততা নাই; দৃষ্টান্ত।

জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে কুম্ভো মৃদালিপ্তো ন কুত্রচিৎ।
ধীমাত্রব্যাপ্ত কুম্ভস্য জ্ঞাতত্বং নেষ্যতে তথা॥ ৯

অন্বয়—কুত্রচিৎ মৃদা আলিপ্তঃ কুম্ভঃ জ্ঞাতঃ ইতি ন উচ্যতে, তথা ধীমাত্রব্যাপ্তকুম্ভস্য জ্ঞাতত্বম্ ন ইষ্যতে।

অনুবাদ—যেমন মৃত্তিকাদ্বারা চারি পার্শ্বে লিপ্ত ঘট কোথাও জ্ঞাত বলিয়া ব্যবহৃত হয় না (অজ্ঞাত বা বিচিকিৎসিতই থাকে), সেই প্রকার আভাসহীন বুদ্ধিমাত্রদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটও কোথাও জ্ঞাত বলিয়া স্বীকৃত হয় না।

টীকা—যেমন সংসারে কোথাও, "মৃদা"—শুক্লকৃষ্ণরূপ মৃত্তিকাদ্বারা, (ঘট) "আলিপ্তঃ" —চারিপার্শ্বে লেপনপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে জ্ঞাত বলা যায় না, সেই প্রকার চিদাভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটেরও জ্ঞাততা কোথাও অঙ্গীকৃত হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন:—

(ক্র) ফলিতার্থ— **জ্ঞাতত্বং নাম কুম্ভে তচ্চিদাভাসফলোদয়ঃ।**
ন ফলং ব্রহ্মচৈতন্যং মানাৎ প্রাগপি সত্ত্বতঃ ॥ ১০

অন্বয়—তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) কুম্ভে চিদাভাসফলোদয়ঃ জ্ঞাতত্বম্ নাম। ব্রহ্মচৈতন্যম্ ফলম্ ন, মানাৎ অপি প্রাক্ সত্ত্বতঃ।

অনুবাদ—সেই হেতু ঘটবিষয়ে চিদাভাসরূপ ফলের উদয়ই ঘটের জ্ঞাতত্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে; কেননা, প্রমাণপ্রয়োগের পূর্ব্বেও ব্রহ্ম বিদ্যমান।

টীকা—যেহেতু কেবল বুদ্ধির জ্ঞাততার উৎপাদনে সামর্থ্য নাই, সেইহেতু ঘটবিষয়ে চিদাভাসরূপ ফলের উৎপত্তিই জ্ঞাততা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাল, তাহা হইলেও চিদাভাসকল্পনা করা উচিত নহে, কেননা, ব্রহ্মচৈতন্যরূপফল বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য ঘটাদির স্ফুরণরূপ ফল নহে। ব্রহ্মচৈতন্য কেন ফল নহে ? তদুত্তরে বলিতেছেন, "কেননা, প্রমাণপ্রয়োগের পূর্ব্বেও ব্রহ্মচৈতন্য বিদ্যমান।" প্রমাণের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও ব্রহ্ম বিদ্যমান বলিয়া, আর ঘটাদির স্ফুরণরূপ যে ফল, তাহা প্রমাণ প্রয়োগের পরবর্ত্তীকালেই হইবে, এইরূপ নিয়ম থাকায়, ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। এস্থলে ফলচৈতন্য লইয়া অবচ্ছেদবাদী ও আভাসবাদীর মধ্যে যে মতভেদ আছে তাহা এইরূপে পরিস্ফুট হইবে। "সিদ্ধান্তবিন্দুগ্রন্থে" (১৩৩ হইতে ১৩৭ কণ্ডিকায়) অন্তঃকরণস্বরূপ এইরূপ বর্ণিত আছে :—"যাহাকে অন্তঃকরণ বলা যায়, তাহা একটি অবিদ্যাবিবর্ত্ত, অর্থাৎ অবিদ্যার পরিণাম যে সূক্ষ্মপঞ্চভূত, তদ্দ্বারা আরব্ধ (বিরচিত); তাহাতে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য বলিয়া দর্পণাদির ন্যায় অতি স্বচ্ছ। তাহা শরীর মধ্যে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত। তাহা নেত্রাদির দ্বারা বহির্গত হইয়া, "যোগ্য" ঘটাদি বস্তুকে ব্যাপ্ত করে, (ধর্ম্মাদিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অযোগ্য বস্তুকে করে না।) তাহা গলিত তাম্রাদির ন্যায় সেই সেই বস্তুর আকার ধারণ করে। সূর্য্যালোকের ন্যায় অতি দ্রুতবেগে তাহার সঙ্কোচবিকাশ হয়। তাহা সাবয়ব বলিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, দেহাভ্যন্তরে ও ঘটাদিতে সম্যগ্ ব্যাপ্ত হইয়া, দেহ ও ঘটের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হয়। অন্তঃকরণের সেইরূপ পরিণামে যে ভাগ দেহদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তাহার নাম হয় 'অহঙ্কার'; তাহাই কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার যে ভাগ দেহ ও বিষয়ের মধ্যে দণ্ডাকারে অবস্থিত হয়, তাহার নাম হয় 'বৃত্তিজ্ঞান'; তাহাই ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার যে ভাগ বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, তাহাই বিষয়কে জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্মরূপে (কর্ম্মকারকরূপে) বুঝায়; তাহারই নাম হয় 'অভিব্যক্তিযোগ্যতা'। সেই ত্রিভাগবিশিষ্ট অন্তঃকরণ অতি স্বচ্ছ বলিয়া তাহাতে চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। সেই অভিব্যক্ত চৈতন্য বস্তুতঃ এক হইলেও তাহার অভিব্যঞ্জক ত্রিভাগবিশিষ্ট অন্তঃকরণের অনুসারে তাহাতেও ভাগত্রয়ের উপচার করা হয়। অন্তঃকরণের কর্ত্তৃভাগদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশ—প্রমাতা; ক্রিয়াভাগদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশ—প্রমাণ, বিষয়ব্যাপক অভিব্যক্তিযোগ্যতা-ভাগদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যাংশ—প্রমিতি (প্রমাজ্ঞান)। প্রমেয়

কিন্তু বিষয়গত ব্রহ্মচৈতন্যই, তাহা অজ্ঞাত। তাহাই জ্ঞাত হইলে (প্রমাণ-) 'ফল'। এই প্রকারে অধিষ্ঠানরূপে বিষয়গত ব্রহ্ম চৈতন্যের জ্ঞাততারূপ উপাধি হইলেই ফলত্বসিদ্ধি।" মধুসূদনের মতে এই সিদ্ধান্ত "নির্ব্বিবাদ"—কিন্তু এই স্থলে বিবাদ এইরূপঃ—অবচ্ছেদবাদীর মতে—অন্তঃকরণ-**বিশিষ্ট** চৈতন্য 'প্রমাতৃ-চৈতন্য'; ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়পর্য্যন্ত যে বৃত্তি, **তদ্বিশিষ্ট** চৈতন্য 'প্রমাণচৈতন্য'; আর ঘটাদিরদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অজ্ঞাত হইলে তাহাকে 'বিষয়চৈতন্য' বা 'প্রমেয়চৈতন্য' বলে; তাহাই জ্ঞাত হইলে তাহাকে 'ফলচৈতন্য' বা 'প্রমিতিচৈতন্য' (বা প্রমা-চৈতন্য) বলে; অবচ্ছেদবাদী এই চারিপ্রকার চৈতন্য স্বীকার করেন। আভাসবাদীর মতে চিদাভাস-সহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য—প্রমাতৃচৈতন্য; সাভাসবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্য—প্রমাণচৈতন্য; ঘটাদিরদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিষয়চৈতন্য বা প্রমেয় চৈতন্য; আর বৃত্তির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘটাদিতে যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস উৎপন্ন হয়, তাহাই ফলচৈতন্য। ঘটাদিরদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে। এই স্থলেই আভাসবাদী বিদ্যারণ্যস্বামীর সহিত অবচ্ছেদবাদীর ভেদ। ১০

ভাল, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এই চিদাভাসরূপ ফলের বর্ণন, সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত "পরাগর্থপ্রমেয়েষু" —ইত্যাদিরূপ বার্ত্তিক বচনের বিরুদ্ধ হইতেছে—এই আপত্তির পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে, যে-অবচ্ছেদবাদিগণ এইরূপ আপত্তির উত্থাপন করেন, তাঁহারা সুরেশ্বরাচার্য্যের ঐরূপ বলিবার অভিপ্রায় বুঝেন না। সেই বার্ত্তিক বচনটি এই *:—

পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা।
সম্বিৎ সৈবেহ মেয়োর্থো বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ ॥

অন্বয়—পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলত্বেন সম্মতা সম্বিৎ, সা এব ইহ বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ মেয়ঃ অর্থঃ। ১১

অনুবাদ—ঘটাদি বাহ্যপদার্থ প্রমাণের বিষয় হইলে যে সম্বিৎ (অর্থাৎ চিদাভাস) প্রমাণের ফল বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাই এই বেদান্তশাস্ত্রে, বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণানুসারে প্রমেয় বা জ্ঞেয়পদার্থ।

টীকা—বার্ত্তিককারের এই বচনটির অর্থ এই—"পরাগর্থপ্রমেয়েষু"—'পরাগর্থ'—বাহ্য-ঘটাদিপদার্থ, প্রমেয়েষু (সৎসু)—প্রমাণের বিষয় হইলে, "যা সম্বিৎ ফলত্বেন সম্মতা"—প্রমাণের ফল বলিয়া সে সম্বিৎ স্বীকৃত হয়, "সা এব ইহ"—তাহাই এই বেদান্তশাস্ত্রে, "বেদান্তোক্তি-প্রমাণতঃ"—বেদান্ত বাক্যরূপ প্রমাণের বলে, (প্র)মেয়ঃ অর্থঃ"—জ্ঞাতব্য বস্তু। ১১

ইতি বার্ত্তিককারেণ চিৎসাদৃশ্যং বিবক্ষিতম্।
ব্রহ্মচিৎফলয়োর্ভেদঃ সহস্র্যাং বিশ্রুতো যতঃ ॥১২

অন্বয়—ইতি বার্ত্তিককারেণ চিৎসাদৃশ্যম্ বিবক্ষিতম্, যতঃ ব্রহ্মচিৎফলয়োঃ ভেদঃ সহস্র্যাম্ বিশ্রুতঃ।

* এই বার্ত্তিকবচনটি 'আনন্দাশ্রম' মুদ্রিত "বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক" মধ্যে এবং কাশী চৌখাম্বামুদ্রিত "বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকসার" মধ্যে পাওয়া গেল না। "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে"ও নাই।

অনুবাদ—বার্ত্তিকরচয়িতা সুরেশ্বরাচার্য্যের, এই শ্লোকে ব্যবহৃত 'সম্বিৎ' শব্দ দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ—'চৈতন্যের সদৃশ চৈতন্য' অর্থাৎ চিদাভাস : কেননা, সম্বিদ্রূপ ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের ভেদ, "উপদেশসহস্রী" গ্রন্থে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকর্তৃক বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

টীকা—"ইতি"—এই বার্ত্তিকশ্লোকদ্বারা, ব্রহ্মচৈতন্যের সদৃশ চিদাভাসকে প্রমাণের ফলরূপে বর্ণন করাই অভিপ্রেত, ব্রহ্মচৈতন্যকে নহে ; ইহাই তাৎপর্য্য। বার্ত্তিককারের যে এইরূপ বর্ণন করাই অভিপ্রেত, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাঁহার গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বরচিত "উপদেশসহস্রী" গ্রন্থে "স্বপ্নস্মৃতি" নামক চতুর্দ্দশ প্রকরণে সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে ব্রহ্মচৈতন্য ও চিদাভাসের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া বার্ত্তিককারের উক্ত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়—"কেননা, সম্বিদ্রূপ ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের (প্রতিফলিত চিদাভাসের) ভেদ" ইত্যাদির দ্বারা। "ব্রহ্মচিৎফলয়োঃ"—ব্রহ্ম ও চিৎফল (চিদাভাসরূপ ফল) তদুভয়ের ; এইরূপে সমাস ভাঙ্গিতে হইবে। "উপদেশসহস্রীর" উক্ত শ্লোকটি রামতীর্থবিরচিত "পদযোজনিকা" টীকায় পাতনিকাসহ এইরূপে দেখা যায়—"(শঙ্কা) বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে চিদাত্মার পরিণাম না হইলেও, ব্রহ্মরূপে তাহার একত্ব (অখণ্ডত্ব) যুক্তিসহ হইতে পারে না, কেননা, প্রতি দেহেই ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, সেইরূপ ভেদের প্রমাণ নাই বলিয়া, সেই ভেদ স্বীকার্য্য নহে :—"চিন্মাত্রজ্যোতিষা সর্ব্বাঃ সর্ব্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ। ময়া যস্মাৎ প্রকাশ্যন্তে সর্ব্বস্যাত্মা ততো হ্যহম॥" ৭। যেহেতু আমি সকল জীবদেহেই সকল বুদ্ধিকে চিন্মাত্রের জ্যোতিঃদ্বারা (প্রতি'ভাস' দ্বারা) প্রকাশ করিয়া থাকি, সেইহেতু আমি সকল জীবেরই 'আত্মা'। (ইহার টীকা)—যেমন একটি দেহে বুদ্ধির অবভাস বা প্রকাশ বিকৃতচৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্তিমান, সর্ব্বজীবশরীরগত বুদ্ধির অবভাসও সেইরূপ ; এইহেতু ভাসনীয় বা প্রকাশনীয় বুদ্ধিসমূহের ভেদ থাকিলেও তাহাদের আভাসকের স্বরূপে ভেদ নাই, কেননা, এইরূপ ভেদ প্রমাণপথে অবতরণ করে না অর্থাৎ কোনও প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ভেদ যখন সাক্ষিগোচর, তখন সেই ভেদে সাক্ষিধর্ম্মতা নাই। সেইহেতু সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন, এইরূপ আশঙ্কার অবসর নাই। ৭। (শঙ্কা) চৈতন্য সকলস্থলে এক হইলেও, দৃশ্য (বুদ্ধিপ্রভৃতি) অনেক বলিয়া, ব্রহ্মরূপ আত্মার অদ্বয়তাসিদ্ধি হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উপপাদন করিতেছেন যে সকল দৃশ্যই অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যার বিলাস—বুদ্ধিমাত্র বলিয়া চৈতন্যের অদ্বয়রূপতায় বিরোধ নাই।—"করণং কর্ম্ম কর্ত্তা চ ক্রিয়া স্বপ্নে ফলঞ্চ ধীঃ। জাগ্রত্যেবং যতো দৃষ্টা দ্রষ্টা তস্মাদতোহন্যথা॥" ৮। যেমন স্বপ্নে করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা, ক্রিয়া এবং তাহাদের প্রতিফলন (অভিব্যক্তি)—বুদ্ধিমাত্র, এবং জাগ্রদবস্থাতেও যেহেতু এইরূপই দৃষ্ট হয়, সেইহেতু দ্রষ্টা বুদ্ধি হইতে ভিন্নস্বভাব। (টীকা) স্বপ্নে যেমন ক্রিয়া, কারক ও তাহাদের প্রতিফল বা অভিব্যক্তি বুদ্ধিভিন্ন অন্য কিছুই নহে, কেননা, সেই স্থানে সেই সময়ে অন্য বাহ্য বস্তু নাই—ইহা নিশ্চিত বা নির্ব্বিবাদ, এবং যেহেতু "জাগ্রতি"—জাগ্রদবস্থাতেও (ঠিক

সেইরূপেই) বুদ্ধিই ক্রিয়া, কারক এবং তাহাদের ফল বা অভিব্যক্তিরূপে দৃষ্ট হয়—তাহার দ্বারাই বাহিরে পদার্থসত্তা অবগত হওয়া যায়—(তাহা না হইলে সুষুপ্তিতেও কোন সময়ে পদার্থের আকারবিশেষের স্ফুরণ হইত) সেইহেতু, সকল বিষয়ের সহিত বুদ্ধি আত্মায় অধ্যস্ত বলিয়া এবং বুদ্ধি সাদি ও সান্ত বলিয়া তাহার মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, দ্রষ্টা, আত্মা সেই বুদ্ধি হইতে "অন্যথা"—অন্যপ্রকারের অর্থাৎ সত্য অখণ্ড একরস। ৮।" এস্থলে 'চিন্মাত্র', 'দ্রষ্টা' ইত্যাদি পদদ্বারা, ব্রহ্মাত্মচৈতন্যের এবং 'ফল' শব্দদ্বারা ফলচৈতন্যের, ভেদ স্পষ্ট প্রকটিত হইয়াছে। ১২।

যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ ঘটের জ্ঞাততাসম্বন্ধে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঠ) চিদাভাসদ্বারা জ্ঞাততার উৎপত্তি এবং ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশ্যতা।

আভাস উদিতস্তস্মাজ্ জ্ঞাতত্বং জনয়েদ্ঘটে।
তৎপুনর্ব্রহ্মণা ভাস্যমজ্ঞাতত্ববদেব হি ॥ ১৩

অন্বয়—তস্মাৎ ঘটে উদিতঃ আভাসঃ জ্ঞাতত্বম্ জনয়েৎ ; তৎ পুনঃ অজ্ঞাতত্ববৎ ব্রহ্মণা এব ভাস্যম্ হি।

অনুবাদ—সেইহেতু ঘটকে লইয়া যে চিদাভাস উৎপন্ন হয়, তাহাই ঘটের জ্ঞাতত্ব উৎপাদন করে ; সেই জ্ঞাততা আবার অজ্ঞাততার ন্যায় ব্রহ্ম বা কূটস্থ চৈতন্য-দ্বারাই প্রকাশিত হয় ; ইহা প্রসিদ্ধ।

টীকা—যেহেতু ব্রহ্ম ও চিদাভাসরূপ ফলের ভেদ এইরূপে সিদ্ধ হইল, "তস্মাৎ ঘটে উদিতঃ আভাসঃ"—সেইহেতু ঘটে উৎপন্ন চিদাভাস, সেই ঘটে "জ্ঞাতত্বম্ জনয়েৎ"—জ্ঞাততা উৎপাদন করে। উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞাতত্ব আবার, "অজ্ঞাতত্ববৎ ব্রহ্মণা এব (অব-) ভাস্যম্ ভবতি"—ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশিত হয়। "হি"—ইহা প্রসিদ্ধ। ১৩

এই প্রকারে চিদাভাস ও ব্রহ্মের যে ভেদ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইল, তাহাই, ভেদের বিষয়-প্রদর্শনদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ড) চিদাভাস ও ব্রহ্মের সিদ্ধ ভেদের বিষয়প্রদর্শন দ্বারা স্পষ্টীকরণ।

ধীবৃত্ত্যাভাসকুম্ভানাং সমূহো ভাস্যতে চিতা।
কুম্ভমাত্রফলত্বাৎ স এক আভাসতঃ স্ফুরেৎ ॥ ১৪

অন্বয়—ধীবৃত্ত্যাভাসকুম্ভানাম্ সমূহঃ চিতা ভাস্যতে ; কুম্ভমাত্রফলত্বাৎ আভাসতঃ সঃ একঃ স্ফুরেৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধিবৃত্তি (যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত হয়), চিদাভাস ও ঘট—এই তিনের সমষ্টি চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয় ; আর চিদাভাস কেবল ঘটে অবস্থিত ফলরূপ বলিয়া, সেই চিদাভাসদ্বারা একমাত্র ঘটই প্রকাশিত হয়।

টীকা—"চিতা"—ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা। চিদাভাস কেবল ঘটে অবস্থিত ফলরূপ বলিয়া "আভাসতঃ"—চিদাভাসদ্বারা, "সঃ একঃ স্ফুরেৎ"—সেই একমাত্র ঘটই প্রকাশিত হয়। ১৪

ঘট যে চিদাভাস ও ব্রহ্ম উভয়দ্বারাই প্রকাশ্য, তদ্বিষয়ে লিঙ্গ বা হেতু বলিতেছেন :—

(ঢ) ঘট, চিদাভাস ও ব্রহ্ম উভয়দ্বারাই প্রকাশ্য ; তাহার হেতু ; সেই ব্রহ্মই নৈয়ায়িকদিগের দ্বারা নামান্তরে ব্যবহৃত।

চৈতন্যং দ্বিগুণং কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন স্ফুরত্যতঃ।
অন্যেঽনুব্যবসায়াখ্যমাহুরেতদ্যথোদিতম্॥ ১৫

অন্বয়—অতঃ কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন দ্বিগুণম্ চৈতন্যম্ স্ফুরতি ; যথোদিতম্ এতৎ অন্যে অনুব্যবসায়াখ্যম্ আহুঃ।

অনুবাদ—এইহেতু ঘটে জ্ঞাতত্বরূপে দ্বিগুণ চৈতন্য (চিদাভাস ও ব্রহ্মচৈতন্য উভয়ই) প্রকাশ পায়। ঘটের এই জ্ঞাততা-প্রকাশকরূপে বর্ণিত চৈতন্যকে অন্যে অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ, অনুব্যবসায় বলিয়া বর্ণনা করেন।

টীকা—"অতঃ"—এইহেতু অর্থাৎ ঘট চিদাভাস ও ব্রহ্ম এই উভয়দ্বারাই প্রকাশ্য বলিয়া, "কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন"—ঘটে জ্ঞাততারূপে, "দ্বিগুণম্ চৈতন্যম্ স্ফুরতি"—দুই প্রকার চৈতন্য—ব্রহ্ম ও চিদাভাস—উভয়ই প্রকাশ পায় ; "যথোদিতম্ এতৎ"—এই প্রকারে অর্থাৎ ঘটের জ্ঞাততার প্রকাশক বলিয়া, আমাদিগের বর্ণিত এই ব্রহ্মচৈতন্যকেই, "অন্যে"— নৈয়ায়িকগণ, "অনুব্যবসায়াখ্যম্"—'অনুব্যবসায়' বা অনু জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান বলিয়া থাকেন—এই অর্থে অন্বয় করিতে হইবে। এই জ্ঞাততার অবভাসক ব্রহ্মচৈতন্যকেই "ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীপ্রকাশে"—'অনুব্যবসায়'—"ব্যবসায়গোচরম্ প্রত্যক্ষম্"—যেমন ঘটজ্ঞানের পর 'আমি ঘট জানিতেছি' এইরূপ মানস জ্ঞান, বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ১৫

'এই ঘট' এবং (এইরূপ প্রত্যক্ষের পর অনুব্যবসায়—) 'ঘট জানা গিয়াছে'* এই উভয় ব্যবহারের ভেদ হইতেও চিদাভাস ও ব্রহ্মের ভেদ বুঝা যাইতে পারে, ইহাই বলিতেছেন :—

ঘটোঽয়মিত্যসাবুক্তিরাভাসস্য প্রসাদতঃ।
বিজ্ঞাতো ঘট ইত্যুক্তির্ব্রহ্মানুগ্রহতো ভবেৎ॥ ১৬

অন্বয়—'অয়ম্ ঘটঃ' ইতি অসৌ উক্তিঃ আভাসস্য প্রসাদতঃ ; 'বিজ্ঞাতঃ ঘটঃ' ইতি উক্তিঃ ব্রহ্মানুগ্রহতঃ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'এই ঘট'—এইরূপ যে কথন তাহা চিদাভাসের প্রসাদ (উৎপত্তি) হইলেই সম্ভব হয় ; তদনন্তর 'ঘট জ্ঞাত হইল' এই যে কথন তাহা ব্রহ্মের অনুগ্রহ (প্রকাশ) দ্বারাই সম্ভব হয় অর্থাৎ বিষয়ের জ্ঞান চিদাভাস ; বিষয় জ্ঞানের জ্ঞান ব্রহ্মচৈতন্য। ১৬

২। দেহের ভিতর কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ।

* "অয়ং ঘট ইতি, জ্ঞাতো ঘট ইতি চ"—টীকার এই শুদ্ধ পাঠ কেবল বঙ্গদেশীয় সংস্করণেই পাওয়া গেল।

দেহের বাহিরে চিদাভাস ও ব্রহ্ম যেরূপ বিবেচিত হইল, সেইরূপ দেহের ভিতরেও তদুভয়ের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ; ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) দেহের বাহিরে কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ নিরূপণ করিয়া ভিতরেও সেইরূপ নিরূপণে প্রেরণা।

আভাসব্রহ্মণী দেহাদ্বহির্যদ্বদ্বিবেচিতে।
তদ্বদাভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যেতাং বপুষ্যপি ॥ ১৭

অন্বয়—দেহাৎ বহিঃ আভাসব্রহ্মণী যদ্বৎ বিবেচিতে, তদ্বৎ বপুষি অপি আভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যেতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—(পূর্ব্বগত ১ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত শ্লোকে) দেহের বাহিরে (ঘটাদিতে) যেরূপ আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের ভেদ প্রদর্শিত হইল, দেহের মধ্যেও সেইরূপ আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্যের ভেদ নিরূপণ করা আবশ্যক। (তদ্দ্বারা 'ত্বম্' পদার্থের শোধন হইলে তৎ-ত্বম্ পদদ্বয়ের ঐক্যোপলব্ধি হইবে) । ১৭

ভাল, দেহের বাহিরে চিদাভাসদ্বারা ব্যাপ্য ঘটাকারবৃত্তির ন্যায়, দেহের ভিতরে আভ্যন্তর বিষয়ের ব্যাপক বৃত্তি না থাকায়, সেই বৃত্তির ব্যাপক চিদাভাস আপনি কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে দেহের ভিতর বিষয়ের ব্যাপক বৃত্তি না থাকিলেও, 'আমি' ইত্যাদিরূপ বৃত্তি ত' আছে ; সেই 'অহম্' প্রভৃতি বৃত্তির ব্যাপক চিদাভাস অঙ্গীকার করিতে পারা যায়। ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

(খ) দেহাভ্যন্তরস্থ বৃত্তিতে চিদাভাসের বর্ণন, দৃষ্টান্ত।

অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ কামক্রোধাদিকেষু চ।
সম্ব্যাপ্য বর্ত্ততে তপ্তে লোহে বহ্নির্যথা তথা ॥ ১৮

অন্বয়—যথা তপ্তে লোহে বহ্নিঃ সম্ব্যাপ্য বর্ত্ততে তথা অহম-বৃত্তৌ কামক্রোধাদিকেষু চ চিদাভাসঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন তপ্তলোহখণ্ডে অগ্নিব্যাপ্ত থাকে, সেই প্রকার 'আমি'-রূপ বৃত্তিতে এবং কামক্রোধাদিরূপ বৃত্তিতে চিদাভাস সম্যক্‌প্রকারে ব্যাপ্ত থাকে ।১৮

অহমাদিবৃত্তির চিদাভাসদ্বারা প্রকাশিত হইবার যোগ্যতার যে দৃষ্টান্ত দিলেন, তাহাই বিস্তারিত করিয়া পরিস্ফুট করিতেছেন :—

(গ) উক্ত দৃষ্টান্তের সবিশেষ বর্ণনদ্বারা বৃত্তি সমূহেই চিদাভাসের ভাস্যতা বর্ণন।

স্বমাত্রং ভাসয়েৎ তপ্তং লোহং নান্যৎ কদাচন।
এবমাভাসসহিতা বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ ॥ ১৯

অন্বয়—তপ্তম্ লোহম্ স্বমাত্রম্ ভাসয়েৎ, অন্যৎ কদাচন ন : এবম্ আভাসসহিতাঃ বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—সেই তপ্তলোহখণ্ড যেমন কেবল আপনাকেই প্রকাশ করে অর্থাৎ আপনারই আবরণ-নিবর্ত্তক হয়, অন্য কোনও বস্তুকে প্রকাশ করে না, সেইপ্রকার

চিদাভাস সহিত 'অহম্' প্রভৃতি বৃত্তিও আপনার আপনার প্রকাশক হয়, অন্য বিষয়ের প্রকাশক হয় না।

টীকা—'তত্ত্বানুসন্ধান' প্রভৃতি গ্রন্থে মায়ার ও অন্তঃকরণের, প্রকাশক বা আবরণনিবর্ত্তক পরিণামকেই বৃত্তি বলা হইয়াছে বটে কিন্তু 'বৃত্তিপ্রভাকর' (নিশ্চলদাসবিরচিত, বোম্বাই সংস্করণ পৃষ্ঠা ১) প্রভৃতি গ্রন্থে—'অস্তি ব্যবহারের হেতু অবিদ্যা ও অন্তঃকরণের পরিণাম'কেই বৃত্তি বলা হইয়াছে। এইহেতু মায়া ও অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ পরিণামই বৃত্তি শব্দের অর্থ; পরিণাম-মাত্রই বৃত্তি নহে; এইহেতু ক্রোধ সুখ প্রভৃতি অনেক পরিণামকে বৃত্তি মানিয়া বৃত্তির বিষয়াভাব প্রতিপাদন করা সঙ্গত নহে, কিন্তু সেই সকল পরিণামই বৃত্তির বিষয় এবং তাহাদের প্রকাশক সত্ত্বগুণ পরিণামরূপ বৃত্তি, সেই সকল পরিণাম হইতে ভিন্ন। তথাপি সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, তৃপ্তি, ক্ষমা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, ভয় প্রভৃতিরূপ সকল পরিণামকেই অনেক স্থলে 'বৃত্তি'শব্দদ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। এইহেতু স্থূলবুদ্ধি অধিকারীকে সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত, পঞ্চদশীকারও অন্তঃকরণের পরিণামমাত্রকেই বৃত্তিশব্দদ্বারা সূচনা করিয়াছেন। এইহেতু অহম্ প্রভৃতি বৃত্তির বিষয়রূপতার বা বিষয়বত্তার অভাবহেতু, এই সকল বৃত্তি অন্য বিষয়ের প্রকাশক নহে, এইরূপ বর্ণন সম্ভাবিত হয়। ১৯

এইরূপে (দেহের ভিতর) চিদাভাসের স্বরূপ বুঝাইয়া কূটস্থের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য, তাহার উপযোগী, বৃত্তির অভাবকাল দেখাইতেছেন :—

(ঘ) বৃত্তির অভাবকাল বৃত্তির স্বরূপ বুঝাইবার উপযোগী।

ক্রমাদ্বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য জায়ন্তে বৃত্তয়োঽখিলাঃ।
সর্ব্বা অপি বিলীয়ন্তে সুপ্তিমূর্চ্ছাসমাধিষু॥ ২০

অন্বয়—ক্রমাৎ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অখিলাঃ বৃত্তয়ঃ জায়ন্তে; সুপ্তিমূর্চ্ছাসমাধিষু সর্ব্বাঃ অপি বিলীয়ন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—(জাগ্রদবস্থায় এবং স্বপ্নাবস্থায়) বৃত্তিসকল এক একটির পর এক একটি করিয়া বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া অর্থাৎ মধ্যে অবকাশ দিয়া উৎপন্ন হয়, আর সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধিকালে সকল বৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হয়। ২০

সমাধি প্রভৃতি অবস্থায় এইরূপ বৃত্তিলয় হয়, মানিলাম, কিন্তু ইহার দ্বারা কূটস্থকে কি প্রকারে জানা যায়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, বৃত্তিসকলের অভাবের সাক্ষিরূপে এই কূটস্থকে জানা যায় :—

(ঙ) বৃত্তির অভাবের সাক্ষিরূপে কূটস্থের প্রতীতি।

সন্ধয়োঽখিলবৃত্তীনামভাবাশ্চাবভাসিতাঃ।
নির্ব্বিকারেণ যেনাসৌ কূটস্থ ইতি চোচ্যতে॥ ২১

অন্বয়—অখিলবৃত্তীনাম্ সন্ধয়ঃ অভাবাঃ চ যেন নির্ব্বিকারেণ অবভাসিতাঃ অসৌ কূটস্থঃ ইতি চ উচ্যতে।

অনুবাদ—যে নির্ব্বিকার চৈতন্যদ্বারা বৃত্তিসকলের সন্ধি এবং বৃত্তিসকলের অভাব অবভাসিত (প্রকাশিত) হয়, সেই চৈতন্যকেই কূটস্থ বলে।

অচ্যুতরায়কৃত টীকা—"নির্ব্বিকারেণ"—'কূটে'র (কামারের নাঈ বা নাভির) ন্যায় নির্ব্বিকারভাবে 'স্থিত' বলিয়া 'কূটস্থ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য প্রদর্শন করিবার জন্য পরিকরালঙ্কার-সূচক সহেতুক বিশেষণ ; "বিশেষণৈর্যৎসাকূতৈরুক্তিঃ পরিকরস্তু সঃ"। ২১

তাহা হইলে ফলিতার্থ কি দাঁড়াইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(চ) ফলিতার্থ—সন্ধি অপেক্ষা বৃত্তিসকলের অধিকতর স্বচ্ছতা

ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যং যথা বাহ্যে তথান্তরে।
বৃত্তিষ্বপি ততস্তত্র বৈশদ্যং সন্ধিতোঽধিকম্॥ ২২

অন্বয়—যথা বাহ্যে ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যম্ তথা অন্তরে বৃত্তিষু অপি। ততঃ সন্ধিতঃ তত্র (বৃত্তিষু) বৈশদ্যম্ অধিকম্ (দৃশ্যতে)।

অনুবাদ—যেমন বাহ্য ঘটে চৈতন্য দ্বিগুণ, আন্তরবৃত্তি সমূহেও চৈতন্য সেইরূপ দ্বিগুণ। সেইহেতু সন্ধি অপেক্ষা বৃত্তিতে বিশদতার (প্রকাশের) আধিক্য দেখা যায়।

টীকা—যেহেতু (বৃত্তিতে) দ্বিগুণ চৈতন্য বিদ্যমান, সেইহেতু "সন্ধিতঃ"—সন্ধিসমূহ হইতে, "বৃত্তিষু বৈশদ্যম্ অধিকম্"—বৃত্তিসমূহে প্রকাশ অধিক, 'দৃশ্যতে'—(দেখা যায়) এই পদটির যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ২২

ভাল, এই বৃত্তিসমূহেও জ্ঞাততার ও অজ্ঞাততার প্রকাশকরূপে কূটস্থের কেন অঙ্গীকার করা হয় না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেই বৃত্তিসমূহে জ্ঞাততার ও অজ্ঞাততার অভাব বলিয়া, তাহাদের প্রকাশকরূপে কূটস্থের অঙ্গীকার করা হয় না :—

(ছ) বৃত্তিসমূহে ঘটের ন্যায় জ্ঞাততা অজ্ঞাততা নাই।

জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তো ঘটবদ্বৃত্তিষু কচিৎ।
স্বস্য স্বেনাগৃহীতত্বাত্তাভিশ্চাজ্ঞাননাশনাৎ॥ ২৩

অন্বয়—ঘটবৎ বৃত্তিষু কচিৎ জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তঃ ; স্বস্য স্বেন অগৃহীতত্বাৎ চ তাভিঃ অজ্ঞাননাশনাৎ॥

অনুবাদ—বাহ্য ঘটাদির যেমন জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা সম্ভব, বৃত্তিবিষয়ে সেইরূপ জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা কদাপি সম্ভব নহে; কেননা, বৃত্তি আপনাকে আপনি গ্রহণ করে না এবং বৃত্তিদ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয়।

টীকা—জ্ঞানের এবং অজ্ঞানের ব্যাপ্তিবশতঃ যথাক্রমে জ্ঞাততা বা জ্ঞানের বিষয় হওয়া এবং অজ্ঞাততা বা অজ্ঞানের বিষয় হওয়া সঙ্ঘটিত হয়। (ঘটাদির সহিত তুলনায়) বৃত্তিসমূহ স্বপ্রকাশ বলিয়া জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তি বা জ্ঞানের বিষয় হওয়া তাহাদের সম্ভবে না। আবার বৃত্তি উৎপন্ন হইবামাত্রই সেই বৃত্তিকে বিষয়কারী অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া, অজ্ঞানদ্বারাও ব্যাপ্তি সম্ভবে না, ইহাই অভিপ্রায়। ২৩

ভাল, কূটস্থ ও চিদাভাস উভয়ে তুল্যরূপেই চৈতন্যস্বরূপ ; তাহা হইলে একের কূটস্থতা অর্থাৎ নির্ব্বিকারতা এবং অপরের অকূটস্থতা বা বিকারিতা, এই প্রকার ভেদ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, চিদাভাসে অবস্থিত জন্ম ও নাশের অনুভব হয় বলিয়া, চিদাভাসের অকূটস্থতা এবং অপরের অর্থাৎ সাক্ষীর বিকারিতা বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই বলিয়া কূটস্থতা :—

(ঙ) চিদাভাসের কূটস্থ না হইবার এবং আত্মার কূটস্থতার, কারণ।

দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ।
অকূটস্থং তদন্যত্তু কূটস্থমবিকারতঃ॥ ২৪

অন্বয়—দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ তৎ অকূটস্থম; অন্যৎ তু অবিকারতঃ কূটস্থম্।

অনুবাদ—দ্বিগুণীকৃত চৈতন্যে চিদাভাসের জন্ম ও নাশ অনুভূত হয় বলিয়া চিদাভাস অকূটস্থ অর্থাৎ বিকারী; আর অন্য চৈতন্য অবিকারী বলিয়া কূটস্থ।

টীকা—যেমন চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বরূপ কলার হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও, চন্দ্রমণ্ডল অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকে (বিষ্ণুভাগবত ১১।৭।১৮ শ্রীধরীটীকা), যেমন বৃক্ষে, ফল জন্মমরণাদি ষড়্বিকাররূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও, বৃক্ষ ফলের তুলনায় নির্ব্বিকার থাকে, সেইরূপ দেহাদি ষড়্বিকাররূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও কূটস্থ নির্ব্বিকার থাকে, এবং পরিণামের সাক্ষী বলিয়া কূটস্থ পরিণামী হইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে সাক্ষীর চৈতন্যরূপতার এবং সেইহেতু সাক্ষিতার, ভঙ্গ হয় এবং জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটে। "নর্ত্তে চেদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ।" (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ ২।৭৭)—বিকার বিনা দুঃখানুভব হইতে পারে না; যাহা বিকারী তাহার সাক্ষিতা অসম্ভব; আবার আত্মা সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী; সেইহেতু আত্মা সর্ব্বপরিণামরহিত। পূর্ব্বাবস্থার পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান্তর গ্রহণের নাম পরিণাম বা বিকার। বিকারীর সাক্ষিতা অসম্ভব। কূটস্থের সাক্ষিতা না থাকিলে দেহাদিরূপ জগৎ প্রকাশিত হইত না। আর জন্মমরণাদিরূপ বিকারশীল দেহদ্বয়ের সহিত চিদাভাস বিকারী। ২৪

(শঙ্কা) চিদাভাস হইতে ভিন্ন কূটস্থের যে অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তাহা আপনার কপোলকল্পিত। তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বকীয় "উপদেশসহস্রী" নামক গ্রন্থে কূটস্থ উপপাদন করিয়াছেন—এইহেতু কূটস্থ আমার স্বকপোলকল্পিত নহে:—

(চ) শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বাক্যবৃত্তিতে কূটস্থ প্রতিপাদিত।

অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষীত্যাদাবনেকধা।
কূটস্থ এব সর্ব্বত্র পূর্ব্বাচার্য্যৈর্বিনিশ্চিতঃ॥ ২৫

অন্বয়—পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষীত্যাদৌ অনেকধা সর্ব্বত্র কূটস্থঃ এব বিনিশ্চিতঃ।

অনুবাদ—পূজ্যপাদ পূর্ব্বাচার্য্য (শঙ্করাচার্য্য) "অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষী" (অন্তঃকরণ এবং তাহার বৃত্তিসমূহের সাক্ষী) ইত্যাদি বাক্যে অনেক প্রকারে নানা স্থানে (যথা "বাক্যবৃত্তি"তে, "উপদেশসহস্রী"তে) কূটস্থের নির্ণয় করিয়াছেন।

টীকা—শঙ্করাচার্য্যবিরচিত বাক্যবৃত্তি গ্রন্থের একাদশ শ্লোকটি এই:—"অন্তঃকরণতদ্বৃত্তি-সাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ। আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং নাত্মানং প্রপদ্যতে।" বিশ্বেশ্বর যতি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সেই (অর্থাৎ ১০ম শ্লোকে বর্ণিত) কারণবশতঃ, তৎ ও ত্বম্ পদের অর্থ দুইটি নিরূপণ করিবার জন্য, "প্রসিদ্ধ বস্তুর অনুবাদদ্বারা অপ্রসিদ্ধ বস্তুর নিরূপণ করিতে হয়" —এই নীতির অনুবর্ত্তনক্রমে, প্রসিদ্ধ ত্বম্ পদের অর্থ অগ্রে নিরূপণ করিতেছেন—"অন্তঃকরণ"

ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা। অন্তঃকরণম্—বুদ্ধিঃ, তদ্বৃত্তিঃ—মনঃ; [অগমন্ মে মনোঽন্যত্র—বৃহদা—উ ১৫।৩ ?]—আমার মন অন্যত্র গিয়াছিল,—এইরূপে সেই স্থলে, মন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা প্রতিপাদিত হওয়ায়—আচার্য্য (অন্তঃকরণ শব্দের সহিত) "তদ্বৃত্তি" শব্দ উচ্চারণ করিয়া, অন্তঃকরণ যে নিজ বৃত্তির সাক্ষী নহে, তাহারই সূচনা করিলেন। নিরালম্বন জ্ঞানের সাক্ষিতা অবিদ্যাকল্পিত সাক্ষ্য বস্তুকে (সাক্ষীর গ্রহণযোগ্য বস্তুকে) অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হয়*। যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু যদি প্রথমেই আত্মাকে নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানরূপে প্রতিপাদন করা যায় তাহা হইলে কেহই সেই আত্মাকে বুঝিতে পারিবে না। এইহেতু স্থূলারুন্ধতী (প্র)দর্শন করিয়া মুখ্যারুন্ধতী (প্র)দর্শনের ন্যায়, অন্তঃকরণের সাক্ষিরূপে আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার পর, সেই সাক্ষিরূপেসিদ্ধ আত্মাকে নিরালম্বনস্বরূপে বুঝাইতেছেন—"চৈতন্যবিগ্রহ" শব্দদ্বারা। অথবা 'দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী' এইরূপ বলাই যখন উচিত, তখন অন্তঃকরণ "তদ্বৃত্তিসাক্ষী" এইরূপ বলা হইল কেন ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বুঝাইতে চাহেন যে বুদ্ধিসম্বলিত দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী হইতেছেন (অবিদ্যাবৃত) প্রত্যগাত্মা, কিন্তু বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী নিজেই (শুদ্ধরূপে); এই অভিপ্রায়ে শুদ্ধ আত্মা বুঝাইতেছেন—"চৈতন্যবিগ্রহ" শব্দদ্বারা—'চৈতন্য' অর্থাৎ জ্ঞান হইয়াছে 'বিগ্রহ' বা স্বরূপ যাহার তিনিই চৈতন্যবিগ্রহ অর্থাৎ 'স্বয়ংপ্রকাশ'। এক্ষণে আত্মা যদি জ্ঞানরূপই হইলেন, তাহা হইলে আত্মার ভোগসাধন অবয়ব না থাকায় সুখের অভাব ;—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন তিনি "আনন্দরূপঃ"। [কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হি এব আনন্দয়াতি—তৈত্তিরীয় উ ২।৭।২]—যদি এই সর্ব্বসাক্ষিভূত হার্দ্দাকাশস্থ বুদ্ধিগুহায় নিহিত আনন্দ, আনন্দরূপ আত্মা অর্থাৎ জীবানুকূল প্রাণাদিব্যাপার-প্রযোজক না হইতেন, তাহা হইলে কে বা অপানব্যাপার করিত বা নিশ্বাস ফেলিত, কেই বা প্রাণব্যাপার বা উচ্ছ্বাস করিত ? এই আনন্দাত্মাই সকল লোককে স্বধর্ম্মানুরূপ সুখ দিয়া থাকেন। * * *। এইরূপ অন্যান্য শ্রুতিবচন আনন্দরূপতার প্রমাণ। সুষুপ্ত পুরুষকে যে জাগায়, তাহার প্রতি সে দ্বেষ করে। জাগিলে সে বলে 'আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম।' অতএব যুক্তি ও অনুভব এই উভয়দ্বারাই আত্মার আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইল। তাহা হইলে সংসারে জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ের ক্ষণিকতা দেখিয়া আত্মারও জ্ঞানানন্দরূপতা ক্ষণিক এবং সেইহেতু অনিত্য হইবে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"সত্যঃ"—অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে জ্ঞান-আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই ক্ষণিক, যাহা স্বরূপভূত আনন্দজ্ঞান, তাহা তিন অবস্থাতেই সত্য বলিয়া—'সত্য' শব্দের প্রয়োগ। নিরবয়ব বলিয়া রূপরসাদিরহিত ; সেইহেতু ক্রিয়াশ্রয়তাশূন্য এবং ছয়টি ভাববিকাররহিত, সেইহেতু তাহার সত্যতা সিদ্ধ হইল। ২৫

বাক্যবৃত্তিকার শঙ্করাচার্য্যই "উপদেশসহস্রী" গ্রন্থে কূটস্থ হইতে ভিন্ন চিদাভাসের বর্ণন করিয়াছেন, যথা—('তত্ত্বমসি প্রকরণ' নামক অষ্টাদশ প্রকরণের ৪৩তম শ্লোক) :—

(এ) আচার্য্য কর্ত্তৃক কূটস্থ হইতে ভিন্ন চিদাভাসের বর্ণন।

আত্মাভাসাশ্রয়াশ্চৈবং মুখাভাসাশ্রয়া যথা।
গম্যন্তে শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যাভাসশ্চ বর্ণিতঃ॥ ২৬

* আনন্দাশ্রম সংস্করণে "সাক্ষ্যাবলম্বন" এইরূপ পাঠ ধরিলেই অর্থসঙ্গতি হয়। সাক্ষ্যবলম্বন পাঠ প্রামাদিক।

অন্বয়—যথা মুখাভাসাশ্রয়াঃ (তথা) আত্মাভাসাশ্রয়াঃ চ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ এবম্ (অব-) গম্যন্তে ইতি আভাসঃ চ বর্ণিতঃ।

অনুবাদ—যেমন মুখ, মুখপ্রতিবিম্ব, এবং দর্পণাদিরূপ প্রতিবিম্বাশ্রয় পৃথগ্‌রূপে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মা বা কূটস্থ চৈতন্য, চিদাভাস এবং অন্তঃকরণরূপ আশ্রয় শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা এইরূপে অবগত হওয়া যায়; এইরূপে চিদাভাসও বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—"মুখাভাসাশ্রয়াঃ"—মুখ (দর্পণাদিব্যবহারকর্ত্তার বদন), আভাস অর্থাৎ মুখ-প্রতিবিম্ব, আশ্রয়—দর্পণাদি, এই তিন পদ লইয়া দ্বন্দ্বসমাস; এই তিনটিকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ "আত্মাভাসাশ্রয়াঃ"—আত্মা (কূটস্থ), আভাস (চিদাভাস) এবং আশ্রয় (অন্তঃকরণাদি) এই তিন পদেরও পূর্ব্ববৎ দ্বন্দ্বসমাস—এই তিনটিও শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা অবগত হওয়া যায়, ইহাই অর্থ। শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত 'উপদেশসহস্রী' গ্রন্থে আভাস শব্দদ্বারা কূটস্থ হইতে ভিন্ন চিদাভাসের বর্ণন করিয়াছেন—ইহাই তাৎপর্য্য। [সর্ব্বস্মাৎ অন্যো বিলক্ষণঃ চক্ষুষঃ সাক্ষী শ্রোত্রস্য সাক্ষী বাচঃ সাক্ষী মনসঃ সাক্ষী বুদ্ধেঃ সাক্ষী প্রাণস্য সাক্ষী—নৃসিংহোত্তর তা, উ ২]—উক্ত সকল বস্তু হইতে ভিন্ন * * মনের সাক্ষী, বুদ্ধির সাক্ষী * *। ইহাই বুদ্ধির সাক্ষীরূপে কূটস্থের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন; এবং [রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতি-চক্ষণায়—ঋগ্বেদ বচন—বৃহদা উ ২।৫।১৯ এ উদ্ধৃত]—'পরমেশ্বর (নামরূপ প্রকাশ করিয়া) প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছিলেন, জগতে আপনার রূপপ্রকাশনার্থ তাঁহার সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়াছিল'—ইহাই চিদাভাসের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন। আর বিকারিত্ব অবিকারিত্ব প্রভৃতিরূপ যুক্তি পূর্ব্বেই (অর্থাৎ ২৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকের রামতীর্থবিরচিত 'পদযোজনিকা' টীকা:—এইরূপে, যেমন মুখ, তাহার প্রতিবিম্ব এবং সেই প্রতিবিম্বের আশ্রয় দর্পণাদি—এই তিনটি ব্যবহারদৃষ্টিতে (পরস্পর) বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে নহে, সেইরূপ আত্মা, চিদাভাস এবং তাহার (অন্তঃ-করণাদিরূপ) আশ্রয়—এই তিনটিকে পরস্পর পৃথক্ বলিয়া ব্যবহারদৃষ্টিতে অবগত হওয়া যায়; ইহা বলিবার জন্য দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন:—"আত্মাভাসে"ত্যাদি— "আত্মা"—ত্বম্পদের লক্ষ্যার্থ 'চিদ্ধাতুঃ' চৈতন্যোপাদানক (কূটস্থ), "আভাস"—অনাদি অবিদ্যায় এবং অবিদ্যাকার্য্যে প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, সেই উপাধিস্থতারূপ (বিশেষণ-) বিশিষ্ট জীবত্ব এবং "আশ্রয়"—অবিদ্যা ও অবিদ্যা-কার্য্যরূপ উপাধি—এই তিনটি যাহা ত্বম্পদের অর্থ, "শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্"—[রূপংরূপং প্রতিরূপো বভূব—, (পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত), ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে—বৃহদা ২।৫।১৯]—পরমেশ্বর নামরূপ বিষয়ক মিথ্যাভিমানদ্বারা পরিণতা মায়াকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্যরূপে প্রতীত হন; [অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৭]—দীনভাবাপন্ন হইয়া অবিবেকবশতঃ বিচিত্রভাবে বিপন্ন হইয়া (জীব) সন্তপ্ত হয়; [একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—কঠ উ, ৫।১২]—সর্ব্বভেদশূন্য জগন্নিয়ন্তা সর্ব্বপ্রাণীর বুদ্ধিতে অবস্থিত, ইত্যাদি—এই সকল শ্রুতিবচনের সাহায্যে, এবং আত্মভিন্ন বস্তু বুদ্ধ্যাদি আগমাপায়ী দৃশ্য পদার্থের, নিত্যসিদ্ধ সাক্ষিস্বরূপ আত্মায় অধ্যাস না হইলে,

স্ফুরণ ও সত্তা সম্ভবপর হয় না, এইরূপ যুক্তিদ্বারা নিশ্চয় হয় যে, একমাত্র প্রত্যগাত্মাই সত্য, আভাসাদি অসত্য, কেননা, তাহাদের পরমার্থসত্তা নাই। ২৬

৩। চিদাভাস নিরূপণ

অবচ্ছেদবাদিগণ চিদাভাস অঙ্গীকার করেন না ; তাঁহাদের মতানুসারে চিদাভাসের নিষেধ বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) চিদাভাসবিষয়ে সন্দেহ ও নিষেধ।

বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নকূটস্থো লোকান্তরগমাগমৌ।
কর্ত্তুং শক্তো ঘটাকাশ ইবাভাসেন কিং বদ॥ ২৭

অন্বয়—বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নঃকূটস্থঃ ঘটাকাশঃ ইব লোকান্তরগমাগমৌ কর্ত্তুম্ শক্তঃ, আভাসেন কিম্, বদ।

অনুবাদ—বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন কূটস্থ অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ বিশেষণবিশিষ্ট কূটস্থরূপ জীব, ঘটরূপবিশেষণবিশিষ্ট আকাশের ন্যায় লোকান্তর গমনাগমন করিতে সমর্থ ; অতএব হে সিদ্ধান্তিন্, চিদাভাস অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন কি, বল।

টীকা—আপনাতে কল্পিত হইতেছে যে বুদ্ধি তদ্দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অর্থাৎ যে চৈতন্য বুদ্ধিরূপ বিশেষণদ্বারা অন্য চৈতন্য হইতে ব্যাবৃত্ত বা ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ কূটস্থ চৈতন্যই, ঘটদ্বারা ঘটাকাশের ন্যায় বুদ্ধিদ্বারা অন্য লোকে গমন এবং তথা হইতে আগমন করিতে সমর্থ হয় ; এইহেতু চিদাভাস কল্পনা করিলে গৌরবদোষ* হয়। অবচ্ছেদবাদিগণের মতে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যই জীব। তাঁহারা আভাসবাদিগণের ন্যায় অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্যপ্রতিবিম্বকে বা চিদাভাসকে জীব বলেন না। সেই অন্তঃকরণ কর্ম্মবশে যেখানে যেখানে নীত হয়, সেখানে সেখানেই পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান যে চৈতন্য, তাহা সেই অন্তঃকরণরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া সংসারী জীব নামে ব্যবহৃত হয়। সেই স্থলে অন্তঃকরণরূপ বিশেষণভাগে (জীবস্বরূপে প্রবিষ্ট জীবান্তর হইতে ব্যাবর্ত্তক অংশে) সংসার থাকে। কূটস্থরূপ বিশেষ্যভাগে বাস্তব সংসার নাই কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীত হয়। আর বিশেষ্যের বাধা হইলে বিশেষণের ধর্ম্মকেই বিশিষ্টরূপে ব্যবহার করিবার শাস্ত্র-সঙ্কেত আছে বলিয়া—অর্থাৎ যেমন "একতারং নভো দৃষ্ট্বা স্মর্ত্তব্যো নারদো মুনিঃ"—এস্থলে এক-তারবত্তা ধর্ম্মরূপ বিশেষণবিশিষ্ট আকাশের দর্শন অর্থে, আকাশ অদৃশ্য বলিয়া, কেবল একটি মাত্র তারকারই দর্শন বুঝিতে হয়, সেইরূপ—'অন্তঃকরণবিশিষ্ট কূটস্থ চৈতন্যই জীব' ইহার অর্থরূপে কূটস্থে সংসারের বাস্তব অভাব বলিয়া, অন্তঃকরণকেই জীব বলিয়া বুঝিতে হয়। এই অর্থ লইয়া "অন্তকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকেই" "সংসারী জীব" বলা হয়। এইহেতু চিদাভাস বিনাই সর্ব্বব্যবহার সম্ভব বলিয়া, আভাসবাদে চিদাভাসের কল্পনায় গৌরবদোষ হয়। ইহাই অবচ্ছেদবাদিগণের আপত্তি। ২৭

অসঙ্গ কূটস্থের বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছেদমাত্রেই জীবত্ব ঘটে না। তাহা ঘটিলে অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্নমাত্র চৈতন্যের জীবত্ব মানিলে ঘটাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যেও জীবত্বের অতিব্যাপ্তি হয়

* গৌরবদোষ প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের পাদটীকায় ব্যাখ্যাত।

অর্থাৎ তাহাকেও জীব বলিতে হয়। এইরূপে সিদ্ধান্তী পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন :—

(খ) উক্ত গৌরবদোষের অপনোদন।

শৃণ্বসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্রাজ্জীবো ভবেন্ন হি।
অন্যথা ঘটকুড্যাদ্যৈরবচ্ছিন্নস্য জীবতা॥ ২৮

অন্বয়—শৃণু, হি (যতঃ) অসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্রাৎ জীবঃ ভবেৎ; অন্যথা ঘটকুড্যাদ্যৈঃ অবচ্ছিন্নস্য জীবতা (স্যাৎ)।

অনুবাদ—হে অবচ্ছেদবাদিন্, তোমার আপত্তির পরিহার শ্রবণ কর। যেহেতু অসঙ্গ কূটস্থ চৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্রই জীব হয় না অর্থাৎ অন্য হইতে ব্যাবৃত্তিমাত্রেই তাহা জীব হইয়া যায় না, তাহাতে চিদাভাসের প্রয়োজন আছে; অন্যথা অর্থাৎ বুদ্ধিতে চিদাভাসের প্রয়োজন না স্বীকার করিলে, ঘট দেওয়াল প্রভৃতিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও জীবতা হইতে পারে।

টীকা—যেমন পাককার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী জলকাষ্ঠাদিরূপ সমগ্র বস্তুর মধ্যে একটির অভাব হইলে পাককার্য্যসিদ্ধি হয় না, সামগ্রী সম্পূর্ণ হইলেই সিদ্ধি হয় এবং সেইরূপ সম্পূর্ণ সামগ্রী লইয়া পাককার্য্য সিদ্ধ করিলে, তাহাতে গৌরবদোষের আরোপ করা ব্যর্থ হয়; সেইরূপ চিদাভাসকে ছাড়িয়া কেবল বুদ্ধির পরিচ্ছেদদ্বারা জীবত্ব সিদ্ধি হয় না; চিদাভাসকে লইয়া জীবত্বের সিদ্ধি করিলে, তাহাতে গৌরবদোষের আরোপ সেইরূপ ব্যর্থ হয় অর্থাৎ তাহা আদৌ দোষ নহে। আর অবচ্ছেদবাদীর মতানুসারে অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যকে জীব বলিয়া মানিলে, ঘট দেওয়াল ইত্যাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যে জীবত্বের অতিব্যাপ্তি হয়; ইহা যেমন একটি দোষ, সেইরূপ ইহলোকস্থিত অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব, পরলোকগত অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব হইতে ভিন্ন মানিতে হয়; তাহা হইলে একের কৃত কর্ম্মের ফলের অন্যের দ্বারা ভোগরূপ অসম্ভব দোষও আসিয়া পড়ে। ইহাও পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আপত্তির পরিহার। ২৮

বুদ্ধি ও দেওয়াল এই দুইটী যথাক্রমে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ; এইহেতু উভয় পরস্পর বিলক্ষণ, এই বলিয়া বাদী বৈষম্যের আপত্তি উঠাইতেছেন :—

(গ) অতিব্যাপ্তির পরিহার চেষ্টা; বুদ্ধি স্বচ্ছ, দেওয়াল অস্বচ্ছ।

ন কুড্যসদৃশী বুদ্ধিঃ স্বচ্ছত্বাদিতি চেত্তথা।
অস্তু নাম পরিচ্ছেদে কিংস্বাচ্ছ্যেন ভবেত্তব॥ ২৯

অন্বয়—বুদ্ধিঃ কুড্যসদৃশী ন, স্বচ্ছত্বাৎ, ইতি চেৎ; তথা অস্তু নাম স্বাচ্ছ্যেন তব পরিচ্ছেদে কিম্ ভবেৎ?

অনুবাদ—'বুদ্ধি দেওয়ালের সদৃশ নহে, কেননা বুদ্ধি স্বচ্ছ'—যদি এইরূপ বল, তাহাই হউক অর্থাৎ বুদ্ধির স্বচ্ছতা মানিলাম, কিন্তু হে বাদিন্, পরিচ্ছেদেই তোমার আগ্রহ; পরিচ্ছেদকের স্বচ্ছতায়—(বা অস্বচ্ছতায়) তোমার প্রয়োজন কি? কোনও প্রয়োজন নাই।

টীকা—তুমি যে স্বচ্ছতার কথা বলিলে, তাহা ত' পরিচ্ছেদের কারণ নহে; (পরিচ্ছেদক স্বচ্ছ হউক বা অস্বচ্ছ হউক, পরিচ্ছেদবিষয়ে কিছুই আসিয়া যায় না) এই কথাই বলিতেছেন "কিন্তু হে বাদিন্" ইত্যাদিদ্বারা। ২৯

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত অর্থ দৃষ্টান্তদ্বারা পরিস্ফুট করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত পরিহার ব্যর্থতার পরিস্ফুটীকরণ।

প্রস্থেন দারুজন্যেন কাংস্যজন্যেন বা ন হি।
বিক্রেতুস্তণ্ডুলাদীনাং পরিমাণং বিশিষ্যতে ॥ ৩০

অন্বয়—দারুজন্যেন বা (ঔজ্জ্বল্যাধিক্যাৎ প্রতিবিম্বধারকেন) কাংস্যজন্যেন প্রস্থেন বিক্রেতুঃ তণ্ডুলাদীনাম্ পরিমাণম্ ন হি বিশিষ্যতে।

অনুবাদ—কেননা প্রস্থ (পরিমাপক পাত্র—রেক, কুনিকা ইত্যাদিরূপ) কাষ্ঠ-নির্ম্মিতই হউক বা কাংস্যনির্ম্মিতই হউক তদ্দ্বারা বিক্রেতার তণ্ডুলাদির পরিমাণের কোনও তারতম্য হয় না।

টীকা—"প্রস্থ"—তণ্ডুলাদির পরিমাপক পাত্র; তাহা কাষ্ঠনির্ম্মিত হউক অথবা কাংস্য-নির্ম্মিত হউক, তাহার অস্বচ্ছতা বা স্বচ্ছতা, তণ্ডুলাদির পরিমাণে তারতম্যের হেতু হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩০

ভাল, কাংস্যনির্ম্মিত প্রস্থে বা পরিমাপক পাত্রে, তণ্ডুলের পরিমাণে আধিক্য না হইলেও প্রতিবিম্বরূপ আধিক্য রহিয়াছে, যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন, তাহা হইলে তোমার (পরিচ্ছেদক) বুদ্ধিতেও চিদাভাস অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে :—

(ঙ) দৃষ্টান্তে প্রতিবিম্ব সিদ্ধিদ্বারা বুদ্ধিতে আভাসের অঙ্গীকার অনিবার্য্য।

পরিমাণাবিশেষেঽপি প্রতিবিম্বো বিশিষ্যতে।
কাংস্যে যদি তদা বুদ্ধাবপ্যাভাসো ভবেদ্বলাৎ ॥ ৩১

অন্বয়—যদি কাংস্যে পরিমাণাবিশেষে অপি প্রতিবিম্বঃ বিশিষ্যতে, তদা বুদ্ধৌ অপি আভাসঃ বলাৎ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—"কাংস্যনির্ম্মিত পাত্রে পরিমাণের তারতম্য না হউক, প্রতিবিম্বরূপ আধিক্য ত' আছেই"—যদি এইরূপ বল, তদুত্তরে বলি তোমার প্রতিপাদিত পরিচ্ছেদক বুদ্ধিতেও অনিবার্য্যভাবে তোমাকর্ত্তৃক আভাস অঙ্গীকৃত হইয়া যায়। ৩১

ভাল, আমি প্রতিবিম্বই অঙ্গীকার করিতেছি, তদ্দ্বারা কি প্রকারে চিদাভাস অঙ্গীকৃত হইয়া যায়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, বিম্বপ্রতিবিম্ববাদীর মতানুযায়ী এই আশঙ্কায় 'প্রতিবিম্ব' শব্দের বাচ্যার্থের, 'আভাস' শব্দের বাচ্যার্থের সহিত অভেদ থাকায়, প্রতিবিম্ব অঙ্গীকার করিলেই চিদাভাস অঙ্গীকৃত হইয়া যায় :—

(চ) প্রতিবিম্ব ও আভাস এই শব্দদ্বয়ের বাচ্যার্থ একই।

ঈষদ্ভাসনমাভাসঃ প্রতিবিম্বস্তথাবিধঃ।
বিম্বলক্ষণহীনঃ সন্বিম্ববদ্ভাসতে স হি ॥ ৩২

অন্বয়—ঈষদ্ভাসনম্ আভাসঃ, তথাবিধঃ প্রতিবিম্বঃ ; সঃ হি বিম্বলক্ষণহীনঃ সন্ বিম্ববৎ ভাসতে।

অনুবাদ—ঈষদ্ভাসন বা কিঞ্চিৎ প্রকাশই 'আভাস'-শব্দের অর্থ ; প্রতিবিম্ব শব্দের অর্থও সেইরূপ ; যেহেতু সেই প্রতিবিম্ব বিম্বলক্ষণশূন্য হইলেও বিম্বের ন্যায় প্রকাশিত হয়।

টীকা—ভাল, প্রতিবিম্বের আভাসরূপতা কি প্রকারে হইতে পারে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—প্রতিবিম্বে আভাসের লক্ষণ থাটে বলিয়া প্রতিবিম্ব আভাসরূপ। ইহাই বলিতেছেন—"যেহেতু সেই প্রতিবিম্ব" ইত্যাদি। "হি"—যে কারণে প্রতিবিম্ব, "বিম্বলক্ষণহীনঃ" —বিম্বলক্ষণরহিত হইয়াও, "বিম্ববৎ ভাসতে"—বিম্বের ন্যায় প্রতীত হয়, এইহেতু তাহা বিম্বাভাস, ইহাই অভিপ্রায়। শ্রীমৎপ্রকাশাত্ম স্বামী, শারীরকভাষ্যের 'পঞ্চপাদিকা' নাম্নী টীকার ব্যাখ্যারূপ "বিবরণ" নামক গ্রন্থে যে বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই—একই অজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি। সেই অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব জীব এবং বিম্ব ঈশ্বর। অজ্ঞান ঈশ্বরেরও উপাধি বটে, কিন্তু ঈশ্বর জীবের ন্যায় অজ্ঞ নহেন, তাহার কারণ উপাধি আপন স্বভাব প্রতিবিম্বে অর্পণ করিতে পারে কিন্তু বিম্বে পারে না। যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িল। কণ্ঠের উপর অবস্থিত মুখ হইল বিম্ব। সেই স্থলে দর্পণ লাল নীল ইত্যাদি বর্ণের কিম্বা ফাটা বা অসমসংহতি, কিম্বা কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ অথবা তদ্বিপরীত হইলে, তজ্জনিত দোষগুলি প্রতিবিম্বে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কণ্ঠের উপরিস্থিত মুখে উক্তরূপ কোনও দোষ দেখা যায় না। সেইপ্রকার অজ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপ জীবে অল্পজ্ঞতাদিরূপ অজ্ঞানকৃত দোষ দেখা যায়, বিম্বরূপ ঈশ্বরে নহে। এইহেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সর্ব্বজ্ঞতা আরোপিতমাত্র, কেননা, এই প্রতিবিম্ববাদে শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বর ; তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্ম সম্ভব হয় না ; কিন্তু জীবের অল্পজ্ঞতাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া শুদ্ধব্রহ্মে বিম্বতা, ঈশ্বরতা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতির আরোপ করা হয়। পারমার্থিক পক্ষে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই শুদ্ধ ব্রহ্ম, তদুভয়ে কোন ধর্ম্মই সম্ভবপর হয় না।

পঞ্চদশীপ্রতিপাদিত আভাসবাদ ও বিবরণপ্রতিপাদিত প্রতিবিম্ববাদের প্রভেদ এই যে, আভাসবাদে আভাস যেরূপ মিথ্যা, প্রতিবিম্ববাদে প্রতিবিম্ব সেইরূপ মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য ; কেননা, প্রতিবিম্ববাদীর সিদ্ধান্ত এই যে, দর্পণে মুখের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মুখের ছায়া নহে। ছায়া হইলে বস্তুর (অর্থাৎ বিম্বের) মুখ ও পৃষ্ঠ যে দিকে থাকে, প্রতিবিম্বের মুখ ও পৃষ্ঠ সেই দিকেই হইত ; কিন্তু প্রতিবিম্বে মুখ ও পৃষ্ঠ পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে ; এইহেতু প্রতিবিম্ব ছায়া নহে, সেই হেতু মিথ্যা নহে, সত্য।

যাহা ঘটে তাহা এই :—অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্রদ্বারা বহির্গত হইয়া, দর্পণকে আপনার বিষয়ীভূত করিতে যায় ; কিন্তু দর্পণকে বিষয় করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দর্পণ হইতে নিবৃত্ত বা পরাক্ষিপ্ত হইয়া কণ্ঠের উপরে অবস্থিত মুখকে বিষয় করে। অলাতচক্রে যেরূপ চক্র না থাকিলেও ভ্রমণের বেগ

বশতঃ চক্রের ভান হয়, সেইরূপ এস্থলেও অন্তঃকরণবৃত্তির বেগবশতঃ মুখ দর্পণে অবস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ মুখ কণ্ঠের উপরেই অবস্থিত, দর্পণে নহে ; আর দর্পণে মুখের ছায়াও পড়ে না। বৃত্তির বেগবশতঃ দর্পণে যে মুখের প্রতীতি হয়, তাহাই প্রতিবিম্ব। দর্পণরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ কণ্ঠোপরি অবস্থিত মুখই বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়। মুখের সেই বিম্বভাব ও প্রতিবিম্বভাবরূপ ধর্ম্ম অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা। তাহার অধিষ্ঠান মুখই সত্য, কেননা, বিচার করিলে মুখের সেই বিম্বপ্রতিবিম্বভাব থাকে না। সেইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধহেতু অসঙ্গচেতন, বিম্বরূপ ঈশ্বরভাব এবং প্রতিবিম্বরূপ জীবভাব ধারণ করে, আর বিচার দৃষ্টিতে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব আদৌ নাই। অজ্ঞানবশতঃ অসঙ্গচৈতন্যে যে জীবভাব প্রতীত হয় তাহাকেই অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব বলা হয়। এইহেতু বিম্বভাব ও প্রতিবিম্বভাব মিথ্যা, কিন্তু স্বরূপতঃ বিম্বপ্রতিবিম্ব সত্য, কেননা, বিম্বপ্রতিবিম্বেরস্বরূপ দৃষ্টান্তে মুখ এবং দার্ষ্টান্তে চৈতন্য এবং সেই মুখ ও চৈতন্য সত্য। এইরূপে প্রতিবিম্বের স্বরূপতঃ সত্যতাহেতু প্রতিবিম্ব সত্য কিন্তু আভাসের স্বরূপ ছায়া বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় আভাস মিথ্যা।

এই বিম্বপ্রতিবিম্ববাদে বিম্বই প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান ; মুখাদি বিম্বের অজ্ঞানই পরিণামী উপাদান, দর্পণ ও বিম্বের সন্নিধি প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবের অভেদ-জ্ঞানদ্বারা প্রতিবিম্বভাবের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিম্ব ও দর্পণের সন্নিধিরূপ উপাধি থাকে, সেই পর্য্যন্ত, প্রতিবিম্বভাব বস্তুতঃ মিথ্যা এবং তাহা নাই, এইরূপ জানা থাকিলেও প্রতিবিম্বের স্বরূপের প্রতীতি হয়। যখন দর্পণাদি অপসৃত হয়, তখন প্রতিবিম্বপ্রতীতিরও অভাব হয়।

সেইরূপ একই অজ্ঞানদ্বারা শুদ্ধব্রহ্মরূপ বিম্বে জীবরূপ প্রতিবিম্বভাব প্রতীত হয়। তাহার উপাদান অজ্ঞান ও অধিষ্ঠান শুদ্ধ ব্রহ্ম ; নিমিত্তকারণ অদৃষ্ট। যখন সেই প্রতিবিম্বের আপনার বিম্ব ব্রহ্মের সহিত একতা প্রতীত হইবে, তখন তাহার প্রতিবিম্বভাব (জীবভাব) নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধরূপ উপাধি (নিমিত্ত) থাকে, সেই পর্য্যন্ত বাধিত (মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত) জগতের সহিত এই জীবের স্বরূপের (চিদাভাসের) প্রতীতি হয়। যখন প্রারব্ধের অবসান হয়, তখন সেই প্রতীতিরও অভাব হইয়া, কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে ; তাহাই বিদেহ মোক্ষ। ৩২

প্রতিবিম্বে আভাসলক্ষণ যে খাটে, তাহাই স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ছ) প্রতিবিম্বে আভাস-লক্ষণ খাটে, তাহার স্পষ্টীকরণ।

সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাং বিম্বলক্ষণহীনতা।
স্ফূর্ত্তিরূপত্বমেতস্য বিম্ববদ্ভাসনং বিদুঃ॥ ৩৩

অন্বয়—এতস্য সসঙ্গত্ববিকারাভ্যাম্ বিম্বলক্ষণহীনতা স্ফূর্ত্তিরূপত্বম্ বিম্ববৎ ভাসনম্ বিদুঃ।

অনুবাদ—চিদাভাস সসঙ্গ ও সবিকার বলিয়া, অসঙ্গ নির্ব্বিকার কূটস্থরূপ বিম্বের লক্ষণ তাহাতে খাটে না। কিন্তু তাহার যে প্রকাশস্বভাব, তাহা কূটস্থ চৈতন্যরূপ বিম্বের ন্যায় ; পণ্ডিতগণ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন।

টীকা—"এতস্য"—এই চিদাভাসের সসঙ্গত্ব ও বিকারিত্বহেতু, "বিম্বলক্ষণহীনতা"—বিম্বভূত অসঙ্গ অবিকারী চৈতন্যের লক্ষণশূন্যতা, "স্ফূর্ত্তিরূপত্বম্ বিম্ববৎ"—ইহার প্রকাশরূপতা বিম্বেরই

ন্যায়। (তর্কশাস্ত্রে) যেমন যাহাতে হেতুর লক্ষণ থাটে না অথচ যাহা হেতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাঁহাকে হেত্বাভাস বলে, সেইরূপ যাহাতে চৈতন্যরূপ বিম্বের লক্ষণ থাটে না অথচ যাহা চৈতন্যরূপ বিম্বের ন্যায় প্রকাশমান, তাহাকে চিদাভাস বলে—ইহাই অর্থ। ৩৩

এই প্রকারে চিদাভাসের নিষ্প্রয়োজনতারূপ কারণাভাব খণ্ডন করিয়া এক্ষণে বুদ্ধি হইতে তাহার পৃথক্‌সত্তা সিদ্ধ করিবার জন্য, অবচ্ছেদবাদীর পূর্ব্বপক্ষ বিন্যাস করিতেছেন :—

(ক) চিদাভাস বুদ্ধি হইতে ভিন্ন—ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষ; প্রতিবন্দিদ্বারা তাহার সমাধান।

ন হি ধীভাবভাবিত্বাদাভাসোঽস্তি ধিয়ঃ পৃথক্।
যথা মৃদল্পমেবোক্তং ধীরপ্যেবং স্বদেহতঃ ॥ ৩৪

অন্বয়—যথা মৃৎ (তথা) ধীভাবভাবিত্বাৎ আভাসঃ ধিয়ঃ পৃথক্ ন হি অস্তি, (যথা ঘটঃ মৃদ্‌ভাবভাবিত্বাৎ মৃদঃ পৃথক্ ন তথা আভাসঃ ধিয়ঃ পৃথক্ ন অস্তি); (তর্হি) অল্পম্ এব উক্তম্; এবম্ ধীঃ অপি স্বদেহতঃ। ['যথা মৃৎ' স্থলে পাঠান্তর 'ইতি চেৎ']

অনুবাদ—যদি বল বুদ্ধির অস্তিত্বেই অস্তিত্বলাভ করে বলিয়া চিদাভাস বুদ্ধি হইতে পৃথক্ নহে, তাহা হইলে বলি, হে বাদিন্, তুমি ত' (তোমার যুক্তির ফল) অতি অল্পই বলিলে, কেননা, তোমার যুক্তিতে বুদ্ধিরও নিজ দেহ হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না।

টীকা—"যথা মৃৎ"—যেমন মৃত্তিকা থাকিতে উৎপদ্যমান ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি থাকিতে তাহাতে উৎপদ্যমান চিদাভাস বুদ্ধি হইতে ভিন্ন হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, যদি এইরূপই বল, তাহা হইলে দেহ হইতে ভিন্ন যে বুদ্ধি, তাহাও ত' সিদ্ধ হয় না: এইরূপে সিদ্ধান্তী প্রতিবন্দিদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন, হে বাদিন্, তাহা হইলে তুমি তোমার বুদ্ধির ফল অল্পই বলিলে (ইহা সোপহাস দোষারোপ); কেননা, (তোমার যুক্তিতে) দেহ থাকিতে উৎপদ্যমানা বুদ্ধিও নিজ প্রকটনস্থানরূপ দেহ হইতে ভিন্ন নহে—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। ৩৪

পূর্ব্বপক্ষী প্রতিবন্দি পরিহারের চেষ্টায় আপত্তি উঠাইতেছেন :—

(খ) প্রতিবন্দিপরিহার-চেষ্টার ব্যর্থতা প্রতিপাদন।

দেহে মৃতেঽপি বুদ্ধিশ্চেচ্ছাস্ত্রাদস্তি তথা সতি।
বুদ্ধেরন্যশ্চিদাভাসঃ প্রবেশশ্রুতিষু শ্রুতঃ ॥ ৩৫

অন্বয়—দেহে মৃতে অপি বুদ্ধিঃ অস্তি, শাস্ত্রাৎ (ইতি) চেৎ, তথা সতি বুদ্ধেঃ অন্যঃ চিদাভাসঃ প্রবেশশ্রুতিষু শ্রুতঃ।

অনুবাদ—যদি বল দেহ বিনষ্ট হইলেও বুদ্ধি থাকিয়া যায়, যেহেতু এইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ রহিয়াছে, তদুত্তরে বলি, বুদ্ধি হইতে ভিন্ন চিদাভাসেরও পৃথক্ সত্তা, প্রবেশপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনবলে অবধারণ কর, কেননা, সেইরূপই শ্রুতিবচন শুনা যায়।

টীকা—বুদ্ধি যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা [প্রাণোৎক্রমণকালে আত্মা, "সবিজ্ঞানো-ভবতি," "সবিজ্ঞানম্ এব অন্ববক্রামতি„—বৃহদা উ ৪।৪।২]—উৎক্রমণকালে আত্মা বিজ্ঞান সম্পন্নই থাকে এবং সেই বিজ্ঞান (বুদ্ধি) সহকারেই পরলোকে প্রস্থান করে—ইত্যাদি শ্রুতিবচনসিদ্ধ বলিয়া, দেহ মৃত হইলেও বুদ্ধি সত্তাহীন হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, যদি শ্রুতিবলেই, 'বুদ্ধি দেহ হইতে ভিন্ন' এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, তাহা হইলে, প্রবেশ-শ্রুতিবলেও (ঐতরেয় উ ১।৩।১২—৩৬ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত) বুদ্ধি হইতে ভিন্ন চিদাভাস, এইরূপ স্বীকার করিতেই হইবে—ইহা সিদ্ধান্তীর বাক্য। ৩৫

ভাল, বুদ্ধিরূপ উপাধি লইয়াই প্রবেশ সম্ভব; অপরের অর্থাৎ বুদ্ধিরহিতের প্রবেশ সম্ভব নহে, এই বলিয়া বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ঞ) প্রবেশ, বুদ্ধি সহিতই চিদাভাসের.—এই বলিয়া আশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

ধীযুক্তস্য প্রবেশশ্চেন্নৈতরেয়ে ধিয়ঃ পৃথক্।
আত্মা প্রবেশং সঙ্কল্প্য প্রবিষ্ট ইতি গীয়তে॥ ৩৬

অন্বয়—ধীযুক্তস্য প্রবেশঃ চেৎ ? ন, ঐতরেয়ে ধিয়ঃ পৃথক্ আত্মা প্রবেশম্ সঙ্কল্প্য প্রবিষ্টঃ ইতি গীয়তে।

অনুবাদ—যদি বল উক্ত শরীরানুপ্রবেশশ্রুতিতে, বুদ্ধিযুক্ত আভাসচৈতন্যেরই প্রবেশ সম্ভব; তবে বলি, এরূপ নহে; কেননা, ঐতরেয়োপনিষদে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন আত্মা প্রবেশের সঙ্কল্প করিয়াই প্রবেশ করিলেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

টীকা—ঐতরেয়শ্রুতিতে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন পরমাত্মারই প্রবেশ শুনা যায় বলিয়া, বুদ্ধিরহিতের প্রবেশ সম্ভব নহে, এইরূপ বলিও না—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন, "এরূপ নহে, কেননা" ইত্যাদি। ৩৬

সেই ঐতরেয়োপনিষদ্গত শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ট) উক্ত প্রবেশশ্রুতির অর্থতঃ পাঠ।

কথং ন্বিদং সাক্ষদেহং মদৃতে স্যাদিতীরণাৎ।
বিদার্য্য মূর্দ্ধসীমানং প্রবিষ্টঃ সংসরত্যয়ম্॥ ৩৭

অন্বয়—অয়ম্ 'সাক্ষদেহম্ ইদম্ (জড়জাতম্) মৎ ঋতে কথম্ নু স্যাৎ' ইতি ঈরণাৎ মূর্দ্ধসীমানম বিদার্য্য প্রবিষ্টঃ সংসরতি। (পাঠান্তর 'মূর্দ্ধ্নঃ')

অনুবাদ—এই পরমাত্মা, ইন্দ্রিয় ও দেহসহিত এই জড়সমূহ আমা বিনা কি প্রকারে থাকিবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া মস্তকের সীমা বিদারণ করিয়া তাহা দিয়া প্রবেশ করিয়া, সংসারী হইলেন।

টীকা—মূলের পাঠ—[স ঈক্ষত কথম্ নু ইদম্ মৎ ঋতে স্যাৎ ইতি * * * সঃ এতম্ এব সীমানম্ বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত—ঐতরেয় উ, ১।৩।১১—১২]—সেই পরমাত্মা চিন্তা করিলেন যে আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে আমার সৃষ্ট এই দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাত কি প্রকারে থাকিবে ? অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে * * * এইরূপ চিন্তার

পর এই মূর্দ্ধদেশ বিদারণপূর্ব্বক এই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন * * এবং এইরূপে সংসারী—জাগ্রদাদি অবস্থার অনুভবী, হইলেন। "অয়ম্"—এই পরমাত্মা, "সাক্ষদেহম্ ইদম্"—অক্ষ (ইন্দ্রিয়) এবং দেহ, তাহাদের সহিত বিদ্যমান, এই জড়সমূহ (আমার দ্বারা সৃষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতরূপকার্য্য), "মৎ ঋতে"—চৈতন্যস্বরূপ আমাকে ছাড়িয়া, "কথম্ নু স্যাৎ"—কি প্রকারে থাকিবে? কোনও প্রকারে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না; এইরূপ বিচার করিয়া "মূর্দ্ধসীমানম্"—'কেশবিভাগাবসানম্' ইতি ভাষ্যম্, স্ত্রীলোকদিগের কেশবিভাগের মধ্যস্থলে রেখারূপ যে সীমন্ত তাহার সমাপ্তিস্থলে অর্থাৎ শিরঃকঙ্কালের তিন কপালের সন্ধিস্থলে (ব্রহ্মরন্ধ্রে), "বিদার্য্য"—বিদারণ করিয়া অর্থাৎ আপনার সন্নিধিমাত্রেই ভেদ করিয়া, "প্রবিষ্টঃ"—প্রবেশ লাভ করিয়া, "সংসরতি"—জাগ্রদাদি অনুভব করেন। ৩৭

ভাল, অসঙ্গ আত্মার প্রবেশও ত' যুক্তিবিরুদ্ধ—এই বলিয়া বাদী শঙ্কা করিতেছেন:—

(ঠ) অসঙ্গ আত্মার প্রবেশবিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

কথং প্রবিষ্টোঽসঙ্গশ্চেৎসৃষ্টির্বাস্য কথং বদ।
মায়িকত্বং তয়োস্তুল্যং বিনাশশ্চ সমস্তয়োঃ॥ ৩৮

অন্বয়—অসঙ্গঃ কথম্ প্রবিষ্টঃ চেৎ? (উত্তর) অস্য সৃষ্টিঃ বা কথম্ বদ; (প্রতিবাদ) তয়োঃ মায়িকত্বম্ তুল্যম্; (প্রতিবাদোত্তর) তয়োঃ বিনাশঃ চ সমঃ।

অনুবাদ—যদি বল, অসঙ্গস্বভাব পরমাত্মার শরীরপ্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব? তদুত্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—সেই অসঙ্গের দ্বারা সৃষ্টিই বা কি প্রকারে সম্ভব বল? তদুত্তরে যদি বল, সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রবেশকর্ত্তা উভয়েই তুল্যরূপে মায়িক, তদুত্তরে বলি, তদুভয়ের নিবৃত্তিও সমান অর্থাৎ মায়ার নিবৃত্তিতেই তদুভয়ের নিবৃত্তি।

টীকা—অসঙ্গের শরীরপ্রবেশ লইয়া প্রশ্ন করিলে, অসঙ্গের সৃষ্টি লইয়াও অনুরূপ প্রশ্ন করিতে পারি, ইহাই সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"তদুত্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি" ইত্যাদি। ভাল, সৃষ্টিকর্ত্তা মায়িক বলিয়া ইঁহার সৃষ্টিতে বা জগদাকারে উৎপত্তিতে দোষ নাই—যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে তাহার সমাধান এই যে প্রবেশকর্ত্তাও মায়িক বলিয়া প্রবেশে দোষ নাই—"সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ও প্রবেশকর্ত্তা তুল্যরূপে" ইত্যাদি। এই উভয়েই যখন মায়িক বলিয়া স্বীকৃত হইল, তখন মায়ার নিবৃত্তির দ্বারা নিবৃত্ত হওয়ারূপ হেতুও সমান, ইহাই বলিতেছেন—"তদুভয়ের নিবৃত্তিও সমান" ইত্যাদি। ৩৮

[প্রজ্ঞানঘন এব এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি; ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি—বৃহদা উ ৪।৫।১৩]—অরে মৈত্রেয়ি * * এই প্রজ্ঞানঘন (কেবল জ্ঞানমূর্ত্তি) আত্মা, বর্ণিত ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া উত্থিত হয়—জীবভাবে আবির্ভূত হয়, তাহার পর সেই ভূতবর্গের নাশের সঙ্গেই বিলীন হয়; মৃত্যুর পর আর তাহার কোন সংজ্ঞা বা বিশেষ জ্ঞান থাকে না—এই ঔপাধিক বিনাশপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন দেখাইতেছেন:—

(ড) জীবের ঔপাধিকরূপের বিনাশিত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতি।

সমুত্থায়ৈষ ভূতেভ্যস্তান্যেবানুবিনশ্যতি।
বিস্পষ্টমিতি মৈত্রেয়ৈ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হি॥ ৩৯

অন্বয়—এষঃ ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনুবিনশ্যতি ইতি বিস্পষ্টম্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ মৈত্রেয্যৈ হি উবাচ।

অনুবাদ—এই আত্মা দেহাদিরূপ ভূত হইতে সম্যক্ প্রকারে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ দেহাদির জন্মদ্বারা জন্মলাভ করিয়া পরে তাহাদেরই বিনাশে বিনাশপ্রাপ্ত হন—এই প্রকারে যাজ্ঞবল্ক্যমুনি পত্নী মৈত্রেয়ীকে সুস্পষ্টভাবে, সোপাধিক আত্মবিষয়ে উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা—"এষঃ"—এই প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, "ভূতেভ্যঃ"—এই দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ পঞ্চভূতকার্য্য হইতে অর্থাৎ নিমিত্তরূপ উপাধিসমূহ হইতে, "সমুত্থায়"—উঠিয়া অর্থাৎ জীবত্বাভিমান লাভ করিয়া, "তানি এব অনুবিনশ্যতি"—সেই দেহাদি বিনষ্ট হইলে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দেহাদিকৃত জীবত্বের অভিমান ত্যাগ করে। এই প্রকারে দেহাদিরূপ উপাধিসহিত আত্মার (জীবের) স্বরূপের বিনাশিত্ব—"যাজ্ঞবল্ক্যঃ মৈত্রেয্যৈ উবাচ"—যাজ্ঞবল্ক্যমুনি আপনার পত্নী মৈত্রেয়ীকে কহিয়াছিলেন। ৩৯

[ন বা অরে অহম্ মোহম্ ব্রবীমি, অবিনাশী বৈ অরে অয়ম্ আত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা, মাত্রাসংসর্গঃ তু অস্য ভবতি—মাধ্যন্দিনশাখীয় বৃহদা উ, ৭।৩।১৫]—ওরে মৈত্রেয়ি, আমি তোমাকে মোহজনক কথা বলিতেছি না, এই আত্মা (স্বভাবতঃ) উচ্ছেদরাহিত্যরূপধর্ম্মবিশিষ্ট, সুতরাং অবিনাশী, ইন্দ্রিয়াদির সহিত ইঁহার সংসর্গ নাই—এই শ্রুতিবচনদ্বারা কূটস্থ অর্থাৎ নিরুপাধিক আত্মা, সেই সোপাধিক চিদাভাসরূপ (আত্মা) হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে; ইহাই বলিতেছেন:—

(ঢ) শ্রুতিকর্তৃক কূটস্থ-বিচার এবং কূটস্থের অবিনাশিত্বেহেতু।

অবিনাশ্যয়মাত্মেতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
মাত্রাসংসর্গ ইত্যেবমসঙ্গত্বস্য কীর্ত্তনাৎ॥ ৪০

অন্বয়—"অয়ম্ আত্মা অবিনাশী" ইতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ; "মাত্রাসংসর্গঃ" (মাত্রা+অসংসর্গঃ) ইতি এবম্ অসঙ্গত্বস্য কীর্ত্তনাৎ।

অনুবাদ—'এই আত্মা অবিনাশী' এই বলিয়া শ্রুতি কূটস্থের বিবেচন করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মার সোপাধিকরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখাইয়াছেন। 'মাত্রার অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত ইহার সংসর্গ বা সম্বন্ধ নাই' এইরূপে আত্মার সেই অসঙ্গতাকেই অবিনাশিত্বের হেতু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

টীকা—"মাত্রাসংসর্গঃ তু অস্য ভবতি"—এই কূটস্থ আত্মার দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ মাত্রার সহিত অসংসর্গ বা সংসর্গাভাব—এই শ্রুতিবচনেও যাজ্ঞবল্ক্যমুনি 'আত্মার অবিনাশিরূপতাবিষয়ে অসঙ্গতাই হেতু' এই বলিয়া কূটস্থের পৃথক্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। "মাত্রা"—যাহা 'মিত' হয় বা (প্রমা)জ্ঞানের বিষয়ীকৃত হয়—এইরূপ যে দেহাদি, তাহাই 'মাত্রা' শব্দে কথিত হইয়াছে। তাহার সহিত আত্মার অসংসর্গ বা সম্বন্ধরাহিত্য, ইহাই অর্থ। ৪০

ভাল, [জীবাপেতম্ বাব কিল ইদম্ ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে—ছান্দোগ্য উ, ৬।১১।৩] —(উদ্দালক কহিলেন: হে সৌম্য, তুমি নিশ্চয় জানিও, বর্ণিত সজীব বৃক্ষের ন্যায়) জীবপরিত্যক্ত

এই শরীরই মরে (বিনষ্ট হয়) ইহা সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু জীব মরে না—এই শ্রুতিবচনদ্বারা জীবের এই ঔপাধিকরূপেরও ত' অবিনাশিতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে অন্যদেহলভ্য পরলোকাদি উক্ত বচনের (প্রতিপাদ্য) বিষয় বলিয়া, উক্ত বচন জীবের আত্যন্তিকনাশরূপ মোক্ষের অভাবের প্রতিপাদক নহে :—

(ণ) জীবের ঔপাধিক রূপের অবিনাশিতা-প্রতিপাদনে শ্রুতির উদ্দেশ্য।

জীবাপেতং বাব কিল শরীরং ম্রিয়তে ন সঃ।
ইত্যত্র ন বিমোক্ষোঽর্থঃ কিন্তু লোকান্তরে গতিঃ॥৪১

অন্বয়—জীবাপেতম্ বাব শরীরম্ কিল ম্রিয়তে, সঃ ন, ইতি বিমোক্ষঃ অত্র অর্থঃ ন, কিন্তু লোকান্তরে গতিঃ।

অনুবাদ – জীবপরিত্যক্ত সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ এই দেহই মরে, সেই জীব মরে না এই অর্থের শ্রুতিবচনে, (৩৯ শ্লোকোক্ত) জীবের মোক্ষরূপ অর্থ কথিত হয় নাই, কিন্তু লোকান্তরে গমনই কথিত হইয়াছে।

টীকা—"জীবাপেতম্"—জীবরহিত অর্থাৎ জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত; "বাব"—সর্ব্বজনবিদিত অর্থাৎ নিশ্চিতই, "জীবঃ ন ম্রিয়তে"—জীব মরে না, ইহাই অর্থ। ৪১

ভাল, জীব যদি বিনাশীই হইল, তাহা হইলে ত', "আমি হইতেছি ব্রহ্ম" এইরূপে অবিনাশী ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান সম্ভব হয় না—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ত) বিনাশী জীবের অবিনাশী ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান অসম্ভব—এই শঙ্কার সমাধান।

নাহং ব্রহ্মেতি বুধ্যেত স বিনাশীতি চেন্ন তৎ।
সামানাধিকরণ্যস্য বাধায়ামপি সম্ভবাৎ॥ ৪২

অন্বয়—বিনাশী সঃ "অহম্ ব্রহ্ম" ইতি ন বুধ্যেত ইতি চেৎ তৎ ন; সামানাধিকরণ্যস্য বাধায়াম্ অপি সম্ভবাৎ।

অনুবাদ—যদি বল, সোপাধিক জীব যদি বিনাশীই হইল, তাহা হইলে সেই জীবের 'আমি হইতেছি (অবিনাশী) ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না; তদুত্তরে বলি, এই আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, 'ঐ বৃক্ষকাণ্ডটি (গাছের গুঁড়িটি) মানুষ'—এইরূপ (ভ্রম) স্থলে বৃক্ষকাণ্ডের বাধ হইলেই মনুষ্যত্বের জ্ঞান হয়, তদুভয়ের মধ্যে সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ ভিন্নার্থকতাসত্ত্বেও সমান বিভক্তির বলে একই বস্তুর বোধকতা, সম্ভব হইতে পারে।

টীকা—"বিনাশী সঃ"—বিনাশী সেই জীব, তাহার, "অহম্ ব্রহ্ম"—আমি হইতেছি অবিনাশী ব্রহ্ম, "ইতি"—এইরূপে, "ন বুধ্যেত"—আপনাকে জানা সম্ভব নহে, কেননা, বিনাশী জীব ও অবিনাশীব্রহ্ম, এতদুভয়ের একতা বিরুদ্ধ হয়, "ইতি চেৎ"—যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তদুত্তরে বলি, মুখ্যসামানাধিকরণ্যের অভাব হইলেও, বাধসম্বন্ধে সামানাধিকরণ্য সম্ভব হওয়ায় জীবভাবের বাধ করিয়া আপনার ব্রহ্মভাব জানা সম্ভব হয়, ইহাই বলিতেছেন :—"কেননা, ঐ

বৃক্ষকাণ্ডটি” ইত্যাদি। “সামানাধিকরণ্য”—সমান বিভক্তির বলে সমান অর্থাৎ একই অধিকরণ বা অর্থরূপ আশ্রয় যাহাদের, এইরূপ দুইটি অপর্য্যায় শব্দকে (যাহারা একপর্য্যায়ভুক্ত বা synonymous নহে) সমানাধিকরণ বলে। সেইরূপ দুই শব্দের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহার নাম ‘সামানাধিকরণ্য’; সেই সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধ জীব ও ঈশ্বরের একতার বোধক এক বিভক্তিযুক্ত পদদ্বয় সম্বলিত চারিটি মহাবাক্যে এবং “এই পুরুষটি সিংহ” ইত্যাদিরূপ লৌকিক বাক্যেও দেখা যায়। তন্মধ্যে অভিন্নসত্তা ও অভিন্নস্বরূপবিশিষ্টতাহেতু বাস্তবভেদরহিত দুই অর্থের বোধক বাক্যগত দুই পদের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধকে মুখ্যসামানাধিকরণ্য বলা হয়—যেমন ঘটাকাশপদ ও মহাকাশপদের এবং কূটস্থপদ এবং ব্রহ্মপদের সম্বন্ধ। আর ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট দুই পদার্থের এক বিভক্তির বলে একতাবোধক বাক্যগত দুই পদের সম্বন্ধকে বাধসামানাধিকরণ্য বলা হয়, যেমন স্থাণু (গাছের গুঁড়ি) ও পুরুষ পদদ্বয়ের, জগৎ ও ব্রহ্ম এই পদদ্বয়ের এবং বিম্ব প্রতিবিম্ব পদদ্বয়ের সম্বন্ধ। এস্থলে তত্তদুভয়ের অভেদবোধক বাক্যে, একের, যথা স্থাণু ইত্যাদির, বাধদ্বারা অভেদ জ্ঞান সম্ভব। ৪২

কি প্রকারে বাধসামানাধিকরণ্যদ্বারা, বাক্যার্থের নিশ্চয় হয়, তাহা বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য-কর্ত্তৃক, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিগ্রন্থে (২।২৯) দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই অর্থই গ্রন্থকার, তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন :—

(থ) বার্ত্তিককারকর্ত্তৃক বাধসামানাধিকরণ্যের প্রকার দৃষ্টান্ত সহিত প্রদর্শন।

যোঽয়ং স্থাণুঃ পুমানেষ পুংধিয়া স্থাণুধীরিব।
ব্রহ্মাস্মীতি ধিয়াপ্যেষা হ্যহং বুদ্ধি র্নিবর্ত্ত্যতে॥ ৪৩

অন্বয়—যঃ অয়ম্ স্থাণুঃ এষঃ পুমান্, পুংধিয়া স্থাণুধীঃ ইব, “ব্রহ্ম অস্মি” ইতি ধিয়া অপি এষা হি অহং বুদ্ধিঃ নিবর্ত্ত্যতে। [Col. Jacob সম্পাদিত বোম্বাই সংস্করণের] “নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির” পাঠ “ধিয়া অপি এষা” স্থলে “ধিয়া শেষাম্”, “বুদ্ধিঃ নিবর্ত্ত্যতে” স্থলে “বুদ্ধিং নিবারয়েৎ”।

অনুবাদ—‘এই যে স্থাণু (গাছের গুঁড়ি), এইটি মানুষ’—এই স্থলে ‘মানুষ’-বুদ্ধির দ্বারা ‘স্থাণু’-বুদ্ধির অপনয়নের ন্যায় ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এই বুদ্ধিদ্বারা ‘আমি’-বুদ্ধির অপনয়ন হয়।

টীকা—সামানাধিকরণ্যের বাধ বলিতে এইরূপ বুঝিতে হইবে :—“স্থাণুরেষঃ পুমান্”—‘এই স্থাণুটি পুরুষ’ এই বাক্যে যেমন পুরুষতার জ্ঞানদ্বারা স্থাণুতাবুদ্ধির নিবারণ করা হয়, সেই প্রকার “অহম্ ব্রহ্মাস্মি”—‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞানদ্বারা “অহংবুদ্ধিঃ”—‘আমি হইতেছি কর্ত্তা’ ইত্যাদি আকারের ‘আমি’-বুদ্ধি, “নিবর্ত্ত্যতে”—অপনীত হয়। (নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি টীকাকার জ্ঞানোত্তমকৃত ব্যাখ্যাও ঐরূপ)। ৪৩

(দ) উক্ত অর্থের উপসংহার ও ফল।

নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধাবপ্যেবমাচার্য্যৈঃ স্পষ্টমীরিতম্।
সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বমতোঽস্তু তৎ॥ ৪৪

অন্বয়—এবম্ আচার্য্যৈঃ নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধৌ অপি সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বম্ স্পষ্টম্ ঈরিতম্, অতঃ তৎ অস্তু।

অনুবাদ ও টীকা—এই (পূর্ব্বশ্লোকোক্ত) প্রকারে পূজ্যপাদ আচার্য্য সুরেশ্বর নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতেও উক্ত সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধের বাধার্থতা স্পষ্টভাবে নিরূপণ করিয়াছেন ; এইহেতু ফলতঃ ইহাই পাওয়া গেল যে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—এই মহাবাক্যে সামানাধিকরণ্যের বাধার্থতাই হইবে। ৪৪

ভাল, বার্ত্তিককার ঐরূপ বলিলেও শ্রুতিতে বাধার স্থলে কোথাও সামানাধিকরণ্য দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন [সর্ব্বম্ হি এতৎ ব্রহ্ম—মাণ্ডূক্য উ, ২] —পরিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মই—এই শ্রুতিবাক্যে বাধার স্থলেও সামানাধিকরণ্য দেখা যায়। এইহেতু উক্ত মহাবাক্যেও সেই বাধসামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ধ) শ্রুতিকর্তৃক বাধ-সামানাধিকরণ্য কথন। **সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জগতা সামানাধিকরণ্যবৎ।**
অহং ব্রহ্মেতি জীবেন সামানাধিকৃতির্ভবেৎ॥ ৪৫

অন্বয়– "সর্ব্বম্ ব্রহ্ম" ইতি জগতা সামানাধিকরণ্যবৎ "অহম্ ব্রহ্ম" ইতি জীবেন সামানাধিকৃতিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—"দৃশ্যমান এই জগৎ ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিবাক্যে জগতের সহিত ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্যের ন্যায় "আমি হইতেছি ব্রহ্ম", এই মহাবাক্যেও জীবের সহিত ব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য হইবে।

টীকা—[যেহেতু মাণ্ডূক্যোপনিষদে "সর্ব্বম্ ব্রহ্ম"—'দৃশ্যমান এই জগৎ ব্রহ্ম' এই বাক্যের পরেই "অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য পঠিত হয় এবং তাহার ভাষ্যে আচার্য্যপাদ লিখিতেছেন —পূর্ব্ববাক্যে পরোক্ষভাবে নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মকেই এই মহাবাক্যে প্রত্যক্ষভাবে—অঙ্গুলিনির্দ্দেশের ন্যায় অভিনয় করিয়া, প্রত্যগাত্ম বা জীবাত্মরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেইহেতু জগতের সহিত জীবত্বের বাধ করিয়া সামানাধিকরণ্য বুঝিতে হইবে—অনুবাদক] 'সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম' এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সহিত জগতের একতারূপ সামানাধিকরণ্য কথিত হইয়াছে। এস্থলে মুখ্যসামানাধিকরণ্য মানিলে ব্রহ্মে দৃশ্যত্ব বিনাশিত্ব, বিকারিত্ব প্রভৃতি জগদ্ধর্ম্মের প্রাপ্তিরূপ অনর্থ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। এইহেতু জগতের বাধ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একতারূপ বাধসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়। এইহেতু উক্ত শ্রুতিবচনের দুইটি অর্থ হইতে পারে—(১) জগতের অভাববিশিষ্ট ব্রহ্ম, (২) জগতের অভাবই ব্রহ্ম। "বিবরণ" গ্রন্থকারের মতে আরোপিতের অভাব অর্থাৎ নিবৃত্তি, অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন। তাঁহার মতে, জগতের অভাববিশিষ্ট ব্রহ্ম—এইরূপে উক্ত শ্রুত্যর্থের জ্ঞান হয়। আর যাঁহাদের মতে আরোপিতের অভাব অধিষ্ঠানরূপই, তাঁহাদের মতে জগতের অভাবই ব্রহ্ম, এইরূপে শ্রুত্যর্থের জ্ঞান হয়। এই প্রকারে সামানাধিকরণ্যের বাধার্থরূপতা শ্রুতিবাক্যে শুনা যায়। 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এই বাক্যেও ঐ প্রকারে বুঝিতে হইবে। ৪৫

ভাল, তাহা হইলে বিবরণগ্রন্থপ্রণেতা প্রকাশাত্মস্বামী উক্ত গ্রন্থে বাধসামানাধিকরণ্য কেন অস্বীকার করিয়াছেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে—বিবরণাচার্য্য 'অহম্' শব্দের দ্বারা কূটস্থকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(ন) বিবরণাচার্য্যকর্ত্তৃক বাধসামানাধিকরণ্যের নিষেধের কারণ।

সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বং নিরাকৃতম্।
প্রযত্নতো বিবরণে কূটস্থত্ববিবক্ষয়া ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—বিবরণে কূটস্থত্ববিবক্ষয়া সামানাধিকরণ্যস্য বাধার্থত্বম্ প্রযত্নতঃ নিরাকৃতম্।

অনুবাদ—প্রকাশাত্মযতি স্বরচিত 'পঞ্চপাদিকাবিবরণ' গ্রন্থে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যান্তর্গত 'অহং' শব্দে কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' এই উভয় পদের সামানাধিকরণ্যের বাধার্থরূপতা যত্নপূর্ব্বক নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ বলিয়াছেন ব্রহ্ম চিদাভাসের অভাববিশিষ্ট নহেন কিম্বা অভাবার্থরূপও নহেন।

টীকা—শ্রীমৎস্বামী প্রকাশাত্মযতি 'অনন্তানুভবের' শিষ্য। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের 'পদ্মপাদ'কৃত 'বেদান্তডিণ্ডিম' টীকার যে অংশ পঞ্চপাদিকা নামে খ্যাত, তাহার উপর ইনি 'পঞ্চপাদিকা বিবরণ' নামে এক টীকা রচনা করেন, (সম্ভবতঃ নবমশতাব্দীতে)। তাহাই এই শ্লোকে "বিবরণ" নামে কথিত হইয়াছে। 'বিবরণ' গ্রন্থে বাধসামানাধিকরণ্যের যে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার সমাধান এইরূপ :—'আমি' 'তুমি' ইত্যাদি শব্দের অর্থ—চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিরূপ জীব, ব্যভিচারী বলিয়া অধ্যস্ত ; এবং 'স্বয়ং' শব্দের অর্থ 'কূটস্থ' সর্ব্বত্র অনুস্যূত বলিয়া তাহাই অধিষ্ঠান। কূটস্থে জীবের স্বরূপাধ্যাস হয় এবং জীবে কূটস্থের সম্বন্ধাধ্যাস হইয়া থাকে। এইরূপে কূটস্থ ও জীবের অন্যোন্যাধ্যাসবশতঃ পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বোধ হয় না। যেহেতু ব্রহ্মের সহিত কূটস্থের মুখ্যসামানাধিকরণ্যের জীব-অর্থে ব্যবহার হয়, আর জীবে কূটস্থধর্ম্মের আরোপ বিনা, মিথ্যা জীবের সত্য ব্রহ্মের সহিত মুখ্যসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয় না, এইহেতু জীবের আশ্রয় অন্তঃকরণের অধিষ্ঠান যে কূটস্থ, তাহার ধর্ম্মকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া, জীবেব ব্রহ্মের সহিত মুখ্যসামানাধিকরণ্য 'বিবরণ'গ্রন্থকারকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। এই প্রকারে বিদ্যারণ্যস্বামী চিত্রদীপে (ষষ্ঠাধ্যায়ে) 'বিবরণ'কারের উক্তির সহিত অবিরোধ দেখাইয়াছেন অথবা সামঞ্জস্য সংঘটন করিয়াছেন (চিত্রদীপ ষষ্ঠাধ্যায় ৩৮ হইতে ৮৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু 'বিবরণ'কারের মতে চিদাভাসরূপ জীব কূটস্থে আরোপিত নহে ; তাহা হইতেছে বিম্বের স্বরূপই প্রতিবিম্ব ; এইহেতু প্রতিবিম্বত্বরূপ জীবত্ব মিথ্যা বটে কিন্তু প্রতিবিম্বরূপ জীবের স্বরূপ সত্য ; এইহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত মুখ্যসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়। আর বিদ্যারণ্যস্বামী যে 'বিবরণ'গ্রন্থকারের উক্তপ্রকার অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রৌঢ়িবাদবশে করিয়াছেন অর্থাৎ উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষের বর্ণন করিয়াছেন। প্রতিবিম্বকে মিথ্যা মানিলেও জীবে কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, 'জীব'-শব্দে কূটস্থকে লক্ষ্য করিলে, মহাবাক্যসমূহে 'বিবরণ'কারোক্ত মুখ্যসামানাধিকরণ্য সম্ভব হয়। এইহেতু 'মুখ্যসামানাধিকরণ্যের অসম্ভবতাহেতু প্রতিবিম্বের সত্যতা অঙ্গীকার করা উচিত নহে', বিদ্যারণ্যস্বামী যে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, তাহা প্রৌঢ়িবাদই হইয়াছে, অর্থাৎ আপনমতের উৎকর্ষ না থাকিলেও উৎকর্ষপ্রতিপাদনে চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র, ইহা পণ্ডিত পীতাম্বর পুরুষোত্তমের মত। ৪৬

উক্ত শ্লোকে "কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে"—এইরূপ যাহা বলিলেন, তাহারই অর্থ সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

শোধিতস্ত্বং পদার্থো যঃ কূটস্থো ব্রহ্মরূপতাম্।
তস্য বক্তুং বিবরণে তথোক্তমিতরত্র চ ॥ ৪৭

অন্বয়—শোধিতঃ ত্বম্ পদার্থঃ যঃ কূটস্থঃ তস্য ব্রহ্মরূপতাম্ বক্তুম্ বিবরণে ইতরত্র চ তথা উক্তম্।

অনুবাদ—মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বম্' পদের পরিশোধিত অর্থ যে কূটস্থ, তাহারই ব্রহ্মরূপতা স্বীকার করিবার অভিপ্রায়ে বিবরণগ্রন্থে এবং অন্যান্য গ্রন্থে ঐরূপ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বাধসামানাধিকরণ্যের নিষেধ করা হইয়াছে।

টীকা—"শোধিতঃ"—বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্কৃত, "ত্বম্পদার্থঃ"—ত্বম্পদের লক্ষ্যার্থে যে কূটস্থ—যাহার লক্ষণ অগ্রে ৪৮ শ্লোকে বলা হইতেছে, "তস্য"—সেই কূটস্থেরই, "ব্রহ্মরূপতাম্ বক্তুম্"—'সত্যজ্ঞানানন্তরূপতা' বলিবার অভিপ্রায়ে, "বিবরণে ইতরত্র চ"—'বিবরণ' এবং অন্যান্য গ্রন্থে বাধসামানাধিকরণ্যের নিষেধপূর্বক মুখ্যসামানাধিকরণ্যই বলা হইয়াছে ; ইহাই অর্থ। ৪৭

কূটস্থের ব্রহ্মৈক্যসিদ্ধির জন্য কূটস্থের বিচার ; জীবাদি জগন্মিথ্যাত্ব সাধন

১। কূটস্থের ব্রহ্মের সহিত একতা ঘটাইবার জন্য কূটস্থের বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্করণ।

(ক) কূটস্থ শব্দের অর্থ।

দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য জীবাভাসভ্রমস্য যা।
অধিষ্ঠানচিতিঃ সৈষা কূটস্থাত্র বিবক্ষিতা ॥ ৪৮

অন্বয়—দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য জীবাভাসভ্রমস্য যা অধিষ্ঠানচিতিঃ সা এষা অত্র কূটস্থা বিবক্ষিতা।

অনুবাদ—দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত আভাসচৈতন্যরূপজীবভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য তাহাই বেদান্তশাস্ত্রে 'কূটস্থ' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ।

টীকা—"দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য"—এই 'আদি' শব্দদ্বারা দেহেন্দ্রিয়ের সহিত মন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার অর্থ—শরীরদ্বয়ের সহিত, "জীবাভাসভ্রমস্য"—চিদাভাসরূপ ভ্রান্তির, "যা অধিষ্ঠানচিতিঃ"—যে অধিষ্ঠানচৈতন্য রহিয়াছেন, তাহাই "অত্র"—এই বেদান্তশাস্ত্রে কূটস্থ শব্দের অভিপ্রেত অর্থ। ৪৮

'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(খ) ব্রহ্ম শব্দের অর্থ।

জগদ্ভ্রমস্য সর্বস্য যদধিষ্ঠানমীরিতম্।
ত্রয্যন্তেষু তদত্র স্যাদ্ব্রহ্মশব্দবিবক্ষিতম্ ॥ ৪৯

অন্বয়—সর্বস্য জগদ্ভ্রমস্য অধিষ্ঠানম্ যৎ ত্রয্যন্তেষু ঈরিতম্, তৎ অত্র ব্রহ্মশব্দবিবক্ষিতম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—সমস্ত জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য উপনিষৎসমূহে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই এই স্থলে 'ব্রহ্ম'শব্দদ্বারা লক্ষিত অর্থ।

টীকা—সমস্ত জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, "ব্রহ্মান্তেষু"—বেদান্তশাস্ত্রে অর্থাৎ উপনিষৎসমূহে, নিরূপিত হইয়াছেন, তিনিই মহাবাক্যে 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ। ৪৯

(শঙ্কা) ভাল, ৪৮ সংখ্যক শ্লোকে, আভাসচৈতন্যরূপ জীবভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, তাহাই 'কূটস্থ'-শব্দের অভিপ্রেত অর্থ—এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা ত' ঠিক নহে, কেননা, চিদাভাস যে আরোপিত, এই কথাই অসিদ্ধ। এই আশঙ্কার উত্তরে, (সমাধান) জীবের আরোপিতত্ব কৈমুতিকন্যায়ে সিদ্ধ করিতেছেন :—

(গ) জীবের আরোপিতত্ব কৈমুতিক ন্যায়ে সিদ্ধ।

এতস্মিন্নেব চৈতন্যে জগদারোপ্যতে যদা।
তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা ? ৫০

অন্বয়—এতস্মিন্ এব চৈতন্যে যদা জগৎ আরোপ্যতে, তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা ?

অনুবাদ—এই চৈতন্যেই যখন সমস্ত ভ্রমাত্মক জগৎ আরোপিত, তখন সেই জগতের একাংশরূপ যে চিদাভাস, তাহার আরোপিততাবিষয়ে কি আর বলিবার আছে ?

টীকা—[অনেন জীবেন (আত্মনা) অনুপ্রবিশ্য—ছান্দোগ্য উ ৬।৩।২-৩] এই জীবরূপদ্বারাই পরে প্রবেশ করিয়া—এই শ্রুতিবচনদ্বারাই, জীব যে জগতের একাংশ, তাহা সিদ্ধ। ৫০

(শঙ্কা) ভাল, জগতের অধিষ্ঠানচৈতন্য একই বলিয়া—'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থদ্বয়ের মধ্যে ভেদ নাই। সেইহেতু—'তৎ' ও 'ত্বম্' এই পদদ্বয়ের অর্থকে পৃথক্ করিয়া সূচনা করিলে (একই অর্থকে লক্ষ্য করা হয় বলিয়া) তাহাতে পুনরুক্তিই হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, সেই 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থের মধ্যে ভেদ উপাধিকৃত ; তাহাদের বাস্তব অভেদ. এইহেতু পুনরুক্তি দোষ হইবে না :—

(ঘ) 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থদ্বয়ের ঔপাধিক ভেদ, বাস্তব অভেদ।

জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যস্য ভেদতঃ।
তত্ত্বম্পদার্থৌ ভিন্নৌ স্তো বস্তুতস্ত্বেকতা চিতেঃ। ৫১

অন্বয়—জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যস্য ভেদতঃ তৎ-ত্বম্ পদার্থৌ ভিন্নৌ স্তঃ ; বস্তুতঃ তু চিতেঃ একতা।

অনুবাদ—জগৎ এবং সেই জগতের একাংশ আভাসচৈতন্যরূপ জীব—এই দুই আরোপিত বস্তুরূপ উপাধির ভেদবশতঃ তদুভয়ের অধিষ্ঠানভূত 'তৎ' ও ত্বম্ এই উভয় পদের অর্থের ভিন্নতা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ (তদুভয়ের লক্ষ্যার্থ) চৈতন্যের ভেদ নাই।

টীকা—"জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যস্য"—জগৎ এবং তাহার একদেশ—এই দুই, দেহসহিত চিদাভাস হইয়াছে—আখ্যা বা সংজ্ঞা যাহার, এই আরোপ্যের ভেদবশতঃ ; এস্থলে 'আরোপ্য' শব্দে যে (ষষ্ঠী বিভক্তির) এক বচনের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা জাতি বুঝাইতে এক বচনের প্রয়োগানুসারে। ৫১

(শঙ্কা) ভাল, শুক্তিরজতাদির ন্যায় অধিষ্ঠান এবং আরোপ্য এই উভয়ের ধর্ম্ম ত' চিদাভাসে দেখা যায় না ; তাহা হইলে কিরূপে তাহার আরোপিততা সিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ শুক্তিতে আরোপিত রজতে অধিষ্ঠান শুক্তির 'এই-একটা-কিছু-রূপতা' এবং আরোপিত রজতের রজতত্তা এই উভয়ধর্ম্মই প্রতীত হয় ; সেইরূপ কূটস্থে আরোপিত চিদাভাসেও আরোপিততা সিদ্ধির জন্য, অধিষ্ঠান ও আরোপ্য এই উভয়ের ধর্ম্ম ত' প্রতীত হওয়া চাই—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) অধিষ্ঠান এবং আরোপ্য এই উভয়ের ধর্ম্মের দ্বারা যুক্ত বলিয়া, চিদাভাসের আরোপিততা।

কর্ত্তৃত্বাদীন্ বুদ্ধিধর্ম্মান্ স্ফূর্ত্ত্যাখ্যাং চাত্মরূপতাম্।
দধদ্বিভাতি পুরত আভাসোঽতো ভ্রমো ভবেৎ ॥৫২

অন্বয়—বুদ্ধিধর্ম্মান্ কর্ত্তৃত্বাদীন্ স্ফূর্ত্ত্যাখ্যাম্ আত্মরূপতাম্ চ দধৎ পুরতঃ বিভাতি ; অতঃ আভাসঃ ভ্রমঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিধর্ম্ম এবং প্রকাশ নামক আত্মরূপতা ধারণ করিয়া আভাস (জীব) সম্মুখে অর্থাৎ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতেছেন। এইহেতু আভাস ভ্রমরূপই।

টীকা—বুদ্ধিরূপ উপাধিদ্বারা সমারোপিত হইতেছে এইরূপ কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি এবং স্ফুরণরূপ আত্মরূপতা এই দুই (মিথুনীকৃতসত্যানৃত—) ধর্ম্ম ধারণ করিয়া, "পুরতঃ ভাতি"—সম্মুখে অর্থাৎ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ; "অতঃ আভাসঃ"—এইহেতু আভাস "ভ্রমঃ" —কল্পিত। ৫২

এই ভ্রমের কারণ কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপ না জানাই অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রভৃতিবিষয়ক অজ্ঞানই ইহার কারণ :—

(চ) ভ্রমরূপ সংসার-প্রতীতির কারণ।

কা বুদ্ধিঃ কোঽয়মাভাসঃ কো বাত্মাত্র জগৎ কথম্ ?
ইত্যনির্ণয়তো মোহঃ সোঽয়ং সংসার ইষ্যতে ॥ ৫৩

অন্বয়—বুদ্ধিঃ কা ? অয়ম্ আভাসঃ কঃ ? আত্মা বা কঃ ? জগৎ অত্র কথম্ ? ইতি অনির্ণয়তঃ মোহঃ (জায়তে)। সঃ অয়ম্ সংসারঃ ইষ্যতে।

অনুবাদ—বুদ্ধি কি-বস্তু ? আভাসচৈতন্যরূপ জীবই বা কি ? আত্মাই বা কি ? এই আত্মায় জগৎ কি প্রকারে আসিল ? এই সকল প্রশ্নের অনির্ণয়বশতঃ এই মোহ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই এই মোহকেই সংসার বলা হইয়া থাকে।

টীকা—সেই মোহের নিবৃত্তি করা যে কর্ত্তব্য, তাহা বুঝাইবার জন্য সেই মোহের অনর্থহেতুতার বর্ণন করিতেছেন—"সেই এই মোহকেই" ইত্যাদি। ৫৩

এই সংসার-ভ্রমের নিবর্ত্তক কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, বুদ্ধিপ্রভৃতির স্বরূপের বিচারই সেই নিবর্ত্তক, ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যিনি সেই বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপের বিবেকযুক্ত, তিনিই জ্ঞানী ; তাঁহার দ্বারাই এই অনর্থের নিবৃত্তি সম্ভব।

(ছ) বিবেকই সেই সংসারভ্রমের নিবর্ত্তক।

বুদ্ধ্যাদীনাং স্বরূপং যো বিবিনক্তি স তত্ত্ববিৎ।
স এব মুক্ত ইত্যেবং বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৪

অন্বয়—বুদ্ধ্যাদীনাম্ স্বরূপম্ যঃ বিবিনক্তি সঃ তত্ত্ববিৎ ; সঃ এব মুক্তঃ ইতি এবম্ বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যিনি বিচার করিয়া বুদ্ধিপ্রভৃতির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তিনিই তত্ত্ববিৎ, তিনিই মুক্ত ; ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। ৫৪

অবিবেকই যখন বন্ধমোক্ষের মূল বলিয়া সিদ্ধ হইল, তখন অদ্বৈতবাদে 'বন্ধ কাহার,' 'মোক্ষ কাহার' ইত্যাদি প্রকারের, নৈয়ায়িকের উদ্ভাবিত কুতর্কমূলক পরিহাসবিশেষের পরিহার (শ্রীহর্ষবিরচিত) খণ্ডনখণ্ডখাদ্যোক্ত যুক্তিদ্বারা সম্ভব ; কেননা, সেই সকল যুক্তিদ্বারাই তাহাদিগকে নিরুত্তর করা যাইতে পারে ; এই কথাই বলিতেছেন :—

(জ) বন্ধমোক্ষ মিথ্যা বলিয়া নৈয়ায়িকাদিকৃত কুতর্কমূলক পরিহাসের খণ্ডনযোগ্যতা।

এবং চ সতি বন্ধঃ স্যাৎ কস্যেত্যাদিকুতর্কজাঃ।
বিড়ম্বনা দৃঢ়ং খণ্ড্যাঃ খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ ॥ ৫৫

অন্বয়—এবম্ চ সতি কস্য বন্ধঃ স্যাৎ ইত্যাদি কুতর্কজাঃ বিড়ম্বনাঃ খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ দৃঢ়ম্ খণ্ড্যাঃ।

অনুবাদ—যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে "বন্ধ কাহার হইবে ?" ইত্যাদি কুতর্কোদ্ভাবিত পরিহাস "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে" বর্ণিত প্রকারেই বিশেষভাবে খণ্ডনীয়।

টীকা—যে সকল মুমুক্ষু অধিকারী পরমাস্তিক্যসম্পন্ন, তাঁহারা এই গ্রন্থোক্ত প্রণালীতেই তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন। আর যাহারা নৈয়ায়িকদিগের কুতর্ক শুনিয়া, আস্তিক্যবুদ্ধি হারাইয়া পরিহাস-বুদ্ধিবশে এইরূপ সংশয়বিক্ষেপ উঠাইবে—"ভাল অদ্বৈতসিদ্ধান্তে যখন বন্ধই নাই, তখন কাহার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মোক্ষসাধন জন্য শাস্ত্রারম্ভ" ? ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহাদের এইরূপ তর্ক, "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" প্রভৃতিগ্রন্থে প্রদর্শিত যুক্তিবলে খণ্ডনীয় ; ইহাই অর্থ। খণ্ডনখণ্ডখাদ্যপ্রণেতা শ্রীহর্ষাচার্য্যের বিবরণ চিত্রদীপ নামক ষষ্ঠপ্রকরণের ১৪৯ শ্লোকের টীকায় প্রদত্ত হইয়াছে। ৫৫

এইরূপে শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা কূটস্থকে বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—পুরাণেও সেই কূটস্থের বিচার করা হইয়াছে। তাহাই শিবপুরাণ হইতে উদ্ধৃত এই তিনটি শ্লোকে দেখাইতেছেন :—

(ঝ) পুরাণোক্ত কূটস্থ-বিচারের অনুবাদ।

বৃত্তেঃ সাক্ষিতয়া বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ স্থিতঃ।
বুভুৎসায়াং তথাজ্ঞোঽস্মীত্যাভাসাজ্ঞানবস্তুনঃ ॥ ৫৬

অন্বয়—বৃত্তেঃ বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ বুভুৎসায়াম্ তথা অজ্ঞঃ অস্মি ইতি আভাসাজ্ঞানবস্তুনঃ সাক্ষিতয়া স্থিতঃ।

অনুবাদ—(শিব অর্থাৎ কল্যাণময় কূটস্থ), বুদ্ধিবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তির প্রাগভাব

এবং স্বরূপবিষয়ে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইলে সেই জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে, 'আমি অজ্ঞ'—এইরূপে ভাসমান (অনুভূত) অজ্ঞানরূপ বস্তুর সাক্ষিরূপে বিদ্যমান।

টীকা—"বৃত্তেঃ"—কামাদিবৃত্তির উৎপত্তি হইলে, সেই বৃত্তির সাক্ষী হইয়া, "বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ"—এবং বৃত্তির উদয়ের পূর্ব্বে সেই বৃত্তির প্রাগভাবের সাক্ষী হইয়া এবং স্বরূপ জানিবার ইচ্ছা হইলে সেই ইচ্ছার সাক্ষীরূপে, "তথা অজ্ঞঃ অস্মি"—সেই জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে 'আমি অজ্ঞ' এইরূপে যে অজ্ঞান অনুভূত হয়, তাহার সাক্ষীরূপে "শিবঃ" (৫৮ শ্লোকোক্ত) অক্ষতানন্দময় কূটস্থই বিদ্যমান। ('প্রাগভাব'পদদ্বারা বৃত্তির উপাদানরূপ অন্তঃকরণই বুঝিতে হইবে)। ৫৬

অসত্যালম্বনত্বেন সত্যঃ সর্ব্বজড়স্য তু।
সাধকত্বেন চিদ্রূপঃ সদাপ্রেমাস্পদত্বতঃ॥ ৫৭
আনন্দরূপঃ সর্ব্বার্থসাধকত্বেন হেতুনা।
সর্ব্বসম্বন্ধবত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিতঃ॥ ৫৮-*

অন্বয়—(ক) অসত্যালম্বনত্বেন সত্যঃ (খ) সর্ব্বজড়স্য তু সাধকত্বেন চিদ্রূপঃ, (গ) সদাপ্রেমাস্পদত্বতঃ আনন্দরূপঃ (ঘ) সর্ব্বার্থসাধকত্বেন হেতুনা, সর্ব্বসম্বন্ধবত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিতঃ।

অনুবাদ—সেই শিব অসত্যের আলম্বন অর্থাৎ মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠানরূপে সত্য, সমস্ত জড় পদার্থের সাধক অর্থাৎ অবভাসক বলিয়া চৈতন্যস্বরূপ, সর্ব্বদা প্রীতির আস্পদ বলিয়া আনন্দরূপ, সর্ব্ববিষয়ের সাধকতাহেতু, সর্ব্বসম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া সম্পূর্ণ ; এইহেতু তাঁহার 'শিব' এই আখ্যা।

টীকা—এস্থলে অভিপ্রায় এই—(অনুমান)—বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি বৃত্তি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু তিনি বৃত্তিপ্রভৃতির সাক্ষী—(হেতু) ; যাহা যাহা বৃত্তি প্রভৃতি হইতে ভিন্ন নহে, তাহা তাহা বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী হয় না, যেমন বৃত্তি প্রভৃতি—(দৃষ্টান্ত) ; অর্থাৎ বৃত্তি প্রভৃতি আপনা হইতে ভিন্ন নহে, সেইহেতু আপনার সাক্ষীও নহে ; এইপ্রকার কূটস্থ বৃত্তিপ্রভৃতি হইতে ভিন্ন নহে—এরূপ নহে, এইহেতু বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী নহে—এরূপ নহে, কিন্তু বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষীই ; ইহা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তযুক্ত ব্যতিরেকী অনুমানের আকার। অন্যস্থলেও এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

(ক) আর বিবাদের বিষয় যে শিব, তিনি সত্য হইবার যোগ্য—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তিনি মিথ্যার অধিষ্ঠান—(হেতু) ; অসত্যরজতের অধিষ্ঠান শুক্তির ন্যায়—(দৃষ্টান্ত)।

(খ) বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি চৈতন্যস্বরূপ (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তিনি জড়মাত্রের অবভাসক—(হেতু), যাহা চিদ্রূপ নহে তাহা সর্ব্বজড়ের অবভাসকও নহে, যেমন ঘটাদি—(দৃষ্টান্ত)।

(গ) আবার বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি পরমানন্দরূপ—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তিনি পরম প্রেমের আস্পদ—(হেতু), যাহা পরমানন্দরূপ নহে, তাহা পরম প্রেমের আস্পদও নহে, যেমন ঘটাদি—(দৃষ্টান্ত)।

---

* বঙ্গদেশীয় শিবপুরাণে পাওয়া গেল না।

(ঘ) আবার বিবাদের বিষয় যে শিব, তিনি পরিপূর্ণ—(প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু তিনি সর্ব্বসম্বন্ধী—(হেতু), যেমন আকাশ—(দৃষ্টান্ত) ; ইহা অন্বয়ী অনুমান ; (ইহা ভিন্ন অন্য সকলই ব্যতিরেকী)। আর ইঁহার সর্ব্বসম্বন্ধিত্ব, সকল বিষয়েরই অবভাসক বলিয়া বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি সকল বিষয়ের সহিত (আধ্যাসিক-) সম্বন্ধবান্—(প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু তিনি সকল বিষয়েরই প্রকাশক—(হেতু) ; যাহা সকল বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবান্ নহে, তাহা সকল বিষয়ের প্রকাশকও নহে, যেমন দীপাদি। প্রকাশ বিনা পদার্থের সদ্ভাব বা সত্তা নাই, কেননা, অপ্রকাশমান শশশৃঙ্গ প্রভৃতির সদ্ভাব (সত্তা) দেখা যায় না। এইহেতু চৈতন্যসম্বন্ধ বিনা জড়জগতের আপনা হইতেই প্রকাশ হয় না। যদি জড়জগতের আপনা হইতেই প্রতীতি হইত, তাহা হইলে তাহার জড়ত্বের অভাব হইত। এইহেতু জড়স্বরূপ সমস্ত জগতের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ মানিতেই হইবে। সেই সম্বন্ধ আধ্যাসিক বা কল্পিতই হইতে পারে : অন্যপ্রকারের হইতে পারে না। যদি জড়চৈতন্যের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারের বলা হয় অর্থাৎ যদি সেই সম্বন্ধকে সংযোগ, অথবা সমবায়, অথবা তাদাত্ম্য, অথবা বিষয়বিষয়িভাবরূপ বলা হয়, তবে বলা যাইবে—তাহা সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না, কেননা, সংযোগ দুই দ্রব্যেরই হইয়া থাকে ; আর যাহা গুণের আশ্রয়, তাহাকেই দ্রব্য বলে (প্রথমখণ্ডে 'ক' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য পৃ—২০৫-২০৬)। যেহেতু চৈতন্য নির্গুণ, সেইহেতু তাহা দ্রব্য নহে। এইহেতু জড়চৈতন্যের সম্বন্ধ সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না। তাহা সমবায়সম্বন্ধ হইতে পারে না, কেননা, গুণ-গুণী, জাতি-ব্যক্তি, ইত্যাদির মধ্যেই সমবায়সম্বন্ধ হইতে পারে। এইহেতু সমবায়সম্বন্ধ অসম্ভব। যদি বল সূত্র ও বস্ত্রের ন্যায়, চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে যে কার্য্যকারণভাবসম্বন্ধ, তদ্দ্বারাই সমবায় সিদ্ধ হয়, তবে বলি তাহা হইতে পারে না, কেননা, সূত্র ও বস্ত্রের সমবায় বিষয়ে অবয়ব-অবয়বিভাবেরই কারণতাহেতু, কার্য্যকারণভাবের কারণতা নাই, অন্যথা মাকু ও বস্ত্রের মধ্যে সমবায়সম্বন্ধ মানিতে হয় ; এইহেতু চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে অবয়ব-অবয়বিভাব নাই বলিয়া তদুভয়ের মধ্যে সমবায়সম্বন্ধ অসম্ভব। আবার তাদাত্ম্য সম্বন্ধও হইতে পারে না, কেননা, পরস্পর বিলক্ষণ বস্তুর মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অসম্ভব। আবার বিষয়বিষয়িভাবসম্বন্ধও হইতে পারে না, কেননা বিষয়বিষয়িভাবসম্বন্ধ অবয়ব-অবয়বীর তাদাত্ম্যাদিরূপ মূলসম্বন্ধপূর্ব্বকই হইয়া থাকে। আর সেই তাদাত্ম্যাদি মূলসম্বন্ধ যে অসম্ভব, তাহা পৃথগ্‌ভাবে কথিত হইয়াছে। সেইহেতু বিষয়বিষয়ি-ভাবসম্বন্ধ অসম্ভব। এইজন্য জড়জগতের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক বা কল্পিত বলিয়াই মানিতে হয়। ৫৮

যে পুরাণবচন তিনটি উদ্ধৃত হইল, তাহাদের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(এ) উদ্ধৃতপুরাণবাক্যের তাৎপর্য্য।

ইতি শৈবপুরাণেষু কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
জীবেশত্বাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ ॥ ৫৯

অন্বয়—ইতি শৈবপুরাণেষু জীবেশত্বাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।

অনুবাদ—এই প্রকারে শৈবপুরাণসমূহে জীবেশ্বরভাবপ্রভৃতি রহিত কেবল স্বয়ম্প্রকাশ শিবরূপ কূটস্থই বিচারিত হইয়াছে।

টীকা—"ইতি"—এই প্রকারে, "শৈবপুরাণেষু"—শিবপ্রাধান্যপ্রতিপাদক পুরাণসমূহে—

স্কন্দপুরাণান্তর্গত সূতসংহিতার যজ্ঞবৈভবখণ্ডে, বায়ুপুরাণপ্রভৃতিতে, জীবভাব ঈশ্বরভাব প্রভৃতিরূপ কল্পনারহিত, "কেবলঃ"—অদ্বিতীয়, "স্বপ্রভঃ"—স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপ, "শিবঃ কূটস্থঃ বিবেচিতঃ" —কল্যাণরূপ কূটস্থের বিচার করা হইয়াছে। এইরূপে অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৫৯

২। কূটস্থের অদ্বিতীয়তাপ্রতিপাদন জন্য জীবাদিজগতের মায়িকতা প্রতিপাদন

ভাল, কূটস্থ যে জীবভাব—ঈশ্বরভাব প্রভৃতিরহিত ইহার প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু শ্রুতি জীবভাব ও ঈশ্বরভাবের মায়িকত্ব (কল্পিতত্ব) প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইহেতু (পরমার্থসত্য) কূটস্থ তদুভয়রহিত :—

(ক) জীবেশ্বরের মায়িকতা-প্রতিপাদক শ্রুতি। তদুভয় দেহাদি হইতে বিলক্ষণ।

মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
মায়িকাবেব জীবেশৌ স্বচ্ছৌ তৌ কাচকুম্ভবৎ ॥৬০

অন্বয়—"মায়া আভাসেন জীবেশৌ করোতি" ইতি শ্রুতত্বতঃ জীবেশৌ মায়িকৌ এব, তৌ কাচকুম্ভবৎ স্বচ্ছৌ।

অনুবাদ—মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, (ইহা নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদের নবম কণ্ডিকায়) শুনা যায় বলিয়া, জীব এবং ঈশ্বর মায়িক (কল্পিত); তদুভয় কাচকুম্ভের ন্যায় স্বচ্ছ।

টীকা—[জীবেশৌ আভাসেন করোতি, মায়া চ অবিদ্যা চ স্বয়ম্ এব ভবতি—নৃসিংহোত্তর তা, উ ৯]—মূলপ্রকৃতি আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর উভয়কেই সৃজন করেন এবং নিজেই ঈশ্বরোপাধি মায়া এবং জীবোপাধি অবিদ্যা হ'ন—এই শ্রুতিবচন মায়া ও অবিদ্যার অধীন (অর্থাৎ তত্তদধীনসত্তাক) ঈশ্বর ও জীবের মায়িকত্ব প্রতিপাদন করিতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) জীব ও ঈশ্বর মায়িক হইলে তদুভয়ের দেহাদি জড় হইতে বিলক্ষণতা থাকে না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন কাচকুম্ভ ও ঘটাদি উভয়েই তুল্যরূপে মৃত্তিকার কার্য্য হইলেও (স্বচ্ছ) কাচকুম্ভ যেমন ঘটাদি হইতে বিলক্ষণ, জীব এবং ঈশ্বরও সেইরূপ দেহাদি হইতে বিলক্ষণ—এইরূপ ... যাইবে। ইহাই বলিতেছেন—'তদুভয় কাচকুম্ভের ন্যায় স্বচ্ছ'—ইহার দ্বারা। ৬০

ভাল, ঘট ও কাচকুম্ভের আরম্ভক (অপরিণামী উপাদান বা উপাদানবিশেষ) বিশেষ বিশেষ মৃত্তিকা পরস্পর ভিন্ন বলিয়া ঘট ও কাচকুম্ভের ভেদ সম্ভব কিন্তু জগৎ আর জীবেশ্বরের ভেদের কারণ যে মায়া, তাহা একই বলিয়া, সেই জীবেশ্বর এবং জগতের বিলক্ষণতা ত' অসম্ভব। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, অন্নোৎপন্ন দেহ ও মন যেমন বিলক্ষণ, জগৎ এবং জীবেশ্বরও সেইরূপ :—

(খ) জীব ও ঈশ্বর জগৎ হইতে বিলক্ষণ; তৎসাধক দৃষ্টান্ত।

অন্নজন্যং মনো দেহাৎ স্বচ্ছং যদ্বত্তথৈব তৌ।
মায়িকাবপি সর্ব্বস্মাদন্যস্মাৎ স্বচ্ছতাং গতৌ ॥ ৬১

অন্বয়—অন্নজন্যম্ মনঃ যদ্বৎ দেহাৎ স্বচ্ছম্, তথা এব তৌ মায়িকৌ অপি অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ স্বচ্ছতাম্ গতৌ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্নোৎপন্ন মন যেমন অন্নোৎপন্ন দেহ অপেক্ষা স্বচ্ছ, ঠিক সেইরূপই মায়িক জীবেশ্বর মায়িক অন্য সমস্ত (জাগতিক) পদার্থ অপেক্ষা স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত। ৬১

কাচাদির ন্যায় জীবেশ্বরের স্বচ্ছতা যেন মানা গেল, কিন্তু তদুভয়ের চেতনতা কোথা হইতে আসিল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তদুভয়ের অনুভবজ্ঞান হইতেই তদুভয়কে চেতন বলিয়া জানা যায়:—

(গ) জীবেশ্বরের চেতনতা।

চিদ্রূপত্বং চ সম্ভাব্যং চিত্ত্বেনৈব প্রকাশনাৎ।
সর্ব্বকল্পনশক্তায়া মায়ায়া দুষ্করং ন হি॥ ৬২

অন্বয়—চিত্ত্বেন এব প্রকাশনাৎ চিদ্রূপত্বম্ চ সম্ভাব্যম্; সর্ব্বকল্পনশক্তায়াঃ মায়ায়াঃ (এতৎ) দুষ্করম্ ন হি।

অনুবাদ—তদুভয়ের চৈতন্যরূপতা সম্ভব অর্থাৎ তাহাদিগকে চেতন বলিয়া জানা যায়, যেহেতু তাহারা চৈতন্যের মত প্রকাশন (ক্রিয়া) করে। সর্ব্বরচনা-সামর্থ্যশালিনী মায়ার কিছুই দুষ্কর নহে; সেইহেতু জীবেশ্বরের চিদ্রূপতা সম্ভব।

টীকা—চৈতন্যরূপ ধরিয়া প্রকাশনকার্য্যও ত' মায়াকল্পিত জীবেশ্বরের পক্ষে অসম্ভব? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—মায়া দুর্ঘটকর্ম্মকরণসমর্থা বলিয়া মায়িক জীবেশ্বরেরও চৈতন্যরূপ হইয়া প্রকাশন সম্ভব,—"সর্ব্বরচনাসামর্থ্যশালিনী মায়ার" ইত্যাদিদ্বারা। ৬২

এই কথাই কৈমুতিক ন্যায়ে সমর্থন করিতেছেন:—

অস্মন্নিদ্রাপি জীবেশৌ চেতনৌ স্বপ্নগৌ সৃজেৎ।
মহামায়া সৃজত্যেতাবিত্যাশ্চর্য্যং কিমত্র তে॥ ৬৩

অন্বয়—অস্মন্নিদ্রা অপি স্বপ্নগৌ চেতনৌ জীবেশৌ সৃজেৎ। মহামায়া এতৌ সৃজতি ইতি অত্র তে কিম্ আশ্চর্য্যম্?

অনুবাদ ও টীকা—আমরা যে মায়িক জীব, আমাদেরও নিদ্রা স্বপ্নে চেতনজীব ও ঈশ্বর সৃজন করিতে পারে; তখন মহামায়া বা মূলপ্রকৃতি (যাঁহা হইতে মায়া ও অবিদ্যা উৎপন্ন) তিনি যে এই চেতনজীব ও ঈশ্বর সৃজন করেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ৬৩

ভাল, ঈশ্বরও যদি মায়িক হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাতেও জীবের ন্যায় অসর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম সম্ভব? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও মায়াদ্বারা কল্পিত:—

(ঘ) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি মায়াকল্পিত; তদ্বিষয়ে যুক্তি।

সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং চেশে কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ।
ধর্ম্মিণং কল্পয়েদ্যাস্যাঃ কো ভারো ধর্ম্মকল্পনে? ॥ ৬৪

অন্বয়—ঈশে চ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকম্ কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ। যা ধর্ম্মিণং কল্পয়েৎ অস্যাঃ ধর্ম্ম-কল্পনে কঃ ভারঃ?

অনুবাদ ও টীকা —ঈশ্বরেও যে তিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কল্পনা করিয়া দেখাইবেন, তাহাতে বিস্ময় কি ? কেননা, যে মায়া ঈশ্বররূপ ধর্ম্মীকে রচনা করেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের কল্পনায় পরিশ্রম কি ? তাহা কিছুই কঠিন নহে। ৬৪

ভাল, জীব ও ঈশ্বরের ন্যায় কূটস্থকেও মায়িক বলা যাইতে পারে ? বাদী এইরূপ আশঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ঙ) কূটস্থ মায়িক নহেন, কেননা, তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব।

কূটস্থেঽপ্যতিশঙ্কা স্যাদিতি চেন্মাতিশঙ্ক্যতাম্।
কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণং ন হি বিদ্যতে॥ ৬৫

অন্বয়—কূটস্থে অপি অতিশঙ্কা স্যাৎ ইতি চেৎ ? কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণম্ ন হি বিদ্যতে, মা অতিশঙ্ক্যতাম্।

অনুবাদ—কূটস্থবিষয়েও মায়িকতার অতিশঙ্কা হইতে পারে—যদি এইরূপ বল, তদুত্তরে বলি, কূটস্থের মায়িকতাবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই ; এইহেতু অতিশঙ্কা করিও না।

টীকা—প্রমাণাভাবে উক্তরূপ অতিশঙ্কা উঠিতে পারে না, এই বলিয়া সিদ্ধান্তী অতিশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"কূটস্থের মায়িকতাবিষয়ে" ইত্যাদিদ্বারা। অতিশঙ্কা—'অতি' উপসর্গের অর্থ অসম্প্রতি বা ক্ষেপ (অনৌচিত্য)। ৬৫

ভাল, কূটস্থের বাস্তবতাবিষয়েও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বাদী এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সকল শ্রুতিই এবিষয়ে প্রমাণ :—

(চ) কূটস্থের বাস্তবতা-বিষয়ে সকল শ্রুতিই প্রমাণ।

বস্তুত্বং ঘোষয়ন্ত্যস্য বেদান্তাঃ সকলা অপি।
সপত্নরূপং বস্ত্বন্যন্ন সহন্তেঽত্র কিঞ্চন॥ ৬৬

অন্বয়—সকলাঃ অপি বেদান্তাঃ অস্য বস্তুত্বম্ ঘোষয়ন্তি। অত্র সপত্নরূপম অন্যৎ কিঞ্চন বস্তু ন সহন্তে।

অনুবাদ—সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রই কূটস্থের এই বাস্তবতা ঘোষণা করিতেছে ; শ্রুতি এবিষয়ে কোনও বিরোধিরূপ বস্তু সহন করেন না।

টীকা—এই কূটস্থের পারমার্থিকতা বিষয়ে প্রতিপক্ষরূপ অর্থাৎ তুল্যবল বিরোধী অন্য কোনও বস্তুকে শ্রুতি সহন করেন না—স্থান দেন না। ৬৬

ভাল, কূটস্থের ও জীবেশ্বরের বাস্তবতার ও অবাস্তবতার সিদ্ধির জন্য আপনি কেবল শ্রুতিবচনই পাঠ করিতেছেন ; তর্কদ্বারা কিছুই সিদ্ধ করিতেছেন না—এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিবার জন্য বলিতেছেন—মুমুক্ষুগণের জন্য শ্রুতির অর্থ পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তর্কের উপস্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি :—

(ছ) পূর্ব্বগত শ্লোকসপ্তকোক্ত বিষয়ে তার্কিকগণের শঙ্কার অবকাশ নাই।

শ্রুত্যর্থং বিশদীকুর্ম্মো ন তর্কাদ্বচ্মি কিঞ্চন।
তেন তার্কিকশঙ্কানামত্র কোঽবসরো বদ॥ ৬৭

অন্বয়—শ্রুত্যর্থম্ বিশদীকুর্মঃ, তর্কাৎ কিঞ্চন ন বচ্মি। তেন তার্কিকশঙ্কানাম্ অত্র কঃ অবসরঃ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—আমরা কেবল শ্রুতির অর্থই যথাযথ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তর্ককে আশ্রয় করিয়া কোন কথা বলিতেছি না। সেইহেতু এস্থলে তার্কিকগণের কুতর্কের আশ্রয় কোথায়? তুমি তাহাই বল। (উত্তর—কোথাও নাই)। ৬৭

ভাল, সেই শ্রুত্যর্থ স্ফুটীকরণদ্বারা কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(জ) মুমুক্ষুর পক্ষে তর্কত্যাগপূর্ব্বক শ্রুত্যর্থই আদরণীয়।

তস্মাৎ কুতর্কং সন্ত্যজ্য মুমুক্ষুঃ শ্রুতিমাশ্রয়েৎ।
শ্রুতৌ তু মায়া জীবেশৌ করোতীতি প্রদর্শিতম্॥৬৮

অন্বয়—তস্মাৎ মুমুক্ষুঃ কুতর্কম্ সন্ত্যজ্য শ্রুতিম্ আশ্রয়েৎ। শ্রুতৌ তু মায়া জীবেশৌ করোতি ইতি প্রদর্শিতম্।

অনুবাদ—সেইহেতু মুমুক্ষু কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিরই আশ্রয় লইবেন; আর শ্রুতিতে (নৃসিংহ উ তা, ৪) প্রদর্শিত হইয়াছে যে মূলপ্রকৃতিই জীব ও ঈশ্বর রচনা করেন।

টীকা—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় শ্রুতিতে জীবেশ্বরের মায়িকত্ব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে 'মায়িক'শব্দের অর্থ চিত্রদীপের (ষষ্ঠ অধ্যায়ের) ১৫৫ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। ৬৮

(ঝ) ঈশ্বর ও জীবরচিত জগতের বর্ণন।

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশকৃতা ভবেৎ।
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকর্তৃকঃ॥ ৬৯

অন্বয়—ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিঃ ঈশকৃতা ভবেৎ; জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারঃ জীবকর্তৃকঃ।

অনুবাদ ও টীকা— ঈক্ষণ অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা হইতে সৃষ্টবস্তুর ভিতরে প্রবেশ পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের কার্য্য। আর জাগ্রদবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি বন্ধমোক্ষরূপ সংসারসৃষ্টির জীবই কর্ত্তা অর্থাৎ তাহা জীবেরই কার্য্য। (এই গ্রন্থের ষষ্ঠাধ্যায়ের ২১৩ এবং সপ্তমাধ্যায়ের ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৬৯

(ঞ) মুমুক্ষুর বিচার্য্য বিষয়ের বর্ণন।

অসঙ্গ এব কূটস্থঃ সর্ব্বদা নাস্য কিঞ্চন।
ভবত্যতিশয়স্তেন মনস্যেব্যং বিচার্য্যতাম্॥ ৭০

অন্বয়—কূটস্থঃ অসঙ্গঃ এব, অস্য কিঞ্চন অতিশয়ঃ ন ভবতি; তেন এবম্ সর্ব্বদা মনসি বিচার্য্যতাম্।

অনুবাদ—কূটস্থ অসঙ্গই, ইহার জন্মাদিরূপ কোনও অতিশয় অর্থাৎ ব্যবহার নাই। এইহেতু সর্ব্বদা এই প্রকারে মনে মনে বিচার করা কর্ত্তব্য।

টীকা—কূটস্থের অসঙ্গতা প্রভৃতি, এবং কূটস্থের জন্মমরণাদিরূপ ব্যবহারের কিছুই নাই, ইহা প্রতিপাদিত হইল। এইহেতু যিনি মোক্ষলাভেচ্ছু, তিনি এই বিষয়টি সর্ব্বদা বিচার করিবেন, ইহাই অভিপ্রায়। ৭০

কূটস্থের যে জন্মাদিরূপ অতিশয় (অর্থাৎ ব্যবহার) নাই, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিবাক্য হইতে জানিয়াছি। এই অভিপ্রায়ে সেই শ্রুতি-বাক্য (ব্রহ্মবিন্দু উ—১০) পাঠ করিতেছেন :—

(ট) কূটস্থের জন্মাদ্যভাব-প্রতিপাদক শ্রুতি।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ৭১

অন্বয়—নিরোধঃ ন, উৎপত্তিঃ চ ন, বন্ধঃ ন, সাধকঃ চ ন, মুমুক্ষুঃ ন ; মুক্তঃ বৈ ন ইতি এষা পরমার্থতা। [শ্রুতির পাঠান্তর "ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বন্ধো ন চ শাসনম্। ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চ ইত্যেষা পরমার্থতা] (চিত্রদীপে ২৩৫ শ্লোকে পূর্বোক্ত পাঠই প্রদত্ত হইয়াছে)।

অনুবাদ ও টীকা—(কূটস্থের) নাশ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধন নাই ; তিনি সাধক নহেন, মুমুক্ষু নহেন, মুক্ত নহেন, ইহাই পরমার্থ সত্য। ৭১

ভাল, তাহা হইলে শ্রুতিতে জীবেশ্বরাদি জগতের স্বরূপের প্রতিপাদন কিহেতু করা হইয়াছে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অবাঙ্মনসগোচর আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য :—

ঠ) অবাঙ্মনসগোচর আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য জীবেশ্বরাদি জগতের আরোপকথন।

অবাঙ্মনসগম্যং তং শ্রুতি র্বোধয়িতুম্ সদা।
জীবমীশং জগদ্বাপি সমাশ্রিত্য প্রবোধয়েৎ॥ ৭২

অন্বয়—অবাঙ্মনসগমাম্ তম্ বোধয়িতুম্ শ্রুতিঃ সদা জীবম্ ঈশম বা জগৎ অপি সমাশ্রিত্য প্রবোধয়েৎ।

অনুবাদ—বাক্য এবং মনের অগোচর সেই আত্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্য শ্রুতি সর্ব্বদা জীবেশ্বরের বা জগতের আশ্রয়রূপে আত্মস্বরূপ বুঝাইয়াছেন।

টীকা—যেহেতু নাম জাতি প্রভৃতিরূপ শব্দ এবং শব্দদ্বারা মনের প্রবৃত্তির কারণ ধর্ম্মসমূহ, অদ্বৈত ব্রহ্মে নাই বলিয়া অদ্বৈতব্রহ্ম বাণী ও মনের অবিষয় এবং সেইহেতু সাক্ষাদ্ভাবে বুঝাইবার অযোগ্য, সেইহেতু শুদ্ধব্রহ্মে জীবেশ্বর এবং জগতের আরোপ করিয়া বৃক্ষশাখার সাহায্যে দ্বিতীয়ার সূক্ষ্ম চন্দ্রকলা প্রদর্শক পুরুষের ন্যায় শ্রুতি লক্ষণাদ্বারা অদ্বৈতব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকেন। ৭২

ভাল, একইরূপ অদ্বৈততত্ত্ব যদি শ্রুতিসমূহের বোধনীয় বিষয় হইল, তাহা হইলে শ্রুতিসমূহে বিগান বা পরস্পর বিসদৃশ বর্ণনরূপ বিবাদ, কিহেতু দেখা যায় ? অর্থাৎ যেমন কোন শ্রুতি বলেন, অগ্রে আকাশের সৃষ্টি, কোন শ্রুতি বলেন অগ্রে অগ্নির সৃষ্টি, কোন শ্রুতি বলেন সৃষ্টিক্রম আদৌ নাই, ইত্যাদি—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তত্ত্বে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতা ও প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববিষয়ে বিসদৃশ বর্ণনরূপ বিবাদ নাই কিন্তু সেই তত্ত্বের বুঝাইবার প্রকার বা প্রক্রিয়া লইয়া বিগান অর্থাৎ পরস্পরের প্রক্রিয়ায় দোষারোপরূপ বিবাদ অনেক অদ্বৈতপ্রতিপাদক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।* যেমন নৃসিংহোত্তরতাপনীয় শ্রুতির [(মূলপ্রকৃতিঃ) জীবেশৌ আভাসেন করোতি] এই বচন ধরিয়া—কোনও অদ্বৈতপ্রতিপাদক আচার্য্য আভাসবাদের প্রবর্ত্তন করিয়া

* অপ্যয়দীক্ষিতকৃত সিদ্ধান্তলেশ এবং নিশ্চলদাসকৃত বৃত্তিপ্রভাকর গ্রন্থের অষ্টমপ্রকরণ, এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

প্রতিবিম্ববাদের ও অবচ্ছেদবাদের উপর দোষারোপ করিলেন। [এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ, একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ—ব্রহ্মবিন্দু উ, ১২] এবং [রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব—বৃহদা উ, ২।৫।১৯ ; কঠ উ, ৫।৯, ১০] এইসকল শ্রুতিবচন ধরিয়া কোনও অদ্বৈতবাদী প্রতিবিম্ববাদের প্রবর্তন করিলেন এবং মতান্তরের নিন্দা করিলেন। কোনও অদ্বৈতবাদী বা [ঘটসংবৃতমাকাশং লীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো লীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো ঘটোপমঃ—ব্রহ্মবিন্দু উ, ১৩] এই শ্রুতিবচন ধরিয়া অবচ্ছেদবাদের প্রবর্তন করিলেন। বুঝাইবার প্রণালীর সেই সেই প্রকার ভেদ যে বোধনীয় পুরুষগণের চিত্তের বৈলক্ষণ্যানুসারে অবলম্বিত, তাহা সুরেশ্বরাচার্য্য (বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ৪০২ শ্লোকে) এইরূপে বলিয়াছেন :—

(ড) শ্রুতিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণনের উপযোগ সুরেশ্বরাচার্য্য-কর্তৃক প্রদর্শিত।

যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি।
সা সৈব প্রক্রিয়েহস্যাৎ সাধ্বীত্যাচার্য্যভাষিতম্ ॥৭৩

অন্বয়—যয়া যয়া পুংসাম্ প্রত্যগাত্মনি ব্যুৎপত্তিঃ ভবেৎ সা সা এব প্রক্রিয়া ইহ সাধ্বী স্যাৎ ইতি আচার্য্যভাষিতম্। (মূলের পাঠ—সাধ্বী সা চানবস্থিতা)।

অনুবাদ—যে যে প্রক্রিয়াদ্বারা মুমুক্ষুগণের ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মবিষয়ক স্পষ্টজ্ঞানলাভ হয়, সেই সেই প্রক্রিয়াই এই অদ্বৈতশাস্ত্রবিষয়ে সমীচীন, সুরেশ্বরাচার্য্য এইরূপ কহিয়াছেন।

টীকা—(আনন্দগিরিকৃত বার্ত্তিকটীকার অনুবাদ)—সূচিতপ্রক্রিয়া লইয়া শ্রুতিসমূহের মধ্যে যখন উক্তরূপ বিবাদ, তখন কোন্ প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? তদুত্তরে আচার্য্য বলিতেছেন—(সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণনে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে, ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধনেই শ্রুতির তাৎপর্য্য) "যে যে প্রক্রিয়াদ্বারা" ইত্যাদি। "ইহ"—শ্রৌতমার্গে ; "সাধ্বী"—ফলবতী ; "সা চ অনবস্থিতা"—সেই প্রক্রিয়াবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই, কেননা, অধিকারিগণের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য আছে। (একই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, সকলের বুদ্ধি গ্রহণ করিবে না।) ৭৩

ভাল, শ্রুতির অর্থ যদি একইরূপ হয়, তাহা হইলে সেই অর্থের প্রতিপাদকগণ, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করিয়া কেন বিবাদ করে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহাদের শ্রুতিতাৎপর্য্যের জ্ঞান নাই, তাহারাই বিবাদ করে ; যাহাদের সেই জ্ঞান আছে, তাহারা বিবাদ করে না :—

(ঢ) শ্রুতির অর্থ একই হইলেও মূঢ়গণের মধ্যে তাহা লইয়া বিবাদ ; তত্ত্বদর্শিগণের মধ্যে নহে। তাহার কারণ।

শ্রুতিতাৎপর্য্যমখিলমবুদ্ধ্বা ভ্রাম্যতে জড়ঃ।
বিবেকী ত্বখিলং বুদ্ধ্বা তিষ্ঠত্যানন্দবারিধৌ ॥ ৭৪

অন্বয়—জড়ঃ অখিলম শ্রুতিতাৎপর্য্যম্ অবুদ্ধ্বা ভ্রাম্যতে ; বিবেকী তু অখিলম্ বুদ্ধ্বা আনন্দবারিধৌ তিষ্ঠতি।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা মূর্খ তাহারা সম্পূর্ণ শ্রুতিতাৎপর্য্য না জানিয়া ভ্রমে

পড়ে। আর যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা সম্পূর্ণ শ্রুতিতাৎপর্য্য অবগত হইয়া আনন্দ-সমুদ্রে (মগ্ন হইয়া) থাকেন। ৭৪

তাহা হইলে বিবেকীর নিশ্চয় কি প্রকার? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ণ) বিবেকীর নিশ্চয়ের আকার।

মায়ামেঘো জগন্নীরং বর্ষত্বেষ যথা তথা।
চিদাকাশস্য নো হানির্ন বা লাভ ইতি স্থিতিঃ॥ ৭৫

অন্বয়—এষঃ মায়ামেঘঃ জগন্নীরম্ যথা তথা বর্ষতু, চিদাকাশস্য হানিঃ নো, বা লাভঃ ন, ইতি স্থিতিঃ।

অনুবাদ ও টীকা—বিবেকীর মায়ামেঘ অর্থাৎ বাধিত হইয়া বিদ্যমান অজ্ঞান-লেশ, জগদ্রূপ বৃষ্টি, যে প্রকারেই হউক না কেন, বর্ষণ করুক ; তদ্দ্বারা চিদাকাশ ব্রহ্মরূপ আমার কোনও হানি বা লাভ নাই—ইহাই জ্ঞানীর নিশ্চয়। ৭৫

এই কূটস্থদীপ নামক গ্রন্থের অভ্যাসের বা আবৃত্তির ফল বলিতেছেন :—

(ত) কূটস্থদীপগ্রন্থের অভ্যাসফল।

ইমং কূটস্থদীপং যোঽনুসন্ধত্তে নিরন্তরম্।
স্বয়ং কূটস্থরূপেণ দীপ্যতেঽসৌ নিরন্তরম্॥ ৭৬

অন্বয়—যঃ ইমম্ কূটস্থদীপম্ নিরন্তরম্ অনুসন্ধত্তে অসৌ স্বয়ম্ কূটস্থরূপেণ নিরন্তরম্ দীপ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যে মুমুক্ষুজন এই কূটস্থদীপ নিরন্তর অনুসন্ধান বা বিচার করেন, তিনি স্বয়ং কূটস্থরূপ হইয়া নিরন্তর প্রকাশিত থাকেন। ৭৬

ইতি সটীক কূটস্থদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

নবম অধ্যায়—ধ্যানদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকার-কৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ক্রিয়তে ধ্যানদীপস্য ব্যাখ্যা সংক্ষেপতো ময়া॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি সংক্ষেপে ধ্যানদীপের ব্যাখ্যা করিতেছি।

এই বেদান্তশাস্ত্রে পূর্ব্বে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা এই চারিটি সাধনসম্পন্ন এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের সম্যগ্ অনুষ্ঠানে রত, অধিকারীর, 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থ ব্রহ্ম ও আত্মার বিচারপূর্ব্বক মহাবাক্যার্থরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে অভিন্নস্বরূপ আত্মাই নিত্যপদার্থ এবং জগদ্রূপ অনাত্মবস্তুই অনিত্যপদার্থ; এতদুভয়ের যথাক্রমে অবিকারিত্ব বিকারিত্ব প্রভৃতিরূপ ভেদজ্ঞানের বিচার প্রথম সাধন; ইহলোকের এবং পরলোকের সকলবস্তুতে ভোগেচ্ছারাহিত্য এবং ত্যাগেচ্ছারূপ বৈরাগ্য দ্বিতীয় সাধন; শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা অর্থাৎ বাহ্যবিষয় হইতে মনের নিগ্রহ, রূপরসাদি বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, পরিত্যক্তবস্তুতে অনিচ্ছা, শীতোষ্ণমানাপমানাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা, ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে চিত্তের একাগ্রতা, এবং গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস—এই ছয়টি তৃতীয় সাধন এবং মোক্ষের জন্য তীব্র ইচ্ছা চতুর্থ সাধন; এই চারিটি সাধনসম্পন্ন পুরুষই 'অধিকারী'। ১।৫৩ এবং ৭।১০১ শ্লোকে শ্রবণের, ১।৫৩ এবং ৭।১০২ শ্লোকে মননের এবং ১।৫৪, ৭।১০৬, ১১২ শ্লোকে নিদিধ্যাসনের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্তরূপ যে অধিকারী উপনিষৎ শ্রবণ করিয়াছেন কিন্তু বুদ্ধিমান্দ্যাদি (এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৫৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত) প্রতিবন্ধকবশতঃ যাঁহার মহাবাক্যার্থবিষয়ক যথার্থানুভব বা অপরোক্ষ প্রমা উৎপন্ন হয় নাই, তাঁহার সেই অনুভবের বা প্রমার উৎপাদনদ্বারা, যাহাতে মোক্ষরূপ ফললাভ হইতে পারে, এইরূপ উপাসনাসকল প্রদর্শন করিবার ইচ্ছায় প্রথমে দৃষ্টান্ত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—বুঝাইতেছেন, যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও মোক্ষ হয়:—

ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও মুক্তিলাভ; উপাসনার প্রকার

১। সম্বাদিভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও মুক্তি সম্ভব।

(ক) ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও মুক্তিসম্ভব—প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ।

সম্বাদিভ্রমবদ্‌ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্ত্যাপি মুচ্যতে।
উত্তরে তাপনীয়েঽতঃ শ্রুতোপাস্তিরনেকধা॥ ১

অন্বয়—সম্বাদিভ্রমবৎ ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্ত্যা অপি মুচ্যতে ; অতঃ উত্তরে তাপনীয়ে অনেকধা উপাস্তিঃ শ্রুতা।

অনুবাদ—সম্বাদিভ্রমে ফললাভের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও মুক্তিলাভ হয়। এইহেতু নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদে অনেক প্রকারের উপাসনা শুনা যায়।

টীকা—যেমন সম্বাদিভ্রমের বশে যে ব্যক্তি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারও বাঞ্ছিত অর্থের লাভ হয়, "ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্ত্যা অপি"—এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও মুমুক্ষুর বাঞ্ছিত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষলাভ হয়, ইহাই অর্থ। ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও যে মোক্ষ হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"এইহেতু নৃসিংহোত্তরতাপনীয়"—ইত্যাদি। যেহেতু উপাসনার দ্বারাও মোক্ষ হয়, সেইহেতু "তাপনীয়ে"—নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষদে, অনেক প্রকারের ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা, "শ্রুতা"---শুনা যায়, উপদিষ্ট হইয়াছে। শারীরকভাষ্যে প্রদত্ত উপাসনার লক্ষণ—"সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্ উপাসনম্"—এই লক্ষণের ব্যাখ্যারূপ লক্ষণান্তর—"সজাতীয়মাত্র-মনোবৃত্তিসন্ততিঃ এব উপাস্তিঃ"—কেবল সমানজাতীয় মনোবৃত্তিধারার বিস্তারকরণের নাম উপাসনা। অন্য এক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—"বস্তুস্বরূপানপেক্ষম পুরুষেচ্ছামাত্রতন্ত্রম্ মানস-প্রবাহঃ"—উপাস্যবস্তুর নিজস্বরূপের অনুসন্ধানে বাধ্য না থাকিয়া, (উপাসক) পুরুষের কেবল নিজ ইচ্ছার বশে মনোবৃত্তিরূপ ধারার স্থাপনের নাম উপাসনা। প্রথমোক্ত লক্ষণদ্বয়ে 'প্রবাহ' ও 'সন্ততি' শব্দদ্বারা অন্তরায়-পরিহার-প্রযত্নে আগ্রহ প্রকটিত ; দ্বিতীয় লক্ষণে জ্ঞান, যাহা কেবল বস্তুস্বরূপানুসারী, তাহা হইতে, উপাসনার—যাহা বস্তুর স্বরূপানুসরণে আবদ্ধ নহে, তাহার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত উভয়লক্ষণসাধারণ মানসবৃত্তি, প্রতীকাশ্রয় ও অহংগ্রহ ভেদে দ্বিবিধ। প্রতীকোপাসনার লক্ষণ—"আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়স্য আশ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ"—কোন এক অবলম্বন-বিষয়ক মনোবৃত্তির অন্য এক অবলম্বনে প্রক্ষেপের নাম প্রতীকোপাসনা—বিশেষভাবে আদিত্যপ্রভৃতি ব্রহ্মপ্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টির নাম প্রতীকোপাসনা। অহংগ্রহোপাসনার লক্ষণ—"উপাস্যস্বরূপস্য স্বা-ভেদেন চিন্তনম্"—উপাস্যবস্তুর স্বরূপ এবং উপাসকের নিজস্বরূপ পরস্পর অভিন্ন—এইরূপ চিন্তার নাম অহংগ্রহোপাসনা।

প্রতীকোপাসনা—সম্পৎ, আরোপ, সম্বর্গ ও অধ্যাস ভেদে চারিপ্রকার। অহংগ্রহোপাসনা, —সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুইপ্রকার। এইরূপে উপাসনা সর্ব্বশুদ্ধ ছয়প্রকার। চারিপ্রকার—প্রতীকোপাসনার লক্ষণ—পদ্মপুরাণান্তর্গত "শিবগীতায়" দ্বাদশাধ্যায়ে এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে :— "অল্পস্য চাধিকত্বেন গুণযোগাদ্বিচিন্তনম্। অনন্তং বৈ মন ইতি সম্পদ্বিধিরুদাহৃতঃ" ॥ ১০ ॥ যে বস্তু অল্প অর্থাৎ অল্পগুণযুক্ত তাহাকে অধিকগুণযুক্ত করিয়া চিন্তা করার নাম সম্পদুপাসনা : যেমন এককালে একটিমাত্র বিষয়ে ব্যাপৃত হইতে সমর্থ মনকে অনন্তবিষয়ক বলিয়া চিন্তা করা। "বিধিরারোপ্য যোপাসা সারোপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। যদ্বদোঙ্কারমুদ্গীথমুপাসীতেত্যুদাহৃতঃ" ॥ ১১ ॥ (অঙ্গে অঙ্গীর সম্বন্ধের) আরোপ করিয়া যে উপাসনা, তাহাই আরোপবিধি নামে পরিকীর্ত্তিত। যেমন সামবেদের উদ্গীথ নামক "ভক্তি"তে বা অংশে প্রণব (ওঁকার) অবস্থিত। এই সম্বন্ধ ধরিয়া প্রণবকে উদ্গীথ বলিয়া উপাসনা করিলে তাহার নাম 'আরোপ' উপাসনা। "ক্রিয়াযোগেন

চোপাসাবিধিঃ সম্বর্গ উচ্যতে। সম্বর্ত্তবায়ুঃ প্রলয়ে ভূতান্যেকোবসীদতি" ॥ ১৩ ॥ যে উপাসনায় উপাস্যবস্তু ক্রিয়ার সহিত উপাসিত হয়, সেই উপাসনার নাম সম্বর্গ। (ক্রিয়াযোগেন সম্বৃঙ্‌ক্তে ভূতানি ইতি সম্বর্গঃ সর্ব্বভূতবশীকরণধুরীণঃ ইত্যর্থঃ)। প্রলয়কালে যেমন সম্বর্ত্ত বায়ু অন্য বায়ুর সাহায্য না লইয়াই সমস্ত ভূতকে অবসন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট করে, সেইরূপ একমাত্র প্রাণবায়ু অন্তঃকরণ ও বহিঃকরণরূপ সকল ইন্দ্রিয়কেই বশে আনে। এইরূপে প্রাণবায়ুকে সম্বর্ত্ত বায়ুর বশীকরণ ক্রিয়ার সহিত উপাসনা করিলে তাহার নাম সম্বর্গোপাসনা। "আরোপো বুদ্ধিপূর্ব্বেণ য উপাসাবিধিশ্চ সঃ। যোষিত্যগ্নিমতি র্যত্তদধ্যাসঃ স উদাহৃতঃ" ॥ ১২ ॥ প্রত্যক্ষাদিজনিত বাধজ্ঞান সত্ত্বেও শাস্ত্রোপদিষ্ট বুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপ করিয়া যে উপাসনাবিধি, তাহার নাম অধ্যাসোপাসনাবিধি। যেমন অভিগম্যা নারী অগ্নি নহে, এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান সত্ত্বেও, তাহাতে রেতঃসেকরূপ আহুতি করিবার জন্য শাস্ত্রোপদিষ্ট অগ্নিবুদ্ধিকরণ অর্থাৎ তাহার আবৃত্তি, অধ্যাসোপাসনাবিধি। এই চারি প্রকার উপাসনা, যথাক্রমে গুণের, সম্বন্ধের, ক্রিয়ার এবং শাস্ত্রোপদেশমাত্রের জ্ঞান লইয়া করা হয়; এইহেতু প্রতীকোপাসনা বাহ্য। এক্ষণে আন্তর সগুণ অহংগ্রহোপাসনা বর্ণন করিতেছেন :-"উপসঙ্গম্য বুদ্ধ্যা যদাসনং দেবতাত্মনা। তদুপাসনমন্তঃ স্যাত্তদ্বহিঃ সম্পদাদয়ঃ॥" ১৪ ॥ উপাস্য দেবতার সহিত গুরূপলব্ধজ্ঞানবলে অভেদ বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধ চিন্তা করিয়া সেই (সগুণ) দেবতার স্বরূপে যে অবস্থান, তাহা আন্তর অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসনাবিশেষ। ইহার নির্গুণরূপে পর্য্যবসান হইলেও, মুমুক্ষুর সাক্ষাৎ উপযোগী যে নির্গুণ উপাসনা, এই ধ্যানদীপপ্রকরণে তাহারই স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে। ১

পূর্ব্বশ্লোকে যে "সম্বাদিভ্রমের ন্যায়" এইরূপে দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই সবিস্তর বর্ণন করিবার জন্য সম্বাদিভ্রমপ্রতিপাদক বার্ত্তিক শ্লোক* পাঠ করিতেছেন :—

(খ) সম্বাদিভ্রমপ্রতিপাদক বার্ত্তিকবচনপাঠ।

মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি ॥২

অন্বয়—মণিপ্রদীপপ্রভয়োঃ মণিবুদ্ধ্যা অভিধাবতোঃ (জনয়োঃ) মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষে অপি অর্থক্রিয়াম্ প্রতি বিশেষঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—এক ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইল; অপর এক ব্যক্তির প্রদীপপ্রভায় মণিভ্রম হইল। উভয়েই মণিলোভে ধাবমান হইলে, মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম উভয়েই তুল্যরূপ হইলেও, প্রবৃত্তির সফলতা অর্থাৎ ফললাভ বিষয়ে প্রভেদ হইল অর্থাৎ যাহার প্রদীপপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হইল না।

টীকা—"মণিপ্রদীপপ্রভয়োঃ"— মণি ও প্রদীপ—মণিপ্রদীপ (দ্বন্দ্বসমাস); তদুভয়ের যে যে প্রভা, তাহাতে—এইরূপ অর্থে সমাসের বিগ্রহবাক্য করিতে হইবে। মণিপ্রভাতে এবং দীপপ্রভাতে যে মণিবুদ্ধি, তদুভয় মিথ্যাজ্ঞানই বটে, কেননা, তদুভয়—যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে, সেই বুদ্ধি। তথাপি মণির প্রভাতে যে মণিবুদ্ধি, তাহা অর্থক্রিয়াকারিণী অর্থাৎ সফলপ্রবৃত্তির

---

* এই শ্লোকটি বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে এবং বার্ত্তিকসারে পাওয়া গেল না। এই অর্থের শ্লোক আছে, পণ্ডিতমুখে শুনা গেল।

উৎপাদিকা। এইহেতু "মণিবুদ্ধ্যা অভিধাবতোঃ"—মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবমান উভয়ের মধ্যে, যে মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবিত হইয়াছিল তাহার মণিলাভ হইল, আর অপর ব্যক্তি যে প্রদীপপ্রভায় মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবিত হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হইল না। এইপ্রকারে—"অর্থক্রিয়াম্ প্রতি বিশেষঃ"—লাভের হেতু প্রবৃত্তি বা উদ্যম বিষয়ে প্রভেদ হইল, ইহাই অর্থ। ২

দ্বিতীয়শ্লোকরূপ বার্তিকশ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(গ) উক্ত বার্তিকশ্লোকের ব্যাখ্যারূপশ্লোকত্রয়। **দীপোঽপবরকস্যান্তর্বর্ততে তৎপ্রভা বহিঃ।**
দৃশ্যতে দ্বার্যথান্যত্র তদ্বদ্ দৃষ্টা মণেঃ প্রভা॥ ৩

অন্বয়—অপবরকস্য অন্তঃ দীপঃ বর্ত্ততে, তৎপ্রভা বহিঃ দ্বারি দৃশ্যতে ; অথ তদ্বৎ অন্যত্র মণেঃ প্রভা দৃষ্টা।

অনুবাদ— অন্তগৃহ মধ্যে দীপ বিদ্যমান। তাহার প্রভা সেই প্রকোষ্ঠের বহির্দ্বারে দেখা যাইতেছে। আর সেই প্রকার অন্য গৃহের মধ্যে মণি রহিয়াছে, তাহার প্রভা সেই গৃহদ্বারে দেখা গেল।

টীকা—কোনও মন্দিরে "অপবরকস্য অন্তঃ দীপঃ বর্ত্ততে"—অন্তর্গৃহরূপ যে গর্ভমন্দির, তাহাতে দীপ রহিয়াছে ; "প্রভা বহির্দ্বারি দৃশ্যতে"—তাহার আলোক বহির্দ্বারদেশে মণির ন্যায় গোলাকার দেখা যাইতেছে। সেইরূপ অন্য মন্দিরে অন্তর্গৃহের ভিতর অবস্থিত রত্নের প্রভা বহির্দ্বারপ্রদেশে প্রদীপপ্রভার ন্যায়ই মণিরূপে দৃষ্ট হইতেছে। ৩

দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।
প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্তু মিথ্যাজ্ঞানং দ্বয়োরপি॥ ৪

অন্বয়—প্রভাদ্বয়ম্ দূরে দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যা অভিধাবতোঃ দ্বয়োঃ অপি প্রভায়াম্ মণিবুদ্ধিঃ তু মিথ্যাজ্ঞানম্।

অনুবাদ—দূরে দুই প্রভা দেখিয়া রত্নবুদ্ধি লইয়া দুইজনেই দৌড়িলে, আলোকে মণিবুদ্ধি উভয়েরই কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তি।

টীকা—সেইপ্রকার—"প্রভাদ্বয়ম্ দূরে দৃষ্ট্বা"—আলোক দুইটিকে দূর হইতে দেখিয়া, "মণিবুদ্ধ্যা"—'এইটি মণি' 'এইটি মণি' এই বুদ্ধি লইয়া, "অভিধাবতোঃ"—দুইজনেই সেই সেই দিকে দৌড়িলে, উভয়েরই আলোকে উৎপন্ন যে মণিজ্ঞান, তাহা ভ্রমরূপই। ৪

ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা।
প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভ্যৈতব মণির্মণেঃ॥ ৫

অন্বয়—দীপপ্রভাম প্রতি অভিধাবতা মণিঃ ন লভ্যতে, মণেঃ প্রভায়াম ধাবতা মণিঃ অবশ্যম লভ্যেত এব।

অনুবাদ—প্রদীপের আলোকে মণি ভ্রমে সেইদিকে ধাবমান ব্যক্তির মণিলাভ হয় না ; কিন্তু মণির আলোকে মণিজ্ঞানে ধাবমান ব্যক্তির অবশ্যই মণিলাভ হইয়া থাকে।

টীকা—তাহা হইলে, "দীপপ্রভায়াম্"—প্রদীপের আলোকে মণিবুদ্ধি করিয়া, "ধাবতা"—যে

ব্যক্তি দৌড়ায় তাহার, "মণিঃ ন লভ্যতে"—মণিলাভ হয় না, আর "মণেঃ প্রভায়াম্"—মণির আলোকে মণিবুদ্ধি ধরিয়া যে দৌড়ায়, তাহার মণিলাভ হইয়া থাকে। ৫

ভাল, দ্বিতীয় শ্লোকে উদ্ধৃত বার্ত্তিকের অর্থ যেরূপ বলিলেন, তাহা মানিলাম। ইহা দ্বারা প্রসঙ্গাধীন সম্বাদী ভ্রমের স্বরূপবিষয়ে কি পাওয়া গেল ? এইহেতু বলিতেছেন :—

(ঘ) বিসম্বাদী ভ্রমের ও প্রকৃত সম্বাদী ভ্রমের স্বরূপ।

দীপপ্রভামণিভ্রান্তির্বিসম্বাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ।
মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সম্বাদিভ্রম উচ্যতে॥ ৬

অন্বয়—দীপপ্রভামণিভ্রান্তিঃ বিসম্বাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ ; মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সম্বাদিভ্রমঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—দীপপ্রভায় যে এই মণিভ্রম, তাহাতে মণিলাভ হইল না বলিয়া তাহাকে বিসম্বাদী ভ্রম বলা হয়; আর মণিপ্রভায় যে মণিভ্রান্তি, তাহা মণিলাভের হেতু হইল বলিয়া তাহাকে সম্বাদী ভ্রম বলা হয়।

টীকা—"দীপপ্রভামণিভ্রান্তিঃ"—প্রদীপের আলোকে যে মণিভ্রম হইল, তাহা, "বিসম্বাদিভ্রমঃ (ইতি) স্মৃতঃ"—তাহাকে পণ্ডিতগণ বিসম্বাদী ভ্রম বলিয়া থাকেন, কেননা, মণিলাভরূপ যে অর্থ বা ফল, তদ্রহিত ক্রিয়া বা উদ্যম হইল বলিয়া ; আর "মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ"—মণির আলোকে যে মণিবুদ্ধি হইল, তাহার দ্বারা কিন্তু উদ্যম মণিলাভরূপফলযুক্ত হইল বলিয়া, সম্বাদিভ্রম নামে কথিত হয়। তাহা হইলে দাঁড়াইল, নিষ্ফল প্রবৃত্তির উৎপাদক যে ভ্রান্তিজ্ঞান, তাহাকেও তাহার বিষয়কে বিসম্বাদিভ্রম বলে ; এবং সফল প্রবৃত্তির উৎপাদক যে ভ্রান্তিজ্ঞান তাহাকেও তাহার বিষয়কে সম্বাদিভ্রম বলে। ৬

এইরূপে প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়ে সম্বাদিভ্রমের স্বরূপ বুঝাইয়া, অনুমান প্রমাণের বিষয়েও তাহা বুঝাইতেছেন :—

(ঙ) অনুমানের বিষয় লইয়া সম্বাদী ভ্রম।

বাষ্পং ধূমতয়া বুদ্ধা তত্রাঙ্গারানুমানতঃ।
বহ্নি র্যদৃচ্ছয়া লব্ধঃ স সম্বাদিভ্রমো মতঃ॥ ৭

অন্বয়—বাষ্পম্ ধূমতয়া বুদ্ধ্বা তত্র অঙ্গারানুমানতঃ যদৃচ্ছয়া বহ্নিঃ লব্ধঃ ; স সম্বাদিভ্রমঃ মতঃ।

অনুবাদ—কোনও স্থান হইতে উত্থিত বাষ্পকে ধূম মনে করিয়া তদ্দ্বারা সেইস্থলে অগ্নির অনুমান করিবার পর, যদি দৈববশে তথায় অগ্নিলাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্বাদিভ্রম বলিয়া মানা হয়।

টীকা—কোনও স্থানে অবস্থিত "বাষ্পম্ ধূমতয়া বুদ্ধ্বা"—বাষ্পকে ধূম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, সেই বাষ্পের মূলপ্রদেশে—এই প্রদেশ অগ্নিমান্ যেহেতু ইহা ধূমবান—এইরূপ অনুমানে প্রবৃত্ত কোনও লোকের দৈববশে যদি সেইস্থানে অগ্নিলাভ হয়, তাহা হইলে সেই বাষ্পকে অবলম্বন করিয়া লব্ধ ধূমের জ্ঞানকেও সম্বাদিভ্রম বলা হয়। বাষ্প ধূলিপটলেরও উপলক্ষণ। ৭

আগমের বিষয় লইয়াও সেই সম্বাদী ভ্রম হইতে পারে ইহাই বুঝাইতেছেন :—

(চ) আগমের বিষয় লইয়া সম্বাদী ভ্রম।

গোদাবর্য্যুদকং গঙ্গোদকং মত্বা বিশুদ্ধয়ে।
সম্প্রোক্ষ্য শুদ্ধিমাপ্নোতি স সম্বাদিভ্রমো মতঃ॥ ৮

অন্বয়—গোদাবর্য্যুদকম্ গঙ্গোদকম্ মত্বা বিশুদ্ধয়ে সম্প্রোক্ষ্য শুদ্ধিম্ আপ্নোতি ; সঃ সম্বাদিভ্রমঃ মতঃ।

অনুবাদ—(শাস্ত্রসিদ্ধ পুণ্যতোয়া) গোদাবরী নদীর জলকে গঙ্গাজল মনে করিয়া তদ্দ্বারা দেহাদি প্রোক্ষণ করিলে যে বিশুদ্ধিলাভ হয়, সেই বিশুদ্ধিকারক গোদাবরীজলে গঙ্গাজলভ্রমও সম্বাদিভ্রম।

টীকা—"গোদাবর্য্যুদকম্"—গোদাবরী নদীর জল পৌরাণিক প্রমাণমতে বিশুদ্ধিকারক বলিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ। তদ্দ্বারা বা তাহা "সম্প্রোক্ষ্য"—সম্প্রোক্ষণ করিলে, দেহাদির উপর ছিটাইলে, সেই গোদাবরী জলেও যে গঙ্গাজলবুদ্ধি, তাহা ভ্রান্তিই। ৮

আগমের বিষয় লইয়া অন্য এক উদাহরণ দিতেছেন :—

জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্যা নারায়ণং স্মরন্।
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সম্বাদিভ্রমো মতঃ॥ ৯

অন্বয়—জ্বরেণ সন্নিপাতম্ আপ্তঃ ভ্রান্ত্যা নারায়ণম্ স্মরন্ মৃতঃ স্বর্গম্ অবাপ্নোতি, সঃ সম্বাদিভ্রমঃ মতঃ।

অনুবাদ—জ্বররোগদ্বারা সন্নিপাতপ্রাপ্ত রোগী (delerium রূপ) ভ্রান্তিবশতঃ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া মরিলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে ; তাহাকেও সম্বাদিভ্রম বলিয়া মানা হয়।

টীকা—"জ্বরেণ সন্নিপাতম্ আপ্তঃ"—শরীরের উত্তাপবৃদ্ধিরূপলক্ষণযুক্ত জ্বররোগহেতু, বায়ুপিত্ত-কফরূপ ত্রিধাতুর উদ্বুদ্ধতাপ্রাপ্ত রোগী, 'এই নারায়ণের স্মরণ আমার স্বর্গের সাধন'—এই প্রকার জ্ঞানবর্জ্জিত হইলেও সন্নিপাতজনিতভ্রম অর্থাৎ চিত্তবিকারবশতঃ, সাধারণ পুরুষের ন্যায় অর্থাৎ ঈশ্বরভাববর্জ্জিত হইয়া, এমন কি চেদিরাজ শিশুপাল, দন্তবক্র, রাবণ, কংস ইত্যাদির ন্যায় দ্বেষাদিবুদ্ধি লইয়া, "নারায়ণম্ স্মরন্ মৃতঃ স্বর্গম্ অবাপ্নোতি এব"—নারায়ণকে স্মরণ করিয়া মরিলেও তাহারা স্বর্গ পাইয়া থাকে ; তদ্বিষয়ে প্রমাণ এই—"হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ। অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বচন বলিয়া শ্রীধরকর্ত্তৃক ভাগবতের ৬।২।২৯ টীকায় উদ্ধৃত)—দুষ্টচিত্ত লোকেও হরিকে স্মরণ করিলে হরি তাহাদের পাপহরণ করিয়া থাকেন। অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্পর্শ করিলেও অগ্নি যেমন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ। ("অন্যথা মত্বা পীতামৃত"—অমৃতকে অমৃত বলিয়া না জানিয়া পান করিলেও যেমন অমরত্বলাভ হয় ; চন্দনবৃক্ষচ্ছেদকও চন্দন গন্ধ পায়।) "আক্রুশ্য পুত্রমঘবান যদজামিলোঽপি*, নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় মুক্তিম"—পাপী অজামিল, 'হে নারায়ণ' বলিয়া মৃত্যুকালে পুত্রকে ডাকিয়া মরিয়াছিল বলিয়া সালোক্যরূপ বা যমদণ্ডনিবৃত্তিরূপমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার বিষ্ণুভাগবতে (৭।১।৩০) যুধিষ্ঠিরপ্রতি নারদ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ। সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥ ৩০॥"—গোপীগণ কামবশতঃ, কংস ভয়বশতঃ, শিশুপালাদি নৃপগণ

* যন্নামস্মরণাদঘৌঘরহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ।
প্রাগান্মুক্তিমশেষিতামমু চ যঃ পাপৌঘদাবাগ্নিযুক্॥ শঙ্করাচার্য্যকৃত আর্ত্তত্রাণাষ্টক—৩

পুরাকালে দাবানলসদৃশঘাতনাদায়ক পাপরাশিসমাক্রান্ত, বিপ্র অজামিল (মৃত্যুকালে) যাঁহার নাম স্মরণ করিবার পর অচিরেই সমস্তপাপমুক্ত হইয়া অশেষিতা (সর্ব্বান্তরায়রহিত) মুক্তি পাইয়াছিল।

দ্বেষবশতঃ, যাদবগণ সম্বন্ধবশতঃ, হে যুধিষ্ঠির, তুমি স্নেহবশতঃ এবং আমি (নারদ) ভক্তিবশতঃ ভগবানকে পাইয়াছি। এই সকল পুরাণবচন হইতে জানা যায় যে ভ্রান্তিবশতঃও নারায়ণের স্মরণ উত্তমলোকপ্রাপ্তির সাধন। এই অজামিলপ্রসঙ্গেও নারায়ণের নামকে পুত্রের নাম বলিয়া মনে করা ভ্রান্তিই। ৯

এইরূপে তিন প্রকার সম্বাদিভ্রমের উদাহরণদ্বারা সিদ্ধ অর্থ বলিতেছেন :—

(ছ) উক্ত তিনপ্রকার সম্বাদিভ্রমের উদাহরণদ্বারা সিদ্ধ অর্থ।

প্রত্যক্ষস্যানুমানস্য তথা শাস্ত্রস্য গোচরে।
উক্তন্যায়েন সম্বাদিভ্রমাঃ সন্তি হি কোটিশঃ॥ ১০

অন্বয়—প্রত্যক্ষস্য অনুমানস্য তথা শাস্ত্রস্য গোচরে উক্তন্যায়েন কোটিশঃ সম্বাদিভ্রমাঃ সন্তি হি।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শাস্ত্রের বিষয় লইয়া উদাহৃত ন্যায় বা নীতির অনুসারে কোটি কোটি সম্বাদিভ্রম প্রসিদ্ধ আছে। ১০

বিপক্ষে অর্থাৎ সম্বাদিভ্রম অস্বীকার করিলে, অতীত নয়টি শ্লোকে বর্ণিত অর্থ, অনিষ্টাপ সম্ভাবনারূপ তর্করূপে বাধক হইয়া দাঁড়ায়, ইহা দেখাইয়া উক্ত শ্লোকনবকবর্ণিত অর্থের সমর্থন করিতেছেন :—

(জ) বিপক্ষে, বাধকের উল্লেখ করিয়া, শ্লোক-নবকোক্ত অর্থের সমর্থন।

অন্যথা মৃত্তিকাদারুশিলাঃ স্যুর্দেবতাঃ কথম্।
অগ্নিত্বাদিধিয়োপাস্যাঃ কথং বা যোষিদাদয়ঃ॥ ১১

অন্বয়—অন্যথা মৃত্তিকাদারুশিলাঃ দেবতাঃ কথম্ স্যুঃ? যোষিদাদয়ঃ বা অগ্নিত্বাদিধিয়া কথম্ উপাস্যাঃ?

অনুবাদ—যদি এইরূপ যুক্তিদ্বারা ফলজনক সম্বাদিভ্রম স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, পাষাণ প্রভৃতিদ্বারা নির্ম্মিত পদার্থসকল কি প্রকারে দেবতা হইতে পারে? কি প্রকারেই বা স্ত্রীপ্রভৃতি অগ্নিবুদ্ধিতে উপাস্য হইতে পারে?

টীকা—"অন্যথা"—সম্বাদী ভ্রম না মানিলে, "মৃত্তিকাদারুশিলাঃ"—মৃত্তিকা কাষ্ঠ প্রস্তর প্রভৃতি, "দেবতাঃ কথম্ স্যুঃ"—ফলের সিদ্ধির নিমিত্ত কি প্রকারে দেবতাভাবে পূজিত হইতে পারে? সম্বাদী ভ্রম না হইলে মৃত্তিকাপ্রভৃতি, ফলসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতার ভাবে পূজিত হইত না, কেননা, মৃত্তিকা প্রভৃতিতে স্বরূপতঃ দেবতাভাবের অভাব বলিয়া সম্বাদিভ্রমবশতঃই দেবতাভাব আইসে, ইহাই অর্থ। সম্বাদী ভ্রম স্বীকার না করিলে অন্য যে বাধক হয়, সেই বাধকের বর্ণন করিতেছেন :—"কি প্রকারেই বা স্ত্রীপ্রভৃতি অগ্নিবুদ্ধিতে" ইত্যাদি। ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে বর্ণিত পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়,—অষ্টমখণ্ডের প্রথম মন্ত্রে—[যোষা বাব গৌতম অগ্নিঃ]—হে গৌতম যোষাই (স্ত্রীই) অগ্নি ; সেইরূপ সপ্তমখণ্ডে [পুরুষঃ বাব গৌতম অগ্নিঃ]—হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি : ষষ্ঠখণ্ডে [পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ]—হে গৌতম পৃথিবীই অগ্নি ; পঞ্চমখণ্ডে [পর্জ্জন্যো বাব গৌতম অগ্নিঃ] হে গৌতম প্রসিদ্ধ মেঘই অগ্নি ; চতুর্থখণ্ডে [অসৌ বাব লোকো গৌতম অগ্নিঃ] —হে গৌতম এই প্রসিদ্ধ দ্যুলোকই একটি অগ্নি—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা স্ত্রী, পুরুষ, পৃথিবী, মেঘ,

স্বর্গলোক, এই পাঁচটির অগ্নিভাবে উপাসনায় সেই সেই অগ্নিতে যথাক্রমে বীর্য্য, অন্ন, বর্ষা, সোম ও "শ্রদ্ধা" এই পাঁচটির আহুতিরূপে উপাসনা কথিত হইয়াছে ; তাহা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপফলদায়ক হইবে না, ইহাই অর্থ। আর এস্থলে দুই "আদি" পদদ্বারা [মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত— ছান্দোগ্য উ ৩।১৮।১] 'মন ব্রহ্ম' এইরূপে মনকে উপাসনা করিতে হয় ; [আদিত্যঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ—ছান্দোগ্য, উ ৩।১৯।১]—'আদিত্য ব্রহ্ম' এইরূপ উপদেশ আছে ; এইরূপ আর আর উপাস্য বিষয় বুঝিতে হইবে ; যথা স্ত্রীর নিজ পতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি। যে মন্ত্রে (ছান্দোগ্য উ, ৫।৮।১) স্ত্রীতে অগ্নিবুদ্ধিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ—হে গৌতম, যোষাই (স্ত্রীই) অগ্নি, উপস্থ তাহার সমিৎ, আর যে, উপমন্ত্রণ করে—পুরুষকে উৎসাহিত করে, তাহাই ধূম ; যোনি জ্বালা বা অগ্নিশিখা (লোহিত বর্ণ বলিয়া) ; আর যে আভ্যন্তরীন করা, তাহাই অঙ্গারস্বরূপ (অগ্নির সহিত সম্বন্ধ-হেতু) এবং আনন্দানুভূতি—সুখলেশই বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে পূর্ব্ববর্ণিত দেবতা আহুতি করেন। যে মন্ত্রে পুরুষে অগ্নিবুদ্ধিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ এই—হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি, বাগিন্দ্রিয়ই তাহার সমিৎ (কেননা, বাগিন্দ্রিয়দ্বারাই পুরুষ সমিদ্ধ বা প্রখ্যাত হয়), প্রাণই ধূম, জিহ্বাই অর্চ্চিঃ, চক্ষুই অঙ্গারস্বরূপ এবং শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। যে মন্ত্রে পৃথিবীতে অগ্নিবুদ্ধির কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ এই—হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি, সম্বৎসর তাহার সমিৎ কাষ্ঠ (কেননা, পৃথিবী এক বৎসরে শক্তিসঞ্চয় করিয়া ধান্যাদি শস্য সমুৎপাদনে সমর্থ হয়।) আকাশই তাহার ধূম, রাত্রিই তাহার অর্চ্চিঃ, পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহ অঙ্গারস্বরূপ, এবং অবান্তর-দিক্ (কোণ) সমূহ স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। যে মন্ত্রে পর্জ্জন্যে (বর্ষণাভিমানিনী দেবতায়) অগ্নিবুদ্ধিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ—হে গৌতম, প্রসিদ্ধ পর্জ্জন্যই অগ্নি, বায়ুই তাহার কাষ্ঠস্বরূপ, জলভরাবস্থাই ধূমস্বরূপ, বিদ্যুৎই শিখাস্বরূপ, বজ্রই অঙ্গাররাশি, গর্জ্জনসমূহই স্ফুলিঙ্গরাশি। যে মন্ত্রে স্বর্গলোকে অগ্নিবুদ্ধিকর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ—হে গৌতম, এই প্রসিদ্ধ দ্যুলোকই একটি অগ্নি, আদিত্যই তাহার সমিৎ, রশ্মিসমূহই তাহার ধূম, দিবসই অর্চ্চিঃ বা শিখাস্বরূপ, চন্দ্রই অঙ্গাররাশি, নক্ষত্রগণ স্ফুলিঙ্গসমূহ। সম্বাদি ভ্রম অস্বীকার করিলে, শাস্ত্রোক্ত এই সকল উপাস্য বস্তুর নিষেধ হইয়া যাইবে ; তাহা জগতের অহিতকর। সেইহেতু সম্বাদি-ভ্রম মানা কর্ত্তব্য। ১১

এক্ষণে বহুশ্লোকদ্বারা উপপাদিত সম্বাদিভ্রমবিষয়ক জ্ঞান অনায়াসে লাভ করিতে পারা যাইবে বলিয়া, সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

(ঝ) সম্বাদিভ্রমবিষয়ক জ্ঞানের তাৎপর্য্যসংগ্রহ।

অযথাবস্তুবিজ্ঞানাৎ ফলং লভ্যত ঈপ্সিতম্।
কাকতালীয়তঃ সোঽয়ং সম্বাদিভ্রম উচ্যতে॥ ১২

অন্বয়—অযথাবস্তুবিজ্ঞানাৎ ঈপ্সিতম্ ফলম্ কাকতালীয়তঃ লভ্যতে ; সঃ অয়ম সম্বাদিভ্রমঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—অযথার্থবস্তুর বিজ্ঞান হইতেও বাঞ্ছিতফল কাকতালীয়ন্যায়ে পাওয়া যায়। এইরূপ অযথার্থ জ্ঞানকেই সম্বাদিভ্রম বলা হয়।

টীকা—শাস্ত্রোপদিষ্ট অথবা শাস্ত্রে অনুপদিষ্ট বস্তুর যে অযথা বিজ্ঞান অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান

হইতে, বাঞ্ছিতফললাভ "কাকতালীয় ন্যায়ে" অর্থাৎ দৈবগত্যা হইয়া থাকে, তাহাই এই সম্বাদিভ্রম, ইহাই তাৎপর্য্য। "কাকতালীয়তঃ"—দৈবগতিবশতঃ ; ইহার অর্থের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি লইয়া কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। "সমাসাৎ চ তদ্বিষয়াৎ" (৫।৪।১০৬)—এই পাণিনিসূত্রের কাশিকাবৃত্তির দৃষ্টান্তরূপে আছে—(বৃক্ষতলে কাকের আগমনে) যেন তালপতনদ্বারা কাকের মরণ 'কাকতালম্'। কাকতালের ন্যায় দেবদত্তের বধ—কাকতালীয়ঃ দেবদত্তস্য বধঃ ; 'ছ'প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন। কাকের আগমন যেমন যাদৃচ্ছিক (আকস্মিক), তালের পতনও তদ্রূপ। আবার মহাভারতটীকাকার—নীলকণ্ঠ, শান্তিপর্ব্বে ১৭৫।১১ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—"তাল শব্দের অর্থ করতলদ্বয়ের শব্দ জনক সংযোগ ; সেইরূপ সংযোগ করা হইলে কাক উড়িয়া আসিয়া দৈবাৎ সেইস্থলে করতলদ্বয়দ্বারা আক্রান্ত হইল, তাহাকেই লোকে কাকতালীয় বলে।" আবার কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ কাকস্পর্শের সমকালেই তালীফলের অথবা তালীবৃক্ষের পতন। ১২

ভাল, [তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে—কেন উ, ১।৪]—তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে কিন্তু লোকে যাহাকে 'এই' বলিয়া অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট বুঝিয়া উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে ; ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মোপাসনা অযথার্থবস্তুবিষয়ক ; তাহা কি প্রকারে সম্যগ্‌জ্ঞানসাধ্য মুক্তিরূপফলপ্রদান করিতে সমর্থ হয় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন সম্বাদিভ্রমের ন্যায় তাহা ফলপ্রদানে সমর্থ :—

(ঞ) অতীত একাদশ শ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্তে যোজনা।

স্বয়ং ভ্রমোঽপি সম্বাদী যথা সম্যক্‌ফলপ্রদঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা॥ ১৩

অন্বয়—যথা সম্বাদী স্বয়ং ভ্রমঃ অপি সম্যক্‌ফলপ্রদঃ, তথা ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনা অপি মুক্তিফলপ্রদা।

অনুবাদ ও টীকা—সম্বাদিভ্রম বা সফল প্রবৃত্তির উৎপাদক ভ্রান্তজ্ঞান নিজে ভ্রমরূপ হইয়াও যেমন সম্যক্‌ফল প্রদানের হেতু হয়, ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাও, সেইরূপ মুক্তিরূপ ফলপ্রদানের হেতু হয়। ১৩

২। পরোক্ষ জ্ঞান লইয়া ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার প্রকার।

ভাল, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া উপাসনা করিতে হইবে ? অথবা না জানিয়া ? এই দুই পক্ষ হইতে পারে। প্রথমপক্ষ গ্রহণ করিলে উপাসনা ব্যর্থ হইবে, কেননা, মোক্ষের সাধন যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা উপস্থিত। দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করিলে অর্থাৎ না জানিয়া উপাসনা করিলে, উপাস্যবস্তুবিষয়ে যদি জ্ঞানই না রহিল, তাহা হইলে উপাসনা হইবে কি প্রকারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ক) শাস্ত্রদ্বারা পরোক্ষভাবে জ্ঞাত ব্রহ্মের উপাস্যতা।

বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখণ্ডৈকরসাত্মকম্।
পরোক্ষমবগম্যৈতদহমস্মীত্যুপাসতে॥ ১৪

অন্বয়—বেদান্তেভ্যঃ অখণ্ডৈকরসাত্মকম্ ব্রহ্মতত্ত্বম্ পরোক্ষম্ অবগম্য, 'এতৎ অহম্ অস্মি' ইতি উপাসতে।

অনুবাদ—বেদান্তশাস্ত্র হইতে (সাধারণভাবে) অখণ্ডৈকরসস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া, 'আমিই এই পরব্রহ্মস্বরূপ' এইরূপে উপাসনা বা প্রত্যয়াবৃত্তি করিতে হয়।

টীকা—এস্থলে অভিপ্রায় এই, ব্রহ্ম ও আত্মার একতাবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান, যাহা মোক্ষের সাধন, তাহা উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া, উপাসনা ব্যর্থ নহে ; কেননা, শাস্ত্র হইতে পরোক্ষ ভাবে ব্রহ্ম জানা গিয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় হইয়াছেন। এইহেতু ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে। ১৪

ভাল, উপাসনার যোগ্যবস্তু যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তদ্বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের স্বরূপ কি প্রকার ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(খ) উপাস্যবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের স্বরূপ, দৃষ্টান্ত।

প্রত্যগ্‌ব্যক্তিমনুল্লিখ্য শাস্ত্রাদ্বিষ্ণ্বাদিমূর্তিবৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি সামান্যজ্ঞানমত্র পরোক্ষধীঃ॥ ১৫

অন্বয়—প্রত্যগ্‌ব্যক্তিম্ অনুল্লিখ্য শাস্ত্রাৎ 'ব্রহ্ম অস্তি' ইতি সামান্যজ্ঞানম্ অত্র পরোক্ষধীঃ, বিষ্ণ্বাদিমূর্তিবৎ।

অনুবাদ—অন্তরাত্মার স্বরূপকে বিষয় না করিয়া, কেবল শাস্ত্র হইতে 'ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ যে সাধারণ জ্ঞান, তাহাকেই এই উপাসনাবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান বলা হইতেছে, যেমন বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্তিবিষয়ক শাস্ত্রবর্ণিত জ্ঞান

টীকা—"প্রত্যগ্‌ব্যক্তিম্ অনুল্লিখ্য"—বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী আনন্দরূপ আত্মাকে অবিষয় করিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে সমারোপিত না করিয়া, "শাস্ত্রাৎ"—[সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম আছেন ইত্যাদি বাক্যসমূহরূপ 'শাস্ত্র' হইতে, ব্রহ্ম আছেন এই প্রকার "সামান্যজ্ঞানম্"—সামান্যাকারে উৎপদ্যমান যে জ্ঞান তাহাকেই, "অত্র"—এই উপাসনা-বিষয়ে, "পরোক্ষধীঃ"—পরোক্ষজ্ঞান বলা অভিপ্রেত, ইহাই অর্থ। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"বিষ্ণ্বাদিমূর্তিবৎ"—বিষ্ণুপ্রভৃতি মূর্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রজনিত জ্ঞানের ন্যায়। ১৫

ভাল, শাস্ত্রদ্বারা বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্তির চতুর্ভুজত্বাদিরূপ বিশেষপ্রতীতির কথা যখন শাস্ত্রে পাওয়া যাইতেছে, তখন সেই বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্তির জ্ঞানকে, কিহেতু পরোক্ষজ্ঞান বলা হইতেছে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তরূপ বিষ্ণু প্রভৃতি মূর্তির শাস্ত্রজনিত জ্ঞান—পরোক্ষজ্ঞানই।

চতুর্ভুজাদ্যবগতাবপিমূর্তিমনুল্লিখন্।
অক্ষৈঃপরোক্ষজ্ঞান্যেব ন তদা বিষ্ণুমীক্ষতে॥ ১৬

অন্বয়—চতুর্ভুজাদ্যবগতৌ অপি অক্ষৈঃ মূর্তিম্ অনুল্লিখন্ পরোক্ষজ্ঞানী এব, (যতঃ) তদা বিষ্ণুম্ ন ঈক্ষতে।

অনুবাদ—চতুর্ভুজপ্রভৃতির বিশেষজ্ঞান হইলেও, (উপাসক) ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই বিষ্ণ্বাদিমূর্তিকে ধ্যানকালে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না বলিয়া উপাসককে পরোক্ষজ্ঞানীই বলা হয়।

টীকা—শাস্ত্রদ্বারা চতুর্ভুজত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মের প্রতীতি হইলেও, চক্ষুপ্রভৃতিদ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্ত্তিকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না বলিয়া, উপাসক পরোক্ষজ্ঞানীই। তদ্বিষয়ে যুক্তি দিয়া সম্ভাবনা ঘটাইতেছেন :—"তদা"—সেই উপাসনাকালে, "বিষ্ণুম্"—উপাস্যদেবতাকে, "ন ঈক্ষতে"—ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না, ইহাই অর্থ। ১৬

ভাল, (শাস্ত্রলব্ধ) বিষ্ণুপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের মূর্ত্তিরূপে ইন্দ্রিয়গোচরতা নাই বলিয়া তাহা ভ্রমরূপই হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বিষ্ণুপ্রভৃতিবিষয়কজ্ঞান প্রমাণদ্বারা উৎপাদিত হয় বলিয়া তাহা ভ্রমরূপ নহে :—

(ঘ) প্রমাণসিদ্ধ পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ নহে।

পরোক্ষত্বাপরাধেন ভবেন্নাতত্ত্ববেদনম্।
প্রমাণেনৈব শাস্ত্রেণ সত্যমূর্ত্তের্বিভাসনাৎ॥ ১৭

অন্বয়—পরোক্ষত্বাপরাধেন অতত্ত্ববেদনম্ ন ভবেৎ ; প্রমাণেন শাস্ত্রেন এব সত্যমূর্ত্তেঃ বিভাসনাৎ।

অনুবাদ—পরোক্ষতারূপ অপরাধবশতঃ এই জ্ঞান অতত্ত্বজ্ঞান বা ভ্রমরূপ নহে ; আর (উপাসনাবিষয়ে) প্রমাণরূপ শাস্ত্রদ্বারা যথার্থরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিভাসিত হয় বলিয়াও তাহা ভ্রমরূপ নহে।

টীকা—জ্ঞানের পরোক্ষতা সেই জ্ঞানের ভ্রান্তিরূপতার কারণ নহে, (জ্ঞান পরোক্ষ হইলেই যে তাহা ভ্রান্তিরূপ হইবে, এরূপ নহে), কিন্তু বিষয়ের অসত্যতাই ভ্রান্তিজ্ঞানের কারণ। এই উপাসনা বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রদ্বারা যথার্থরূপ বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্ত্তি অবভাসিত হয় বলিয়া পরোক্ষ জ্ঞান ভ্রমরূপ নহে—ইহাই অর্থ। ১৭

ভাল, যে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান সচ্চিদানন্দস্বরূপকে বিষয় করে, সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রজনিত হইয়াও কিহেতু পরোক্ষ ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, অপরোক্ষতার কারণ যে প্রত্যগ্‌রূপ সাক্ষীর উল্লেখ বা গ্রহণ, তাহা হয় নাই বলিয়া উক্ত জ্ঞানের পরোক্ষতা :—

(ঘ) প্রত্যগ্ ব্যক্তি অবিষয় বলিয়া ১৫শ শ্লোকোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান।

সচ্চিদানন্দরূপস্য শাস্ত্রাদ্ভানেঽপ্যনুল্লিখন্।
প্রত্যঞ্চং সাক্ষিণং তত্তু ব্রহ্মসাক্ষান্ন বীক্ষতে॥ ১৮

অন্বয়—শাস্ত্রাৎ সচ্চিদানন্দরূপস্য ভানে অপি প্রত্যঞ্চম্ সাক্ষিণম্ অনুল্লিখন্ (সাধকঃ) তৎ ব্রহ্ম তু সাক্ষাৎ ন বীক্ষতে।

অনুবাদ—শাস্ত্র হইতে সচ্চিদানন্দস্বরূপের প্রতীতি হইলেও প্রত্যক্ সাক্ষীকে বিষয় না করাতেই, সাধক সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে পান না।

টীকা—[সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ; [নিত্যঃ শুদ্ধোবুদ্ধঃ সত্যোমুক্তোনিরঞ্জনঃ—নৃসিংহ উ, তা ৯]—ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ বা জ্ঞানস্বরূপ, সত্য, মুক্ত, নিষ্কলঙ্ক ; [সৎ হি ইদং সর্ব্বং তৎ সৎ ইতি, চিৎ হি ইদং সর্ব্বং কাশতে কাশতে চেতি —নৃসিংহ উ, তা ৭]—জগতের সদ্রূপতা সর্ব্বজনবিদিতই ; সেই প্রসিদ্ধি সিদ্ধ করিতেছেন—ঘট রহিয়াছে, পট রহিয়াছে ইত্যাদিরূপে সমস্তই সদ্রূপ বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে। জগতের

চিদ্রূপতাও প্রসিদ্ধ সেই প্রসিদ্ধি সিদ্ধ করিতেছেন, ঘট প্রকাশিত হইতেছে, পট প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপে সমস্তই চিদ্রূপে প্রকাশমান ইত্যাদি "শাস্ত্রাৎ"—উপনিষদ্বচন হইতে, "সচ্চিদানন্দরূপস্য ভানে অপি"—সচ্চিদানন্দব্রহ্মের ভান হইলেও, "প্রত্যঞ্চম্ সাক্ষিণম্ অনুল্লিখন্"—আন্তর সাক্ষীকে বিষয় না করিয়া অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম যে প্রত্যগাত্মস্বরূপ ইহা না বুঝিয়া, "তৎ ব্রহ্ম তু সাক্ষাৎ ন বীক্ষতে"—সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে পান না। ১৮

ভাল, তাহা হইলে সেই প্রকার ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপতার অগ্রাহক ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সেই জ্ঞান শাস্ত্ররূপপ্রমাণজনিত বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান :—

(চ) অষ্টাদশশ্লোকোক্ত ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান।

শাস্ত্রোক্তেনৈবমার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ।
পরোক্ষমপি তজ্জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ন তু ভ্রমঃ॥ ১৯

অন্বয়—শাস্ত্রোক্তেন এব মার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ, পরোক্ষম্ অপি তৎ জ্ঞানম্ তত্ত্বজ্ঞানম্; ন তু ভ্রমঃ।

অনুবাদ—শাস্ত্রোক্ত মার্গদ্বারাই সচ্চিদানন্দের নিশ্চয় বা নির্ণয় হয় বলিয়া, পূর্ব্বোক্তপ্রকার জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও তাহা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রমারূপ, তাহা ভ্রম নহে।

টীকা—"তৎ জ্ঞানম্ পরোক্ষম্ অপি"—সেই জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও, "শাস্ত্রোক্তেন এব মার্গেণ" শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকারেই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপে ব্রহ্মের নিশ্চয়কারক হয় বলিয়া, তাহা সম্যগ্ জ্ঞানই, তাহা ভ্রমরূপ নহে—ইহাই অর্থ। ১৯

ভাল, [সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম] (১৮শ শ্লোকের টীকায় অর্থ দ্রষ্টব্য) ইত্যাদিরূপ অবান্তর বাক্য যেমন ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপতার জ্ঞান করাইয়া দেয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য প্রত্যক্‌স্বরূপ সাক্ষিরূপতারও প্রতীতি করাইয়া দেয় ; এইহেতু শাস্ত্রজনিত জ্ঞানও প্রত্যগাত্মাকে বিষয় করে বলিয়া অপরোক্ষজ্ঞান হইবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ছ) বিচাররহিত মানবের নিকট, কেবল মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম দুর্ব্বোধই থাকিয়া যান।

ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রেষু প্রত্যক্ত্বেনৈব বর্ণিতম্।
মহাবাক্যৈস্তথাপ্যেতদ্দুর্ব্বোধমবিচারিণঃ॥ ২০

অন্বয়—যদ্যপি শাস্ত্রেষু মহাবাক্যৈঃ ব্রহ্ম প্রত্যক্ত্বেন এব বর্ণিতম্, তথাপি এতৎ অবিচারিণঃ দুর্ব্বোধম্।

অনুবাদ—যদ্যপি শাস্ত্রসমূহে মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যক্‌স্বরূপে অর্থাৎ আত্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন তথাপি ব্রহ্মের এই প্রত্যগ্রূপতা বিচারব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় না।

টীকা—যদ্যপি বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষৎসমূহে মহাবাক্যসমূহদ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মস্বরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন, তথাপি ব্রহ্মের এই প্রত্যগ্রূপতা অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা—"তৎ ত্বম্" পদার্থের

বিচাররহিত ব্যক্তির নিকট দুর্বোধ—অনুপলব্ধই (বুঝিতে অসাধ্যই) থাকিয়া যায় ; এইহেতু কেবল অর্থাৎ বিচাররহিত মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না—ইহাই অর্থ। ২০

ভাল, যাহা সম্যগ্ জ্ঞান তাহা ত', প্রমাণ এবং প্রমেয় বস্তুর অধীন এবং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যরূপ প্রমাণ যেমন বিদ্যমান, সেই ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ বস্তুও বিদ্যমান ; তাহা হইলে সম্যগ্জ্ঞান ত' অবাধ। তবে কেন বলা হইতেছে ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপতাবিচারের সাহায্য বিনা দুর্বোধ ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(জ) দেহাদিতে আত্ম-বিভ্রান্তি থাকিতে মন্দ-বুদ্ধির আত্মস্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব।

দেহাদ্যাত্মত্ববিভ্রান্তৌ জাগ্রত্যাং ন হঠাৎ পুমান্।
ব্রহ্মাত্মত্বেন বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে মন্দধীত্বতঃ ॥ ২১

অন্বয়—দেহাদ্যাত্মত্ববিভ্রান্তৌ জাগ্রত্যাম পুমান্ মন্দধীত্বতঃ হঠাৎ ব্রহ্ম আত্মত্বেন বিজ্ঞাতুম ন ক্ষমতে।

অনুবাদ—দেহপ্রভৃতি জড়বস্তুতে আত্মা বলিয়া ভ্রম জাগ্রত অর্থাৎ প্রকটাবস্থাপন্ন থাকিতে, যে পুরুষ মন্দবুদ্ধি, সে একেবারে অর্থাৎ অনায়াসে ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপ বলিয়া জানিতে সমর্থ হয় না।

টীকা—ব্রহ্ম ও আত্মার একতাবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু বিচারদ্বারা নিবৃত্তিযোগ্য, যে দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মরূপতার ভ্রম, তাহা বিদ্যমান থাকিতে, সেই ভ্রমের নিবৃত্তির জন্য বিচারের অপেক্ষা আছেই ; ইহাই অর্থ। ২১

ভাল, তাহা হইলে দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়ক দ্বৈতভ্রম থাকিতে অদ্বিতীয়ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানেরও ত' উদয় হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, যেহেতু অপরোক্ষরূপ দ্বৈতভ্রম পরোক্ষরূপ অদ্বৈতজ্ঞানের অবিরোধী, সেইহেতু শ্রদ্ধালু পুরুষের শাস্ত্র হইতে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে :—

(ঝ) অপরোক্ষ দ্বৈতভ্রম এবং পরোক্ষ অদ্বৈত পরস্পর অবিরুদ্ধ।

ব্রহ্মমাত্রং সুবিজ্ঞেয়ং শ্রদ্ধালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ।
অপরোক্ষদ্বৈতবুদ্ধিঃ পরোক্ষাদ্বৈতবুদ্ধ্যনুৎ ॥ ২২

অন্বয়—অপরোক্ষদ্বৈতবুদ্ধিঃ পরোক্ষাদ্বৈতবুদ্ধ্যনুৎ ; শ্রদ্ধালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ ব্রহ্মমাত্রম্ সুবিজ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ—অপরোক্ষরূপ দ্বৈতজ্ঞান যেহেতু পরোক্ষরূপ অদ্বৈতজ্ঞানের অবিরোধী, এইহেতু শ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রালোচনরত পুরুষ অনায়াসে পরোক্ষব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে।

টীকা—অপরোক্ষরূপ দ্বৈতজ্ঞান পরোক্ষরূপ অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক নহে ; তাহার কারণ এই—একই বস্তুবিষয়ক কিন্তু বিভিন্নাকারের দুই জ্ঞান একই অন্তঃকরণে এককালে থাকিতে পারে না, যেহেতু একই দ্বৈতের বা অদ্বৈতের অপরোক্ষজ্ঞান বা পরোক্ষজ্ঞান একই অন্তঃকরণে একইকালে পরস্পর বিরোধী হয়, কিন্তু দ্বৈতের অপরোক্ষজ্ঞান এবং অদ্বৈতের পরোক্ষজ্ঞান পরস্পর বিরোধী হয় না। যেমন নয়টী পুরুষের অপরোক্ষজ্ঞান, 'দশম পুরুষ আছে' এইরূপ আপ্তবাক্যজনিত পরোক্ষ

জ্ঞানের বিরোধী হয় নাই, সেইরূপ। এইহেতু উপাসকের দেহাদিরূপ দ্বৈতের ভ্রম অপরোক্ষভাবে থাকিলেও অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষভাবে সম্ভব হয়। এই কারণে শ্রদ্ধালু শাস্ত্রদর্শী পুরুষ, ব্রহ্ম আছেন—এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। এই অর্থে বাক্যযোজনা বা অন্বয় করিতে হইবে। "অমুৎ"—অবাধক। ২২

অপরোক্ষভ্রম পরোক্ষ সম্যগ্‌জ্ঞানের অবিরোধী, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :

(ঞ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত।

অপরোক্ষশিলাবুদ্ধির্ন পরোক্ষেশতাং নুদেৎ।
প্রতিমাদিষু বিষ্ণুত্বে কো বা বিপ্রতিপদ্যতে॥ ২৩

অন্বয়—অপরোক্ষশিলাবুদ্ধিঃ পরোক্ষেশতাম্ ন নুদেৎ ; প্রতিমাদিষু বিষ্ণুত্বে কঃ বা বিপ্রতিপদ্যতে ?

অনুবাদ—যেমন প্রতিমায় পাষাণের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা পরোক্ষ ঈশ্বরতাজ্ঞানের অপনোদক বা বাধক হয় না। কোন্ আস্তিক পুরুষ প্রতিমাদিতে বিষ্ণুত্ব লইয়া বিবাদ উঠায় ? কেহই নহে।

টীকা—বিরোধের অভাব দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—"কোন্ আস্তিক পুরুষ" ইত্যাদি দ্বারা। ২৩

কেহ কেহ নাস্তিকতাবশতঃ বিবাদ উঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ট) উক্ত দৃষ্টান্তে শঙ্কার পরিহার।

অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি।
শ্রদ্ধালোরেব সর্বত্র বৈদিকেষ্বধিকারতঃ॥ ২৪

অন্বয়—অশ্রদ্ধালোঃ অবিশ্বাসঃ উদাহরণম্ ন অর্হতি। সর্বত্র বৈদিকেষু শ্রদ্ধালোঃ এব অধিকারতঃ।

অনুবাদ—শ্রদ্ধাহীন পুরুষের অবিশ্বাস উদাহরণযোগ্য নহে, কেননা, সমস্ত বৈদিককর্মে শ্রদ্ধাবানেরই অধিকার।

টীকা—কেন 'উদাহরণযোগ্য নহে' ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কেননা, সমস্ত বৈদিককর্মে" ইত্যাদি। সমস্ত বেদোপদিষ্ট অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবান পুরুষেরই অধিকার বলিয়া শ্রদ্ধা—আপ্তবাক্যে আস্তিক্যবুদ্ধি, এবং তাহার কার্য্য যে বিশ্বাস—ফলাবশ্যম্ভাবনিশ্চয়, তদ্রহিত পুরুষের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য নহে, ইহাই অর্থ। ২৪

ইহার দ্বারা অর্থাৎ অতীত এগারটি শ্লোকে প্রদর্শিত বিচারদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঠ) একবারমাত্র আপ্তোপদেশ হইতে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা লোকানুভবসিদ্ধ।

সকৃদাপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানমুদ্ভবেৎ।
বিষ্ণুমূর্ত্ত্যুপদেশো হি ন মীমাংসামপেক্ষতে॥ ২৫

অন্বয়—সকৃৎ আপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানম্ উদ্ভবেৎ। হি (যথা) বিষ্ণুমূর্ত্ত্যুপদেশঃ মীমাংসাম্ ন অপেক্ষতে।

অনুবাদ—ভ্রম-বিপ্রলিপ্সা-রহিত যথার্থবক্তা পুরুষের একবারমাত্র উপদেশদ্বারা

(শ্রোতার) পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেমন বিষ্ণুমূর্ত্তির উপদেশ পরোক্ষজ্ঞানোৎপাদনে বিচারের অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ বিচার বিনাই পরোক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে।

টীকা—আপ্তপুরুষের একবারমাত্র উপদেশদ্বারা যে পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা লোকের অনুভবদ্বারা সমর্থন করিতেছেন—"যেমন" ইত্যাদি। ২৫।

ভাল, তাহা হইলে শাস্ত্রে কিহেতু বিচার করা হইয়াছে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও উপাসনাবিষয়ে সংশয় সম্ভব বলিয়া নিশ্চয়করণের জন্য বিচার করা হইয়া থাকে :—

(ড) সন্দেহ সম্ভব বলিয়া কর্ম্ম ও উপাসনাবিষয়ে বিচার কর্ত্তব্য।

কর্ম্মোপাস্তী বিচার্য্যেতে অনুষ্ঠেয়াবিনির্ণয়াৎ।
বহুশাখাবিপ্রকীর্ণং নির্ণেতুং কঃ প্রভুর্নরঃ? ॥ ২৬

অন্বয়—অনুষ্ঠেয়াবিনির্ণয়াৎ কর্ম্মোপাস্তী বিচার্য্যেতে। বহুশাখাবিপ্রকীর্ণম্ নির্ণেতুম্ কঃ নরঃ প্রভুঃ?

অনুবাদ—অনুষ্ঠানযোগ্য (বেদবিহিত) কর্ম্ম ও উপাসনা বিষয়ে নির্ণয় না থাকায় কর্ম্ম ও উপাসনা উভয়ই শাস্ত্রদ্বারা বিচারিত হইয়াছে। বেদের নানা শাখায় নানাস্থানে উপদিষ্ট কর্ম্ম ও উপাসনার নির্ণয় কোন মানব করিতে সমর্থ হয়?

টীকা—কর্ম্মোপাসনাবিষয়ে সংশয়ের সম্ভাবনা উপপাদন করিতেছেন—"বেদের নানা শাখায়"—ইত্যাদি। বেদের নানা শাখায় নানাস্থানে উপদিষ্ট অর্থাৎ বিহিত, কর্ম্মের ও উপাসনার একস্থানে সংগ্রহ করিতে আমাদিগের ন্যায় আধুনিক কোন মানব সমর্থ? কেহই নহে, ইহাই অর্থ। (বেদের শাখানির্ণয় ষষ্ঠাধ্যায় তৃপ্তিদীপের ১০০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় বর্ণিত হইয়াছে)। ২৬

ভাল, কর্ম্ম ও উপাসনার যখন নির্ণয় নাই তখন কতুভয় অনুষ্ঠেয়ই নহে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঢ) কল্পসূত্রনির্ণীত অর্থে বিশ্বাসবান্ বিচার বিনাই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে

নির্ণীতোঽর্থঃ কল্পসূত্রৈর্গ্রথিতস্তাবতাস্তিকঃ।
বিচারমন্তরেণাপি শক্তোঽনুষ্ঠাতুমঞ্জসা ॥ ২৭

অন্বয়—নির্ণীতঃ অর্থঃ কল্পসূত্রৈঃ গ্রথিতঃ; তাবতা আস্তিকঃ বিচারম্ অন্তরেণ অপি অঞ্জসা অনুষ্ঠাতুম্ শক্তঃ।

অনুবাদ—কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে নির্ণীত অর্থসকল কল্পসূত্রসমূহদ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যে কল্পসূত্রে বিশ্বাসবান্ আস্তিক পুরুষ বিচার ব্যতিরেকে অনায়াসে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়।

টীকা—জৈমিনি প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণকর্ত্তৃক, "নির্ণীতঃ"—নির্দ্ধারিত যে সকল "অর্থঃ"—অনুষ্ঠানের প্রকার, কল্পসূত্রদ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে. "তাবতা"—সেই সকল অর্থ ঋষিসংগৃহীত বলিয়া তাহাতে বিশ্বাসবান পুরুষ, "বিচারম অন্তরেণ অপি"—বিচারবিনাও, "অনুষ্ঠাতুম্ শক্তঃ"—কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। ব্যাকরণাদি ছয়টী বেদাঙ্গ মধ্যে 'কল্প' একটী বেদাঙ্গ, তাহাতে বৈদিক

কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই 'কল্প',—ছয়টি সংগ্রাহক ঋষির নামানুসারে জৈমিনীয়, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়নীয় ও বৈখানসীয় এই ছয় প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ২৭

ভাল, সেই কল্পসূত্রসমূহে ত' উপাসনার বিচার করা হয় নাই ; সেইহেতু উপাসনার অনুষ্ঠানের সম্ভাবনাই নাই ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) ঋষিবর্ণিত উপাসনার বিচারে অসমর্থের গুরুমুখে শুনিয়া অনুষ্ঠান কর্তব্য।

উপাস্তীনামনুষ্ঠানমার্ষগ্রন্থেষু বর্ণিতম্।
বিচারাক্ষমমর্ত্ত্যাশ্চ তচ্ছ্রুত্বোপাসতে গুরোঃ ॥ ২৮

অন্বয়—আর্ষগ্রন্থেষু উপাস্তীনাম্ অনুষ্ঠানম বর্ণিতম ; বিচারাক্ষমমর্ত্ত্যাঃ গুরোঃ তৎ শ্রুত্বা উপাসতে।

অনুবাদ—উপাসনার অনুষ্ঠান সর্ব্বজ্ঞঋষিগণরচিত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থের বিচারে অসমর্থ মানব গুরুমুখ হইতে যথাযোগ্য উপাসনার প্রকার শ্রবণ করিয়া উপাসনা করিবেন।

টীকা—"আর্ষগ্রন্থেষু"—ব্রহ্মদেবকৃত কল্প, বশিষ্ঠমুনিকৃত কল্প প্রভৃতি গ্রন্থে সেই সকল উপাসনার প্রকার বর্ণিত আছে। সেইহেতু "বিচারাক্ষমমর্ত্ত্যাঃ"—যাহারা সেই সকল গ্রন্থের বিচারে অসমর্থ, তাহারা সেই সকল 'কল্পে' বর্ণিত সেই উপাসনাসমূহ গুরুমুখ হইতে অবগত হইয়া তাহাদের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। ২৮

ভাল, তাহা হইলে আধুনিক গ্রন্থকারগণও কেন বেদবাক্যের বিচার করিতেছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন ; তাঁহারা আপনাপন বুদ্ধির সন্তোষের নিমিত্ত বেদ বাক্যের বিচার করিয়া থাকেন, অনুষ্ঠানসিদ্ধির জন্য নহে :—

(ঘ) কেবল আপ্তোপদেশ দ্বারাই উপাসনার অনুষ্ঠান সম্ভব।

বেদবাক্যানি নির্ণেতুমিচ্ছন্ মীমাংসতাং জনঃ।
আপ্তোপদেশমাত্রেণ হ্যনুষ্ঠানস্য সম্ভবেৎ ॥ ২৯

অন্বয়—জনঃ বেদবাক্যানি নির্ণেতুম্ ইচ্ছন মীমাংসতাম্ হি। তু আপ্তোপদেশমাত্রেণ অনুষ্ঠানম্ হি সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—তাৎপর্য্যনির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্বান্ বেদবাক্যসমূহের বিচার করুন, কিন্তু আপ্ত পুরুষের উপদেশমাত্রেই উপাসনার অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। ২৯

বিচারদ্বারাই অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি ; তাহার প্রতিবন্ধক।

১। বিচারের দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি।

ভাল, ব্রহ্মের উপাসনা যদি কেবল উপদেশমাত্রেই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারও কেন সেইরূপ উপদেশমাত্রেই সিদ্ধ হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) বিচার বিনা অপরোক্ষ জ্ঞান অসম্ভব।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিস্ত্বেবং বিচারেণ বিনা নৃণাম্।
আপ্তোপদেশমাত্রেণ ন সম্ভবতি কুত্রচিৎ ॥ ৩০

অন্বয়—এবম্ নৃণাম্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ তু বিচারেণ বিনা আপ্তোপদেশমাত্রেণ কুত্রচিৎ ন সম্ভবতি।

অনুবাদ—এইরূপ, মনুষ্যদিগের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বিচার বিনা কেবল আপ্ত-পুরুষের উপদেশমাত্রেই কোথাও সম্ভব হয় না।

টীকা—"আপ্তোপদেশমাত্রেণ"—কেবল আপ্ত পুরুষের উপদেশদ্বারাই, উপাসনার অনুষ্ঠানের উপযোগী পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অপরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু বিচার বিনা উৎপন্ন হয় না, এই তত্ত্ব ১৪ হইতে ২৯ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত হইল। ৩০

বিচার বিনা কেবল আপ্তজনের উপদেশমাত্রেই অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ইহার কারণ বলিতেছেন :—

(খ) বিচার বিনা অপরোক্ষ জ্ঞানের অনুৎপত্তির কারণ।

পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবধ্নাতি নেতরৎ।
অবিচারোঽপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ ॥ ৩১

অন্বয়—অশ্রদ্ধা পরোক্ষজ্ঞানম্ প্রতিবধ্নাতি, ইতরৎ ন; অবিচারঃ অপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ।

অনুবাদ—কেবল অশ্রদ্ধা পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক; অন্য কিছু অর্থাৎ বিচারাভাব পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে; তাহা অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

টীকা—যেহেতু অবিশ্বাসই পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটায়, বিচারাভাব ঘটায় না, সেই হেতু সেই অবিশ্বাসের নিবৃত্তি হইলে একবারমাত্র উপদেশেই পরোক্ষজ্ঞানের জন্ম সম্ভব হয়; আর বিচারাভাবরূপ প্রতিবন্ধকবিশিষ্ট অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি, বিচারদ্বারা বিচারাভাবের নিবৃত্তি বিনা, সম্ভব নহে। এইহেতু অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তির জন্য বিচার কর্ত্তব্য; ইহাই অভিপ্রায়। ৩১

ভাল, বিচার করিলেও যদি অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তবে কর্ত্তব্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) বিচারদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে বার বার বিচার কর্ত্তব্য।

বিচার্য্যাপ্যাপরোক্ষ্যেণ ব্রহ্মাত্মানং ন বেত্তি চেৎ।
আপরোক্ষ্যাবসানত্বাদ্ভূয়ো ভূয়ো বিচারয়েৎ ॥৩২

অন্বয়—বিচার্য্য অপি ব্রহ্মাত্মানম আপরোক্ষ্যেণ ন বেত্তি চেৎ, আপরোক্ষ্যাবসানত্বাৎ ভূয়ঃ ভূয়ঃ বিচারয়েৎ।

অনুবাদ—বিচার করিয়াও যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া আত্মাকে অপরোক্ষভাবে না জানিতে পারা যায় তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ বিচার কর্ত্তব্য; কেননা অপরোক্ষতাই বিচারের অবসান।

টীকা—"বিচার্য্য অপি"—'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থ ব্রহ্ম ও আত্মার সম্যগ্ বিচার করিয়াও যদি "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অপরোক্ষভাবে না জানা যায়, তাহ

হইলে বার বার বিচার করিবে ; কেননা, অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক অর্থাৎ অসাধারণ অন্তরঙ্গ সাধন, বিচার ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। ৩২

ভাল, পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়াও যদি ইহজন্মে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে ত' বিচার ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) প্রতিবন্ধক থাকিলে পূর্ব্বকৃত বিচারদ্বারা জন্মান্তরে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

বিচারয়ন্নামরণং নৈবাত্মানং লভেত চেৎ।
জন্মান্তরে লভেতৈব প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি ॥ ৩৩

অন্বয়—আমরণম্ বিচারয়ন্ আত্মানম্ ন এব লভেত চেৎ, জন্মান্তরে প্রতিবন্ধক্ষয়ে সতি লভেত এব।

অনুবাদ ও টীকা—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও যদি আত্মাকে লাভ করিতে অর্থাৎ জানিতে না পারে, তাহা হইলে জন্মান্তরে প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলে আত্মলাভ হইবে। এইহেতু বিচার ব্যর্থ হইবে না। ৩৩

ভাল, প্রতিবন্ধকবশতঃ এই জন্মে জ্ঞান না হইলে জন্মান্তরে প্রতিবন্ধকক্ষয়ে জ্ঞান হইবে—ইহা আপনি কোন্ প্রমাণদ্বারা জানিলেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ব্রহ্মসূত্রকর্ত্তা ব্যাস লিখিয়াছেন "ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ"—(ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।৫১) বিদ্যাজন্ম "ঐহিকম অপি ভবতি," জ্ঞানোৎপত্তি ইহ জন্মেই হইতে পারে, "অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে"—প্রস্তুত প্রতিবন্ধ না উপস্থিত বাধক না থাকিলে ; "তদ্দর্শনাৎ"—এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রতিবন্ধ থাকিলে যে পর্য্যন্ত না প্রতিবন্ধক্ষয় হয়, সেই পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, অবরুদ্ধ থাকে, সেই কারণে তাহা জন্মান্তরে হয়। কঠোপনিষদে (২।৭) এই সিদ্ধান্ত দেখা যায়। তদ্দ্বারাই জানা যায় :—

(ঙ) ইহার প্রমাণ ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতিবচন।

ইহ বামুত্র বা বিদ্যেত্যেবং সূত্রকৃতোদিতম্।
শৃণ্বন্তোঽপ্যত্র বহবো যন্ন বিদুরিতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪

অন্বয়—ইহ বা অমুত্র বা বিদ্যা ইতি এবম্ সূত্রকৃতা উদিতম্। বহবঃ শৃণ্বন্তঃ অপি যং অত্র ন বিদুঃ ইতি শ্রুতিঃ।

অনুবাদ—এই জন্মে অথবা অন্য জন্মে বিদ্যা উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাস এইরূপ বলিয়াছেন। আর অনেক লোকে শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিয়াও প্রতিবন্ধকবশতঃ আত্মাকে এই জন্মে জানিতে পারে না, এইরূপ শ্রুতিবচনও রহিয়াছে।

টীকা—জ্ঞান, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অব্যবহিত পরেই জন্মে, ইহা পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন। কেননা, কোনও সাধক পরলোকে আমার জ্ঞান হইবে ভাবিয়া শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না ; এই জন্মেই জ্ঞান হইবে, এইরূপ আশায় লোকে শ্রবণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরার্থ উক্ত সূত্রে বলা হইতেছে—যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে, তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক, অর্থাৎ ইহজন্মেই হইতে পারে। পাছে কেহ আশঙ্কা করেন যে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন

এই তিনটি ঐকান্তিক সাধন কি না—এইজন্য সূত্রকার বলিতেছেন, জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অন্যকান কর্ম্মবিপাক (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল) উপস্থিত না হয় অর্থাৎ ভোগসাধক কর্ম্মফল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উদ্যমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইহা সূত্রকারের মত, ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রতিবন্ধক থাকিলে, এই জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না ; তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইতেছেন—"আর অনেক লোকে শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিয়াও" ইত্যাদি। সেই শ্রুতি বচনটি এই—[শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ কঠ উ, ২।৭] বহুলোকে সাম্পরায়কে (অর্থাৎ পরলোকবিষয়ে) শ্রবণ করিতেও পায় না এবং বহুলোকে তাহা শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে সমর্থ হয় না, কারণ ইহার বক্তা আশ্চর্য্যভূত (দুর্লভ)। কুশল বা অভিজ্ঞ লোকেই ইহার লব্ধা অর্থাৎ শ্রোতা হইয়া থাকে এবং "কুশলানুশিষ্ট" অর্থাৎ আত্মদর্শী, সম্পন্নসাক্ষাৎকার লোকের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ইহা জানিতে পারে ; তাদৃশ জ্ঞাতাও আশ্চর্য্যভূত—ইত্যাদি শ্রুতিবচন আত্মার দুর্ব্বোধতা প্রদর্শন করিতেছে। অগ্রে ৪৭ হইতে ৫০ শ্লোকে উদ্ধৃত গীতাস্মৃতিও এই অর্থ সমর্থন করিতেছে। ৩৪

ইহ জন্মে শ্রবণাদির অনুষ্ঠাতা মুমুক্ষুর জন্মান্তরে অপরোক্ষ জ্ঞান হয় এই অর্থের শ্রুতি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। [গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সী ররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি—গর্ভে এব এতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ—ঐতরেয় উ, ২।৪।৫]—আমি (বামদেব) গর্ভে অবস্থানকালেই এই সমস্ত দেবতার (অগ্নি বায়ু প্রভৃতির) বহু সংখ্যক জন্ম সম্যগ্রূপে অবগত হইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে বহু সংখ্যক আয়সী (লৌহময়ী) পুরী (শরীর) আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে আমি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ঐ পাশ ছেদন করিয়া নির্গত হইয়াছি। বামদেব ঋষি গর্ভে অবস্থান কালেই (নবম মাসে) এই কথা বলিয়াছিলেন :-

(চ) ইহ জন্মে শ্রবণাদিযুক্তের অন্য জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি ; তদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তসহিত শ্রুতিবচন।

গর্ভএব শয়ানঃ সন্ বামদেবোঽববুদ্ধবান্।
পূর্ব্বাভ্যস্তবিচারেণ যদ্বদধ্যয়নাদিষু॥ ৩৫

অন্বয়—গর্ভে এব শয়ানঃ সন্ বামদেবঃ পূর্ব্বাভ্যস্তবিচারেণ অববুদ্ধবান্ : যদ্বৎ অধ্যয়নাদিষু।

অনুবাদ—মাতৃগর্ভে অবস্থিত থাকিয়াই বামদেব ঋষি পূর্ব্বজন্মে অভ্যস্ত বিচারের ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; যেমন অধ্যয়নবিষয়ে দেখা যায় পূর্ব্বকৃত অভ্যাসের ফলে লোকে কালান্তরে বুঝিতে (বা স্মরণ করিতে) পারে।

টীকা—যে জ্ঞান ইহ জন্মে উৎপন্ন হইল না, তাহার কালান্তরে উৎপত্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন অধ্যয়ন বিষয়ে" ইত্যাদি। ৩৫

গত শ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তটিকে সবিস্তার ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(ছ) উক্ত দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা।

বহুবারমধীতেঽপি যদা নায়াতি চেৎ পুনঃ।
দিনান্তরেঽনধীত্যৈব পূর্ব্বাধীতং স্মরেৎ পুমান্॥ ৩৬

অন্বয়—বহুবারম্ অধীতে অপি যদা ন আয়াতি চেৎ, পুনঃ দিনান্তরে অনধীত্য এব পুমান পূর্ব্বাধীতম্ স্মরেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—অনেকবার অধ্যয়ন করিয়াও যখন বেদবচন স্মৃতি পথে না আসে, তখন পরে অন্যদিনে অধ্যয়ন বিনাই পূর্ব্বাধীত বেদবাক্যকে লোকে স্মরণ করিতে পারে। সেই প্রকার ইহ জন্মে অনুৎপন্ন জ্ঞানের কালান্তরে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ৩৬

৩৫ সংখ্যকশ্লোকোক্ত 'আদি' শব্দদ্বারা সূচিত অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :–

(চ) শ্লোকদ্বয়োক্ত দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

কালেন পরিপচ্যন্তে কৃষিগর্ভাদয়ো যথা।
তদ্বদাত্মবিচারোঽপি শনৈঃ কালেন পচ্যতে॥ ৩৭

অন্বয়—যথা কৃষিগর্ভাদয়ঃ কালেন পরিপচ্যন্তে, তদ্বৎ আত্মবিচারঃ অপি শনৈঃ কালেন পচ্যতে।

অনুবাদ—যেমন ক্ষেত্ররোপিত বীজ এবং গর্ভাহিত বীর্য্য কালক্রমে পরিপাক লাভ করে,—ফলবান হয় এবং জীবাকৃতি ধারণ করে, সেই প্রকার আত্মতত্ত্ববিচারও কালক্রমে ধীরে ধীরে পরিপাক লাভ করিয়া জ্ঞানরূপ ফলান্বিত হয়।

টীকা—দৃষ্টান্তে কথিত অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন—"সেই প্রকার আত্মতত্ত্ব বিচারও" ইত্যাদি। ৩৭

১। অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক বর্ণন।

তত্ত্বের বিচার বহুবার অনুষ্ঠিত হইলেও প্রতিবন্ধক থাকিলে, সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যও এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন :–

(ক) তত্ত্ববিচারের পরেও প্রতিবন্ধক থাকিলে, সাক্ষাৎকারের অনুৎপত্তি বার্ত্তিককারের সূচনা।

পুনঃ পুনঃ বিচারেঽপি ত্রিবিধপ্রতিবন্ধতঃ।
ন বেত্তি তত্ত্বমিত্যেতদ্বার্ত্তিকে সম্যগীরিতম্॥ ৩৮

অন্বয়—পুনঃ পুনঃ বিচারে অপি ত্রিবিধপ্রতিবন্ধতঃ তত্ত্বম ন বেত্তি ইতি এতৎ বার্ত্তিকে সম্যক্ ঈরিতম।

অনুবাদ ও টীকা—বার বার বিচার করিলেও তিনপ্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ মুমুক্ষু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না—এই কথা বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্যকর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত হইয়াছে। ৩৮

সেই বার্ত্তিকশ্লোক এই ধ্যানদীপগ্রন্থে ৩৯ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত শ্লোকরূপে* পাঠ করিতেছেন। তন্মধ্যে পূর্ব্ব জন্মে অনুৎপন্ন জ্ঞান কেন বর্ত্তমান জন্মে উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

* ৩৯ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত ৭টি শ্লোকই বার্ত্তিকশ্লোক বলিয়া টীকাকার রামকৃষ্ণকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু ৩৯ ও ৪০ এই শ্লোক দুইটি "সম্বন্ধ বার্ত্তিকে"র ২৯৪, ২৯৫ শ্লোকরূপে দৃষ্ট হয়। তদুভয়ের আনন্দগিরিকৃত টীকার অনুবাদ প্রদত্ত

(খ) উদাহরণসহিত ত্রিবিধ প্রতিবন্ধ-প্রতিপাদক বার্ত্তিকের পাঠ।

কুতস্তজ্জ্ঞানমিতিচেত্তদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াৎ।
অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ত্ততেঽথবা॥ ৩৯

অন্বয়—(প্রশ্ন) কুতঃ তৎ জ্ঞানম্ ইতি চেৎ ? (উত্তর) তৎ হি বন্ধপরিক্ষয়াৎ। অসৌ অপি চ ভূতঃ বা ভাবী বা অথবা বর্ত্ততে। (সম্বন্ধবার্ত্তিক ২৯৪ শ্লোক)

অনুবাদ—পূর্ব্বজন্মে অনুৎপন্নজ্ঞান কেন বর্ত্তমান জন্মে উৎপন্ন হয়? যদি এইরূপ জিজ্ঞাসা কর তবে বলি—(সিদ্ধান্তীর উত্তর)—সেই জ্ঞান প্রতিবন্ধের ক্ষয় হইলেই উৎপন্ন হয়। এই প্রতিবন্ধক আবার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ অথবা বর্ত্তমান।

টীকা—"বন্ধঃ"—প্রতিবন্ধ; তাহার "পরিক্ষয়ঃ"—নিঃশেষে বিনাশ। সেই প্রতিবন্ধ আবার অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন প্রকার। এই শ্লোকের আনন্দগিরিকৃত টীকা—(সম্বন্ধবার্ত্তিকের টীকা হইতে)—সেই তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হয় না, কেননা, শাস্ত্রশ্রবণ করিয়াও কাহার কাহার তত্ত্বোপলব্ধি হয় না; আর (শাস্ত্রশ্রবণ ব্যতীত) সেই জ্ঞানের উৎপাদক আর অন্য কোনও কারণ বা হেতু নাই—এই বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন, তাহা হইলে কোথা হইতে সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় ? এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন :—"তৎ হি বন্ধপরিক্ষয়াৎ"—যাঁহার পাপক্ষয় হইয়াছে তাঁহারই শ্রবণাদিবশে তত্ত্বজ্ঞান হয়। ভাল, এই প্রতিবন্ধ অতীতকালিক ভবিষ্যৎকালিক অথবা বর্ত্তমানকালিক? তাহা অতীতকালিক নহে, কেননা, অতীতকালিক প্রতিবন্ধ বর্ত্তমানকালিক জ্ঞানোদয়ের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, যেহেতু যাহা বিদ্যমান নাই, তাহার প্রতিবন্ধকতাও নাই। তাহা ভবিষ্যৎকালিকও নহে, যাহা এখনও উপস্থিত হয় নাই তাহার প্রতিবন্ধক হওয়া সম্ভব নহে। তাহা বর্ত্তমানকালিকও নহে, কেননা, যে জ্ঞানোৎপত্তির উপায়ের অনুষ্ঠান চলিতেছে, তাহার যে কোনও প্রতিবন্ধক বিদ্যমান, তাহার প্রমাণ নাই; এইরূপে আশঙ্কা উঠাইতেছেন। ৩৯

ভাল, প্রতিবন্ধ এই তিন প্রকারেরই হইল। তাহা হইতে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) উক্ত প্রতিবন্ধবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে।
হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাদিদমেব হি দর্শিতম্॥ ৪০

অন্বয়—অধীতবেদবেদার্থঃ অপি অতঃ এব ন মুচ্যতে। হি (যতঃ) হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাৎ ইদম্ এব দর্শিতম্।

অনুবাদ—বেদ ও বেদার্থ অধ্যয়ন করিলেও কোনও লোকে ইহারদ্বারাই মুক্ত

হইল। অবশিষ্ট ৫টি শ্লোকের অর্থ আংশিকভাবে "বৃহদারণ্যক বার্ত্তিকসারে"র ২০৩ হইতে ২০৬ এই চারিটি শ্লোকে দৃষ্ট হয়—"নৈবং; বিদ্যোদয়ো নাস্তি প্রতিবন্ধক্ষয়ং বিনা। অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে। ২০৩। প্রতিবন্ধেঽপ্রস্তুতশ্চেদ্বোধস্যোদয় ঐহিকঃ। আমুষ্মিকোঽন্যথেত্যাহ ব্যাসসূত্রেণ নির্ণয়ম্॥ ২০৪॥ প্রতিবন্ধক্ষয়োভূতোভবন্ভাবী ত্রিধামতঃ। বামদেবশুকাদীনাং ভূতো গর্ভে বৈ বোধনাৎ॥ ২০৫॥ বর্ত্তমানোঽস্মদাদীনাং শৃন্বন্তোপীহজন্মনি যে তত্ত্বং নৈব বুধ্যন্তে তেষাং ভাবীতি নিশ্চয়ঃ। ২০৬। পঞ্চদশীর ৪১ হইতে ৪৫ এই পাঁচটি শ্লোক বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে পাওয়া গেল না। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধবার্ত্তিক হইতে উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত দেখিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি তত্রস্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন।

হইয়া যায় না, যেহেতু হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্ত দিয়া শ্রুতি এই অর্থই দেখাইয়াছেন। সেইহেতু প্রতিবন্ধক থাকিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

টীকা—"অতঃ এব"—ইহার দ্বারাই অর্থাৎ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকিলে, তদ্দ্বারা জ্ঞানের উদয় হয় না, ইহা (ছান্দোগ্য উ, ৮৩।২) শ্রুতিকর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে :—[তদ্ যথা হিরণ্যনিধিম্ নিহিতম্ অক্ষেত্রজ্ঞাঃ উপর্যুপরি সঞ্চরন্তঃ ন বিন্দেয়ুঃ এবম্ এব ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ অহরহঃ গচ্ছন্ত্যঃ এতম্ ব্রহ্মলোকম্ ন বিন্দন্তি, অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ]—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে যাহারা নিধিক্ষেত্র জানে না—অর্থাৎ কোন্ স্থানে নিধি বা গচ্ছিত ধন ভূগর্ভে রক্ষিত আছে জানে না, তাহারা যেমন উপরে উপরে পরিভ্রমণ করিয়াও ভূগর্ভে নিহিত হিরণ্যনিধি লাভ করিতে পারে না, ঠিক তেমনি এই সমস্ত প্রজা অর্থাৎ প্রাণিগণ প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশাখ্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা লাভ করে না—কেননা, তাহাদের সত্যকামনাসমূহ অনৃত অর্থাৎ বিষয়াভিলাষজনিত, অজ্ঞানে আবৃত রহিয়াছে।

এই শ্লোকের আনন্দগিরিকৃত টীকা (সম্বন্ধবার্ত্তিকের টীকা হইতে)—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের প্রতিবন্ধক যে থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখাইয়া উক্ত আশঙ্কার উত্তর দিতেছেন :— "অধীতবেদার্থঃ অপি অতঃ ন মুচ্যতে এব"—জ্ঞানোৎপত্তির সমস্ত সামগ্রী (উপকরণ) বিদ্যমান থাকলেও, কোন কোন স্থানে জ্ঞানোৎপত্তি দেখা যায় না ; সেই কারণেই তাহা উপস্থিত প্রতিবন্ধকবশতঃ। ইহা ৩।৪।৫১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্র এবং (৩৪ শ্লোকে উদ্ধৃত) কঠ শ্রুতিবচনরূপ প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ। পূর্ব্বোপার্জ্জিত পাপবিশেষ যে উক্ত প্রতিবন্ধক ঘটায়, তদ্বিষয়ে অর্থাপত্তি প্রমাণ দেখাইয়া শ্রৌতপ্রমাণ দিতেছেন ; হিরণ্যনিধির দৃষ্টান্ত দিয়া (ছান্দোগ্য উ ৮।৩।২) শ্রুতি এই অর্থই বুঝাইয়াছেন। শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিলেও জ্ঞানোৎপত্তির যে এই প্রতিবন্ধক, ইহাকেই 'পাপ' বলা হইয়া থাকে। [তদ্ যথা ······· প্রত্যূঢ়াঃ—ছান্দোগ্য উ, ৮।৩।২ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত] এই বচনদ্বারা শ্রুতি প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ৪০

ভাল, যে বস্তু স্বয়ং অতীত হইয়াছে, তাহা যে প্রতিবন্ধকতা করে এরূপ ত' দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) অতীত প্রতিবন্ধকের উদাহরণ ; নিবৃত্তির উপায়।

অতীতেনাপি মহিষীস্নেহেন প্রতিবন্ধতঃ।
ভিক্ষুস্তত্ত্বং ন বেদেতি গাথা লোকে প্রগীয়তে ॥ ৪১

অন্বয়—অতীতেন অপি মহিষীস্নেহেন প্রতিবন্ধতঃ ভিক্ষুঃ তত্ত্বম্ ন বেদ ইতি গাথা লোকে প্রগীয়তে।

অনুবাদ—পূর্ব্বকালে অনুশীলিত মহিষীস্নেহবশতঃ কোন সন্ন্যাসী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই—এই মর্ম্মের এক গাথা লোকসমাজে গীত হইয়া থাকে।

টীকা—কোন সন্ন্যাসী পূর্ব্বে গার্হস্থ্যাশ্রমে মহিষীর প্রতি স্নেহ করিয়া পরে সন্ন্যাসপূর্ব্বক শ্রবণে প্রবৃত্ত হইলেও, সেই স্নেহ হইতে উৎপন্ন প্রতিবন্ধকবশতঃ, তত্ত্বজ্ঞান গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও তাহা ধরিতে পারেন নাই—এই মর্ম্মের "গাথা লোকে প্রগীয়তে"—এক গল্প বা গীত লোকসমাজে প্রচলিত আছে বা গীত হইয়া থাকে, (কিন্তু পুরাণাদিতে পঠিত দেখিতে পাওয়া যায়

না।) এই টীকায় রামকৃষ্ণ 'মহিষী' শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করেন নাই। আচার্য্য পীতাম্বর 'মহিষী' শব্দে 'পশু বিশেষ' বুঝিয়াছেন ; অচ্যুতরায় বুঝিয়াছেন "কৃতাভিষেকা মহিষী"ত্যমরঃ—রাজপত্নী।৪১

তাহা হইলে সেই প্রকার অতীতপ্রতিবন্ধকগ্রস্ত সন্ন্যাসীর কি প্রকারে জ্ঞান উৎপন্ন হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

অনুসৃত্য গুরুঃ স্নেহং মহিষ্যাং তত্ত্বমুক্তবান্।
ততো যথাবদ্বেদৈষ প্রতিবন্ধস্য সংক্ষয়াৎ ॥ ৪২

অন্বয়—গুরুঃ মহিষ্যাম্ স্নেহম্ অনুসৃত্য তত্ত্বম্ উক্তবান্ ; ততঃ এষঃ প্রতিবন্ধস্য সংক্ষয়াৎ যথাবৎ বেদ।

অনুবাদ—গুরু সেই সন্ন্যাসীর মহিষীতে সঞ্জাত স্নেহের অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ করিলেন। তদনন্তর প্রতিবন্ধক্ষয় হইলে, সেই সন্ন্যাসীর শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই জ্ঞান জন্মিল।

টীকা—"গুরুঃ"—সেই সন্ন্যাসীর তত্ত্বোপদেষ্টা, "মহিষ্যাম্ স্নেহম্ অনুসৃত্য"—সেই মহিষীর প্রতি স্নেহের অনুসরণ করিয়া (তাহার স্বরূপানুসন্ধানক্রমে) "তত্ত্বম্ উক্তবান্"—মহিষীরূপ উপাধি যাঁহার, সেই ব্রহ্মের উপদেশ করিলেন। "ততঃ"—তদনন্তর সেই সন্ন্যাসীও মহিষীস্নেহরূপ প্রতিবন্ধকের বিনাশে গুরূপদিষ্ট তত্ত্ব, "যথাবৎ"—শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই, জানিতে পারিলেন। অচ্যুত রায় 'মহিষী' শব্দে রাজপত্নী বুঝিয়াছেন বলিয়া "অনুসৃত্য" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—সন্ন্যাসী গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত করিয়া সত্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, সেইহেতু তাহার প্রতি প্রীত হইয়া, মহিষীতে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা তত্ত্বোপদেশ করিলেন। ৪২

এই প্রকারে অতীতপ্রতিবন্ধক বুঝাইয়া বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক বুঝাইতেছেন :—

(ঙ) বর্ত্তমানপ্রতিবন্ধক চারিপ্রকার ; তাহাদের নিবৃত্তির উপায়।

প্রতিবন্ধো বর্ত্তমানো বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ।
প্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্কশ্চ বিপর্য্যয়দুরাগ্রহঃ ॥ ৪৩

অন্বয়—বর্ত্তমানঃ প্রতিবন্ধঃ—(১) বিষয়াসক্তিলক্ষণঃ (২) প্রজ্ঞামান্দ্যম্, (৩) কুতর্কঃ, (৪) বিপর্য্যয়দুরাগ্রহঃ চ।

অনুবাদ—বর্ত্তমানপ্রতিবন্ধক বিষয়াসক্তিরূপ, বুদ্ধির মন্দতা, কুতর্ক, ও বিপরীত-বুদ্ধিতে যুক্তিহীন আগ্রহ।

টীকা—বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকের মধ্যে প্রথমটি, বিষয়ে অর্থাৎ বিষয়ভোগে চিত্তের আসক্তিরূপ ; দ্বিতীয়টি, শাস্ত্রের গ্রহণে ও ধারণে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাভাব ; তৃতীয়টি, শুষ্কতর্কনিপুণতাহেতু শ্রুতি তাৎপর্য্যের অন্যথাকল্পনা ; চতুর্থটি, বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ আত্মাকে কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মযুক্ত বলিয়া ধারণায় দুরাগ্রহ—যুক্তিরহিত অভিনিবেশ ; ইহাদের একটিমাত্র থাকিলে জ্ঞানোদয় হয় না, ইহাই অর্থ। ৪৩

এই বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকেরও নিবৃত্তি কোন্ উপায়ে হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈশ্চ তত্রতত্রোচিতৈঃ ক্ষয়ম্।
নীতেঽস্মিন্প্রতিবন্ধেঽতঃ স্বস্য ব্রহ্মত্বমশ্নুতে ॥ ৪৪

অন্বয়—তত্র তত্র উচিতৈঃ শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈঃ চ অস্মিন্ প্রতিবন্ধে ক্ষয়ম্ নীতে অতঃ স্বস্য ব্রহ্মত্বম্ অশ্নুতে।

অনুবাদ—যেরূপ প্রতিবন্ধক, তদনুরূপ শমদমাদির এবং শ্রবণমননাদির সাধন দ্বারা বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকের বিনাশ হইলে, সেই প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির দ্বারাই সাধক প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করে।

টীকা—"শমাদ্যৈঃ"—[তস্মাদ্ এবম্বিৎ শান্তঃ দান্তঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানম্ পশ্যতি সর্ব্বম্ আত্মানম্ পশ্যতি—বৃহদা উ, ৪।৪।২৩]—অতএব এবম্বিধ মহিমজ্ঞ পুরুষ শান্ত (অন্তঃকরণজয়ী) দান্ত (হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সংযমী) উপরত (বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত), তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণু) এবং সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া এই শরীরেই আত্মদর্শন করেন—কারণ তিনি সমস্তই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। আর—[আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ মৈত্রেয়ি—বৃহদা উ, ২।৪।৫] অতএব হে মৈত্রেয়ি, সর্ব্বাধিকপ্রিয় আত্মাকেই অবশ্য দর্শন করিবে, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে তাহার স্বরূপ জানিবে, তর্কদ্বারা তাহার স্বরূপ অবধারণ করিবে, তাহার পর নিঃসংশয়রূপে তাহার স্বরূপ ধ্যান করিবে—এই শ্রুতিদ্বয়ে যথাক্রমে কথিত শমদমাদি এবং শ্রবণমননাদিদ্বারা ; "তত্র তত্র"—সেই সেই প্রতিবন্ধকের নিবর্ত্তনে, "উচিতৈঃ"—যোগ্যসাধনসমূহদ্বারা, সেই সেই "প্রতিবন্ধে ক্ষয়ম নীতে"—প্রতিবন্ধকের বিনাশ সম্পাদিত হইলে, "অতঃ"—সেই প্রতিবন্ধবিনাশদ্বারাই "স্বস্য ব্রহ্মত্বম অশ্নুতে"—সাধক প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করে। ৪৪

এক্ষণে ভাবীপ্রতিবন্ধক বুঝাইতেছেন :—

(৩) আগামি প্রতিবন্ধনিবৃত্তির কালনিয়ম নাই।

আগামিপ্রতিবন্ধশ্চ বামদেবে সমীরিতঃ।
একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ॥ ৪৫

অন্বয়—আগামিপ্রতিবন্ধঃ চ বামদেবে সমীরিতঃ, (সঃ) একেন জন্মনা ক্ষীণঃ ; ভরতস্য ত্রিজন্মভিঃ ক্ষীণঃ।

অনুবাদ—বামদেবকে লইয়া ভাবিপ্রতিবন্ধ বুঝান হইয়াছে। বামদেবের সেই প্রতিবন্ধ এক জন্মে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ; আর ভরতের তিনজন্ম লাগিয়াছিল।

টীকা—"আগামিপ্রতিবন্ধঃ"—প্রারব্ধ কর্ম্মফলের শেষ যাহা জন্মান্তরের কারণ হয়, তাহা ভোগ বিনা নিবৃত্ত হয় না বলিয়া তাহার নিবৃত্তির কালনিয়ম নাই। ইহাই বলিতেছেন :— "বামদেবের সেই প্রতিবন্ধক" ইত্যাদি। বামদেবের সেই প্রতিবন্ধক একজন্মেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ; ভরতের প্রতিবন্ধক "নাশ পাইতে" জড়ভরতরূপে জন্মগ্রহণ পর্য্যন্ত তিনজন্ম লাগিয়াছিল। "নাশ পাইতে" ইত্যাদি অর্থ পূর্ব্বোক্ত 'ক্ষীণ' শব্দ হইতে পাওয়া যাইতেছে। ৪৫

ভাল, এক জন্মে প্রতিবন্ধনাশ হইল এবং তিন জন্মে প্রতিবন্ধনাশ হইল, এই প্রকারে ভাবিপ্রতিবন্ধনিবৃত্তির কালনিয়ম আপনিই ত' করিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ছ) প্রতিবন্ধনিবৃত্তির কালনিয়ম না থাকিলেও পূর্ব্বকৃত বিচার ব্যর্থ হয় না।

যোগভ্রষ্টস্য গীতায়ামতীতে বহুজন্মনি।
প্রতিবন্ধক্ষয়ঃ প্রোক্তো ন বিচারোঽপ্যনর্থকঃ॥ ৪৬

অন্বয়—গীতায়াম্ যোগভ্রষ্টস্য বহুজন্মনি অতীতে প্রতিবন্ধক্ষয়ঃ প্রোক্তঃ, বিচারঃ অপি অনর্থকঃ ন।

অনুবাদ— ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে, যোগভ্রষ্ট পুরুষের অনেক জন্ম অতীত হইলে প্রতিবন্ধক্ষয় হয়; তাহা হইলে বিচারও নিষ্ফল হইয়া যায় না।

টীকা—"যোগভ্রষ্টঃ"—যাঁহার বিচারের, তত্ত্বসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত ফলে পর্য্যবসান হয় নাই। (শঙ্কা)—ভাল, তাহা হইলে ত' তত্ত্ববিচার নিষ্ফল হইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তাহা হইলে বিচারও" ইত্যাদি। প্রতিবন্ধনিবৃত্তির পরেই অপরোক্ষজ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া, পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত বিচার নিষ্ফল হয় না। এস্থলে নিগূঢ় তত্ত্বটি এই—কোনও একটি কর্ম্ম অনেক জন্মের হেতু হইতে পারে; যেমন একই ব্রহ্মহত্যারূপ পাপকর্ম্ম নরকদুঃখানুভবের পর, কুকুর, সর্প, ভেক প্রভৃতি অনেক জন্মের হেতু হয় এবং কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়, কার্ত্তিকস্বামীর সাক্ষাৎকাররূপ পুণ্যকর্ম্ম, সাতবার ধনাদিবিভূতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণজন্মের হেতু হয়—শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে। এই প্রকারে অনেক জন্মের হেতু কোন এক কর্ম্ম, প্রারব্ধরূপে পরিণত হইয়া ফলের আরম্ভক হয়। তাহাই আগামী প্রতিবন্ধ। শ্রবণাদিবিচাররূপ জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত কোনও মুমুক্ষুর এই প্রকার প্রতিবন্ধক থাকিতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। এইহেতু এইরূপ কর্ম্মের ফলরূপ জন্মসমূহের চরম জন্মে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, মানিতে হইবে, কেননা, ফলদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ বিনা ক্ষয় নাই; ইহা ঈশ্বরসঙ্কল্প। আর [ন হি তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি—বৃহদা উ, ৪।৪।৬; অত্র এব সমবনীয়ন্তে—ঐ ৩।২।১১]—তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না; পরন্তু এখানেই স্বকারণীভূত পরমাত্মাতেই বিলয়—অভিন্নভাব—প্রাপ্ত হয়। [তস্য তাবৎ এব চিরম্ যাবৎ ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে ইতি—ছান্দোগ্য উ ৬।১৪।২]—তাঁহার সেই পর্য্যন্তই মোক্ষলাভে বিলম্ব, যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়, তাহার পর অর্থাৎ দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিমুক্ত হন। এইরূপ শ্রুতিবচনপ্রমাণে জ্ঞানীর জন্মান্তর নাই, ইহাই জ্ঞানের মহিমা। তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী কোনও জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে, স্বীকার করিলে এবং সেইহেতু অবশিষ্ট জন্মগ্রহণ করিতে হয় না মানিলে, প্রারব্ধব্যর্থতা এবং সেইহেতু ঈশ্বরসঙ্কল্পভঙ্গ, হয়। আবার জ্ঞানীর অর্থাৎ জ্ঞান হইবার পরেও জন্মান্তর মানিলে, জ্ঞানমহিমা ভঙ্গ হয়। এই উভয়প্রকার অবাঞ্ছিত ফল মানিতে হয়; এইহেতু চরম জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করাই সঙ্গত; কেননা, তদ্দ্বারা দুইদিক রক্ষা হয়—ঈশ্বরসঙ্কল্পভঙ্গের এবং জ্ঞানমহিমাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না এবং পূর্ব্বকৃত বিচারও ব্যর্থ হয় না, সফল হয়। ৪৬

গীতায় ষষ্ঠাধ্যায়ে ৪১ হইতে ৪৫ শ্লোকে প্রতিপাদিত অর্থ (কিঞ্চিৎ পদপরিবর্ত্তন করিয়া) এস্থলে ৪৭ হইতে ৫০ শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(জ) গীতায় প্রতিপাদিত যোগভ্রষ্টলভ্য ফলের বর্ণন।

প্রাপ্যপুণ্যকৃতাঁল্লোকানাত্মতত্ত্ববিচারতঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে সাভিলাষোঽভিজায়তে॥৪৭

অন্বয়—আত্মতত্ত্ববিচারতঃ (গীতায়—উষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ) পুণ্যকৃতান্ লোকান্ প্রাপ্য সাভিলাষঃ (গীতায়—যোগভ্রষ্টঃ) শুচীনাম্ শ্রীমতাম্ গেহে অভিজায়তে।

অনুবাদ—সাধক বা যোগভ্রষ্ট আত্মতত্ত্ববিচারের ফলে পুণ্যকারিগণের স্বর্গবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া, যদি ঐহিক ভোগাকাঙ্ক্ষামুক্ত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শুচি ধনবান লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

টীকা—যিনি যোগভ্রষ্ট, তিনি, "আত্মতত্ত্ববিচারতঃ"—আত্মতত্ত্ববিষয়ক শ্রবণাদিরূপ ব্রহ্মভ্যাস নামক বিচারের ফলে পুণ্যকারিগণের অর্থাৎ অশ্বমেধাদিযাজিগণের, "লোকান্ প্রাপ্য" —স্বর্গবিশেষ লাভ করিয়া, (সেই সেই স্থানে দীর্ঘকাল ধরিয়া সুখানুভব করিয়া, সেই ভোগের অবসানে), "সাভিলাষঃ চেৎ"—যদি ঐহিকভোগের বাসনানির্মুক্ত হইয়া না থাকেন, তাহা হইলে এই লোকে "শুচীনাম্"—শুদ্ধকুল হইতে আগত মাতা এবং শুদ্ধকুলোদ্ভব পিতা হইতে উৎপন্ন ধনিগণের, "গেহে"—কুলে, জন্মলাভ করেন। ৪৭

অল্পপক্ষের অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত যোগভ্রষ্টের কথা বলিতেছেন :—

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
নিস্পৃহো ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাত্তদ্ধি দুর্লভম্॥ ৪৮

অন্বয়—অথবা নিস্পৃহঃ ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাৎ এব ধীমতাম্ যোগিনাম কুলে ভবতি ; তৎ হি দুর্লভম্। (গীতায় শেষার্দ্ধ—এতৎ হি দুর্লভতরম্ লোকে জন্ম যদ্ ঈদৃশম্।)

অনুবাদ—পক্ষান্তরে, যদি কামনাশূন্য হন, তবে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারদ্বারা লব্ধ-সুবুদ্ধি যোগিগণের কুলে জন্মলাভ করেন, যেহেতু সেই জন্ম দুর্লভ।

টীকা—"নিস্পৃহঃ"—আর তিনি যদি অতিবৈরাগ্যবান্ হন, তাহা হইলে, "ব্রহ্মতত্ত্ববিচারা এব ধীমতাম্"—ব্রহ্মতত্ত্ববিচারদ্বারা আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়ের বিচারযুক্ত, এইরূপ বুদ্ধিমান, "যোগিনাম্"—একাগ্রতাযুক্ত যোগিপুরুষদিগের, "কুলে ভবতি"—বংশে জন্মগ্রহণ করেন,—ইহাই অর্থ। প্রথম পক্ষ হইতে এই দ্বিতীয় পক্ষের বিশেষ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"হি"—যেহেতু, "তৎ"—সেই যোগিকুলে জন্ম, "দুর্লভম্"—অল্পপুণ্যে লাভ করা যায় না ; সেইহেতু প্রথম পক্ষ হইতে তাহার বিশিষ্টতা। ৪৮

সেই যোগিকুলে জন্মে দুর্লভতা উপপাদন করিতেছেন :—

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়স্তস্মাদেতদ্ধি দুর্লভম্॥ ৪৯

অন্বয়—হি তত্র পৌর্ব্বদেহিকম্ তম্ বুদ্ধিসংযোগম্ লভতে, চ ততঃ ভূয়ঃ যততে, তস্মাৎ এতৎ দুর্লভম্। (গীতায়—সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন)।

অনুবাদ—যেহেতু সেই জন্মে তৎপূর্ব্বদেহে উৎপন্ন বুদ্ধির সংযোগ প্রাপ্ত হন এবং সেইহেতু অধিক প্রযত্ন করেন, সেই কারণে এই জন্ম দুর্লভ।

টীকা—"হি"—যেহেতু, "তত্র"—সেই যোগিকুলে লব্ধ জন্মে, "পৌর্ব্বদেহিকম্"—পূর্ব্বদেহে উৎপন্ন, "তম্ বুদ্ধিসংযোগম্ লভতে"—তত্ত্ববিচারবিষয়কবুদ্ধির সম্বন্ধ শীঘ্র প্রাপ্ত হন। কেবল যে

বুদ্ধিসম্বন্ধমাত্র লাভ করেন এরূপ নহে, কিন্তু, "ততঃ"—সেই পূর্ব্বপ্রযত্ন অপেক্ষা, "ভূয়ঃ যততে"—অধিক প্রযত্ন করিয়া থাকেন. "তস্মাৎ এতৎ জন্ম দুর্লভম্"—সেই কারণে এই যোগিকুলে জন্ম দুর্লভ। মধুসূদনস্বামী—'দুর্লভ' স্থানে গীতার 'দুর্লভতর' পাঠের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—শুচি শ্রীমান রাজগণের কুলে যোগভ্রষ্টের যে জন্ম, তাহা দুর্লভ বটেই, কেননা, তাহা অনেক পুণ্যসঞ্চয়-সাধ্য এবং মোক্ষেই তাহার পর্য্যবসান, যেমন ভোগবাসনার শেষ থাকা হেতু অজাতশত্রু জনক ইত্যাদির জন্ম। কিন্তু শুচি দরিদ্র ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের কুলে যে জন্ম, ইহা শুকাদির প্রসিদ্ধ জন্মের ন্যায় দুর্লভতর—দুর্লভ হইতেও দুর্লভ, যেহেতু তাহা ভোগবাসনাশূন্য বলিয়া সর্ব্বপ্রমাদকারণশূন্য এবং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসের যোগ্য। ৪৯

অভ্যাসে অধিক প্রযত্নের কারণ বলিতেছেন :—

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাম্ গতিম্॥ ৫০

অন্বয়—সঃ তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন এব হি অবশঃ অপি হ্রিয়তে—(গীতার ৬।৪৪ শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ।) অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ পরাম গতিম যাতি—(গীতার ৬।৪৫ শ্লোকের শেষার্দ্ধ।)

অনুবাদ—যোগভ্রষ্ট সেই পূর্ব্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া, আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই প্রকারে অনেক জন্মে সম্যক্ সিদ্ধ হইয়া—সিদ্ধির পূর্ণতা লাভ করিয়া—সেই জ্ঞানজনিত পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন।

টীকা—সেই যোগভ্রষ্ট, "তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন এব হি অবশঃ অপি হ্রিয়তে"—সেই পূর্ব্বাভ্যাসদ্বারা অপহৃতস্বাতন্ত্র্য হইয়াই, "হ্রিয়তে"—আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। মধুসূদনস্বামী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন—যেমন (সিন্ধুপারের) অশ্বচোর বহুরক্ষিমধ্যে রক্ষিত অশ্ব-অশ্বতরাদিকে, তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও, সকল রক্ষিরক্ষণ চেষ্টা বিফল করিয়া, অসাধারণ কৌশলে তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়; তদনন্তর, 'কখন হরণ করিয়া লইয়া গেল?'—এইরূপ বিচারানুসন্ধান হয়; এইরূপ যোগভ্রষ্ট অনেক জ্ঞানপ্রতিবন্ধকদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও, এবং স্বয়ং ইচ্ছা না করিলেও, বলবান্ জ্ঞানসংস্কার, নিজের অসামান্যসামর্থ্যবশতঃ সমস্ত প্রতিবন্ধককে পরাজয় করিয়া, তাঁহাকে আত্মবশে আনিয়া থাকে, ইহাই হরণার্থক 'হৃ' ধাতুর দ্বারা সূচিত হইয়াছে; যেমন রণক্ষেত্রে অর্জ্জুন স্বয়ং পূর্ব্বসংস্কারপ্রবলতাবশতঃ জ্ঞানোন্মুখ হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য গীতার এই ৪৪ শ্লোকের ভাষ্যে ইহার সূক্ষ্মকারণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন— যখন যোগাভ্যাসজনিত সংস্কারের প্রভাবে যোগভ্রষ্টকর্ত্তৃক অধিকতর বলবান্ (প্রবলতর প্রারব্ধসমানীত) ধর্ম্মভঙ্গাদিরূপ কর্ম্ম, অনুষ্ঠিত হয় না, তখন সেই যোগাভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃ, যোগভ্রষ্ট অপহৃতস্বাতন্ত্র্য হইয়া সংসিদ্ধিতে প্রবৃত্ত হন; আর যখন বলবত্তর অধর্ম্ম তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, তখন বলবত্তর অধর্ম্মদ্বারা যোগজনিত সংস্কার পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া নিরুদ্ধ থাকে; পরাভবের অবসান হইলেই আপনিই কার্য্যারম্ভ করিয়া থাকে; দীর্ঘকালব্যাপী পরাভবেও তাহার বিনাশ নাই—"নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি"। এইহেতু যোগভ্রষ্ট, পরাভবনাশে প্রযত্নাধিক্য করিতে আকৃষ্ট হন। ৫০

অন্য আগামিপ্রতিবন্ধ দেখাইতেছেন :—

(ঋ) অন্য আগামি-প্রতিবন্ধক বর্ণন।

ব্রহ্মলোকাভিবাঞ্ছায়াং সম্যক্ সত্যাং নিরুধ্য তাম্।
বিচারয়েদ্ য আত্মানং ন তু সাক্ষাৎকরোত্যয়ম্॥ ৫১

অন্বয়—ব্রহ্মলোকাভিবাঞ্ছায়াম্ সম্যক্ সত্যাম্ তাম্ নিরুধ্য যঃ আত্মানম্ বিচারয়েৎ, অয়ম্ তু ন সাক্ষাৎকরোতি।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির ইচ্ছা দৃঢ় হইয়া থাকিলেও, সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করিয়া যিনি আত্মতত্ত্ববিচার করেন তাঁহার সাক্ষাৎকার হয় না অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে না। ৫১

ভাল, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির অভিলাষীর কি কোনও কালে মুক্তি হইবে না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থা ইতি শাস্ত্রতঃ।
ব্রহ্মলোকে স কল্পান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে॥ ৫২

অন্বয়—বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ ইতি শাস্ত্রতঃ সঃ ব্রহ্মলোকে কল্পান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে।

অনুবাদ—"বেদান্তের বিজ্ঞান বা অনুভবদ্বারা যে সকল যতি, সম্যক্প্রকারে পরমাত্মতত্ত্বনিশ্চয় করিয়াছেন" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ, সেই সাধক ব্রহ্মলোকে কল্পের অবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া যান।

টীকা—[বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ। তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥ মুণ্ডক উ ৩।২।৬ষ্ঠ মন্ত্র] সেই মন্ত্রের অর্থ—(চতুর্থ মন্ত্রে বর্ণিত) বলাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া যাঁহারা পরমার্থলাভের জন্য যত্ন করেন, সেই যতিগণ, মহাবাক্য বিচারজনিত জ্ঞানলভ্য যে পরমাত্মরূপ বস্তু, তদ্বিষয়ে সংশয়বিপর্যায়রহিত হইয়া সর্বকর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস এবং শ্রবণাদি নিষ্ঠারূপ যোগের দ্বারা, রাগাদিমলনির্মুক্তচিত্ত হইয়া, ব্রহ্মলোকে লিঙ্গশরীরভঙ্গরূপ চরমমরণসময়ে অথবা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার অন্তকালে, ব্রহ্মার দ্বারা প্রদত্ত অথবা স্বতঃ উৎপন্ন, জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মাত্মভূত হইয়া ব্রহ্মে সর্বোপাধি পরিত্যাগপূর্বক একতাপ্রাপ্ত হন।' "ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্"—* প্রতিসঞ্চরে (involution এ—কার্যসমূহ নিজ নিজ কারণে উপসংহৃত হইতে থাকিলে ;) ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, যখন "পরস্য"—পরমেষ্ঠীর—সমষ্টিলিঙ্গ শরীররূপবিকারাভিমানী হিরণ্যগর্ভের "অন্ত" অর্থাৎ অবসান হয়, তখন সেই বিকারী ব্রহ্মের (অর্থাৎ ব্রহ্মার) সহিত সেই ব্রহ্মলোক নিবাসিগণ, কৃতাত্মা—'শুদ্ধবুদ্ধিঃ'—উৎপন্নসম্যগ্বুদ্ধি (লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান) হইয়া, (ব্রহ্মাও মোক্ষলাভ করিতে থাকিলে) তাঁহার সহিত পরমপদে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়—ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের বলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়, ইহাই অর্থ। ৫২

এই প্রকারে তত্ত্ববিচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলেও প্রতিবন্ধবশে ইহজন্মে সাক্ষাৎকার হয় না ; ইহা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—যাহারা তীব্রপাপী তাহাদের পক্ষে সেইরূপ বিচারও দুর্লভ :—

* মহাভারতবচন ভাষ্যকার কর্তৃক ৪।৩।১১ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত।

(ঞ) বিচারের প্রতিবন্ধ।

কেষাঞ্চিৎ স বিচারোঽপি কর্ম্মণা প্রতিবধ্যতে।
শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্য ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৫৩

অন্বয়—কেষাঞ্চিৎ সঃ বিচারঃ অপি কর্ম্মণা প্রতিবধ্যতে ; যঃ বহুভিঃ শ্রবণায় অপি ন লভ্যঃ ইতি (কঠ-) শ্রুতেঃ ; (কঠ উ, ২।৭)।

অনুবাদ—কাহারও কাহারও সেই বিচার তীব্র পাপবশতঃ প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে। "যে-পরমাত্মবস্তুকে শ্রবণ করিবারও সুযোগ অনেক লোকের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না"—এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে বলিয়া, সেই উক্তি অপ্রামাণিক নহে।

টীকা—সেই তত্ত্ববিচারেও যে প্রতিবন্ধক আছে তদ্বিষয়ে শ্রুতিরূপ প্রমাণ বলিতেছেন—"যঃ"—যে-পরমাত্মবস্তুকে, "বহুভিঃ শ্রবণায় অপি ন লভ্যঃ"—অনেক লোকের পক্ষে শুনিতে পাওয়াও অতি দুর্লভ। ৫৩

নির্গুণ উপাসনার সম্ভাব্যতা, প্রকারের বিচার ও বিলক্ষণতা

১। জ্ঞানের ন্যায় নির্গুণ উপাসনার সম্ভাব্যতা ও প্রকার।

এ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোকসমূহদ্বারা বলা হইল—প্রতিবন্ধক থাকিতে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার এবং তাহার সাধনরূপ বিচার সম্ভব নহে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—বিচারে অসমর্থ অথচ মোক্ষরূপ পুরুষার্থ-সাধনেচ্ছু ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি ? তাহার উত্তর পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২৮ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে যে, বিচারে অসমর্থ মানব গুরুমুখ হইতে যথাযোগ্য উপাসনাপ্রকার শ্রবণ করিয়া উপাসনা করিবেন। এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞারই উপপাদন করিতেছেন :—

(ক) বিচারাসমর্থ মুমুক্ষুর কর্ত্তব্য।

অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা সামগ্র্যা বাপ্যসম্ভবাৎ।
যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মোপাসীত সোঽনিশম্ ॥ ৫৪

অন্বয়—অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাৎ বা সামগ্র্যাঃ অসম্ভবাৎ অপি বা, যঃ বিচারম্ ন লভতে, সঃ অনিশম্ ব্রহ্ম উপাসীত।

অনুবাদ—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অত্যন্তাভাবপ্রযুক্ত অথবা উপযুক্ত দেশ, কাল, উপদেষ্টা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত, যে ব্যক্তি বিচার লাভ করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি নিরন্তর ব্রহ্মের উপাসনা করিতেই থাকিবে অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তনরত থাকিবে।

টীকা—"সামগ্র্যাঃ অসম্ভবাৎ"—সামগ্রীর অর্থাৎ উপদেষ্টা গুরুর, অধ্যাত্মশাস্ত্রের কিম্বা অনুকূল দেশ কাল ইত্যাদির অপ্রাপ্তি হইলে। ৫৪

ভাল, নির্গুণব্রহ্মতত্ত্ব গুণরহিত বলিয়া তাহার উপাসনা ত' অনুষ্ঠানের অসাধ্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'উপাসনা' শব্দে প্রত্যয়ের আবৃত্তি বুঝায় ; সেইহেতু সগুণব্রহ্মে প্রত্যয়ের আবৃত্তি যেরূপ সম্ভব, নির্গুণব্রহ্মে প্রত্যয়ের আবৃত্তি সেইরূপই সম্ভব বলিয়া 'উপাসনা' অসম্ভব নহে :—

(খ) নির্গুণব্রহ্মের উপাসনার সম্ভাব্যতা-প্রতিপাদন।

নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যুপাস্তেরসম্ভবঃ।
সগুণব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ ॥ ৫৫

অন্বয়—নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য উপাস্তেঃ অসম্ভবঃ ন, হি (যতঃ) সগুণব্রহ্মণি ইব অত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা অসম্ভব নহে; কেননা, সগুণ-ব্রহ্মের ন্যায় নির্গুণব্রহ্মেও প্রত্যয়ের আবৃত্তি সম্ভব। ৫৫

(শঙ্কা) ভাল, নির্গুণব্রহ্ম ত' বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া উপাস্য হইতে পারেন না। (সমাধান) এইরূপ দোষারোপ ব্রহ্মের জ্ঞানপক্ষেও তুল্যরূপে সম্ভব, অর্থাৎ তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন না বলিয়া শঙ্কা, সেই শঙ্কা ব্রহ্মজ্ঞানেও সম্ভব।

অবাঙ্মনসগম্যং তন্নোপাস্যমিতি চেত্তদা।
অবাঙ্মনসগম্যস্য বেদনং ন চ সম্ভবেৎ॥ ৫৬

অন্বয়—অবাঙ্মনসগম্যম্ তৎ উপাস্যম্ ন ইতি চেৎ, তদা অবাঙ্মনসগম্যস্য বেদনম্ চ ন সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'বচন ও মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন না'—যদি এইরূপ বল, তবে বলি তাহা হইলে বচন ও মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানও অসম্ভব হইবে। ৫৬

ভাল, ব্রহ্মকে বচন ও মনের অগোচররূপেই জানা যাইতে পারে, যদি এইরূপ বল, তবে বলি সেইরূপে ব্রহ্মের উপাসনাও করা যাইতে পারে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) ব্রহ্মজ্ঞানে উক্ত দোষ-নিবারণ যেরূপ সম্ভব ব্রহ্মোপাসনাতেও তদ্রূপ।

বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যেবং যদি বেত্ত্যসৌ।
বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কুতঃ॥ ৫৭

অন্বয়—বাগাদ্যগোচরাকারম্ ইতি এবম্ যদি অসৌ বেত্তি, বাগাদ্যগোচরাকারম্ ইতি কুতঃ নো উপাসীত?

অনুবাদ ও টীকা—(বাদী—) বচনাদির অগোচর এই আকারেই অর্থাৎ 'ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচরস্বরূপ'—এইরূপেই লোকে ব্রহ্মকে জানিতে পারে। (সিদ্ধান্তী—) তাহা হইলে 'অবাঙ্মনসগোচরস্বরূপ' ব্রহ্ম এই আকারেই কেন লোকে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে না পারিবে? (উত্তর) অবশ্য পারিবে। ৫৭

ভাল, ব্রহ্মকে উপাস্য বলিয়া মানিলে ব্রহ্মের সগুণতা আসিয়া পড়িবে। এইরূপ আশঙ্কা করিলে তদুত্তরে বলা যাইবে, ব্রহ্মকে বেদ্য বা জ্ঞানের যোগ্য বলিয়া মানিলে, তদ্দ্বারাও সগুণতা আসিয়া পড়িবে। তদুত্তরে যদি বল, লক্ষণাবৃত্তিরদ্বারা ব্রহ্মকে বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বলা হয়, তবে বলি লক্ষণকেই অর্থাৎ লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মকেই উপাসনা কর।

(ঙ) উপাস্যব্রহ্মে সগুণতার শঙ্কা করিলে, জ্ঞেয়ব্রহ্মেও সগুণতা তুল্যরূপে আসিবে।

সগুণত্বমুপাস্যত্বাদ্যদি বেদ্যত্বতোঽপি তৎ।
বেদ্যং চেল্লক্ষণাবৃত্ত্যা লক্ষণং সমুপাস্যতাম্॥ ৫৮

অন্বয়—উপাস্যত্বাৎ যদি সগুণত্বম্, বেদ্যত্বতঃ অপি তৎ ; লক্ষণাবৃত্ত্যা বেদ্যম্ চেৎ, লক্ষণম্ সমুপাস্যতাম্।

অনুবাদ—যদি বল ব্রহ্মের উপাস্যতা মানিলে ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া মানিতে হয়, তবে বলি ব্রহ্মের বেদ্যতা মানিলেও সগুণতা আসিয়া পড়ে। তদুত্তরে যদি বল, লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মকে বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয় বলা হয়, তবে বলি, লক্ষণকেই অর্থাৎ লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মকেই উপাসনা কর।

টীকা—বাদী যদি বলে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকে বেদ্য বলিয়া মানিলে ব্রহ্মে সগুণতার সম্ভাবনা ঘটিবে না, তদুত্তরে বলা যাইবে, উপাসনাও সেইরূপ লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিয়া করা যাইবে না কেন ? ইহাই বলিতেছেন—"তবে বলি লক্ষণকেই" ইত্যাদিদ্বারা। ৫৮

ভাল, শ্রুতিই ত' ব্রহ্মের উপাস্যতার নিষেধ করিতেছেন—বাদীর সিদ্ধান্ত লইয়া এই শঙ্কা বর্ণন করিতেছেন :—

(চ) (শঙ্কা) শ্রুতি স্বয়ং ব্রহ্মে উপাস্যতার নিষেধ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম বিদ্ধি তদেব ত্বং ন ত্বিদং যদুপাসতে।
ইতি শ্রুতেরুপাস্যত্বং নিষিদ্ধং ব্রহ্মণো যদি ॥ ৫৯

অন্বয়—"ত্বম তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি, যৎ তু উপাসতে ইদম্ ন" ইতি শ্রুতেঃ ব্রহ্মণঃ উপাস্যত্বম্ নিষিদ্ধম্ যদি।

অনুবাদ—"তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান ; যাহাকে লোকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না"—এই প্রকার শ্রুতিবচনে (কেন উ, ১।৫) ব্রহ্মের উপাস্যতার নিষেধ করা হইয়াছে, (যদি এইরূপ বল,)।

টীকা—[যন্মনসা ন মনুতে, যেনাহুর্মনো মতং তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে—কেন উ, ১।৫]—লোকে মনদ্বারা যাঁহার সঙ্কল্প বা অবধারণ করিতে পারে না, যিনি মনকে আপনার বিষয়ীভূত করেন, ব্রহ্মবিদ্গণ বলেন—তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবে : যাহাকে লোকে "এই" বলিয়া—দেশকালাবচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া—উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। শ্রুতি এইরূপে উপাস্য বস্তুর ব্রহ্মভাব নিষেধ করিতেছেন—ইহাই অভিপ্রায়। তুমি যাহা বাক্য ও মনের অগোচর "তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি"—তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবে, "ইদম্ ন"—যৎ তু (পুরুষাঃ) উপাসতে তৎ ন বিদ্ধি—যাহাকে লোকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না—এইরূপ অর্থ পাইবার মত অন্বয় করিতে হইবে। ৫৯

(তবে বলি) শ্রুতি উপাস্য বস্তুর ব্রহ্মভাব যেমন নিষেধ করিয়াছেন, বেদ্য (জ্ঞেয়) বস্তুরও ব্রহ্মভাব সমানভাবে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(ছ) (সমাধান) উপাস্যতানিষেধের ন্যায় শ্রুতিকর্তৃক বেদ্যতাও তুল্যরূপে নিষিদ্ধ।

বিদিতাদন্যদেবেতি শ্রুতের্বেদ্যত্বমস্য ন।
যথা শ্রুত্যৈব বেদ্যং চেত্তথা শ্রুত্যাপ্যুপাস্যতাম্ ॥ ৬০

অন্বয়—বিদিতাৎ অন্যৎ এব ইতি শ্রুতেঃ অস্য বেদ্যত্বম্ ন। যথা [দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ম

সূক্ষ্মদর্শিভিঃ কঠ উ ৩।১২] ইত্যাদি—শ্রুত্যা এব বেদ্যম্ চেৎ, তথা [প্রজ্ঞাম কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ—বৃহদা উ. ৪।৪।২১] ইত্যাদি শ্রুত্যা অপি উপাস্যতাম্।

অনুবাদ—'জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে এইরূপ সকল স্থূলবস্তু হইতে সেই ব্রহ্ম একেবারে পৃথক্, আবার যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তুরও উপরে অর্থাৎ তাহা হইতেও পৃথক্'—এই অর্থের শ্রুতিবচন হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্মের বেদ্যতাও শ্রুতিকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার 'যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শনশক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা ব্রহ্মকে দর্শন করেন'—এই অর্থের শ্রুতিবচন হইতে ব্রহ্মের জ্ঞেয়তা—জ্ঞানবিষয় হইবার যোগ্যতাও—যেমন বুঝা যায়, সেইরূপ 'যিনি ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হইবেন, তিনি প্রজ্ঞা—ব্রহ্মবিষয়ক প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা করিবেন'—এই অর্থের শ্রুতিবচন হইতে ব্রহ্মের উপাসনযোগ্যতাও বুঝা যায়। সেইরূপ শ্রুতিবচন ধরিয়া উপাসনাও কর।

টীকা— অন্যৎ এব তৎ বিদিতাদ্ অথো অবিদিতাদ্ অধি—কেন উ, ১।৩]—(অর্থ অনুবাদে উক্ত)—এই শ্রুতিবচন ব্রহ্মের বেদ্যতাও নিষেধ করিতেছে। এস্থলে "বিদিতাৎ" শব্দে জ্ঞানের বিষয়—সকল জ্ঞাতবস্তু হইতে, "অবিদিতাৎ" শব্দে অজ্ঞানের বিষয় সকল অজ্ঞাতবস্তু হইতে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভাল, জ্ঞানের বিষয় যে বিদিতবস্তু এবং অজ্ঞানের বিষয় যে অবিদিতবস্তু, তদুভয় হইতে ব্রহ্ম পৃথক্, শ্রুতি যখন এইরূপে ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন ব্রহ্মকে সেইরূপই অর্থাৎ জ্ঞাত-অজ্ঞাতবস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এইরূপ প্রতিবন্দি-পরিহার-চেষ্টা দেখিয়া বলিতেছেন—উপাসনাবিষয়েও সমাধান তুল্যরূপ :—সেইরূপ "যিনি ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মজ্ঞ) হইবেন" ইত্যাদিদ্বারা। ৬০

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মের বেদ্যতা ত' অবাস্তব। (সমাধান) উপাস্যতাও তদ্রূপ; ইহাই বলিতেছেন :—

ব্রহ্মের বেদ্যতা যেমনি মিথ্যা, উপাস্যতাও তদ্রূপ; উভয়ের বৃত্তি ব্যাপ্তি।

অবাস্তবী বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বং তথা ন কিম্ ?
বৃত্তিব্যাপ্তির্বেদ্যতা চেদুপাস্যত্বেঽপি তৎ সমম্ ॥ ৬১

অন্বয়—বেদ্যতা অবাস্তবী চেৎ? উপাস্যত্বম তথা ন কিম? বৃত্তিব্যাপ্তিঃ বেদ্যতা চেৎ উপাস্যত্বে অপি তৎ সমম্।

অনুবাদ—যদি বল ব্রহ্মের যে অবাস্তব বেদ্যতা, তাহাই স্বীকার করা হইতেছে, তবে বলি, ব্রহ্মের অবাস্তব উপাস্যতাই বা কেন স্বীকার না করা হইবে? যদি বল বৃত্তিব্যাপ্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারা বৃত্তিই ব্রহ্মের বেদ্যতা, তবে বলি সেই বৃত্তিব্যাপ্তিই ব্রহ্মের উপাস্যতা বিষয়েও কেন অন্যরূপ হইবে? অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারাবৃত্তিকরণই উপাসনা।

টীকা—ভাল, বৃত্তির ব্রহ্মাকারতা জ্ঞান পক্ষেই চলিবে, উপাসনা পক্ষে নহে। এইরূপ

আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—শঙ্কের বলে বৃত্তির ব্রহ্মাকারতা, জ্ঞান ও উপাসনা উভয় পক্ষেই সমান। ("বস্তুস্বরূপানপেক্ষং পুরুষেচ্ছামাত্রতন্ত্রং মানসপ্রবাহঃ—উপাসনা"। বস্তুর স্বরূপের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল পুরুষেচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানসপ্রবাহ—প্রত্যয়ের বা বৃত্তির প্রবাহকরণের নাম উপাসনা। অথবা "সমানপ্রত্যয়করণম্ উপাসনম্"—তুল্যরূপ প্রত্যয়ের প্রবাহকরণের নাম উপাসনা। আবার, "জ্ঞায়তে অনেন ইতি করণবুৎপত্ত্যা বৃত্তির্জ্ঞানম্"—যাহারদ্বারা জানা যায় এইরূপে করণবাচ্যে জ্ঞা-ধাতুর উত্তর ল্যুট্ (অনট্) প্রত্যয় করিয়া যে 'জ্ঞান' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ 'বৃত্তি'। "বৃত্তিরূপং তদবচ্ছিন্নবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপং চ জ্ঞানম্"—জ্ঞান মনোবৃত্তিরূপ এবং মনোবৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপ; (অর্থাৎ জ্ঞান বলিতে যেমন মনোবৃত্তি অথবা বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে বুঝায় সেইরূপ উপাসনা বলিতে উপাস্যবিষয়ক প্রত্যয়ের বা মানসবৃত্তির প্রবাহকরণ বুঝায়।) এইহেতু জ্ঞান ও উপাসনা উভয়ই 'বৃত্তি'মূলক এই কথাই বলিতেছেন :—"যদি বল বৃত্তিব্যাপ্তি" ইত্যাদিদ্বারা। ৬১

যুক্তিহীন উপালম্ভ বা পরপক্ষদোষসূচক প্রশ্ন তোমার পক্ষেও সমান, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) যুক্তিহীন পরপক্ষদূষণ উভয়পক্ষেই সমান; উপাসনার প্রমাণ।

কা তে ভক্তিরুপাস্তৌ চেৎ কস্তে দ্বেষস্তদীরয়।
মানাভাবো ন বাচ্যোঽস্যাং বহুশ্রুতিষু দর্শনাৎ॥ ৬২

অন্বয়—তে উপাস্তৌ কা ভক্তিঃ (ইতি) চেৎ, তে কঃ দ্বেষঃ তৎ ঈরয়। বহুশ্রুতিষু দর্শনাৎ অস্যাম্ মানাভাবঃ ন বাচ্যঃ।

অনুবাদ—যদি বল, হে সিদ্ধান্তিন্, উপাসনা বিষয়ে আপনার এই ভক্তি কি প্রকার? তবে বলি, হে বাদিন্, তাহাতে তোমার দ্বেষের হেতু কি? তাহাই অগ্রে বল। অনেক শ্রুতিতে নির্গুণ উপাসনা বিহিত হইয়াছে, দেখা যায় বলিয়া তাহার প্রমাণ নাই, এরূপ বলা উচিত নহে।

টীকা—ভাল, নির্গুণ উপাসনাবিষয়ে ত' প্রমাণ নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—অনেক শ্রুতিতে নির্গুণ উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, নির্গুণ উপাসনার প্রমাণ নাই, এইরূপ বলা উচিত নহে; ইহাই বলিতেছেন—"অনেক শ্রুতিতে" ইত্যাদি। ৬২

"অনেক শ্রুতিতে নির্গুণ উপাসনা বিহিত হইয়াছে দেখা যায়"—যাহা অতীত শ্লোকে উক্ত হইল, তাহাই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) নির্গুণ উপাসনার প্রমাণরূপ উপনিষদের উল্লেখ।

উত্তরস্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেঽথ কাঠকে।
মাণ্ডূক্যাদৌ চ সর্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতা॥ ৬৩

অন্বয়—উত্তরস্মিন্ তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নে অথ কাঠকে মাণ্ডূক্যাদৌ চ সর্বত্র নির্গুণোপাস্তিঃ ঈরিতা।

অনুবাদ—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদে, প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত শৈব্যকৃত (পঞ্চম) প্রশ্নে, কঠোপনিষদে, মাণ্ডূক্যোপনিষদে এবং অন্য অর্থাৎ তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক ইত্যাদি উপনিষদে নির্গুণ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

টীকা—নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদের প্রথম (১।১) মন্ত্রেই নির্গুণোপাসনা এইরূপে কথিত হইয়াছে :—[দেবা হ বৈ প্রজাপতিম্ অব্রুবন্ অণোঃ অণীয়াংসম ইমম্ আত্মানম্ ওঁকারং নঃ ব্যাচক্ষ" ইতি] এইরূপ পুরাবৃত্ত শুনা যায়—দেবতাগণ সাধনবিশেষদ্বারা প্রদীপ্তান্তঃকরণ হইয়া—প্রশ্ন করিবার যোগ্যতালাভ করিয়া আচার্য্য প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ওঁকাররূপ এই আত্মা অণু অপেক্ষাও অণু তাহা আমাদিগের নিকট ব্যাখ্যা করুন (যাঁহাকে আমরা উপাসনা করিতে পারি)। এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকপ্রকার নির্গুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। আবার "শৈব্য প্রশ্নে"—প্রশ্নোপনিষদের শৈব্যপ্রশ্ন নামক পঞ্চম প্রশ্নে (প্রশ্ন উ ৫।৫) [যঃ পুনঃ এতম্ ত্রিমাত্রেণ ওঁমিত্যনেন এব অক্ষরেণ পরম্ পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত]—যে পুরুষ আবার অকার উকার মকার এই ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকাররূপ অক্ষরদ্বারাই এই পরম পুরুষ ব্রহ্মের ধ্যান করে—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নির্গুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। আবার "কাঠকে"—কঠোপনিষদে (২।১৫) [সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি]—সকল বেদই (বেদান্তই) যে পরমপদের (ব্রহ্মের) স্বরূপ বর্ণন করিতেছে—এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া [এতদ্ এব হি অক্ষরম্ ব্রহ্ম, ২।১৬ : এতদ্ আলম্বনম্ শ্রেষ্ঠম—২।১৭]—যেহেতু এই প্রণবনামক অক্ষর, ব্রহ্ম : এই প্রণবরূপ আলম্বন—ব্রহ্মদৃষ্টির অধিকরণ—কার্য্যব্রহ্মের ধ্যানোপকারক বলিয়া, গায়ত্রী প্রভৃতি আলম্বন হইতে শ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি বচনদ্বারা প্রণবের (ওঁকারের) উপাসনা কথিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে—[ওঁম্ ইতি অক্ষরম ইদম্ সর্ব্বম্—মাণ্ডুক্য উ, ১]—ওঁম্ এই যে অক্ষর, ইহাই সব—ইত্যাদি বচনদ্বারা জাগ্রদাদি তিন অবস্থার অতীত, সাক্ষিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে। মূলের 'আদি' শব্দদ্বারা তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদও বুঝিতে হইবে। এই সকল উপনিষদে নির্গুণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। ৬৩

ভাল, এই নির্গুণ উপাসনার অনুষ্ঠান কি প্রকারে করিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ট) উপাসনার অনুষ্ঠান-প্রকার বর্ণন ; উপাসনা জ্ঞানের সাধন।

অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ।
জ্ঞানসাধনমেতচ্চেন্নেতি কেনাত্র বারিতম্॥ ৬৪

অন্বয়—অস্যাঃ অনুষ্ঠানপ্রকারঃ পঞ্চীকরণে ঈরিতঃ। এতৎ জ্ঞানসাধনম (ইতি) চেৎ, অত্র ন ইতি কেন বারিতম?

অনুবাদ—এই নির্গুণ উপাসনার অনুষ্ঠানপ্রকার সুরেশ্বরাচার্য্যকর্তৃক "পঞ্চীকরণবার্ত্তিক" নামকগ্রন্থে কথিত হইয়াছে। যদি বল নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা জ্ঞানেরই সাধন (মুক্তির সাধন নহে), তবে জিজ্ঞাসা করি 'জ্ঞানের সাধন নহে' বলিয়া কে তোমাকে নিবারণ করিতেছে? কেহই নহে।

টীকা—ভাল, এই নির্গুণ উপাসনা জ্ঞানেরই সাধন, মুক্তির সাধন নহে, যদি এইরূপ আশঙ্কা কর তবে বলি, আমরা যে এই প্রকরণের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছি, 'ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও লোকে মুক্ত হয়', তোমার এই উক্তি আমাদের সেই উক্তির অনুকূলই হইতেছে—"যদি বল নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা" ইত্যাদি। অনেক উপনিষদে নির্গুণ উপাসনা অতি সংক্ষেপে উক্ত

হইলেও, মাণ্ডূক্যোপনিষদে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ভাষ্যকার ও আনন্দগিরি তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুরেশ্বরাচার্য্য "পঞ্চীকরণবার্ত্তিকে" ভাষ্যকারপ্রদর্শিত নির্গুণোপাসনা-প্রকার সংগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চলদাসপ্রণীত বিচারসাগরের পঞ্চম তরঙ্গেও তাহার সবিস্তর ব্যাখ্যা আছে। ৬৪

ভাল, সকলেই ত' সগুণ উপাসনার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, নির্গুণ উপাসনার নহে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, নির্গুণ উপাসনা উপনিষদাদিরূপ প্রমাণদ্বারা নির্ণীত হওয়ায়, নিষেধ অনুচিত :—

(১) লোকে নির্গুণ উপাসনা করে না বলিয়াই তাহার নিষেধ অনুচিত; দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন।

নানুতিষ্ঠতি কোঽপ্যেতদিতি চেন্মানুতিষ্ঠতু।
পুরুষস্যাপরাধেন কিমুপাস্তিঃ প্রদুষ্যতি ? ॥ ৬৫

অন্বয়—কঃ অপি এতৎ ন অনুতিষ্ঠতি ইতি চেৎ, মা অনুতিষ্ঠতু। পুরুষস্য অপরাধেন উপাস্তিঃ কিম্ প্রদুষ্যতি ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল, কেহই অর্থাৎ অনেকেই ত' নির্গুণ উপাসনার অনুষ্ঠান করে না, তদুত্তরে বলি, না-ই করুক, লোকের অর্থাৎ অনুষ্ঠাতার অপরাধহেতু কি উপাসনা দূষিত বলিয়া অবধারিত হইতে পারে? (উত্তর) কখনই পারে না। ৬৫

যাহা প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠানাভাবে তাহা পরিত্যাজ্য নহে; এই কথাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

ইতোঽপ্যতিশয়ং মত্বা মন্ত্রান্ বশ্যাদিকারিণঃ।
মূঢ়া জপন্তু তেভ্যোঽতিমূঢ়াঃ কৃষিমুপাসতাম্ ॥ ৬৬

অন্বয়—ইতঃ অপি অতিশয়ম্ মত্বা মূঢ়াঃ বশ্যাদিকারিণঃ মন্ত্রান্ জপন্তু; তেভ্যঃ অতিমূঢ়াঃ কৃষিম্ উপাসতাম্।

অনুবাদ—এই সগুণোপাসনা হইতেও উৎকর্ষাধিক্য দেখিয়া মূঢ়গণ বশীকরণাদির অনুষ্ঠানমন্ত্র জপ করুক, এবং তাহা হইতে অধিক মূঢ় কৃষিকর্ম্মের উপাসনা বা সেবা করুক।

টীকা—এস্থলে অভিপ্রায় এই—যেমন কালান্তরভাবী পরলোকরূপফলপ্রদ সগুণোপাসনাপেক্ষা বশীকরণাদির অনুষ্ঠানের মন্ত্রের শীঘ্র ঐহিকফলপ্রদস্বরূপ উৎকর্ষ বুঝিয়া মূঢ়গণ, সেই সেই মন্ত্রের জপাদিতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ বিচারশীল লোকে সগুণোপাসনা পরিত্যাগ করে না; অথবা যে প্রকার বশীকরণাদি ফলদায়ক মন্ত্রের জপাদিতে স্নানশৌচাদিরূপ "নিয়মের" অথবা অবিচ্ছেদ-পালন বা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাদিপূরণাদি "নিয়মের", অপেক্ষা আছে দেখিয়া অথবা বাঞ্ছিত ফলবিষয়ে "অনিয়ম" বা ব্যভিচারিতা দেখিয়া এবং কৃষিপ্রভৃতিরূপ কর্ম্মে সেইরূপ নিয়মের অপেক্ষা নাই দেখিয়া, তদপেক্ষা কৃষ্যাদিকর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝিয়া, মূঢ়তর ব্যক্তিগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, এইহেতু

লোকে সেই বশীকরণমন্ত্রের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ সাংসারিক ফলাভিলাষী ব্যক্তিগণ নির্গুণউপাসনায় প্রবৃত্ত না হইলেও মুমুক্ষুগণ নির্গুণোপাসনা পরিত্যাগ করেন না। ৬৬

এইরূপে প্রসঙ্গপ্রাপ্ত অর্থের পরিসমাপ্তি করিয়া আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ করিতেছেন :—

(ঙ) উপাসনা একই বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রুত্যুপদিষ্ট উপাস্যের গুণসমূহের একত্র উপসংহার।

তিষ্ঠন্তু মূঢ়াঃ প্রকৃতা নির্গুণোপাস্তিরীর্য্যতে।
বিধৈক্যাৎ সর্ব্বশাখাস্থান্ গুণানত্রোপসংহরেৎ॥৬৭

অন্বয়—মূঢ়াঃ তিষ্ঠন্তু প্রকৃতা নির্গুণোপাস্তিঃ ঈর্য্যতে। বিধৈক্যাৎ সর্ব্বশাখাস্থান্ গুণান্ অত্র উপসংহরেৎ।

অনুবাদ—মূঢ়পুরুষদিগের কথা থাকুক; আমরা উপস্থিত আলোচ্য নির্গুণ-উপাসনার কথাই বলিতেছি। নির্গুণ উপাসনা একপ্রকারমাত্র বলিয়া, বেদের সর্ব্বশাখায় উল্লিখিত গুণসকলকে একত্র অর্থাৎ উপাস্যব্রহ্মে উপসংহৃত করিতে হয়।

টীকা—"সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ম্ (অভিন্নম্ এব) চোদনাদ্যবিশেষাৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।১) 'সর্বৈঃ বেদান্তৈঃ'—সমস্ত উপনিষদদ্বারা, 'প্রতীয়ন্তে যানি তানি সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি'—বিহিত উপাসনা সকল, 'অভিন্নানি এব'—সর্ব্বত্র একই প্রকার; তাহার কারণ এই, 'চোদনা'—বিধায়ক শব্দ বা বিধি, অথবা চোদিতপ্রযত্ন হইয়াছে 'আদি' যাহাদিগের—যে ফল সংযোগাদির, তাহাদের 'অবিশেষাৎ'—ঐক্যবশতঃ। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে এবং বেদান্তের নামভেদ, উপাসনার রূপভেদ ও কর্ম্মভেদ দেখা যায়। এই কারণে অর্থাৎ নামভেদ বস্তুভেদের সূচক বলিয়া সংশয় হয়—একই উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে অথবা প্রত্যেক বেদান্তে এক একটি পৃথক্ উপাসনা কথিত হইয়াছে? সিদ্ধান্ত এই—একই উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে; কেননা, বিধায়ক শব্দের ও ফলের ভেদ কথিত হয় নাই—এই সূত্রানুসারে নির্গুণ উপাসনা একই প্রকারের বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উপাস্য ব্রহ্মের যে যে গুণ শুনা যায়, একই স্থলে তাহাদিগকে উপসংহৃত করিয়া—সম্মিলিত করিয়া—উপাসনা কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন—"নির্গুণ উপাসনা একপ্রকারমাত্র বলিয়া" ইত্যাদিদ্বারা। এক স্থলে শ্রুত অর্থের অন্য স্থলে অন্বয়ের নিমিত্ত উপক্ষেপের নাম "উপসংহার।" গুণোপসংহার শব্দের অর্থ—বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উল্লিখিত গুণ (ধর্ম্ম), অঙ্গ (সাধন), কিম্বা বিশেষণসমূহের একবুদ্ধিতে উপারোহণের নাম গুণোপসংহরণ অর্থাৎ ব্রহ্মের বাচক আনন্দাদিপদসমূহ "একবাক্য"রূপ বলিয়া অর্থাৎ একার্থবোধকতাহেতু, পরস্পরাকাঙ্ক্ষাবশতঃ বুদ্ধিতে স্থাপনযোগ্য বলিয়া তদ্রূপ অবধারণ। যেমন সম্ভূয়সমুত্থানে (যৌথ কারবারে) দশজন মিলিয়া প্রত্যেকে এক এক লক্ষ মুদ্রা দিয়া বণিগ্‌ব্যাপার আরম্ভ করিলে প্রত্যেকেই, সমস্তমুদ্রা বুদ্ধিতে একত্র করিয়া বলিয়া থাকে 'আমি দশলক্ষ টাকার কারবার করিতেছি, সেইরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্ম, সাধন বা বিশেষণকে এক অখণ্ড বুদ্ধিতে স্থাপনকে 'গুণোপসংহার' কহে। ৬৭

উপাস্য ব্রহ্মের গুণ অর্থাৎ ধর্ম্মসমূহ দুই প্রকার—যথা 'বিধেয়' অর্থাৎ বিধিবাক্যবোধিত (positive) এবং 'নিষেধ্য' অর্থাৎ নিষেধবাক্যবোধিত (negative); তন্মধ্যে [আনন্দো ব্রহ্ম—

তৈত্তিরীয় উ, ৩৬।১] ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ; [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ৩।৯।২৮] ব্রহ্ম—বিজ্ঞানানন্দরূপ ; [নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিভুরদ্বয় আত্মানন্দঃ পরঃ প্রত্যগেকরসঃ—নৃসিংহ উ তা, উ ৯] ব্রহ্ম—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ সত্য মুক্ত নিরঞ্জন বিভু (ব্যাপক) অদ্বয়, নিরতিশয়ানন্দ, প্রত্যক্ (সর্ব্বান্তর), একরস ইত্যাদি যে সকল বিধেয় গুণ, তাহাদের উপসংহার একাধারে একত্রীকরণ*, "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।১১) এই অধিকরণসূত্রে কথিত হইয়াছে—(আনন্দরূপত্ব-বিজ্ঞানঘনত্ব-সর্ব্বগতত্ব-সর্ব্বাত্মকত্ব-সত্যত্বাদয়ঃ তত্র তত্রোক্তাঃ সর্ব্বে এব ধর্ম্মাঃ প্রধানস্য বিশেষস্য প্রতিপত্তব্যাঃ, সর্ব্বাভেদাৎ ইতি আকৃষ্য হেতুঃযোজনীয়ঃ)—আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম ব্রহ্মে পরিকল্পিত, সেই সকল এক স্থানে কথিত হয় নাই ; না হইলেও অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথিত না হইলেও তাৎপর্য্যবশে বুঝিতে হইবে যে সমুদয় গুলিই একত্র প্রধানের অর্থাৎ বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা বিশেষণ—ফলতঃ যাহা কিছু ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ, সমস্তই সর্ব্বত্র সংগৃহীত হইবে ; কারণ এই যে ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ভেদরহিত এবং প্রধান বা বিশেষ্য। যখন বিশেষ্যের ভেদ নাই, একই বিশেষ্য সর্ব্বত্র কথিত, তখন কোন এক স্থানে কোন এক বিশেষণ কথিত না হইলেও, তাহা কথিতের ন্যায় গণ্য হইবে। ইহা ব্যাস উক্ত অধিকরণসূত্রে বর্ণন করিয়াছেন। ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) ব্রহ্মসূত্রদ্বারা বিধেয় ও নিষেধ্য গুণসমূহের বর্ণন।

আনন্দাদের্ব্বিধেয়স্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ।
আনন্দাদয় ইত্যস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা ॥ ৬৮

অন্বয়—আনন্দাদেঃ বিধেয়স্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ, "আনন্দাদয়ঃ" ইতি অস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা।

অনুবাদ—আনন্দপ্রভৃতি বিধেয় (অনিষেধ্য বা positive) গুণসমূহের উপসংহার করিতে হইবে ; ইহা ব্যাসকর্তৃক "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (ব্র, সূ ৩।৩।১১) এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—আর যে বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে [অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ ৩।৮।৮]—সেই অক্ষর বস্তুটি স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, এবং মুণ্ডক শ্রুতিবচনে [যৎ তদ্ অদ্রেশ্যম্ অগ্রাহ্যম্ অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্—১।১।৬]—যে সেই অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়াগম্য) অগ্রাহ্য (কর্ম্মেন্দ্রিয়াগ্রহণযোগ্য,) শব্দগুণহীন অথবা শব্দদ্বারা 'এইরূপ' এই ভাবে অবেদ্য ইত্যাদি ; কঠ শ্রুতিবচনে [অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্—৩।১৫]—স্পর্শগুণহীন অতএব ত্বগিন্দ্রিয়ের

* যখন আত্মার সন্মাত্রত্ব সাধিতে হয় তখন নিত্যত্বাদিহেতুদ্বারাই তাহা সাধিতে হয়। যখন নিত্যত্ব সাধিতে হয় ; তখন সন্মাত্রত্বাদি উক্ত দ্বাদশটিহেতু দ্বারাই তাহা সাধিতে হয় ; শুদ্ধত্বাদিও এইরূপে সাধনীয়, বুঝিয়া লইতে হইবে (নৃ, উ তা উ —টীকা) ।

† অধিকরণ—অবান্তর প্রকরণ, তাহা বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর সিদ্ধান্ত ও নির্ণয় এই পঞ্চাঙ্গবোধক বাক্যস্বরূপ। ব্যাস রচিত ৫৫৫টি 'ব্রহ্মসূত্র' ১৯২টি অধিকরণে বিভক্ত। আনন্দাদির উপসংহাররূপ অধিকরণ, তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ষষ্ঠ অধিকরণ। উক্ত সূত্র এই অধিকরণের প্রথমসূত্র বলিয়া ইহাকে "অধিকরণসূত্র" বলা হইয়াছে।

অবিষয়, অরূপ অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, অব্যয় নির্ব্বিকার ইত্যাদি (ব্রহ্মের) নিষেধাগুণসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শাখার সেই সেই উপনিষদে শুনা যায়, তাহাদের উপসংহার ব্যাসকর্ত্তৃক তৃতীয়াধ্যায়ের 'নিষেধোপসংহার' নামক বিংশ অধিকরণে, "অক্ষরধিয়াম্ তু অবরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্ ঔপসদবৎ তদ্ উক্তম্"—(ব্রহ্মসূত্র ৩৷৩৷৩৩) এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। 'তু' শব্দটি পূর্ব্বপক্ষের ব্যাবর্ত্তক, "অক্ষরধিয়াম্"—'অক্ষরে' ধর্ম্মী ব্রহ্মে দ্বৈতের নিষেধবুদ্ধি হয় যে সকল শব্দদ্বারা, সেই সকল 'অস্থূলা'দি নিষেধবোধক শব্দদ্বারা, সেই শব্দসমূহের অবরোধ বা উপসংহার হইবে বা হইবে না— এইরূপ সংশয় হইলে, 'হইবে না' এই পক্ষটির পরিহারপূর্ব্বক, 'হইবে' এই পক্ষটিই সিদ্ধান্তরূপে পাওয়া গেল, কেননা, "সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্"—ব্রহ্মের বিশেষনিরাকরণরূপ প্রতিপাদনপ্রকার সর্ব্বত্রই সমান এবং সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম একই—ইহা বুঝিতে পারা যায়। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলেন যখন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদন প্রণালী সর্ব্বত্র এক ও একরূপ, তখন একস্থানোক্ত বিশেষণ স্থানান্তরে কেন না গৃহীত হইবে? এ বিচার "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" সূত্রে বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সূত্রে কেবল বিধিমুখ বিশেষণগুলি বিচারিত হইয়াছে; এই সূত্রে নিষেধমুখ বিশেষণগুলি বিচারিত হইল, এই মাত্র বিশেষ। "ঔপসদবৎ"—যেমন উপসদ্‌রূপ অঙ্গযাগ* "তৎ উক্তম্"—তাহা জৈমিনিরচিত "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" (জৈ সূ ৩৷৩৷২)—(গুণ (অঙ্গ) ও মুখ্য (অঙ্গী); তদুভয়ের বিরোধ হইলে মুখ্যের (অঙ্গীর) সহিতই অমুখ্যের বা অঙ্গের (মন্ত্র নিচয়ের) সম্বন্ধ হইবেক; ইহাই সূত্রভাবার্থ।)—এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ফলিতার্থ—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সর্ব্বনিষেধের আশ্রয় অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রুতিস্থ নিষেধ প্রত্যেক শ্রুতিতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং তদ্দ্বারা 'একবাক্য'-প্রক্রিয়ায় অখণ্ডৈকরস পরব্রহ্ম—'অক্ষর,' অখণ্ড বুদ্ধিগোচর হইবেন। [(উক্ত সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ) বর্ণিত সিদ্ধান্তের অনুকূল দৃষ্টান্ত 'উপসদ্' যাগ। যেমন যমদগ্নিকৃত অহীনসত্রে* পুরোডাশাশিনী উপসদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে; তাহাতে যে পুরোডাশ প্রদানের মন্ত্র পঠিত হয়, সেই মন্ত্র উদ্গাতৃবেদোৎপন্ন, অর্থাৎ সামবেদেই সেই সকলের প্রথম উপদেশ; অথচ পুরোডাশ উদ্গাতৃকর্ত্তৃক প্রদত্ত না হইয়া, অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। অঙ্গ সকল প্রধানের অধীন। সেই কারণে এবং পূর্ব্বোক্ত কারণে অধ্বর্য্যুর সহিত সেই সকল মন্ত্রের সম্বন্ধ হইয়া থাকে—অধ্বর্য্যুই সর্ব্বত্র পুরোডাশ প্রদান-মন্ত্র পাঠ করেন। যদ্রূপ সামবেদোৎপন্ন পুরোডাশপ্রদানমন্ত্র সার্ব্বত্রিক, সেইরূপ যে কোন বেদে বা শাখায় উৎপন্ন অক্ষর বা ব্রহ্ম বিশেষণগুলিও সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ অক্ষরাধীনতা হেতু সর্ব্বত্রই অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রথমকাণ্ডে বা পূর্ব্ব মীমাংসায় কথিত হইয়াছে

* যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখায় পুরোডাশসাধ্যযাগের বিধান আছে। তন্মধ্যে, চতুর্দ্দিন সাধ্য একটি যাগ আছে, তাহার নাম 'অহীন' (অহোভিঃ সাধ্যম্)। অহীন যাগ যমদগ্নিকর্ত্তৃক প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই কারণে তাহার অন্য নাম যামদগ্ন্য-অহীন। এই অহীন যাগে পুরোডাশঘটিত 'উপসদ' নামক অঙ্গযাগ অনুষ্ঠিত হয়। উপসদ পুরোডাশপ্রদানসাধ্য এবং পুরোডাশপ্রদানের মন্ত্রগুলি সামবেদোৎপন্ন অথচ তাহা সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ উদ্গাতাকর্ত্তৃক পঠিত না হইয়া অধ্বর্য্যুকর্ত্তৃক পঠিত হয়। সামবেদবিহিত কর্ম্মের বা যজ্ঞের পুরোহিত 'উদ্গাতা,' যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মকর্ত্তা বা যজ্ঞপুরোহিত 'অধ্বর্য্যু'।

—যথা "গুণমুখ্যব্যতিক্রমে তদর্থত্বান্মুখ্যেন বেদসংযোগঃ" (জৈমিনিসূত্র ৩।৩।২)] ইহাই বলিতেছেন :—

অস্থূলাদের্নিষেধ্যস্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ।
তথা ব্যাসেন সূত্রেঽস্মিন্নুক্তাক্ষরধিয়াস্ত্বিতি॥ ৬৯

অন্বয়—তথা অস্থূলাদেঃ নিষেধ্যস্য গুণসঙ্ঘস্য সংহৃতিঃ "অক্ষরধিয়াম্ তু" ইতি অস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন উক্তা।

অনুবাদ ও টীকা—সেইরূপ অস্থূলাদি নিষেধ্যরূপ গুণসমূহের উপসংহার, "ধর্ম্মী ব্রহ্মে সেই প্রকার অস্থূলাদি নিষেধবাচক বিশেষণের উপসংহার করিতে হয়" (ব্র, সূ ৩।৩।৩৩) এই মর্ম্মের সূত্রে, ভগবান ব্যাস বর্ণন করিয়াছেন। ৬৯

ভাল, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায়, গুণসমূহের উপসংহার ত' সম্ভব নহে, কেননা, তাহাতে নির্গুণ বিদ্যারূপতার সহিত বিরোধ হয়—এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস যে উপসংহারের কথা বলিয়াছেন, আমরা কেবল তাহাই বলিতেছি। এইহেতু এই অনুযোগ আমাদের প্রতি অনুচিত, (এইরূপে উপন্যাস করিতেছেন) :—

(ণ) 'নির্গুণে গুণের উপসংহার অসম্ভব'—এই উপালম্ভ ব্যাসের প্রতিই প্রযোজ্য।

নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াং গুণসংহৃতিঃ।
ন যুজ্যতেত্যুপালম্ভো ব্যাসং প্রত্যেব মাং ন তু॥৭০

অন্বয়—নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিদ্যায়াম গুণসংহৃতিঃ ন যুজ্যেত ইতি উপালম্ভঃ ব্যাসম্ প্রতি এব, মাম (প্রতি) তু ন।

অনুবাদ ও টীকা—'নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের যে উপাসনা তাহাতে গুণসমূহের উপসংহার অসম্ভব',—এইপ্রকার অনুযোগ করা ব্যাসের প্রতিই কর্ত্তব্য, আমার প্রতি নহে। ৭০

যেমন (ছান্দোগ্য উপনিষদে ১।৬।৬) (সূর্য্যাদির) হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিগুণবিশিষ্ট মূর্ত্তির উল্লেখ আছে, সেইরূপ মূর্ত্তিসমূহের উল্লেখ নাই বলিয়া ব্যাসোক্ত এই উপাসনা নির্গুণোপাসনাই, যদি এইরূপ বলি তাহা হইলে ত' ব্যাসোক্ত এই নির্গুণোপাসনায়, বিরোধ নাই—বাদীর এইরূপ আপত্তি পরিহার এবং আপনার উত্তর, সিদ্ধান্তী বর্ণন করিতেছেন :—

(ত) মূর্ত্তির অনুল্লেখহেতু ব্যাসের নির্গুণোপাসনার উপদেশ অবিরোধ।

হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তীনামনুদাহৃতেঃ।
অবিরুদ্ধং নির্গুণত্বমিতি চেত্তুষ্যতাং ত্বয়া॥ ৭১

অন্বয়—হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তীনাম অনুদাহৃতেঃ নির্গুণত্বম্ অবিরুদ্ধম্ ইতি চেৎ, ত্বয়া তুষ্যতাম্।

অনুবাদ—সুবর্ণময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট সূর্য্যপ্রভৃতি মূর্ত্তির উল্লেখ না থাকায়, ব্যাসোক্ত উপাসনার নির্গুণবিষয়তা লইয়া বিরোধ হইতে পারে না,—যদি এই বল, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই তুমি সন্তুষ্ট থাক; (আমরাও সেইরূপমূর্ত্তির উল্লেখ করি নাই, আমাদের নির্গুণোপাসনাতেই বা কি বিরোধ আছে ?)

টীকা—"হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তীনাম্"—হিরণ্যানি হিরণ্ময়ানি শ্মশ্রূণি যস্য অসৌ হিরণ্যশ্মশ্রুঃ—সুবর্ণময়দাড়িযুক্ত, এইরূপ যে সূর্য্য (সূর্য্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বা নারায়ণ) তিনিই আদি যাঁহাদিগের, তাঁহারা হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদয়ঃ—তাঁহাদের মূর্ত্তিসমূহ—হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তয়ঃ, তাহাদিগের—বিগ্রহ-বাক্য এইরূপ হইবে। ৭১

ভাল, আনন্দাদি (বিধেয়গুণসমূহ) এবং অস্থূলাদি (নিষেধ্য গুণসমূহ) উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রতিষ্ঠ বলিয়া সেই সেই গুণবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম কি প্রকারে উপাস্য হইতে পারেন ?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, সেই গুণসমূহ ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট হইলেও, ব্রহ্মের লক্ষক হইতে পারে বলিয়া, সেই গুণসমূহদ্বারা লক্ষিত ব্রহ্ম উপাসনার যোগ্য :—

(খ) আনন্দাদিগুণসমূহ-দ্বারা লক্ষ্য ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন।

গুণানাং লক্ষকত্বেন ন তত্ত্বেঽস্যঃ প্রবেশনম্।
ইতি চেদস্ত্বেবমেব ব্রহ্মতত্ত্বমুপাস্যতাম্॥ ৭২

অন্বয়—গুণানাম্ লক্ষকত্বেন তত্ত্বে অস্যঃ প্রবেশনম ন ইতি চেৎ ? অস্তু ; এবম এব, বহ্মতত্ত্বম উপাস্যতাম।

অনুবাদ—'(বিধেয় ও নিষেধ্য) গুণসমূহ লক্ষকমাত্র ; তাহাদের ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপে প্রবেশ নাই'—যদি বল, তবে এইরূপ হউক না কেন, অর্থাৎ গুণসমূহ ব্রহ্ম স্বরূপে অপ্রবিষ্ট থাকুক না কেন ? এই লক্ষ্যরূপেই ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনার যোগ্য।

টীকা—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (ব্র, সূ, ৩।৩।১১) ইহার ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মস্বরূপপ্রতি-পাদনে যে সকল শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য, সেই সকল শ্রুতিবচনে, আনন্দরূপতা, বিজ্ঞানঘনতা, সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বাত্মকত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট ব্রহ্মধর্ম্ম কিছু কিছু কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু জ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু এক এবং নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মরহিত বলিয়া, সেই সেই ধর্ম্মের উল্লেখ শুনিয়া সংশয় হয়, আনন্দাদি ব্রহ্মের ধর্ম্ম কি না ? তাহারা ব্রহ্মধর্ম্ম হইলেও যে স্থলে যতগুলি শুনা যায়, সেইস্থলে ততগুলিই নিশ্চয় করিবার যোগ্য অথবা সকল শ্রুতিবচনে যে সকল ধর্ম্ম শুনা যায় তাহার সকলগুলিই ব্রহ্মে নিশ্চয় করিবার যোগ্য ? সেস্থলে (পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া গেল) শ্রুতির বিভাগানুসারেই, (সেই সেই বিভাগে) ব্রহ্মধর্ম্ম সকল গ্রহণ করিতে হইবে। যেখানে যেটি শ্রুত হইয়াছে, সেখানে সেইটিই গ্রহণ করিতে হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষের নিরাসের জন্য বলা হইতেছে যে আনন্দাদি ধর্ম্মনিচয় প্রধানের (ব্রহ্মের) সম্বন্ধে সার্ব্বত্রিক অর্থাৎ সকল শাখায় সমুদয় ব্রহ্মধর্ম্মের সমাবেশ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে, কেননা, ব্রহ্ম সর্ব্বত্রই অভিন্ন অর্থাৎ এক—সমুদয় বেদান্তে এক অদ্বয়ব্রহ্ম, 'প্রধান' অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে কথিত। সেইহেতু কোন এক শাখায় কোন এক বিশেষণ উল্লিখিত না হইলেও, ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ এক ব্রহ্ম সমুদয় শাখায় উপদিষ্ট বলিয়া, শাখান্তরোক্ত বিশেষণ শাখান্তরে নীত হয় ; বিভিন্ন ব্রহ্মপ্রতিপাদিত হয় না। (ব্রহ্মের বিশেষণসমূহ সর্ব্বত্র এক জ্ঞানের বিষয়)। এই অধিকরণের পূর্ব্বাধিকরণসূত্রে, যে দেবদত্তের শৌর্য্যাদিগুণের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তদ্দ্বারা ব্রহ্মগুণের সার্ব্বত্রিকতা অনুমান কর। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দত্ব, সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি যে "সামান্য" বা জাতিবাচকপদ, তাহারা

ব্রহ্মে কল্পিত ধর্ম্ম ; বেদের সকল শাখাতেই তাহাদের উপসংহার হইবে। আনন্দ, সত্য, জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম, শুদ্ধ অদ্বয় আত্মা—এই যে সকল একার্থে তাৎপর্য্যবিশিষ্ট সমানাধিকরণ পদ ; তাহারা আনন্দত্বপ্রভৃতি জাতিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের পরিহার করিয়া সকলের অধিষ্ঠানভূত এক অখণ্ড (সজাতীয়াদি ভেদরহিত) ব্যক্তিকে—অদ্বয়বস্তুমাত্রকে—লক্ষণাদ্বারা বুঝাইয়া দেয়। আর যদি বল, একই পদদ্বারা যখন লক্ষ্যের সিদ্ধি হয়, তখন অন্তপদগুলি নিষ্প্রয়োজন, তবে বলি এরূপ বলিতে পার না, কেননা, একই পদে বিরোধ থাকিতে পারে না, সেইহেতু লক্ষণা অসম্ভব। আবার যদি বল দুইটি মাত্র পদদ্বারাই ত' লক্ষণা সম্ভব হইতে পারে—যেমন "আনন্দব্রহ্ম," তবে বলি হইতে পারে বটে, এবং তদ্দ্বারা আত্মার দুঃখত্ব, ও অল্পত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্বের ভ্রান্তি ঘুচিতে পারে বটে, কিন্তু অসত্ত্ব, জড়ত্বপ্রভৃতি ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবেই ; সেইহেতু সেই সেই ভ্রান্তির নিষেধজন্য 'সত্য,' 'জ্ঞান' প্রভৃতি পদের উপসংহারের বা সংগ্রহের প্রয়োজন। আবার যদি বল ভ্রান্তির শেষ নাই, সেইহেতু ঐরূপ (পদরচিত) বাক্যও অসংখ্য হইবে, তবে বলি এরূপ বলিতে পার না, কেননা, সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ সর্ব্বধর্ম্মরহিত, অদ্বয়, বিকল্পশূন্য 'ব্রহ্ম হইতেছি আমি' এইরূপ বিশেষানুভব হইলে, সকল ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া যতগুলি পদদ্বারা সেইরূপ বিশেষানুভব হয়, ততগুলি পদই উপসংহৃত হইবার যোগ্য।

আর যে উদ্ধৃতভাষ্যে দেবদত্তের শৌর্য্যাদির দৃষ্টান্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দশম সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্যপাদ এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—স্বদেশে শৌর্য্যাদিগুণে প্রসিদ্ধ দেবদত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছে ; তদ্দেশীয়েরা তাহার সেই সকল গুণের কথা শুনে নাই ; তাই বলিয়াই কি দেবদত্তের সেই সকল গুণ নাই ? সে দেশেও যেমন পরিচয়বিশেষদ্বারা দেবদত্তের সেই সকল গুণ পরিগৃহীত হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ (পরিচায়ক) হেতুর দ্বারা শাখান্তরোক্ত উপাস্য ব্রহ্মের গুণ অন্যান্য শাখাতেও নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরিগৃহীত হয়। অবশেষে বিচারের উপসংহার এই যে এক অথচ প্রধান এইরূপ উপাস্যসম্বন্ধীয় ধর্ম্ম সকল কোন এক স্থানে শ্রুত হইলেই সেইগুলি সর্ব্বত্র উপসংহৃত হইবার যোগ্য। ইহাই সূত্রের অর্থ।

এইরূপে ৬৮ শ্লোকোক্ত 'বিধেয়' ব্রহ্মাবিশেষণরূপ পদসমূহ একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের লক্ষক ; ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক নহে, কেননা, (ক) এই লোকটি অমুকের পিতা, অমুকের পুত্র, অমুকের পৌত্র, অমুকের ভ্রাতা, অমুকের জামাতা—ইত্যাদি পিতৃত্ব পুত্রত্বাদি বিশেষণ যেমন একই লোকের বোধক হইয়া অন্যের নিষেধক হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দাদিপদ প্রথমে বিধিমুখে স্বরূপের বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পরে প্রপঞ্চের ব্যাবৃত্তিরূপ নিষেধের বুদ্ধি উৎপাদন করায়। আর (খ) সেই পুরুষ কুণ্ডলধারী নহে, শ্যামবর্ণের নহে, শ্বেতপাগড়ীধারী নহে ইত্যাদি বিশেষণ যেমন অন্য পুরুষগণের ধর্ম্মের নিষেধ করিয়া, কোন এক পুরুষের বোধক হয়, সেইরূপ, অদ্বিতীয়, অস্থূল প্রভৃতিশব্দ সাক্ষাদ্ভাবে প্রপঞ্চের ধর্ম্মসমূহের ব্যাবৃত্তি করিয়া নিষেধ প্রতিপাদনক্রমে তাৎপর্য্যদ্বারা স্বরূপের বোধক হয়। এইহেতু তাহারা একই বস্তুর লক্ষক।

যদি বল, সৎ চিৎ আনন্দপ্রভৃতিপদের বাচ্য সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয় বলিয়া, সৎ প্রভৃতি বাচকপদসমূহদ্বারা অসত্ত্বাদি প্রপঞ্চের ব্যাবৃত্তির জন্য 'লক্ষণার' প্রয়োজন নাই

সেইহেতু সৎপ্রভৃতি পদের লক্ষকতা কিরূপে হইবে ? তাহা অসিদ্ধ। তবে বলি—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক রূপভেদে সৎও প্রতীত হয় ; চৈতন্যরূপ জ্ঞান ও অনেক বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মধ্যে ভেদ প্রতীত হয় ; আনন্দেও প্রিয় মোদ প্রমোদ ইত্যাদিরূপভেদ প্রতীত হয়। এই সকল ভেদ, বচন এবং তদ্দ্বারা মনের সাক্ষাৎ গোচরবস্তু ; সেইহেতু তাহারা দ্বৈতসাপেক্ষ। সেই দ্বৈতের ব্যাবৃত্তি করিয়া পারমার্থিক সৎ-চৈতন্যরূপ অখণ্ড আনন্দাদিযুক্ত ব্রহ্ম বুঝাইবার নিমিত্ত সৎপ্রভৃতি শব্দসমূহেও লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিতে হয়। এইপ্রকারে শ্রুতি মন ও বচনের অগোচর ব্রহ্ম বর্ণন করেন। যদি বল, সৎ চিৎ আনন্দ প্রভৃতিপদদ্বারা লক্ষিত সৎ প্রভৃতি ধর্ম্ম পরস্পর অভিন্ন হইয়া একই ব্রহ্মে বিদ্যমান, সেইহেতু তাহাদের এবং ব্রহ্মের ধর্ম্মধর্ম্মিভাবদ্বারা ভেদব্যবহার সম্ভবে না, তদুত্তরে বলি, ধর্ম্মধর্ম্মিভাব গো ও অশ্বের ন্যায় অত্যন্ত ভিন্ন অথবা ঘট ও কলসের ন্যায় অত্যন্ত অভিন্ন হইতে পারে না ; কিন্তু ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ভেদ ও অভেদ উভয়েরই অপেক্ষা রাখে। সেইহেতু যখন সৎ প্রভৃতি এবং ব্রহ্মের মধ্যে পারমার্থিক অভেদই সিদ্ধ হয়, তখন ভেদের সেই অলাভহেতু, কল্পিত ভেদ লইয়া বদ্ধমুক্ত মহীপালের ন্যায় (তৃপ্তিদীপ ১৫০ শ্লোক) সন্তুষ্ট থাকিতে হয় অর্থাৎ ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে হয়—এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন কেহ ঘরে শুইয়া স্বপ্নে রাজপাট প্রাপ্ত হইলে কোনও বুদ্ধিমান পুরুষ সেই স্বপ্নদর্শী পুরুষকে রাজ্যরূপ দ্বৈতসহিত বলিয়া মানে না, তাহার সহিত রাজ্যাধিরূঢ় নৃপতির ন্যায় ব্যবহার করে না, সেই প্রকার কল্পিত ভেদদ্বারা ব্রহ্মের সদ্বৈততা সিদ্ধ হয় না। এইপ্রকারে বাস্তব অভেদ ও কল্পিত ভেদদ্বারা ধর্ম্মধর্ম্মীর ভেদব্যবহার সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে সত্তা চৈতন্যতা আনন্দতা প্রভৃতি জাতিরূপ গুণ বা ধর্ম্মসমূহ কল্পিত বলিয়া, তাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট হওয়ায়, তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অর্থাৎ ভাগত্যাগলক্ষণাবোধিত 'ব্রহ্ম হইতেছি আমি' এইরূপে ব্রহ্ম উপাস্য হইতে পারেন। ১২

সেইরূপ উপাসনার (আকার এবং) প্রকার (কিরূপে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে) প্রদর্শন করিতেছেন :—

আনন্দাদিভিরস্থূলাদিভিশ্চাত্মাত্র লক্ষিতঃ।
অখণ্ডৈকরসঃ সোঽহমস্মীত্যেবমুপাসতে॥ ১৩

অন্বয়—অত্র অখণ্ডৈকরসঃ আত্মা আনন্দাদিভিঃ চ অস্থূলাদিভিঃ লক্ষিতঃ ; "সঃ অহম অস্মি" ইতি এবম্ উপাসতে।

অনুবাদ—এই সকল শ্রুতিবচনে যে অখণ্ড একরস আত্মা আনন্দপ্রভৃতি বিধেয় বিশেষণ এবং অস্থূলপ্রভৃতি নিষেধ্য বিশেষণরূপ ধর্ম্মদ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন, "সেই আত্মাই হইতেছি আমি" এইরূপে উপাসনা করিতে হয়।

টীকা—"অত্র"—এই সকল শ্রুতিবচনে, যে অখণ্ডৈকরস আত্মা আনন্দপ্রভৃতি এবং অস্থূলাদি (ধর্ম্ম-) সাহায্যে লক্ষণাদ্বারা জ্ঞাপিত হইতেছেন, "তিনিই হইতেছি আমি" এইপ্রকারে মুমুক্ষুজন উপাসনা করেন বা ধ্যান করেন। ১৩

২। প্রশ্নক্রমে বোধ ও উপাসনার ভেদপ্রদর্শন।

ভাল, তাহা হইলে বোধ ও উপাসনার ভেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বোধ বস্তুতন্ত্র এবং উপাসনা কর্তৃতন্ত্র, এই প্রভেদ :—

(ক) প্রশ্নপূর্ব্বক বোধ ও উপাসনার ভেদ কথন।

বোধোপাস্ত্যোর্বিশেষঃ ক ইতি চেদুচ্যতে শৃণু।
বস্তুতন্ত্রো ভবেদ্বোধঃ কর্তৃতন্ত্রমুপাসনম্॥ ৭৪

অন্বয়—বোধোপাস্ত্যোঃ কঃ বিশেষঃ ইতি চেৎ, উচ্যতে শৃণু; বোধঃ বস্তুতন্ত্রঃ উপসানম্ কর্তৃতন্ত্রম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—যদি বল জ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে প্রভেদ কি? বলিতেছি, শুন। জ্ঞান বস্তুর অধীন আর উপাসনা পুরুষেচ্ছার অধীন।

টীকা—সাধারণ জ্ঞানমাত্র বস্তুর অধীন; তন্মধ্যে ভ্রমজ্ঞান অযথার্থ বস্তুর অধীন এবং প্রমাজ্ঞান, প্রমেয় (যথার্থবস্তু) এবং প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদির) অধীন; তাহা বিধি পুরুষেচ্ছা, (হঠ-জনিত) প্রযত্ন ও বিশ্বাসের অধীন নহে কেননা, যেমন পথে পতিত পাষাণতৃণাদিরূপ অথবা নষ্টচন্দ্ররূপ প্রমেয়ের, চক্ষুরূপ প্রমাণের সহিত সম্বন্ধ হইলেই, বিধি, পুরুষেচ্ছা প্রভৃতি বিনাই, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞানও বিধি প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়াই, জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মরূপ প্রমেয়বিষয়ক মহাবাক্যরূপ প্রমাণ গুরুমুখদ্বারা শ্রুত হইলেই উৎপন্ন হয়।

যদ্যপি আত্মজ্ঞানবিষয়ে [আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ—বৃহদা উ ২।৪।৫, ৪।৫।৬] —ইত্যাদি প্রেরকপ্রমাণরূপ বিধির, জিজ্ঞাসারূপ পুরুষেচ্ছার, শ্রবণাদিপ্রযত্নের হেতু হঠের (উদ্যমের), গুরুবেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধারূপ বিশ্বাসের—এই সকল সামগ্রীরই অপেক্ষা আছে, তথাপি আত্মজ্ঞানের প্রমেয় ও প্রমাণ বিনা, পুরুষেচ্ছানুসারে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব বলিয়া এবং পুরুষেচ্ছাধীন বস্তুতেই বিধিসম্ভব বলিয়া, আত্মজ্ঞানবিষয়ে বিধি নির্দ্দেশ করা, এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে কিন্তু যাহাতে আত্মজ্ঞানলাভে লোকে প্রবৃত্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে আত্মজ্ঞানসম্পাদনে পুরুষের যোগ্যতাপ্রদর্শনমাত্র। জিজ্ঞাসারূপ ইচ্ছাও মহাবাক্যরূপ প্রমাণ বিনা জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ নহে। এইহেতু জিজ্ঞাসা, ঘটের কারণ কুম্ভকারাদির ন্যায় ঘটের নিয়মিত কারণ নহে কিন্তু মৃদ্বাহী গর্দ্দভ অথবা কুম্ভকার-পত্নীর ন্যায় অন্যথাসিদ্ধ। আবার শ্রবণাদিপ্রযত্নের হেতু উদ্যম বা হঠ, শ্রবণাদির কারণ নহে, কিন্তু মহাবাক্যের শ্রবণ বিনা কেবল হঠদ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না এবং জ্ঞানের উৎপত্তির পর ক্ষণমাত্রে অজ্ঞানের বিনাশ হইলে, হঠ দ্বারা জ্ঞানকে রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ রক্ষাবিষয়ে শাস্ত্র বিধিও নাই। এইহেতু জ্ঞানবিষয়ে হঠ কারণ নহে। আবার গুরুবেদান্তবাক্যে শ্রদ্ধারূপ বিশ্বাস, শ্রবণবিষয়ে উপযোগী কিন্তু তাহা জ্ঞানের কারণ নহে। সেই বিশ্বাস পরোক্ষজ্ঞানের কারণ বটে কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞানের কারণ নহে, কেননা, বিচার বিনা কেবল বিশ্বাসদ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যায় নাই। এই প্রকারে ব্রহ্মের জ্ঞান প্রমেয় এবং প্রমাণের অধীন; এবং উপাসনাবিধি কর্তৃপুরুষের ইচ্ছা, হঠ ও বিশ্বাসের অধীন, কেননা, শাস্ত্রবিধির অনুসরণদ্বারা যে উপাসনা করা হয়, তাহাই শাস্ত্রোক্তফলের হেতু হয়। বিধি বিনা নিজ মনঃকল্পিত উপাসনা ফলের হেতু নহে। এইহেতু উপাসনায় বিধির অপেক্ষা আছে। কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা, না করা বা অন্যপ্রকারে করা যেমন পুরুষের ইচ্ছাধীন, সেইরূপ উপাসনা করা, না করা বা অন্যপ্রকারে

(বিহিত কল্পান্তরানুসারে) করা পুরুষের ইচ্ছাধীন। বহির্মুখ মনকে হঠ দ্বারা উপাস্যের আকারে আকারিত করিতে হয়, এইহেতু উপাসনা হঠসাপেক্ষ। আবার, এই শিলা শালগ্রাম বিষ্ণু অথবা এইটি নর্মদেশ্বর শঙ্কর, এই প্রকারে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়। যদি সেই সেই স্থলে বিচার করিয়া দেখা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিষ্ণুর চতুর্ভুজাদি চিহ্ন শালগ্রাম শিলায় নাই অথবা শিবের ত্রিনেত্রাদি চিহ্ন নর্মদেশ্বরে নাই কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেই সেই শিলাকে বিষ্ণুরূপে অথবা শিবরূপে চিন্তা করিতে হয়। এইহেতু উপাসনায় বিশ্বাসের অপেক্ষা আছে। এইরূপে উপাসনা কর্তাপ্রভৃতির অধীন। ইহাই জ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে প্রভেদ। ৭৪

জ্ঞান ও উপাসনার অন্য প্রকার বিলক্ষণতার সিদ্ধির জন্য জ্ঞানের হেতু, স্বরূপ ও ফল এই তিনটি, দুইটি শ্লোকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) উপাসনা হইতে জ্ঞানের বিলক্ষণতার সিদ্ধির জন্য জ্ঞানের হেতু, স্বরূপ ও ফলের বর্ণন।

বিচারাজ্জায়তে বোধোঽনিচ্ছা যং ন নিবর্ত্তয়েৎ।
স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্॥ ৭৫

অন্বয়—বিচারাৎ বোধঃ জায়তে, যম্ অনিচ্ছা ন নিবর্ত্তয়েৎ। স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে অখিলসত্যতাম্ দহতি।

অনুবাদ—জ্ঞান বিচার হইতে উৎপন্ন হয়; আর সেই জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইলে তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা আর নিবারিত হইবার নহে। আর সেই জ্ঞান স্বয়ং উৎপন্ন হইবামাত্রই সংসারে সকল বস্তুতেই সত্যতাভ্রমকে দগ্ধ করিয়া দেয়।

টীকা—"বিচারাৎ"—বস্তুর স্বরূপের বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়: "যম্ বোধম্"—আবার বিচার হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাহাকে, "অনিচ্ছা ন নিবারয়েৎ"—'আমার জ্ঞান যেন না হয়' এই প্রকারের অনিচ্ছা নিবারণ করিতে পারে না; আবার জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কেবল নিজের উৎপত্তিদ্বারাই "সংসারে অখিলসত্যতাম দহতি"—সংসারে সকল পদার্থে সত্যত্বভাবনা দগ্ধ অর্থাৎ বিনাশ করে। ৭৫

তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্নিত্যতৃপ্তিমুপাগতঃ।
জীবন্মুক্তিমনুপ্রাপ্য প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে॥ ৭৬

অন্বয়—তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্ নিত্যতৃপ্তিম্ উপাগতঃ জীবন্মুক্তিম্ অনুপ্রাপ্য প্রারব্ধক্ষয়ম্ ঈক্ষতে।

অনুবাদ—মুমুক্ষু তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া নিরতিশয় সুখপ্রাপ্ত হন এবং জীবন্মুক্তিলাভ করিয়া প্রারব্ধক্ষয় অবলোকন অর্থাৎ সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন।

টীকা—"তাবতা"—তত্ত্বজ্ঞানের কেবল উৎপত্তিদ্বারাই, নিরতিশয় সুখলাভ করেন। "ঈক্ষতে"—প্রতিক্ষণ উপভোগদ্বারা ক্ষীয়মাণ প্রারব্ধকে সাক্ষিরূপে অবলোকন করেন। ৭৬

জ্ঞান হইতে উপাসনার অন্য বিলক্ষণতা সিদ্ধ করিবার জন্য, সেই উপাসনা বুঝাইতেছেন :—

(ঙ) জ্ঞান হইতে উপাসনার অন্য বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্য উপাসনার স্বরূপ বর্ণন।

আপ্তোপদেশং বিশ্বস্য শ্রদ্ধালুরবিচারয়ন্।
চিন্তয়েৎ প্রত্যয়ৈরন্যৈরনন্তরিতবৃত্তিভিঃ॥ ৭৭

অন্বয়—শ্রদ্ধালুঃ আপ্তোপদেশম্ বিশ্বস্য অবিচারয়ন্ অন্যৈঃ প্রত্যয়ৈঃ অনন্তরিতবৃত্তিভিঃ চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ—শ্রদ্ধালু ব্যক্তি গুরূপদিষ্ট বস্তুর প্রতি বিশ্বাস করিয়া বিনা বিচারে অন্যবৃত্তিদ্বারা অন্তরায়রহিত বৃত্তিদ্বারা উপাস্যের চিন্তা করিবেন।

টীকা—"আপ্তোপদেশম্ বিশ্বস্য"—গুরুর উপাস্যপ্রতিপাদক বাক্যসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, "অবিচারয়ন্"—উপাস্যস্বরূপ বিচার না করিয়া "অন্যৈঃ"—ঘটাদিবিষয়ক বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা "অনন্তরিতবৃত্তিভিঃ"—অব্যবহিত (উপাস্যবিষয়ক) প্রত্যয়প্রবাহ দ্বারা চিন্তা করিবেন। ৭৭

সেই শ্রদ্ধালু কতদিন ধরিয়া সেইরূপ চিন্তা করিবেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) উদাহরণ সহিত উপাসনার অবধি নির্ণয়।

যাবচ্চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্য জায়তে।
তাবদ্বিচিন্ত্য পশ্চাচ্চ তথৈবামৃতি ধারয়েৎ॥ ৭৮

অন্বয়—যাবৎ চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্য জায়তে, তাবৎ বিচিন্ত্য পশ্চাৎ চ তথা এব আমৃতি ধারয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যে পর্য্যন্ত না উপাস্যবস্তুর স্বরূপের অভিমান অর্থাৎ তাহা হইতে আপনার অভেদজ্ঞান—না হয়, ততকাল চিন্তা করিয়া পরে মরণ পর্য্যন্ত সেই চিন্তা ধারণ করিয়া থাকিবে।

উপাসকের উপাস্যরূপতার অভিমান, উদাহরণ দেখাইয়া বিশদ করিতেছেন :—

ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণো যুতঃ সম্বর্গবিদ্যয়া।
সম্বর্গরূপতাং চিত্তে ধারয়িত্বা হ্যভিক্ষত॥ ৭৯

অন্বয়—সম্বর্গবিদ্যয়া যুতঃ ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণঃ সম্বর্গরূপতাম্ চিত্তে ধারয়িত্বা হি অভিক্ষত।

অনুবাদ—সম্বর্গবিদ্যাযুক্ত (অর্থাৎ প্রাণোপাসক) কোনও ব্রহ্মচারী ভিক্ষাটনকালে আপনার সম্বর্গরূপতা (৯।১ শ্লোকের টীকায় ৩৬৬ পৃষ্ঠায় 'সম্বর্গ' ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) চিত্তে ধারণ করিয়াই ভিক্ষা করিতেন।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৩।১, ২ মন্ত্রে) বর্ণিত আছে, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল এই চারিটিকে বায়ু যেহেতু সমষ্টিরূপ অধিদেবতাকারে সম্বর্জন করেন—প্রলয়কালে বিলয় করেন, সেইহেতু বায়ু সম্বর্গতাগুণযুক্ত বলিয়া—'সম্বর্গ'। আবার ৩য়, ৪র্থ মন্ত্রে বর্ণিত বাগিন্দ্রিয়, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন এই চারিটিকে বায়ু যেহেতু ব্যষ্টিপ্রাণরূপ অধ্যাত্মাকারে গ্রাস করেন—সুষুপ্তিকালে আপনাতে বিলয় করেন, সেইহেতুবশতঃও বায়ু 'সম্বর্গ'। সেই সম্বর্গস্বরূপ গুণবিশিষ্ট প্রাণোপাসক এক ব্রহ্মচারী ছিলেন। তিনি ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য আসিয়া অভিপ্রতারী নামক রাজার সম্মুখে এই (নিম্নলিখিত) মন্ত্রদ্বারা, আপনার সম্বর্গরূপতা চিত্তে ধারণ করিয়া, আপনার প্রাণরূপতা প্রকটিত করিয়াছিলেন—[মহাত্মনশ্চতুরো দেব একঃ কঃ স জগার ভুবনস্য গোপাস্তং কাপেয় নাভিপশ্যন্তি মর্ত্যাঃ অভিপ্রতারিন্ বহুধা বসন্তম্—ছান্দোগ্য উ ৪।৩।১, ২]—হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারিন্, পৃথিব্যাদি লোকের পরিপালক

সেই প্রসিদ্ধ দেবতা প্রজাপতিই চারিটি মহাত্মাকে (প্রবলশক্তি অগ্নিপ্রভৃতিকে) গ্রাস করিয়াছেন। মরণশীল মানবগণ বহুরূপে বিরাজমান সেই দেবতাকে জানে না, যাঁহার উদ্দেশে এই অন্ন আনীত ও পক্ক হয়। তোমরা তাঁহাকেই—সেই প্রজাপতিকেই ইহা দিলে না।' ভোজনার্থ উপবিষ্ট কাপেয় অর্থাৎ কপিগোত্রোৎপন্ন শৌনক—শুনকের পুত্র, এবং অভিপ্রতারিনামক কক্ষসেনপুত্র—এই দুইজনকে, সূপকার (পাচক) পরিবেশন করিতেছেন এমন সময়ে একজন ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তি আসিয়া ভিক্ষা (অন্ন) চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মবিদ্যা-ভিমান অবগত হইয়া, 'দেখি ইনি কি বলেন' ইহা জানিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না। সেই ব্রহ্মচারী বলিলেন—'হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারিন্ ইত্যাদি (যাহা উক্ত হইয়াছে)। এই প্রকারে সেই ব্রহ্মচারী আপনার উপাস্য প্রাণের স্বরূপের আপনা হইতে অভেদাভিমান ধারণ করিয়া ভিক্ষা করিতেছিলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে প্রসঙ্গক্রমে জানা যায়, যে উপাস্যবস্তুর স্বরূপতার অভিমান উপাসনার অবধি। ৭৯

মরণকাল পর্য্যন্ত ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রদর্শন করিয়া—"একবার উৎপন্ন হইলে, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা আর নিবারিত হইবার নহে"—এই ৭৫ শ্লোকোক্ত জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে উপাসনার বিলক্ষণতা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) ৭৫ শ্লোকোক্ত জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতে উপাসনার বিলক্ষণতা।

পুরুষস্যেচ্ছয়া কর্ত্তুমকর্ত্তুং কর্ত্তুমন্যথা।
শক্যোপাস্তিরতো নিত্যং কুর্য্যাৎ প্রত্যয়সন্ততিম্॥

অন্বয়—উপাস্তিঃ পুরুষস্য ইচ্ছয়া কর্ত্তুম, অকর্ত্তুম, অন্যথা কর্ত্তুম শক্যা ; অতঃ প্রত্যয়-সন্ততিম্ নিত্যম কুর্য্যাৎ। ৮০

অনুবাদ—উপাসনা পুরুষের ইচ্ছানুসারে করা, না করা বা অন্যপ্রকারে করা যাইতে পারে। এই চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপ উপাসনা নিত্য করা কর্ত্তব্য।

টীকা—উপাসনারূপ বস্তুটি উপাসক পুরুষের ইচ্ছানুসারে করা, না করা বা অন্যপ্রকারে করা (অর্থাৎ অন্য উপাসনাবিধি অবলম্বন করিয়া করা) সম্ভব হয়। "অতঃ"—এইহেতু অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছার অধীন বলিয়া উপাসনা সদাই কর্ত্তব্য—ইহাই অর্থ। ৮০

এইরূপে নিরন্তর চিন্তা করিলে কি ফল হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(চ) সদা চিন্তনের ফল।

বেদাধ্যায়ী হ্যপ্রমত্তোঽধীতে স্বপ্নেঽধিবাসিতঃ।
জপিতা তু জপত্যেব তথা ধ্যাতাপি বাসয়েৎ॥ ৮১

অন্বয়—অপ্রমত্তঃ বেদাধ্যায়ী, জপিতা (চ) অধিবাসিতঃ তু স্বপ্নে হি অধীতে, জপতি এব, তথা ধ্যাতা অপি বাসয়েৎ।

অনুবাদ—যেমন, যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া অর্থাৎ সবিশেষ মনোযোগসহকারে নিয়মপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করে, সে সেই অধ্যায়ের বা জপের সংস্কারাপন্ন হইয়া স্বপ্নেও অধ্যয়ন বা জপ করে, সেইপ্রকার, ধ্যানানুষ্ঠাতা পুরুষও ধ্যানসংস্কারবশতঃ স্বপ্নেও ধ্যান করে।

টীকা—"অপ্রমত্তঃ বেদাধ্যায়ী"—অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া বেদপাঠনিরত ব্যক্তি, এবং "অপ্রমত্তঃ জপিতা"—সেইরূপ নিরন্তর জপশীল ; "অধিবাসিতঃ"—অধ্যয়নের বা জপের সংস্কারদ্বারা দৃঢ়সংস্কারযুক্ত হইয়া "স্বপ্নে"—স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থায়, অধ্যয়ন করে, জপ করে, সেই-প্রকার উপাসকও সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ স্বপ্নজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন প্রভৃতিকালেও ধ্যান্ করে। ৮১

স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থাতেও যে ধ্যানের অনুবৃত্তি চলিতে থাকে তাহার কারণ বলিতেছেন :—

(ছ) উপাসনার উক্তরূপ ফলের কারণ।

বিরোধিপ্রত্যয়ং ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবয়ন্।
লভতে বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদাবপি ভাবনাম্ ॥ ৮২

অন্বয়—বিরোধিপ্রত্যয়ম্ ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবয়ন্ বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদৌ অপি ভাবনাম্ লভতে।

অনুবাদ—উপাস্যভিন্ন বস্তুর আকারবিশিষ্ট বৃত্তিরূপ বিরোধিবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ভাবনা করিতে থাকিলে, সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থাতেও সেই ভাবনার বা ধ্যানের প্রাপ্তি ঘটে।

টীকা—"বাসনাবেশাৎ"—সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ, "ভাবনা"—ধ্যান। ৮২

ভাল, প্রারব্ধবশে যে ব্যক্তি (বাধ্য হইয়া) বিষয়ানুভব করিতেছে, তাহার অবিচ্ছেদে ধ্যানসিদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বলিতেছেন যে, আস্থা বা বিশ্বাসের প্রাবল্যবশতঃ বিষয়ব্যসনীর অর্থাৎ বিষয়ভোগাসক্তের (ভোগসিদ্ধির) ন্যায় ধ্যানসিদ্ধি হইতে পারে :—

(জ) প্রারব্ধবশে বিষয়ানুভবযুক্ত উপাসকের নিরন্তর ধ্যানে সিদ্ধিলাভ ও তাহার দৃষ্টান্ত।

ভুঞ্জানোঽপি নিজারব্ধমাস্থাতিশয়তোঽনিশম্।
ধ্যাতুং শক্তো ন সন্দেহো বিষয়ব্যসনী যথা ॥ ৮৩

অন্বয়—নিজারব্ধম্ ভুঞ্জানঃ অপি আস্থাতিশয়তঃ যথা বিষয়ব্যসনী অনিশম্ ধ্যাতুম্ শক্তঃ, সন্দেহঃ ন।

অনুবাদ ও টীকা—স্বীয় প্রারব্ধকর্ম্মভোগ করিতে করিতেও লোকে আস্থার বা বিশ্বাসের প্রবলতাবশতঃ, বিষয়াসক্ত পুরুষের বিষয়-চিন্তার ন্যায়, অবিচ্ছেদে ধ্যান করিতে সমর্থ হয় ; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৮৩

(ঝ) দৃষ্টান্তের বর্ণিতকৃত সবিস্তর ব্যাখ্যা।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ৮৪

অন্বয়—পরব্যসনিনী নারী গৃহকর্ম্মণি ব্যগ্রা অপি অন্তঃ তৎ এব পরসঙ্গরসায়নম্ আস্বাদয়তি। (বাশিষ্ঠ রামায়ণ—উপশম প্র, ৭৪।৮৩)।

অনুবাদ ও টীকা—পরপুরুষসঙ্গাভিলাষিনী নারী আপনার দেহকে গৃহকার্য্যে নিরত রাখিলেও অন্তরে সেই পরপুরুষসঙ্গের আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকে। ৮৪

ভাল, অন্তরে পরপুরুষসঙ্গের আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকিলে, গৃহকার্য্যশৃঙ্খলাভঙ্গ হইবেই, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

পরসঙ্গং স্বাদয়ন্ত্যা অপি নো গৃহকর্ম্ম তৎ।
কুণ্ঠীভবেদপি ত্বেতদাপাতেনৈব বর্ত্ততে॥ ৮৫

অন্বয়—পরসঙ্গম্ স্বাদয়ন্ত্যাঃ অপি তৎ গৃহকর্ম্ম নো কুণ্ঠীভবেৎ অপি তু এতৎ আপাতেন এব বর্ত্ততে।

অনুবাদ ও টীকা—অন্তরে পরপুরুষসঙ্গের আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকিলে গৃহকার্য্যভঙ্গ হয় না বটে কিন্তু গৃহকার্য্য উদাসীনের মতই—তৎকালোপস্থিত বুদ্ধি-পূর্ব্বক অর্থাৎ অযত্নে, চলিতে থাকে। ৮৫

জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ। নির্গুণোপাসনা অপর জ্ঞান সাধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নির্গুণোপাসনার ফল।

১। উপাসক হইতে জ্ঞানীর ব্যবহারদ্বারা বিলক্ষণতা।

"তৎকালোপস্থিত বুদ্ধিপূর্ব্বক (অর্থাৎ অযত্নে) চলিতে থাকে"—এই যাহা বলা হইল, তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন:—

(ক) উক্ত দৃষ্টান্তের একাংশ বর্ণন; জ্ঞানীর ব্যবহারে তাহার অনুকূলতা।

গৃহকৃত্যব্যসনিনী যথা সম্যক্ করোতি তৎ।
পরব্যসনিনী তদ্বন্ন করোত্যেব সর্ব্বথা॥ ৮৬

অন্বয়—যথা গৃহকৃত্যব্যসনিনী তৎ সম্যক্ করোতি, তদ্বৎ পরব্যসনিনী সর্ব্বথা ন করোতি এব।

অনুবাদ ও টীকা—গৃহকর্ম্মে সম্যক্ স্পৃহাবতী নারী সেই গৃহকর্ম্ম যেরূপ সম্যক্প্রকারে নিষ্পাদন করে, পরপুরুষস্পৃহাবতী নারী গৃহকর্ম্ম সেইরূপ সম্যক্ স্পৃহাসহকারে করে না, কিন্তু ঔদাসীন্যপূর্ব্বকই করিয়া থাকে। ৮৬

দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থ দার্ষ্টান্তিকে প্রয়োগ করিতেছেন:—

(খ) দার্ষ্টান্ত বর্ণন।

এবং ধ্যানৈকনিষ্ঠোঽপি লেশাল্লৌকিকমাচরেৎ।
তত্ত্ববিত্ত্ববিরোধিত্বাল্লৌকিকং সম্যগাচরেৎ॥ ৮৭

অন্বয়—এবম্ ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ অপি লেশাৎ লৌকিকম্ আচরেৎ; তত্ত্ববিৎ তু অবিরোধিত্বাৎ লৌকিকম্ সম্যক্ আচরেৎ।

অনুবাদ—এইপ্রকার, ধ্যানে একনিষ্ঠতাযুক্ত পুরুষও সামান্যভাবে অর্থাৎ স্বল্পমাত্রায় একান্তাবশ্যক আহারশৌচাদিরূপ লৌকিকব্যবহার করেন। তত্ত্বজ্ঞানী কিন্তু লৌকিকব্যবহার আপনার জ্ঞানের অবিরোধী জানিয়া তাহা সম্যক্ পালন করিয়া থাকেন।

টীকা—ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীও কি লৌকিকব্যবহার সামান্যভাবে বা স্বল্পমাত্রায় পালন করেন? কিম্বা সম্যক্ভাবে পালন করেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে রূপরসাদি বিষয়ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া, তিনি লৌকিকব্যবহার সম্যক্ পালন করেন—"তত্ত্বজ্ঞানী কিন্তু" ইত্যাদি দ্বারা। ৮৭

লৌকিকব্যবহার ও তত্ত্বজ্ঞান যে পরস্পর অবিরোধী তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) তত্ত্বজ্ঞান ও বিষয়-ব্যবহারের অবিরোধ প্রদর্শন।

মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোঽয়মাত্মা চৈতন্যরূপধৃক্।
ইতি বোধে বিরোধঃ কো লৌকিকব্যবহারিণঃ ॥ ৮৮

অন্বয়—অয়ম্ প্রপঞ্চঃ মায়াময়ঃ, আত্মা চৈতন্যরূপধৃক্, ইতি বোধে লৌকিকব্যবহারিণঃ কঃ বিরোধঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময় এবং আত্মা চৈতন্যরূপধারী—এইপ্রকার জ্ঞান জন্মিলে, লৌকিকব্যবহার পালন করিতে জ্ঞানীর কি-বিরোধ হইতে পারে? কোন বিরোধই হয় না। ৮৮

উক্তশ্লোকোক্ত বিরোধাভাব সবিশেষ বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) অবিরোধের সবিশেষ বর্ণন।

অপেক্ষতে ব্যবহৃতি র্ন প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্।
নাপ্যাত্মজাড্যং কিন্ত্বেষা সাধনান্যেব কাঙ্ক্ষতি ॥ ৮৯

অন্বয়—ব্যবহৃতিঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্ ন অপেক্ষতে, আত্মজাড্যম্ অপি ন, কিন্তু এষা সাধনানি এব কাঙ্ক্ষতি।

অনুবাদ ও টীকা—ব্যবহার জগৎ প্রপঞ্চের সত্যতার বা আত্মার অচেতনতার অপেক্ষা করে না কিন্তু নিজসাধনের অর্থাৎ সামগ্রীর অপেক্ষা রাখে। ৮৯

কি কি সেই ব্যবহারসাধন বা সামগ্রী? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) তত্ত্বজ্ঞানীর মন প্রভৃতি অবিলুপ্ত থাকে বলিয়া ব্যবহার সম্ভব।

মনোবাক্কায়তদ্বাহ্যপদার্থাঃ সাধনানি তান্।
তত্ত্ববিন্নোপমৃদ্নাতি ব্যবহারোঽস্য নো কুতঃ? ॥ ৯০

অন্বয়—মনোবাক্কায়তদ্বাহ্যপদার্থাঃ সাধনানি; তান্ তত্ত্ববিৎ ন উপমৃদ্নাতি; অস্য ব্যবহারঃ কুতঃ নো?

অনুবাদ কায়মনবচন এবং তাহাদের তুলনায় পুত্র ক্ষেত্র প্রভৃতি যে বাহ্যপদার্থ; তাহারাই ব্যবহারের সাধন বা সামগ্রী। তত্ত্বজ্ঞানী তাহাদের উপমর্দ্দন বা নাশ করেন না; সেইহেতু জ্ঞানীর অর্থাৎ তৎকর্তৃক, ব্যবহার কেন না হইবে?

টীকা—"তদ্বাহ্যপদার্থাঃ"—সেই কায় মন ও বচনের তুলনায় গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি বাহ্যপদার্থ ব্যবহারের সাধন বা সামগ্রী; "তান্ ন উপমৃদ্নাতি"—তত্ত্বজ্ঞানী মন প্রভৃতির উপমর্দ্দন করেন না অর্থাৎ তাহাদের স্বরূপতঃ বিনাশ করেন না, এইহেতু, "অস্য"—এই জ্ঞানীর ব্যবহার কেন না হইবে? কিন্তু হইবেই। অচ্যুতরায় বলেন এস্থলে উপমর্দ্দন শব্দের অর্থ ধ্বংস; বাধ নহে; মন প্রভৃতি বাধিত হইলে জ্ঞানীর ব্যবহারও বাধিত হইত, যেমন কুমারী কর্তৃক শিলাপুত্র—পাষাণ কাষ্ঠপ্রভৃতিদ্বারা কল্পিতপুত্র প্রভৃতির ব্যবহার বাধিত। ৯০

ভাল, বিষয়সমূহের বিনাশ না করিলেও তত্ত্বজ্ঞের চিত্তনিরোধ বা মনোনাশ করা ত' উচিত। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন সেই নিরোধানুষ্ঠান করিতে থাকিলে তিনি আর তত্ত্বজ্ঞ নহেন, (ধ্যাতা মাত্র) :—

(চ) চিত্তনিরোধকারী তত্ত্বজ্ঞ নহেন, ধ্যাতা।

উপমৃদ্নাতি চিত্তং চেদ্ধ্যাতাসৌ ন তু তত্ত্ববিৎ।
ন বুদ্ধিমর্দ্দয়ন্ দৃষ্টো ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা॥ ৯১

অন্বয়—চিত্তম্ উপমৃদ্নাতি চেৎ, অসৌ ধ্যাতা, ন তু তত্ত্ববিৎ। ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা বুদ্ধিম্ অর্দ্দয়ন্ ন দৃষ্টঃ।

অনুবাদ—যদি তিনি চিত্তনিরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি ধ্যাতা, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ নহেন। (কেবল ধ্যানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় না)। যিনি ঘটতত্ত্ব জানিবেন তাঁহাকে সেই জন্য চিত্তপীড়ন করিয়া একাগ্রতাভ্যাস করিতে হয় না।

টীকা—ভাল, তত্ত্ববিৎ চিত্তের উপমর্দ্দন অর্থাৎ নিরোধ করেন না, ইহা কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—"যিনি ঘটতত্ত্ব জানিবেন" ইত্যাদি। ঘটের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক, এইরূপ কোনও লোককে বুদ্ধির (চিত্তের) পীড়ন করিয়া একাগ্রতাভ্যাস করিতে দেখা যায় নাই। অচ্যুতরায় বলেন—ব্রহ্মবিন্দুপনিষদে (২ মন্ত্রে) আছে [বন্ধায় বিষয়াসক্তং মোক্ষে নির্ব্বিষয়ং মনঃ]—মন বিষয়াসক্ত থাকিলেই বন্ধন, নির্ব্বিষয় হইলেই মোক্ষ। সেইহেতু মনের ধ্বংস না হইলে মন কি প্রকারে নির্ব্বিষয় হইবে? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"যিনি ঘটতত্ত্ব জানিবেন" ইত্যাদি। ৯১

ভাল, ঘটবস্তুটী স্থূল বলিয়া স্পষ্ট। সেইহেতু ঘটের দর্শন করিতে হইলে চিত্তের পীড়ন বা নিরোধ করিবার প্রয়োজন নাই ; ব্রহ্ম কিন্তু সেরূপ স্পষ্ট নহেন। এইহেতু ব্রহ্মের জ্ঞানে চিত্ত-পীড়নের প্রয়োজন আছে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া ঘটাদি-অপেক্ষাও স্পষ্টতর ; সেইহেতু ব্রহ্মের জ্ঞানে চিত্তনিরোধ অনাবশ্যক :—

(ছ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের জ্ঞানে চিত্তনিরোধের অনাবশ্যকতা।

সকৃৎপ্রত্যয়মাত্রেণ ঘটশ্চেদ্ভাসতে সদা।
স্বপ্রকাশোঽয়মাত্মা কিং ঘটবচ্চ ন ভাসতে॥ ৯২

অন্বয়—সকৃৎপ্রত্যয়মাত্রেণ ঘটঃ সদা ভাসতে চেৎ স্বপ্রকাশঃ অয়ম্ আত্মা কিম্ ঘটবৎ চ ন ভাসতে?

অনুবাদ ও টীকা—যদি একবারমাত্র জ্ঞান বা বৃত্তির অবভাসদ্বারাই, ঘট চিরদিন প্রকাশমান থাকে, তবে বলি, স্বপ্রকাশরূপ এই আত্মা কি ঘটের ন্যায় সদা প্রকাশমান নহেন? পরন্তু সদা প্রকাশমানই বটে। ৯২

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা থাকিলেও 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—এই আকারের যে বুদ্ধিবৃত্তি, সেই ব্রহ্মকে বিষয় করে, সেই বুদ্ধিই ত' তত্ত্বজ্ঞান ; তাহা ক্ষণনাশ্য বলিয়া, ব্রহ্মে তাহার পুনঃ পুনঃ স্থিরীকরণের অপেক্ষা আছে। (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা করিলে বলি, তাহা ঘটাদি বিষয়েও তুল্যরূপে প্রযোজ্য। ইহাই বলিতেছেন :—

(জ) (শঙ্কা) জ্ঞানীকে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মে স্থিতি রক্ষা করিতে হয় ; (উত্তর) এই পূর্ব্বপক্ষ ঘটাদিতেও সমান।

স্বপ্রকাশতয়া কিং তে তদ্বুদ্ধিস্তত্ত্ববেদনম্।
বুদ্ধিশ্চ ক্ষণনাশ্যেতি চোদ্যং তুল্যং ঘটাদিষু॥ ৯৩

অন্বয়—স্বপ্রকাশতয়া তে কিম্? তদ্বুদ্ধিঃ তত্ত্ববেদনম্; বুদ্ধিঃ চ ক্ষণনাশ্যা; ইতি চোদ্যম্ ঘটাদিষু তুল্যম্।

অনুবাদ—(বাদী বলিতেছেন :—হে সিদ্ধান্তিন্) ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতাদ্বারা আপনার কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়? কিন্তু ব্রহ্মকে বিষয়কারিণী বুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞান; আর সেই বুদ্ধি ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায়। (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—হে বাদিন্) তোমার এই (আপত্তিজনক) প্রশ্ন ঘটাদিবিষয়েও তুল্যরূপে খাটে।

টীকা—(অচ্যুতরায়) বাদী বলিতে চাহেন—ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা ত' ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ নহে, কেননা, সেই স্বপ্রকাশতা থাকিতেও ব্রহ্মে ভাবরূপ অবিদ্যার অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু মহাবাক্যবিচারসমুৎপন্না যে বুদ্ধি ব্রহ্মকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাই অবিদ্যাধ্বংসরূপ মুক্তি দিতে সমর্থা—ইহাই আপনাদিগের সিদ্ধান্ত। সেই বুদ্ধি কিন্তু তিনক্ষণ মাত্র অবস্থান করে—একথা সকল আস্তিকই স্বীকার করেন। তাহা হইলে সেই বুদ্ধির বিলয় ঘটিলে, দীপ সরাইয়া লইলে ঘট যেরূপ অন্ধকারাবৃত হইয়া যায় এবং দীপ থাকিলে আবার প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মবস্তুর আবরণ প্রতিক্ষণে সম্ভব বলিয়া, সেই আবরণের নিবৃত্তির জন্য যতদিন না প্রারব্ধক্ষয় হয়, ততদিন বুদ্ধির ব্রহ্মাকারতা সম্পাদন আবশ্যক—ইহাই বাদীর আশঙ্কা। সিদ্ধান্তী প্রতিবন্দিদ্বারা ইহার উত্তর দিতেছেন—"হে বাদিন্ তোমার এই আপত্তিজনক প্রশ্ন" ইত্যাদি। ৯৩

ঘটাদির জ্ঞান ক্ষণিক হইলেও, ঘট একবার নিশ্চিত হইলে, ঘটের ব্যবহার সর্ব্বদা করা যাইতে পারে। সেইহেতু ঘটে চিত্তের স্থিরতাসম্পাদন নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ইহার সমাধান করিতেছেন এই বলিয়া যে, আত্মসম্বন্ধেও সেই আশঙ্কার অবসর তুল্যরূপ :—

(ঋ) (বাদী) ঘটাদিবিষয়ে চিত্তস্থিরীকরণ অনাবশ্যক, (সিদ্ধান্তী) ব্রহ্মবিষয়েও তদ্রূপ।

ঘটাদৌ নিশ্চিতে বুদ্ধির্নশ্যত্যেব যদা ঘটঃ।
ইষ্টো নেতুং তদা শক্য ইতি চেৎ সমমাত্মনি॥ ৯৪

অন্বয়—ঘটাদৌ নিশ্চিতে যদা বুদ্ধিঃ নশ্যতি এব তদা ইষ্টঃ ঘটঃ নেতুম্ শক্যঃ ইতি চেৎ আত্মনি সমম্।

অনুবাদ—ঘটাদি নিশ্চিত হইলে পর যখন বুদ্ধি অর্থাৎ ঘটাকারবৃত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখনও যখন ইচ্ছা ঘটকে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে পারা যায় অর্থাৎ ঘটের ব্যবহার চলিতে পারে—যদি এইরূপ বল, তবে আমি (সিদ্ধান্তী) বলি, আত্মসম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা তুল্যরূপ।

টীকা—(অচ্যুতরায়) সিদ্ধান্তী প্রতিবন্দিমোচন আশঙ্কা করিয়া প্রতিবন্দির তুল্যতা দেখাইয়া তাহার নিবৃত্তি করিলেন। ৯৪

"আত্মসম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা তুল্যরূপ" এই উক্তিটির সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

নিশ্চিত্য সকৃদাত্মানং যদাপেক্ষা তদৈব তম্।
বক্তুং মন্তুং তথা ধ্যাতুং শক্নোত্যেব হি তত্ত্ববিৎ ॥ ৯৫

অন্বয়—তত্ত্ববিৎ হি সকৃৎ আত্মানম্ নিশ্চিত্য যদা অপেক্ষা তদা এব তম্ বক্তুম্ মন্তুম্ তথা ধ্যাতুম্ শক্নোতি এব।

অনুবাদ ও টীকা—তত্ত্বজ্ঞানীও সেইরূপ একবার আত্মার নিশ্চয় করিয়া পরে যখনই ইচ্ছা তখনই সেই আত্মসম্বন্ধে বলিতে, মনন করিতে অথবা ধ্যান করিতে অবশ্যই পারেন। ৯৫

ভাল, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীকেও ত' আত্মানুসন্ধানের বশে অর্থাৎ আত্মার বিস্মৃতির নিবারণের জন্য জগতের অনুসন্ধানরহিত দেখা যায়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—জগতের যে অনুসন্ধানাভাব তাহা ধ্যানপ্রযুক্ত, তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত নহে :—

(ঞ) কোনও তত্ত্বজ্ঞের প্রতীয়মান ব্যবহারের বিস্মৃতির জন্য ধ্যানের আবশ্যকতা।

উপাসক ইব ধ্যায়ঁল্লৌকিকং বিস্মরেদ্যদি।
বিস্মরত্যেব সা ধ্যানাদ্ বিস্মৃতির্ন তু বেদনাৎ ॥ ৯৬

অন্বয়—উপাসকঃ ইব ধ্যায়ন যদি লৌকিকম বিস্মরেৎ বিস্মরতু এব : সা বিস্মৃতিঃ ধ্যানাৎ, বেদনাৎ তু ন।

অনুবাদ ও টীকা—তত্ত্বজ্ঞানী উপাসকের ন্যায় ধ্যান করিতে যদি (ঋষভাদির ন্যায়) লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হন, তবে বিস্মৃত হউন ; সেই বিস্মৃতি ধ্যানের কার্য্য ; জ্ঞানদ্বারা কখন লৌকিক-ব্যবহার-বিস্মৃতি হয় না। ৯৬

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীরও ত' মুক্তির সিদ্ধির জন্য ধ্যান করা কর্ত্তব্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—[জ্ঞানাৎ এব তু কৈবল্যম্ প্রাপ্যতে যেন মুচ্যতে—(অজ্ঞাত-মূলাশ্রুতি)]—জ্ঞান হইতে যে অদ্বৈত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারাই জীব মুক্ত হয়। তুল্যার্থা অন্যশ্রুতি—[অতঃ সর্ব্বেষাম্ কৈবল্যমুক্তিঃ জ্ঞানমাত্রেণ (পাঠান্তরে—জ্ঞানমার্গেণ) উক্তা—মুক্তিকোপনিষৎ প্রথমাধ্যায়ের শেষ মন্ত্রে, অথবা ৫০।৬ মন্ত্রে]—এইহেতু সকল জীবের কৈবল্যমুক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ; [তস্মাদ্ এবং বিদিত্বা এবং কৈবল্যম্ পদম্ অশ্নুতে— কৈবল্য উ ২৪]—সেইহেতু এইরূপে এই পরমাত্মাকে জানিয়া কৈবল্যপদ ভোগ করে ; [তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—শ্বেতাশ্বতর উ ৩।৮ ; ৬।১৫] —প্রত্যগভিন্ন সেই পরমাত্মাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় ; সংসার হইতে নির্গত হইবার আর অন্য পথ নাই ; এবং [জ্ঞাত্বা দেবম্ মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ—শ্বেতাশ্বতর উ ১।৮, ২।১৫ ইত্যাদি] স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলেই সর্ব্বপাপবর্জ্জিত হয় ; ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ থাকিতে মোক্ষের জন্য ধ্যান কর্ত্তব্য নহে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ট) তত্ত্বজ্ঞানীর মুক্তির জন্য ধ্যান অকর্ত্তব্য।

ধ্যানং ত্বৈচ্ছিকমেতস্য বেদনান্মুক্তিসিদ্ধিতঃ।
জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ ॥ ৯৭

অন্বয়—ধ্যানম্ তু এতস্য ঐচ্ছিকম্, বেদনাৎ মুক্তিসিদ্ধিতঃ ; জ্ঞানাৎ এব তু কৈবল্যম্ ইতি শাস্ত্রেষু ডিণ্ডিমঃ।

অনুবাদ—ধ্যান অর্থাৎ তদনুষ্ঠান কিন্তু জ্ঞানীর ইচ্ছাসাপেক্ষ, যেহেতু জ্ঞানদ্বারাই তাঁহার মুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে। শাস্ত্রসমূহ ঢেঁড়া পিটিতেছে—জ্ঞান হইতেই কৈবল্য-প্রাপ্তি।

টীকা—শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষসাধনরূপে নিরূপিত হওয়ায়, জ্ঞানের জন্য অথবা মোক্ষের জন্য তত্ত্বজ্ঞানীর ধ্যানানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে কিন্তু জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ আনন্দ চিত্তের একাগ্রতার দ্বারাই আবির্ভূত হয় বলিয়া, তত্ত্বজ্ঞানী যদি ইচ্ছা করেন, তবে ধ্যান করিতে পারেন ; ইচ্ছা না হয় ত' প্রয়োজন নাই। তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে ধ্যান একান্ত কর্ত্তব্য নহে। ৯৭

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর যদি ধ্যানকর্ত্তব্যতা স্বীকার না করা যায়, তবে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই বহির্মুখী হইয়া থাকিবে—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন সেইরূপ বহিঃপ্রবৃত্তি জ্ঞানের বাধিকা নয় বলিয়া তাহা অঙ্গীকার করা যাইতে পারে :—

(ঠ) তত্ত্বজ্ঞের ধ্যান কর্ত্তব্যতা অস্বীকার করিলে বাহ্যবৃত্তি অনিবার্য্য (শঙ্কা ও সমাধান)।

তত্ত্ববিদ্যদি ন ধ্যায়েৎ প্রবর্ত্তেত তদা বহিঃ।
প্রবর্ত্ততাং সুখেনায়ং কো বাধোঽস্য প্রবর্ত্তনে ? ॥ ৯৮

অন্বয়—(শঙ্কা) তত্ত্ববিৎ যদি ন ধ্যায়েৎ তদা বহিঃ প্রবর্ত্তেত ; (সমাধান) সুখেন অয়ম্ প্রবর্ত্ততাম্, অস্য প্রবর্ত্তনে কঃ বাধঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল তত্ত্বজ্ঞানী যদি ধ্যানানুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে অনাত্মবস্তুর ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া যাইবেন ; তবে বলি, জ্ঞানী সেইরূপ ব্যবহারে সুখে প্রবৃত্ত হউন ; এইরূপ প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে জ্ঞানীর বাধা কি ? ৯৮

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর বহিঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গ বা মর্য্যাদালঙ্ঘনরূপ দোষ হয় ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তুমি জ্ঞানীর জন্য প্রসঙ্গ বা মর্য্যাদা যখন নিরূপণ করিতে পারিবে না, তখন জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গের বা মর্য্যাদালঙ্ঘনের কথা উঠাইতেই পার না—এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন :—

(ড) তত্ত্বজ্ঞানীর বহিঃ-প্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গশঙ্কা ; সমাধান।

অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ প্রসঙ্গং তাবদীরয়।
প্রসঙ্গো বিধিশাস্ত্রং চেন্ন তত্তত্ত্ববিদং প্রতি ॥ ৯৯

অন্বয়—অতিপ্রসঙ্গঃ ইতি চেৎ ? প্রসঙ্গম্ তাবৎ ঈরয়। বিধিশাস্ত্রম্ প্রসঙ্গঃ চেৎ, তৎ তত্ত্ববিদম্ প্রতি ন।

অনুবাদ—যদি বল তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে (শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হইবে), তবে বলি তুমি 'প্রসঙ্গ' বলিতে কি বুঝ ? যদি বিধিশাস্ত্রকে 'প্রসঙ্গ' বল, তবে বলি তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি বিধিশাস্ত্র খাটে না।

টীকা—যদি বল 'প্রসঙ্গ' শব্দের অর্থ দুর্নিরূপ্য (নিরূপণের অসাধ্য) নহে, কেননা, প্রসঙ্গ

শব্দে বিধিশাস্ত্রকেই বুঝান অভিপ্রেত ; তবে বলি সেই বিধিশাস্ত্র অজ্ঞানিপুরুষবিষয়ক বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি খাটে না। ইহাই বলিতেছেন :—"যদি বিধিশাস্ত্রকে প্রসঙ্গ বল" ইত্যাদি। এস্থলে যে বিধিশাস্ত্রের উল্লেখ হইল, তাহা নিষেধশাস্ত্রেরও উপলক্ষণ। বিধিনিষেধবিষয়ক শাস্ত্ররূপ যে প্রসঙ্গ বা মর্য্যাদা, তাহা জ্ঞানীর প্রতি খাটে না ; তাহা অজ্ঞানীর প্রতিই প্রযোজ্য। ৯৯

বিধিশাস্ত্র যে অজ্ঞানবিষয়ক তাহাই দেখাইতেছেন :—

(চ) বিধিশাস্ত্র অজ্ঞানীর প্রতিই প্রযোজ্য।

বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাভিমানো যস্য বিদ্যতে।
তস্যৈব চ নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি ॥ ১০০

অন্বয়—বর্ণাশ্রমবয়োঽবস্থাভিমানঃ যস্য বিদ্যতে তস্য এব চ সকলাঃ অপি নিষেধাঃ বিধয়ঃ চ।

অনুবাদ ও টীকা—যাহার ব্রাহ্মণাদিবর্ণের, গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের এবং বাল্যাদি-রূপ অবস্থার অভিমান আছে, সকল বিধি ও নিষেধ তাহারই জন্য। ১০০

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীও ত' দেহধারী ; সেইহেতু বর্ণাশ্রমাদির অভিমান তাহারও আছে ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ণ) বর্ণাশ্রমাভিমানরহিত জ্ঞানীর নিশ্চয়।

বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ।
নাত্মনো বোধরূপস্যেত্যেবং তস্য বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১০১

অন্বয়—দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ বর্ণাশ্রমাদয়ঃ, বোধরূপস্য আত্মনঃ ন, ইতি এবম্ তস্য বিনিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ ও টীকা—মায়াদ্বারা পরিকল্পিত যে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম, তাহা কেবল দেহবিষয়ক ; চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে তাহা নাই অর্থাৎ "তাহা আমার ধর্ম্ম নহে,"—এইপ্রকার সেই জ্ঞানীর নিশ্চয়। এইহেতু জ্ঞানীর সেই বর্ণাশ্রমাদির অভিমান নাই। ১০১

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর যাহা নিশ্চয় তাহা থাকুক, শাস্ত্র ত' তাঁহার কর্ত্তব্য প্রতিপাদন করি-তেছেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, শাস্ত্রও (বাশিষ্ঠরামায়ণ—স্থিতি প্রকরণ ৪৭।২৬) সেই তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ত্তব্যাভাব বুঝাইতেছেন :—

(ত) তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ত্তব্যাভাব শাস্ত্রদ্বারাও নির্দ্ধারিত।

সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়েনাস্তসর্ব্বাস্থো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ১০২

অন্বয়—হৃদয়েন অস্তসর্ব্বাস্থঃ উত্তমাশয়ঃ মুক্তঃ এব সমাধিম্ অথ কর্ম্মাণি মা করোতু বা করোতু।

অনুবাদ—যাঁহার হৃদয় হইতে সকল প্রকারের আস্থা বা আসক্তি তিরোহিত হইয়াছে, সেই নির্ম্মলজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তি সমাধি ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তিনি যে মুক্ত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

টীকা—যিনি "হৃদয়েন"—বুদ্ধিদ্বারা, "অস্তসর্ব্বাস্থঃ"—'অস্তাঃ' পরিত্যক্ত হইয়াছে 'সর্ব্বাঃ আস্থাঃ'—বিবিধ প্রকারের আসক্তি যাঁহার, এইরূপ ব্যক্তি, "সঃ মুক্তঃ এব"—তিনি নিশ্চিতই মুক্ত

হইয়াছেন। অতএব তিনি সমাধির বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তাঁহার কিছুই কর্ত্তব্য নাই। এই অর্থে অন্বয় বুঝিতে হইবে। অমুক কর্ম্ম করিলে আমার স্বর্গমোক্ষাদিরূপ ফললাভ হইবে, না করিলে ইষ্টবিনাশ ও অনিষ্টপ্রাপ্তি বা হানি হইবে, এইরূপ বুদ্ধিতে যাহা করা যায়, তাহাকেই কর্ত্তব্য বলে ; এই বুদ্ধি না লইয়া যাহা করা যায় তাহা কর্ত্তব্য নহে*। ১০২

তত্ত্বজ্ঞানীর যে অন্য কর্ত্তব্য নাই, এবিষয়ে অন্য একবচন (বাশিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতিপ্রকরণ—৫৭।২৭) প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ॥ ১০৩

অন্বয়—যস্য মনঃ নির্ব্বাসনম্ তস্য নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন অর্থঃ, তস্য কর্ম্মভিঃ অর্থঃ নাস্তি, সমাধান-জপ্যাভ্যাম্ ন।

অনুবাদ—যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে তাঁহার কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসেও প্রয়োজন নাই, কর্ম্মানুষ্ঠানেরও অপেক্ষা নাই, তাঁহার সমাধি ও জপানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন নাই।

টীকা—"নৈষ্কর্ম্ম্য" শব্দের অর্থ কর্ম্মরাহিত্য অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ। "সমাধান" শব্দের অর্থ সমাধি ; "জপ্য" শব্দের অর্থ জপ। ১০৩

ভাল, জ্ঞানিগণেরও বাসনানিবৃত্তির জন্য ধ্যান করা কর্ত্তব্য ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সম্যগ্‌জ্ঞানীর অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্বদর্শীর বাসনাই নাই :—

(খ) সম্যগ্‌জ্ঞানীর বাসনার অভাব।

আত্মাসঙ্গস্ততোঽন্যৎ স্যাদিন্দ্রজালং হি মায়িকম্।
ইত্যচঞ্চলনির্ণীতে কুতো মনসি বাসনা॥ ১০৪

অন্বয়—আত্মা অসঙ্গঃ ততঃ অন্যৎ ইন্দ্রজালম্ মায়িকম্ হি স্যাৎ ইতি অচঞ্চলনির্ণীতে মনসি কুতঃ বাসনা (স্যাৎ) ?

অনুবাদ—আত্মা অসঙ্গ—স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতসম্বন্ধশূন্য ; তদ্ভিন্ন অন্য অর্থাৎ ইন্দ্রজালরূপ জগৎ মায়িক ও মিথ্যা। এইপ্রকার দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত মনে কোথা হইতে বাসনা আসিবে ? কোথা হইতেও নহে।

টীকা—বশিষ্ঠ উপশমপ্রকরণে (৯১।২৯) কহিয়াছেন—দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণম্। যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥—পূর্ব্বাপর বিচারপরিত্যাগপূর্ব্বক (আমি, আমার এই প্রকার) দৃঢ়সংস্কারের সহিত যে (দেহাদি) পদার্থের গ্রহণ হয়, তাহাকেই বাসনা বলে ; তাহাকে অভিনিবেশ বা আগ্রহরূপ ব্যসনও বলে। তাহা শুদ্ধ ও অশুদ্ধভেদে দুই প্রকার। অশুদ্ধ বা মলিন বাসনা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, অহঙ্কারদ্বারা পরিপুষ্ট হয় এবং পুনর্জ্জন্মের কারণ হয়।

* বিদ্যারণ্যস্বামী স্বরচিত 'জীবন্মুক্তিবিবেকের' "বাসনাক্ষয় প্রকরণের" শেষ ভাগে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া "অন্তসর্ব্বাস্থঃ" স্থানে 'অন্তসর্ব্বাশঃ' পাঠ করিয়াছেন। বাশিষ্ঠরামায়ণ টীকাকার মূলের "অন্তসর্ব্বাস্থঃ"—ব্যাখ্যাকালে, আস্থা শব্দে তত্র বর্ণিত অভিমানাধ্যাস বুঝিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—বর্ণিতরূপ অভ্যাসপরিপাকদ্বারা যিনি সপ্তম ভূমিকারোহণ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তাঁহারই সকল কর্ত্তব্যাভাব। বিদ্যারণ্য কিন্তু জ্ঞানলাভ মাত্রেই কর্ত্তব্যাভাব বুঝাইতেছেন।

ইহা গীতার ষোড়শাধ্যায়ে 'আসুরী সম্পৎ' নামে বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধবাসনা গীতায় ত্রয়োদশাধ্যায়ে বর্ণিত। পরমাত্মার সোপাধিক ও নিরুপাধিকরূপ অবগত হইবার পর, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের বাসনা কেবল দেহধারণনিমিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের অনুবৃত্তির সহিত যে ইন্দ্রিয়ব্যবহার, তাহা পুনর্জন্মের কারণ হয় না। মলিন বাসনা চারিপ্রকারের যথা,—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা, দেহবাসনা ও আসুরীসম্পৎ। 'লোকবাসনা' শব্দে সর্ব্বজনপ্রশংসিত হইবার ইচ্ছা। শাস্ত্রবাসনা তিনপ্রকারেব (ক) পাঠব্যসন—যথা ভরদ্বাজে, (খ) শাস্ত্রব্যসন—যথা দুর্ব্বাসায়, (গ) অনুষ্ঠানব্যসন—যথা, নিদাঘ ও দাশুরে। শাস্ত্রব্যসন যে মলিনতার কারণ তাহা শ্বেতকেতু ও বালাকিতে দেখা যায়। দেহবাসনা তিনপ্রকারের, যথা (ক) দেহে আত্মত্ব ভ্রম, যেমন চার্ব্বাকে ও বিরোচনে; (খ) গুণাধানভ্রম—যথা, সঙ্গীতসাধনা প্রভৃতি, শাস্ত্রীয়—যথা গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন ইত্যাদি, (গ) দোষাপনয়নভ্রম—লৌকিক—যথা ঔষধদ্বারা মুখ প্রক্ষালন, বৈদিক—যথা শৌচ আচমন। আসুরীসম্পৎ গীতাব ১৬শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, তথায় দ্রষ্টব্য। যদ্যপি আত্মায় অসঙ্গতানিশ্চয় এবং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ জ্ঞান দৃঢ়তালাভ করিলে বাসনাসমূহের বিনাশে যত্ন নিষ্প্রয়োজন, তথাপি সেই জ্ঞান, অদৃঢ় থাকিলে, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা চিত্তবিশ্রান্তিলাভ হয় না। সেইজন্য বিদ্যারণ্যস্বামী "জীবন্মুক্তি বিবেকে" 'বাসনাক্ষয় প্রকরণে' বাসনাক্ষয় করিবার ছয়টি ক্রম বা সোপান নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—১ম—বিষয়বাসনাত্যাগ; বিষয়বাসনার অর্থ আসুরীসম্পৎ অথবা রূপরসাদিভোগকালীন সংস্কার; ২য়—মানসবাসনা ত্যাগ; মানসবাসনার অর্থ লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা ও দেহবাসনা অথবা রূপরসাদিকামনাকালীনসংস্কার, ৩য়—মৈত্র্যাদি অমলবাসনাগ্রহণ; ৪র্থ—অন্তরে তাহারও ত্যাগ, কেবল চিদ্বাসনা লইয়া অবস্থান; ৫ম—চিন্মাত্রবাসনারও পরিত্যাগ, ৬ষ্ঠ—উক্ত ত্যাগের প্রযত্নেরও ত্যাগ। (সবিস্তর মগনীরাম রত্নপীটক গ্রন্থাবলীর "জীবন্মুক্তিবিবেকে" ১২৭ পৃঃ বাসনাক্ষয়প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ১০৪

ভাল, প্রসঙ্গের অভাব মানিলাম, তদ্দ্বারা অতিপ্রসঙ্গাভাববিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(দ) জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গাভাব এবং অজ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ সদ্ভাব।

এবং নাস্তি প্রসঙ্গোঽপি কুতোঽস্যাতিপ্রসঞ্জনম্।
প্রসঙ্গো যস্য তস্যৈব শঙ্ক্যেতাতিপ্রসঞ্জনম্॥ ১০৫

অন্বয়—এবম্ অস্য প্রসঙ্গঃ অপি ন অস্তি, কুতঃ অতিপ্রসঞ্জনম্? যস্য প্রসঙ্গঃ তস্য এব অতিপ্রসঞ্জনম্ শঙ্ক্যেত।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে বিধিনিষেধপালনরূপ প্রসঙ্গ বা আচার যদি জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভবপর না হইল, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ বা অত্যাচার হইবে কিরূপে? যাহার আচার আছে, তাহার সম্বন্ধেই অত্যাচারের আশঙ্কা হইতে পারে। (অন্যের সম্বন্ধে নহে।)। ১০৫

ভাল, এইরূপ কোথায় দেখা গিয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ধ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত।

বিধ্যভাবাৎ ন বালস্য দৃশ্যতেঽতিপ্রসঞ্জনম্।
স্যাৎ কুতোঽতিপ্রসঙ্গোঽস্য বিধ্যভাবে সমে সতি॥

অন্বয়—বিধ্যভাবাৎ বালস্য অতিপ্রসঞ্জনম্ ন দৃশ্যতে। বিধ্যভাবে সমে সতি অস্য কুতঃ অতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ? ১০৬

অনুবাদ ও টীকা—যেমন বিধির প্রসঙ্গের অভাবহেতু বালকের অতিপ্রসঙ্গ বা আচারব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, সেইপ্রকার জ্ঞানীরও বিধির অভাব বালকের সহিত তুল্যরূপ বলিয়া, জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ বা অত্যাচার কোথা হইতে আসিবে? ১০৬

বালকসম্বন্ধে যে বিধির অভাব, বালকের অজ্ঞতাই তাহার কারণ; জ্ঞানীর ত' সেই কারণ নাই; এইরূপ আশঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন, জ্ঞানীর অজ্ঞতার অভাব হইলেও, জ্ঞানীর সর্ব্বজ্ঞতা, বিধির অভাবের কারণ:—

ন কিঞ্চিদ্বেত্তি বালশ্চেৎ সর্ব্বং বেত্ত্যেব তত্ত্ববিৎ।
অল্পজ্ঞস্যৈব বিধয়ঃ সর্ব্বে স্যুর্নান্যয়োর্দ্বয়োঃ॥ ১০৭

অন্বয়—বালঃ কিঞ্চিৎ ন বেত্তি চেৎ, তত্ত্ববিৎ সর্ব্বম্ বেত্তি এব। অল্পজ্ঞস্য এব সর্ব্বে বিধয়ঃ স্যুঃ, অন্যয়োঃ দ্বয়োঃ ন।

অনুবাদ—যদি বল বালক অজ্ঞ, বিধিনিষেধের কিছুই জানে না; সেইহেতু তাহার পক্ষে বিধিনিষেধ নাই; তবে বলি—তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বজ্ঞ, যত কিছু বিধি সকলই অল্পজ্ঞের পক্ষে; অপর দুইএর পক্ষে অর্থাৎ অজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞের পক্ষে নহে।

টীকা—একান্ত অজ্ঞের ও তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে যদি বিধি না হইল, তবে বিধি কাহার জন্য? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সকল বিধিই অল্পজ্ঞের জন্য; অন্যের অর্থাৎ অজ্ঞের ও সর্ব্বজ্ঞের এই উভয়ের জন্য নহে। বিষ্ণুভাগবতে আছে (৩।৭।১৭) "যশ্চ মূঢ়তমো লোকে, যশ্চবুদ্ধেঃ পরং গতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ॥—'যে বালকের মত অতিশয় মূঢ় অথবা যাহার বুদ্ধি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মাকে লাভ করিয়াছে, উভয়েই এই সংসারে সুখভোগ করে, আর যে মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ অতিশয় মূঢ় ও (তত্ত্বজ্ঞ হইতে ভিন্ন) অল্পজ্ঞ, সেই বিধিনিষেধাদিরূপ ক্লেশভোগ করে'। অতি মূঢ়—জ্ঞানসমুদ্রের এপারে অবস্থিত, তত্ত্বজ্ঞ পরপারে: অল্পজ্ঞ উভয় পারমধ্যগত বলিয়া বিধি-নিষেধরূপ উচ্চাবচ তরঙ্গবেগে আকুল হয়; কিন্তু উত্তম কুলোৎপন্ন বালক ও জ্ঞানী গুণদোষবুদ্ধি বিনাই, কেবল শুভসংস্কারবশে শুভাচরণই করিয়া থাকে এবং অশুভাচরণ পরিহার করে। একথা পূর্ব্বে (দ্বৈতবিবেক ৪।৫৫ টীকায়) উল্লিখিত হইয়াছে। ১০৭

ভাল, ব্যাসাদির ন্যায় যাহার শাপ দিবার ও অনুগ্রহ করিবার সামর্থ্য আছে, সেই তত্ত্ববিৎ; অন্যে নহে; বাদী এইরূপ শঙ্কা উঠাইতেছেন:—

(ন) (শঙ্কা) শাপাদির সামর্থ্য থাকিলেই তত্ত্ববিৎ হয়। সমাধান।

শাপানুগ্রহসামর্থ্যং যস্যাসৌ তত্ত্ববিদ্যদি।
তন্ন শাপাদিসামর্থ্যং ফলং স্যাত্তপসো যতঃ॥ ১০৮

অন্বয়—যস্য শাপানুগ্রহসামর্থ্যম্ অসৌ তত্ত্ববিৎ যদি (এবম্ উচ্যতে), তৎ ন; যতঃ শাপাদি-সামর্থ্যম্ তপসঃ ফলম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—যদি বল শাপ দিবার ও অনুগ্রহ করিবার সামর্থ্য যাঁহার থাকে, তিনিই তত্ত্ববিৎ, তবে বলি, ঐরূপ বলা চলে না, যেহেতু শাপাদির সামর্থ্য তপস্যারই ফল, জ্ঞানের নহে।

টীকা—সিদ্ধান্তী বাদীর শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তবে বলি" ইত্যাদির দ্বারা। তাহাতেও হেতু বলিতেছেন :—"যেহেতু" ইত্যাদি। ১০৮

ভাল, ব্যাসাদি তত্ত্ববিদ্‌গণেরও শাপাদির সামর্থ্য দেখা গিয়া থাকে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, তাঁহাদের সেই সামর্থ্য তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে কিন্তু তপস্যার ফল :—

(প) ব্যাস প্রভৃতির শাপাদিসামর্থ্য তপস্যা-জনিত ; জ্ঞানোৎপাদক তপস্যা ভিন্ন।

ব্যাসাদেরপি সামর্থ্যং দৃশ্যতে তপসো বলাৎ।
শাপাদিকারণাদন্যত্তপো জ্ঞানস্য কারণম্॥ ১০৯

অন্বয়—ব্যাসাদেঃ অপি তপসঃ বলাৎ সামর্থ্যম্ দৃশ্যতে। শাপাদিকারণাৎ অন্যৎ তপঃ জ্ঞানস্য কারণম্।

অনুবাদ—ব্যাসাদিরও যে অভিসম্পাতাদির সামর্থ্য ছিল, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, তপস্যারই ফল ; আর জ্ঞানের কারণ বা উৎপাদক যে তপস্যা, তাহা শাপাদিসামর্থ্যোৎপাদক তপস্যা হইতে ভিন্ন।

টীকা—ভাল, তাহা হইলে [তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব—তৈত্তিরীয় উ ৩।২।১, ৩।৩।১ ইত্যাদি] —তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর—এই শ্রুতিবচন হইতে বুঝা যায়, তপস্যারহিত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—অভিসম্পাতাদির কারণ (উৎপাদক) সকাম তপস্যা হইতে অন্যপ্রকারের জ্ঞানোৎপাদক নিষ্কাম তপস্যা আছে বলিয়া তপস্যা বিনা তত্ত্বজ্ঞানের অনুৎপত্তির আশঙ্কা নাই। এইহেতু পূর্ব্বোক্তরূপ কথন সঙ্গত নহে। ইহাই বলিতেছেন—"আর জ্ঞানের কারণ" ইত্যাদি। তপ্ ধাতু দুইটি—"তপ্ আলোচনে," "তপ্ সন্তাপে"। তন্মধ্যে আলোচনার্থক তপ্ ধাতুনিষ্পন্ন তপঃ বা তপস্যা জ্ঞানের কারণ এবং সন্তাপ বা বৈধক্লেশসহনার্থক তপ্‌ধাতু নিষ্পন্ন তপঃ বা তপস্যা শাপানুগ্রহাদি শক্তিলাভের কারণ ; এই গূঢ়ার্থই সূচিত হইতেছে। ১০৯

ভাল, তাহা হইলে সেই ব্যাসাদির তত্ত্বজ্ঞানিতা ও শাপানুগ্রহাদি সমর্থতা কেন দেখা গেল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাঁহাদের উভয়বিধ তপস্যাই ছিল :—

(ফ) উভয়বিধ তপস্যা থাকিলে শাপাদিসামর্থ্য ও জ্ঞান ; একবিধ থাকিলে একফলপ্রাপ্তি।

দ্বয়ং যস্যাস্তি তস্যৈব সামর্থ্যজ্ঞানয়োর্জনিঃ।
একৈকং তু ততঃ কুর্ব্বন্নেকৈকং লভতে ফলম্॥ ১১০

অন্বয়—যস্য দ্বয়ম্ অস্তি তস্য এব সামর্থ্যজ্ঞানয়োঃ জনিঃ (স্যাৎ) ; ততঃ একৈকম্ তু কুর্ব্বন্ একৈকম্ ফলম্ লভতে।

অনুবাদ ও টীকা—যাঁহার দ্বিবিধ তপস্যাই আছে, তাঁহার শাপাদির সামর্থ্য ও

তত্ত্বজ্ঞান উভয়ই জন্মে। সেইহেতু এক এক প্রকারের তপস্যা করিলে এক এক ফলই পাওয়া যায়। এইহেতু উক্ত বিরোধ সম্ভবে না। ১১০

ভাল, শাপাদির সামর্থ্যরহিত যতির শাপাদিসামর্থ্য সম্পাদনবিষয়ে প্রেরকবচনরূপ বিধির অভাব হইলেও, বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানকারী কর্ম্মকাণ্ডীদিগের কর্তৃক নিন্দনীয়তা ঘটিবে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, সেই কর্ম্মীদিগেরও বিষয়লম্পট পামর পুরুষদিগের কর্তৃক নিন্দনীয়তা ঘটিবে।

(ব) সামর্থ্যোৎপাদক-বিধিবিহীন যতির কর্ম্মি-কর্তৃক নিন্দাসম্ভাবনা। শঙ্কা ও সমাধান।

সামর্থ্যহীনো নিন্দ্যশ্চেদ্যতির্বিধিবিবর্জ্জিতঃ।
নিন্দ্যতে তত্তপোঽপ্যন্যৈরনিশং ভোগলম্পটৈঃ॥১১১

অন্বয়—সামর্থ্যহীনঃ যতিঃ বিধিবিবর্জ্জিতঃ নিন্দ্যঃ চেৎ অন্যৈঃ ভোগলম্পটৈঃ তৎ তপঃ অপি অনিশম্ নিন্দ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—শাপানুগ্রহের সামর্থ্যরহিত যে সন্ন্যাসী তিনি বিধিরহিত হইলেও, কর্ম্মিগণকর্তৃক নিন্দিত হইবেন—যদি এইরূপ বল, তবে (বলি) অন্য ভোগ-লম্পট পুরুষদিগের কর্তৃক সেই কর্ম্মিগণের কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপও নিরন্তর নিন্দিত হইয়া থাকে*। ১১১

'ভাল, সন্ন্যাসীও ত' ভোগতুষ্টির জন্য ভোগ্যবস্তুর আহরণ করেন'—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, তাহা হইলে তাহাদের যতিত্বই নাই, বলিতে হইবে, এই অভি-প্রায়ে উপহাস করিতেছেন:—

(ভ) ভোগলম্পটদিগের যতিত্বাভাব, লক্ষ্য করিয়া উপহাস।

ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষেয়ুর্যদ্যেতে ভোগতুষ্টয়ে।
অহো যতিত্বমেতেষাং বৈরাগ্যভরমন্থরম্॥ ১১২

অন্বয়—যদি এতে ভোগতুষ্টয়ে ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষেয়ুঃ, অহো এতেষাম্ বৈরাগ্যভরমন্থরম্ যতিত্বম্!

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল সন্ন্যাসিগণও ভোগতুষ্টির জন্য ভিক্ষাবস্ত্রাদি রক্ষণ করেন, তবে বলি সেইরূপ সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যবোঝার ভারে চলনাসমর্থ যতিত্বে বলিহারি! ১১২

---

* এই শ্লোকটি আচার্য্য পীতাম্বরধৃত পাঠানুসারেই প্রদত্ত হইল। অন্য সকল সংস্করণেই—সামর্থ্যহীনো নিন্দ্যশ্চেদ্যতিভি বিধিবর্জ্জিতঃ। নিন্দ্যন্তে যতয়োঽপ্যন্যৈরনিশং ভোগলম্পটৈঃ,॥ এইরূপে পঠিত হইয়াছে। কেবল পুণাসংস্করণে 'যতয়ো' স্থানে 'যতত্তো' পাঠ আছে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রামাদিক। এই সকল পাঠই রামকৃষ্ণ রচিত—"নমু যঃ শাপাদিসামর্থ্যরহিতঃ তস্য বিধাভাবে অপি বিহিতানুষ্ঠাতৃভিঃ [ন যতিভিঃ] নিন্দ্যত্বম্ স্যাৎ" ইত্যাদি টীকার সহিত এবং অচ্যুতরায় কৃত ব্যাখ্যা—"নমু ব্রহ্মবিদঃ শাপাদ্যসামর্থ্যে কর্ম্মঠনিন্দ্যত্বম্" ইত্যাদির সহিত অসংলগ্ন হয়। এইহেতু পীতাম্বর-ধৃত পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। "অন্যৈঃ ভোগলম্পটৈঃ" দ্বারা বৈধাবৈধ ভোগাসক্ত, পারলৌকিক ভোগসাধনে অবিশ্বাসিগণই সূচিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ঐহিক পারলৌকিক বৈধভোগসাধনে বিশ্বাসিগণও "ভোগলম্পট" মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এইহেতু সন্ন্যাসিগণকেও ভোগিসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার প্রয়াস তাঁহাদের স্বাভাবিক।

বিষয়লম্পট পামরগণ কর্ম্মকাণ্ডরত শিষ্ট পুরুষদিগের যে নিন্দা করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় না, যদি এইরূপ বল, তবে বলি, দেহাভিমানী কর্ম্মকাণ্ডরত পুরুষগণও তত্ত্বজ্ঞগণের যে নিন্দা করিয়া থাকে, তদ্দ্বারাও তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় না :—

(ম) কর্ম্মীদিগের বিষয়িকৃত নিন্দার ন্যায় তত্ত্বজ্ঞদিগের কর্ম্মিকৃত নিন্দায় ক্ষতি নাই।

বর্ণাশ্রমপরান্ মূঢ়া নিন্দন্ত্বিত্যুচ্যতে যদি।
দেহাত্মমতয়ো বুদ্ধং নিন্দন্ত্বাশ্রমমানিনঃ ॥ ১১৩

অন্বয়—মূঢ়াঃ বর্ণাশ্রমপরান্ নিন্দন্তু ইতি যদি উচ্যতে, দেহাত্মমতয়ঃ আশ্রমমানিনঃ বুদ্ধম্ নিন্দন্তু।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল যাহারা মূঢ় ('পামর') তাহারা বর্ণাশ্রমানুরাগী (কর্ম্মকাণ্ডরত) পুরুষদিগের নিন্দা করুক, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি নাই, তবে বলি যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া মানে এইরূপ বর্ণাশ্রমাভিমানী (কর্ম্মকাণ্ডরত) পুরুষেরা জ্ঞানীদিগকে নিন্দা করুক, তাহাতে তাঁহাদেরও কিছুই আসিয়া যায় না। ১১৩

৯১ হইতে ১১৩ পর্য্যন্ত ২৩টি শ্লোকে বর্ণিত প্রসঙ্গপ্রাপ্ত বিষয়টির বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া আলোচ্যবিষয়ের— তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যবহারের অবিরোধবিচারের—অনুসরণ করিতেছেন :—

তদিত্থং তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দ্দনাৎ।
জ্ঞানিনা চরিতুং শক্যং সম্যগ্রাজ্যাদি লৌকিকম্ ॥১১৪

অন্বয়— তৎ ইত্থম্ তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দ্দনাৎ লৌকিকম্ রাজ্যাদি জ্ঞানিনা সম্যক্ আচরিতুম শক্যম্।

অনুবাদ—অতএব এই প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান হইলে, মন প্রভৃতি ব্যবহারসাধন সামগ্রীর অভাব হয় না বলিয়া জ্ঞানী লৌকিককর্ম্ম অথবা রাজ্যপালনাদি সম্যক্ প্রকারে আচরণ করিতে সমর্থ হন।

টীকা—"তৎ"—সেই কারণে ; "ইত্থম্"—উক্তপ্রকারে, "তত্ত্ববিজ্ঞানে (সতি) সাধনানুপমর্দ্দনাৎ"—তত্ত্বজ্ঞান হইলে মন প্রভৃতি ব্যবহারসামগ্রীরূপ সাধনের বিলাপন বা বিনাশ হয় না বলিয়া, "লৌকিকম্ রাজ্যাদি"— লৌকিককর্ম্ম অথবা (?) রাজ্য (-পালন) প্রভৃতি জ্ঞানিকর্ত্তৃক সম্যক্প্রকারে আচরিত হইবার যোগ্য হয়। ১১৪

যদি বল তত্ত্বজ্ঞানীর প্রপঞ্চমিথ্যাত্বজ্ঞান হইলে, সেই প্রপঞ্চে ইচ্ছার উদয়ই হইবে না, তবে বলি জ্ঞানী নিজ কর্ম্মানুসারেই চলিতে থাকুন :—

মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা তত্রেচ্ছা নাস্তি চেত্তর্হি মাস্তু তৎ।
ধ্যায়ন্ বাথ ব্যবহরন্ যথারব্ধম্ বসত্বয়ম্ ॥ ১১৫

অন্বয়—মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা তত্র ইচ্ছা ন অস্তি চেৎ তর্হি তৎ মা অস্তু, অয়ম্ ধ্যায়ন্ অথবা ব্যবহরন্ যথারব্ধম্ বসতু।

অনুবাদ ও টীকা—প্রপঞ্চে মিথ্যাত্ববুদ্ধি হেতু জ্ঞানীর যদি প্রপঞ্চে ইচ্ছার উদয়

না হয়, না-ই হউক ; জ্ঞানী ধ্যান করিতে করিতে অথবা ব্যবহার পালন করিতে করিতে নিজ প্রারব্ধের অনুবর্ত্তন করিতে থাকুন। ১১৫

২। জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ।

এক্ষণে এই জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ দেখাইতেছেন :—

(ক) উপাসকের নিরন্তর ধ্যান কর্ত্তব্য, হেতু ও দৃষ্টান্ত।

উপাসকস্তু সততং ধ্যায়ন্নেব বসেত্ততঃ।
ধ্যানেনৈব কৃতং তস্য ব্রহ্মত্বং বিষ্ণুতাদিবৎ॥ ১১৬

অন্বয়—উপাসকঃ তু সততম্ ধ্যায়ন্ এব বসেৎ, যতঃ তস্য ব্রহ্মত্বম্ ধ্যানেন এব কৃতম্ বিষ্ণুতাদিবৎ।

অনুবাদ—উপাসক ব্যক্তি সর্ব্বদা ধ্যানে তৎপর থাকিবেন, যেহেতু সেই উপাসকের ব্রহ্মরূপতা ধ্যানদ্বারাই সম্পন্ন, যেমন বিষ্ণুরূপতাপ্রভৃতি ধ্যানদ্বারাই সম্পন্ন হয়।

টীকা—ধ্যানতৎপর থাকিবার কারণ বলিতেছেন—"যেহেতু সেই, উপাসকের" ইত্যাদি। "যতঃ"—যেহেতু, "তস্য ব্রহ্মত্বম্ ধ্যানেন এব কৃতম্"—উপাসকের ব্রহ্মত্ব ধ্যানদ্বারাই নিষ্পাদিত; প্রমাণদ্বারা উৎপাদিত এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয়ীকৃত হয় নাই ; এইহেতু ধ্যানীর অর্থাৎ উপাসকের সর্ব্বদাই ধ্যান করা কর্ত্তব্য, ইহাই অর্থ। সেই ধ্যাননিষ্পাদিত ব্রহ্মরূপতার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"যেমন বিষ্ণুরূপতাপ্রভৃতি" ইত্যাদি। যেমন কেহ ধ্যানদ্বারা অর্থাৎ সগুণ উপাসনার দ্বারা আপনাতে বিষ্ণুরূপতাপ্রভৃতি সম্পাদন করিলে, তাহার পারমার্থিকতা নাই, সেইরূপ নির্গুণোপাসনাসম্পাদিত ব্রহ্মরূপতারও পারমার্থিকতা নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ১১৬

ভাল, ধ্যানদ্বারা নিষ্পাদিত হইলেও সেই ব্রহ্মভাব কেন পারমার্থিক হইবে না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—যেমন [বাচম্ ধেনুম্ উপাসীত—বৃহদা উ ৫।৮।১]—(স্বাহা, বষট্, হন্ত, স্বধা এই চারিটি স্তনবিশিষ্ট) 'ধেনুরূপে বাককে উপাসনা করিবে ;' তদনুসারে সম্পাদিত বাগ্‌ধেনুধ্যান প্রভৃতির অনুষ্ঠানে, ধ্যানের নিবৃত্তি হইলে ধ্যানসম্পাদিতেরও নিবৃত্তি দেখা যায় ; সেইহেতু ধ্যানসম্পাদিতের পারমার্থিকতা নাই :—

(খ) ধ্যাননিষ্পাদিত ব্রহ্মভাব অবাস্তব ; জ্ঞান-প্রকাশিত ব্রহ্মভাব বাস্তব।

ধ্যানোপাদানকং যত্তদ্ধ্যানাভাবে বিলীয়তে।
বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাভাবে বিলীয়তে॥ ১১৭

অন্বয়—ধ্যানোপাদানকম্ যৎ তৎ ধ্যানাভাবে বিলীয়তে, বাস্তবী ব্রহ্মতা জ্ঞানাভাবে ন এব বিলীয়তে।

অনুবাদ—ধ্যান যাহার উপাদান—সম্পাদক কারণ, সেই বস্তু ধ্যানের অভাব হইলেই বিলীন হইয়া যায় ; কিন্তু বাস্তব যে ব্রহ্মভাব, তাহা জ্ঞানের অভাব হইলেও বিলীন হইয়া যায় না।

টীকা—জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মভাবের ধ্যানসম্পাদিত ব্রহ্মভাব হইতে বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—"কিন্তু বাস্তব যে ব্রহ্মভাব" ইত্যাদিদ্বারা। এস্থলে 'বাস্তব' পদটি হেতুগর্ভিত

বিশেষণ। যেহেতু ব্রহ্মভাব বাস্তব, সেইহেতু জ্ঞাপক অর্থাৎ প্রকাশক যে জ্ঞান, তাহার অভাব হইলেও বিলীন হয় না, ইহাই অর্থ। ১১৭

ব্রহ্মভাব বাস্তব বলিয়া জ্ঞানদ্বারা উৎপাদ্য নহে—ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মজ্ঞান জনিত নহে; জ্ঞানের অভাবে ব্রহ্মের বিনাশ হয় না।

ততোঽভিজ্ঞাপকং জ্ঞানং ন নিত্যং জনয়ত্যদঃ।
জ্ঞাপকাভাবমাত্রেণ ন হি সত্যং বিলীয়তে॥ ১১৮

অন্বয়—ততঃ অভিজ্ঞাপকম্ জ্ঞানম্ নিত্যম্ অদঃ ন জনয়তি; হি (যতঃ) জ্ঞাপকাভাব-মাত্রেণ সত্যম্ ন বিলীয়তে।

অনুবাদ—সেইহেতু অভিজ্ঞাপক জ্ঞান এই নিত্য ব্রহ্মভাবকে উৎপাদন করিতে পারে না ; যেহেতু জ্ঞাপকের অভাবদ্বারাই সত্যবস্তুর বিলয় হয় না।

টীকা—যেহেতু এই ব্রহ্মভাব নিত্য, সেইহেতু জ্ঞান এই ব্রহ্মভাবেরই অববোধকমাত্র, জনক নহে, ইহাই অর্থ। এস্থলে অভিপ্রায় এই—ব্রহ্মভাব যদি জ্ঞানদ্বারা উৎপাদ্য হইত, তাহা হইলে জ্ঞানের নাশে তাহাও বিনষ্ট হইত, "ন চ বিলীয়তে"—আর সেরূপ বিলয় হয় না ; এইহেতু তাহা জ্ঞানজনিত নহে। ১১৮

ভাল, জ্ঞানীর ন্যায় উপাসকের ব্রহ্মত্ব বাস্তবই বটে, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) উপাসকের ব্রহ্মভাব লইয়া শঙ্কা। পশুপামরাদির সহিত তাহার তুল্যতা।

অস্ত্যেবোপাসকস্যাপি বাস্তবী ব্রহ্মতেতি চেৎ।
পামরাণাং তিরশ্চাং চ বাস্তবী ব্রহ্মতা ন কিম্॥ ১১৯

অন্বয়—উপাসকস্য অপি ব্রহ্মতা বাস্তবী এব অস্তি ইতি চেৎ, পামরাণাম্ চ তিরশ্চাম্ ব্রহ্মতা বাস্তবী কিম্ ন?

অনুবাদ—যদি বল উপাসকেরও ব্রহ্মভাব ত' বাস্তবই, তবে বলি, পামরলোক-দিগের এবং তির্য্যগ্‌যোনিজদিগের অর্থাৎ পশুপক্ষীদিগের ব্রহ্মতা কি বাস্তব নহে? কিন্তু বাস্তবই।

টীকা—সিদ্ধান্তী বাদীকে উত্তর দিতেছেন :—কেবল উপাসকের কথা তুলিয়া তুমি অল্প লইয়াই আপত্তি উঠাইলে, (আরও অধিক বলিতে পারিতে।) ইহাই বলিতেছেন—"তবে বলি" ইত্যাদি। ১১৯

পামরাদির সেই ব্রহ্মভাব বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অজ্ঞাত বলিয়া পুরুষার্থোপযোগী নহে, যদি এইরূপ বল, তবে বলি উপাসকেরও ব্রহ্মভাব অজ্ঞাত বলিয়া তুল্যরূপে অপুরুষার্থোপযোগী :—

(ঙ) উপাসকের ও পামরের ব্রহ্মতা পরম পুরুষার্থোপযোগী নহে, তবে অন্য সাধনাপেক্ষা উপাসনা শ্রেষ্ঠ।

অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমুভয়ত্রাপি তৎ সমম্।
উপবাসাদ্ যথা ভিক্ষা বরং ধ্যানং তথান্যতঃ॥ ১২০

অন্বয়—অজ্ঞানাৎ অপুমর্থত্বম্ তৎ উভয়ত্র অপি সমম্। যথা উপবাসাৎ ভিক্ষা (বরম্) তথা অন্যতঃ ধ্যানম্ বরম্।

অনুবাদ—অজ্ঞানহেতু যে পুরুষার্থতার অভাব তাহা উভয়পক্ষেই সমান অর্থাৎ পামরাদির ব্রহ্মভাব ও উপাসকের ব্রহ্মভাব তুল্যরূপে অপুরুষার্থোপযোগী। তবে অনাহারে থাকা অপেক্ষা যেমন ভিক্ষা করা ভাল, সেইরূপ অন্যকর্ম্মানুষ্ঠানাপেক্ষা উপাসনা বা ধ্যান শ্রেষ্ঠ।

টীকা—ভাল, পামরাদির ব্রহ্মভাব যদি উপাসকের ব্রহ্মভাবের সহিত তুল্যরূপে অপুরুষার্থোপযোগী, তবে কেন উপাসনার বর্ণন করিতেছেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অন্য অনুষ্ঠানাপেক্ষা উপাসনার শ্রেষ্ঠতাহেতু উপাসনার বর্ণন করিলেন, ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—"তবে অনাহারে থাকা অপেক্ষা" ইত্যাদিদ্বারা। ১২০

৩। নির্গুণোপাসনার শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদন; তাহার ফল মুক্তির বর্ণন।

অন্যান্যানুষ্ঠানাপেক্ষা নির্গুণোপাসনার উৎকর্ষ দেখাইতেছেন :—

(ক) সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে নির্গুণোপাসনাই শ্রেষ্ঠ।

পামরাণাং ব্যবহ্নতের্বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ।
ততোঽপি সগুণোপাস্তি র্নির্গুণোপাসনা ততঃ॥ ১২১

অন্বয়—পামরাণাম্ ব্যবহৃতেঃ কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ বরম্, ততঃ অপি সগুণোপাস্তিঃ, ততঃ নির্গুণোপাসনা।

অনুবাদ ও টীকা—পামরদিগের কৃষ্যাদি ব্যবহারাপেক্ষা নামজপাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান ভাল বটে, কিন্তু তাহা হইতে সগুণোপাসনা আরও ভাল এবং সেই সগুণোপাসনা হইতে নির্গুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ। ১২১

পর-পরবর্ত্তী সাধনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কারণ বলিতেছেন :—

(খ) পর-পরবর্ত্তী সাধণের শ্রেষ্ঠতা, নির্গুণোপাসনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, তাহার কারণ।

যাবদ্বিজ্ঞানসামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যং বিবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষান্নির্গুণোপাসনং শনৈঃ॥ ১২২

অন্বয়—যাবৎ বিজ্ঞানসামীপ্যম্ তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যম্ বিবর্দ্ধতে; নির্গুণোপাসনম্ শনৈঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানায়তে।

অনুবাদ—যে কর্ম্ম জ্ঞানের যত নিকটবর্ত্তী, সেই কর্ম্মের উৎকর্ষ তত অধিক। নির্গুণ উপাসনা কিছুকাল মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় হইয়া যায়।

টীকা—নির্গুণ উপাসনা যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—"নির্গুণ উপাসনা কিছুকাল মধ্যে" ইত্যাদি। ১২২

এই কথা দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক সমর্থন করিতেছেন :—

(গ) উক্তবিষয়ে দৃষ্টান্ত।

যথা সংবাদিবিভ্রান্তিঃ ফলকালে প্রমায়তে।
বিদ্যায়তে তথোপাস্তির্মুক্তিকালেঽতিপাকতঃ॥ ১২৩

অন্বয়—যথা সম্বাদিবিভ্রান্তিঃ ফলকালে প্রমায়তে, তথা উপাস্তিঃ অতিপাকতঃ মুক্তিকালে বিস্তায়তে।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন সম্বাদিভ্রম ফলকালে প্রমার (যথার্থ জ্ঞানের) ন্যায় হয়, সেইরূপ নির্গুণ উপাসনা অতিশয় পরিপাকবশতঃ মুক্তিকালে তত্ত্বজ্ঞানের ন্যায় হয়। ১২৩

ভাল, সম্বাদিভ্রম নিজে প্রমা বা যথার্থজ্ঞানরূপ নাই হউক কিন্তু সম্বাদিভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত যে পুরুষ, তাহার ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধদ্বারা প্রমা ত' উৎপন্ন হয়—এইরূপে বাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্তে বৈষম্যশঙ্কা ; নির্গুণ উপাসনা জ্ঞানের হেতু হইতে পারে বলিয়া সমাধান।

সংবাদিভ্রমতঃ পুংসঃ প্রবৃত্তস্যান্যমানতঃ।
প্রমেতি চেত্তথোপাস্তির্মান্তরে কারণায়তাম্ ॥ ১২৪

অন্বয়—সম্বাদিভ্রমতঃ প্রবৃত্তস্য পুংসঃ অন্যমানতঃ প্রমা ইতি চেৎ, তথা উপাস্তিঃ মান্তরে (অন্য প্রমাণ বিষয়ে) কারণায়তাম্।

অনুবাদ—সম্বাদিভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত যে পুরুষ তাহার অন্য প্রমাণদ্বারা প্রমা হইবে—যদি এইরূপ বল, তবে নির্গুণ উপাসনাও অন্য প্রমাণবিষয়ে (অর্থাৎ নিদিধ্যাসনরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাপরোক্ষজ্ঞানের) কারণ হউক।

টীকা—তাহাই হউক ; তাহা হইলে নির্গুণ উপাসনাও নিদিধ্যাসনরূপ হইয়া বাক্যজনিত অপরোক্ষ জ্ঞানবিষয়ে কারণ হইবে, ইহাই বলিতেছেন—"তবে নির্গুণ উপাসনাও" ইত্যাদি। ১২৪

ভাল, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মূর্ত্তিধ্যানপ্রভৃতিও চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদন করিয়া অপরোক্ষজ্ঞানের কারণ হইবে—যদি এইরূপ বল, তাহা মানিতেছি—ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) মূর্ত্তিধ্যানাদি জ্ঞানসাধন বটে, নির্গুণোপাসনার উৎকর্ষ তদপেক্ষা অধিক।

মূর্ত্তিধ্যানস্য মন্ত্রাদেরপি কারণতা যদি।
অস্তু নাম তথাপ্যত্র প্রত্যাসত্তির্বিশিষ্যতে ॥ ১২৫

অন্বয়—মূর্ত্তিধ্যানস্য মন্ত্রাদেঃ অপি যদি কারণতা, অস্তু নাম, তথাপি অত্র প্রত্যাসত্তিঃ বিশিষ্যতে।

অনুবাদ—যদি বল মূর্ত্তিধ্যান এবং মন্ত্রাদিও জ্ঞানের কারণ হইবে তবে বলি, হউক না কেন, তথাপি নির্গুণ উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের অধিক সমীপ বলিয়া ইহার বিশিষ্টতা।

টীকা—যদি জিজ্ঞাসা কর নির্গুণ উপাসনার উৎকর্ষাধিক্য কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তথাপি নির্গুণ উপাসনা তত্ত্বজ্ঞানের" ইত্যাদি। "প্রত্যাসত্তিঃ"—জ্ঞানের প্রতি সমীপতা। ১২৫

নির্গুণ উপাসনা কি প্রকারে জ্ঞানের সমীপ তাহাই বুঝাইতেছেন :—

(চ) নির্গুণ উপাসনা কি প্রকারে জ্ঞানের সমীপ।

নির্গুণোপাসনং পক্বং সমাধিঃ স্যাচ্ছনৈস্ততঃ।
যঃ সমাধির্নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে ॥ ১২৬

অন্বয়—নির্গুণোপাসনম্ পক্বম্ (সৎ), সমাধিঃ স্যাৎ ; ততঃ শনৈঃ নিরোধাখ্যঃ যঃ সমাধিঃ সঃ অনায়াসেন লভ্যতে।

অনুবাদ—নির্গুণোপাসনা পরিপাক লাভ করিলে সমাধিরূপে পরিণত হয়। সেই সমাধি হইতে অল্পে অল্পে নিরোধ নামক সমাধি আসিয়া যায়। এইহেতু সেই নিরোধ অনায়াসে লাভ করা যায়।

টীকা—নির্গুণোপাসনা যখন পক্ব হয় তখন সবিকল্পসমাধি হয়। "ততঃ"—সেই সবিকল্প সমাধি হইতে, "নিরোধাখ্যঃ যঃ সমাধিঃ"—নিরোধ নামক যে সমাধি, অর্থাৎ "তস্য অপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজসমাধিঃ"—(পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ, ৫১ সূত্র)—'সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-প্রজ্ঞার সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সর্ব্বনিরোধ হয়। তাহা হইলেই সমাধি নির্ব্বীজ হয়।' এই সূত্রে যে সমাধির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই নির্ব্বিকল্পক সমাধি, "অনায়াসেন লভ্যতে"—তখন চিত্তের কোনও কার্য্য অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া, 'নিমিত্ত দূর হইলে নৈমিত্তিকও অপগত হয়' এই নিয়মানুসারে, নির্ব্বীজ সমাধি আপনিই উপস্থিত হয়। ১২৬

ভাল, এই নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভ হউক, তাহাতে কি ফল হইল ? উত্তরে বলিতেছেন :—

নিরোধলাভে পুংসোঽন্তরসঙ্গং বস্তু শিষ্যতে।
পুনঃপুনর্বাসিতেঽস্মিন্ বাক্যাজ্জায়েত তত্ত্বধীঃ ॥ ১২৭

অন্বয়—নিরোধলাভে পুংসঃ অন্তঃ অসঙ্গম্ বস্তু শিষ্যতে ; অস্মিন্ পুনঃ পুনঃ বাসিতে বাক্যাৎ তত্ত্বধীঃ জায়েত।

অনুবাদ—নিরোধসমাধিলাভ হইলে সাধকের অন্তরে কেবল অসঙ্গ বস্তুই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। পুনঃ পুনঃ ভাবনাদ্বারা তাহার সংস্কার দৃঢ়ীকৃত হইলে, মহাবাক্য হইতে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

টীকা—সেই অসঙ্গ বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যাইলেও কি ফললাভ হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পুনঃ পুনঃ ভাবনাদ্বারা" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—অসঙ্গ বস্তু বার বার বাসিত অর্থাৎ ভাবিত হইলে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতিরূপ বাক্য হইতে তত্ত্ববুদ্ধি অর্থাৎ 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ আকারের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১২৭

তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(ছ) তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ।

নির্ব্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশৈকপূর্ণতাঃ।
বুদ্ধৌ ঝটিতি শাস্ত্রোক্তা আরোহন্ত্যবিবাদতঃ ॥ ১২৮

অন্বয়—শাস্ত্রোক্তাঃ নির্ব্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশৈকপূর্ণতাঃ অবিবাদতঃ ঝটিতি বুদ্ধৌ আরোহন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—শাস্ত্রে যে নির্ব্বিকারতা, অসঙ্গতা, নিত্যতা, স্বপ্রকাশতা, একতা ও পূর্ণতা আত্মার বিশেষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এই সকল বিশেষণ নির্ব্বিবাদে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিতে স্থিতিলাভ করে। ১২৮

ভাল, নির্ব্বিকল্পসমাধির বশে অপরোক্ষজ্ঞান যে উৎপন্ন হয়, এবিষয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'অমৃতবিন্দু' প্রভৃতি অনেক উপনিষদ এবিষয়ে প্রমাণ :—

(জ) নির্ব্বিকল্পসমাধিতে অপরোক্ষজ্ঞান যে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

যোগাভ্যাসস্ত্বেতদর্থোঽমৃতবিন্দ্বাদিষু শ্রুতঃ।
এবঞ্চ দৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাদন্যতো বরম্॥ ১২৯

অন্বয়—এতদর্থঃ তু অমৃতবিন্দ্বাদিষু যোগাভ্যাসঃ শ্রুতঃ ; এবম্ চ দৃষ্টদ্বারা অপি হেতুত্বাৎ অন্যতঃ বরম্।

অনুবাদ—এই অপরোক্ষজ্ঞানলাভরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অমৃতবিন্দু প্রভৃতি উপনিষদে যোগাভ্যাসের উপদেশ শুনা যায় ; আর এইরূপে দৃষ্টোপায়দ্বারাও নির্গুণোপাসকের অপরোক্ষজ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হওয়া সম্ভব বলিয়া নির্গুণ উপাসনা অন্য সাধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

টীকা—"এবম্ চ"—আর এইরূপেও অর্থাৎ নির্গুণ উপাসকদিগের অপরোক্ষজ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হওয়া সম্ভব বলিয়া, "দৃষ্টদ্বারা অপি"—নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভরূপ প্রত্যক্ষোপায়দ্বারাও ; এই 'ও' শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে পুণ্যোৎপত্তিরূপ অদৃষ্টোপায়ও অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু বলিয়া অন্য অর্থাৎ সগুণোপাসনাদি জ্ঞান সাধনাপেক্ষা নির্গুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ, ইহাই অর্থ। ১২৯

এইরূপে নির্গুণোপাসনা অপরোক্ষজ্ঞানের (উৎকৃষ্ট) সাধন বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায়, সেই নির্গুণোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সাধনান্তরে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের বৃথা শ্রম লৌকিক ন্যায়-দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ঝ) নির্গুণোপাসনা ত্যাগে সাধনান্তরে প্রবৃত্তি বৃথা শ্রম। লৌকিক দৃষ্টান্ত।

উপেক্ষ্য তত্তীর্থযাত্রাজপাদীনেব কুর্ব্বতাম্।
পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ॥ ১৩০

অন্বয়—তৎ উপেক্ষ্য তীর্থযাত্রাজপাদীন্ এব কুর্ব্বতাম্ "পিণ্ডম্ সমুৎসৃজ্য করম্ লেঢ়ি" ইতি ন্যায়ঃ আপতেৎ।

অনুবাদ—সেই নির্গুণোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা এবং (তদ্রূপস্বল্প-ফলক) জপাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুরুষগণ, "লড্ডুক ফেলিয়া দিয়া হাত চাটা" এই ন্যায়ের প্রয়োগস্থল হইয়া পড়িবে।

টীকা—আচার্য্য পীতাম্বর গুর্জ্জরদেশীয় পংক্তি ভোজনের সংস্কার লইয়া ('পঞ্চপাদিকা') গ্রন্থোক্ত এই ন্যায়ের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—এক পংক্তি ভোজনে লড্ডুক পরিবেশনের পর ভাত পরিবেশন আরম্ভ হইলে এক লোভী ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত লড্ডুক আসনের পশ্চাতে গোপন করিয়া, 'আমি লড্ডুক পাই নাই' বলিয়া আবার লড্ডুক চাহিলে, তাহার প্রতারণা ধরা পড়ায় সে দ্বিতীয় লড্ডুক পরিবেশন হইতে বঞ্চিত হইল ; এদিকে মার্জ্জার তাহার পশ্চাতে রক্ষিত লড্ডুক লইয়া পলাইল ; সে হাত চাটিতেই লাগিল। ১৩০

ভাল, আত্মতত্ত্বের বিচার ছাড়িয়া নির্গুণোপাসনায় রত হইলে, উক্ত ন্যায় ত' তুল্যভাবে প্রযোজ্য, এই আশঙ্কা অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছেন :—

(ঞ) আবার বিচার ছাড়িয়া নির্গুণোপাসনায় রতের পূর্ব্ববৎ বৃথাশ্রম। নির্গুণোপাসনার উপযোগ।

উপাসকানামপ্যেবং বিচারত্যাগতো যদি।
বাঢ়ং তস্মাদ্ বিচারস্যাসম্ভবে যোগ ঈরিতঃ॥ ১৩১

অন্বয়—উপাসকানাম্ অপি বিচারত্যাগতঃ যদি এবম্, বাঢ়ম্; তস্মাৎ বিচারস্য অসম্ভবে যোগঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ তাহা হইলে ত' যে সকল উপাসক বিচারত্যাগ করিয়া নির্গুণো-পাসনায় প্রবৃত্ত হয় তাহাদিগেরও ত' এই হাতচাটার অবস্থাপ্রাপ্তি হয়? হাঁ, তাহা সত্য; সেইহেতু বিচার অসম্ভব হইলেই যোগের ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে।

টীকা—যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে নির্গুণোপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"সেইহেতু বিচার অসম্ভব হইলে" ইত্যাদি; অর্থাৎ যেহেতু পূর্ব্বশ্লোকোক্ত হাতচাটার অবস্থাপ্রাপ্তি হয়, এইহেতু বিচার অসম্ভব হইলে যোগ অর্থাৎ উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ১৩১

বিচার কেন অসম্ভব হয় তাহার কারণ বলিতেছেন :—

(ট) চিত্তে বহুবিক্ষেপের হেতু; তাহাতে যোগের মুখ্যোপযোগিতা।

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধীর্ন হি।
যোগো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥ ১৩২

অন্বয়—বহুব্যাকুলচিত্তানাম্ হি বিচারাৎ তত্ত্বধীঃ ন (জায়তে); ততঃ তেষাম্ যোগঃ মুখ্যঃ; তেন ধীদর্পঃ নশ্যতি।

অনুবাদ—যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল বিচারদ্বারা তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না; সেইহেতু তাহাদের পক্ষে যোগই (অর্থাৎ নির্গুণ উপাসনাই) মুখ্য উপায়; তদ্দ্বারাই তাহাদের বুদ্ধির দর্প (বিক্ষেপ বা লক্ষ্যে অনবধানতা) বিনষ্ট হয়।

টীকা—যেহেতু বিচার সম্ভব নহে, সেইহেতু যোগ (উপাসনা) কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন—"সেইহেতু তাহাদের পক্ষে" ইত্যাদি। যোগের মুখ্য উপায় হইবার কারণ বলিতেছেন:—"তদ্দ্বারাই" ইত্যাদি। যেহেতু যোগদ্বারাই সেই বুদ্ধিদর্প লক্ষ্যে অনবধানতা বা বিক্ষেপ বিনষ্ট হয়, সেইহেতু তাহা মুখ্য। ১৩২

এই প্রকারে ব্যাকুলচিত্ত লোকের পক্ষে যোগেরই মুখ্যতা বর্ণন করিয়া, সেই চিত্তব্যাকুলতা-রহিত লোকদিগের পক্ষে বিচারই মুখ্যোপায় ইহাই বলিতেছেন :—

(ঠ) অব্যাকুল চিত্তের বিচারই মুখ্যোপায়। তাহার কারণ।

অব্যাকুলধিয়াং মোহমাত্রেণাচ্ছাদিতাত্মনাম্।
সাংখ্যনামা বিচারঃ স্যান্মুখ্যো ঝটিতি সিদ্ধিদঃ॥ ১৩৩

অন্বয়—অব্যাকুলধিয়াম্ মোহমাত্রেণ আচ্ছাদিতাত্মনাম্ সাংখ্যনামা বিচারঃ মুখ্যঃ স্যাৎ (যতঃ) ঝটিতি সিদ্ধিদঃ।

অনুবাদ—যাহাদের বুদ্ধি অব্যাকুল অর্থাৎ শাস্ত্র এবং কেবল অজ্ঞানজনিত অধ্যাসরূপ মোহদ্বারা আচ্ছন্ন, তাহাদের পক্ষে সাংখ্যনামক বিচার মুখ্য, কেননা, সেই বিচার তাহাদিগকে অচিরেই সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে।

টীকা—"সাংখ্যনামা বিচারঃ"—সাংখ্য বলিতে যে তত্ত্ববিচার বুঝায়, তাহাই "মুখ্যঃ"—প্রধান উপায়। কেন "মুখ্যঃ" তাহাই বলিতেছেন :—"কেননা সেই বিচার" ইত্যাদি। ১৩৩

উপাসনারূপ যোগ এবং তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য উভয়েই তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়া যে মুক্তিসাধন হয়, তদ্বিষয়ে গীতার (৫।৫) শ্লোকরূপ ভগবদ্বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ড) যোগ ও সাংখ্য জ্ঞানদ্বারা মুক্তির হেতু—প্রমাণ, উভয়ের বিকল্পাংশ ত্যাজ্য।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৩৪

অন্বয়—যৎ স্থানম্ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে, তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে ; যঃ সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ একম্ পশ্যতি সঃ পশ্যতি।

অনুবাদ—বিচারপরায়ণগণ যে স্থান (প্রচ্যুতিহীন মোক্ষরূপ পদ) লাভ করেন, যোগিগণও সেই স্থান লাভ করেন। যে ব্যক্তি সাংখ্য এবং যোগকে মোক্ষরূপ অভিন্নফলদায়ক বলিয়া জানেন, তিনিই উভয় শাস্ত্রের অর্থ সম্যগ্রূপে অবগত হইয়াছেন।

টীকা—"যঃ সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ একম্ পশ্যতি"—যিনি সাংখ্যকে অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাকে এবং যোগকে অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়রূপে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম্মনিষ্ঠাকে, ফলতঃ এক বলিয়া—উভয়কেই মোক্ষফলক বলিয়া জানেন, তিনিই শাস্ত্রের অর্থ সম্যক্ প্রকারে বুঝেন। ভাষ্যকার বলেন—"সাংখ্যৈঃ"—জ্ঞাননিষ্ঠদিগের কর্ত্তৃক, "যোগৈঃ"—যে যোগিগণ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়রূপে ঈশ্বরে কর্ম্মসমর্পণ করিয়া—নিজের জন্য ফলানুসন্ধান না করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক ; নির্গুণ উপাসনা এইরূপ কর্ম্মের অন্তর্গত। মধুসূদন বলেন—যাঁহাদের সন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা দেখা যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মে যে ভগবদর্পিত কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল, তাহা তাঁহাদের উক্তরূপ চিহ্নদ্বারাই অনুমান করা যাইতে পারে—'কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তি অসম্ভব' বলিয়া। এইহেতু জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্ম্মনিষ্ঠা অভিন্নফলক। আবার যাঁহাদের ভগবদর্পিত কর্ম্মনিষ্ঠা দেখা যায়, তাঁহাদের সেই চিহ্নদ্বারাই ভাবিসন্ন্যাসপূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা অনুমান করা যাইতে পারে। ১৩৪

সাংখ্য ও যোগ উভয়েই যে মুক্তিসাধন তদ্বিষয়ে কেবল গীতাবাক্যই প্রমাণ নহে ; গীতা-বাক্যের মূলভূত শ্রুতিবাক্যও (শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১৩) প্রমাণ ; ইহাই বলিতেছেন :—

তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নং ইতি হি শ্রুতিঃ।
যস্তু শ্রুতের্বিরুদ্ধঃ স আভাসঃ সাংখ্যযোগয়োঃ ॥ ১৩৫

অন্বয়—তৎকারণম্ সাংখ্যযোগাভিপন্নং ইতি হি শ্রুতিঃ। সাংখ্যযোগয়োঃ যঃ তু শ্রুতেঃ বিরুদ্ধঃ সঃ আভাসঃ।

অনুবাদ—(যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কামের নিমিত্তভূত ভোগসকল প্রদান করেন) সেই দেবরূপ কারণকে সাংখ্য এবং যোগযুক্ত সাধকগণ জানিয়া অবিদ্যাদি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সেই সাংখ্যশাস্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে যে যে অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ, সেই সেই অংশ শাস্ত্রাভাসমাত্র অর্থাৎ বাধিত।

টীকা—ভাল, সাংখ্য এবং যোগ উভয় শাস্ত্রই তত্ত্বজ্ঞান প্রদানদ্বারা মুক্তির সাধন, ইহা ত' শ্রুতিকর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়াছে যথা :—[নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং। একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্॥ তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং। জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥—শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১৩]—যিনি লোকপ্রসিদ্ধ, অবিনাশী, আকাশাদি অপেক্ষাও যিনি সোপাধিক জ্ঞানবান জীবের মধ্যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, যিনি এক বা ভেদরহিত হইয়াও, দেবাদির সুখদুঃখ ভোগরূপ কর্ম্মফল প্রদান করেন, সেই প্রসিদ্ধ সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণকে সাংখ্য এবং যোগদ্বারাই জানিতে পারা যায়। তাঁহাকে জানিলে জীব অবিদ্যাদি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।*—সেই-হেতু সেই সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রে প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহ অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"সেই সাংখ্যশাস্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে" ইত্যাদি। বেদব্যাস ২।১।১ এবং ২।১।৩ ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য এবং যোগের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'কেবল প্রকৃতিই জগতের কারণ ঈশ্বর নহেন ; সেই প্রকৃতি নিত্য এবং আত্মা নানা'—সাংখ্যমতের এই অংশই শ্রুতিবিরুদ্ধ। আর 'ঈশ্বর তটস্থ অর্থাৎ জগৎ হইতে ভিন্ন, এবং প্রধান বা প্রকৃতিও নিত্য, জীব বাস্তব এবং নানা'—যোগমতের এই অংশই শ্রুতিবিরুদ্ধ। এই অংশ আভাসমাত্র অর্থাৎ বাধিত। ১৩৫

ভাল, উপাসনা করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্ব্বেই যদি সাধকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত' মোক্ষসিদ্ধি হইবে না ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঢ) তত্ত্বজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে উপাসকের মৃত্যু হইলে, উপাসনার ফল।

উপাসনং নাতিপক্কমিহ যস্য পরত্র সঃ।
মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বং বিজ্ঞায় মুচ্যতে॥ ১৩৬

অন্বয়—যস্য উপাসনম্ ইহ অতি পক্কং ন, সঃ মরণে বা ব্রহ্মলোকে পরত্র তত্ত্বম্ বিজ্ঞায় মুচ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যাঁহার উপাসনা ইহজন্মে পক্ক না হয় মরণকালে বা ব্রহ্মলোকে অন্য দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি মুক্ত হন। ১৩৬

মরণকালে লব্ধজ্ঞান হইতে যে মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে গীতার—৮।৬ শ্লোক (এবং প্রশ্নোপনিষদের ৩।১০ মন্ত্র) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

* শঙ্করানন্দ কিন্তু উক্ত শ্রুতি ব্যাখ্যাকালে লিখিতেছেন :—"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে আত্মতত্ত্বম্ যেন বিজ্ঞানেন"—যে বিজ্ঞানদ্বারা আত্মতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহাই সাংখ্য এবং "যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ তাদাত্ম্যজ্ঞানফলোঽষ্টাঙ্গযোগরূপঃ বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানাদিরূপো বা" ; অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগ ভিন্ন উপনিষদুক্ত অন্যান্য কর্ম্ম ভগবদর্পণবুদ্ধিতে নিষ্পাদিত হইলে যোগের অন্তর্গত। (ইহা ভাষ্যকার ও মধুসূদনস্বামীরও মত)।

(গ) উপাসক যে মরণকালে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ করেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ—গীতা ও শ্রুতি।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন যাতীতি শাস্ত্রতঃ॥ ১৩৭

অন্বয়—যম্ যম্ বা অপি ভাবম্ স্মরন্ অন্তে কলেবরম্ ত্যজতি, তম্ তম্ এব এতি। যচ্চিত্তঃ তেন যাতি ইতি শাস্ত্রতঃ।

অনুবাদ—যে যে (দেবতাদিরূপ) ভাব স্মরণ করিতে করিতে (জীব) অন্তকালে দেহত্যাগ করে, জীব সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়; (তৎকালে স্মরণ চেষ্টা অসম্ভব হইলেও, পূর্ব্বাভ্যাসজনিত বাসনাই তাহাকে সেই দেবতাদিভাবে বাসিতচিত্ত করিয়া তুলে।) (মরণকালে) যে লোক যদ্বিষয়কচিত্তযুক্ত হয়, তাহারই সহিত মিলিত হয়—এইরূপ শাস্ত্রবচন রহিয়াছে বলিয়া মরণকাললব্ধজ্ঞান মোক্ষের কারণ হয়।

টীকা—[যচ্চিত্তঃ তেন এষঃ প্রাণম্ আয়াতি, প্রাণঃ তেজসা যুক্তঃ, সহ আত্মনা যথাসঙ্কল্পিতম্ লোকম্ নয়তি—প্রশ্ন উ, ৩।১০]—মৃত্যুকালে এই জীব যদ্বিষয়ক অর্থাৎ দেবতির্য্যগাদি শরীরবিষয়ক সঙ্কল্প ধারণ করে, ইন্দ্রিয় সহিত সেই সঙ্কল্পযুক্ত হইয়াই অন্তঃকরণাভিমানী জীব মুখ্য প্রাণে প্রবেশ করে অর্থাৎ ক্ষীণেন্দ্রিয় হইয়া মুখ্য প্রাণবৃত্তিরূপে অবস্থান করে। সেই প্রাণ তেজোঽনুগৃহীত উদানবৃত্তির সহিত যুক্ত হইয়া—স্বামী ভোক্তার সহিত মিলিত হইয়া, কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধনানুষ্ঠানকালে, যথাসঙ্কল্পিত লোকে অর্থাৎ কর্ম্মবিদ্যাফলভূত ভাবী শরীরে ভোক্তাকে লইয়া যায়; ইহাই উক্ত মন্ত্রার্থ। ১৩৭

ভাল, যে স্মৃতিবচন ও শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইল, তদ্দ্বারা ইহাই বর্ণিত হইল যে অন্তকালে যেরূপ চিত্তবৃত্তি হয়, তদনুসারেই ভাবিজন্মলাভ হয়; তদ্দ্বারা ত' জ্ঞান হইতে মুক্তির কথা বলা হইল না—এই আশঙ্কার উত্তরে কণ্ঠতঃ উচ্চারিত শব্দানুসারে (অর্থাৎ গৌণতঃ) উক্তরূপ অভিধান (পাঠান্তরে বিধান) করা হইয়াছে বটে, অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন :—

(ঘ) পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রমাণদ্বয়ের অর্থনিরূপণ।

অন্ত্যপ্রত্যয়তো নূনং ভাবিজন্ম তথা সতি।
নির্গুণপ্রত্যয়োঽপি স্যাৎ সগুণোপাসনে যথা॥ ১৩৮

অন্বয়—অন্ত্যপ্রত্যয়তঃ নূনম্ ভাবিজন্ম; তথা সতি গুণোপাসনে যথা (তথা) নির্গুণপ্রত্যয়ঃ অপি স্যাৎ।

অনুবাদ—অন্তকালীন ভাবনানুসারেই ভাবিজন্ম নিশ্চিত, ইহা যদি স্থিরীকৃত হইল, তাহা হইলে সগুণ উপাসকের মরণকালে যেমন সগুণ প্রত্যয় হয়, সেইরূপ নির্গুণ উপাসকেরও মরণকালে নির্গুণ প্রত্যয় হইবে।

টীকা—অন্তকালীন ভাবনানুসারেই ভাবিজন্ম—ইহাই যদি উক্ত বাক্যদ্বয়ের অর্থ হইল, তাহা হইলে মরণকালে জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হয়—এই অর্থের প্রমাণরূপে উক্ত বাক্যদ্বয় কি প্রকারে উপন্যস্ত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তাহা হইলে" ইত্যাদি। "তথা সতি"—তাহা হইলে

অর্থাৎ অন্তকালীন প্রত্যয় হইতে ভাবিজন্ম ইহা নির্ধারিত হইলে, সগুণোপাসকের মরণকালে যেমন পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ সগুণব্রহ্মাকার প্রত্যয় জন্মে, সেইরূপ নির্গুণোপাসকেরও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয় জন্মিবে ; ইহাই অর্থ। অভিপ্রায় এই—উদ্ধৃত প্রমাণদ্বয় বলিতেছে বটে যে মরণকালীন প্রত্যয় অর্থাৎ পরলোকবিষয়ক সঙ্কল্প হইতেই পরলোকপ্রাপ্তিরূপ ভাবিজন্ম ঘটে, তথাপি তদুভয়ের তাৎপর্য্য এই অন্তকালে যে বস্তুর প্রত্যয় বা সঙ্কল্প হয়, সেই বস্তুরই প্রাপ্তি হয়। এইহেতু অন্তকালে সগুণ ব্রহ্মাকারা বৃত্তিরূপ প্রত্যয় হইলে যেমন সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হইলেও নির্গুণব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। এইহেতু উক্ত স্মৃতি শ্রুতি নির্গুণোপাসকের মরণকালে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়—এ বিষয়ে প্রমাণ। ১৩৮

ভাল, নির্গুণ প্রত্যয়ের অভ্যাসবশে নির্গুণব্রহ্মের প্রাপ্তি হইবে, মোক্ষের নহে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্মের প্রাপ্তি ও মোক্ষের মধ্যে ভেদ, নামমাত্রদ্বারা, বস্তুতঃ ভেদ নাই :—

(খ) নির্গুণপ্রত্যয়াভ্যাস-লভ্য নির্গুণ ব্রহ্ম মোক্ষরূপই।

নিত্যনির্গুণরূপং তন্নামমাত্রেণ গীয়তাম্।
অর্থতো মোক্ষ এবৈষ সম্বাদিভ্রমবন্মতঃ॥ ১৩৯

অন্বয়—তৎ নিত্যনির্গুণরূপম্ নামমাত্রেণ গীয়তাম্ ; অর্থতঃ এষঃ মোক্ষঃ এব, সম্বাদিভ্রমবৎ মতঃ।

অনুবাদ—সেই ব্রহ্ম নিত্য ও নির্গুণ—ইহা নামমাত্রেই কথিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা মোক্ষই, যেমন সম্বাদিভ্রমকে নামমাত্রেই ভ্রম বলা হয়।

টীকা—"সেই ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য, তিনি নির্গুণ,"—ইহা কেবল নামমাত্রেই কথিত হইয়া থাকে, পরন্তু অর্থতঃ তাহা মুক্তিই, কেননা, অভিধানে মুক্তি শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"স্বস্বরূপাবস্থিতি"। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"যেমন সম্বাদিভ্রম" ইত্যাদি। সম্বাদিভ্রম নামমাত্রেই ভ্রম ; বস্তুতঃ তাহা প্রমা বা তত্ত্বজ্ঞানই অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ; সেইরূপ। ১৩৯

ভাল, নির্গুণোপাসনা ত' মানসক্রিয়ারূপ ; তাহাকে মুক্তির সাধন বলা ত' বিরুদ্ধ কথন,—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—নির্গুণোপাসনা হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই মোক্ষের সাধন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ; এইহেতু বিরোধ নাই :—

(দ) নির্গুণোপাসনোৎপন্ন জ্ঞানদ্বারা মুক্তিহেতু বলিয়া, তাহার হেতুতায় অবিরোধ ; দৃষ্টান্ত।

তৎসামর্থ্যাজ্জায়তে ধীর্মূলাবিদ্যানিবর্ত্তিকা।
অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্মবুদ্ধিবৎ॥ ১৪০

অন্বয়—তৎসামর্থ্যাৎ মূলাবিদ্যানিবর্ত্তিকা ধীঃ জায়তে ; অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্মবুদ্ধিবৎ।

অনুবাদ—সেই নির্গুণোপাসনার বলে মূলাবিদ্যার নিবৃত্তিকারিণী বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ; যেমন অবিমুক্তের বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা তারকব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ।

টীকা—নির্গুণোপাসনা যে মূলাবিদ্যানিবর্ত্তিকা তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন

অবিমুক্তের" ইত্যাদি। যেমন অবিমুক্তরূপ সগুণব্রহ্মের উপাসনাবলে, "তারক ব্রহ্ম"—যিনি সগুণব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞান হয়; সেইরূপ নির্গুণোপাসনা হইতে নির্গুণব্রহ্মের জ্ঞান হয়—ইহাই অর্থ। ১৪০

ভাল, নির্গুণোপাসনার ফল যে মোক্ষ, এবিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(ধ) নির্গুণোপাসনার ফল মোক্ষ, এবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

সোঽকামো নিষ্কাম ইতি হ্যশরীরো নিরিন্দ্রিয়ঃ।
অভয়ং হীতি মুক্তত্বম্ তাপনীয়ে ফলম্ শ্রুতম্॥ ১৪১

অন্বয়—"সঃ অকামঃ নিষ্কামঃ" ইতি, "অশরীরঃ নিরিন্দ্রিয়ঃ হি" (ইতি), "অভয়ম্ হি" ইতি তাপনীয়ে মুক্তত্বম্ ফলম্ শ্রুতম্।

অনুবাদ—'সেই অকাম নিষ্কাম' ইত্যাদি; 'যিনি অশরীর ও ইন্দ্রিয়রহিত' ইত্যাদি, 'যিনি অভয় বা ব্রহ্মরূপ' ইত্যাদি অর্থের বাক্যে, নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদে, নির্গুণোপাসনার মোক্ষরূপ ফল শুনা যায়।

টীকা—[সঃ অকামঃ নিষ্কামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি অত্র এব সমবনীয়ন্তে, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—নৃসিংহ উ, তা উ, ৫ম কণ্ডিকা]—সেই উপাসক অকাম—আন্তররাগরহিত, নিষ্কাম—বাহ্যবিষয়রাগরহিত, আপ্তকাম ও আত্মকাম; তাঁহার প্রাণ অন্যলোকে বা অন্যদেহে গমনরূপ উৎক্রমণ করে না কিন্তু ইহলৌকিক এই দেহেই সম্যক্প্রকারে বিলীন হইয়া যায়; তিনি ব্রহ্মরূপ হইয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন; [অশরীরঃ নিরিন্দ্রিয়ঃ অপ্রাণঃ অতমাঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ সঃ স্বরাট্ ভবতি যঃ এবম্ বেদ—ঐ ৭ম কণ্ডিকা (২ বার)]—তিনি অশরীর, ইন্দ্রিয়শূন্য, অপ্রাণ, নিষ্কারণ; তিনি সচ্চিদানন্দমাত্র স্বরাট্ বা স্বপ্রকাশ হন, যিনি এইরূপ জানেন; [চিন্ময়ঃ হি অয়ম্ ওঁঙ্কারঃ চিন্ময়ম্ ইদম্ সর্ব্বম্, তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ এব, একম্ এব তৎ ভবতি, এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম, অভয়ম্ বৈ ব্রহ্ম অভয়ম্ হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি যঃ এবম্ বেদ ইতি রহস্যম্ ঐ ৮ম কণ্ডিকা]—এই ওঙ্কার হইতেছেন চিন্ময়, এই সমস্তই চিন্ময়, সেইহেতু পরমেশ্বরই, প্রণব ও পরমেশ্বর উভয় একই, ইহা অমৃত, অভয়; এই ব্রহ্ম নিশ্চিতই অভয়; যিনি এই রহস্য জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন ইহা নিশ্চিত।—ইত্যাদি বাক্যে নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উপনিষদে মোক্ষই নির্গুণ উপাসনার ফলরূপে শুনা যায়।* ১৪১

---

*বিদ্যারণ্যবিরচিত টীকার অনুবাদ:—

৫ম কণ্ডিকার টীকা হইতে:—এই ব্যাপ্ততম আত্মা নিশ্চিতই 'নৃসিংহ'; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি জ্ঞানকালেই প্রত্যগ্ভূত চিদাত্মক সর্ব্ববন্ধরহিত ব্রহ্ম হইয়া যান। এইরূপ জ্ঞাতার জ্ঞানমাত্রেই যে ব্রহ্মত্ব হয়, তাহাই উপপাদন করিতেছেন—"তিনি অকাম" ইত্যাদিদ্বারা। যেহেতু সেই বিদ্বান্ অকাম—মুক্ত, সর্ব্ববিষয়রহিত, সেইহেতু জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান, কেননা, তিনি যে অকাম, তদ্বিষয়ে নিষ্কামতাই হেতু। তৃষ্ণারূপ ভেদ নির্গত হইয়া যায় বলিয়া তৎকালেই (ব্রহ্মত্বলাভ)। তিনি তৃষ্ণাশূন্য কেন? যেহেতু তিনি আপ্তসর্ব্বকাম।

ভাল, উপাসনার দ্বারাই যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে [নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—শ্বেতাশ্বতর উ, ৩।৮]—'জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই'—এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে—এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, 'উপাসনা বিদ্যা বা জ্ঞানকে মধ্যে রাখিয়াই অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারাই মুক্তিপ্রদ হয়'—এইরূপ কথিত হওয়ায় শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে বিরোধ নাই :—

(ন) জ্ঞান হইতেই মোক্ষ এই তত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির সহিত উক্ত শ্রুতির বিরোধ নাই।

উপাসনস্য সামর্থ্যাদ্ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ।
নান্যঃ পন্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে॥ ১৪২

জ্ঞানীর আপ্তকামতা কি প্রকারে হয়? যেহেতু তিনি 'আত্মকাম'। পূর্ব্বে পরমানন্দানুভবরূপ আত্মার অজ্ঞানহেতু, যে সকল অনাত্মভূত কাম পাইতে অবশিষ্ট ছিল, তাহারা, অজ্ঞানকার্য্য বলিয়া ইঁহার আত্মজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে—কেবল আত্মানন্দরূপেই পরিণত হইয়াছে। এইহেতু আত্মকাম বলিয়াই আপ্তকাম এইহেতু নিবৃত্তসর্ব্বতৃষ্ণ, এইহেতু জ্ঞান-কালেই তিনি অকাম, নির্ব্বিষয় মুক্ত ব্রহ্ম। ভাল, জ্ঞানসময়েই তাঁহার ব্রহ্মত্বলাভ মানিলাম, শরীরপাতের পরে ত' তাহার পূর্ব্বের ন্যায় আবার সংসারপ্রাপ্তি হইতে পারে? এরূপ আশঙ্কা নাই, কেননা অজ্ঞান, কাম প্রভৃতি নাই বলিয়া তাহার উৎক্রান্তিও নাই—'তাঁহার প্রাণ' ইত্যাদি শব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে। যিনি অকাম তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না। কর্ম্মফল ভোগের জন্যই উৎক্রমণ সম্ভব। কর্ম্ম অজ্ঞানবশতঃই অনুষ্ঠিত হয়, অজ্ঞান জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহার ফলের সম্ভাবনা নাই। সেই ফলের ভোগের জন্য অন্তকালে প্রাণ উৎক্রমণ করে না। তাহা হইলে কিরূপ হয়? জ্ঞানীর প্রাণ এই আত্মাতেই সমবনীত হয়—একীভাব প্রাপ্ত হয়। আর প্রাণ সমবনীত হইলে এবং শরীর পতিত হইলে জ্ঞানী, পূর্ব্ব হইতেই ব্রহ্ম থাকিয়া উত্তরকালেও ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করেন।

৭ম কণ্ডিকার টীকা হইতে—"অশরীর" ইত্যাদিদ্বারা বিদ্যাফল বলিতেছেন :—(অতমাঃ) "তমঃ" শব্দের অর্থ কারণ, অশরীর ইত্যাদিপদদ্বারা উপলক্ষিত "স্বরাটের" স্বরূপ বলিতেছেন—'সচ্চিদানন্দমাত্র' এই পদদ্বারা। 'মাত্র' শব্দদ্বারা সজাতীয় প্রভৃতি ভেদ নিরস্ত হইল। (রামকৃষ্ণ অতমাঃ স্থানে অমনাঃ পাঠ করিয়াছেন।)

৮ম কণ্ডিকার টীকা হইতে :—(সমস্ত বাগ্‌রূপ) ওঁকার বোধকরূপে চিদ্রূপ বলিয়া, ওঁকারের সর্ব্বব্যাপকতা স্বীকার করিতে হইবে ; ইহাই বলিতেছেন :—চিন্ময় হইলেই যে সর্ব্বব্যাপক হইবে ইহা কি প্রকারে? উত্তর—চিৎ—চৈতন্য, ব্যাপক বলিয়া। এই সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়রূপে সমস্তই পরমেশ্বররূপ হইতে পারে বলিয়া পরমেশ্বরই এই ওঁকার; ইহাই বলিতেছেন—"সেইহেতু পরমেশ্বরই" ইত্যাদিদ্বারা। বাচ্যবাচকের ভেদের নিরাস করিতেছেন :—সেই দুইটি একই, প্রণব ও পরমেশ্বর উভয়েই এক চিন্মাত্র। এই একমাত্র বস্তুটি যে সর্ব্বসংসাররহিত এবং সেইহেতু পুরুষার্থরূপ তাহাই বলিতেছেন—"ইহা অমৃত অভয়" ইত্যাদিদ্বারা। কেন ইহা এইরূপ? ব্রহ্মরূপ বলিয়া—ইহাই বলিতেছেন—"এই ব্রহ্ম অভয়" ইত্যাদিদ্বারা। ব্রহ্মের অভয়াদিরূপতা সিদ্ধ—ইহাই বলিতেছেন—'ব্রহ্ম নিশ্চিতই অভয়'। এইরূপ জ্ঞানীর ফল বলিতেছেন—"যিনি এইরূপ জানেন" ইত্যাদিদ্বারা। ফল জ্ঞানানুরূপই। প্রণবের বা পরমেশ্বরের উক্ত ও ওতঃ-(ব্যাপকতা-) রূপটি গোপনীয়—এই [illegible] বলিয়াছেন 'রহস্য'।

অন্বয়—উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তিঃ ভবেৎ, ততঃ অন্যঃ পন্থাঃ ন ইতি হি এতৎ শাস্ত্রম্ ন এব বিরুধ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—উপাসনার বলেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সেইহেতু '(জ্ঞান বিনা মুক্তির) অন্য পথ নাই' এই প্রকারের শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে না। ১৪২

মরণকালে বা ব্রহ্মলোকে অন্য দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি মুক্ত হন,—পূর্ব্বে (১৩৬ শ্লোকে) এইরূপ যাহা কথিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দুইটি শ্রুতিবচন প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(প) নির্গুণোপাসকের মরণকালে অথবা ব্রহ্মলোকে জ্ঞানলাভদ্বারা মুক্তির প্রতিপাদিকা শ্রুতি।

নিষ্কামোপাসনান্মুক্তিস্তাপনীয়ে সমীরিতা।
ব্রহ্মলোকঃ সকামস্য শৈব্যপ্রশ্নে সমীরিতঃ॥ ১৪৩

অন্বয়—তাপনীয়ে নিষ্কামোপাসনাৎ মুক্তিঃ সমীরিতা। শৈব্যপ্রশ্নে সকামস্য ব্রহ্মলোকঃ সমীরিতঃ।

অনুবাদ—এই অভিপ্রায়েই (নৃসিংহোত্তর) তাপনীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে নিষ্কামোপাসনার দ্বারা মুক্তি হয় এবং প্রশ্নোপনিষদে শৈব্যপ্রশ্নে (পঞ্চম প্রশ্নে) উক্ত হইয়াছে যে সকামোপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

টীকা—তন্মধ্যে "সঃ অকামঃ" ইত্যাদি (নৃসিংহোত্তর তাপনীয়) ৫ম কণ্ডিকার শ্রুতিবচন পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। ১৪৩

এক্ষণে প্রশ্নোপনিষদের শৈব্য প্রশ্ন হইতে একটি (প্রশ্ন উ, ৫।৫) শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

য উপাস্তে ত্রিমাত্রেণ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে।
স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরং পুরুষমীক্ষতে॥ ১৪৪

অন্বয়—যঃ ত্রিমাত্রেণ উপাস্তে, সঃ ব্রহ্মলোকে নীয়তে ; সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরম পুরুষম ঈক্ষতে।

অনুবাদ—যিনি সকাম হইয়া ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারদ্বারা (সগুণ) উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হন। তিনি এই জীব সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎকৃষ্ট পুরুষ—নিরুপাধিক পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হন।

টীকা—[যঃ পুনঃ এতৎ ত্রিমাত্রেণ এব ওঁম্ ইতি অনেন বা অক্ষরেণ পরম্ পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত সঃ তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ যথা পাদোদরঃ ত্বচা বিনির্মুচ্যতে এবম্ হ বৈ সঃ পাপ্মনা বিনির্মুক্তঃ সঃ সামভিঃ উন্নীয়তে ব্রহ্মলোকম্ ; সঃ এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরম্ পুরিশয়ম্ পুরুষম্ ঈক্ষতে—প্রশ্ন উ ৫।৫]—যিনি আবার তিনমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারকে, সেই সূর্য্যান্তর্গত পরম পুরুষের সহিত অভিন্নরূপে ধ্যান করেন তিনি তেজোরূপ সূর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পর উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া, সর্প যেমন কঞ্চুকমুক্ত হয়, সেইরূপ অশুদ্ধিরূপ পাপ হইতে, নিশ্চিতই বিনির্মুক্ত হন ; তিনি সামবেদাভিমানী দেবতাদিগের কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন ; তিনি এই জীবঘন হিরণ্যগর্ভ হইতে

পরম শ্রেষ্ঠ পুরিশয় পুরুষকে (যিনি শরীররূপ পুরে অবস্থান করেন তাঁহাকে) দর্শন করেন—এইরূপে সকামোপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি শ্রুত হয়। ভাল, শৈব্যপ্রশ্নে সকামেরই ব্রহ্মলোক গমন হয় এইরূপ বুঝা যাইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে সেখানে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, একথাও শুনা যাইতেছে—"তিনি এই জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎকৃষ্ট পুরুষ" ইত্যাদিদ্বারা। "সঃ"—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সেই উপাসক, "এতস্মাৎ জীবঘনাৎ"—জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভাপেক্ষা, "পরম্"—উৎকৃষ্ট, "পুরুষম্"—নিরুপাধিক চৈতন্যরূপ পরমাত্মাকে "ঈক্ষতে"—সাক্ষাৎ করেন। ১৪৪

আবার—"অপ্রতীকালম্বনান্ নয়তি ইতি বাদরায়ণঃ উভয়থা দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ" (ব্রহ্মসূত্র ৪।৩।১৫) প্রতীকোপাসক ভিন্ন অর্থাৎ নামাদির উপাসকব্যতীত অপর যে সকল উপাসক, তাহাদিগকে কোন অমানবপুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, বাদরায়ণমুনি এইরূপ মনে করেন। (যদ্যপি পূর্ব্বে ৩।৩।৩১ সূত্রে অনিয়মের কথা বলা হইয়াছে এখন আবার নিয়মের কথা বলা হইল, তথাপি বিরুদ্ধ বলা হয় নাই) উভয় প্রকারই স্বীকার করিলেও অবিরোধ হইবে, একথা "তৎক্রতু"—ন্যায়মূলক, সুতরাং অপ্রমাণ নহে. অর্থাৎ 'যে যদ্বিষয়ক উপাসনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়'—এই অধিকরণ সূত্রে কামনানুসারেই ফলপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এই কারণেও সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ফ) সকামোপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, শ্রুত্যানুগামিসূত্রপ্রমাণ।

অপ্রতীকাধিকরণে তৎক্রতুর্ন্যায় ঈরিতঃ।
ব্রহ্মলোকফলং তস্মাৎ সকামস্যেতি বর্ণিতম্ ॥ ১৪৫

অন্বয়—অপ্রতীকাধিকরণে "তৎক্রতুঃ" ন্যায়ঃ ঈরিতঃ ; তস্মাৎ সকামস্য ব্রহ্মলোকফলম্ ইতি বর্ণিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মসূত্রের অপ্রতীকাধিকরণে (চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয়পাদের ষষ্ঠাধিকরণে) যে "তৎক্রতু" নামক নিয়ম কথিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ হয়।

টীকা—"ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী"তে উক্ত সূত্র এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১৫।৫, ৫।১০।২) শুনা যায়—(বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হইবার পর) "প্রসিদ্ধ অমানব (মনুষ্যেতর) একজন পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোকস্থিত সেই সকল উপাসককে সত্যলোকে লইয়া যান"—এস্থলে সংশয় এই—অমানব পুরুষ কি সকল উপাসককেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যান ? অথবা প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপর উপাসককে ? এস্থলে কোনও নিয়ামক না থাকায় বুঝিতে হইবে সকল উপাসককেই। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাইয়া আমরা বলি, অমানব পুরুষ প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপর উপাসকদিগকে লইয়া যান—এইরূপ বাদরায়ণাচার্য্য মনে করেন। ভাল, তাহা হইলে "অনিয়মঃ সর্ব্বেষাম্" (৩।৩।৩১) এই সূত্রে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ব্রহ্মোপাসক সাধারণে সেই মার্গলাভ করিয়া থাকে, তাহার সহিত ত' বিরোধ হয় ; তদুত্তরে বলিতেছেন "উভয়থা অদোষাৎ"—কোন কোন উপাসককে লইয়া যান, কোন কোন উপাসককে লইয়া যান না - এই উভয় প্রকার অবস্থা মানিলে, কোনও দোষ হয় না। তাৎপর্য্য এই—অনিয়মের উপদেশ প্রতীক ভিন্ন অন্যবিষয়ক

বলিয়া। নিয়ামক কি, তাহা বলিতেছেন—"তৎক্রতুঃ চ" 'ক্রতু' শব্দে উপাসনা। কার্য্যব্রহ্ম-বিষয়ক 'ক্রতু' হয় যে উপাসকের, তিনি 'তৎক্রতু'; আবার যে যাহার উপাসক, সে তাহাই পায়, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি সিদ্ধ বলিয়া, কার্য্যব্রহ্মোপাসক কার্য্যব্রহ্মই লাভ করিয়া থাকে, ইহাই অর্থ। প্রতীকোপাসনাসমূহে অর্থাৎ 'নামব্রহ্ম' ইত্যাদিরূপের উপাসনায়, ব্রহ্মপ্রতীকের (নামাদির) প্রতিবিশেষণ বলিয়া প্রতীকেরই প্রাধান্য; এইহেতু প্রতীকোপাসকগণ ব্রহ্মোপাসক নহেন, কিন্তু পঞ্চাগ্নির উপাসকগণ অব্রহ্মোপাসক হইলেও, শ্রুতির বলে তাহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। যাহার ব্রহ্ম-বিষয়ক ক্রতু বা সঙ্কল্প, সে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য্যলাভ করে; আর যে নামাদিরূপ প্রতীকের ধ্যান করে, তাহার সঙ্কল্প ব্রহ্মবিষয়ক নহে বলিয়া, সে বিদ্যুল্লোক পর্য্যন্ত যায়; ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় না। ১৪৫

তাহা হইলে সকাম ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ব) সকাম নির্গুণোপাসকের ব্রহ্মলোকে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি।

নির্গুণোপাস্তিসামর্থ্যাত্তত্র তত্ত্বমবেক্ষতে।
পুনরাবর্ত্ততে নায়ং কল্পান্তে চ বিমুচ্যতে॥ ১৪৬

অন্বয়—নির্গুণোপাস্তিসামর্থ্যাৎ তত্র তত্ত্বম্ অবেক্ষতে; অয়ম্ পুনঃ ন আবর্ত্ততে, কল্পান্তে চ বিমুচ্যতে।

অনুবাদ—নির্গুণোপাসনার সামর্থ্যবশতঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর তথায় তত্ত্বদর্শন হয়। এই সকাম নির্গুণোপাসক আর সংসারে ফিরে না কিন্তু কল্পান্তে মুক্ত হইয়া যায়।

টীকা—[ইমম্ মানবম্ আবর্ত্তম্ ন আবর্ত্তন্তে, ন আবর্ত্তন্তে—ছান্দোগ্য উ, ৪।১৫।৫]—যাঁহারা উত্তরায়ণ, সম্বৎসর, আদিত্য, চন্দ্র হইতে ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হন—ইহাই দেবপথ এবং ব্রহ্মপথ, এই পথে যাঁহারা গমন করেন—তাঁহারা পুনর্ব্বার এই মানব আবর্ত্তে অর্থাৎ এই সংসার চক্রে আর ফিরিয়া আসেন না। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে প্রাপ্তে চ প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরম্ পদম্॥" (মহাভারত) (৫২ শ্লোকের টীকায় রত্নপ্রভাকৃত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে)। এইরূপ যে শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন আছে তাহার বলে সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সকাম নির্গুণোপাসকের আর সংসারপ্রাপ্তি হয় না, কিন্তু মুক্তিই হয়। ১৪৬

এক্ষণে ওঙ্কারোপাসনা প্রসঙ্গে বুদ্ধিস্থিত সেই উপাসনার দ্বিপ্রকারতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ভ) প্রণবোপাসনা দ্বিবিধ।

প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নির্গুণা এব বেদগাঃ।
ক্বচিৎ সগুণতাপ্যুক্তা প্রণবোপাসনস্য হি॥ ১৪৭

অন্বয়—প্রণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ঃ নির্গুণাঃ এব বেদগাঃ, ক্বচিৎ প্রণবোপাসনস্য সগুণতা অপি উক্তা হি।

অনুবাদ ও টীকা—বেদে যে সকল প্রণবোপাসনা উক্ত হইয়াছে, সে সকল প্রায়ই নির্গুণোপাসনা; তবে কোন কোন স্থলে প্রণবোপাসনার সগুণতাও উক্ত হইয়াছে। ১৪৭

প্রণবোপাসনার দ্বিবিধতার প্রমাণ বলিতেছেন :—

(য) উক্ত দ্বিবিধতার প্রমাণ।

পরাপরব্রহ্মরূপ ওঙ্কার উপবর্ণিতঃ।
পিপ্পলাদেন মুনিনা সত্যকামায় পৃচ্ছতে ॥ ১৪৮

অন্বয়—পিপ্পলাদেন মুনিনা পৃচ্ছতে সত্যকামায় পরাপরব্রহ্মরূপঃ ওঙ্কারঃ উপবর্ণিতঃ।

অনুবাদ—শিষ্য সত্যকাম প্রশ্ন করিলে গুরু পিপ্পলাদমুনি তাঁহার প্রতি পর এবং অপর অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ এই উভয়প্রকার ব্রহ্মরূপ ওঙ্কারের বর্ণন করিয়াছিলেন। (প্রশ্ন উ, ৫।২)।

টীকা—[এতৎ বৈ সত্যকাম পরম্ চ অপরম্ চ ব্রহ্ম যৎ ওঙ্কারঃ, তস্মাৎ বিদ্বান্ এতেন এব আয়তনেন একতরম্ অন্বেতি—প্রশ্ন উ, ৫।২]—এই যে ওঙ্কার তাহা পর এবং অপর ব্রহ্মরূপ; সেইহেতু বিদ্বান্ এই ওঙ্কারকেই আলম্বন বা আশ্রয় করিয়া নির্গুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্ম এই দুইটির একটিকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে, প্রণবোপাসনার উভয়রূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১৪৮

কঠবল্লীতে অর্থাৎ কঠোপনিষদের ২।১৬ মন্ত্রে যমও "এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা"—'এই প্রণবরূপ আলম্বনকে জানিয়া' ইত্যাদি বাক্যে ওঙ্কারোপাসনার দুইপ্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন :—

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।
ইতি প্রোক্তং যমেনাপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে ॥১৪৯

অন্বয়—"এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা যঃ যৎ ইচ্ছতি তস্য তৎ" ইতি যমেন অপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে প্রোক্তম্।

অনুবাদ—যমও নচিকেতার প্রশ্নে এইরূপ উত্তর করিয়াছিলেন—"এই আলম্বনকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই তাহার সিদ্ধ হয়।"

টীকা—আচার্য্য কঠোপনিষদের ২।১৬, এবং ২।১৭ এই দুইটি মন্ত্র হইতে অক্ষর সংগ্রহ করিয়া এই শ্লোকের প্রথম চরণদ্বয় রচনা করিয়াছেন। সেই দুইটি মন্ত্র এই :—[এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥—কঠ উ, ২।১৬]—এই অক্ষরই (ওঙ্কারই) প্রসিদ্ধ (অপর) ব্রহ্মস্বরূপ এবং এই অক্ষরই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মস্বরূপ। এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। [এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠম্ এতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥—ঐ ১৭]—এই ওঙ্কারই অপরব্রহ্মপ্রাপ্তি-সাধন আলম্বনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলম্বন; এবং এই আলম্বনই পরব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন বলিয়া পর। এই আলম্বন অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মের ন্যায় পূজ্য হয়। ১৪৯

অতীত চতুর্দ্দশটি অর্থাৎ ১৩৬ হইতে ১৪৯ পর্য্যন্ত শ্লোকে উক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(র) অতীত চতুর্দ্দশটি শ্লোকে উক্ত অর্থের উপসংহার।

ইহ বা মরণে চাস্য ব্রহ্মলোকেঽথবা ভবেৎ।
ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ সম্যগ্ উপাসীনস্য নির্গুণম্ ॥ ১৫০

অন্বয়—অস্য সম্যক্ নির্গুণম্ উপাসীনস্য ইহ বা মরণে চ অথবা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কৃতিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা যিনি সম্যক্ প্রকারে নির্গুণোপাসনা করেন তাঁহার বর্ত্তমান দেহেই হউক বা মৃত্যুকালেই হউক অথবা ব্রহ্মলোকেই হউক, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান হইবেই। ১৫০

বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনে অসমর্থের নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে অধিকার আছে, এই কথা আত্মগীতায় সম্যক্ প্রকারে কথিত হইয়াছে ; ইহাই বলিতেছেন :—

(র) বিচারে অসমর্থের নির্গুণব্রহ্মধ্যানে অধিকার ; প্রমাণ—আত্মগীতা।

অর্থোঽয়মাত্মগীতায়ামপি স্পষ্টমুদীরিতঃ।
বিচারাক্ষম আত্মানমুপাসীতেতি সন্ততম্॥ ১৫১

অন্বয়—'বিচারাক্ষমঃ সন্ততম্ আত্মানম্ উপাসীত' ইতি অয়ম্ অর্থঃ আত্মগীতায়াম্ অপি স্পষ্টম্ উদীরিতঃ।

অনুবাদ—যিনি বিচারে অক্ষম তিনি সতত আত্মার উপাসনা করিবেন—এই কথা আত্মগীতায় স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে।

টীকা—অচ্যুতরায় বলেন—শ্রুতিতে যেমন নির্গুণোপাসনার প্রসিদ্ধি আছে, স্মৃতি প্রভৃতিতে তাহার সেইরূপ প্রসিদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এইহেতু আচার্য্য আত্মগীতারই উল্লেখ করিলেন। [ইহা সম্ভবতঃ শঙ্করানন্দ বা নামন্তরে বিদ্যাশঙ্কর বিরচিত আত্মপুরাণ। ইনি ১২২৮ হইতে ১৩৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। সেইহেতু ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্য উভয়েরই পূর্ব্ববর্ত্তী, শৃঙ্গেরী মঠাধ্যক্ষ।] ১৫১

পরবর্ত্তী তিনটি শ্লোক আত্মগীতা হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :—

সাক্ষাৎ কর্ত্তুমশক্তোঽপি চিন্তয়েন্মামশঙ্কিতঃ।
কালেনানুভবারূঢ়ো ভবেয়ং ফলিতো ধ্রুবম্॥ ১৫২

অন্বয়—সাক্ষাৎ কর্ত্তুম্ অশক্তঃ অপি অশঙ্কিতঃ মাম্ চিন্তয়েৎ ; কালেন অনুভবারূঢ়ঃ ধ্রুবম্ ফলিতঃ ভবেয়ম্।

অনুবাদ ও টীকা—যিনি আমার সাক্ষাৎকারলাভে অসমর্থ হইবেন, তিনিও আমাকে অর্থাৎ প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মাকে যদি চিন্তন করেন, তাহা হইলে আমি কালক্রমে তাঁহার অনুভবে আরূঢ় হইয়া, তাঁহার জন্য মোক্ষরূপ ফল ধারণ করি। ১৫২

ধ্যান যে সম্যগ্ জ্ঞানের উপায় তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

যথাগাধনিধের্লব্ধৌ নোপায়ঃ খননং বিনা।
মল্লাভেঽপি তথা স্বাত্মচিন্তাং মুক্ত্বা ন চাপরঃ॥ ১৫৩

অন্বয়—যথা অগাধনিধেঃ লব্ধৌ খননম্ বিনা উপায়ঃ ন, তথা মল্লাভে অপি স্বাত্মচিন্তাম্ মুক্ত্বা চ অপরঃ ন।

অনুবাদ—যেমন গভীর ভূগর্ভে অবস্থিত রত্নের লাভ করিতে হইলে, ভূখনন বিনা উপায় নাই, সেইরূপ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, আত্মচিন্তা বিনা উপায়ান্তর নাই।

টীকা—"সেইরূপ আমার" ইত্যাদির দ্বারা দৃষ্টান্তটি দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিলেন। ১৫৩

ব্যতিরেকমুখে কথিত অর্থটী অন্বয়মুখে উপপাদন করিতেছেন :—

দেহোপলমপাকৃত্য বুদ্ধিকুদ্দালকাৎ পুনঃ।
খাত্বা মনোভুবং ভূয়ো গৃহ্ণীয়ান্মাং নিধিং পুমান্॥১৫৪

অন্বয়—দেহোপলম্ অপাকৃত্য পুনঃ বুদ্ধিকুদ্দালকাৎ মনোভুবম্ ভূয়ঃ খাত্বা পুমান্ মাম্ নিধিম্ গৃহ্ণীয়াৎ।

অনুবাদ ও টীকা—মনোভূমি হইতে দেহরূপ পাষাণ উৎপাটিত করিয়া, বুদ্ধিরূপ কোদাল প্রয়োগ করিয়া, সেই মনোভূমিকে পুনঃ পুনঃ খনন করিলে লোকে নিধিরূপ আমাকে গ্রহণ করিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে পারে। ১৫৪

জ্ঞানে (বিচারে) অসমর্থের ধ্যানে অধিকার, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রান্তর বাক্য প্রমাণরূপে পাঠ করিতেছেন :—

(ল) বিচারাসমর্থের নির্গুণব্রহ্মধ্যানের অধিকারবিষয়ে শাস্ত্রান্তর প্রমাণ।

অনুভূতেরভাবেঽপি ব্রহ্মাস্মীত্যেব চিন্ত্যতাম্।
অপ্যসৎ প্রাপ্যতে ধ্যানাৎ নিত্যাপ্তং ব্রহ্ম কিং পুনঃ?॥

অন্বয়—অনুভূতেঃ অভাবে অপি "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি এব চিন্ত্যতাম্ ; অসৎ অপি ধ্যানাৎ প্রাপ্যতে ; পুনঃ নিত্যাপ্তম্ ব্রহ্ম কিম্। ১৫৫

অনুবাদ—(ব্রহ্মের সাক্ষাৎ) অনুভূতি না ঘটিলেও 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপই চিন্তা করিতে থাক ; অসৎ (অর্থাৎ অবিদ্যমান) বস্তুও যখন ধ্যানে পাওয়া যায়, তখন নিত্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মরূপ যে বস্তু তাহা যে ধ্যানে পাওয়া যাইবেই তাহাতে আর কথা কি?

টীকা—'ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি' এই বিষয়ে কৈমুতিক ন্যায় প্রয়োগ করিতেছেন :—"অসৎ (অর্থাৎ অবিদ্যমান) বস্তুও" ইত্যাদি। (ভ্রমরাক্রান্ত) কীটের ভ্রমরভাবপ্রাপ্তির ন্যায়, উপাসকেরও পূর্ব্বে অবিদ্যমান দেবভাব প্রভৃতির ধ্যানদ্বারা তৎপ্রাপ্তি ঘটে। তাহা হইলে উপাসকেরই স্বরূপ বলিয়া নিত্যপ্রাপ্ত যে সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম তাহা যে ধ্যানপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর বলিবার কি আছে? অচ্যুতরায় বলেন [দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—বৃহদা উ, ৪।১।২,৩,৭]—'তিনি এই দেহেই দেবত্বলাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবতাতেই মিলিয়া যান—এইরূপ শ্রুতিবচন হইতে বুঝা যায়, 'অসৎ' অবিদ্যমান হইলেও দেবত্বাদির, (অথবা মন্ত্রাতিরিক্ত দেবশরীর না থাকিলেও দেবত্বাদির) মূর্ত্তিদর্শন হয়। ১৫৫

ব্রহ্মধ্যানের ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াও ধ্যান কর্ত্তব্য। ইহাই বলিতেছেন :—

(ব) প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলিয়া ধ্যান কর্ত্তব্য।

অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যং ফলং ধ্যানাদ্দিনে দিনে।
পশ্যন্নপি ন চেদ্ধ্যায়েৎ কোঽপরোঽস্মাৎ পশুর্বদ॥১৫৬

অন্বয়—ধ্যানাৎ দিনে দিনে অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যম্ ফলম্ পশ্যন্ অপি চেৎ ন ধ্যায়েৎ, অস্মাৎ অপরঃ কঃ পশুঃ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—ধ্যান হইতে প্রতিদিনই অনাত্মবুদ্ধির শিথিলতারূপ ফল দেখিয়াও যদি কেহ ধ্যান না করে, তবে ইহা অপেক্ষা অন্য কোন পশু বা মূঢ় আছে বল অর্থাৎ এই ব্যক্তিই মূঢ়। (সেইহেতু বিচারে অচতুর ব্যক্তির সর্ব্বদা নির্গুণধ্যান বিধেয়)। ১৫৬

এক্ষণে উপপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

(শ) ধ্যানদীপে উপপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন।

দেহাভিমানং বিধ্বস্য ধ্যানাদাত্মানমদ্বয়ম্।
পশ্যন্ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভূত্বা হ্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥১৫৭

অন্বয়—ধ্যানাৎ দেহাভিমানম্ বিধ্বস্য অদ্বয়ম্ আত্মানম্ পশ্যন্ মর্ত্ত্যঃ অমৃতঃ ভূত্বা অত্র হি ব্রহ্ম সমশ্নুতে।

অনুবাদ—ধ্যানদ্বারা দেহাভিমানের উচ্ছেদ করিয়া অদ্বয়রূপ আত্মাকে দর্শন করিলে, মনুষ্য অমৃত হইয়া এই দেহেই ব্রহ্মলাভ করে।

টীকা—মরণশীল দেহে 'আমি' এইরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া "অমৃতঃ ভূত্বা"—অমর হইয়া "অত্র"—এই শরীরেই আপনার নিজরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ১৫৭

এই ধ্যানদীপ চিন্তনের ফল বলিতেছেন :—

(ষ) 'ধ্যানদীপ' অভ্যাসের ফল।

ধ্যানদীপমিমং সম্যক্ পরামৃশতি যো নরঃ।
মুক্তসংশয় এবায়ম্ ধ্যায়তি ব্রহ্ম সন্ততম্ ॥ ১৫৮

অন্বয়—যঃ নরঃ ইমম্ ধ্যানদীপম্ সম্যক্ পরামৃশতি, অয়ম্ মুক্তসংশয়ঃ এব সন্ততম্ ব্রহ্ম ধ্যায়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যে মানব এই ধ্যানদীপ সম্যক্প্রকারে অভ্যাস করেন, তিনি সংশয়বিনির্ম্মুক্ত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মধ্যান করেন। ১৫৮

ইতি ধ্যানদীপ (প্রকরণ) সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

দশম অধ্যায়—নাটকদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকার-কৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
অর্থো নাটকদীপস্য ময়া সংক্ষিপ্য বর্ণ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য এই দুই মুনিশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি নাটকদীপের অর্থ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

চৈতন্যাধ্যস্ত অহঙ্কারাদি ও তাঁহাদের প্রকাশক সাক্ষীর বর্ণন—নাটকের রূপকদ্বারা এই প্রকরণে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নাটকদীপ।

আচার্য্য নাটকদীপ নামক প্রকরণের আরম্ভ করিবার বাসনায়, তাহার নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি কামনা করিয়া ইষ্টদেবতার স্বরূপ স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ প্রথম শ্লোকে "পরমাত্মার" নামোচ্চারণদ্বারা সম্পাদন করিলেন, পরে মন্দাধিকারিগণ যাহাতে নিষ্প্রপঞ্চ অর্থাৎ জাতিগুণক্রিয়াদির উল্লেখ দ্বারা পরিচায়িত হইবার অযোগ্য, ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব, অনায়াসে অবধারণ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে— "অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে। শিষ্যাণাং বোধসিদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞৈঃ কল্পিতক্রমঃ॥" —অধ্যারোপ এবং অপবাদদ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ নিষ্প্রপঞ্চ বস্তুতে জগৎপ্রপঞ্চরূপ অবস্তুর আরোপ মানিয়া ও তাহার জন্মাদির ব্যাখ্যা করিয়া পরে সেই অবস্তুর বা মিথ্যাভূত পদার্থের নিবারণ জন্য উপদেশ করিয়া নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবস্তুর সম্যগ্ উপদেশ করিতে হয়; শিষ্যগণ এইরূপে অনায়াসে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে তত্ত্বদর্শিগণ এই পরিপাটীর (বোধসামর্থ্যহেতু ব্যাপারের) কল্পনা করিয়াছেন—এই নীতির অনুসরণ করিয়া প্রথমে আত্মায় অধ্যারোপ বর্ণন করিতেছেন:—

অধ্যারোপ ও অপবাদপূর্ব্বক বন্ধনিবৃত্তির উপায় বর্ণন। বিচার্য্য জীবাত্মার ও পরমাত্মার একত্র বর্ণন।

১। অধ্যারোপ ও সাধন (বিচার-জন্য জ্ঞান) সহিত অপবাদ।

পরমাত্মাদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ পূর্ব্বং স্বমায়য়া।
(ক) আত্মায় অধ্যারোপ। **স্বয়মেব জগদ্ভূত্বা প্রাবিশজ্জীবরূপতঃ ॥ ১**

অন্বয়—পূর্ব্বম্ অদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ পরমাত্মা স্বমায়য়া স্বয়ম্ এব জগৎ ভূত্বা জীবরূপতঃ প্রাবিশৎ।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে অদ্বয় আনন্দস্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মা নিজ মায়ার বলে আপনিই জগদ্রূপ হইয়া জীবরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন।

টীকা—"পূর্ব্বম্"—সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন আত্মার সহিত 'অনাদি ভাবরূপ অবিদ্যার' সম্বন্ধ হয় নাই তখন, "অদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ"—[সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১]—"হে সোম্য, সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল"—এই শ্রুতিবচন বর্ণিত 'অদ্বিতীয়

সদ্বস্তু' ; [বিজ্ঞানম্ আনন্দম ব্রহ্ম--বৃহদা উ, ৩।৯।৩৪]—'জগতের মূলকারণ (বৃত্তিজ্ঞান ও বিষয়সুখ হইতে ভিন্ন) জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম'—এই শ্রুত্যুক্ত 'জ্ঞানানন্দস্বরূপ' ; এবং [পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণম আদায় পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে—বৃহদা উ, ৫।১।১]—'ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ, এই কার্য্যাত্মক ব্রহ্মও পূর্ণ ; পূর্ণ জগৎকার্য্যই পূর্ণ কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয় ; অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ এই কার্য্যজগৎ তাহাতে বিলীন হইলে পর, সেই পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাহার কোনও প্রকার বিকৃতি ঘটে না'—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ স্বগতাদিভেদশূন্য (১ম খণ্ডে ২য় অ, ২০-২৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) 'পরমানন্দরূপ পরিপূর্ণ', "পরমাত্মা স্বমায়য়া"—[মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০]—'মায়াকে প্রকৃতি জগদুৎপত্তির কারণ বা উপাদান বলিয়া জানিবে, অদ্বিতীয় সুখচিন্মাত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে মায়ী, মায়ার স্বরূপ স্ফুরণপ্রদ অধিষ্ঠানরূপে উপকারক বলিয়া জানিবে'—এইরূপে শ্রুতি বর্ণিত স্বনিষ্ঠ মায়াশক্তির দ্বারা পরমাত্মা, "স্বয়ম এব জগৎ ভূত্বা"—আপনিই জগদ্রূপ হইয়া—[তৎ আত্মানম স্বয়ম্ অকুরুত--তৈত্তিরীয় উ, ২।৭] —সেই 'অসৎ' শব্দবাচ্য ব্রহ্ম নিজে অর্থাৎ অন্য কিছুর দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া আপনাকে জগদ্রূপ করিলেন ; [সৎ চ ত্যৎ চ অভবৎ ঐ, উ ২।৬]—তিনি 'সৎ'—পৃথিবী অপ্ তেজ এই ভূতত্রয়-রূপ মূর্ত্ত—চক্ষুরাদির গোচর এবং 'ত্যৎ'—সেই অর্থাৎ বায়ু আকাশ এই ভূতদ্বয়রূপ অমূর্ত্ত—চক্ষুরাদির অগোচররূপ ধরিলেন ; এইরূপে জগদাকারতাপ্রাপ্ত হইয়া, "জীবরূপতঃ প্রাবিশৎ"—জীবরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন ;—[তৎ সৃষ্ট্বা তৎ এব অনুপ্রাবিশৎ—ঐ, উ ২।৬]—সেই জগৎ সৃজন করিয়া তাহারই ভিতর পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন ; এই শ্রুতিই তাহার প্রমাণ। ১

ভাল, একই পরমাত্মা যদি সকল শরীরেই প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান, তাহা হইলে পূজ্যপূজকাদি-ভাবে প্রতীয়মান উত্তমাধমভাব ত' পরস্পর বিরুদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন :—

বিষ্ণ্বাদ্যুত্তমদেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবৎ।
মর্ত্ত্যাদ্যধমদেহেষু স্থিতো ভজতি দেবতাম্॥ ২

অন্বয়—বিষ্ণ্বাদ্যুত্তমদেহেষু প্রবিষ্টঃ দেবতা অভবৎ, মর্ত্ত্যাদ্যধমদেহেষু স্থিতঃ দেবতাং ভজতি।

অনুবাদ—পরমাত্মা বিষ্ণুপ্রভৃতি উত্তমদেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেবতা অর্থাৎ পূজনীয় হইয়াছেন এবং মনুষ্যপ্রভৃতি অধমদেহে অবস্থিত থাকিয়া সেই দেবতার ভজন করিতেছেন।

টীকা—এই উত্তমাধমভাব স্বাভাবিক নহে ; কিন্তু শরীরোপাধিবশতঃ প্রতীত হয় ; এইহেতু বস্তুতঃ বিরোধ নাই ; ইহাই অভিপ্রায়। ২

এই প্রকারে আত্মায় অধ্যারোপ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া সাধন সহিত তাহার অপবাদও সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

খ) বিচারজন্য জ্ঞানরূপ সাধন সহিত অপবাদ।

অনেকজন্মভজনাৎ স্ববিচারং চিকীর্ষতি।
বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং শিষ্যতে স্বয়ম্॥ ৩

অন্বয়—অনেকজন্মভজনাৎ (জীবঃ) স্ববিচারম্ চিকীর্ষতি ; বিচারেণ মায়ায়াম্ বিনষ্টায়াম্ স্বয়ম্ (পরমাত্মরূপেণ) শিষ্যতে।

অনুবাদ—অনেক জন্ম ধরিয়া কর্ম্মব্রহ্মার্পণরূপ ভজনা করিবার পর জীব ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানসাধন শ্রবণাদিরূপ বিচারানুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করে এবং বিচারদ্বারা মায়া বিনষ্ট হইলে অদ্বয়ানন্দপূর্ণ পরমাত্মরূপে থাকিয়া যায়।

টীকা—"অনেকজন্মভজনাৎ"—অনেক জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের ব্রহ্মে সমর্পণরূপ ভজনের ফলে, "স্ববিচারম্ চিকীর্ষতি"—আপনার ব্রহ্মরূপতা জ্ঞানের সাধন শ্রবণাদিরূপ বিচার করিবার ইচ্ছা করে ; তদনন্তর, "বিচারেণ"—সেই আত্মবিচারজনিত জ্ঞানদ্বারা, "মায়ায়াম্ বিনষ্টায়াম্"—আপনার অদ্বয়ানন্দতাদিরূপের আচ্ছাদিকা, অজ্ঞান অবিদ্যা—ইত্যাদিশব্দদ্বারা সূচিতা মায়ার নিবৃত্তি হইলে, "স্বয়ম্ শিষ্যতে"—আপনিই অর্থাৎ অদ্বয়ানন্দপূর্ণরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান।৩

ভাল, [তৎ ব্রহ্ম অহম্ ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ বিমুচ্যতে—কৈবল্য ১৭]—আমি হইতেছি সেই ব্রহ্ম এইরূপ জানিলে, সর্ব্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়—ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা বন্ধনিবৃত্তিরূপ মোক্ষজ্ঞানের ফল বলিয়া কথিত হওয়ায়, পরমাত্মরূপে অবশিষ্ট থাকা তাহার ফল—এইরূপ কথন ত' যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) উক্ত অপবাদ মুক্তিরূপ জ্ঞানফলসাধক।

অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদ্বয়ত্বং চ দুঃখিতা।
বন্ধঃ প্রোক্তঃ স্বরূপেণ স্থিতির্মুক্তিরিতীর্য্যতে॥ ৪

অন্বয়—অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদ্বয়ত্বম্ চ দুঃখিতা বন্ধঃ প্রোক্তঃ, স্বরূপেণ স্থিতিঃ মুক্তিঃ ইতি ঈর্য্যতে।

অনুবাদ—অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার যে সদ্বয়ত্ব ও দুঃখিত্ব-ভ্রম হয়, তাহাকেই বন্ধ বলে ; আর স্বরূপে অবস্থিতিকেই মোক্ষ বলে।

টীকা—অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বাস্তব বন্ধ বা মোক্ষ কোন প্রকারেই অবধারণ করিতে পারা যায় না বলিয়া, তাঁহাকে দুঃখী ইত্যাদি বলিয়া যে ভ্রম হয় তাহাই বন্ধ ; এবং স্বরূপে স্থিতিরূপই বন্ধের নিবৃত্তি, তাহাই মোক্ষ। এইহেতু শ্রুতিসমূহের সহিত উক্ত বাক্যের বিরোধ নাই। এস্থলে অভিপ্রায় এই—মহাবাক্যের শ্রবণ হইতে 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—এইপ্রকার অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান হয় তদ্দ্বারাই প্রপঞ্চসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তাহাকেই মোক্ষ বলে। কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ বলিয়া, মোক্ষ সেই অধিষ্ঠান ব্রহ্মরূপ, ইহাই সিদ্ধ হয়। ইহাই ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত। কিন্তু "ন্যায়মকরন্দ"কার অদ্বৈতবাদী হইলেও কল্পিতের নিবৃত্তিকে অধিষ্ঠানরূপ বলিয়া মানেন না। তিনি বলেন, কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন সদ্রূপ নহে, অসদ্রূপ নহে, সদসদ্রূপ নহে এবং সদসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়রূপও নহে ; কিন্তু এই চারিপ্রকার হইতে বিলক্ষণ একপঞ্চম প্রকার। ইহা কিন্তু সমীচীন নহে, কেননা, উক্ত চারি প্রকারের বস্তুই লোকশাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ, উক্ত চারিপ্রকার হইতে বিলক্ষণ কোন বস্তু প্রসিদ্ধ নহে। আর অপ্রসিদ্ধ কোনও বস্তুতে লোকের ইচ্ছা হইতে পারে না, প্রসিদ্ধ বস্তুতেই হইয়া থাকে। এইহেতু কল্পিতের নিবৃত্তিকে পঞ্চমপ্রকাররূপ মানিলে তাহার পুরুষেচ্ছাবিষয়তারূপ পুরুষার্থতার অভাব হয়। এইহেতু সেই বৃত্তিকে অধিষ্ঠানরূপ বলিয়াই মানা সঙ্গত।

সেই অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তিকে যদি অজ্ঞাত অধিষ্ঠানরূপ মানা যায়, তাহা হইলে প্রযত্ন বিনাই সকলের মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। তাহা হইলে বেদোপদিষ্ট শ্রবণাদি সাধন নিষ্ফল হইয়া যায়। আবার যদি সেই নিবৃত্তিকে জ্ঞাত অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তি বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে বিদেহ মোক্ষাবস্থায়, ব্রহ্মে জ্ঞাতত্ব (জ্ঞানবিষয়তারূপ) ধর্ম্মের অভাব বলিয়া মোক্ষ পরমপুরুষার্থরূপ হইতে পারে না ; (কেননা, ব্রহ্মের জ্ঞাতত্ব (জ্ঞানবিষয়ক) সিদ্ধির জন্য শ্রবণাদি যাবতীয় সাধনের উপদেশ)। আবার ব্রহ্মে যখন জ্ঞাতত্বরূপধর্ম্মই নাই, তখন জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট অথবা জ্ঞাতত্বোপহিত অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তিও সম্ভব নহে, কেননা 'বিশিষ্ট' হইলে যদ্দারা বিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞাতত্বরূপ বিশেষণের এবং 'উপহিত' হইলে যদ্দারা উপহিত অর্থাৎ জ্ঞাতত্বরূপ উপাধির, "যাবৎ কার্য্যাবস্থায়ী" হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ যতকাল বিশেষণ ও উপাধি বিদ্যমান, ততকাল পর্য্যন্ত আপনাপন সম্বন্ধী বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া জানাইয়া দিলে যথাক্রমে বিশেষণ ও উপাধি হইতে পারে, কিন্তু বিদেহ মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্মে জ্ঞাতত্বের অভাববশতঃ সেই জ্ঞাতত্ব বিশেষণরূপে বা উপাধিরূপে অজ্ঞাতাবস্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন করিয়া জানাইতে পারে না। পরিশেষে কার্য্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি জ্ঞাতত্বদ্বারা উপলক্ষিত অধিষ্ঠানরূপই ; কেননা, 'উপলক্ষণ' আপনার সদ্ভাবকালে (যখন বর্ত্তমান তখন) এবং অভাবকালে (ভবিষ্যতে) এই উভয়কালেই আপনার সম্বন্ধীকে অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া জানাইয়া দেয়। এইহেতু যে প্রকার দেবদত্তের গৃহের উপলক্ষণ কাক বিদ্যমান থাকুক অথবা অবিদ্যমান থাকুক, এইটি দেবদত্তের গৃহ এইরূপ ব্যবহার হয়, সেইপ্রকার জীবন্মুক্তদশায় জ্ঞাতত্ব বিদ্যমান থাকিলেও, এবং বিদেহমুক্তির অবস্থায় অবিদ্যমান থাকিলেও, কার্য্য অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ যে অধিষ্ঠান, তাহা জ্ঞাতত্বদ্বারা 'উপলক্ষিত' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

আবার কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন, এই পক্ষ সমর্থনে যাঁহার আগ্রহ, তাঁহাকে বলা যাইবে যে অনির্ব্বচনীয়ের নিবৃত্তি অনির্ব্বচনীয়ই হইবে, পঞ্চমপ্রকাররূপ হইতে পারে না। নিবৃত্তির নাম ধ্বংস ; সেই ধ্বংস ন্যায়মতে অনন্ত অভাবরূপ, কিন্তু সিদ্ধান্তমতে ক্ষণিকভাববিকাররূপ। কেননা, যাস্কমুনি যে 'জায়তে', 'অস্তি', 'বর্দ্ধতে', 'বিপরিণমতে', 'অপক্ষীয়তে', 'বিনশ্যতি'—এই ছয়টি অনির্ব্বচনীয় ভাববিকার গণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিনাশকে (নামান্তরে ধ্বংসকে) 'বিকার' মধ্যে অর্থাৎ ক্ষণিকরূপ বলিয়াই ধরিয়াছেন। এই সেই ধ্বংস ক্ষণিকভাবরূপ ; তাহা জ্ঞানের উত্তরকালে একক্ষণ থাকে ; পরে সেই নিবৃত্তির অত্যন্তাভাব হয়। সেই অত্যন্তাভাব ব্রহ্মরূপই ; এইহেতু দ্বৈতের আশঙ্কা নাই। আর কল্পিতনিবৃত্তি, জ্ঞানজন্য (জ্ঞানোৎপন্ন) বলিয়া সাদি এবং ব্রহ্মরূপ বলিয়া অনন্ত। এইহেতু সিদ্ধান্তে মোক্ষ সাদি এবং অনন্ত বলিয়া বর্ণিত হয়। এই প্রকারে স্বরূপে স্থিতিরূপ যে বন্ধনিবৃত্তি তাহাই মোক্ষ।* ৪

* বিশেষণ এবং একপ্রকারের উপাধি যাবৎ কার্য্যাবস্থায়ী হইলেও, তদুভয়ের প্রভেদ এই :—বিশেষণ সম্বন্ধিস্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট এবং উপাধির অন্তর্নিবিষ্টতা নাই। (৭।৮৫ শ্লোকের পাদটীকায় উদ্ধৃত মধুসূদনস্বামীর নির্দ্দেশ দ্রষ্টব্য)। বিদেহ কৈবল্যদশায় যখন জ্ঞাতত্ব বা বৃত্ত্যারূঢ়ত্ব সম্বন্ধি-ব্রহ্মস্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট নহে, তখন তাহা দ্বিতীয় প্রকারেরও উপাধি হইতে পারে না। পরিশেষে অন্তর্নিবিষ্টতা ও যাবৎ কার্য্যাবস্থায়িতা এই উভয়রহিত ব্যবর্ত্তকতারূপ যে উপলক্ষণতা তাহাকেই জ্ঞাতত্বরূপতা বলিয়া মানিতে হয়।

ভাল, "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিম্ আস্থিতা জনকাদয়ঃ" (গীতা ৩।২০)—কর্ম্মদ্বারাই জনক, অশ্বপতি, অজাতশত্রু প্রভৃতি সংসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—এইরূপে গীতারূপ স্মৃতি হইতে কর্ম্মকে মোক্ষসাধন বলিয়া জানা যায় ; তাহা হইলে এই বিচারজনিত জ্ঞানের প্রয়োজন কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) বন্ধনিবৃত্তির জন্য বিচারই কর্ত্তব্য—বিচারের বিষয়।

অবিচারকৃতো বন্ধো বিচারেণ নিবর্ত্ততে।
তস্মাজ্জীবপরাত্মানৌ সর্ব্বদৈব বিচারয়েৎ ॥ ৫

অন্বয় — অবিচারকৃতঃ বন্ধঃ বিচারেণ নিবর্ত্ততে ; তস্মাৎ জীবপরাত্মানৌ সর্ব্বদা এব বিচারয়েৎ।

অনুবাদ—বিচারের অভাববশতঃ উৎপন্ন যে বন্ধন, তাহা বিচারদ্বারাই নিবৃত্ত হইতে পারে ; সেইহেতু জীব ও পরমাত্মা লইয়া বিচার সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য।

টীকা—বিচারের প্রাগভাবদ্বারা উপলক্ষিত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানকৃত যে বন্ধন তাহার, বিচারজনিত জ্ঞান ভিন্ন অন্য সাধনদ্বারা, নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই ; আর উদ্ধৃত স্মৃতিবচনে গীতাশ্লোকে সংসিদ্ধি* শব্দদ্বারা চিত্তশুদ্ধিই উক্ত হইয়াছে, মোক্ষ নহে ; ইহাই তাৎপর্য্য। বিচারদ্বারা যে বন্ধনিবৃত্তি কথিত হইল, সেই বিচারের বিষয়টি কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—"সেইহেতু জীব" ইত্যাদি। তত্ত্বসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত বিচার করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৫

২। উক্ত শ্লোকসূচিত বিচারের বিষয়—জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ।

সেই জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ বিচারের মধ্যে প্রথমে জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

(ক) জীব শব্দে ক্রিয়াযুক্তকারণসহিত কর্ত্তা সূচিত হয়।

অহমিত্যভিমন্তা যঃ কর্ত্তাসৌ তস্য সাধনম্।
মনস্তস্য ক্রিয়ে অন্তর্বহির্বৃত্তী ক্রমোত্থিতে ॥ ৬

অন্বয়—যঃ অহম্ ইতি অভিমন্তা অসৌ কর্ত্তা ; তস্য সাধনম্ মনঃ ; তস্য ক্রমোত্থিতে অন্তর্বহির্বৃত্তী ক্রিয়ে।

অনুবাদ—যিনি 'আমি' এইরূপ অনুভব করেন তিনি কর্ত্তা ; মন তাঁহার সাধন; সেই মনের ক্রিয়া ক্রমোৎপন্ন দুই প্রকার বৃত্তি—অন্তর্বৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তি।

টীকা—যে চিদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কার ব্যবহারদশায় দেহাদিতে 'অহম্'—আমি—এইরূপে অভিমান করে, "অসৌ কর্ত্তা"—সে-ই কর্তৃত্বপ্রভৃতিধর্ম্মবিশিষ্ট জীব ; ইহাই অর্থ। সেই কর্ত্তার করণ কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—মন তাহার সাধন (অর্থাৎ করণ)। অন্তঃকরণের যে ভাগ কামাদিবৃত্তিমান তাহার নাম মন। দণ্ড যেমন চক্রভ্রামণরূপ ক্রিয়াদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া করণ, সেইরূপ মনোরূপ করণ যে ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাপ্ত, সেই ক্রিয়া বুঝাইতেছেন :—"সেই মনের ক্রিয়া ক্রমোৎপন্ন"—ইত্যাদি। ৬

এই অন্তর্বৃত্তির ও বাহ্যবৃত্তির স্বরূপ ও বিষয় বিবেচনপূর্ব্বক দেখাইতেছেন :—

(খ) মনের ক্রিয়ার স্বরূপ ও বিষয়।

অন্তর্মুখাহমিত্যেষা বৃত্তিঃ কর্ত্তারমুল্লিখেৎ।
বহির্ম্মুখেদমিত্যেষা বাহ্যং বস্ত্বিদমুল্লিখেৎ ॥ ৭

* ভাষ্যকার—"সংসিদ্ধিম্ মোক্ষম্ গন্তুম্ আস্থিতাঃ প্রবৃত্তাঃ"—"সংসিদ্ধিম্ মোক্ষোপায়ম্"। মধুসূদন—শ্রবণাদিসাধ্যাম্ জ্ঞাননিষ্ঠাম্ আস্থিতাঃ প্রাপ্তাঃ। শ্রীধর—"সংসিদ্ধিম্ সম্যগ্‌জ্ঞানম্"।

অন্বয়—অন্তর্মুখা 'অহম্' ইতি বৃত্তিঃ এষা কর্তারম্ উল্লিখেৎ, বহির্মুখা 'ইদম্' ইতি এষা বাহ্যম্ ইদম্ বস্তু উল্লিখেৎ।

অনুবাদ—মনের যে অন্তর্মুখা বৃত্তি তাহা 'আমি' এই আকারের। এই বৃত্তি কর্তাকেই বিষয় করে। মনের বহির্মুখা যে বৃত্তি, তাহা 'এই'—এই আকারের। তাহা ইহাকে অর্থাৎ বাহ্যবস্তুকে 'এই' বলিয়া বিষয় করে।

টীকা—" 'ইদম্' ইতি এষা"—'এই' এই আকারের,—এই পদত্রয়দ্বারা বহির্বৃত্তির স্বরূপের অভিনয় করিয়া অঙ্গুলিনির্দেশদ্বারা ইহাদের অর্থপ্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট উত্তরার্দ্ধদ্বারা বহির্বৃত্তির বিষয় প্রদর্শন করিলেন। 'বাহ্' শব্দের অর্থ দেহের বাহিরে বিদ্যমান, যাহাকে 'ইদম্' বা এই বলিয়া নির্দেশ করা হয় ; "বস্তু উল্লিখেৎ"—বস্তুকে বিষয় করে ; ইহাই অর্থ। ৭

ভাল, মন থাকিলেই যখন সর্ব্বব্যবহারসিদ্ধি হয় তখন নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ত' ব্যর্থ, এইরূপ আশঙ্কাই ত' আসিয়া পড়ে ; তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) সর্ব্বব্যবহারসাধন মন থাকিতেও নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা।

ইদমো যে বিশেষাঃ স্যুর্গন্ধরূপরসাদয়ঃ।
অসাঙ্কর্য্যেণ তানভিন্দ্যাদ্ ঘ্রাণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্॥ ৮

অন্বয়—ইদমঃ বিশেষাঃ যে গন্ধরূপরসাদয়ঃ স্যুঃ তান্ ঘ্রাণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ অসাঙ্কর্য্যেণ ভিন্দ্যাৎ।

অনুবাদ—'ইদম্' (এই) এই শব্দ ও প্রত্যয়দ্বারা সামান্যরূপে বিষয়ীকৃত যে বস্তু, তাহার বিশেষ বিশেষ রূপ—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ ইহাদের প্রত্যেকটিকে, অমিশ্রিত রাখিয়া পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিবার সাধন—উক্ত ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক।

টীকা—মনদ্বারা 'এই' এইরূপে বস্তুসামান্যমাত্র গ্রহণ করা যায় কিন্তু তাহার বিশেষ—গন্ধাদিকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। এইহেতু সেই বস্তুর বিশেষের গ্রহণবিষয়ে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চকের উপযোগিতা সিদ্ধ হয়। ৮

এইরূপে সামগ্রীসহিত জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

(ঘ) সাক্ষী পরমাত্মার নিরূপণ।

কর্তারঞ্চ ক্রিয়াং তদ্বদ্ ব্যাবৃত্তবিষয়ানপি।
স্ফোরয়েদেকযত্নেন যোঽসৌ সাক্ষ্যত্র চিদ্বপুঃ॥ ৯

অন্বয়—কর্তারম্ তদ্বৎ ক্রিয়াম্ চ ব্যাবৃত্তবিষয়ান্ অপি একযত্নেন চিদ্বপুঃ যঃ স্ফোরয়েৎ অসৌ অত্র সাক্ষী।

অনুবাদ—এই জীবরূপ কর্তা, মনোবৃত্তিরূপ ক্রিয়া এবং পরস্পরবিভিন্ন বিষয়সমূহকে অর্থাৎ রূপরসাদিবিষয় এবং অন্তর্বহিরিন্দ্রিয়সমুদয়কেও একই প্রযত্নদ্বারা চৈতন্যময় যিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে বেদান্ত শাস্ত্রে সাক্ষী বলা হয়।

টীকা—ষষ্ঠশ্লোকে উক্ত "কর্তারম্"—অহঙ্কাররূপ কর্তাকে, "ক্রিয়াম্"—'আমি' ও 'এই'—এই আকারের মনোবৃত্তিরূপ ক্রিয়াকে, "ব্যাবৃত্তবিষয়ান্ অপি"—ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়সমুদয়কে এবং গ্রহণযোগ্য গন্ধাদি বিষয়সমূহকে, "একযত্নেন"—এককালেই "যঃ

চিদ্বপুঃ"—চৈতন্যরূপ যিনি, "স্ফোরয়েৎ"—প্রকাশ করেন ও করিতে সমর্থ, "অসৌ অত্র"—তিনিই এই বেদান্তশাস্ত্রে, "সাক্ষী"—এই নামে কথিত হন। ৯

সাক্ষী যে একই যত্নে উক্ত সকল বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ ইহাই অভিনয় করিয়া অর্থাৎ আকারাদির সাক্ষাৎ প্রদর্শক ইন্দ্রিয়াদির সঞ্চালন ক্রিয়াদ্বারা দেখাইতেছেন :—

ঈক্ষে শৃণোমি জিঘ্রামি স্বাদয়ামি স্পৃশাম্যহম্।
ইতি ভাসয়তে সর্ব্বং নৃত্যশালাস্থদীপবৎ ॥ ১০

অন্বয়—অহম্ ঈক্ষে, শৃণোমি, জিঘ্রামি, স্বাদয়ামি স্পৃশামি ইতি নৃত্যশালাস্থ দীপবৎ সর্ব্বম্ ভাসয়তে।

অনুবাদ—আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, শুঁকিতেছি, আস্বাদন করিতেছি, স্পর্শ করিতেছি—এই প্রকারে অর্থাৎ অনুব্যবসায়রূপে সকলই নৃত্যশালাস্থিত দীপের ন্যায় প্রকাশ করেন।

টীকা—'আমি রূপ দেখিতেছি' এইরূপে 'দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্যরূপ' ত্রিপুটীকে একই যত্নে প্রকাশ করেন। এই প্রকারে আমি, "শৃণোমি"—শব্দ শুনিতেছি ইত্যাদি ব্যবহারেও 'শ্রোতা, শ্রবণ ও শ্রোতব্য' ইত্যাদি ত্রিপুটীসমূহকে একই যত্নদ্বারা প্রকাশ করেন—এইরূপে অর্থ যোজনা করিয়া বুঝিতে হইবে। একই কালে নিজে অবিকৃত থাকিয়া অনেক বস্তুর প্রকাশক হওয়ার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"নৃত্যশালাস্থিত দীপের ন্যায়"। ১০

৩। উক্ত দৃষ্টান্তের সবিস্তর বর্ণন; তাৎপর্য্য—পরমাত্মা নির্ব্বিকার থাকিয়া সর্ব্বপ্রকাশক।

উক্ত দৃষ্টান্তকে স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) দৃষ্টান্তের স্পষ্টীকরণ।

নৃত্যশালাস্থিতো দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্ত্তকীম্।
দীপয়েদবিশেষেণ তদভাবেঽপি দীপ্যতে ॥ ১১

অন্বয়—নৃত্যশালাস্থিতঃ দীপঃ প্রভুম্ চ সভ্যান্ নর্ত্তকীম্ অবিশেষেণ দীপয়েৎ, তদভাবে অপি দীপ্যতে।

অনুবাদ—নৃত্যশালাস্থিত দীপ সভাপতিকে উপস্থিত সভ্যগণকে এবং নর্ত্তকীকে কিছুমাত্র তারতম্য না করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা না থাকিলেও দীপের প্রকাশ তুল্যরূপ থাকে।

টীকা—"অবিশেষেণ"—'সভাপতি' প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রকাশনের জন্য আলোকের বৃদ্ধিহ্রাসরূপ বিকার বিনাই, ইহাই অর্থ। ১১

দৃষ্টান্তটি দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

(খ) দৃষ্টান্তোক্ত অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা।

অহঙ্কারং ধিয়ং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ।
অহঙ্কারাদ্যভাবেঽপি স্বয়ং ভাত্যেব পূর্ব্ববৎ ॥ ১২

অন্বয়—সাক্ষী অহঙ্কারম্ ধিয়ম্ বিষয়ান অপি ভাসয়েৎ, অহঙ্কারাদ্যভাবে অপি স্বয়ম্ পূর্ব্ববৎ ভাতি এব।

অনুবাদ—সেই প্রকার সাক্ষী, অহঙ্কারকে অর্থাৎ অহম্প্রত্যয়সিদ্ধ কর্ত্তাকে, বুদ্ধিকে এবং শব্দাদি বিষয়সমূহকেও প্রকাশ করিয়া থাকেন। অহংকারাদির অভাবেও স্বয়ং পূর্ব্ববৎ দীপ্যমান থাকেন।

টীকা—সুষুপ্তি মূর্চ্ছাপ্রভৃতি অবস্থায় অহঙ্কারাদির অভাব হইলেও, আত্মা সেই অভাবের সাক্ষী হইয়া প্রকাশিত থাকেন, ইহাই অর্থ। সভাপতিস্থানীয় অহঙ্কার এবং নর্ত্তকীস্থানীয় বুদ্ধি, দীপস্থানীয় সাক্ষিদ্বারা সাক্ষাৎ প্রকাশিত হয় বটে, শব্দাদি বিষয় কিন্তু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন চিদাভাসরূপ প্রমাতার দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে, সেই বিষয়াদিকে কি প্রকারে সাক্ষাদ্ভাবে সাক্ষিভাস্য বলা যায়? এই আপত্তি সত্য। এইরূপ অনুপপত্তি হয় দেখিয়া বুঝিতে হইবে—'এক এক শরীরে এক এক জীব' এই মত যাহা সিদ্ধান্তবিন্দুতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আচার্য্যের অভিমত। তাহাতে সকল দৃশ্যই স্বপ্নবৎ প্রাতিভাসিক। এইরূপে বিষয়সকল সাক্ষাৎ সাক্ষিভাস্য—এইরূপে সঙ্গতি হইবে। ১২

ভাল, প্রকাশরূপ বুদ্ধিই অহঙ্কারাদি সকল বস্তুর অবভাসক হইতে পারে বলিয়া, সেই বুদ্ধি হইতে পৃথক্ সাক্ষীর কল্পনার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) বুদ্ধি হইতে ভিন্ন সর্ব্বপ্রকাশক সাক্ষীকে মানিতেই হইবে।

নিরন্তরং ভাসমানে কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ।
তদ্ভাসা ভাসমানেয়ং বুদ্ধির্নৃত্যত্যনেকধা॥ ১৩

অন্বয়—কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ নিরন্তরং ভাসমানে ইয়ম্ বুদ্ধিঃ তদ্ভাসা ভাসমানা অনেকধা নৃত্যতি।

অনুবাদ—কূটস্থ জ্ঞপ্তিরূপে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে নিরন্তর প্রকাশমান থাকায়, বুদ্ধি সেই কূটস্থের প্রকাশদ্বারা প্রকাশিত হইয়া অনেক প্রকারে নৃত্য করিয়া থাকে।

টীকা—"কূটস্থে"—নির্ব্বিকার সাক্ষী, "জ্ঞপ্তিরূপতঃ"—স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপে, "নিরন্তরম্ ভাসমানে"—সদা প্রকাশমান থাকাতে, "ইয়ম্ বুদ্ধিঃ তদ্ভাসা"—এই বুদ্ধি সেই সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যের দ্বারা, "ভাসমানা"—প্রকাশিত হইয়াই, "অনেকধা"—'ইহা ঘট' 'ইহা পট' ইত্যাদি জ্ঞানাকারে, "নৃত্যতি"—বিকারপ্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই—যেহেতু বুদ্ধি বিকারিতাহেতু জড় বলিয়া নিজে প্রকাশরহিত, এইহেতু বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, সর্ব্বাবভাসক এক সাক্ষী অঙ্গীকার করিতেই হয়, কেননা, বুদ্ধির সর্ব্বাবভাসকতা সাক্ষাদ্ভাবে সম্ভব নহে। ১৩

শ্রোতার বুদ্ধি যাহাতে উক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত অর্থ অনায়াসে ধারণা করিতে পারে সেইহেতু নাটকের রূপকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত অর্থ সুগম করিবার জন্য নাটকের রূপকদ্বারা বর্ণন।

অহঙ্কারঃ প্রভুঃ সভ্যা বিষয়াঃ নর্ত্তকী মতিঃ।
তালাদিধারিণ্যক্ষাণি দীপঃ সাক্ষ্যবভাসকঃ॥ ১৪

অন্বয়—অহঙ্কারঃ প্রভুঃ, বিষয়াঃ সভ্যাঃ, মতিঃ নর্ত্তকী, অক্ষাণি তালাদিধারিণী, অবভাসকঃ সাক্ষী দীপঃ।

অনুবাদ—অহঙ্কার হইতেছে সভাপতি, বিষয় সকল সভা, বুদ্ধি নর্ত্তকী, ইন্দ্রিয় সকল তালাদিধারক অর্থাৎ বাদ্যকর স্বরূপ; আর অবভাসক সাক্ষিচৈতন্য দীপস্বরূপ।

টীকা—অহঙ্কার বিষয়ভোগের পূর্ণতার ও অপূর্ণতার অভিমানজনিত হর্ষ ও বিষাদযুক্ত হয় বলিয়া, নৃত্যের অভিমানী প্রভু বা রাজার স্থানীয়—অর্থাৎ নৃত্যের অভিমানী রাজা নৃত্যের সম্পূর্ণতার ও অসম্পূর্ণতার অভিমানহেতু হর্ষ-বিষাদযুক্ত হন, এবং ধনাঢ্যতাপ্রযুক্ত নর্ত্তকীপ্রভৃতির আশ্রয় হন এবং নৃত্যশালার ব্যয় নির্ব্বাহক হন, অনেক পত্নীর ভর্ত্তা, বৃহৎ কর্ম্মের কর্ত্তা, এবং বৃহদ্ভোগের ভোক্তা হন। সেই প্রকার অহঙ্কারও ভোগের সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতাবশতঃ হর্ষ-বিষাদযুক্ত হয় এবং উপাধিরূপ হইয়া আত্মধনযুক্ত হয় বলিয়া বুদ্ধিপ্রভৃতির আশ্রয় হয় এবং সমষ্টিব্যষ্টি-দেহরূপ শালার, 'আমি', 'আমার' এইরূপ ভাবদ্বারা নির্ব্বাহক, এবং শুভাশুভবৃত্তিরূপ অনেক পত্নীযুক্ত হয়, এবং সর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা, সর্ব্বভোগের ভোক্তা হয়: এইহেতু চিদাভাসযুক্ত অহঙ্কার নৃত্যাভিমানী রাজার তুল্য। আবার চারিদিকে বিদ্যমান থাকিয়াও উক্তরূপ হর্ষবিষাদদ্বারা অনাক্রান্ত থাকে বলিয়া বিষয়সমূহ সভ্যগণস্থানীয় অর্থাৎ সভায় উপস্থিত পুরুষগণ যেমন রাজধর্ম্ম-রহিত হইয়া রাজার চারিদিকে উপবিষ্ট হয় এবং সভাপতি রাজার অধীন থাকে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয়সমূহ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-অহঙ্কারধর্ম্মরহিত হইয়া চারিদিকে পরিদৃশ্যমান হয় এবং অহঙ্কারের অধীন হয়; এইহেতু সভ্যগণসদৃশ। আবার নানাপ্রকার বিকারশীলা বলিয়া বুদ্ধি নর্ত্তকীস্থানীয়া, অর্থাৎ নর্ত্তকী যেমন অনেক প্রকার অঙ্গচেষ্টারূপ দেহবিকার দেখায় এবং দর্শকাভিমুখে হস্তপ্রসারণাদিদ্বারা তাহাদের মনে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত এই নয় প্রকার মনোভাবদ্বারা রাজার প্রমোদ সম্পাদন করে, সেইপ্রকার বুদ্ধি কামাদি পরিণামরূপ বিকারবর্ত্তী হইয়া এবং সকল বিষয়াকার ধরিয়া আপনার অগ্রভাগরূপ হস্তকে সকল দিকে প্রসারিত করে। বুদ্ধি নর্ত্তকী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশে দুই প্রকার নৃত্য করে। শাস্ত্রসংস্কারবর্জ্জিত হইলে প্রবৃত্তিপরবশা বুদ্ধি (১) বস্ত্রভূষণাদির কিম্বা রাজদত্ত পদকপরিচ্ছদাদির শোভার অভিমানে শৃঙ্গাররস, (২) শারীর বলজনিত পৌরুষাভিমানে, যুদ্ধাদিপ্রসঙ্গে বীররস, (৩) পুত্রকলত্রাদির কিম্বা স্বজাতির দুঃখদর্শনে কোমলহৃদয় হইয়া করুণরস, (৪) ইন্দ্রজালাদি অপূর্ব্বদৃশ্যদর্শনে অদ্ভুতরস, (৫) (বুদ্ধি) আপনার উৎকর্ষাভিমানে অপরের বুদ্ধির অপকর্ষজনিত অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া হাস্যরস, (৬) দস্যুতস্করাদি শত্রুর উপদ্রব চিন্তায় ভয়ানকরস, (৭) গ্লানিকর পদার্থসংযোগে বীভৎসরস, (৮) ক্রোধাদি প্রসঙ্গে রৌদ্ররস এবং (৯) প্রিয়বিয়োগে ও অনিষ্টসংযোগে বৈরাগ্যাদিরূপ শান্তরস অনুভব করিয়া তত্তদ্রসব্যঞ্জক নৃত্য করে। আবার শাস্ত্রসংস্কারমণ্ডিতা নিবৃত্তিপরা বুদ্ধি (১) দৈবীসম্পদ ও অমানিত্বাদিজ্ঞানসাধনরূপ ভূষণযুক্ত হইয়া শৃঙ্গাররস, (২) কামাদি-শত্রুজয়ে বীররস, (৩) ত্রিতাপগ্রস্তজনতা দেখিয়া করুণরস, (৪) অদ্বিতীয় অসঙ্গ নির্ব্বিকার নিষ্প্রপঞ্চ সর্ব্বভেদরহিত অলৌকিক ব্রহ্মবস্তুকে নিত্যপ্রাপ্ত জানিয়াও গুরুকৃপায় অধুনাপ্রাপ্ত মানিয়া এবং কর্ত্তৃত্বাদি সবিকার প্রপঞ্চের স্বরূপ অবগত হইয়া অদ্ভুতরস, (৫) সংসারে অত্যুচ্চ রাজপদ হইতে পতিতের, ভিক্ষুকাবস্থাপ্রাপ্তির ন্যায় ব্রহ্মভাব হইতে পতিত জীবভাবপ্রাপ্ত পরমাত্মাকে দেখিয়া অথবা অপরোক্ষ জ্ঞানলাভে নিরাবরণ স্বরূপানন্দ অনুভব করিয়া হর্ষবেগে হাস্যরস, (৬)

জ্ঞান বিনা অনিবারণীয় জন্মমরণাদি সংসার দুঃখ চিন্তায়, ভয়ানুভবে ভয়ানকরস, (৭) শিষ্ট-নিন্দিত যথেচ্ছাচরণরূপ দুরাচারে গ্লানি অনুভব করিয়া বীভৎসরস, (৮) অজ্ঞজনকে সন্মার্গে প্রবৃত্ত করিতে এবং সংসারদুঃখ হইতে ভয় জন্মাইতে অথবা তত্ত্বজ্ঞানের বলে কালকে ভয় দেখাইবার জন্য রৌদ্ররস, (৯) দোষদৃষ্টিজনিত বা মিথ্যাদৃষ্টিজনিত বৈরাগ্যোদয়দ্বারা অথবা জগদ্বিস্মৃতিরূপ উপরতির উদয়দ্বারা প্রপঞ্চে অরুচি উৎপাদন করিয়া শান্তরস এবং (১০) নিরাবরণ পরিপূর্ণ সত্ত্বিক জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ আনন্দ—অতিরিক্ত (অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে দুর্লভ) দশম আনন্দরস, যাহা আচার্য্য মধুসূদন-প্রতিপাদিত দশম রস (ভক্তির প্রতিরূপক)— অনুভব করিয়া তত্তদ্রসব্যঞ্জক নৃত্য করে। এই প্রকারে বুদ্ধি নয় ও দশ রস দেখাইয়া আভাসযুক্ত অহঙ্কারের চিত্তরঞ্জন করিয়া থাকে। আবার বুদ্ধির ব্যাপারসমূহের অনুকূল ব্যাপারবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ তালাদিধারক বাদ্যকর-দিগের সদৃশ অর্থাৎ মৃদঙ্গ সারঙ্গ ইত্যাদি বাদ্যকারগণ যেমন নর্ত্তকীর অঙ্গ চেষ্টার অনুকূল ব্যাপারবান হয় এই প্রকার ইন্দ্রিয়গণও, বুদ্ধি যে যে বিষয় গ্রহণ করিতে ধাবমানা হয়, সেই সেই বিষয়ের সম্মুখীন হইয়া বুদ্ধির বিকারের বা পরিণামের অনুকূলতা করে। এই প্রকারে তাহারা বাদ্যকরদিগের সমান। আর এই সমস্তেরই অবভাসক হয় বলিয়া সাক্ষী নাট্যশালাস্থ দীপের সমান—এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ যেমন নাট্যশালাস্থ দীপ সভা মধ্যে থাকিয়া ভিতরে, বাহিরে ও চারিদিকে সভাপতি রাজা ও সভাস্থ সকলকে প্রকাশ করে এবং সভাভঙ্গেও প্রকাশিত থাকে এবং নিজে গমনাগমনাদি ক্রিয়ারূপ বিকাররহিত হইয়া নির্ব্বিকারভাবে স্বস্থানে অবস্থিত থাকে, সেই-প্রকার সাক্ষীও জাগ্রৎস্বপ্নকালে বর্ত্তমান অহঙ্কারাদি সকলকেই প্রকাশ করেন এবং সুষুপ্তি মূর্চ্ছা ও সমাধিকালে এই সকলের অভাব হইলে, সেই অভাবকে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং নিজে গমনা-গমনাদি বিকাররহিত—একান্ত নির্ব্বিকার থাকিয়া স্বমহিমায় অবস্থান করেন। এইহেতু সাক্ষী দীপের সমান। ১৪

ভাল, সাক্ষী যদি অহঙ্কারাদির অবভাসক হন, তাহা হইলে সেই অহঙ্কারাদির সহিত সম্বন্ধের উৎপত্তিবিনাশরূপ বিকারধর্ম্ম ত' তাঁহাতে বর্ত্তিবে ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(৬) সাক্ষীর দশম শ্লোকোক্ত নির্ব্বিকারতার —দৃষ্টান্তপূর্ব্বক বর্ণন।

স্বস্থানসংস্থিতো দীপঃ সর্ব্বতো ভাসয়েদ্ যথা।
স্থিরস্থায়ী তথা সাক্ষী বহিরন্তঃ প্রকাশয়েৎ॥ ১৫

অন্বয়—দীপঃ যথা স্বস্থানসংস্থিতঃ সর্ব্বতঃ ভাসয়েৎ, তথা স্থিরস্থায়ী সাক্ষী বহিঃ অন্তঃ প্রকাশয়েৎ।

অনুবাদ—যেমন রঙ্গশালাস্থ দীপ নিজ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া চারিদিককেই প্রকাশ করে, সেইরূপ সাক্ষী সর্ব্বকালেই অচল থাকিয়া ভিতর বাহির প্রকাশ করেন।

টীকা—"দীপঃ যথা"—যেমন গমনাদিবিকাররহিত দীপ আপনার স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই, আপনার সন্নিহিত সমস্ত পদার্থকেই প্রকাশ করিয়া থাকে এইরূপ গমনাদিবিকাররহিত সাক্ষীও স্ব-স্বরূপে, নিজমহিমায় অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্ববস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। যদি কেহ আপত্তি উঠায় যে সাক্ষীর সহিত এই দীপদৃষ্টান্তটি বিষম, কেননা, সাক্ষী নির্ব্বিকার, আর

দীপের তৈলবর্ত্তির হ্রাসরূপ, এবং প্রতিক্ষণ নূতন শিখারূপে পরিণামরূপ বিকার আছে এবং সেইহেতু 'পূর্ব্বদৃষ্ট দীপশিখাটি এই' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা অসম্ভব, আর যে প্রত্যভিজ্ঞা প্রতীত হয় তাহা অতিসাদৃশ্যবশতঃ; তদুত্তরে বলা যাইবে যে ব্যাবহারিক স্বপ্রকাশতা লইয়াই দৃষ্টান্তসিদ্ধি; তাহাই বুঝাইতেছেন :—"রঙ্গশালাস্থ দীপ নিজস্থানে থাকিয়া" ইত্যাদি। ১৫

পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপের সবিশেষ বর্ণন।

১। সাক্ষিপরমাত্মায় বুদ্ধির চাঞ্চল্যারোপ।

ভাল, নাট্যশালাস্থ দীপ যেমন সভার ভিতর বাহির প্রকাশ করে তদ্রূপ সাক্ষীও ভিতর বাহিরের অবভাসক—এইরূপ বর্ণন ত' যুক্তিসহ নহে, কেননা, শ্রুতি সেই সাক্ষীর বাহ্যাভ্যন্তর নাই এইরূপ উপদেশ করিতেছেন যথা—[তৎ এতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্ অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ইতি অনুশাসনম্—বৃহদা উ, ২।৫।১৯]—'এই ব্রহ্মের পূর্ব্ব (কারণ নাই) অপর বা ভিন্ন পদার্থও নাই, অন্তর নাই এবং বাহিরও নাই; এই ব্রহ্ম সর্ব্বানুভবিতা আত্মা' —এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) বাস্তবসাক্ষীর বাহির ভিতর নাই। বাহ্য ও আভ্যন্তর বস্তুর নির্দ্দেশ।

বহিরন্তর্ব্বিভাগোঽয়ং দেহাপেক্ষো ন সাক্ষিণি।
বিষয়া বাহ্যদেশস্থা দেহস্যান্তরহংকৃতিঃ॥ ১৬

অন্বয়—অয়ম্ অন্তর্বহির্বিভাগঃ দেহাপেক্ষঃ, ন সাক্ষিণি; বিষয়াঃ বাহ্যদেশস্থাঃ দেহস্য অন্তঃ অহঙ্কৃতিঃ।

অনুবাদ—সাক্ষীর যে এই অন্তর্বাহ্যবিভাগ, তাহা দেহ লইয়াই বুঝিতে হইবে। সেই বিভাগ সাক্ষীতে নাই। শব্দাদি বিষয়সকল দেহের বাহিরে অবস্থিত, আর অহঙ্কার দেহের ভিতর।

টীকা—তবে বাহ্যতা কাহার? আন্তরতা কাহার? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—"শব্দাদি বিষয়সকল দেহের বাহিরে" ইত্যাদি। ১৬

ভাল, পঞ্চদশশ্লোকে যে উক্ত হইল—"সেইরূপ, সাক্ষী সর্ব্বকালেই অচল থাকিয়া ভিতর বাহির প্রকাশ করেন"—অর্থাৎ উক্ত প্রকারে অবিকারী থাকিয়া সাক্ষী ভিতর ও বাহিরের অবভাসক—এইরূপ যে কথিত হইল, তাহা ত' সঙ্গত নহে, কেননা, 'আমি ঘট দেখিতেছি' এস্থলে 'আমি' এই প্রকারে ভিতরে অহঙ্কারের সাক্ষী হইয়া প্রথমে ভাসক হইবার পর, "ঘট দেখিতেছি" এই প্রকারে ঘটাকার বৃত্তির স্ফুরণরূপে বাহিরে নির্গমণের অনুভব হয়; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) বাহিরে ভিতরে প্রকাশমান সাক্ষীতে বুদ্ধির চঞ্চলতারআরোপ।

অন্তস্থা ধীঃ সহৈবাক্ষৈর্ব্বহির্যাতি পুনঃ পুনঃ।
ভাস্যবুদ্ধিস্থচাঞ্চল্যং সাক্ষিণ্যারোপ্যতে বৃথা॥ ১৭

অন্বয়—অন্তস্থা ধীঃ অক্ষৈঃ সহ এব পুনঃ পুনঃ বহিঃ যাতি; ভাস্যবুদ্ধিস্থচাঞ্চল্যম্ সাক্ষিণি বৃথা আরোপ্যতে।

অনুবাদ—বুদ্ধি দেহের ভিতরে অবস্থিত, তাহা ইন্দ্রিয়গণের সহিত বারবার

বাহিরে গমন করে। সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা প্রকাশ্য এই বুদ্ধির চঞ্চলতা লোকে সাক্ষীতে অযথা আরোপ করিয়া থাকে।

টীকা—দৃষ্ট বস্তুর গ্রাহক* অর্থাৎ তাহাকে বিষয় করিতে প্রবৃত্ত এবং দেহের ভিতরে অবস্থিত বুদ্ধি, 'ঐ বস্তুটি ঘট' ইত্যাদিরূপ আকারে, রূপাদিকে গ্রহণ করিবার—বিষয় করিবার জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা পুনঃ পুনঃ বাহিরে গমন করে, আর বুদ্ধিতে যে চাঞ্চল্য বিদ্যমান, তাহাকে লোকে "সাক্ষিণি বৃথা আরোপ্যতে" মূঢ়তাবশতঃ বুদ্ধির অবভাসক সাক্ষীতে অযথা আরোপ করিয়া থাকে। এইহেতু সাক্ষীর বাস্তবিক বাহিরে ভিতরে গমনাগমনরূপ চাঞ্চল্য নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ১৭

প্রকাশকে প্রকাশ্যবস্তুর চঞ্চলতার আরোপ কোথায় দেখিয়াছেন?—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) 'প্রকাশক' সাক্ষি-চৈতন্যে 'প্রকাশ্য' বুদ্ধির চঞ্চলতার আরোপ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

গৃহান্তরগতঃ স্বল্পো গবাক্ষাদাতপোঽচলঃ।
তত্র হস্তে নর্ত্ত্যমানে নৃত্যতীবাতপো যথা॥ ১৮

অন্বয়—গবাক্ষাৎ গৃহান্তরগতঃ স্বল্পঃ আতপঃ অচলঃ; তত্র হস্তে নর্ত্ত্যমানে যথা আতপঃ নৃত্যতি ইব।

অনুবাদ—যেমন গবাক্ষের ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ক্ষীণ আলোকরশ্মি বস্তুতঃ অচল হইলেও, তাহাতে যদি কেহ আপনার হাত নাচায়, তাহা হইলে রশ্মিও যেন নাচিতেছে, মনে হয়।

টীকা—"গবাক্ষাৎ গৃহান্তরগতঃ স্বল্পঃ আতপঃ অচলঃ"—গবাক্ষের ভিতর দিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ক্ষীণালোক, অচঞ্চলভাবে অবস্থান করে, "তত্র"—সেই রৌদ্র রশ্মির ভিতরে, "হস্তে নর্ত্ত্যমানে"—কোনও ব্যক্তি আপনার করতল ইতস্ততঃ নাচাইতে থাকিলে, "যথা আতপঃ নৃত্যতি ইব (লক্ষ্যতে)"—যেমন সেই রৌদ্র বা সূর্য্যকিরণও নাচিতেছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ। ১৮

(ঘ) দৃষ্টান্তবর্ণিত অর্থের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী বহিরন্তর্গমাগমৌ।
অকুর্ব্বন্ বুদ্ধিচাঞ্চল্যাৎ করোতীব তথা তথা॥ ১৯

অন্বয়—নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী বহিঃ অন্তঃ গমাগমৌ অকুর্ব্বন্ বুদ্ধিচাঞ্চল্যাৎ তথা তথা করোতি ইব।

অনুবাদ ও টীকা—সেইরূপ নিজস্থানে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত সাক্ষিচৈতন্য বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন না করিলেও বুদ্ধির চঞ্চলতাবশতঃ প্রতীত হন যেন তাহাই করিতেছেন। ১৯

২। সাক্ষীর দেশকালরহিত নিজস্বরূপের বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহাকে অনুভব করিবার উপায় বর্ণন।

---

* এস্থলে রামকৃষ্ণ টীকার "দ্রষ্টৃগ্রাহক" এইরূপ পাঠও আছে; তাহার অর্থ—'আমি' এই আকারের দ্রষ্টা যে সাভাস অহঙ্কার তাহার গ্রাহক অর্থাৎ তাহাকে বিষয় করিতে প্রবৃত্ত যে বুদ্ধি। "দেহান্তরাবস্থিতা" স্থলে, 'দেহান্তরবস্থিতা' পাঠও আছে। অন্তর ও অন্তর্ পর্য্যায় শব্দ ধরিলে অর্থ একই।

সাক্ষীকে যে 'নিজস্থানে অবস্থিত' বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কি বুঝান হইতেছে যে সাক্ষী বাহ্য প্রভৃতি দেশে অবস্থিত থাকিতে পারেন ? উত্তরে বলিতেছেন—না, পারেন না :—

(ক) বুদ্ধির গন্তব্য অন্তর্দেশ ও বহির্দেশ হইতে পৃথক্ করিয়া সাক্ষীর নিজস্থান প্রদর্শন।

ন বাহ্যো নান্তরঃ সাক্ষী বুদ্ধের্দেশৌ হি তাবুভৌ।
বুদ্ধ্যাদ্যশেষসংশান্তৌ যত্র ভাত্যস্তি তত্র সঃ ॥ ২০

অন্বয়—সাক্ষী বাহ্যঃ ন আন্তরঃ ন, তৌ হি উভৌ বুদ্ধেঃ দেশৌ ; বুদ্ধ্যাদ্যশেষসংশান্তৌ সঃ যত্র ভাতি তত্র অস্তি।

অনুবাদ—সাক্ষিচৈতন্যের বাহ্য স্থানও নাই আন্তর স্থানও নাই। সেই সেই স্থান বুদ্ধির স্থানমাত্র। বুদ্ধ্যাদিরূপ অশেষ উপাধি বিনষ্ট হইলে, তিনি যথায় স্ব-স্বরূপে প্রকাশমান, তাহাই তাঁহার দেশ।

টীকা—"বুদ্ধ্যাদি"—এস্থলে আদি শব্দদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি সূচিত হইতেছে। "সংশান্তৌ"—শব্দদ্বারা সেই বুদ্ধির প্রতীতির নিবৃত্তি বুঝানই উদ্দেশ্য। অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মের যে সাক্ষিতা তাহা সাক্ষ্যবস্তুর দ্বারাই নিরূপিত হয়। অজ্ঞানই সেই সাক্ষিতার প্রযোজক বা উৎপাদক বলিয়া সেই অজ্ঞাননাশে, 'তিনি সাক্ষী' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এইহেতু সেই ব্যবহারই সাক্ষীর নিজস্থান। ২০

ভাল, সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার অর্থাৎ প্রতীতি নিবৃত্ত হইলে দেশেরও প্রতীতি হয় না। তাহা হইলে সাক্ষীর দেশে অবস্থিতির কথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া আচার্য্য আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন :—

(খ) দেশাদিরহিত আত্মার সর্ব্বগত্ব ও সর্ব্বসাক্ষিত্ব অবাস্তব।

দেশঃ কোঽপি ন ভাসেত যদি তর্হ্যস্ত্বদেশভাক্।
সর্ব্বদেশপ্রকৢপ্ত্যৈব সর্ব্বগত্বং ন তু স্বতঃ ॥ ২১

অন্বয়—যদি কঃ অপি দেশঃ ন ভাসেত, তর্হি অদেশভাক্ অস্তু ; সর্ব্বদেশপ্রকৢপ্ত্যা এব সর্ব্বগত্বম্, স্বতঃ তু ন।

অনুবাদ যদি বল (তখন) কোনও দেশেরই প্রতীতি হয় না, তবে বলি, তিনি কোনও দেশে অবস্থিত নহেন। সর্ব্বদেশের কল্পনাদ্বারাই সাক্ষীর বা আত্মার সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হয়। তাঁহার স্বরূপতঃ সর্ব্বগতত্ব নাই।

টীকা—তিনি কোন দেশে অবস্থিত নহেন—ইহার তাৎপর্য্য এই—যিনি দেশাদি কল্পনার অধিষ্ঠান, তাঁহার আপনা হইতে ভিন্ন, দেশের অপেক্ষা নাই। ভাল, দেশাদির অভাব হইলে শাস্ত্রে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে [নিত্যম্ বিভুম্ সর্ব্বগতম্—মুণ্ডক, উ ১।১।৬]—নিত্য, বিবিধ প্রাণিরূপ ও ব্যাপক, এবং [আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চনিত্যঃ]—আকাশের ন্যায় ব্যাপক ইত্যাদি ; এইরূপ উক্তি দেখা যায়, তাহা বিরুদ্ধ অর্থাৎ বাধিত হইয়া পড়ে। তদুত্তরে বলিতেছেন :—"সর্ব্বদেশের কল্পনাদ্বারাই" ইত্যাদি। ভাল, সেই "সর্ব্বগতত্ব ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কেননা হইবে ?" তদুত্তরে বলিতেছেন—তাঁহার স্বরূপতঃ সর্ব্বগতত্ব নাই। আত্মা অদ্বিতীয় ও অসঙ্গ বলিয়া তাঁহাতে স্বাভাবিক সর্ব্বগতত্ব

নাই। তাঁহাতে সর্ব্বদেশ, সূর্য্যালোকে মৃগজল কল্লোলের ন্যায়, কল্পিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে, ইহাই অভিপ্রায়। ২১

সর্ব্বগতত্বের ন্যায় সর্ব্বসাক্ষিত্ব বাস্তব নহে ; ইহাই বলিতেছেন :—

অন্তর্ব্বহির্ব্বা সর্ব্বং বা যং দেশং পরিকল্পয়েৎ।
বুদ্ধিস্তদ্দেশগঃ সাক্ষী তথা বস্তুষু যোজয়েৎ॥ ২২

অন্বয়—অন্তঃ বা বহিঃ বা যম্ সর্ব্বম্ দেশম বুদ্ধিঃ পরিকল্পয়েৎ তদ্দেশগঃ সাক্ষী তথা বস্তুষু যোজয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্তর্দেশ বা বহির্দেশ অথবা যে সকল বস্তুরূপ দেশ বুদ্ধিকর্তৃক কল্পিত হইবে, সাক্ষী সেই দেশে অবস্থিত হইবেন এবং সেই সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইবেন। ২২

পূর্ব্বোক্ত 'সেই সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইবেন'—ইহাই সবিস্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(গ) বুদ্ধিকল্পিত বস্তুর সাক্ষিতার বর্ণন, সাক্ষীর নিজরূপ কথন।

যদ্যদ্রূপাদি কল্পেত বুদ্ধ্যা তত্তৎপ্রকাশয়ন্।
তস্য তস্য ভবেৎ সাক্ষী স্বতো বাগ্‌বুদ্ধ্যগোচরঃ॥ ২৩

অন্বয়—যৎ যৎ রূপাদি বুদ্ধ্যা কল্পেত তৎ তৎ প্রকাশয়ন্ তস্য তস্য সাক্ষী ভবেৎ, স্বতঃ বাগ্‌বুদ্ধ্যগোচরঃ।

অনুবাদ—যে যে রূপাদিবস্তু বুদ্ধিদ্বারা কল্পিত হইবে সেই সেই বস্তুকে প্রকাশ করিয়া ব্রহ্ম (কূটস্থ) তৎসমুদয়ের সাক্ষী হইবেন, স্বরূপতঃ তিনি বাক্যবুদ্ধির অগোচর।

টীকা—তাহা হইলে তাঁহার নিজরূপটি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"স্বরূপতঃ তিনি" ইত্যাদি। ২৩

সাক্ষীর স্বরূপ বাক্যমনাতীত বলিয়া মুমুক্ষুজনের অগ্রাহ্য—এই বলিয়া শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঘ) সাক্ষীর নিজরূপ অগ্রহণীয়—ইষ্টাপত্তি। পরমাত্মরূপে অবশেষ।

কথং তাদৃঙ্ময়া গ্রাহ্য ইতি চেন্মৈব গৃহ্যতাম্।
সর্ব্বগ্রহোপসংশান্তৌ স্বয়মেবাবশিষ্যতে॥ ২৪

অন্বয়—তাদৃক্ কথম্ ময়া গ্রাহ্যঃ ইতি চেৎ, মা এব গৃহ্যতাম্ ; সর্ব্বগ্রহোপসংশান্তৌ স্বয়ম এব অবশিষ্যতে।

অনুবাদ—যদি শঙ্কা কর 'সাক্ষী পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া মুমুক্ষুর গ্রহণের অতীত', তবে বলি, তুমি গ্রহণ করিও না ; সকল প্রকার গ্রহণের অর্থাৎ প্রতীতির সম্যক্ নিবৃত্তি হইলে, তিনি স্বয়ম্প্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিবেন।

টীকা—ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায় না, বাদীর এই আপত্তিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"তবে বলি তুমি গ্রহণ করিও না," আমি ত' আত্মাকে স্বয়ম্প্রকাশ বলিয়া মানি ; সেইহেতু আত্মার অগ্রহণ—বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় না হওয়া—আমার ইষ্টই। তবে শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা এবং মনের বৃত্তিব্যাপ্তিদ্বারা মন প্রভৃতির সাক্ষী স্বয়ম্প্রকাশরূপ সেই আত্মাকে জানা যায়। ভাল, আপনি যে (তৃতীয় শ্লোকে) বলিলেন "বিচারদ্বারা মায়া বিনষ্ট হইলে (জীব) অদ্বয়ানন্দ পূর্ণ পরমাত্মরূপে থাকিয়া যায়"—এই যে

পরমাত্মার অবশেষ থাকিয়া যাইবার কথা বলিলেন ইহা ত' সিদ্ধ হয় না ; তদুত্তরে বলিতেছেন :— আপনার অতিরিক্ত সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলে তাহার যে নিবৃত্তি অর্থাৎ প্রতীতির উপশান্তি হয়, সেই নিবৃত্তির পর আত্মাই "অবিশিষ্যতে"—সত্যরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ; ইহাই তাৎপর্য্য। ২৪

যদ্যপি গতশ্লোকোক্ত নীতির দ্বারা বলা হইল, স্বাত্মা অবশিষ্ট থাকিয়া যান তথাপি তাঁহাকে অপরোক্ষ করিবার জন্য কিছু প্রমাণাপেক্ষা ত' আছে। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) উত্তমাধিকারীর স্বাত্মানুভব উপায়—গুরুমুখে শ্রুতি শ্রবণ।

ন তত্র মানাপেক্ষাস্তি স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ।
তাদৃগ্ ব্যুৎপত্ত্যপেক্ষা চেচ্ছ্রুতিং পঠ গুরোর্মুখাৎ॥

অন্বয়—তত্র মানাপেক্ষা ন অস্তি, স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ। তাদৃগ্ ব্যুৎপত্ত্যপেক্ষা চেৎ গুরোঃ মুখাৎ শ্রুতিম্ পঠ। ২৫

অনুবাদ—সেই স্বাত্মবিষয়ে প্রমাণাপেক্ষা নাই, কেননা, তাহা স্বপ্রকাশস্বরূপ ; তথাপি যদি বল, সেইরূপ জ্ঞানের ত' অপেক্ষা আছে, তবে বলি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখ হইতে শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ কর।

টীকা—স্বাত্মবিষয়ে যে প্রমাণাপেক্ষা নাই, তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন :—"কেননা, তাহা স্বপ্রকাশস্বরূপ।" ভাল, 'আত্মা নিজের প্রকাশদ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তদ্বিষয়ে প্রমাণাপেক্ষা নাই'—এইরূপ জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য ত' প্রমাণের অপেক্ষা আছে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিই এবিষয়ে প্রমাণ—"ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখ হইতে শ্রুতির" ইত্যাদি। ২৫

উত্তমাধিকারীর আত্মানুভবোপায় বলিয়া এক্ষণে মন্দাধিকারীর তদুপায় বলিতেছেন :—

(চ) মন্দাধিকারীকে আত্মানুভব করাইবার উপায়।

যদি সর্ব্বগৃহত্যাগোঽশক্যস্তর্হি ধিয়ং ব্রজ।
শরণং তদধীনোঽন্তর্বহি বৈষোঽনুভূয়তাম্॥ ২৬

অন্বয়—সর্ব্বগৃহত্যাগঃ যদি অশক্যঃ তর্হি ধিয়ম্ শরণম্ ব্রজ ; তদধীনঃ অন্তঃ বা বহিঃ এষঃ অনুভূয়তাম্।

অনুবাদ—যদি সর্ব্ববিষয় গ্রহণ পরিত্যাগ তোমার অসাধ্য হয়, তবে নিজবুদ্ধির শরণ লও অর্থাৎ বুদ্ধিকেই লক্ষ্য কর এবং বুদ্ধির অধীন (করিয়া) তাঁহাকে অর্থাৎ বুদ্ধিপরিকল্পিত, আন্তর বা বাহ্যবিষয়ের সাক্ষিরূপে সেই পরমাত্মাকে অনুভব কর।

টীকা—"বুদ্ধিকেই লক্ষ্য·· (করিয়া) তাঁহাকে অনুভব কর"—ইহার অর্থ এই—যেমন প্রতিপদের সূক্ষ্ম অদৃশ্যপ্রায় চন্দ্রকলা দেখাইবার জন্য কেহ 'চন্দ্র ঐ বৃক্ষ শাখায় রহিয়াছে' বলিলে স্থূলদৃষ্টি পুরুষ বৃক্ষশাখাকে লক্ষ্য করে, পরে (বাহ্যতাদি) ধর্ম্মসহিত বৃক্ষশাখার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া তৎসমীপস্থিততাহেতু 'শাখাধীন' চন্দ্রকে দেখে, সেই প্রকার, মৃদুবুদ্ধি অধিকারী গুরূপদেশানুসারে বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্য ও আন্তর ধর্ম্মসহিত বুদ্ধির দর্শন ছাড়িয়া অধিষ্ঠান-সাক্ষিরূপতাহেতু বুদ্ধির সমীপস্থিত বলিয়া 'যেন বুদ্ধির অধীন' পরমাত্মাকে স্ব-স্বরূপে অনুভব করে। সেই বুদ্ধির শরণাপন্ন হওয়ার ফল বলিতেছেন :—"বুদ্ধির অধীন (করিয়া) তাঁহাকে অর্থাৎ বুদ্ধিপরিকল্পিত" ইত্যাদি। বুদ্ধির দ্বারা বাহ্য বা আন্তর যে যে বস্তু চারিদিকে পরিকল্পিত হয়, তাহার সাক্ষী বলিয়া—সেই বুদ্ধির (যেন) অধীন পরমাত্মাকে সেই সাক্ষিরূপেই অনুভব কর ; ইহাই অর্থ। ২৬

ইতি নাটকদীপনামক দশমপ্রকরণ সমাপ্ত হইল। "অমৃপদ পরিশোধন" সমাপ্ত।

মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর নবম রত্ন

পঞ্চদশী

তৃতীয় খণ্ড

("আনন্দ" পঞ্চক)

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার পদানুপদ, বঙ্গানুবাদ ও
অন্যান্য টীকাটিপ্পণীর সাহায্যে বিশদীকৃত।



অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৺কাশীধাম। ৪৪ নং কামাখ্যালেনস্থ মঠ হইতে প্রকাশিত।
প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

[মূল্য—৪৲ চারিটাকা

অনুবাদকের নিবেদন—

পরম করুণাময়ের কৃপায় 'পঞ্চদশী'র পাঁচ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডরূপে "আনন্দ-পঞ্চক" নামে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল, অন্বয়, মূলের বঙ্গানুবাদ এবং রামকৃষ্ণ বিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এবং আবশ্যক মত টিপ্পনী সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অনুপপত্তি অপসারণ কল্পে অনুবাদ এবং টিপ্পনী প্রভৃতি সহজবোধ্যরূপে প্রদত্ত এবং বিশদীকৃত হইয়াছে।

নানারূপ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া তৃতীয়খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় কিছু দোষ-ত্রুটি এড়ান সম্ভবপর হয় নাই। প্রয়োজনীয় কাগজ বাজারে নিয়মিত সরবরাহ না হওয়ায় ও তদুপরি দুরারোগ্য বেরীবেরী রোগে আমি দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়ায় প্রুফ্ প্রভৃতি সংশোধনের লোকাভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিতে বিলম্ব হইল। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ এইরূপ অনিচ্ছাকৃত দোষ-ত্রুটিগুলি ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আপনারা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

৮ই শ্রাবণ, সন ১৩৫৪
মগনীরাম মঠ, কাশী।

অনুবাদক—
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

সরলা প্রেস, বাঁসফাটক, বেনারস সিটি, হইতে শ্রীপরেশনাথ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

পঞ্চদশী

বিষয়বিশ্লেষণ সূচী

একাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ।

গৌণ ; দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন (৪০)। (ঞ) পঞ্চকোশের মিথ্যাত্মতা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন (৪১)। (ট) সাক্ষীর মুখ্যাত্মতার উপপাদন (৪২)। (ঠ) তিন প্রকার আত্মার মধ্যে যোগ্যেরই মুখ্যতা অপরের গৌণতা (৪৩)। (ড) উক্ত অর্থের সবিস্তর বর্ণন (৪৪-৪৮)। (ঢ) ৩৯-৪৩ এই পাঁচটি শ্লোকোক্ত তিন আত্মার ব্যবহার বিশেষে প্রধানতা ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত (৪৯)। (ণ) ফলিতার্থ—আত্মায় অতিশয় প্রীতি, আত্মার উপকারকে প্রীতি, অবশিষ্টে উভয়াভাব (৫০)।

(ক) ৫০ শ্লোকোক্ত অন্য শব্দের অর্থ নির্ণয়কালে বস্তুর চতুর্ব্বিধতা (৫১)। (খ) উক্ত চতুর্ব্বিধতা প্রদর্শন ; প্রীতি অনুসারে উক্ত চতুর্ব্বিধ বিভাগে বস্তু নিয়ম নাই (৫২)। (গ) দ্বেষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রেও নিয়মাভাব (৫৩)। (ঘ) প্রিয়াদি ব্যবহারের ব্যবস্থা ও লক্ষণ (৫৪)। (ঙ) প্রতিপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন। সেই অর্থে 'মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণলব্ধ' সমর্থন (৫৫)। (চ) আত্মার প্রিয়তমতা বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত 'পুরুষ-বিধ' ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ (৫৬)। (ছ) শ্রুতি বিচারদ্বারা আলোচ্য সাক্ষীর মুখ্যাত্মতাসিদ্ধি ; সেই বিচারের স্বরূপ (৫৭)। (জ) আভ্যন্তর বস্তুর দর্শন প্রকার (৫৮)। (ঝ) আত্মার উপকারক প্রাণ হইতে ধন পর্য্যন্ত বস্তুসমূহের আপেক্ষিক আন্তরতা এবং তদনুসারে প্রীতির তারতম্য (৫৯)। (ঞ) প্রীতির তারতম্যতার স্পষ্টীকরণ (৬০)। (ট) আত্মার প্রিয়তমতা-বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিবাদ, শ্রুতি বর্ণিত ; বিবাদের সিদ্ধান্ত নির্ণয় (৬১)। (ঠ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে সেই বিবাদের বর্ণন (৬২)। (ড) আত্মভিন্ন বস্তুর প্রিয়তাবিষয়ে প্রশ্ন, শিষ্যকর্তৃক হইলে জ্ঞানীর উত্তর বরস্বরূপ, প্রতিবাদী কর্তৃক হইলে শাপস্বরূপ (৬৩)। (ঢ) জ্ঞানীর উত্তরের আকার, শিষ্যের পুত্রাদিবিষয়ে নিজ-কথিত প্রিয়তায় দোষদৃষ্টি (৬৪) (ণ) পুত্রাদিতে দোষদৃষ্টির বর্ণন (৬৫—৬৮)। (ত) প্রতিবাদীর প্রতি জ্ঞানীর ৬৩ শ্লোকোক্ত বচন অভিসম্পাতস্বরূপ ; (৬৯)। (থ) জ্ঞানীর ঈশ্বররূপ ; সেই ঈশ্বরতাবিষয়ে অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রুতির তাৎপর্য্য (৭০) (দ) ব্যতিরেকমুখে প্রতিপাদিত উক্ত অর্থের অন্বয়মুখে প্রতিপাদক শ্রুতিবচনের অর্থ (৭১)। (ধ) আত্মা পরমানন্দস্বরূপ (৭২)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ

বচন, ফলিতার্থ আনন্দ হইতে জগতের অভেদ (৩)। (গ) ঘট যেরূপ কুলাল হইতে ভিন্ন, জগৎ সেইরূপ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে (৪)। (ঘ) কুলাল ঘটের উপাদান হইতে পারে না, মৃত্তিকাই উপাদান ; হেতু প্রদর্শন দ্বারা আলোচ্য দার্ষ্টান্তে প্রয়োগ (৫)। (ঙ) উপাদানতা তিন প্রকারের হইতে পারে, তন্মধ্যে দুই প্রকার নিরবয়ব পরব্রহ্মে অসম্ভব (৬)। (চ) আরম্ভবাদীর মতের বর্ণন (৭)। (ছ) পরিণামের স্বরূপ (৮)। (জ) বিবর্ত্তের লক্ষণ ; নিরবয়ব বস্তুতে বিবর্ত্ত সম্ভব (৯)। (ঝ) নিরবয়ব আনন্দে জগতের কল্পিততা, এই ফলিতার্থ কথন ; কল্পনার হেতু শক্তির দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণন (১০)।

২। শক্তির অনির্ব্বচনীয়তা, ধাত্রীর উপাখ্যান (১১—৩২) ১৩৭—১৫০

(ক) শক্তিমান হইতে লৌকিক শক্তির ভেদ-অভেদ উভয়েরই অভাব (১১)। (খ) শক্তির প্রতিবন্ধ জানিবার উপায়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত (১২)। (গ) মায়াশক্তির অস্তিত্বে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি-বচন (১৩)। (ঘ) উদ্ধৃত বাক্যদ্বয় শ্রুতিবচন ; ব্রহ্মের মায়াশক্তি বিষয়ে বশিষ্ঠ সম্মতি (১৪-২০)। (ঙ) জগতের কল্পিততাবিষয়ে বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত ধাত্রী উপাখ্যান (২১-২৬)। (চ) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা (২৭)। (ছ) বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত অর্থের উপসংহার ; মায়ার অনির্ব্বচ-নীয়তা প্রতিপাদন প্রতিজ্ঞা (২৮)। (জ) মায়া জগদ্রূপ কার্য্য এবং ব্রহ্মরূপ আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ ; দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদন (২৯)। (ঝ) মৃত্তিকার শক্তিতে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কৃত নিয়মের যোজনা (৩০)। (ঞ) মৃত্তিকার শক্তিতে (ঘটরূপ) কার্য্যের এবং (মৃত্তিকারূপ) আশ্রয়ের রূপগুণাদির অভাব বলিয়া বিলক্ষণতা এবং শক্তির অনির্ব্বচনীয়তা (৩১)। (ট) কার্য্যের পূর্ব্বে শক্তি নিগূঢ়, কার্য্যরূপেই প্রকট (৩২)।

৩। শক্তির কার্য্যের অনির্ব্বচনীয়তা নিরূপণ (৩৩—৫৩) ১৫০—১৬২

(ক) বিচারাভাববশতঃ স্থূলবর্ত্তুলোদরাদিরূপ কার্য্য এবং মৃত্তিকাদিরূপ উপাদান কারণকে অভিন্ন ভাবিলে ঘটপ্রতীতি (৩৩)। (খ) উক্ত অর্থের সমর্থন (৩৪)। (গ) ঘটের বাস্তবতা অসিদ্ধ (৩৫)। (ঘ) শক্তির ন্যায় ঘটের অনির্ব্বচনীয়তা ; তাহা হইতে সিদ্ধান্ত নির্ণয় ও তাহার হেতু (৩৬)। (ঙ) প্রথমে শক্তির অনভিব্যক্ততা, পরে অভিব্যক্ততা বিষয়ে ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্ত (৩৭)। (চ) শক্তিকার্য্যের মিথ্যাত্ব এবং আধারের সত্যতা বিষয়ে ছান্দোগ্যশ্রুতিবচন (৩৮)। (ছ) বাচারম্ভণ শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ (৩৯)। (জ) শক্তি ও শক্তিকার্য্য মিথ্যা, আধারই সত্য, তদুভয়ের কারণ (৪০)। (ঝ) কার্য্যরূপ বিকার অসত্য, তাহার হেতু তিনটি (৪১-৪২)। (ঞ) কার্য্যের অসত্যতা বিষয়ে অনুমান রচনা প্রকার (৪৩)। (ট) ঘটরূপ অসত্য বিকারের মৃত্তিকারূপ অধিষ্ঠানের সত্যতা উপপাদন (৪৪)। (ঠ) (শঙ্কা) ঘট অসত্য বলিয়া মৃত্তিকার জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত (৪৫)। (ড) ইষ্টাপত্তি বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার (৪৬)। (ঢ) প্রতীত বস্তুর নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত (৪৭)। (ণ) আরোপিতের অসত্যতা জ্ঞানমাত্র পুরুষার্থ সিদ্ধি ; ঘটে আরোপিতের অসত্যতাবুদ্ধি সম্ভব (৪৮)। (ত) ঘটকুণ্ডাদিতে

—:*:—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ

——:*:——

পঞ্চদশী

(আনন্দপঞ্চক—'অসি'পদার্থরূপ অদ্বৈতৈক্য প্রতিপাদন।)

একাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

(একাদশাদি অধ্যায়পঞ্চক 'ব্রহ্মানন্দ' নামক পৃথক্‌গ্রন্থ*, তন্মধ্যে চিত্তৈকাগ্রতাদ্বারা যে আনন্দ আবির্ভূত হয় সেই আনন্দ, এই প্রকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'যোগানন্দ'।)

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ব্রহ্মানন্দাভিধং গ্রন্থং ব্যাকুর্ব্বে বোধসিদ্ধয়ে॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া, জ্ঞানসিদ্ধির জন্য এই ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থকার, ব্রহ্মানন্দনামক যে গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পূর্ণ হয় সেইহেতু এবং বিঘ্নরূপ পাপের অর্থাৎ পাপফলের নিবৃত্তির জন্য, ইষ্টদেবতার স্বরূপানুস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া, এই গ্রন্থ শ্রবণে যাহাতে শ্রোতার প্রবৃত্তি জন্মে, সেইহেতু প্রয়োজন সহিত গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয়টি জানাইয়া, গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞান যে, অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির কারণ, শ্রুতিবচনদ্বারা তাহার বর্ণন। ব্রহ্মের আনন্দরূপতা, অদ্বিতীয়তা ও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধি।

১। ব্রহ্মজ্ঞান অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির কারণ—অনেক শ্রুতিবচনদ্বারা তাহার বর্ণন।

(ক) ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের আরম্ভ, প্রতিজ্ঞা ও ফল বর্ণন।

ব্রহ্মানন্দং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞাতে তস্মিন্নশেষতঃ।
ঐহিকামুষ্মিকানর্থব্রাতং হিত্বা সুখায়তে॥ ১

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দম্ প্রবক্ষ্যামি, তস্মিন্ জ্ঞাতে (লোকঃ) ঐহিকামুষ্মিকানর্থব্রাতম্ অশেষতঃ হিত্বা সুখায়তে।

---

* ইহা যে পৃথক্‌গ্রন্থ তাহা "জীবন্মুক্তিবিবেকে" (সংস্কৃত অনুবাদের ১৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যোক্তিদ্বারা সমর্থিত হয়। তথায় "পুত্রসম্বন্ধে বিচার—'ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে' —তদনন্তর পঞ্চদশীর ১২।৬৫—৬৭ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনুবাদ—যে ব্রহ্মানন্দ জানিলে—বিচারদ্বারা প্রাপ্ত হইলে—লোকে ইহলোক সম্বন্ধীয় ও পরলোক সম্বন্ধীয় অনর্থসমূহকে অর্থাৎ যাবতীয় দুঃখকে, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারে, সেই ব্রহ্মানন্দের প্রতিপাদক গ্রন্থ আমি রচনা করিতেছি।

টীকা—"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দাস্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষ-নিরূপণৈঃ॥"—নিরুপাধিক পরব্রহ্মকে যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতে অসমর্থ, সেইরূপ মন্দবুদ্ধি অধিকারিগণ, সোপাধিক ব্রহ্মের নিরূপণদ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত হন—এই মর্ম্মের শাস্ত্রবচনানুসারে সবিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার যথার্থ স্বরূপ—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, ইহাই বুঝাইবার জন্য সমস্ত দেবতার মূলস্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উল্লেখ করিলেন; যেমন বৃক্ষের মূলস্পর্শদ্বারা সর্ব্বাঙ্গস্পর্শ হয়, সেইরূপ। এইহেতু এবং [আনন্দঃ ব্রহ্ম—তৈত্তি উ, ৩।৬।১] 'আনন্দ (অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর) হইতেছেন ব্রহ্ম', ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতা কথিত হওয়ায় —এবং 'ব্রহ্মানন্দ'—এই আনন্দরূপ ব্রহ্মের বাচকশব্দের উচ্চারণ হওয়ায় ব্রহ্মের স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ সিদ্ধ হইল, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[যৎ হি মনসা ধ্যায়তি তৎ উ বাচা বদতি—কৌষীতকী উ, ২।১৩ (?)]—যাহা মনদ্বারা ধ্যান করা যায় তাহাই বাক্যদ্বারা কথিত হয়, ইহাই নিয়ম। আর সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য বস্তু বলিয়া, সেই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রকরণস্বরূপ এই "ব্রহ্মানন্দ"নামক গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তুও সেই ব্রহ্ম। এইরূপে 'ব্রহ্ম' শব্দের উচ্চারণদ্বারা গ্রন্থের 'বিষয়'ও সূচিত হইয়াছে। আর প্রথম শ্লোকের "ঐহিকামুষ্মিকানর্থ" ইত্যাদি শেষার্দ্ধদ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি এই দুইটিই গ্রন্থের 'প্রয়োজন', ইহা গ্রন্থকার গ্রন্থের আদিতেই (অথবা নিজমুখে অর্থাৎ তদ্বাচক শব্দোচ্চারণদ্বারা) বলিয়া দিলেন। "ব্রহ্মানন্দম্"—ব্রহ্মরূপ যে আনন্দ তাহাই 'ব্রহ্মানন্দ'; ইহাই ব্রহ্মানন্দ পদের বাচ্যার্থ। আর 'বাচ্য' অর্থাৎ প্রতিপাদ্য 'ব্রহ্ম' ও তাহার বাচক বা প্রতিপাদক গ্রন্থ এই দুইটি অভেদারোপপূর্ব্বক কথিত হওয়ায়, সেই বাচ্যার্থ ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দের প্রতিপাদক এই গ্রন্থ উভয়ই 'ব্রহ্মানন্দ' নামে কথিত হইয়াছে, তাহাই "প্রবক্ষ্যামি"—আমি বলিব, "তস্মিন্ জ্ঞাতে"—সেই প্রতিপাদ্য ও প্রতিপাদক 'ব্রহ্মানন্দ'কে জানিলে, হৃদয়ে ধারণা করিলে, লোকে "ঐহিকামুষ্মিকা-নর্থব্রাতম্"—'ঐহিক' অর্থাৎ ইহলোকে যাহা হয়—দেহ পুত্রাদিতে 'আমি' 'আমার' অভিমান জনিত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপরূপ এবং 'আমুষ্মিক' অর্থাৎ পরলোকে যাহা হয়—স্বর্গচ্যুতিভয় পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতিরূপ 'অনর্থব্রাতম্'—অনর্থের সমূহকে, "অশেষতঃ"—যাহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইতে পারে এইরূপে, "হিত্বা"—পরিত্যাগ করিয়া, "সুখায়তে"—সুখস্বরূপ ব্রহ্মই হয়।১

ব্রহ্মজ্ঞান অনিষ্টনিবৃত্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তির কারণ, এই বিষয়ে অনেক শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে। ইহাই দেখাইবার জন্য দুইটি শ্রুতিবাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন—[ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন; এবং সনৎ-কুমারের প্রতি নারদের উত্তর [শ্রুতম্ হি এবম্ এব ভগবদ্দৃশেভ্যঃ তরতি শোকম্ আত্মবিৎ ইতি সঃ অহম্ ভগবঃ শোচামি, তম্ মা ভগবান্ শোকস্য পারম্ তারয়তু—ছান্দোগ্য উ, ৭।১।৩] —ভগবান আপনার ন্যায় লোকের মুখে শুনিয়াছি যে আত্মজ্ঞব্যক্তি, শোক—অর্থাৎ অকৃতার্থতা-

বুদ্ধিরূপ মনস্তাপ অতিক্রম করিয়া থাকে। ভগবান্ সেই (শাস্ত্রজ্ঞানবান্ হইয়াও) আমি শোক অর্থাৎ অকৃতার্থতাবুদ্ধিরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতেছি; অতএব আপনি আমাকে শোকরূপ সাগরের পরপারে পৌঁছাইয়া দিন—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া কৃতার্থতা বুদ্ধি সম্পাদন করুন:—

(খ) ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা অনিষ্ট নিবৃত্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ ফলের, অন্বয়মুখে প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য।

ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বানন্দীভবতি নান্যথা ॥ ২

অন্বয়—ব্রহ্মবিৎ পরম্ আপ্নোতি, চ আত্মবিৎ শোকম্ তরতি, রসঃ, রসং ব্রহ্ম লব্ধ্বা আনন্দীভবতি, অন্যথা ন।

অনুবাদ—'ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে পাইয়া থাকেন' এবং 'আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হন'। 'পরব্রহ্ম রসস্বরূপ'; রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া পুরুষ আনন্দী বা সুখী হইয়া থাকেন। অন্যরূপে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন না।

টীকা—"ব্রহ্মবিৎ"—ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি 'ব্রহ্মবিৎ' "পরম্ আপ্নোতি"—উৎকৃষ্ট আনন্দরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া থাকেন, "আত্মবিৎ"—'ভূমা' শব্দের বাচ্যার্থ, দেশকাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদরহিত আত্মাকে, যিনি জানেন, সেই আত্মবিৎ, "শোকম্ তরতি"—যাহা আপনার সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত পুরুষকে শোক করায়, সেই শোককে অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক সংসারকে অতিক্রম করে। (শঙ্কা) ভাল, উদাহরণস্বরূপ যে তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞান পরপ্রাপ্তির (পরমাত্মলাভের) হেতু, আনন্দপ্রাপ্তির হেতু নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া যে শ্রুতিবচনে ব্রহ্মজ্ঞান আনন্দ প্রাপ্তির হেতু বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইরূপ তাৎপর্য্যের শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন [রসঃ বৈ সঃ রসম্ হি এব অয়ম্ লব্ধ্বা আনন্দীভবতি—তৈত্তি উ, ২।৭।১]—সেই ব্রহ্মরস বা ব্রহ্মাত্মা মধুরাদি রসের ন্যায় সুখহেতু বলিয়া, ব্রহ্মানন্দই গৌণীবৃত্তি যোগে 'রস' পদদ্বারা সূচিত হয়; সেই রস বা আনন্দরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে পাইয়া এই লোক (জনসমূহ) সুখী হইয়া থাকে—অপরিচ্ছিন্ন নিরতিশয় সুখভোগ করিয়া থাকে। [সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম; তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১,২]—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান, অনন্ত। সেই (ব্যবহিত 'ব্রাহ্মণ'* ভাগোক্ত) এবং তাহাই যে এই (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উক্ত) আত্মা (যিনি পরমাত্মা) তাঁহা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের আদিতে 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা' শব্দদ্বারা যে আত্মা অভিহিত হইয়াছেন, তিনিই রস বা আনন্দরূপ সার, ইহাই অর্থ। "রসম্"—আনন্দরূপ ব্রহ্মকে, "লব্ধ্বা" পাইয়া অর্থাৎ 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' (অহং ব্রহ্মাস্মি) এইরূপ জ্ঞানধারা লাভ করিয়া, "আনন্দীভবতি"—অপরিচ্ছিন্ন নিরতিশয় সুখবান্ হন। ব্যতিরেক দেখাইয়া সেই

* বেদের যে অংশ কর্ম্মের উপযোগী দ্রব্য ও দেবতার (ইন্দ্রাদির) বোধক অথবা ব্রহ্মের বোধক, সেই অংশকে মন্ত্রভাগ বা সংহিতা বলে। মন্ত্রতাৎপর্য্যার্থ প্রকাশক বেদভাগের নাম ব্রাহ্মণ ভাগ। উপনিষদ্ভাগ ও আরণ্যক ভাগ তাহারই অন্তর্গত।

অর্থকেই দৃঢ় করিতেছেন—"অন্যথা ন"—অন্যথা অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা জ্ঞানকে ছাড়িয়া অন্য সাধনের অনুষ্ঠানদ্বারা আনন্দবান্ বা সুখী হইতে পারে না, ইহাই অর্থ। ২

'ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহাই যে সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অন্বয়মুখে সেইরূপ শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিয়া, এক্ষণে যথাক্রমে অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি প্রদর্শনার্থক দুইটি বাক্য, অর্থ ধরিয়া যথাক্রমে পাঠ করিতেছেন:—[যদা হি এব এষঃ এতস্মিন অদৃশ্যে অনাত্ম্যে অনিরুক্তে অনিলয়নে অভয়ম্ প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে, অথ সঃ অভয়ম গতঃ ভবতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭] - যখন এই মুমুক্ষু সাধক, দৃশ্যত্ববিহীন, শরীররহিত, অনির্ব্বচনীয়, নিরাধার স্বস্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন ; [যদা হি এব এষঃ এতস্মিন্ উৎ অরম্ অন্তরম্ কুরুতে, অথ তস্য ভয়ম্ ভবতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭]—যখন অনাত্মদর্শী লোকে এই ব্রহ্মাত্মস্বরূপে অল্পমাত্রও ভেদ করেন তখন তাঁহার ভয় জন্মে; তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) অন্বয়মুখে, ব্যতিরেকমুখে অনর্থনিবৃত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য।

প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে স্বস্মিন্ যদা স্যাদথ সোঽভয়ঃ।
কুরুতেঽস্মিন্নন্তরং চেদথ তস্য ভয়ং ভবেৎ॥ ৩

অন্বয়—যদা স্বস্মিন্ প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে, অথ সঃ অভয়ঃ স্যাৎ। অস্মিন্ অন্তরম কুরুতে চেৎ, অথ তস্য ভয়ম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—যখন মুমুক্ষু সাধক সেই স্বস্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থিতি করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন, আর যে ব্যক্তি তাঁহাতে অবস্থিত না হইয়া, তাঁহাকে ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সে ভয় প্রাপ্ত হয়।

টীকা—"যদা হি এব" ইত্যাদি (প্রথম) তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের অর্থ এই—"যদা"—যে সময়ে, "হি"—শব্দের তাৎপর্য্য—'ইহা বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত', এইরূপ প্রসিদ্ধিদ্যোতক অব্যয়, এবং নিশ্চয়রূপ অর্থের বাচক এবং অন্যের নিষেধক, "এব" শব্দ, এই অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানই অনর্থনিবৃত্তির উপায়, অন্য উপায় নাই—এইরূপ নিয়ম করিবার জন্য, "এষঃ"—এই মুমুক্ষু, "এতস্মিন্"—বিদ্বান্‌গণের অনুভবগম্য ইহাতে, "অদৃশ্যে"—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, "অনাত্ম্যে"—'অনাত্মীয়ে' নিজেরই স্বরূপ বলিবার বা 'আমি' বলিবার বা 'আমার' বলিবার অনুপযুক্ত, "অনিরুক্তে"—যাহাতে নিরুক্ত—নির্ব্বচন অর্থাৎ শব্দদ্বারা কথন চলে না এইরূপ, "অনিলয়নে"—যাহাতে কোনও কিছু নিলীন হয় তাহার নাম নিলয়ন, আধার ; তাহাই যাহার নাই, এইরূপে স্বমহিমায় অবস্থিত (প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মে); "অভয়ম্" (অভয়াম্)—অদ্বিতীয়, এস্থলে 'ভয়' শব্দে ভয়ের হেতু ভেদকেই লক্ষ্য করা হইতেছে, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ম্—বৃহদা উ, ১।৪।২]—দ্বিতীয় হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়। এইহেতু যাহাতে ভয় বা ভেদ উৎপন্ন না হয়, এইরূপ প্রতিষ্ঠাম্—প্রতিষ্ঠা 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে প্রকর্ষেরসহিত সংশয়বিপর্য্যয় রহিত হইয়া যে অবস্থিতি, তাহা "বিন্দতে"—গুরূপসদনপূর্ব্বক শ্রবণাদিদ্বারা লাভ করে ; "অথ"—সেই কালেই, "সঃ"—

যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনি, "অভয়ম্ গতঃ"—ভয়রহিত অর্থাৎ মোক্ষরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।২।৯]—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান; "যদা"—যে সময়ে, "এষঃ"—পূর্ব্বোক্ত মুমুক্ষু, "এতস্মিন্"—অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মে,—"অরম্ উৎ"—অল্পমাত্রও ('উৎ' এই অব্যয়ের অর্থ 'ও'), "অন্তরম্"—উপাস্য-উপাসকাদিরূপ ভেদ "কুরুতে"—করেন অর্থাৎ দেখেন, কেননা, ধাতুসমূহের ও অব্যয়সমূহের বিবিধ প্রকার অর্থ হয়, "অথ"—তখনই, "তস্য"—সেই ভেদদর্শী পুরুষের, "ভয়ম্ ভবতি"—সংসার প্রযুক্ত দুঃখ হয়। ৩

'ভেদদর্শিগণের ভয় হয়' এই কথাটিকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, যাহাদের ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞান নাই, সেই বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণের ভয়, যে শ্রুতিবচনে প্রদর্শিত হইয়াছে, [ভীষা অস্মাৎ বাতঃ পবতে—তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১]—এই পরমাত্মার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হন: সেই মন্ত্রটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ঘ) ভেদদর্শীর ভয়ের সমর্থক, বায়ুাদির ভয়-প্রতিপাদক মন্ত্র।

বায়ুঃ সূর্য্যো বহ্নিরিন্দ্রো মৃত্যুর্জন্মান্তরেঽন্তরম্।
কৃত্বা ধর্ম্মং বিজানন্তোঽপ্যস্মাদ্ভীত্যা চরন্তি হি ॥ ৪

অন্বয়—বায়ুঃ সূর্য্যঃ বহ্নিঃ ইন্দ্রঃ মৃত্যুঃ জন্মান্তরে ধর্ম্মম্ বিজানন্তঃ অপি অন্তরম কৃত্বা অস্মাৎ ভীত্যা চরন্তি হি।

অনুবাদ—বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও যম ইহারা জন্মান্তরে (ইষ্টাপূর্ত্তাদি) ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও ইঁহাকে ভিন্ন ভাবিয়া ইহার ভয়ে স্ব স্ব কার্য্য করিতেছেন—ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ।

টীকা—বায়ু হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পাঁচটি দেবতা—যাঁহারা জগতের নিয়ামক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা "জন্মান্তরে"—অতীত জন্মে, "ধর্ম্মম্ বিজানন্তঃ অপি"—ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞযাগাদি, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, প্রায়শ্চিত্ত, বেদপাঠ, কূপখনন, প্রভৃতিরূপ ধর্ম্মের জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াও, "অন্তরম্ কৃত্বা"—প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ দেখিয়া "অস্মাৎ ভীত্যা"—এই ব্রহ্মের ভয়ে, এই বায়ু প্রভৃতিরূপ জন্মে "চরন্তি"—নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। "হি"—শব্দদ্বারা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে এই কথাটি কঠোপনিষদে নচিকেতার প্রতি যমের উক্তিরূপে [ভয়াৎ অস্যাগ্নিঃ তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াৎ ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ ॥—কঠ উ. ৬।৩] —এই ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও যম (যিনি এই গণনায়) পঞ্চম (হইলেন), ধাবমান হইতেছেন—প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। ৪

ভাল, [তরতি শোকম্ আত্মবিৎ—ছান্দোগ্য উ, ৭।১।৩]—আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হন, ইত্যাদি প্রকার যে সকল শ্রুতিবচন উল্লিখিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মানন্দের জ্ঞান যে অনর্থ নিবৃত্তির হেতু, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হইতেছে না; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেইরূপ অর্থাৎ স্পষ্টতরভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি-প্রতিপাদক, শ্রুতিবাক্য উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন :—

(৬) ব্রহ্মজ্ঞান যে, অনর্থ নিবৃত্তির হেতু - ইহার স্পষ্টতঃ প্রতিপাদক শ্রুতিবচন।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
এতমেব তপেন্নৈষা চিন্তা কর্ম্মাগ্নিসম্ভৃতা॥ ৫

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ আনন্দম্ বিদ্বান্ কুতশ্চন ন বিভেতি কর্ম্মাগ্নিসম্ভৃতা এষা চিন্তা এতম্ ন তপেৎ।

অনুবাদ—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে লোকে কোন কিছু হইতে ভয় পায় না। পাপপুণ্য কর্ম্মরূপ অগ্নির দ্বারা সম্পাদিত অর্থাৎ তদুৎপন্ন সাংসারিক চিন্তা, এই জ্ঞানীকে সন্তাপিত করিতে পারে না।

টীকা—"ব্রহ্মণঃ আনন্দম্"—'রাহুর মস্তক' এই বাক্যে যেমন রাহু ও মস্তকের ভেদকথন উপচারমাত্র (বস্তুতঃ নহে), 'ব্রহ্মের আনন্দ'—এস্থলেও সেইরূপ, ইহাই অর্থ। ব্রহ্মের স্বরূপভূত যে আনন্দ তাহাকে "বিদ্বান্"—যিনি অপরোক্ষভাবে জানিয়াছেন সেই পুরুষ, "কুতশ্চন"—কোন কিছু হইতে অর্থাৎ ইহলোক সম্বন্ধীয় ভয়ের কারণ ব্যাঘ্রাদি হইতে এবং পরলোক সম্বন্ধীয় ভয়ের কারণ পাপাদি হইতে "ন বিভেতি"—ভয় পান না। (শঙ্কা) ভাল, তত্ত্ববিদের পাপাদি হইতে ভয় নাই, একথা কোথা হইতে জানিলেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেই অর্থের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন—[এতম্ হ বাব ন তপতি কিম্ অহম্ সাধু ন অকরবম্ কিম্ অহম্ পাপম অকরবম্—তৈত্তিরীয় উ, ২।৯।১]—আমি সাধু অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্ম কেন করি নাই, আমি কেন পাপ কর্ম্ম করিলাম, এই চিন্তা এই জ্ঞানীকে সন্তাপিত করিতে পারে না—এই অর্থ লইয়া পাঠ করিতেছেন—"কর্ম্মাগ্নিসম্ভৃতা"—পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মই অগ্নি, কেননা, (যথাক্রমে) না করিলে ও করিলে, পুণ্য ও পাপ অগ্নির ন্যায় সন্তাপের হেতু হয়। সেই কর্ম্মরূপ অগ্নিদ্বারা সম্পাদিত এই—আমি কেন পুণ্য করি নাই, কি হেতু পাপ করিয়াছি এইরূপ—চিন্তা, "এতম্"—এই তত্ত্ববেত্তাকে সন্তাপিত করিতে পারে না, অন্যকে অর্থাৎ যিনি অবিদ্বান্ তাঁহাকে নহে—তিনি কিন্তু সেই চিন্তাদ্বারা সর্ব্বদাই সন্তাপিত হইতে থাকেন, ইহাই অর্থ। ৫

পাপ পুণ্য জ্ঞানীকে সন্তাপিত করিতে পারে না, এই বিষয়ে হেতু প্রদর্শনপর এই দুইটি শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন—[সঃ যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতে আত্মানম্ স্পৃণুতে—তৈত্তিরীয় উঃ ২।৯।১]—যে কোনও ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া) পুণ্যপাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক (পুণ্যপাপানুষ্ঠান সন্তাপহেতু জানিয়া তদুভয় পরিত্যাগ করিয়া) আত্মাকে প্রিয় করেন, (বলবান্ করেন বা পরমাত্মভাবে দর্শন করেন)। [উভে হি এব এষঃ এতে আত্মানম্ স্পৃণুতে—তৈত্তিরীয় উ ২।৯।১]—যে জ্ঞানী এই পুণ্যপাপ উভয়কেই সৎপ্রকাশমাত্র আত্মস্বরূপেই দেখেন (লোকদৃষ্টিতে অনুষ্ঠিত হইলেও তদুভয়কে দেখিয়া হৃষ্ট হন, ভীত হন না):—

(চ) পাপপুণ্যহেতু ব্রহ্মজ্ঞানীর সন্তাপাভাব-প্রদর্শিকা শ্রুতি।

এবং বিদ্বান্ কর্ম্মণী দ্বে হিত্বাত্মানং স্মরেৎ সদা।
কৃতে চ কর্ম্মণী স্বত্মারূপেণৈবৈষ পশ্যতি॥ ৬

অন্বয়—এবম্ বিদ্বান্ দ্বে কর্ম্মণী হিত্বা আত্মানম্ সদা স্মরেৎ, এষঃ কৃতে কর্ম্মণী স্বাত্ম-রূপেণ এব পশ্যতি।

অনুবাদ—এইরূপ বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্ম চিন্তা করেন; আর যদি তিনি পুণ্যপাপ কর্ম্ম করেন তবে তদুভয়কে আত্মস্বরূপ করিয়া জ্ঞান করেন।

টীকা—"এবম্ বিদ্বান্"—সেই যে কোন পুরুষ উক্ত প্রকারে জানেন অর্থাৎ সেই যে এই পরমাত্মা পুরুষে বা ব্যষ্টিসঙ্ঘাতে আছেন, আর যিনি এই সূর্য্যমণ্ডলে আছেন, তদুভয় একই (তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১, ৩।১০।৪) এই শ্রুত্যুক্ত প্রকারে জানিয়া প্রবৃত্ত হন, তিনি "দ্বে কর্ম্মণী হিত্বা"—এই দুইটিকে অর্থাৎ পুণ্যপাপকে পরিত্যাগ করিয়া, (হিত্বা—পরিত্যাগ করিয়া এই শব্দটির এখানে অধ্যাহার করিতে হইবে), "আত্মানম্ সদা স্মরেৎ" ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মাকে (স্মৃণুতে—প্রীত করে) সর্ব্বদা স্মরণ করেন, ইহাই অর্থ। যেহেতু পুণ্যপাপ মিথ্যা এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ অবগত হইয়া ত্যাগ করিয়াছেন এইহেতু জ্ঞানীর পুণ্যপাপ বিষয়ে চিন্তাই নাই; সেই চিন্তাকৃত সন্তাপ কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাই অভিপ্রায়, "চ"—আর "এষঃ"—এই বিদ্বান্, "কৃতে কর্ম্মণী"—দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তির দ্বারা জনিত পুণ্যপাপ কর্ম্মকে, "স্বাত্মরূপেণ এব পশ্যতি"—আপনার আত্মরূপ করিয়াই দেখেন অর্থাৎ [ইদম্ সর্ব্বম্ যদ অয়ম্ আত্মা—বৃহদা উ. ২।৪।৪, ৫, ৭]—যে এই জগৎ, তৎসমস্তই এই আত্মা'—এই শ্রুত্যুক্ত প্রকারে জানেন—এইহেতু আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া পুণ্যপাপ তাপের হেতু হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৬

(শঙ্কা) ভাল, "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" (মহাভারত)—যে কর্ম্মের ভোগ হইয়া যায় নাই, তাহা শতকোটি কল্পেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না—এইরূপ শাস্ত্রবচন থাকায়, অনাদি সংসারে বহুজন্মকৃত ও অপ্রসিদ্ধ অসংখ্য পুণ্যপাপ রহিয়াছে, যাহাদিগকে আত্মরূপে অনুসন্ধান বা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সেই সকল কর্ম্ম থাকিতে, জ্ঞানীর সেই সেই পুণ্য-পাপকর্ম্মবিষয়িণী চিন্তা কেন না হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, (তাহাদের মূলকারণ) অজ্ঞানরূপ উপাদানের সহিত সেই সেই কর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহারা চিন্তা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না—এই কথাটি বুঝাইবার জন্য, মুণ্ডক প্রভৃতি শ্রুতিস্থিত যে সকল বচন হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতির নিবৃত্তির কথা বলিতেছে, সেই সকল বচন পাঠ করিতেছেন:—

(ছ) তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হৃদয়-গ্রন্থি প্রভৃতির নিবৃত্তি প্রতিপাদক শ্রুতিবচন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ৭

অন্বয়—পরাবরে তস্মিন্ দৃষ্টে অস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিদ্যতে, সর্ব্বসংশয়াঃ ছিদ্যন্তে, কর্ম্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে।

অনুবাদ—হিরণ্যগর্ভাদি পদও যাহা হইতে অপকৃষ্ট সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্ব জানিলে, অন্তঃকরণের গ্রন্থিসকল বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় বিচ্ছিন্ন হয়, সদসৎ কর্ম্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

টীকা—"পরাবরে তস্মিন্ দৃষ্টে"—পর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি পদ, অবর নিকৃষ্ট যাঁহা হইতে, সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, "অস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ"—এই কৃতসাক্ষাৎকার জ্ঞানীর হৃদয়ের গ্রন্থি—বুদ্ধির চিদাত্মার সহিত গ্রন্থির ন্যায় দৃঢ়সম্বন্ধরূপতাহেতু অন্যোন্যাধ্যাস (ঘ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) "ভিদ্যতে"—বিদীর্ণ হয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়; "সর্ব্বসংশয়াঃ"—সকল সংশয় অর্থাৎ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন কি না? ভিন্ন হইলেও কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট কি না? অকর্ত্তা হইলেও আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না? অভিন্ন হইলেও, সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আমার জ্ঞান, কর্ম্মাদির সহিত মুক্তির সাধন? অথবা কেবল ভাবে অর্থাৎ কর্ম্মাদিরহিত হইয়া সাধন? এইরূপ সংশয় সকল, "ছিদ্যন্তে"—ছিন্ন হয়, কেননা দেখা যায়, যে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, তাহা সংশয় ও বিপর্য্যয়ের বিষয় হয় না; ইহাই তাৎপর্য্য। "একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধনানাকোটিকং জ্ঞানম্ সংশয়ঃ" (তর্কসংগ্রহঃ)—একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশয় বলে। সংশয়ের স্বরূপ ও নিবৃত্তির উপায়—'বৃত্তিরত্নাবলি' গ্রন্থে অষ্টম রত্নে এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে—যে ভ্রম নিশ্চয়রূপ, তাহা মহান্ অনর্থ। সংশয়ই সেই অনর্থের হেতু। এইহেতু সংশয় নিবৃত্তি জিজ্ঞাসুর একান্ত কর্ত্তব্য। সংশয় দুই প্রকারের, যথা 'প্রমাণ সংশয়' এবং 'প্রমেয় সংশয়'। প্রমাণ বিষয়ক সন্দেহকে 'প্রমাণ সংশয়' বলে। তাহাকে 'প্রমাণগত অসম্ভাবনাও' বলে। বেদান্তবাক্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ কি না? ইহাই 'প্রমাণ সংশয়'। শারীরক সূত্রের প্রথম পাদের অধ্যয়ন অথবা শ্রবণদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। প্রমাণ সংশয় দুই প্রকার—যথা আত্মসংশয় ও অনাত্মসংশয়। অনাত্মসংশয় অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে। তাহার বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। আত্মবিষয়ক সংশয় তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (১) তৎ-পদার্থ হইতে অভিন্ন ত্বম্-পদার্থ বিষয়ক সংশয়, যথা, "আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অথবা ভিন্ন? যদি অভিন্ন হন, তবে সর্ব্বদাই অভিন্ন অথবা কেবল মোক্ষকালেই অভিন্ন? অথবা কোন কালেই অভিন্ন নহেন? যদি সর্ব্বদাই অভিন্ন হন, তবে আনন্দাদি ঐশ্বর্য্যবান্ অথবা আনন্দাদি রহিত? যদি আনন্দাদি ঐশ্বর্য্যবান্ হ'ন, তাহা হইলে আনন্দাদি কি তাঁহার গুণ? অথবা ব্রহ্মাত্মার স্বরূপ?" ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের সংশয়, তৎ-পদার্থ হইতে অভিন্ন ত্বম্-পদার্থ বিষয়ে হইয়া থাকে। (২) কেবল ত্বম্-পদার্থ বিষয়ক সংশয়—যথা, "আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন অথবা নহেন? যদি ভিন্ন হন তবে অণুপরিমাণ মধ্যম পরিমাণ অথবা বিভুপরিমাণ? যদি তাঁহাকে বিভুপরিমাণ বলা যায় তবে তিনি কর্ত্তা অথবা অকর্ত্তা? যদি তাঁহাকে অকর্ত্তা বলা যায়, তাহা হইলে পরস্পর ভিন্ন অনেক অথবা এক?" এই প্রকারে অথবা পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রকারান্তরে হইয়া থাকে। (৩) কেবল তৎ-পদার্থ বিষয়ক সংশয়, যথা, "ঈশ্বর বৈকুণ্ঠাদি লোক বিশেষ নিবাসী পরিচ্ছিন্ন হস্তপাদাদি অবয়বসহিত শরীরী অথবা শরীররহিত বিভু? যদি তাঁহাকে শরীররহিত

বিভু বলা যায় তাহা হইলে তিনি পরমাণু প্রভৃতির অপেক্ষা রাখিয়া অর্থাৎ তৎসাহায্যে জগৎ কর্ত্তা? অথবা তন্নিরপেক্ষ হইয়া জগৎকর্ত্তা? যদি পরমাণ্বাদি নিরপেক্ষ কর্ত্তা হন তাহা হইলে কেবল কর্ত্তা অথবা অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ কর্ত্তা? যদি তাঁহাকে অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ কর্ত্তা বলা যায়, তাহা হইলে তিনি প্রাণিকর্ম্মনিরপেক্ষ কর্ত্তা হইয়া পক্ষপাতিতা নির্দ্দয়তাদি দোষযুক্ত? অথবা প্রাণিকর্ম্মসাপেক্ষ কর্ত্তা হইয়া পক্ষপাতিতাদি দোষরহিত?" ইত্যাদি অনেক প্রকার 'তৎ'-পদার্থবিষয়ক সংশয় হইয়া থাকে। এইরূপ সকল প্রকার সংশয় 'প্রমেয়গত' সংশয়। ইহার নিবৃত্তি মনন দ্বারাই সম্পাদিত হয়। শারীরক সূত্রের দ্বিতীয় পাদের অধ্যয়ন বা শ্রবণদ্বারা সেই মনন সিদ্ধ হয়। জ্ঞানসাধনবিষয়ক সংশয় ও মোক্ষসাধনবিষয়ক সংশয় প্রমেয় সংশয়েরই অন্তর্গত, কেন না, প্রমার বিষয়কে প্রমেয় বলে; জ্ঞানসাধন ও মোক্ষসাধন প্রমার বিষয় বলিয়া প্রমেয়। এই প্রমেয় সংশয়ের নিবৃত্তি শারীরক সূত্রের অধ্যয়ন ও শ্রবণদ্বারাই সম্পাদিত হয়। মোক্ষের স্বরূপবিষয়ক সংশয়ও প্রমেয় সংশয়। শারীরকসূত্রের চতুর্থপাদের অধ্যয়ন ও শ্রবণদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। যদ্যপি শারীরকসূত্রের চতুর্থপাদের প্রথমে সাধন বিচার করা হইয়াছে এবং পরে মোক্ষরূপ ফলবিচার করা হইয়াছে, তথাপি চতুর্থপাদের যে অংশে সাধন বিচার করা হইয়াছে, সেই অংশের সহিত তৃতীয় পাদের অধ্যয়ন শ্রবণদ্বারা সংশয় নিবৃত্তি হইয়া থাকে। চতুর্থ পাদের অবশিষ্টাংশদ্বারা ফলসংশয় নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে সর্ব্বসংশয় সমূলে বিনষ্ট হয়। "কর্ম্মাণি"—সঞ্চিত পুণ্য-অপুণ্যরূপ কর্ম্ম, "ক্ষীয়ন্তে"—ক্ষয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আপনার উপাদান অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ বা আগামী—এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে। সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ হয়; জ্ঞানীর (জ্ঞানিশরীরের) প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগদ্বারাই বিনষ্ট হয়, আর 'আমি অসঙ্গ অকর্ত্তা অভোক্তা' এইরূপ নিশ্চয়ের বলে, ক্রিয়মাণকর্ম্ম (কর্ম্মফল) সংস্পর্শও লাভ করিতে পারে না কিন্তু সেই কর্ম্মের ফল ভক্ত ও বিদ্বেষ্টাই ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ ব্যবস্থা কৌষীতকী উপনিষদে দৃষ্ট হয়। ৭

ভাল, এস্থলে আশঙ্কা এই—শ্রুতি বলিতেছেন—[কুর্ব্বন্ এব ইহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতম্ সমাঃ। এবম্ ত্বয়ি ন অন্যথা ইতঃ অস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ ঈশাবাস্য উ, ২]—তুমি যখন কেবলই নরত্বাভিমানী—আত্মজ্ঞানরহিত, তখন তোমার পক্ষে উক্ত প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে জীবন ধারণ ভিন্ন, আর কোনও উপায় নাই যাহার দ্বারা তুমি অশুভ কর্ম্মের লেপ অর্থাৎ আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার; [বিদ্যাম্ চ অবিদ্যাম্ চ যঃ তৎ বেদ উভয়ম্ সহ, অবিদ্যয়া মৃত্যুম্ তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতম্ অশ্নুতে—ঈশাবাস্য উ, ১১]—বিদ্যা অর্থাৎ দেবতাজ্ঞানরূপ উপাসনা এবং অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম, এই দুইটিকে যে ব্যক্তি এক সঙ্গে এক পুরুষানুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, সেই সমুচ্চয়বাদীর এক একটি পুরুষার্থের সহিত সম্বন্ধ ক্রমানুসারে হইয়া থাকে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাদ্বারা, স্বাভাবিক কর্ম্মরূপ ও স্বাভাবিক জ্ঞানরূপ মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেবতা-জ্ঞানরূপ বিদ্যাদ্বারা, দেবাত্মভাবরূপ অমৃতত্বলাভ করে—ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে এবং "কর্ম্মণা এব সংসিদ্ধিম্ আস্থিতাঃ জনকাদয়ঃ।" (গীতা ৩।২০) জনক, অশ্বপতি, অজাতশত্রু প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারাই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং "যথা অন্নম্ মধুসংযুক্তম্ মধু চান্নেন সংযুতম্।

এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুক্তং ভেষজম্ মহৎ ॥ যেমন মধুসংযুক্ত অন্ন এবং অন্নসংযুক্ত মধু ঔষধ হয়, এইরূপ তপস্যা ও বিদ্যা মিলিত হইয়া ভবরোগ নিবারক ঔষধ হয়,—এই স্মৃতিবচন* হইতে জানা যায় যে কেবল কর্ম্ম অথবা জ্ঞানসহিত মিলিত কর্ম্ম মুক্তির হেতু হয়,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যে 'তপঃ' শব্দ পাপনিবৃত্তিরূপ অর্থের বোধক বলিয়া এবং 'আস্থিত' পদে 'আঙ্' এই উপসর্গেরও পাপনিবৃত্তি বোধক তাৎপর্য্য হওয়ায় এবং সংসিদ্ধি শব্দদ্বারা, জ্ঞানের সাধনরূপ চিত্তশুদ্ধি কথিত হওয়ায়, এবং 'বিদ্যা' শব্দদ্বারা উপাসনাই অভিপ্রেত হওয়ায়, কর্ম্ম মুক্তি-সাধন হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়ে জ্ঞান ভিন্ন অন্য সাধনের নিষেধবোধক শ্রুতিবচন [তম এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি, ন অন্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায় ॥ শ্বেতাশ্বতর উ, ৩।৮, ৬।১৫]—সেই পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মুক্তিলাভের অন্য পথ নাই;—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(জ) 'জ্ঞান বিনা মোক্ষের সাধনান্তর নাই' এই অর্থের শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবচন।

তমেব বিদ্বানত্যেতি মৃত্যুং পন্থা ন চেতরঃ।
জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্ন জন্মভাক্ ॥৮

অন্বয়—তম্ বিদ্বান্ এব মৃত্যুম্ অত্যেতি, ইতরঃ চ পন্থাঃ ন। দেবম্ জ্ঞাত্বা পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মভাক্ ন।

অনুবাদ—তাঁহাকে (পরমাত্মাকে) যে জানে, সেই মৃত্যু (সংসার) অতিক্রম করে, মুক্তির অন্য পথ নাই। সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিলেই পুত্র ক্ষেত্রাদিরূপ বা অহংমমতাদিরূপ বা কামক্রোধাদিরূপ পাশ বিনষ্ট হয় এবং রাগাদি বা অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইলে সাধককে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না।

টীকা—"তম্ বিদ্বান্"—সেই (পূর্ব্ববর্ণিত) পরমাত্মাকে যে জানিতে পারে, সে-ই মৃত্যুকে অর্থাৎ মৃত্যুরূপ সংসারকে অতিক্রম করিয়া থাকে; "ইতরঃ"—অন্য অর্থাৎ বিদ্যা কর্ম্ম সমুচ্চয়রূপ অথবা কেবল কর্ম্মরূপ, "পন্থাঃ"—মার্গ বা মোক্ষোপায়, "ন চ"—নাই। (শঙ্কা) উদ্ধৃত শ্রুতিবচন সমূহে অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা ইহলোক সম্বন্ধীয় অনর্থের নিবৃত্তিই মুখ্যভাবে কথিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে কিন্তু পরলোক সম্বন্ধীয় অনিষ্টের নিবৃত্তি সেইরূপ প্রতীত হয় না,—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া পরলোক সম্বন্ধীয় অনিষ্ট, ভাবিজন্মপূর্ব্বক অর্থাৎ তদ্বশতঃই হইয়া থাকে বলিয়া কারণসহিত সেই ভাবিজন্মের অভাবপ্রতিপাদক [জ্ঞাত্বা দেবম্ সর্ব্ব পাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ—শ্বেতাশ্বতর উ, ১।১১]—সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিলে সকল পাশের বিনাশ হয় এবং অবিদ্যাদি ক্লেশ সকল ক্ষীণতা

* অচ্যুতরায়—এইস্থলে বাশিষ্ঠবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাম্ গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং প্রাপ্যতে শাশ্বতী গতিঃ ॥ (অথবা—জায়তে পরমং পদম্ ॥)—বাশিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য প্রকরণ ১।৭—যেমন পক্ষী উভয় পক্ষের সঞ্চালনদ্বারা অভিমত দেশে গমন করিতে সমর্থ হয়, ঠিক সেইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা কৈবল্যে অবিচলা স্থিতি লাভ হয়।

প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর একান্ত তিরোভাব ঘটে—এই শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। "দেবম্"—স্বপ্রকাশ প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মদেবকে, "জ্ঞাত্বা"—অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া অবস্থিত পুরুষের, "পাশহানিঃ"—কামক্রোধাদিরূপ সকল বন্ধনের বিনাশ হয়, আর "ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ"—পাশশব্দদ্বারা অভিহিত রাগাদি ক্লেশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়ায় তদ্দ্বারা ভাবিজন্মহেতু কর্ম্মের আরম্ভ হইতে পারে না বলিয়া, লোকে সেই ভাবিজন্ম প্রাপ্ত হয় না; ইহাই অর্থ। এস্থলে গূঢ়তত্ত্ব এই- সুখদুঃখের কারণ হইল শরীর; সেই শরীরের কারণ হইল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট; সেই অদৃষ্টের কারণ হইল শুভাশুভক্রিয়ারূপ কর্ম্ম; কর্ম্মের কারণ হইল রাগদ্বেষ; রাগদ্বেষের কারণ হইল অনুকূলতাজ্ঞান-প্রতিকূলতাজ্ঞান; তদুভয়ের কারণ হইল ভেদজ্ঞান; ভেদজ্ঞানের কারণ হইল প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান—নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধিগ্রন্থে এবং অধ্যাত্মরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমসর্গে রামগীতায় এই ভবচক্রের বর্ণনা আছে*। প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা ভেদজ্ঞানের এবং অনুকূলতা-প্রতিকূলতাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, রাগদ্বেষের নিবৃত্তি হয়; তখন ক্রিয়াসকল উদাসীন (রাগদ্বেষবর্জ্জিত) হইতে থাকিলে, ভাবিজন্মের হেতু রাগদ্বেষপূর্ব্বক কর্ম্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে; সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞের ভাবিজন্মের নিবৃত্তি হয়। ৮

ভাল, শোকাতিক্রমণাদিরূপ তত্ত্বজ্ঞানফল কেবল শ্রুতিমুখে শুনাই যায়; তাহা ত' অনুভূত হয় না, কেন না, জ্ঞানিগণেরও ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তির জন্য প্রবৃত্তি দেখা যায়। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, দৃঢ়াপরোক্ষজ্ঞানিগণের সেই প্রকার প্রবৃত্তি থাকে না -এই তত্ত্ব-প্রতিপাদক [অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবম্ মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি—কঠ উ, ২।১২]—ধীর বা ধৈর্য্যবান্ ব্যক্তি, বিষয়সমূহ হইতে প্রতিসংহৃত বুদ্ধিকে আত্মায় স্থিরীকরণরূপ অধ্যাত্মযোগ লাভ করিয়া, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মরূপ দেবতাকে প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন নিশ্চয় করিয়া হর্ষশোক পরিত্যাগ করেন—এই শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

(ঝ) দৃঢ়াপরোক্ষ জ্ঞানিগণের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহার প্রতিপাদক কঠ-শ্রুতি বচন।

দেবং মত্বা হর্ষশোকৌ জহাত্যত্রৈব ধৈর্য্যবান্।
নৈনং কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ ক্বচিৎ ॥ ৯

অন্বয়—ধৈর্য্যবান্ দেবম্ মত্বা অত্র এব হর্ষশোকৌ জহাতি এনম্ কৃতাকৃতে পুণ্যপাপে ক্বচিৎ তাপয়তঃ ন।

অনুবাদ—ধৈর্য্যবান্ পুরুষ পরমাত্মতত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোকেই হর্ষশোক পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। কৃত বা অকৃত, পুণ্য বা পাপ এই জ্ঞানীকে কখনও তাপ দিতে সমর্থ হয় না।

টীকা—"ধৈর্য্যবান্"—ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন অধিকারী পুরুষ, "দেবম্"—চিদানন্দাদি লক্ষণ-যুক্ত ব্রহ্মরূপ দেবতাকে, "মত্বা"—জানিয়া, "অত্র এব"—এই জন্মেই, হর্ষশোক পরিত্যাগ করেন। আর পঞ্চম শ্লোকে যে উক্ত হইয়াছে, "পাপপুণ্য কর্ম্মরূপ অগ্নির দ্বারা সম্পাদিত অর্থাৎ তদুৎপন্ন

* "বর্ত্তমানমিদং যাভ্যাং শরীরং সুখদুঃখদম্" ইত্যাদি -নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১।১২।
"ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা, প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ" ইত্যাদি 'রামগীতা'। ৮

সাংসারিক চিন্তা, এই জ্ঞানীকে সন্তাপিত করিতে পারে না”—এই অর্থের বিলক্ষণতাপ্রদর্শক শ্রুতিবচন, বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের বাক্য [ন এনম্ কৃতাকৃতে তপতঃ—বৃহদা উ, ৪।৪।২২]—কৃতাকৃত, পুণ্যপাপ সেই আত্মদর্শী পুরুষকে সন্তাপ প্রদান করে না—ইহাও অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। “কৃত বা অকৃত, পুণ্য বা পাপ” ইত্যাদি। পঞ্চম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে—“যে পুণ্য করা হয় নাই অথবা যে পাপ করা হইয়াছে তাহা তত্ত্বজ্ঞানীর সন্তাপের হেতু হয় না;” আর এস্থলে কথিত হইতেছে যে কৃত বা অকৃত, পুণ্য বা পাপ সেই প্রকার অর্থাৎ অজ্ঞান দশার ন্যায় এই জ্ঞানীকে তাপ দিতে সমর্থ হয় না - এই প্রভেদ। তাহাই দেখাইতেছেন:—‘তাপ’ শব্দে চিত্তের বিকারবিশেষকে বুঝায়। পুণ্যরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে অজ্ঞানীতে হর্ষরূপ বিকার উৎপাদন করে, আর পাপ, পুণ্যের বিপরীত বলিয়া অনুষ্ঠিত না হইলে হর্ষ উৎপাদন করে এবং অনুষ্ঠিত হইলে বিষাদ উৎপাদন করে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর উক্ত পুণ্যপাপ উভয়ই কখনই উক্ত উভয় প্রকার বিকারের হেতু হয় না, কেন না, তিনি আপনাকে নির্ব্বিকার ব্রহ্মরূপ বলিয়া জানিয়াছেন—ইহাই অভিপ্রায়। ৯

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানই যে অনিষ্টনিবৃত্তির ও ইষ্টপ্রাপ্তির হেতু তদ্বিষয়ে কি উদ্ধৃত বাক্যগুলিমাত্রই প্রমাণ?—তাহা নহে, ইহাই বলিতেছেন:—

(ঞ) ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও আনন্দ প্রাপ্তি হয়—এবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণ সকলেই একমত।

ইত্যাদি শ্রুতয়ো বহ্ব্যঃ পুরাণৈঃ স্মৃতিভিঃ সহ।
ব্রহ্মজ্ঞানেঽনর্থহানিমানন্দং চাপ্যঘোষয়ন্ ॥ ১০

অন্বয়—ইত্যাদি বহ্ব্যঃ শ্রুতয়ঃ পুরাণৈঃ স্মৃতিভিঃ সহ ব্রহ্মজ্ঞানে অনর্থহানিম্ চ আনন্দম্ অপি অঘোষয়ন্।

অনুবাদ—উক্ত প্রকার অনেক শ্রুতিবচন, বহু স্মৃতিবচন ও পুরাণবচন সহিত প্রমাণরূপে বিদ্যমান। উক্ত সকল বচনেই স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়।

টীকা—“ইত্যাদি”—এই ‘আদি’ শব্দদ্বারা [ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যম্ অস্তি ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—কেন উ, ২।৫]—লোকে এই জন্মেই যদি আত্মার ব্রহ্মরূপতা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সত্যলাভ হয়, আর যদি এই জন্মে না জানিতে পারে, তাহা হইলে সবিশেষ অনিষ্ট হয়; [যে এতৎ বিদুঃ অমৃতাঃ তে ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখম্ এব অপি যন্তি—বৃহদা উ, ৪।৪।১৪]—যাঁহারা এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন কিন্তু তদ্ভিন্ন সকলে দুঃখই পাইয়া থাকে, [তৎ যঃ যঃ দেবানাম্ প্রত্যবুধ্যত সঃ এব তৎ অভবৎ —বৃহদা উ, ১।৪।১০]—দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন; [নিচায্য তম্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে—কঠ উ, ৩।১৫]—সেই ধ্রুব, চিরদিন একরূপ, আত্মাকে চিন্তা করিয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া, তজ্জনিত সাক্ষাৎকারের ফলে, মুমুক্ষু ব্যক্তি মৃত্যুর মুখস্বরূপ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন;—এই সকল শ্রুতিবচন সংগৃহীত হইয়াছে। “সর্ব্বভূতস্থম্ আত্মানম্ সর্ব্ব-

ভূতানি চ আত্মনি। সম্পশ্যন্ আত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যম্ অধিগচ্ছতি॥" (মনুসংহিতা—১২।৯১) স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল ভূত পরমাত্মস্বরূপ আমাতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং সেইরূপ আমি সর্ব্ব ভূতে অবস্থিত রহিয়াছি—ইহা সামান্যরূপে অবগত হইয়া যিনি "ব্রহ্মাত্মযাজী" হন অর্থাৎ ব্রহ্মার্পণ নীতির অনুসরণে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করেন, তিনি সেই সমদৃষ্টিহেতু ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। "ক্ষেত্রজ্ঞস্যাত্মবিজ্ঞানাদ্ বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা।"—ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষিরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহার আত্মরূপতার বিজ্ঞানদ্বারা পরম বিশুদ্ধি অর্থাৎ সর্ব্বানর্থনিবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকৃত হইয়া থাকে—ইত্যাদি স্মৃতি ও পুরাণ বচনের সহিত অনেক শ্রুতিবচন, ব্রহ্মজ্ঞান যে অনিষ্টনিবৃত্তির ও ইষ্টপ্রাপ্তির হেতু তদ্বিষয়ে প্রমাণ, ইহাই অর্থ। উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য বলিতেছেনঃ—"ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অনর্থ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়"। ১০

২। শ্রুতিবচনসাহায্যে ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা ও স্বপ্রকাশতাসিদ্ধি।

ভাল, "ব্রহ্মানন্দ বলিলে 'ব্রহ্ম'পদদ্বারা 'আনন্দ' পদ বিশেষণযুক্ত (বিশেষিত) হওয়ায় ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অপর আনন্দ আছে বুঝিতে হয়। সেই আনন্দ কয় প্রকার এবং তাহাদের স্বরূপ কি?" এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া, সেই আনন্দের প্রকারভেদ দেখাইয়া ব্রহ্মানন্দবিচারের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(ক) আনন্দের প্রকার-ভেদ বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ-বিচার প্রতিজ্ঞা।

আনন্দস্ত্রিবিধো ব্রহ্মানন্দো বিদ্যাসুখং তথা।
বিষয়ানন্দ ইত্যাদৌ ব্রহ্মানন্দো বিবিচ্যতে॥ ১১

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দঃ বিদ্যাসুখম্ তথা বিষয়ানন্দঃ ইতি আনন্দঃ ত্রিবিধঃ। আদৌ ব্রহ্মানন্দঃ বিবিচ্যতে।

অনুবাদ—আনন্দ তিন প্রকার—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ। তন্মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মানন্দের বিচার করা যাইতেছে।

টীকা—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ—এইরূপে আনন্দ তিন প্রকারের। বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ অপর দুই প্রকার আনন্দের মূল বলিয়া, "আদৌ"—প্রথমে তিন প্রকরণদ্বারা ব্রহ্মানন্দ বিভাগপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইতেছে। ১১

তন্মধ্যে প্রথমে তৈত্তিরীয় শ্রুতির পর্য্যালোচনা করিলে ব্রহ্মকে আনন্দরূপ বলিয়া জানা যায়; ইহাই বুঝাইবার জন্য প্রথমে (তদন্তর্গত দ্বিতীয়) ভৃগুবল্লীর অর্থ সংক্ষেপে দেখাইতেছেন :—

(খ) তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ভৃগু ও বরুণের সংবাদ দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দ-রূপতা প্রতিপাদিত।

ভৃগুঃ পুত্রঃ পিতুঃ শ্রুত্বা বরুণাদ্ ব্রহ্মলক্ষণম্।
অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীস্ত্যক্ত্বানন্দং বিজজ্ঞিবান্॥ ১২

অন্বয়—পুত্রঃ ভৃগুঃ পিতুঃ বরুণাৎ ব্রহ্মলক্ষণম্ শ্রুত্বা অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীঃ ত্যক্ত্বা আনন্দম্ বিজজ্ঞিবান্।

অনুবাদ—পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকটে ব্রহ্মের লক্ষণ শুনিয়া, অন্নময়-কোশ, প্রাণময়কোশ, মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আনন্দময় কোশকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

টীকা—"ভৃগুঃ"—ভৃগুনামক পুত্র, "পিতুঃ বরুণাৎ"—বরুণনামক তাঁহার পিতা হইতে, "ব্রহ্মলক্ষণম্ শ্রুত্বা"—[যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভিসম্বিশন্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎ ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ৩।১]—'যে উপাদান হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত এই প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়, কারণরূপ যাঁহার দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, বৃদ্ধি পায়, বিনাশকালে যাঁহাতে লয় পায়, সেই ব্রহ্মের বিচার কর, তিনিই ব্রহ্ম'—এই প্রকার ব্রহ্মলক্ষণ শুনিয়া, অন্নময় প্রভৃতি কোশে সেই ব্রহ্মলক্ষণ অসম্ভব বলিয়া, সেই সকল কোশ যে ব্রহ্ম নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, "আনন্দম্ বিজজ্ঞিবান্"—আনন্দময়কোশ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট পক্ষীর পঞ্চম অবয়বরূপ বলিয়া অর্থাৎ [ব্রহ্মপুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা—তৈত্তিরীয় উ, ব্রহ্মবল্লী ৫]—সর্ব্বকোশের অন্তর্ভূত ব্রহ্ম হইতেছেন পুচ্ছ বা আধার এইরূপে শ্রুতিবর্ণিত বিম্বরূপ আনন্দকে ব্রহ্মলক্ষণ যোজনা দ্বারা, ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলেন। ১২

ভৃগুঋষি আনন্দে কি প্রকারে ব্রহ্মের লক্ষণ যোজনা করিয়াছিলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই যোজনার প্রকারপ্রদর্শিকা শ্রুতি [আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দম্ প্রযন্তি অভিসম্বিশন্তি—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬] —আনন্দ হইতে প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়, আনন্দদ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালে আনন্দেই লয় পায়—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্।
তেষাং লয়শ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ॥ ১৩

অন্বয়—আনন্দাৎ এব ভূতানি জায়ন্তে, তেন জীবনম্ তেষাম্ লয়ঃ চ তত্র: অতঃ আনন্দঃ ব্রহ্ম, ন সংশয়ঃ।

অনুবাদ—পশুধর্ম্মরূপনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দ হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়, বিষয়ভোগাদিনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দদ্বারাই জীবন ধারণ করে, এবং সুষুপ্তিকালীন স্বরূপভূত আনন্দেই প্রাণিগণের লয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব আনন্দ ব্রহ্মই, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

টীকা—"আনন্দাৎ"—গ্রাম্যধর্ম্ম অর্থাৎ পশুধর্ম্মরূপনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দ হইতে "ভূতানি জায়ন্তে"—প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়, "তেন জীবনম্"—সেই বিষয়ভোগাদি নিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দদ্বারাই জীবন ধারণ করে; "তেষাম্ লয়ঃ চ তত্র"—সেই প্রাণিগণের লয়, সুষুপ্তিকালীন স্বরূপভূত আনন্দেই হইয়া থাকে, কেন না, সুষুপ্তিকালে আনন্দ ভিন্ন কোনও বস্তুরই অনুভব হয় না, "অতঃ আনন্দঃ ব্রহ্ম"—এইহেতু আনন্দ ব্রহ্মই হইতেছেন, ইহা সর্ব্বজনানুভব সিদ্ধ, "ন সংশয়ঃ"—এ বিষয়ে সংশয় জ্ঞান কর্ত্তব্য নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ১৩

এই প্রকারে তৈত্তিরীয় শ্রুতির পর্য্যালোচনাদ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে তাহাই ছান্দোগ্যশ্রুতির পর্য্যালোচনাদ্বারা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সনৎকুমার-নারদসংবাদরূপ (উক্ত উপনিষদের) সপ্তমাধ্যায়ে স্থিত, ভূমার অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্নানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদক [যত্র ন অন্যৎ পশ্যতি, ন অন্যৎ শৃণোতি ন অন্যৎ বিজানাতি স ভূমা—ছান্দোগ্য উ, ৭।২৪।২]—যাহাতে (যে ভূমাতে) অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানিতে পারে না, তাহাই সেই ভূমা—এই বাক্যের অর্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন :

(গ) ছান্দোগ্যে সনৎকুমার-নারদ সংবাদদ্বারা ভূমারূপ ব্রহ্মের আনন্দরূপতা প্রতিপাদিত।

ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো॥ ১৪

অন্বয়—ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ ভূমা (আসীৎ)। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে নো হি।

অনুবাদ—ভূতসকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে, ত্রিপুটীরূপ দ্বৈতের অভাবহেতু, একমাত্র ভূমাই (সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যই) ছিলেন; অন্তঃকরণরূপ জ্ঞাতা, বৃত্তিরূপ জ্ঞান এবং ঘটাদি বিষয়রূপ জ্ঞেয়, এই প্রকার ত্রিপুটী প্রলয়কালে থাকে না।

টীকা—"ভূতোৎপত্তেঃ পুরা"—আকাশাদি ভূত সকলের এবং সেই ভূতকার্য্য জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি ভূতের উৎপত্তির পূর্ব্বে "ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ"- জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ তিন পুটের বা আকারের সমাহার ত্রিপুটী তাহাই দ্বৈত, তাহার বর্জ্জন অর্থাৎ অভাব সেইহেতু "ভূমা"—দেশদ্বারা, কালদ্বারা এবং বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য পরমাত্মা; 'বহু' শব্দের উত্তর, ভাবার্থে ইমনিচ্ প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন। 'ভাব' শব্দের অর্থ, প্রকৃতিজন্য অর্থাৎ স্বভাবজনিতবোধে 'প্রকারঃ' অসাধারণধর্ম্মঃ। বহুর ভাব বা ব্যাপকতা অর্থাৎ সত্তাবত্তম্ ভাবত্বম্। "ভাবানয়নে দ্রব্যানয়নম্"—সত্তাব আনয়নে দ্রব্যের সত্তাবানের আনয়ন হয়—এই নিয়ম থাকায়, ব্যাপকতাবহুল বা ভূমা ব্যাপক পরমাত্মা। 'ছিলেন' অর্থক 'আসীৎ' এই পদের অধ্যাহার করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। সেই দ্বৈতের অভাব উপপাদন করিতেছেন—"ত্রিপুটীদ্বৈতবর্জ্জনাৎ"—জ্ঞাতা অন্তঃকরণ, জ্ঞান বা বৃত্তি এবং জ্ঞেয় যে ঘটাদি বিষয় (অগ্রে ১৫ শ্লোকে ব্যাখ্যাত): এই জ্ঞাতা প্রভৃতি ত্রিপুটী প্রলয়কালে থাকে না। এই কথা উপনিষৎসমূহে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রসিদ্ধিদ্যোতক "হি"—শব্দের প্রয়োগদ্বারা গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। ১৪

এক্ষণে জ্ঞাতা প্রভৃতির স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—

বিজ্ঞানময় উৎপন্নো জ্ঞাতা জ্ঞানং মনোময়ঃ।
জ্ঞেয়াঃ শব্দাদয়ো নৈতৎ ত্রয়মুৎপত্তিতঃ পুরা॥ ১৫

অন্বয়—উৎপন্নঃ বিজ্ঞানময়ঃ জ্ঞাতা, মনোময়ঃ জ্ঞানম্, শব্দাদয়ঃ জ্ঞেয়াঃ এতৎ ত্রয়ম্ উৎপত্তিতঃ পুরা ন।

অনুবাদ—উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোশই জ্ঞাতা; মনোময় কোশ জ্ঞান, শব্দস্পর্শ প্রভৃতি বিষয় জ্ঞেয়; উৎপত্তির পূর্ব্বে এই ত্রিপুটির সত্তা অসম্ভব।

টীকা—"উৎপন্নঃ বিজ্ঞানময়ঃ"—পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত জীবরূপ যে বিজ্ঞানময় কোশ, তাহাই জ্ঞাতা, এবং "মনোময়ঃ জ্ঞানম্"—মনে প্রতিবিম্বিত, মনোময় শব্দের বাচ্য চৈতন্য, তাহাই জ্ঞান; শব্দস্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞেয় প্রসিদ্ধ। এই তিনটি কার্য্যরূপ বলিয়া, "উৎপত্তিতঃ পুরা ন"—উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপ যে পরমাত্মা তাহা হইতে ভিন্ন নহে; ইহাই অর্থ। ১৫

(এইরূপে) যে অর্থ সিদ্ধ হইল তাহাই এখন বলিতেছেন :—

ত্রয়াভাবে তু নির্দ্বৈতঃ পূর্ণ এবানুভূয়তে।
সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু পূর্ণঃ সৃষ্টেঃ পুরা তথা ॥ ১৬

অন্বয়—ত্রয়াভাবে তু নির্দ্বৈতঃ পূর্ণঃ এব অনুভূয়তে; সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু তথা সৃষ্টেঃ পুরা পূর্ণঃ।

অনুবাদ—সেই তিনটির অভাবে তখন পরিপূর্ণ দ্বৈতহীনরূপই অনুভূত হয়। সমাধি সুপ্তি ও মূর্চ্ছায় অদ্বৈতরূপ পূর্ণ আত্মারই অনুভব হয়; সৃষ্টির পূর্ব্বেও সেইরূপ, অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা।

টীকা—"ত্রয়াভাবে"—জ্ঞাতা প্রভৃতি তিনটির অভাব হইলে "নির্দ্বৈতঃ"—দ্বৈতরহিত পূর্ণ আত্মারই অনুভব হয়। কোথায় সেই অনুভব হয়? তদুত্তরে বলিতেছেনঃ—"সমাধি সুপ্তি ও মূর্চ্ছায়" ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞের অনুভব বুঝাইবার জন্য সমাধির উল্লেখ, অপর সকল লোকের অনুভব বুঝাইবার জন্য সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার উল্লেখ। সুষুপ্তি প্রভৃতি হইতে উত্থিত পুরুষের যে দ্বৈতের অদর্শনের স্মরণ হয়, সেই স্মরণের অন্য প্রকারে অর্থাৎ অদ্বৈতরূপ অনুভবের কর্ত্তা বিনা, অসম্ভব। সেইহেতু দ্বৈতের সেই অদর্শনের অনুভব কর্ত্তার নিকট, সেই দ্বৈতরাহিত্যের সিদ্ধি, ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, সুষুপ্তি প্রভৃতিতে অদ্বৈতের সিদ্ধি হইল; তদ্দ্বারা বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অর্থাৎ প্রলয়কালে বিদ্যমান পরমাত্মার বিষয়ে কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন "সৃষ্টির পূর্ব্বেও সেইরূপ" ইত্যাদি। যেমন সুষুপ্তি প্রভৃতিতে পরিচ্ছেদকারকের অভাবহেতু পূর্ণ, "তথা সৃষ্টেঃ পুরা অপি"—সৃষ্টির পূর্ব্বেও সেই পরিচ্ছেদকারকের অভাবহেতু পূর্ণ; ইহাই অর্থ। ১৬

ভাল, ব্রহ্মের পূর্ণতা সিদ্ধ হইল মানিলাম; তদ্দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতার বিষয়ে কি সিদ্ধ হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সুখরূপতা-বোধক শ্রুতিবচন [যো বৈ ভূমা, তৎ সুখম্ ন অল্পে সুখম্ অস্তি—ছান্দোগ্য উ, ৭।২৩।১]—সেই যে ভূমা বা পরিপূর্ণবস্তু তাহাই সুখরূপ; যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু, তাহাতে সুখ নাই, ইহাই অর্থানুক্রমে (অর্থাৎ অক্ষরতঃ পাঠ না করিয়া) বলিতেছেন :—

যো ভূমা স সুখং নাল্পে সুখং ত্রেধা বিভেদিনি।
সনৎকুমারঃ প্রাহৈবং নারদায়াতিশোকিনে॥ ১৭

অন্বয়—যঃ ভূমা সঃ সুখম্; ত্রেধা বিভেদিনি অল্পে সুখম্ ন: এবম্ সনৎকুমারঃ অতিশোকিনে নারদায় প্রাহ।

অনুবাদ—যাহা ভূমা বা সম্পূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন বস্তু, তাহাই সুখ, আর যাহা স্বগতাদিভেদত্রয়বিশিষ্ট—অল্প, তাহাতে সুখ নাই; এই প্রকারে সনৎকুমার সাতিশয় শোকাকুল নাদরকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা—"যঃ"—অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শ্লোকোক্ত যে ভূমা তাহা সুখরূপই; কেননা, অদ্বিতীয় বস্তুতে, দুঃখহেতু যে ভেদাদি তাহার অভাব; "ত্রেধা বিভেদিনি"—আর জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়-জ্ঞানাদিভেদযুক্ত পরিচ্ছিন্নরূপ অল্প বস্তুতে; এইটি হেতুগর্ভিত বিশেষণ। ইহাই পরিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যা; তাহা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহাতে সুখ নাই; ইহাই অর্থ। ইহা কে কাহাকে বলিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"এই প্রকারে সনৎকুমার" ইত্যাদি। নারদ যে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বলিতেছেন:—"অতিশোকিনে"—অতিশয়িত শোক (অকৃতার্থবুদ্ধিতা) ইঁহার এইহেতু অতিশোকী; এতদবস্থ নারদ মুনির প্রতি বলিয়াছিলেন। ১৭

নারদের সেই অতিশোকিতার কারণ বলিতেছেন:—

(গ) নারদের অতিশোকিতার কারণ—আত্মজ্ঞানাভাব।

সপুরাণান্ পঞ্চবেদাঞ্ছাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্ত্বেন নারদোঽতিশুশোচ হ॥ ১৮

অন্বয়—নারদঃ সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্ চ বিবিধানি শাস্ত্রাণি জ্ঞাত্বা অপি অনাত্মবিত্ত্বেন অতি শুশোচ হ।

অনুবাদ—নারদ অষ্টাদশ পুরাণ সহিত বেদ চতুষ্টয় ও বিবিধ শাস্ত্র জানিয়াও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন, বেদে এ কথা প্রসিদ্ধ।

টীকা—"সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্"—পুরাণের সহিত 'সপুরাণ' পাঁচ বেদ অর্থাৎ পঞ্চম বেদরূপ মহাভারত সহিত অষ্টাদশ পুরাণ ও চারি বেদ এবং বিবিধ প্রকার শাস্ত্র জানিয়াও আত্মজ্ঞান-রহিত ছিলেন বলিয়া—সাতিশয় শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথা ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ১৮

ভাল, বেদ ও শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান শোকের নিবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা কি প্রকারে অতিশোকের হেতু হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(ঙ জ্ঞানহীন পণ্ডিতে সাত প্রকার তাপ।

বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা।
পশ্চাত্ত্বভ্যাসবিস্মারভঙ্গগর্বৈশ্চ শোকিতা॥ ১৯

অন্বয়—বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা, পশ্চাৎ তু অভ্যাসবিস্মারভঙ্গ-গর্ব্বৈঃ চ শোকিতা।

অনুবাদ—বেদাভ্যাসের পূর্ব্বে লোকে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনটিমাত্র তাপদ্বারা শোকাক্রান্ত হয়, পরে কিন্তু বেদাদির অভ্যাসে দুঃখ, বিস্মরণে দুঃখ, বাদে (শাস্ত্রার্থবিচারে) পরাজয়জনিত সন্তাপ, এবং জয়লাভে (প্রথমে) গর্ব্ববশতঃ ক্ষোভ পরে নিজের অবিদ্যা বিজৃম্ভণ-স্মরণে সন্তাপ দ্বারা শোকাক্রান্ত হয়।

টীকা—"তাপত্রয়েণ"—কেবল আধ্যাত্মিকাদিরূপ তিনটিমাত্র তাপদ্বারা, "শোকিতা"—শোক ইহার আছে ইতি শোকিন্ তাহার ভাব শোকিতা, 'আসীৎ' (ছিল) এই ক্রিয়ার অধ্যাহার করিতে হইবে; "পশ্চাৎ তু"—পরে কিন্তু; এস্থলে 'তু' শব্দ শোকের বিশেষ বিষয়ের সূচক অব্যয়; "অভ্যাসঃ"—পাঠাদির আবৃত্তি, "বিস্মারঃ"—পঠিত বিষয়ের বিস্মরণ, "ভঙ্গঃ"—আপনাপেক্ষা অধিক গ্রন্থধারণসমর্থকর্তৃক তিরস্কার, "গর্ব্বঃ"—অপরের স্বল্প গ্রন্থধারণ সামর্থ্য দেখিয়া আপনাতে আধিক্য বুদ্ধি (তজ্জনিত ক্ষোভ, এবং পরে গর্ব্বজনিত অবিদ্যাবিজৃম্ভণে অনুতাপ) এই সকল কারণে 'শোকিতা'। ১৯

ভাল, এই প্রকার সর্ব্বজ্ঞ নারদেরও সাতিশয় শোকগ্রস্ততা হইয়াছিল, তাহা কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাহা নারদের [সঃ অহম্ ভগবঃ শোচামি—ছান্দোগ্য উ, ৭।১।৩]—'হে ভগবন্, সেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ আমিও শোকানুভব করিয়া থাকি'—এই বাক্য হইতেই জানা যায়। এই শোকানুভবকে লক্ষ্য করিয়াই নারদ, [তম্ মা ভগবান্ শোকস্য পারম্ তারয়তু—ঐ, ৭।১।৩]—'সেই শোকগ্রস্ত আমাকে ভগবান্ শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন'—এই প্রকারে শোকনিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তখন সনৎকুমার 'ভূমা' এই শব্দদ্বারা সূচিত "সুখরূপ ব্রহ্মকে জানাই শোকনিবৃত্তির উপায়" ইহাই [সুখম্ তু এবম্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্—ছান্দোগ্য উ, ৭।৭।১]—'সুখ বিষয়েই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত' এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী বাক্যনিচয়দ্বারা বুঝাইলেন :—

(চ) সর্ব্বজ্ঞ নারদের শোকিতাবিষয়ে নারদবাক্য ও সনৎকুমারের উপদেশ।

সোঽহং বিদ্বন্ প্রশোচামি শোকপারং নয়াত্র মাম্।
ইত্যুক্তঃ সুখমেবাস্য পারমিত্যভ্যধাদৃষিঃ ॥ ২০

অন্বয়—'হে বিদ্বন্ সঃ অহম্ প্রশোচামি, মাম্ অত্র শোকপারম্ নয়' ইতি উক্তঃ সুখম্ এব অস্য পারম্ ইতি ঋষিঃ অভ্যধাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—'হে তত্ত্বজ্ঞ সনৎকুমার, সেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ আমি শোকানুভব করিয়া থাকি; আমাকে এখানেই (অবিলম্বে) শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন।' নারদকর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইলে, ঋষি সনৎকুমার বলিলেন "সুখই (ভূমাই) এই শোকের পার"। ২০

ভাল, গন্ধমাল্যাদিজনিত অনেক সুখ থাকিতে "ন অল্পে সুখম্ অস্তি"—অল্পে (পরিচ্ছিন্নে) সুখ নাই, এইরূপ কথন ত' অসঙ্গত—যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে বলি, ঐরূপ আপত্তি চলে না; কেননা, গন্ধমাল্যাদি বিষয়সমূহ দুঃখসম্পর্কযুক্ত বলিয়া, বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তাহারা যে দুঃখরূপ, ইহাই মুনি সনৎকুমারের উক্তরূপ কথনের অভিপ্রায়; ইহাই বলিতেছেন :—

(ছ) অল্প অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বিষয়সুখ দুঃখরূপই।

সুখং বৈষয়িকং শোকসহস্রেণাবৃতত্বতঃ।
দুঃখমেবেতি মত্বাহ নাল্পেঽস্তি সুখমিত্যসৌ॥ ২১

অন্বয়—বৈষয়িকম্ সুখম্ শোকসহস্রেণ আবৃতত্বতঃ দুঃখম্ এব, ইতি মত্বা অল্পে সুখম্ ন অস্তি ইতি অসৌ আহ।

অনুবাদ ও টীকা—রূপরসাদিজনিত যে সুখ তাহা সহস্র দুঃখের দ্বারা আবৃত বলিয়া দুঃখরূপই। এই অভিপ্রায়েই মুনি সনৎকুমার বলিয়াছিলেন—"অল্পে (পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে) সুখ নাই"। ২১

ভাল, দ্বৈতে সুখাভাব মানিলাম, অদ্বৈতেও ত' সেই সুখাভাব থাকিতে পারে, বাদী এইরূপ আশঙ্কা তুলিতেছেন :—

(জ) দ্বৈতে সুখাভাব হেতু অদ্বৈতে সুখাভাব-শঙ্কা।

ননু দ্বৈতে সুখং মা ভূদদ্বৈতেঽপ্যস্তি নো সুখম্।
অস্তি চেদুপলভ্যেত তথা চ ত্রিপুটী ভবেৎ॥ ২২

অন্বয়—নন্ দ্বৈতে সুখম্ মা ভূৎ, অদ্বৈতে অপি সুখম্ নো অস্তি, অস্তি চেৎ উপলভ্যেত; তথা চ ত্রিপুটী ভবেৎ।

অনুবাদ—ভাল, পরিচ্ছিন্ন দ্বৈত পদার্থে সুখ না থাকুক; অদ্বৈতেও সুখ নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই সুখের উপলব্ধি হইত। যদি বল অদ্বৈতে সুখের অনুভব হয়, তাহা হইলে (অদ্বৈতে) অনুভব-অনুভবিতা-অনুভাব্য এই ত্রিপুটী মানিতে হয়।

টীকা—অনুপলব্ধিনামক ষষ্ঠ প্রমাণ প্রয়োগে বাদী আশঙ্কা সিদ্ধ করিতেছেন—অদ্বৈতে যদি সুখ থাকিত তাহা হইলে বিষয়সুখাদির ন্যায় প্রতীত হইত; যেহেতু প্রতীত হয় না, সেই হেতু নাই। যদি সিদ্ধান্তী বলেন অদ্বৈতে সুখের উপলব্ধি হয়, তবে তাঁহাকে বাদী বলিতেছেন—সেইরূপ সুখের অনুভব হইলে, ত্রিপুটী আসিয়া পড়ে, তাহাতে অনুভব অনুভবিতা ও অনুভাব্যের অপেক্ষা আছে বলিয়া অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয়; ইহাই অভিপ্রায়। ২২

অদ্বৈতবস্তু যে সুখের অধিকরণ নহে; সিদ্ধান্তী তাহা মানিয়া লইতেছেন :—

(ঝ) অদ্বৈত সুখের আশ্রয় নহে: হেতু প্রদর্শন:—) অদ্বৈত প্রমাণনিরপেক্ষরূপে স্বপ্রকাশ।

মাস্তু দ্বৈতে সুখং কিন্তু সুখমদ্বৈতমেব হি।
কিং মানমিতি চেন্নাস্তি মানাকাঙ্ক্ষা স্বয়ংপ্রভে॥ ২৩

অন্বয়—অদ্বৈতে সুখম্ মা অস্তু, কিন্তু অদ্বৈতম্ হি সুখম্ এব ; কিম্ মানম্ ইতি চেৎ ? স্বয়ম্প্রভে মানাকাঙ্ক্ষা ন অস্তি।

অনুবাদ—অদ্বৈতরূপ আশ্রয়ে সুখ না থাক, অদ্বৈত যে নিজেই সুখরূপ। যদি বল তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? তবে বলি, স্বয়ম্প্রকাশ অদ্বৈতে প্রমাণের অপেক্ষা নাই।

টীকা—অদ্বৈত যে, সুখের আশ্রয় নহে, সিদ্ধান্তী তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবার কারণ বলিতেছেন :— "অদ্বৈত যে নিজেই সুখরূপ"। "হি"—যেহেতু ''অদ্বৈতম্ এব সুখম্''—অদ্বৈত নিজেই সুখরূপ, এইহেতু অদ্বৈত সুখের আশ্রয় নহে, ইহাই অর্থ। অদ্বৈত যে সুখরূপ এবিষয়ে প্রমাণ কি ? এই আশঙ্কার অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—অদ্বৈত স্বয়ম্প্রকাশ বলিয়া প্রমাণ বিষয়ক প্রশ্ন করা অনুচিত—ইহাই বলিতেছেন :—''যদি বল তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?'' ইত্যাদি। ২৭

ভাল, অদ্বৈত যে স্বপ্রকাশ তদ্বিষয়েও প্রমাণ কি ? এইরূপ আশঙ্কাকারীকে বলা যাইবে তোমার বচনই এবিষয়ে প্রমাণ :—

(ঞ) অদ্বৈত যে স্বপ্রকাশ তদ্বিষয়ে বাদীর বচনই প্রমাণ।

স্বপ্রভত্বে ভবদ্বাক্যং মানং যস্মাদ্ভবানিদম্।
অদ্বৈতমভ্যুপেত্যাস্মিন্ সুখং নাস্তীতি ভাষতে॥২৪

অন্বয়—স্বপ্রভত্বে ভবদ্বাক্যম্ মানম্, যস্মাৎ ভবান্ ইদম্ অদ্বৈতম্ অভ্যুপেত্য অস্মিন্ সুখম্ ন অস্তি ইতি ভাষতে।

অনুবাদ—অদ্বৈত যে স্বয়ম্প্রকাশ তদ্বিষয়ে তোমার বাক্যই প্রমাণ, কেননা, তুমি অদ্বৈতকে স্বীকার করিয়াই, ইহাতে সুখ নাই এইরূপ বলিতেছ।

টীকা—বাদীর বাক্য যে প্রমাণ তাহা উপপাদন করিতেছেন :—''কেননা, তুমি'' ইত্যাদি দ্বারা। যেহেতু তুমি প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়াই, "অদ্বৈতম্ অভ্যুপেত্য"—অদ্বৈতকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়া সুখের আক্ষেপ অর্থাৎ নিষেধ করিতেছ, এইহেতু অদ্বৈতের স্বপ্রকাশতা বা প্রমাণের নিরপেক্ষতা (সপ্রমাণ হইতেছে) ; ইহাই অর্থ। ২৪

'আমি ত' অদ্বৈত স্বীকার করি নাই, কেবল আপনার অদ্বৈতের উক্তি শুনিয়া, তাহারই অনুবাদ করিয়া, তাহাতে দোষ দিতেছি মাত্র। এইহেতু আমার কথিত অদ্বৈত সিদ্ধ নহে ; এই প্রকারে বাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

(ট) বাদী, 'অদ্বৈত অঙ্গীকার করি নাই' বলিলে বাদীর প্রতি সিদ্ধান্তীর প্রশ্ন।

নাভ্যুপৈম্যহমদ্বৈতং ত্বদ্বচোঽনূদ্য দূষণম্।
বচ্মীতি চেত্তদা ব্রূহি কিমাসীদ্দ্বৈততঃ পুরা॥ ২৫

অন্বয়—অহম্ অদ্বৈতম্ ন অভ্যুপৈমি ; ত্বদ্বচঃ অনূদ্য দূষণম্ বচমি ইতি চেৎ তদা দ্বৈততঃ পুরা কিম্ আসীৎ ব্রূহি।

অনুবাদ—(যদি বল) 'আমি ত অদ্বৈত স্বীকার করি নাই ; কেবল আপনার বচনের অনুবাদ করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহাতে দোষ দেখাইয়াছি মাত্র',— তবে হে বাদিন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—দ্বৈতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কি ছিল, বল।

টীকা—তোমার অদ্বৈতের অস্বীকার যেহেতু বিকল্পসহ নহে, এইহেতু তাহা সিদ্ধ নহে অর্থাৎ টিকিবেনা ; ইহা মনে করিয়া সিদ্ধান্তী বাদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—"হে বাদিন্" ইত্যাদি। ২৫

'কি ছিল'? এই 'কি' শব্দদ্বারা সূচিত বিকল্প প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ঠ) তিন বিকল্প করিয়া প্রথমটির অঙ্গীকার ও অপর দুইটির নিষেধ।

কিমদ্বৈতমুত দ্বৈতমন্যো বা কোটিরন্তিমঃ।
অপ্রসিদ্ধো ন দ্বিতীয়োঽনুৎপত্তেঃ শিষ্যতেঽগ্রিমঃ॥ ২৬

অন্বয়—কিম্ অদ্বৈতম্ ? উত দ্বৈতম্ বা অন্যঃ কোটিঃ ; অন্তিমঃ অপ্রসিদ্ধঃ ; দ্বিতীয়ঃ ন অনুৎপত্তেঃ ; অগ্রিমঃ শিষ্যতে।

অনুবাদ—তখন অদ্বৈত ছিল ? কি দ্বৈত ছিল ? কিম্বা তদুভয়ভিন্ন বিলক্ষণ-রূপ অন্য কিছু ছিল ? এই তিন পক্ষই হইতে পারে। অন্তিম পক্ষ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ অন্য কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া তাহা অপ্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দ্বৈত ছিল বলিতে পার না, যেহেতু তখন তাহার উৎপত্তি হয় নাই ; পরিশেষে প্রথম পক্ষই থাকিয়া যায় অর্থাৎ তৎকালে অদ্বৈতের সত্তা স্বীকার করিতেই হয়।

টীকা—তৃতীয় পক্ষ বিষয়ে নির্ণয় করিতেছেন—"অন্তিম পক্ষ" ইত্যাদি। সংসারে দ্বৈতাদ্বৈত হইতে বিলক্ষণরূপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অপ্রসিদ্ধ, ইহাই তাৎপর্য্য। 'দ্বৈত ছিল'—এই দ্বিতীয় পক্ষের নিরাকরণ করিতেছেন :-দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দ্বৈত ছিল না, তাহার কারণ বলিতেছেন যেহেতু তখন তাহার উৎপত্তি হয় নাই। দ্বৈতের তখন অর্থাৎ আপনার পূর্ব্বে, অনুৎপত্তি হেতু, 'দ্বৈতের পূর্ব্বে দ্বৈত ছিল' এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষ সম্ভব নহে, ইহাই অর্থ। এইহেতু দ্বৈতের পূর্ব্বে অদ্বৈতই ছিল, এই প্রথম পক্ষ পরিশিষ্ট থাকিয়া যায়, ইহাই বলিতেছেন— "তৎকালে অদ্বৈতের সত্তা স্বীকার করিতেই হয়"। ২৬

(শঙ্কা) ভাল, উক্ত প্রকারে, অদ্বৈত যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ অনুমান বলেই সিদ্ধ হইল, অনুভব দ্বারা সিদ্ধ হইল না ; বাদী এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন :—

(ড) (শঙ্কা) যুক্তিবলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইলেও অদ্বৈত' অনুভবের অগম্য। যুক্তির দুই বিকল্প।

অদ্বৈতসিদ্ধির্যুক্ত্যৈব নানুভূত্যেতি চেদ্বদ।
নির্দৃষ্টান্তা সদৃষ্টান্তা বা কোট্যন্তরমত্র নো॥ ২৭

অন্বয়—অদ্বৈতসিদ্ধিঃ যুক্ত্যা এব, অনুভূত্যা ন ইতি চেৎ ? নির্দৃষ্টান্তা বা সদৃষ্টান্তা বদ. অত্র কোট্যন্তরম্ নো।

অনুবাদ—যদি বল, 'আপনি যুক্তিবলে অদ্বৈত সিদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা ত' অনুভবে পাওয়া যায় না', তবে জিজ্ঞাসা করি—হে বাদিন্ এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য অথবা সদৃষ্টান্ত? তাহা বল। ইহাতে ত' অন্য বিকল্প হইতে পারে না।

টীকা—অদ্বৈতের সিদ্ধি যুক্তিবলেই হইল, বাদীর এইরূপ উক্তি বিকল্পসহ নহে বলিয়া টিকিবে না, এই মনে করিয়া সিদ্ধান্তী যুক্তিকে লইয়া বিকল্প করিতেছেন—"হে বাদিন্ এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য অথবা" ইত্যাদি। বিকল্পের ন্যূনতা নাই তাহাই দেখাইতেছেন—"ইহাতে ত' অন্য বিকল্প হইতে পারে না"; তৃতীয় বিকল্প অসম্ভব। ২৭

'যুক্তি দৃষ্টান্তরহিত'—এইরূপ প্রথম পক্ষের খণ্ডন, উপহাসপূর্ব্বক করিতেছেন :—

(চ) প্রথম বিকল্পের সোপহাস খণ্ডন; দ্বিতীয় বিকল্প সম্বন্ধে প্রশ্ন।

নানুভূতির্ন দৃষ্টান্ত ইতি যুক্তিস্তু শোভতে।
সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে তু দৃষ্টান্তং বদ মে মতম্ ॥ ২৮

অন্বয়—অনুভূতিঃ ন, দৃষ্টান্তঃ ন ইতি যুক্তিঃ তু শোভতে। সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে মে মতম্ দৃষ্টান্তম্ বদ।

অনুবাদ—যদি বল যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য, তবে বলি অনুভবও নাই, দৃষ্টান্তও নাই, অথচ যুক্তি; এ যুক্তি অতি চমৎকার! যদি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে যুক্তি বলিয়া স্বীকার কর, তবে আমার অভিমত দৃষ্টান্ত দেখাও।

টীকা—অদ্বৈতের সিদ্ধি কেবল যুক্তিদ্বারাই করা হইল, এই বলিয়া বাদী প্রথমে অদ্বৈতের অনুভব অস্বীকার করিলেন; আর দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে যুক্তি কিছুই সিদ্ধ করিতে পারে না; এই হেতু দৃষ্টান্ত নাই, এইরূপ উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত; ইহাই অভিপ্রায়। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ দৃষ্টান্তসহিত যুক্তি, 'যুক্তি'পদবাচ্য; এই পক্ষে তোমার এবং আমার (সিদ্ধান্তীর) এই উভয় বাদীর সম্মত দৃষ্টান্ত দেখান চাই, ইহাই বলিতেছেন.—"যদি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে" ইত্যাদি। ২৮

তবে দৃষ্টান্ত দিয়াই অদ্বৈত সিদ্ধ করিব, এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষী বা বাদী আপত্তি উঠাইয়া দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ণ) বাদীর সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি। তাহাতে সিদ্ধান্তীর দুই বিকল্প, ও প্রথমের নিষেধ।

অদ্বৈতঃ প্রলয়ো দ্বৈতানুপলম্ভেন সুপ্তিবৎ।
ইতি চেৎ সুপ্তিরদ্বৈতে তত্র দৃষ্টান্তমীরয় ॥ ২৯

অন্বয়—প্রলয়ঃ অদ্বৈতঃ (প্রতিজ্ঞা), দ্বৈতানুপলম্ভেন (হেতু), সুপ্তিবৎ (উদাহরণ), ইতি চেৎ, অদ্বৈতে সুপ্তিঃ তত্র দৃষ্টান্তম্ ঈরয়।

অনুবাদ—প্রলয় দ্বৈতহীন, যেহেতু তাহাতে দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না, যথা সুষুপ্তি, যদি এইরূপ বলি? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'অদ্বৈত বিষয়ে ত'

(নিজেরই) সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিলে; তাহা যে দ্বৈতশূন্য তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বল। (তাহা অপরের অপ্রত্যক্ষ; তাহা আমার অভিমত দৃষ্টান্ত হইবে কিরূপে?)

টীকা—"প্রলয়ঃ"—'প্রলয়' শব্দবাচ্য সর্ব্বদ্বৈতের অভাবোপলক্ষিত ব্রহ্ম দ্বৈতরহিত হইবার যোগ্য, যেহেতু প্রলয় দ্বৈতের অনুপলব্ধিবিশিষ্ট; যাহা যাহা দ্বৈতের অনুপলব্ধিবিশিষ্ট, তাহা তাহা দ্বৈতরহিত, যেমন সুষুপ্তি, সেইহেতু এই অনুমান দৃষ্টান্তসহিত যুক্তি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে বাদিন্, এই প্রকার যুক্তিদ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি আপনার সুষুপ্তির দৃষ্টান্তই দিতেছ? অথবা অন্যের সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিতেছ? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমপক্ষে অর্থাৎ 'নিজের সুষুপ্তিরই দৃষ্টান্ত দিতেছি' বলিলে নিজের সুষুপ্তি অন্যের অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অসিদ্ধ; সেইহেতু নিজের সুষুপ্তির সিদ্ধির জন্য অন্য দৃষ্টান্ত দেখান চাই। এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—"অদ্বৈত বিষয়ে ত' (নিজেরই)" ইত্যাদি। ২৯

ভাল নিজের সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত হইবে অন্যের সুষুপ্তি—দ্বিতীয় বিকল্প সম্বন্ধে বাদীর পক্ষে এইরূপ উত্তরের আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন:—

(৩) দ্বিতীয় বিকল্প লইয়া শঙ্কা এবং তাহারও খণ্ডন।

দৃষ্টান্তঃ পরসুপ্তিশ্চেদহো তে কৌশলং মহৎ।
যঃ স্বসুপ্তিং ন বেত্ত্যস্য পরসুপ্তৌ তু কা কথা?॥৩০

অন্বয়—পরসুপ্তিঃ দৃষ্টান্তঃ চেৎ? তে কৌশলম্ মহৎ অহো! যঃ স্বসুপ্তিম্ ন বেত্তি, অস্য পরসুপ্তৌ তু কা কথা?

অনুবাদ—নিজ সুষুপ্তিবিষয়ে পরের সুষুপ্তি দৃষ্টান্ত হইবে—যদি এইরূপ বল, তবে তোমার কৌশল কি চমৎকার! যে আপনার সুষুপ্তিকে জানে না (প্রত্যক্ষ বলিয়া মানে না)—এইরূপ তোমার পরকীয় সুষুপ্তির জ্ঞান যে হইতে পারে না, তাহাতে আর কথা কি?

টীকা—যে তুমি সুষুপ্তির অনুভবগম্যতা (পূর্ব্বশ্লোকে) অস্বীকার করিয়াছ বলিয়া আপনার সুষুপ্তিকেও জান না, এইরূপ তোমার পরকীয় সুষুপ্তিবিষয়ে কি আর বলিবার আছে? তোমার পরকীয় সুষুপ্তির জ্ঞান যে হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই, ইহাই অর্থ। ৩০

বাদী শঙ্কা করিতেছে—ভাল, অনুমানদ্বারা ত' (এইরূপে) পরকীয় সুষুপ্তিসিদ্ধি অর্থাৎ সুষুপ্তির নিশ্চয় হইতে পারে:—

(খ) অনুমানদ্বারা পরসুষুপ্তি সিদ্ধিশঙ্কা; তদ্দ্বারা স্বসুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা-সিদ্ধি।

নিশ্চেষ্টত্বাৎ পরঃ সুপ্তো যথাহমিতি চেৎ তদা।
উদাহর্ত্তুঃ সুষুপ্তেস্তে স্বপ্রভত্বং বলাদ্ভবেৎ॥ ৩১

অন্বয়—পরঃ সুপ্তঃ, (প্রতিজ্ঞা), নিশ্চেষ্টত্বাৎ (হেতু), যথা অহম্ (দৃষ্টান্ত), ইতি চেৎ? (সিদ্ধান্তীর উত্তর) তদা উদাহর্ত্তুঃ তে সুষুপ্তেঃ স্বপ্রভত্বম্ বলাৎ ভবেৎ।

অনুবাদ—বাদী আপত্তি উঠাইতেছেন—এইরূপ অনুমান ত' হইতে পারে—

অপর (লোক) সুষুপ্তিমান্ (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু নিশ্চেষ্ট (হেতু), যেমন আমি (উদাহরণ)। সিদ্ধান্তী উত্তর করিতেছেন—তাহা হইলে, উদাহরণদাতা তোমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা তোমার উদাহরণ বলেই সিদ্ধ হইয়া যায়।

টীকা—বিবাদের বিষয় যে অপর পুরুষ, সে সুষুপ্তিমান্ হইবার যোগ্য (প্রতিজ্ঞা); যে-হেতু প্রাণাদিযুক্ত থাকিয়াও সে নিশ্চেষ্ট (হেতু); যেমন আমি (উদাহরণ)। এই অনুমানদ্বারা অপর পুরুষের সুষুপ্তির সিদ্ধি হইবে, ইহাই বাদীর শঙ্কা। সিদ্ধান্তীর উত্তর :—তাহা হইলে তোমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—"তাহা হইলে উদাহরণদাতা তোমার" ইত্যাদি। "তদা উদাহর্ত্তুঃ তব"—তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্যে সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্ত করিয়া প্রদর্শনকারী তোমার "সুষুপ্তেঃ স্বপ্রভত্বম্"—সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা, "বলাৎ ভবেৎ"—তোমার সুষুপ্তির উদাহরণের সামর্থ্যেই আসিয়া যায়। ৩১

আমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা কি প্রকারে বলপূর্ব্বক আসিয়া যায়? বাদীর এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—

(দ) বলপূর্ব্বকসিদ্ধ স্বপ্রকাশতার বিবরণ।

নেন্দ্রিয়াণি ন দৃষ্টান্তস্তথাপ্যঙ্গীকরোষি তাম্।
ইদমেব স্বপ্রভত্বম্ যদ্ভানং সাধনৈর্বিনা॥ ৩২

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি ন, দৃষ্টান্তঃ ন, তথা অপি তাম্ অঙ্গীকরোষি; সাধনৈঃ বিনা ভানম্ যৎ ইদম্ এব স্বপ্রভত্বম্।

অনুবাদ—যে স্থলে জ্ঞানের অন্য উপায় নাই—কোনও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই, কোনও দৃষ্টান্ত নাই তথাপি সেই সুষুপ্তিকে মানিয়া লইতেছ, সে স্থলে সেই সাধন বিনা যে ভান বা প্রকাশ তাহাই সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা।

টীকা—"ইন্দ্রিয়াণি ন"—সুষুপ্তির গ্রাহক (বোধক) ইন্দ্রিয় নাই, কেননা, সেই ইন্দ্রিয়-সকল আপন কারণ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়; "দৃষ্টান্তঃ"—পর সুষুপ্তিরূপ দৃষ্টান্ত, উভয়ের (বাদী প্রতিবাদীর) অভিমত হয় না, কেনন', অন্য পুরুষের সুষুপ্তি যে অপ্রসিদ্ধ (অপর সকলের অনুভবগম্য নহে) তাহা পূর্ব্বেই (৩০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে; তথাপি সেই সুষুপ্তিকে মানিয়া লইতেছ; তাহা হইলে "সাধনৈঃ বিনা"—জ্ঞানের সাধন বিনাই, "ভানম্"—প্রকাশ হওয়া, ইহাই সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা; ইহাই অর্থ। এস্থলে অনুমান এইরূপ :—বিবাদের বিষয় যে সুষুপ্তি তাহা স্বপ্রকাশ—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু জ্ঞানসাধন না থাকিলেও প্রকাশমান—(হেতু); সাংখ্যদিগের সম্মত আত্মার ন্যায় অথবা প্রভাকরের মতানুবর্ত্তিগণের সম্মত সম্বেদনের (বৃত্তি-জ্ঞানের) ন্যায়, অথবা বৌদ্ধদিগের সম্মত স্বাত্মার ন্যায়—(উদাহরণ)। যেমন সাংখ্যমতে আত্মা, প্রভাকরদিগের মতে বৃত্তিজ্ঞান এবং বৌদ্ধদিগের মতে স্বাত্মা, অন্য সাধন বিনাই প্রকাশমান (স্বয়ংপ্রকাশ) বলিয়া গৃহীত হয়, সেই প্রকার আমার মতেও সুষুপ্তিদ্বারা উপলক্ষিত আত্মা অন্য সাধন বিনা প্রকাশমান বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ। পরন্তু সাংখ্যাদির মতে আত্মাদির

প্রকাশের নিমিত্ত আপনার অপেক্ষা আছে, আমাদিগের মতে কিন্তু সেইরূপ নহে ; আত্মা সর্ব্বদাই প্রকাশমান বা নিরপেক্ষপ্রকাশ ; ইহাই অর্থ। ৩২

আনন্দের স্বরূপ বর্ণন ও তাহার বিচার।

১। সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধি।

এইরূপে প্রলয়ের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত সুষুপ্তির অদ্বৈতরূপতা ও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধ করিয়া, সেই সুষুপ্তিতে সুখের সিদ্ধি করিবার জন্য পূর্ব্বপক্ষীয় আশঙ্কার উত্থাপন করিতেছেন :—

(ক) সুষুপ্তিতে সুখের অস্তিত্ববিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

স্তামদ্বৈতস্বপ্রভত্বে বদ সুপ্তৌ সুখং কথম্।
শৃণু দুঃখং তদা নাস্তি ততস্তে শিষ্যতে সুখম্॥ ৩৩

অন্বয়—(বাদী) সুপ্তৌ অদ্বৈতস্বপ্রভত্বে স্তাম্, সুখম্ কথম্ বদ। (সিদ্ধান্তী) শৃণু, দুঃখম্ তদা ন অস্তি ততঃ তে সুখম্ শিষ্যতে।

অনুবাদ—যদি বল সুষুপ্তির অদ্বৈতরূপতা ও স্বয়ংপ্রকাশরূপতা হউক, কিন্তু তাহাতে সুখ কি প্রকারে থাকে ? তাহাই বলুন। (সিদ্ধান্তী তদুত্তরে বলিতেছেন) শুন, যেহেতু তৎকালে দুঃখ নাই, সেইহেতু তোমার সুখই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

টীকা—সুখের প্রতিযোগী (বিরোধী) দুঃখ সেই সুষুপ্তিকালে থাকে না বলিয়া সুখই পরিশেষরূপে থাকিয়া যায় ইহাই বলিতেছেন :—"শুন, যেহেতু" ইত্যাদি। সুখ এবং দুঃখ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরোধী বলিয়া, দুঃখের অভাব হইলে সুখই স্বীকার করিতে হয়, ইহাই অভিপ্রায়। ৩৩

সুষুপ্তিতে দুঃখাভাবের প্রমাণ কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, শ্রুতি ও অনুভবই প্রমাণ :—

(খ) সুষুপ্তিতে দুঃখাভাবের প্রমাণ।

অন্ধঃ সন্নপ্যনন্ধঃ স্যাদ্বিদ্ধোঽবিদ্ধোঽথ রোগ্যপি।
অরোগীতি শ্রুতিঃ প্রাহ তচ্চ সর্ব্বে জনা বিদুঃ॥ ৩৪

অন্বয়—অন্ধঃ সন্ অপি অনন্ধঃ স্যাৎ বিদ্ধঃ অবিদ্ধঃ অথ রোগী অপি অরোগী, ইতি শ্রুতিঃ প্রাহ, সর্ব্বে চ জনাঃ তৎ বিদুঃ।

অনুবাদ—তৎকালে অন্ধ অনন্ধ হয়, বিদ্ধ (শাস্ত্রাদিদ্বারা আহত অর্থাৎ দুঃখাদিসম্বন্ধী) থাকিলেও অবিদ্ধ (দুঃখাদিরহিত) হয়, এবং রোগীও অরোগী হয়,—শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন ; আর সর্ব্বলোকেও তাহা জানে—অনুভব করে।

টীকা—[তস্মাৎ বা এতম্ সেতুম্ তীর্ত্বা অন্ধঃ সন্ অনন্ধঃ ভবতি, বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধঃ ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি—ছান্দোগ্য উ, ৮।৪।২]—সেইহেতু এই আত্মরূপ সেতুকে পাইয়া (পূর্ব্বে দেহসম্বন্ধবশতঃ) অন্ধ থাকিলেও, (তখন দেহবিয়োগে অর্থাৎ দেহাভিমান না থাকায়) অনন্ধ হন অর্থাৎ তখন তাঁহার অন্ধত্ব বোধ চলিয়া যায়, পূর্ব্বে (শাস্ত্রাদিদ্বারা) বিদ্ধ

অর্থাৎ দুঃখাদিসম্বন্ধী থাকিলেও তখন অবিদ্ধ অর্থাৎ দুঃখাদিরহিত হন এবং রোগাদিজনিত তাপ সংযুক্ত থাকিলেও তখন সেই উপতাপরহিত হন। [তৎ যদ্যপি ইদম্ ভগবঃ শরীরম্ অন্ধম্ ভবতি, অনন্ধঃ স ভবতি—ছান্দোগ্য উ, ৮।১০।৩]—ইন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্ এই শরীর যদি অন্ধও হয় তথাপি স্বপ্নাত্মা (নিদ্রিত ব্যক্তি) অনন্ধই থাকে—ইত্যাদি শ্রুতিবচন সুষুপ্তিতে দেহাভিমানজনিত অন্ধত্বাদি দোষের নিষেধ করিতেছে এবং ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা পীড়াপ্রাপ্ত জীবেরও সুষুপ্তিকালে, সেই পীড়াজনিত দুঃখের অনুভব হয় না, ইহা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ, ইহাই অর্থ। ৩৪

ভাল, 'যে স্থলেই দুঃখের অভাব সে স্থলেই সুখ' এই ব্যাপ্তির অর্থাৎ সাধ্যসাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধের, লোষ্ট প্রভৃতিতে ব্যভিচার দেখা যায়—বাদী এইরূপে শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(গ) দুঃখাভাবেই সুখ—এই নিয়মে ব্যভিচারাশঙ্কা ও সমাধান।

ন দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখং লোষ্টশিলাদিষু।
দ্বয়াভাবস্য দৃষ্টত্বাদিতি চেদ্বিষমং বচঃ॥ ৩৫

অন্বয়—(বাদী) দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখম্ ন, লোষ্টশিলাদিষু দ্বয়াভাবস্য দৃষ্টত্বাৎ ইতি চেৎ, (সিদ্ধান্তী) বচঃ বিষমম্।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল দুঃখের অভাবমাত্রদ্বারাই সুখের কল্পনা করা যায় না, কেননা, লোষ্ট শিলা প্রভৃতিতে সুখদুঃখ উভয়েরই অভাব দেখা যায়, তবে বলি, তোমার বচন বিষমতারূপ দোষদ্বারা দূষিত; (তোমার দৃষ্টান্ত লোষ্ট শিলাদি এবং দার্ষ্টান্তিক 'পুরুষের সুষুপ্তি,' এই দুইটি পরস্পর বিষম বলিয়া ঐরূপ বলা চলে না, এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন যে তোমার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দার্ষ্টান্তিকের অনুযায়ী হয় নাই, ইহাই উক্ত পরিহারের তাৎপর্য্য)। ৩৫

দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকের সহিত বিষমতার উপপাদন করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্তের বিষমতার উপপাদন।

মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাং পরদুঃখসুখোহনম্।
দৈন্যাদ্যভাবতো লোষ্টে দুঃখাদ্যূহো ন সম্ভবেৎ॥৩৬

অন্বয়—মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাম্ পরদুঃখসুখোহনম্, লোষ্টে দৈন্যাদ্যভাবতঃ দুঃখাদ্যূহঃ ন সম্ভবেৎ।

অনুবাদ—দৃষ্টান্ত অনুরূপ হয় নাই, কেননা, মুখের দীনতা প্রসন্নতারূপ চিহ্নদ্বারা যথাক্রমে অপরের দুঃখ ও সুখের কল্পনা অর্থাৎ অনুমান হইয়া থাকে। কিন্তু লোষ্টে দীনতাদির অভাববশতঃ দুঃখাদির কল্পনার সম্ভব হয় না।

টীকা—অন্য পুরুষে স্থিত সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে সুখের প্রসন্নতা ও দুঃখের দীনতারূপ চিহ্নদ্বারা অনুমিত হইবার যোগ্য। এই পুরুষটি দুঃখী—প্রতিজ্ঞা, যেহেতু এ খেদযুক্তবদনবিশিষ্ট—হেতু; প্রসিদ্ধ দুঃখী পুরুষের ন্যায়—উদাহরণ। এই পুরুষ সুখী—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু এ প্রসন্নবদনবিশিষ্ট—হেতু; প্রসিদ্ধ সুখী পুরুষের ন্যায়—উদাহরণ। ভাল, লোকব্যবহারে এই অনুমান ঠিক বটে কিন্তু

ইহার দ্বারা আলোচ্য লোষ্টাদি দৃষ্টান্তের অনমুরূপতা বিষয়ে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন, "দৃষ্টান্ত অমুরূপ হয় নাই, কেননা" ইত্যাদি। লোষ্টাদিতে দীনতা ও প্রসন্নতারূপ চিহ্নের অভাবহেতু দুঃখ ও সুখের অনুমান সম্ভব নহে; এইহেতু লোষ্টাদিতে দুঃখাভাবও নিশ্চয় করা যায় না। ৩৬

এক্ষণে অপরের সুখদুঃখ হইতে নিজের সুখদুঃখের বিষমতা দেখাইতেছেন :—

(৬) পরের সুখদুঃখ হইতে নিজের সুখদুঃখের বিষমতা।

স্বকীয়ে সুখদুঃখে তু নোহনীয়ে ততস্তয়োঃ।
ভাবো বেদ্যোহনুভূত্যৈব তদভাবোহপি নান্যতঃ॥

অন্বয়—স্বকীয়ে সুখদুঃখে তু উহনীয়ে ন, ততঃ তয়োঃ ভাবঃ অনুভূত্যা এব বেদ্যঃ; তদভাবঃ অপি, অন্যতঃ ন।

অনুবাদ—আপনার সুখদুঃখকে যেহেতু অনুমান করিয়া জানিতে হয় না, সেইহেতু তদুভয়ের সত্তা প্রত্যক্ষভাবে অনুভবদ্বারাই জানা যায়। সেই প্রকার তদুভয়ের অভাবও অনুভবদ্বারা জানা যায়, অন্য প্রকারে অর্থাৎ অনুমানাদিদ্বারা জানিতে হয় না।

টীকা—আপনাতে অবস্থিত সুখদুঃখ যেহেতু অনুভবসিদ্ধ, সেইহেতু তাহাদিগকে অনুমান দ্বারা জানিতে হয় না; সেইহেতু সেই সুখদুঃখের "ভাবঃ"—সদ্ভাব বা বিদ্যমানতা যে প্রকার "অনুভূত্যা এব বেদ্য."—প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়, সেই প্রকার "তদভাবঃ অপি"—সুখদুঃখের অভাবও (প্রত্যক্ষগম্য); "অন্যতঃ ন"—অন্য উপায়ে অর্থাৎ অনুমানাদিদ্বারা তাহাদিগকে জানিতে হয় না কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই তাহাদিগকে জানা যায়। ৩৭

ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(৭) ফলিতার্থ—সুষুপ্তিতে দুঃখাভাব ও সুখসিদ্ধি।

তথা সতি সুষুপ্তৌ চ দুঃখাভাবোহনুভূতিতঃ।
বিরোধিদুঃখরাহিত্যাৎ সুখং নির্বিঘ্নমিষ্যতাম্॥৩৮

অন্বয়—তথা সতি সুষুপ্তৌ চ দুঃখাভাবঃ অনুভূতিতঃ বিরোধিদুঃখরাহিত্যাৎ নির্বিঘ্নম্ সুখম্ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—তাহা হইলে নিজ সুষুপ্তিকালে যে দুঃখের অভাব তাহা অনুভবদ্বারা প্রতীত হয়; সুতরাং তৎকালে বিরোধিদুঃখের অভাববশতঃ সুখের নির্বিঘ্ন সত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

টীকা—"তথা সতি"—তাহা হইলে অর্থাৎ নিজের সুখাদি অনুভবগম্য বলিয়া, আপনার সুষুপ্তিতে বিদ্যমান দুঃখের অভাব অনুভবদ্বারাই সিদ্ধ হয়। সেই দুঃখের অভাবদ্বারাই বা কি সিদ্ধ হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন:—"সুতরাং তৎকালে বিরোধিদুঃখের" ইত্যাদি। সুষুপ্তিতে সুখের বিরোধী দুঃখের অভাববশতঃ বাধরহিত সুখ অঙ্গীকার করিতেই হয়। ৩৮

শয্যা প্রভৃতি সুখের সাধনের সম্পাদন, সুষুপ্তিতে সুখ না থাকিলে অসম্ভব হয়; এইহেতু সুষুপ্তিতে যে সুখ আছে, তাহা জানা যায়; ইহাই বলিতেছেন :—

(ছ) মানবের শয্যাদি সুখ-সাধন সম্পাদন হইতে সুষুপ্তিতে সুখের সিদ্ধি হয়।

মহত্তরপ্রয়াসেন মৃদুশয্যাদিসাধনম্।
কুতঃ সম্পাদ্যতে সুপ্তৌ সুখং চেৎ তত্র নো ভবেৎ॥

অন্বয়—তত্র সুপ্তৌ সুখম্ নো ভবেৎ চেৎ, মহত্তরপ্রয়াসেন মৃদুশয্যাদিসাধনম্ কুতঃ সম্পাদ্যতে ?

অনুবাদ—যদি সেই সুষুপ্তিতে সুখ না থাকে, তবে লোকে অতিশয় পরিশ্রম করিয়া কোমল শয্যাদি সাধন কিহেতু সম্পাদন করিয়া থাকে ?

টীকা—সেই সুষুপ্তিতে যদি সুখ না থাকে, তবে বহু প্রকারে ধনব্যয় করিয়া এবং শরীরের পীড়নাদিদ্বারা পরিশ্রম করিয়া, কোমল গদি পর্য্যঙ্ক প্রভৃতি সুখের সাধন কি কারণে সম্পাদন করিয়া থাকে ? সুখ বিনা অন্য কোনও কারণবশতঃ হইতে পারে না; ইহাই অর্থ। ৩৯

ভাল, উক্ত শয্যাদি সাধনের সম্পাদনের জ্ঞানরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা অন্যপ্রকার (অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তি) সম্ভবও ত' হইতে পারে; বাদী এই প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন :—

(জ) তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

দুঃখনাশার্থমেবৈতদিতি চেদ্রোগিণস্তথা।
ভবত্বরোগিণস্ত্বেতৎ সুখায়ৈবেতি নিশ্চিনু॥ ৪০

অন্বয়—(শঙ্কা) এতৎ দুঃখনাশার্থম্ এব ইতি চেৎ ? (সমাধান) তথা রোগিণঃ ভবতু; অরোগিণঃ তু এতৎ সুখায় এব ইতি নিশ্চিনু।

অনুবাদ—তবে সেই দুঃখনাশরূপ প্রয়োজন রোগীরই হউক (হইতে পারে)। অরোগীর এই শয্যাদি সম্পাদন সুখনিমিত্তই, এইরূপ নিশ্চয় কর।

টীকা—"এতৎ"—এই শয্যাদি সাধনের সম্পাদন, "দুঃখনাশার্থম্"—দুঃখনিবৃত্তিফলক, "ইতি চেৎ"—যদি এইরূপ বলি ? এই শঙ্কার পরিহারার্থ সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না—"তবে সেই দুঃখনাশরূপ প্রয়োজন রোগীরই হউক" ইত্যাদি। রোগাদি দুঃখ উপস্থিত হইলে সেই দুঃখের নিবৃত্তির জন্য সেই শয্যাদি সম্পাদন হউক, কিন্তু যখন তাহা না থাকে, তখন নিবর্ত্তনীয় দুঃখের অভাব হেতু সেই শয্যাদি সম্পাদন, সুখের জন্যই, এইরূপ বুঝা যায়; ইহাই অর্থ। ৪০

ভাল, সুষুপ্তির সুখ যদি শয্যাদিসাধনজনিতই হইল, তাহা হইলে সেই সুখের আত্ম-স্বরূপতার ত' ব্যাঘাত হইবে অর্থাৎ তাহাকে আত্মস্বরূপ বলা যাইবে না; এইরূপে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ঋ) (শঙ্কা) সুষুপ্তির সুখ শয্যাদিদ্বারাই উৎপাদ্য। (সমাধান) দুই বিকল্প করিয়া আদ্যের অঙ্গীকার।

তর্হি সাধনজন্যত্বাৎ সুখং বৈষয়িকং ভবেৎ।
ভবত্বেবাত্র নিদ্রায়াঃ পূর্ব্বং শয্যাসনাদিজম্ ॥ ৪১

অন্বয়—(শঙ্কা) তর্হি সাধনজন্যত্বাৎ বৈষয়িকম্ সুখম্ ভবেৎ। (সমাধান) অত্র নিদ্রায়াঃ পূর্ব্বম্ শয্যাসনাদিজম্ ভবতু এব।

অনুবাদ—(শঙ্কা) তাহা হইলে শয্যাদি সাধনজনিত বলিয়া সেই সুষুপ্তির সুখকে বিষয়জনিত সুখই বলিতে হয়; তাহাকে নিত্যাত্মস্বরূপ সুখ বলিতে পারেন না। (সমাধান) এস্থলে যে অবস্থায় সুষুপ্তির সম্মুখীন হওয়া যায়, নিদ্রায় সেই পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থায় যে সুখ, তাহা শয্যাসনাদি বিষয়জনিত সুখই বটে।

টীকা—সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তুমি কি নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বকালীন সুখকে শয্যাদি বিষয়-জনিত সুখ বলিতেছ? অথবা নিদ্রাকালীন সুখকে বিষয়জনিত সুখ বলিতেছ? এই প্রকার দুইটি বিকল্প করিয়া প্রথম বিকল্প সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন—"এস্থলে যে অবস্থায়" ইত্যাদি। ৪১

দ্বিতীয় বিকল্পের নিরাস করিতেছেন :—

(এ) দ্বিতীয় বিকল্পের নিরাস, নিদ্রাসুখের জন্যতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

নিদ্রায়াং তু সুখং যত্তজ্জন্যতে কেন হেতুনা।
সুখাভিমুখধীরাদৌ পশ্চান্মজ্জেৎ পরে সুখে ॥ ৪২

অন্বয়—নিদ্রায়াম্ তু যৎ সুখম্, তৎ কেন হেতুনা জন্যতে (উৎপাদ্যতে)? আদৌ সুখাভিমুখধীঃ (জনঃ) পশ্চাৎ পরে সুখে মজ্জেৎ।

অনুবাদ—নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) যে সুখ অনুভূত হয়, তাহা কোন্ কারণদ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে? এরূপ কোনও কারণ নাই। নিদ্রার পূর্ব্বকালে প্রথমাবস্থায় লোকে শয্যাদি বিষয়সুখাভিমুখবুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু পরে সুষুপ্তিকালে জীব পরম সুখে নিমগ্ন হয়।

টীকা—সুষুপ্তিকালে শয্যাদি সাধনের অনুসন্ধান না থাকায় সেই শয্যাদি সাধনদ্বারা সেই সুখের উৎপাদ্যতা সম্ভবে না—ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) ভাল, নিদ্রাকালে যদি সেই অনুৎপাদ্য সুখ বিদ্যমান, তাহা হইলে কেন তাহা বিষয় সুখের ন্যায় অনুভূত হয় না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহার সমাধানের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তৎকালে অনুভবিতা সেই সুখে নিমগ্ন হইয়া যায় বলিয়া, বিষয় সুখের ন্যায় সেই নিদ্রাকালীন সুখের অনুভব হয় না—"নিদ্রার পূর্ব্বকালে" ইত্যাদি দ্বারা। "আদৌ"—নিদ্রার পূর্ব্বকালে, জীব, "সুখাভিমুখধীঃ"—শয্যাদিদ্বারা উৎপাদ্য সুখের 'অভিমুখ' (সম্মুখীন) হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, এইরূপ হইয়া, "পশ্চাৎ পরে সুখে মজ্জেৎ"—পরে নিদ্রাকালে 'পর সুখ' যে উৎকৃষ্ট স্বরূপানন্দ, তাহাতে মগ্ন হইয়া যায়। ৪২

উক্ত অর্থের সংক্ষেপে পরিস্ফুটীকরণ তিন শ্লোকে করিতেছেন :—

(ট) উক্ত অর্থের সংক্ষেপে পরিস্ফুটীকরণ

জাগ্রদ্ব্যাবৃত্তিভিঃ শ্রান্তো বিশ্রম্যাথ বিরোধিনি।
অপনীতে স্বস্থচিত্তোঽনুভবেদ্বিষয়ে সুখম্ ॥ ৪৩

অন্বয়—জাগ্রদ্ব্যাবৃত্তিভিঃ শ্রান্তঃ বিশ্রম্য অথ বিরোধিনি অপনীতে স্বস্থচিত্তঃ বিষয়ে সুখম্ অনুভবেৎ।

অনুবাদ—(জীব) জাগ্রৎকালে নানা ব্যাপারে শ্রান্ত হইয়া (প্রথমে শয্যাদিতে) বিশ্রাম করে; তাহার পর (সুখ-) বিরোধী দুঃখ অপনীত হইলে, স্বস্থচিত্ত হইয়া (প্রথমে) শয্যাদি বিষয়জনিত সুখ অনুভব করে।

টীকা—জীব, 'জাগ্রদ্ব্যাবৃত্তিভিঃ''—জাগ্রদবস্থায় অনুষ্ঠিত বিবিধ প্রকার ব্যাপারদ্বারা ''শ্রান্তঃ বিশ্রম্য''—পরিশ্রান্ত হইয়া মৃদু শয্যাদিতে শয়ন করিয়া, "অথ''—অনন্তর, "বিরোধিনি অপনীতে''—(সুখ-) বিরোধী ব্যাপারজনিত দুঃখ নিবারিত হইলে ''স্বস্থচিত্তঃ''—অব্যাকুলমনা হইয়া, শয্যাদি বিষয়জনিত ''সুখম্ অনুভবেৎ''—সুখের সাক্ষাৎকার লাভ করে। ৪৩

বিষয় সুখ কি প্রকার? এই প্রকার জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া, সেই বিষয় সুখের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া পরসুখে নিমজ্জন হেতু সেই বিষয়সুখানুভবেও যে শ্রান্তি অনুভব করে তাহাই দেখাইতেছেন :—

আত্মাভিমুখধীবৃত্তৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিম্বতি।
অনুভূয়ৈনমত্রাপি ত্রিপুট্যা শ্রান্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৪

অন্বয়—আত্মাভিমুখধীবৃত্তৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিম্বতি; অত্র অপি এনম্ অনুভূয় ত্রিপুট্যা শ্রান্তিম্ আপ্নুয়াৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সম্মুখীন হইলে তাহাতে স্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়। এ স্থলেও এই প্রতিবিম্বকে অনুভব করিয়া, ত্রিপুটীর বিলয় না হওয়ায় তদ্দ্বারা অর্থাৎ তাহা অনুভব করিয়া জীব শ্রান্তিবোধ করে।

টীকা—অপ্রাপ্ত বিষয়ের সম্পাদন প্রভৃতি জনিত দুঃখ অনুভব করিয়া, সেই দুঃখের নিবৃত্তির জন্য কোমল শয্যাদিতে শয়ন করিলে পুরুষের বুদ্ধি অন্তর্মুখ হয়। আর সেই অন্তর্মুখ বুদ্ধিবৃত্তিতে, আপনার সম্মুখস্থিত দর্পণে মুখের ন্যায় স্বরূপভূত আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়। এই আনন্দ প্রতিবিম্বই বিষয়ানন্দ। ''অত্র''—এস্থলে অর্থাৎ এখনও, ''এনম্ অনুভূয়''—এই বিষয়ানন্দকে অনুভব করিয়া, অনুভবিতা, অনুভব এবং অনুভাব্য (বিষয়) এই আকারের ''ত্রিপুট্যা শ্রান্তিম্ আপ্নুয়াৎ''—ত্রিপুটীর দ্বারা জীব খেদ প্রাপ্ত হয়। ৪৪

সেই ত্রিপুটীজনিত শ্রমপ্রাপ্তি হইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

তচ্ছ্রমস্যাপনুত্ত্যর্থং জীবো ধাবেৎ পরাত্মনি।
তেনৈক্যং প্রাপ্য তত্রত্যো ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৫

অন্বয়—তচ্ছ্রমস্য অপনুত্ত্যর্থম্ জীবঃ পরাত্মনি ধাবেৎ। তেন ঐক্যম্ প্রাপ্য স্বয়ম্ তত্রত্যঃ ব্রহ্মানন্দঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—সেই পরিশ্রমের অপনোদন জন্য জীব পরমাত্মাভিমুখে ধাবিত হয় এবং তাঁহার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই সেই সুষুপ্তিস্থিত ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায়।

টীকা—"তচ্ছ্রমস্য"—সেই ত্রিপুটীদর্শনজনিত পরিশ্রমের, "অপনুত্ত্যর্থম্ জীবঃ"—নিবারণ জন্য সেই জীব "পরমাত্মনি"—আনন্দরূপ ব্রহ্মে, "ধাবেৎ"—শীঘ্র গমন করে; যাইয়া "তেন ঐক্যম্ প্রাপ্য"—সেই ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—[সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—ছান্দোগ্য উ, ৬।৮।১]—হে সোম্য, তখন (নিদ্রাকালে) সেই (পুরুষ) সতের (পরমাত্মার) সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ তখন জীব আপনার শ্রমাপনোদনের জন্য পরদেবতা-রূপ স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়; "স্বয়ম্ অপি তত্রত্যঃ ব্রহ্মানন্দঃ ভবেৎ"—আর নিজেও সেই সুষুপ্তিতে অবস্থিত ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায়। ৪৫

এই যে সুষুপ্তিকালীন আনন্দ উপপাদিত হইল, এবিষয়ে শ্রুতিতে শকুন প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন:—

(ট) সুষুপ্তিকালীন আনন্দ বিষয়ে শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত-পঞ্চক।

দৃষ্টান্তাঃ শকুনিঃ শ্যেনঃ কুমারশ্চ মহানৃপঃ।
মহাব্রাহ্মণ ইত্যেতে সুপ্ত্যানন্দে শ্রুতীরিতাঃ ॥৪৬

অন্বয়—শকুনিঃ শ্যেনঃ কুমারঃ মহানৃপঃ চ মহাব্রাহ্মণঃ ইতি এতে দৃষ্টান্তাঃ সুপ্ত্যানন্দে শ্রুতীরিতাঃ।

অনুবাদ—এই সুষুপ্তির আনন্দবিষয়ে শ্রুতি শকুনি, শ্যেন, কুমার, মহানৃপ ও মহাব্রাহ্মণ—এই সকলের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

টীকা—শকুনি প্রভৃতি পাঁচটি দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রুতি সুষুপ্তিকালীন আনন্দের উপপাদন করায় 'সুষুপ্তিতে সুখ নাই' এই মত নিরাকৃত হইল। ৪৬

তন্মধ্যে প্রথমে দুইটি শ্লোকদ্বারা—[স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ দিশম্ দিশম্ পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা বন্ধনম এব উপাশ্রয়তে, এবমেব খলু সোম্য তৎ মনঃ দিশম্ দিশম্ পতিত্বা অন্যত্র আয়তনম্ অলব্ধ্বা প্রাণম্ এব উপাশ্রয়তে। প্রাণবন্ধনম্ হি সোম্য মনঃ—ছান্দোগ্য উ, ৬।৮।২]—সূত্রদ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্যত্র কোথাও বিশ্রাম স্থান না পাইয়া (বিশ্রামার্থ পুনর্ব্বার) সেই বন্ধন স্থানই অবলম্বন করে, হে সোম্য, তেমনি এই মনও অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত (মনোমধ্যে প্রবিষ্ট) এই জীবও নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া অন্যত্র কোথাও বিশ্রাম স্থান না পাইয়া (শ্রান্তির অপনোদনার্থ) প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ উপলক্ষিত পরমাত্মাকে আশ্রয় করে, কারণ, হে সোম্য, যেহেতু এই প্রাণই অর্থাৎ প্রাণোপলক্ষিত পরমাত্মাই মনের (জীবের) বন্ধন বা প্রকৃত

আশ্রয় স্থান। এইরূপে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক প্রতিপাদনে ব্যাপৃত ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ড) উক্ত দৃষ্টান্তপঞ্চকের সবিশেষ বিবরণ।

শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রমম্।
অলব্ধ্বা বন্ধনস্থানং হস্তস্তম্ভাদ্যুপাশ্রয়েৎ॥ ৪৭

অন্বয়—শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রমম্ অলব্ধ্বা বন্ধনস্থানম্ হস্তস্তম্ভাদি উপাশ্রয়েৎ।

অনুবাদ—যে প্রকার সূত্রবদ্ধ শকুনি (পক্ষী) সকল দিকে উড়িতে চেষ্টা করিয়া কোনও দিকে আধার বা বিশ্রামস্থান না পাইয়া শিকারীর হস্ত, স্তম্ভ প্রভৃতি বন্ধন স্থানকে আশ্রয় করে—

টীকা—হস্ত প্রভৃতি কোনও স্থানে আধার সূত্রদ্বারা বদ্ধ পক্ষী আহারাদি গ্রহণের নিমিত্ত পূর্ব্ব পশ্চিমাদি দিকে গমনের চেষ্টা করিয়া আধার বা বিশ্রামস্থান না পাইয়া হস্ত প্রভৃতি বন্ধন স্থানকেই পুনর্ব্বার আশ্রয় করে। ৪৭

জীবোপাধিমনস্তদ্বদ্ধর্ম্মাধর্ম্মফলাপ্তয়ে।
স্বপ্নে জাগ্রতি চ ভ্রান্ত্বা ক্ষীণে কর্ম্মণি লীয়তে॥ ৪৮

অন্বয়—তদ্বৎ জীবোপাধিমনঃ ধর্ম্মাধর্ম্মফলাপ্তয়ে স্বপ্নে চ জাগ্রতি ভ্রান্ত্বা কর্ম্মণি ক্ষীণে লীয়তে।

অনুবাদ—সেইপ্রকার জীবের উপাধি মন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফলভোগের জন্য স্বপ্নকালে ও জাগ্রৎকালে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, তত্তৎকালে ভোগপ্রদ কর্ম্মের ক্ষয় করিয়া (সুষুপ্তির ব্রহ্মানন্দে) বিলীন হয়।

টীকা—"তদ্বৎ"—সেইপ্রকার জীবের উপাধিরূপ মন ও পুণ্য ও পাপের ফল সুখ ও দুঃখের অনুভবের জন্য, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় সেই সেই স্থানে. "ভ্রান্ত্বা"—ভ্রমণ করিয়া, ভোগপ্রদ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, নিজের উপাদানরূপ অজ্ঞানে "(বি)লীয়তে" সেই মনোরূপ উপাধির লয় হইলে. সেই মনোরূপ উপাধিযুক্ত জীব পরমাত্মাই হইয়া যায়—ইহাই অর্থ। ৪৮

এক্ষণে শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টান্তের সবিস্তর বর্ণনে ব্যাপৃত [তৎ যথা অস্মিন্ আকাশে শ্যেনঃ বা সুপর্ণঃ বা বিপরিপত্য শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সল্লয়ায় এব ধ্রিয়তে, এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ এতস্মৈ অন্তায় ধাবতি যত্র সুপ্তঃ ন কঞ্চন কামম্ কাময়তে ন কঞ্চন রূপম্ (স্বপ্নম্) পশ্যতি—বৃহদা উ, ৪।৩।১৯]—শ্যেন কিম্বা সাধারণ পক্ষী যেমন আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় প্রসারিত করিয়া স্বীয় আশ্রয় নীড়াভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হয়, ঠিক তেমনি এই পুরুষও এই অন্তে (সুষুপ্তিস্থানে) প্রবেশের জন্য ধাবিত হয়, সেখানে গমন করিয়া কোন ভোগ্য বিষয় কামনা করে না এবং কোনরূপ বস্তু (বা স্বপ্ন) দেখে না—এই বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাক্যার্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন :—

শ্যেনো বেগেন নীড়ৈকলম্পটঃ শয়িতুং ব্রজেৎ।
জীবঃ সুষুপ্ত্যৈ তথা ধাবেদ্ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ॥ ৪৯

অন্বয়—শ্যেনঃ শয়িতুম্ নীড়ৈকলম্পটঃ বেগেন ব্রজেৎ, তথা জীবঃ ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ সুষুপ্ত্যৈ ধাবেৎ।

অনুবাদ—যেমন শ্যেন পক্ষী ঘুমাইবার জন্য (সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া) কেবল আপনারই কুলায়ের কামনায় বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ, জীব ব্রহ্মানন্দের কামনায় কেবল সুষুপ্তির জন্য ধাবিত হয়।

টীকা—যেমন আকাশে চারিদিকে বিচরণ করিয়া, শ্যেন অর্থাৎ সেই নামের পক্ষী, আকাশে সঞ্চরণজনিত পরিশ্রমের অপনোদন জন্য "শয়িতুম্"—নিদ্রালাভ করিবার জন্য, "নীড়ৈকলম্পটঃ"—একমাত্র নিজ নীড়ের কামনায়, "ব্রজেৎ"—শীঘ্র গমন করে, ঠিক সেইরূপেই "জীবঃ"—মনোরূপ উপাধিযুক্ত চিদাভাসও, "ব্রহ্মানন্দৈকলম্পটঃ"—কেবলমাত্র ব্রহ্মানন্দের আকাঙ্ক্ষায়, "সুষুপ্ত্যৈ"—সুষুপ্তি লাভ করিবার জন্য, "ধাবেৎ"—হৃদয়াকাশরূপ স্থানে শীঘ্র গমন করে, 'হৃদয়াকাশরূপ স্থানে'—এই পদটি যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৪৯

কুমারাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ব্যাপৃত বৃহদারণ্যকোপনিষদের বালাকি ব্রাহ্মণের অন্তর্গত [সঃ যথা কুমারঃ বা মহারাজঃ বা মহাব্রাহ্মণঃ বা বাতিঘ্নীম্ আনন্দস্য গত্বা শয়ীতা এবম্ এব এষঃ এতৎ শেতে—বৃহদা উ, ২।১।১৯]—(পূর্ব্ব প্রদর্শিত) সেই কুমার বা মহারাজ বা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যেমন (স্বপ্নদশায়) আনন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এই বিজ্ঞানময়ও ঠিক সেইরূপে শয়ন করে (অবস্থান করে)। এই বাক্যটিকে তিনটি শ্লোকদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

অতিবালঃ স্তনং পীত্বা মৃদুশয্যাগতো হসন্।
রাগদ্বেষাদ্যনুৎপত্তেরানন্দৈকস্বভাবভাক্॥ ৫০

অন্বয়—অতিবালঃ স্তনম্ পীত্বা মৃদুশয্যাগতঃ হসন্ রাগদ্বেষাদ্যনুৎপত্তেঃ আনন্দৈকস্বভাবভাক্।

অনুবাদ—যেমন অতিশিশু স্তন্য পান করিয়া কোমল শয্যায় শয়ান হইয়া হাসিতে হাসিতে রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি না হওয়ায়, কেবল আনন্দমাত্র উপভোগ করে—

টীকা—যেমন স্তনন্ধয় শিশুকে আকণ্ঠ স্তন্য পান করাইয়া কোমলতাদিগুণযুক্ত শয্যায় শয়ান করাইলে সে 'আমি আমার' ইত্যাদি জ্ঞানশূন্য বলিয়া রাগদ্বেষাদিরহিত হইয়া মূর্ত্তিমৎ সুখরূপে অবস্থান করে—। ৫০

মহারাজঃ সার্ব্বভৌমঃ সন্তৃপ্তঃ সর্ব্বভোগতঃ।
মানুষানন্দসীমানং প্রাপ্যানন্দৈকমূর্ত্তিভাক্॥ ৫১

অন্বয়—সার্ব্বভৌমঃ মহারাজঃ সর্ব্বভোগতঃ সন্তৃপ্তঃ মানুষানন্দসীমানং প্রাপ্য আনন্দৈক-মূর্ত্তিভাক্।

অনুবাদ—যেমন সর্ব্বভূমির অধিপতি মহারাজ সর্ব্বভোগদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া মানুষানন্দের—মানবলভ্য ঐহিক আনন্দের অবধি লাভ করিয়া মূর্ত্ত আনন্দরূপে অবস্থান করেন ;

টীকা—"মানুষানন্দসীমানম্"—[যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যাপকঃ, আশিষ্ঠঃ দ্রঢ়িষ্ঠঃ বলিষ্ঠঃ, তস্য ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ স একঃ মানুষঃ আনন্দঃ—তৈত্তিরীয় ২।৮।১]—যদি কোন যৌবনসম্পন্ন সাধুযুবা অধীতবেদবেদাঙ্গ, মাতৃপিত্রাচার্য্যদ্বারা সুশিক্ষিত, সাতিশয় দৃঢ় ও বলবান পুরুষ সপ্তম সমুদ্রান্ত সুমেরুমধ্য বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হয় তখন তাহার সেই চিত্তপ্রসাদ সর্ব্বমানুষানন্দের সমষ্টিরূপ আনন্দের সীমা। ৫১

মহাবিপ্রো ব্রহ্মবেদী কৃতকৃত্যত্বলক্ষণাম্।
বিদ্যানন্দস্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রাপ্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৫২

অন্বয়—মহাবিপ্রঃ ব্রহ্মবেদী কৃতকৃত্যত্বলক্ষণাম্ বিদ্যানন্দস্য পরমাম্ কাষ্ঠাম্ প্রাপ্য অবতিষ্ঠতে

অনুবাদ—অথবা যেমন ব্রহ্মবেদী মহাব্রাহ্মণ কৃতকৃত্যতারূপ বিদ্যানন্দের পরম সীমা প্রাপ্ত হইয়া স্থির হইয়া থাকেন ;

টীকা—অথবা যেমন "মহাবিপ্রঃ"—মহাব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তিনি, 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি' এইরূপ "বিদ্যানন্দস্য পরমাম্ কাষ্ঠাম্" —জীবন্মুক্ততা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে, 'সুষুপ্তিপ্রাপ্ত পুরুষও সেই প্রকার আনন্দরূপ হইয়া অবস্থান করে'—এইরূপে বাক্য সমাপ্তি করিতে হইবে। ৫২

ভাল, কুমার প্রভৃতি কেবল এই তিনটিই কেন দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইল ? অন্য দৃষ্টান্ত কেন দেওয়া হইল না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া এই তিনটি উদাহরণের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাম্ লোকে সিদ্ধা সুখাত্মতা ॥
উদাহৃতানামন্যে তু দুঃখিনো ন সুখাত্মকাঃ ॥ ৫৩

অন্বয়—উদাহৃতানাম্ মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাম্ সুখাত্মতা লোকে সিদ্ধা ; অন্যে তু দুঃখিনঃ সুখাত্মকাঃ ন।

অনুবাদ—উদাহরণরূপে অতিশিশু, মহারাজ ও তত্ত্বজ্ঞানী কেবল এই তিনটিরই উল্লেখ করিবার কারণ এই যে এই তিনটিরই সুখরূপতা—পরম সুখের অবস্থা সংসারে প্রসিদ্ধ ; তন্মধ্যে অতিশিশু অবিবেকী ; মহারাজ বুদ্ধ অর্থাৎ বিবেকী এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অতিবিবেকী। এতদ্ভিন্ন অপর লোকে দুঃখভোগ করিয়া থাকে, তাহাদের সুখরূপতা বা পূর্ণসুখলাভ নাই।

টীকা—বিবেকরহিত লোকের মধ্যে অতিশিশু সুখী; বিবেকীদিগের মধ্যে অর্থাৎ ব্যবহারাদিকুশল জনগণের মধ্যে, সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বর সুখী এবং অতিবিবেকী জনগণের মধ্যে আনন্দরূপ আত্মসাক্ষাৎকারবান্ লোকই সুখী, আর অপর সকলে সর্ব্বদা রাগ-দ্বেষাদিযুক্ত বলিয়া সুখরহিত; এইহেতু তাহাদিগকে সুষুপ্তিমানের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইল না; ইহাই তাৎপর্য্য। ৫৩

ভাল, এই কুমারাদি তিনটিকে পরম সুখী বলিয়া মানা গেল; এতদ্দ্বারা আলোচ্য সুষুপ্তিমান পুরুষবিষয়ে কি পাওয়া গেল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ঢ) সুষুপ্ত জীবের ব্রহ্মানন্দ তৎপরতা বিষয়ে সদৃষ্টান্ত জ্যোতির্ব্রাহ্মণ বাক্যের অর্থ।

কুমারাদিবদেবায়ং ব্রহ্মানন্দৈকতৎপরঃ।
স্ত্রীপরিষ্বক্তবদ্বেদ ন বাহ্যং নাপি চান্তরম্ ॥ ৫৪

অন্বয়—কুমারাদিবৎ এব অয়ম্ ব্রহ্মানন্দৈকতৎপরঃ; স্ত্রীপরিষ্বক্তবৎ বাহ্যম্ ন, চ আন্তরম্ অপি ন বেদ।

অনুবাদ—কুমারাদির ন্যায় এই সুষুপ্তিমান পুরুষ একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভোগে তৎপর হয়; সে নারীদ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের ন্যায় তৎকালে বাহ্য বিষয় অথবা আন্তর বিষয় কিছুই জানিতে পারে না।

টীকা—"কুমারাদিবৎ"—কুমারাদি যেরূপ আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ, এই সুষুপ্ত পুরুষও, "ব্রহ্মানন্দৈকতৎপরঃ"—একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভোগেই তৎপর হইয়া থাকে,—অর্থাৎ তাহাই ভোগ করিতে থাকে, ইহাই অর্থ। সুষুপ্ত পুরুষের একমাত্র ব্রহ্মানন্দতৎপরতা বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনে ব্যাপৃত, বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত জ্যোতির্ব্রাহ্মণগত বাক্য অর্থতঃ অনুক্রমণ করিতেছেন। তাহার অক্ষরতঃ পাঠ এইরূপ—[তদ্ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যম্ কিঞ্চন বেদ ন আন্তরম্ এবম্ এব অয়ম্ পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যম্ কিঞ্চন বেদ ন আন্তরম বৃহদা উ, ৪।৩।২২]। তাহার অক্ষরার্থ এই—প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ যেমন বাহ্য বা আন্তর কোনও বিষয় জানিতে পারে না—তন্ময় হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ এই পুরুষও প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহ্য বা আন্তর কোনও বিষয় জানিতে পারে না। শ্লোকের অর্থ—"নারী দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের ন্যায়"—ইত্যাদি। যেমন সংসারে প্রিয় স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গনপ্রাপ্ত কামী পুরুষ বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়ক জ্ঞানরহিত হইয়া সুখমূর্ত্তির ন্যায় হইয়া যায়, সেইপ্রকার সুষুপ্তিতে 'প্রাজ্ঞরূপ পরমাত্মার সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়গোচর জ্ঞানরহিত হইয়া আনন্দরূপই হইয়া যায়। ৫৪

এই দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকরূপ বাক্যে স্থিত 'বাহ্য' ও 'আন্তর' শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ণ) দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তর্গত বাহ্য ও আন্তর শব্দদ্বয়ের অর্থ।

বাহ্যং রথ্যাদিকং বৃত্তং গৃহকৃত্যং যথান্তরম্।
তথা জাগরণং বাহ্যং নাড়ীস্থঃ স্বপ্ন আন্তরঃ ॥ ৫৫

অন্বয়—যথা রথ্যাদিকম্ বৃত্তম্ বাহ্যম্, গৃহকৃত্যম্ আন্তরম্ তথা জাগরণম্ বাহ্যম্ নাড়ীস্থঃ স্বপ্নঃ আন্তরঃ।

অনুবাদ—(দৃষ্টান্ত) যেমন রথ্যা রথগমনযোগ্যা রাজমার্গ অথবা অনেক মার্গের মেলনস্থান প্রভৃতি বাহ্য বৃত্তান্ত বা বিষয় এবং গৃহের কার্য্য আন্তর বৃত্তান্ত (বিষয়) (দার্ষ্টান্তিক) সেইরূপ জাগরণ বাহ্য বৃত্তান্ত এবং 'হিতা' নাড়ীতে অবস্থিত স্বপ্ন আন্তর বৃত্তান্ত।

টীকা—জাগ্রদবস্থায় প্রাপ্ত সংস্কাররচিত 'হিতা' নাড়ীতে প্রতীয়মান প্রপঞ্চকে স্বপ্ন বলা হইতেছে। ৫৫

জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ রূপেই অবস্থিত হয়, এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনে ব্যাপৃত [অত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা লোকাঃ অলোকাঃ····· তীর্ণঃ হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি —বৃহদা উ, ৪।৩।২২]—এই সুষুপ্তি সময়ে পিতা অপিতা হন অর্থাৎ তাঁহার সুষুপ্ত পুত্রের সম্বন্ধে পিতৃত্ব থাকে না মাতার মাতৃত্ব থাকে না, স্বর্গাদি লোকেরও লোকত্ব (কাম্যত্ব) থাকে না······ তখন নিশ্চয়ই লোক হৃদয়ের সর্ব্ববিধ শোক অতিক্রম করে, অর্থাৎ দুঃখ বিমুক্ত হয়—ইত্যাদি শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ত) সুষুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মানন্দরূপে স্থিতি বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শক শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য।

পিতাপি সুপ্তাবপিতেত্যাদৌ জীবত্ববারণাৎ।
সুপ্তৌ ব্রহ্মৈব নো জীবঃ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ ॥৫৬

অন্বয়—সুপ্তৌ পিতা অপি অপিতা ইত্যাদৌ জীবত্ববারণাৎ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ সুপ্তৌ ব্রহ্ম এব, জীবঃ নো।

অনুবাদ—'সুষুপ্তিতে পিতাও অপিতা হইয়া যান' ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনে জীবভাব নিবারিত হয় এবং সংসারিভাব প্রতীত হয় না, বলা হইয়াছে বলিয়া, সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায় তাহার জীবত্ব থাকে না।

টীকা—"সুপ্তৌ"—এই সুষুপ্তিতে অধ্যাসজনিত পিতৃত্বাদি জীবধর্ম্মের নিবৃত্তি শ্রুতিকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া "জীবত্বাসমীক্ষণাৎ"—জীবত্বের প্রতীতি হয় না বলিয়া ব্রহ্মভাবই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, ইহাই অর্থ। ৫৬

ভাল, সুষুপ্তিতে পিতৃত্ব প্রভৃতি অভিমানের অভাব হইলে সুখিত্বাদিরূপ সংসার কেন না থাকিবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সংসার দেহাভিমানরূপ কারণমূলক বলিয়া সেই দেহাভিমানের অভাব হইলে সংসারের অভাব হয়, এই অভিপ্রায়ে আচার্য্য সেই সংসারের অভাব প্রতিপাদক [তীর্ণঃ হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি]—সুষুপ্তিতে নিশ্চয়ই লোকে অন্তঃকরণে নিহিত সর্ব্ববিধ শোক অতিক্রম করে, অর্থাৎ দুঃখবিমুক্ত হয়, এইরূপে পূর্ব্বোক্ত (৫৬ শ্লোকে) শ্রুতিবাক্যের শেষাংশের তাৎপর্য্য ব্যখ্যা করিতেছেন :—

(ধ) সুষুপ্তিতে পিতৃত্বাদি বিষয়ক অভিমান না থাকায় শোকাদি সংসারাভাব।

পিতৃত্বাদ্যভিমানো যঃ সুখদুঃখাকরঃ স হি।
তস্মিন্নপগতে তীর্ণঃ সর্ব্বাঞ্ছোকান্ ভবত্যয়ম্॥ ৫৭

অন্বয়—যঃ পিতৃত্বাদ্যভিমানঃ সঃ হি সুখদুঃখাকরঃ, তস্মিন্ অপগতে অয়ম্ সর্ব্বান্ শোকান্ তীর্ণঃ ভবতি।

অনুবাদ ও টীকা—ব্যবহারিক অবস্থায় যে পিতৃত্বাদির অভিমান তাহাই সকল সুখদুঃখের আকর ; তাহা নিবারিত হইলে জীব সমস্ত শোক অতিক্রম করে। ৫৭

ভাল, উদ্ধৃত শ্রুতিবচনসমূহে, সুষুপ্তিতে সুখপ্রাপ্তি, শ্রুতিকর্তৃক নিজ মুখে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ত' দেখা যাইতেছে না এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেইরূপ সুখপ্রাপ্তির কণ্ঠতঃ বর্ণনে ব্যাপৃত, কৈবল্যশ্রুতিবচন [সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোভিভূতঃ সুখরূপমেতি—কৈবল্য উ, ১৫]—সুষুপ্তিকালে আনন্দ ভোগাবসরে, সমস্ত বিশেষ বিজ্ঞান স্বকারণে বিলীন হইলে (এই অংশে সুষুপ্তি মোক্ষসদৃশ হইলেও) জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বপ্রকাশমান আনন্দাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয় (এই অজ্ঞানাবরণহেতু সুষুপ্তি মোক্ষ হইতে পৃথক)—ইহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(দ) সুষুপ্তির সুখ শ্রুতি নিজমুখে বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্রুতিবচনের অর্থ।

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসাবৃতঃ।
সুখরূপমুপৈতীতি ব্রূতে হ্যাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ॥ ৫৮

অন্বয়—"সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমসা আবৃতঃ সুখরূপম্ উপৈতি" ইতি আথর্ব্বণী শ্রুতিঃ ব্রূতে হি।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে জাগ্রদাদি প্রপঞ্চসকল বিলীন হইলে (প্রকৃতিরূপ) অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া জীব সুখরূপ প্রাপ্ত হয়—এইরূপে অথর্ব্ববেদের কৈবল্য শ্রুতি (কণ্ঠতঃ) বর্ণনা করিতেছেন।

টীকা—"সকলে বিলীনে"—জাগ্রদাদিরূপ প্রপঞ্চসকল নিজ উপাদানভূত তমঃপ্রধান প্রকৃতিতে বিলয় প্রাপ্ত হইলে, "তমসা আবৃতঃ"—সেই প্রকৃতিরূপ তমোদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া জীব "সুখরূপম্ উপৈতি"—সুখরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। ৫৮

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অর্থ কেবল শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নহে, তাহা সকল লোকের অনুভবসিদ্ধও বটে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ধ) উক্ত অর্থ সর্ব্বানুভব সিদ্ধ।

সুখমস্বাপ্সমত্রাহং ন বৈ কিঞ্চিদবেদিষম্।
ইতি সুপ্তে সুখাজ্ঞানে পরামৃশতি চোত্থিতঃ॥ ৫৯

অন্বয়—উত্থিতঃ "অত্র সুখম্ অহম্ অস্বাপ্সম্, কিঞ্চিৎ ন অবেদিষম্ বৈ" ইতি সুপ্তে সুখাজ্ঞানে চ পরামৃশতি।

অনুবাদ—সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি এইরূপ স্মরণ করে—এই কালে

(এতক্ষণ) আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম, কিছুই ত' জানিতে পারি নাই। সুষুপ্তির সুখ ও অজ্ঞান এই প্রকারে স্মৃতির বিষয় হয়।

টীকা—"উত্থিতঃ"—সুষুপ্তি হইতে উঠিয়া লোকে, "অত্র অহম্ সুখম্ অস্বাপ্সম্ ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্"—এতক্ষণ আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পরি নাই—এই প্রকারে "সুপ্তে সুখাজ্ঞানে পরামৃশতি"—সুষুপ্তি কালের সুখ ও অজ্ঞান স্মরণ করে, এই কারণেও, সুষুপ্তিতে যে সুখ আছে, তাহা জানা যায়। ৫৯

ভাল, স্মরণজ্ঞান ত' প্রমাণরূপ নহে; সেই হেতু তাহার বলে সুষুপ্তিতে সুখসিদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে স্মৃতিজ্ঞান প্রমাণরূপ না হইলেও তাহার মূলভূত অনুভবের বলে সুখের সিদ্ধি হয়, উক্ত বাক্যের এই অভিপ্রায় ধরিয়া বলিতেছেন :—

পরামর্শোঽনুভূতেঽস্তীত্যাসীদনুভবস্তদা।
চিদাত্মত্বাৎ স্বতো ভাতি সুখমজ্ঞানধীস্ততঃ॥ ৬০

অন্বয়—পরামর্শঃ অনুভূতে অস্তি, ইতি তদা অনুভবঃ আসীৎ চিদাত্মত্বাৎ সুখম্ স্বতঃ ভাতি, ততঃ অজ্ঞানধীঃ।

অনুবাদ—অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হয়; এইহেতু তৎকালে অনুভব হইয়াছিল (বুঝা যায়)। সেই সুখ স্বপ্রকাশরূপ বলিয়া, আপনার স্বরূপবশতঃই প্রকাশিত হয়, আর তদ্দ্বারাই (সেই সুখাবরক) অজ্ঞানের অনুভূতি হয়।

টীকা—"পরামর্শঃ"—স্মরণজ্ঞান, "অনুভূতে অস্তি"—অনুভূত বিষয়েই হইয়া থাকে, অননুভূত বিষয়ে স্মরণ হয় না। "ইতি"—এই কারণে, "তদা"—সুষুপ্তিতে, "অনুভবঃ আসীৎ"—অনুভব হইয়াছিল, ইহা জানা যায়। ভাল, সুষুপ্তিতে মনসহিত জ্ঞানসাধন (ইন্দ্রিয়াদি) বিলীন হইয়া যায় বলিয়া কি প্রকারে অনুভবের সিদ্ধি হয়? এই আশঙ্কা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি কি বলিতে চাও, তখন সুখানুভবের সাধন থাকে না? অথবা অজ্ঞানানুভবের সাধন থাকে না? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম বিকল্পটি অসম্ভব; কেন না, সুখ স্বপ্রকাশ চেতনরূপ বলিয়া সুখ সাধনের অপেক্ষা রাখে না, আর দ্বিতীয় বিকল্পও সম্ভব নহে, কেন না, স্বপ্রকাশ সুখের বলেই তাহার আবরক অজ্ঞানের প্রতীতি সিদ্ধ হয়। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—"সেই সুখ স্বপ্রকাশরূপ বলিয়া" ইত্যাদি। "ততঃ"—সেই স্বপ্রকাশরূপ সুখের দ্বারাই "অজ্ঞানধীঃ"—অজ্ঞানের প্রতীতি হয়। ৬০

ভাল, সুষুপ্তিকালীন সুখ স্বপ্রকাশ সুখ হইলেও "ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ম্ ভবেৎ"—নিজেই সেই সুষুপ্তিস্থিত ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায় (৪৫ শ্লোকোক্ত) এই ব্রহ্মরূপতা তাহার সম্ভব হয় না, কেন না, তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ৩।৯।২৮]—বিজ্ঞানও (কূটস্থ চিন্মাত্ররূপ বিজ্ঞপ্তিও) আনন্দস্বরূপ, অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞান ও বিষয় সুখ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানও আনন্দস্বরূপ; আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া আপনি আপনাকে

অনুভব করিয়া থাকে—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য থাকিতে সেই সুখ ব্রহ্মরূপ নহে, এইরূপ বলা চলে না, ইহাই বলিতেছেন :—

(ন) সুষুপ্তির স্বপ্রকাশ সুখ যে ব্রহ্মরূপ, তাহার প্রমাণ বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য।

ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দমিতি বাজসনেয়িনঃ।
পঠন্ত্যতঃ স্বপ্রকাশং সুখং ব্রহ্মৈব নেতরৎ ॥ ৬১

অন্বয়—"বিজ্ঞানম্ আনন্দম ব্রহ্ম" ইতি বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি; অতঃ স্বপ্রকাশম্ সুখম্ ব্রহ্ম এব ইতরৎ ন।

অনুবাদ ও টীকা—বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবচেতন আনন্দরূপ ব্রহ্মই; এই প্রকারে বাজসনেয় শাখিগণ পাঠ করিয়া থাকেন। এই হেতু স্বপ্রকাশ সুখ ব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে। ৬১

ভাল, অনুভব ও স্মরণ এই দুই জ্ঞান একাশ্রয় বিশিষ্ট হইবেই এইরূপ নিয়ম থাকায়, 'আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—এই প্রকারে সুষুপ্তিকালের সুখ ও অজ্ঞান বিজ্ঞানময়কর্তৃক অর্থাৎ জীবদ্বারা স্মৃত হয়, এই হেতু সেই বিজ্ঞানময়কেই (জীবকেই) সুখ ও অজ্ঞানের অনুভব কর্তা বলা উচিত (আনন্দস্বরূপকে নহে)। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া জীবের উপাধিরূপ অজ্ঞানকার্য্য অন্তঃকরণে বিলীন হইয়া যাওয়ায়, অন্তঃকরণোপাধিবিশিষ্ট জীবের সুখ ও অজ্ঞানের অনুভবকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(প) স্মরণ ও অনুভবের সামানাধিকরণ্য নিয়মে বিরোধ শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

যদজ্ঞানং তত্র লীনৌ তৌ বিজ্ঞানমনোময়ৌ।
তয়োর্হি বিলয়াবস্থা নিদ্রাজ্ঞানং চ সেব হি ॥ ৬২

অন্বয়—যৎ অজ্ঞানম্ তত্র তৌ বিজ্ঞানমনোময়ৌ লীনৌ হি তয়োঃ বিলয়াবস্থা নিদ্রা; সা চ অজ্ঞানম্ এব হি।

অনুবাদ—এই যে অজ্ঞান, ইহাতে বিজ্ঞানময় ও মনোময় উভয়ই বিলীন হইয়া যায়। যেহেতু তদুভয়ের যে বিলয়াবস্থা তাহাকেই নিদ্রা বলে; তাহাকেই পণ্ডিতেরা অজ্ঞান বলিয়া ব্যবহার করেন।

টীকা—'আমি কিছুই জানিতে পারি নাই'—এই প্রকার স্মরণ অন্যপ্রকারে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে অনুভূত অজ্ঞানরূপ বিষয় বিনা অসম্ভব—এইরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা "যৎ অজ্ঞানম্"—যে অজ্ঞানকে অবগত হওয়া যায়, "তত্র"—সেই অজ্ঞানে, "তৌ"—প্রমাতা ও প্রমাণরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ, "বিজ্ঞানমনোময়ৌ বিলীনৌ"—বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোশ বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ বিজ্ঞানময় ও মনোময়রূপ আকার পরিত্যাগ করিয়া কারণ-অজ্ঞানরূপে অবস্থিত থাকে। এই হেতু সেই অজ্ঞানরূপ উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যের অনুভবকর্তৃত্ব নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। তদ্বিষয়ে যুক্তি বা কারণ বলিতেছেন—"যেহেতু তদুভয়ের" ইত্যাদি। "হি"—যেহেতু, "তয়োঃ"—সেই বিজ্ঞানময় ও মনোময়ের, "বিলয়াবস্থা নিদ্রা"—বিলয়াবস্থাকে 'নিদ্রা' এই নাম দেওয়া হয়, "বিজ্ঞানবিরতিঃ

সুপ্তিঃ”—(আভিধানিক লক্ষণ) বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণ, তাহার যে বিরতি বা বিলয়াবস্থা, তাহাই সুষুপ্তি, এইরূপ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে নিদ্রাতেই বিলীন হইয়া যায়, বলিতে হইবে (অজ্ঞানে নহে) এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সেই নিদ্রাকেই বিদ্বানগণ অজ্ঞান বলিয়া ব্যবহার করেন, ইহাই অর্থ। ৬২

ভাল, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালীন সুখ ও অজ্ঞানের অনুভবকালে অবিদ্যমান বিজ্ঞানময় জাগ্রৎকালে কি প্রকারে সেই সুখ ও অজ্ঞানের স্মরণ কর্ত্তা হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিলয়াবস্থাতেও তাহার (সেই বিজ্ঞানাত্মার) স্বরূপের নাশ হয় না বলিয়া, বিলয়াবস্থা-রূপ উপাধিবিশিষ্ট আনন্দময়রূপে অনুভবকর্ত্তৃত্ব এবং বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য ঘনীভাবরূপ উপাধিবিশিষ্ট-রূপে স্মরণকর্ত্তৃত্ব একই আত্মায় সম্ভব হয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন:—

(ফ) স্মরণকর্ত্তা বিজ্ঞান-ময় এবং অনুভবকর্ত্তা আনন্দময় এবং (আত্মা)

বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ স্যাদ্বিজ্ঞানময়ো ঘনঃ।
বিলীনাবস্থ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে॥ ৬৩

অন্বয়—বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ বিজ্ঞানময়ঃ ঘনঃ স্যাৎ; বিলীনাবস্থঃ আনন্দময়শব্দেন কথ্যতে।

অনুবাদ—যেমন তরল ঘৃত পশ্চাৎ (ক্রমশঃ) ঘনীভূত হয়, সেইরূপ নিদ্রাকালে বিলীন বিজ্ঞানময় কোশ—পুনর্ব্বার জাগ্রৎকালে ঘনীভূত হয়; তাহাই পূর্ব্বের বিলীনাবস্থায় আনন্দময় শব্দে অভিহিত হয়।

টীকা—যেমন অগ্নির সংযোগাদিদ্বারা ঘৃত প্রগলিত হয় এবং পরে বায়ু প্রভৃতির সম্বন্ধবশতঃ ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ জাগ্রদাদি অবস্থায় ভোগপ্রদ যে কর্ম্ম, তাহার ক্ষয়বশতঃ নিদ্রারূপে বিলীন অন্তঃকরণ তাহাই আবার ভোগপ্রদ কর্ম্মরূপে জাগ্রদবস্থায়, বিজ্ঞানরূপ অন্তঃকরণের আকারে ঘনীভাব অর্থাৎ স্থূলভাব প্রাপ্ত হইয়া স্পষ্টতর আকার ধারণ করে। এই হেতু সেই অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাও “বিজ্ঞানময়ঃ ঘনঃ”—বিজ্ঞানময়াকারে ঘন অর্থাৎ স্পষ্টতর হয়; সেই আত্মাই পূর্ব্বে অর্থাৎ সুষুপ্তি-অবস্থায় বিলয়াবস্থারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া “আনন্দময়” এই নামে অভিহিত হয়। ৬৩

“তাহাই পূর্ব্বের বিলীনাবস্থায় আনন্দময় শব্দে অভিহিত হয়”—এই পূর্ব্ব শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট করিতেছেন:—

(ব) আনন্দময়ের স্বরূপ।

সুপ্তিপূর্ব্বক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির্যা সুখবিম্বিতা।
সৈব তদ্বিম্বশহিতা লীনানন্দময়স্ততঃ॥ ৬৪

অন্বয়—সুপ্তিপূর্ব্বক্ষণে যা বুদ্ধিবৃত্তিঃ সুখবিম্বিতা, ততঃ তদ্বিম্বসহিতা লীনা আনন্দময়ঃ।

অনুবাদ—সুষুপ্তির পূর্ব্বক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তি যে সুখ-প্রতিবিম্ব ধারণ করে, পরে সেই সুখ-প্রতিবিম্ব সহিত, সেই বৃত্তি বিলীন হইলে সেই অবস্থায় আনন্দময় বলিয়া কথিত হয়।

টীকা—“সুপ্তিপূর্বক্ষণে”—সুষুপ্তির অব্যবহিত পূর্ববর্তী (অন্তরায়রহিত) ক্ষণে যে অন্তর্মুখবুদ্ধিবৃত্তি স্বরূপভূত সুখের প্রতিবিম্বযুক্ত হয়, “তত”—তদনন্তর, সুখের প্রতিবিম্ব সহিত সেই বৃত্তি নিদ্রারূপে বিলীন হইলে, ‘আনন্দময়’ এই নামে অভিহিত হয়। ৬৪

এই প্রকারে আনন্দময়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া সেই আনন্দময়েরই জাগরণাবস্থায় বিজ্ঞানময় রূপে স্মরণকর্তৃত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য, সেই সুষুপ্তিকালীন সুখানুভব বর্ণন করিতেছেন :—

(সে) আনন্দময়েরই ব্রহ্মসুখানুভব হয়।

অন্তর্মুখো য আনন্দময়ো ব্রহ্মসুখং তদা।
ভুঙ্‌ক্তে চিদ্বিম্বযুক্তাভিরজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৫

অন্বয়—অন্তর্মুখঃ যঃ আনন্দময়ঃ, তদা (সঃ) ব্রহ্মসুখম্ চিদ্বিম্বযুক্তাভিঃ অজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ ভুঙ্‌ক্তে।

অনুবাদ—অন্তর্মুখ যে সেই আনন্দময়, তিনিই তৎকালে চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত অজ্ঞানে উৎপন্ন বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মসুখ অনুভব করেন।

টীকা—সুখের প্রতিবিম্বযুক্ত অন্তর্মুখ বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা উৎপাদিত সংস্কার সহিত অজ্ঞানরূপ উপাধিযুক্ত যে আনন্দময়, “তদা”—সেই সুষুপ্তিকালে, “ব্রহ্মসুখম”—স্বরূপভূত সুখকে চিদাভাস সহিত, “অজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ”—অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সুখাদি বিষয়ক সত্ত্বগুণের পরিণামবিশেষরূপ বৃত্তিসমূহদ্বারা, “ভুঙ্‌ক্তে”—অনুভব করিয়া থাকে। ৬৫

ভাল, তাহা হইলে ‘জাগরণের ন্যায় সুষুপ্তিতে আমি সুখ অনুভব করিয়া থাকি’ এই প্রকার অভিমান কি কারণে হয় না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, অবিদ্যাবৃত্তিসমূহের বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় স্পষ্টতা না থাকায়, এই প্রকার অভিমান হয় না—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(ম) অজ্ঞানবৃত্তি সমূহের অস্পষ্টতা ও বুদ্ধিবৃত্তি সমূহের স্পষ্টতা।

অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা বিস্পষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।
ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥ ৬৬

অন্বয়—অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মাঃ, বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ বিস্পষ্টাঃ ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি।

অনুবাদ ও টীকা—অজ্ঞানবৃত্তিসমূহ অতিসূক্ষ্ম অর্থাৎ অস্পষ্ট হয়; আর বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ বিস্পষ্ট অর্থাৎ স্থূল হইয়া থাকে, বেদান্তসিদ্ধান্তপারগগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন। ৬৬

ভাল, আনন্দময় কোশ যে অতি সূক্ষ্ম অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মানন্দকে ভোগ করেন (৬৫ শ্লোকে এইরূপ) বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(য) আনন্দময় কোশ অতিসূক্ষ্ম অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা তাহার ব্রহ্মানন্দভোগ, তদ্বিষয়ে মাণ্ডূক্যাদি শ্রুতি প্রমাণ।

মাণ্ডূক্যতাপনীয়াদিশ্রুতিষ্বেতদতিস্ফুটম্।
আনন্দময়ভোক্তৃত্বং ব্রহ্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥ ৬৭

অন্বয়—মাণ্ডূক্যতাপনীয়াদিশ্রুতিষু এতৎ অতিস্ফুটম্; আনন্দময়ভোক্তৃত্বম্ চ ব্রহ্মানন্দে ভোগ্যতা।

অনুবাদ ও টীকা—মাণ্ডুক্য (নৃসিংহোত্তর) তাপনীয় প্রভৃতি উপনিষদে এ কথা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আনন্দময়ের ভোক্তৃত্ব ও ব্রহ্মানন্দে ভোগ্যতা—ভুক্ত হইবার যোগ্যতা আছে।৬৭

এক্ষণে [সুষুপ্তস্থানঃ একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ এব আনন্দময়ঃ হি আনন্দভুক্ চেতোমুখঃ—মাণ্ডুক্য উ, ৫]—'এই সুষুপ্ত যাহার স্থান, (বাহ্য ও আন্তর সর্ব্বপ্রকার বিষয়বিজ্ঞান না থাকায়) একীভাবপ্রাপ্ত কেবলই প্রকৃষ্ট জ্ঞানমূর্ত্তি প্রচুর আনন্দপূর্ণ ও আত্মানন্দভোজী এবং স্বীয় বোধশক্তি যাহার মুখস্বরূপ, সেই প্রাজ্ঞ আত্মা, ইহার তৃতীয় পাদ' ইত্যাদি মাণ্ডুক্য উপনিষদ্গত বাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন ঃ—

(র) মাণ্ডুক্যাদি শ্রুতিবচনসমূহের অর্থ।

একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাং গতঃ।
আনন্দময় আনন্দভুক্ চেতোময়বৃত্তিভিঃ ॥ ৬৮

অন্বয়—একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাম্ গতঃ আনন্দময়ঃ চেতোময়বৃত্তিভিঃ আনন্দভুক্।

অনুবাদ—সুষুপ্তিস্থিত একরূপতা ও প্রজ্ঞানঘনরূপতা প্রাপ্ত যে আত্মা তিনিই আনন্দময় ও চেতোময়বৃত্তিসমূহদ্বারা আনন্দভোজী হন অর্থাৎ স্বরূপানন্দ ভোগ করেন।

টীকা—"সুষুপ্তস্থানম্"—সুষুপ্ত অর্থাৎ সুষুপ্তি তাহাতে যিনি অবস্থান করেন তিনি সুষুপ্তস্থ অর্থাৎ সুষুপ্তির অভিমানী, "আনন্দময়ঃ"—আনন্দপ্রচুর, (প্রচুরার্থে ময়ট্, যেমন জলময় স্থান); "আনন্দভুক্"—(স্বরূপভূত) আনন্দকে যিনি ভোগ করেন, "চেতোময়বৃত্তিভিঃ"—চেতঃ অর্থাৎ চৈতন্য তন্ময় তৎপ্রচুর অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সহিত এইরূপ যে বৃত্তিসকল তদ্দ্বারা—চেতোময়ী বৃত্তিসমূহদ্বারা আনন্দভুক্ হন, এইরূপে শব্দ যোজনা করিতে হইবে। ৬৮

পূর্ব্বশ্লোকবর্ণিত শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত 'একীভূত' পদের অর্থ বলিতেছেন ঃ—

(ল) উদ্ধৃত মাণ্ডুক্যশ্রুতিগত 'একীভূত' পদের অর্থ।

বিজ্ঞানময়মুখ্যৈর্যো রূপৈর্যুক্তঃ পুরাধুনা।
স লয়েনৈকতাং প্রাপ্তো বহুতণ্ডুলপিষ্টবৎ ॥ ৬৯

অন্বয়—যঃ পুরাঃ বিজ্ঞানময়মুখ্যৈঃ রূপৈঃ যুক্তঃ সঃ অধুনা লয়েন একতাম্ প্রাপ্তঃ বহুতণ্ডুলপিষ্টবৎ।

অনুবাদ—যে আত্মা পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগরণাবস্থায় বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপ যুক্ত ছিলেন, তিনি এক্ষণে অর্থাৎ সুষুপ্তির বিলীনাবস্থায় বহুতণ্ডুলপিষ্টের (পিটুলির) ন্যায় একতা প্রাপ্ত হন।

টীকা—"যঃ পুরা"—যে আত্মা পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগরণাবস্থায়, "বিজ্ঞানময়মুখ্যৈঃ"—বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপে, [সঃ বা অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ অতেজোময়ঃ কামময়ঃ অকামময়ঃ ক্রোধময়ঃ অক্রোধময়ঃ ধর্ম্মময়ঃ অধর্ম্মময়ঃ সর্ব্বময়ঃ তৎ-যৎ-এতৎ-ইদম্ময়ঃ অদোময়ঃ ইতি—বৃহদা উ, ৪।৪।৫]

—(এই সংসারী আত্মা যে সমস্ত উপাধিযোগে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হন, সেই সমুদয়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন) 'সেই আত্মা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই বটে, কিন্তু উপাধিযোগে বিজ্ঞানময় (বুদ্ধির সহিত অভিন্নরূপ) ও মনোময় (মনের সহিত অভিন্নরূপ) হন; এই প্রকার প্রাণময়, চক্ষুর্ময়, শ্রোত্রময়, (পার্থিব শরীরে) পৃথিবীময়, (জলীয় শরীরে) আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অধর্ম্মময়, সর্ব্বময়, এবং যেহেতু প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বস্তুময়, সেইহেতু পরোক্ষ বস্তুময় বটে'—ইত্যাদি শ্রুতিবচনে বর্ণিত বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপ যে আকার, তদ্দ্বারা "যুক্তঃ"—ছিলেন, "সঃ এব অধুনা লয়েন"—সেই আত্মাই এক্ষণে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে লয়হেতু অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনোরূপ উপাধির বিলয় হেতু "একতাম্ প্রাপ্ত"—একাকারতাযুক্ত হন; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—''বহু তণ্ডুল পিষ্টের (পিটুলির) ন্যায়'' ইত্যাদি। বহু তণ্ডুলদ্বারা উৎপন্ন যে পিটুলি, তাহার ন্যায় হন। তাৎপর্য্য এই, যেমন একই ব্যক্তি রন্ধন অধ্যাপনা প্রভৃতি ক্রিয়াভেদে 'পাচক' 'পাঠক' ইত্যাদি রূপ হন, সেই প্রকার একই প্রত্যগাত্মা বিজ্ঞানময় প্রভৃতি উপাধির সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ সেই সেই রূপযুক্ত বলিয়া অভিহিত হন, ইহাই অর্থ। ৬৯

এক্ষণে 'প্রজ্ঞানঘন' শব্দের অর্থ বলিতেছেন:—

উক্ত শ্রুতিবচনগত "প্রজ্ঞানঘন" শব্দের অর্থ।

প্রজ্ঞানানি পুরা বুদ্ধিবৃত্তয়োঽথ ঘনোঽভবৎ।
ঘনত্বং হিমবিন্দূনামুদগ্‌দেশে যথা তথা ॥ ৭০

অন্বয়—পুরা প্রজ্ঞানানি বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ অথ ঘনঃ অভবৎ যথা উদগ্দেশে হিমবিন্দূনাম্ ঘনত্বম্ তথা

অনুবাদ—পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগ্রৎকালে প্রজ্ঞাননামক যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ছিল তাহারাই তৎপরে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে ঘনীভূত হইল, যেমন উত্তরাখণ্ডে (হিমালয় প্রদেশে) হিমবিন্দুসকল ঘনরূপতা অর্থাৎ একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ।

টীকা—"পুরা"—পূর্ব্বে জাগ্রদাদিকালে, "প্রজ্ঞানানি"—প্রজ্ঞানশব্দদ্বারা সূচিত ঘটাদি বিষয়ক, "বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ"—যে বুদ্ধিবৃত্তিসকল ছিল, "অথ"—অনন্তর, সুষুপ্তিকালে ঘটাদি বিষয়ের অভাবে, "ঘনঃ অভবৎ"—ঘন হইল অর্থাৎ চৈতন্যরূপে একরূপ হইল; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন উত্তরাখণ্ডে" ইত্যাদি। ৭০

এক্ষণে "প্রজ্ঞানঘন" শব্দের অর্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে উপস্থিত, কিছু অর্থের উল্লেখ করিতেছেন:—

তৎঘনত্বং সাক্ষিভাবং দুঃখাভাবং প্রচক্ষতে।
লৌকিকাস্তার্কিকা যাবদ্দুঃখবৃত্তিবিলোপনাৎ। ৭১

অন্বয়—তৎ সাক্ষিভাবম্ ঘনত্বম্ লৌকিকাঃ তার্কিকাঃ দুঃখাভাবম্ প্রচক্ষতে, যাবদ্দুঃখবৃত্তি-বিলোপনাৎ।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সাক্ষিভাবরূপ ঘনরূপতাকে শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও বৈশেষিকাদি তার্কিকগণ 'দুঃখাভাব' বলিয়া থাকেন, কেননা সুষুপ্তিতে যাবতীয় দুঃখবৃত্তি বিলীন হইয়া যায়।

টীকা—এই যে বেদান্তশাস্ত্রে "সাক্ষিভাবম্ ঘনত্বম্"—সাক্ষিভাবরূপে বর্ণিত প্রজ্ঞানঘনতা তাহাকেই "লৌকিকাঃ—শাস্ত্রসংস্কাররহিত জনগণ এবং "তার্কিকাঃ"—বৈশেষিকাদি শাস্ত্রজ্ঞগণ, "দুঃখাভাবম্ প্রচক্ষতে"—দুঃখাভাব বলিয়া উল্লেখ করেন। কেন এইরূপ বলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কেননা সুষুপ্তিতে যাবতীয়" ইত্যাদি। যতগুলি দুঃখবৃত্তি আছে, সেই সকলগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া; ইহাই অর্থ। ৭১

এক্ষণে ৭১ শ্লোকে উদ্ধৃত যে মাণ্ডুক্য শ্রুতিবচন, তদন্তর্গত "চেতোমুখ" শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(শ) উক্ত শ্রুতিবাক্য গত 'চেতোমুখ' শব্দের অর্থ, আর সুষুপ্তি হইতে জাগরণের কারণ।

অজ্ঞানবিম্বিতা চিৎ স্যান্মুখমানন্দভোজনে।
ভুক্তং ব্রহ্মসুখং ত্যক্ত্বা বহির্যাত্যথ কর্ম্মণা ॥ ৭২

অন্বয়—আনন্দভোজনে মুখম্ অজ্ঞানবিম্বিতা চিৎ স্যাৎ; অথ কর্ম্মণা ভুক্তম্ ব্রহ্মসুখম্ ত্যক্ত্বা বহিঃ যাতি।

অনুবাদ—ব্রহ্মানন্দভোজনে অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই মুখস্বরূপ হয়; পরে কর্ম্মবশে ভুক্ত ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া জীব বাহিরে গমন করে।

টীকা—"আনন্দভোজনে"—সুষুপ্তিগত ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে, "মুখম্"—সাধন, "অজ্ঞান-বিম্বিতা চিৎ স্যাৎ"—অজ্ঞানের বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই মুখ অর্থাৎ সাধন হয়। ভাল, সুষুপ্তিতে যদি আনন্দময়রূপ জীবদ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভুক্ত হয়, তবে তদনন্তর সেই ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া জীব কি হেতু "দুঃখালয়"রূপ জাগরণে ফিরিয়া আইসে? এইহেতু বলিতেছেন—"পরে কর্ম্মবশে ভুক্ত" ইত্যাদি। পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ বলিয়া, তদ্দ্বারা প্রেরিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইয়া, জীব ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার করিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তদনন্তর "বহিঃ যাতি"—বাহিরে যায়, অর্থাৎ জাগরণাদি প্রাপ্ত হয়। যেমন গৃহাবস্থিতা মাতার ক্রোড় হইতে উঠিয়া বালক বাহিরে যাইয়া অন্য বালকদিগের সহিত খেলা করে, পরে যখন অন্য বালকগণ খেলায় নিবৃত্ত হয়, তখন নিজেও শ্রান্তি অনুভব করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাতৃক্রোড়ে বসিয়া গৃহসুখ অনুভব করে এবং শ্রমাপনয়ন করে, আবার অন্য বালক ডাকিলে বাহিরে যায়, সেই প্রকার সুষুপ্তিরূপ গৃহে অবস্থিত অজ্ঞান বা কারণ-শরীররূপ মাতার বিক্ষেপশক্তিরূপ অংশসদৃশ ক্রোড় হইতে উঠিয়া, চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণরূপ বালক জাগ্রৎস্বপ্নরূপ ব্যাহ্য প্রদেশে যাইয়া কর্ম্ম করিবার জন্য প্রারব্ধ কর্ম্মরূপ অন্য বালকদিগের সহিত ব্যবহাররূপ ক্রীড়া করে। যখন জাগ্রৎস্বপ্নজনক ভোগপ্রদ কর্ম্মের বিরতি হয়, তখন জাগ্রৎস্বপ্নের ব্যাপার জনিত বিক্ষেপরূপ পরিশ্রম অনুভব করিয়া অজ্ঞানরূপ মাতার ক্রোড়ে বিলীন হইয়া সুষুপ্তিরূপ গৃহে স্বরূপভূত ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া জাগ্রৎস্বপ্ন ব্যাপারজনিত শ্রমের অপনোদন করে। আবার যখন ভোগপ্রদ কর্ম্মরূপ অন্য বালক আহ্বান করে অর্থাৎ প্রেরণা করে, তখন জাগ্রৎস্বপ্নরূপ বাহ্য প্রদেশে গমন করে, ইহাই তাৎপর্য্য।৭২

কর্ম্মদ্বারাই যে জাগরণাদি সংঘটিত হয়, ইহা কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া [পুনঃ চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ সঃ এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ—কৈবল্য উ, ১৩]—

পুনঃ অর্থাৎ আনন্দাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও আবার জন্মান্তরকৃত কর্ম্মবশে, সেই সুষুপ্তিপ্রাপ্ত জীবই স্বপ্নে অবস্থিত হয় অথবা জাগরণ প্রাপ্ত হয়—এই অর্থের উক্ত শ্রুতিবচন হইতে জানিয়াছি ; ইহা বলিবার জন্য উক্ত শ্রুতি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন এবং তাহার অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছেন :—

(ম) সুষুপ্তি হইতে জাগরণ বিষয়ে কৈবল্যশ্রুতিবাক্যের অর্থতঃ পঠন ও তদভিপ্রায় বর্ণন।

কর্ম্ম জন্মান্তরেঽভূত্তদ্যোগাদ্বুধ্যতে পুনঃ।
ইতি কৈবল্যশাখায়াং কর্ম্মজো বোধ ঈরিতঃ॥৭৩

অন্বয়—'যৎ জন্মান্তরে কর্ম্ম অভূৎ তদ্যোগাৎ পুনঃ বুধ্যতে' ইতি কৈবল্যশাখায়াম্ কর্ম্মজঃ বোধঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—জন্মান্তরে জীবকর্তৃক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারই বশে জীব জাগরণ প্রাপ্ত হয়, এইরূপে কৈবল্যশাখায় জাগরণ কর্ম্মজনিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ৭৩

সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ যে অনুভূত হয়, তদ্বিষয়ক নিদর্শনও বর্ণনা করিতেছেন :—

(য) সুষুপ্তিতে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের নিদর্শন।

কঞ্চিৎকালং প্রবুদ্ধস্য ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা।
অনুগচ্ছেদ্যতস্তূষ্ণীমাস্তে নির্বিষয়ঃ সুখী॥ ৭৪

অন্বয়—প্রবুদ্ধস্য কঞ্চিৎ কালম্ ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা অনুগচ্ছেৎ যতঃ নির্বিষয়ঃ সুখী তূষ্ণীম্ আস্তে।

অনুবাদ—জাগরিত হইলেও লোকের কিছুকাল পর্যন্ত ব্রহ্মানন্দের সংস্কার থাকিয়া যায়, যেহেতু জীব বিষয়শূন্য হইয়া কিছুকাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে।

টীকা—"প্রবুদ্ধস্য"—জাগরণ প্রাপ্ত হইলেও লোকের, "কঞ্চিৎ কালম্"—কিছুকাল অর্থাৎ স্বল্পকাল পর্যন্ত, "ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা"—সুষুপ্তিতে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের সংস্কার "অনুগচ্ছেৎ"—পশ্চাৎ থাকিয়া যায়। ভাল, এইরূপে যে সংস্কার থাকে, তাহা কি প্রকারে জানিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যেহেতু জীব বিষয়শূন্য" ইত্যাদি। "যতঃ"—যেহেতু জাগরণের আদিতে, "নির্বিষয়ঃ"—বিষয়ানুভব রহিত হইলেও লোকে, "সুখী তূষ্ণীম্ আস্তে"—সুখী হইয়া চুপ করিয়া (উদাসীনভাবে) অবস্থান করে, এইহেতু তাহা জানা যায়, ইহাই অর্থ। ৭৪

তাহা হইলে পরেও লোকে সর্ব্বদা চুপ করিয়াই কেন থাকিয়া যায় না? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(র) অনুভূত ব্রহ্মানন্দকে বিস্মৃত হইবার কারণ।

কর্ম্মভিঃ প্রেরিতঃ পশ্চান্নানাদুঃখানি ভাবয়ন্।
শনৈর্বিস্মরতি ব্রহ্মানন্দমেষোঽখিলো জনঃ॥ ৭৫

অন্বয়—কর্ম্মভিঃ প্রেরিতঃ এষঃ অখিলঃ জনঃ পশ্চাৎ নানাদুঃখানি ভাবয়ন্ শনৈঃ ব্রহ্মানন্দম্ বিস্মরতি।

অনুবাদ—(পূর্ব্বোক্ত) কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকল লোকেই পরে নানা প্রকার দুঃখের অনুসন্ধান অর্থাৎ স্মরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মানন্দকে ভুলিয়া যায়।

টীকা—"কর্ম্মভিঃ"—পূর্ব্বে ৭২ শ্লোকে যে কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই ফলপ্রদানোন্মুখ কর্ম্মদ্বারা ফলভোগে প্রেরিত হইয়া সকল প্রাণীই, "পশ্চাৎ"—পরে অনেক প্রকার দুঃখের (কর্ত্তব্য কর্ম্মের) স্মরণ করিতে করিতে অল্পকালমধ্যেই অনুভূত ব্রহ্মানন্দ বিস্মৃত হয়। ৭৫

এই (বক্ষ্যমাণ) কারণেও সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দানুভববিষয়ে বিবাদ করা অনুচিত, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক্ষ) ব্রহ্মানন্দ লইয়া বিবাদ অনুচিত ; তাহার কারণ।

প্রাগূর্দ্ধ্বমপি নিদ্রায়াঃ পক্ষপাতো দিনে দিনে।
ব্রহ্মানন্দে নৃণাং তেন প্রাজ্ঞোঽস্মিন্ বিবদেত কঃ? ৭৬

অন্বয়—দিনে দিনে নৃণাম্ নিদ্রায়াঃ প্রাক্ ঊর্দ্ধ্বম্ অপি ব্রহ্মানন্দে পক্ষপাতঃ, তেন অস্মিন্ কঃ প্রাজ্ঞঃ বিবদেত ?

অনুবাদ—প্রতিদিন লোকের নিদ্রার পূর্ব্বে ও পরে ব্রহ্মানন্দবিষয়ে পক্ষপাত (আকর্ষণ) হয়; সেই কারণেও ইহা লইয়া কোন্ পণ্ডিত বিবাদ করিবে ?

টীকা—প্রতিদিন লোকের নিদ্রার "প্রাক্ ঊর্দ্ধ্বম্ অপি"—প্রারম্ভে ও পরেও নিদ্রাবসানে, "ব্রহ্মানন্দে"—স্নেহ বা আকর্ষণ হয়, কেননা নিদ্রার আদিতে কোমল শয্যা প্রভৃতি রচনা করে এবং নিদ্রার অবসানে সেই নিদ্রাসুখ পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে। "তেন"—সেই কারণে, "অস্মিন্"—এই আনন্দ লইয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ "বিবদেত ?"—বিবাদ করিবে ? কেহই করিবে না ইহাই অর্থ। ৭৬

২। তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানে ব্রহ্মানন্দ ভান হয় বলিয়া শাস্ত্রগুরুসেবাদি সাধন ব্যর্থ নহে। আনন্দ ত্রিবিধ—ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ।

বাদী বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ক) (শঙ্কা) ভাল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানে ব্রহ্মানন্দের ভান হয় বলিয়া, শাস্ত্রগুরুসেবাদি সাধন ত' নিষ্প্রয়োজন ?

ননু তূষ্ণীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দশ্চেদ্ভাতি লৌকিকাঃ।
অলসাশ্চরিতার্থাঃ স্যুঃ শাস্ত্রেণ গুরুণাত্র কিম্ ?॥ ৭৭

অন্বয়—ননু তূষ্ণীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দঃ ভাতি চেৎ অলসাঃ লৌকিকাঃ চরিতার্থাঃ স্যুঃ। অত্র শাস্ত্রেণ গুরুণা কিম্ ?

অনুবাদ—ভাল, তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানেই যদি ব্রহ্মানন্দের ভান অর্থাৎ অনুভব হয়, তবে সাধারণ অলস ব্যক্তিগণ ত' কৃতার্থ হইল ? তাহা হইলে ইহার জন্য শাস্ত্রের ও গুরুর প্রয়োজন কি ?

টীকা—গুরুসেবাদিদ্বারা লভ্য ব্রহ্মানন্দানুভব যদি কেবল তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করিলেই

পাওয়া যায়, তাহা হইলে গুরুসেবাদিপূর্ব্বক শ্রবণাদি সাধন ত' বৃথা হইয়া যায়? ইহাই উক্ত শঙ্কার অভিপ্রায়। ৭৭

'এইটিই ব্রহ্মানন্দ'—এইরূপে অনুভূত হইলেই কৃতার্থতা হয়। কিন্তু 'এইটিই সেই ব্রহ্মানন্দ' এইরূপে জানা গুরুসুশ্রূষাদি বিনা সম্ভব নহে, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত শঙ্কার সমাধান।

বাঢ়ং ব্রহ্মেতি বিদ্যশ্চেৎ কৃতার্থাস্তাবতৈব তে।
গুরুশাস্ত্রে বিনাত্যন্তগম্ভীরং ব্রহ্ম বেত্তি কঃ ? ॥৭৮

অন্বয়—'ব্রহ্ম' ইতি বিদ্যুঃ চেৎ তাবতা এব তে কৃতার্থাঃ, বাঢম অত্যন্তগম্ভীরম ব্রহ্ম 'গুরুশাস্ত্রে বিনা কঃ বেত্তি ?

অনুবাদ—'ইহাই ব্রহ্ম' যদি তাহারা এইরূপে অনুভব করিতে পারে; তাহা হইলে জন সাধারণে অলস হইয়া কৃতার্থ হইতে পারে; একথা সত্য বটে, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর ব্রহ্মকে গুরুশাস্ত্র বিনা কে জানিতে পারে ?

টীকা—"অত্যন্তগম্ভীরম্"—দুরবগাহ অর্থাৎ বচনমনের অগোচর অর্থাৎ অবিষয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর সর্ব্বাত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে গুরুশাস্ত্র ছাড়িয়া অন্য কোন্ উপায়ে লোকে জানিতে সমর্থ হইবে ? এইরূপ কোনও উপায় নাই। তাৎপর্য্য এই—চিন্তামণি অন্যান্য পাষাণখণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কিম্বা সুবর্ণাদি ভূগর্ভেই পড়িয়া থাকিলে, তদ্দ্বারা কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না, কিন্তু 'ইহাই চিন্তামণি' এইরূপে চিনিতে পারিলে কিম্বা ভূগর্ভোত্তোলিত সুবর্ণাদিকে 'ইহা স্বর্ণ' ইত্যাদিরূপে চিনিতে পারিলে তবে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। সেই প্রকার সুষুপ্তিতে বিষয়সুখের ন্যায় সামান্যভাবে অনুভূত ব্রহ্মানন্দের দ্বারা "কর্ত্তব্যমার্ত্তণ্ডজ্বালাদগ্ধের" সর্ব্বকর্ত্তব্যরূপ অনর্থের নিবৃত্তিদ্বারা পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় না, কেননা অনর্থের কারণরূপ অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কিন্তু এই সুষুপ্তিনিষ্ঠ আনন্দমূর্ত্তি নিত্য নিরতিশয় ব্রহ্ম আমার নিজ রূপই—এই প্রকারে বিশেষরূপে অবগত হইলেই লোকের অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, এবং সেই অজ্ঞানজনিত কর্ত্তব্যজ্ঞানরূপ অনর্থের নিবৃত্তিদ্বারা পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয়। ৭৮

বাদী যদি সিদ্ধান্তীকে বলেন, 'ভাল আপনার উক্ত বচনদ্বারাই ব্রহ্মানন্দ বুঝিলাম; তদ্দ্বারা আমি আপনাকে ত' কৃতার্থ বলিয়া অনুভব করিতেছি না'—বাদীর এই আশঙ্কার অনুবাদ করিয়া সিদ্ধান্তী সোপহাস উত্তর দিতেছেন :—

(গ) সিদ্ধান্তীর উক্ত বাক্য ধরিয়া ব্রহ্মানন্দজ্ঞানের অভিমান করিলে অকৃতার্থতা; উপাখ্যানদ্বারা উপপাদন।

জানাম্যহং ত্বদুক্ত্যাদ্য কুতো মে ন কৃতার্থতা।
শৃণ্বত্র ত্বাদৃশো বৃত্তং প্রাজ্ঞম্মন্যস্য কস্যচিৎ ॥ ৭৯

অন্বয়—'অহম্ ত্বদুক্ত্যা অদ্য জানামি, মে কৃতার্থতা কুতঃ ন ?' অত্র ত্বাদৃশঃ প্রাজ্ঞম্মন্যস্য কস্যচিৎ বৃত্তম্ শৃণু।

অনুবাদ ও টীকা—(বাদী যদি বলে, হে সিদ্ধান্তিন্) আপনার এই উক্তি

দ্বারাই 'ইহাই ব্রহ্মানন্দ' ইহা এক্ষণে জানিলাম, তাহা হইলে আমার কৃতার্থতা কেন হইতেছে না? (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—হে বাদিন্) এ বিষয়ে তোমার মত এক পাণ্ডিত্যাভিমানী (বস্তুতঃ অপণ্ডিত) লোকের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ৭৯

সেই বৃত্তান্তের উপন্যাস করিতেছেন :—

চতুর্ব্বেদবিদে দেয়মিতি শৃণ্বন্নবোচত।
বেদাশ্চত্বার ইত্যেবং বেদ্মি মে দীয়তাং ধনম্॥ ৮০

অন্বয়—"চতুর্ব্বেদবিদে দেয়ম্" ইতি শৃণ্বন্ অবোচত "বেদাঃ চত্বারঃ" ইতি এবম্ বেদ্মি; মে ধনম্ দীয়তাম্।

অনুবাদ—'চতুর্ব্বেদবেত্তাকে এই ধন দিতে হইবে', ইহা শুনিয়া সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিলেন—বেদ চারিটি, আমি তোমার এই বাক্য হইতেই জানিলাম, সেই ধন আমাকে দাও।

টীকা—কোনও ধনী পুরুষ বলিলেন "চতুর্ব্বেদবিদে দেয়ম্"—চতুর্ব্বেদবেত্তা কোনও দানীয় বিপ্রকে এই ধনরাশি দিতে হইবে, "ইতি শৃণ্বন্"—এই কথা শুনিয়া, সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিল "বেদাঃ চত্বারঃ"—'বেদ চারিটি,' তোমার বাক্য হইতেই আমি জানিয়াছি; এইহেতু আমাকেই সেই ধন দাও: হে বাদিন্ তুমিও ঠিক তাহারই ন্যায়। ৮০

(শঙ্কা) ভাল, বেদ চারিটি, যে লোক ইহা জানে, সে বেদের সংখ্যাই জানে; সে বেদের স্বরূপ জানে না; এই প্রকারে বাদী পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন :—

(গ) এই আখ্যানে অসঙ্গতি শঙ্কা; সঙ্গতি দেখাইয়া তাহার সমাধান

সংখ্যামেবৈষ জানাতি ন তু বেদানশেষতঃ।
যদি তর্হি ত্বমপ্যেবং নাশেষং ব্রহ্ম বেৎসি হি॥ ৮১

অন্বয়—এষঃ সংখ্যাম্ এব জানাতি, অশেষতঃ বেদান্ তু ন যদি; তর্হি এবম্ ত্বম্ অপি অশেষম্ ব্রহ্ম ন বেৎসি।

অনুবাদ—এই পুরুষ বেদের সংখ্যাই জানে, সম্পূর্ণরূপে বেদসমূহ জানে না, যদি এইরূপ বল, তবে তুমিও এইপ্রকার সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে জান না।

টীকা—সিদ্ধান্তী দৃষ্টান্তের সমতা বা সঙ্গতি দেখাইয়া সমাধান করিতেছেন- এই চতুর্ব্বেদ জ্ঞানাভিমানীর ন্যায় তুমিও "অশেষম্"—নিঃশেষরূপে, ব্রহ্মকে জান না। ৮১

ভাল, বেদের সংখ্যা যেমন বেদের স্বরূপ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ ভেদ স্বগতাদিভেদশূন্য আনন্দরূপ ব্রহ্মে ত' নাই; সেইহেতু ব্রহ্মের কোন অংশই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। অতএব আপনি যে আমার ব্রহ্মজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন, তাহা ত' সম্ভবে না, এই প্রকারে বাদী পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন :—

(৬) বাদীর শঙ্কা—ব্রহ্মজ্ঞানে অসম্পূর্ণতা অসম্ভব।

অখণ্ডৈকরসানন্দে মায়াতৎকার্য্যবর্জ্জিতে।
অশেষত্বসশেষত্ববার্ত্তাবসরঃ এব কঃ ? । ৮২

অন্বয়—মায়াতৎকার্য্যবর্জ্জিতে অখণ্ডৈকরসানন্দে অশেষত্বসশেষত্ববার্ত্তাবসরঃ এব কঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—মায়া ও তৎকার্য্যবর্জ্জিত অখণ্ড একরস আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতার কথার অবসর কোথায় ? (ঐরূপ কথাই উঠিতে পারে না সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আখ্যানও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না)। ৮২

ব্রহ্মজ্ঞানেও যে অসম্পূর্ণতাদি থাকিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য, 'আমি ব্রহ্ম জানি' এইরূপ দম্ভকারী বাদীকে সিদ্ধান্তী বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

(৭) সিদ্ধান্তিকর্তৃক বিকল্প করিয়া উক্ত শঙ্কার সমাধান।

শব্দানেব পঠস্যাহো তেষামর্থঞ্চ পশ্যসি ?।
শব্দপাঠেঽর্থবোধস্তে সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে ॥ ৮৩

অন্বয়—শব্দান্ এব পঠসি, আহো তেষাম্ অর্থম্ চ পশ্যসি ? শব্দপাঠে তে অর্থবোধঃ সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—তুমি কি কেবল অখণ্ডৈকরস অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দগুলিই পাঠ করিতেছ ? আহো—অথবা, সেই শব্দগুলির অর্থ স্বগতাদিভেদশূন্যতা প্রভৃতি অর্থও দেখিতেছ ? (প্রথম পক্ষে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—) যদি শব্দপাঠমাত্রই করিতেছ তাহা হইলে অর্থবোধসম্পাদন এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, এইহেতু তোমার ব্রহ্মজ্ঞান অসম্পূর্ণ। ৮৩

দ্বিতীয় পক্ষেও সেই অসম্পূর্ণতা দেখাইতেছেন :—

অর্থে ব্যাকরণাদ্বুদ্ধে সাক্ষাৎকারোঽবশিষ্যতে।
স্যাৎ কৃতার্থত্বধীর্যাবত্তাবদ্‌গুরুমুপাস্ব ভোঃ ॥ ৮৪

অন্বয়—ব্যাকরণাৎ অর্থে বুদ্ধে সাক্ষাৎকারঃ অবশিষ্যতে ; যাবৎ কৃতার্থত্বধীঃ স্যাৎ তাবৎ ভোঃ গুরুম্ উপাস্ব।

অনুবাদ—ব্যাকরণের সাহায্যে অর্থবোধ হইলেও সাক্ষাৎকার অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত না কৃতার্থতাবুদ্ধি আইসে, ওহে, ততদিন পর্য্যন্ত গুরূপাসনা কর।

টীকা—মূলে যে "ব্যাকরণাৎ"—(ব্যাকরণ হইতে) এই পদ রহিয়াছে, তাহা বেদাদিরও উপলক্ষণ ; এইহেতু ব্যাকরণ প্রভৃতির দ্বারা পরোক্ষজ্ঞান সম্পাদিত হইলেও সংশয় প্রভৃতির দূরীকরণদ্বারা অপরোক্ষ করা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তাহা হইলে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা কবে হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সেই জ্ঞানের অবধি প্রদর্শন করিতেছেন—"যতদিন পর্য্যন্ত না

কৃতার্থতাবুদ্ধি" ইত্যাদি। "কৃতার্থত্ববুদ্ধিঃ"—যাহা কর্ত্তব্য ছিল করিয়াছি, যাহা প্রাপ্তব্য ছিল পাইয়াছি—এই প্রকার কৃতার্থতাবুদ্ধি যখন উৎপন্ন হইবে, তখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল বুঝিতে হইবে, ইহাই অর্থ। ৮৪

এই প্রকারে আটটি শ্লোকে প্রসঙ্গপ্রাপ্ত অর্থের পরিসমাপ্তি করিয়া ৭৬ শ্লোকোক্ত আলোচ্য বাসনানন্দের অনুসরণ করিতেছেন :—

(ছ) বাসনানন্দের স্বরূপ।

আস্তামেতদ্ যত্র যত্র সুখং স্যাদ্বিষয়ৈর্বিনা।
তত্র সর্ব্বত্র বিদ্ধ্যেতাং ব্রহ্মানন্দস্য বাসনাম্॥ ৮৫

অন্বয়—এতৎ আস্তাম্, যত্র যত্র বিষয়ৈঃ বিনা সুখম্ স্যাৎ তত্র সর্ব্বত্র ব্রহ্মানন্দস্য এতাম বাসনাম্ বিদ্ধি।

অনুবাদ—এই প্রসঙ্গাগত কথা থাকুক। যে যে অবস্থায় বিষয় বিনা সুখানুভব করিবে, সেই সেই অবস্থাতেই ইহাকে ব্রহ্মানন্দের বাসনা বলিয়া জানিবে।

টীকা—"যত্র যত্র"—যে যে কালে অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাবাদিকালে বিষয়ের অনুভব বিনা সুখানুভব হইবে, তখনই তখনই সুখ বিষয়জনিত নহে বলিয়া, এবং সূক্ষ্মাহঙ্কারদ্বারা আবৃত বলিয়া তাহার বাসনানন্দতা বুঝিয়া লইবে; ইহাই অর্থ। ৮৫

এই প্রকারে ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ বুঝাইয়া, আনন্দ ত্রিবিধই হইতে পারে এইরূপ নিয়ম করিবার জন্য "বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সম্মুখীন হইলে, তাহাতে স্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়"—এই ৪৪ শ্লোকোক্ত বিষয়ানন্দের অনুবাদ করিতেছেন :—

(জ) বিষয়ানন্দের স্বরূপ।

বিষয়েষ্বপি লব্ধেষু তদিচ্ছোপরমে সতি।
অন্তর্মুখমনোবৃত্তাবানন্দঃ প্রতিবিম্বতি॥ ৮৬

অন্বয়—বিষয়েষু লব্ধেষু অপি তদিচ্ছোপরমে সতি অন্তর্মুখমনোবৃত্তৌ আনন্দঃ প্রতিবিম্বতি।

অনুবাদ—বিষয়ানন্দ প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ক ইচ্ছার নিবৃত্তি হয়। তখন অন্তর্মুখী মনোবৃত্তিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়।

টীকা—যখনই যখনই গন্ধমাল্যাদি বিষয়লাভ হেতু, সেই সেই বিষয়ের ইচ্ছার "উপরমঃ" —অর্থাৎ নিবৃত্তি হয়, তখন মন অন্তর্মুখ হইলে, সেই মনে যে আত্মস্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, ইহাই বিষয়ানন্দ। যখনই বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, তখনই ইচ্ছারূপ চঞ্চল রাজসী বৃত্তি নিবৃত্ত হয় এবং প্রাপ্ত বিষয়ের জ্ঞানরূপ সাত্ত্বিক বৃত্তিতে বিষয়োপহিত চৈতন্যের স্বরূপভূত আনন্দের ভান হয়, এই বৃত্তি বিষয়রূপ নিমিত্তবশতঃই উৎপন্ন হয়, এইহেতু সেই বৃত্তিকে বিষয়ানন্দ বলে। অথবা, বাঞ্ছিত বিষয়ের জ্ঞানদ্বারা ইচ্ছারূপ বৃত্তির নিবৃত্তি হয়, সেই ইচ্ছার নিবৃত্তিরূপ নিমিত্তবশতঃই অন্ত অন্তর্মুখবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা অন্তঃকরণোপহিত আনন্দের ভান হয়। এই অন্তর্মুখবৃত্তি বা সেই বৃত্তিতে যে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব হয় তাহাকেই বিষয়ানন্দ বলে। তাহাকে প্রতিবিম্বানন্দ

বা লেশানন্দও বলে। এই আনন্দ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্য্যন্ত সর্ব্ব জীবের উপজীব্য ; ইহাই অর্থ। ৮৬

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ঝ) আনন্দের ত্রিবিধতা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা।

ব্রহ্মানন্দো বাসনা চ প্রতিবিম্ব ইতি ত্রয়ম্।
অন্তরেণ জগত্যস্মিন্নানন্দো নাস্তি কশ্চন ॥ ৮৭

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দঃ বাসনা চ প্রতিবিম্বঃ ইতি ত্রয়ম্ অন্তরেণ অস্মিন্ জগতি কশ্চন আনন্দঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও প্রতিবিম্বানন্দ বা বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন এই জগতে আর কোনও প্রকার আনন্দ নাই।

টীকা—৩৩ হইতে ৭৬ পর্য্যন্ত এই ৪৪টি শ্লোকোক্ত প্রকারে স্বপ্রকাশরূপে সুষুপ্তিতে ভাসমান যে ব্রহ্মানন্দ এবং ৮৫ শ্লোকে বর্ণিত তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানে বিষয়ানুভব বিনা যে বাসনানন্দ এবং ৮৬ শ্লোকে বর্ণিত, বাঞ্ছিত বিষয়ের লাভে অন্তর্মুখ মনে প্রতিবিম্বিত যে বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ হইতে ভিন্ন অন্য কোনও আনন্দ নাই।

(শঙ্কা) (ক) ভাল, এই প্রকরণের ১১ শ্লোকে—"আনন্দ তিন প্রকার—ব্রহ্মানন্দ, "বিদ্যানন্দ" ও বিষয়ানন্দ—এই প্রকারে আনন্দের ত্রিবিধতা বর্ণন করিয়াছেন ; আবার এখন "ব্রহ্মানন্দ, "বাসনানন্দ" ও বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন জগতে আর কোনও প্রকার আনন্দ নাই" এইরূপ যে এই (৮৭ শ্লোকে) পূর্ব্বোক্ত আনন্দত্রয় হইতে বিলক্ষণ আনন্দত্রয় উক্ত হইল, ইহাতে পূর্ব্বোত্তর বিরোধ ঘটিতেছে।

(খ, গ) অগ্রে (৯৮ শ্লোকে) "অভ্যাসের পটুতাদ্বারা যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিস্মৃত হওয়া যায়, সেই সেই পরিমাণে সূক্ষ্মানুভবী পুরুষের নিজানন্দের অনুমান হয়" এবং (১২১ শ্লোকে) "সেই প্রকার লোকে উদাসীন বা নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া, তৎপর হইয়া মুখ্যানন্দের ভাবনা করিতে থাকেন"—এই প্রকারে পূর্ব্বে ১১ শ্লোকোক্ত এবং ৮৭ শ্লোকোক্ত দুই প্রকার ত্রিবিধতা হইতে ভিন্ন "নিজানন্দ" ও "মুখ্যানন্দ" কথিত হইতেছে।

(ঘ) আবার এই ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের "আত্মানন্দ" নামক দ্বিতীয়াধ্যায়ের (পঞ্চদশীর দ্বাদশ প্রকরণের) ৪ শ্লোকের শেষার্দ্ধে "মৃদুবুদ্ধি জিজ্ঞাসুকে কিন্তু আত্মানন্দ-(বিচার-) দ্বারা বুঝাইতে হয়"—এইরূপে পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার আনন্দ হইতে ভিন্ন "আত্মানন্দে"র কথা বলিতেছেন।

(ঙ) ত্রয়োদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকে "যোগানন্দ" নামেও এক আনন্দ দেখা যাইতেছে।

(চ) আবার ত্রয়োদশ প্রকরণের ১০৫ শ্লোকে ('ব্রহ্মানন্দ' নামক গ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায়ে) "যাহা বর্ণিত হইল, তাহা অদ্বৈতানন্দ" এইস্থলে "অদ্বৈতানন্দ" নামক অন্য এক আনন্দ দেখিতেছি।

এইহেতু "এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন এই জগতে আর কোনও প্রকার আনন্দ নাই"—

৮৭ শ্লোকের এই উক্তি বিরোধপ্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে যদি শঙ্কা উঠাও তবে বলি তাহা ঠিক নহে, কেননা—

(ক) "বিদ্যানন্দ," বিষয়ানন্দের ন্যায় অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ বলিয়া বিষয়ানন্দেরই অন্তর্ভূত, ইহা অগ্রে চতুর্দ্দশ প্রকরণের ২ শ্লোকে, "বিষয়ানন্দের ন্যায় বিদ্যানন্দও বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ" এইরূপে বিদ্যানন্দকে বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করায়, তাহাকে বিষয়ানন্দেরই অন্তর্ভূত বলা অভিপ্রেত। এইহেতু বিদ্যানন্দ, বিষয়ানন্দ হইতে ভিন্ন নহে। আর 'নিজানন্দ', 'মুখ্যানন্দ', 'আত্মানন্দ' 'যোগানন্দ' ও 'অদ্বৈতানন্দ' ব্রহ্মানন্দ হইতে অভিন্ন বলিয়া ৮৭ শ্লোকের উক্তির সহিত বিরোধ নাই।

(খ) সেই প্রকার আরও দেখ "যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিস্মৃত হওয়া যায়"—এই প্রকারে (৯৮ শ্লোকোদ্ধৃত) যোগরূপ উপায়দ্বারা উপলব্ধব্য বলিয়া, নিজানন্দকেই 'যোগানন্দ'রূপে বর্ণনা করা অভিপ্রেত। আবার সেই নিজানন্দই "যে অবস্থায় দ্বৈতের প্রতীতি হয় না, এবং যে অবস্থা নিদ্রাও নহে, সেই অবস্থায় যে সুখের অনুভব হয়, তাহাই ব্রহ্মানন্দ—ইহাই ভগবান অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন"—এইরূপে অগ্রে ১০০ শ্লোকে ব্রহ্মানন্দরূপে কথিত হওয়ায় নিজানন্দ, ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন নহে।

(গ) সেই প্রকার মুখ্যানন্দও ব্রহ্মানন্দ; কেননা অগ্রে ৮৮ শ্লোকে "তাহা হইলে যে স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দ, বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই উভয় আনন্দকে উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান, তাহা ব্রহ্মানন্দই"—এই প্রকারে উৎপাদ্য বলিয়া, অমুখ্যরূপ যে বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ তাহাদের উৎপাদক বলিয়া বর্ণিত ব্রহ্মানন্দেরই অগ্রে (পূর্ব্বোদ্ধৃত ১২১ শ্লোকে)—"সেই প্রকার লোকে উদাসীন বা নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া তৎপর হইয়া মুখ্যানন্দের ভাবনা করে"—এই প্রকারে মুখ্যানন্দরূপতা কথিত হইয়াছে।

(ঘ, ঙ, চ) আর আত্মানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ উভয়ই যে ব্রহ্মানন্দ, ইহা ব্রহ্মানন্দগ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায়ের (পঞ্চদশীর ত্রয়োদশ প্রকরণের) প্রথম শ্লোকে—"পূর্ব্বে যে যোগানন্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাকে আত্মানন্দ বলিয়া জানিবে"—এই প্রকারে, যোগানন্দনামক প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চদশীর একাদশ প্রকরণে) যোগানন্দ বলিয়া অভিপ্রেত ব্রহ্মানন্দেরই যোগানন্দশব্দদ্বারা অনুবাদপূর্ব্বক আত্মানন্দতা কথিত হইয়াছে। তদনন্তর ত্রয়োদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে—"কিন্তু সেই সদ্বিতীয় বস্তুর অদ্বিতীয় ব্রহ্মত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? এইরূপ যদি বল"—এই প্রকারে প্রশ্ন উঠাইয়া ত্রয়োদশ প্রকরণের দ্বিতীয় শ্লোক "আকাশ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেহ পর্য্যন্ত" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি শ্লোকে অদ্বিতীয় আত্মানন্দেরই ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝিতে হইবে আত্মানন্দ ও অদ্বৈতানন্দ উভয়েই ব্রহ্মানন্দ। এই কারণে ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও প্রতিবিম্বানন্দ বা বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন জগতে অন্য কোনও প্রকার আনন্দ নাই—এইরূপে আনন্দের ত্রিবিধতা কথন সুনির্ণীতই হইয়াছে।

ভাল, তাহা হইলে দ্বাদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকে "যোগী উক্ত রীতিক্রমে বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ হইতে অতিরিক্ত নিজানন্দ অনুভব করুন, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তির সংসারে কি গতি হইবে?"—

এই প্রকারে নিজানন্দকে ব্রহ্মানন্দ ও বাসনানন্দ হইতে যে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা ত' অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা উঠান অনুচিত; কেননা, একই ব্রহ্মানন্দের জগৎ-কারণতারূপ উপাধি ধরিয়া, অথবা তাহা ছাড়িয়া—এইরূপ ভেদ ধরিয়া ভেদের বর্ণন সম্ভব হয়; যেহেতু দেখ—

(১) ব্রহ্মানন্দের নিরূপণাবসরে [আনন্দাৎ হি এব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬।১]—'আনন্দ হইতেই—মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর হইতেই—এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়'—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জগৎকারণতা কথিত হওয়ায়, ব্রহ্মানন্দ যে মায়াসংশ্লিষ্ট তাহা জানা যায়, কেননা, মায়ারহিত হইলে জগৎকারণতা অসম্ভব হয়।

(২) আবার নিজানন্দের নিরূপণকালেও "অভ্যাসের পটুতাবশতঃ যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিস্মৃত হওয়া যায়"—এই প্রকার ৯৮ শ্লোক প্রভৃতি বাক্যদ্বারা কারণ সহিত অহঙ্কারের বিলয় প্রতিপাদিত হওয়ায়—নিজানন্দও মায়ারহিত। এইরূপে সকল উক্তিই নির্দোষ। ৮৭

ভাল, এই অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দের বিচারই অভিপ্রেত বলিয়া অপর দুই আনন্দের অর্থাৎ বাসনানন্দের ও বিষয়ানন্দের প্রতিপাদন ত' আলোচ্য বিষয়সম্বন্ধে অসঙ্গত? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, উক্ত দুই আনন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া, সেই ব্রহ্মানন্দ বুঝিতে তদুভয়ের উপযোগিতা আছে; সেইহেতু আলোচ্য বিষয়ের বিচারে তদুভয়ের প্রতিপাদন অসঙ্গত নহে, যেমন অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূমের জ্ঞান, অগ্নির জ্ঞান বিষয়ে উপযোগী এবং জল হইতে উৎপন্ন শীতলতার জ্ঞান জলের জ্ঞান বিষয়ে উপযোগী; এইহেতু তদুভয়ের নিরূপণ অপ্রাসঙ্গিক নহে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(ক) বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দের উৎপাদন স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দের বর্ণন।

তথা চ বিষয়ানন্দো বাসনানন্দ ইত্যমূ।
আনন্দৌ জনয়ন্নাস্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ৮৮

অন্বয়—তথা চ স্বয়ংপ্রভঃ, বিষয়ানন্দঃ বাসনানন্দঃ ইতি অমূ আনন্দৌ জনয়ন্ ব্রহ্মানন্দঃ আস্তে।

অনুবাদ—তাহা হইলে যে স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দ, বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই উভয় আনন্দকে উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান তাহা ব্রহ্মানন্দই।

টীকা—"তথা চ"—এই প্রকারে আনন্দ ত্রিবিধ বলিয়া অবধারিত হওয়ায়, যে স্বপ্রকাশ আনন্দ বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই দুইটিকে উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্মানন্দকে বুঝা আবশ্যক, ইহাই অর্থ। ৮৮

বাসনানন্দ ও নিজানন্দের বর্ণন; ক্ষণিক সমাধি সম্ভব হইলে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব।

১। জাগ্রদবস্থায় বাসনানন্দের সিদ্ধি করিয়া, অভ্যাসদ্বারা প্রতীত নিজানন্দের বর্ণন।

পূর্ব্বালোচিত বিষয়ের পুনর্ব্বর্ণন করিয়া অগ্রে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন :—

(ক) পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের অনুবাদ করিয়া অগ্রে বর্ণয়িতব্য বিষয়ের অবতারণা।

শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ স্বপ্রকাশচিদাত্মকে।
ব্রহ্মানন্দে সুপ্তিকালে সিদ্ধে সত্যন্যদা শৃণু ॥ ৮৯

অন্বয়—শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ সুপ্তিকালে স্বপ্রকাশচিদাত্মকে ব্রহ্মানন্দে সিদ্ধে সতি অন্যদা শৃণু।

অনুবাদ—শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সুষুপ্তিকালে স্বপ্রকাশ চিদাত্মরূপ ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধ হইল, এক্ষণে অন্য কালের অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্নকালে সেই ব্রহ্মানন্দানুভবের উপায় শ্রবণ কর।

টীকা—"শ্রুতিভিঃ"—৫৮ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত—[সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে, তমোঽভিভূতঃ সুখরূপম্ এতি—কৈবল্য উ, ১৫]—'সুষুপ্তিকালে সমস্ত বিশেষবিজ্ঞান স্বকারণে বিলীন হইলে, জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বপ্রকাশমান আনন্দাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়'—ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতিসমূহদ্বারা, "যুক্তিভিঃ"—"আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম"—ইত্যাদিরূপ স্মরণ অন্যপ্রকারে অসম্ভব ইত্যাদিরূপ যুক্তিদ্বারা,—"অনুভূত্যা"—এবং অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা কল্পিত (অনুমিত) সুষুপ্তির অনুভবদ্বারা, সুষুপ্তিকালে স্বপ্রকাশ চিদাত্মরূপ ব্রহ্মানন্দ সাধিত হইল; এক্ষণে এই ৮৯ শ্লোকের পরে, "অন্যদা"—অন্যকালে অর্থাৎ জাগরণাবস্থাতেও (এবং স্বপ্নাবস্থাতেও) যে ব্রহ্মানন্দানুভবের উপায় বর্ণিত হইবে, তাহা শ্রবণ কর, ইহাই অর্থ। ৮৯

ব্রহ্মানন্দ বুঝিবার উপায় প্রদর্শনের যে প্রতিজ্ঞা করা হইল, তাহার উপোদ্ঘাত (বা উপক্রমণিকা) রূপে জীবের জাগ্রৎস্বপ্নরূপ অপর দুই অবস্থার প্রাপ্তি, নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) জীবের অপর দুই অবস্থার প্রাপ্তি ও তাহার নিমিত্তের বর্ণন।

য আনন্দময়ঃ সুপ্তৌ স বিজ্ঞানময়াত্মতাম্।
গত্বা স্বপ্নং প্রবোধং বা প্রাপ্নোতি স্থানভেদতঃ ॥ ৯০

অন্বয়—সুপ্তৌ যঃ আনন্দময়ঃ সঃ বিজ্ঞানময়াত্মতাম্ গত্বা স্থানভেদতঃ স্বপ্নম্ বা প্রবোধম্ প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে যিনি আনন্দময়, তিনিই বিজ্ঞানময় রূপ ধরিয়া (বক্ষ্যমাণ) স্থানভেদে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হন।

টীকা—"সুপ্তৌ"—সুষুপ্তিকালে, "যঃ আনন্দময়ঃ"—৬৩ শ্লোকে "তাহাই পূর্ব্বের বিলীনাবস্থায় আনন্দময় শব্দে অভিহিত হয়" এইরূপে বর্ণিত যে আনন্দময়, "সঃ"—বিজ্ঞানময় শব্দদ্বারা সূচিত বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায়, "বিজ্ঞানময়তাম্ প্রাপ্য"—বিজ্ঞানময়রূপ ধরিয়া, "স্থানভেদতঃ"—অগ্রে যাহা বর্ণিত হইবে সেই সেই স্থানবিশেষের যোগে "স্বপ্নম্ বা প্রবোধম্"—স্বপ্নাবস্থা বা জাগরণাবস্থা, কর্ম্মানুসারে পাইয়া থাকেন। ৯০

এক্ষণে জাগ্রদাদি অবস্থার উপযোগী স্থান দেখাইতেছেন :—

(গ) জাগ্রদাদি অবস্থার উপযোগী স্থান ; নেত্রে জাগরণ শব্দের অর্থ।

নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নঃ সুপ্তির্হৃদম্বুজে।
আপাদমস্তকং দেহং ব্যাপ্য জাগর্ত্তি চেতনঃ ॥৯১

অন্বয়—নেত্রে জাগরণম্, কণ্ঠে স্বপ্নঃ, হৃদম্বুজে সুপ্তিঃ, আপাদমস্তকম্ দেহম্ ব্যাপ্য চেতনঃ জাগর্ত্তি।

অনুবাদ—নেত্ররূপ স্থানে জাগরণ, কণ্ঠরূপ স্থানে স্বপ্ন এবং হৃদয়কমলরূপ স্থানে সুষুপ্তি হয় ; চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহ ব্যাপিয়া জীব জাগ্রৎকালে অবস্থান করে।

টীকা—নেত্র শব্দ দেহের উপলক্ষণ মাত্র ; এই অভিপ্রায়ে "নেত্রে জাগরণ" বলা হইয়াছে। ইহাই যে উক্ত অংশের অর্থ তাহাই বলিতেছেন : "চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহ ব্যাপিয়া" ইত্যাদি। "চেতনঃ"—জীব। ৯১

"দেহ ব্যাপিয়া জাগ্রৎকালে জীব অবস্থান করে"—এই শব্দনিচয়দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ সহিত, জীবদ্বারা দেহ-ব্যাপ্তির অর্থ।

দেহতাদাত্ম্যমাপন্নস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবত্ততঃ।
অহং মনুষ্য ইত্যেবং নিশ্চিত্যৈবাবতিষ্ঠতে ॥ ৯২

অন্বয়—তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ দেহতাদাত্ম্যম্ আপন্নঃ ততঃ "অহম্ মনুষ্যঃ" ইতি এবম্ নিশ্চিত্য এব অবতিষ্ঠতে।

অনুবাদ—অগ্নি যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু 'আমি দেহ' এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই অবস্থান করে।

টীকা—জীব যে, দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—'সেইহেতু 'আমি দেহ' এইরূপ' ইত্যাদি। যেহেতু জীব মনুষ্যত্বাদি জাতিবিশিষ্ট দেহের সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদাধ্যাস প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু 'আমি হইতেছি মনুষ্য' এই প্রকার "নিশ্চিত্য এব অবতিষ্ঠতে"—নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ সংশয়াদিরহিত জ্ঞানদ্বারা গ্রহণ করিয়া জীব অবস্থিত থাকে। ৯২

দেহে তাদাত্ম্যাভিমানজনিত অন্যান্য অবস্থা দেখাইতেছেন :—

(ঙ) দেহে তাদাত্ম্যাভিমানজনিত অন্যান্য অবস্থা।

উদাসীনঃ সুখী দুঃখীত্যবস্থাত্রয়মেত্যসৌ।
সুখদুঃখে কর্ম্মকার্য্যে ত্বৌদাসীন্যং স্বভাবতঃ ॥ ৯৩

অন্বয়—উদাসীনঃ সুখী দুঃখী ইতি অবস্থাত্রয়ম্ অসৌ এতি সুখদুঃখে কর্ম্মকার্য্যে ঔদাসীন্যম্ তু স্বভাবতঃ।

অনুবাদ—'আমি উদাসীন', 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী', এইরূপ তিন অবস্থা

প্রাপ্ত হয়। সুখ ও দুঃখ পুণ্যপাপরূপ কর্ম্মের কার্য্য (ফল) আর ঔদাসীন্য স্বভাবতঃই আসিয়া থাকে।

টীকা—সেই তিন অবস্থার মধ্যে সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব যে, কর্ম্মজনিত ইহা বুঝিবার জন্য জীবের বিশেষণভূত অর্থাৎ জীবের স্বরূপে প্রবিষ্ট সুখদুঃখ যে কর্ম্মরূপ হেতুবিশিষ্ট তাহাই দেখাইতেছেন :—"সুখ ও দুঃখ"—ইত্যাদি। ৯৩

নিমিত্তভেদে সুখদুঃখ দুই প্রকার, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) সুখ ও দুঃখ দ্বিবিধ ; সুখদুঃখভোগের অন্তরালে ঔদাসীন্য।

বাহ্যভোগান্মনোরাজ্যাৎ সুখদুঃখে দ্বিধা মতে।
সুখদুঃখান্তরালেষু ভবেত্তূষ্ণীমবস্থিতিঃ ॥ ৯৪

অন্বয়—বাহ্যভোগাৎ মনোরাজ্যাৎ সুখদুঃখে দ্বিধা মতে। সুখদুঃখান্তরালেষু তূষ্ণীম অবস্থিতিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—বাহ্যবিষয়ভোগ ও মনোরাজ্য হেতু সুখ ও দুঃখ দুই দুই প্রকারের বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুখ ও দুঃখের অন্তরালে (সন্ধিস্থলে) যে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান তাহাকেই উদাসীনতা বলা হয়।

টীকা—(প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক দেহের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ অবান্তর অবস্থাত্রয়ের বর্ণন করিতেছেন :—বাহ্য ভোগ ইত্যাদি।) তাহা হইলে ঔদাসীন্য কোন্ অবস্থায় ঘটে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—"সুখ ও দুঃখের অন্তরালে (সন্ধিস্থলে) যে তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান, তাহাকেই" ইত্যাদি। "অন্তরালেষু"—সন্ধিস্থলসমূহে, এই যে বহুবচনের প্রয়োগ, ইহার দ্বারা তাহাদের আকারভেদ বুঝানই উদ্দেশ্য। সুষুপ্তি হইতে উত্থানকালে সুখ ও দুঃখের অভাব অনুভূত হয়, এই-হেতু তাহা ঔদাসীন্যাবস্থা। এইরূপ জাগ্রৎকালেও যে যে অবস্থায় সুখ ও দুঃখ উভয়েরই অভাব, সেই সেই অবস্থাও উদাসীন দশা। আবার যেখানে যেখানে সুখ, সেখানে সেখানে, "সুখানুশয়ী" রাগ বা আসক্তি; আর যেখানে যেখানে দুঃখ সেখানে সেখানে "দুঃখানুশয়ী" দ্বেষ হয়। এই-হেতু সুখদুঃখরূপ নিমিত্তজনিত রাগদ্বেষের অভাব কালকেও উদাসীনতা বা তূষ্ণীংস্থিতি বলা হয়। ৯৪

যে উদ্দেশ্যে জাগ্রদাদি অবস্থার কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য বুঝাইতেছেন :—

(ছ) জাগ্রদবস্থায় নিজানন্দের ভান।

ন কাপি চিন্তা মেঽস্ত্যদ্য সুখমাস ইতি ব্রুবন্।
ঔদাসীন্যে নিজানন্দভাবং বক্ত্যখিলো জনঃ ॥ ৯৫

অন্বয়—অখিলঃ জনঃ 'অদ্য মে কা অপি চিন্তা ন অস্তি, সুখম্ আসে'—ইতি ব্রুবন্ ঔদাসীন্যে নিজানন্দভাবম্ বক্তি।

অনুবাদ—সকল লোকেই 'এখন আমার কোনও চিন্তা নাই এই হেতু আমি এখন সুখে আছি'—এই বলিয়া উদাসীন অবস্থায় নিজানন্দের ভাব বর্ণন করিয়া থাকে।

টীকা—সকল লোকেই 'আমার এখন কোনও গৃহাদি বিষয় লইয়া চিন্তা নাই, এই হেতু আমি এখন "সুখম্"—সুখের অবস্থায় যেরূপ থাকা যায় সেইরূপ রহিয়াছি'—এইরূপ বলিয়া ঔদাসীন্যের অবস্থায় স্বরূপানন্দের স্ফুরণ বর্ণনা করিয়া থাকে। এইহেতু জাগরণাবস্থাতেও নিজানন্দের ভান হয় বুঝা যায়, ইহাই অভিপ্রায়। ৯৫

ভাল, উদাসীন দশায় যে আনন্দ প্রতীত হয়, তাহা নিজানন্দের রূপ বলিয়া এবং সেই নিজানন্দ ব্রহ্মানন্দ বলিয়া তাহা পূর্বোক্ত (৮৫ শ্লোকোক্ত) বাসনানন্দ হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া উদাসীন দশায় প্রতীত আনন্দ, অহঙ্কারের সামান্য অর্থাৎ সূক্ষ্মভাব-দ্বারা আবৃত বলিয়া, তাহার ব্রহ্মানন্দরূপতা নাই; এইরূপে পরিহার করিতেছেন:—

জ) জাগরণের ঔদাসীন্য কালে অনুভূত আনন্দ বাসনানন্দ।

অহমস্মীত্যহংকারসামান্যাচ্ছাদিতত্বতঃ।
নিজানন্দো ন মুখ্যোঽয়ং কিন্ত্বসৌ তস্য বাসনা॥ ৯৬

অন্বয়—'অহম্ অস্মি' ইতি অহঙ্কারসামান্যাচ্ছাদিতত্বতঃ অয়ম্ নিজানন্দঃ মুখ্য ন। কিম্তু অসৌ তস্য বাসনা।

অনুবাদ—'আমি আছি' এইরূপ অহঙ্কারসামান্য বা মুখ্যাহঙ্কারদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া এই নিজানন্দ মুখ্য নহে, কিন্তু তাহা মুখ্য নিজানন্দেরই বাসনা অর্থাৎ বাসনানন্দ।

টীকা—'আমি দেবদত্ত' ইত্যাদিরূপ বিশেষাকার রহিত বলিয়া 'আমি আছি' এইরূপ অহঙ্কার সামান্যাহঙ্কার; তদ্দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া, "অসৌ"—এই উদাসীনকালে প্রতীয়মান নিজানন্দ মুখ্য নহে, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে উদাসীনকালে প্রতীয়মান সুখের রূপটি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কিন্তু তাহা মুখ্য নিজানন্দেরই" ইত্যাদি। ৯৬

মুখ্য আনন্দ হইতে ভিন্ন যে বাসনানন্দ আছে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন:—

ঝ) মুখ্য নিজানন্দ হইতে ভিন্ন যে বাসনানন্দ আছে তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহ্যে শৈত্যং ন তজ্জলম্।
কিন্তু নীরগুণস্তেন নীরসত্তানুমীয়তে॥ ৯৭

অন্বয়—নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহ্যে শৈত্যম্ তৎ জলম্ ন কিন্তু নীরগুণঃ; তেন নীরসত্তা অনুমীয়তে।

অনুবাদ—যেমন জলপূর্ণ ঘটের বাহিরে যে শীতলতা, তাহা স্বরূপতঃ জল নহে কিন্তু জলের গুণমাত্র। সেই শীতলতারূপ হেতুদ্বারা জলের সত্তার অনুমান হয়।

টীকা—জলপূর্ণ ঘটের বহির্দেশে স্পর্শদ্বারা যে শীতলতা অনুভূত হয়, তাহা যে জল নহে, তাহা প্রথমেই বুঝিতে পারা যায়: কেননা তাহাতে দ্রবত্ব প্রতীত হয় না; কেননা, তদ্দ্বারা গোধূম চূর্ণাদি পিণ্ডভাব প্রাপ্ত হয় না। তবে সেই শীতলতা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কিন্তু জলের গুণমাত্র"; তাহাই বা কি প্রকারে জানিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই শীতলতারূপ

হেতুদ্বারা"—ইত্যাদি। বিবাদের বিষয় যে ঘটের বহির্দ্দেশে প্রতীয়মান শীতলতা, তাহা জলজনিতই হইবার যোগ্য—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা শীতলতা –(হেতু); জলে প্রতীয়মান শীতলতার ন্যায়—(উদাহরণ), অনুমান এইরূপ হইবে। ৯৭

এই প্রকারে শীতলতা জলের অনুমানের হেতু হইল বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আলোচ্য বাসনানন্দ-বিষয়ে কি পাওয়া গেল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেইরূপ বাসনানন্দও মুখ্যানন্দের অনুমানের হেতু :—

(ঞ) বাসনানন্দ মুখ্যানন্দের অনুমাপক।

যাবদ্‌যাবদহঙ্কারো বিস্মৃতোঽভ্যাসযোগতঃ।
তাবত্তাবৎ সূক্ষ্মদৃষ্টের্নিজানন্দোঽনুমীয়তে ॥ ৯৮

অন্বয়—অভ্যাসযোগতঃ যাবৎ যাবৎ অহঙ্কারঃ বিস্মৃতঃ তাবৎ তাবৎ সূক্ষ্মদৃষ্টেঃ নিজানন্দঃ অনুমীয়তে।

অনুবাদ—অভ্যাসের পটুতাদ্বারা যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিস্মৃত হওয়া যায়, সেই সেই পরিমাণে সূক্ষ্মানুভবী পুরুষের নিজানন্দের অনুমান হয়।

টীকা—"অভ্যাসযোগতঃ"—[জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি—কঠ উ, ১৷৩৷১৩]—সেই জ্ঞানশব্দবাচ্য অহঙ্কারকেও আবার (হিরণ্যগর্ভের উপাধিস্বরূপ) মহত্তত্ত্বে সামান্যাহঙ্কারে নিয়মিত রাখিবেন এবং তাহাকেও আবার শান্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন। * এই শ্রুতিবর্ণিত নিরোধ সমাধির অভ্যাসযোগদ্বারা, "যাবৎ যাবৎ"—যে যে পরিমাণে 'আমি' প্রভৃতি বৃত্তির বিলয়বশতঃ চিত্তের সূক্ষ্মতা জন্মে, "তাবৎ তাবৎ"—সেই সেই পরিমাণে নিজানন্দের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব হয়—এইরূপ অনুমান করা যায়। এই স্থলে অনুমান

* [যচ্ছেদ্বাঙ্‌মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্‌জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥] - এই মন্ত্রের শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের অনুবাদ—(এই মন্ত্রের পূর্ব্বে যে আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে) তাহার উপায় বলিতেছেন—"প্রাজ্ঞঃ" বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, "বাক্ (বাচম্) নিযচ্ছেৎ"—বাগিন্দ্রিয়কে সংযমিত করিবেন, অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থাপন করিবেন ; কোথায় ? না মনে। এখানে বাক্ শব্দটি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষণার্থক অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধক (সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই মনে সংযমন করা বুঝাইতেছে); "মনসী"—(মনসি) - এখানে ছন্দের অনুরোধে, বা বৈদিক নিয়মানুসারে "ই"কার দীর্ঘ হইয়াছে। সেই মনকেও জ্ঞান অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব (বুদ্ধি সাত্ত্বিক বলিয়া বিষয় প্রকাশ করাই উহার স্বভাব, সেই) বুদ্ধিরূপ আত্মাতে নিয়মিত করিবেন। বুদ্ধিই মন প্রভৃতি করণ বর্গকে (বিষয়গ্রহণোদ্দেশে) প্রাপ্ত হয়, এই কারণে বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যগাত্মস্বরূপ। (আত্মার লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে—"যদাপ্নোতি যদাদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সন্ততো ভাবস্তস্মাদাত্মেতি কীর্ত্ত্যতে"।—যেহেতু প্রাপ্ত হয়, যেহেতু আদান বা বিষয়গ্রহণ করে যেহেতু শব্দাদি বিষয়সমূহকে ভোগ করে এবং যেহেতু সর্ব্বদা ইহার সত্তা রহিয়াছে সেই কারণে দেহীকে আত্মা বলা হয় ; সর্ব্বব্যাপ্তি আত্মার একটি ধর্ম্ম, বুদ্ধিও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের উপর আধিপত্য করে ; এই কারণে ভাষ্যে বুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়গণের আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইতেছে।) 'সেই জ্ঞানপদবাচ্য বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহৎ (মহত্তত্ত্বরূপ) আত্মাতে নিয়মিত করিবেন অর্থাৎ স্বীয় বুদ্ধিবিজ্ঞানকে প্রথমজাত (হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত) বুদ্ধির ন্যায় স্বচ্ছ নির্ম্মল করিবেন। সেই মহৎ আত্মাকেও আবার সর্ব্বপ্রকার বিশেষধর্ম্ম রহিত বিকারশূন্য, সর্ব্বান্তরবর্ত্তী ও সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিবিজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ মুখ্য আত্মাতে (চৈতন্যময়ে)

এইরূপ হইবে—অহঙ্কারের সঙ্কোচের বিলক্ষণতাযুক্ত ক্ষণসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়াদি ক্ষণরূপ যে 'পক্ষ'—তাহা পূর্ব্বক্ষণ হইতে অধিক নিজানন্দাবির্ভাবযুক্ত (সাধ্য—প্রতিজ্ঞা), অহঙ্কারের সঙ্কোচের বিলক্ষণতাযুক্ত কালরূপ বলিয়া—(হেতু) ; অহঙ্কারের সঙ্কোচযুক্ত প্রথমক্ষণের ন্যায়—(উদাহরণ) । ৯৮

বুদ্ধির সূক্ষ্মতার অবধি কি অর্থাৎ কোথায় ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন—সাক্ষাৎকারই সেই অবধি অর্থাৎ সমস্ত অনাত্মাকার বৃত্তির নিরোধ হইলে ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণে যে অহং-প্রত্যয় বা আমি-বুদ্ধি তাহাই সাক্ষাৎকার ; তাহাই সেই বুদ্ধির সূক্ষ্মতার অবধি :—

(ট) বুদ্ধির সূক্ষ্মতার অবধি সাক্ষাৎকার ।

সর্ব্বাত্মনা বিস্মৃতঃ সন্ সূক্ষ্মতাং পরমাং ব্রজেৎ ।
অলীনত্বান্ন নিদ্রৈষা ততো দেহোঽপি নো পতেৎ ॥

অন্বয়—সর্ব্বাত্মনা বিস্মৃতঃ সন্ পরমাম্ সূক্ষ্মতাম্ ব্রজেৎ । অলীনত্বাৎ এষা নিদ্রা ন ; ততঃ দেহঃ অপি নো পতেৎ ।

অনুবাদ—অহঙ্কার চারিদিক হইতে বিস্মৃত হইতে থাকিলে পরম সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় ; তাহা একেবারে বিলীন হইয়া যায় না বলিয়া, সেই অবস্থা নিদ্রা নহে । সেই কারণে দেহও পড়িয়া যায় না ।

টীকা—তাহা হইলে সেই অহঙ্কারসূক্ষ্মতা নিদ্রাই হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তাহা একেবারে বিলীন হইয়া যায় না" । সকল বৃত্তির বিলয় হইলেও অন্তঃকরণের স্বরূপ বিলয় হয় না বলিয়া, এই অহঙ্কারসূক্ষ্মতা নিদ্রা নহে । কেননা আচার্য্য বলিয়াছেন—"বুদ্ধেঃ কারণাত্মনা অবস্থানম্ সুষুপ্তিঃ* ।" বুদ্ধি অজ্ঞানময় কারণরূপে অবস্থিত হইলে তাহাকে সুষুপ্তি বলে ; ইহাই অর্থ ।

নিয়োজিত করিবেন ।' ইহাতে "মহত্তত্ত্বকে অব্যাকৃতে লয় করিবার" কোনও উপদেশ নাই । 'অব্যাকৃত', অব্যক্তেরই নামান্তর, কেন না, ভাষ্যকার পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ মন্ত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন –(অনুবাদ) 'সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ অনভিব্যক্ত নাম রূপাত্মক, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারণ শক্তির সমষ্টিরূপ অব্যক্ত অব্যাকৃত (অস্ফুট) ও আকাশাদি শব্দবাচ্য এবং ক্ষুদ্র বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি নিহিত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে (ব্রহ্মেতে) ওতপ্রোত ভাবে আশ্রিত আছে ।'

বরং বিদ্যারণ্য মুনি "জীবন্মুক্তিবিবেকের"– "মনোনাশ"-নামক তৃতীয় প্রকরণে মহত্তত্ত্বের অব্যক্তে লয়ের নিষেধ করিয়াছেন, তিনি অনুবাদ লিখিতেছেন – মহত্তত্ত্ব আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু অব্যক্তে লীন হইয়া যায় । আর স্বরূপের লয় করা ত' পুরুষার্থ নহে, কেননা, তাহা আত্মদর্শনের অনুপযোগী * * * আর প্রতিদিন সুষুপ্তিতে আপনা হইতেই বুদ্ধির লয় হইয়া যায় বলিয়া তদ্বিষয়ে কোন প্রযত্নের অপেক্ষা নাই । (মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত "জীবন্মুক্তিবিবেক" পৃঃ ২৬২-২৬৩) ।—এই অবস্থায় আচার্য্য পীতাম্বর 'মহত্তত্ত্বকে অব্যাকৃতে লয় করা' চতুর্থ সোপানরূপে কেন ব্যবস্থা করিলেন তাহা চিন্তার বিষয় । পঞ্চদশীর চতুর্থাধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকের টীকায় এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছে । গীতার ৬।২৫এর মাধুসূদনী টীকাও দ্রষ্টব্য ।

* "জাগ্রৎস্বপ্নোভয়ভোগপ্রদকর্ম্মোপরমে সতি দ্বিবিধদেহাভিমাননিবৃত্তিদ্বারাবিশেষবিজ্ঞানোপরমাত্মিকা বুদ্ধেঃ কারণাত্মনা অবস্থিতিঃ সুষুপ্ত্যবস্থা ।"

সেই অবস্থায় অন্তঃকরণের স্বরূপের বিলয় হয় না। তাহার লিঙ্গ বা হেতু বলিতেছেন—"সেই কারণে দেহও পড়িয়া যায় না।" যখন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় অহঙ্কারের বিলয় হয়, তখন দেহের ভূমিতে পতন হয় দেখা যায়, কিন্তু এস্থলে ভূমিতে পতন হয় না বলিয়া, তাহা মূলভূত অজ্ঞানরূপে যে থাকিয়া যায়, তাহা বুঝা যায়। ৯৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ঠ) ফলিতার্থের অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের বর্ণন।

ন দ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মানন্দ ইত্যাহ ভগবানর্জ্জুনং প্রতি॥ ১০০

অন্বয়—দ্বৈতম্ ন ভাসতে, নিদ্রা অপি ন। তত্র যৎ সুখম্ অস্তি সঃ ব্রহ্মানন্দঃ ইতি ভগবান্ অর্জ্জুনম্ প্রতি আহ।

অনুবাদ—যে অবস্থায় দ্বৈতের প্রতীতি হয় না, এবং যে অবস্থা নিদ্রাও নহে, সেই অবস্থায় যে সুখের অনুভব হয় তাহাই ব্রহ্মানন্দ—ইহাই ভগবান অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা—যে কালে দ্বৈতের অর্থাৎ ত্রিপুটীর ভান নাই আর নিদ্রাও আইসে না, সেই কালে যে সুখ প্রতীত হয়, তাহাই ব্রহ্মানন্দ, ইহাই অর্থ। ভাল, ইহাই যে ব্রহ্মানন্দ তাহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের বচন হইতেই জানিয়াছি—"ইহাই ভগবান্ অর্জ্জুনের প্রতি" ইত্যাদি। "গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে," এইরূপ পদযোজনা করিয়া লইতে হইবে। ১০০

সেই স্থলে কোন্ কোন্ শ্লোকদ্বারা ভগবান ইহা কহিয়াছিলেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া গীতার ষষ্ঠাধ্যায়গত সেই সেই শ্লোক অর্থক্রমানুসারে পাঠ করিতেছেন :—

(ড) সেই আনন্দই যে ব্রহ্মানন্দ তদ্বিষয়ে গীতা-বাক্যই প্রমাণ।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ১০১

অন্বয়—ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ; মনঃ আত্মসংস্থম্ কৃত্বা কিঞ্চিৎ অপি ন চিন্তয়েৎ। (গীতা ৬।২৫)

অনুবাদ—ধৈর্য্যসম্বলিতা বুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতা নিশ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট মার্গানুসরণে মনকে বিষয় হইতে উপরত করিবে; মনকে আত্মনিষ্ঠ করিয়া নিরুপাধিক প্রত্যগাত্মায় সমাপ্ত করিয়া, আত্মা বা অনাত্মা কিছুই চিন্তা করিবে না অর্থাৎ ইহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির স্থৈর্য্যের নিমিত্ত কোনও চিত্তবৃত্তি উৎপাদন করিবে না।

টীকা—অর্থ এই—"ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা"—ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধিরূপ সাধন দ্বারা, "শনৈঃ শনৈঃ"—সহসা নহে (অর্থাৎ বাঙ্‌নিরোধ, নির্মমতা, অহঙ্কাররাহিত্য ও মহত্তত্ত্বরাহিত্যরূপ ভূমি চতুষ্টয় লাভের জন্য অভ্যাসের তুলনায়) ধীরে ধীরে, "উপরমেৎ"—মনের উপরতি করিবে। কতকাল

পর্য্যন্ত এই মনের উপরতি করিতে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"মনকে আত্মনিষ্ঠ করিয়া" ইত্যাদি। "মনঃ আত্মসংস্থম্ কৃত্বা"—মনের আত্মায় সংস্থা—সম্যক্ স্থিতি করিয়া অর্থাৎ 'এই সমস্তই আত্মা, এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই'—এই প্রকার আত্মায় সংস্থিতি যাহার, মনকে এইরূপ করিয়া, কিছুই চিন্তা করিবে না—ইহাই যোগের পরম অবধি। ১০১

যোগের এই পরম অবধি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া যোগী প্রথমে কি প্রকার সাধন করিবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন (গীতা ৬।২৬):—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিযম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ১০২

অন্বয়:—চঞ্চলম অস্থিরম্ মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি ততঃ ততঃ নিয়ম্য এতৎ আত্মনি এব বশম্ নয়েৎ।

অনুবাদ—(স্বভাবদোষে) চঞ্চল মন, অধীর হইয়া (নিদ্রাশেষ, বহ্বাহার, শ্রম প্রভৃতি) যে যে নিমিত্তবশতঃ সমাধিবিরোধিনী বৃত্তি উৎপাদন করিবে, সেই সেই লয় বিক্ষেপের নিমিত্ত হইতে মনকে নিবৃত্তিক করিয়া স্বপ্রকাশ পরমানন্দঘন আত্মায় নিরুদ্ধ করিবে।

টীকা—"চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ"—স্বভাবদোষে চঞ্চল এবং এইহেতু এক বিষয়ে নিয়মিত থাকিতে অপ্রবৃত্ত, এই প্রকার মন যখনই যখনই, "যতঃ যতঃ"—যে যে শব্দাদি নিমিত্তবশতঃ, "নিশ্চরতি"—বাহিরে যায়; "ততঃ ততঃ"—সেই সেই শব্দাদি হইতে, ইহাকে "নিয়ম্য"—নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ শব্দাদিতে মিথ্যাত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া, তাহাদিগকে আভাসমাত্র ভাবিয়া, বৈরাগ্যের ভাবনাদ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া "এতৎ"—মনকে, "আত্মনি এব বশম্ নয়েৎ"—আত্মাতেই বশ করিবে অর্থাৎ আত্মবিষয়ে নিয়মিত থাকিবার যোগ্যতা সম্পাদন করিবে। এই প্রকারে যোগাভ্যাসীর মন অভ্যাসের বলে আত্মাতেই নিরতিশয় শান্তিলাভ করিবে। ১০২

মনের প্রশান্তিলাভ হইলে কি ফল হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন (গীতা ৬।২৭)—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ১০৩

অন্বয়—শান্তরজসম্ প্রশান্তমনসম্ ব্রহ্মভূতম্ অকল্মষম্ এনম্ যোগিনম্ উত্তমম্ সুখম্ উপৈতি হি।

অনুবাদ—এই যোগীর রজোগুণ অর্থাৎ মোহাদি ক্লেশরূপ বিক্ষেপকারণ নিবৃত্ত হইলে, তাঁহার মন প্রকৃষ্টরূপে শান্ত হয় এবং তিনি সংসারহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ কল্মষ বর্জ্জিত হন; তখন এই জীবন্মুক্ত এবং 'সর্ব্বত্র ব্রহ্ম' নিশ্চয়বান্ যোগী নিরতিশয় সমাধিসুখ প্রাপ্ত হন।

টীকা—"শান্তরজসম্"—প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হইয়াছে, মোহ প্রভৃতি ক্লেশরূপ মল যাঁহার তাঁহাকে, "ব্রহ্মভূতম্"—'সকলই ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয়বান্ বলিয়া জীবন্মুক্ত এবং "অকল্মষম্"—অধর্মাদিবর্জ্জিত, এইরূপ যোগীকে, "উত্তমম্"—ক্ষয় ও সাতিশয়াদি দোষবর্জ্জিত, "সুখম্ উপৈতি" — সুখ প্রাপ্ত হয় (সেই সমাধিসুখ যোগীকে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হয়।) মধুসূদন বলেন—"শান্তরজসম্" ও "অকল্মষম্" এই দুই বিশেষণদ্বারা যোগীর বিক্ষেপাভাব ও লয়াভাব সূচিত হইয়াছে। ১০৩

(এইরূপে) সংক্ষেপে কথিত অর্থের বিস্তার করণে ব্যাপৃত পাঁচটি শ্লোক গীতার সেই ষষ্ঠাধ্যায় হইতেই পাঠ করিতেছেন :—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ১০৪

অন্বয়—চিত্তম্ যত্র যোগসেবয়া নিরুদ্ধম্ উপরমতে চ যত্র আত্মনা আত্মানম্ পশ্যন্ আত্মনি এব তুষ্যতি। (গীতা ৬।২০)

অনুবাদ ও টীকা—চিত্ত যে ক্ষণে (বা যে অবস্থায়) যোগের অনুষ্ঠান বলে নিরোধ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে নিবারিতপ্রচার হয় এবং যে ক্ষণে (বা যে অবস্থায়) সমাধিপরিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা সর্ব্বতঃ জ্যোতিঃস্বরূপ পর চৈতন্যকে উপলব্ধি করিয়া (পরমানন্দঘন) আত্মাতেই তুষ্টিলাভ করে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাতে কিম্বা তাহার ভোগ্য বিষয়ে তুষ্টিলাভ করে না।* ১০৪

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ১০৫

অন্বয়—যত্র স্থিতঃ অয়ম্ আত্যন্তিকম্ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্ যৎ তৎ সুখম্ বেত্তি চ তত্ত্বতঃ ন এব চলতি। (গীতা ৬।২১)

---

* অনুবাদে গীতাভাষ্যানুসারিণী রামকৃষ্ণ টীকায় সকল কথাই আসিয়া গিয়াছে বলিয়া টীকার পৃথক্ অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। আচার্য্যকৃত ব্যাখ্যানুসারে রামকৃষ্ণও লিখিয়াছেন "যত্র যস্মিন্ কালে'। শ্রীধর দুইটি "যত্র" পদের "তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ"—এই 'তং' পদের সহিত অন্বয় নির্দ্দেশকালে লিখিয়াছেন—"যত্র—যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে।" মধুসূদন শ্রীধরের পন্থা ধরিয়া আচার্য্যকৃত উক্ত ব্যাখ্যাকে "অসাধু" বলিয়া দোষ দিযাছেন, কিন্তু মধুসূদন আচার্য্যের 'কাল' শব্দ প্রয়োগের গভীর উদ্দেশ্যের প্রতি প্রণিধান করিলে অতিবাদী হইয়া উক্ত "অসাধু" ব্যবহার করিতেন না। পাতঞ্জল সূত্রে (৩।৮) নিরোধের অর্থ "ব্যুত্থানসংস্কারের অভিভব এবং নিরোধসংস্কারের আবির্ভাব" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এইহেতু বাচস্পতি উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায লিখিতেছেন—"চিত্তস্য ধর্মিণঃ নিরোধক্ষণস্য নিরোধাবসরস্য দ্বয়োঃ অবস্থয়োঃ অন্বয়ঃ", সুতরাং "নিরোধ ক্ষণে" উক্ত "অভিভবক্ষণ" ও "নিরোধক্ষণ" এই ক্ষণদ্বয়ই অভিপ্রেত বলিয়া, আচার্য্য "কাল" শব্দ প্রয়োগ না করিলে নিরোধের উক্ত অর্থ সঙ্কেতিত হইত না। ঐ 'কাল' শব্দের অর্থ অবশ্য উক্ত "ক্ষণদ্বয়ান্বিত চিত্ত," তাহাই শ্রীধরের "অবস্থাবিশেষে" পাওয়া যায়, এবং মধুসূদনকৃত আচার্য্যোক্তির আক্ষেপ নিরর্থক হইয়া যায়।

অনুবাদ - এবং যে কালে বা অবস্থায় এই যোগী আত্মায় অবস্থিত হইয়া, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীত নিরতিশয় সুখ অনুভব করেন, যাহা কেবল রজস্তমোমলশূন্যা সত্ত্বমাত্রবাহিনী আত্মাকারা বুদ্ধিদ্বারাই অনুভব করা যায়, এবং যখন বা যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, আত্মা স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না।

টীকা—"যত্র" - যে কালে, "স্থিত,"—আত্মায় স্থিত এই যোগী, "আত্যন্তিকম্"—অত্যন্ত হইলে যেরূপ হয় অর্থাৎ অনন্ত, "বুদ্ধিগ্রাহ্যম্"—ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ বুদ্ধিদ্বারাই গ্রহণযোগ্য, "অতিন্দ্রিয়ম্"—ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ভিন্ন অর্থাৎ বিষয়দ্বারা অজনিত, এইরূপ যে সুখ তাহাকে, "বেত্তি"—জানিতে পারেন, বা অনুভব করেন এবং আত্মায় অবস্থিত এই যোগী, "তত্ত্বতঃ"—সেই আত্মস্বরূপ হইতে, "ন চলতি"—প্রচ্যুত হন না। ('আত্যন্তিক' বিশেষণদ্বারা ব্রহ্মসুখের স্বরূপ কথিত হইল, 'অতীন্দ্রিয়'-দ্বারা বিষয়সুখ হইতে ব্যাবৃত্তি কথিত হইল, কেননা, তাহা বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগসাপেক্ষ, 'বুদ্ধিগ্রাহ্য'-দ্বারা সুষুপ্তি সুখ হইতে ব্যাবৃত্তি, কেন না, সুষুপ্তিতে বুদ্ধি লীন হইয়া যায়, সমাধিতে নির্বৃত্তিক হইয়া থাকে।) ১০৫

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥১০৬

অন্বয়—চ যম্ লব্ধ্বা অপরং লাভম্ ততঃ অধিকম্ ন মন্যতে ; যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে। (গীতা ৬।২২)

অনুবাদ—যে আত্মাকে লাভ করিলে অন্য কোনও লাভকে তদপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে আত্মায় অবস্থিত হইলে, লোকে গুরুতর দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয় না।

টীকা—আত্মলাভ হইলে লাভান্তরকে কেহ আত্মলাভ হইতে অধিক বলিয়া মনে করেন না, কেননা, স্মৃতি বলিতেছেন—"কৃতম্ কৃত্যম্ প্রাপ্তম্ প্রাপণীয়ম্" ইত্যাদি এবং "আত্মলাভাৎ ন পরম্ বিদ্যতে"—'সকল কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছি, যাহা কিছু প্রাপ্তব্য ছিল পাইয়াছি,' 'আত্মলাভ হইতে অন্য উৎকৃষ্ট লাভ নাই।' যে আত্মতত্ত্বে পরম সুখময় নির্বৃত্তিক চিত্তাবস্থাবিশেষে অবস্থিত হইলে, লোকে শস্ত্রপ্রহারাদিরূপ মহাদুঃখেও প্রহ্লাদের ন্যায় অবিচলিত থাকে ; (ক্ষুদ্র দুঃখে যে অবিচলিত থাকে তাহার কথাই নাই।) দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ অগ্নিদাহাদি অনেক দুঃখ পাইয়াও যেমন নিজ নিষ্ঠা হইতে বিচলিত হন নাই, সেইরূপ আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষ অনেক মরণান্ত দুঃখ পাইয়াও আত্মনিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহাই অর্থ। ১০৬

এক্ষণে ১০১ শ্লোকে উপপাদিত যোগের সূচনা করিতেছেন (গীতা ৬।২৩) :—

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ১০৭

অন্বয়—তম্ দুঃখসংযোগবিয়োগম্ যোগসংজ্ঞিতম্ বিদ্যাৎ। সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন অনির্বিণ্ণচেতসা যোক্তব্যঃ।

অনুবাদ—উক্ত প্রকার সেই যোগকে, উহা দুঃখসংযোগের বিয়োগরূপ হইলেও, যোগ বলিয়া জানিবে; ('যোগ' শব্দের অনুরোধে কোনও প্রকার সম্বন্ধ বলিয়া বুঝিবে না।) উক্তরূপ ফলবিশিষ্ট যোগের, শাস্ত্রাচার্য্য বচনসমূহের তাৎপর্য্যের বিষয় বলিয়া, 'ইহা অবশ্য সত্য' এইরূপ বিশ্বাসের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে।

টীকা—"শনৈঃ শনৈঃ" ইত্যাদি ১০১ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি বিশেষণদ্বারা নির্ণীত আত্মার, (নির্বৃত্তিক পরমানন্দাভিব্যঞ্জক) অবস্থাবিশেষরূপ যোগ বর্ণিত হইয়াছে, "তম্ দুঃখসংযোগবিয়োগম্"—তাহাকে, যাহা দুঃখের সংযোগবিশিষ্ট হইতে (সেই সর্ব্ব-দুঃখময় চিত্তবৃত্তি হইতে) বিয়োগস্বরূপ, তাহা 'বিয়োগ' শব্দার্হ হইলেও, বিপরীত লক্ষণদ্বারা অর্থাৎ শক্য সম্বন্ধের বিপরীত সম্বন্ধদ্বারা 'যোগ' এই নামে বুঝিবে, কেননা, পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি নিরোধকে যোগ বলিয়াছেন এবং ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"যোগো ভবতি দুঃখহা"। এই প্রকার যোগের অনুষ্ঠানবিষয়ে এক বিশেষ প্রকারের কর্ত্তব্যতার সূচনা করিতেছেন—"উক্তরূপ ফলবিশিষ্ট যোগের" ইত্যাদি। সেই পূর্ব্ববর্ণিত যোগ "নিশ্চয়েন"—অধ্যবসায়পূর্ব্বক, "অনির্বিণ্ণচেতসা"—নির্ব্বেদরহিত চিত্তদ্বারা অর্থাৎ 'এতদিন ধরিয়া অভ্যাস করিলাম তথাপি যোগ সিদ্ধ হইল না, ইহার পর আরও কত সহিতে বাকী' এইরূপ অনুতাপরহিত চিত্তে এবং 'এ জন্মে সিদ্ধ না হউক জন্মান্তরে সিদ্ধ হইবে, ত্বরায় প্রয়োজন কি?' এইরূপ চিন্তাবর্জ্জিত ধৈর্য্যযুক্ত মনে, "যোক্তব্যঃ"—অনুষ্ঠেয়। ১০৭

এক্ষণে ১০১ শ্লোকোক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন (গীতা ৬।২৮):—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ১০৮

অন্বয়—বিগতকল্মষঃ যোগী সদা আত্মানম্ এবম্ যুঞ্জন্ সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্ সুখম্ অশ্নুতে।

অনুবাদ—বিগতপাপ অর্থাৎ যোগবিঘ্নরূপ অন্তরায় রহিত যোগী নিরন্তর আত্মানুসন্ধানরত হইয়া অনায়াসে অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা সর্ব্বান্তরায় নিবৃত্তি-বশতঃ আয়াসশূন্য হইয়া, সম্যক্প্রকারে বিষয়ের অস্পর্শহেতু ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যভাবে স্পর্শরূপ নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করেন।

টীকা—"বিগতকল্মষঃ"—(ধাতুবৈষম্য নিমিত্ত বিকারাদিরূপ) 'ব্যাধি', (আসনাদি কর্ম্মে অযোগ্যতারূপ) 'স্ত্যান', (যোগসাধন কর্ত্তব্য অথবা অকর্ত্তব্য? এই উভয়কোটিস্পর্শি জ্ঞানরূপ) 'সংশয়', (বিষয়ান্তর ব্যাবৃতি হেতু যোগসাধনে ঔদাসীন্যরূপ) 'প্রমাদ', (তমোগুণ-জনিত কায়মনের গুরুতা হেতু যোগে অপ্রবৃত্তিরূপ) 'আলস্য', বিষয়বিশেষে ঐকান্তিক

অভিলাষরূপ) 'অবিরতি', (যোগের অসাধনে সাধনতাবুদ্ধি এবং সাধনে অসাধনতাবুদ্ধিরূপ) 'ভ্রান্তিদর্শন', (একাগ্রতারূপ সমাধিভূমির অলাভরূপ অর্থাৎ ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তরূপ ! 'অলব্ধ-ভূমিকা', (সমাধিভূমিকা লাভ হইলেও প্রযত্নশৈথিল্যহেতু সমাধিভূমিতে) 'অপ্রতিষ্ঠিত্ব',—এই নয়টি 'যোগবিঘ্ন'রূপ অন্তরায়রহিত যোগী, "সদা আত্মানম্ এব যুঞ্জন্"—সর্ব্বদা আত্মাকে উক্ত প্রকারে স্মরণ করিতে করিতে বিনাশ্রমে ব্রহ্মের সংস্পর্শরূপ সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূত অবিনশ্বর নিরতিশয় সুখ অনুভব করেন, ইহাই অর্থ। ১০৮

অনির্ব্বেদপূর্ব্বক অর্থাৎ খেদানুভবে অনুতাপ না করিয়া আফলোদয় প্রযত্নদ্বারা যোগাভ্যাস সাফল্যমণ্ডিত হয়—ইহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন (গৌড়পাদীয় কারিকা ৩।৪১) :—

(ঢ) খেদোপেক্ষাপূর্ব্বক আফলোদয় যোগাভ্যাসে দৃষ্টান্ত।

উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ॥ ১০৯

অন্বয়—কুশাগ্রেণ একবিন্দুনা উদধেঃ উৎসেকঃ যদ্বৎ তদ্বৎ মনসঃ নিগ্রহঃ অপরি-খেদতঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—কুশের অগ্রভাগদ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া সমুদ্র সেচন যেমন, অখিন্নচিত্তে অধ্যবসায় সহকারে, মনের নিগ্রহ করণও ঠিক সেইরূপ।

টীকা—"কুশাগ্রেণ একবিন্দুনা"—কুশের অগ্রভাগদ্বারা উদ্ধৃত এক এক বিন্দু করিয়া সম্পাদিত, "উদধেঃ উৎসেকঃ"—সমুদ্রের নিজখাত হইতে বহির্নিষ্কাসন, যদি খেদ বা শ্রান্তি না থাকে, অবিশ্রান্ত হইতে থাকে, "যদ্বৎ"—যেমন কালান্তরে নিষ্পন্ন হইবেই, সেইরূপ "মনসঃ নিগ্রহঃ"—মনের বৃত্তিনিরোধের শ্রান্তিরহিত অনুষ্ঠান করিলে কালান্তরে, (ঈশ্বরানুগ্রহের অবতারণদ্বারা) সিদ্ধ হইবেই। টিট্টিভের উপাখ্যান স্মরণ করিয়া গৌড়পাদাচার্য্য এই কথা লিখিয়াছেন :—এক টিট্টিভ পক্ষীর তীরস্থিত অণ্ডগুলিকে সমুদ্র তরঙ্গবেগে অপহরণ করিয়াছিল; সেইহেতু 'আমি সমুদ্র শোষণ করিব' এইরূপ প্রবৃত্তি লইয়া সেই পক্ষী চঞ্চুদ্বারা এক এক বিন্দু সমুদ্রজল তীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন অনেক পক্ষী আসিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে থাকিলেও, সে নিবৃত্ত হইল না। তখন যদৃচ্ছাক্রমে আগত নারদ আসিয়া তাহাকে নিবারণ করিলে সে বলিল, 'এজন্মে না হউক জন্মান্তরে যে কোনও উপায়ে এই সমুদ্র শোষণ সম্পাদন করিব।' তখন ঈশ্বরানুগ্রহদ্বারা প্রেরিত হইয়া কৃপালু নারদ গরুড়কে বলিলেন, 'সমুদ্র তোমার জ্ঞাতির নির্য্যাতন করিয়া তোমারই অবমাননা করিল।' ইহা শুনিয়া গরুড় উত্তেজিত হইয়া সুদূর প্রসারিত পক্ষ সঞ্চালন করিয়া সমুদ্র শোষণে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদ্র ভয়ে ডিম্বগুলি পক্ষীকে প্রত্যর্পণ করিল। এই প্রকারে অখিন্ন হইয়া মনোনিরোধরূপ পরম ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর যোগীকে কৃপা করিয়া সিদ্ধি প্রদান করেন। 'জীবন্মুক্তিবিবেক' হইতে মধুসূদন এই উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া গীতার টীকায় বর্ণন করিয়াছেন। ১০৯

একথা কেবল গীতাতেই নহে, মৈত্রায়ণীয় শাখাতেও উক্ত হইয়াছে :—

(প) ১০০-শ্লোকোক্ত সুখ-বিষয়ে যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখার প্রমাণবচন।

বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ শাকায়ন্যো মুনিঃ সুখম্।
প্রাহ মৈত্রাখ্যশাখায়াং সমাধ্যুক্তিপুরঃসরম্॥ ১১০

অন্বয় - মৈত্রাখ্যশাখায়াম্ শাকায়ন্যঃ মুনিঃ বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ সমাধ্যুক্তিপুরঃসরম্ সুখম্ প্রাহ।

অনুবাদ—যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণীয়নামক শাখায় শাকায়ন্যনামক মুনি রাজর্ষি বৃহদ্রথকে সমাধির উপদেশ করিয়া ব্রহ্মসুখ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

টীকা—যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণীয়নামক এক শাখায় শাকায়ন্যনামক কোন ঋষি আপনার শিষ্যরূপে সমাগত বৃহদ্রথনামক রাজর্ষিকে সমাধির বর্ণনপূর্ব্বক, [অথ ভগবান্ শাকায়ন্যঃ সুপ্রীতঃ অব্রবীৎ রাজানম্—মহারাজ বৃহদ্রথ ইক্ষ্বাকুবংশধ্বজশীর্ষাত্মজঃ কৃতকৃত্যঃ ত্বম্ মরুন্নাম্না বিশ্রুতঃ অসি ইতি অয়ম্ বাব খলু আত্মা তে—মৈত্রয়ণীয় উ, ২।১]—এইরূপে ব্রহ্মসুখের উপদেশ করিয়াছিলেন। ১১০

শাকায়ন্য ঋষি কি প্রকারে উপদেশ করিয়াছিলেন? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া, সেই ব্রহ্মসুখপ্রতিপাদক আটটি মন্ত্র মৈত্রায়ণীয় শাখা হইতে পাঠ করিতেছেন :—

(ত) মৈত্রায়ণীয় শাখায় ব্রহ্মসুখ বর্ণন।

যথা নিরিন্ধনো বহ্নিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি।
তথা বৃত্তিক্ষয়াচ্চিত্তং স্বযোনাবুপশাম্যতি॥ ১১১

অন্বয়—নিরিন্ধনঃ বহ্নিঃ স্বযোনৌ উপশাম্যতি যথা, তথা চিত্তম্ বৃত্তিক্ষয়াৎ স্বযোনৌ উপশাম্যতি। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।১)

অনুবাদ—যেমন ইন্ধনের অবসান হইলে অগ্নি আপনার কারণ সূক্ষ্মতেজে আপনিই উপশান্ত হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাসে বৃত্তিসমূহের ক্ষয় হইলে, চিত্ত আপনার কারণ সত্ত্বগুণমাত্রে উপশান্ত হয়।

টীকা—"নিরিন্ধনঃ"—নিঃশেষিত কাষ্ঠাদীন্ধন, "বহ্নিঃ স্বযোনৌ উপশাম্যতি"—নিজকারণ রূপ সূক্ষ্মতেজে স্ফুলিঙ্গশিখাদিরূপ বিশেষাকার পরিত্যাগ করিয়া তেজোমাত্রে "যথা"—যেরূপ অবস্থান করে, "তথা"—ঠিক সেইরূপে "চিত্তম্ বৃত্তিক্ষয়াৎ"—অন্তঃকরণ নিরোধ সমাধির অভ্যাসবশতঃ বৃত্তির ক্ষয় হইলে, অর্থাৎ নিরোধরূপ সমাধির অভ্যাসদ্বারা রাজসাদি বৃত্তিসমূহের বিনাশ ঘটিলে 'স্বযোনৌ'—নিজকারণ সত্ত্বগুণমাত্রে, "উপশাম্যতি"—সত্ত্বগুণরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ইহাই অর্থ। ১১১

(থ) সত্ত্বগুণমাত্রে মন উপশান্ত হইলে তাহার ফল।

স্বযোনাবুপশান্তস্য মনসঃ সত্যকামিনঃ।
ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্যানৃতাঃ কর্ম্মবশানুগাঃ॥ ১১২

অন্বয়—সত্যকামিনঃ স্বযোনৌ উপশান্তস্য ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্য মনসঃ কর্ম্মবশানুগাঃ অনৃতাঃ (স্যুঃ)। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।২)

অনুবাদ—(কেবল) সত্যাত্মবিষয়ে অভিলাষী, আপনার কারণে উপশান্ত এবং ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে বিমুখ যে মন, তাহার কর্ম্মবশে প্রাপ্ত উপকরণসহিত সুখাদি ফল, মায়িকত্বজ্ঞানহেতু অলীক বলিয়া প্রতীত হয়।

টীকা—"সত্যকামিনঃ"—'সত্য' আত্মরূপ বিষয়ে 'কাম'—ইচ্ছা আছে যাহার এইরূপ অর্থাৎ কালত্রয়দ্বারা অবাধিত ব্রহ্মাত্ম প্রাপ্তির জন্য উৎকণ্ঠিত, "স্বযোনৌ উপশান্তস্য"—আপনার কারণ সত্ত্বগুণে উপশান্ত হইলে এবং "ইন্দ্রিয়ার্থবিমূঢ়স্য মনসঃ"—'ইন্দ্রিয়ার্থে' শব্দাদিবিষয়ে 'বিমূঢ়' বিমুখ অর্থাৎ জ্ঞানহীন হইলে, সেই মনের, (সংস্কারবশে কদাচিৎ ব্যুত্থিত হইলেও) "কর্ম্মবশানুগাঃ"—কর্ম্মবশে উপস্থিত যে শব্দাদি নিমিত্তরূপ সাধনসহিত সুখাদি, "অনৃতাঃ (স্যুঃ)"—মায়িকত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যারূপ হইয়া যায়। অর্থাৎ কর্ম্মবশে জীবের অনুগমন করিলেও (চিত্তসমাধানের সুখপর্য্যন্ত সকল সুখই নিজের অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া) মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। ১১২

ভাল, চিত্তের উপশান্তি হইলে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়—একথা ত' যুক্তিহীন, কেননা জগৎ ত' চিত্তরূপ উপাদানজনিত নহে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

(ঘ সংসার চিত্তরূপই।)

চিত্তমেব হি সংসারস্তৎপ্রযত্নেন শোধয়েৎ।
যচ্চিত্তস্তন্ময়ো মর্ত্ত্যো গুহ্যমেতৎ সনাতনম্॥ ১১৩

অন্বয়—চিত্তম্ এব হি সংসারঃ, তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ; মর্ত্ত্যঃ যচ্চিত্তঃ তন্ময়ঃ; এতৎ সনাতনম্ গুহ্যম্। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৩)

অনুবাদ—যেহেতু চিত্তই সংসার, সেইহেতু চিত্তের শোধন সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য, কারণ মানব যদ্বিষয়ে আসক্তচিত্ত হয়, সে তন্ময়ই হইয়া যায়; ইহাই অনাদিসিদ্ধ গূঢ় তত্ত্ব।

টীকা—যদ্যপি জগৎস্বরূপতা চিত্তরূপ উপাদানবিশিষ্ট নহে, তথাপি সেই জগতের ভোগ্যতা চিত্তরূপ কারণবিশিষ্ট! "হি"—যেহেতু, এই শব্দদ্বারা সকল লোকের অনুভবকেই প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে, কেননা, সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে চিত্তের বিলয় হইলে ভোগ দেখা যায় না, ইহাই অভিপ্রায়। যেহেতু সংসার চিত্তরূপ, এইহেতু চিত্তকেই, "প্রযত্নেন"—অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতিরূপ প্রযত্নদ্বারা, "শোধয়েৎ"—শোধন করিতে হয় অর্থাৎ রজস্তমোশূন্য করিয়া একাগ্র করিতে হয়। ভাল, মুক্তির জন্য আত্মাকেই ত' শোধন করা উচিত, চিত্তকে নহে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—"কারণ মানব" ইত্যাদি। "মর্ত্ত্যঃ"—মনুষ্য, ইহা দেহধারিমাত্রেরই উপলক্ষণ, "যচ্চিত্তঃ সঃ তন্ময়ঃ"—যে দেহী অপত্যাদিরূপ বিষয়ে দত্তচিত্ত, সে তন্ময় হইয়া যায়—কেননা, দেহী সেই সকল বিষয়ের সম্পূর্ণতা বা সুস্থতা ও বিকলতা আপনাতেই সম্যগরূপে আরোপণ করিয়া থাকে। "এতৎ সনাতনম্"—ইহাই অনাদিসিদ্ধ রহস্য। এস্থলে ইহাই বলা অভিপ্রেত—যেহেতু স্বভাবসিদ্ধ আত্মার দেহের সহিত সম্বন্ধবশতঃই সংসারিভাব ঘটে, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব—বৃহদা উ, ৪।৩।৭]—'চিত্তসংসর্গ-

বশতঃ আত্মা যেন ধ্যান করে, যেন লীলা করে, এইহেতু চিত্তের শোধন দ্বারাই আত্মার সংসার নিবৃত্তি হয়। এস্থলে অনাদিসিদ্ধ রহস্যটি এই—যেমন শুদ্ধ জল নীলপীতাদি রংএর সহিত মিলিত হইলে তত্তদ্রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশের কার্য্য বলিয়া শুদ্ধ যে মন, তাহা যে যে প্রকারের ভাবনা করে, অভ্যাসের বশে সেই সেই আকারবিশিষ্ট হইয়া যায়। এইহেতু 'আমি জীব' এইরূপ ভাবনাদ্বারা জীবভাব, 'আমি ঈশ্বর' এইরূপ ভাবনাদ্বারা ঈশ্বরভাব, 'আমি ব্রহ্মা' ইত্যাদিরূপ ভাবনাদ্বারা ব্রহ্মাদির ভাব, 'আমি দেহ' এইরূপ ভাবনাদ্বারা দেহভাব, 'আমি দাস' এইরূপ ভাবনাদ্বারা দাসভাব, 'আমি যেন স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হই' এইরূপ ভাবনাদ্বারা স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তিসাধনে তৎপর মন স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হয়। 'আমি শূন্য'—এইরূপ ভাবনার বলে বৃক্ষপাষাণাদির শূন্যভাব (Self-conciousness-রহিত ভাব) প্রাপ্ত হয়; 'আমি অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম,' এইরূপ ভাবনার বলে মন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে যে যে মতের অনুসরণে দৃঢ় ভাবনার দ্বারা মন যে যে পদার্থে তৎপর হয়, সেই সেই মতানুযায়ী ভাব প্রাপ্ত হয়, (এইহেতু বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমতে আস্থাবান ব্যক্তি সেই সেই ধর্ম্মমতের সত্য-মূলকতা অনুভব করিয়া থাকে) কিন্তু বিশেষ এই—ব্রহ্মভিন্ন অনাত্ম বস্তুর ভাবনাদ্বারা যে যে ভাবপ্রাপ্তি হয়, সেই সেই ভাব দীপপ্রভায় মণিবুদ্ধির ন্যায় শুক্তিতে রজতবুদ্ধির ন্যায়, রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায়, সাক্ষীতে স্বপ্নবুদ্ধির ন্যায় এবং সেই সেই বুদ্ধির বিষয়ের ন্যায় বিসম্বাদী ভ্রমরূপ। আর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার না হইলেও গুরুশাস্ত্রদ্বারা পরোক্ষরূপে জ্ঞাত ব্রহ্মে 'আমি ব্রহ্ম' এই আকারের নির্গুণোপাসনারূপ দৃঢ় ভাবনার বলে, ধ্যানী পুরুষের যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় তাহা মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধির ও তাহার বিষয়ের ন্যায় সম্বাদী ভ্রমরূপ; (পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত ৯ অঃ ৬ শ্লোক, পৃঃ ৩৬৮ দ্রষ্টব্য) এবং গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাক্যজনিত, 'আমি ব্রহ্ম'—মনের এই প্রকারের নিশ্চয়রূপ সাক্ষাৎকার দ্বারা যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, তাহা শুক্তি প্রভৃতির জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্ত শুক্তি প্রভৃতির ন্যায় পারমার্থিকরূপ; এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিয়াছেন :—[যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ ভবতি, তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি—ছান্দোগ্য উ ৩।১৪।১]—পুরুষ ইহলোকে যাদৃশ নিশ্চয়সম্পন্ন হয়, এখান হইতে প্রয়াণের পরেও সেইরূপই হইয়া থাকে; এবং ভগবানও (গীতা ৮।৬) বলিয়াছেন—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥" ১১৩

ভাল, অনাদিকালের জন্মপরম্পরার্জ্জিত সুখদুঃখপ্রদ পুণ্যপাপ কর্ম্ম থাকিতে চিত্তের শোধন দ্বারা কি প্রকারে আত্মার সংসার নিবৃত্তি হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, চিত্তের প্রসাদন বা শোধনদ্বারা উপলক্ষিত ব্রহ্মানুসন্ধানদ্বারা সকল কর্ম্মক্ষয় সম্ভবঃ :—

(ধ) ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ প্রসাদদ্বারা চিত্তের সংসার নিবৃত্তি সম্ভব।

চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্।
প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিত্বা সুখমক্ষয্যমশ্নুতে॥ ১১৪

অন্বয়—চিত্তস্য হি প্রসাদেন শুভাশুভম্ কর্ম্ম হন্তি। প্রসন্নাত্মা আত্মনি স্থিত্বা অক্ষয্যম্ সুখম্ অশ্নুতে। (মৈত্রায়ণীয় উ. ৪।৩।৪)

অনুবাদ—চিত্তের প্রসাদদ্বারা শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; পরে সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি স্ব-স্বরূপভূত ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ 'তাহাই আমি' এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা অবিনশ্বর সুখ অনুভব করেন।

টীকা—'হি' শব্দদ্বারা—[তদ্ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতম্ প্রদূয়েত এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে—ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩]—যেমন ইষীকার (শরাকৃতি তৃণবিশেষের) তুলা অগ্নিতে প্রোত (প্রক্ষিপ্ত) হইলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি ইঁহার (সর্ব্বাত্মভূত ও সর্ব্বান্নভোক্তা বিদ্বানের) বহুজন্মার্জ্জিত এবং ইহজন্মেও জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে ও সমকালে সম্ভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়; এবং "উপপাতকেষু সর্ব্বেষু পাতকেষু মহৎসু চ। প্রবিশ্য রজনীপাদং ব্রহ্মধ্যানং সমাচরেৎ॥" সকল প্রকার উপপাতকে এবং মহাপাতকে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ তত্তৎপাতকগ্রস্ত হইলে, রাত্রির শেষপাদে (শেষের তিন ঘণ্টাকালে) ব্রহ্মধ্যানের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিবে—এইরূপ শ্রুতিবচনের ও স্মৃতিবচনের প্রসিদ্ধি দ্যোতিত হইতেছে। সেইরূপ চিত্তপ্রসাদের ফল কিরূপ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি" ইত্যাদি। "প্রসন্নাত্মা"—প্রসন্ন হইয়াছে আত্মা—চিত্ত যাঁহার এইরূপ ব্যক্তি "আত্মনি"—স্ব-স্বরূপভূত অদ্বিতীয় আনন্দরূপ ব্রহ্মে, "স্থিত্বা"—স্থিত হইয়া অর্থাৎ 'আমিই সেই' এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্ররূপে অবস্থানের "অক্ষয্যম্"—অবিনাশী যে "সুখম্"—স্বরূপভূত সুখ, তাহাই "অশ্নুতে"—প্রাপ্ত হন, অনুভব করেন। ১১৪

পূর্ব্ব শ্লোকে "সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি স্ব-স্বরূপভূত ব্রহ্মে" ইত্যাদি যাহা বলা হইল, তাহাই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সমর্থন করিতেছেন :—

(ন) দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত অর্থের সমর্থন।

সমাসক্তং যথা চিত্তং জন্তোর্বিষয়গোচরে।
যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাত্তৎ কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ? ১১৫

অন্বয়—জন্তোঃ চিত্তম্ বিষয়গোচরে যথা সমাসক্তম্, তৎ ব্রহ্মণি যদি এবম্ স্যাৎ কঃ বন্ধনাৎ ন মুচ্যেত ? (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৫)

অনুবাদ—পশু যেমন বিষয়রূপ চারণভূমিতে স্বভাবতঃ সম্যগাসক্ত, সেই প্রকারে জীবের চিত্ত যদি ব্রহ্মে সমাসক্ত হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে না মুক্ত হয় ?

টীকা—প্রাণিগণের চিত্ত, "বিষয়গোচরে"—বিষয়রূপ ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিভূমিতে, "যথা"—যে প্রকার স্বভাবতঃ সম্যগাসক্ত হয়, "তৎ"—সেই চিত্ত, "ব্রহ্মণি"—প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মায়, "যদি এবম্ স্যাৎ"—যদি এইরূপ আসক্ত হয়, তাহা হইলে কে না সংসার হইতে মুক্ত হয় ? অর্থাৎ সকলেই মুক্ত হয়; ইহাই অর্থ। ১১৫

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অর্থের সমর্থনজন্য মনের অবান্তরভেদ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(প) শুদ্ধাশুদ্ধভেদে মন দ্বিবিধ।

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসম্পর্কাচ্ছুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্॥ ১১৬

অন্বয়—শুদ্ধম্ চ অশুদ্ধম্ এব চ মনঃ হি দ্বিবিধম্ প্রোক্তম্ কামসম্পর্কাৎ অশুদ্ধম্; কামবিবর্জ্জিতম্ শুদ্ধম্। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৬)

অনুবাদ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে মন দুই প্রকার; কামক্রোধাদিসম্পৃক্ত মন অশুদ্ধ এবং কামাদিরহিত মন শুদ্ধ।

টীকা—দুই প্রকার হইবার কারণ বলিতেছেন :—"কামক্রোধাদিসম্পৃক্ত" ইত্যাদি। মূলের কামশব্দ ক্রোধাদির উপলক্ষণ। ১১৬

উক্ত দুই প্রকার মন যথাক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ, তাহা শ্রুতিবচনদ্বারা দেখাইতেছেন:—

(ক, শুদ্ধাশুদ্ধ মন যথাক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥ ১১৭

অন্বয়—মনুষ্যাণাম্ বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণম্ মনঃ এব; বিষয়াসক্তম্ বন্ধায়, নির্ব্বিষয়ম্ মুক্ত্যৈ স্মৃতম্। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।১১; শাট্যায়নীয় উ, ১)

অনুবাদ ও টীকা—মনই মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ; মন বিষয়াসক্ত হইলে বন্ধের কারণ, নির্ব্বিষয় হইলে সেই মনকেই মুক্তির কারণ বলা হয়। ১১৭

প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ আত্মায় অবস্থিত হইলে যে অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন (১১০ শ্লোক) তাহা শ্রুতি নিজেই (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৯) এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

(খ) প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি আত্মায় অবস্থিত হইলে যে অক্ষয় সুখলাভ করেন তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥ ১১৮

অন্বয়—আত্মনি নিবেশিতস্য সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসঃ যৎ সুখম্ ভবেৎ, তদা গিরা বর্ণয়িতুম্ ন শক্যতে, স্বয়ং তৎ অন্তঃকরণেন গৃহ্যতে।

অনুবাদ—সমাধিদ্বারা চিত্ত সর্ব্বমলবিনির্ম্মুক্ত হইয়া আত্মায় প্রবেশ লাভ করিলে যে সুখানুভব হয়, তৎকালের সেই সুখকে বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না; সেই স্বরূপভূত সুখ অন্তঃকরণই গ্রহণ করিতে পারে।

টীকা—"আত্মনি"—প্রত্যক্‌স্বরূপ আত্মায়, "নিবেশিতস্য সমাধিনির্ধূত-(পাঠান্তরেঃ নির্ধৌত-) মলস্য"—অবস্থিত এবং প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের একতাবিষয়িণী বৃত্তির আবৃত্তিরূপ সমাধিদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইয়াছে রজস্তমোমল যাহার এইরূপ "চেতসঃ"—চিত্তের, "তদা যৎ সুখম্ ভবেৎ"—সেই সমাধিকালে যে সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখ "গিরা বর্ণয়িতুম্ ন শক্যতে"—বচনদ্বারা বর্ণন করিতে পারা যায় না, কেননা, সেই সুখ অলৌকিক, কিন্তু "স্বয়ম্ তৎ"—সেই স্বরূপভূত সুখ "অন্তঃকরণেন এব গৃহ্যতে"—অন্তঃকরণদ্বারা অনুভূত হয়। ১১৮

২। দুর্লভ সমাধি মনুষ্যের ক্ষণিকভাবে সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব।

ভাল, এই সমাধিই দুর্লভ বলিয়া ইহাদ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ক) ক্ষণিক সমাধিতে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় হয়।

যদ্যপ্যসৌ চিরং কালং সমাধির্দুর্লভো নৃণাম্।
তথাপি ক্ষণিকো ব্রহ্মানন্দং নিশ্চায়য়ত্যসৌ ॥১১৯

অন্বয়—যদ্যপি অসৌ সমাধিঃ চিরম্ কালম্ নৃণাম্ দুর্লভঃ তথাপি ক্ষণিকঃ অসৌ ব্রহ্মানন্দ নিশ্চায়য়তি।

অনুবাদ—যদ্যপি দীর্ঘস্থায়িভাবে এই সমাধি মানবের দুর্লভ, তথাপি তাহা ক্ষণিকভাবে হইলেও তাহা ব্রহ্মানন্দ নিশ্চয় করাইতে সমর্থ।

টীকা—এই সমাধি নিরবচ্ছিন্নভাবে অসম্ভব হইলেও, তাহা ক্ষণস্থায়িভাবে সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তাহা এই ব্রহ্মানন্দবিষয়ে নিশ্চয় উৎপাদন করিতে পারে; ইহাই অভিপ্রায়। ১১৯

ভাল, আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত হইলেও কেহ কেহ আনন্দবিষয়ে নিশ্চয়-রহিতই থাকিয়া যায়; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—শ্রদ্ধারহিত লোকদিগের সেই প্রকার নিশ্চয় না হইলেও শ্রদ্ধা, যত্ন প্রভৃতি সমন্বিত লোকের সেই আনন্দের নিশ্চয় হইতে পারে :—

(খ) বহির্মুখ হইলেও অত্যন্তাগ্রহান্বিত হইলে ব্রহ্মানন্দনিশ্চয় সম্ভব।

শ্রদ্ধালুর্ব্যসনী যোঽত্র নিশ্চিনোত্যেব সর্ব্বথা।
নিশ্চিতে তু সকৃত্তস্মিন্ বিশ্বসিত্যন্যদাপ্যয়ম্ ॥ ১২০

অন্বয়—শ্রদ্ধালুঃ ব্যসনী যঃ (সঃ) অত্র সর্ব্বথা নিশ্চিনোতি এব। তস্মিন্ সকৃৎ নিশ্চিতে তু অয়ম্ অন্যদা অপি বিশ্বসিতি।

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধালু ও একান্ত আগ্রহান্বিত, তাঁহার এই ক্ষণিক সমাধি-বিষয়ে নিশ্চয় অবশ্যই হইয়া থাকে। আর, একবার সেই নিশ্চয় জন্মিলে, তিনি অন্য সময়েও (অর্থাৎ সকল সময়েই) সেই ব্রহ্মানন্দে বিশ্বাস করেন।

টীকা—"ব্যসনী"— (ব্যসন শব্দ সাধারণতঃ "কামজ-কোপজ" দোষ বুঝাইলেও এস্থলে সমাধিসুখরূপ শুভ কামজ এবং তদন্তরায়ের প্রতি সুতরাং শুভ কোপজ 'গুণ' বুঝাইতেছে); এইহেতু 'সর্ব্বপ্রকারেই সমাধি সম্পাদন করিব' এইরূপ যে আগ্রহ তদন্বিত। (অচ্যুতরায় বলেন—জাগ্রৎকালে যে যাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তাহাই তাহার ব্যসন; সেইহেতু 'ব্যসনী' বলিতে যমাদি যোগাঙ্গাভ্যাস স্বভাব, যোগতৎপর)।* "অত্র"—এই সমাধিতে, "সর্ব্বথা"—অবশ্যই। সেইরূপ নিশ্চয় জন্মিলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"আর, একবার

* এই ব্যসনকে নারদীয় ভক্তিসূত্রের পরম ব্যাকুলতা বলিতে দোষ কি?

সেই'' ইত্যাদি, "তস্মিন্ সকৃৎ নিশ্চিতে"—ক্ষণিক সমাধিতে সেই ব্রহ্মানন্দের একবার নিশ্চয় জন্মিলে, "অয়ম্ অন্যদা অপি বিশ্বসিতি"—যিনি একবার এইরূপ নিশ্চয় লাভ করিয়াছেন, তিনি অন্যকালেও 'এই আনন্দ আছে' এইরূপ বিশ্বাস করেন। ১২০

অন্যকালেও সেইরূপ বিশ্বাসলাভ হইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) সমাধিতে উক্তরূপ বিশ্বাসলাভের প্রয়োজন।

তাদৃক্ পুমানুদাসীনকালেঽপ্যানন্দবাসনাম্।
উপেক্ষ্য মুখ্যমানন্দং ভাবয়ত্যেব তৎপরঃ ॥১২১

অন্বয়—তাদৃক্ পুমান্ উদাসীনকালে অপি আনন্দবাসনাম্ উপেক্ষ্য তৎপরঃ মুখ্যম আনন্দম্ এব ভাবয়তি।

অনুবাদ—সেই প্রকার লোকে নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া তৎপর হইয়া মুখ্যানন্দেরই ভাবনা করিতে থাকেন।

টীকা—"তাদৃক্ পুমান্"—শ্রদ্ধাযত্নাদিসম্পন্ন পুরুষ একবার ব্রহ্মানন্দে লব্ধনিশ্চয় হইলে, "উদাসীনকালে অপি"—নিশ্চিন্তাবস্থায় প্রতীয়মান যে আনন্দের বাসনা পূর্ব্বে ৮৫ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, তাহাতে অনাদর করিয়া মুখ্য আনন্দে তৎপর হইয়া, সেই মুখ্য আনন্দকেই "ভাবয়তি"—চিন্তা করেন। ১২১

'ব্যবহারকালেও এই প্রকার নিজানন্দের ভাবনা করেন'—এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(ঘ) ব্যবহারকালে নিজানন্দভাবনার দৃষ্টান্ত।

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১২২

অন্বয়, অনুবাদ ও টীকা – নবম অধ্যায়ের ৮৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন :—

(ঙ) দৃষ্টান্ত সিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তিকে যোজনা।

এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরন্নপি ॥ ১২৩

অন্বয়—এবং শুদ্ধে পরে তত্ত্বে বিশ্রান্তিম্ আগতঃ ধীরঃ বহিঃ ব্যবহরন্ অপি অন্তঃ তৎ এব আস্বাদয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—সেই প্রকার ধীর পুরুষ শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বে বিশ্রামলাভ করিয়া বাহ্যব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াও অন্তরে সেই পরমাত্মতত্ত্ব আস্বাদন করেন। ১২৩

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত ধীর শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(চ) 'ধীর' শব্দের অর্থ।

ধীরত্বমক্ষপ্রাবল্যেঽপ্যানন্দাস্বাদবাঞ্ছয়া।
তিরস্কৃত্যাখিলাক্ষাণি তচ্চিন্তায়াং প্রবর্ত্তনম্ ॥ ১২৪

অন্বয়—অক্ষপ্রাবল্যে অপি আনন্দাস্বাদবাঞ্ছয়া অখিলাক্ষাণি তিরস্কৃত্য তচ্চিন্তায়াম্ প্রবর্ত্তনম্ ধীরত্বম্।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা থাকিলেও ব্রহ্মানন্দাস্বাদনের অভিলাষী হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া সেই আনন্দ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, সাধককে 'ধীর' বলা হয়।

টীকা—ইন্দ্রিয়গণ বিষয়াভিমুখ হইয়া সাধককে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও স্বরূপসুখের ইচ্ছাবশতঃ তাহার অনুসন্ধানে যাঁহার প্রবৃত্তি হয়, তাঁহাকেই ধীর বলে। "বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"—কালিদাস। এই লক্ষণে স্বরূপানুসন্ধান প্রবৃত্তির মাত্র অভাব। ১২৪

১২৩ শ্লোকে যে বিশ্রান্তি শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিপ্রেত অর্থ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ছ) বিশ্রান্তি শব্দের অভিপ্রেত অর্থ, দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন।

ভারবাহী শিরোভারং মুক্ত্বাস্তে বিশ্রমং গতঃ।
সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃগ্‌বুদ্ধিস্তু বিশ্রমঃ ॥১২৫

অন্বয়—ভারবাহী শিরোভারম্ মুক্ত্বা বিশ্রমম্ গতঃ আস্তে সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃক্ বুদ্ধিঃ তু বিশ্রমঃ।

অনুবাদ—ভারবাহক যেমন মস্তকের ভার নামাইয়া বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়, সাংসারিক ব্যাপারের পরিত্যাগ হইলে যে সেইপ্রকার 'ভার নামিল' এইরূপ বুদ্ধি তাহার নাম বিশ্রান্তি।

টীকা—যেমন লোকে ভার বহন করিয়া শ্রমহেতু মস্তকস্থিত ভার পরিত্যাগ করিয়া শ্রমরহিত হয়, সেইপ্রকার সংসারের ব্যাপার পরিত্যাগ করিলে 'শ্রমরহিত হইলাম' এইরূপ যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহাই বিশ্রান্তি শব্দদ্বারা সূচিত হয়। ১২৫

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(জ) ফলিতার্থ—বিশ্রান্ত সাধক প্রারব্ধভোগ-কালেও স্বানন্দতৎপর থাকেন।

বিশ্রান্তিং পরমাং প্রাপ্তস্ত্বৌদাসীন্যে যথা তথা।
সুখদুঃখদশায়াঞ্চ তদানন্দৈকতৎপরঃ ॥ ১২৬

অন্বয়—পরমাম্ বিশ্রান্তিম্ প্রাপ্তঃ (পুরুষঃ) ঔদাসীন্যে যথা তথা সুখদুঃখদশায়াম্ তু চ তদানন্দৈকতৎপরঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—পরম বিশ্রামপ্রাপ্ত ধীর ব্যক্তি যেমন উদাসীনকালে অর্থাৎ নিশ্চিন্তাবস্থায় এক আনন্দাস্বাদনে তৎপর থাকেন, সেই প্রকার সুখদুঃখদশাতেও সেই এক নিজানন্দাস্বাদনে তৎপর থাকেন।

টীকা—"পরমাম্ বিশ্রান্তিম্ প্রাপ্তঃ"—১২৫ শ্লোকোক্ত লক্ষণযুক্ত বিশ্রাম যিনি পাইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তি আপনার উদাসীন দশায় যেমন পরমানন্দাস্বাদনে তৎপর হন, এইরূপ সুখদুঃখ-প্রাপ্তিকালেও অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগাবসরেও, সেই সুখদুঃখের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া "স্বানন্দৈকতৎপরঃ"—সেই নিজানন্দের আস্বাদনেই তৎপর হন, ইহাই অর্থ। ১২৬

ভাল, দুঃখের প্রতিকূল বলিয়া তাহার অনুসন্ধানে লোকের ইচ্ছাভাব থাকিলেও, বিষয়জনিত সুখ অনুকূল বলিয়া সর্ব্বলোকে প্রার্থিত হওয়ায়, সেই সুখের অনুসন্ধানেচ্ছা কেন না হইবে?-- এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, বিষয়জনিত সুখ বিষয়ের সম্পাদন-রক্ষণাদি দ্বারা অত্যন্ত বহির্মুখতা ঘটাইয়া নিজানন্দের অনুসন্ধানের বিরোধী হয় বলিয়া বিষয়সুখেচ্ছাও বিচারশীল পুরুষের উৎপন্ন হয় না :--

(ঋ) বিবেকীর বিষয়ানুসন্ধানে ইচ্ছাভাব, দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন।

অগ্নিপ্রবেশহেতৌ ধীঃ শৃঙ্গারে যাদৃশী তথা।
ধীরস্যোদেতি বিষয়েঽনুসন্ধানবিরোধিনি॥ ১২৭

অন্বয়—অগ্নিপ্রবেশহেতৌ শৃঙ্গারে যাদৃশী ধীঃ তথা অস্য ধীঃ অনুসন্ধানবিরোধিনি বিষয়ে উদেতি।

অনুবাদ—যেমন অগ্নিপ্রবেশাদি দ্বারা অচিরে দেহপাতনেচ্ছা বলবতী হইলে, (সতীদাহাদির আনুষঙ্গিক) অলঙ্কারাদি দ্বারা দেহসৌষ্ঠবসম্পাদন বিলম্বকারক বলিয়া বিরক্তির কারণ হয়, বিবেকী পুরুষের সেইপ্রকার বুদ্ধি ব্রহ্মানন্দবিরোধী বিষয়সুখে উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই বিষয়সুখ বিরক্তির কারণ হয়।

টীকা—অচিরে দেহপরিত্যাগের ইচ্ছা দৃঢ়তরভাবে উৎপন্ন হইলে তাহাতে বিলম্বজনক অলঙ্কারাদি ধারণ অগ্নিপ্রবেশাদিকরণেচ্ছু ব্যক্তির বিরক্তিবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে, এই প্রকার বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন বিবেকীর, ব্রহ্মানুসন্ধানবিরোধী বিষয়সুখেও দোষদৃষ্টিরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ১২৭

বিবেকী পুরুষের বিরোধি-বিষয়সুখেচ্ছা হয় না বুঝা গেল ; কিন্তু যে বিষয়, প্রযত্ন বিনা সুলভ বলিয়া বহির্মুখতার হেতু হয় না, সেইরূপ বিষয়ে, কেন ইচ্ছা হইবে না ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঞ) স্বরূপানন্দে এবং তদবিরোধী বিষয়সুখে বুদ্ধির গমনাগমনের দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন।

অবিরোধিসুখে বুদ্ধিঃ স্বানন্দে চ গমাগমৌ।
কুর্ব্বন্ত্যাস্তে ক্রমাদেষা কাকাক্ষিবদিতস্ততঃ॥ ১২৮

অন্বয়—অবিরোধিসুখে চ স্বানন্দে কাকাক্ষিবৎ ক্রমাৎ ইতঃ ততঃ গমাগমৌ কুর্ব্বন্তী এষা বুদ্ধিঃ আস্তে।

অনুবাদ ও টীকা—বিবেকীর বুদ্ধি, অবিরোধি-বিষয়-সুখে ও স্বরূপানন্দে

কাকাক্ষির ন্যায় ক্রমান্বয়ে একবার এইদিকে একবার ঐদিকে গমনাগমন করিয়া থাকে। ১২৮

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন করিতেছেন :—

(ট) দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা।

একৈব দৃষ্টিঃ কাকস্য বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ।
যাত্যায়াত্যেবমানন্দদ্বয়ে তত্ত্ববিদো মতিঃ॥ ১২৯

অন্বয়—কাকস্য দৃষ্টিঃ একা এব বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ যাতি আয়াতি এবম্ তত্ত্ববিদঃ মতিঃ আনন্দদ্বয়ে।

অনুবাদ—কাকের দুইটি চক্ষু বা অক্ষিগোলক থাকিলেও প্রবাদ আছে রামের ইষীকাস্ত্রাঘাতের ফলে * দৃষ্টি একটিমাত্র রহিয়া গেল। তাহা ক্রমান্বয়ে বামনেত্রে ও দক্ষিণনেত্রে গমনাগমন করিয়া থাকে। এইরূপে, তত্ত্বজ্ঞের বুদ্ধিও দুই আনন্দে যাতায়াত করে।

টীকা—যেমন "কাকস্য দৃষ্টিঃ"—কাকের অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় দৃষ্টিশব্দে সেই দর্শনসাধন ইন্দ্রিয়কেই বুঝিতে হইবে, তাহা একটিমাত্র অর্থাৎ তাহা মনুষ্যদৃষ্টির ন্যায় যুগপৎ দুইটি গোলকে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। তাহা "বামদক্ষিণনেত্রয়োঃ"—বামাক্ষিগোলকে এবং দক্ষিণাক্ষিগোলকে পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করে। এই বিবেকীর বুদ্ধিও পর্য্যায়ক্রমে আনন্দদ্বয়ে যাতায়াত করে। (দর্শনকালে কাকের গ্রীবাভঙ্গ দ্বারা ইহা অনুমিত হয়। বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে মনুষ্যেরও গ্রীবাস্তম্ভে এই লক্ষণ দেখা যায়।) ১২৯

দার্ষ্টান্তিকের বর্ণন করিতেছেন :—

(ঠ) দার্ষ্টান্তিকের বর্ণন।

ভুঞ্জানো বিষয়ানন্দং ব্রহ্মানন্দং চ তত্ত্ববিৎ।
দ্বিভাষাভিজ্ঞবদ্বিদ্যাদুভৌ লৌকিকবৈদিকৌ॥১৩০

অন্বয়—তত্ত্ববিৎ ভুঞ্জানঃ বিষয়ানন্দম্ চ ব্রহ্মানন্দম্ লৌকিকবৈদিকৌ উভৌ দ্বিভাষাভিজ্ঞবৎ বিদ্যাৎ।

অনুবাদ—যিনি তত্ত্ববিৎ তিনি (অবিরোধি-বিষয়সুখ) ভোগ করিতে করিতে

---

* ঐন্দ্রিঃ কিল নখৈস্তস্যা বিদদার স্তনৌ দ্বিজঃ।
প্রিয়োপভোগচিহ্নেষু পৌরভাগ্যমিবাচরন্॥ ২২
তস্মিন্নাস্থদিষীকাস্ত্রং রামো রামাববোধিতঃ।
আত্মানং মুমুচে তস্মাদেকনেত্রব্যয়েন স॥ ২৩

প্রবাদ আছে ইন্দ্রপুত্র পক্ষী কাক তাঁহার (সীতার) প্রিয়তমকৃত ভোগচিহ্ন নখাঘাতাঙ্কিত স্তনদ্বয়ে দোষৈক-দৃষ্টিতার পরিচয় দিয়াই যেন আঁচড়াইয়াছিল। সীতা রামকে জাগাইয়া দিলে, তিনি কাকের প্রতি ইষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, সেইহেতু কাক একটি নেত্ররূপ ধনদণ্ড দিয়া আপনাকে মুক্ত করিল। (রঘুবংশ দ্বাদশ সর্গ)।

(যথাক্রমে) লৌকিক ও বৈদিকরূপ বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই উভয় আনন্দই ভাষাদ্বয়াভিজ্ঞের ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন।

টীকা—যিনি তত্ত্ববিৎ, তিনি অবিরোধি-বিষয় ভোগক্রমে সেই বিষয়জনিত বিষয়ানন্দ এবং উপনিষদ্বাক্য হইতে অবগত "ব্রহ্মানন্দ," যথাক্রমে লৌকিক এবং বৈদিকরূপ এই উভয় আনন্দেরই ভাষাদ্বয়াভিজ্ঞ পুরুষের ন্যায় অনুভব করিয়া থাকেন। ১৩০

ভাল, দুঃখানুভবের দশায়—উদ্বেগ অর্থাৎ দুঃখনিবারণে অসমর্থতা হেতু দুঃখানুভব দ্বারা বিচারিত দুঃখরূপ বিক্ষেপ হইলে, নিজানন্দের অনুভব কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ড) দুঃখানুভবের অবস্থায় অনুদ্বেগহেতু তত্ত্বজ্ঞের নিজানন্দভোগের বাধা হয় না।

দুঃখপ্রাপ্তৌ ন চোদ্বেগো যথাপূর্ব্বং যতো দ্বিদৃক্।
গঙ্গামগ্নার্দ্ধকায়স্য পুংসঃ শীতোষ্ণধীর্যথা॥ ১৩১

অন্বয়—যতঃ দ্বিদৃক্ দুঃখপ্রাপ্তৌ যথাপূর্ব্বম্ চ উদ্বেগঃ ন যথা গঙ্গামগ্নার্দ্ধকায়স্য পুংসঃ শীতোষ্ণধীঃ।

অনুবাদ—যে হেতু বিবেকী দৃষ্টিদ্বয়সম্পন্ন, এইহেতু তাঁহার দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও, পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার উদ্বেগ হয় না; যেমন গঙ্গাজলে অর্দ্ধমগ্নদেহ পুরুষের এককালেই শীত ও উষ্ণের জ্ঞান হয়, সেইরূপ বিবেকী পুরুষের দুঃখানুভব এবং নিজানন্দানুভব উভয়েরই অনুভব হয়।

টীকা—"যতঃ"—যেহেতু, বিবেকী পুরুষ, "দ্বিদৃক্"—দুইদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক এই উভয় ব্যবহারের বিজ্ঞাতা, এইহেতু, "দুঃখপ্রাপ্তৌ"—দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও "পূর্ব্ববৎ"—অজ্ঞানদশায় যেরূপ সেইরূপ, "ন উদ্বেগঃ"—তাঁহার উদ্বেগ হয় না; কেননা তত্তৎকালে বিবেক তাঁহাকে (বোধ্যমানত্বাৎ—এইরূপ পাঠে) প্রবোধ দিয়া থাকে, (বাধ্যমানত্বাৎ পাঠে) বিচার দ্বারা তাঁহার উদ্বেগ বাধিত হইয়া যায়। এইহেতু দুঃখানুভব-কালেও তাঁহার নিজানন্দের অনুসন্ধান বিরোধপ্রাপ্ত হয় না। একই কালে দুঃখ ও নিজানন্দের অনুসন্ধান দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন—"যেমন গঙ্গাজলে" ইত্যাদি। ৩১

ফলিতার্থ বলিতেছেন—

(ঢ) ফলিতার্থ - জাগ্রতে ও স্বপ্নে তত্ত্ববিদের ব্রহ্মসুখের ভান হয়।

ইত্থং জাগরণে তত্ত্ববিদো ব্রহ্মসুখং সদা।
ভাতি তদ্বাসনাজন্যে স্বপ্নে তদ্ভাসতে তথা॥ ১৩২

অন্বয়—ইত্থম্ তত্ত্ববিদঃ জাগরণে সদা ব্রহ্মসুখম্ ভাতি; তদ্বাসনাজন্যে স্বপ্নে তৎ তথা ভাসতে।

অনুবাদ—এইপ্রকারে তত্ত্ববিদের জাগ্রৎকালে সর্ব্বদা ব্রহ্মসুখানুভব

হয় এবং সেই জাগ্রৎকালের সংস্কারবশতঃ যে স্বপ্ন হয়, তাহাতেও সেই ব্রহ্মানন্দ তদ্রূপ অনুভূত হয়।

টীকা—"সদা"—অর্থাৎ সুখদুঃখের অনুভবাবস্থায়, এবং তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থানকালে অর্থাৎ উদাসীনাবস্থায়—ইহাই অর্থ। কেবল জাগরণাবস্থাতেই সেই ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয় এরূপ নহে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতেও ব্রহ্মানন্দের ভান হয়, ইহাই বলিতেছেন—"এবং সেই জাগ্রৎকালের" ইত্যাদি। "তদ্বাসনাজন্যে" এইটি "স্বপ্নে" ইহার হেতুগর্ভবিশেষণ, অর্থাৎ তদ্দ্বারা স্বপ্নের হেতুর নির্দেশ করা হইয়াছে। এইহেতু স্বপ্ন জাগ্রৎকালের বাসনাজনিত বলিয়া, "স্বপ্নে তৎ তথা"—সেই স্বপ্নাবস্থাতেও, সেই ব্রহ্মসুখ জাগ্রৎকালের ন্যায়,—"ভাসতে" অনুভূত হয়।১৩২

ভাল, স্বপ্ন আনন্দানুভবের সংস্কারজনিত বলিয়া, তাহাতে কি কেবল আনন্দানুভবই হয় ? দুঃখানুভব নহে ?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(৭) স্বপ্নে জ্ঞানীর অজ্ঞানীর ন্যায় সুখদুঃখানুভব হয়।

অবিদ্যাবাসনাপ্যস্তীত্যতস্তদ্বাসনোত্থিতে।
স্বপ্নে মূর্খবদেবৈষ সুখং দুঃখং চ বীক্ষতে॥ ১৩৩

অন্বয়—অবিদ্যাবাসনা অপি অস্তি ইতি, অতঃ তদ্বাসনোত্থিতে স্বপ্নে মূর্খবৎ এব এষঃ সুখম্ চ দুঃখম্ বীক্ষতে।

অনুবাদ—অবিদ্যা (সংস্কারও) স্বপ্নের হেতু, এইহেতু সেই অবিদ্যা-সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্বপ্নে এই জ্ঞানী মূর্খের ন্যায় সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন।

টীকা—কেবল আনন্দের সংস্কারবলেই স্বপ্ন উৎপন্ন হয় না, কিন্তু "অবিদ্যাবলাৎ অপি"—অবিদ্যার সংস্কারের বলেও স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। এইহেতু—"তদ্বাসনোত্থিতে স্বপ্নে"—অবিদ্যা-সংস্কার জনিত বলিয়া সেই স্বপ্নে, অজ্ঞানীর ন্যায় জ্ঞানীর সুখাদির অনুভব হয় অর্থাৎ সুখানুভব হইবেই এরূপ নিয়ম নাই। ইহাই অর্থ। ১৩৩

এই সমগ্র প্রকরণ রচনা দ্বারা কথিত অর্থের উপসংহৃত বর্ণন করিতেছেন :—

(৮) সমগ্র প্রকরণের তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্।
যোগিপ্রত্যক্ষমধ্যায়ে প্রথমেঽস্মিন্নুদীরিতম্॥১৩৪

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে অস্মিন প্রথমে অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্ যোগিপ্রত্যক্ষম্ উদীরিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মানন্দ প্রতিপাদক এই গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে (পঞ্চদশীর

একাদশাধ্যায়ে) ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক যোগীর অপরোক্ষানুভব কথিত হইল।

টীকা—"ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে" - পাঁচ অধ্যায়ের সমষ্টিরূপ এই ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে, "অস্মিন্ প্রথমাধ্যায়ে"—এই 'ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ' নামক প্রথমাধ্যায়ে—(পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায়ে) সুষুপ্তির অবস্থায় এবং ঔদাসীন্যের (নিশ্চিন্ততার) অবস্থাতেও সমাধির অবস্থায় এবং সুখদুঃখাবস্থাতেও, "ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্"—স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক, "যোগিপ্রত্যক্ষম্ উদীরিতম্"—যোগীর অনুভবরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান কথিত হইল। এই যোগিপ্রত্যক্ষ আগমরূপ শ্রুতি প্রভৃতিরও উপলক্ষণ, কেননা এই অধ্যায়ে আগমাদি প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৩৪

ইতি ব্রহ্মানন্দে 'যোগানন্দ' নামক প্রথমাধ্যায়, পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায়, সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

দ্বাদশাধ্যায়

ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ।

(প্রত্যগাত্মার স্বরূপভূত যে আনন্দ তাহার নাম আত্মানন্দ। এই প্রকরণে ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত সেই আত্মানন্দ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, ইহার নাম ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ।)

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে আত্মানন্দো বিবিচ্যতে॥

সন্ন্যাসিগণের উপদেষ্টা শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে আত্মানন্দ নামক প্রকরণের বিচার করিতেছি।

আত্মানন্দের অধিকারী, আত্মার সুখার্থেই সর্ব্ববস্তু প্রিয়, আত্মা ত্রিবিধ।

১। আত্মানন্দের বিচারদ্বারা মন্দবুদ্ধি অধিকারীকে বুঝান যায়।

এই প্রকারে ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ নামক প্রথমাধ্যায়ে (পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায়) বিবেকী পুরুষ কি প্রকারে যোগাভ্যাস দ্বারা নিজানন্দের অনুভব করিতে পারেন তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে এই অধ্যায়ে মন্দবুদ্ধি জিজ্ঞাসুর অর্থাৎ স্বরূপানন্দ জানিতে ইচ্ছুর—আত্মানন্দ শব্দবাচ্য 'ত্বম্'-পদার্থের বিচার দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মানন্দানুভব হইতে পারে তাহাই দেখাইবার জন্য শিষ্য প্রশ্নের অবতারণা করিতেছেন :—

(ক) শিষ্যের প্রশ্ন—মূঢ়ের গতি কিরূপ হইবে?

নন্বেবং বাসনানন্দাদ্ ব্রহ্মানন্দাদপীতরম্।
বেত্তু যোগী নিজানন্দং মূঢ়স্যাত্রাস্তি কা গতিঃ॥১

অন্বয়—ননু এবম্ যোগী বাসনানন্দাৎ ব্রহ্মানন্দাৎ অপি ইতরম নিজানন্দম বেত্তু, অত্র মূঢ়স্য কা গতিঃ অস্তি?

অনুবাদ ও টীকা—ভাল, এই প্রকারে অর্থাৎ যোগানন্দ নামক প্রকরণে বর্ণিত প্রকারে, যোগিপুরুষ বাসনানন্দ (সুপ্তোত্থিতের সংস্কারবশে কিছুকাল ধরিয়া অনুভূয়মান সুখবিশেষ) ও ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন যে নিজানন্দ (১১।৯৮ দ্রষ্টব্য) তাহার অনুভব করুন, কিন্তু এ সংসারে মূঢ় ব্যক্তির কি গতি হইবে? ১

শিষ্যের এই প্রকার প্রশ্নে গুরু বলিতেছেন, অতিমূঢ় ব্যক্তির জ্ঞানে অধিকার নাই :—

(খ) অতিমূঢ় ব্যক্তির বেদান্ত অর্থাৎ জ্ঞানলাভে অধিকার নাই।

ধর্ম্মাধর্ম্মবশাদেষ জায়তাং ম্রিয়তামপি।
পুনঃ পুনঃ দেহলক্ষৈঃ কিন্নো দাক্ষিণ্যতো বদ॥২

অন্বয়—এষঃ ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ দেহলক্ষৈঃ পুনঃ পুনঃ জায়তাম্ অপি ম্রিয়তাম্ নঃ দাক্ষিণ্যতঃ কিম্ বদ।

অনুবাদ—এই অতিমূঢ় ধর্ম্মাধর্ম্মের বশে পুনঃপুনঃ লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করুক এবং মরুক; তাহার প্রতি আমাদের ঔদার্য্য প্রকাশের কি প্রয়োজন, বল।

টীকা—"এষঃ"—এই অতিমূঢ়, অনাদি সংসারে পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত পুণ্য ও পাপের বশে নানা প্রকার দেহ গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করুক ও মৃত্যুমুখে পড়ুক। ("দাক্ষিণ্যতঃ" সকল অজ্ঞকে বুঝাইবার সামর্থ্যে অভিনিবেশবশতঃ)। ২

আচার্য্য সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, সেইহেতু মূর্খের জন্যও তাঁহার কোন প্রকার গতিবিধান আবশ্যক—শিষ্য এইরূপ বলিতেছেন :—

(গ) যদি বল, দয়ালু গুরুর স্বভাব মূর্খের প্রতি অনুগ্রহ করা, তবে সেই মূর্খ দুই প্রকারের কোন্ প্রকার?

অস্তি বোঽনুজিঘৃক্ষুত্বাদ্দাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্।
তর্হি ব্রূহি স মূঢ়ঃ কিং জিজ্ঞাসুর্ব্বা পরাঙ্মুখঃ ॥৩

অন্বয়—বঃ অনুজিঘৃক্ষুত্বাৎ দাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্ অস্তি। তর্হি সঃ মূঢ়ঃ কিম্ জিজ্ঞাসুঃ বা পরাঙ্মুখঃ ব্রূহি।

অনুবাদ—যেহেতু আপনারা সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, সেইহেতু মূঢ়ের প্রতিও অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। (উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) তাহা হইলে বল, সেই মূঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞাসু অথবা তত্ত্বজ্ঞানে পরাঙ্মুখ।

টীকা—"বঃ"—আপনাদিগের, "অনুজিঘৃক্ষুত্বাৎ"—অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছু অনুজিঘৃক্ষু, তাহার ভাব অনুজিঘৃক্ষুত্ব, সেইহেতু; অনুগ্রহ করিতে—শিষ্যের উদ্ধার করিতে ইচ্ছাযুক্ততা-হেতু; "দাক্ষিণ্যতঃ"—ঔদার্য্যবশে মূঢ়দিগের উদ্ধারকরণরূপ প্রয়োজন আছে, ইহাই অর্থ। শিষ্যের এই কথা শুনিয়া গুরু বিকল্প করিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"তাহা হইলে বল"—ইত্যাদি। ৩

যদি মূঢ়ের জন্য কোনও গতির ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই মূঢ় বিষয়াসক্ত অথবা বিরক্ত তাহাই বল। এই দুই প্রকারই হইতে পারে। তন্মধ্যে সে যদি বিষয়াসক্ত হয়, তবে তাহার আসক্তির অনুসরণে, তাহাকে কর্ম্মের বা উপাসনার উপদেশ করিতে হইবে। এই প্রকারে গুরু বা আচার্য্য প্রথম প্রকারের অর্থাৎ বিষয়াসক্ত মূঢ়ের প্রয়োজন সমাধান করিতেছেন :—

(ঘ) এক এক বিকল্পে দুই বিকল্প করিয়া অধিকারীর অভিপ্রায়ানুসারে ব্যবস্থা।

উপাস্তিং কর্ম্ম বা ব্রূয়াদ্বিমুখায় যথোচিতম্।
মন্দপ্রজ্ঞং তু জিজ্ঞাসুমাত্মানন্দেন বোধয়েৎ ॥৪

অন্বয়—বিমুখায় যথোচিতম্ উপাস্তিম্ বা কর্ম্ম ব্রূয়াৎ; মন্দপ্রজ্ঞম্ জিজ্ঞাসুম্ তু আত্মানন্দেন বোধয়েৎ।

অনুবাদ—যে মূঢ় তত্ত্বজ্ঞানে বিমুখ তাহাকে যথোচিত উপাসনা বা কর্ম্মের

উপদেশ করিতে হয়। আবার সেই মন্দবুদ্ধি যদি জিজ্ঞাসু হয় তবে তাহাকে আত্মানন্দ-বিচার দ্বারা উপদেশ করিতে হয়।

টীকা—"বিমুখায়"—যে তত্ত্বজ্ঞানে বিমুখ তাহাকে, অর্থাৎ বহির্মুখকে; "যথোচিতম্"—যথা-যোগ্য, আর সে যদি ব্রহ্মলোককামী হয়, তাহা হইলে তাহাকে, "উপাস্তিং ব্রূয়াৎ"—উপাসনার উপদেশ করিতে হয়; যদি স্বর্গাদিকামী হয় তবে তাহাকে, "কর্ম্ম ব্রূয়াৎ"—কর্ম্মের উপদেশ করিবে। (দ্বিতীয় পক্ষে) আবার সে যদি জিজ্ঞাসু হয়, তবে সে অতিবিবেকী অথবা মন্দবুদ্ধি? এইরূপে বিকল্প করিয়া অতিবিবেকী হইলে, পূর্ব্বাধ্যায়ে অর্থাৎ 'যোগানন্দে' কথিত প্রকারে তাহার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইবে, এই অভিপ্রায়ে মন্দবুদ্ধির জন্য ব্রহ্মদর্শনের উপায় বলিতেছেন—"আবার সেই মন্দবুদ্ধি যদি জিজ্ঞাসু হয়", ইত্যাদি। যে "মন্দপ্রজ্ঞ"—মন্দ অর্থাৎ জড় হইয়াছে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি যাহার—সেই মন্দপ্রজ্ঞ, "জিজ্ঞাসুঃ"—(ব্রহ্ম) জানিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহাকে, "আত্মানন্দেন বোধয়েৎ"—আত্মানন্দের বিচার দ্বারা বুঝাইতে হয়। ৪

এই প্রকারে আত্মানন্দের বিচার দ্বারা কোন্ গুরু কোন্ শিষ্যকে বুঝাইয়াছিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(৬) উক্ত অর্থে যাজ্ঞবল্ক্য। মৈত্রেয়ীর উদাহরণ।

বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নিজপ্রিয়াম্।
ন বা অরে পত্যুরর্থে পতিঃ প্রিয় ইতীরয়ন্ ॥ ৫

অন্বয়—যাজ্ঞবল্ক্যঃ নিজপ্রিয়াম্ মৈত্রেয়ীম্ "অরে পত্যুঃ অর্থে পতিঃ প্রিয়ঃ ন বা" ইতি ঈরয়ন্ বোধয়ামাস।

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্যমুনি মৈত্রেয়ীনাম্নী নিজ পত্নীকে এই প্রকারে উপদেশ করিয়াছিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের নিমিত্ত কেহ পতির প্রতি প্রীতি করে না, ইত্যাদি (বৃহদা উ, ৪।৫।৬)।

টীকা—যাজ্ঞবল্ক্যঃ—কাণ্ব প্রভৃতি পঞ্চদশ শাখাবিশিষ্ট শুক্ল-যজুর্ব্বেদের প্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। ইঁহার নামান্তর বাজসনেয় (বৃহদা উ, ৬।৩।৭, ৮)। সেই কারণে শুক্ল-যজুর্ব্বেদকে বাজসনেয়ি বলা হয়। 'বাজসনি সূর্য্য', কেননা সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বাজ অর্থাৎ গ্রীবাস্থিত কেশর দ্বারা যজুর্ব্বেদসমূহের 'সনি' অর্থাৎ দান করিয়াছিলেন। 'বাজসনি'র উপাসনা করিয়া উক্ত বেদ পাইয়াছিলেন বলিয়া যাজ্ঞবাল্ক্য 'বাজসনেয়।' "প্রিয়াম্ মৈত্রেয়ীম্" মৈত্রেয়ী নাম্নী নিজ ভার্য্যাকে, "ন বা অরে পত্যুঃ অর্থে পতিঃ প্রিয়ঃ"—[ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—বৃহদা উ, ৪।৫।৬] অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের কামনায় পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না, কিন্তু ভার্য্যার নিজের প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়—ইত্যাদি প্রকারে "ঈরয়ন্"—বলিয়া, উপদেশ করিয়া "বোধয়ামাস" বুঝাইয়াছিলেন। ৫

২। সকল বস্তু আত্মার জন্যই প্রিয়—এই তত্ত্ববোধক শ্রুতির তাৎপর্য্য।

অগ্রে (১২ শ্লোকস্থ) "পরপ্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দ ইষ্যতাম্"—সর্ব্বাধিক প্রীতির আস্পদ বলিয়া সেই পরমাত্মা পরমানন্দরূপ, ইহা মানিতেই হইবে—এই বাক্যে 'সর্ব্বাধিক প্রীতির আস্পদ বলিয়া'—এই 'হেতু'র দ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া আচার্য্য অগ্রে (৬ হইতে ১২ পর্য্যন্ত শ্লোকে), "সর্ব্বাধিক প্রেমের আস্পদ বা বিষয় বলিয়া" এই হেতুটির সমর্থনের জন্য পঞ্চম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবাক্যটি উক্ত তাৎপর্য্যের (বৃহদা উ, ৪।৫।৬ স্থিত) অন্যান্য বাক্যের উপলক্ষণরূপ, ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সেই প্রকরণের পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত ইত্যাদি বিষয়ক সকল পর্য্যায়রূপ বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ক) উক্ত অর্থে প্রমাণরূপ (বৃহদা উ ৪।৫।৬ মন্ত্রস্থ) পতিজায়াদি সকল পর্য্যায়-বাক্যের তাৎপর্য্য।

পতির্জায়া পুত্রবিত্তে পশুব্রাহ্মণবাহুজাঃ।
লোকা দেবা বেদভূতে সর্ব্বং চাত্মার্থতঃ প্রিয়ম্ ॥৬

অন্বয়—পতিঃ জায়া পুত্রবিত্তে পশুব্রাহ্মণবাহুজাঃ লোকাঃ দেবাঃ বেদভূতে চ সর্ব্বম্ আত্মার্থতঃ প্রিয়ম্।

অনুবাদ—পতি পত্নী পুত্র ধন গবাশ্বাদি পশু, ব্রাহ্মণস্বরূপ জাতি, ক্ষত্রিয়স্বরূপ জাতি, স্বর্গাদি লোক, ঈশ্বরাদি দেব, ঋগাদি বেদ, ক্ষিত্যাদি ভূত—এই সমস্ত ভোগ্যজাত আত্মরূপ ভোক্তার জন্যই প্রিয়।

টীকা—ভর্ত্তা ভার্য্যা প্রভৃতিরূপ ভোগ্য সামগ্রী ভোক্তার শেষ অর্থাৎ উপকারক বলিয়া ভোক্তার সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রিয় হয়, নিজ নিজ স্বরূপে প্রিয় নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ৬

"অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের জন্য পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না কিন্তু ভার্য্যার নিজের প্রীতির (সুখের) জন্যই প্রিয় হয়"—এই অর্থের যে বাক্য পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বিভাগ (বিবেচনা) করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন :—

পত্যাবিচ্ছা যদা পত্ন্যাস্তদা প্রীতিং করোতি সা।
ক্ষুদনুষ্ঠানরোগাদ্যৈস্তদা নেচ্ছতি তৎপতিঃ ॥ ৭

অন্বয়—যদা পত্ন্যাঃ পত্যৌ ইচ্ছা তদা সা প্রীতিম্ করোতি। তৎপতিঃ ক্ষুদনুষ্ঠান-রোগাদ্যৈঃ তদা ন ইচ্ছতি।

অনুবাদ—যখন পত্নীর পতির প্রতি ইচ্ছা হয়, তখনই সে প্রীতি করে, কিন্তু তৎকালে তাহার পতি যদি ক্ষুৎপীড়িত অনুষ্ঠানরত অথবা রোগগ্রস্ত থাকে, তবে সেই পতি তখন পত্নীর প্রতি অভিলাষী হয় না।

টীকা—"যদা" যে সময়ে "পত্ন্যাঃ"—জায়ার, "পত্যৌ"—পতি বিষয়ে, "ইচ্ছা"—কাম হয়, "তদা সা"—তখন সেই পত্নী ; "পত্যৌ প্রীতিম্ করোতি"—পতির প্রতি আদর-স্নেহ করে। যখন তাহার পতি ক্ষুধা প্রভৃতি হেতু ইচ্ছাভাব যুক্ত হয়, "তদা ন ইচ্ছতি"—তখন সেই পত্নীকে ইচ্ছা করে না। ৭

এইরূপ হইলে কি সিদ্ধ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

ন পত্যুরর্থে সা প্রীতিঃ স্বার্থ এব করোতি তাম্।
পতিশ্চাত্মন এবার্থে ন জায়ার্থে কদাচন॥ ৮

অন্বয়—সা প্রীতিঃ পত্যুঃ অর্থে ন, তাম্ স্বার্থে এব করোতি; পতিঃ চ আত্মনঃ অর্থে এব, জায়ার্থে কদাচন ন।

অনুবাদ—জায়া যে প্রীতি করে তাহা পতির জন্য নহে। কিন্তু সেই প্রীতি সে নিজের জন্যই করে। আর পতিও আপনার জন্যই প্রীতি করে, পত্নীর জন্য কখনই নহে।

টীকা—ভার্য্যা দ্বারা কৃত যে প্রীতি তাহা পতির প্রয়োজনের (সুখের) জন্য নহে। কিন্তু ভার্য্যা সেই প্রীতি আপনার প্রয়োজনের (সুখের) জন্যই করিয়া থাকে। [ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয় ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি (বৃহদা উ, ৪।৫।৬)—'পত্নীর সুখের জন্য পত্নী কখনই স্বামীর প্রিয়া হয় না, পরন্তু স্বামীর নিজের সুখের জন্যই পত্নী প্রিয়া হয়'—এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া [ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি]—অধিক কি, অরে মৈত্রেয়ি অপর কাহারও সুখের জন্যই অপর কেহ কখনই অপরের প্রিয় হয় না, পরন্তু নিজের সুখের জন্যই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে—এই পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য ক্রমে ক্রমে বিভাগপূর্ব্বক দেখাইতেছেন—'আর পতিও আপনার জন্যই" ইত্যাদি। "পতিঃ চ"—ভর্ত্তাও নিজের প্রয়োজনের জন্যই জায়াতে প্রীতি করে, (কখনই) জায়ার সুখের জন্য নহে, ইহাই অর্থ। ৮

ভাল, পতি ও জায়া এই উভয়ের মধ্যে একে অনিচ্ছু অপরকে ইচ্ছা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা যে নিজের জন্যই ইহা মানা যাইতে পারে; কিন্তু যখন একই কালে উভয়কে ইচ্ছা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা ত পতি ও জায়া উভয়ের জন্যই হইবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

অন্যোন্যপ্রেরণেঽপ্যেবং স্বেচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তনম্।৯

অন্বয়—এবম্ অন্যোন্যপ্রেরণে অপি স্বেচ্ছয়া এব প্রবর্ত্তনম্।

অনুবাদ—যখন উভয়ের পরস্পর প্রেরণা হয়, তখন ও নিজের (সুখের) ইচ্ছাবশতঃই প্রবৃত্তি হয়।

টীকা—"এবম্"—বর্ণিত প্রকারে, "স্বেচ্ছয়া এব"—নিজের কামনা পূরণের ইচ্ছাবশতঃই "প্রবর্ত্তনম্"—পতি ও জায়া উভয়েরই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ৯

আপনার সুখের ইচ্ছাবশতঃই যে লোকে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই দেখাইতেছেন:—

(৩) শিশুর প্রতি প্রীতিও নিজের সুখের জন্য।

শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালো রুদতি তৎপিতা।
চুম্বত্যেব ন সা প্রীতির্বালার্থে স্বার্থ এব সা॥ ১০

অন্বয়—শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালঃ রুদতি, তৎপিতা চুম্বতি এব; সা প্রীতিঃ বালার্থে ন; সা স্বার্থে এব।

অনুবাদ—শ্মশ্রুর কণ্টকতুল্য কেশ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বালক রোদন করিতে থাকিলেও পিতা চুম্বন করিতে বিরত হয় না। সেই প্রীতি বালকের সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা পিতার নিজের প্রয়োজনেই অর্থাৎ নিজের সুখের জন্য।

টীকা—পিতা যে পুত্রমুখাদি চুম্বন করে তাহা পুত্রের প্রীতির (সুখের) জন্য নহে, কেননা, পুত্র "শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন"—পিতার দাড়ির কণ্টক সদৃশ কেশের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রোদন করে; এই হেতু সেই পুত্রের মুখাদিচুম্বন পিতার নিজের তৃপ্তির জন্যই বুঝিতে হইবে, ইহাই অর্থ। ১০

চেতন অর্থাৎ জঙ্গমরূপ পতি, জায়া ও পুত্রের প্রতি যে প্রীতি করা যায়, তাহাতে স্বার্থতা ও পরার্থতা লইয়া সন্দেহ উঠিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছামাত্র রহিত যে অচেতন বা জড় ধনরূপ বিষয়, তাহাতে সেই স্বার্থতার শঙ্কাই নাই। এই উদ্দেশ্যে যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিলেন—[ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি আত্মনঃ তু কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি] —সেইরূপ ধনের প্রীতির জন্য (ধনের সুখ সম্পাদন জন্য) ধন কখনও লোকের প্রিয় হয় না, পরন্তু নিজের প্রীতির জন্যই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন:—

(গ) ধনে প্রীতি নিজের জন্য।

নিরিচ্ছমপি রত্নাদি বিত্তং যত্নেন পালয়ন্।
প্রীতিং করোতি সা স্বার্থে বিত্তার্থত্বং ন শঙ্কিতম্॥১১

অন্বয়—নিরিচ্ছম্ অপি রত্নাদিবিত্তম্ যত্নেন পালয়ন্ প্রীতিম্ করোতি; সা স্বার্থে। বিত্তার্থত্বম্ শঙ্কিতম্ ন।

অনুবাদ ও টীকা—রত্নাদিরূপ অচেতন বস্তুর নিজের ইচ্ছা বা প্রীতি নাই; লোকে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া তাহাতে যে প্রীতি প্রকাশ করে, সেই প্রীতি নিজের জন্যই; সেই প্রীতি যে রত্নাদিরূপ বিত্তের সুখ সম্পাদন জন্য এরূপ শঙ্কা উঠিতেই পারে না। ১১

চেতন হইলেও ভারবহনাদিতে ইচ্ছারহিত পশু লইয়া যে শ্রুতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে—[ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি—বৃহদা উ ৪।৫।৬]—অরে মৈত্রেয়ি, পশুগণের প্রীতির (সুখের) জন্য কখনই পশুগণ প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই পশুগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন:—

(ঘ) বণিকের যে বলীবর্দ্দে প্রীতি তাহা নিজের জন্য।

অনিচ্ছতি বলীবর্দ্দে বিবাহয়িষতে বলাৎ।
প্রীতিঃ সা বণিতার্থৈব বলীবর্দ্দার্থতা কুতঃ?॥ ১২

অন্বয়—বলীবর্দ্দে অনিচ্ছতি (সতি) বলাৎ বিবাহয়িষতে : সা প্রীতিঃ বণিতার্থা এব, বলীবর্দ্দার্থতা কুতঃ ?

অনুবাদ—বৃষের ভার বহন করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও বণিকেরা যে তাহাকে বলপূর্ব্বক ভার বহন করায়, সেই বৃষের প্রতি প্রীতি কেবল বণিকেরই প্রয়োজনে ; তাহা বৃষের প্রয়োজনে অর্থাৎ তাহার প্রীতির জন্য কি প্রকারে হইতে পারে ?

টীকা—"বলীবর্দ্দে অনিচ্ছতি সতি"—বৃষ ভার বহন করিতে ইচ্ছা না করিলেও, "বলাৎ বিবাহয়িষতে" তাহাকে যে বলপূর্ব্বক ভার বহন করাইবার ইচ্ছা করা হয়, সেই বৃষের দ্বারা যে ভার বহন, শস্যমর্দ্দন, শকটাকর্ষণ, হল চালন, কূপ হইতে জলোত্তোলন—এমন কি ধেনুতে বৎসোৎপাদন করা হয়, সেই ভারবহন হইতে বৎসোৎপাদন পর্য্যন্ত সকল বিষয়িণী প্রীতি, তাহা বণিকের নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, তাহা বলীবর্দ্দের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নহে, কেননা, বলীবর্দ্দের উক্ত ভারবহন হইতে বৎস পর্য্যন্ত বিষয়ে কোনও ইচ্ছা নাই। ১২

[ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি—বৃহদা উ, ৪।৫।৬] 'অরে মৈত্রেয়ি, ব্রাহ্মণত্বরূপ (জড়) জাতির প্রীতির (সুখের) জন্য ব্রাহ্মণত্ব কাহারও প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণত্ব প্রিয় হয়'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(৬) ব্রাহ্মণাদি জাতিতে প্রীতি নিজেরই জন্য।

ব্রাহ্মণ্যং মেঽস্তি পূজ্যোঽহমিতি তুষ্যতি পূজয়া।
অচেতনায়া জাতের্নো সন্তুষ্টিঃ পুংস এব সা॥ ১৩

অন্বয় "ব্রাহ্মণ্যম্ মে অস্তি অহম্ পূজ্যঃ" ইতি পূজয়া তুষ্যতি। সা সন্তুষ্টিঃ অচেতনায়াঃ জাতেঃ নো পুংসঃ এব।

অনুবাদ—'আমার ব্রাহ্মণত্বরূপ জাতি আছে বলিয়া আমি পূজনীয়'—এই প্রকারে লোকে পূজাদ্বারা সন্তোষলাভ করে। সেই সন্তোষ ব্রাহ্মণত্ব-জাতির নহে, যেহেতু জাতি জড়। সেই সন্তোষ পুরুষেরই।

টীকা—ব্রাহ্মণত্ব জাতিরূপ নিমিত্ত জনিত পূজালাভ হেতু 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ অভিমানি ব্যক্তিই সন্তোষলাভ করে ; ব্রাহ্মণত্ব জাতি যাহা জড়, তাহা সন্তোষ লাভ করে না। ইহাই অর্থ। ১৩

"ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ক্ষত্রম্ প্রিয়ম্ ভবতি—" (বৃহদা উ ৪।৫।৬) 'অরে মৈত্রেয়ি, ক্ষত্রিয়রূপ জড়জাতির প্রীতির জন্য ক্ষত্রিয়ত্ব কাহারও প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রিয় হয়'—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

ক্ষত্রিয়োঽহং তেন রাজ্যং করোমীত্যত্র রাজতা।
ন জাতের্বৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনায়েদমীরিতম্ ॥১৪

অন্বয়—"অহম্ ক্ষত্রিয়ঃ তেন রাজ্যম্ করোমি" ইতি অত্র রাজতা জাতেঃ ন। ইদম্ বৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনায় ঈরিতম্।

অনুবাদ—'আমি ক্ষত্রিয়, সেইহেতু রাজ্য ভোগ করি'—এই প্রকারে লোকের যে রাজরূপতাজনিত প্রীতি, তাহা জড় ক্ষত্রিয় জাতির নহে, (তাহা পুরুষের নিজের প্রীতির জন্য)। এই ক্ষত্রিয়ের উদাহরণ বৈশ্য প্রভৃতি জাতিতে লাগাইবার জন্য কথিত হইল।

টীকা—রাজ্যের উপভোগরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন যে সুখ, তাহা ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি-বিশিষ্ট পুরুষেরই; তাহা ক্ষত্রিয়ত্বরূপ জাতির নহে, ইহাই অভিপ্রায়। এই ক্ষত্রিয়ত্বের উদাহরণ দ্বারা বৈশ্যত্বাদি জাতিকেও বুঝিতে হইবে, ইহাই বলিতেছেন—"এই ক্ষত্রিয়ের উদাহরণ"—ইত্যাদি। ১৪

["ন বা অরে লোকানাম্ কামায় লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি—" বৃহদা উ ৪।৫।৭] অরে মৈত্রেয়ি, স্বর্গাদি লোকের প্রীতির জন্য স্বর্গাদি লোকসমূহ কাহারও প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই স্বর্গাদি লোকসমূহ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে—এই বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(চ) স্বর্গাদিলোকে প্রীতি নিজেরই জন্য, সেই সেই লোকের জন্য নহে।

স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ স্তাং মমেত্যভিবাঞ্ছনম্।
লোকয়োর্নোপকারায় স্বভোগায়ৈব কেবলম্ ॥ ১৫

অন্বয়—'স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ মম স্তাম্'—ইতি অভিবাঞ্ছনম্ লোকয়োঃ উপকারায় ন, কেবলম্ স্বভোগায় এব।

অনুবাদ—'স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোক আমি যেন প্রাপ্ত হই'—এইরূপ যে অভিবাঞ্ছা, তাহা সেই সেই লোকের উপকারের জন্য নহে, তাহা কেবল নিজের সুখানুভবের জন্য।

টীকা—স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মলোক এই দুই লোকের যে গ্রহণ তাহা যথাক্রমে কর্ম্মরূপ সাধন দ্বারা এবং উপাসনারূপ সাধন দ্বারা সম্পাদনীয় অপর সকল লোককেও বুঝাইবার জন্য। ১৫

[ন বা অরে দেবানাম্ কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কামায় দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি—বৃহদা উ ৪।৫।৬]—'অরে মৈত্রেয়ি, দেবগণের প্রীতির (সুখের) জন্য কখনই দেবগণ প্রিয় হন না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই দেবগণ প্রিয় হইয়া থাকেন'—এই শ্রুতিবচনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, আরও দেখ :—

(ছ বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার যে প্রীতি, তাহা নিজেরই জন্য, তাহা সেই সেই দেবতার জন্য নহে।

ঈশবিষ্ণ্বাদয়ো দেবাঃ পূজ্যন্তে পাপনষ্টয়ে।
ন তন্নিষ্পাপদেবার্থং তত্তু স্বার্থং প্রযুজ্যতে॥ ১৬

অন্বয়—ঈশবিষ্ণ্বাদয়ঃ দেবাঃ পাপনষ্টয়ে পূজ্যন্তে; তৎ নিষ্পাপদেবার্থম্ ন, তৎ তু স্বার্থম্ প্রযুজ্যতে।

অনুবাদ—লোকে যে অন্তর্য্যামী বা শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজা করে, তাহা নিজেরই পাপনাশের নিমিত্ত করে; সেই সেই (নিষ্পাপ) দেবতাদিগের জন্য নহে, কিন্তু তাহা নিজের অর্থাৎ পূজাকর্ত্তার প্রয়োজন সাধনের জন্য উপযোগী।

টীকা—"পাপনষ্টয়ে"—পাপ নিবৃত্তির জন্য; ন নিষ্পাপদেবার্থম্"—সেই পূজা নিষ্পাপ দেবতাগণের জন্য নহে, যেহেতু তাঁহারা স্বতঃই পাপরহিত. তাঁহাদের প্রয়োজন নিমিত্ত নহে, কিন্তু পূজাকর্ত্তার নিজের প্রয়োজনের জন্য। ১৬

"ন বা অরে বেদানাম্ কামায় বেদাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি" ইত্যাদি অনুরূপ শব্দনিবদ্ধ শ্রুতি-বচনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, আরও দেখ:—

(জ) ঋক্ প্রভৃতি বেদের প্রতি যে প্রীতি তাহা নিজের জন্য।

ঋগাদয়ো হ্যধীয়ন্তে দুর্ব্রাহ্মণ্যানবাপ্তয়ে।
ন তৎ প্রসক্তং বেদেষু মনুষ্যেষু প্রসজ্যতে॥ ১৭

অন্বয়—দুর্ব্রাহ্মণ্যানবাপ্তয়ে ঋগাদয়ঃ অধীয়ন্তে হি; তৎ বেদেষু ন প্রসক্তম্, মনুষ্যেষু প্রসজ্যতে।

অনুবাদ—আর লোকে যে ঋগাদি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তাহা যাহাতে দুর্ব্রাহ্মণতা প্রাপ্তি না হয়, সেই জন্য। সেই অব্রাহ্মণতা প্রাপ্তি বেদের পক্ষে সম্ভব নহে, কিন্তু তাহার প্রাপ্তি মনুষ্যেই সম্ভব।

টীকা—দুর্ব্রাহ্মণ্যম্—ব্রাত্যতা (শ্লোক দ্রষ্টব্য); সেই দুর্ব্রাহ্মণতা, "মনুষ্যেষু"—মনুষ্যগণের মধ্যে মনুষ্যত্বরূপ যে ব্যাপক জাতি তাহার অন্তর্গত যে ব্রাহ্মণত্বরূপ ব্যাপ্য জাতি তাহাতেই সম্ভব; সেই মনুষ্যতারূপ জাতিরহিত বেদসমূহের সেই ব্রাত্যতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। প্রাপ্ত দোষাদিরই নিবৃত্তি সম্ভব, অপ্রাপ্তের নিবৃত্তি হইতে পারে না। মনুষ্যত্বরূপ যে জাতি তাহারই অন্তর্গত, জন্মাদি হেতু বশতঃ ব্রাহ্মণ হইবার যোগ্য যে সকল মনুষ্য তাহাদেরই বেদাধ্যয়নাদির অভাব বশতঃ ব্রাত্যতা বা দুর্ব্রাহ্মণতাপ্রাপ্তি সম্ভব; তাহারই বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা নিবারণ হইতে পারে। বেদের মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ব্যাপক (More extensive) জাতি নাই, সুতরাং ব্রাত্যত্বরূপ ব্যাপ্য (less extensive) জাতিও নাই। ১৭

[ন বা অরে ভূতানাম্ কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি ইত্যাদি]—অরে মৈত্রেয়ি, ভূতগণের প্রীতির জন্য ভূতগণ কখনই লোকে প্রিয় হয় না ইত্যাদি—অনুরূপ শব্দনিবদ্ধ শ্রুতিবচনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, আরও দেখ:—

(ঝ) ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে যে প্রীতি তাহা আত্মারই জন্য।

ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি স্থানতৃট্পাকশোষণৈঃ।
হেতুভিশ্চাবকাশেন বাঞ্ছন্ত্যেষাং ন হেতবে॥ ১৮

অন্বয়—স্থানতৃট্পাকশোষণৈঃ চ অবকাশেন হেতুভিঃ ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি বাঞ্ছন্তি; এষাম্ হেতবে ন।

অনুবাদ—সকল প্রাণী অবস্থিতির জন্য স্থান, পিপাসা নিবারণ, পাক, শোষণ ও অবকাশ এই সকল হেতুবশতঃই ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতকে কামনা করিয়া থাকেন; এই সকল ভূতের হেতু অর্থাৎ তাহাদের উপকারার্থে নহে।

টীকা—সকল প্রাণী নিবাসস্থান প্রদান, তৃষ্ণানিবারণ, পাককরণ, আর্দ্র শোষণ, অবকাশ-প্রদান নামক—"হেতুভিঃ"—নিমিত্ত বশতঃ, পৃথিবী প্রভৃতি—"পঞ্চভূতানি বাঞ্ছন্তি"—পঞ্চ ভূতের অপেক্ষা রাখে,—"এষাম্ তু"—কিন্তু এই পৃথিব্যাদির,—"হেতবে ন"—প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নহে, যেহেতু ইহাদিগের নিবাসস্থান প্রভৃতির বাঞ্ছারূপ নিমিত্ত নাই, এইহেতু পৃথিব্যাদি নিজে আকাঙ্ক্ষা করে না, ইহাই অর্থ। ১৮

এক্ষণে [ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি—ইত্যাদি, বৃহদা উ ৪।৫।৬] অরে মৈত্রেয়ি, অধিক আর কি বলিব, বস্তুমাত্রের প্রীতি জন্য বস্তুমাত্র প্রিয় হয় না, ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ঞ) ভৃত্যাদির স্বামাদিতে এবং স্বামাদির ভৃত্যাদিতে প্রীতি আত্মারই জন্য।

স্বামিভৃত্যাদিকং সর্ব্বং স্বোপকারায় বাঞ্ছতি।
তত্তৎকৃতোপকারস্তু তস্য তস্য ন বিদ্যতে॥ ১৯

অন্বয়—স্বামিভৃত্যাদিকম্ সর্ব্বম স্বোপকারায় বাঞ্ছতি; তত্তৎকৃতোপকারঃ তু তস্য তস্য ন বিদ্যতে।

অনুবাদ—লোকে স্বামী ভৃত্য অমাত্য প্রভৃতি সমুদয়ই আপনার উপকারের নিমিত্ত ইচ্ছা করে, কিন্তু সেই স্বামিপ্রভৃতিকৃত উপকার সেই স্বামিপ্রভৃতির জন্য নহে (কিন্তু তাহা নিজেরই জন্য)।

টীকা—ভৃত্যাদি সমস্ত লোক স্বামিপ্রভৃতি সকলকে আপন আপন প্রয়োজনের বা উপকারের জন্য ইচ্ছা করিয়া থাকে, এইরূপ স্বামিপ্রভৃতিও আপন আপন উপকারের জন্য অমাত্য প্রভৃতির ইচ্ছা করিয়া থাকে। ১৯

ভাল, শ্রুতিতে এতগুলি উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ট) শ্রুতির বহু উদাহরণ দিবার প্রয়োজন।

সর্ব্বব্যবহৃতিষ্বেবমনুসন্ধাতুমীদৃশম্।
উদাহরণবাহুল্যং তেন স্বাং বাসয়েন্মতিম্॥ ২০

অন্বয় – সর্ব্বব্যবহৃতিষু এবম্ অনুসন্ধাতুম ঈদৃশম্ উদাহরণবাহুল্যম্, তেন স্বাম্ মতিম বাসয়েৎ।

অনুবাদ—সকল প্রকার ব্যবহারেই যাহাতে মনুষ্য এই প্রকার অনুসন্ধান করিতে পারে সেই হেতু এই প্রকার উদাহরণ-বাহুল্য; তদ্দ্বারা অর্থাৎ সেই সেই দৃষ্টান্তানুসারে সকল ব্যবহারে আপনার বুদ্ধিকে সংস্কারাপন্ন করিবে—আত্মপ্রীতিবিষয়ক সংস্কারকে দৃঢ় করিবে।

টীকা –"সর্ব্বেষু ব্যবহারেষু"—ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজনাদিরূপ সকল ব্যবহারেই এইরূপ, "আত্মনঃ তু কামায় সর্ব্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি"—আপনারই উপকারের বা সুখের জন্য সকল বস্তু প্রিয় হয়, এইরূপ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রকারে "অনুসন্ধাতুম"—চিন্তা করিবার জন্য, "ঈদৃশম"—পতিজায়া প্রভৃতিবিষয়ে প্রীতির স্বরূপ দেখাইবার জন্য, "উদাহরণবাহুল্যম"—বহুল দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে—এইরূপে শব্দ যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। "তেন"—সেই আত্মোপকার-রূপ কারণদ্বারা, "স্বাম্ মতিম্ বাসয়েৎ"—নিজের বুদ্ধিকে বাসিত করিবে অর্থাৎ সকল বস্তুকেই আত্মার উপকারক বলিয়া বুঝিয়া, নিজের আত্মাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—প্রিয়তম এবং সেই হেতু পরমানন্দের আস্পদ, এইরূপ অনুসন্ধানপরায়ণ হইবে। ২০

৩। আত্মার প্রীতির স্বরূপবিচার ও আত্মার প্রিয়তমতা।

ভাল, আত্মার উপকারকরূপে সকল বস্তু প্রিয় হয় বলিয়া আত্মাই প্রিয়তম, এইরূপ যে বলা হইল, তাহা ত' উপপন্ন হয় না, কেননা, প্রীতির বিকল্প করিলে (শ্রুত্যুক্ত) প্রীতির নিরূপণ অসাধ্য হইয়া পড়ে, এই অভিপ্রায়ে বাদী প্রীতির স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

(ক) আত্মবিষয়ক প্রীতির স্বরূপ চারি প্রকারই হইতে পারে, তাহার নির্ণয়-পূর্ব্বক সমাধান।

অথ কেয়ং ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রূয়তে বা নিজাত্মনি।
রাগো বধ্বাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদিকর্ম্মণি ॥ ২১

অন্বয়—অথ (যা) নিজাত্মনি প্রীতিঃ শ্রূয়তে, ইয়ম্ কা ভবেৎ? রাগঃ বধ্বাদিবিষয়ে, শ্রদ্ধা যাগাদিকর্ম্মণি।

অনুবাদ—আচ্ছা, শ্রুতিমুখে নিজ আত্মায় যে প্রীতির কথা শুনা যায় এই প্রীতি (কিম্প্রকারক কিম্বিষয়ক) কিরূপ হইতে পারে? রাগনাম্নী প্রীতি বধূ প্রভৃতি বিষয়িণী, শ্রদ্ধানাম্নী প্রীতি যজ্ঞাদি-কর্ম্মবিষয়িণী,—

টীকা—"অথ"—অনন্তরার্থক 'অথ'শব্দ এস্থলে প্রশ্নসূচক; সেই প্রশ্ন এইরূপ—"যা নিজাত্মনি প্রীতিঃ শ্রূয়তে"—নিজ আত্মবিষয়ে যে প্রীতি শ্রুতিমুখে শুনা যায়, "ইয়ম্ কা"—এই প্রীতি কিম্বিষয়ক, ইহা কি অনুরাগরূপ অথবা শ্রদ্ধারূপ অথবা ভক্তিরূপ অথবা ইচ্ছারূপ—এই চারিপ্রকার বিকল্পই কিম্ (কি) শব্দের অর্থ। এই চারিটি বিকল্পে যে প্রীতি তাহা ত সর্ব্ববিষয়ক হইতে পারে না—ইহাই বলিতেছেন –'স্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ে' ইত্যাদি

রাগরূপ যে প্রীতি তাহা বধূ প্রভৃতিরূপ বিষয়েই হইতে পারে; তাহা যাগাদিবিষয়ে হইতে পারে না। আর শ্রদ্ধারূপ যে প্রীতি তাহা যাগাদিবিষয়েই হইবে, বধূ প্রভৃতি বিষয়ে নহে। ২১

ভক্তিঃ স্যাদ্ গুরুদেবাদাবিচ্ছা ত্বপ্রাপ্তবস্তুনি।
তর্হ্যস্তু সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী ॥ ২২

অন্বয়—ভক্তিঃ গুরুদেবাদৌ স্যাৎ ইচ্ছা তু অপ্রাপ্তবস্তুনি, তর্হি সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ অস্তু।

অনুবাদ—আর দেব, গুরু প্রভৃতিবিষয়ে যে প্রীতি তাহা ভক্তি, আর অপ্রাপ্ত বিষয়ে যে প্রীতি তাহা ইচ্ছা। (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) তাহা হইলে অন্তঃকরণের যে সাত্ত্বিকী বৃত্তি কেবল সুখের অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকে তাহাকেই সেই প্রীতি বলা যাইবে।

টীকা—আর "ভক্তিঃ"—ভক্তিরূপ যে প্রীতি, তাহা গুরু, দেবতা প্রভৃতি বিষয় লইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অন্য বিষয়ে নহে; আর "ইচ্ছা"—ইচ্ছারূপ যে প্রীতি তাহা অপ্রাপ্ত বিষয়েই হইয়া থাকে, অন্য বিষয়ে নহে; এইহেতু প্রীতি সমস্ত অনুকূল বস্তুকেই বিষয় করে, এরূপ বলা চলে না, ইহাই অর্থ। এক্ষণে সিদ্ধান্তী উক্ত চারি প্রকার হইতে ভিন্ন পক্ষ লইয়া উত্তর দিতেছেন অর্থাৎ এই প্রীতির স্বরূপ বলিতেছেন—"তাহা হইলে অন্তঃকরণের" ইত্যাদি। "তর্হি"—তাহা হইলে, অর্থাৎ প্রীতির অনুরাগাদিরূপ হওয়া সম্ভব না হইলে, "সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী"—কেবল সুখই 'সুখমাত্র', তাহাকে অনুসরণ করিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সুখমাত্রানুবর্ত্তিনী—একমাত্র সুখবিষয়িণী, -"সাত্ত্বিকী"—সত্ত্বগুণের পরিণামরূপ, "বৃত্তিঃ"—অন্তঃকরণবৃত্তি,—"অস্তু" তাহাই সেই প্রীতি হউক—তাহাকেই সেই প্রীতি বল। ২২

ভাল, তাহা হইলে ত' সেই প্রীতি অর্থাৎ সুখমাত্রবিষয়িণী প্রীতি ইচ্ছাই হইবে, এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(খ) উক্ত প্রীতি ইচ্ছা হইতে বিলক্ষণ; আর আত্মাও সুখসাধন নহে।

প্রাপ্তে নষ্টেঽপি সদ্ভাবাদিচ্ছাতো ব্যতিরিচ্যতে।
সুখসাধনতোপাধেরন্নপানাদয়ঃ প্রিয়াঃ ॥ ২৩

অন্বয়—প্রাপ্তে নষ্টে অপি সদ্ভাবাৎ ইচ্ছাতঃ ব্যতিরিচ্যতে; অন্নপানাদয়ঃ সুখসাধনতোপাধেঃ প্রিয়াঃ।

অনুবাদ—সুখ, প্রাপ্ত হইলে অথবা নষ্ট হইলেও সেই প্রীতিরূপিণী বৃত্তি থাকিয়া যায় বলিয়া তাহা ইচ্ছা হইতে ভিন্ন। (বাদীর শঙ্কা) অন্নপানাদি সুখের সাধনতারূপ উপাধিবশতঃ প্রিয়।

টীকা—'ইচ্ছা' প্রথম অপ্রাপ্ত সুখাদিমাত্রকে বিষয় করিয়া থাকে, আর এই প্রীতি সমস্ত প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত সুখাদিকে বিষয় করিয়া থাকে, কেননা "প্রাপ্তে"—প্রাপ্ত সুখাদিবিষয়ে এবং "নষ্টে অপি"—নষ্ট হইলেও সেই সুখাদিবিষয়ে প্রীতি বিদ্যমান থাকে বলিয়া, সেইহেতু সেই প্রীতি "ইচ্ছাতঃ"—ইচ্ছারূপ বৃত্তি হইতে, "ব্যতিরিচ্যতে"—ভিন্ন হয়। এক্ষণে সুখের সাধনরূপ অন্নাদিতে যেরূপ প্রীতি দৃষ্ট হয়, আত্মাতেও সেইরূপ প্রীতি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, (বাদী পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন) আত্মাও অন্নাদির ন্যায় সুখের সাধন—ইহা বলিতে হইবে—বাদী এই প্রকার শঙ্কা করিতেছেন। ২৩

(গ) উক্ত শঙ্কার শেষার্দ্ধ-পূর্ত্তি ও তাহার সমাধান।

আত্মানুকূল্যাদন্নাদিসমশ্চেদমুনাত্র কঃ।
অনুকূলয়িতব্যঃ স্যান্নৈকস্মিন্ কর্ম্মকর্ত্তৃতা ॥ ২৪

অন্বয়—আত্মা আনুকূল্যাৎ অন্নাদিসমঃ চেৎ, অত্র অমুনা অনুকূলয়িতব্যঃ কঃ স্যাৎ? একস্মিন্ কর্ম্মকর্ত্তৃতা ন (স্যাৎ)।

অনুবাদ—আত্মাও অনুকূল অর্থাৎ প্রিয়, সেইহেতু অন্নাদির সহিত সমান অর্থাৎ তুল্যরূপে সুখসাধন—(যদি এইরূপ বল তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) তাহা হইলে এই সংসারে সেই আত্মরূপ সুখসাধনদ্বারা কাহার অনুকূলতা করা হইবে? যদি বল আত্মা আপনার দ্বারা আপনাকে অনুকূল করিবেন, তবে বলি, একই বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তৃ-ভাব অসম্ভব, অর্থাৎ আত্মা একই কালে অনুকূলন ক্রিয়ার কর্ম্ম বা বিষয় এবং কর্ত্তা বা বিষয়ী হইতে পারে না।

টীকা—এস্থলে এই অনুমান সূচিত হইতেছে:—বিবাদের বিষয় যে আত্মা তাহা সুখসাধন হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু আত্মা প্রিয়—হেতু; অন্ন প্রভৃতির ন্যায়—উদাহরণ; বাদী যদি এইরূপ বলেন, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন:—অন্নপানাদিবিষয়ে ভোগ্যতা অর্থাৎ ভোগের সাধনতা হইতেছে উপাধি; এইহেতু তাহাদের সুখসাধনতা আছে; আত্মার সেই ভোগ্যতারূপ উপাধি নাই, এইহেতু সুখের সাধনতাও নাই—এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"তাহা হইলে এই সংসারে সেই আত্মরূপ সুখসাধনদ্বারা"—ইত্যাদি। "অত্র"—এই সংসারে, "অমুনা"—সুখের সাধন বলিয়া অনুকূল আত্মার দ্বারা, "অনুকূলয়িতব্যঃ কঃ স্যাৎ"—অনুকূলতার বিষয় হইবার যোগ্য অর্থাৎ ভোক্তা কে হইবে? (উত্তর) ভোক্তা হইবার কেহই নাই, কেননা, আত্মা হইতে ভিন্ন ভোক্তা হইবে এরূপ অপর কেহই নাই। (বাদীর শঙ্কা) যদি বলি, আত্মা আপনিই আপনাকে অনুকূল করিবেন? তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—"একই বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তৃভাব অসম্ভব" ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই—একই আত্মার একই কালে উপকার্য্যতা অর্থাৎ উপকারের বিষয়তা ও উপকারকতা বা উপকারের কর্ত্তৃত্ব—এই দুই ধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ। ২৪

ভাল, আত্মা অন্নপানাদির ন্যায় সুখসাধন না হইলেও সুখের ন্যায় ভোক্তার উপকারক হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া—আত্মা ভোক্তার উপকারক এইরূপ বলা চলে না—এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(যে) আত্মা বিষয়জনিত সুখসদৃশ নহে।

সুখে বৈষয়িকে প্রীতিমাত্রমাত্মা ত্বতিপ্রিয়ঃ।
সুখে ব্যভিচরত্যেষা নাত্মনি ব্যভিচারিণী॥ ২৫

অন্বয়—বৈষয়িকে সুখে প্রীতিমাত্রম্ আত্মা তু অতিপ্রিয়ঃ। সুখে এষা ব্যভিচরতি আত্মনি ন ব্যভিচারিণী।

অনুবাদ—বৈষয়িক সুখে যে প্রীতি তাহা প্রীতিমাত্র, আত্মাতে যে প্রীতি তাহা নিরতিশয় প্রীতি। বিষয়ানন্দরূপ সুখে প্রীতির ব্যভিচার হয়—কখন থাকে, কখন নাই; আত্মায় প্রীতি কিন্তু অব্যভিচারিণী—সর্ব্বদাই একরূপ।

টীকা "বৈষয়িকে সুখে"—বিষয়জনিত আনন্দরূপ সুখে, "প্রীতিমাত্রম্"—কেবল প্রীতি, তাহা নিরতিশয় প্রীতি নহে; "আত্মা তু অতিপ্রিয়ঃ"—নিরতিশয় প্রেমের বিষয়, এইহেতু আত্মা বিষয়জনিত সুখসদৃশ নহেন—ইহাই অভিপ্রায়। সেই বিষয়জনিত প্রীতি ও আত্মগত নিরতিশয় প্রীতি, এতদুভয়ের প্রভেদবিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন :—"সুখে এষা"—বিষয়জনিত সুখে উৎপন্ন এই যে প্রীতি, "ব্যভিচরতি"—কখন কখন অন্য সুখের প্রতি গমন করে, সেই একই বিষয়ে নিয়মিত থাকে না—"আত্মনি তু"—আর আত্মায় যে প্রীতি বিদ্যমান তাহা, "ন ব্যভিচারিণী"—অব্যভিচারিণী অর্থাৎ বিষয়ান্তরে গমন করে না, এইহেতু আত্মগত প্রীতি নিরতিশয় অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাই অর্থ। ২৫

সুখবিষয়িণী প্রীতিতে ব্যভিচার দেখাইতেছেন :—

একং ত্যক্ত্বান্যদাদত্তে সুখং বৈষয়িকং সদা।
নাত্মা ত্যাজ্যো ন চাদেয়স্তস্মিন্ ব্যভিচরেৎ কথম্? ॥২৬

অন্বয়—একম্ বৈষয়িকম্ সুখম্ ত্যক্ত্বা অন্যৎ সদা আদত্তে; আত্মা ত্যাজ্যঃ ন, আদেয়ঃ চ ন, তস্মিন্ কথম্ ব্যভিচরেৎ?

অনুবাদ—বৈষয়িক প্রীতি বিষয়জনিত এক সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই বিষয়জনিত অন্য সুখকে গ্রহণ করিতে যায় এইহেতু ব্যভিচারিণী; আর আত্মা ত্যাগের যোগ্য নহেন, গ্রহণের যোগ্যও নহেন; সেই আত্মবিষয়িণী প্রীতি কি প্রকারে ব্যভিচারিণী হইবে? কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

টীকা—আত্মবিষয়িণী প্রীতিতে যে ব্যভিচার নাই, ইহা দেখাইতেছেন :—"আর আত্মা

ত্যাগের" ইত্যাদি; "ন ত্যাজ্যঃ ন আদেয়ঃ"—গ্রহণ ও ত্যাগের অযোগ্য। ফলিতার্থ বলিতেছেন :—"সেই আত্মবিষয়িণী প্রীতি" ইত্যাদি। ২৬

ভাল, আত্মা ত্যাগ-গ্রহণের বিষয় না হইলেও, আত্মা তৃণাদির ন্যায় কেন উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না? বাদী এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঙ) আত্মা উপেক্ষার বিষয় ত' হইতে পারেন, এইরূপ শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

হানাদানবিহীনেঽস্মিন্নুপেক্ষা চেত্তৃণাদিবৎ।
উপেক্ষিতুঃ স্বরূপত্বান্নোপেক্ষ্যত্বং নিজাত্মনঃ॥ ২৭

অন্বয়—হানাদানবিহীনে অস্মিন্ তৃণাদিবৎ উপেক্ষা চেৎ, উপেক্ষিতুঃ নিজাত্মনঃ স্বরূপত্বাৎ উপেক্ষ্যত্বম্ ন।

অনুবাদ—(বাদী যদি বলেন) ত্যাগের ও গ্রহণের অযোগ্য হইলেও আত্ম-বিষয়ে ত' তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষা হইতে পারে? (তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) আত্মা উপেক্ষাকারীর নিজ স্বরূপ বলিয়া আত্মা উপেক্ষণীয় হইতে পারেন না।

টীকা—"হানম্"—পরিত্যাগ "আদানম্"—গ্রহণ, "উপেক্ষা"—ঔদাসীন্য। আত্মা যেমন ত্যাগ-গ্রহণের বিষয় হইতে পারেন না, সেইরূপ উপেক্ষারও বিষয় হইতে পারেন না। কেননা, আত্মা উপেক্ষার অযোগ্য—এই অভিপ্রায় লইয়া উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"আত্মা উপেক্ষাকারীর" ইত্যাদি। "উপেক্ষিতুঃ"—উপেক্ষাকারী যে চিদাভাস তাহার "নিজাত্মা"—অর্থাৎ অবিনাশিস্বরূপ, "স্বস্বরূপত্বাৎ উপেক্ষ্যম্ ন"—তাহার নিজ স্বরূপ বলিয়া আত্মা আপনা হইতে ভিন্ন, তৃণাদির ন্যায় উপেক্ষার বিষয় নহেন। ২৭

ভাল, আত্মা যে ত্যাগের বিষয় হইতে পারেন না, এইরূপ যে পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইল, তাহা ত' ঠিক নহে, কেননা, দ্বেষবশতঃ আত্মার ত্যাজ্যতা দেখা যায়; এই বলিয়া বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(চ) আত্মা দ্বেষবশতঃ ত্যাজ্য হইতে পারেন—এইরূপ শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

রোগক্রোধাভিভূতানাং মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে ক্বচিৎ।
ততো দ্বেষাদ্ভবেত্ত্যাজ্য আত্মেতি যদি তন্ন হি॥২৮

অন্বয়—রোগক্রোধাভিভূতানাম্ ক্বচিৎ মুমূর্ষা বীক্ষ্যতে, ততঃ দ্বেষাৎ আত্মা ত্যাজ্যঃ ভবেৎ, ইতি যদি—তৎ হি ন।

অনুবাদ—রোগ বা ক্রোধ দ্বারা অভিভূত হইলে, লোকের কোন কোনও সময়ে মরণের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়; সেইহেতু দ্বেষবশতঃ আত্মা ত্যাজ্য হইতে পারেন, (বাদী যদি এইরূপ বলেন, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) এইরূপ শঙ্কা যুক্তিসহ নহে।

টীকা—যেহেতু "মুমূর্ষা দৃশ্যতে"—মরণেচ্ছা দেখা যায়, "ততঃ দ্বেষাৎ"—সেই কারণে আত্মায় দ্বেষের সম্ভাবনা হেতু বৃশ্চিকাদির ন্যায় আত্মাও ত্যাজ্য হন এইরূপ যদি বল, তবে বলি সেই ত্যাগ আত্মা হইতে পৃথক্ দেহবিষয়ক বলিয়া, আত্মা ত্যাগের বিষয় হইতে পারেন এইরূপ বলা চলে না; এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"এইরূপ শঙ্কা" ইত্যাদি। ২৮

ত্যক্তুং যোগ্যস্য দেহস্য নাত্মতা ত্যক্তুরেব সা।
ন ত্যক্তর্য্যস্তি স দ্বেষস্ত্যাজ্যে দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ॥ ২৯

অন্বয়—ত্যক্তুম্ যোগ্যস্য দেহস্য আত্মতা ন, ত্যক্তুঃ এব সা ; সঃ দ্বেষঃ ত্যক্তরি ন অস্তি ; ত্যাজ্যে দ্বেষে তু কা ক্ষতিঃ ?

অনুবাদ—ত্যাগ করিবার যোগ্য দেহ আত্মরূপ নহে, ত্যাগকর্ত্তাই সেই আত্মরূপ। ত্যাগকর্ত্তার বিষয়ে উক্ত দ্বেষ নহে ; ত্যাগযোগ্য দেহবিষয়ে দ্বেষ হইলে ক্ষতি কি ? কোনও ক্ষতি নাই।

টীকা—"ত্যক্তুম্ যোগ্যস্য"—ত্যাগ করিবার যোগ্য যে দেহ তাহার আত্মতা নাই; তবে সেই আত্মতা কাহার ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্যাগকর্ত্তাই সেই আত্মরূপ।" ত্যাগের কর্ত্তা যে দেহ হইতে ভিন্ন জীব, তাহারই আত্মতা সেই আত্মরূপ। ভাল, ত্যাগকর্ত্তারই আত্মতা মানা গেল ; তদ্দ্বারা আলোচ্য দ্বেষবশতঃ আত্মার অত্যাজ্যতা বিষয়ে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্যাগকর্ত্তার বিষয়ে উক্ত দ্বেষ নহে। এইহেতু আত্মার ত্যাজ্যতা নাই —ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, আত্মবিষয়ে বিদ্বেষ হয় না মানা গেল, কিন্তু দেহবিষয়ে ত বিদ্বেষ দেখা যায়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"ত্যাগযোগ্য দেহবিষয়ে দ্বেষ হইলে ক্ষতি কি ?" "ত্যাজ্যে"—ত্যাগের যোগ্য দেহবিষয়ে, "দ্বেষে"—দ্বেষ হইলেও, "কা ক্ষতিঃ"—আত্মার ত্যাগ অসম্ভব—এইরূপ মতাবলম্বী বৈদান্তিক আমার কি হানি হইতে পারে ? কোনও হানি হইতে পারে না। ২৯

এইরূপে "অরে মৈত্রেয়ি ! পতির সুখের কামনায়, পতি কখনই ভার্য্যার প্রিয় হয় না"—এই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া "আপনার সুখের কামনায়ই বস্তুমাত্র প্রিয় হয়"—এই পর্য্যন্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনার দ্বারা আত্মার প্রিয়তমত্ব শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা উপপাদন করিয়া যুক্তির দ্বারাও তাহা উপপাদন করিতেছেন :—

(ছ) যুক্তির দ্বারা আত্মার প্রিয়তমতা প্রতিপাদন।

আত্মার্থত্বেন সর্ব্বস্য প্রীতেশ্চাত্মা হ্যতিপ্রিয়ঃ।
সিদ্ধো যথা পুত্রমিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরস্তথা॥ ৩০

অন্বয়—সর্ব্বস্য আত্মার্থত্বেন প্রীতেঃ চ আত্মা হি অতিপ্রিয়ঃ সিদ্ধঃ, যথা পুত্রমিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরঃ ; তথা।

অনুবাদ—যেহেতু আত্মার প্রয়োজনে অর্থাৎ আত্মারই সুখের কামনায় সকল বস্তু প্রিয় হয়, সেইহেতু আত্মাই অতি প্রিয় অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ইহাই সিদ্ধ হইল, যেমন পুত্রের মিত্র অপেক্ষা পুত্র প্রিয়তর, সেইরূপ।

টীকা—"সর্ব্বস্ত"—সুখ ও সুখসাধন পতিজায়া প্রভৃতির "আত্মার্থত্বেন"—আত্মার অর্থাৎ নিজের উপকারকতা বা প্রয়োজন-সাধকতা হেতু, "প্রীতেঃ চ"—সেই সেই বস্তু প্রিয় হয় বলিয়া, "আত্মা"—উপকার্য্য অর্থাৎ উপকারের বিষয় আত্মা নিজেই, "অতিপ্রিয়ঃ"—অতিশয় অর্থাৎ সর্ব্বোৎকর্ষে প্রিয়, "সিদ্ধঃ"—ইহা সিদ্ধই হইল। ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—"যেমন পুত্রের মিত্র অপেক্ষা"--ইত্যাদি। সংসারে "যথা পুত্রমিত্রাৎ"—পুত্রদ্বারা প্রীতির বিষয় পুত্রের মিত্ররূপ যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি হইতে, দেবদত্ত প্রভৃতি পুত্র অন্তরায়-রহিতভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রীতির বিষয় বলিয়া "প্রিয়ঃ"—সেই মিত্র অপেক্ষা বিষ্ণুদত্ত প্রভৃতি পিতার অতিশয় প্রিয় হয়,—"তথা"—সেই প্রকার নিজের সহিত সম্বন্ধিতা হেতু প্রীতির বিষয় বলিয়া আত্মা অর্থাৎ নিজে অপর সকল বস্তু হইতে অতিশয় প্রিয়, ইহাই তাৎপর্য্য। এস্থলে নিগূঢ় তত্ত্ব এই—আত্মা নিত্যসুখরূপ বলিয়া অতি অনুকূল এবং এইহেতু অতিশয় প্রিয় একথা বিদ্বান্‌গণের অনুভবসিদ্ধ; কিন্তু ভ্রান্ত লোকে সেই স্বরূপ-ভূত নিত্যসুখকে না চিনিয়া, যখন অন্তঃকরণ বিষয়লাভাদি নিমিত্তবশতঃ অন্তর্মুখ হয়, তখন তাহাতে যে আত্মানন্দের প্রতিবিম্বস্বরূপ বিষয়ানন্দ জন্মে তাহাকেই পরম সুখ-স্বরূপ মনে করিয়া প্রিয়তম বলিয়া মানে। এইহেতু (আনন্দরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণযোগ্য হয় বলিয়া) অন্তঃকরণ, তাহার সমীপবর্ত্তী ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সমষ্টিরূপ লিঙ্গ-দেহের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। এইহেতু তাহা প্রিয়। আর স্থূল দেহ প্রভৃতি আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণযোগ্য নহে; এইহেতু স্থূল দেহের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু লিঙ্গদেহদ্বারা স্থূল দেহের এবং স্থূল দেহদ্বারা পুত্র-ভার্য্যাদির এবং পুত্র-ভার্য্যাদির দ্বারা পুত্রের মিত্রের এবং অন্য সম্বন্ধিগণের, আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয়। এইহেতু তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা অল্পতর এবং উত্তরোত্তর অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। এই প্রীতির আধিক্যের ও ন্যূনতার অনুভব অগ্রে ৬০ শ্লোকে স্পষ্টতর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদ্যপি আনন্দরূপ আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং সেইহেতু সকল পদার্থেরই আত্মার সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকায়, সকল পদার্থেরই তুল্যরূপে প্রিয় হওয়া উচিত এবং অগ্রে ৫১ শ্লোকোক্ত প্রকারে প্রিয় দ্বেষ্য এবং উপেক্ষ্যরূপে তাহাদের বিষম হওয়া উচিত নহে, তথাপি ঘটাদিরূপ সমস্ত অস্বচ্ছ পদার্থ আত্মার আভাসের গ্রাহক হয় না; এইহেতু তাহারা আত্মার সহিত সাক্ষাদ্ভাবে সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু অন্তঃকরণ স্বচ্ছ বলিয়া অন্তঃকরণ আত্মার আভাস গ্রহণ করিতে পারে; এইহেতু আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধী। সেই আভাসযুক্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ভোক্তার উপকারক বা অনুকূলরূপে যে পদার্থ সম্বন্ধপ্রাপ্ত হয়, সেই পদার্থই প্রিয় হয়। সেই উপকারকতা বা অনুকূলতার আধিক্য বা ন্যূনতারূপ উপাধির ভেদবশতঃ প্রিয়তার ভেদ বা তারতম্য ঘটে; আর উপকারকতার

অভাবরূপ কেবল প্রতিকূলতার দ্বারা অথবা অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা উভয়ের অভাব দ্বারা আত্মার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিলে সেই সেই পদার্থ যথাক্রমে দ্বেষ্য বা উপেক্ষ্য বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রকারে অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিষমতা সিদ্ধ হইলেও, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, ভোক্তৃ-ভোগ্য-ভোগ ইত্যাদি প্রকারের ত্রিপুটীরূপ দ্বৈতের অভাববশতঃ পরিপূর্ণানন্দরূপ আত্মার প্রতীতিতে বিষমতা নাই, কিন্তু একই আনন্দরূপ আত্মা সর্ব্বত্র সমান প্রতীত হয়। ৩০

এই প্রকারে আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি, যাহা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা উপপাদিত হইল, তাহাই আপনার অনুভব প্রদর্শনদ্বারা দৃঢ় করিতেছেন :—

(ঝ) শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা প্রদর্শিত প্রীতির স্বানুভব দ্বারা সমর্থন।

মা ন ভূবমহং কিন্তু ভূয়াসং সর্ব্বদেত্যসৌ।
আশীঃ সর্ব্বস্য দৃষ্টেতি প্রত্যক্ষা প্রীতিরাত্মনি ॥ ৩১

অন্বয়—"অহম্ মা ভূবম্ ন কিন্তু সর্ব্বদা ভূয়াসম্" ইতি অসৌ আশীঃ সর্ব্বস্য দৃষ্টা ইতি আত্মনি প্রীতিঃ প্রত্যক্ষা।

অনুবাদ—'আমার অসত্তা বা অভাব কখন যেন না হয়, আমি যেন সর্ব্বদাই জীবিত থাকি,' এইরূপ আকাঙ্ক্ষা সকলেরই দেখা যায়, সুতরাং আত্মাতে যে অতিশয় প্রীতি তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

টীকা - "অহম্ মা ভূবম্ ইতি ন"—আমি না থাকি এইরূপ অর্থাৎ আমার অসত্তা, কখনও যেন না ঘটে কিন্তু "সর্ব্বদা ভূয়াসম্"—আমি যেন সর্ব্বদা থাকি—আমার সত্তা যেন সর্ব্বদা থাকে, এইরূপ "আশীঃ"—প্রার্থনা, "সর্ব্বস্য" সকলেরই অর্থাৎ প্রাণিমাত্রসম্বন্ধেই, "দৃষ্টা"—দেখা যায়, সকলেই এইরূপ প্রার্থনা করে, ইহাই অর্থ। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন—"সুতরাং আত্মাতে যে অতিশয় প্রীতি" ইত্যাদি, যেহেতু সকলেই এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে, এইহেতু "আত্মনি প্রীতিঃ"—আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অনুভবদ্বারা সিদ্ধ, ইহাই অর্থ। ৩১

৪। আত্মা পুত্রভার্য্যাদির শেষ বা উপকারকরূপে ত্রিবিধ।

অন্যান্য মতের অর্থাৎ আত্মা পুত্র-ভার্য্যাদির শেষ বা উপকারকরূপে গৌণ, এইরূপ মত সমূহের দোষ প্রদর্শন জন্য অতীত গ্রন্থের অর্থাৎ ৬ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত শ্লোকের অর্থের অনুবাদ বা পুনর্বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ৬ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত শ্লোকার্থের অনুবাদপূর্ব্বক 'পুত্রই আত্মা' এই মতের দূষণ।

ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ প্রীতৌ সিদ্ধায়ামেবমাত্মনি।
পুত্রভার্য্যাদিশেষত্বমাত্মনঃ কৈশ্চিদীরিতম্ ॥ ৩২

অন্বয়—ইত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ এবম্ আত্মনি প্রীতৌ সিদ্ধায়াম্ কৈশ্চিৎ আত্মনঃ পুত্র-ভার্য্যাদিশেষত্বম্ ঈরিতম্।

অনুবাদ—এই প্রকারে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব এই তিন প্রকার প্রমাণদ্বারা

আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি সিদ্ধ হইলেও, কেহ কেহ আত্মাকে পুত্রভার্য্যাদির শেষ বা উপকারকরূপে গৌণ বলিয়া (এবং পুত্রভার্য্যাদিকে মুখ্য বলিয়া) বর্ণনা করিয়া থাকে।

টীকা—এস্থলে "ইতি" শব্দদ্বারা ৩১ শ্লোকোক্ত অনুভবকে লক্ষ্য করা হইতেছে এবং "আদি" শব্দদ্বারা ৩০ শ্লোকোক্ত যুক্তি এবং ৬ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকবর্ণিত শ্রুতিবচন-সমূহকে লক্ষ্য করা হইতেছে। এইহেতু অনুভব-শ্রুতি-যুক্তিরূপ প্রমাণত্রয়দ্বারা, "এবম্"—উক্ত প্রকারে "আত্মনি প্রীতৌ সিদ্ধায়াম্"—আত্মায় প্রীতি প্রমাণিত হইলেও, "কৈশ্চিৎ"—শ্রুতি প্রভৃতির তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ লোকদ্বারা "আত্মনঃ পুত্রভার্য্যাদিশেষত্বম্"—আত্মার পুত্র ভার্য্যা ইত্যাদির শেষরূপতা অর্থাৎ পুত্রভার্য্যাদি সম্বন্ধে আপনার উপসর্জ্জনতা, অপ্রধানতা বা গৌণতা বর্ণিত হইয়াছে। ৩২

পুত্র ভার্য্যাদির প্রতি আত্মা উপকারক বলিয়া অমুখ্য, এই কথা যে কেহ কেহ বলিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি? আপনি কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(খ) উক্ত মতসমূহের উপজীব্য প্রমাণ প্রদর্শন।

এতদ্বিবক্ষয়া পুত্রে মুখ্যাত্মত্বং শ্রুতীরিতম্।
আত্মা বৈ পুত্রনামেতি তচ্চোপনিষদি স্ফুটম্॥৩৩

অন্বয়—এতদ্বিবক্ষয়া "আত্মা বৈ পুত্রনামা"—ইতি পুত্রে মুখ্যাত্মত্বম্ শ্রুতীরিতম্; তৎ চ উপনিষদি স্ফুটম্।

অনুবাদ—তাহারা বলে, 'এই কথা বলিবার অভিপ্রায়েই শ্রুতি [আত্মা বৈ পুত্রনামাসি—কৌষীতকি উপনিষৎ ২।১১]—হে পুত্র, তুমি আত্মাই, পুত্র নাম ধরিয়াছ—এইরূপে পুত্রবিষয়ে মুখ্যাত্মতার বর্ণন করিয়াছেন; ইহা অন্য উপনিষদেও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—(আত্মার পূর্ব্বোক্ত গৌণতাবাদিগণ বলেন) এই তত্ত্ব স্পষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে [আত্মা বৈ পুত্রনামাসি] 'হে পুত্র, তুমি পুত্রনামা আত্মাই হইতেছ'—ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা পুত্রের মুখ্যাত্মরূপতা, "ঈরিতম্"—কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ, কিম্বা পুত্রের সেই মুখ্যাত্মতা ঐতরেয়োপনিষৎ প্রভৃতিতে, "স্ফুটম্"—স্পষ্টভাবে ("অভিহিতম্") কথিত হইয়াছে; এই শব্দটি যোজনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। ৩৩

ঐতরেয়োপনিষদে পুত্রের মুখ্যাত্মতা কোন্ কোন্ বাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া সেই বাক্যগুলি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

(গ) ঐতরেয়োপনিষদুক্ত প্রমাণের বর্ণন।

সোঽস্যায়মাত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।
অথাস্যেতর আত্মায়ং কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে॥৩৪

অন্বয়—অস্য সঃ অয়ম্ আত্মা পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে; অথ অস্য অয়ম্ ইতরঃ আত্মা কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে। (ঐতরেয় উ, ২।১।৪)

অনুবাদ—এই পিতার সেই এই পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্ম্মের জন্য (অর্থাৎ তদনুষ্ঠানে) প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত হয়; পরে এই পিতার এই (পিতৃরূপ) অন্য (অমুখ্য) আত্মা পুত্র কৃতপুণ্যকর্ম্মদ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া মরে (অর্থাৎ পুণ্যলোকে প্রয়াণ করে)।

টীকা—"অস্য"—এই পিতার, "সঃ"—[পুরুষে এব অয়ম্ আদিতঃ গর্ভঃ ভবতি, যদ্ এতদ্ রেতঃ—ঐতরেয় উ, ২।১।১]—(অবিদ্যাকামকর্ম্মাভিমানযুক্ত সংসারী পুরুষ কর্ম্মক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্তি হইয়া) প্রথমতঃ পুরুষশরীরে (পিতৃদেহে) গর্ভরূপী হয়। (গর্ভ কি তাহা বলিতেছেন—) যাহা এই প্রসিদ্ধ রেতঃ (শুক্র) তাহাই এখানে গর্ভ নামে উক্ত হইয়াছে—এই শ্রুতিবচনদ্বারা উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম প্রকরণের আদিতে জনক-(পিতা-) রূপ যে পুরুষ তাঁহার দেহে যাহাকে গর্ভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—সেই "অয়ম্"—এই [অগ্রে এব কুমারং জন্মনঃ অগ্রে অধিভাবয়তি—ঐতরেয় উ, ২।১।৩]—(প্রথমে পত্নীর উদরে সুনিষ্পন্ন, কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে পর) প্রথমেই স্বামী জাত-কর্ম্মাদিদ্বারা পুত্রের ভাবনা বা সংস্কার সম্পাদন করেন—এই শ্রুতিবাক্যে, অতিশয়রূপে পালনীয় বলিয়া যাহাকে বর্ণন করা হইয়াছে, এইরূপ যে পুত্ররূপ আত্মা, "পুণ্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ"—পুণ্যকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, "প্রতিধীয়তে"—প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ আপনার অভাবে আপনার স্থলে অনুষ্ঠানকর্ত্তারূপে নিয়োজিত হয়, "পিতাকর্ত্তৃক"—এইরূপ শব্দযোজনাদ্বারা অর্থ বুঝিতে হইবে; "অথ"—অনন্তর অর্থাৎ পুত্রের প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হইবার পর, "অস্য"—এই পিতার, "অয়ম্"—যিনি প্রত্যক্ষভাবে পরিদৃষ্ট হন, "ইতরঃ"—পুত্র হইতে অন্য, "আত্মা"—জরাগ্রস্ত পিতৃরূপ আত্মা নিজে, "কৃতকৃত্যঃ"—কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান সমাপিত করিয়া "প্রমীয়তে"—মরিয়া যান; ইহাই অর্থ।৩৪

পূর্ব্ব শ্লোকত্রয়োক্ত অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনজন্য, পুত্রহীনের পরলোকাভাব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত "নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি"—এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

(ঘ) 'পুত্রহীনের পরলোক নাই'—এই বাক্যের অর্থ।

সত্যপ্যাত্মনি লোকোঽস্তি নাপুত্রস্যাত এব হি।
অনুশিষ্টং পুত্রমেব লোক্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৩৫

অন্বয়—অতঃ এব আত্মনি সতি অপি অপুত্রস্য লোকঃ ন অস্তি হি। মনীষিণঃ অনুশিষ্টম্ এব পুত্রম্ লোক্যম্ আহুঃ।

অনুবাদ—এই কারণেই (স্বীয়) আত্মা থাকিতেও অপুত্রের পুণ্যলোকপ্রাপ্তি নাই; (পুত্র থাকিলেই পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয়) অতএব পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, অনুশিষ্ট পুত্র পুণ্যলোক প্রাপ্তির কারণ।

টীকা—যেহেতু পুত্রেরই মুখ্যাত্মতা,—"অতঃ এব আত্মনি সতি অপি"—এইহেতু আপনি থাকিতেও, "অপুত্রস্য"—পুত্ররহিত লোকের (পিতার), "লোকঃ নাস্তি হি"—পরলোক নাই, ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ, ইহাই অর্থ। ব্যতিরেকমুখে প্রতিপাদিত অর্থের অন্বয়মুখে প্রতিপাদক "অনুশিষ্টম্ পুত্রম্ লোক্যম্ আহুঃ" –(বৃহদা উ, ১৷৫৷১৭) এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—এই জন্যই পণ্ডিতগণ "অনুশিষ্ট"—পিতা হইতে অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ও লোকজয়ের অনুশাসন প্রাপ্ত পুত্রকে "লোক্য"—পিতার শুভলোকলাভের অনুকূল বলিয়া থাকেন—"অতএব পণ্ডিতগণ" ইত্যাদি। "মনীষিণঃ"—শাস্ত্রার্থের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, "অনুশিষ্টম্ এব পুত্রম্"—অগ্রে ৩৬ শ্লোকে যাহা বর্ণিত হইবে [ত্বম্ ব্রহ্ম ত্বম্ যজ্ঞঃ ত্বম্ লোকঃ—বৃহদা উ, ১৷৫৷১৭]—'তুমি ব্রহ্ম (বেদ) তুমি যজ্ঞ, এবং তুমি পুণ্যলোক'—ইত্যাদি বেদমন্ত্রদ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত পুত্রকেই "লোক্যম্"—পরলোকবিষয়ে হিতাবহ অর্থাৎ পরলোক সাধন বলিয়াছেন—ইহাই অর্থ। ৩৫

এক্ষণে পুত্র যে ঐহিক সুখেরও হেতু, এই তত্ত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিবচন [সোঽয়ম্ মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ এব জয্যঃ ন অন্যেন এব কর্ম্মণা—বৃহদা উ, ১৷৫৷১৬]—'তন্মধ্যে একমাত্র পুত্রদ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে পারা যায়,—কিন্তু অন্য কর্ম্মদ্বারা নহে'—এই শ্রুতি-বাক্যের অর্থ পাঠ করিতেছেন :—

(ঙ) পুত্রের ঐহিক সুখ-হেতুতা প্রতিপাদক বাক্যের অর্থ।

মনুষ্যলোকো জয্যঃ স্যাৎ পুত্রেণৈবেতরেণ নো।
মুমূর্ষুর্মন্ত্রয়েৎ পুত্রং ত্বং ব্রহ্মেত্যাদিমন্ত্রকৈঃ॥৩৬

অন্বয়—মনুষ্যলোকঃ পুত্রেণ এব জয্যঃ স্যাৎ ইতরেণ নো; ত্বং ব্রহ্মেত্যাদিমন্ত্রকৈঃ মুমূর্ষুঃ পুত্রম্ মন্ত্রয়েৎ।

অনুবাদ—কেবল পুত্রের দ্বারাই মনুষ্যলোকের সুখ জয় করা যায়; অন্য কিছুর অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা নহে; "তুমিই ব্রহ্ম (বেদ)" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহদ্বারা মুমূর্ষু পিতা পুত্রকে অনুশাসন করিবেন—শিক্ষা দিবেন।

টীকা—"মনুষ্যলোকঃ"—মনুষ্যলোকের সুখ, "পুত্রেণ এব জয্যঃ"—পুত্রের দ্বারাই জয় করা যায়—সম্পাদ্য হইতে পারে "ইতরেণ নো"—কর্ম্মাদি অন্য সাধনদ্বারা নহে। ধনাদি সুখসাধন হইলেও তাহা পুত্রহীনের বৈরাগ্যের উৎপাদকই হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। 'পিতা হইতে গৃহীতানুশাসন পুত্রই পিতার শুভলোকলাভের অনুকূল'—বৃহদারণ্যক উপনিষদগত (১৷৫৷১৭) এই বাক্যে পুত্রের প্রতি অনুশাসন উপদিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সেই শিক্ষার অবসর ও মন্ত্র-সমূহ প্রদর্শিত হইতেছে :—"তুমিই ব্রহ্ম (বেদ)" ইত্যাদি। 'তুমিই ব্রহ্ম'—ইহা একটি মন্ত্রার্থ। "ইত্যাদির"—আদি শব্দদ্বারা "ত্বম্ যজ্ঞঃ", "ত্বম্ লোকঃ" এই অপর দুইটী মন্ত্র লক্ষিত হইতেছে। এই তিনটি মন্ত্রদ্বারা "মুমূর্ষুঃ"—মরণকালে পিতা, "পুত্রম মন্ত্রয়েৎ"—পুত্রের অনুশাসন করিবেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (১৷৫৷১৭) সেই "সম্প্রত্তি" বিধির (সম্প্রত্তি—সম্প্রদান, পুত্রে আপনার কর্ত্তব্য

সম্পাদনের ভারার্পণ)—অবশিষ্টাংশ এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—"এবম্বিধ জ্ঞানসম্পন্ন পিতা যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে তিনি এই সমুদয় প্রাণের সহিতই (বাক্ মন ও প্রাণের সহিতই) পুত্রে প্রবেশ করেন ; পিতার কোনও কর্ম্ম যদি ঘটনাক্রমে করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুত্র নিজে অনুষ্ঠানপূর্ব্বক, সেই কর্ম্ম পূরণ করিয়া এই সম্প্রতিকারী পিতাকে সেই কর্ত্তব্যতাবন্ধন হইতে বিমোচিত করে। এইরূপে পিতার কর্ত্তব্য পূরণ করে বলিয়া সন্তানের পুত্রনাম প্রসিদ্ধ। সেই পিতা (মৃত হইয়াও,) এবম্বিধ উপদেশপ্রাপ্ত পুত্রদ্বারা ইহলোকে বর্ত্তমান থাকেন। মৃত্যুর পর সেই পিতাতে হিরণ্যগর্ভের এই সমুদয় অমর প্রাণ প্রবেশ করে অর্থাৎ তখন তাহার মর্ত্ত্যভাব চলিয়া যায়। ৩৬

৩২ শ্লোক হইতে বর্ণিত অর্থ লইয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন :—

(চ) শ্রুত্যুক্ত অর্থ হইতে সিদ্ধান্তস্থাপন এবং সেই অর্থবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি।

ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ পুত্রভার্য্যাদিশেষতাম্।
লৌকিকা অপি পুত্রস্য প্রাধান্যমনুমন্বতে ॥ ৩৭

অন্বয়—ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ পুত্রভার্য্যাদিশেষতাম্ প্রাহুঃ ; লৌকিকাঃ অপি পুত্রস্য প্রাধান্যম্ অনুমন্বতে।

অনুবাদ—এই প্রকারের শ্রুতিবচনসমূহ আত্মার পুত্রভার্য্যাদির প্রতিশেষতা বা উপকারকতা (অর্থাৎ আত্মার অপ্রধানতা) বর্ণন করিতেছে, সাধারণ লোকেও পুত্রের প্রাধান্য বা মুখ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে।

টীকা—এই অর্থ কেবল শ্রুতিসিদ্ধ নহে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও, ইহাই বলিতেছেন :—"সাধারণ লোকেও" ইত্যাদি। ৩৭

পুত্রাদির উক্ত প্রাধান্যের উপপাদন অর্থাৎ তাহা সপ্রমাণ করিতেছেন :—

(ছ) উক্ত লোকপ্রসিদ্ধির উপপাদন ; ফলিতার্থ।

স্বস্মিন্ মৃতেঽপি পুত্রাদির্জীবেদ্বিত্তাদিনা যথা।
তথৈব যত্নং কুরুতে মুখ্যাঃ পুত্রাদয়স্ততঃ ॥ ৩৮

অন্বয়—স্বস্মিন্ মৃতে অপি পুত্রাদিঃ যথা বিত্তাদিনা জীবেৎ তথা এব যত্নম্ কুরুতে ; ততঃ পুত্রাদয়ঃ মুখ্যাঃ।

অনুবাদ—পিতা নিজের মৃত্যুর পরেও পুত্রাদি যাহাতে ধনাদিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তদনুরূপ যত্ন করিয়া থাকেন ; সেইহেতু পুত্রাদিই মুখ্য (এবং পিতার আত্মা গৌণ।)

টীকা—"স্বস্মিন্"—নিজে অর্থাৎ পিত্রাদি—পিতা প্রভৃতি ঔরসদাতা দত্তকগ্রহীতা, পিতৃব্য ইত্যাদি, "পুত্রাদিঃ"—পুত্র, ভার্য্যা ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি ; "বিত্তাদিনা"—ধন ক্ষেত্র প্রভৃতি দ্বারা। ফলিতার্থ বলিতেছেন—"সেইহেতু পুত্রাদিই মুখ্য" ইত্যাদি। যেহেতু লোকে নিজে

পরিশ্রম ক্লেশ সহন করিয়াও পুত্রাদির জীবনোপায়রূপ ধনাদি সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইহেতু পুত্রাদিই মুখ্য বা প্রধান—ইহাই অর্থ। ৩৮

৩২ শ্লোকোক্ত প্রকারে বৈদিক এবং লৌকিক এই উভয় বিধ প্রসিদ্ধিদ্বারা প্রদর্শিত পুত্রাদির প্রধানতা সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিতেছেন :—

(জ) পুত্রাদির প্রধানতায় আত্মার গৌণতা মানিলেও স্বরূপতঃ গৌণত্ব নাই; আত্মা ত্রিবিধ।

বাঢ়মেতাবতা নাত্মা শেষো ভবতি কস্যচিৎ।
গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈরাত্মায়ং ভবতি ত্রিধা॥ ৩৯

অন্বয়—বাঢ়ম্, এতাবতা আত্মা কস্যচিৎ শেষঃ ন ভবতি; গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈঃ অয়ম্ আত্মা ত্রিধা ভবতি।

অনুবাদ—সত্য বটে (অর্থাৎ পুত্রাদির মুখ্যাত্মতার অর্দ্ধাঙ্গীকার করা যাইতে পারে।) কিন্তু ইহার দ্বারা আত্মা কাহারও শেষ বা উপকারক (এবং সেইহেতু গৌণ) বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যভেদে এই আত্মন্‌শব্দ তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

টীকা—ভাল, আপনি যদি পুত্রাদির প্রধানতা স্বীকার করিলেন তাহা হইলে সাক্ষী আত্মার যে শেষিরূপতা বা মুখ্যতা প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাহা ত' বিরোধ প্রাপ্ত হয়; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন: "কিন্তু ইহার দ্বারা" ইত্যাদি। "এতাবতা"—ইহার দ্বারা অর্থাৎ কোনও স্থলে পুত্রাদির প্রধানতা থাকিলেও তদ্দ্বারা; ভাল, প্রতিজ্ঞাদ্বারাই ত', অর্থাৎ সাধনীয় অর্থের কেবল নির্দ্দেশ দ্বারাই ত' অর্থ সিদ্ধ হয় না। আপনার বচন বলেই তাহা মানিতে পারা যায় না এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—যে যে ব্যবহারে যাহার যাহার আত্মতা মানা অভিপ্রেত, সেই সেই ব্যবহারে সেই সেই রূপ আত্মার প্রধানতা আছে ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে উপোদ্ঘাতরূপে (৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) আত্মার ত্রিবিধতা বর্ণন করিতেছেন—"গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যভেদে" ইত্যাদি; গৌণ আত্মা, মিথ্যা আত্মা ও মুখ্য আত্মা—এইরূপ ভেদে আত্মা তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে আত্মার ব্রহ্মত্বাদি বিচারে বিদ্যারণ্য-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য)। ৩৯

তিন প্রকার আত্মার মধ্যে পুত্রাদি যে গৌণ আত্মা তাহা দেখাইবার জন্য লোকসমাজে "গৌণ" শব্দের প্রয়োগ—লক্ষ্যমাণ গুণযোগবশতঃ নিজার্থ হইতে অন্যত্রবৃত্তি, উদাহরণদ্বারা দেখাইতেছেন :—

(ঝ) পুত্রাদির আত্মতা গৌণ; দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রদর্শন।

দেবদত্তস্তু সিংহোঽয়মিত্যৈক্যং গৌণমেতয়োঃ।
ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ পুত্রাদেরাত্মতা তথা॥ ৪০

অন্বয়—"অয়ম্ দেবদত্তঃ তু সিংহঃ" ইতি ঐক্যম্ গৌণম্, এতয়োঃ ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ, তথা পুত্রাদেঃ আত্মতা।

অনুবাদ—"এই দেবদত্ত হইতেছে সিংহ"—এই একতা যেমন গৌণ, কেননা, মনুষ্য দেবদত্তের, পশু সিংহের সহিত ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হয়; পুত্রাদির আত্মতাও সেইরূপ।

টীকা—'এই দেবদত্ত অর্থাৎ অমুক পুরুষ হইতেছে সিংহ'—এই বাক্যে দেবদত্তরূপ মনুষ্যের পশু সিংহের সহিত একতা গৌণ অর্থাৎ উপচারমাত্র—গুণবৃত্তির দ্বারা কৃত বলিয়া আরোপিতমাত্র, বাস্তবিক নহে। মীমাংসকগণের মতে শব্দের শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি ভিন্ন এক তৃতীয় প্রকার গৌণী বৃত্তি আছে।* শক্তিবৃত্তিদ্বারা বোধিত অর্থ শক্যার্থ বা বাক্যার্থ; লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বোধিত অর্থ লক্ষ্যার্থ, ("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এবং গুণবৃত্তিদ্বারা বোধিত অর্থ গৌণার্থ। পদের বাচ্যার্থে যে গুণ আছে সেই গুণবিশিষ্ট অন্যে অর্থাৎ অবাচ্যার্থে যে পদের বৃত্তি বা সম্বন্ধ, তাহাকে গৌণী বৃত্তি বলে, যেমন "অগ্নিঃ মানবকঃ" বালকটি অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিসদৃশ তেজস্বী বা ক্রোধী। অগ্নি শব্দের বাচার্থে যে তেজ বা দাহকতারূপ (দুঃখদায়কতারূপ) গুণ আছে, সেই গুণবিশিষ্ট মানবকে (বালকে), যাহা অগ্নিশব্দের বাচ্যার্থ নহে তাহাতে, অগ্নিপদের যে বৃত্তি তাহা গৌণবৃত্তি। এইরূপ 'আত্মা' এই পদের বাস্তব বাচ্যার্থ সাক্ষী চৈতন্য এইহেতু সাক্ষী চৈতন্যই মুখ্য আত্মা, কিন্তু তাহাতে আরোপিত হয় বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি সঙ্ঘাত, 'আত্মা' এই পদের মিথ্যা বাচ্যার্থ। সেই সঙ্ঘাতেরই ঐহিক এবং পারত্রিক কর্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ গুণ থাকিতে পারে। সেই গুণবিশিষ্ট পুত্রাদিতে, যাহা আত্মা পদের বাচ্যার্থ নহে, তাহাতে যে 'আত্মা' এই পদের বৃত্তি বা অর্থ তাহা গৌণী বৃত্তিবশতঃই হইতে পারে। সেই গৌণী বৃত্তিদ্বারা বোধিত যে পুত্রাদিরূপ অর্থ, তাহাকেই গৌণ আত্মা বলা হয়। ৪০

এক্ষণে মিথ্যা আত্মা বুঝাইতেছেন :—

(...) এ পঞ্চকোশের মিথ্যাত্মতা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন।

ভেদোঽস্তি পঞ্চকোশেষু সাক্ষিণো ন তু ভাত্যসৌ।
মিথ্যাত্মতাতঃ কোশানাং স্থাণোশ্চৌরাত্মতা যথা ৪১

অন্বয়—পঞ্চকোশেষু সাক্ষিণঃ ভেদঃ অস্তি; অসৌ ন তু ভাতি; অতঃ কোশানাম্ মিথ্যাত্মতা, যথা স্থাণোঃ চৌরাত্মতা।

অনুবাদ—পঞ্চকোশে সাক্ষী হইতে ভেদ বিদ্যমান থাকিলেও, সেই ভেদ প্রতীত

---

* মীমাংসকগণ বলেন শক্যের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধই লক্ষণা, পরম্পরা সম্বন্ধ লক্ষণা নহে। সেইহেতু "গঙ্গায় ঘোষ (আভীর পল্লী) আছে" বলিলে গঙ্গাশব্দের গঙ্গাজলপ্রবাহরূপ শক্যার্থের সহিত তীরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সেইরূপ "(বেদপাঠী) বালকটি অগ্নি" বলিলে, অগ্নির শক্যার্থের সহিত বালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্ভব নহে, কেবল সাদৃশ্যরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ হইতে পারে; তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া, লক্ষণা হইতে অতিরিক্ত গৌণীবৃত্তি মানিতে হয়। নৈয়ায়িকগণ সাদৃশ্যকে সম্বন্ধ মধ্যে গণনা করেন বলিয়া গৌণীবৃত্তিকে লক্ষণারই অন্তর্গত বলেন।

হয় না; এইহেতু পঞ্চকোশ মিথ্যা আত্মা, যেমন স্থাণুতে চোর হইতে ভেদ থাকিলেও স্থাণু (অন্ধকারে) চোর বলিয়া গৃহীত হইলে, তাহার সেই চোরতা মিথ্যা, সেইরূপ।

টীকা—"পঞ্চকোশেষু"—আনন্দময় হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটি কোশে, "সাক্ষিণঃ ভেদঃ"—সাক্ষী হইতে ভেদ বিদ্যমান থাকিলেও তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হয় না; সেইহেতু পঞ্চকোশের মিথ্যাত্মরূপতা, ইহাই ভাবার্থ। পঞ্চকোশের মিথ্যাত্মতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন স্থাণুতে চোর হইতে ভেদ থাকিলেও" ইত্যাদি। বস্তুতঃ চোর হইতে ভিন্ন স্থাণুর চোররূপতা যেমন মিথ্যা পঞ্চকোশের আত্মরূপতাও সেইরূপ মিথ্যা, ইহাই অর্থ। ৪১

এইরূপে গৌণ আত্মা ও মিথ্যা আত্মা উপপাদন করিয়া এক্ষণে সাক্ষিরূপ প্রত্যগাত্মার মুখ্যাত্মতা উপপাদন করিতেছেন:—

(ট) সাক্ষীর মুখ্যাত্মতার উপপাদন।

ন ভাতি ভেদো নাপ্যস্তি সাক্ষিণোঽপ্রতিযোগিনঃ।
সর্ব্বান্তরত্বাৎ তস্যৈব মুখ্যমাত্মত্বমিষ্যতে॥ ৪২

অন্বয়—অপ্রতিযোগিনঃ সাক্ষিণঃ ভেদঃ ন ভাতি, ন অপি অস্তি; সর্ব্বান্তরত্বাৎ তস্য এব আত্মত্বম্ মুখ্যম্ ইষ্যতে।

অনুবাদ—প্রতিযোগিরহিত* (সম্বন্ধিরহিত) সাক্ষিচৈতন্যে কোনও ভেদ প্রতীত হয় না, বস্তুতঃ তাহাতে কোন ভেদ নাইও; সেই সাক্ষী সর্ব্বান্তর্ব্বর্তী বলিয়া তাঁহারই মুখ্যাত্মতা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

টীকা—পুত্রাদিরূপ গৌণ আত্মায় যেমন ভেদ প্রতীত হয়, "সাক্ষিণঃ"—সাক্ষিরূপ আত্মায় কোনও বস্তু হইতে সেইরূপ ভেদ "ন ভাতি"—প্রতীত হয় না; এবং দেহাদিরূপ মিথ্যা আত্মায় যেমন ভেদ আছে, সেইরূপ ভেদ নাই বটে। সেই ভেদের অপ্রতীতি ও ভেদাভাব উভয় স্থলেই হেতু বলিতেছেন—"প্রতিযোগিরহিত" বলিয়া। "অপ্রতিযোগিত্বাৎ" এইটি হেতুগর্ভিত বিশেষণ, 'অপ্রতিযোগী'—এই হেতুটি ইহার ভিতরে রহিয়াছে বলিয়া। এইহেতু অর্থাৎ প্রতিযোগিরহিত বলিয়া সাক্ষীর ভেদ প্রতীত হয় না, আর ভেদ নাইও বটে; যেমন পুত্রাদির ও দেহাদির সাক্ষী নিজে প্রতিযোগী হইয়া বিদ্যমান সেইরূপ সাক্ষীর নিজের কোনও বাস্তব প্রতিযোগী নাই, কেননা, দেহাদি সমস্তই আরোপিত—কল্পিত; ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, ভেদাভাবরূপ হেতুবশতঃ সাক্ষীর গৌণত্ব বা মিথ্যাত্ব নাই মানা গেল; কিন্তু সাক্ষীর মুখ্যাত্মতা কি হেতু হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সেই সাক্ষী "সর্ব্বান্তর্ব্বর্তী বলিয়া" ইত্যাদি। পুত্রাদি সমস্ত দেহ হইতে

---

* প্রতিযোগী—সম্বন্ধী, যাহার সম্বন্ধ যাহাতে থাকে, সেই তাহার প্রতিযোগী, যেমন রামের পুত্র; এস্থলে পুত্রের প্রতিযোগী রাম। সেইরূপ প্রতিযোগী সাক্ষিচৈতন্যের নাই। সাক্ষিচৈতন্য স্বয়ং নিজেই নিজে পর্য্যাপ্ত; তিনি কাহারও নহেন। যদি বলা যায় সাক্ষিচৈতন্য ত' দেহাদি সাক্ষ্যবস্তুর সম্বন্ধ হইতে পারেন তদুত্তরে বলা যাইবে দেহাদি আরোপিতমাত্র, বস্তুস্বরূপ নহে; বস্তুস্বরূপ সম্বন্ধী নাই বলিয়াই সাক্ষিচৈতন্যকে প্রতিযোগিরহিত বলা হইয়াছে।

আন্তর বলিয়া অর্থাৎ তৎসমূহের অধিষ্ঠানরূপে তাহাদের ভিতর অবস্থিত বলিয়া সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যগাত্মা সর্ব্বান্তররূপে প্রতীয়মান হন; সেইহেতু সেই সাক্ষীরই আত্মতা মুখ্য অর্থাৎ অনৌপচারিক বা অনারোপিত; "ইষ্যতে"—স্বীকার করিতেই হইবে। এস্থলে এই অনুমান সূচিত হইতেছে—বিবাদের বিষয় যে সাক্ষী, তিনিই মুখ্য আত্মা হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তিনি সকলের আন্তর—হেতু; যাহা মুখ্য আত্মা নহে, তাহা সর্ব্বান্তরও নহে, যেমন অহঙ্কারাদি। ইহা কেবল ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। ৪২

ভাল, আত্মা যে ত্রিবিধ, তাহা মানা গেল; ইহাদ্বারা পুত্রাদির শেষিতা বা মুখ্যতাবিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(ঠ) তিন প্রকার আত্মার মধ্যে যোগ্যেরই মুখ্যতা অপরের গৌণতা।

সত্যেবং ব্যবহারেষু যেষু যস্যাত্মতোচিতা।
তেষু তস্যৈব শেষিত্বং সর্ব্বস্যান্যস্য শেষতা ॥৪৩

অন্বয়—এবম্ সতি যেষু ব্যবহারেষু যস্য আত্মতা উচিতা, তেষু তস্য এব শেষিত্বম্। অন্যস্য সর্ব্বস্য শেষতা।

অনুবাদ—যখন আত্মা এইরূপ ত্রিবিধই হইলেন, তখন যে ব্যবহারে যাহার আত্মতা উচিত অর্থাৎ যোগ্য, সেই ব্যবহারে তাহারই শেষিত্ব বা মুখ্যতা; অপর সকলের শেষতা বা গৌণতা।

টীকা—"এবম্ সতি অপি"—এই প্রকারে আত্মা ত্রিবিধ হইলেও, "যেষু ব্যবহারেষু"—যে যে ব্যবহারে অর্থাৎ পালন পোষণরূপ লৌকিক ব্যবহারবিশেষে এবং আত্মানুসন্ধানাদি-রূপ বৈদিক ব্যবহারবিশেষে "যস্য আত্মতা উচিতা"—যে পুত্রাদির বা সাক্ষীর আত্মতা উচিত বা যোগ্য, "তেষু"—সেই সেই ব্যবহারে, "তস্য"—তাহার পুত্রাদির অথবা সাক্ষীর "শেষিত্বম্"—প্রধানতা (স্বীকার করিতে হইবে); "অন্যস্য সর্ব্বস্য"—তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকলের, "শেষতা"—উপসর্জ্জনতা অর্থাৎ অপ্রধানতা, "ভবতি"—(হয়)—এই ক্রিয়াপদ যোজনাদ্বারা বাক্যশেষ করিতে হইবে। ৪৩

অতীত শ্লোকের অর্থ, ৪৪ হইতে ৪৮ এই পাঁচটি শ্লোকদ্বারা সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন:—

(ড) উক্ত অর্থের সবিস্তর বর্ণন।

মুমূর্ষোর্গৃহরক্ষাদৌ গৌণাত্মৈবোপযুজ্যতে।
ন মুখ্যাত্মা ন মিথ্যাত্মা পুত্রঃ শেষী ভবত্যতঃ ॥৪৪

অন্বয়—মুমূর্ষোঃ গৃহরক্ষাদৌ গৌণাত্মা এব উপযুজ্যতে; মুখ্যাত্মা ন; মিথ্যাত্মা ন; অতঃ পুত্রঃ শেষী ভবতি।

অনুবাদ—মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহরক্ষণাদিবিষয়ে গৌণাত্মারূপ পুত্রই উপযোগী, সাক্ষিরূপ মুখ্যাত্মা নহে বা দেহাদিরূপ মিথ্যাত্মাও নহে; এই কারণেই পুত্র শেষী বা প্রধান হয়।

টীকা—"গৃহরক্ষাদিষু"—গৃহের রক্ষা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কর্ম্মে পুত্র-ভার্য্যাদিরূপ গৌণ আত্মাই উপযোগী হয়; কেন না, পুত্রাদিই উত্তর কালে—ব্যক্তির মৃত্যুর পরে বাঁচিবার ইচ্ছা রাখে। "মুখ্যাত্মা"—সাক্ষী আত্মা উপযোগী নহেন; কেননা, তিনি অবিকারী; মিথ্যাত্মা যে দেহাদি তাহাও উপযোগী নহে, কেননা, তাহা মরণোন্মুখ, ইহাই ভাবার্থ। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন—"এই কারণেই" ইত্যাদি; অর্থ স্পষ্ট। ৪৪

উক্ত গৃহরক্ষাদি ব্যবহারে পিতা নিজে বিদ্যমান থাকিলেও পুত্রকে যে (আত্মা বলিয়া) গ্রহণ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

অধ্যেতা বহ্নিরিত্যত্র সন্নপ্যগ্নির্ন গৃহ্যতে।
অযোগ্যত্বেন যোগ্যত্বাদ্বটুরেবাত্র গৃহ্যতে ॥৪৫

অন্বয়—"অধ্যেতা বহ্নিঃ" ইতি অত্র সন্ অপি অগ্নিঃ অযোগ্যত্বেন ন গৃহ্যতে; অত্র যোগ্যত্বাৎ বটুঃ এব গৃহ্যতে।

অনুবাদ—"এই অধ্যয়ন কর্ত্তা মানবক অগ্নি"—এই বাক্যে অগ্নি (শব্দ) নিকটে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা অযোগ্য বলিয়া ('চ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ "অধ্যেতৃ" পদের অধ্যয়নকর্ত্তৃরূপ অর্থে অগ্নিপদের অর্থের প্রকৃত সংসর্গ নাই বলিয়া অগ্নি বুঝিতে হইবে না—কিন্তু অধ্যয়ন কর্ত্তা মানবককেই বুঝিতে হইবে।

টীকা—"এই অধ্যেতা হইতেছেন অগ্নি"—এই বাক্যের উচ্চারণে 'অগ্নি' স্বরূপতঃ বিদ্যমান থাকিলেও, "অগ্নিঃ ন গৃহ্যতে"—তাহাকে অগ্নি শব্দের অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে না; কেননা, অগ্নির অধ্যেতৃত্ব অযোগ্য. কিন্তু মানবক বা বিদ্যার্থী বালককেই, এই প্রয়োগে অগ্নি শব্দের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে. "যোগ্যত্বাৎ"—কেননা, সেই বালকই অধ্যয়ন কর্ত্তা হইবার যোগ্য, ইহাই অর্থ। ৪৫

এই প্রকারে পুত্রাদিরূপ গৌণ আত্মার প্রধানতাবোধক স্থলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মিথ্যা আত্মার প্রধানতাবোধক স্থলের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

কৃশোঽহং পুষ্টিমাপ্স্যামীত্যাদৌ দেহাত্মতোচিতা।
ন পুত্রং বিনিযুঙ্‌ক্তেঽত্র পুষ্টিহেত্বন্নভক্ষণে ॥৪৬

অন্বয়—"অহং কৃশঃ পুষ্টিম্ আপ্স্যামি" ইত্যাদৌ দেহাত্মতা উচিতা; অত্র পুষ্টিহেত্বন্নভক্ষণে পুত্রম্ ন বিনিযুঙ্‌ক্তে।

অনুবাদ—"আমি কৃশ হইয়াছি, আমাকে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে' ইত্যাদি স্থলে দেহেরই আত্মতা উচিত। এস্থলে পুষ্টির জন্য অন্নভক্ষণে কেহ পুত্রকে নিযুক্ত করে না।

টীকা—"অহম্ কৃশঃ"—'আমি কৃশ হইয়াছি' এইহেতু (অন্নভক্ষণাদি দ্বারা), "পুষ্টিম্ আপ্স্যামি"—'পুষ্টিলাভ করিব,' "ইত্যাদৌ"—ইত্যাদিরূপ লোকব্যবহারে, অন্নভক্ষণযোগ্য দেহেরই "আত্মতা উচিতা"—আত্মরূপতা বুঝা উচিত। এই অর্থ লোকব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—"এস্থলে পুষ্টির জন্য" ইত্যাদি। এইহেতু দেহেরই মুখ্যতা। ৪৬

আরও বলিতেছেন :—

তপসা স্বর্গমেষ্যামীত্যাদৌ কর্ত্রাত্মতোচিতা।
অনপেক্ষ্য বপুর্ভোগং চরেৎ কৃচ্ছ্রাদিকং ততঃ ॥৪৭

অন্বয়—"তপসা স্বর্গম্ এষ্যামি" ইত্যাদৌ কর্ত্রাত্মতা উচিতা; ততঃ বপুর্ভোগম্ অনপেক্ষ্য কৃচ্ছ্রাদিকম্ চরেৎ।

অনুবাদ—আমি তপস্যা দ্বারা স্বর্গলাভ করিব ইত্যাদি স্থলে কর্তৃরূপ জীবের আত্মতা বা প্রাধান্য মানিতে হইবে। সেইজন্য লোকে দেহের ভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্যাদির অনুষ্ঠান করে।

টীকা—আবার লোকে যখন "আমি তপস্যা করিয়া স্বর্গ অর্জ্জন করিব" এই প্রকার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তখন কর্ত্তা বলিতে যে বিজ্ঞানময় কোশকে বুঝায়, তাহারই আত্মরূপতা বুঝিতে হয়, দেহাদির নহে; ইহাই ভাবার্থ। হেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই কথাই বলিতেছেন :—"সেইজন্য লোকে" ইত্যাদি। যেহেতু দেহের আত্মতা বা দেহকে আত্মা বলিয়া বুঝা সঙ্গত নহে, সেইহেতু লোকে দেহের ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কর্ত্তা যে বিজ্ঞানময় তাহার স্বর্গপ্রাপক বলিয়া উপকারক, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করে। দ্বাদশ দিবসসাধ্য ব্রতবিশেষের নাম কৃচ্ছ্র। তাহা পাদকৃচ্ছ্র, প্রাজাপত্যকৃচ্ছ্র, অর্দ্ধকৃচ্ছ্র, পাদোনকৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র, কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, সান্তপনকৃচ্ছ্র, মহাসান্তপনকৃচ্ছ্র, অতিসান্তপনকৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র, শীতকৃচ্ছ্র ও পরাককৃচ্ছ্র, ভেদে দ্বাদশ প্রকার। এই সকল প্রকার কৃচ্ছ্রেই আহারের একান্ত সংযমের ব্যবস্থা, অর্থাৎ ২৬ গ্রাসের অনধিক অন্নভক্ষণ, অর্দ্ধাশন, উপবাস, উপর্য্যুপরি উপবাস, পঞ্চগব্যভক্ষণ, অযাচিতান্নভক্ষণ, একবার ভোজন, রাত্রিভোজন, প্রভৃতি নিয়ম, এই ব্রতের প্রকারভেদে পালন করিতে হয়। চান্দ্রায়ণ মাসসাধ্য ব্রত, ইহা যবমধ্য ও পিপীলিকামধ্য ভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। শুক্লপ্রতিপদে একগ্রাস কুক্কুটাণ্ডসদৃশ অন্ন হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস এবং কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস কমাইতে কমাইতে অমাবস্যায় উপবাস—ইহাই যবমধ্য (অর্থাৎ মধ্যে স্ফীত) চান্দ্রায়ণের নিয়ম। পিপীলিকামধ্য (অর্থাৎ মধ্যে কৃশ) চান্দ্রায়ণ ইহার বিপরীত। ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা আছে। পাপনিবৃত্তির জন্য বেদবিহিত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের নাম তপঃ। সকাম ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, ইহারা স্বর্গাদি ফলপ্রদান করে; নিষ্কাম ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়। ৪৭

আবার যেস্থলে মুখ্য আত্মাকে বুঝিতে হইবে, সেই স্থলের দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

মোক্ষ্যেঽহমিত্যত্র যুক্তং চিদাত্মত্বং তদা পুমান্।
তদ্বেত্তি গুরুশাস্ত্রাভ্যাং ন তু কিঞ্চিচ্চিকীর্ষতি ॥৪৮

অন্বয় পুমান্ "অহম্ মোক্ষ্যে" ইতি তদা গুরুশাস্ত্রাভ্যাম্ তৎ বেত্তি কিঞ্চিৎ ন তু চিকীর্ষতি; অত্র চিদাত্মত্বম্ যুক্তম্।

অনুবাদ—লোকে যখন (আপনাকে বদ্ধ জানিয়া) মনে করে 'আমি মুক্ত হইব', তখন গুরু ও শাস্ত্র দ্বারা সেই ব্রহ্ম চৈতন্যকেই অবগত হয়; অন্য কোনও প্রকার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে না। সেই স্থলে শুদ্ধ চৈতন্যেরই আত্মতা যুক্ত, অর্থাৎ আত্মন্ শব্দে মুখ্য আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য বুঝিতে হয়।

টীকা—যখন "পুমান্"—লোকে 'শমদমাদির অভ্যাস করিয়া মুক্তি সম্পাদন করিব'—এইরূপ বুদ্ধি বা সঙ্কল্প করে, "তদা গুরুশাস্ত্রাভ্যাম্"—তখন গুরু শাস্ত্র দ্বারা অর্থাৎ আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট মহাবাক্যের অর্থের—ব্রহ্ম ও আত্মার একতার, বিচারজনিত অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা,—"আমি কর্ত্তা প্রভৃতিরূপ আত্মা নহি কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই প্রকারে চিদাত্মাকে জানিতে পারে। এইরূপ ব্যবহারে সেই সাক্ষীর "চিদাত্মত্বম্"—শুদ্ধ চৈতন্যরূপতাই উচিত; সেইস্থলে বিজ্ঞানময় কর্ত্তা প্রভৃতিরূপ আত্মা বুঝা উচিত নহে, ইহাই ভাবার্থ। [সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত এই তিনটিই ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষণ। [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ৩।৯।৩৪]—ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ—(বৃত্তিজ্ঞান ও বিষয়সুখ হইতে ভিন্ন), [অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব—বৃহদা উ, ৪।৫।১৩]—অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাও ঠিক তদ্রূপ প্রজ্ঞানঘনই (জ্ঞান মূর্ত্তিই) তাহার অন্তরে বাহিরে কোন ভেদ নাই; এই সকল শ্রুতিবচন সেই আত্মার ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদন করিতেছে। ৪৮

উক্ত তিন প্রকার আত্মার ব্যবহার বিশেষে ব্যবস্থার দ্বারা যে প্রধানতা তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(চ) (৩৯-৪৩) এই পাঁচটি শ্লোকোক্ত তিন আত্মার ব্যবহার বিশেষে প্রধানতা ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত।

বিপ্রক্ষত্রাদয়ো যদ্বদ্ বৃহস্পতিসবাদিষু।
ব্যবস্থিতাস্তথা গৌণমিথ্যামুখ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪৯

অন্বয়—যদ্বৎ বিপ্রক্ষত্রাদয়ঃ বৃহস্পতিসবাদিষু ব্যবস্থিতাঃ তথা গৌণমিথ্যামুখ্যাঃ যথোচিতম্।

অনুবাদ—যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্যবস্থাদ্বারা যথাক্রমে বৃহস্পতিসব, রাজসূয় ও বৈশ্যস্তোম যজ্ঞের অধিকার প্রাপ্ত, সেইরূপ গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যরূপ আত্মার (ব্যবহারবিশেষে) যথাযোগ্য প্রধানতা।

টীকা—যেমন [ব্রাহ্মণঃ বৃহস্পতিসবেন যজেত]—ব্রাহ্মণই বৃহস্পতিসব যজ্ঞ

করিবেন এই বাক্যদ্বারা বৃহস্পতিসব নামক যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার নাই; আবার [রাজা রাজসূয়েন যজেত]—রাজা (ক্ষত্রিয়) রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, এইস্থলে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নহে, আবার [বৈশ্যঃ বৈশ্যস্তোমেন যজেত] —বৈশ্য বৈশ্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিবেন—এইস্থলে বৈশ্যেরই অধিকার অপরের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নহে; এই প্রকার "গৌণমিথ্যামুখ্যাঃ"—গৌণ মিথ্যা ও মুখ্য ভেদে তিন প্রকার আত্মার, "যথোচিতম্ ব্যবস্থিতাঃ"—যথাযোগ্য অর্থাৎ নিজ নিজ উচিত ব্যবহারে প্রধানতা ব্যবস্থিত, ইহাই তাৎপর্য্য। ৪৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ণ) ফলিতার্থ—আত্মায় অতিশয় প্রীতি, আত্মার উপকারকে প্রীতি, অবশিষ্টে উভয়াভাব।

তত্র তত্রোচিতে প্রীতিরাত্মন্যেবাতিশায়িনী।
অনাত্মনি তু তচ্ছেষে প্রীতিরন্যত্র নোভয়ম্॥ ৫০

অন্বয়—তত্র তত্র উচিতে আত্মনি এব প্রীতিঃ অতিশায়িনী, তচ্ছেষে অনাত্মনি তু প্রীতিঃ; অন্যত্র উভয়ম্ ন।

অনুবাদ—সেই সেই ব্যবহারে যে আত্মা উচিত বা যোগ্য তাহাতেই অতিশয় প্রীতি হয়, আর সেই সেই আত্মার শেষে অর্থাৎ উপকারক অনাত্মায় প্রীতি হয়; আর অন্যবস্তুতে উভয়েরই অভাব।

টীকা—যে যে ব্যবহারে যে যে আত্মা যোগ্য, "তত্র তত্র"—সেই সেই ব্যবহারে "উচিতে আত্মনি এব"—উচিত বা উপযোগী বলিয়া প্রধানভূত আত্মাতেই "প্রীতিঃ অতিশায়িনী"—নিরতিশয় প্রীতি হয়; "তচ্ছেষে"—সেই আত্মার শেষভূত অর্থাৎ ভোগ্যরূপ অনাত্মায় প্রীতি মাত্র হয়, নিরতিশয় প্রেম নহে, ইহাই ভাবার্থ। "অন্যত্র"—সেই আত্মা ও তাহার শেষ বা উপকারক ভিন্ন অন্য বস্তুতে, "ন উভয়ম্"—উভয় প্রকার প্রেমই নাই। এস্থলে অভিপ্রায় এই—যে বস্তু ইচ্ছার বিষয় হয় তাহাকে অনুকূল বলা হয়। সুখ, দুঃখাভাব এবং তদুভয়ের সাধনেই লোকের ইচ্ছা হয়, অন্য কিছুতে নহে। সেইহেতু সুখ, দুঃখাভাব ও এই উভয়ের দুইটি সাধন—এই চারিটিই অনুকূল। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ—যেহেতু আত্মা নিরতিশয় সুখ ও দুঃখাভাবরূপ, এই হেতু অতিশয় হইতেও অতিশয় অনুকূল; এই কারণে পরম প্রেমের বিষয় বলিয়া প্রিয়তম। ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়জনিত সুখ যেহেতু ক্ষয় ও অতিশয় (বা তারতম্য) যুক্ত এবং সেই হেতু শোক ও ঈর্ষ্যারূপ দুঃখের কারণ, সেই হেতু আত্মার ন্যায় নিরতিশয় অনুকূল না হইলেও অতিশয় অনুকূল বটে—কিন্তু তাহাদের সাধনাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া প্রিয়তর; আবার সুখ ও দুঃখাভাবের সাধন, যেহেতু স্বরূপতঃ সুখ বা দুঃখাভাবরূপ নহে, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি বা আবির্ভাবে উপযোগী, এই হেতু তাহারা অনুকূল এবং সেই হেতু প্রীতি মাত্রের বিষয় বলিয়া প্রিয়। উক্ত চারিটি ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু ইচ্ছার বিষয় হয় না; এই হেতু অনুকূল নহে। কিন্তু

অনুকূল ও প্রতিকূল হইতে ভিন্ন উদাসীন এবং প্রতিকূল। এই কারণে প্রীতির বিষয় নহে বলিয়া প্রিয়ও নহে ; কিন্তু উপেক্ষা ও দ্বেষের বিষয় হয় বলিয়া উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য। ৫০

আত্মার প্রিয়তমতা সিদ্ধি ; সর্ব্ববৃত্তিতে অপ্রতীতি পূর্ব্বক নিরোধরূপ যোগে এবং বিচারে তুল্যরূপ পরমানন্দতা লাভ।

১। প্রিয়তম, প্রিয়, উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য ভেদে বস্তু চতুর্ব্বিধ ; অনাত্ম বস্তুতে প্রীতিমানের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানীর যথার্থবচন দ্বারা একই উপদেশ, শিষ্যের প্রতি হইলে বর অন্যের প্রতি হইলে অভিসম্পাত ; এইরূপে আত্মা প্রিয়তম।

আর ৫০ শ্লোকে যে কথিত হইয়াছে "অন্য বস্তুতে উভয়েরই অভাব"—এই স্থলে অন্য শব্দের অর্থ, অবান্তর ভেদের উল্লেখ করিয়া নিরূপণ করিতেছেন :—

(ক) ৫০ শ্লোকোক্ত অন্য শব্দের অর্থ নির্ণয়ফলে বস্তুর চতুর্ব্বিধতা।

উপেক্ষ্যং দ্বেষ্যমিত্যন্যদ্দ্বেধা মার্গতৃণাদিকম্।
উপেক্ষ্যং ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্যমেবং চতুর্ব্বিধম্॥ ৫১

অন্বয় অন্যৎ উপেক্ষ্যম্ দ্বেষ্যম্ ইতি দ্বেধা ; মার্গতৃণাদিকম্ উপেক্ষ্যম্ ; ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্যম্ এবম্ চতুর্ব্বিধম্।

অনুবাদ—অন্য বস্তু উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্যভেদে দুই প্রকার ; পথের তৃণাদি উপেক্ষ্য আর ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্য। এই প্রকারে নিরতিশয় প্রিয়, প্রিয়, উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য এই চারি প্রকারের বস্তু।

টীকা—"অন্যৎ"—অন্য বলিয়া ৫০ শ্লোকে যে যে বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা "উপেক্ষ্যম্"—উপেক্ষার বিষয় এবং "দ্বেষ্যম্"—দ্বেষের বিষয়, "ইতি দ্বেধা"—এইরূপে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। সেই দুই প্রকারের উদাহরণ দিয়া উল্লেখ করিতেছেন: "পথের তৃণাদি" ইত্যাদি। পথে বিদ্যমান তৃণ ঢেলা প্রভৃতি উপেক্ষ্য, আর আপনার উপদ্রবের হেতু যে ব্যাঘ্রাদি তাহা দ্বেষ্য, ইহাই ভাবার্থ। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—"এই প্রকারে নিরতিশয় প্রিয়" ইত্যাদি। ৫১

উক্ত চতুর্ব্বিধতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) উক্ত চতুর্ব্বিধতা প্রদর্শন ; প্রীতি অনুসারে উক্ত চতুর্ব্বিধ বিভাগে বস্তু নিয়ম নাই।

আত্মা শেষ উপেক্ষ্যং চ দ্বেষ্যং চেতি চতুর্ষ্বপি।
ন ব্যক্তিনিয়মঃ কিন্তু তত্তৎ কার্য্যাত্তথাতথা॥ ৫২

অন্বয় আত্মা শেষঃ চ উপেক্ষ্য চ দ্বেষ্যম্ ইতি, চতুর্ষু অপি ব্যক্তিনিয়মঃ ন, কিন্তু তত্তৎ কার্য্যাৎ তথা তথা।

অনুবাদ—আত্মা প্রিয়তম, আত্মার শেষ বা উপকারক প্রিয়, অবশিষ্ট উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য—এই চারি প্রকার বস্তু ; বস্তুর এই চারি প্রকারেও ব্যক্তিনিয়ম নাই

অর্থাৎ প্রিয়তমত্ব প্রভৃতির স্বরূপের নিয়ম নাই; কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ কার্য্য দ্বারা সেই সেই প্রিয়তমাদিরূপে ব্যবহৃত হয়।

টীকা—ভাল, আত্মা প্রভৃতি উক্ত চারিটি বস্তুর মধ্যে প্রিয়তমত্বাদি কি নিয়মিত অথবা অনিয়মিত? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"এই চারি প্রকারেও ব্যক্তিনিয়ম নাই" ইত্যাদি। 'আত্মা প্রভৃতি চারিটি বস্তু বিষয়ে এইটিই প্রিয়তম, এইটিই প্রিয়, এইটিই উপেক্ষ্য এবং এইটিই দ্বেষ্য, অন্য কোনটিই সেই সেই রূপ নহে'—এইরূপ নিয়ম নাই, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে কিরূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যদ্বারা" ইত্যাদি। সেই সেই উপকারাদিরূপ কার্য্যের তারতম্যানুসারে সেই সেই প্রিয়াদিরূপতা হয়। ইহাই অর্থ। ৫২

সেই নিয়মাভাব সকল স্থলেই বুঝা যাইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য, দ্বেষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রেও সেই নিয়মাভাব দেখাইতেছেন :—

(গ) দ্বেষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রেও নিয়মাভাব।

স্যাদ্ব্যাঘ্রঃ সম্মুখো দ্বেষ্যো হ্যুপেক্ষ্যস্তু পরাঙ্মুখঃ।
লালনাদনুকূলশ্চেদ্বিনোদায়েতি শেষতাম্॥ ৫৩

অন্বয়—ব্যাঘ্রঃ সম্মুখঃ দ্বেষ্যঃ স্যাৎ, পরাঙ্মুখঃ চেৎ উপেক্ষ্যঃ লালনাৎ অনুকূলঃ বিনোদায় হি, ইতি শেষতাম্।

অনুবাদ—ব্যাঘ্র যদি সম্মুখীন হয় তবে দ্বেষ্য হয়; যদি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, তবে উপেক্ষ্য হয়; যদি লালনদ্বারা অনুকূল হয়, তবে চিত্ত-বিনোদনের জন্য সে শেষতাই প্রাপ্ত হয়—উপকারক বা আত্মসুখ সাধনই হয়।

টীকা—"ব্যাঘ্রঃ সম্মুখঃ দ্বেষ্যঃ"—ব্যাঘ্র যখন আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য আগমন করে তখন দ্বেষের বিষয় হয়, সেই ব্যাঘ্রই "চেৎ পরাঙ্মুখঃ"—যদি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় তখন "উপেক্ষ্যঃ ভবতি"—উপেক্ষার বিষয় হয়; আবার সেই ব্যাঘ্রই "যদি লালনাৎ স্বানুকূলঃ"—যদি লালনদ্বারা আপনার অনুকূল বা সুখসাধন হয়, "তদা বিনোদায়"—তখন চিত্তবিনোদনের কারণ অর্থাৎ আত্মসুখ সাধন হয়; "ইতি" এই প্রকারে "শেষতাম্"—নিজের উপকারক বলিয়া প্রিয়তা প্রাপ্ত হয়, ইহাই ভাবার্থ। ৫৩

ভাল, একই বস্তুর প্রিয়তা প্রভৃতি তিন ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলে ব্যবহারের ত' ব্যবস্থা হইবে না; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) প্রিয়াদি ব্যবহারের ব্যবস্থা ও লক্ষণ।

ব্যক্তীনাং নিয়মো মা ভূল্লক্ষণাত্তু ব্যবস্থিতিঃ।
আনুকূল্যং প্রাতিকূল্যং দ্বয়াভাবশ্চ লক্ষণম্॥ ৫৪

অন্বয়—ব্যক্তীনাম্ নিয়মঃ মা ভূৎ, লক্ষণাৎ তু ব্যবস্থিতিঃ; আনুকূল্যম্ প্রাতিকূল্যম্ দ্বয়াভাবঃ চ লক্ষণম্।

অনুবাদ—ব্যক্তিগত নিয়ম না থাকিলেও (অনুকূলতাদিরূপ) লক্ষণদ্বারা সেই সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়; অনুকূলতা, প্রতিকূলতা ও তদুভয়ের অভাব, ইহাই প্রিয়ত্বাদির লক্ষণ।

টীকা—ব্যক্তির অর্থাৎ প্রিয়তা প্রভৃতির যে স্বরূপ তাহার নিয়মাভাব হইলেও, লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা হইবে, ইহাই অর্থ। প্রিয়তা প্রভৃতির লক্ষণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, সেই প্রিয়, দ্বেষ্য ও উপেক্ষ্যের লক্ষণ বলিতেছেন:—অনুকূলতা, প্রতিকূলতা বা দুঃখসাধনতা দ্বেষ্যের লক্ষণ; আর অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা এই উভয়েরই অভাব উপেক্ষ্যের লক্ষণ। ৫৪

৫১ হইতে ৫৪ পর্য্যন্ত এই কয়েকটি শ্লোক রচনা দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ মুমুক্ষুগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, সেইজন্য সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন:—

(ঙ) প্রতিপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন। সেই অর্থে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণলব্ধ সমর্থনা।

আত্মা প্রেয়ান্ প্রিয়ঃশেষো দ্বেষ্যোপেক্ষ্যে তদন্যয়োঃ
ইতি ব্যবস্থিতো লোকো যাজ্ঞবল্ক্যমতং চ তৎ॥৫৫

অন্বয়—আত্মা প্রেয়ান্, শেষঃ প্রিয়ঃ, তদন্যয়োঃ দ্বেষ্যোপেক্ষ্যে, ইতি লোকঃ ব্যবস্থিতঃ তৎ চ যাজ্ঞবল্ক্যমতম্।

অনুবাদ—আত্মা হইতেছেন প্রিয়তম; আত্মার শেষ বা উপকারক প্রিয়; আর তদ্ভিন্ন অপর সকল বস্তু দ্বেষ্য ও উপেক্ষ্য; এই প্রকারে লোক ব্যবহারে ব্যবস্থা আছে। আর ইহা যাজ্ঞবল্ক্যেরও মত।

টীকা—"আত্মা"—প্রত্যক্ (আন্তর) আনন্দ, "প্রেয়ান্"—অতিমাত্র প্রিয়; "শেষঃ"—আত্মার সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত বস্তু প্রিয়; "তদন্যয়োঃ"—সেই আত্মা এবং আত্মার শেষ বা উপকারক এই উভয় হইতে ভিন্ন—ব্যাঘ্র ও পথস্থিত তৃণাদিরূপ, প্রতিকূলতার এবং অনুকূলতা-প্রতিকূলতা এতদুভয়ের রাহিত্যানুসারে যথাক্রমে দ্বেষ্য ও উপেক্ষ্য হয়; "ইতি লোকঃ ব্যবস্থিতঃ" এই চারিপ্রকারে লৌকিক ব্যবহার ব্যবস্থা বা ভেদ প্রাপ্ত হয়। উক্ত চারি প্রকারের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই, ইহাই অভিপ্রায়। এই অর্থ শ্রুতিরও অভিমত, ইহাই বলিতেছেন—"আর ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের মত।" আত্মা প্রভৃতির যে প্রিয়তমত্বাদি তাহা যাজ্ঞবল্ক্যেরও সম্মত। ৫৫

বৃহদারণ্যকোপনিষদের কেবল মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ নামক প্রকরণেই আত্মার প্রিয়তমতা-বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ নহে, "পুরুষবিধ" ব্রাহ্মণেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে—ইহা দেখাইবার জন্য সেই পুরুষবিধ ব্রাহ্মণের বাক্যের অর্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন:—

(চ) আত্মার প্রিয়তমতা বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত 'পুরুষবিধ' ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ।

অন্যত্রাপি শ্রুতিঃ প্রাহ পুত্রাদ্বিত্তাত্তথান্যতঃ।
সর্ব্বস্মাদান্তরং তত্ত্বং তদেতৎ প্রেয় ঈক্ষ্যতাম্॥৫৬

অন্বয়—"পুত্রাৎ বিত্তাৎ তথা অন্যতঃ সর্ব্বস্মাৎ আন্তরম্ তত্ত্বম্, তৎ এতৎ প্রেয়ঃ ঈক্ষ্যতাম্"—অন্যত্র অপি শ্রুতিঃ প্রাহ।

অনুবাদ - "পুত্র বিত্ত এবং অন্যান্য সমুদয় বস্তু হইতে আভ্যন্তর তত্ত্ব যে আত্মা, তাহাকেই এই প্রিয়তম বলিয়া দেখ অর্থাৎ জান"—শ্রুতি স্থানান্তরেও এইরূপ বলিয়াছেন।

টীকা - [তৎ এতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরম্ যদয়ম্ আত্মা—বৃহদা, উ, ১।৪।৮]—(অন্য বস্তু ত্যাগ করিয়া আত্মারই উপাসনা করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন) সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম অর্থাৎ সন্নিহিত যে এই আত্মতত্ত্ব ইহা পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, এমন কি অন্য সমস্ত হইতেই অধিক প্রিয়—এই বাক্যদ্বারা, পুত্র এবং গৃহ, ক্ষেত্র, পশু প্রভৃতিরূপ, "সর্ব্বস্মাৎ আন্তরম্ তত্ত্বম"—সমস্ত পদার্থ হইতে আন্তর আত্মতত্ত্বের প্রিয়তমতা কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৫৬

ভাল, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আলোচ্য বিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ছ) শ্রুতি বিচার দ্বারা আলোচ্য সাক্ষার মুখ্যাত্মতাসিদ্ধি; সেই বিচারের স্বরূপ।

শ্রৌত্যা বিচারদৃষ্ট্যায়ং সাক্ষ্যেবাত্মা ন চেতরঃ।
কোশান্ পঞ্চ বিবিচ্যান্তর্ব্বস্তুদৃষ্টির্ব্বিচারণা ॥ ৫৭

অন্বয় - শ্রৌত্যা বিচারদৃষ্ট্যা অয়ম্ সাক্ষী এব আত্মা; ইতরঃ চ ন। পঞ্চ কোশান্ বিবিচ্য অন্তর্ব্বস্তুদৃষ্টিঃ বিচারণা।

অনুবাদ—শ্রুত্যনুসারিণী বিচারদৃষ্টিদ্বারা এই সাক্ষী চৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া পাওয়া যায়, অন্য কিছুকেই নহে, পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ করিয়া যে অন্তর্ব্বস্তু-দর্শন, তাহাই বিচার।

টীকা—"বিচারদৃষ্ট্যা"—শ্রুত্যর্থের পর্য্যালোচনারূপ বিচার দ্বারা, সাক্ষীরই মুখ্যাত্মতা সিদ্ধ হয়, অন্যের অর্থাৎ পুত্রাদির নহে, ইহাই অর্থ। এস্থলে "বিচারদৃষ্ট্যা" এইরূপ যে বলা হইল, সেই বিচারের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—"পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ করিয়া" ইত্যাদি। অন্নময় প্রভৃতি "পঞ্চ কোশান্"—পঞ্চ কোশকে তৈত্তিরীয়োপনিষদে (ভৃগুবল্লী ২য় হইতে ৬ষ্ঠ অনুবাকে) বর্ণিত প্রকারে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া সেই সেই কোশ সমূহের অভ্যন্তরে স্থিত আত্মার যে অনুভব, তাহাই বিচারণা শব্দের অর্থ। ৫৭

অভ্যন্তরে অবস্থিত বস্তুকে কি প্রকারে দর্শন করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন :—

(জ) আভ্যন্তর বস্তুর দর্শন প্রকার।

জাগরস্বপ্নসুপ্তীনামাগমাপায়ভাসনম্।
যতো ভবত্যসাবাত্মা স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ ॥ ৫৮

অন্বয়—জাগরস্বপ্নসুপ্তীনাম্ আগমাপায়ভাসনম্ যতঃ ভবতি অসৌ স্বপ্রকাশ-চিদাত্মকঃ আত্মা।

অনুবাদ—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনিই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা।

টীকা—জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থাসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর অবস্থার উৎপত্তি ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার নিবৃত্তি যে নিত্যচৈতন্য সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশিত হয়, "অসৌ স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ আত্মা"—তাহাই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, ইহাই অর্থ। ৫৮

৫৬ শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন:—

(খ) আত্মার উপকারক প্রাণ হইতে ধন পর্য্যন্ত বস্তুসমূহের আপেক্ষিক আন্তরতা এবং তদনুসারে প্রীতির তারতম্য।

শেষাঃ প্রাণাদিবিত্তান্তা আসন্নাস্তারতম্যতঃ।
প্রীতিস্তথা তারতম্যাত্তেষু সর্ব্বেষু বীক্ষ্যতে॥ ৫৯

অন্বয়—শেষাঃ প্রাণাদিবিত্তান্তাঃ তারতম্যতঃ আসন্নাঃ। তথা তেষু সর্ব্বেষু তারতম্যাৎ প্রীতিঃ বীক্ষ্যতে।

অনুবাদ—আত্মার শেষ বা উপকারক ভোগ্য সামগ্রীরূপ, প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিত্ত পর্য্যন্ত পদার্থ ন্যূনাধিকরূপে আত্মার সমীপবর্ত্তী; সেই সামীপ্যের তারতম্যানুসারে সেই সকল পদার্থে লোকের প্রীতি ন্যূনাধিক দৃষ্ট হয়।

টীকা—সাক্ষী হইতে ভিন্ন "প্রাণাদিবিত্তান্তাঃ"—প্রাণ প্রভৃতি হইতে ধন পর্য্যন্ত যে সকল পদার্থ পরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত হইবে তাহারা, "তারতম্যেন"—ন্যূনাধিকরূপে আত্মার "আসন্নাঃ"—সমীপবর্ত্তী। সেই ন্যূনাধিকরূপে সমীপবর্ত্তিতাবিষয়ে (অনুভবরূপ) কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—"সেই সেই সামীপ্যের" ইত্যাদি। যে পরিমাণে আন্তরতার অর্থাৎ আত্মসমীপতার তারতম্য, সেই পরিমাণেই "তেষু সর্ব্বেষু"—সেই প্রাণাদিতে, "তারতম্যাৎ প্রীতিঃ বীক্ষ্যতে"—তারতম্যানুসারে সকল লোকের প্রীতি দেখা যায়, ইহাই অর্থ। ৫৯

প্রীতির তারতম্যানুসারে অনুভব স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন:—

(গ) প্রীতির তারতম্যতার স্পষ্টীকরণ।

বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ পুত্রাৎ পিণ্ডঃ পিণ্ডাত্তথেন্দ্রিয়ম্।
ইন্দ্রিয়াচ্চ প্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাদাত্মা প্রিয়ঃ পরঃ॥ ৬০

অন্বয়—বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ, পুত্রাৎ পিণ্ডঃ, তথা পিণ্ডাৎ ইন্দ্রিয়ম্, ইন্দ্রিয়াৎ চ প্রাণঃ প্রিয়ঃ, প্রাণাৎ আত্মা পরঃ প্রিয়ঃ।

অনুবাদ—বিত্ত অপেক্ষা পুত্র প্রিয়; পুত্র অপেক্ষা স্বকীয় দেহ প্রিয়; দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রিয়; ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণ অর্থাৎ তদুপলক্ষিত মন প্রিয়; প্রাণোপলক্ষিত মন অপেক্ষা আত্মা পরম প্রিয়।

টীকা—এস্থলে প্রাণশব্দ দ্বারা প্রাণোপলক্ষিত মনকে বুঝিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ মনই স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্বের গ্রাহক এবং ইন্দ্রিয় সমূহের প্রেরক বলিয়া তাহাদের স্বামী;

দ্বিতীয়তঃ নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যখন পীড়াবশতঃ মনের বিক্ষেপের কারণ হয় তখন লোকে মনোযুক্ত থাকিয়া বলে এই ইন্দ্রিয়টি তিরোহিত হইলেই আমি বাঁচি (সুখে থাকি), এইহেতু প্রাণশব্দ দ্বারা মনকে বুঝিতে হইবে। কিন্তু মনের সঞ্চার বা দেহ হইতে বহির্গমন প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া হয় না; এইহেতু প্রাণেরই উল্লেখ হইয়াছে। যাহা হউক শ্লোকটির অভিপ্রায় এই—সকল লোকেই পুত্রভার্য্যাদির বিপন্নিবারণের জন্য ধন ব্যয় করিয়া থাকে এবং নিজদেহ রক্ষা করিবার জন্য কখন কখন পুত্রাদিকেও দান বা বিক্রয় করিয়া থাকে; ইন্দ্রিয়ের বিলোপ পরিহার করিবার জন্য তাড়ন বা অস্ত্রোপচারাদিরূপ দেহপীড়া স্বীকার করিয়া থাকে; আবার মরণ সম্ভাবনা ঘটিলে, তাহার পরিহারের জন্য ইন্দ্রিয় বিকলতা বা অঙ্গাদির ছেদন (amputation) স্বীকার করে। এইহেতু ধন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পদার্থ সমূহে উত্তরোত্তর প্রিয়তার আধিক্য সকলেরই নিজ নিজ অনুভবসিদ্ধ। আর আত্মা যে নিরতিশয় প্রেমাস্পদরূপে প্রিয়তম তাহা বিদ্বান্‌দিগের অনুভবসিদ্ধ। ৬০

এই প্রকারে আত্মার প্রিয়তমতা শ্রৌত প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, তদ্বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিবাদের নিবৃত্তি করিবার জন্য শ্রুতি সেই বিবাদের বর্ণন করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন:—

(ট) আত্মার প্রিয়তমতা বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিবাদ, শ্রুতিবর্ণিত; বিবাদের সিদ্ধান্ত নির্ণয়।

এবং স্থিতে বিবাদোঽত্র প্রতিবুদ্ধবিমূঢ়য়োঃ।
শ্রুত্যোদাহারি তত্রাত্মা প্রেয়ানিত্যেব নির্ণয়ঃ॥৬১

অন্বয়—এবম্ স্থিতে অত্র প্রতিবুদ্ধবিমূঢ়য়োঃ বিবাদঃ শ্রুত্যা উদাহারি; তত্র আত্মা প্রেয়ান্ ইতি এব নির্ণয়ঃ।

অনুবাদ—এই প্রকারে আত্মার প্রিয়তমতা সিদ্ধ হইলেও এই প্রিয়তমতা লইয়া জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর মধ্যে যে বিবাদ, তাহা শ্রুতিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; সেই বিবাদে আত্মাই যে নিরতিশয় প্রিয় ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।

টীকা—সেই নির্ণয়ের বর্ণন করিতেছেন—সেই বিবাদে কি প্রকার নির্ণয় হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সেই বিবাদে" ইত্যাদি। সেই বিবাদে আত্মা যে প্রিয়তম তাহাই উপপাদিত হওয়ায়, আত্মার প্রিয়তমতা নির্ণয় হইয়াছে। ৬১

সেই বিবাদ প্রদর্শন করিতেছেন:—

(ঠ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে সেই বিবাদের বর্ণন

সাক্ষ্যেব দৃশ্যাদন্যস্মাৎ প্রেয়ানিত্যাহ তত্ত্ববিৎ।
প্রেয়ান্ পুত্রাদিরেবেমং ভোক্তুং সাক্ষীতি মূঢ়ধীঃ॥৬২

অন্বয়—সাক্ষী এব অন্যস্মাৎ দৃশ্যাৎ প্রেয়ান্ ইতি তত্ত্ববিৎ আহ। প্রেয়ান্ পুত্রাদিঃ এব, সাক্ষী ইমম্ ভোক্তুম্ ইতি মূঢ়ধীঃ।

অনুবাদ ও টীকা—তত্ত্বজ্ঞানী বলেন সাক্ষীই অন্য দৃশ্য পদার্থ অপেক্ষা প্রিয়; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তি বলে পুত্রাদিই প্রিয়তম; পুত্রাদিজনিত সুখভোগের নিমিত্তই সাক্ষিচৈতন্য প্রিয়। ৬২

আত্মভিন্ন বস্তুর প্রিয়তা লইয়া প্রশ্নকারীর বিভাগ করিয়া উত্তর দিবার জন্য সেইরূপ প্রশ্নকারীর (বাদীর) বিভাগ বর্ণন করিতেছেন :—

ঙ) আত্মভিন্ন বস্তুর প্রিয়তা বিষয়ে প্রশ্ন শিষ্যকর্তৃক হইলে জ্ঞানীর উত্তর বরস্বরূপ, প্রতিবাদিকর্তৃক হইলে, শাপস্বরূপ।

আত্মনোঽন্যং প্রিয়ং ব্রূতে শিষ্যশ্চ প্রতিবাদ্যপি।
তস্যোত্তরং বচো বোধশাপৌ কুর্য্যাত্তয়োঃ ক্রমাৎ॥৬৩

অন্বয়—শিষ্যঃ চ প্রতিবাদী অপি আত্মনঃ অন্যম্ প্রিয়ম্ ব্রূতে; তয়োঃ তস্য উত্তরম্ বচঃ ক্রমাৎ বোধশাপৌ কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ—যাহারা আত্মব্যতীত বস্তুকে প্রিয় বলে, তাহারা হয় শিষ্য, না হয় প্রতিবাদী; উক্ত প্রশ্নের জ্ঞানীর উত্তররূপ বচন, তদুভয়ের মধ্যে শিষ্যের পক্ষে জ্ঞানোৎপাদক, এবং অন্যের পক্ষে অভিসম্পাতরূপ।

টীকা—জ্ঞানীর উত্তর কথন তদুভয়ের নিকট কি প্রকার প্রতিভাত হয়, তাহাই বলিতেছেন—"উক্ত প্রশ্নের জ্ঞানীর উত্তর বচন"—ইত্যাদি; "তয়োঃ"—শিষ্য ও প্রতিবাদী এতদুভয় সম্বন্ধে; "তস্য"—প্রশ্ন বচনের; "উত্তরম্ বচঃ"—জ্ঞানিকর্তৃক প্রত্যুত্তরবাক্য "ক্রমেণ"—যথাক্রমে; "বোধশাপৌ"—বোধরূপ ফল উৎপাদন করে কিম্বা অভিসম্পাতরূপ হয়। ৬৩

জ্ঞানীর প্রতিবচন প্রদানরূপ বাক্যটি [সঃ যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ম্ ব্রুবাণঃ ব্রূয়াৎ প্রিয়ম্ রোৎস্যতি ইতি, ঈশ্বরঃ হ তথা এব স্যাৎ—বৃহদা উ, ১।৪।৮]—আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক ঈশ্বর অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিবিশেষ লাভ করিয়া থাকেন; তিনি, যে ব্যক্তি আত্মভিন্ন বস্তুকে অধিকতর প্রিয় বলে, তাহাকে যদি বলেন, 'তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু "রোৎস্যতি"—নিরোধম্ প্রাপ স্যতি বিনশ্যতি'—তাহা হইলে ঠিক সেইরূপই হইবে—ইহা ৬৩ শ্লোকোক্ত প্রতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্য—ইহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(চ) জ্ঞানীর উত্তরের আকার, শিষ্যের পুত্রাদিবিষয়ে নিজ কথিত প্রিয়তায় দোষদৃষ্টি।

প্রিয়ং ত্বাং রোৎস্যতীত্যেবমুত্তরং ব্যক্তি তত্ত্ববিৎ।
স্বোক্তপ্রিয়স্য দুষ্টত্বং শিষ্যো বেত্তি বিবেকতঃ॥ ৬৪

অন্বয়—তত্ত্ববিৎ "প্রিয়ম্ ত্বাম্ রোৎস্যতি" ইতি এবং উত্তরম্ ব্যক্তি; শিষ্যঃ স্বোক্তপ্রিয়স্য বিবেকতঃ দুষ্টত্বম্ বেত্তি।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানী এইরূপ উত্তর দেন 'তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু তোমাকে

কাঁদাইবে * ইহার দ্বারা শিষ্য আপনার অভিমত প্রিয় বস্তুর বিচারদ্বারা তাহাকে দোষযুক্ত বলিয়া বুঝিয়া যান।

টীকা—"তত্ত্ববিৎ" তত্ত্বজ্ঞানী, শিষ্য ও প্রতিবাদী এই উভয়ের প্রতি, হে শিষ্য, হে প্রতিবাদিন্ "প্রিয়ম্"—তোমার অভিপ্রেত পুত্রাদিরূপ প্রিয়বস্তু, আপনার বিনাশদ্বারা, "ত্বাম্" —তোমাকে অর্থাৎ শিষ্যকে অথবা প্রতিবাদিকে; "রোৎস্যতি"—'রোদয়িষ্যতি' রোদন করাইবে (?) "ইতি এবম্"—এই অর্থের বচনদ্বারা "উত্তরম্ ব্যক্তি"—প্রতিবচন দিয়া থাকেন, বলেন। এই একটিমাত্র বাক্য কি প্রকারে শিষ্য ও প্রতিবাদী এই উভয়েরই উত্তররূপ হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, শিষ্যের প্রতি সেই বাক্য যে প্রকারে উত্তররূপ হইল, তাহাই সার্দ্ধ চারিটী শ্লোকে অর্থাৎ ৬৪ শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে ৬৮ শ্লোক পর্য্যন্ত বাক্যে প্রদর্শন করিতেছেন— "ইহার দ্বারা শিষ্য আপনার অভিমত" ইত্যাদি। "শিষ্যঃ স্বোক্তপ্রিয়স্য"—শিষ্য নিজে যে পুত্রাদিকে প্রীতির বিষয় মনে করিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহাই "বিবেকতঃ"—অগ্রে (৬৫ শ্লোকে) বর্ণিত দোষের বিচারদ্বারা—"দুষ্টত্বম্ বেত্তি"—তাহাদিগকে দোষযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন। ৬৪

সেই দোষবিচারের প্রকার তিনটী শ্লোকদ্বারা দেখাইতেছেন :—

(গ) পুত্রাদিতে দোষ-দৃষ্টির বর্ণন।

অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্।
লব্ধোঽপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে॥ ৬৫

অন্বয়—তনয়ঃ অলভ্যমানঃ পিতরৌ চিরম্ ক্লেশয়েৎ; লব্ধঃ অপি গর্ভপাতেন চ প্রসবেন বাধতে।

অনুবাদ ও টীকা—তনয় অপ্রাপ্ত থাকিলে অর্থাৎ না জন্মিলে, পিতামাতাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থাৎ যতদিন না জন্মে ততদিন ধরিয়া মনঃক্লেশ প্রদান করিয়া থাকে; আবার গর্ভে আসিলে গর্ভপাত ও প্রসব' যন্ত্রণাদ্বারা মাতার পীড়াদায়ক হয়। ৬৫

জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ কুমারস্য চ মূর্খতা।
উপনীতেঽপ্যবিদ্যত্বমনুদ্বাহশ্চ পণ্ডিতে॥ ৬৬

---

* "প্রিয়ম্ ত্বাম্ রোৎস্যতি"—মূলের এই শব্দত্রয়ের ব্যাখ্যায় টীকাকার রামকৃষ্ণ ইহার অর্থ করিলেন 'তোমার অভিপ্রেত পুত্রাদিরূপ প্রিয় নিজবিনাশদ্বারা তোমাকে কাঁদাইবে'- কিন্তু ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—"প্রিয়ম্ তব অভিমতম্ পুত্রাদিলক্ষণম্ রোৎস্যতি আবরণম্ প্রাণসংরোধম্ প্রাপ্স্যতি বিনঙ্ক্ষ্যতি ইতি—'তোমার (অভিমত) প্রিয় পুত্রাদি নিরোধ প্রাপ্ত হইলে বিনষ্ট হইবে।' ভাষ্যকার—"রোৎস্যতি" পদটি রুধ্ ধাতুনিষ্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; টীকাকার রামকৃষ্ণ লিখিতেছেন "রোৎস্যতি রোদয়িষ্যতি"—রুদ্ ধাতুর (ছান্দস) প্রয়োগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার অর্থ 'তোমাকে নিরুদ্ধ রাখিবে, মোক্ষ পাইতে দিবে না'—এইরূপ অর্থই যুক্তিসঙ্গত হয়।

অন্বয়—জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ, চ কুমারস্য মূর্খতা, উপনীতে অপি অবিদ্যত্বম্, চ পণ্ডিতে অনুদ্বাহঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অবিঘ্নে জাত বালকের বাল্যকালে গ্রহ ও রোগ (শনৈশ্চরাদি গ্রহবৈগুণ্য অথবা পেঁচোয় পাওয়া) এবং শৈত্যাদি জনিত রোগ (ঘুংড়ি ইত্যাদি)—চিন্তার কারণ হয়; আবার পাঁচ বৎসরের পর পৌগণ্ডাবস্থাপ্রাপ্ত বালকের (অধ্যয়নাভাবজনিত) মূর্খতা পিতামাতার দুশ্চিন্তার কারণ হয়; আবার উপনয়ন সংস্কারের পর বালকের বিদ্যাহীনতা, আবার বালক বিদ্বান্ হইলে পর তাহার বিবাহ হইল না বলিয়া পিতামাতার দুশ্চিন্তার বিষয় হয়। ৬৬

পুনশ্চ পরদারাদি দারিদ্র্যং চ কুটুম্বিনঃ।
পিত্রোর্দুঃখস্য নাস্ত্যন্তো ধনী চেন্ম্রিয়তে তদা॥ ৬৭

অন্বয়—পুনঃ চ পরদারাদি চ কুটুম্বিনঃ দারিদ্র্যম্ ধনী চেৎ তদা ম্রিয়তে; পিত্রোঃ দুঃখস্য ন অন্তঃ অস্তি।

অনুবাদ ও টীকা—আবার বিবাহ হইলে পরও পুত্রের পরদারাদ্যাসক্তি লইয়া কিম্বা বহুকুটুম্ব হইলে পুত্রের দরিদ্রতা লইয়া অথবা পুত্র ধনী হইয়া মরিলে তাহার মৃত্যু, পিতামাতার দুঃখের কারণ হয়। এই হেতু তাহাদের পুত্রজনিত দুঃখের অন্ত নাই। ৬৭

এই প্রকারে ৬৪ শ্লোক হইতে বর্ণিত পুত্রজনিত দোষসমূহের বর্ণন স্ত্রী, ধন প্রভৃতি সকল বিষয়ক দোষের উপলক্ষণ মাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। (ধন ও স্ত্রী বিষয়ক দোষের বর্ণন পূর্ব্বে ৭।১৩৯,১৪০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়া গিয়াছে):—

এবং বিবিচ্য পুত্রাদৌ প্রীতিং ত্যক্ত্বা নিজাত্মনি।
নিশ্চিত্য পরমাং প্রীতিং বীক্ষতে তমহর্নিশম্॥ ৬৮

অন্বয়—এবম্ পুত্রাদৌ বিবিচ্য প্রীতিম্ ত্যক্ত্বা নিজাত্মনি পরাম্ প্রীতিম্ নিশ্চিত্য তম্ অহর্নিশম্ বীক্ষতে।

অনুবাদ—এইরূপ বিচার দ্বারা পুত্র প্রভৃতিতে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আত্মায় পরম প্রীতি স্থির করিয়া, তাঁহাকেই নিরন্তর দর্শন করিতে হয়।

টীকা—"এবম্"—এই অর্থাৎ ৬৪ শ্লোক হইতে বর্ণিত প্রকারে "পুত্রাদৌ"—পুত্র প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে, "বিবিচ্য"—বিদ্যমান দোষসমূহকে বিভাগ করিয়া জানিয়া তাহাতে "প্রীতিম্ পরিত্যজ্য"—প্রীতির পরিহার করিয়া. "নিজাত্মনি" প্রত্যগাত্মরূপ সাক্ষীতে "পরমাম্ প্রীতিম্

নিশ্চিত্য" —নিরতিশয় প্রীতি নিশ্চয় করিয়া "তম্" —সেই প্রত্যগাত্মাকেই, "অহর্নিশম্" —সর্ব্বদা "বীক্ষতে"—দেখিতে হয়, তাঁহারই অনুসন্ধান করিতে হয়। ৬৮

"তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু তোমাকে কাঁদাইবে"—এই বাক্যটী প্রতিবাদীর প্রতি অভিসম্পাতরূপ হয় কি প্রকারে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ত) প্রতিবাদীর প্রতি জ্ঞানীর (৬৩ শ্লোকোক্ত বচন অভিসম্পাত স্বরূপ

আগ্রহাদ্ব্রহ্মবিদ্দ্বেষাদপি পক্ষমমুঞ্চতঃ।
বাদিনো নরকঃ প্রোক্তো দোষশ্চ বহুযোনিষু॥৬৯

অন্বয়—আগ্রহাৎ ব্রহ্মবিদ্ দ্বেষাৎ অপি পক্ষম্ অমুঞ্চতঃ বাদিনঃ নরকঃ চ বহুযোনিষু দোষঃ প্রোক্তঃ।

অনুবাদ—প্রতিবাদী যদি আগ্রহবশতঃ কিম্বা তত্ত্বজ্ঞের প্রতি দ্বেষবশতঃ নিজের পক্ষ (পুত্রাদির প্রিয়তারূপ পক্ষ) ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার নরকপ্রাপ্তি এবং তির্য্যগাদি বহু জন্মে জন্মে পুত্রাদি ইষ্টবিয়োগরূপ অনিষ্ট প্রাপ্তি হয় ; ইহা তত্ত্বজ্ঞানিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

টীকা—"আগ্রহাৎ"—প্রতিবাদী যদি 'আমি যে বলিয়াছি, পুত্রাদিই প্রিয়তম, সেই পুত্রাদির প্রতি প্রীতি আমি ত্যাগ করিব না'—এইরূপ আগ্রহবশতঃ ; "ব্রহ্মবিদ্ দ্বেষাৎ"—'এই তত্ত্বজ্ঞানী যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি উল্টাইয়া দিব'—এই প্রকার ব্রহ্মবেত্তার প্রতি দ্বেষবশতঃ, "পক্ষম্ অমুঞ্চতঃ"—পুত্রাদির প্রিয়তাকথনরূপ পক্ষের পরিহার না করেন, তাহা হইলে "বাদিনঃ নরকঃ"—প্রতিবাদীর প্রতি নরকপ্রাপ্তি এবং "বহুযোনিষু দোষঃ প্রোক্তঃ"—তির্য্যগাদিরূপ অনেক জন্মে পুত্রভার্য্যাদিরূপ প্রিয়ের বিয়োগ এবং অনিষ্টপ্রাপ্তিরূপ দোষ, যে জ্ঞানী বলেন তোমার অভিমত প্রিয় তোমাকে কাঁদাইবে, সেই জ্ঞানিকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। ৬৯

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারা কথিত একই বাক্য শিষ্যের প্রতি উপদেশরূপ এবং বাদীর প্রতি শাপরূপ, এই প্রকারে তাহার দুইটী বিরুদ্ধরূপ কি প্রকারে ঘটিতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন উত্তরদাতা তত্ত্বজ্ঞানী (যাঁহাকে প্রিয়তমতা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়) ঈশ্বররূপ বলিয়া, তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার উত্তরের উপদেশরূপতা এবং শাপরূপতা ঘটিবে এই অভিপ্রায় লইয়া উক্ত অর্থের প্রতিপাদক [ঈশ্বরঃ হ তথা এব স্যাৎ]—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ঈশ্বর * * * তিনি যদি বলেন তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলে ঠিক সেই-রূপই হইবে ; এই অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

() থজ্ঞানী ঈশ্বররূপ ; সেই ঈশ্বরতাবিষয়ে অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্রুতির তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মরূপত্বাদীশ্বরস্তেন বর্ণিতম্।
যদ্যত্তত্তথৈব স্যাত্তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ॥ ৭০

অন্বয়—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপত্বাৎ ঈশ্বরঃ ; তেন যৎ যৎ বর্ণিতম্ তৎ তৎ তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ তথা এব স্যাৎ।

অনুবাদ—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া ঈশ্বর ; তাঁহার দ্বারা যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা তাহা তাঁহার শিষ্য ও প্রতিবাদীর প্রতি সেইরূপেই হইয়া থাকে।

টীকা—যেহেতু "ব্রহ্মবিদঃ"—তত্ত্বজ্ঞের, নিজের ব্রহ্মত্বানুভববশতঃ ঈশ্বরত্ব হয়, এইহেতু "তেন"—সেই ব্রহ্মবিৎকর্তৃক যে শিষ্যাদির প্রতি "যৎ যৎ"—যে যে ইষ্ট বা অনিষ্ট কথিত হয়, "তৎ তৎ তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ"—সেই ব্রহ্মবিদের যে শিষ্য এবং যে প্রতিবাদী, তাহাদিগের সেই সেই "তথা এব স্যাৎ"—ইষ্ট বা অনিষ্ট অবশ্যই হইবে। অভিপ্রায় এই—[ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।২।৯]—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যান'—এই শ্রুতিবচনানুসারে, এবং ব্রহ্মবিৎ নিজের অনুভবানুসারে ব্রহ্মস্বরূপই হন ; আর ব্রহ্মভিন্ন ঈশ্বর নাই : এইহেতু তত্ত্ববিৎ ঈশ্বরই হন। অথবা ব্রহ্মবিদের ঈশ্বরতা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে—মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের যে প্রকারে সকল আত্মার সহিত অভেদজ্ঞান দ্বারা আপনার সমষ্টিতা ও নিত্যমুক্তত্বাদি সিদ্ধ হয় সেই প্রকার ব্রহ্মবিদেরও সকল আত্মার সহিত আপনার তাদাত্ম্যজ্ঞানদ্বারা সমষ্টিতা ও নিত্যমুক্তত্বাদি সিদ্ধ হয় ; আবার মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যের বা ঈশ্বরের যে প্রকার নিজস্বরূপ-ব্রহ্মের নিরাবরণ ভান হয়, ব্রহ্মবিদেরও সেইরূপ হয়,—এই প্রকারে গুণসাদৃশ্যহেতু ব্রহ্মবিৎ হইতেছেন ঈশ্বর। এই বিষয়ে একটি রূপক প্রচলিত আছে :—এক রাজা ও রাণীর দুইটি পুত্র ; জ্যেষ্ঠপুত্র পিতা ও মাতার সর্ব্বধনের অধিপতি হইয়া রাজ্যপদ লাভ করিয়াছেন ; কনিষ্ঠ পুত্র মূর্খতাবশতঃ রাজভোগে বঞ্চিত হইয়া সেবাবৃত্তির দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইলেন ; এই প্রকারে উভয়ের মহদন্তর ঘটিল। শেষে কনিষ্ঠ পুত্র সুবুদ্ধি নাম্নী পত্নীর প্ররোচনায়, পিতা-মাতার সেবা করিয়া, ন্যায় বিচারানুসারে পিতৃমাতৃধন বিভাগ করিয়া রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেইপ্রকার ব্রহ্মরূপ পিতার এবং মায়ারূপ মাতার ঈশ্বর ও জীব দুই পুত্র (পঞ্চদশী ৬।৫৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।) জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বর সচ্চিদানন্দরূপ পিতৃধনে এবং সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিমত্তা জগৎকর্তৃত্বরূপ মাতৃধনের অধিকারী হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র জীব অবিদ্যাবশতঃ উভয় ধনে বঞ্চিত হইয়া, শুভ কর্ম্মরূপ সেবা এবং অশুভ কর্ম্মরূপ অপরাধ করিয়া যথাক্রমে সুখভোগ এবং দুঃখভোগ করিতে করিতে অনাদি কাল হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে পৃথক্ হইয়া, পরে বিবেকাদি সাধন সম্পন্না সুবুদ্ধি লাভ করিয়া জীব ঈশ্বরকে কহিলেন—হে ঈশ্বর তুমি পিতা ব্রহ্মের গুপ্তধন সচ্চিদানন্দরূপ সাধারণ সুখ ভোগ করিতেছ এবং মায়া মাতার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সর্ব্বশক্তিমত্তাদি ধন হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া দিয়া এক্ষণে "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ, যত্তপস্যসি হে জীব তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"—বলিয়া আমাকে ভিক্ষাবৃত্তির পথ দেখাইতেছ ; তোমার বেদরূপ বচন দ্বারা আমাকে বলিতেছ, 'বিহিত কর্ম্ম কর, নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিও না,' এইরূপে আমাকে তোমার আজ্ঞাকারী করিতেছ ; আমি গুরুরূপ ন্যায়াধীশ বিচারপতি দ্বারা তোমাকে কূটস্থে সমর্পণ করিয়া তোমার পরোক্ষতা ও নিজের পরিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া এক হইয়া তোমার স্থির ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইব।' এই প্রকারেও জ্ঞানীর ঈশ্বরভাব সম্ভব। ৭০

উক্ত শ্লোকে ব্যতিরেকমুখে প্রতিপাদিত অর্থের অন্বয়মুখে প্রতিপাদনপর শ্রুতিবচনের [আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাসীত ন হ অস্য প্রিয়ম্ প্রমায়ুকম্ ভবতি—বৃহদা উ, ১।৪।৮]

(পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রুতির শেষাংশ)—অতএব আত্মাকেই প্রিয় বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে; সেই যে লোক আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু (আত্মা) কখনই "প্রমায়ুক" (মরণশীল) হয় না—ইহারই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(দ) ব্যতিরেক মুখে প্রতিপাদিত উক্ত অর্থের অন্বয়মুখে প্রতিপাদক শ্রুতিবচনের অর্থ।

যস্তু সাক্ষিণমাত্মানম্ সেবতে প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য প্রেয়ানসাবাত্মা ন নশ্যতি কদাচন ॥ ৭১

অন্বয়—যঃ তু সাক্ষিণম্ আত্মানম উত্তমম্ প্রিয়ম্ সেবতে তস্য প্রেয়ান্ অসৌ আত্মা ন কদাচন নশ্যতি।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সাক্ষী আত্মাকে পরম প্রিয় জানিয়া সেবা করে, তাহার সেই পরম প্রিয়রূপ যে আত্মা তিনি কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হন না, (কিন্তু সর্ব্বদাই আনন্দরূপে ভাসমান থাকেন।

টীকা—"তু"—কিন্তু; এই 'তু' শব্দ পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত অর্থ হইতে, এই শ্লোককথিত অর্থের বিলক্ষণতা বুঝাইতেছে; অনাত্মবস্তুর প্রিয়তাবাদী হইতে ভিন্ন "যঃ"—যে ব্যক্তি অর্থাৎ শিষ্য, "আত্মানম্ (এব) উত্তমম্ প্রিয়ম্ সেবতে"—আত্মাকেই নিরতিশয় প্রেমাস্পদ বলিয়া সেবা করেন অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণ করেন, "তস্য"—সেই শিষ্যাদির, "প্রেয়ান্ অসৌ"- প্রিয়তম বলিয়া অভিমত সেই আত্মা, প্রতিবাদীর অভিমত পুত্রাদিরূপ প্রিয় বস্তুর ন্যায়, "ন কদাচন নশ্যতি" - কোনও কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না কিন্তু সর্ব্বদাই আনন্দরূপে অথবা সদানন্দরূপে প্রতিভাত হয়। তাৎপর্য্য এই - প্রতিবাদী যে অনাত্মবস্তুকে প্রিয়তম বলিয়া মানে তাহা পুত্রাদিরূপ আত্মা বলিয়া ব্যভিচারিণী প্রীতির বিষয়; তাহার প্রিয়তমতা ভ্রান্তিবশতঃই সিদ্ধ হইতে পারে; সেইহেতু তাহা কোনও সময়ে প্রতিকূলতাদি নিমিত্তবশতঃ নষ্ট হয়: পক্ষান্তরে শিষ্য যাহাকে প্রিয়তম বলিয়া জানিয়াছে, সেই সাক্ষিরূপ আত্মা অব্যভিচারিণী প্রীতির বিষয়; সেইহেতু তাহার প্রিয়তমতা বাস্তবিক। সেই কারণে তাহা কোনও কালে কোনও নিমিত্তবশতঃ বিনষ্ট হয় না কিন্তু তাহা সদাই প্রতীত হয়। কেননা, গুরূপদেশজনিত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা, সেই আত্মবিষয়ে ভ্রান্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৭১

এই প্রকারে আত্মা পরম প্রেমের আস্পদ, ইহা শ্রুতিপ্রমাণ প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে আত্মার পরমানন্দতারূপ ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ধ) আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ।

পরপ্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দ ইষ্যতাম্।
সুখবৃদ্ধিঃ প্রীতিবৃদ্ধৌ সার্বভৌমাদিষু শ্রুতা ॥ ৭২

অন্বয়—পর প্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দঃ ইষ্যতাম্; সার্ব্বভৌমাদিষু প্রীতিবৃদ্ধৌ সুখবৃদ্ধিঃ শ্রুতা।

অনুবাদ—পরমাত্মা পরম প্রীতির আস্পদ বলিয়া পরমানন্দস্বরূপ, ইহা মানিতেই হইবে। যাহাতে প্রীতিবৃদ্ধি হয় তাহাতেই সুখবৃদ্ধি। সার্ব্বভৌমাদি হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত পদে সর্ব্বত্র প্রীতির বৃদ্ধি দেখিয়া সুখের বৃদ্ধি, ইহা শ্রুতি কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে অনুমান এইরূপ :—আত্মা পরমানন্দরূপ - প্রতিজ্ঞা, নিরতিশয় প্রেমের বিষয় বলিয়া—হেতু ; যাহা পরমানন্দস্বরূপ নহে, তাহা নিরতিশয় প্রেমের বিষয়ও নহে—যেমন ঘটাদি—কেবলব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। পরমপ্রেমের বিষয়তারূপ হেতুর আত্মার পরমানন্দ-রূপতা সাধনে সামর্থ্য বুঝাইবার জন্য প্রীতি বৃদ্ধিতেই সুখবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—"সার্ব্বভৌমাদি হইতে" ইত্যাদি। যেহেতু সার্ব্বভৌমপদ অর্থাৎ সমগ্র পৃথ্বীশ্বরপদ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ-পদ পর্য্যন্ত যে যে ঐশ্বর্য্যযুক্ত বিবিধ স্থানে যেখানে যেখানে প্রীতির আধিক্য সেখানে সেখানে সুখের অভিবৃদ্ধি—একথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে (ব্রহ্মবল্লী ৮ম অনুবাকে) এবং বৃহদারণ্যকোপ-নিষদে (৪।৩।৩৩ কথিত হইয়াছে (অগ্রে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ২১ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত শ্লোকেও বর্ণিত হইবে)। সেই সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে রাজচক্রবর্ত্তিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেব পর্য্যন্ত পদে প্রীতির তারতম্যানুসারে সুখের তারতম্য হয়। এইহেতু যথায় প্রীতির নিরতিশয়তা তথায় আনন্দেরও নিরতিশয়তা বুঝা যাইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৭২

২। সর্ব্ববৃত্তিতে যেমন আত্মার চৈতন্যের প্রতীতি হয়, সেইরূপ পরমানন্দতার প্রতীতি হয় না। ভাল, আত্মার পরমানন্দরূপতা ত' সিদ্ধ নহে, কেননা তাহা হইলে অর্থাৎ আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ হইলে, চৈতন্যের ন্যায় আত্মার স্বরূপভূত আনন্দের সকল বৃদ্ধিতে অনুবৃত্তি পাওয়া যাইত—এইরূপে পূর্ব্বপক্ষী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :

(ক) চৈতন্যের ন্যায় সুখ যে আত্মার স্বভাবগত তদ্বিষয়ে শঙ্কা।

চৈতন্যবৎসুখং চাস্য স্বভাবশ্চেচ্চিদাত্মনঃ।
ধীবৃত্তিষ্বনুবর্ত্তেত সর্ব্বাস্বপি চিতির্যথা ॥ ৭৩

অন্বয়—চৈতন্যবৎ সুখম্ চ অস্য চিদাত্মনঃ স্বভাবঃ চেৎ সর্ব্বাসু অপি ধীবৃত্তিষু যথা চিতিঃ অনুবর্ত্তেত।

অনুবাদ ও টীকা—(যদি বল,) চৈতন্যের বা জ্ঞানের ন্যায় সুখ বা আনন্দ যদি চিদাত্মার স্বভাবগত হইত, তাহা হইলে ত' তাহাকে সকল বুদ্ধিবৃত্তিতে চৈতন্যের ন্যায় অনুবর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যাইত—(তদুত্তরে বলি)।

চৈতন্য ও আনন্দ উভয়ই আত্মার স্বরূপগত হইলেও সকল বৃত্তিতে কেবল চৈতন্যেরই অনুবৃত্তি হয়, আনন্দের হয় না—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী দৃষ্টান্তাবলম্বন দ্বারাই উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(খ) চৈতন্যের ন্যায় সকল বৃত্তিতে, আনন্দের অনুবৃত্তি নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত শঙ্কার সমাধান।

মৈবমুষ্ণপ্রকাশাত্মা দীপস্তস্য প্রভা গৃহে।
ব্যাপ্নোতি নোষ্ণতা তদ্বচ্চিতেরেবানুবর্ত্তনম্ ॥৭৪

অন্বয়—মা এবম্; উষ্ণপ্রকাশাত্মা দীপঃ তস্য প্রভা গৃহে ব্যাপ্নোতি, উষ্ণতা ন, তদ্বৎ চিতেঃ এব অনুবর্ত্তনম্।

অনুবাদ—এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না; দেখ, দীপ উষ্ণ ও প্রকাশস্বরূপ হইলেও তাহার প্রভা অর্থাৎ প্রকাশই কেবল গৃহে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার উষ্ণতা সেইরূপ ছড়াইয়া পড়ে না। সেই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিতে, চৈতন্যেরই অনুবৃত্তি পাওয়া যায়, (আনন্দের অনুবৃত্তি পাওয়া যায় না।)

টীকা—যেমন উষ্ণ ও প্রকাশ এই উভয় স্বরূপযুক্ত দীপের প্রকাশই গৃহাদিতে ব্যাপ্ত ব অনুস্যূত হয়, উষ্ণতা ব্যাপ্ত হয় না, সেই প্রকার সকল বৃত্তিতে চৈতন্যেরই অনুবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, আনন্দের অনুবৃত্তি ঘটে না, ইহাই অর্থ। ৭৪

ভাল, চৈতন্য ও আনন্দ পরস্পর অভিন্ন হইলেও, চৈতন্যের অভিব্যঞ্জিকা অর্থাৎ আবরণ নিবৃত্তি দ্বারা আবির্ভাব সম্পাদিকা বুদ্ধিবৃত্তিতে আনন্দাভিব্যঞ্জকতা ত' আছেই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, যাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয় তাহাতে আনন্দের আবির্ভাব হইবেই এইরূপ নিয়ম নাই, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(গ) চৈতন্য আনন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও চৈতন্যাভিব্যঞ্জক বৃত্তিতে আনন্দাভিব্যঞ্জকতা নিয়মিত ভাবে থাকে না; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

গন্ধরূপরসস্পর্শেষ্বপি সৎসু যথা পৃথক্।
একাক্ষেণৈক এবার্থো গৃহ্যতে নেতরস্তথা ॥ ৭৫

অন্বয়—যথা গন্ধরূপরসস্পর্শেষু সৎসু অপি একাক্ষেণ পৃথক্ একঃ এব অর্থঃ গৃহ্যতে ইতরঃ ন, তথা।

অনুবাদ—যেমন একই বস্তুতে গন্ধ রূপ রস স্পর্শ এই সমুদয় গুণ থাকিলেও যেমন এক একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক একটি গুণের গ্রহণ হয়, অন্যের নহে, সেইরূপ।

টীকা যেমন একই পুষ্পরূপ বস্তুতে গন্ধ রূপ রস স্পর্শ বিদ্যমান থাকিলেও ঘ্রাণ প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে এক একটিই গৃহীত হয় অন্য কোনটি নহে, সেই প্রকার চৈতন্য ও আনন্দের মধ্যে চৈতন্যেরই ভান হয় আনন্দের নহে; ইহাই অর্থ। ৭৫

গন্ধাদিরূপ দৃষ্টান্ত এবং চৈতন্যানন্দরূপ দার্ষ্টান্তের বৈষম্য লইয়া বাদী সিদ্ধান্ত বিষয়ে শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তের বৈষম্য শঙ্কা, তদ্বিষয়ে বিকল্প।

চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাদ্যাস্তু বিলক্ষণাঃ।
ইতি চেৎ তদভেদোঽপি সাক্ষিণ্যন্যত্র বা বদ ॥৭৬

অন্বয়—চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাদ্যাঃ তু বিলক্ষণাঃ ইতি চেৎ, তদভেদঃ অপি সাক্ষিণি বা অন্যত্র বদ।

অনুবাদ—যদি বল চৈতন্য ও আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে, আর গন্ধ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বল ত' চৈতন্য ও আনন্দের যে অভেদ বলিতেছ তাহা কি সাক্ষীতে অথবা অন্যত্র।

টীকা—"বিলক্ষণাঃ"—পরস্পর ভিন্ন; বাদী উক্ত বৈষম্য পরিহার করিবার জন্য, দার্ষ্টান্তিকে চিৎ এবং আনন্দের যে অভেদ তাহা কি স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বরূপতঃ অথবা উপাধিজনিত—এই প্রকারে সিদ্ধান্তী বিকল্প করিতেছেন—"চৈতন্যের ও আনন্দের যে অভেদ বলিতেছ" ইত্যাদি। "তদভেদঃ"—সেই চৈতন্য ও আনন্দের যে অভেদ অর্থাৎ ঐক্য, তাহা কি "সাক্ষিণি"—আত্মস্বরূপে "বা অন্যত্র"—অথবা অন্য স্থানে অর্থাৎ আত্মার উপাধিরূপ বৃত্তিতে আছে, হে বাদিন্ তুমি তাহাই বল। ৭৬

প্রথম পক্ষে অর্থাৎ যদি সাক্ষীতেই চৈতন্য ও আনন্দের অভেদ মান, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতায় বাধা নাই, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) উক্ত বিকল্পের নিষেধপূর্ব্বক দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তের সমতা প্রতিপাদন।

আদ্যে গন্ধাদয়োঽপ্যেবমভিন্নাঃ পুষ্পবর্ত্তিনঃ।
অক্ষভেদেন তদ্ভেদে বৃত্তিভেদাত্তয়োর্ভিদা॥ ৭৭

অন্বয়—আদ্যে পুষ্পবর্ত্তিনঃ গন্ধাদয়ঃ অপি এবম্ অভিন্নাঃ; অক্ষভেদেন তদ্ভেদে বৃত্তিভেদাৎ তয়োঃ ভিদা।

অনুবাদ—প্রথমপক্ষে অর্থাৎ সাক্ষীতেই অভেদ মানিলে একই পুষ্পে গন্ধ ও রূপের অভেদ স্বীকার করিতে পার, আর যদি ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে গন্ধাদির ভেদ মান, তাহা হইলে বৃত্তিভেদে চৈতন্য ও আনন্দের ভেদ হইবে।

টীকা—"আদ্যে"—চৈতন্য ও আনন্দের ভেদাভাব পক্ষে, "পুষ্পবর্ত্তিনঃ গন্ধাদয়ঃ অপি"—পুষ্পে অবস্থিত গন্ধ প্রভৃতি গুণসমূহও, "এবম্"—চৈতন্য ও আনন্দের ন্যায়, "অভিন্নাঃ"—পরস্পর ভেদরহিত; কেননা তন্মধ্যে অপরকে অর্থাৎ রসাদিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে (এক গন্ধকে) লইয়া যাইতে (পৃথক্ করিতে) পারা যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। অন্যত্র অর্থাৎ সাক্ষীর উপাধিভূত বৃত্তিসমূহে অভেদ এই দ্বিতীয় পক্ষেও দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের তুল্যতা বলিতেছেন—"আর যদি ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে" ইত্যাদি। "অক্ষাণাম্ ভেদেন তদ্ভেদে"—গন্ধাদির গ্রাহক ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ভেদবশতঃ গন্ধাদির ভেদ অঙ্গীকৃত হইলে ঠিক সেইরূপেই "বৃত্তিভেদাৎ"—চৈতন্য ও আনন্দের আবির্ভাব কারণ যথাক্রমে রাজস ও সাত্ত্বিকবৃত্তির ভেদবশতঃ, "তয়োঃ ভিদা (ভবিষ্যতি)"—চৈতন্য ও আনন্দের ভেদ হইবে। ৭৭

ভাল, তাহা হইলে চৈতন্য ও আনন্দের একতা কোথায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(চ) চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীতিস্থল, এবং অন্য বৃত্তিতে ভেদের কারণ।

সত্ত্ববৃত্তৌ চিৎসুখৈক্যং তদ্বৃত্তের্নির্ম্মলত্বতঃ।
রজোবৃত্তেস্তু মালিন্যাৎ সুখাংশোঽত্র তিরস্কৃতঃ॥ ৭৮

অন্বয়—সত্ত্ববৃত্তৌ চিৎসুখৈক্যম্, তদ্বৃত্তেঃ নির্ম্মলত্বতঃ; রজোবৃত্তেঃ তু মালিন্যাৎ অত্র সুখাংশঃ তিরস্কৃতঃ ॥

অনুবাদ—সাত্ত্বিকী বৃত্তিতে চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীত হয়, কেননা, সাত্ত্বিকী বৃত্তি স্বচ্ছ; কিন্তু রাজসী বৃত্তির মলিনতা বশতঃ তাহাতে আনন্দাংশ তিরোহিত থাকে।

টীকা—"সত্ত্ববৃত্তৌ"—শুভকর্ম্ম দ্বারা সমাধিতে সত্ত্বগুণ পরিণামরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে, "চিৎসুখৈক্যম্"—চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীত হয়। তদ্বিষয়ে উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—"কেননা সাত্ত্বিকী বৃত্তি স্বচ্ছ"; তাহা হইলে কি হেতু তদুভয়ের ভেদ প্রতীত হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"রাজসীবৃত্তির" ইত্যাদি।৭৮

আনন্দাংশ বিদ্যমান থাকিয়াও যে তিরোহিত থাকে তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ছ) আনন্দাংশ বিদ্যমান থাকিলেও তাহার যে তিরোভাব হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

তিন্তিণী ফলমত্যম্লং লবণেন যুতং যদা।
তদাম্লস্য তিরস্কারাদীষদম্লং যথা তথা ॥ ৭৯

অন্বয়—যথা অত্যম্লম্ তিন্তিণীফলম্ যদ লবণেন যুতম্ তদা অম্লস্য তিরস্কারাৎ ঈষদম্লম্, তথা।

অনুবাদ—যেমন অতিশয় অম্ল তিন্তিড়ী ফল লবণের সহিত মিলিত হইলে তাহার অম্লতার অভিভব হেতু ঈষদম্ল হইয়া যায়, সেইরূপ রজোবৃত্তির দ্বারা আনন্দাংশ অভিভূত বা তিরোহিত হয়।

টীকা—যেমন তিন্তিড়ী ফলে লবণের সংযোগবশতঃ অত্যম্লতা তিরোহিত হয়, সেইরূপ রাজসীবৃত্তিতে আনন্দের তিরোভাব ঘটে। অভিপ্রায় এই যে, যেমন চিত্ত ব্যাকুল হইলে নেত্রসমীপে বিদ্যমান দৃশ্যবস্তুরও ভান হয় না, সেইরূপ আনন্দাংশ বিদ্যমান থাকিলেও রজোবৃত্তির চঞ্চলতাবশতঃ তাহার ভান হয় না, কিম্বা আত্মা পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া আনন্দাংশের ভান সাধারণভাবে সর্ব্বদাই হয় কিন্তু বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই তাহার বিশেষভাবে ভান হয়। যেমন কোনও চঞ্চল দর্পণ বস্তুর আকার মাত্রেরই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তাহার শোভাংশের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে না সেইরূপ রাজসী তামসীবৃত্তিসমূহ চৈতন্যাংশেরই প্রতিবিম্বের গ্রাহক হয়, আনন্দাংশের প্রতিবিম্বের গ্রাহক হয় না। এই কারণে রাজসী তামসী বৃত্তির দ্বারা আনন্দাংশের বিশেষ ভান হয় না, কিন্তু লবণরূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা তিন্তিড়ী ফলের অম্লতা যেমন তিরোহিত হয়, সেইরূপ আনন্দাংশ বিদ্যমান থাকিয়াও তিরোহিত হইয়া থাকে। ৭৯

৩। যোগ ও বিচারের তুল্যতা

বাদী সিদ্ধান্তীর গূঢ়াভিপ্রায় শঙ্কা করিতেছেন :—

(ক) বাদিকর্ত্তৃক গূঢ়াভিপ্রায় শঙ্কা।

ননু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাত্মনি।
বিবেক্তুং শক্যতামেবং বিনা যোগেন কিং ভবেৎ ॥৮০

অন্বয়—নমু এবম্ আত্মনি পরমানন্দতা প্রিয়তমত্বেন বিবেক্তুম্ শক্যতাম্, যোগেন বিনা কিম্ ভবেৎ ?

অনুবাদ—ভাল, এই প্রকারে আত্মার নিরতিশয় প্রিয়রূপতা রূপ হেতু ধরিয়া বিবেচনা করিলে আত্মার পরমানন্দতা সিদ্ধ করিতে পারা যায় বটে কিন্তু তাহা হইলেও চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ বিনা কি ফললাভ হইতে পারে ? কিছুই না।

টীকা -ভাল, কথিত প্রকারে "আত্মনি পরমানন্দতা"—আত্মা যে পরমানন্দরূপ তাহা, "আত্মার প্রিয়তমত্বেন"—পরমপ্রেমাস্পদতারূপ হেতু দ্বারা "বিবেক্তুম"—পুত্রাদিরূপ যে গৌণ আত্মা এবং পঞ্চকোশরূপ যে মিথ্যা আত্মা—এই প্রিয়, উপেক্ষ্য ও দ্বেষ্য বস্তু হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্ করিয়া জানা যাইতে পারে বটে, তথাপি এই বিবেক বা বিচার দ্বারা পৃথক করণ মুক্তির সাধন নহে, কেননা পূর্ব্বে অর্থাৎ একাদশাধ্যায়ে ২৭ প্রভৃতি শ্লোকে যোগকেই অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে--ইহাই বাদীর শঙ্কার গূঢ়াভিপ্রায়। ৮০

এক্ষণে সিদ্ধান্তী গূঢ়াভিসন্ধি লইয়া উত্তর দিতেছেন :

(খ) গূঢ়াভিসন্ধিই শঙ্কার উত্তর, শঙ্কা সমাধানেই গূঢ়াভিসন্ধির প্রকটতা।

যদ্ যোগেন তদেবেতি বদামো জ্ঞানসিদ্ধয়ে।
যোগঃ প্রোক্তো বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে॥৮১

অন্বয়—যৎ যোগেন তৎ এব ইতি বদামঃ, জ্ঞানসিদ্ধয়ে যোগঃ প্রোক্তঃ, বিবেকেন কিম্ জ্ঞানম্ ন উপজায়তে ?

অনুবাদ—যে ফল যোগদ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই ফলই বিবেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা আমরা বলি। (অপরোক্ষ) জ্ঞানের উৎপাদনের জন্য যেমন যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, বিচার দ্বারা কি এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না ?

টীকা—যেমন যোগের অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদকতা শক্তি আছে, বিবেকের বা বিচারেরও সেই শক্তি আছে, ইহাই এস্থলে গূঢ়াভিসন্ধি। এক্ষণে প্রশ্ন ও উত্তরের অর্থাৎ শঙ্কা ও সমাধান এই উভয়েরই যে অভিসন্ধি তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"(অপরোক্ষ) জ্ঞানের উৎপাদনের জন্য" ইত্যাদি। যেমন পূর্ব্বে একাদশাধ্যায়ে যোগ অপরোক্ষ জ্ঞানের সাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রকার এই দ্বাদশাধ্যায়েও গৌণ প্রভৃতি তিন প্রকার আত্মার বিচার দ্বারা পঞ্চকোশরূপ যে মিথ্যা আত্মাকে বিবিক্ত (পৃথক্) করা হইয়াছে তদ্দ্বারাও জ্ঞান হইবেই, ইহাই অর্থ। ৮১

যোগ ও বিচার উভয়েই যে তুল্যরূপে জ্ঞানের হেতু, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন (গীতা ৫।৫) :—

(গ) যোগ ও বিচারের ফল একই ; তদ্বিষয়ে গীতা প্রমাণ।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
ইতি স্মৃতং ফলৈকত্বং যোগিনাং চ বিবেকিনাম্ ॥৮২

অন্বয় -'সাংখ্যৈঃ যৎ স্থানম্ প্রাপ্যতে, তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে" ইতি যোগিনাম্ চ বিবেকিনাম্ ফলৈকত্বম্ স্মৃতম্।

অনুবাদ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ (ঐহিক কর্ম্মানুষ্ঠানশূন্য হইলেও পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া শ্রবণাদি পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা বা বিচার দ্বারা) যে স্থান বা মোক্ষরূপ প্রচ্যুতি বিহীন অক্ষয় পদ লাভ করেন—আবরণাভাব মাত্রেই উপলব্ধি করেন, সেই স্থান যোগিগণও পাইয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া শাস্ত্রবিহিত চিত্তবৃত্তি নিরোধাদিরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাও অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন। এই প্রকারে যোগীর ও বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির ফলের একতা স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থাৎ গীতায় উক্ত হইয়াছে।

টীকা—"সাংখ্যৈঃ"—আত্মানাত্মবিচারশীল ব্যক্তিদিগের কর্তৃক, "যৎ স্থানম্"—যে মোক্ষরূপ পদ, (স্থীয়তে অত্র ন চ্যবতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সিদ্ধ) লব্ধ হয়, "তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে"—সেই মোক্ষপদ যোগীদিগের কর্তৃকও লব্ধ হয়; "ইতি"—এই প্রকারে, "যোগিনাম্ বিবেকিনাম্ চ ফলৈকত্বম্"—যোগিগণের এবং বিচারপরায়ণ পুরুষগণের জ্ঞান দ্বারা মোক্ষরূপ ফলের একতা (গীতায়) কথিত হইয়াছে। ৮২

ভাল, বিচার এবং যোগ উভয়েরই যখন একই ফল, তখন শাস্ত্রে দুইটির মধ্যে একটিরই প্রতিপাদন করা উচিত, উভয়েরই প্রতিপাদন উচিত নহে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—(বাশিষ্ঠ রামায়ণ নির্ব্বাণপূর্ব্ব প্রকরণ ১৩।৮)

(ঘ) শাস্ত্রদ্বারা অধিকারি ভেদে, যোগ ও বিচার এই উভয় উপায়েরই প্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত।

অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিজ্ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
ইত্থং বিচার্য্য মার্গৌ দ্বৌ জগাদ পরমেশ্বরঃ॥৮৩

অন্বয়—কস্যচিৎ যোগঃ অসাধ্যঃ কস্যচিৎ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ (অসাধ্যঃ); ইত্থম্ বিচার্য্য পরমেশ্বরঃ দ্বৌ মার্গৌ জগাদ।

অনুবাদ—কোনও অধিকারীর পক্ষে যোগ অসাধ্য অর্থাৎ দুষ্কর; কোনও অধিকারীর পক্ষে জ্ঞাননিশ্চয় অসাধ্য। এইরূপ বিচার করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (অচ্যুতরায়-মতে শিব) যোগ ও বিচার এই উভয় মার্গেরই উপদেশ (গীতায় বা অন্যত্র) করিয়াছেন।

টীকা—জ্ঞাননিশ্চয় প্রবণ সাংখ্যের এবং চিত্তনিরোধ প্রবণ যোগীর ভেদ ধ্যানদীপে ১৩২-৩৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। বাশিষ্ঠ রামায়ণের উপশম প্রকরণে ৮ম অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে বশিষ্ঠ শ্রীরামকে উপদেশ করিতেছেন—"দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব। যোগস্তদ্ বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥" হে রাঘব, চিত্ত বিনাশের দুইটি উপায় আছে; একটি বৃত্তিনিরোধ নামক যোগ, অপরটি সম্যগ্দর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান। আবার নির্ব্বাণপূর্ব্বপ্রকরণের উক্ত শ্লোকে—'অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিজ্জ্ঞাননিশ্চয়ঃ। মমত্বভিমতঃ সাধো সুসাধ্যো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ॥'

* অচ্যুতরায় ধৃতপাঠ "জগাদ পরমঃ শিবঃ"।

এস্থলে জ্ঞাননিশ্চয়কে সুসাধ্য বলিয়া রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। রামায়ণ টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন :—

প্রাণসংরোধসহনে অসমর্থ সুকুমারচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে হঠযোগ অসাধ্য; আবার বিচারে অকুশল কঠোরচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞাননিশ্চয় অসাধ্য। (শুদ্ধচিত্ত বিচারকুশল ব্যক্তির পক্ষে) জ্ঞাননিশ্চয় যে সুসাধ্য ইহাই বশিষ্ঠের মত। ৮৩

ভাল, নিরায়াস ও সুলভ বিচার হইতে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য যোগের উৎকর্ষ ত' বলিতেই হইবে, এইরূপ আশঙ্কাকারীকে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভাল, যোগের সেই উৎকর্ষ কি যোগ অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া বলিতেছ অথবা রাগাদি নিবৃত্তির হেতু বলিয়া, অথবা দ্বৈতের অপ্রতীতির কারণ বলিয়া? এইরূপে তিন বিকল্প করিয়া প্রথম পক্ষে যোগের ও বিচারের ফলের সমতা দেখাইতেছেন :—

(ঙ) অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদকতা বিষয়ে ও রাগাদির নিবৃত্তি বিষয়ে যোগ ও বিচার তুল্যরূপ।

যোগে কোঽতিশয়স্তত্র জ্ঞানমুক্তং সমং দ্বয়োঃ।
রাগদ্বেষাদ্যভাবশ্চ তুল্যো যোগিবিবেকিনোঃ ॥৮৪

অন্বয়—তত্র দ্বয়োঃ জ্ঞানম্ সমম্ উক্তম্, যোগে কঃ অতিশয়ঃ? রাগদ্বেষাদ্যভাবঃ চ যোগি-বিবেকিনোঃ তুল্যঃ।

অনুবাদ—তন্মধ্যে যোগের ও বিচারের ফল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক একই বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এইহেতু হে বাদিন্ তোমার যোগের উৎকর্ষ কোথায়? রাগদ্বেষাদির অভাব ত' যোগীতে ও বিবেকীতে তুল্যরূপ।

টীকা—"দ্বয়োঃ"—বিচার এবং যোগ উভয়েরই জ্ঞানরূপ ফল, "সমম্ উক্তম্"—তুল্যরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীতায় "যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্" ইত্যাদি (৮২ শ্লোকে) বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ যে মোক্ষরূপ অক্ষয় পদ লাভ করেন, ইত্যাদি অর্থের বাক্য দ্বারা। এইহেতু হে বাদিন্ তোমায় যোগের উৎকর্ষ কোথায়? কোনও উৎকর্ষ নাই। দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া বলিতেছেন—রাগ দ্বেষের অভাব ত' যোগীতে ও বিবেকীতে তুল্যরূপ। ৮৪

বিচার পরায়ণের যে রাগাদির অভাব তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(চ) বিচার পরায়ণে রাগাদির অভাব প্রতিপাদন।

ন প্রীতির্বিষয়েম্বস্তি প্রেয়ানাত্মেতি জানতঃ।
কুতো রাগঃ কুতো দ্বেষঃ প্রাতিকূল্যমপশ্যতঃ ॥৮৫

অন্বয়—"আত্মা প্রেয়ান্" ইতি জানতঃ ন বিষয়েষু প্রীতিঃ অস্তি। রাগঃ কুতঃ প্রাতিকূল্যম্ অপশ্যতঃ দ্বেষঃ কুতঃ?

অনুবাদ—এই আত্মাই প্রিয়তম—ইহা যিনি জানেন, বিষয়ে তাঁহার প্রীতি নাই। এইহেতু দৃঢ়সক্তিরূপ রাগ কোথা হইতে আসিবে? যিনি কোথাও প্রতিকূলতা দেখেন না, তাঁহার দ্বেষ কোথা হইতে আসিবে?

টীকা—যিনি আত্মাকে প্রিয়তম বলিয়া জানেন, এই প্রকার বিবেকীর অর্থাৎ জ্ঞানিপুরুষের বিষয়ে প্রীতি আদৌ নাই। এই হেতু পরম প্রীতির বহির্ভূত বিষয়সমূহে রাগ বা আসক্তি হয় না, কেননা তাহাতে পরম সুখ-সাধনতারূপ আনুকূল্য জ্ঞানের অভাব; তাহাতে দ্বেষও নাই, কেননা দ্বেষের হেতু যে প্রাতিকূল্য জ্ঞান, তাহার অভাব; এই হেতু, রাগ, দ্বেষ, উভয়েরই অভাব। অভিপ্রায় এই—অজ্ঞান ভেদজ্ঞানের কারণ; আবার ভেদজ্ঞানের অনুকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞান কারণ, আবার অনুকূলজ্ঞান প্রতিকূলজ্ঞান যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষের কারণ। বিচারজনিত অপরোক্ষ জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার যেহেতু জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সেইহেতু ভেদজ্ঞান ও তাহার কার্য্য অনুকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে; এই হেতু রাগদ্বেষও তিরোহিত হইয়াছে। ৮৫

ভাল, বিচারবানের ব্যবহার দশায় দেহাদিতে উপদ্রবকারী বস্তু প্রভৃতির প্রতি ত' দ্বেষ দেখা যায়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন যে তখন যোগী ও বিবেকী উভয়েরই সেই দ্বেষ তুল্যরূপ :—

(ছ) প্রতিকূল বস্তুতে যোগী ও বিবেকীর দ্বেষ তুল্যরূপ; প্রতিকূলে দ্বেষী যেরূপ যোগী নহে, সেইরূপ জ্ঞানীও নহে।

দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষস্তুল্যো দ্বয়োরপি।
দ্বেষং কুর্ব্বন্ন যোগী চেদবিবেক্যপি তাদৃশঃ॥ ৮৬

অন্বয়—দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষঃ দ্বয়োঃ অপি তুল্যঃ; দ্বেষম্ কুর্ব্বন্ যোগী ন চেৎ, অবিবেকী অপি তাদৃশঃ।

অনুবাদ—দেহাদির প্রতিকূল বা দুঃখকর বস্তুতে যে দ্বেষ তাহা যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্যরূপ। যদি বল যিনি সেইরূপ দ্বেষ করেন তিনি যোগী নহেন, তবে বলি সেইরূপ দ্বেষকর্ত্তা জ্ঞানীও নহেন।

টীকা—"প্রতিকূলেষু"—বৃশ্চিক প্রভৃতিতে দ্বেষকর্ত্তার যোগিত্ব মানিব না, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে বলি প্রতিকূল বস্তুতে সেইরূপ দ্বেষকর্ত্তার বিবেকিতাও (বিচারবত্তাও) তৎকালে মানিব না, ইহাই বলিতেছেন :—"যদি বল যিনি সেইরূপ দ্বেষ করেন" ইত্যাদি। "তাদৃশঃ"—সেইরূপ অর্থাৎ দ্বেষকর্ত্তা পুরুষ যেমন চিত্তনিরোধবান্ যোগী নহেন, সেইরূপ দ্বেষকর্ত্তা হইলে, পুরুষ বিচারবান্‌ও নহেন। তত্ত্বজ্ঞের জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ প্রারব্ধভোগাবসান পর্য্যন্ত অজ্ঞানের লেশ অবশিষ্ট থাকে (৭ম অধ্যায়ের ২৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তাহারই ফলে অবিচার কালে বাধিতানুবৃত্তিবশে রাগদ্বেষাদিরূপ প্রপঞ্চের প্রতীতি হয়, এবং বিচারকালে তাহার তিরোধান ঘটে। এইহেতু জ্ঞানীও যখন রাগদ্বেষগ্রস্ত হন, তখন তিনি বিচারবান্ নহেন, কিন্তু তখন বিচাররহিত হন। ৮৬

ভাল, বিবেকীর দ্বৈতের অর্থাৎ প্রপঞ্চের দর্শন হয়, যোগীর তাহা হয় না, এইরূপে তৃতীয় বিকল্পে বিবেকী অপেক্ষায় যোগীর যে উৎকর্ষের কথা ৮৪ শ্লোকের পাতনিকায় বর্ণিত হইয়াছে

তাহা ত' অবশ্যই মানিতে হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বিবেকীর সেই দ্বৈতদর্শন কি ব্যবহার দশায় হইয়া থাকে বলা হইতেছে অথবা অন্য সময়ে, এইরূপে বিকল্প করিয়া বলিতেছেন যে প্রথম পক্ষে, যোগী ও বিবেকী উভয়েরই অবস্থা সমান :—

(ঞ) ব্যবহার দশায় দ্বৈত-দর্শন, যোগীর সমাধি দশায় এবং বিবেকীর বিবেক-দশায় দ্বৈতের অদর্শন, যোগী ও বিবেকীর তুল্যরূপ।

দ্বৈতস্য প্রতিভানং তু ব্যবহারে দ্বয়োঃ সমম্।
সমাধৌ নেতি চেত্তদ্বন্নাদ্বৈতত্ত্ববিবেকিনঃ ॥ ৮৭

অন্বয়—ব্যবহারে দ্বৈতস্য প্রতিভানম্ তু দ্বয়োঃ সমম্। সমাধৌ ন ইতি চেৎ তদ্বৎ অদ্বৈতত্ত্ববিবেকিনঃ ন।

অনুবাদ—ব্যবহার দশায় দ্বৈতের প্রতীতি যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্যরূপ। যদি বল—যোগীর সমাধিকালে দ্বৈতের প্রতীতি হয় না তবে বলি অদ্বৈতবিবেকীরও তত্ত্ববিচারকালে দ্বৈতের ভান হয় না।

টীকা—প্রতিবাদী দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া শঙ্কা করিতেছেন :—(যদি বল) যোগীর সমাধিকালে দ্বৈতের প্রতীতি হয় না—এইরূপে "উচ্যেত চেৎ"—'যদি বল' এই শব্দদ্বয়ের অধ্যাহার করিতে হইবে, তাহা হইলে বিবেকীরও বিবেক দশায় দ্বৈতের অদর্শন তুল্য, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন—"তবে বলি অদ্বৈতবিবেকীরও" ইত্যাদি। যোগীর সমাধি দশার ন্যায় "অদ্বৈত-বিবেকিনঃ" -অদ্বৈতই তত্ত্ব অর্থাৎ বাস্তব বস্তু ইহা শ্রুতি ও অনুমানাদিরূপ যুক্তি দ্বারা বিবেচন-কারীর ও তৎকালে দ্বৈতের দর্শন নাই, ইহাই অর্থ। ৮৭

সেই দ্বৈত দর্শনাভাব কি প্রকারে ঘটে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অগ্রে ত্রয়োদশাধ্যায়ে সেই দ্বৈত দর্শনাভাব হেতু ও যুক্তির সহিত কথিত হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(ঝ) অদ্বৈতানন্দ নামক ত্রয়োদশাধ্যায়ে বিবেকীর দ্বৈতদর্শনাভাব প্রতি-পাদিত হইবে। ৮০-৮৭ শ্লোকোক্ত অর্থের সংক্ষেপে অনুবাদ।

বিবক্ষ্যতে তদস্মাভিরদ্বৈতানন্দনামকে।
অধ্যায়ে হি তৃতীয়েঽতঃ সর্ব্বমপ্যতিমঙ্গলম্ ॥ ৮৮

অন্বয়—তৎ হি অদ্বৈতানন্দ নামকে তৃতীয়ে অধ্যায়ে অস্মাভিঃ বিবক্ষ্যতে। অতঃ সর্ব্বম্ অপি অতি মঙ্গলম্।

অনুবাদ—যেহেতু সেই দ্বৈত দর্শনাভাব অগ্রে এই ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের অদ্বৈতানন্দ নামক তৃতীয়াধ্যায়ে (পঞ্চদশীর ত্রয়োদশাধ্যায়ে) আমরা বর্ণন করিব, এই হেতু এ পর্য্যন্ত যে অর্থ প্রতিপাদন করিলাম, তাহা নির্দ্দোষ।

টীকা—(অচ্যুতরায়) ভাল, "সেই বিচার জনিত সমাধিতে অদ্বৈতত্ত্ববিবেকীর দ্বৈতভান হয় না"—এই কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এই হেতু বলিতেছেন—"যেহেতু" ইত্যাদি। "সর্ব্বম্ অতিমঙ্গলম্"—প্রতিপাদন ত্রুটিহীন। ৮৮

ভাল, দ্বৈতাদর্শন সহিত আত্মদর্শনবান্ পুরুষ ত' যোগীই, এইরূপে বাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঞ) দ্বৈতাদর্শন সহিত আত্মজ্ঞানযুক্ত সাধক ত' যোগী—এইরূপ শঙ্কা; ইষ্টাপত্তিরূপে পরিহার।

সদা পশ্যন্নিজানন্দমপশ্যন্নিখিলং জগৎ।
অর্থাদ্যোগীতি চেত্তর্হি সন্তুষ্টো বর্দ্ধতাং ভবান্ ॥৮৯

অন্বয়—নিজানন্দম্ সদা পশ্যন্ নিখিলম্ জগৎ অপশ্যন্ অর্থাৎ যোগী ইতি চেৎ ; তর্হি ভবান্ সন্তুষ্টঃ বর্দ্ধতাম্।

অনুবাদ—'যিনি নিরন্তর নিজানন্দানুভব মগ্ন থাকিয়া সমস্ত জগদ্দর্শনে নিবৃত্ত থাকেন, তিনিও প্রকৃতার্থে যোগী'—যদি এইরূপ বলি, তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—হে বাদিন্, তবে তুমি সন্তুষ্ট থাকিয়া বৃদ্ধিলাভ কর। (এইরূপ ইষ্টাপত্তি করায় তোমার জয় হউক)।

টীকা—সিদ্ধান্তী স্ব-বাঞ্ছিতের সিদ্ধি লাভ করিয়া তদ্দ্বারা শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"হে বাদিন্" ইত্যাদি। ৮৯

'**আত্মানন্দ**' প্রকরণরূপ এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে দেখাইতেছেন :—

(ট) সংক্ষেপে আত্মানন্দ নামক অধ্যায়ের তাৎপর্য্য।

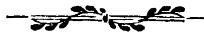
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে মন্দানুগ্রহসিদ্ধয়ে।
দ্বিতীয়াধ্যায় এতস্মিন্নাত্মানন্দো বিবেচিতঃ ॥ ৯০

ইতি পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে এতস্মিন্ দ্বিতীয়াধ্যায়ে মন্দানুগ্রহসিদ্ধয়ে আত্মানন্দঃ বিবেচিতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মানন্দ নামক এই অধ্যায় পঞ্চকাত্মক গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে (পঞ্চদশীর দ্বাদশাধ্যায়ে) অল্পবুদ্ধি অধিকারীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের মোক্ষসিদ্ধির জন্য আত্মানন্দের অর্থাৎ সর্ব্বজীবের প্রত্যগাত্মস্বরূপভূত আনন্দের বিচার করা হইল। ৯০

ইতি সটীক পঞ্চদশী গ্রন্থের আত্মানন্দ নামক দ্বাদশাধ্যায়ের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।



পঞ্চদশী

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অথ ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ।

ব্রহ্মানন্দে তৃতীয়াধ্যায়।

ব্রহ্মের বিবর্ত্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অনির্ব্বচনীয়তা।

১। আনন্দরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

ভাল, ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ ভেদে আনন্দ ভিন্ন প্রকারই, এইরূপে ব্রহ্মানন্দের প্রথমাধ্যায়ে (পঞ্চদশীর 'যোগানন্দ' নামক একাদশাধ্যায়ে) সেই আনন্দ তিন প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ে (পঞ্চদশীর দ্বাদশাধ্যায়ে) সেই তিন প্রকার আনন্দের অতিরিক্ত আত্মানন্দ নিরূপণ করায়, আনন্দের তিন প্রকার কথনে বিরোধ উপস্থিত হইল, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(ক) আনন্দের ত্রিবিধতা বিষয়ক উক্তিতে বিরোধ নাই। আত্মানন্দের সদ্বৈততা বিষয়ক শঙ্কা ও তাহার উত্তর।

যোগানন্দঃ পুরোক্তো যঃ স আত্মানন্দ ইষ্যতাম্।
কথং ব্রহ্মত্বমেতস্য সদ্বয়স্যেতি চেচ্ছৃণু॥ ১

অন্বয়—যঃ পুরা উক্ত যোগানন্দঃ সঃ আত্মানন্দঃ ইষ্যতাম্; সদ্বয়স্য এতস্য ব্রহ্মত্বম্ কথম্ ইতি চেৎ শৃণু।

অনুবাদ—পূর্ব্বে যে যোগানন্দ (একাদশাধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে তাহাকেই আত্মানন্দ বলিয়া মানিতে হইবে। (যদি বল) দ্বৈত সহিত এই আত্মানন্দের ব্রহ্মরূপতা কি প্রকারে হইতে পারে? তবে শ্রবণ করুন।

টীকা—যেমন যোগানন্দ নামক একাদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকে প্রতিজ্ঞাত 'ব্রহ্মানন্দই' যোগজনিত সাক্ষাৎকারের বিষয় হয় বলিয়া তাহাকে যোগানন্দ বলিয়া এবং নিরুপাধিক বলিয়া নিজানন্দরূপে, ব্যবহার (পরিচায়িত) করা হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মানন্দই গৌণ মিথ্যা ও মুখ্য আত্মার বিচার দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়ে তাহারই আত্মানন্দরূপতা কথিত হয়; ইহাই ভাবার্থ। ভাল, আত্মা (আত্মরূপে) সজাতীয় সাক্ষিরূপ মুখ্য আত্মার সমান জাতীয় পুত্র-ভার্য্যাদিরূপ গৌণ আত্মা হইতে মিথ্যা আত্মারূপ দেহাদি হইতে এবং বিলক্ষণ জাতি-বিশিষ্ট আকাশাদি হইতে বিভিন্ন এবং সেই হেতু সদ্বয় বলিয়া আত্মানন্দের প্রথমাধ্যায়োক্ত অদ্বিতীয় যোগানন্দরূপতা সম্ভব হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন "(যদি বল) দ্বৈত সহিত" ইত্যাদি। সজাতীয় বলিয়া স্বীকৃত যে পুত্রাদি গৌণ আত্মা এবং

দেহাদিরূপ মিথ্যা আত্মা, তাহা তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আকাশাদি জগতের অন্তর্গত বলিয়া এবং আকাশাদি জগৎ আত্মানন্দ হইতে ভিন্ন সত্তাহীন বলিয়া সেই আত্মানন্দের অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হয়, এই বলিয়া সিদ্ধান্তী বহুমানপুরঃসর উত্তর দিতেছেন ঃ—"তবে শ্রবণ কর"। ১

আকাশাদিস্বদেহান্তং তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্।
জগন্নাস্ত্যন্যদানন্দাদদ্বৈতব্রহ্মতা ততঃ॥২

অন্বয়—তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্ আকাশাদি স্বদেহান্তম্ জগৎ আনন্দাৎ অন্যৎ ন অস্তি; ততঃ অদ্বৈতব্রহ্মতা।

অনুবাদ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের দেহ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে; সেই হেতু আত্মানন্দের অদ্বৈতব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হয়।

টীকা—[তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—'সেই (মন্ত্রপ্রতিপাদিত) বা এই (ব্রাহ্মণ প্রতিপাদিত) আত্মা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইল,' এই প্রকারে তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচন দ্বারা বর্ণিত যে "জগৎ"—তাহা যেহেতু স্ব-কারণভূত আত্মানন্দ হইতে "অন্যৎ ন অস্তি"—ভিন্ন নহে; এই কারণে সেই আত্মানন্দের অদ্বিতীয়তা ইহাই অভিপ্রায়।২

ভাল, দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত শ্রুতি বচনে আত্মারই কারণতা শুনা যায়, আনন্দের নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া আনন্দের কারণতা প্রতিপাদক শ্রুতিবচন [আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬।১] আনন্দ হইতেই প্রসিদ্ধ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—এই বাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন ঃ—

(খ) আনন্দ হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি প্রতিপাদক তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচন, ফলিতার্থ আনন্দ হইতে জগতের অভেদ।

আনন্দাদেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ।
আনন্দ এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক্?॥৩

অন্বয়—তৎ আনন্দাৎ এব জাতম্, তৎ আনন্দে এব তিষ্ঠতি; চ আনন্দে এব লীনম্ ইতি উক্তানন্দাৎ কথম্ পৃথক্?

অনুবাদ—আনন্দ হইতেই প্রসিদ্ধ এই জগৎ উৎপন্ন, আনন্দেই অবস্থিত, এবং আনন্দেই বিলীন হয়, এই প্রকারে শ্রুত্যভিহিত আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক্ হইতে পারে? কোন প্রকারেই নহে।

টীকা—এস্থলে এই অনুমান সূচিত হইয়াছে—বিবাদের বিষয় এই জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তাহা (আনন্দের) কার্য্য—হেতু; যাহা যাহার কার্য্য তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে, সেই প্রকার। ৩

ভাল, কুলাল হইতে উৎপন্ন ঘট সেই কুলালরূপ কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয়, এই

কারণে তৃতীয় শ্লোকোক্ত 'যেহেতু তাহা কার্য্য'—এই হেতুটি অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে কুলাল ঘটের নিমিত্ত কারণ বলিয়া আর এস্থলে—(উক্ত শ্রুতি বচনে) আনন্দ উপাদানকারণ বলিয়া সমর্থিত (কথিত) হওয়ায় ব্যভিচার শঙ্কা হইতে পারে না :—

(গ) ঘট যেরূপ কুলাল হইতে ভিন্ন, জগৎ সেইরূপ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে।

কুলালাদ্ ঘট উৎপন্নো ভিন্নশ্চেতি ন শঙ্ক্যতাম্।
মৃদ্বদেষ উপাদানং নিমিত্তং ন কুলালবৎ ॥ ৪

অন্বয়—কুলালাৎ ঘটঃ উৎপন্নঃ চ ভিন্ন ইতি ন শঙ্ক্যতাম্, এষঃ মৃদ্বৎ উপাদানম্ কুলালবৎ নিমিত্তম্ ন।

অনুবাদ—ঘট কুম্ভকার দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং কুম্ভকার হইতে ভিন্ন, এইরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে, কেননা, এই আত্মানন্দ মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান (কারণ), কুলালের ন্যায় নিমিত্ত কারণ নহে।

টীকা—"এষঃ"—এই আত্মানন্দ "মৃদ্বৎ"—ঘটের উপাদান মৃত্তিকার ন্যায়, "উপাদানম্"—জগতের উপাদান কারণ, "কুলালবৎ"—ঘটের নিমিত্তকারণ কুলাল বা কুম্ভকারের ন্যায় "নিমিত্ত-কারণম্ ন ভবতি"—জগতের নিমিত্ত কারণ নহেন। ৪

ভাল, কুলালও কেন ঘটের উপাদান হইতে পারে না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে উপাদানের লক্ষণ—'স্থিতি ও লয়ের আধারত্ব' কুলালে থাকে না।

(ঘ) কুলাল ঘটের উপাদান হইতে পারে না, মৃত্তিকাই উপাদান; হেতু প্রদর্শন দ্বারা আলোচ্য দার্ষ্টান্তে প্রয়োগ।

স্থিতির্লয়শ্চ কুম্ভস্য কুলালে স্তো নহি ক্বচিৎ।
দৃষ্টৌ তৌ মৃদি তদ্বৎ স্যাদুপাদানং তয়োঃ শ্রুতেঃ ॥৫

অন্বয়—হি কুম্ভস্য স্থিতিঃ লয়ঃ চ কুলালে ক্বচিৎ ন স্তঃ, তৌ মৃদি দৃষ্টৌ, তদ্বৎ উপাদানম্ স্যাৎ তয়োঃ শ্রুতেঃ।

অনুবাদ—যেহেতু ঘটের স্থিতি ও লয় কুম্ভকারে কখনই সম্ভব হয় না, তদুভয় মৃত্তিকাতেই দেখা যায়; সেইহেতু মৃত্তিকাই উপাদান, কুম্ভকার নহে। সেইরূপ মৃত্তিকার ন্যায় আনন্দই জগতের উপাদান। আর জগতের স্থিতি লয় বিষয়ে এই মর্ম্মের শ্রুতিও রহিয়াছে।

টীকা—যেহেতু ঘটের স্থিতি ও লয় কুম্ভকাররূপ আধার বিশিষ্ট নহে এইহেতু কুলালে ঘটের উপাদানতা নাই। তাহা হইলে ঘটের স্থিতি ও লয় কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তদুভয় মৃত্তিকাতেই দেখা যায়।" সেই ঘটের স্থিতি ও লয় "মৃদি"—সেই ঘটের উপাদানরূপ মৃত্তিকাতেই দৃষ্ট হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা যায়। ভাল, তাহাই যেন হইল, তাহাতে আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ আনন্দের জগৎ কারণতাবিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"সেইরূপ মৃত্তিকার ন্যায় আনন্দই" ইত্যাদি। যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান সেইরূপ আনন্দও জগতের

উপাদান। আনন্দ যে জগতের উপাদান তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"আর জগতের স্থিতি লয় বিষয়ে" ইত্যাদি। "তয়োঃ"—জগতের সেই স্থিতি লয় বিষয়ে [আনন্দাৎ হি এব ইত্যাদি, তৈত্তিরীয় উ, ৩৷৬৷১] আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল ইত্যাদি; এই শ্রুতিবচনে জগতের স্থিতি লয় যে আনন্দ হেতুক বা আনন্দাধার তাহা শুনা যাইতেছে বলিয়া জগতের উপাদান আনন্দ ইহাই অর্থ। ৫

আনন্দ যে সিদ্ধান্তিসম্মত জগদুপাদান তাহাই বলিবার জন্য উপাদানের অবান্তর ভেদ বলিতেছেন :—

(ঙ) উপাদানতা তিন প্রকারের হইতে পারে, তন্মধ্যে দুই প্রকার নিরবয়ব পরব্রহ্মে অসম্ভব।

উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্ত্তি পরিণামি চ।
আরম্ভকং চ তত্রান্ত্যৌ ন নিরংশেঽবকাশিনৌ॥৬

অন্বয়—বিবর্ত্তি চ পরিণামি চ আরম্ভকম্ উপাদানম্ ত্রিধা ভিন্নম্। তত্র অন্ত্যৌ নিরংশে ন অবকাশিনৌ।

অনুবাদ—বিবর্ত্তি উপাদান, পরিণামি উপাদান এবং আরম্ভক উপাদান—এইরূপ উপাদান ত্রিবিধ; তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই প্রকারের উপাদান নিরবয়ব পরব্রহ্মে অবসরবিহীন অর্থাৎ অসম্ভব।

টীকা—সেই তিন পক্ষের মধ্যে বিবর্ত্তপক্ষকে অবশিষ্ট রাখিবার জন্য অপর দুই পক্ষের দোষ দেখাইতেছেন :—"তন্মধ্যে শেষোক্ত" ইত্যাদি। "অন্ত্যৌ"—সেই তিন পক্ষের মধ্যে শেষের "আরম্ভ" ও "পরিণাম" নামক দুই পক্ষ "নিরংশে"—নিরবয়ব বস্তু যে আনন্দ তাহাতে "ন অবকাশিনৌ"—স্থানপ্রাপ্ত হয় না, অসম্ভব বলিয়া। উপাদানের অবয়ব সমূহের সম্বন্ধাদি দ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিকে 'আরম্ভ' বলে, যেমন পরমাণু ও কপালের (খর্পরের) সংযোগাদি দ্বারা ঘটের উৎপত্তি। আর উপাদানের অবয়বের অন্যথাভাবের (অর্থাৎ রূপান্তরাপত্তির) নাম পরিণাম, যেমন তড়াগাদির জলের প্রবাহরূপে এবং দুগ্ধের দধিরূপে। এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট আরম্ভ ও পরিণাম সাবয়ব উপাদানেই সম্ভব, জগদুপাদানরূপ নিরবয়ব আনন্দে সম্ভব নহে, কেননা সম্বন্ধপ্রাপ্ত ও অন্যথাভাবপ্রাপ্ত বিষয়ে অপেক্ষিত অবয়বের অভাব। কিন্তু আকাশের ন্যায় নিরবয়ব আনন্দের বিবর্ত্তরূপে জগৎ সম্ভব হইতে পারে। আবার অধিষ্ঠান হইতে বিষম সত্তা-বিশিষ্ট যে অধিষ্ঠানের অন্যথাভাব তাহাকে বিবর্ত্ত বলে, যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্প, আকাশের বিবর্ত্ত নীলতা। (আরম্ভ পরিণাম ও বিবর্ত্ত ১-৯ শ্লোকে, ৪৯-৫৩ শ্লোকে এবং ৫৯ শ্লোকে বর্ণিত)। ৬

সেই আরম্ভ ও পরিণাম এই দুই পক্ষের আনন্দরূপ উপাদানে স্থান নাই, ইহাই দেখাইবার জন্য প্রথমে আরম্ভবাদীর মতের অনুবাদ করিতেছেন :—

(চ) আরম্ভবাদীর মতের বর্ণন।

আরম্ভবাদিনোঽন্যস্মাদন্যস্যোৎপত্তিমূচিরে।
তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তের্ভিন্নৌ তন্তুপটৌ খলু॥ ৭

অন্বয়—আরম্ভবাদিনঃ অন্যস্মাৎ অন্যস্য উৎপত্তিম্ ঊচিরে ; তন্তোঃ পটস্য নিষ্পত্তেঃ তন্তুপটৌ খলু ভিন্নৌ।

অনুবাদ—আরম্ভবাদী এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে ; তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি হয়, দেখা যায় বলিয়া এইরূপ বলে। তাহাদের নিশ্চয় এই যে তন্তু ও বস্ত্র ভিন্ন।

টীকা—"আরম্ভবাদিনঃ" অর্থাৎ বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বিগণ। "অন্যস্মাৎ" অন্য হইতে অর্থাৎ কার্য্যের অপেক্ষায়—বা কার্য্যকে ধরিয়া, তাহা হইতে ভিন্ন যে কারণ তাহা হইতে, "অন্যস্য" —কারণের অপেক্ষায় অন্য যে কার্য্য তাহার "উৎপত্তিম্ ঊচিরে"—উৎপত্তি বলেন অর্থাৎ মানেন। বৈশেষিকাদি কেন এইরূপ বলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন "তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি" ইত্যাদি। "নিষ্পত্তেঃ"—উৎপত্তির "দর্শন হয় বলিয়া"—এইরূপে শব্দযোজনা করিয়া বাক্যশেষ করিতে হইবে। ইহার দ্বারাই অর্থাৎ তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি দেখিয়াই কার্য্যকারণের ভেদ সিদ্ধ হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন —"তাহাদের নিশ্চয় এই" ইত্যাদি। বিরুদ্ধ অর্থাৎ ভিন্ন পরিণাম বিশিষ্ট বলিয়া ও ভিন্ন বিরুদ্ধ অর্থাৎ অর্থ ক্রিয়াবিশিষ্ট—প্রয়োজন নিমিত্ত প্রবৃত্তি বিশিষ্ট বলিয়া তন্তু ও পট ভিন্ন ইহাই তাৎপর্য্য। ৭

এক্ষণে পরিণামের স্বরূপ বলিতেছেন :—

(ছ) পরিণামের স্বরূপ।

অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎকুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা ॥ ৮

অন্বয়—একস্য অবস্থান্তরতাপত্তিঃ পরিণামিতা ; যথা ক্ষীরম্ দধি, মৃৎকুম্ভঃ, সুবর্ণম্ কুণ্ডলম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—এক বস্তুর অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তির নাম পরিণামিতা ; যেমন দুগ্ধ দধিরূপ হয়, মৃত্তিকা ঘটরূপ হয় ; সুবর্ণ কুণ্ডল হয়।

টীকা—একই বস্তুর পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাবস্থা প্রাপ্তিকে পরিণাম বলে, ইহাই অর্থ। সেই পরিণামের উদাহরণ দিতেছেন :—"যেমন দুগ্ধ" ইত্যাদি। যেমন দুগ্ধ মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতির দুগ্ধাদিরূপে ব্যবহার যোগ্যতা পরিত্যাগ দ্বারা দধি প্রভৃতি রূপে ব্যবহারের যোগ্যতা প্রাপ্তি পরিণাম। ৮

এক্ষণে বিবর্ত্তের লক্ষণ বলিতেছেন :—

(জ) বিবর্ত্তের লক্ষণ ; নিরবয়ব বস্তুতে বিবর্ত্ত সম্ভব।

অবস্থান্তরভানং তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ।
নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ ॥ ৯

অন্বয়—অবস্থান্তরভানম্ তু বিবর্ত্তঃ রজ্জুসর্পবৎ। অসৌ নিরংশে অপি অস্তি ব্যোম্নি তল-মালিন্যকল্পনাৎ।

অনুবাদ—কিন্তু অন্যাবস্থা প্রতীতির নাম বিবর্ত্ত, যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি—এই বিবর্ত্ত নিরবয়ব পদার্থেও হয়, কেননা আকাশে কটাহতলরূপতা ও মলিনতার (নীলিমার) কল্পনা হয়।

টীকা—"তু'"—কিন্তু, ইহা বিবর্ত্তের পূর্ব্বে উল্লিখিত দুই পক্ষ অর্থাৎ অর্থাৎ আরম্ভ ও পরিণাম হইতে বিলক্ষণতা সূচনা করিতেছে। পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ না করিয়াই অন্যাবস্থাপন্ন বলিয়া প্রতীত হওয়ার নাম বিবর্ত্ত। সেই বিবর্ত্তের উদাহরণ দিতেছেন:—"যেমন রজ্জুতে" ইত্যাদি; যেমন রজ্জুরূপে অবস্থিত বস্তুর সর্পরূপে ভান বা প্রতীতির নাম বিবর্ত্ত। (শঙ্কা) ভাল, বিবর্ত্তিত রূপপ্রাপ্ত রজ্জু প্রভৃতির সাবয়বতা দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে নিরবয়ব বস্তুতে ত' সেই বিবর্ত্ত লক্ষণ থাটে না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—নিরবয়ব আকাশাদিতেও সেই বিবর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত আশঙ্কা উঠিতে পারে না; ইহাই বলিতেছেন,—"এই বিবর্ত্ত নিরবয়ব পদার্থেও" ইত্যাদি। "অসৌ"—এই বিবর্ত্ত। "তলমালিন্যকল্পনাৎ"—অধোমুখ ইন্দ্রনীল কটাহ সাদৃশ্য-তলতা: মালিন্য-নীলবর্ণতা; তদুভয়ের 'কল্পনাৎ'—যাহারা আকাশের স্বরূপ জানে না তাহাদিগের কর্ত্তৃক আরোপিত হয় বলিয়া। ৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন:—

(ঝ) নিরবয়ব আনন্দে জগতের কল্পিততা, এই ফলিতার্থ কথন; কল্পনার হেতু শক্তির দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণন।

ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্ত্তো জগদিষ্যতাম্।
মায়াশক্তিঃকল্পিকা স্যাদৈন্দ্রিজালিকশক্তিবৎ॥১০

অন্বয়—ততঃ জগৎ নিরংশে আনন্দে বিবর্ত্তঃ ইষ্যতাম্, মায়া শক্তিঃ কল্পিকা স্যাৎ ঐন্দ্রজালিকশক্তিবৎ॥

অনুবাদ—সেই হেতু নিরবয়ব আনন্দে জগদ্রূপ বিবর্ত্ত মানিতে হইবে। ঐন্দ্রজালিকের শক্তির ন্যায় মায়াশক্তি সেই কল্পনার হেতু হয়।

টীকা—"ততঃ"—নিরবয়ব বস্তুতে বিবর্ত্ত সম্ভব বলিয়া, "জগৎ নিরংশে আনন্দে বিবর্ত্তঃ"—জগৎ নিরবয়ব আনন্দে কল্পিত, ইহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে, ইহাই অর্থ। (শঙ্কা) ভাল, অদ্বিতীয় আনন্দে জগতের কল্পনা সিদ্ধ হয় না, কেননা কল্পনার হেতু বা কারণ নাই; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—"মায়াশক্তি সেই কল্পনার হেতু হয়"। (শঙ্কা) ভাল, শক্তি যে কল্পনার কারণ হয়, ইহা কোথায় দেখিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ঐন্দ্রজালিকের শক্তির ন্যায়"। যেমন ঐন্দ্রজালিক পুরুষে অবস্থিত মণিমন্ত্রাদিরূপ মায়াশক্তির গন্ধর্ব্বনগরাদির কল্পিকতা আছে সেইরূপ। ১০

(ঞ) শক্তিমান হইতে লৌকিক শক্তির ভেদ-অভেদ উভয়েরই অভাব।

শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্ নাস্তি তদ্বদ্ দৃষ্টের্ন চাভিদা।
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাচ্ছক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ॥১১

(শঙ্কা) ভাল, আনন্দরূপ আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে মায়াশক্তিকে ভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে দ্বৈত আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া মায়াকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া মিথ্যা বলিবার জন্য অগ্রে (অর্থাৎ ২৯ হইতে পরবর্ত্তী শ্লোকনিচয়ে) বর্ণিত যে লৌকিক অগ্ন্যাদি শক্তি, প্রথমে (অর্থাৎ ১১ ও ১২ শ্লোকে) তাহার শক্তিমান হইতে ভেদরূপে অথবা অভেদরূপে বর্ণন করিতে পারা যায় না বলিয়া, তাহার অনির্ব্বচনীয়তা দেখাইতেছেন :—

২। শক্তির অনির্ব্বচনীয়তা, ধাত্রীর উপাখ্যান (বাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে)

(ক) শক্তিমান হইতে লৌকিক শক্তির ভেদ-অভেদ উভয়েরই অভাব।

শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্ নাস্তি তদ্বদ্দৃষ্টের্নচাভিদা।
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাচ্ছক্ত্যভাবে তু কস্য সঃ॥ ১১

অন্বয়—শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথক্ ন অস্তি তদ্বৎ দৃষ্টেঃ; অভিদা ন চ, প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ, শক্ত্যভাবে তু সঃ কস্য ?

অনুবাদ—আনন্দস্বরূপ (শক্তিমান) ব্রহ্ম হইতে মায়াশক্তির পৃথক্ সত্তা নাই; কেননা, সংসারে সেইরূপ দেখা যায়—অর্থাৎ দেখা যায় শক্ত বা শক্তিমান হইতে শক্তি ভিন্ন হইয়া নাই। আবার শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্নও নহে; কেননা, সেই শক্তির প্রতিবন্ধ বা বাধাও দৃষ্ট হয়; যদি অভিন্ন বল তবে শক্তির অভাব হইলে সেই বাধ হইল কাহার ?

টীকা—"শক্তিঃ"—যাহা অগ্নি প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া স্ফোটের (ফোস্কার অথবা শব্দের) উৎপাদক, "শক্তাৎ" অগ্ন্যাদির স্বরূপ হইতে "পৃথক্ নাস্তি"—ভিন্নরূপ নহে; যদি বল শক্তি শক্তিমান্ হইতে কেন ভিন্ন নহে; তদুত্তরে বলিতেছেন—"কেননা সংসারে সেইরূপ দেখা যায়" ইত্যাদি। "তদ্বৎ"—সেইরূপে অর্থাৎ শক্তিমান হইতে, ভিন্নরূপে, "দৃষ্টেঃ" ইত্যাদি—দেখা যায় বলিয়া; অগ্ন্যাদির স্বরূপ হইতে ভিন্ন শক্তির উপলব্ধি বা প্রতীতি হয় না; ইহাই অর্থ। আবার অগ্ন্যাদি শক্তিমানের স্বরূপই শক্তি, এইরূপও নহে, তাহাই বলিতেছেন :—"অভিদা ন চ"—আবার শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্নও নহে। সেই অভেদের অভাব বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ"—মণি মন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা শক্তির কার্য্যের—স্ফোট প্রভৃতির—প্রতিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, অগ্নি প্রভৃতি শক্তিমান হইতে স্বরূপতঃ পৃথগ্‌রূপে শক্তি দ্রষ্টব্য বলিয়া, ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, প্রতিবন্ধকের দর্শন হয় মানা গেল, তাহা হইলেও ত শক্তির শক্তিমানের স্বরূপ হইতে ভেদ না-ও হইতে পারে; তাহাতে দোষ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"যদি অভিন্ন বল তবে শক্তির অভাব হইলে" ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ যে অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ, তাহার নাশ বা তিরোধানরূপ প্রতিবন্ধক অসম্ভব, যেহেতু সেই অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ হইতে ভিন্ন শক্তি স্বীকার না করিলে প্রতিবন্ধও নির্ব্বিষয় হয়, (তাহা ত বাঞ্ছিত নহে)। এই হেতু শক্তিমান হইতে ভিন্ন প্রতি-বন্ধের বিষয়-শক্তি মানিতে হইবে। ইহাই অভিপ্রায়। ১১

ভাল, শক্তি ত' ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহার প্রতিবন্ধ কি প্রকারে জানা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(খ) শক্তির প্রতিবন্ধ জানিবার উপায়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাদকার্য্যে প্রতিবন্ধনম্।
জ্বলতোঽগ্নেরদাহে স্যান্মন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা ॥ ১২

অন্বয়—শক্তেঃ কার্য্যানুমেয়ত্বাৎ, অকার্য্যে প্রতিবন্ধনম্ (অবগন্তব্যম্) জ্বলতঃ অগ্নেঃ অদাহে মন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা স্যাৎ।

অনুবাদ—(শক্তিমান প্রত্যক্ষ হইলেও) শক্তি কার্য্য দ্বারা অনুমেয়; সেই কার্য্য না হইলেই প্রতিবন্ধ বুঝিতে হইবে। প্রজ্বলিত অগ্নি যদি দাহ করিতে বিরত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রাদির প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতেই হয়।

টীকা—শক্তি অতীন্দ্রিয় হইলেও, যেহেতু কার্য্যরূপ লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা অনুমেয় এই হেতু "অকার্য্যে প্রতিবন্ধনম্"—কারণ থাকিতেও যদি কার্য্যের অনুৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিবন্ধ ("অবগন্তব্যম্") বুঝিতে হইবে এই শব্দটি আনিয়া বাক্য শেষ করিতে হইবে। এই অর্থটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন—"প্রজ্বলিত অগ্নি যদি" ইত্যাদি দ্বারা। সংসারের স্বরূপতঃ "জ্বলতঃ অগ্নেঃ"—প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে, "অদাহে"—দাহাদিরূপ কার্য্য উৎপন্ন না হইলে "মন্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা স্যাৎ"—মন্ত্র মণি প্রভৃতির শক্তিপ্রতিবন্ধকতা মানিতে হইবে। ১২

এই প্রকারে লৌকিক শক্তি স্বরূপতঃ এবং প্রমাণতঃ সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে মায়া-শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে (তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিম্ স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্—শ্বেতাশ্বতর উ—১।৩)—'সেই (বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন পরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ) মুনিগণ ধ্যানযোগ-তৎপর হইয়া (জগৎকারণ চিন্তনে সমাহিতবুদ্ধি বা অন্তর্মুখ হইয়া স্বয়ং-প্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মার অবিদ্যা মায়া ইত্যাদি নামধারিণী) শক্তিকে দেখিতে পাইলেন; সেই শক্তি নিজ সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইয়া অল্পবুদ্ধি জীবের অগোচর হইয়া রহিয়াছেন।' এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্বাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন; আবার সেই উপনিষদেরই মন্ত্ররূপে স্থিত ["পরা অস্য শক্তিঃ বিবিধা এব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"—(শ্বেতাশ্ব উ—৬।৮)] এই সর্ব্বকারণ আত্মার সকল শক্তি হইতে উৎকৃষ্টা শক্তি একাধিকরূপ অর্থাৎ অসংখ্যরূপা বলিয়া শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়; (এই শক্তি আগন্তুক নহে) ইহা স্বভাবতঃ সম্বদ্ধ বা অনাদিসিদ্ধ, ইহা জ্ঞানরূপা বা বস্তুপ্রকাশিকা, প্রাণরূপা বা উৎসাহরূপা এবং ব্যাপার মাত্ররূপা। এই বাক্যও অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(গ) মায়াশক্তির অস্তিত্বে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিবচন।

দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং মুনয়োঽবিদন্।
পরাস্য শক্তির্বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিকা ॥ ১৩

অন্বয়—মুনয়ঃ দেবাত্মশক্তিম্ স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্ অবিদন্; অস্য পরা শক্তিঃ বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিকা।

অনুবাদ—মুনিগণ জানিতে পারিলেন স্বপ্রকাশ চিদাত্মার মায়াশক্তি নিজ সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা (অথবা আবরণ ও বিক্ষেপ দ্বারা) আবৃত হইয়া রহিয়াছেন; এবং চিদাত্মার (ব্রহ্মের) সেই পরাশক্তি একাধিকরূপা অর্থাৎ জ্ঞানরূপা, বলরূপা, ক্রিয়ারূপা।

টীকা—"মুনয়ঃ"—যে মুনিগণ কাল, স্বভাব প্রভৃতি জগৎকারণ বাদে দোষ দর্শন করিয়া জগৎ কারণাবধারণের জন্য ধ্যানযোগে আস্থাবান্ হইয়া অপরোক্ষ জ্ঞানাধিকারী হইয়াছিলেন তাঁহারা "দেবাত্মশক্তিম্"—দেবের অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের মায়ারূপ শক্তিকে, "স্বগুণৈঃ" আপনার আবরণ বিক্ষেপরূপ অথবা কার্য্যাত্মক স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপ গুণদ্বারা—"নিগূঢ়াম্"—নিরন্তর আবৃতরূপে "অবিদন্"- সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। "পরাস্য শক্তিঃ"—চিদাত্মার (ব্রহ্মের) সেই পরাশক্তি ইত্যাদি - "অস্য"—এই ব্রহ্মের "পরা"—উৎকৃষ্টা জগৎকারণভূতা শক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয় (বিবিধৈব শ্রূয়তে) এইরূপে বাক্য শেষ করিতে হইবে। ইহার বিবিধতা বর্ণন করিতেছেন সেই শক্তি কি প্রকার? ক্রিয়ারূপ জ্ঞানরূপ ও বলরূপ; ক্রিয়া ও জ্ঞান সর্ব্বজনবিদিত; বল ইচ্ছাশক্তির নাম, কেননা, ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তির ও ক্রিয়াশক্তির সহচারী—সহায়ক অর্থাৎ একসঙ্গে থাকে বলিয়া। ক্রিয়া প্রভৃতি শক্তিসমূহ হইয়াছে আত্মা বা স্বরূপ' যাহার এইরূপ যে পরমেশ্বর শক্তি তাহা ক্রিয়া-জ্ঞান-বলরূপ। ক্রিয়াশক্তি তমোগুণপ্রধান; জ্ঞানশক্তি সত্ত্বগুণপ্রধান, ইচ্ছাশক্তি রজোগুণপ্রধান। তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণ উভয়ই কার্য্যোৎপাদক; রজোগুণপ্রধান ইচ্ছাশক্তি স্বয়ং কার্য্যহীন কিন্তু তদুভয়ের সহকারী—এই হেতু তাহা বলরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যেমন পুত্রবান দুই ভ্রাতার পুত্রদিগকে অপুত্রক তৃতীয় ভ্রাতা ক্রীড়া করাইয়া থাকে। * বেদার্থজ্ঞ পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে শুনিয়া বিচার করিতেছেন—(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রারম্ভ "কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ" ইত্যাদি)—সেই ব্রহ্ম-কারণ কি প্রকার? তাহা কি 'কাল'—নিমেষাদি পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যয়ের উৎপাদক যাহা ভূত-ভবিষ্যদ্ বর্ত্তমানরূপে লোকসমাজে ব্যবহৃত হয়, অথবা 'স্বভাব'—সকল পদার্থের নিজ নিজ ভাব বা অসাধারণ কার্য্যকারিতা, যেমন অগ্নির দাহাদিকারিতা, জলের নিম্নদেশ গমনাদি, অথবা 'নিয়তি'—সকল পদার্থে আকারের ন্যায় অনুগত নিয়মন শক্তি, যেমন ঋতুকালেই নারীগণের গর্ভধারণ, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র বৃদ্ধি, কিম্বা পুণ্যাপুণ্যরূপ অবিষম নিয়ম বা অদৃষ্ট, অথবা 'যদৃচ্ছা'—কাকতালীয় ন্যায়ে সংযোগকারিণী এক প্রকার শক্তি, যেমন ঋতুমতী নারীগণের মধ্যে কাহারও কোন ঋতু বিশেষে গর্ভধারণ ইত্যাদি; অথবা "ভূতানি" পঞ্চভূত বা ভূতচতুষ্টয় যেমন তৈলবর্ত্তিকাগ্নিসংযোগে প্রদীপ অথবা পান সুপারি খদির ও চূর্ণের জীবিত ব্যক্তির মুখবিবরে সংযোগ দ্বারা উৎপাদিত রক্তিমা ও মদ; এইরূপে ভূতের সংযোগ—এইগুলির সংযোগই কি যোনি বা কারণ অথবা

* এস্থলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংস্কারাপন্নগণ ক্রিয়ারূপা শক্তিতে kinetic energy, বলরূপা শক্তিতে potential energy এবং জ্ঞানরূপা শক্তিতে (অধুনা অর্দ্ধাবিষ্কৃত) sentient energy-র ছায়া দেখিতে পাইবেন। এস্থলে ব্যাখ্যাত প্রাচ্যবিজ্ঞান কিন্তু ভিন্নরূপ।

অসঙ্গ উদাসীন চিদানন্দাত্মা কারণ ? এই ছয়টি পক্ষের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পক্ষের দুর্ব্বলতা-বশতঃ উত্তরোত্তর পক্ষের উৎপত্তি। 'যোনি'—কারণ, এই শব্দটির পূর্ব্বোক্ত ছয়টির সহিত সম্বন্ধ। প্রথম পক্ষ কাল বৈশেষিকাদি প্রসিদ্ধ পরমাণু প্রভৃতির কারণতা নিবারণ জন্য; অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি কারণ কাল ব্যতিরেকে কারণতা লাভ করিতে পারে না; সেই হেতু কল্পনাগৌরবাদি দোষ হেতু পরমাণু প্রভৃতি পক্ষসকল পরিত্যাগ করিয়া কালেরই কারণতা অঙ্গীকার করা কর্ত্তব্য। কালও বস্তুর স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া কারণ হইতে পারে না; এই হেতু পূর্ব্বের ন্যায় 'স্বভাবই' কারণ; এইটি দ্বিতীয় পক্ষ। স্বভাবও নিয়তি বিনা কারণ হইতে পারে না; সেই হেতু অন্বয়ব্যতিরেক যুক্তির অন্বেষণে নিয়তিই কারণ, এইটি তৃতীয় পক্ষ। আবার নিয়তিও অনৈকান্তিক—ব্যভিচার দোষদুষ্টা; এইহেতু যদৃচ্ছা; এইটি চতুর্থ পক্ষ; যাদৃচ্ছিকতা সত্ত্বেও ভূত বিনা পদার্থের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া পঞ্চভূত বা ভূতচতুষ্টয় পঞ্চম পক্ষ; আবার ভূতদ্বারা উৎপন্ন পদার্থের চৈতন্য ব্যতিরেকে উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া চেতন পুরুষই কারণ, এইটি ষষ্ঠ পক্ষ; "কিং কারণম্"—এই প্রশ্নের অন্তর্গত কারণ শব্দের অনুবৃত্তি ধরিলে, যোনি এই পক্ষটিকে ষষ্ঠ পক্ষ ধরিতে হইবে। যোনি শব্দে পৃথিবী অন্য ভূত নহে অথবা পুরুষস্বতন্ত্রা প্রকৃতি। ভূতসকলও কার্য্য যেহেতু মূর্ত্ত; সেই হেতু ভূতের কারণ প্রকৃতিকে মানিতেই হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। প্রকৃতিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভূতের ন্যায় অচেতন বলিয়া, চেতন পুরুষই কারণ ইহাই সপ্তম পক্ষ; কাল প্রভৃতি সাতটি বস্তুই ব্রহ্মশব্দের অর্থ হইতে পারে। যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু চিন্তা করিতে হইবে কি 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা উক্ত সাতটির একটিকে বুঝিতে হইবে অথবা 'অসৎ', 'অভাব', 'শূন্য' ইত্যাদিরূপ জগৎ-কারণবাদিগণের অভিমত একটিকে বুঝিতে হইবে। (শঙ্কা) ভাল, এস্থলে চিন্তার বিষয় কি? কাল প্রভৃতি সকলগুলির সম্বন্ধকেই কারণ বলা হউক না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—ইহাদিগের সংযোগও কারণ হইতে পারে না, কেননা যাহাদের সংযোগের কথা বলা হইতেছে, তাহাদের কয়েকটি নরবিষাণ সদৃশ একান্ত অসৎ; সেইহেতু তাহাদের সংযোগও অসৎ; সেই সংযোগ সৎ হইলেও লোষ্ট্রাদির ন্যায় অচেতন বলিয়া তাহা কারণ হইতে পারে না। সংযোগের কারণ না হইবার অপর হেতু এই যে চেতন আত্মবস্তু (জীব) রহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই—কাল হইতে পুরুষ বা জীব পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে তাহাদের সংযোগই কারণরূপে কল্পনীয় কিন্তু চেতন পুরুষ (বা জীব) থাকিতে কালাদির ন্যায় সংযোগও নিষ্প্রয়োজন। ভাল, তাহা হইলে পুরুষ বলিতে যে কর্ত্তা, ভোক্তা, চেতন আত্মাকে বুঝায়, তাহাই কারণ হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহাও কারণ হইতে পারে না, কেননা সে "অনীশঃ"। জগৎকারণ চেতন হউক বা অচেতন হউক যাহাই অঙ্গীকার কর না কেন, তাহাকে নিয়ন্তা বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু জীবরূপ আত্মা ঈশ্বর বা নিয়ন্তা নহে; সে আপনার নিজের অনুকূলবেদনীয়-রূপ সুখের এবং প্রতিকূলবেদনীয়রূপ দুঃখের হেতু ধর্ম্মাধর্ম্মাদির নিয়ন্তা নহে; এইহেতু স্বতন্ত্র চেতনকারণই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

নৈয়ায়িক বা বৈশেষিকগণ যে পরমাণুকে জগৎকারণ বলেন, তাঁহাদের সেই মতে,

অসম্ভবরূপ দোষ, কেননা নিরবয়ব জড় পরমাণুর সংযোগাদির দ্বারা জগন্নির্ম্মাণ অসম্ভব। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কালকে যে কারণ বলিয়া মানেন তাঁহাদের মতে অকারণতা প্রাপ্তিরূপ দোষ, কেননা কাল সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিলেও সকল কার্য্যের সর্ব্বদাই উৎপত্তি হয় না। লোকায়তিকগণ (চার্ব্বাকমতাবলম্বিগণ) স্বভাবকে যে কারণ বলেন, তাহাদের সেই মতে 'ব্যভিচার' দোষ, কেননা বীর্য্যাদির গর্ভাদিজনকতা স্বভাব বন্ধ্যাদিতে ভঙ্গ হয়, দেখা যায়। মীমাংসকগণ নিয়তিকে (অদৃষ্টকে) যে কারণ বলেন, তাঁহাদের মতে অন্বয় ব্যতিরেকের ব্যভিচার দোষ, কেননা অমুক কারণ হইতে অমুক কার্য্য হইবে, অমুক কারণ হইতে হইবে না, এইরূপ নিয়ম নাই। প্রত্যক্ষবাদী বা নিরীশ্বরগণ কাকতালীয় ন্যায়ের ন্যায়—'যদৃচ্ছা'কেই কারণ বলে; তাহাদের মতে অসম্ভবদোষ, কেননা পৃথিব্যাদি ভূতরূপ ধর্ম্মী বিনা কেবল যদৃচ্ছারূপ ধর্ম্মের কারণতা অসম্ভব। প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী (জগন্নিত্যত্ববাদী) বলে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতই জগৎকারণ; এই মতেও অসম্ভবতা দোষ, কেননা যবাদির ন্যায় জড় ও সাবয়ব ভূত সকল অন্য কারণের অপেক্ষা রাখে বলিয়া তাহাদের কারণতা অসম্ভব। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই কারণ; এই মতেও অসম্ভবতা দোষ; কেননা শকটের ন্যায় জড় প্রকৃতি চেতন দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যোগমতাবলম্বিগণ হিরণ্যগর্ভাদিরূপ অসঙ্গ পুরুষকে কারণ বলেন; তাঁহাদের মতে অযোগ্যতারূপ দোষ; কেননা অসঙ্গ ও নির্গুণ, সেইহেতু ব্যাপাররহিত পুরুষের কারণতা নাই। কেহ কেহ কালাদির সংযোগকেই কারণ বলে; তাহাদের মতে যে দুইটি দোষ আছে তাহা পূর্ব্বেই সূচিত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রতিবিম্বরূপ পরিণামী পুরুষকে বা জীবকে কারণ বলে, তাহাতে অযোগ্যতা দোষ, কেননা, জীবের সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিতে স্বতন্ত্রতা নাই। ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকগণ শুদ্ধ ব্রহ্মকেই কারণ বলেন, তাহাতে বিশেষণ ভঙ্গরূপ দোষ অর্থাৎ শুদ্ধ বা মায়াশক্তিরহিত ব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্ব মানিলে অসঙ্গতা নির্ব্বিকারতা ও নিরবয়বতার ভঙ্গ হয়।

অসৎকারণতা, অভাব কারণতা, শূন্যকারণতা বালভাষিতরূপ বলিয়া একান্ত উপেক্ষ্য; সেই হেতু মন্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। জগৎ অসৎকারণ বা নিষ্কারণ, এই মতে প্রত্যক্ষবিরোধ দোষ; কেননা ঘটাদি সকল কার্য্যেরই কারণ প্রত্যক্ষ হয়। অভাবই জগতের কারণ এই মতেও দৃষ্টবিরোধ দোষ, কেননা অভাব বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ; সেই অভাব হইতে ভাবরূপ জগতের উৎপত্তি কথন, দৃষ্টবিরোধ দোষদুষ্ট। শূন্যকারণতাবাদ ও অসম্ভবতা দোষদুষ্ট; কেননা আকাশে কুসুমোৎপত্তি, বিনাবীজে ধান্যোৎপত্তি অসম্ভব। এই হেতু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মই জগৎকারণ এই পক্ষ নির্দ্দোষ।

এই কারণে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই—বেদার্থজ্ঞ মুনিগণ শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের জগৎকারণতা পরোক্ষভাবে জানিয়া এবং তাহার সম্ভবতা নির্ণয় করিবার জন্য উক্তরূপে পূর্ব্বপক্ষসমূহে দোষদর্শন করিয়া শ্রুত্যনুগৃহীত বলিয়া সিদ্ধান্তরূপ, গুরুবেদোপদিষ্ট—কেবল ব্রহ্মে তদাকার চিত্তবৃত্তি প্রবাহরূপ ধ্যানের অনুষ্ঠান যোগশাস্ত্রবর্ণিত আসনাদি যোগাঙ্গের সাহায্যে করিতে করিতে, ব্রহ্মের মায়ারূপা শক্তির সাক্ষাৎকার করিলেন, দেখিলেন সেই শক্তি জ্ঞানবলক্রিয়াত্মিকা। ১৩

উক্ত বাক্যদ্বয় কোথাকার? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) উদ্ধৃত বাক্যদ্বয় শ্রুতিবচন; ব্রহ্মের মায়াশক্তি বিষয়ে বশিষ্ঠ সম্মতি।

ইতি বেদবচঃ প্রাহ বশিষ্ঠশ্চ তথাব্রবীৎ।
সর্ব্বশক্তি পরংব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ম্॥ ১৪
যয়োল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি॥

অন্বয়—ইতি বেদবচঃ প্রাহ; তথা বশিষ্ঠঃ চ অব্রবীৎ। পরং ব্রহ্ম নিত্যম্ আপূর্ণম্ অদ্বয়ম্ সর্ব্বশক্তি, যয়া শক্ত্যা উল্লসতি অসৌ প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি।

অনুবাদ—বেদবচন (অর্থাৎ শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ) এইরূপ বলিতেছেন এবং সেই কথা বশিষ্ঠও রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—যিনি পরমব্রহ্ম তিনি নিত্য পরিপূর্ণ, অদ্বয়, সর্ব্বশক্তিমান; তিনি যখন যে শক্তিদ্বারা উল্লসিত হন—বিকাশপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিবর্ত্তিত হন তখন তাঁহার সেই শক্তিই প্রকাশ পায়।

টীকা—মায়াশক্তি কেবল শ্রুতিতেই প্রসিদ্ধ এরূপ নহে; কিন্তু বাশিষ্ঠ-রামায়ণরূপ স্মৃতিতেও প্রসিদ্ধ—ইহাই বলিতেছেন,—"এবং সেই কথা বশিষ্ঠও রামচন্দ্রকে" ইত্যাদি। শ্রুতি যেমন বিচিত্রা মায়াশক্তির কথা বলিয়াছেন, বশিষ্ঠও সেইরূপ বলিয়াছেন—অর্থাৎ বাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎপত্তিপ্রকরণে ১০০তম অধ্যায়ে,—পঞ্চমাদি শ্লোকে। বাশিষ্ঠ রামায়ণের—সেই মায়াপ্রতিপাদক শ্লোকগুলি হইতে কিছু কিছু* পাঠ করিতেছেন—"যিনি পরমব্রহ্ম তিনি নিত্য পরিপূর্ণ অদ্বয় ইত্যাদি।" "নিত্য, পরিপূর্ণ ও অদ্বয়"—ইহার দ্বারা ব্রহ্মের পারমার্থিক রূপ কথিত হইল এবং "সর্ব্বশক্তি" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা তাঁহার সোপাধিক রূপ কথিত হইল। রামায়ণ টীকাকার বলেন—সর্ব্বজগৎ কারণতাও অজ্ঞাত ব্রহ্মেরই, জ্ঞাত ব্রহ্মের নহে; এই অভিপ্রায়ে অজ্ঞাত ব্রহ্মেরই সর্ব্বশক্তিশালিতা উপপাদন করিতেছেন—'সর্ব্বশক্তি' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা। "প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি"—কার্য্যকালে প্রকটিত হয়। ১৪, ১৫

এক্ষণে ভগবান বশিষ্ঠ সার্দ্ধশ্লোকে সেই অভিব্যক্তিরই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

চিচ্ছক্তির্ব্রহ্মণো রাম শরীরেষূপলভ্যতে।
স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্ঢ্যশক্তিস্তথোপলে।
দ্রবশক্তিস্তথাম্ভঃসু দাহশক্তিস্তথানলে॥ ১৬

অন্বয়—হে রাম, শরীরেষু ব্রহ্মণঃ চিচ্ছক্তিঃ উপলভ্যতে; চ বাতেষু স্পন্দশক্তিঃ তথা উপলে দার্ঢ্যশক্তিঃ তথা অম্ভঃসু দ্রবশক্তিঃ, তথা অনলে দাহশক্তিঃ।

অনুবাদ—হে রাম, জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ ভূতশরীরে কিম্বা দেবতির্য্যঙ্-মনুষ্যাদি শরীরে ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তি অনুভূত হয়; বায়ুতে তাঁহার স্পন্দনশক্তি;

* সে স্থলের ৬ষ্ঠ শ্লোকটি এই—"সর্ব্বশক্তির্হি ভগবান্ যৈব তস্মৈ হি রোচতে। শক্তিস্তামেব বিততাং প্রকাশয়তি সর্ব্বগঃ"—ভগবান্ সর্ব্বশক্তি; যে শক্তিতে তাঁহার রুচি হয় সর্ব্বত্র বিদ্যমান তিনি সেই শক্তিরই বিস্তৃতভাবে (সকলের নিকট) প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পাষাণে তাঁহার দৃঢ়তা শক্তি; জলে (পিণ্ডরচনার হেতু) দ্রবশক্তি, এবং অগ্নিতে দাহিকা শক্তি দৃষ্ট হয়।

টীকা—হে রাম, দেবমনুষ্যাদি শরীরে চেতন বলিয়া ব্যবহারের হেতু ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তি দৃষ্ট হয়, বায়ুতে স্পন্দশক্তি ;—বা চলনের হেতুরূপ শক্তি, "প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি"—প্রকাশ পায়। এইরূপ শক্তি দ্বারা অপ্রকট অবস্থাতেও জগতের সত্তা ব্রহ্মে প্রদর্শিত হইতেছে। সূক্ষ্মতত্ত্ব এই—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক ভেদে প্রলয় চারি প্রকার। দীপশিখার ন্যায় প্রতিক্ষণ সকল পদার্থের উৎপত্তির পরেই যে নাশ তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে অথবা সুষুপ্তিতে সকল পদার্থের অবিদ্যায় যে লয় হয়, তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে। আর (চতুর্যুগ সমষ্টিরূপ) মহাযুগ সহস্র পরিমিত ব্রহ্মদেবতার দিনের ক্ষয় হইলে যে উক্ত সহস্র মহাযুগ পরিমিত রাত্রি উপস্থিত হয়, সেই নিমিত্ত বশতঃ সকল প্রাণিশরীর সহিত তিন লোকের যে নাশ হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। ব্রহ্মার শতবর্ষে পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব আপনার উপাদান প্রকৃতিতে যে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রাকৃতিক প্রলয়। আর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কারণ সহিত সর্ব্ব-প্রপঞ্চের যে বাধা তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় বা আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলে। প্রথম তিন প্রকার প্রলয়ে, উপাদান সহিত কার্য্যের অভাব হয় না, কিন্তু উপাদানে কার্য্য সংস্কাররূপে থাকিয়া যায় আবার কালান্তরে তাহার উৎপত্তি হয়। এই হেতু অজ্ঞান দৃষ্টিতে জগৎ অপ্রকট অবস্থায় বা প্রকট অবস্থায় সদাই বিদ্যমান। চতুর্থ প্রকার প্রলয়ে উপাদান সহিত কার্য্যের যে নাশ হয়, তাহার পুনরুৎপত্তি হয় না। এই হেতু জ্ঞানদৃষ্টিতে জগতের প্রকট দশা বা অপ্রকট দশারূপ কোন সত্তাই নাই কিন্তু কারণ সহিত তিন কালেই অত্যন্তাভাব। ১৬।

শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্বিনাশিনি।
যথাণ্ডেঽন্তর্মহাসর্পো জগদস্তি তথাত্মনি॥ ১৭

অন্বয়—তথা আকাশে শূন্যশক্তিঃ বিনাশিনি নাশশক্তিঃ যথা অণ্ডে অন্তঃ মহাসর্পঃ তথা আত্মনি জগৎ অস্তি।

অনুবাদ—সেই প্রকার আকাশে ব্রহ্মের শূন্যশক্তি দৃষ্ট হয়; বিনাশিবস্তুতে নাশশক্তি দৃষ্ট হয়; যেমন অণ্ডের অভ্যন্তরে মহাসর্প থাকে, সেইরূপ (অজ্ঞান দৃষ্টিতে) পরমাত্মায় জগৎ সংস্কাররূপে অপ্রকটাবস্থায় থাকে।

টীকা—আচার্য্য পীতাম্বর আকাশের শূন্যশক্তি শব্দে বুঝিয়াছেন যাহা পৃথিবী প্রভৃতি জগতের অভাব প্রতীতির হেতু। রামায়ণ টীকাকার বুঝিয়াছেন আকাশের যে শক্তি সকল বস্তুকে অনাবৃত করিয়া রাখে তাহাই শূন্যশক্তি; তাহার অনাবরকতা দ্বারা সর্ব্বাবরকত্তার অনুমান হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকট জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন অণ্ডের অভ্যন্তরে" ইত্যাদি *। ১৭

* এই দৃষ্টান্তটি বাশিষ্ঠ রামায়ণের (উ-প্র) শততম অধ্যায়ে নাই। বস্তুতঃ পরবর্ত্তী ১৮শ শ্লোকে বীজে বৃক্ষস্থিতির উপমা দ্বারা এই দৃষ্টান্তটি নিষ্প্রয়োজন হইয়া গিয়াছে।

বিচিত্ররূপ সেই জগতের ব্রহ্মে অস্তিত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবীটপমূলবান্।
ননু বীজে যথা বৃক্ষস্তথেদং ব্রহ্মণি স্থিতম্॥ ১৮

অন্বয়—যথা ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবিটপমূলবান্ বৃক্ষঃ ননু বীজে, তথা ইদম্ ব্রহ্মণি স্থিতম্। (বা, রা, ১০০।১১)

অনুবাদ ও টীকা—ফল, পত্র, লতা (কোমল শাখা), পুষ্প, নবাঙ্কুরিত শাখা এবং মূলসম্বলিত বৃক্ষ যেমন বীজেই বাস করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, সেইরূপ এই বিচিত্র জগৎ ব্রহ্মেই বিদ্যমান। ১৮

ভাল, একই কালে সকল শক্তির অভিব্যক্তি কেন না হয়? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

ক্বচিৎ কাশ্চিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদুদ্যন্তি শক্তয়ঃ।
দেশকালবিচিত্রত্বাৎ ক্ষ্মাতলাদিব শালয়ঃ॥ ১৯

অন্বয়—দেশকালবিচিত্রত্বাৎ ক্বচিৎ চ কদাচিৎ কাশ্চিৎ শক্তয়ঃ তস্মাৎ উদ্যন্তি ক্ষ্মাতলাৎ শালয়ঃ ইব।

অনুবাদ—দেশ এবং কালের বিচিত্রতা হেতু, কোনও স্থানে কোনও কালে কোনও শক্তি সেই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হয়, যেমন ভূতল হইতে কোনও দেশে কোনও কালে কোন কোন প্রকার ধান্য উৎপন্ন হয়।

টীকা—"ক্বচিৎ"—দেশ বিশেষে, "কদাচিৎ"—কালবিশেষে, "কাশ্চিৎ"—কোনও কোনও শক্তি প্রভৃতি। সেই শক্তিসকল যে একই দেশে একই কালে আবির্ভূত হয় না তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"যেমন ভূতল হইতে" ইত্যাদি। যেমন ভূমিতে অবস্থিত সকল অর্থাৎ অনেক প্রকার বীজের মধ্যে দেশ বিশেষে কাল বিশেষে কোনও কোনও প্রকার বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, সকল বীজের নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের আশ্রিত মায়াশক্তির অন্তর্গত তদংশভূত যে অনন্ত শক্তি তাহাই দেশভেদে কালভেদে উদিত হয়, এবং কার্য্যলিঙ্গক অনুমান দ্বারা বিদিত হওয়া যায়। ১৯

এক্ষণে জগৎ যে কল্পনামাত্ররূপ ইহা দেখাইবার জন্য সেই জগৎকল্পনাকারী মনের রূপ প্রথমে দেখাইতেছেন :—(বা, রা ; উ প্র, ১০০।১৪-১৫)

স আত্মা সর্ব্বগো রাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ।
যন্মনাঙ্‌ মননীশক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে॥ ২০

অন্বয়—হে রাম, সর্ব্বগঃ নিত্যোদিতমহাবপুঃ সঃ আত্মা যৎ মনাক্ মননীশক্তিম্ ধত্তে তৎ মনঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—হে রাম, সেই সর্ব্বব্যাপী নিত্য প্রকাশমান, সর্ব্বপরিচ্ছেদ-শূন্যস্বরূপ আত্মা যখন (মায়াপ্রভাবে) ঈষৎ মননীশক্তি ধারণ করেন, তখন তিনি মন নামে অভিহিত হন।

টীকা—"নিত্যোদিমহাবপুঃ"—'নিত্যোদিত'—সদাপ্রকাশমান, 'মহৎ'—দেশকালাদি পরিচ্ছেদশূন্য; 'বপুঃ'—শরীর যাহার, এইরূপ যে আত্মা, তিনি, "যৎ"—যদা, যে সময়ে, 'মনাক্' ঈষৎ, 'মননীম্'—আপনাকে ও অন্যকে বুঝাইতে সমর্থ—'শক্তিম'—মায়াব পরিণামরূপ মননী-শক্তিকে, "ধত্তে"—ধারণ করেন, "তৎ"—তদা তখন, "মনঃ উচ্যতে"—মন এই নামে অভিহিত হন। রামায়ণ টীকাকার বলেন মায়াশক্তিকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া দেখিলে সেই ব্রহ্মই ভ্রান্তি বশতঃ মন প্রভৃতি নামে অভিহিত হন, মন অন্য কিছুই নহে। ২০

এক্ষণে জগৎ কল্পনার প্রকার দেখাইতেছেন :—(বা, বা, উ-প্র ১০০।৪৩)

(৬) জগতের কল্পিততা বিষয়ে বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত ধাত্রী উপাখ্যান।

আদৌ মনস্তদনু বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী,
পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা।
ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা-
মাখ্যায়িকা সুভগ বালজনোদিতেব॥ ২১

অন্বয়—হে সুভগ, আদৌ মনঃ তদনু বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী পশ্চাৎ ভুবনাভিধানা প্রপঞ্চরচনা, ইত্যাদিকা ইয়ম্ স্থিতিঃ প্রতিষ্ঠাম্ হি গতা সুভগ বালজনোদিতা আখ্যায়িকা ইব।

অনুবাদ—হে সুভগ (রাজকুমার) রাম, প্রথমে মন উৎপন্ন হয়, তদনন্তর বন্ধমোক্ষের দৃষ্টি বা কল্পনা হয়; তদনন্তর চতুর্দ্দশ ভুবন নামক প্রপঞ্চ রচনা হয়। এই প্রকারে জগতের স্থিতি বা বন্ধনিয়ম দৃঢ়মূলতা লাভ করিয়াছে, যেমন বালকদিগের জন্য ধাত্রীকথিত আখ্যায়িকা প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবতাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিল!

টীকা—"আদৌ"—প্রথমে, "মনঃ"—মননশক্তির উল্লাস বা প্রকটন দ্বারা মন উৎপন্ন হয়; "তদনু"—তদনন্তর "বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টি"—বন্ধ ও বিমোক্ষের কল্পনা জন্মে; "পশ্চাৎ"—অনন্তর, বন্ধদৃষ্টিতেই, "ভুবনাভিধানা"—(চতুর্দ্দশ) ভুবন ইহাই অভিধান—নাম—যাহার তদ্রূপ "প্রপঞ্চ-রচনা"—গিরি-নগরী-নদী সমুদ্রাদি প্রপঞ্চের কল্পনা হয়; "ইত্যাদিকা"—এই প্রকারের, "ইয়ম্ (জগতঃ) স্থিতিঃ"—জগতের এই বন্ধনিয়ম "প্রতিষ্ঠাম্ গতা"—দৃঢ়মূলতা অর্থাৎ বাস্তবতা প্রত্যয় লাভ করিয়াছে। এস্থলে মনঃ শব্দ দ্বারা সমষ্টিমনরূপ হিরণ্যগর্ভকেই বুঝিতে হইবে; তিনিই প্রথমে উৎপন্ন হন, পরে বন্ধ ও মোক্ষের প্রতীতি হয়; পরে বন্ধপ্রতীতির বিষয় প্রপঞ্চরূপ বন্ধনের রচনা হয়, যে বন্ধের অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া মোক্ষপ্রতীতির বিষয় যে মোক্ষ তাহার কল্পনা অর্থাৎ সিদ্ধি হয়। 'ইত্যাদিকা'—এস্থলে আদি শব্দ দ্বারা জগতের অন্তর্গত অনেক কল্পনা হয় বুঝিতে হইবে। কল্পিত প্রপঞ্চের বাস্তবতার প্রতীতি বিষয়ে

দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—"বালজনোদিতা আখ্যায়িকা ইব"—যেমন বালকদিগকে বুঝাইবার জন্য ধাত্রী-কথিত আখ্যায়িকা বা কথা, তাহাদের বাস্তবতাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই প্রকার এই জগৎ বাস্তবতাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যেমন ধাত্রী মিথ্যাত্বের অভিসন্ধি লইয়া সত্যতা-রোপ দ্বারা রচিত গল্প বালকদিগকে বলিয়াছিল এবং তাহা বালকবুদ্ধিতে সত্যতার প্রতীতি উৎপাদন করিয়াছিল, সেই প্রকার বিদ্বৎসম্মতা শ্রুতি মিথ্যাত্বের অভিসন্ধি লইয়া সত্যতারোপ দ্বারা যে জগৎ বর্ণন করিয়াছেন তাহা অজ্ঞানীর বুদ্ধিতে সত্যের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ কিছুই নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ২১

বাসিষ্ঠ রামায়ণের (উৎপত্তিপ্রকরণ ১০১ অধ্যায়স্থিত) সেই আখ্যায়িকা বলিতেছেন :—

বালস্য হি বিনোদায় ধাত্রী বক্তি শুভাং কথাম্।
ক্বচিৎ সন্তি মহাবাহো রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ॥ ২২

অন্বয়—হে মহাবাহো (রামায়ণের পাঠ 'মহাত্মানঃ') বালস্য বিনোদায় ধাত্রী শুভাম্ কথাম্ বক্তি ; ক্বচিৎ ত্রয়ঃ শুভাঃ রাজপুত্রাঃ সন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—হে মহাবাহো রাম, (আপনার রক্ষিত) বালকের বিনোদন জন্য ধাত্রী এই মনোরঞ্জক আখ্যায়িকা বলিতেছে—এক দেশে তিনটি সুন্দর রাজপুত্র আছে। ২২

দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্তু গর্ভ এব ন চ স্থিতঃ।
বসন্তি তে ধর্ম্মযুক্তা অত্যন্তাসতি পত্তনে॥ ২৩

অন্বয়—দ্বৌ ন জাতৌ, তথা একঃ তু গর্ভে এব চ স্থিতঃ ন," তে ধর্ম্মযুক্তাঃ অত্যন্তাসতি পত্তনে বসন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—তন্মধ্যে দুইটি ভূমিষ্ঠ হয় নাই, অপরটি গর্ভেই উপস্থিত হয় নাই। সেই তিনটি ধার্ম্মিক রাজপুত্র অত্যতাসন্নগরে বাস করে।

স্বকীয়াচ্ছূন্যনগরান্নির্গত্য বিমলাশয়াঃ।
গচ্ছন্তো গগনে বৃক্ষান্ দদৃশুঃ ফলশালিনঃ॥ ২৪

অন্বয়—বিমলাশয়াঃ (তে রাজপুত্রাঃ) স্বকীয়াৎ শূন্যনগরাৎ নির্গত্য গচ্ছন্তঃ গগনে ফলশালিনঃ বৃক্ষান্ দদৃশুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—বিমলমতি সেই রাজপুত্রগণ আপনাদের শূন্য নগর হইতে বহির্গত হইয়া আকাশে ফলশালী বৃক্ষরাজি দর্শন করিলেন।

ভবিষ্যন্নগরে তত্র রাজপুত্রাস্ত্রয়োঽপি তে।
সুখমদ্য স্থিতাঃ পুত্র মৃগয়াব্যবহারিণঃ॥ ২৫

অন্বয়—হে পুত্র, তে ত্রয়ঃ অপি রাজপুত্রাঃ অদ্য মৃগয়াব্যবহারিণঃ তত্র ভবিষ্যন্নগরে সুখম্ স্থিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—হে বৎস, ভবিষ্যন্নগরে (যে নগর আজও হয় নাই) তথায় সেই তিন রাজপুত্র (শশশৃঙ্গ নির্মিত কার্ম্মুকধারী) মৃগয়াজীবী হইয়া আজও সুখে নিশ্বাস করিতেছেন।

ধাত্র্যেতি কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা শুভা।
নিশ্চয়ং স যযৌ বালো নির্ব্বিচারণয়া ধিয়া॥ ২৬

অন্বয়—হে রাম, ইতি ধাত্র্যা শুভা বালকাখ্যায়িকা কথিতা; সঃ বালঃ নির্ব্বিচারণয়া ধিয়া নিশ্চয়ম্ যযৌ।

অনুবাদ ও টীকা—হে রাম, ধাত্রী এই সুন্দর আখ্যায়িকা বালককে বলিয়াছিল; আর বালকও নির্ব্বিচার বুদ্ধিতে সেই আখ্যায়িকাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। ২৬

(চ) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা।

ইয়ং সংসাররচনা বিচারোজ্ঝিতচেতসাম্।
বালকাখ্যায়িকেবেথমবস্থিতিমুপাগতা॥ ২৭

অন্বয়—ইত্থম্ ইয়ম্ সংসাররচনা বিচারোজ্ঝিতচেতসাম্ বালকাখ্যায়িকা ইব অবস্থিতিম্ উপাগতা।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে এই সংসাররচনা বিচারাবহীনচিত্ত মানবগণের নিকট, বালকদিগের জন্য রচিত উক্ত আখ্যায়িকার ন্যায়, প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ চিত্তে দৃঢ় স্থিতি লাভ করিয়াছে। ২৭

বাসিষ্ঠ রামায়ণোক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন:—

(ছ) বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত অর্থের উপসংহার: মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা প্রতিপাদন প্রতিজ্ঞা।

ইত্যাদিভিরুপাখ্যানৈর্মায়াশক্তেশ্চ বিস্তরম্।
বসিষ্ঠঃ কথয়ামাস সৈব শক্তির্নিরূপ্যতে॥ ২৮

অন্বয়—ইত্যাদিভিঃ উপাখ্যানৈঃ মায়াশক্তেঃ চ বিস্তরম্ বসিষ্ঠঃ কথয়ামাস। সা এব শক্তিঃ নিরূপ্যতে।

অনুবাদ—এই প্রকার অনেক উপাখ্যান দ্বারা বসিষ্ঠ মায়াশক্তির বিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। সেই শক্তিরই এস্থলে নিরূপণ করা হইতেছে।

টীকা—এই প্রকারে মায়াশক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া মায়াশক্তির অনির্ব্বচনীয়তা বর্ণন করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন:—"সেই শক্তিরই এস্থলে নিরূপণ করা যাইতেছে।" ২৮

(জ) মায়া জগদ্রূপ কার্য্য এবং ব্রহ্মরূপ আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ ; দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন।

কার্য্যাদাশ্রয়তশ্চৈষা ভবেচ্ছক্তির্বিলক্ষণা।
স্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্যমানৌ শক্তিস্তত্রানুমীয়তে॥ ২৯

অন্বয়—এষা শক্তিঃ কার্য্যাৎ চ আশ্রয়তঃ বিলক্ষণা ভবেৎ ; স্ফোটাঙ্গারৌ দৃশ্যমানৌ তত্র শক্তিঃ অনুমীয়তে।

অনুবাদ—এই মায়াশক্তি আপন কার্য্য ও আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ; (কার্য্যরূপ) স্ফোট (ফোস্কা) এবং (আশ্রয়রূপ) অঙ্গার এই দুইটি প্রত্যক্ষ হয় কিন্তু শক্তিকে তদুভয় দ্বারা অনুমান করিয়া জানিতে হয়, (এই হেতু শক্তি পৃথক্)।

টীকা—"এষা"—এই মায়াশক্তি, "কার্য্যাৎ"—নিজের কার্য্যস্বরূপ জগৎ হইতে, "আশ্রয়তঃ"—আপনার আশ্রয় ব্রহ্ম হইতে, "বিলক্ষণা (ভবেৎ)"—বিপরীত স্বভাববিশিষ্টা হইতেছেন। মায়াশক্তি আপনার কার্য্য হইতে ও আশ্রয় হইতে যে বিলক্ষণ তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—"(কার্য্যরূপ) স্ফোট" ইত্যাদি দ্বারা। অগ্নিগত শক্তির কার্য্যরূপ স্ফোট (ফোস্কা) এবং আশ্রয়রূপ অঙ্গার, এই দুইটিকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায়, "শক্তিঃ তু"—কিন্তু শক্তিকে কার্য্যলিঙ্গক অনুমান দ্বারা জানিতে পারা যায় ; এই হেতু তাহা কার্য্য ও আশ্রয় হইতে ভিন্ন। ২৯

অগ্নির শক্তিবিষয়ে যে নিয়ম আবিষ্কৃত হইল, মৃত্তিকার শক্তিবিষয়ে সেই নিয়মের প্রয়োগ করিতেছেন :—

(ঝ) মৃত্তিকার শক্তিতে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কৃত নিয়মের যোজনা।

পৃথুবুধ্নোদরাকারো ঘটঃ কার্য্যোঽত্র মৃত্তিকা।
শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈর্যুক্তা শক্তিস্ত্বতদ্বিধা॥ ৩০

অন্বয়—পৃথুবুধ্নোদরাকারঃ ঘটঃ কার্য্যঃ ; শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈঃ যুক্তা মৃত্তিকা ; অত্র শক্তিঃ তু অতদ্বিধা।

অনুবাদ—স্থূল বর্ত্তুলোদরাকার বিশিষ্ট ঘট মায়াশক্তির কার্য্য এবং শব্দাদি পঞ্চগুণযুক্ত মৃত্তিকা আশ্রয় ; এতদুভয়ে শক্তি কিন্তু তদ্রূপ নহে।

টীকা—"পৃথুবুধ্নোদরাকারঃ"—স্থূল এবং বর্ত্তুল বা গোল উদর যাহার তাহা 'পৃথুবুধ্নোদর', সেই প্রকার আকার যাহার তাহা 'পৃথুবুধ্নোদরাকার' ; এইরূপ যে ঘট তাহা কার্য্য। আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নামক পঞ্চগুণযুক্তা যে মৃত্তিকা, তাহা আশ্রয়। "শক্তিঃ তু অতদ্বিধা"—শক্তি কিন্তু তদুভয় হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ শক্তি যেহেতু স্থূল বর্ত্তুলাকার উদরবিশিষ্ট নহে, সেইহেতু ঘটরূপ কার্য্য হইতে বিলক্ষণ ; আর শব্দাদি গুণযুক্ত নহে, সেইহেতু মৃত্তিকারূপ আধার হইতে বিলক্ষণ ; এই কারণে অনির্ব্বচনীয়। ৩০

ঘটরূপ কার্য্য এবং মৃত্তিকারূপ আশ্রয় হইতে শক্তির বিলক্ষণ ভাব বর্ণন করিতেছেন :—

(ঞ) মৃত্তিকার শক্তিতে (ঘটরূপ) কার্য্যের এবং (মৃত্তিকারূপ) আশ্রয়ের রূপগুণাদির অভাব বলিয়া বিলক্ষণতা এবং শক্তির অনির্ব্বচনীয়তা।

ন পৃথ্বাদির্ন শব্দাদিঃ শক্তাবস্তু যথা তথা।
অতএব হ্যচিন্ত্যৈষা ন নির্ব্বচনমর্হতি॥ ৩১

অন্বয়—শক্তৌ পৃথ্বাদিঃ ন, শব্দাদিঃ ন, যথা তথা অস্তু; অতঃ এব হি এষা অচিন্ত্যা, নির্ব্বচনম্ ন অর্হতি।

অনুবাদ—মৃত্তিকার শক্তিতে স্থূল বর্ত্তুলাদি রূপ নাই এবং শব্দাদি গুণও নাই; সেই শক্তির যেরূপ স্বভাব তাহাই আছে; এই কারণেই এই শক্তি অচিন্ত্যা, তাহা নির্ব্বচনের অর্থাৎ ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া কোনরূপে নির্দ্দেশযোগ্য নহে।

টীকা—শক্তিতে স্থূল বর্ত্তুলত্বাদিরূপ কার্য্যধর্ম্ম নাই; এবং শব্দাদিরূপ আশ্রয়ধর্ম্মও নাই; এইহেতু শক্তি উভয় হইতে বিলক্ষণ, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে সেই শক্তি কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন ; "সেই শক্তির যেরূপ স্বভাব তাহাই আছে"। "যেরূপ স্বভাব তাহাই"—এইরূপে কথিত অর্থ স্পষ্ট করিতেছেন—যেহেতু কার্য্য হইতে এবং আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ,—সেইহেতু এই শক্তিকে চিন্তার বিষয় করা অসাধ্য। ভাল, তাহা হইলে সেই অচিন্ত্যতাই সেই শক্তির স্বরূপ হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—"তাহা নির্ব্বচনের যোগ্য নহে"—সেই শক্তি ভেদরূপে বা অভেদরূপে বা 'অচিন্ত্য' প্রভৃতি বাক্য দ্বারা কোনওরূপে নির্ব্বচন যোগ্য বা বচনপ্রকাশ্য নহে, ইহাই অর্থ। ৩১

ভাল, ঘটরূপ কার্য্যের (উপাদান) কারণ মৃত্তিকার স্বরূপ হইতে ভিন্ন শক্তি যদি থাকে, তাহা হইলে মৃত্তিকারূপ কারণের স্বরূপের ন্যায় তাহা কেন প্রকাশিত বা প্রকট থাকে না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ট) কার্য্যের পূর্ব্বে শক্তি নিগূঢ়, কার্য্যরূপেই প্রকট।

কার্য্যোৎপত্তেঃ পুরা শক্তির্নিগূঢ়া মৃদ্যবস্থিতা।
কুলালাদি সহায়েন বিকারাকারতাং ব্রজেৎ॥ ৩২

অন্বয়—শক্তিঃ কার্য্যোৎপত্তেঃ পুরা মৃদি নিগূঢ়া অবস্থিতা কুলালাদিসহায়েন বিকারাকারতাম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—শক্তি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকায় নিগূঢ় হইয়া থাকে, পরে কুম্ভকার প্রভৃতির সহায়তায় ঘটাদি বিকারের আকার প্রাপ্ত হয়।

টীকা—"শক্তিঃ"—যেমন মৃত্তিকার শক্তি, "কর্য্যোৎপত্তেঃ পুরা"—ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে, "মৃদি নিগূঢ়া অবতিষ্ঠতে"—মৃত্তিকায় নিগূঢ়া বা প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে,—এই হেতু প্রকাশ পায় না। ভাল, নিগূঢ় হইয়া থাকিলেও কার্য্যোৎপত্তির পরেও, সেই শক্তি প্রকটভাব প্রাপ্ত হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—দুগ্ধে যেমন নবনীত প্রচ্ছন্ন থাকে, পরে মন্থনাদি দ্বারা প্রকটভাব প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মৃত্তিকায় নিগূঢ় শক্তি কুম্ভকারাদির

ব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয় "পরে কুম্ভকার প্রভৃতির সহায়তায়" ইত্যাদি। এস্থলে 'প্রভৃতি' শব্দ দ্বারা দণ্ড চক্র ইত্যাদিকে বুঝিতে হইবে। ৩২

৩। শক্তির কার্য্যের অনির্ব্বচনীয়তা নিরূপণ।

ভাল, ঘটরূপ শক্তিকার্য্য মৃত্তিকারূপ উপাদান কারণ হইতে ভিন্ন হইয়া থাকিলেও সেই কার্য্য-কারণের ভেদ কেন প্রতীত হয় না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ভেদপ্রতীতি হেতু যে বিকারাভাব তাহারই বলে কার্য্য-কারণের ভেদপ্রতীতি হয় না :—

(ক) বিচারাভাব বশতঃ স্থূলবর্ত্তুলোদরাদিরূপ কার্য্য এবং মৃত্তিকারূপ উপাদানকারণকে অভিন্ন ভাবিলে ঘটপ্রতীতি।

পৃথুত্বাদিবিকারান্তং স্পর্শাদিং চাপি মৃত্তিকাম্।
একীকৃত্য ঘটং প্রাহুর্বিচারবিকলা জনাঃ॥ ৩৩

অন্বয়—বিচারবিকলাঃ জনাঃ পৃথুত্বাদিবিকারান্তম্ ০ স্পর্শাদিম্ মৃত্তিকাম্ অপি একীকৃত্য ঘটম্ প্রাহুঃ।

অনুবাদ—বিচারবিহীন লোকে সেই স্থূলত্ব বর্ত্তুলত্বাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিকার পর্য্যন্ত কার্য্যকে এবং স্পর্শাদিরূপ মৃত্তিকাকে এক করিয়া 'ঘট' বলিয়া থাকে।

টীকা—যে ব্যক্তি অবিবেকী সেই "পৃথুবুধ্নত্বাদিবিকারান্তম"—স্থূল বর্ত্তুলত্বাদি সমস্ত বিকাররূপ কার্য্যকে এবং শব্দস্পর্শাদিগুণক কারণস্বরূপ মৃত্তিকাকে অবিচার বশতঃ "একীকৃত্য"—একটির মত করিয়া—"ঘট" এইরূপ বলে। ৩৩

পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত 'ঘট'-নাম ব্যবহার, বিচারাভাবরূপ কারণজনিত, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থের সমর্থন।

কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্ব্বো যাবানংশঃ স নো ঘটঃ।
পশ্চাত্তু পৃথুবুধ্নাদিসত্ত্বে যুক্তা হি কুম্ভতা॥ ৩৪

অন্বয়—কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্ব্বঃ যাবান্ অংশঃ সঃ ঘটঃ নো, পশ্চাৎ পৃথুবুধ্নাদিসত্ত্বে তু কুম্ভতা যুক্তা হি।

অনুবাদ—কুম্ভকারের ব্যাপারের পূর্ব্বে যে সকল অংশ থাকে, তাহা ত' ঘট নহে ; পরে (কুম্ভকারের ব্যাপার দ্বারা) স্থূল বর্ত্তুলত্বাদি অর্থবিশিষ্ট হইলে তাহাতে 'ঘট'শব্দের ব্যবহার উচিত হয়।

টীকা—কুম্ভকারের ব্যাপারের পূর্ব্বে যে মৃত্তিকাংশ অ-ঘটরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহাকেই ঘটরূপে ব্যবহার করায়, সেই ব্যবহার অবিচারমূলক, ইহাই অভিপ্রায়। তাহা হইলে সেই ঘটত্ব কাহার ! তদুত্তরে বলিতেছেন—"পরে (কুম্ভকারের ব্যাপার দ্বারা)" ইত্যাদি। কুম্ভকারের ব্যাপারের পর স্থূল বর্ত্তুলোদররূপ আকারেরই ঘটশব্দবাচ্য হওয়া উচিত, কেননা সেই আকারের উৎপত্তির পরেই ঘটশব্দের উচ্চারণরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৪

ভাল, যে ঘট পরমার্থিক অর্থাৎ বাস্তব, তাহাকে অনির্ব্বচনীয় শক্তির কার্য্য বলা অন্যায়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে ঘটের পারমার্থিকতা বা বাস্তবতা অসিদ্ধ :—

(গ) ঘটের বাস্তবতা অসিদ্ধ।

স ঘটো ন মৃদো ভিন্নো বিয়োগে সত্যনীক্ষণাৎ।
নাপ্যভিন্নঃ পুরা পিণ্ডদশায়ামনবেক্ষণাৎ ॥ ৩৫

অন্বয়—সঃ ঘটঃ মৃদঃ ভিন্নঃ ন, বিয়োগে সতি অনীক্ষণাৎ অভিন্নঃ অপি ন, পুরা পিণ্ডদশায়াম্ অনবেক্ষণাৎ।

অনুবাদ—সেই ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, কেননা মৃত্তিকা হইতে পৃথক্কৃত ঘট দেখিতে পাওয়া যায় না; আবার সেই ঘট মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ মৃত্তিকারূপও নহে, কেননা পূর্ব্বের পিণ্ডদশায় সেই ঘটকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

টীকা—যাহাকে ঘট বলা হয় তাহাকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখান অসম্ভব, সেইহেতু তাহা মৃত্তিকা হইতে ভেদ পাইতে পারে না আবার ঘট মৃত্তিকারূপও নহে কেননা মৃত্তিকার পিণ্ডাবস্থায় ঘট প্রতীয়মান হয় না। ৩৫

(ঘ) শক্তির ন্যায় ঘটের অনির্ব্বচনীয়তা; তাহা হইতে সিদ্ধান্তনির্ণয় ও তাহার হেতু।

অতোহনির্ব্বচনীয়োহয়ং শক্তিবত্তেন শক্তিজঃ।
অব্যক্তত্বে শক্তিরুক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভৃৎ ॥ ৩৬

অন্বয়—অতঃ শক্তিবৎ অয়ম্ অনির্ব্বচনীয়ঃ, তেন শক্তিজঃ অব্যক্তত্বে শক্তিঃ উক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভৃৎ।

অনুবাদ—এই হেতু শক্তির ন্যায় শক্তিজনিত বস্তুও অনির্ব্বচনীয় (কারণ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নির্ণয় করা অসাধ্য); সেই কারণে শক্তিজ পদার্থ অব্যক্তাবস্থায় শক্তি নামে অভিহিত হয়; ব্যক্ত হইলে তাহা ঘটাদি নাম ধারণ করে।

টীকা—ফলিতার্থ বলিতেছেন :—"সেই কারণে" ইত্যাদি। ভাল, শক্তি ও কার্য্য উভয়েই যদি অনির্ব্বচনীয় হইল তাহা হইলে 'শক্তি' এবং 'কার্য্য' এইরূপ ভেদ ব্যবহার কেন হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—"সেই কারণে শক্তিজ পদার্থ" ইত্যাদি। ৩৬

ভাল, পূর্ব্বে অপ্রকটিত মায়াশক্তি পরে প্রকট হইল, এইরূপে প্রসিদ্ধ মায়াস্বরূপ ত দেখিতে পাওয়া যায় না, তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) প্রথমে শক্তির অনভিব্যক্ততা, পরে অভিব্যক্ততা বিষয়ে ঐন্দ্রজালিকের দৃষ্টান্ত।

ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠাপি মায়া ন ব্যজ্যতে পুরা।
পশ্চাদ্ গন্ধর্ব্বসেনাদিরূপেণ ব্যক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭

অন্বয়—ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠা মায়া অপি পুরা ন ব্যজ্যতে, পশ্চাৎ গন্ধর্ব্বসেনাদিরূপেণ ব্যক্তিম্ আপ্নুয়াৎ।

অনুবাদ—ঐন্দ্রজালিকের মায়াও কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অভিব্যক্ত থাকে না, পরে গন্ধর্ব্বসেনাদিরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে।

টীকা—"পুরা"—মণিমন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগের পূর্ব্বে। [আনন্দ বেদান্তবাগীশ গন্ধর্ব্ব সেনা অর্থে 'গন্ধর্ব্বপত্তন' (গন্ধর্ব্বনগর) বুঝিয়াছেন। সম্ভবতঃ গন্ধর্ব্বসেন ঐন্দ্রজালিকের অলৌকিক (অদৃশ্য) আদেশ পালক—ঐন্দ্রজালিক Prospero বা Ariel-এর ন্যায়। হিমালয়াঞ্চলে প্রচলিত এক কথায় আছে এক রজক, আপনার গর্দ্দভ অসামান্য ভার বহন করিয়া নিজ কর্ম্মের সহায়ক হইয়াছিল বলিয়া, আদর করিয়া তাহার গন্ধর্ব্বসেন নাম দিয়াছিল]। ৩৭

শক্তির কার্য্য ঘটাদি মিথ্যা এবং শক্ত্যাধার মৃত্তিকাদিই সত্য, ইহা ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) শক্তিকার্য্যের মিথ্যাত্ব এবং আধারের সত্যতা বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি-বচন।

এবং মায়াময়ত্বেন বিকারস্যানৃতাত্মতাম্।
বিকারাধারমৃদ্বস্তুসত্যত্বং চাব্রবীচ্ছ্রুতিঃ॥ ৩৮

অন্বয়—এবম্ মায়াময়ত্বেন বিকারস্য অনৃতাত্মতাম্ চ বিকারাধারমৃদ্বস্তুসত্যত্বম্ শ্রুতিঃ অব্রবীৎ।

অনুবাদ—এই প্রকারে মায়াময় বলিয়া ঘটাদি বিকারের মিথ্যাত্ব এবং বিকারের আধার মৃত্তিকাদি বস্তুর সত্যতা শ্রুতি কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—"মায়াময়ত্বেন"—মায়ার কার্য্যরূপ বলিয়া, "বিকারস্য"—কার্য্যরূপ ঘটাদির, "অনৃতাত্মতাম্"—মিথ্যাত্ব এবং ঘটাদি বিকারেব আধারভূত, "মৃদঃ সত্যত্বম্"—মৃত্তিকাদির সত্যতা, [বাচারম্ভণম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"—ছান্দোগ্য উ. ৬।১।৪]—'মৃত্তিকাই সত্যপদার্থ, বিকার বা কার্য্যপদার্থ বাক্যারব্ধ মাত্র অর্থাৎ শব্দমাত্রাবলম্বন। (বিকারাকার নাশে ঘটের মৃত্তিকারূপেই পর্য্যবসান'—ছান্দোগ্য উপনিষৎ এইরূপই বলিতেছেন। ৩৮

পূর্ব্বশ্লোকে যে বিকার বা কার্য্যপদার্থ বাক্যারম্ভণ মাত্র এই অর্থের ছান্দোগ্য শ্রুতি উদ্ধৃত হইল তাহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ছ) বাচারম্ভণ শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ।

বাঙ্‌নিষ্পাদ্যং নামমাত্রং বিকারো নাস্য সত্যতা।
স্পর্শাদিগুণযুক্তা তু সত্যা কেবলমৃত্তিকা॥ ৩৯

অন্বয়—বাঙ্‌নিষ্পাদ্যঃ বিকারঃ নামমাত্রম্, অস্য সত্যতা ন (অস্তি), স্পর্শাদিগুণযুক্তা তু কেবল মৃত্তিকা সত্যা।

অনুবাদ—বিকার বাঙ্‌নিষ্পাদ্য নাম মাত্র, তাহার সত্যতা নাই, কেবল স্পর্শাদিগুণযুক্ত মৃত্তিকাই সত্য।

টীকা—"নামমাত্রম্"—বিকার (ঘটাদি) বাগিন্দ্রিয় দ্বারা উচ্চারিত নাম মাত্র; "অস্য সত্যতা ন"—এই ঘটাদিরূপ বিকারের নাম ভিন্ন, অন্য কোনও পারমার্থিক রূপ নাই, কিন্তু সেই ঘটাদির আধারভূত মৃত্তিকাই সত্য; ইহাই অর্থ। ৩৯

শক্তি ও শক্তিকার্য্যের অসত্যতার এবং সেই শক্তি ও শক্তিকার্য্যের আধারের সত্যতার কারণ বলিতেছেন :—

(জ) শক্তি ও শক্তিকার্য্য মিথ্যা, আধারই সত্য, তদুভয়ের কারণ।

ব্যক্তাব্যক্তে তদাধার ইতি ত্রিষ্বাদ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
পর্য্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়স্ত্বনুগচ্ছতি ॥ ৪০

অন্বয়—ব্যক্তাব্যক্তে তদাধারঃ ইতি ত্রিষু আদ্যয়োঃ দ্বয়োঃ কালভেদেন পর্য্যায়ঃ, তৃতীয়ঃ তু অনুগচ্ছতি।

অনুবাদ—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এবং তদুভয়ের আধার—এই তিনটির মধ্যে প্রথম দুইটিরই কালভেদ থাকায় একটির পর একটি এই পর্য্যায়ক্রমেই হইয়া থাকে এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ আধার সর্ব্বদাই অনুগত থাকে; (সেইহেতু তাহাই সত্য পদার্থ)।

টীকা—"ব্যক্তম্"—অর্থাৎ ঘটাদিরূপ কার্য্য, "অব্যক্তম্" সেই ঘটাদির কারণরূপ শক্তি, তদুভয় "ব্যক্তাব্যক্তে", "তদাধারঃ"—সেই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ কার্য্য ও শক্তির আধারভূত মৃত্তিকা, "ইতি ত্রিষু"—এই তিনটির মধ্যে "আদ্যয়োঃ দ্বয়োঃ"—প্রথমোক্ত দুইটির অর্থাৎ কার্য্য ও শক্তির সম্বন্ধী যে দুইটির কাল তাহাদের "ভেদেন"—ভেদ থাকায়, "পর্য্যায়ঃ"—একটির পর একটি হইয়া থাকে, "তৃতীয়ঃ তু"—অর্থাৎ তদুভয়ের আধার মৃত্তিকা কিন্তু, "অনুগচ্ছতি"—উভয়েই বা উভয় কালেই বিদ্যমান। অভিপ্রায় এই—শক্তি এবং কার্য্য কাদাচিৎক অর্থাৎ কোন কোন সময়ে আবির্ভূত হয় বলিয়া তাহারা মিথ্যা, আর আধার তিন কালের অনুগামী বা বিদ্যমান বলিয়া সত্য। ৪০

এক্ষণে বিকারেরই অসত্যতাবিষয়ে তিনটি হেতু বলিতেছেন :—

(ঝ) কার্য্যরূপ বিকার অসত্য, তাহার হেতু তিনটি।

নিস্তত্ত্বং ভাসমানং চ ব্যক্তমুৎপত্তিনাশভাক্।
তদুৎপত্তৌ তস্য নাম বাচা নিষ্পাদ্যতে নৃভিঃ ॥ ৪১

অন্বয়—ব্যক্তম্ নিস্তত্ত্বম্ ভাসমানম্ চ উৎপত্তিনাশভাক্ তদুৎপত্তৌ নৃভিঃ তস্য নাম বাচা নিষ্পাদ্যতে।

অনুবাদ—ব্যক্ত (ঘটাদি কার্য্য) অসৎ হইয়াও (সত্যের ন্যায়) ভাসমান হয়; তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ (প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়); আর উৎপত্তির পর লোকে বচনদ্বারা তাহার নাম উৎপাদন করে।

টীকা—"ব্যক্তম্"—ব্যক্ত শব্দবাচ্য যে ঘটাদি কার্য্য, তাহা স্বরূপতঃ অসৎ হইয়াও ভাসমান বা প্রত্যক্ষগোচর হয়,—ইহা প্রথম হেতু; এবং তাহা যে উৎপত্তি-বিনাশশীল তাহাও দেখা যায়—ইহা দ্বিতীয় হেতু; আবার উৎপত্তির পরে বাগিন্দ্রিয়োৎপাদিত নামস্বরূপ হইয়া ব্যবহৃত হয়—ইহা তৃতীয় হেতু। ৪১

আরও বলিতেছেন :—

ব্যক্তে নষ্টেঽপি নামৈতন্নৃবক্ত্রেষ্বনুবর্ত্ততে।
তেন নাম্না নিরূপ্যত্বাদ্ব্যক্তং তদ্রূপমুচ্যতে ॥ ৪২

অন্বয় —ব্যক্তে নষ্টে অপি এতৎ নাম নৃবক্ত্রেষু অনুবর্ত্ততে ; ব্যক্তম্ তেন নাম্না নিরূপ্যত্বাৎ তদ্রূপম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—আর ব্যক্ত বা কার্য্য উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে এই নাম কেবল লোকমুখেই থাকিয়া যায়। ব্যক্ত পদার্থ কেবল নাম দ্বারাই নিরূপিত হয় বলিয়া, তাহাকে নামাত্মকই বলা হয়।

টীকা—"ব্যক্তে নষ্টে অপি"—কার্য্যস্বরূপ পদার্থ বিনষ্ট হইলেও, "এতৎ নাম"—কার্য্য হইতে অভিন্ন এই নাম, "নৃবক্ত্রেষু অনুবর্ত্ততে"—শব্দপ্রযোক্তা মানবগণের মুখে থাকিয়া যায়। লোকের মুখে নাম থাকিয়া যাইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—"ব্যক্ত পদার্থ কেবল নাম দ্বারাই" ইত্যাদি। "ব্যক্তম্"—অর্থাৎ কার্য্য, "তেন নাম্না"—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা ব্যবহৃত নামাত্মক শব্দদ্বারা, "নিরূপ্যত্বাৎ"—ব্যবহৃত হয় বলিয়া, "তদ্রূপম্"—তাহার অর্থাৎ নামের রূপই হইয়াছে রূপ যাহার, এইপ্রকার নামস্বরূপে "উচ্যতে"—উক্ত হয়। ভাবার্থ এই—বিবাদের বিষয় যে ঘট তাহা শব্দরূপই হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু তাহা ঘট শব্দদ্বারা ব্যবহৃত হয়—হেতু, 'ঘট' শব্দের ন্যায়—দৃষ্টান্ত। ৪২

এই প্রকারে বিকারের অসত্যতা সাধন তিনটি হেতু সিদ্ধ করিয়া এখানে অনুমান রচনার প্রকারের সূচনা করিতেছেন :—

(ঐ) কার্য্যের অসত্যতা বিষয়ে অনুমান রচনা প্রকার।

নিস্তত্ত্বত্বাদ্বিনাশিত্বাদ্বাচারম্ভণনামতঃ।
ব্যক্তস্য ন তু তদ্রূপং সত্যং কিঞ্চিন্মৃদাদিবৎ ॥৪৩

অন্বয়—নিস্তত্ত্বত্বাৎ, বিনাশিত্বাৎ বাচারম্ভণনামতঃ মৃদাদিবৎ ব্যক্তস্য রূপম্ তৎ তু কিঞ্চিৎ সত্যম্ ন।

অনুবাদ—ব্যক্তের অর্থাৎ ঘটাদির সেই রূপ কিন্তু মৃত্তিকাদির ন্যায় কোনও সত্যবস্তু নহে, কেননা, তাহা নিস্তত্ত্ব অর্থাৎ বাধিত, তাহা নশ্বর এবং তাহা বচনদ্বারা আরব্ধ নামস্বরূপ।

টীকা—"ব্যক্তস্য"—ঘটাদিরূপ কার্য্যের, "রূপম্"—যে স্থূল বর্ত্তুলোদরাকার রূপ আছে, "তৎ তু কিঞ্চিৎ সত্যম্ ন"—তাহা কিন্তু কোনও সত্য বস্তু নহে ; "নিস্তত্ত্বত্বাৎ"—নিঃ—নির্গত হইয়াছে, "তত্ত্ব"—বাস্তব রূপ যাহা হইতে, তাহা নিস্তত্ত্ব, তাহার ভাব নিস্তত্ত্বত্ব,—সেই হেতু, আর "বিনাশিত্বাৎ"—নশ্বর বলিয়া অর্থাৎ তাহা মৃত্তিকামাত্র হওয়ায়—বিনাশের প্রতিযোগী—বিনাশী বলিয়া "বাচারম্ভণনামতঃ"—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা উৎপাদিত শব্দমাত্র স্বরূপ বলিয়া এই তিন হেতুতেই 'মৃত্তিকার ন্যায়' ইহা হইল ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। এস্থলে অনুমান এইরূপ :—ঘটাদিরূপ কার্য্য অসত্য হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; নিস্তত্ত্ব বলিয়া—হেতু ; যাহা অসত্য নহে,

তাহা নিস্তত্ত্বও নহে, যেমন ঘটাদির উপাদান মৃত্তিকা—দৃষ্টান্ত ; ইহা কেবল ব্যতিরেকী অনুমা না আবার দুই হেতুতেও এই প্রকারে প্রতিজ্ঞা—উদাহরণাদির যোজনা করিয়া লইতে হইবে; যথা—ঘটাদিরূপ কার্য্য অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; বিনাশী বলিয়া—হেতু ; যাহা অসত্য নহে তাহা বিনাশীও নহে, যেমন মৃত্তিকা—দৃষ্টান্ত, আবার ঘটাদি কার্য্য অসত্য—প্রতিজ্ঞা ; বাগিন্দ্রিয়জনিত শব্দমাত্র স্বরূপ বলিয়া—হেতু ; যাহা অসত্য নহে, তাহা বাগিন্দ্রিয়জনিত শব্দমাত্র স্বরূপবিশিষ্টও নহে, যেমন আত্মা—দৃষ্টান্ত : এই দুই অনুমানও এস্থলে সূচিত হইয়াছে। ৪৩

এই প্রকারে বিকারের অর্থাৎ কার্য্যের অসত্যতা উপপাদন করিয়া অর্থাৎ হেতু ও যুক্তি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া এখানে বিকারের অধিষ্ঠানরূপ মৃত্তিকার সত্যতা উপপাদন করিতেছেন :—

(ট) ঘটরূপ অসত্য বিকারের মৃত্তিকারূপ অধিষ্ঠানের সত্যতা উপপাদন।

ব্যক্তকালে ততঃ পূর্ব্বমূর্দ্ধ্বমপ্যেকরূপভাক্।
সতত্ত্বমবিনাশঞ্চ সত্যং মৃদ্বস্তু কথ্যতে॥ ৪৪

অন্বয়—ব্যক্তকালে ততঃ পূর্ব্বম্ ঊর্দ্ধম্ অপি একরূপভাক্ সতত্ত্বম্ চ অবিনাশম্ মৃদ্বস্তু সত্যম্ কথ্যতে।

অনুবাদ—কিন্তু ব্যক্তাবস্থায় এবং তাহার পূর্ব্বে ও পরে যে অব্যক্তাবস্থা তাহাতেও একরূপ ধরিয়া থাকে বলিয়া ও বাস্তব বা অবিকার্য্য সত্তা হেতু, এবং অবিনাশী বলিয়া মৃত্তিকারূপ বস্তুকে (বাচারম্ভণ শ্রুতিতে) সত্যবস্তু বলা হইয়াছে।

টীকা—"ব্যক্তকালে"—অর্থাৎ কার্য্যের স্থিতিকালে, "ততঃ পূর্ব্বম্"—তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্যক্তের উৎপত্তির পূর্ব্বকালে, "ঊর্দ্ধম্ অপি"—ব্যক্তের বিনাশের পরবর্ত্তীকালে, "একরূপভাক্"—(মৃত্তিকাদিরূপ) একই আকারধারী, "সতত্ত্বম্"—তত্ত্বের বাস্তব রূপের সহিত বিদ্যমান সতত্ত্ব অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের ব্যক্তাদি অবস্থায় মৃৎত্বাদি লইয়া বিদ্যমান, "অবিনাশম্"—বিকারের সহিত যাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, এইরূপ যে মৃত্তিকারূপ বস্তু তাহাকেই শ্রুতি সত্য বলিতেছেন। এস্থলে অনুমান এইরূপ—বিবাদের বিষয় যে মৃত্তিকারূপ বস্তু তাহা সত্য হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; বাস্তব স্বরূপ যুক্ত বলিয়া—হেতু ; আত্মার ন্যায়—দৃষ্টান্ত ;—ইত্যাদিরূপ যোজনা হইবে—অর্থাৎ এস্থলে দুইটি অনুমান সূচিত হইয়াছে—(প্রথম) মৃত্তিকারূপ বস্তু সত্য হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; তিনকালেই একাকার বিশিষ্ট বলিয়া—হেতু ; আত্মার ন্যায়—দৃষ্টান্ত ; (দ্বিতীয়) মৃত্তিকারূপ বস্তু সত্য, বাস্তব স্বরূপ বিশিষ্টবলিয়া, আত্মার ন্যায়। ৪৪

ভাল, ঘটাদি কার্য্যসমূহ অসত্য বলিয়া, তাহাদের অধিষ্ঠান মৃত্তিকার জ্ঞান দ্বারাই ত' নিবৃত্তি হওয়া উচিত, যেমন (রজতারোপের) অধিষ্ঠান শুক্তিকার জ্ঞানদ্বারা রজতের নিবৃত্তি হয়—বাদী এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঠ) (শঙ্কা) ঘট অসত্য বলিয়া মৃত্তিকার জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত।

ব্যক্তং ঘটো বিকারশ্চেত্যেতৈর্নামভিরীরিতঃ।
অর্থশ্চেদনৃতঃ কস্মান্ন মৃদ্বোধে নিবর্ত্ততে॥ ৪৫

অন্বয়—ব্যক্তম্, ঘটঃ, বিকারঃ চ ইতি এতৈঃ নামভিঃ ঈরিতঃ অর্থঃ অনৃতঃ চেৎ, মৃদ্বোধে কস্মাৎ ন নিবর্ত্ততে ?

অনুবাদ—ব্যক্ত, ঘট ও বিকার এই তিন নামদ্বারা কথিত যে বস্তু, তাহা যদি মিথ্যাই হইল, তাহা হইলে মৃত্তিকাজ্ঞান হইলে সেই ঘটজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না কেন ?

টীকা—ব্যক্ত প্রভৃতি তিন শব্দদ্বারা কথিত যে কার্য্যরূপ অর্থ, তাহার কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই, এইরূপ অঙ্গীকার করিলে মৃত্তিকারূপ কারণের জ্ঞান হইলে, তাহার নিবৃত্তি কেন হয় না ? ৪৫

(সিদ্ধান্তী বাদীকে বলিতেছেন—যদি এইরূপ আপত্তি কর তবে বলি) ইহা ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ তোমার ঐসব আপত্তির দ্বারা আমি যাহা চাই তাহা পাইলাম ; এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ড) ইষ্টাপত্তি বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার।

নিবৃত্ত এব যস্মাত্তে তৎসত্যত্বমতির্গতা।
ঈদৃঙ্নিবৃত্তিরেবাত্র বোধজা ন ত্বভাসনম্ ॥ ৪৬

অন্বয়—নিবৃত্তঃ এব, যস্মাৎ তে তৎসত্যত্বমতিঃ গতা ; অত্র ঈদৃক্ এব বোধজা নিবৃত্তিঃ, ন তু অভাসনম্।

অনুবাদ--মৃত্তিকাজ্ঞানে তাহা নিবৃত্তই হইয়াছে, যেহেতু তোমার ঘটের সেই সত্যত্বজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। এই স্থলে এই প্রকারেরই বোধজনিত নিবৃত্তি মানিতে হইবে, ঘটজ্ঞানের অভাবরূপ নিবৃত্তি নহে।

টীকা—তাহা যে নিবৃত্তই হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন :—"যেহেতু তোমার" ইত্যাদি। "যস্মাৎ"—যে কারণে হে বাদিন্, তোমার ঘটাদি বিষয়ক সত্যতাবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেইহেতু সেই ঘট নিবৃত্তই হইয়াছে, ইহাই অর্থ। (শঙ্কা) ভাল, শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদি আরোপিত হয়, তাহাতে শুক্তি প্রভৃতি অধিষ্ঠানের জ্ঞানে রজতাদি রূপের অপ্রতীতিই দেখা যায় ; সেস্থলে রজতাদির কেবল সত্যতা বুদ্ধির নাশ নহে ;—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, সেই স্থলে ভ্রমটি নিরুপাধিক অর্থাৎ কেবল অজ্ঞানজনিত বলিয়া রজতাদির অপ্রতীতি হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে ভ্রমটি সোপাধিক বলিয়া অর্থাৎ বিলক্ষণ নিমিত্ত-রূপ উপাধি সহিত অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাতে সত্যতা বুদ্ধির নাশই তাহার নিবৃত্তি, এইরূপ মানিতেই হইবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"এই স্থলে এই প্রকারেরই বোধজনিত নিবৃত্তি মানিতে হইবে।" "অত্র"—এই স্থলে অর্থাৎ সোপাধিক ভ্রমের স্থলে, "ঈদৃক্ এব"—এই প্রকারই অর্থাৎ সত্যবুদ্ধির নাশরূপ নিবৃত্তিকেই, "বোধজা নিবৃত্তিঃ"—অধিষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান-জনিত নিবৃত্তি বলিয়া মানিতে হইবে, "ন তু অভাসনম্"—স্বরূপের অপ্রতীতিকে নহে। এস্থলে সূক্ষ্মাভিপ্রায় এই—ভ্রম দুই প্রকার—নিরুপাধিক ও সোপাধিক। কেবল অজ্ঞানজনিত ভ্রমকে নিরুপাধিক ভ্রম বলে,—যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম, শুক্তিতে রজতের ভ্রম। আর যখন বিলক্ষণ

নিমিত্তরূপ উপাধিসহিত অজ্ঞানদ্বারা ভ্রম উৎপাদিত হয় তখন সেই ভ্রমকে সোপাধিক ভ্রম বলে, যেমন দর্পণের বা জলের সন্নিধিরূপ উপাধিসহিত মুখপ্রতিবিম্বে মুখভ্রম, যেমন জলাশয়রূপ উপাধিবশতঃ তীরস্থিত পুরুষের বা বৃক্ষের অধোমুখতা ভ্রম, যেমন আকাশগত বায়ুস্তরাদির সম্বন্ধ বা refraction (আলোকভঙ্গি) বশতঃ আকাশে নীলতা ভ্রম, অথবা ভূগোলকের সম্বন্ধবশতঃ আকাশের কটাহতলাকারতা ভ্রম। এই সকল ভ্রম উপাধিসহিত অধিষ্ঠানের অজ্ঞানদ্বারা উৎপাদিত হয়, কেবল অধিষ্ঠানাজ্ঞান দ্বারা নহে।

যদ্যপি রজ্জু-সর্প প্রভৃতি ভ্রমে, রজ্জু প্রভৃতির সজাতীয় সর্পাদির জ্ঞানের সংস্কার প্রমাতৃগত দোষ, প্রমাণগত দোষ, প্রমেয়গত দোষ, অধিষ্ঠানের সামান্যাংশের জ্ঞান অর্থাৎ এই-একটা-কিছুরূপ ইদন্তাজ্ঞান—এতগুলি নিমিত্তকারণ রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানের সহকারী হইয়া উপাধি-রূপ হয়, তথাপি এইরূপ উপাধি এস্থলে অভিপ্রেত নহে, কেননা, নিমিত্তকারণ দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারের নিমিত্ত কারণ (১) 'কার্য্যকালবৃত্তি', অর্থাৎ সেই নিমিত্তকারণের সান্নিধ্য থাকিলেই কার্য্য হয়, না থাকিলে কার্য্য হয় না, যেমন দেওয়ালের উপর প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বরূপ কার্য্য, দর্পণ জলপাত্রাদিরূপ উপাধির সান্নিধ্য থাকিলেই হয়, না থাকিলে হয় না, এইহেতু দর্পণ জলপাত্রাদির সান্নিধ্যরূপ নিমিত্তকারণ কার্য্যকালবৃত্তিরূপ। অপর প্রকারের নিমিত্ত কারণ (২) কার্য্যকাল পূর্ব্ববৃত্তি অর্থাৎ সেই নিমিত্তকারণ কার্য্যের পূর্ব্বেই থাকে, কার্য্য-কালে থাকে না। যেমন কুলালের দণ্ডচক্র ঘটরূপ কার্য্যের পূর্ব্বকালে থাকে, সেই ঘটরূপ কার্য্যের স্থিতিকালে থাকে না। জলাশয়তীরস্থিত পুরুষের অধোমুখতাদিরূপ ভ্রমে কার্য্যকালবৃত্তিরূপ নিমিত্তকারণই উপাধি শব্দের অর্থ। সেইহেতু রজ্জ্বাদিতে সর্পাদি ভ্রম এবং মৃত্তিকাদিতে কুম্ভাদি ভ্রম একজাতীয় ভ্রম নহে।

রজ্জু-সর্পাদিরূপ নিরুপাধিক ভ্রমের স্থলে অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা, কার্য্যসহিত আবরণ-বিক্ষেপোৎপাদক শক্তিযুক্ত অজ্ঞানের নাশ এবং বাধ উভয়ই হয়। এইহেতু সেই স্থলে অধিষ্ঠানাবশেষতা বা কল্পিতের স্বরূপের অভাবই বাধের লক্ষণ। আর সোপাধিক ভ্রমের স্থলে আবরণ সহিত অজ্ঞানের আবরণ শক্তির নাশ ও বাধ উভয়ই হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানের উপাধিরূপ প্রারব্ধ প্রতিবন্ধকবশতঃ বিক্ষেপরূপ কার্য্য সহিত বিক্ষেপোৎপাদক শক্তির নাশ বা স্বরূপের অভাব হয় না কিন্তু কেবল বাধই হয়—এবং তাহার স্বরূপ দগ্ধ বস্ত্রের ন্যায় কিম্বা দগ্ধ ধান্যবীজের ন্যায় কিছুকাল প্রতীত হয়। সপ্তমাধ্যায়ের ২৪৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এইহেতু সোপাধিক ভ্রমের স্থলে অধিষ্ঠানাবশেষতা বা আরোপিত স্বরূপের অভাব বাধের লক্ষণ নহে, কিন্তু মিথ্যাত্ব নিশ্চয় বা ত্রিকালে অভাব নিশ্চয়ই বাধরূপ নিবৃত্তির লক্ষণ। এই প্রকারে মৃত্তিকায় ঘটভ্রমের স্থলে, সুবর্ণে কুণ্ডল ভ্রমের স্থলে এবং অহঙ্কার প্রভৃতি বন্ধভ্রান্তিস্থলেও সোপাধিকতা আছে, কেননা, সেই সেই স্থলে যথাক্রমে দণ্ড-চক্রাদির ভ্রামণ, হাতুড়ি প্রভৃতির দ্বারা আঘাত, এবং প্রারব্ধভোগরূপ উপাধি রহিয়াছে। এইহেতু সেই সেই স্থলেও মিথ্যাত্ব নিশ্চয়রূপ লক্ষণবিশিষ্ট নিবৃত্তিই মানিতে হয়, স্বরূপের অভাব-রূপ নিবৃত্তি নহে এবং অধিষ্ঠানের সত্যতানিশ্চয় সেই অধিষ্ঠানাবশেষতা মানিতে হইবে। ৪৬

এই প্রকার সত্যতাবুদ্ধির নাশ কোথায় দেখিয়াছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঢ) প্রতীত বস্তুর নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত।

পুমানধোমুখো নীরে ভাতোঽপ্যস্তি ন বস্তুতঃ।
তটস্থমর্ত্ত্যবত্তস্মিন্নৈবাস্থা কস্যচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৪৭

অন্বয়—নীরে অধোমুখঃ ভাতঃ অপি পুমান্ বস্তুতঃ ন অস্তি, কস্যচিৎ তস্মিন্ তটস্থমর্ত্ত্যবৎ আস্থা ক্বচিৎ ন এব।

অনুবাদ—জলে (প্রতিবিম্বিত পুরুষ) অধোমুখভাবে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ অধোমুখ পুরুষ নাই এবং কাহারও কোথাও বা কখনও সেই প্রতিবিম্বিত পুরুষে, তীরস্থ পুরুষের ন্যায় আস্থা হয় না—সত্য বলিয়া প্রত্যয় হয় না।

টীকা—জলে অধোমুখরূপে প্রতীয়মান পুরুষ বস্তুতঃ নাই—তদ্বিষয়ে লোকের অনুভবরূপ প্রমাণ বলিতেছেন,—"এবং কাহারও কোথাও" ইত্যাদি। "কস্যচিৎ"—কোনও বিবেকী বা অবিবেকী পুরুষের কখনও সেই অধোমুখবিশিষ্ট পুরুষে তীরস্থিত পুরুষের ন্যায় সত্য বলিয়া অভিমানপ্রতীতিজনিত বিশ্বাস, "ক্বচিৎ"—কোনও দেশে বা কালে, "ন এব"—কখনই হয় না।৪৭

ভাল, আরোপিত বস্তুর অসত্যতার জ্ঞানমাত্রেই ত পুরুসার্থ সিদ্ধি হয় না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ণ) আরোপিতের অসত্যতা-জ্ঞানমাত্র পুরুষার্থ সিদ্ধি ; ঘটে আরোপিতের অসত্যতা-বুদ্ধি সম্ভব।

ঈদৃগ্‌বোধে পুমর্থত্বং মতমদ্বৈতবাদিনাম্।
মৃদ্রূপস্যাপরিত্যাগাদ্ বিবর্ত্তত্বং ঘটে স্থিতম্ ॥ ৪৮

অন্বয়—ঈদৃগ্‌বোধে অদ্বৈতবাদিনাম্ পুমর্থত্বম্ মতম্ মৃদ্রূপস্য অপরিত্যাগাৎ ঘটে বিবর্ত্তত্বম্ স্থিতম্।

অনুবাদ—অদ্বৈতবাদিগণের মত এই যে, এই প্রকারে আরোপিত বস্তুর অসত্যতার জ্ঞানদ্বারাই পুরুষার্থসিদ্ধি হয়। মৃত্তিকারূপ পরিত্যাগ করে না বলিয়াই ঘট যে মৃত্তিকার বিবর্ত্ত, তাহা সিদ্ধ হয়।

টীক—অদ্বৈতবাদে আত্মানন্দ ভিন্ন সকল বস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে, অদ্বিতীয় আনন্দের আবির্ভাবরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়, ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, ঘট যে মৃত্তিকার বিবর্ত্ত তাহা সিদ্ধ হইলে, সেই মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারা ঘটের সত্যতাবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু ঘটের বিবর্ত্তরূপতা ত' এ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"মৃত্তিকারূপ পরিত্যাগ করে না" ইত্যাদি। ৪৮

ঘট মৃত্তিকার স্বরূপ না পরিত্যাগ করিলেও ঘট ত' মৃত্তিকার পরিণাম হইতে পারে; কেন ঘটকে মৃত্তিকার পরিণাম বলা যাইবে না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ত) ঘটকুণ্ডলাদি বিবর্ত্তরূপ

পরিণামে পূর্ব্বরূপং ত্যজেত্তৎ ক্ষীররূপবৎ।
মৃৎসুবর্ণে নিবর্ত্তেতে ঘটকুণ্ডলয়োর্ন হি ॥ ৪৯

অন্বয়—পরিণামে ক্ষীররূপবৎ তৎ পূর্ব্বরূপম্ ত্যজেৎ ; মৃৎসুবর্ণে ঘটকুণ্ডলয়োঃ ন হি নিবর্ত্তেতে।

অনুবাদ—পরিণামস্থলে, দধির দুগ্ধরূপ পরিত্যাগের ন্যায় পূর্ব্বরূপের পরিত্যাগ হইয়া থাকে ; কিন্তু ঘটে ও কুণ্ডলে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ মৃত্তিকা সুবর্ণাত্মক পূর্ব্বরূপের পরিত্যাগ হয় না।

টীকা—যে স্থলে দুগ্ধ প্রভৃতিতে পরিণাম অঙ্গীকার করা হয়, সেই স্থলে দুগ্ধাদি ভাবাত্মক পূর্ব্বরূপের পরিত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহাই অর্থ। ভাল, বিবর্ত্তে পূর্ব্বরূপের অপরিত্যাগ কোথায় দেখিয়াছেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—মৃত্তিকা ও সুবর্ণে তাহা দেখা যায়, ইহাই বলিতেছেন—"কিন্তু ঘটে ও কুণ্ডলে" ইত্যাদি। মৃত্তিকা ও সুবর্ণের বিবর্ত্তরূপে উৎপন্ন ঘটে ও কুণ্ডলে তদুভয়ের কারণভূত মৃত্তিকা ও সুবর্ণের রূপ নিবৃত্ত হয় না, ইহা সর্ব্বজনবিদিত, ইহাই অর্থ। ৪৯

ভাল, ঘটকে ত' মৃত্তিকার বিবর্ত্ত বলা যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা, ঘটের নাশ হইলে তাহা আবার মৃত্তিকাভাব প্রাপ্ত হইল, এরূপ ত' দেখা যায় না—বাদী এইরূপ শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(থ) উক্ত (৪৯ শ্লোকে) অর্থবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

ঘটে ভগ্নে ন মৃদ্ভাবঃ কপালানামবেক্ষণাৎ।
মৈবং চূর্ণেঽস্তি মৃদ্রূপং স্বর্ণরূপং ত্বতিস্ফুটম্ ॥ ৫০

অন্বয়—(শঙ্কা) ঘটে ভগ্নে মৃদ্ভাবঃ ন, কপালানাম্ অবেক্ষণাৎ, (সমাধান) মা এবম্, চূর্ণে মৃদ্রূপম্ অস্তি ; স্বর্ণরূপম্ তু অতিস্ফুটম্।

অনুবাদ—(শঙ্কা) ভাল, ঘট ভগ্ন হইলে, তাহার মৃত্তিকাভাব প্রাপ্তি ত' হয় না, কেননা, দেখা যায় তাহা কপালভাব (খাপ্‌রা রূপতা) প্রাপ্ত হইয়াছে, (তাহা ত' মৃত্তিকারূপ নহে)—তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, এরূপ বলা চলে না, কেননা, কপাল চূর্ণ করিলে, তাহা মৃদ্রূপই হয়, (অন্য কিছু হয় না)। (সুবর্ণকুণ্ডল ভগ্ন হইলে তাহার) সুবর্ণরূপ ত' অতি স্পষ্ট।

টীকা—ঘট ভগ্ন হইলেই যে তাহার (একেবারে) মৃত্তিকারূপ প্রাপ্তি ঘটে না, তাহার কারণ বলিতেছেন—"কেননা, দেখা যায়" ইত্যাদি। কপাল সকলের নাশ হইলে—অর্থাৎ খাপরা চূর্ণ করিলে, তাহার মৃদ্ভাব প্রতীত হয়, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন—"না, এরূপ বলা চলে না" ইত্যাদি দ্বারা। কুণ্ডলের সুবর্ণ বিষয়ে কিন্তু এরূপ আশঙ্কার অবসর নাই, ইহাই বলিতেছেন—"সুবর্ণ কুণ্ডল ভগ্ন হইলে তাহার সুবর্ণরূপ" ইত্যাদি। ৫০

ভাল, পরিণামের দৃষ্টান্তরূপে কথিত দুগ্ধ, মৃত্তিকা, সুবর্ণ প্রভৃতির মধ্যে, আপনি যখন মৃত্তিকা ও সুবর্ণকে বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তখন ত' সেইরূপেই দুগ্ধ বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত হইতে পারে—বাদী এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন :—

(দ) দুগ্ধাদির দধ্যাদিরূপে পরিণামিতা ; তদ্দারা মৃত্তিকাদি বিবর্ত্ত ঘটাদির দৃষ্টান্তে হানি হয় না।

ক্ষীরাদৌ পরিণামোঽস্তু পুংসস্তদ্ভাববর্জ্জনাৎ।
এতাবতা মৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং ন হীয়তে ॥ ৫১

অন্বয়—ক্ষীরাদৌ পরিণামঃ অস্তু, পুংসঃ তদ্ভাববর্জ্জনাৎ; এতাবতা মৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বম্ ন হীয়তে।

অনুবাদ—দুগ্ধাদিবিষয়ে পরিণামই হইবে, কেননা, লোকে দধি প্রভৃতিতে দুগ্ধাদির ভাবনা করে না, দধিকে দুগ্ধ বলিয়া লয় না। আর দুগ্ধাদির এই পরিণামিত্বদ্বারা মৃত্তিকাদিকে বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া মানিলে, তাহাতে কোনও হানি হয় না।

টীকা—দধি ঘট ও কুণ্ডলভাব প্রাপ্ত হইলে দুগ্ধ মৃত্তিকা ও সুবর্ণে লোকের আর দুগ্ধ মৃত্তিকা ও সুবর্ণের ভাবনা হয় না, কিন্তু দধি ঘট ও কুণ্ডলের ভাবনাই হয়। এইহেতু মৃত্তিকা সুবর্ণাদির পরিণামিত্বও আছে। তাহা হইলে অর্থাৎ দুগ্ধাদির পরিণামিত্ব মানিলে মৃত্তিকা এবং সুবর্ণও দুগ্ধের ন্যায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাদিগকেও ত' বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"আর দুগ্ধাদির এই পরিণামিত্বদ্বারা" ইত্যাদি। "এতাবতা"—ইহার দ্বারা অর্থাৎ দুগ্ধাদির পরিণামিত্বের দ্বারা "মৃদাদীনাম্"—মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতির, "দৃষ্টান্তত্বম্"—বিবর্ত্তদৃষ্টান্তরূপতা,—"ন হীয়তে"—নাশ হয় না। এস্থলে অভিপ্রায় এই—দুগ্ধের পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া দুগ্ধের পরিণামিতা; মৃত্তিকা ও স্বর্ণের কিন্তু অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিলেও পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ ঘটে না অর্থাৎ মৃত্তিকারূপতার ও সুবর্ণরূপতার ব্যত্যয় হয় না বলিয়া তদুভয়ের বিবর্ত্ততাও আছে। সূক্ষ্মতত্ত্ব এই—রজ্জুসর্পভ্রমে রজ্জুর ন্যায় মৃত্তিকা ও সুবর্ণকে অধিষ্ঠান অর্থাৎ বিবর্ত্তোপাদান মানিয়া যে ঘট কুণ্ডলাদির বিবর্ত্তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা স্থুল দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে মৃত্তিকা প্রভৃতির, ঘটপ্রভৃতির অধিষ্ঠানতা সিদ্ধ হয় না, কেন না, বৈদান্তিকের সিদ্ধান্তে এক কল্পিত বস্তুর পক্ষে অন্য কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হওয়া সম্ভবে না, কিন্তু চৈতন্যই সকলের অধিষ্ঠান। যেহেতু মৃত্তিকাদি স্বয়ং কল্পিত এই হেতু তাহাদের ঘটাদির অধিষ্ঠান হওয়া সম্ভবে না। কিন্তু রজ্জুজনিত চৈতন্য যেমন কল্পিত সর্পের অধিষ্ঠান, সেই প্রকার মৃত্তিকা সুবর্ণাদিও অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ উপাদানদ্বারা উপহিত চৈতন্য ঘটকুণ্ডলাদি কার্য্যের অধিষ্ঠান। এইহেতু ঘটকুণ্ডলাদির বিবর্ত্তত্ব নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ মীমাংসা আছে। ৫১

ভাল, মৃত্তিকা ও সুবর্ণের যেমন পরিণামিত্ব ও বিবর্ত্তত্ব উভয়ই অঙ্গীকার করা হয়, সেইরূপ আরম্ভকতাও (অনেক কারণ সংযোগবানের কার্য্যজনকতা, যেমন অনেক সূত্রসংযোগবিশিষ্টে বস্ত্রজনকতা) কেন অঙ্গীকার করা হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) মৃত্তিকা ও সুবর্ণের আরম্ভকতা স্বীকারে দোষ।

আরম্ভবাদিনঃ কার্য্যে মৃদো দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ।
রূপস্পর্শাদয়ঃ প্রোক্তাঃ কার্য্যকারণয়োঃ পৃথক্ ॥৫২

অন্বয়—আরম্ভবাদিনঃ কার্য্যে মৃদঃ দ্বৈগুণ্যম্ আপতেৎ। রূপস্পর্শাদয়ঃ কার্য্যকারণয়োঃ পৃথক্ প্রোক্তাঃ।

অনুবাদ—আরম্ভবাদীর মতে ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকার (কার্য্যকারণজনিত)

দ্বিগুণতা প্রাপ্তি আসিয়া পড়ে, কেননা, আরম্ভবাদী বলেন, রূপস্পর্শাদি যে গুণ তাহা কার্য্যে ও কারণে ভিন্ন।

টীকা—নৈয়ায়িক প্রভৃতি আরম্ভবাদীর মতে ঘটাদিরূপ কার্য্যে মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান দ্রব্যের কার্য্যের আকারদ্বারা এবং কারণের আকারদ্বারা দ্বিগুণতা প্রাপ্তি আসিয়া পড়ে। সেই প্রকার কার্য্যকারণরূপদ্বারা মৃত্তিকার দ্বিগুণতা হইলে গুরুত্ব প্রভৃতিরও দ্বিগুণতা আসিয়া পড়ে—ইহাই তাৎপর্য্য। ভাল, এই গুরুত্বাদির দ্বিগুণতা কি প্রকারে ঘটে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"কেননা, আরম্ভবাদী বলেন রূপস্পর্শাদি" ইত্যাদি। রূপ প্রভৃতি গুণ সকল "কার্য্য কারণয়োঃ পৃথক্"—কার্য্যে ও কারণে ভিন্ন বলিয়া আরম্ভবাদিগণকর্ত্তৃক অঙ্গীকৃত হওয়ায়, গুণের দ্বিগুণতা আসিয়া পড়ে। আরম্ভবাদিগণ বলেন ব্যবহারে সূত্রকে বস্ত্রের কারণ এবং বস্ত্রকে তাহার কার্য্য বলিয়া ভেদ স্বীকৃত হয়। সেইরূপ ব্যবহারের ভেদবশতঃ কার্য্যকারণের ভেদ প্রতীত হয়। এইহেতু একই কারণের কারণরূপদ্বারা এবং কার্য্যরূপদ্বারা, কার্য্যস্বরূপে কারণ দ্বিগুণতা প্রাপ্তি ঘটে। যখন কারণের দ্বিগুণতা হইল তখন কারণগত শব্দস্পর্শরূপরসাদি গুণ প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ এবং কার্য্যগত শব্দাদি গুণ প্রভৃতি লইয়া দ্বিগুণতা হওয়া চাই কিন্তু 'এইগুলি সূত্রের রূপাদি' 'এইগুলি বস্ত্রের রূপাদি'—এই প্রকার প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহারও দেখা যায় না এবং যেমন কার্য্যত্বরূপ এবং কারণত্বরূপ ব্যবহারের ভেদবশতঃ কার্য্যকারণের অভেদ সিদ্ধ হয় না, সেই প্রকার সূত্র মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ হইতে ভিন্ন করিয়া পটঘটাদি কার্য্যসমূহের প্রতীতিও করান যায় না, সেইহেতু ভেদও সিদ্ধ হয় না; কিন্তু কার্য্যকারণের কল্পিতভেদ ও বাস্তব অভেদ-রূপ অনির্ব্বচনীয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়; এইহেতু আরম্ভবাদ অসঙ্গত। ৫২

ভাল, মৃত্তিকাও সুবর্ণ এই দুইটিই কি বিবর্ত্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত? উত্তর 'না'; ইহাই বলিতেছেন :—

(ন) শ্রুত্যুক্ত তিনটি বিবর্ত্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন, তাহাদের প্রয়োজন।

মৃৎসুবর্ণময়শ্চেতি দৃষ্টান্তত্রয়মারুণিঃ।
প্রাহাতো বাসয়েৎ কার্য্যানৃতত্বং সর্ব্ববস্তুষু॥ ৫৩

অন্বয়—আরুণিঃ মৃৎ সুবর্ণম্ অয়ঃ চ ইতি দৃষ্টান্তত্রয়ম্ প্রাহ; অতঃ সর্ব্ববস্তুষু কার্য্যানৃতত্বম বাসয়েৎ।

অনুবাদ—আরুণি মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহ এই তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এইহেতু সকল বস্তুকেই কার্য্যের মিথ্যাত্বসংস্কার স্থাপনের বিষয় করিবে।

টীকা—"আরুণিঃ"—অরুণের পুত্র উদ্দালক নামক কোন ঋষি। ছান্দোগ্য উপনিষদে [যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন—৬।১।৪]—হে সোম্য একটি মাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই, যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায় অর্থাৎ জানা যায় যে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার (কার্য্যপদার্থ) কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র—এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া—

[কার্ষ্ণায়সম্ ইত্যেব সত্যম্]—হে সোম্য একটি মাত্র নখনিকৃন্তন (নরুণ) অর্থাৎ তৎকারণ কার্ষ্ণায়সদ্বারা যেমন অপর সমস্ত কার্ষ্ণায়স (ইস্পাতবিকার) বিজ্ঞাত হয় * * * বস্তুতঃ কৃষ্ণায়স হইতেছে সত্য পদার্থ,—এই পর্য্যন্ত বাক্যরাজিদ্বারা কার্য্যের মিথ্যাত্ববিষয়ে, (মৃৎসুবর্ণয়োরূপম্) মৃত্তিকা সুবর্ণ ও লৌহরূপ "দৃষ্টান্তত্রয়ম্"—তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, ইহাই অর্থ। ভাল, উদ্দালক ঋষি কি উদ্দেশ্যে তিনটি দৃষ্টান্ত দিলেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"এইহেতু সকল বস্তুকেই" ইত্যাদি। (ভাষ্যকার এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—দার্ষ্টান্তিকগত বহু প্রকার ভেদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর প্রতীতি সমুৎপাদনার্থ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিদ্যারণ্য মুনিও "অনুভূতিপ্রকাশ" গ্রন্থে (পঞ্চদশীর প্রথম খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় 'গ' পরিশিষ্টের ২৫ শ্লোকে) বলিয়াছেন ব্যাপ্তি বা সাধ্যসাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন)। যেহেতু বর্ণিত প্রকারে মৃত্তিকা প্রভৃতি বহু বস্তুতে তত্তৎ কার্য্যের মিথ্যাত্ব অনুভূত হয়, "অতঃ"—এইহেতু, "সর্ব্ববস্তুষু"—ভূতভৌতিকরূপ সর্ব্ব বস্তুতে, "কার্য্যানৃতত্বম্ বাসয়েৎ" (বাসিতম্ কুর্য্যাৎ)—কার্য্যের অনৃতত্ব (মিথ্যাত্ব) বাসিত করিবে অর্থাৎ বার বার অনুভব করিয়া, সেই অনুভবজনিত সংস্কারকে বুদ্ধির বিষয় করিবে; ইহাই তাৎপর্য্য। ৫৩

কারণ জ্ঞানেই সকল কার্য্যের জ্ঞান; ব্রহ্মস্বরূপাবধারণ; জগৎস্বরূপাবধারণ; জগতের উপেক্ষা।

১। কারণ জ্ঞানেই তৎকার্য্য সমূহের জ্ঞান।

ভাল, কার্য্যের মিথ্যাত্বের অনুসন্ধান বা বিচারপূর্ব্বক অবধারণ, কি নিমিত্ত বর্ণন করা হইতেছে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যজ্ঞানের সিদ্ধি করিবার জন্য ঐরূপ বর্ণন করিতেছেন। এই অভিপ্রায় লইয়া বলিতেছেন :—

(ক) কারণজ্ঞানেই কার্য্যের জ্ঞান, তাহার প্রমাণ ও তাহাতে শঙ্কা।

কারণজ্ঞানতঃ কার্য্যবিজ্ঞানং চাপি সোঽবদৎ।
সত্যজ্ঞানেঽনৃতজ্ঞানং কথমত্রোপপদ্যতে॥ ৫৪

অন্বয়—কারণজ্ঞানতঃ চ কার্য্যবিজ্ঞানম্ অপি সঃ অবদৎ, সত্যজ্ঞানে অনৃতজ্ঞানম্ অত্র কথম্ উপপদ্যতে?

অনুবাদ ও টীকা- আর কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যের জ্ঞান হয়, এ কথাও সেই ঋষি বলিয়াছেন। সেই সত্যকারণবস্তুর জ্ঞান হইলে কার্য্যবস্তুকে কি প্রকারে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়? (পরে বলিতেছি)। ৫৪

কার্য্য সত্য ও অনৃত এই উভয়াংশাত্মক। এইহেতু কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যগত সত্যাংশের জ্ঞান হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত শঙ্কার সমাধান।

সমৃৎকস্য বিকারস্য কার্য্যতা লোকদৃষ্টিতঃ।
বাস্তবোঽত্র মৃদংশেঽস্য বোধঃ কারণবোধতঃ। ৫৫

অন্বয়—সমৃৎকস্য বিকারস্য লোকদৃষ্টিতঃ কার্য্যতা; অত্র বাস্তবঃ মৃদংশঃ অস্য বোধঃ কারণবোধতঃ।

অনুবাদ -প্রকৃতিরূপ মৃত্তিকার সহিত ঘটরূপ বিকারকে লোকদৃষ্টিতে কার্য্য বলা হয়। ইহাতে মৃত্তিকাংশই বাস্তব। কারণের জ্ঞানদ্বারাই এই বাস্তবাংশের জ্ঞান হয়।

টীকা—"সমৃৎকস্য বিকারস্য"—অধিষ্ঠানরূপ মৃত্তিকার সহিত আরোপিত ঘটাদিরূপ বিকারকে, "কার্য্যতা" কার্য্য শব্দের অর্থ বলিয়া জন সাধারণে গ্রহণ করিয়া থাকে। ভাল, ইহা মানিয়া লইলাম, কিন্তু ইহার দ্বারা কারণজ্ঞান হইলেই কার্য্যজ্ঞান হয় ইহা ত' সম্ভব হয় না—এইরূপ আশঙ্কার পরিহার কি প্রকারে হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—ঘটরূপ কার্য্যগত স্থূল-বর্ত্তুলোদরাদি বিশিষ্টতারূপ অনৃতাংশের জ্ঞান না হইলেও কার্য্যগত মৃত্তিকারূপ সত্যাংশের জ্ঞান হইয়া থাকে, এইরূপে তাহার পরিহার হয় "ইহাতে মৃত্তিকাংশই বাস্তব" ইত্যাদি। "অত্র"—এই কার্য্যে "যঃ বাস্তবঃ মৃদংশঃ"—মৃত্তিকা রূপ যে বাস্তব অংশটি আছে, "অস্য"—এই বাস্তবাংশের —"বোধঃ"—জ্ঞান "কারণবোধতঃ—কারণজ্ঞান হইতে হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। (পঞ্চদশীর প্রথম খণ্ডে "গ" পরিশিষ্টের ২২-২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৫৫

ভাল, কার্য্যগত সত্যাংশের ন্যায় অনৃতাংশ ত' জানিবার যোগ্য,—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে অনৃতাংশ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া জানিবার যোগ্য নহে :—

(গ) কার্য্যে সত্যাংশের জ্ঞানই প্রয়োজনীয়, অনৃতাংশের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন।

অনৃতাংশো ন বোদ্ধব্যস্তদ্বোধানুপযোগতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানং পুমর্থং স্যান্নানৃতাংশাববোধনম্ ॥ ৫৬

অন্বয়—অনৃতাংশঃ ন বোদ্ধব্যঃ, তদ্বোধানুপযোগতঃ তত্ত্বজ্ঞানম পুমর্থম্, অনৃতাংশাব-বোধনম্ (প্রয়োজনবৎ) ন স্যাৎ।

অনুবাদ--কার্য্যের অনৃতাংশ জানিবার যোগ্য নহে; কেননা, সেই অনৃ-তাংশের জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন; তত্ত্বের অর্থাৎ বাস্তবাংশের জ্ঞানেই পুরুষের প্রয়োজন; অনৃতাংশের জ্ঞানে পুরুষার্থ নাই।

টীকা—অনৃতাংশের জ্ঞান কেন নিষ্প্রয়োজন, তাহাই বুঝাইতেছেন—"তত্ত্বের অর্থাৎ বাস্তবাংশের জ্ঞানেই" ইত্যাদি। "তত্ত্বজ্ঞানম্"—তত্ত্বের অর্থাৎ অবাধিত বস্তুর জ্ঞান, "পুমর্থম্"—পুরুষের অর্থাৎ জ্ঞাতার অর্থ বা প্রয়োজন যাহাতে তাহা পুমর্থ, বহুব্রীহি সমাস; "অনৃতাংশাব-বোধনম্ ন স্যাৎ"—অনৃতাংশরূপ বিকারের অববোধন, জ্ঞান প্রয়োজনবিশিষ্ট নহে, ইহাই অর্থ। ৫৬

(বাদী শঙ্কা করিতেছেন) ভাল, তাহা হইলে কারণজ্ঞানেই কার্য্যজ্ঞান হয়, এই অর্থটি শ্রোতার বুদ্ধিতে বিস্ময়াবহ হইবে, এই অভিপ্রায়ে কথিত হইলেও, কথাটির ত' সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই :—

(ঘ) (বাদীর শঙ্কা) তাহা হইলে কারণজ্ঞানেই কার্য্যজ্ঞান, ইহা কোন বিস্ময়কর কথা নহে।

তর্হি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যজ্ঞানমিতীরীতে।
মৃদ্বোধে মৃত্তিকা বুদ্ধেত্যুক্তম্ স্যাৎ কোহত্র বিস্ময়ঃ॥৫৭

অন্বয়—তর্হি কারণবিজ্ঞানাৎ কার্য্যজ্ঞানম্ ইতি ঈরিতে 'মৃদ্বোধে মৃত্তিকা বুদ্ধা' ইতি উক্তম্ স্যাৎ, অত্র কঃ বিস্ময়ঃ ?

অনুবাদ—তাহা হইলে কারণজ্ঞানেই কার্য্যজ্ঞান হয়, এই প্রকার কথিত হইলে কথাটি দাঁড়ায়—মৃত্তিকার জ্ঞানে মৃত্তিকারই জ্ঞান হয় ; ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে ?

টীকা—"কারণবিজ্ঞানাৎ"—মৃত্তিকা প্রভৃতিরূপ কারণের জ্ঞান হইলে, "কার্য্যজ্ঞানম্"—কার্য্যগত মৃত্তিকাদিরূপ সত্যাংশেরই জ্ঞান হয়, এইরূপ বলিলে, মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারা মৃত্তিকারই জ্ঞান—এইরূপই বলা হয়। তাহা হইলে অভিপ্রেত বিস্ময়কারিতা কেবল শব্দেই পর্য্যবসন্ন হইল, অর্থে নহে ; ইহাই অর্থ। ৫৭

'কার্য্যগত সত্যাংশই কারণের স্বরূপ'—এইরূপ বিচারমূলক জ্ঞান যাঁহার আছে, তাঁহার বিস্ময় না হইলেও, সেই প্রকার বিচারবিহীন পুরুষের বিস্ময় ত' হইবেই—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী বাদীর শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঙ) উক্ত শঙ্কার সমাধান—বিস্ময় অজ্ঞেরই হইবে।

সত্যং কার্য্যেষু বস্ত্বংশঃ কারণাত্মেতি জানতঃ।
বিস্ময়ো মাস্ত্বিহাজ্ঞস্য বিস্ময়ঃ কেন বার্য্যতে?৫৮

অন্বয়—সত্যম্ ; কার্য্যেষু বস্ত্বংশঃ কারণাত্মা ইতি জানতঃ বিস্ময়ঃ মা অস্তু ; ইহ অজ্ঞস্য বিস্ময়ঃ কেন বার্য্যতে ?

অনুবাদ—ইহা সত্য বটে ; কার্য্যগত সত্যাংশই কারণের স্বরূপ, ইহা যিনি জানেন, তাঁহার বিস্ময় না হইতে পারে বটে, কিন্তু যে অজ্ঞানী অর্থাৎ যাহার এইরূপ জ্ঞান নাই, তাহার বিস্ময় কে নিবারণ করিবে ?

টীকা—"কার্য্যেষু"—ঘটাদি কার্য্যে বিদ্যমান, "বস্ত্বংশঃ"—যে বাস্তবাংশ তাহাই, "কারণাত্মা"—মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণের স্বরূপ, "ইতি জানতঃ"—এইরূপ যিনি জানেন, তাঁহার বিস্ময় নাই হউক, অপরের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানশূন্যের যে বিস্ময় উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিবারণ করিতে কেহই সমর্থ নহে, ইহাই অর্থ। ৫৮

'অজ্ঞানীর বিস্ময় হইবেই' এইরূপ যে পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইল, সেই কথাই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(চ) পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিস্ময়ের বর্ণন।

আরম্ভী পরিণামী চ লৌকিকশ্চৈককারণে।
জ্ঞাতে সর্ব্বমতিং শ্রুত্বা প্রাপ্নুবন্ত্যেব বিস্ময়ম্॥৫৯

অন্বয় - আরম্ভী চ পরিণামী চ লৌকিকঃ এককারণে জ্ঞাতে সর্ব্বমতিম্ শ্রুত্বা বিস্ময়ম্ প্রাপ্নুবন্তি এব।

অনুবাদ—আরম্ভবাদী পরিণামবাদী, এবং প্রাকৃত লোকে 'এক কারণকে জানিলেই সকল কার্য্য জানা হইয়া যায়'—এই বাক্য শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবেই ত।

টীকা—"আরম্ভী" সমবায়ী (অর্থাৎ উপাদান), অসমবায়ী ও নিমিত্ত এই তিন নামের তিনটি কারণ হইতে ভিন্ন কারণোৎপন্ন কার্য্যের উৎপত্তি যাহারা মানে, সেই নৈয়ায়িকাদি বাদিগণকেই "আরম্ভী" এই শব্দদ্বারা সূচনা করা হইতেছে। "পরিণামী"—পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অর্থাৎ বিপরীত রূপের প্রাপ্তিরূপ পরিণাম যাহারা মানে, সেই সাংখ্য প্রভৃতি বাদিগণ, "পরিণামী" এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে। "লৌকিকঃ"—যাহারা এই উভয় প্রকার প্রক্রিয়া জানে না, কেবল লোকব্যবহারমাত্রে তৎপর, তাহারা "লৌকিক" এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে। এই তিন প্রকার বাদীরই, একমাত্র কারণের জ্ঞানদ্বারাই অনেক কার্য্যের জ্ঞান হয়, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিলে বিস্ময় হইবে, ইহাই অর্থ। ৫৯

ভাল, শ্রুতিবচনের যথাশ্রুত অর্থ অর্থাৎ বচনগত শব্দ শুনিলেই যেরূপ অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যান করিবার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেইরূপ অর্থে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে; এই কারণে এইরূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে:—

(ছ) একমাত্র কারণজ্ঞান-দ্বারাই একাধিক কার্য্য-জ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতি-বচনের অভিপ্রায়।

অদ্বৈতেঽভিমুখী কর্ত্তুমেবাত্রৈকস্য বোধতঃ।
সর্ব্ববোধঃ শ্রুতৌ নৈব নানাত্বস্য বিবক্ষয়া॥ ৬০

অন্বয়—অদ্বৈতে অভিমুখী কর্ত্তুম্ এব অত্র শ্রুতৌ একস্য বোধতঃ সর্ব্ববোধঃ; নানাত্বস্য বিবক্ষয়া ন এব।

অনুবাদ—অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানে শ্রোতাকে অভিমুখ করিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—একের জ্ঞানে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, নতুবা কার্য্যনানাত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সেইরূপ বলেন নাই।

টীকা—অদ্বৈতবিজ্ঞানে শিষ্যকে অভিমুখ করিবার জন্যই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে, [একস্য বিজ্ঞানাৎ]—একমাত্র কারণের বিজ্ঞানেই সমস্ত কার্য্যের বিজ্ঞান কথিত হইয়াছে। অনেক কার্য্যের বিজ্ঞান সিদ্ধ করিবার জন্য সেইরূপ কথিত হয় নাই! অভিপ্রায় এই—অসৎ জড় ও দুঃখরূপ অনেক অনাত্মপদার্থের জ্ঞানদ্বারা পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না বলিয়া শ্রুতি অনেক কার্য্যরূপ পদার্থের জ্ঞান-সম্পাদনের জন্য একের জ্ঞানে অনেকের জ্ঞানের কথা বলেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মরূপ কারণের জ্ঞানে প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করিয়াছেন। এইহেতু এই বাক্যটিকে অর্থবাদ বাক্য* বলিয়া মানা হয়। কিম্বা জ্ঞানী ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সাক্ষিরূপ বলিয়া তাঁহার জ্ঞাততাবিশিষ্ট বা অজ্ঞাততাবিশিষ্ট সকল পদার্থের সর্ব্বদা জ্ঞান হয়, অথবা ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে কল্পিত সকল পদার্থের

* প্রকরণ প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রশংসাবাক্য।

ব্রহ্ম হইতে বাস্তব ভেদ নাই কিন্তু বাধসামানাধিকরণ্যদ্বারা ব্রহ্ম হইতে সকল পদার্থের অভেদ; এই হেতু এক ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা অনেক পদার্থের জ্ঞান সম্ভব হয়, ইহাই অভিপ্রায়। ৬০

এক্ষনে এক কারণের বিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্য্যবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ব্যাপৃত [যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বম্ মৃন্ময়ম্ বিজ্ঞাতম্ স্যাৎ—ছান্দোগ্য উ, ৬।১।৪]—হে সোম্য, একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায়,—এই শ্রুতিবচনের অর্থ নিরূপণ করিয়া, দার্ষ্টান্তিক প্রদর্শনে ব্যাপৃত—[উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষ্যঃ যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি, অমতম্ মতম্ অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্—ছান্দোগ্য উ, ৬।১।২-৩]—হে সোম্য শ্বেতকেতো, তুমি কি সেই আদেশটি (আচার্য্যের উপদেশমাত্রলভ্য বিষয়টি) আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা অর্থাৎ যাহা শুনিলে, মনন করিলে ও জানিলে পর, অপর অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিশেষরূপে জ্ঞাত—জ্ঞানগোচর হয়?—এই বাক্যের অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে একের জ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববস্তুর জ্ঞানরূপ আলোচনীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তটি বলিতেছেন :—

(ঝ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক, ফলিতার্থ।

একমৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সর্ব্বমৃন্ময়ধীর্য্যথা।
তথৈক ব্রহ্মবোধেন জগদ্বুদ্ধির্বিভাব্যতাম্॥ ৬১

অন্বয়—যথা একমৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সর্ব্বমৃন্ময়ধীঃ তথা একব্রহ্মবোধেন জগদ্বুদ্ধিঃ বিভাব্যতাম্।

অনুবাদ—যেমন এক মৃত্তিকাপিণ্ডের জ্ঞান হইলে, সমুদায় মৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সমস্ত জগতের জ্ঞান হয়—এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে।

টীকা—যেমন ঘট শরাবাদির উপাদান যে মৃত্তিকাপিণ্ড, তাহার জ্ঞানদ্বারা, সেই মৃত্তিকাপিণ্ডের কার্য্য সমস্ত ঘটাদির জ্ঞান হয়, এইরূপ সকলের উপাদান যে এক ব্রহ্ম, তাহার জ্ঞানদ্বারা সেই ব্রহ্মের বিবর্ত্তরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ জগতের জ্ঞান হয়—এই প্রকার বুঝিতে হইবে, ইহাই অর্থ। ৬১

২। ব্রহ্মরূপ কারণের ও জগদ্রূপ কার্য্যের স্বরূপ।

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপ না জানিলে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে জগতের জ্ঞান হয় ইহা ত' বুঝিতে পারা যায় না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেই কথাটি বুঝাইবার জন্য ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) সংক্ষেপে ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপবর্ণন ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপতাবিষয়ে তাপনীয় শ্রুতিপ্রমাণ।

সচ্চিৎসুখাত্মকং ব্রহ্ম নামরূপাত্মকং জগৎ।
তাপনীয়ে শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্॥ ৬২

অন্বয়—সচ্চিৎসুখাত্মকম্ ব্রহ্ম, নামরূপাত্মকম্ জগৎ। তাপনীয়ে সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ব্রহ্ম শ্রুতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ; জগৎ নামরূপাত্মক। নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদে শুনা যায় সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্রহ্মের লক্ষণ।

টীকা—ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, নৃসিংহোত্তর তাপনীয় প্রভৃতি শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন —"নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদে" ইত্যাদি। অথর্ব্ববেদবিদ্‌ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক প্রথমে [ব্রহ্ম এব ইদম্ সর্ব্বম্ সচ্চিদানন্দরূপম্ (? সচ্চিদানন্দমাত্রম্)--পূর্ব্বে উল্লিখিত--নৃসিং উ, ৭]— এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপতা উক্ত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৬২

'আদি' (?) শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অন্যান্য শ্রুতি বচন দেখাইতেছেন :—

(খ) ব্রহ্মের উক্ত স্বরূপতা-বিষয়ে অন্য শ্রুতিপ্রমাণ।

সদ্রূপমারুণিঃ প্রাহ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বহ্বৃচঃ।
সনৎকুমার আনন্দমেবমন্যত্র গম্যতাম্॥ ৬৩

অন্বয়—আরুণিঃ সদ্রূপম্, বহ্বচঃ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম, সনৎকুমারঃ আনন্দম্ প্রাহ, এবম অন্যত্র গম্যতাম্।

অনুবাদ—অরুণপুত্র উদ্দালক, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ বলিয়াছেন ; ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণ ঐতরেয়োপনিষদে ব্রহ্মকে প্রজ্ঞানরূপ বলিয়াছেন ; সনৎকুমার ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। অন্যত্র অর্থাৎ তৈত্তিরীয়াদি উপনিষদেও ব্রহ্মকে আনন্দরূপ ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, বুঝিয়া লইতে হইবে।

টীকা—অরুণের পুত্র উদ্দালক ছান্দোগ্য শ্রুতিতে [সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ— ৬।২।১]—অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্রূপই ছিল—ইত্যাদি বচনদ্বারা ব্রহ্মকে সদ্রূপ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, আর বহ্বৃচগণ অর্থাৎ ঋগ্বেদশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ ঐতরেয়োপনিষদে [প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম—ঐতরেয়োপনিষৎ ৫।৩]—প্রজ্ঞানই সমস্ত লোকের লয় স্থান প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম এইরূপে ব্রহ্মের প্রজ্ঞানরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে (পূর্ব্বে পঞ্চদশীর একাদশ প্রকরণে উদ্ধৃত) ছান্দোগ্য শ্রুতিবচনেও সনৎকুমারনামক গুরু, নারদনামক শিষ্যকে বিশেষরূপে, [সুখম্ তু এব জিজ্ঞাসিতব্যম্—৭।২২।১]—সুখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য এইরূপে—আরম্ভ করিয়, [যঃ বৈ ভূমা তৎসুখম্—৭।২৩।১]—যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ তাহাই সুখ, (অল্পে—পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই)—এইরূপে 'ভূমন্' শব্দবাচ্য ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বর্ণিত হইয়াছে। এই ন্যায়টি অন্য উপনিষদেও অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া দেখাইতেছেন— "অন্যত্র অর্থাৎ তৈত্তিরীয়াদি উপনিষদেও" ইত্যাদি। "অন্যত্র"—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে [আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ—৩.৬]—বরুণের পুত্র ভৃগু ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।

এইরূপ অন্য শ্রুতিতেও ব্রহ্মের আনন্দরূপতা কথিত হইয়াছে, দেখিয়া লইতে হইবে—ইহাই অভিপ্রায়। ৬৩

ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দবিষয়ক শ্রুতির ন্যায় জগতের স্বরূপ নামরূপবিষয়ক শ্রুতি দেখাইতেছেন :—

(গ) জগতের স্বরূপ নামরূপ বিষয়ক শ্রুতি।

বিচিন্ত্য সর্ব্বরূপাণি কৃত্বা নামানি তিষ্ঠতি।
অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬৪

অন্বয়—"সর্ব্বরূপাণি বিচিন্ত্য নামানি কৃত্বা তিষ্ঠতি"। "অহম্ ইমে নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুতেঃ।

অনুবাদ—'পরমেশ্বর দেবমনুষ্যাদি সকল প্রকার আকার চিন্তা করিয়া তাহাদের নামকরণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। এই অর্থের এবং 'আমি (জগতের) এই নামরূপ প্রকটিত করিব', এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে।

টীকা—তৈত্তিরীয় পুরুষসূক্তে (১৫।১) আছে—[সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরঃ নামানি কৃত্বা অভিবদন্ যদাস্তে।]—যে ধীর অর্থাৎ বিরাট পুরুষ, দেবমনুষ্যাদি সমস্ত শরীর বিশেষ বিশেষভাবে নিষ্পাদন করিয়া—এইটি দেব, এইটি মনুষ্য, এইটি পশু, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন নামদ্বারা তাহাদিগকে লইয়া ব্যবহার করিতেছেন (এইরূপ সর্ব্বগুণোৎকর্ষবান্ আদিত্যবৎ প্রকাশমান বিরাট পুরুষকে আমি (মন্ত্রদ্রষ্টা) ধ্যানদ্বারা সর্ব্বদা অনুভব করি—সায়ন ভাষ্যানুবাদ)। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।৩।২) আছে—[সা ইয়ম্ দেবতা ঐক্ষত হন্ত অহম্ ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি]—সেই এই সৎস্বরূপ দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন যে, 'বেশ, আমি এই জীবাত্মরূপে উক্ত তেজঃ, জল ও পৃথিবী এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ (-বোধক শব্দ ও বিশেষ-বিশেষ আকৃতি) ব্যক্ত করিব।' [বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (১।৪।৭) এই মর্ম্মের বচন আছে] এইরূপে যে জগতের সৃজন করিতে হইবে সেই জগতে স্থিত নাম ও রূপ শ্রুতি দেখাইতেছেন, ইহাই অর্থ। ৬৪

সেই নামরূপবিষয়ে অন্য শ্রুতিবচন উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত অর্থে অন্যশ্রুতিবচন এবং তদ্গত অব্যাকৃত শব্দের অর্থ।

অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টে রূর্দ্ধ্বং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা।
অচিন্ত্যশক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা ॥ ৬৫

অন্বয়—সৃষ্টেঃ পুরা অব্যাকৃতম্ ঊর্দ্ধম্ দ্বিধা ব্যাক্রিয়তে, ব্রহ্মণি অচিন্ত্যশক্তিঃ মায়া এষা অব্যাকৃতাভিধা।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ অপ্রকট ছিল, পরে ইহা নাম ও রূপ এই দুই প্রকারে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রহ্মে যে মায়ারূপ অচিন্ত্যশক্তি আছে, তাহারই নাম অব্যাকৃত।

টীকা—উৎপাদিত জগৎ যে নামরূপাত্মক তাহা [তৎ হ ইদম্ তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ তৎ নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়ত, অসৌনামা অয়ম্ ইদম্ রূপম্ (ইতি এবম্) ব্যাক্রিয়ত (স্বয়ম্ এব ব্যাকৃতম্—ব্যবহারযোগ্যম্ বভূব)—বৃহদা উ, ১।৪।৭]—সেই এই দৃশ্যমান্ জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, অব্যাকৃত—নাম ও রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্ত্তমান ছিল। সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল, দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নাম ও শ্বেতপীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। "সৃষ্টেঃ পুরা"—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ, "অব্যাকৃতম্"—অব্যক্তনামরূপাত্মক ছিল; "ঊর্দ্ধম্"—সৃষ্টিকালে, দ্বিধা—অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবে, "ব্যাক্রিয়তে"—ব্যক্তীকৃত অর্থাৎ প্রকটিত হইল। ইহা শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ। এক্ষণে—[তৎ হ ইদম্ তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ]—সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অব্যাকৃত ছিল,—এস্থলে এই 'অব্যাকৃত' শব্দের অর্থ বলিতেছেন—"ব্রহ্মে যে অচিন্ত্য মায়ারূপী শক্তি আছে," ইত্যাদি। "এষা অব্যাকৃতাভিধা"—এই বাক্যে ইহাই অব্যাকৃত শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৬৫

'এই জগৎ নামরূপদ্বারা প্রকাশিত হইল'—ইহার অর্থ বলিতেছেন :—

(ঙ) 'সেই জগৎ নামরূপাকারে প্রকটিত হইল' ইহার অর্থ।

অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারংযাত্যনেকধা।
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥ ৬৬

অন্বয়—অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা অনেকধা বিকারম্ যাতি। মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ (বিদ্যাৎ)।

অনুবাদ—নির্ব্বিকার পরব্রহ্মে বিদ্যমান সেই মায়াশক্তি নানা প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মায়াকেই 'প্রকৃতি' বলিয়া জানিবে এবং মায়াশ্রয়কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। (শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০)

টীকা—নির্ব্বিকার ব্রহ্মে বিদ্যমানা যে মায়া, তিনি "অনেকধা"—ভূতভৌতিক প্রপঞ্চরূপে অনেক প্রকারে "বিকারম্ যাতি"—পরিণাম প্রাপ্ত হ'ন। মায়া ব্রহ্মে বিদ্যমান—এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্বচন প্রমাণ বলিতেছেন—"মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া" ইত্যাদি। "মায়াম্"—'যাতি ইতি যা' (গতা); মীয়তে যা সা 'মা' (প্রমা) যথার্থ জ্ঞান, মাত্বাৎ গতা মায়া; যিনি পরমার্থ দৃষ্টিতে প্রমা হন না, তাঁহাকে, "প্রকৃতিম্"—যাহার দ্বারা "প্রকৃত" হয় তাহাই 'প্রকৃতি'—উপাদান কারণ; "বিদ্যাৎ"—জানিবে। "মায়িনম্"—যিনি মায়ার আশ্রয়রূপে মায়াযুক্ত, তাঁহাকে "মহেশ্বরম্"—মায়ানিয়ামক বলিয়া জানিবে। 'জানিবে'—এই শব্দের অনুবৃত্তি চলিতেছে। "মায়ার" সহিত এবং "মায়ীর" সহিত এই উভয় স্থলে যে "তু" (কিন্তু) শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা মায়া এবং মায়ী এই উভয়ের পরস্পর বিলক্ষণতা জানাইবার জন্য। ৬৬

এক্ষনে মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম কার্য্যের বর্ণনা করিতেছেন :—

(চ) মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম কার্য্য আকাশের, কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি ও নিজের একটি রূপ।

আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽস্তি ভাত্যপি চ প্রিয়ঃ।
অবকাশস্তস্যরূপং তন্মিথ্যা ন তু তত্রয়ম্॥ ৬৭

অন্বয়—আদ্যঃ বিকারঃ আকাশঃ, সঃ অস্তি, ভাতি অপি চ প্রিয়ঃ; তস্য রূপম্ অবকাশঃ; তৎ মিথ্যা; তৎ ত্রয়ম্ তু ন।

অনুবাদ—মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম বিকার অর্থাৎ কার্য্য আকাশ; সেই আকাশ অস্তি, ভাতি, প্রিয়—(অর্থাৎ তাহার সত্তা, প্রকাশমানতা, ও প্রিয়তা আছে)। অবকাশ সেই আকাশের নিজ রূপ; সেই রূপটী অর্থাৎ অবকাশ মিথ্যা। আর সত্তা প্রভৃতি তিনটি রূপ মিথ্যা নহে, কিন্তু বাস্তব।

টীকা—সেই আকাশের কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা হইতে প্রাপ্ত তিনটি রূপ বলিতেছেন—"সেই আকাশ অস্তি ভাতি"—ইত্যাদি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ। সেই আকাশের প্রাতিস্বিক অর্থাৎ স্বকীয় রূপ বলিতেছেন—"অবকাশ সেই আকাশের নিজরূপ"। সেই আকাশের পূর্ববর্ত্তী অর্থাৎ কারণ ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত তিন রূপ হইতে বিলক্ষণতা বর্ণন করিতেছেন :—"সেই অবকাশ মিথ্যা" ইত্যাদি। সৎ (সত্তা) প্রভৃতি তিনটি বাস্তব। ৬৭

সেই আকাশের চতুর্থ রূপ যে অবকাশ, তাহার মিথ্যাত্ববিষয়ে হেতু বলিতেছেন :—

(ছ) আকাশের চতুর্থরূপ অবকাশ যে মিথ্যা তাহার কারণ।

ন ব্যক্তেঃ পূর্ব্বমস্ত্যেব ন পশ্চাচ্চাপি নাশতঃ।
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা॥ ৬৮

অন্বয়—ব্যক্তেঃ পূর্ব্বম্ ন অস্তি এব চ পশ্চাৎ অপি নাশতঃ ন। আদৌ চ অন্তে যৎ ন অস্তি তৎ বর্ত্তমানে অপি তথা। (মাণ্ডুক্যকারিকা)

অনুবাদ—(আকাশের) প্রকটতাপ্রাপ্তির পূর্ব্বে অবকাশরূপতা থাকে না; আর পরেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহা থাকে না; সুতরাং অবকাশ মিথ্যা। যে বস্তু আদিতে ও অন্তে থাকে না, তাহা বর্ত্তমানেও তদ্রূপ অর্থাৎ অস্তিত্বহীন।

টীকা—ভাল, উৎপত্তি ও বিনাশ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে প্রতীয়মান আকাশ কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—"যে বস্তু আদিতে ও অন্তে" ইত্যাদি। যেমন রজ্জুতে সর্প ও তাহার জ্ঞান আদিতে ও অন্তে অবিদ্যমান। এইহেতু মধ্যে প্রতীত হইলেও অবিদ্যমান। সেই প্রকার সৃষ্টির পূর্ব্বে এবং নাশের পরে অবিদ্যমান যে অবকাশ তাহা মধ্যে প্রতীত হইলেও অবিদ্যমানই বুঝিতে হইবে। ৬৮

এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকে (গীতা ২।২৮) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(জ) এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য প্রমাণ।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেবেত্যাহ কৃষ্ণোঽর্জ্জুনং প্রতি॥ ৬৯

অন্বয়—ভারত, অব্যক্তাদীনি ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি ভূতানি এব ইতি কৃষ্ণঃ অর্জ্জুনম্ প্রতি আহ।

অনুবাদ—ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন—হে ভরতবংশধর অর্জ্জুন, আকাশাদি ভূত অথবা অণ্ডজ জরায়ুজাদিভূত আদিতে অর্থাৎ

উৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে; অন্তে, অর্থাৎ নিধনকালে অব্যক্তেই প্রবেশ করে, কেবল মধ্যে প্রকটভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা- গীতাব্যাখ্যাবসরে মধুসূদন স্বামী—"অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। ভূতসঙ্ঘঃ"……—(প্রাণিশরীরসমূহ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়-কেহ দেখিতে পায় না, আবার কোথায় চলিয়া যায় তাহাও দেখিতে পায় না) এই পুরাণবচনটি উদ্ধৃত করিয়া, গীতাশ্লোকের তাৎপর্য্য বলিতেছেন—প্রাণিশরীরসমূহের উদ্দেশে শোক করা উচিত নহে, এই বলিয়া বলিতেছেন 'অথবা আকাশাদি মহাভূতের উদ্দেশে এই শ্লোকের যোজনা করিতে হইবে'। ৬৯

অবকাশে যে সৎপ্রভৃতি তিনটি রূপ আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন--অনুভবই প্রমাণ:—

(ঝ) সৎ-প্রভৃতি অবকাশের তিনটি রূপ-বিষয়ে অনুভবপ্রমাণ; অবকাশ বিনাও উক্ত তিনের অনুভব।

মৃদ্বত্তে সচ্চিদানন্দা অনুগচ্ছন্তি সর্ব্বদা।
নিরাকাশে সদাদীনামনুভূতির্নিজাত্মনি॥ ৭০

অন্বয়—মৃদ্বৎ তে সচ্চিদানন্দাঃ সর্ব্বদা অনুগচ্ছন্তি; নিরাকাশে নিজাত্মনি সদাদীনাম্ অনুভূতিঃ।

অনুবাদ—(ঘটাদিতে অন্বিত) মৃত্তিকার ন্যায়, সৎ-চিৎ-আনন্দ সর্ব্বদা অন্বিত থাকে এবং আকাশশূন্য নিজ আত্মাতে সৎ প্রভৃতি অনুভূত হয়।

টীকা—"মৃদ্বৎ"—মৃত্তিকার ন্যায়, এই পদটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য; ঘটাদি বস্তুতে যেমন তিন কালেই মৃত্তিকার অনুবৃত্তি আছে, অর্থাৎ মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকে, সেই প্রকার আকাশেও সৎ প্রভৃতি তিনটি রূপ অনুগত আছে, ইহাই অর্থ। ভাল, অবকাশকে ছাড়িয়া দিলে সৎ প্রভৃতি তিনটি রূপ, কি প্রকারে অনুভবের বিষয় হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"আকাশশূন্য নিজ আত্মাতে সৎ প্রভৃতি" ইত্যাদি। ৭০

পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত অনুভব স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন:—

(ঞ) অবকাশ বিনাও সচ্চিদানন্দানুভবের উপপাদন; তদ্বিষয়ে শঙ্কার সমাধান।

অবকাশে বিস্মৃতেঽথ তত্র কিং ভাতি তে বদ।
শূন্যমেবেতি চেদস্তু নাম তাদৃগ্বিভাতি হি॥ ৭১

অন্বয়—অবকাশে বিস্মৃতে অথ তত্র তে কিম্ ভাতি বদ; শূন্যম্ এব ইতি চেৎ, অস্তু নাম; তাদৃক্ বিভাতি হি।

অনুবাদ—(সিদ্ধান্তীর প্রশ্ন) হে বাদিন্, তুমি অবকাশকে বিস্মৃত হইলে, সে অবস্থায় তোমার নিকট কি প্রতিভাত হয় বল। যদি বল শূন্যই প্রতিভাত হয়, তবে বলি তাহাই হউক; সেই শূন্য রূপেও ত' কোন একটা বস্তুর প্রকাশ (অর্থাৎ অনুভব সর্ব্বজনবিদিত এবং তোমাকে স্বীকার করিতে) হইতেছে।

টীকা—সিদ্ধান্তী পূর্ব্ববাদীর প্রশ্নের অনুবাদ করিতেছেন—"যদি বল শূন্যই প্রতিভাত হয়" ইত্যাদি। সিদ্ধান্তী তাহার অঙ্গীকার করিয়া পরিহার করিতেছেন,—"তবে বলি তাহাই হউক" অর্থাৎ তাহা শব্দতঃ 'শূন্য' হউক—তাহাকে শূন্য বলিতে চাও বল, তাহার অর্থ কিন্তু 'অবকাশাভাব' এই বিশেষণদ্বারা সূচিত বিশেষ্য অর্থাৎ সেই বিশেষণের আধাররূপে প্রতীয়মান কোনও বস্তু আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতেই হয়; ইহাই বলিতেছেন—"সেই শূন্য রূপেও ত' কোন একটা বস্তুর" ইত্যাদি। এস্থলে 'হি' শব্দ লোকপ্রসিদ্ধি বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ৭১

ভাল, এইরূপ যেন হইল, অর্থাৎ অবকাশকে বিস্মৃত হইলে, কোনও একটা বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ইহা যেন মানিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারা আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ অবকাশরহিত সচ্চিদানন্দের অনুভববিষয়ে কি পাওয়া গেল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে বিশেষ্য-রূপে অর্থাৎ অবকাশের অভাবরূপ বিশেষণের আশ্রয়রূপে প্রতীয়মান বস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ তদ্রূপ একটি বস্তু আছে, ইহা স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে :—

(ট) প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন; তাহা সদ্রূপ ও নজসুখস্বরূপ।

তাদৃক্ত্বাদেব তৎ সত্ত্বমৌদাসীন্যেন তৎসুখম্।
আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যহীনং যত্তন্নিজং সুখম্ ॥ ৭২

অন্বয়—তাদৃক্ত্বাৎ এব তৎসত্ত্বম্; ঔদাসীন্যেন তৎ সুখম্; আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যহীনম্ যৎ তৎ নিজম্ সুখম্।

অনুবাদ—সেইরূপ বলিয়া অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া তাহার সত্তা বা সদ্রূপতা আছে; তাহার উদাসীনতা হেতু তাহা সুখস্বরূপ; যাহা অনুকূলতা-প্রতিকূলতারহিত, তাহাই নিজসুখ।

টীকা—সেই বস্তুর সুখস্বরূপতার বর্ণন করিতেছেন—"তাহার উদাসীনতা হেতু" ইত্যাদি। উদাসীনতার বিষয় হয় বলিয়া, সেই বস্তু সুখস্বরূপ, ইহাই অর্থ। ভাল, অনুকূলতারহিত হইলে সেই বস্তু কি প্রকারে সুখস্বরূপ হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"যাহা অনুকূলতা-প্রতিকূলতারহিত" ইত্যাদি। ৭২

সেই নিজসুখ উপপাদন করিতেছেন :—

(ঠ) পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত নিজ সুখের উপপাদন, দুঃখের আত্মরূপতা নাই।

আনুকূল্যে হর্ষধীঃ স্যাৎপ্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ।
দ্বয়াভাবে নিজানন্দো নিজদুঃখং ন তু ক্বচিৎ ॥ ৭৩

অন্বয়—আনুকূল্যে হর্ষধীঃ, প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ, দ্বয়াভাবে নিজানন্দঃ স্যাৎ। নিজ-দুঃখম্ তু ক্বচিৎ ন।

অনুবাদ—বিষয়ের অনুকূলতায় হর্ষবুদ্ধি হয়, প্রতিকূলতায় দুঃখবুদ্ধি হয়; আর যাহা অনুকূলতা-প্রতিকূলতা উভয় রহিত, তাহা নিজানন্দ। নিজ দুঃখ কোথাও নাই অর্থাৎ দুঃখের আত্মরূপতা কুত্রাপি দেখা যায় না।

টীকা—ভাল, নিজানন্দের ন্যায় নিজদুঃখ কেন হইবে না? ইহার উত্তর—দুঃখবিষয়ে

কোথাও নিজরূপতা সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ দুঃখ কখন আত্মস্বরূপ হইতে পারে না বলিয়া, এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—"নিজ দুঃখ কোথাও নাই" ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—'সুখ এই' এইরূপ জ্ঞান বিনা সুখের সত্তা নাই, কখন হইতেও পারে না ; এইহেতু জ্ঞানরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন সুখের স্বরূপ দৃষ্ট হয় না বলিয়া লৌকিক সুখও আত্মস্বরূপই ; বিষয়-দ্বারা যে ভান হয়, তাহা বৃত্তিরূপ উপাধিকৃত। এইরূপ দুঃখ আত্মস্বরূপ নহে, কেন না, দুঃখের আত্মস্বরূপতা বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষাদিরূপ প্রমাণ দেখা যায় না। (ভাবার্থ এই--আনুকূল্য-প্রাতিকূল্যরহিত যে নিজানন্দরূপ সুখ, তাহা বৃত্তিনিরপেক্ষ হইয়া (অথবা অবিদ্যাবৃত্তিবিশেষ দ্বারা) প্রতিভাত হইতে পারে কিন্তু প্রাতিকূল্যজনিত দুঃখ, বৃত্তিসাপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপেই প্রতিভাত হয়, বৃত্তিনিরপেক্ষ হইয়া পারে না ; সেইহেতু দুঃখ আত্মস্বরূপ-ভূত নহে।) কোনও ব্যক্তি আমি দুঃখরূপ এইপ্রকার অনুভব করে না ; আর সুখ যে আত্ম-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ তদ্বিষয়ে [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—তৈঃ, উঃ]—বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিবচনরূপ অনেক উৎকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আত্মা বা নিজে যে পরম প্রেমের আস্পদ বা বিষয়, তাহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ ; তাহা আত্মার সুখরূপতা বিনা সম্ভব নহে ; এইহেতু আত্মা সুখরূপই বটে ; আর 'আমার সুখ হউক' এই প্রকারে সুখ যে বিষয়রূপে প্রতীত হয় তাহা ভ্রান্তিসিদ্ধ, কেননা, যে ব্যক্তি অজ্ঞ সে শ্রুতি প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ সুখের আত্মরূপতা না জানিয়া সুখের ও আত্মার অর্থাৎ চিদংশের প্রতিবিম্বধারিকা বৃত্তিদ্বারা এই সুখ ও আত্মার সম্বন্ধ পাইয়া সুখকে আত্মার মমতার বিষয় মানিয়া সন্তোষ লাভ করে। সুখের ন্যায় এই প্রকারে দুঃখের আত্মস্বরূপতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া 'নিজদুঃখ' (দুঃখের আত্মরূপতা) কোথাও অর্থাৎ লোকব্যবহারে বা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। ৭৩

ভাল, নিজানন্দ যেহেতু সদা আনন্দস্বরূপ, সেইহেতু হর্ষের সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকা চাই এবং শোকের বিদ্যমানতা কখনই উচিত নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, নিজানন্দ নিত্য হইলেও, সেই নিজানন্দের গ্রাহক মন ক্ষণিক বলিয়া সেই মনঃকৃত হর্ষ-শোকও ক্ষনিক :—

(ড) ক্ষণিক হর্ষশোক মানসিক মাত্র।

নিজানন্দে স্থিরে হর্ষশোকয়োর্ব্যত্যয়ঃ ক্ষণাৎ।
মনসঃ ক্ষণিকত্বেন তয়োর্মানসতেষ্যতাম্ ॥ ৭৪

অন্বয়—নিজানন্দে স্থিরে হর্ষশোকয়োঃ ক্ষণাৎ ব্যত্যয়ঃ ; মনসঃ ক্ষণিকত্বেন তয়োঃ মানসতা ইষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—নিজানন্দ (আত্মানন্দ) স্থিরভাবে বিদ্যমান থাকিতেও ক্ষণকাল মধ্যে হর্ষ ও শোকের যে ব্যত্যয় বা বিপরীত পরিণতি হয়, তাহার কারণ এই যে মন ক্ষণিক, সেইহেতু হর্ষশোককে কেবল মনোজনিত বলিয়া মানিতে হইবে। ৭৪

৭৩ শ্লোকে বর্ণিত নিজাত্মরূপ দৃষ্টান্তে সিদ্ধ অর্থ, দার্ষ্টান্তিক আকাশে যোজনা করিতেছেন :—

(ঢ) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা। অবকাশ লইয়া উপপাদিততত্ত্ব বায়ু হইতে দেহ পর্য্যন্তে অঙ্গীকার্য্য।

আকাশেঽপ্যেবমানন্দঃ সত্ত্বাভানে তু সম্মতে।
বায়্বাদি দেহপর্য্যন্তং বস্তুষ্বেবং বিভাব্যতাম্ ॥ ৭৫

অন্বয়—এবম্ আকাশে অপি আনন্দঃ; সত্ত্বাভানে তু সম্মতে। এবম্ বায়্বাদি দেহপর্য্যন্তম্ বস্তুষু বিভাব্যতাম্।

অনুবাদ—এই প্রকারে অর্থাৎ নিজাত্মবিষয়ে যে প্রকারে সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা সিদ্ধ হইল, সেই প্রকারে আকাশেও সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা মানা হয়; এই প্রকারেই বায়ু প্রভৃতি হইতে স্থূল দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুতে বিচার করিয়া লইতে হইবে।

টীকা—"এবম্"—এইরূপে অর্থাৎ নিজাত্মবিষয়ে কথিত প্রকারে সত্তা ও ভান, ৭১ ও ৭২ শ্লোকে তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ; এইহেতু তাহা এস্থলে উপপাদন যোগ্য নহে; ইহাই অর্থ। আকাশবিষয়ে ৬৭ শ্লোকে প্রতিপাদিত যে অর্থ তাহা বায়ু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া শরীর পর্য্যন্ত বস্তুতে মানিয়া লইতে হইবে—ইহাই বলিতেছেন—"এই প্রকারেই বায়ু প্রভৃতি হইতে" ইত্যাদি। ৭৫

তন্মধ্যে বায়ু প্রভৃতির অসাধারণ অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্মসমূহ দুইটি শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ণ) বায়ু প্রভৃতির অসাধারণ ধর্ম্ম।

গতিস্পর্শৌ বায়ুরূপং বহ্নের্দাহপ্রকাশনে।
জলস্য দ্রবতা ভূমেঃ কাঠিন্যং চেতি নির্ণয়ঃ ॥ ৭৬

অন্বয়—গতিস্পর্শৌ বায়ুরূপম্, বহ্নেঃ দাহপ্রকাশনে, জলস্য দ্রবতা, ভূমেঃ কাঠিন্যম্ চ ইতি নির্ণয়ঃ।

অনুবাদ ও টীকা—গতি ও স্পর্শ বায়ুর রূপ বা আকার; দাহ ও প্রকাশ অগ্নির রূপ; দ্রবত্ব জলের রূপ; কাঠিন্য ভূমির রূপ; ভূতসকলের অসাধারণ রূপ শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে। ৭৬

অসাধারণ আকার ওষধ্যন্নবপুষ্যপি।
এবং বিভাব্যং মনসা তত্তদ্রূপং যথোচিতম্ ॥ ৭৭

অন্বয়—ওষধ্যন্নবপুষি অপি অসাধারণঃ আকারঃ। এবম্ তত্তদ্রূপম্ যথোচিতম্ মনসা বিভাব্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—ওষধি অন্ন স্থূল শরীর প্রভৃতিতে অসাধারণ আকার অর্থাৎ নাম ও নিজ নিজ ধর্ম্ম আছে। এই প্রকারে সেই সেই বস্তুর রূপের অর্থাৎ অসাধারণ আকারের যথাযোগ্য মনদ্বারা চিন্তা করিতে হইবে। ৭৭

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ভ) ফলিতার্থ, সচ্চিদানন্দ সকল বস্তুতেই অনুস্যূত

অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চৈকধা।
তিষ্ঠন্তি সচ্চিদানন্দা বিসম্বাদো ন কস্যচিৎ॥ ৭৮

অন্বয়—অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চ একধা সচ্চিদানন্দাঃ তিষ্ঠন্তি; কস্যচিৎ বিসম্বাদঃ ন।

অনুবাদ—বহুপ্রকারে বিভিন্ন সেই নামরূপে একই অভিন্নভাবে সচ্চিদানন্দ অবস্থিত রহিয়াছেন। এবিষয়ে কাহারও বিবাদ অর্থাৎ কোনও মতভেদ নাই।

টীকা—ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের মধ্যে ব্যবহারকালে অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে তুল্য-ভাবে ভাসমান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যে সামান্য স্বরূপ তদ্বিষয়ে কোনও আস্তিক বা নাস্তিক বাদীর বা শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকের কোনও বিবাদ (মতভেদ) নাই, কেননা, তাহারা ব্রহ্মের সেই সামান্য স্বরূপ অঙ্গীকার না করিলে—ঘট আছে, ঘট প্রকাশ পাইতেছে, ঘট প্রিয়, ইত্যাদি প্রকারে নাম রূপের ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। ঘট জলধারণের উপযোগী এইহেতু প্রিয় (আনন্দ); সর্প সিংহাদিও সর্পিণী সিংহিনীর প্রিয়। ৭৮

৩। ফলসহিত নামরূপাত্মক জগতের উপেক্ষা।

তাহা হইলে প্রতীত নামরূপের কি দশা হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, কল্পিতত্বই নামরূপে প্রকৃত অবস্থা:—

(ক) নামরূপ কল্পিত (মিথ্যা) তদ্বিষয়ে হেতু ও দৃষ্টান্ত।

নিস্তত্ত্বে নামরূপে দ্বে জন্মনাশযুতে চ তে।
বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বীক্ষস্ব সমুদ্রে বুদ্বুদাদিবৎ॥ ৭৯

অন্বয়—নামরূপে দ্বে নিস্তত্ত্বে, চ তে জন্মনাশযুতে, সমুদ্রে বুদ্বুদাদিবৎ বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বিক্ষস্ব।

অনুবাদ—নামরূপ উভয়ই কল্পিত, কেননা, তাহাদের জন্ম আছে, নাশ আছে; এইহেতু তদুভয়কে বুদ্বুদফেনাদির ন্যায় বুদ্ধিপূর্ব্বক ব্রহ্মে কল্পিত বা মিথ্যা আরোপিত বলিয়া অবধারণ কর।

টীকা—"বুদ্বুদাদিবৎ"—এস্থলে আদি শব্দদ্বারা ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। যেমন বুদ্বুদ প্রভৃতি সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে অভিন্ন নহে, ভিন্নাভিন্ন উভয় রূপও নহে, এইহেতু অনির্ব্বচনীয় বলিয়া ও উৎপত্তিনাশযুক্ত বলিয়া সমুদ্রে কল্পিত; সেই প্রকার নামরূপও অনির্ব্বচনীয় বলিয়া এবং উৎপত্তিনাশযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মে কল্পিত। ইহাও ঘটে পূর্ব্বসাধিত বিবর্ত্তত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে কথিত। ৭৯

সেই নামরূপের কল্পিতত্ব দ্বারা কি সিদ্ধ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(খ) ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নামরূপে অবজ্ঞা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে।

সচ্চিদানন্দরূপেঽস্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি বীক্ষিতে।
স্বয়মেবাবজানন্তি নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ॥ ৮০

অন্বয়—সচ্চিদানন্দরূপে অস্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি বীক্ষিতে নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ স্বয়ম্ এব অবজানন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে মুমুক্ষু অল্পে অল্পে নামরূপকে অবজ্ঞা অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ৮০

ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ়তা দ্বৈতের অবজ্ঞাদ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া, শ্রবণাদির ন্যায়, মিথ্যা বলিয়া দ্বৈতের অনাদরও জিজ্ঞাসুর পক্ষে কর্ত্তব্য, ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ়তা সাধনের জন্য যেমন শ্রবণাদি কর্ত্তব্য, সেইপ্রকার নামরূপদ্বৈতেরও অবজ্ঞা কর্ত্তব্য।

যাবদ্‌যাবদবজ্ঞা স্যাত্তাবত্তাবদীক্ষণম্।
যাবদ্যাবদ্বীক্ষ্যতে তত্তাবত্তাবদুভে ত্যজেৎ॥ ৮১

অন্বয়—যাবৎ যাবৎ অবজ্ঞা স্যাৎ, তাবৎ তাবৎ তদীক্ষণম্। যাবৎ যাবৎ তৎ বীক্ষ্যতে, তাবৎ তাবৎ উভে ত্যজেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যে যে পরিমাণে নামরূপাত্মক দ্বৈতের অবজ্ঞা জন্মে, সেই সেই পরিমাণে ব্রহ্ম দর্শন হয়, এবং যে যে পরিমাণে ব্রহ্মদর্শন হয় সেই সেই পরিমাণে নামরূপ, এই উভয়ের ত্যাগ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন ও দ্বৈতাবজ্ঞা পরস্পর পরস্পরের হেতু। ৮১

নামরূপাবজ্ঞা ও ব্রহ্মদর্শন এই উভয়ের অভ্যাসের ফল বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) দ্বৈতাবজ্ঞা ও ব্রহ্মদর্শনাভ্যাসের ফল জীবন্মুক্তি।

তদভ্যাসেন বিদ্যায়াম্ সুস্থিতায়াময়ং পুমান্।
জীবন্নেব ভবেন্মুক্তো বপুরস্তু যথা তথা॥ ৮২

অন্বয়—তদভ্যাসেন বিদ্যায়াম্ সুস্থিতায়াম্ অয়ম্ পুমান্ জীবন্ এব মুক্তঃ ভবেৎ, বপুঃ যথা তথা অস্তু।

অনুবাদ ও টীকা—তদুভয়ের অভ্যাসদ্বারা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্ প্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে অর্থাৎ বিপরীত ভাবনার সংস্কাররূপ প্রতিবন্ধ নিবারিত হইলে এই মানব জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়, শরীর যে অবস্থায় থাকুক না কেন তাহাতে তাহার জীবন্মুক্তির বাধা হয় না; কেন না, সেই অবস্থা প্রারব্ধাধীন। ৮২

এক্ষণে ব্রহ্মাভ্যাসের স্বরূপ বলিতেছেন :—(বাশিষ্ঠ রামায়ণ উৎপত্তি প্রকরণ ২২।২৪) :-

(ঙ) ব্রহ্মাভ্যাসের স্বরূপ।

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্।
এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥ ৮৩

[এই শ্লোকের অন্বয় অনুবাদ ও টীকা, তৃপ্তিদীপ নামক সপ্তমাধ্যায়ের ১০৬ শ্লোকে ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকটি "জীবন্মুক্তিবিবেকে"র বাসনাক্ষয়প্রকরণে বিদ্যারণ্যস্বামীকর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের সংস্কৃত বঙ্গানুবাদে ৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

ভাল, অনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে দ্বৈতের অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে, কোনও এক সময়ে কিছুকালের জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা কি প্রকারে তাহার নিবৃত্তি হইবে ? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া (পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রের সমাধিপাদের ১৪ সূত্রপদানুসারে) বলিতেছেন যে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তরভাবে অর্থাৎ অবিচ্ছেদে আদরপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত অভ্যাসদ্বারা, অনাদিকালেরও দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইয়া যায় :—

(চ) দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছেদে আদরপূর্ব্বক অভ্যাসদ্বারাই অনাদি দ্বৈতবাসনার নিবৃত্তি সম্ভব।

বাসনানেককালীনা দীর্ঘকালং নিরন্তরম্।
সাদরং চাভ্যস্যমানে সর্ব্বথৈব নিবর্ত্ততে॥ ৮৪

অন্বয়—অনেককালীনা বাসনা দীর্ঘকালম্ নিরন্তরম্ চ সাদরম্ অভ্যস্যমানে সর্ব্বথা এব নিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—(জগৎপ্রপঞ্চরূপ) দ্বৈতের বাসনা বা সংস্কার অনাদি কালের হইলেও দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদবিহীন আদরপূর্ব্বক ব্রহ্মাভ্যাসের অনুষ্ঠানদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

টীকা—যেমন পর্ব্বতগুহাস্থিত অনাদিকালের অন্ধকার কোনও কালে কেহ দীপ আনিলে নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই প্রকার অনাদি কালের দ্বৈতভ্রম দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অর্থাৎ দুই এক বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছেদে—কোন দিন বাদ না দিয়া বা কোনও ব্যবহারে লিপ্ত না হইয়া—আদরপূর্ব্বক (৮৩ শ্লোকে বর্ণিত) জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা নিবৃত্ত হয়। ৮৪

মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা সম্ভব।
জগতে অনুস্যূত ব্রহ্মের নির্জগত্তা।

১। মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা সম্ভব।

ভাল, ব্রহ্ম ত' একই ; তাঁহার অনেকাকারবিশিষ্ট জগতের হেতু হওয়া ত' সম্ভব নহে ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—ব্রহ্ম একই হইলেও মায়াসম্বলিত ব্রহ্মের অনেকাকারবিশিষ্ট জগতের হেতুতা সম্ভব :—

(ক) একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদন।

মৃচ্ছক্তিবদ্ব্রহ্মশক্তিরনেকাননৃতান্ সৃজেৎ।
যদ্বা জীবগতা নিদ্রা স্বপ্নশ্চাত্র নিদর্শনম্॥ ৮৫

অন্বয়—মৃচ্ছক্তিবৎ ব্রহ্মশক্তিঃ অনেকান্ অনৃতান্ সৃজেৎ ; যদ্বা অত্র জীবগতা নিদ্রা চ স্বপ্নঃ নিদর্শনম্।

অনুবাদ—মৃত্তিকার শক্তির ন্যায় ব্রহ্মের শক্তি, মায়া অনেক অনৃত বস্তু

সৃজন করেন অথবা জীবগণের নিদ্রা ও স্বপ্ন (যথাক্রমে) এই মায়া ও মায়াকার্য্যের দৃষ্টান্ত।

টীকা—"অনৃতান্"—অনেক মিথ্যা মায়াকার্য্য। ভাল, মৃত্তিকার শক্তি মৃত্তিকার সহিত সমসত্তাবিশিষ্ট বলিয়া অনেক কার্য্যের হেতু হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি মিথ্যা বলিয়া, সেই শক্তির অনেক কার্য্যহেতুতা অঙ্গীকার করিলে, এই মৃত্তিকা শক্তির দৃষ্টান্ত বিষম হইয়া পড়ে অর্থাৎ দার্ষ্টান্তানুসারী হয় না। এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে বলিয়া অন্য দৃষ্টান্তরূপ পক্ষ বলিতেছেন :—"অথবা জীবগণের নিদ্রা ও স্বপ্ন" ইত্যাদি। ৫১ শ্লোকের টীকা প্রদর্শিত প্রকারে মৃত্তিকোপহিত চৈতন্যই ঘটের বিবর্ত্তোপাদান ; তাহা পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট, আর ঘটরূপে পরিণাম প্রাপ্ত মৃত্তিকার শক্তি ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট। এইহেতু উপাদানের সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট নহে। এই কারণে এই দৃষ্টান্ত বিষম নহে। তথাপি যিনি এই সিদ্ধান্ত জানেন না, সেই স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিরই এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। ৮৫

উক্ত দৃষ্টান্তকে পরিস্ফুট করিতেছেন :—

(খ) দৃষ্টান্ত স্পষ্টীকরণ, দার্ষ্টান্ত বর্ণন।

নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী।
ব্রহ্মণ্যেষা স্থিতা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী॥ ৮৬

অন্বয়—যথা জীবে নিদ্রাশক্তিঃ দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী ব্রহ্মণি স্থিতা এষা মায়া সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারিণী।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন জীবনিষ্ঠা নিদ্রাশক্তি দুর্ঘট স্বপ্ন সঙ্ঘটন করে, সেইরূপ ব্রহ্মে স্থিত এই মায়াশক্তি জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ সংঘটন করিতে পারে। ৮৬

নিদ্রাশক্তির দুর্ঘটঘটনকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন :--

(গ) নিদ্রাশক্তির দুর্ঘট-ঘটনকারিতা।

স্বপ্নেবিয়দ্গতিং পশ্যেৎ স্বমূর্দ্ধচ্ছেদনং যথা।
মুহূর্ত্তে বৎসরৌঘঞ্চ মৃতপুত্রাদিকং পুনঃ॥ ৮৭

অন্বয়—যথা স্বপ্নে বিয়দ্গতিম্ স্বমূর্দ্ধচ্ছেদনম্ চ মুহূর্ত্তে বৎসরৌঘম্, মৃতপুত্রাদিকম্ পুনঃ পশ্যেৎ।

অনুবাদ ও টীকা- যেমন স্বপ্নে লোকে আপনার আকাশগমন অনুভব করিয়া থাকে, নিজের ছিন্নমস্তক দেখে, মুহূর্ত্তকালমধ্যে কয়েকটি সম্বৎসর অতিক্রম করে, মৃতপুত্রাদির দর্শনলাভ করে। ৮৭

স্বপ্নের সেই দুর্ঘটঘটনকারিতার হেতু দেখাইতেছেন :—

(ঘ) স্বপ্নে দুর্ঘটঘটন-কারিতার হেতু।

ইদং যুক্তমিদং নেতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভা।
যথাযথেক্ষ্যতে যদ্যত্তত্তদ্যুক্তং তথা তথা। ৮৮

অন্বয়—ইদম্ যুক্তম্ ইদম্ ন ইতি ব্যবস্থা তত্র দুর্লভ। যৎ যৎ যথা যথা ঈক্ষ্যতে তৎ তৎ যুক্তম্ তথা তথা (গৃহ্যতে)।

অনুবাদ ও টীকা—ইহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব এইরূপ ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য যেমন তৎকালে পাওয়া যায় না, যে যে বস্তু যে যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, সেই সেই বস্তু সেই সেই প্রকারেই সত্য বলিয়া গৃহিত হয়। ৮৮

কৈমুতিক ন্যায়ে উক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ করিতেছেন :—

(ঙ) কৈমুতিক ন্যায়ে উক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ।

ঈদৃশো মহিমা দৃষ্টো নিদ্রাশক্তের্যদা তদা।
মায়াশক্তেরচিন্ত্যোঽয়ং মহিমেতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৮৯

অন্বয়—যদা নিদ্রাশক্তেঃ ঈদৃশঃ মহিমা দৃষ্টঃ তদা মায়াশক্তেঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ মহিমা ইতি কিম্ অদ্ভুতম্ ?

অনুবাদ ও টীকা—যখন জীবের নিদ্রাশক্তির এইরূপ মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন পরব্রহ্মের মায়াশক্তির এই অচিন্ত্য মহিমা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিছুই আশ্চর্য্য নাই। ৮৯

ব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তি প্রযত্নরহিত অর্থাৎ ক্রিয়াহীন, তথাপি সেই মায়াশক্তি জগতের কারণ ; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(চ) ব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তির জগৎকারণতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিধং সৃজেৎ
ব্রহ্মণ্যেবং নির্ব্বিকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ ॥ ৯০

অন্বয়—শয়ানে পুরুষে নিদ্রা বহুবিধম্ স্বপ্নম্ সৃজেৎ, এবম্ নির্ব্বিকারে ব্রহ্মণি অসৌ বিকারান্ কল্পয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন নিদ্রাগত জীব নিদ্রিতাবস্থায় বহু প্রকার স্বপ্নের সৃষ্টি করে, সেইরূপ নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মে এই মায়া অনেক প্রকারের বিকার বা কার্য্য কল্পনা করিয়া থাকেন। ৯০

মায়াদ্বারা সৃষ্ট পদার্থসমূহ দেখাইতেছেন :—

(ছ) জড় চেতন ভেদ-সহিত মায়ারচিত পদার্থ।

খানিলাগ্নিজলোর্ব্ব্যণ্ডলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ।
বিকারাঃ প্রাণিধীষ্বন্তশ্চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিতা ॥ ৯১

অন্বয়—খানিলাগ্নিজলোর্ব্ব্যণ্ডলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ বিকারাঃ ; প্রাণিধীষু অন্তঃ চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বিতা।

অনুবাদ—আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দ্দশ লোক প্রাণী অর্থাৎ জঙ্গম জীব এবং শিলা প্রভৃতি স্থাবর—ইহারা মায়ার কার্য্যরূপ বিকার। তন্মধ্যে প্রাণিগণের বুদ্ধিতেই চৈতন্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়।

টীকা—ভাল, সমস্ত চরাচর দেহ তুল্যরূপে পঞ্চভূতবিকার হইলেও, কি কারণে কয়েক প্রকার শরীর চেতন ও অপর কয়েক প্রকার শরীর জড় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"তন্মধ্যে প্রাণিগণের বুদ্ধিতে" ইত্যাদি। প্রাণিশরীর সমূহের মধ্যে যে অন্তঃকরণ থাকে তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া তাহারা চেতন, আর অন্যত্র অর্থাৎ অপ্রাণিগণে সেইরূপ হয় না বলিয়া তাহারা জড়, ইহাই অর্থ। এস্থলে সূচিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপে বুঝিতে হইবে :—মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ মহেশ্বর হইতে প্রথমে অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয় ; তাহা হইতে ষোড়শকল অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ ও মনের সমষ্টিরূপ সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি হয়। সমষ্টিরূপ সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী হইলে, মহেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। সেই হিরণ্যগর্ভ জলপ্রধান পঞ্চস্থূলভূত রচনা করিয়া তাহাতে আপন বীর্য্য নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীর্য্য উপাসকদিগের কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও উপাসনার সূক্ষ্মপরিণামরূপ উপাদানে রচিত। সেই বীর্য্য জলপ্রধান পঞ্চভূতের উপর পড়িয়া দধিখণ্ডের মত থাকে। পরে কালক্রমে ঘন ও কঠিনরূপ ধারণ করে। তাহাই কঠিন "পৃথিবী" হয় ; তাহা হইতে বিনির্গত সার পদার্থ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগোলকরূপে পরিণত হয়। তাহা কুক্কুটাণ্ডের আকৃতি ধারণ করে, তাহাতে সপ্তলোক অবস্থিত হয়। তাহা শুষ্ক অলাবুফলের ন্যায় বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইতে থাকে। পরে সেই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মদেবের সম্বৎসরকালে স্ফোটিত হয়। তাহার ভিতর হইতে সপ্তলোকরূপ শরীরধারী বিরাটপুরুষ প্রকাশ পান। (পুরাণমুখে এইরূপ বার্ত্তা শুনা যায়)। ৯১

২। জড়চৈতন্যরূপ জগতে অনুস্যূত ব্রহ্ম, বস্তুতঃ জগৎপ্রপঞ্চ নাই এবং তাহার ফলও নাই।

ভাল, জড় ও চৈতন্যের যে ভেদ তাহা চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকৃত কেন নহে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম জড় ও চেতন সকলেরই উপাদান বলিয়া সর্ব্বত্র সমান ; এইহেতু উক্ত শঙ্কা উঠিতে পারে না :—

(ক) জড়চৈতন্যের বিভাগ ব্রহ্মরচিত নহে।

চেতনাচেতনেষ্বেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ।
সমানং ব্রহ্ম ভিদ্যেতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯২

অন্বয়—এষু চেতনাচেতনেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ব্রহ্ম সমানম্। নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভিদ্যেতে।

অনুবাদ—এই চেতন অচেতন সকল বস্তুতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমান, নামরূপ কেবল পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন।

টীকা—যেমন একই রজ্জুতে দশটি পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভ্রান্তি হইতে পারে, কাহারও সর্পভ্রম, কাহারও জলধারা ভ্রম, কাহারও ভূমির ফাটল ভ্রম, কাহারও ষাঁড়ের মূত্ররেখা ভ্রম ইত্যাদি। সেই সেই স্থলে সর্পাদি কল্পিত বিশেষ বিশেষ অংশ পরস্পর ব্যভিচারী বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ; আর 'এই-একটা-কিছু'-রূপ সামান্যাংশ অব্যভিচারী বলিয়া সকল ভ্রান্তিতে সমান।

সেই প্রকার কল্পিত বিশেষাংশ যে নামরূপ তাহা পরস্পর পরস্পর ব্যভিচারী হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ; আর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সামান্যরূপ যে ব্রহ্ম তিনি অব্যভিচারী বলিয়া সর্ব্বত্র সমান। ৯২

জড় চেতনে ব্রহ্মের সাধারণতার অর্থাৎ সমানতার হেতু বলিতেছেন :—

(খ) জড় ও চেতন উভয়ত্র ব্রহ্ম সাধারণ, তাহার হেতু।

ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিবস্থিতে।
উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দধীর্ভবেৎ॥ ৯৩

অন্বয়—পটে চিত্রম্ ইব ব্রহ্মণি এতে নামরূপে স্থিতে ; নামরূপে দ্বে উপেক্ষ্য সচ্চিদানন্দধীঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—পটে চিত্র যেমন কল্পিত হইয়া অবস্থিত, ব্রহ্মে নামরূপ সেই প্রকার কল্পিত হইয়া অবস্থিত। নামরূপ এই উভয়কে উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ তাহাদের মিথ্যাত্বহেতু তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রতীতি হয়।

টীকা—ব্রহ্ম সর্ব্বকল্পনার আধার বলিয়া ব্রহ্ম সর্ব্বগত, ইহাই অর্থ। সেই সর্ব্বগত ব্রহ্মকে কি প্রকারে জানা যায় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তদুত্তরে, কল্পিত নামরূপের ত্যাগ হইলে অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে জানা যায় ইহাই বলিতেছেন—"নামরূপ এই উভয়কে উপেক্ষা করিলে" ইত্যাদি। ৯৩

উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(গ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত।

জলস্থেঽধোমুখে স্বস্য দেহে দৃষ্টেঽপ্যুপেক্ষ্য তম্।
তীরস্থ এব দেহে স্বে তাৎপর্য্যং স্যাদ্যথা তথা॥৯৪

অন্বয়—জলস্থে অধোমুখে স্বস্য দেহে দৃষ্টে অপি তম্ উপেক্ষ্য তীরস্থে স্বে দেহে এব তাৎপর্য্যম্ যথা স্যাৎ, তথা।

অনুবাদ—জলে প্রতিবিম্বিত স্বদেহকে অধোমুখ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলেও লোকে যেমন সেই জলপ্রতিবিম্বিত দেহকে উপেক্ষা করিয়া তীরস্থিত (ঊর্দ্ধ-শিরস্ক) দেহেই তাৎপর্য গ্রহণ করে—সত্য দেহ বলিয়া মানে, সেই প্রকার।

টীকা—জলে, "অধোমুখে স্বস্য দেহে দৃষ্টে অপি"—নিজের দেহ অধোমুখভাবে পরিদৃষ্ট হইলেও, সেই জলগত দেহবিষয়ে আদর করা অর্থাৎ সত্য বলিয়া গ্রহণ ত্যাগ করিয়া, "তীরস্থে স্বদেহে"—তীরে দণ্ডায়মান তদ্বিপরীত অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখবিশিষ্ট নিজদেহকে লোকে যেমন 'আমার' বলিয়া মনে করে, সেই প্রকার নামরূপ পরিদৃষ্ট হইতে থাকিলেও, তাহাতে সত্যতাবুদ্ধিরূপ আদর পরিত্যাগ করিয়া (তদাধার) সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে 'আমি' বুদ্ধি করিতে হয়, ইহাই অর্থ। ৯৪

এক্ষণে (ক্ষণিকতা হেতু উপেক্ষ্য বলিয়া) সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ অপর এক দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঘ) সর্ব্বজন বিদিত অপর দৃষ্টান্ত।

সহস্রশো মনোরাজ্যে বর্ত্তমানে সদৈব তৎ।
সর্ব্বৈরুপেক্ষ্যতে যদ্বদুপেক্ষা নামরূপয়োঃ॥ ৯৫

অন্বয়—যদ্বৎ সহস্রশঃ মনোরাজ্যে বর্ত্তমানে, তৎ সর্ব্বৈঃ সদা এব উপেক্ষ্যতে, (তদ্বৎ) নামরূপয়োঃ উপেক্ষা।

অনুবাদ—যেমন হাজার হাজার মনোরাজ্য বা কল্পনারচিত বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও, লোকে তৎসমুদয়কে সর্ব্বদাই উপেক্ষা করিয়া থাকে, নামরূপকেও সেইরূপে উপেক্ষা করিতে হয়।

টীকা—এস্থলে উপেক্ষা শব্দের পর "কর্ত্তব্যা" বা করিতে হয়—এইরূপ শব্দ যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৯৫

প্রপঞ্চের বিচিত্রতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঙ) প্রপঞ্চের বিচিত্রতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত।

ক্ষণে ক্ষণে মনোরাজ্যং ভবত্যেবান্যথান্যথা।
গতং গতং পুনর্নাস্তি ব্যবহারো বহিস্তথা॥ ৯৬

অন্বয়—ক্ষণে ক্ষণে অন্যথা অন্যথা মনোরাজ্যম্ ভবতি এব, গতম্ গতম্ পুনঃ ন অস্তি তথা বহিঃ ব্যবহারঃ।

অনুবাদ—মনোরাজ্য প্রতিক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া অর্থাৎ নূতন নূতন আকারে উত্থিত হয়, আর যে সকল মনোরাজ্য চলিয়া যায় তাহারা আর ফিরে না ; বাহ্য ব্যবহারকেও সেইরূপ বুঝিবে।

টীকা—দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়া দার্ষ্টান্তিকের বর্ণনা করিতেছেন—"বাহ্য ব্যবহারকেও" ইত্যাদি। ৯৬

এক্ষণে পূর্ব্বগত দৃষ্টান্তসূচিত দার্ষ্টান্তের বর্ণন করিতেছেন :—

(চ) সিদ্ধান্ত বিবৃতি ;

ন বাল্যং যৌবনে লব্ধম্ যৌবনং স্থাবিরে তথা।
মৃতঃ পিতা পুনর্নাস্তি নায়াত্যেব গতং দিনম্॥ ৯৭

অন্বয়—বাল্যম্ যৌবনে ন লব্ধম্ (ভবতি) ; তথা যৌবনম্ স্থাবিরে (ন লব্ধম্ ভবতি) ; মৃতঃ পিতা পুনঃ ন অস্তি ; গতম্ দিনম্ ন আয়াতি এব।

অনুবাদ ও টীকা—বাল্যাবস্থাকে যৌবনে পাওয়া যায় না ; সেই প্রকার যৌবনকেও বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায় না ; মৃত পিতা আর ফিরিয়া আসেন না এবং যে দিন চলিয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরে না। ৯৭

দ্বৈত প্রপঞ্চের ক্ষণিকতা বর্ণনের উপসংহার করিতেছেন :—

(ছ) জগতের ক্ষণভঙ্গুরতার বর্ণনোপসংহার; সাধনে ক্ষণিকতার প্রয়োজন।

মনোরাজ্যাৎ বিশেষঃ কঃ ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে।
অতোঽস্মিন্ ভাসমানেঽপি তৎসত্যত্বধিয়ং ত্যজেৎ॥ ৯৮

অন্বয়—ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে মনোরাজ্যাৎ কঃ বিশেষঃ? অতঃ অস্মিন্ ভাসমানে অপি তৎসত্যত্বধিয়ম্ ত্যজেৎ।

অনুবাদ—ক্ষণমাত্রে বিনাশশীল যে লৌকিক বাহ্য ব্যবহার, মনোরাজ্য হইতে তাহার প্রভেদ কোথায়? (কোথাও নাই) এইহেতু এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীত হইতে থাকিলেও, ইহাতে সত্যতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়।

টীকা—জগতের ক্ষণিকত্ব সাধনে প্রয়োজন বলিতেছেন:—"এইহেতু এই জগৎ প্রপঞ্চ" ইত্যাদি। ৯৮

ভাল, লৌকিক বাহ্য ব্যবহারে উপেক্ষা জন্মিলে তাহাতে লাভ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, তাহাতে ব্রহ্মে বুদ্ধির স্থিরতা লাভ হয়:—

(জ) লৌকিক ব্যবহারের উপেক্ষায় ব্রহ্মবুদ্ধির স্থিরতা লাভ। এইরূপ অবস্থাতেও জ্ঞানীর ব্যবহার সম্ভব।

উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীর্নির্বিঘ্না ব্রহ্মচিন্তনে।
নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াং নির্বহত্যেব লৌকিকম্॥ ৯৯

অন্বয়—লৌকিকে উপেক্ষিতে ধীঃ ব্রহ্মচিন্তনে নির্বিঘ্না (ভবতি), নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াম্ লৌকিকম্ নির্বহতি এব।

অনুবাদ—লৌকিক ব্যবহার উপেক্ষিত হইলে, পরব্রহ্মচিন্তায় বুদ্ধি বিঘ্ন-শূন্য অর্থাৎ স্থির হয়—এই লাভ। তখন জ্ঞানী নটের ন্যায় কৃত্রিমাস্থায় অর্থাৎ কল্পিত সত্য বুদ্ধিতে লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন।

টীকা—ভাল, জগৎপ্রপঞ্চে জ্ঞানীর উপেক্ষা জন্মিলে জ্ঞানীর ব্যবহার কি প্রকারে চলিবে? তদুত্তরে বলিতেছেন্ "তখন জ্ঞানী" ইত্যাদি। "নটবৎ"—ছদ্মবেশধারীর ন্যায়, "কৃত্রিমা-স্থায়াম্"—কল্পিত সত্যতাবুদ্ধি লইয়া লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করেন। যেমন নটজীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধরিয়া বালকগণকে ভয় দেখায়, কিন্তু কোনও বালককে ধরিয়া ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা তাহার নাই; কিম্বা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া যখন সে বলে—'আমি হইতেছি নারী,' তখন তাহার পতিসংগ্রহের ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু কেবল বাহ্যতঃ স্ত্রীব্যবহার প্রদর্শন করে, সেইরূপ জ্ঞানী দেহেন্দ্রিয়মনদ্বারা, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানিতেছি, আমি জানি না—ইত্যাদি রূপ আধ্যাসিক ব্যবহার বাহ্যতঃই করিতে থাকেন; কিন্তু অন্তরে আপনাকে অসঙ্গ নির্ব্বিকার কর্ত্তৃত্বাদিধর্ম্মরহিত, প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মরূপ বলিয়া মানেন; এইহেতু ব্যবহারকালেও জ্ঞানী নির্ব্বিকার থাকেন। ৯৯

ভাল, 'জ্ঞানীর ব্যবহার সম্ভব' মানিলে জ্ঞানীর বিকারিত্ব আসিয়া পড়িবে—এইরূপ

আশঙ্কর উত্তরে বলিতেছেন যে, জ্ঞানীর বুদ্ধি যখন ব্যবহারব্যাপৃতা হয়, তখন সেই বুদ্ধির সাক্ষী নির্ব্বিকার থাকেন; ইহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ঝ) জ্ঞানীর ব্যবহারকালে সাক্ষী আত্মা নির্ব্বিকার থাকেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

প্রবহত্যপি নীরেঽধঃ স্থিরা প্রৌঢ়শিলা যথা।
নামরূপান্যথাত্বেঽপি কূটস্থং ব্রহ্ম নান্যথা॥ ১০০

অন্বয়—নীরে প্রবহতি অপি অধঃ প্রৌঢ়শিলা যথা স্থিরা, নামরূপান্যথাত্বে অপি কূটস্থম্ ব্রহ্ম অন্যথা ন।

অনুবাদ—যেমন জলস্রোত প্রবল বেগে বহিয়া যাইতে থাকিলেও তাহার নিম্নে অবস্থিত বিশাল শিলাখণ্ড নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে; সেই প্রকার নাম-রূপের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকিলেও কূটস্থের অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মের অন্যথাভাব হয় না।

টীকা—উপরে জলস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলেও] তন্নিম্নে অবস্থিত বিশাল শিলাখণ্ড যেরূপ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে, এই প্রকার বুদ্ধি ব্যবহাররত হইলেও ব্রহ্মাত্মস্বরূপ জ্ঞানী ব্যবহাররত হন না; ইহাই অর্থ। ১০০

ভাল, অখণ্ড ব্রহ্মে, সেই ব্রহ্ম হইতে বিপরীত স্বভাব জগতের যে ভান হয়, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে? এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, যেমন নিশ্ছিদ্র দর্পণে সাবকাশ বা সচ্ছিদ্র বস্তুর ভান হয়, সেই প্রকার অখণ্ড ব্রহ্মে ব্রহ্মবিলক্ষণ জগতের ভান হয় :—

(ঞ) অখণ্ড ব্রহ্মে যে ব্রহ্মবিলক্ষণ জগতের ভান হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

নিশ্ছিদ্রে দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বৃহদ্বিয়ৎ।
সচ্চিদ্ঘনে তথা নানা জগদ্‌গর্ভমিদং বিয়ৎ॥ ১০১

অন্বয়—নিশ্ছিদ্রে দর্পণে বস্তুগর্ভম্ বৃহৎ বিয়ৎ ভাতি, তথা সচ্চিদ্ঘনে নানাজগদ্‌গর্ভম ইদম্ বিয়ৎ (ভাতি)।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন অবকাশরহিত বা নিশ্ছিদ্র দর্পণে, ঘটাদি রূপ বস্তুকে গর্ভে লইয়া বৃহৎ আকাশ প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার সচ্চিদ্ঘন ব্রহ্মে পৃথিবী প্রভৃতি অনেক জগৎকে গর্ভে লইয়া এই আকাশ প্রকাশিত হইতেছে। ১০১

ভাল, অদৃশ্য ব্রহ্মে কি প্রকারে জগতের প্রতীতি হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দের প্রতীতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়াই জগতের প্রতীতি হয় :—

(ট). অদৃশ্য ব্রহ্মে দৃশ্য জগৎ কি প্রকারে প্রতীত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত।

অদৃষ্ট্বা দর্পণং নৈব তদন্তস্থে ক্ষণং তথা।
অমত্বা সচ্চিদানন্দং নামরূপমতিঃ কুতঃ॥ ১০২

অন্বয়—দর্পণম্ অদৃষ্ট্বা তদন্তস্থে ক্ষণম্ ন এব, তথা সচ্চিদানন্দম্ অমত্বা নামরূপমতিঃ কুতঃ (ভবেৎ)?

অনুবাদ ও টীকা—যেমন দর্পণকে না দেখিলে দর্পণগত (দর্পণে প্রতিবিম্বিত) বস্তুর দর্শন হয় না, ঠিক সেইরূপেই সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের মনন না হইলে—সঙ্কল্পাধাররূপে গৃহীত না হইলে—নামরূপের বুদ্ধি বা ধারণা কি প্রকারে হইতে পারে ? কোন প্রকারেই হইতে পারে না। কেননা, অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান না হইলে, অধ্যস্তের বিশেষজ্ঞান সম্ভব হয় না। ১০২

ভাল, (ব্রহ্মোপলব্ধির সহিত) নামরূপেরও প্রতীতি হইতে থাকিলে, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের প্রতীতি বা উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে ? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় বলিতেছেন :—

(১) নামরূপ প্রতীতিগোচর থাকিতেও নির্বিষয় ব্রহ্মোপলব্ধির উপায়।

প্রথমং সচ্চিদানন্দে ভাসমানেঽথ তাবতা।
বুদ্ধিং নিযম্য নৈবোর্দ্ধ্বং ধারয়েন্নামরূপয়োঃ। ১০৩

অন্বয়—প্রথমম্ সচ্চিদানন্দে ভাসমানে অথ তাবতা বুদ্ধিম্ নিযম্য ঊর্দ্ধ্বম্ নামরূপয়োঃ ন এব ধারয়েৎ।

অনুবাদ—প্রথমে সচ্চিদানন্দ বুদ্ধিতে ভাসমান হইলে অনন্তর তাহাতেই বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ তাহাকেই গ্রহণ করিয়া তাহার পর নামরূপে বুদ্ধির ধারণা করিতে নাই।

টীকা—"সচ্চিদানন্দে"—সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মে, কল্পিত যে নামরূপময় প্রপঞ্চ, তাহাকে কেবল সচ্চিদানন্দ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া, নামরূপে বুদ্ধির ধারণা করিতে নাই। যেমন ময়দানবরচিত সভামণ্ডলের পুরোবর্ত্তী দেওয়ালে সংলগ্ন দর্পণে (প্রতিবিম্বিত) সভামণ্ডল দেখিয়া দুর্য্যোধন তাহাতে সত্যতাবুদ্ধি করিয়া প্রবেশ করিতে যাইলে, তাহাতে মাথা ঠুকিয়া, 'এইটি দর্পণ' এইরূপে সেই প্রতিবিম্বাধিষ্ঠানের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা দর্পণনিষ্ঠ অবিদ্যার আবরণকারিণী শক্তির নাশ হইলে, প্রতিবিম্বে তাঁহার সত্যতাবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দর্পণ ও বিম্বগৃহের সন্নিধিরূপ প্রতিবন্ধ বাধিত হইয়াও বিক্ষেপহেতু—শক্তির বিদ্যমানতা হেতু, প্রতীত হইতে লাগিল। সেই স্থলে যেমন দুর্য্যোধন প্রতীয়মান প্রতিবিম্বকে অনাদর করিয়া দর্পণের ধারণা করিতে লাগিলেন সেইরূপ প্রতীয়মান নামরূপকে অনাদর করিয়া সচ্চিদানন্দমাত্রে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন করিতে হয়। ১০৩

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

এবঞ্চ নির্জগদ্ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
অদ্বৈতানন্দ এতস্মিন্ বিশ্রাম্যন্তু জনাশ্চিরম্॥ ১০৪

অন্বয়—এবম্ চ নির্জগৎ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ (ভবতি); এতস্মিন্ অদ্বৈতানন্দে জনাঃ চিরম্ বিশ্রাম্যন্তু।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে, নির্জগৎ পরব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। এই অদ্বৈতানন্দে জিজ্ঞাসুগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশ্রাম করিতে থাকুন।১০৪

এক্ষণে অদ্বৈতানন্দনামক ত্রয়োদশ প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন :—

(ড) এই প্রকরণপ্রতিপাদিত অর্থের উপসংহার।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে তৃতীয়োঽধ্যায় ঈরিতঃ।
অদ্বৈতানন্দ এব স্যাজ্জগন্মিথ্যাত্বচিন্তয়া॥ ১০৫

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ঈরিতঃ, জগন্মিথ্যাত্বচিন্তয়া অদ্বৈতানন্দঃ এব স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থে এই তৃতীয়াধ্যায় বর্ণিত হইল। জগতের মিথ্যাত্বচিন্তা করিতে থাকিলে অদ্বৈতানন্দই উপলব্ধ হইয়া থাকে। ১০৫

ইতি সটীক অদ্বৈতানন্দনামক ত্রয়োদশ প্রকরণ ও তাহার ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

——:*:——

পঞ্চদশী

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—'ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ'

শ্রীগণেশায় নমঃ।

নত্বাশ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনিশ্বরৌ।
ব্রহ্মানন্দাভিধেগ্রন্থে বিদ্যানন্দো বিবিচ্যতে॥

সন্ন্যাসিগণের গুরু শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মানন্দ-নামক গ্রন্থে বিদ্যানন্দনামক চতুর্থাধ্যায়ের বিচার করা যাইতেছে।

বিদ্যানন্দের স্বরূপ। তদ্দ্বারা নিবর্ত্তনীয় দুঃখের বিভাগ।

১। বিদ্যানন্দের স্বরূপ ও তাহার অবান্তর ভেদ।

এক্ষণে একাদশ অধ্যায় হইতে এপর্য্যন্ত বর্ণিত অর্থের সহিত এই চতুর্দ্দশ প্রকরণ বর্ণিত অর্থের সম্বন্ধ বলিতেছেন :—

(ক) পূর্ব্বোত্তর গ্রন্থের সম্বন্ধ বর্ণন।

যোগেনাত্মবিবেকেন দ্বৈতমিথ্যাত্বচিন্তয়া।
ব্রহ্মানন্দং পশ্যতোঽথ বিদ্যানন্দো নিরূপ্যতে॥১

অন্বয়—যোগেন আত্মবিবেকেন দ্বৈতমিথ্যাত্বচিন্তয়া ব্রহ্মানন্দম্ পশ্যতঃ অথ বিদ্যানন্দঃ নিরূপ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যোগ, আত্মবিচার এবং দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বচিন্তন দ্বারা যিনি বিদ্যানন্দ সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহার যে বিদ্যানন্দের অনুভব হয়, তাহাই এই প্রকরণে নিরূপিত হইতেছে। ১

বিদ্যানন্দের স্বরূপ বলিতেছেন :—

(খ) বিদ্যানন্দের স্বরূপ ও তাহার চারিটি অবান্তর ভেদ।

বিষয়ানন্দবদ্বিদ্যানন্দো ধীবৃত্তিরূপকঃ।
দুঃখাভাবাদিরূপেণ প্রোক্ত এষ চতুর্বিধঃ॥ ২

অন্বয়—বিষয়ানন্দবৎ বিদ্যানন্দঃ ধীবৃত্তিরূপকঃ ; দুঃখাভাবাদিরূপেণ এষঃ চতুর্ব্বিধঃ প্রোক্তঃ।

অনুবাদ—বিষয়ানন্দের ন্যায় বিদ্যানন্দও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ ; এই বিদ্যানন্দের দুঃখাভাব প্রভৃতি চারিটি অবান্তর ভেদ থাকায়, ইহা চারি প্রকারের বলিয়া বর্ণিত হয়।

টীকা—যদ্যপি পূর্ব্বে 'ব্রহ্মানন্দগত যোগানন্দ' প্রকরণে, অর্থাৎ একাদশাধ্যায়ের ৮৭ শ্লোকে, বর্ণিত প্রকারে, ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ ভেদে আনন্দ এই তিন প্রকার বলিয়া এবং এই তিন আনন্দ ভিন্ন অন্য আনন্দ নাই—এইরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং সেইস্থলে বিদ্যানন্দকে বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বলিয়া বিষয়ানন্দেরই মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে তথাপি বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যানন্দ উক্ত তিনপ্রকার আনন্দ হইতে ভিন্ন, চতুর্থ প্রকারের এক বিলক্ষণ আনন্দ, কেননা, বিষয়ানন্দের অনুভব পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্যন্ত জন্তুগণ অনেক জন্ম ধরিয়া করিয়াছে এবং সেই প্রকার সুষুপ্তিগত ব্রহ্মানন্দের এবং তূষ্ণীংস্থিতিগত বাসনানন্দের অনুভবও অনেক জন্মগত সুষুপ্তিতে ও তূষ্ণীংস্থিতিতে করিয়াছে কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অনুভব পূর্ব্বে কোনও কালে করে নাই কিন্তু তাহা প্রথমে এই জ্ঞানিশরীরেই করে। এইহেতু সেই বিদ্যানন্দ বিলক্ষণ প্রকারের আনন্দ—নিরাবরণ, পরিপূর্ণ এবং সবৃত্তিক যে আনন্দ তাহাকেই বিলক্ষণানন্দ বলা যায়; বিদ্যানন্দ তদ্রূপই। সেই বিলক্ষণানন্দের উক্ত লক্ষণের পদকৃতি পরীক্ষা এইরূপে হইবে:—পূর্ব্বে অজ্ঞান কালে অনেক দেহ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে বিস্তর বিষয়ানন্দানুভবও হইয়াছিল কিন্তু স্বরূপানন্দের অনুভব কখনও হয় নাই; কেননা, তৎকালে মূলাজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধ ছিল। আর পরে বিদেহমোক্ষেও সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তিপূর্ব্বক নিরাবরণ পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপে অবস্থিতি হইবে বটে, কিন্তু অস্তি ব্যবহারের হেতু যে বৃত্তি তাহা থাকিবে না বলিয়া জীবন্মুক্তির বিলক্ষণানন্দের অনুভব হইবে না; এইহেতু জ্ঞানযুক্ত দেহেই জীবন্মুক্তির বিলক্ষণানন্দরূপ বিদ্যানন্দের অনুভব সম্ভবপর হয়। সেইহেতু সুখাভিলাষী বিদ্বান্‌কর্ত্তৃক বিষয়ানন্দ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিচারদ্বারা পূর্ব্বোক্ত আনন্দের অনুভব অবশ্য কর্ত্তব্য। যদ্যপি সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় সেই আনন্দ বিদ্যমান, তথাপি তাহা নিরাবরণ পরিপূর্ণ সবৃত্তিক নহে, সেইহেতু তাহা বিলক্ষণ সুখের হেতু নহে। যে আনন্দ নিরাবরণ পরিপূর্ণ ও সবৃত্তিক, তাহাই বিলক্ষণানন্দ। এই লক্ষণের পদকৃতি এইরূপ—সুষুপ্তিতে যে আনন্দ তাহা আবরণ সহিত; বিষয়ে যে আনন্দ তাহা নিরাবরণ বটে, কিন্তু বিষয়েও প্রাপ্তিক্ষণে যখন বৃত্তি অন্তর্মুখী হয় তখনই তাহাতে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, ক্ষণান্তরে পড়ে না। এইহেতু তাহা পরিপূর্ণ নহে, কিন্তু একদেশবৃত্তি বলিয়া পরিচ্ছিন্ন। সেইপ্রকার পূর্ণানন্দ অজ্ঞানীরও স্বরূপ, তথাপি তাহা নিরাবরণ ও অভিমুখবৃত্তিসহিত নহে। আবার বিদেহমুক্তিতে যে নিরাবরণ পূর্ণানন্দ, তাহা সবৃত্তিক নহে, কিন্তু অবৃত্তিক। এইহেতু 'নিরাবরণ পরিপূর্ণ ও সবৃত্তিক আনন্দকে বিলক্ষণানন্দ বলে'—এইরূপ লক্ষণ করিলে তাহাতে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের আশঙ্কা নাই। ২

বিদ্যানন্দ যে চারিপ্রকারের, তাহাই দেখাইতেছেন:—

(গ) বিদ্যানন্দের অন্তর্গত চারিটি অবান্তর ভেদের স্বরূপ।

দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিঃ কৃতকৃত্যোঽহমিত্যসৌ।
প্রাপ্তপ্রাপ্যোঽহমিত্যেব চাতুর্বিধ্যমুদাহৃতম্॥ ৩

অন্বয়—দুঃখাভাবঃ চ কামাপ্তিঃ 'অহম্ কৃতকৃত্যঃ' ইতি অসৌ 'অহম্ প্রাপ্তপ্রাপ্যঃ' ইতি এব চাতুর্বিধ্যম্ উদাহৃতম্।

অনুবাদ—(১) দুঃখের অভাব (২) কামাপ্তি, অর্থাৎ সর্ব্বভোগপ্রাপ্তিরূপ পূর্ণকামতা, (৩) কৃতকৃত্যতা অর্থাৎ 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি' এই আকারের অনুভব (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা- যাহা কিছু লাভ করিবার ছিল সকলই পাইয়াছি এইরূপ অনুভব—বিদ্যানন্দের এই চারিপ্রকার ভেদ কথিত হয়।

টীকা—বিদ্যারণ্যস্বামী—"জীবন্মুক্তিবিবেকের" স্বরূপসিদ্ধিপ্রয়োজননামক চতুর্থ প্রকরণে (মৎকৃত অনুবাদ পৃঃ ৩৪৮) দুঃখনাশকে জীবন্মুক্তির চতুর্থ প্রয়োজন ও সুখাবির্ভাবকে জীবন্মুক্তির পঞ্চম প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং কামাপ্তি, কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতাকে সুখাবির্ভাবের তিনটি অবান্তরভেদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন*। ৩

২। বিদ্যাদ্বারা নিবর্ত্তনীয় দুঃখের স্বরূপ ; আত্মার ভেদ।

এক্ষণে যে দুঃখের নিবৃত্তি করিতে হইবে, তাহারই বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) নিবর্ত্তনীয় দুঃখের বিভাগ; বিদ্যাদ্বারা ঐহিক দুঃখনিবৃত্তি, তদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যকবচনসম্মতি।

ঐহিকং চামুষ্মিকং চেত্যেবং দুঃখং দ্বিধেরিতম্।
নিবৃত্তিমৈহিকস্যাহ বৃহদারণ্যকবচঃ ॥ ৪

অন্বয়—ঐহিকম্ চ আমুষ্মিকম্ চ ইতি এবম্ দুঃখম্ দ্বিধা ঈরিতম্। ঐহিকস্য নিবৃত্তিম্ বৃহদারণ্যকম্ বচঃ আহ।

অনুবাদ ও টীকা—ঐহিক ও আমুষ্মিক ভেদে দুঃখ দুইপ্রকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ঐহিক দুঃখের নিবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তির উপায় বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন উপদেশ করিয়াছেন। ৪

তৃপ্তিদীপনামক সপ্তমাধ্যায়ে যে বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই পাঠ করিতেছেন :—

(খ) উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন পাঠ।

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ ॥ ৫

অন্বয় অনুবাদ—তৃপ্তিদীপের প্রথম শ্লোকে ১৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের অনুবাদ জীবন্মুক্তি বিবেকের মৎকৃত অনুবাদের ৩৪ পৃষ্ঠায় পাদ-টীকায় দ্রষ্টব্য। ৫

আত্মার শোকসম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য আত্মার ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন :—

---

* সেই প্রসঙ্গে তিনি আলোচ্য পঞ্চদশীর এই চতুর্দ্দশাধ্যায়কে, 'ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায় বলিয়া বর্ণন করায়, পঞ্চদশীর শেষের চারিটি অধ্যায় ব্রহ্মানন্দ নামক একখানি পৃথক গ্রন্থ বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

(গ আত্মার শোক সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ, আত্মার ভেদ কথন। আত্মার জীবত্বের কারণ।

জীবাত্মা পরমাত্মা চেত্যাত্মা দ্বিবিধ ঈরিতঃ।
চিত্তাদাত্ম্যাৎ ত্রিভির্দেহৈর্জীবঃ সন্ ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ

অন্বয়—জীবাত্মা পরমাত্মা চ ইতি আত্মা দ্বিবিধঃ ঈরিতঃ ; ত্রিভিঃ দেহৈঃ চিৎতাদাত্ম্যাৎ জীবঃ সন্ ভোক্তৃতাম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মা (বেদান্তে) উক্ত হইয়াছে। চিৎ বা ব্রহ্মচৈতন্যই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীরের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃ জীব হইয়া ভোক্তৃতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ভোক্তা হইয়াছেন।

টীকা—আত্মার জীবত্বের কারণ বলিতেছেন—"চিৎ বা ব্রহ্মচৈতন্য" ইত্যাদি। চৈতন্যের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিন শরীরের সহিত তাদাত্ম্য ভ্রম হইলে চৈতন্যের ভোক্তৃত্ব জন্মে ; তখন তাঁহাকে ভোক্তা জীব বলা হয়। ৬

এক্ষণে পরমাত্মার স্বরূপ বলিতেছেন :—

(ঘ) পরমাত্মার স্বরূপ, ভোগ্যরূপতা প্রাপ্তি-প্রকার ; ভোক্তৃত্বাদির তিরোভাবের কারণ।

পরাত্মা সচ্চিদানন্দস্তাদাত্ম্যং নামরূপয়োঃ।
গত্বা ভোগ্যত্বমাপন্নস্তদ্বিবেকে তু নোভয়ম্॥ ৭

অন্বয়—পরাত্মা সচ্চিদানন্দঃ ; নামরূপয়োঃ তাদাত্ম্যম্ গত্বা ভোগ্যত্বম্ আপন্নঃ ; তদ্বিবেকে তু উভয়ম্ ন।

অনুবাদ—পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সেই পরমাত্মা নাম ও রূপের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ভোগ্যরূপ হইয়াছেন। তাহা হইতে আপনার পার্থক্যজ্ঞান করিতে পারিলে ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্যত্ব এই দুই-ই থাকে না।

টীকা—সেই পরমাত্মা কি প্রকারে ভোগ্যরূপতা প্রাপ্ত হইলেন—তাহাই বলিতেছেন, "সেই পরমাত্মা নাম ও রূপের সহিত" ইত্যাদি। নামরূপ কল্পনার অধিষ্ঠান হইয়া—"তৎ তাদাত্ম্যম্ প্রাপ্য"—সেই নামরূপের সহিত একতাভ্রম প্রাপ্ত হইয়া,—"ভোগ্যত্বম্ আপন্নঃ"—ভোগ্যরূপতা প্রাপ্ত হন। ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্বের অভাবের কারণ বলিতেছেন, "তাহা হইতে পার্থক্যজ্ঞান করিতে পারিলে" ইত্যাদি। অর্থাৎ সেই তিন শরীর এবং জগৎ হইতে ভেদজ্ঞান সিদ্ধ করিলে পর ভোক্তৃরূপতা ও ভোগ্যরূপতা এই দুইই থাকে না, ইহাই অর্থ। ৭

সপ্তম শ্লোকোক্ত অর্থই পাঁচটি শ্লোকে সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) পূর্ব্বশ্লোকোক্ত অর্থের বিস্তার।

ভোগ্যমিচ্ছন্ ভোক্তুরর্থে শরীরমনুসঞ্চরেৎ।
জরাস্ত্রিষু শরীরেষু স্থিতা ন ত্বাত্মনো জরাঃ॥ ৮

অন্বয়--ভোক্তুঃ অর্থে ভোগ্যম্ ইচ্ছন্ শরীরম্ অনুসঞ্জ্বরেৎ ; জ্বরাঃ ত্রিষু শরীরেষু স্থিতাঃ, আত্মনঃ তু জ্বরাঃ ন।

অনুবাদ ও টীকা—ভোক্তার জন্য ভোগ্যবস্তু কামনা করিয়া অর্থাৎ বিষয় ইচ্ছা করিয়া জীব শরীরের অনুবৃত্ত হইয়া জ্বরভোগ করে ; সেই জ্বর তিন শরীরেই অবস্থিত ; আত্মার জ্বর নাই অর্থাৎ কোন জ্বরই আত্মাকে বিষয় করিতে পারে না। ৮

কোন্ শরীরে কোন্ প্রকার জ্বর হয় ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া স্থূল শরীরে বিদ্যমান জ্বরসমূহ দেখাইতেছেন :--

(চ) তিন শরীরগত জ্বরের বিভাগ।

ব্যাধয়ো ধাতুবৈষম্যে স্থূলদেহে স্থিতা জ্বরাঃ।
কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে দ্বয়োর্বীজং তু কারণে॥ ৯

অন্বয়—ধাতুবৈষম্যে ব্যাধয়ঃ স্থূলদেহে স্থিতাঃ জ্বরাঃ ; কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে, দ্বয়োঃ বীজম্ তু কারণে।

অনুবাদ—বায়ু-পিত্ত-কফরূপ ধাতুর বিষমতা ঘটিলে যে রোগ হয়, তাহাই স্থূল দেহে অবস্থিত জ্বর। কামক্রোধাদি, সূক্ষ্ম শরীরাবস্থিত জ্বর। স্থূল দেহগত ও সূক্ষ্ম দেহগত উভয় প্রকার জ্বরের যে বীজ বা সংস্কার তাহাই কারণ দেহগত জ্বর।

টীকা—লিঙ্গ দেহগত ও কারণ দেহগত জ্বরের বর্ণন করিতেছেন :—"কাম ক্রোধাদি" ইত্যাদি। ৯

দুঃখনিবৃত্তি ও সর্ব্বকামাবাপ্তি—এই দুইটি বিদ্যানন্দের অবান্তর ভেদ।

১। দুঃখাভাব।

এক্ষণে পঞ্চম শ্লোকে উদাহৃত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য কথনকে উপলক্ষ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত অর্থকে অর্থাৎ আত্মানন্দকে ও অদ্বৈতানন্দকে পরিস্ফুট করিতেছেন :—

(ক) পূর্ব্ববর্ণিতের স্পষ্টীকরণ।

অদ্বৈতানন্দমার্গেন পরাত্মনি বিবেচিতে।
অপশ্যন্ বাস্তবং ভোগ্যং কিং নামেচ্ছেৎ পরাত্মবিৎ

অন্বয়—অদ্বৈতানন্দমার্গেণ পরাত্মনি বিবেচিতে ভোগ্যম্ বাস্তবম্ অপশ্যন্ পরাত্মবিৎ কিম্ নাম ইচ্ছেৎ ?

অনুবাদ—বর্ণিত অদ্বৈতমার্গে পরমাত্মার বিচার করিলে পর পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ ভোগ্য জগতের বাস্তবতা দেখিতে পান না। তখন তাহাতে কোন্ ভোগ্য বিষয়ের ইচ্ছা সম্ভব হয় ?

টীকা—অদ্বৈতানন্দনামক তৃতীয়াধ্যায়োক্ত প্রকারে মায়ার কার্য্য নামরূপ হইতে সচ্চিদানন্দরূপ "পরমাত্মনি"—পরমাত্মাকে পৃথক করিয়া জানিবার পর, সমস্ত প্রপঞ্চই মিথ্যা, এইরূপ জানিয়া তত্ত্বজ্ঞ আবার কোন্ ভোগ্যের ইচ্ছা করিবেন, বল। কোন ভোগেরই ইচ্ছা করেন না।

জ্ঞানীর ভোগ্য বিষয় থাকে না বলিয়া ভোগ্যের ইচ্ছার অভাব হয়, ইহা তৃপ্তিদীপ প্রকরণে ১৩৭ হইতে ১৯১ শ্লোকে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। ১০

সেই অদ্বৈতানন্দ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী আত্মানন্দনামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত প্রকারে জীবাত্মার স্বরূপ অসঙ্গ কুটস্থ চৈতন্যরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইলে পর কামনাকারী থাকে না বলিয়া জ্বরাদির সহিত সম্বন্ধই ঘটে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ জ্ঞানীর জ্বরাদি সম্বন্ধ নাই।

আত্মানন্দোক্তরীত্যাস্মিন্ জীবাত্মন্যবধারিতে।
ভোক্তা নৈবাস্তি কোঽপ্যত্র শরীরে তু জ্বরঃ কুতঃ॥১১

অন্বয়—আত্মানন্দোক্তরীত্যা অস্মিন্ জীবাত্মনি অবধারিতে অত্র শরীরে কঃ অপি ভোক্তা ন এব অস্তি ; তু জ্বর কুতঃ ?

অনুবাদ—আত্মানন্দনামক দ্বাদশ প্রকরণোক্ত প্রকারে এই জীবাত্মা নির্ণীত হইলে অর্থাৎ ইঁহার স্বরূপ অবধারিত হইলে এই শরীরে কোনও ভোক্তাদি পাওয়া যায় না সেইহেতু শরীরানুরাক্তপ্রযুক্ত জ্বর কি প্রকারে হইতে পারে ?

টীকা—তৃপ্তীদীপনামক সপ্তমাধ্যায়ের ১০২—২২২ পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহে ভোক্তার অভাব সবিশেষ নিরূপিত হইয়াছে। ১১

এক্ষণে পরলোক সম্বন্ধীয় জ্বরের অর্থাৎ তাপের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) পারলৌকিক জ্বরের স্বরূপ; যোগানন্দে এই পারলৌকিক জ্বরাভাব বর্ণিত।

পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা দুঃখমামুষ্মিকং ভবেৎ।
প্রথমাধ্যায় এবোক্তং চিন্তা নৈনং তপেদিতি॥১২

অন্বয়—পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা আমুষ্মিকম্ দুঃখম্ ভবেৎ। প্রথমাধ্যায়ে এব "এনম্ চিন্তা ন তপেৎ" ইতি উক্তম্।

অনুবাদ ও টীকা—পুণ্য ও পাপ এই উভয় বিষয়েই যে চিন্তা তাহার নাম আমুষ্মিক বা পারলৌকিক দুঃখ। 'ব্রহ্মানন্দ' গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে (পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায়ে) উক্ত চিন্তা জ্ঞানীকে সন্তাপিত করে না—এই প্রকারে ৫ হইতে ৯ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ১২

ভাল, জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্মবিষয়ক চিন্তা নাই হউক, কিন্তু আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বিষয়িণী চিন্তা ত' আসিবেই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া [যথা পুষ্করপলাশে আপঃ ন শ্লিষ্যন্তে এবম্ এবম্‌বিদি পাপম্ কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি—ছান্দোগ্য উ, ৪।১৪।৩]—'পদ্মপত্র যেমন জলের সহিত সংশ্লিষ্ট (সম্মিলিত) হয় না তেমনি এই প্রকার জ্ঞানবান লোকেও পাপকর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না,'—এই শ্রুতিবচনদ্বারা জ্ঞানীর আগামিকর্ম্মের সহিত সম্বন্ধাভাব নির্ণয় করা হইয়াছে বলিয়া, সেই আগামিকর্ম্মবিষয়িনী চিন্তাও উঠেনা,—ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) জ্ঞানীর আগামী কর্ম্মবিষয়িনী চিন্তার অভাব।

যথা পুষ্করপর্ণেঽস্মিন্নপামশ্লেষণং তথা।
বেদনাদূর্দ্ধমাগামিকর্ম্মণোঽশ্লেষণং বুধে॥ ১৩

অন্বয়—যথা অস্মিন্ পুষ্করপর্ণে অপাম্ অশ্লেষণম্ তথা বেদনাৎ ঊর্দ্ধম্ বুধে আগামি-কর্ম্মণঃ অশ্লেষণম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন এই অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, সেই প্রকার জ্ঞানলাভের পর তত্ত্বজ্ঞে আগামিকর্ম্মের সংস্পর্শ হয় না। ১৩

[তৎ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতম্ প্রদূয়েত, এবম্ হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে—ছান্দোগ্য—উ, ৫।২৪।৩]—ইষীকার তূলা—কুশকাশশরের মধ্যগত দণ্ডের অগ্রভাগস্থ তূলাসদৃশ কেশর—যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, এই প্রকার এই জ্ঞানীর সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়—এই শ্রুতিপ্রদত্ত উপমাবচনের সাহায্য লইয়া দেখাইতেছেন যে সঞ্চিত কর্ম্মবিষয়িণী চিন্তাও জ্ঞানীর নাই :—

(ঙ) জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম্ম বিষয়িনী চিন্তাও নাই।

ইষীকাতৃণতূলস্য বহ্নিদাহঃ ক্ষণাদ্‌যথা।
তথা সঞ্চিতকর্ম্মাস্য দগ্ধং ভবতি বেদনাৎ॥ ১৪

অন্বয়—যথা ইষীকাতৃণতূলস্য ক্ষণাৎ বহ্নিদাহঃ তথা অস্য সঞ্চিতকর্ম্ম বেদনাৎ দগ্ধম্ ভবতি।

অনুবাদ—যেমন ইষীকাতৃণতূলা নিমেষমধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইপ্রকার জ্ঞানীর সঞ্চিত কর্ম্মসকল তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে ফলদানে অসমর্থ হইয়া যায়।

টীকা—মনুষ্যকৃত ধর্ম্মাধর্ম্ম নামক কর্ম্ম তিনভাগে বিভক্ত—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। ক্রিয়মাণকে আগামীও বলে। তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে, যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া ফলদানের জন্য কালপ্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে সঞ্চিত বলে; আর পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত যে সমস্ত কর্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে ফলদান করিতেছে, তাহাদিগকে প্রারব্ধ বলে। আর যে সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম বর্ত্তমান দেহে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদিগকে ক্রিয়মাণ বলে। জ্ঞানোদয় হইলে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, প্রারব্ধ কর্ম্মসকল বর্ত্তমান দেহে ভোগদ্বারা বিনষ্ট হয়। ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগনিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, প্রারব্ধ কর্ম্মও তেমনি ভোগসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ফলিতে থাকে। (তূণীরে সঞ্চিত বাণ যেমন নিক্ষেপের অপেক্ষায় থাকে, সঞ্চিত কর্ম্মও তেমনি ফলদানের অপেক্ষায় থাকে। ধনুতে যোজিত বাণ ক্রিয়মাণ কর্ম্মের অনুরূপ।) ১৪

দ্বাদশ শ্লোকে জ্ঞানীর যে কর্ম্মাভাব উক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বচন (গীতা ৪।৩৭ এবং ১৮।১৭) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(চ) উক্ত অর্থে শ্রীকৃষ্ণ-বচন প্রমাণ।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ১৫

অন্বয়—অর্জ্জুন, যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন, যেমন সম্যক্ প্রজ্জ্বালিত অগ্নি ইন্ধনসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে।

টীকা—শ্রীভগবান যে "সর্ব্বকর্ম্মাণি" এইরূপে সমস্ত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনেক আচার্য্য কেবল সমস্ত সঞ্চিত কর্ম্মকেই বুঝেন। আবার কোন কোন আচার্য্য সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই তিন প্রকার কর্ম্মকেই বুঝেন; আর জ্ঞানোৎপত্তির পর জ্ঞানীর যে দেহাদি জগতের প্রতীতি হয়, তাহা ঈশ্বরের অবতার শরীরের ন্যায়, নিজ প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনাই, অন্য সজ্জন দুর্জ্জন পুরুষের শুভাশুভ কর্ম্মবশতঃই হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মনিবৃত্তিকালেই জ্ঞানীর দেহাদি প্রতীতির অভাব ঘটে; তখন অন্যের দৃষ্টিতে জ্ঞানী বিদেহমুক্ত হইলেন এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে জ্ঞানী জ্ঞানসমকালেই জীবন্মুক্ত ও বিদেহমুক্ত হন। এই পক্ষে জীবন্মুক্তির ও বিদেহমুক্তির ভেদ নাই। ("জীবন্মুক্তি বিবেকে"র মৎকৃত অনুবাদের ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু বিদ্যারণ্যস্বামী তদুভয়ের ভেদ—[বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে—কঠ উ, ৫।১] এই শ্রুতিবচন দিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন)। ১৫

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৬

অন্বয়—যস্য অহংকৃতঃ ভাবঃ ন, যস্য বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি, ন নিবধ্যতে।

অনুবাদ—যে ব্যক্তির 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ প্রত্যয় নাই, এবং যাঁহার বুদ্ধি শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফলে যথাক্রমে আসক্ত ও লিপ্ত অথবা সংশয়যুক্ত হয় না, তিনি এই চরাচর সমস্ত লোককে হত্যা করিলেও বস্তুতঃ হত্যা করেন না এবং তাহার ফল নরকদুঃখের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না।

টীকা—গীতার এই শ্লোকটি জীবন্মুক্তিবিবেকের প্রথম প্রকরণের অন্তর্গত বিদ্বৎসন্ন্যাস বিচারে এবং বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত জীবন্মুক্তির বিচারে (মৎকৃত অনুবাদের ২১ ও ৩৮ পৃষ্ঠায়) স্বয়ং বিদ্যারণ্য স্বামিকর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেস্থলে বুদ্ধিলেপ হর্ষবিষাদজনিত বলিয়া এবং সংশয়জনিত বলিয়া এই উভয় রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—যদ্যপি লৌকিক দৃষ্টিতে, তিনি হত্যা করিতেছেন এইরূপ দেখা যায় বটে, তথাপি পারমার্থিক দৃষ্টিতে সেই অকর্ত্রাত্মদর্শী হত্যা করেন না এবং সেই হননক্রিয়াদ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না। আচার্য্যপাদ এই

শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন "অবিক্রিয় আত্মার অন্য কিছুর বা কাহারও সহিত সম্মেলন হয় না ; এইহেতু অন্য কিছুর বা কাহার সহিত সম্মিলিত হইলেও কর্ত্তা হন না ; আর কেবলতা আত্মার স্বভাব।" যাহা হউক অর্জ্জুনাদি রাজকৃত পরহিংসাকে লক্ষ্য করিয়াই এই হিংসাভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্যকৃত পরহিংসাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা হয় নাই। ১৬

এই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শ্লোকোক্ত অর্থে—[সঃ যঃ মাং বিজানীয়াৎ ন অস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকঃ মীয়তে, ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া ন অস্য পাপম্ চন চকৃষঃ (কসুপ্রত্যয়ান্তঃ) মুখাৎ নীলম্ বা—কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৩।১]—যিনি আমাকে জানেন তাঁহার লোক বা গন্তব্যস্থান কোন কর্ম্মদ্বারাই মিত হয় না অর্থাৎ তাঁহার মুক্তির ব্যাঘাত হয় না মাতৃবধ দ্বারাও নহে, পিতৃবধদ্বারাও নহে, চৌর্য্যাচরণ দ্বারাও নহে, গর্ভপাতন দ্বারাও নহে, পাপ করিলেও ইঁহার পাপ হয় না, তাঁহার মুখ নীলও হয় না। (বিদ্যারণ্য স্বামী অনুভূতিপ্রকাশে ৮।১৮–১৯ শ্লোকে ইহার অর্থ লিখিতেছেন :—বাচা বা মনসা মাতৃবধাদীন্ কুরুতে যদি। তথাপি জ্ঞানিনো মোক্ষো ন হেতৈর্বিনিবার্য্যতে॥ পাপং কৃতবতোঽপ্যস্য মুখে হর্ষক্ষয়ো ন হি। ন মুক্তির্নশ্যতীত্যেবং শাস্ত্রৈরস্য বিনিশ্চয়াৎ॥ জ্ঞানী বচনদ্বারা অথবা সঙ্কল্পদ্বারা মাতৃবধ প্রভৃতি পাপ যদি করেন তাহা হইলেও তাঁহার মোক্ষ এই সকল কর্ম্মদ্বারা বিনিবারিত বা নিরুদ্ধ হয় না। ইনি পাপ করিলেও, ইঁহার মুখে হর্ষক্ষয় হয় না ; তাঁহার মুক্তি যে বিনষ্ট হয় না, তাহা শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে।)—এই কৌষীতকী শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ছ) জ্ঞানীর আগামী কর্ম্মফলবিষয়িনী চিন্তাভাব সম্বন্ধে কৌষীতকী শ্রুতিবাক্যের অর্থতঃ পাঠ।

মাতাপিত্রোর্বধঃ স্তেয়ং ভ্রূণহত্যান্যদীদৃশম্।
ন মুক্তিং নাশয়েৎপাপং মুখকান্তির্ন নশ্যতি॥ ১৭

অন্বয়—মাতাপিত্রোঃ বধঃ স্তেয়ম্ ভ্রূণহত্যা অন্যৎ ঈদৃশম্ পাপম্ মুক্তিম্ ন নাশয়েৎ ; মুখকান্তিঃ ন নশ্যতি।

অনুবাদ—মাতৃবধ পিতৃবধ চৌর্য্যাচরণ ভ্রূণহত্যা অথবা এইরূপ অন্য কোনও পাপ তাঁহার মুক্তিকে বিনাশ করিতে পারে না ; তাঁহার মুখের কান্তিও বিনষ্ট হয় না।

টীকা—শ্রুতিবচনের অন্তর্গত 'চন'—ইহা একটি পদ, 'নীলম্'—নীলকান্তিবিশিষ্ট। ১৭

২। সর্ব্বকামপ্রাপ্তি।

তৃতীয় শ্লোকে বিদ্যানন্দের যে চারিটি প্রকার কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের বর্ণনা সমাপ্ত হইল ; এক্ষণে দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা করিতেছেন :—

(ক) সর্ব্বকাম প্রাপ্তির বর্ণন।

দুঃখাভাববদেবাস্য সর্ব্বকামাপ্তিরীরিতা।
সর্ব্বান্ কামানসাবাপ্ত্বা হ্যমৃতোঽভবদিত্যতঃ॥ ১৮

অন্বয়—অস্য দুঃখাভাববৎ এব সর্ব্বকামাপ্তিঃ ঈরিতা "অসৌ সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা হি অমৃতঃ অভবৎ" ইতি অতঃ।

অনুবাদ—জ্ঞানী ব্যক্তির এই (অর্থাৎ দশম শ্লোক হইতে বর্ণিত) দুঃখাভাবের ন্যায় সর্ব্বকামপ্রাপ্তিও ঐতরেয় শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, যথা—"তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন।"

টীকা—"ঈরিতা" - কথিত হইয়াছে, ঐতরেয় শ্রুতিকর্তৃক। এই সর্ব্বকামপ্রাপ্তি বিষয়ে [সর্ব্বান্ কামান্ আপ্ত্বা অমৃতঃ সমভবৎ—ঐত উ, ৫।৪]—সেই বামদেব ঋষি এই প্রকারে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বর্ত্তমান দেহনাশের পর উর্দ্ধলোকে উৎক্রমণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াতীত স্বপ্রকাশ পরমাত্মভাবে অবস্থান করতঃ সর্ব্বকাম লাভ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের ন্যায় পূর্ণকাম হইয়া অমৃত, (মরণরহিত—বিমুক্ত) হইয়াছিলেন—ঐতরেয়োপনিষদের (৫।৪) মন্ত্র অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন—"সর্ব্বান্ কামান্"—"তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু" ইত্যাদি। ১৮

[জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভিঃ বা যানৈঃ বা 'জ্ঞানিভিঃ বা অজ্ঞানিভিঃ বা বয়স্যৈঃ বা' ন উপজনম্ স্মরন্ ইদম্ শরীরম্ ইতি* ছান্দোগ্য উ. ৮।১২।৩]—উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম স্বরূপাপন্ন সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রহ্মলোকাদিগত সঙ্কল্পরচিত মনোময় স্ত্রীদিগের সহিত অথবা অশ্বাদিযানের সহিত অথবা বন্ধুগণের সহিত (মনে মনে) আমোদ উপভোগ করিতে করিতে আত্মসন্নিহিত এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া অবস্থান করেন—এই ছান্দোগ্য শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) উক্ত সর্ব্বকামাপ্তিরূপ অর্থে ছান্দোগ্য শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পঠন।

জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্তঃ স্ত্রীভির্যানৈস্তথেতরৈঃ।
শরীরং ন স্মরেৎপ্রাণঃ কর্ম্মণা জীবয়েদমুম্॥ ১৯

অন্বয়—জক্ষন্ ক্রীড়ন্ স্ত্রীভিঃ যানৈঃ তথা ইতরৈঃ রতিম্ প্রাপ্তঃ শরীরম্ ন স্মরেৎ, প্রাণঃ কর্ম্মণা অমুম্ জীবয়েৎ।

অনুবাদ জ্ঞানী, ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে করিতে নারীগণ লইয়া অথবা অশ্বাদি যান লইয়া অথবা অপরের সহিত আমোদ উপভোগ করিতে করিতে নিজ শরীরকে স্মরণ করেন না; প্রাণই প্রারব্ধকর্ম্মযোগে তাঁহাকে জীবিত রাখে।

টীকা—'জক্ষন্' পাঠ ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যারণ্যমুনি স্বয়ং এই অর্থ স্বরচিত "অনুভূতি প্রকাশ" গ্রন্থে প্রজাপতিবিদ্যা নামক পঞ্চমাধ্যায়ে ৬৮ হইতে ৭৫ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্লোকসমূহ চিত্রদীপের ২৭২ শ্লোকের টীকায় (প্রথম খণ্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায়) উদ্ধৃত হইয়াছে। তথায় তাহাদের অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯

সেই সর্ব্বকামপ্রাপ্তি বিষয়েই তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্য [সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ—

* রামকৃষ্ণকৃত টীকায় উদ্ধৃত ছান্দোগ্য উ ৮।১২।৩ এর পাঠ। ইহা বঙ্গদেশীয় অথবা মুম্বয়ী দেশীয় কোনও সংস্করণে পাওয়া গেল না, সেইস্থলের পাঠ "জ্ঞানিভিঃ" ইত্যাদি স্থলে 'জ্ঞাতিভিঃ বা ন উপজনম্' ইত্যাদি।

তৈত্তিরীয় উ ২।১।১]—সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ (সর্ব্বজ্ঞ) ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্যবিষয় যুগপৎ ভোগ করেন অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেনঃ—

(গ) উক্ত অর্থেই তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ।

সর্ব্বান্ কামান্ সহাপ্নোতি নান্যবজ্জন্মকর্ম্মভিঃ।
বর্ত্তন্তে শ্রোত্রিয়ে ভোগা যুগপৎ ক্রমবর্জ্জিতাঃ ॥২০

অন্বয়—'সর্ব্বান্ কামান্ সহ আপ্নোতি'। শ্রোত্রিয়ে অন্যবৎ জন্মকর্ম্মভিঃ ভোগাঃ ন বর্ত্তন্তে যুগপৎ ক্রমবর্জ্জিতাঃ।

অনুবাদ- জ্ঞানী সমস্ত কাম্যবস্তুই এককালে উপভোগ করেন। শ্রোত্রিয়ে (জ্ঞানীতে) অন্যের অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির ন্যায় জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা উপভোগ হয় না কিন্তু কর্ম্মভোগসকল ক্রমবর্জ্জিত হইয়া একই কালে জ্ঞানীতে উপস্থিত হয়।

টীকা—ভাল, জ্ঞানীর কর্ম্মফলভোগরূপ সমস্ত কামপ্রাপ্তি মানিলে, জন্মান্তরপ্রাপ্তিও মানিতে হয়—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"শ্রোত্রিয়ে (জ্ঞানীতে) অন্যের" ইত্যাদি। জ্ঞান দ্বারা সঞ্চিত কর্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া এবং আগামী কর্ম্মের ফলের অস্পর্শ ঘটে বলিয়া জ্ঞানীর অজ্ঞজনের ন্যায় জন্ম হয় না—ইহাই অর্থ। ২০

এক্ষণে উক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় শ্রুতির ও বৃহদারণ্যক শ্রুতির বচনদ্বয় সংক্ষেপে অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

[যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ আশিষ্ঠঃ দ্রঢ়িষ্ঠঃ বলিষ্ঠঃ ; তস্য ইয়ম্ পৃথিবী সর্ব্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ সঃ একঃ মানুষঃ আনন্দঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১]—যদি কোন যুবা—সাধুযুবা অধীত বেদবেদাঙ্গ, ক্ষিপ্রকারী অথবা যথাক্রমে মাতাপিতা ও আচার্য্য কর্তৃক শিক্ষিত, অতিশয় দৃঢ়, অতিশয় বলবান—এইরূপ আভ্যন্তর সাধনসম্পত্তিসম্পন্ন হয়, এবং সপ্তসমুদ্রান্ত সুমেরুমধ্যিকা ধনপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার বশে থাকে—অর্থাৎ এইরূপ বাহ্যসম্পত্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার চিত্তপ্রসাদ সমস্ত মানুষানন্দের সমষ্টিরূপ—ইহাই উক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে পাঠ করিতেছেনঃ —

(ঘ) উক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনদ্বয়ের সংক্ষেপে অর্থতঃ পাঠ।

যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্ নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্।
সৈন্যোপেতঃ সর্ব্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্ ॥২১

অন্বয়—যুবা রূপী চ বিদ্যাবান্ নীরোগঃ দৃঢ়চিত্তবান্ সৈন্যোপেতঃ বিত্তপূর্ণাম্ সর্ব্বপৃথ্বীম্ প্রপালয়ন্ —

অনুবাদ ও টীকা—যৌবনসম্পন্ন রূপবান্ বিদ্যাবান্ নীরোগ দৃঢ়চিত্তযুক্ত, সৈন্যসমন্বিত ধনপরিপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্ত্তা—'যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই আনন্দ ব্রহ্মবিৎ প্রাপ্ত হন'—এইরূপে পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোকটি অন্বিত।

(এই অন্বয় সূচনা করিবার জন্য ২২ শ্লোকের পাতনিকায় টীকাকার জ্ঞানীতে কি প্রকারে সমস্ত আনন্দ সম্ভব—এইরূপ প্রশ্ন উঠাইয়াছেন।) ২১

ভাল, সার্ব্বভৌম অর্থাৎ রাজচক্রবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সমষ্টিসূক্ষ্মদেহাভিমানী পর্য্যন্ত জীবে অবস্থিত যে আনন্দ - সেই সমস্ত আনন্দ কি প্রকারে জ্ঞানীতে সম্ভব হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া উক্ত অর্থে—[সর্ব্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।৩৩]—সকল আনন্দই জ্ঞানিদ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মানন্দের অংশ অর্থাৎ আভাসরূপ বলিয়া সকল আনন্দ জ্ঞানীতে সম্ভব এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ঙ) সার্ব্বভৌমাদির আনন্দ ব্রহ্মবিদে সম্ভব।

সর্ব্বৈর্মানুষ্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ।
যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ সমশ্নুতে॥ ২২

অন্বয়—সর্ব্বৈঃ মানুষ্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নঃ তৃপ্তভূমিপঃ যম্ আনন্দম্ অবাপ্নোতি তম্ চ ব্রহ্মবিৎ সমশ্নুতে।

অনুবাদ—সর্ব্বমানুষানন্দের সমষ্টিরূপ আনন্দপ্রদ ভোগসম্পন্ন, তৃপ্ত সার্ব্বভৌম রাজা যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই আনন্দকেও ব্রহ্মবিৎ পাইয়া থাকেন।

টীকা—"সেই আনন্দকেও"—এই 'ও' শব্দদ্বারা গন্ধর্ব্বদিগের আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার আনন্দ পর্য্যন্ত অপর আনন্দকে বুঝিতে হইবে। এইহেতু রাজার আনন্দের ন্যায় অন্য আনন্দও জ্ঞানী পাইয়া থাকেন—ইহাই এস্থলে সংক্ষেপে সূচনা করিয়া অগ্রে ২৩ হইতে ৩৭ শ্লোকে তাহার সবিস্তর বর্ণন করিবেন। ২২

ভাল, রাজচক্রবর্ত্তীর ও জ্ঞানীর বিষয়গ্রহণ ত' তুল্যরূপ নহে। তাহা হইলে আনন্দের প্রাপ্তি কি প্রকারে তুল্যরূপ হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, নিরপেক্ষতা বা ইচ্ছাভাব উভয়ত্র তুল্যরূপ বলিয়া তৃপ্তি বা আনন্দপ্রাপ্তিও তুল্যরূপ :—

(চ) সার্ব্বভৌমের (রাজচক্রবর্ত্তীর) তৃপ্তি ও জ্ঞানীর তৃপ্তি তুল্যরূপ ; তাহার হেতু।

মর্ত্ত্যভোগে দ্বয়োর্নাস্তি কামস্তৃপ্তিরতঃ সমা।
ভোগান্নিষ্কামতৈকস্য পরস্যাপি বিবেকতঃ॥ ২৩

অন্বয়—দ্বয়োঃ মর্ত্ত্যভোগে কামঃ ন অস্তি, অতঃ তৃপ্তিঃ সমা। একস্য ভোগাৎ নিষ্কামতা পরস্য অপি বিবেকতঃ।

অনুবাদ—রাজচক্রবর্ত্তী ও বিবেকী উভয়েরই লৌকিক ভোগে স্পৃহা নাই ; এইহেতু তৃপ্তি বা আনন্দভোগ উভয়েরই সমান। তন্মধ্যে একজনের অর্থাৎ ভূপতির ভোগজনিত স্পৃহাভাব এবং অপরের অর্থাৎ জ্ঞানীর বিচারজনিত স্পৃহাভাব। এইহেতু ইচ্ছানিবৃত্তিজনিত তৃপ্তি তুল্যরূপ।

টীকা—তৃপ্তির তুল্যরূপ হইবার হেতু বলিতেছেন : —"তন্মধ্যে একজনের"—ইত্যাদি। ২৩

জ্ঞানীর যে বিচারজনিত স্পৃহাভাবের কথা বলা হইল তাহার বর্ণন করিতেছেন :—

(ছ) বিচারজনিত স্পৃহাভাবের সবিস্তর বর্ণন। তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

শ্রোত্রিয়ত্বাদ্বেদশাস্ত্রৈর্ভোগদোষানবেক্ষতে।
রাজা বৃহদ্রথো দোষাংস্তান্ গাথাভিরুদাহরৎ ॥ ২৪

অন্বয় শ্রোত্রিয়ত্বাৎ বেদশাস্ত্রৈঃ ভোগদোষান্ অবেক্ষতে। বৃহদ্রথঃ রাজা তান্ দোষান্ গাথাভিঃ উদাহরৎ।

অনুবাদ—জ্ঞানী শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বেদশাস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে ভোগ্যবস্তুতে দোষদর্শন করেন। বৃহদ্রথ রাজা সেই সকল বিষয়গত দোষ কয়েকটি গাথায় বর্ণন করিয়াছেন।

টীকা—বিষয়গত দোষসমূহ (বেদের) কোন্ শাখায় কোন্ বক্তার দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—মৈত্রায়ণীয় নামক শাখায় (১-৩-৪) কয়েকটি গাথায় অর্থাৎ সুভাষিত বলিয়া সকলেরই নিকট গেয়রূপে আদরণীয় শব্দনিচয়ে সেই বিষয়গত দোষসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহাই বলিতেছেন—'বৃহদ্রথ রাজা' ইত্যাদি। [রাজা ইমাম্ গাথাম্ জগাদ—ভগবন্ অস্থিচর্ম্মস্নায়ুমজ্জমাংসশুক্রশোণিতশ্লেষ্মাশ্রুদূষিতে বিণ্মূত্রবাতপিত্তকফসংঘাতে দুর্গন্ধে নিঃসারে অস্মিন্ শরীরে কিম্ কামোপভোগৈঃ। কামক্রোধলোভমোহভয়বিষাদের্ষ্যেষ্টবিয়োগানিষ্টসংযোগক্ষুৎপিপাসাজরামৃত্যুরোগশোকাদ্যৈঃ অভিহতে অস্মিন্ শরীরে কিম্ কামোপভোগৈঃ॥ মৈত্রায়ণী উ, ১।৩ (সন্ধিবিচ্ছেদে গাথাত্বভঙ্গ)]—হে ভগবন্ অস্থি-চর্ম্ম-শিরা-মজ্জা-মাংস-শুক্র-শোনিত-শ্লেষ্মা-অশ্রু দ্বারা ক্লিন্ন, বিষ্ঠা, মূত্র, বায়ু পিত্ত ও কফের সমষ্টিভূত দুর্গন্ধ নিঃসার এই অপবিত্র ও অনিত্য (স্থূল) শরীরে (স্রক্ চন্দনাদি দেবভোগ্য পবিত্র) কাম্য বস্তুর উপভোগের প্রয়োজন কি? কেননা, অপবিত্র বস্তুর সংসর্গে তাহাও অপবিত্র হইয়া যায়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, বিষাদ, ঈর্ষ্যা, ইষ্টবিয়োগ, অনিষ্টসংযোগ, ক্ষুধা, পিপাসা, জরা-মৃত্যু-রোগ-শোক প্রভৃতি দ্বারা অভিহত (আক্রান্ত ও অভিভূত) এই সূক্ষ্ম শরীরে কাম্যবস্তুর উপভোগের প্রয়োজন কি? কেননা, রজস্তমোগুণদ্বারা অভিভূত সূক্ষ্মশরীরে সত্ত্বাবির্ভাবরূপ সুখ ক্ষণিক। [সর্ব্বম্ চ ইদম্ ক্ষয়িষ্ণু পশ্যামঃ যথা ইমে দংশমশকাদয়ঃ তৃণবনস্পতয়ঃ অদ্ভুতপ্রধ্বংসিনঃ। মৈত্রায়ণী উ, ৪]—পরিদৃশ্যমান (ভোগ্য) এই জগৎকেও ক্ষয়িষ্ণু দেখিতেছি; যেমনি এই দুঃখভোগপ্রদ দংশমশক, তেমনি এই সুখভোগপ্রদ তৃণগুল্মবনস্পতি সকল ইহাদের বিশেষ বিশেষ আবির্ভাবক ঋতুর তিরোভাবে ইহাদের তিরোভাব। [অথ কিম এতৈঃ বা, পরে অন্যে মহাধনুর্ধরাঃ চক্রবর্ত্তিনঃ কেচিৎ সুদ্যুম্ন-ভূরিদ্যুম্ন-ইন্দ্রদ্যুম্ন-কুবলয়াশ্ব-যৌবনাশ্ব-বধ্র্যশ্ব-অশ্বপতি-শশবিন্দু-হরিশ্চন্দ্র-অম্বরীষ-ননক্তু-সর্য্যাতি-যযাতি-অনরণ্য-অক্ষসেনাদয়ঃ। অথ মরুত্তভরতপ্রভৃতয়ঃ রাজানঃ মিষতঃ বন্ধুবর্গস্য মহতীম্ শ্রিয়ম্ ত্যক্ত্বা অস্মাৎ লোকাৎ অমুম্ লোকম্ প্রয়াতাঃ ইতি।—মৈত্রায়ণী উ, ৪]—অথবা ইহাদের কথায় প্রয়োজন কি? আরও কত বড় বড় মহাধনুর্ধর কেহ কেহ চক্রবর্ত্তী—যেমন সুদ্যুম্ন, ভূরিদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্যুম্ন, কুবলয়াশ্ব, যৌবনাশ্ব, বধ্র্যশ্ব, অশ্বপতি-শশবিন্দু-হরিশ্চন্দ্র-

অম্বরীষ-ননক্ত-সর্য্যাতি-যযাতি-অনরণ্য-অক্ষসেন প্রভৃতি তিরোহিত হইলেন আবার মরুত্ত ভরত প্রভৃতি যাহারা রাজা ছিলেন, তাঁহারা বন্ধুবর্গের নয়ন সমক্ষে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া মহারাজলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে বা স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। [অথ কিম্ এতৈঃ বা পরে অন্তে গন্ধর্ব্ব-অসুর-যক্ষ-রাক্ষসভূতগণপিশাচ-উরগগ্রহাদীনাম্ নিরোধম্ পশ্যামঃ। ঐ, ৪]—অথবা ইহাদের কথা ছাড়িয়া দাও, আরও কত বড় গন্ধর্ব্ব অসুর যক্ষ রাক্ষস ভূতগণ পিশাচ উরগ গ্রহ প্রভৃতিরও প্রলয় দেখিতেছি। [অথ কিম্ এতৈঃ বা অন্যানাম্ শোষণম্ মহার্ণবানাম্ শিখরিণাম্ প্রপতনম্ ধ্রুবস্য প্রচলনম্ ব্রশ্চ বাতরজ্জুনাম্ নিমজ্জনম্ পৃথিব্যাঃ স্থানাৎ অপসরণম্ সুরাণাম্ ইতি এতদ্বিধে অস্মিন্ সংসারে কিম্ কামোপভোগৈঃ। ঐ, ৪]—অথবা ইহাদিগেরও কথা ছাড়িয়া দাও, অন্তের অবস্থা দেখ, মহার্ণবও শুকাইয়া যায়, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতেরও পতন হয় ধ্রুবও স্বস্থানচ্যুত হয়, বাতরজ্জুগণও অর্থাৎ শিশুমারচক্রে বন্ধন বাতময় রজ্জুসমূহও ছিন্ন হইয়া যায়, পৃথিবীও একার্ণবে ডুবিয়া যায়, দেবতাগণও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হন। অতএব এই প্রকার সংসারে কাম্য বস্তুর উপভোগে কি চিরস্থায়ী তৃপ্তি আসিতে পারে? ২৪

(জ) বিবেকীর কামনার উদয় হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

দেহদোষাংশ্চিত্তদোষান্ ভোগ্যদোষাননেকশঃ।
শুনা বান্তে পায়সেনো কামস্তদ্বদ্বিবেকিনঃ॥ ২৫

অন্বয়—(এবম্ বৃহদ্রথঃ) দেহদোষান্ চিত্তদোষান্ অনেকশঃ ভোগ্যদোষান্ উদাহরৎ। শুনা বান্তে পায়সে কামঃ নো, তদ্বৎ বিবেকিনঃ।

অনুবাদ—এইরূপে সেই রাজা বৃহদ্রথ দেহদোষ, চিত্তদোষ এবং অনেক প্রকার বিষয়দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। কুকুর পায়স (ভোজন করিয়া) বমন করিলে তাহাতে অর্থাৎ তাহা ভোজন করিতে যেমন কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ বিবেকী ব্যক্তিরও বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি হয় না।

টীকা—বিবেকীর যে ভোগপ্রবৃত্তির উদয় হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—"কুকুর"—ইত্যাদি। ২৫

সার্ব্বভৌম হইতে শ্রোত্রিয়ের অর্থাৎ জ্ঞানীর যে উৎকর্ষ তাহা বর্ণন করিতেছেন:—

(ঝ) সার্ব্বভৌম হইতে জ্ঞানীর উৎকর্ষ।

নিষ্কামত্বে সমেঽপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে।
দুঃখমাসীত্তদ্বিনাশাদিতি ভীরনুবর্ত্ততে॥ ২৬
নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্যাত স্তদানন্দোঽধিকোঽন্যতঃ।

অন্বয়—নিষ্কামত্বে সমে অপি অত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে দুঃখম্ আসীৎ ইতি তদ্বিনাশাৎ ভীঃ অনুবর্ত্ততে। শ্রোত্রিয়স্য উভয়ম্, ন অতঃ তদানন্দঃ অন্যতঃ অধিকঃ।

অনুবাদ—সার্ব্বভৌম রাজা ও জ্ঞানী উভয়ের নিষ্কামতা সমান হইলেও এই নিষ্কামতার্জ্জনের পূর্ব্বে রাজাকে ভোগসাধন সঞ্চয়ের জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় এবং সেইহেতু ভবিষ্যতে পাছে সেই সাধনসমূহ বিনষ্ট হয়, সেইজন্য ভয়ও থাকিয়া যায়। জ্ঞানীর কিন্তু উক্ত উভয় প্রকার দোষই নাই; এইহেতু জ্ঞানীর আনন্দ সার্ব্বভৌমের আনন্দাপেক্ষা অধিক।

টীকা—রাজার সার্ব্বভৌমতা অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বরতা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞরূপ অথবা যুদ্ধরূপ সাধনসাধ্য এবং পরে তাহার নাশের ভয়ও আছে; এইহেতু দুইটি দোষাক্রান্ত, এইরূপে ন্যূন। জ্ঞানীতে কিন্তু তদুভয়ের কোনটিই নাই এইহেতু জ্ঞানীর উৎকর্ষ। ২৬

জ্ঞানীর অন্য প্রকার উৎকর্ষের বর্ণনা করিতেছেন:—

(ঐ) সার্ব্বভৌম হইতে জ্ঞানীর আরও উৎকর্ষ।

গন্ধর্ব্বানন্দ আশাস্তি রাজ্ঞো নাস্তি বিবেকিনঃ ॥ ২৭

অন্বয়—রাজ্ঞঃ গন্ধর্ব্বানন্দে আশা অস্তি বিবেকিনঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—রাজা গন্ধর্ব্বানন্দের আশা পোষণ করেন, বিবেকী কিন্তু সেইরূপ কোন আশা পোষণ করেন না। এইহেতু জ্ঞানীর অন্য প্রকার উৎকর্ষ।

[টীকা—ভাগবতে (১১।৮।৪৪) আছে—"আশা হি পরমং দুঃখং বৈরাগ্যং পরমং সুখম্। যথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষ্বাপ পিঙ্গলা ॥" আশাই পরম দুঃখ, আশারাহিত্যই পরম সুখ; যেমন উপপতির আগমনের আশা পরিত্যাগ করিলে পর জাগরণ ক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেশ্যা পিঙ্গলা সুখে ঘুমাইতে পারিয়াছিল। ২৭]

গন্ধর্ব্বানন্দ যে দুইপ্রকার তাহা দেখাইবার জন্য এখানে দুই শ্লোকদ্বারা গন্ধর্ব্বের প্রকারভেদ দেখাইতেছেন:—

(ট) গন্ধর্ব্বানন্দের প্রকার ভেদ।

অস্মিন্ কল্পে মনুষ্যঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ।
গন্ধর্ব্বত্বং সমাপন্নো মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্ব উচ্যতে ॥ ২৮
পূর্ব্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবেব চেদ্ভবেৎ।
গন্ধর্ব্বত্বং তাদৃশোহত্র দেবগন্ধর্ব্ব উচ্যতে ॥ ২৯

অন্বয়—অস্মিন্ কল্পে মনুষ্যঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ গন্ধর্ব্বত্বম্ সমাপন্নঃ মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্বঃ উচ্যতে। পূর্ব্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদৌ এব গন্ধর্ব্বত্বম্ ভবেৎ চেৎ, তাদৃশঃ অত্র দেবগন্ধর্ব্বঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—বর্ত্তমান কল্পে যিনি মনুষ্য থাকিয়া পুণ্যের ফলবিশেষদ্বারা গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন তিনি মনুষ্যগন্ধর্ব্ব, আর পূর্ব্বকল্পে অনুষ্ঠিত পুণ্যের ফলে যিনি

বর্ত্তমান কল্পের আদিতে গন্ধর্ব্বত্ব লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ গন্ধর্ব্বকে শাস্ত্রে দেব-গন্ধর্ব্ব বলা হইয়াছে।

টীকা—'মনুষ্যানন্দাপেক্ষা মনুষ্যগন্ধর্ব্বানন্দ শতগুণ'—সুরেশ্বরাচার্য্য এই প্রসঙ্গে মনুষ্যগন্ধর্ব্বের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন—"সুগন্ধিনঃ কামরূপা অন্তর্ধানাদিশক্তয়ঃ। নৃত্যগীতাদিকুশলা গন্ধর্ব্বাঃ স্যুর্নৌকিকাঃ।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যবার্ত্তিক ৫০২) যাঁহাদের দেহ সুগন্ধসম্পন্ন, যাঁহারা ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারেন, অন্তর্ধানাদি শক্তি ধারণ করেন এবং নৃত্যগীতাদিকুশল তাঁহা-দিগকে মনুষ্যগন্ধর্ব্ব বলে। ২৮—২৯

চিরলোকবাসী পিতৃগণের আনন্দ বুঝাইবার জন্য চিরলোকবাসী পিতৃগণের বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঠ) পিতৃলোক ও দেবতা-দিগের মধ্যে ভেদ

অগ্নিষ্বাত্তাদয়ো লোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ।
কল্পাদাবেব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ॥ ৩০

অন্বয়—লোকে চিরবাসিনঃ অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতরঃ; কল্পাদৌ এব দেবত্বম্ গতাঃ আজানদেবতাঃ।

অনুবাদ—আপনাদের লোকে অর্থাৎ পিতৃলোকে চিরকাল ধরিয়া যাঁহারা নিবাস করেন, সেই অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতিকে পিতৃগণ বলে। কল্পের আদিতে যাঁহারা দেবত্বলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ দেবতা হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা আজানদেবতা।

টীকা—যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—"বসুরুদ্রাদিতিসুতাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ। প্রীণয়ন্তে মনুষ্যাণাং পিতৄন্ শ্রাদ্ধেন তর্পিতাঃ"॥ (যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।২৬৮)—বসু রুদ্র আদিত্য, ইঁহারাই শ্রাদ্ধদেবতা পিতৃগণ। শ্রাদ্ধদ্বারা ইঁহারা তর্পিত হইলে ইঁহারা মনুষ্যগণের পিতৃদিগকে তৃপ্ত করিয়া থাকেন। দেবতাদিগের আনন্দ তিনপ্রকার, তাহা বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেবতার বর্ণন করিতেছেন :—"কল্পের আদিতে" ইত্যাদি। সুরেশ্বরাচার্য্য বলেন (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বার্ত্তিক ৫১৬)—"আজানো দেবলোকঃ স্যাৎ তজ্জা আজানজাঃ স্মৃতাঃ। স্মার্ত্তকর্ম্মকৃতস্তত্র জায়ন্তে দেব-ভূমিষু॥"—আজান শব্দের অর্থ দেবলোক; সেইস্থানে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা আজানজ বলিয়া স্বীকৃত হন। যাঁহারা স্মার্ত্তকর্ম্ম করেন অর্থাৎ বাপী কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণরূপ সৎকার্য্য করেন, তাঁহারা দেবভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০

অস্মিন্ কল্পেঽশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎপদম্।
অবাপ্যাজানদেবৈর্যাঃ পূজ্যাস্তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ॥৩১

অন্বয়—অস্মিন্ কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎ পদম্ অবাপ্য যাঃ আজানদেবৈঃ পূজ্যাঃ তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এই বর্ত্তমান কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম্ম করিয়া যাঁহারা মহৎ পদ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত স্থান লাভ করিয়া আজান দেবগণের পূজ্য—সেবার যোগ্য হইয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মদেবতা। ৩১

যমাগ্নিমুখ্যাঃ দেবাঃ স্যু র্জ্ঞাতাবিন্দ্রবৃহস্পতী।
প্রজাপতি র্বিরাট্ প্রোক্তো ব্রহ্মাসূত্রাত্মনামকঃ ॥ ৩২

অন্বয়—যমাগ্নিমুখ্যাঃ দেবাঃ স্যুঃ, ইন্দ্রবৃহস্পতী জ্ঞাতৌ ; প্রজাপতিঃ বিরাট্ প্রোক্তঃ ; ব্রহ্মসূত্রাত্মনামকঃ।

অনুবাদ—যম অগ্নি প্রভৃতি মুখ্যদেব। ইন্দ্র (দেবরাজ) ও বৃহস্পতি (দেবগুরু)—ইঁহারা দুই জ্ঞাত অর্থাৎ প্রখ্যাত। প্রজাপতি বিরাট্ নামে কথিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মা সূত্রাত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হন।

[টীকা—যমাগ্নিমুখ্যাঃ দেবাঃ—ইহার অর্থ তিন প্রকার হইতে পারে, যথা (১) যম-অগ্নি প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে দেবগণ তাঁহারাই "মুখ্যদেব," অথবা (২) যম অগ্নি এবং তদুপলক্ষিত বায়ু সূর্য্য, চন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি যে প্রধান দেবগণ তাহারাই "মুখ্যদেব"। (৩) অথবা "ধরো ধ্রুবস্তথা সোম আপশ্চৈবানিলোঽনলঃ। প্রত্যুষশ্চ প্রভাতশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥" (মিতাক্ষরা ২।১০২) এই অষ্টবসু, এবং—'ব্রাহ্মণাংশে' উল্লিখিত "ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ। ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ। একাদশস্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে।"—এই দ্বাদশ আদিত্য যাঁহারা প্রলয় কালে যুগপৎ উত্থিত হইবেন, এবং একাদশ রুদ্র, যথা—অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একত্রিশ "মুখ্যদেব" নামে অভিহিত।] ৩২

সার্ব্বভৌমাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞানী অপেক্ষা ন্যূন, ইহা বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—

(ড) সার্ব্বভৌম রাজা হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত সকলেই শ্রোত্রিয়াপেক্ষা নিকৃষ্ট।

সার্ব্বভৌমাদিসূত্রান্তা উত্তরোত্তরকামিনঃ।
অবাঙ্মনসগম্যোঽয়মাত্মানন্দস্ততঃ পরম্ ॥ ৩৩

অন্বয়—সার্ব্বভৌমাদিসূত্রান্তাঃ উত্তরোত্তরকামিনঃ, অবাঙ্মনসগম্যঃ অয়ম্ আত্মানন্দঃ ততঃ পরম্।

অনুবাদ—সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীপতি হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর অধিক আনন্দের প্রার্থী কিন্তু বাক্য ও মনের অগোচর এই আত্মানন্দ তৎসমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ।

টীকা—সার্ব্বভৌমাদি হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত সকলের আনন্দ হইতে অধিক আনন্দের বর্ণনা করিতেছেন, "কিন্তু বাক্য ও মনের অগোচর" ইত্যাদি। যেহেতু এই আত্মানন্দ বাণী ও মনের অগোচর, এইহেতু ইহা উক্ত সকল আনন্দাপেক্ষা অধিক ; ইহাই অর্থ। ৩৩

সার্ব্বভৌমাদি সকলের আনন্দ শ্রোত্রিয়ে বিদ্যমান, কেননা, শ্রোত্রিয় সেই সকল আনন্দেই নিস্পৃহ। এক্ষণে ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) সার্ব্বভৌমাদির আনন্দ জ্ঞানীতে বিদ্যমান ; তাহার হেতু।

তৈস্তৈঃ কাম্যেষু সর্ব্বেষু সুখেষু শ্রোত্রিয়ো যতঃ।
নিস্পৃহস্তেন সর্ব্বেষামানন্দাঃ সন্তি তস্য তে॥ ৩৪

অন্বয়—তৈঃ তৈঃ কাম্যেষু সর্ব্বেষু সুখেষু শ্রোত্রিয়ঃ যতঃ নিস্পৃহঃ তেন সর্ব্বেষাম্ তে আনন্দাঃ তস্য সন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—সেই সেই সার্ব্বভৌম গন্ধর্ব্বাদির কাম্য সকল প্রকার সুখে শ্রোত্রিয় নিস্পৃহ বলিয়া, রাজা প্রভৃতি সকলেরই উক্ত সকল প্রকার আনন্দ শ্রোত্রিয়ে বিদ্যমান অর্থাৎ জ্ঞানীর অনুভবগোচর। ৩৪

অষ্টাদশ শ্লোকে যে সর্ব্বকামাপ্তিরূপ অর্থ উপপাদিত হইয়াছে, তাহারই উপসংহার করিতেছেন :—

(ণ) উপপাদিত অর্থের উপসংহার ; সর্ব্বকামাপ্তির পক্ষান্তর।

সর্ব্বকামাপ্তিরেষোক্তা যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মনা।
স্বদেহবৎসর্ব্বদেহেষ্বপি ভোগানবেক্ষতে॥ ৩৫

অন্বয়—এষা সর্ব্বকামাপ্তিঃ উক্তা ; যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মনা স্বদেহবৎ সর্ব্বদেহেষু অপি ভোগান্ অবেক্ষতে।

অনুবাদ—এইরূপে সর্ব্বকামাপ্তি বর্ণিত হয়। অথবা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপে জ্ঞানী আপনার এই অর্থাৎ লিঙ্গদেহ সম্বন্ধীয় দেহের ন্যায়, সমস্ত দেহেই ভোগসমূহকে অবেক্ষণ করেন—অনুভব করেন অর্থাৎ জ্ঞাতত্বস্বরূপে ও অজ্ঞাতত্বস্বরূপে সমস্তই সাক্ষিভাস্য এই সিদ্ধান্তানুসারে অজ্ঞাতত্বস্বরূপে ভোগসমূহের অনুসন্ধান করেন।

টীকা—সর্ব্বকামাপ্তি বিষয়ে অন্য পক্ষের বর্ণনা করিতেছেন—"অথবা সাক্ষিচৈতন্য স্বরূপে" ইত্যাদি। জ্ঞানী যেমন আপন দেহে আনন্দাকার বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া আনন্দী হন, সেই প্রকার সার্ব্বভৌমাদি দেহসমূহেও আনন্দাকার বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া আনন্দী হন, ইহাই অর্থ। ৩৫

(শঙ্কা) ভাল, ৩৫ শ্লোকোক্ত প্রকারে অজ্ঞানীরও ত' সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি হইবে, কেননা, সেও স্বরূপতঃ সাক্ষিচৈতন্যরূপ। (সমাধান) এইরূপ অশঙ্কা হইতে পারে না ; কেননা, 'সকল দেহে সর্ব্বুদ্ধির সাক্ষী হইতেছি আমি'—এই প্রকার জ্ঞান তাহার নাই। সেইহেতু তাহার সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি হইবে, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন :—

(ত) অজ্ঞানীর ৩৫ শ্লোকোক্ত প্রকারে সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি নাই ; সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রমাণ।

অজ্ঞস্যাপ্যেতদস্ত্যেব ন তু তৃপ্তিরবোধতঃ।
যো বেদ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামানিত্যব্রবীচ্ছ্রুতিঃ

অন্বয়—অজ্ঞস্য অপি এতৎ অস্তি এব (ইতি চেৎ) অবোধতঃ তৃপ্তিঃ তু ন। যঃ বেদ সঃ সর্ব্বান্ কামান্ অশ্নুতে ইতি শ্রুতিঃ অব্রবীৎ।

অনুবাদ— অজ্ঞানীও এই সাক্ষিরূপ বলিয়া তাহারও ত' সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি আছেই'—যদি এইরূপ বল তবে বলি, তাহার নিজ সাক্ষিরূপতার জ্ঞান না থাকায় তাহার তৃপ্তি ত' নাই। (তৈত্তিরীয়) শ্রুতি বলিয়াছেন, যিনি (এই পঞ্চকোশরূপ গুহাস্থিত পরমাত্মাকে) জানেন, তিনি সকল প্রকার কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকেন।

টীকা—শ্রুতিবচনটি এই [যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্ সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।১]—সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে অবস্থিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ-সর্ব্বজ্ঞ; তিনি ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় উপভোগ করেন, অর্থাৎ বিমলজ্ঞানে অধিকৃত করেন, এইরূপ অর্থের অনুসরণে, অন্বয় করিতে হইবে। ৩৬

এক্ষণে সর্ব্বকামাপ্তির তৃতীয় প্রকার বলিতেছেন :—

(গ সর্ব্বকামাপ্তির তৃতীয় প্রকার।

যদ্বা সর্ব্বাত্মতাং স্বস্য সাম্না গায়তি সর্ব্বদা।
অহমন্নং তথান্নাদশ্চেতি সাম হ্যধীয়তে ॥ ৩৭

অন্বয়—যদ্বা স্বস্য সর্ব্বাত্মতাম্ সাম্না (ব্রহ্মস্বরূপেণ) সর্ব্বদা গায়তি—অহম্ অন্নম্ তথা চ অন্নাদঃ ইতি সাম হি অধীয়তে।

অনুবাদ—অথবা জ্ঞানী নিজের সর্ব্বাত্মতা, "সাম্না"—ব্রহ্মস্বরূপে অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মরূপতা খ্যাপন করিয়া সর্ব্বদা গান করেন—"অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ"—আমি সর্ব্বভোগ্যরূপ অন্ন এবং সর্ব্বভোক্তৃরূপ অন্নাদ—এইরূপে 'সাম' অর্থাৎ সমরূপ ব্রহ্মই অধীত অর্থাৎ গীত হইয়া থাকেন।

টীকা—[ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপী অনুসঞ্চরন্ এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে—তৈত্তিরীয় উ, ৩।১০।৬—৭ *] (যিনি জীবাত্মার ও পরমাত্মার অভেদ জানেন তিনি) 'কামান্নী'—অভিলাষানুরূপ অন্ন লাভ করিয়া, কামরূপী—অভিলাষানুরূপ রূপধারী হইয়া এই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ভূরাদিলোক সকলকে আত্মরূপে অনুভব করিয়া, এই আলোচ্য সামকে—সম বলিয়া সমস্ত বস্তু হইতে অভিন্নরূপ ব্রহ্মকে, গান করিয়া অর্থাৎ লোকানুগ্রহ করিবার জন্য আপনার কৃতার্থতা

* এই মন্ত্রটি কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের অন্তর্গত। ইহা যে সামবেদের অন্তর্গত নহে তাহা বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার— "এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে" ইহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন সমত্বাৎ ব্রহ্মৈব সাম সর্ব্বানন্যরূপং (সর্ব্বাভিন্নরূপম্) গায়ন্ শব্দয়ন্ আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ লোকানুগ্রহার্থং তদ্বিজ্ঞানফলং চ অতীব কৃতার্থত্বং গায়ন্ আস্তে তিষ্ঠতি"। টীকাকার রামকৃষ্ণ শ্রুতিবচনটি বিকৃত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি "কামান্নী কামরূপী" স্থলে "কামান্নিষ্কামরূপী" পাঠ করিয়াছেন Col Jacob এই শেষোক্ত পাঠ পান নাই। মূলের ভাষানুবাদকগণও মন্ত্রের প্রকৃতপাঠ না দেখিয়া "সাম্না"—'সামবেদের মন্ত্রদ্বারা' এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন অথবা গ্রন্থকার স্বয়ং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার প্রনিধান না করিয়া উক্তরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন।

প্রখ্যাপিত করিয়া অবস্থান করেন। (সেই ব্রহ্ম প্রখ্যাপন গান কিরূপ? তাহা দেখাইতেছেন :— [হা ৩ বু হা ৩ বু হা ৩ বু অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নম্ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ—ঐ]—(অদ্বৈত আত্মা ও নিরঞ্জন আমিই) ভোগ্যরূপ অন্ন, আমিই ভোক্তৃরূপ অন্নাদ, কি মহান্ আশ্চর্য্য—(আশ্চর্য্য বুঝাইবার জন্য ত্রিরাবৃত্তি)। ৩৭

বিদ্যানন্দের অবান্তরভেদ—(৩) কৃতকৃত্যতা, ও (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা

১। কৃতকৃত্যতা।

অতীত গ্রন্থে অর্থাৎ ৩ শ্লোক হইতে ৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থদ্বারা নির্ণীত অর্থ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) এযাবৎ উপপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন ও উত্তর গ্রন্থে প্রতিপাদিত অর্থের বর্ণন।

দুঃখাভাবশ্চ কামাপ্তিরুভে হ্যেবং নিরূপিতে।
কৃতকৃত্যত্বমন্যচ্চ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমীক্ষতাম্॥ ৩৮

অন্বয়—এবম্ দুঃখাভাবঃ চ কামাপ্তিঃ উভে হি নিরূপিতে: চ অন্যৎ কৃতকৃত্যত্বম্ প্রাপ্ত-প্রাপ্যত্বম্ ঈক্ষতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপে অর্থাৎ তৃতীয় হইতে সপ্তত্রিংশৎ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে, সর্ব্বদুঃখাভাব ও সর্ব্বকামপ্রাপ্তি এই দুইটি নিরূপিত হইল। আর অবশিষ্ট কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা এই দুইটি (তৃপ্তিদীপনামক সপ্তমাধ্যায়ে) দেখিয়া লইতে হইবে। ৩৮

(খ) কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা বিষয়ে বক্তব্য তৃপ্তি দীপে উক্ত হইয়াছে, তথায় দ্রষ্টব্য।

উভয়ং তৃপ্তিদীপে হি সম্যগস্মাভিরীরিতম্।
ত এবাত্রানুসন্ধেয়াঃ শ্লোকা বুদ্ধিবিশুদ্ধয়ে॥ ৩৯

অন্বয়—উভয়ম্ হি তৃপ্তিদীপে অস্মাভিঃ সম্যক্ ঈরিতম্। তে এব শ্লোকাঃ অত্র বুদ্ধি-বিশুদ্ধয়ে অনুসন্ধেয়াঃ।

অনুবাদ ও টীকা।—এই দুইটি বিষয় আমরা তৃপ্তিদীপে সম্যক্ প্রকারে বর্ণন করিয়াছি। তৃপ্তিদীপগত সেই শ্লোকসমূহ এই প্রসঙ্গে বুদ্ধি বিশুদ্ধির জন্য অনু-সন্ধান করা কর্ত্তব্য। ৩৯

(গ) পূর্ব্ব কর্ত্তব্যের উল্লেখপূর্ব্বক জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা।

ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধ্যৈ মুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে।
বহুকৃত্যং পুরাস্যাভূত্তৎসর্ব্বমধুনা কৃতম্। ৪০

অন্বয়—অস্য পুরা ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধ্যৈ চ মুক্তেঃ সিদ্ধয়ে বহুকৃত্যম্ অভূৎ। তৎ সর্ব্বম্ অধুনা কৃতম্।

অনুবাদ ও টীকা—পূর্ব্বে অজ্ঞানদশায় এই জ্ঞানীর ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসমূহের সিদ্ধির জন্য এবং মুক্তির সিদ্ধির জন্য অনেক কর্ত্তব্য ছিল। এক্ষণে এই জ্ঞানদশায় সেই সমস্তই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে (তৃপ্তিদীপ, সপ্তমাধ্যায় ২৫৩ শ্লোকের অনুবাদ ও টীকা দ্রষ্টব্য)। ৪০

খ) বর্ত্তমান কৃতকৃত্যতা ও পূর্ব্বের কর্ত্তব্য প্রাচুর্য্য স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি।

তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপুরঃসরম্।
অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ॥ ৪১

অন্বয়—অয়ম তৎ এতৎ কৃতকৃত্যত্বম প্রতিযোগিপুরঃসরম অনুসন্দধৎ এব, এবম্ নিত্যশঃ তৃপ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—এই জ্ঞানী সেই (পূর্ব্বে সংক্ষেপে উক্ত) এই (এক্ষণে সবিশেষ বর্ণনীয়) কর্ত্তব্যাভাব, পূর্ব্বের কর্ত্তব্য প্রাচুর্য্যের সহিত স্মরণ করেন এবং এইরূপে সর্ব্বদা তৃপ্তিলাভ করেন। ৪১

(গ) জ্ঞানীর ঐহিক কর্ত্তব্যাভাব।

দুঃখিনোঽজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুত্রাদ্যপেক্ষয়া।
পরমানন্দপূর্ণোঽহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া॥ ৪২

অন্বয়—দুঃখিনঃ অজ্ঞাঃ কামম্ পুত্রাদ্যপেক্ষয়া, সংসরন্তু; পরমানন্দপূর্ণঃ অহম্ কিমিচ্ছয়া সংসরামি?

অনুবাদ ও টীকা—দুঃখী অজ্ঞানিগণ যথেচ্ছ পুত্রাদি কামনা করিয়া জন্মমৃত্যুপ্রদ ব্যবহারে লিপ্ত থাকুক, কিন্তু পরমানন্দপূর্ণ আমি কিসের ইচ্ছায় এই জন্মমৃত্যুপ্রদ ব্যবহারে লিপ্ত হইব? ৪২

(চ) জ্ঞানীর পারলৌকিক কর্ত্তব্যাভাব।

অনুতিষ্ঠন্তু কর্ম্মাণি পরলোকযিযাসবঃ।
সর্ব্বলোকাত্মকঃ কস্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্॥ ৪৩

অন্বয়—পরলোকযিযাসবঃ কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠন্তু, সর্ব্বলোকাত্মকঃ (অহম্) কস্মাৎ কিম্ কথম অনুতিষ্ঠামি?

অনুবাদ ও টীকা—পরলোক গমনেচ্ছু লোকে কর্ম্মানুষ্ঠান করুক; আমি স্বয়ং সর্ব্বলোকস্বরূপ হইয়া কি কারণে, কোন্ কর্ম্ম, কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিব? ৪৩

ছ) জ্ঞানীর লোকানুগ্রহ বিষয়ে কর্ত্তব্যাভাব।

ব্যাচক্ষতাং তে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা।
যেঽত্রাধিকারিণো মে তু নাধিকারোঽক্রিয়ত্বতঃ॥৪৪

অন্বয়—যে অত্র অধিকারিণঃ তে শাস্ত্রাণি ব্যাচক্ষতাম্ বা বেদান্ অধ্যাপয়ন্তু ; মে তু অক্রিয়ত্বতঃ অধিকারঃ ন।

অনুবাদ ও টীকা—যে সকল আচার্য্য লোকপ্রবর্ত্তনে অধিকারী তাঁহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যান করুন বা বেদের অধ্যাপনা করুন। আমি যেহেতু ক্রিয়াহীন, সেইহেতু লোকপ্রবর্ত্তনায় আমার অধিকার নাই। ৪৪

(ঞ) জ্ঞানীর দেহ-নির্ব্বাহক ভিক্ষাদি-কর্ম্মের স্বরূপতঃ অভাব। লোকের কল্পনায় জ্ঞানীর ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ।
দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে স্যাদন্যকল্পনাৎ ॥ ৪৫

অন্বয়—নিদ্রাভিক্ষে স্নানশৌচে ন ইচ্ছামি ন চ করোমি ; দ্রষ্টারঃ চেৎ (তৎ তৎ) কল্পয়ন্তি, অন্যকল্পনাৎ মে কিম্ স্যাৎ ?

অনুবাদ ও টীকা—চিদাত্মস্বরূপ আমার স্বরূপতঃ নিদ্রা ভিক্ষা স্নান শৌচ প্রভৃতি ক্রিয়ায় ইচ্ছা নাই। লোকে যদি সেই সকল কর্ম্ম দেখিয়া, আমাতে কল্পনা করে, তাহাতে আমার কি হানি হইতে পারে ? ৪৫

(ঝ) লোককৃত এইরূপ কল্পনা ব্যর্থ ; দৃষ্টান্ত।

গুঞ্জাপুঞ্জাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবহ্নিনা।
নান্যারোপিতসংসারধর্ম্মানেবমহং ভজে ॥ ৪৬

অন্বয়—গুঞ্জাপুঞ্জাদি অন্যারোপিতবাহ্নিনা ন দহ্যেত, এবম অন্যারোপিতসংসারধর্ম্মান্ অহম্ ন ভজে।

অনুবাদ ও টীকা—শীত নিবারণের জন্য বানরাদি (অগ্নিভ্রমে) গুঞ্জাফল স্তূপ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নিত্ব আরোপ করিলেও, তাহা দগ্ধ হইয়া যায় না। সেই প্রকার অজ্ঞলোকে আমাতে সংসার ধর্ম্মের আরোপ করিলেও আমি তাহা পাইয়া সংসারধর্ম্মবান্ হইয়া যাই না। ৪৬

(এ) জ্ঞানীর শ্রবণ মননেও কর্ত্তব্যাভাব।

শৃণ্বন্ত্বজ্ঞাততত্ত্বাস্তে জানন্ কস্মাৎ শৃণোম্যহম্ ॥
মন্যন্তাং সংশয়াপন্না ন মন্যেঽহমসংশয়ঃ ॥ ৪৭

অন্বয়—অজ্ঞাততত্ত্বাঃ তে শৃণ্বন্তু। অহম জানন্ কস্মাৎ শৃণোমি ? সংশয়াপন্নাঃ মন্যন্তাম্ ; অহম্ অসংশয়ঃ ন মন্যে।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ করে নাই তাহারাই শ্রবণ করুক। আমি তত্ত্ব জানিয়া কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য শ্রবণ করিব ? যাহারা সংশয়াপন্ন তাহারাই মনন করুক। আমি সংশয় পরিশূন্য হইয়াছি বলিয়া মনন করি না। ৪৭

(ট) জ্ঞানীর নিদিধ্যাসনেও কর্ত্তব্যাভাব। কারণ জ্ঞানী বিপর্য্যয়-জ্ঞানপরিশূন্য।

বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্য্যয়াৎ।
দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসং ন কদাচিদ্ভজাম্যহম্॥ ৪৮

অন্বয়—বিপর্য্যস্তঃ নিদিধ্যাসেৎ অহম্ দেহাত্মত্ব বিপর্য্যাসম্ কদাচিৎ ন ভজামি ; অবিপর্য্যয়াৎ কিম্ ধ্যানম্?

অনুবাদ ও টীকা—যে ব্যক্তি বিপর্য্যয় (বিপরীত জ্ঞান) যুক্ত সেই নিদিধ্যাসন করুক। দেহে আত্মতাজ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞান আমার কখনই নাই। যখন আমার বিপর্য্যয় জ্ঞানই নাই তখন কোন্ ধ্যান আমার কর্ত্তব্য? কোন ধ্যানই নহে। ৪৮

(ঠ) 'আমি মনুষ্য ইত্যাদিরূপ ব্যবহার বিপর্য্যয় জ্ঞানজনিত না হইলেও, চিরাভ্যস্তবাসনা-জনিত হইতে পারে।

অহং মনুষ্য ইত্যাদিব্যবহারো বিনাপ্যমুম্।
বিপর্য্যাসং চিরাভ্যস্তবাসনাতোঽবকল্পতে॥ ৪৯

অন্বয়—অহম্ মনুষ্যঃ ইত্যাদিব্যবহারঃ অমুম্ বিপর্য্যাসম্ বিনা অপি চিরাভ্যস্তবাসনাতঃ অবকল্পতে।

অনুবাদ ও টীকা—'আমি হইতেছি মনুষ্য'—ইত্যাদিরূপ ব্যবহার এই বিপর্য্যয় জ্ঞান বিনাও অনাদিকালের অভ্যাসবশতঃ সংস্কাররূপ বাসনা হইতে জন্মিতে পারে। ৪৯

(ড) ব্যবহার প্রারব্ধজনিত বলিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য ধ্যান নিষ্ফল।

প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে।
কর্ম্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেদ্ধ্যানসহস্রতঃ॥ ৫০

অন্বয়—প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারঃ নিবর্ত্ততে। কর্ম্মাক্ষয়ে তু অসৌ ধ্যানসহস্রতঃ ন এব শাম্যেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্যবহারের নিবৃত্তি হইবে। আর ,কর্ম্মের নাশ না হইলে, এই ব্যবহার হাজার ধ্যান করিলেও নিবৃত্ত হইবে না। ৫০

(ঢ) ব্যবহারের হ্রাস সাধনের জন্য ধ্যান শ্রেয়ঃ হইলেও, ব্যবহার জ্ঞানীর অবাধক বলিয়া জ্ঞানীর ধ্যানে কর্ত্তব্যতাভাব।

বিরলত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টং চেদ্ধ্যানমস্তু তে।
অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ॥৫১

অন্বয়—ব্যবহৃতেঃ বিরলত্বম্ ইষ্টম্ চেৎ তে ধ্যানম্ অস্তু অহম্ ব্যবহৃতিম্ অবাধিকাম্ পশ্যন্ কুতঃ ধ্যায়ামি ?

অনুবাদ ও টীকা—জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ সুখের জন্য যদি ব্যবহারের হ্রাস সাধন তোমার বাঞ্ছিত হয়, তাহা হইলে ধ্যানানুষ্ঠান হউক। আমি কিন্তু ব্যবহারকে আত্মজ্ঞান ও মোক্ষের অবাধক দেখিয়া কেন ধ্যানে প্রবৃত্ত হইব ? ৫১

(ণ) সমাধির অনাবশ্যকতা, কেননা সমাধি ও বিক্ষেপ উভয়ই মনোধর্ম্ম।

বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম।
বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্বিকারিণঃ॥ ৫২

অন্বয়—যস্মাৎ মে বিক্ষেপঃ ন অস্তি, ততঃ মম সমাধিঃ ন। বিক্ষেপঃ বা সমাধিঃ বা বিকারিণঃ মনসঃ স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু আমার বিক্ষেপ নাই, সেইহেতু আমার সমাধিও (বা তাহার আবশ্যকতাও) নাই। চঞ্চলতারূপ বিক্ষেপ এবং একাগ্রতারূপ সমাধি এই দুইটিই বিকারী মনের ধর্ম্ম। ৫২

(ত) অনুভবের জন্যও জ্ঞানীর সমাধি কর্ত্তব্য নহে। কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা স্মরণ করিয়াই জ্ঞানীর তদ্রূপ নিশ্চয় হয়।

নিত্যানুভবরূপস্য কো মে বানুভবঃ পৃথক্।
কৃতং কৃত্যং প্রাপনীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ॥ ৫৩

অন্বয়—(এইটি সপ্তমাধ্যায় বা তৃপ্তিদীপের ২৬৬ শ্লোকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) নিত্যানুভবরূপস্য মে কঃ বা পৃথক্ অনুভবঃ ? "কৃত্যম্ কৃতম্", "প্রাপনীয়ম্ প্রাপ্তম্" ইতি এব নিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ ও টীকা—নিত্যানুভবরূপ আমার আবার কোন্ পৃথক বা সম্পাদনীয় অনুভবের অপেক্ষা আছে। কোনও অনুভবের অপেক্ষা নাই। যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহা সম্পাদিত হইয়াছে ; যাহা প্রাপনীয় ছিল তাহা প্রাপ্ত বা অধিগত হইয়াছে, ইহাই আমার নিশ্চয়। ৫৩

(থ) প্রারব্ধপ্রাপ্ত উত্তমাধম ব্যবহার জ্ঞানীর ক্ষতিকারক নহে।

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়ো বান্যথাপি বা।
মমাকর্ত্তুরলেপস্য যথারব্ধং প্রবর্ত্ততাম্॥ ৫৪

অন্বয়—লৌকিকঃ বা শাস্ত্রীয়ঃ বা অন্যথা অপি বা ব্যবহারঃ অকর্ত্তুঃ অলেপস্য মম যথারব্ধম্ প্রবর্ত্ততাম্।

অনুবাদ ও টীকা—আমি অকর্ত্তা এবং নির্লেপ অর্থাৎ অভোক্তা। লৌকিক

বা শাস্ত্রীয় অথবা তদুভয়ভিন্ন ব্যবহার প্রারব্ধবশে আমায় ঘটুক না কেন, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই। ৫৪

(দ) লোকানুগ্রহ কামনায় জ্ঞানী শাস্ত্রীয় মার্গে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার ক্ষতি নাই।

অথবা কৃতকৃত্যোঽপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।
শাস্ত্রীয়েণৈব মার্গেণ বর্ত্তেঽহং মম কা ক্ষতিঃ॥ ৫৫

অন্বয়—অথবা অহম্ কৃতকৃত্যঃ অপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া শাস্ত্রীয়েণ মার্গেণ এব বর্ত্তে, মম কা ক্ষতিঃ?

অনুবাদ ও টীকা—অথবা 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াও লোকানুগ্রহকামনায় শাস্ত্রীয় পথেই প্রবৃত্ত আছি। তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি? কোনও ক্ষতি নাই। ৫৫

(ধ) উত্তম শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও জ্ঞানী নিরভিমান থাকেন।

দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ।
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম্॥ ৫৬

অন্বয়—দেবার্চ্চন স্নানশৌচভিক্ষাদৌ বপুঃ বর্ত্ততাম্। বাক্ তারম্ জপতু, তদ্বৎ আম্নায়-মস্তকম্ পঠতু।

অনুবাদ ও টীকা—অথবা দেবার্চ্চন স্নান শৌচ ও ভিক্ষাদিতে শরীর প্রবৃত্ত থাকুক অথবা বাগিন্দ্রিয় প্রণব জপ করুক বা বেদান্তশাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হউক। ৫৬

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপি কারয়ে॥ ৫৭

অন্বয়—ধীঃ বিষ্ণুম্ ধ্যায়তু যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম সাক্ষী অহম্ অত্র কিঞ্চিৎ অপি ন কুর্ব্বে ন অপি কারয়ে।

অনুবাদ ও টীকা—বুদ্ধি বিষ্ণুধ্যান করুক অথবা ব্রহ্মানন্দে বিলীন থাকুক, সাক্ষিস্বরূপ আমি এ বিষয়ে কিছুই করি না অথবা কাহাকেও করাই না। ৫৭

২। প্রাপ্তপ্রাপ্যতা।

(ক) পূর্ব্বাপর স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি।

কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ।
তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরম্। ৫৮

অন্বয়—অসৌ কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ পুনঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া তৃপ্যন্ স্বমনসা নিরন্তরম্ এবম্ মন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—এই জ্ঞানী কৃতকৃত্যতায় তৃপ্ত হইয়া, আবার প্রাপ্ত-প্রাপ্যতায় তৃপ্ত হইয়া নিরন্তর আপনার মনে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন। ৫৮

(খ) জ্ঞান ও জ্ঞানফল-রূপ আনন্দ প্রাপ্তি দ্বারা জ্ঞানীর তৃপ্তি।

ধন্যোঽহহং ধন্যোঽহহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
ধন্যোঽহহং ধন্যোঽহহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্ ॥ ৫৯

অন্বয়—নিত্যম্ স্বাত্মানম্ অঞ্জসা বেদ্মি ; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ; মে ব্রহ্মানন্দঃ স্পষ্টম্ বিভাতি। অহম্ ধন্যঃ ; অহম্ ধন্যঃ ॥

অনুবাদ ও টীকা—আমি আপনার আত্মাকে নিত্য সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করিতেছি ; এই হেতু আমি ধন্য ; আমি ধন্য ; এবং যেহেতু ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে এইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। ৫৯

(গ) অনর্থ নিবৃত্তি হেতু জ্ঞানীর তৃপ্তি।

ধন্যোঽহহং ধন্যোঽহহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেঽদ্য।
ধন্যোঽহহং ধন্যোঽহহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি॥

অন্বয়—অদ্য সাংসারিকম্ দুঃখম্ ন বীক্ষে · অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ · স্বস্য অজ্ঞানম্ ক্ব অপি পলায়িতম্। অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু এক্ষণে সাংসারিক দুঃখ আর দেখিতেছি না, এইহেতু আমি ধন্য (কৃতার্থ)। যেহেতু আত্মবিষয়ক অজ্ঞান কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, এইহেতু আমি ধন্য।

(ঘ) কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্ত-প্রাপ্যতা বশতঃ জ্ঞানীর তৃপ্তি।

ধন্যোঽহহং ধন্যোঽহহং কর্ত্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
ধন্যোঽহহং ধন্যোঽহহং প্রাপ্তব্যং সর্ব্বমদ্য সম্পন্নম্ ॥৬১

অন্বয়—মে কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্ ন বিদ্যতে ; অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ। অদ্য প্রাপ্তব্যম্ সর্ব্বম্ সম্পন্নম্। অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু আমার কোন কর্ত্তব্যই নাই, এইহেতু আমি ধন্য। যেহেতু যাহা কিছু প্রাপ্তব্য ছিল, সমস্তই পাইয়াছি, এইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। ৬১

(ঙ) জ্ঞানীর নিজ অনুভব নিরূপিত তৃপ্তি স্মরণ করিয়া তৃপ্তি

ধন্যোঽহহং ধন্যোঽহহং তৃপ্তের্মে কোপমা ভবেল্লোকে॥
ধন্যোঽহহং ধন্যোঽহহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনর্ধন্যঃ ॥

অন্বয়—অহম্ ধন্যঃ অহম ধন্যঃ মে তৃপ্তেঃ লোকে কা উপমা ভবেৎ ? অহম ধন্যঃ অহম ধন্যঃ ধন্যঃ ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ধন্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—আমি ধন্য, আমি ধন্য ; সংসারে আমার তৃপ্তির উপমা কি হইতে পারে ? এরূপ কিছুই নাই। আমি ধন্য, আমি ধন্য, ধন্য ধন্য বার বার ধন্য। ৬২

(চ) এই (শ্লোক চতুষ্টয়োক্ত) ফলের উৎপাদক পুণ্য ও তৎসম্পাদক আপনাকে স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি।

অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তে রহো বয়মহোবয়ম্ ॥ ৬৩

অন্বয়—পুণ্যম্ অহো পুণ্যম্ অহো, দৃঢ়ম ফলিতম্ ফলিতম্ অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেঃ বয়ম অহো বয়ম্ অহো।

অনুবাদ ও টীকা—আমার পুণ্য কি বিস্ময়কর, কি বিস্ময়কর—যে পুণ্যের অবিনশ্বর ফল ফলিয়াছে ; ফল ফলিয়াছে ; এই পুণ্যার্জ্জনকারী আমি কি বিস্ময়কর ! আমি কি বিস্ময়কর ! ৬৩

(ছ) শাস্ত্র গুরু জ্ঞান ও সুখ স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর হর্ষ।

অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্ ॥ ৬৪

অন্বয়—শাস্ত্রম্ অহো, শাস্ত্রম্ অহো, গুরুঃ অহো, গুরুঃ অহো ; জ্ঞানম্ অহো, জ্ঞানম্ অহো ; সুখম্ অহো, সুখম্ অহো ;

অনুবাদ ও টীকা—(বেদান্ত) শাস্ত্র কি বিস্ময়কর ; কি বিস্ময়কর ; গুরুর কি বিস্ময়কর প্রভাব ; কি বিস্ময়কর প্রভাব ; জ্ঞানের মহিমা কি বিস্ময়কর, কি বিস্ময়কর ; অহো আনন্দ, অহো আনন্দ ! ৬৪

(জ) অধ্যায়ের উপসংহার।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে চতুর্থোঽধ্যায় ঈরিতঃ।
বিত্থানন্দস্তদুৎপত্তিপর্য্যন্তোঽভ্যাস ইষ্যতাম্ ॥ ৬৫

এই বিত্থানন্দ প্রকরণের অর্থ সমাপ্ত করিতেছেন :—

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে বিত্থানন্দঃ চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ঈরিতঃ। তদুৎপত্তিপর্য্যন্তঃ অভ্যাসঃ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—অধ্যায়পঞ্চকাত্মক এই ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে বিদ্যানন্দ নামক চতুর্থ অধ্যায় কথিত হইল। যে পর্য্যন্ত না সেই বিদ্যানন্দ উৎপন্ন হয়, সেই পর্য্যন্ত শ্রবণ-মননাদিরূপ অভ্যাস করিতে হইবে—ইহাই অঙ্গীকৃত হইল।

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ নামক চতুর্থাধ্যায় বা
পঞ্চদশীর চতুর্দ্দশাধ্যায় সমাপ্ত হইল।



পঞ্চদশী

পঞ্চম অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ

শ্রীগণেশায় নমঃ।

এই প্রকরণের নাম বিষয়ানন্দ। বিষয়লাভাদি বশতঃ বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইলে, সেই বৃত্তিসমূহে যে বিম্বরূপ ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকেই বিষয়ানন্দ বলে। তাহাকে ব্রহ্মানন্দের অংশ বা লেশানন্দ বলিয়াও বর্ণনা করা হয়। এই প্রকরণ প্রধানতঃ সেই বিষয়ানন্দের প্রতিপাদক বলিয়া ইহাকে 'বিষয়ানন্দ' এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন।

১। ব্রহ্মজ্ঞানে বিষয়ানন্দ নিরূপণের উপকারিতা। বিষয়ানন্দের উপাধিভূত বৃত্তিসমূহের বিভাগ।

পঞ্চমাধ্যায়ে প্রতিপাদ্য অর্থের বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ ও তাহার জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বিষয়ানন্দের নিরূপণপ্রতিজ্ঞা। তাহা যে ব্রহ্মানন্দের অংশ তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

অথাত্র বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্।
নিরূপ্যতে দ্বারভূতস্তদংশত্বং শ্রুতির্জগৌ॥ ১

অন্বয়—অথ অত্র ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্ দ্বারভূতঃ বিষয়ানন্দঃ নিরূপ্যতে; শ্রুতিঃ তদংশত্বম্ জগৌ।

অনুবাদ—অনন্তর এই পঞ্চদশ প্রকরণে ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ বিষয়ানন্দের নিরূপণ করা হইতেছে; কেননা সেই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ জ্ঞানের সাধনস্বরূপ; তাহা যে, ব্রহ্মানন্দের অংশ তাহা শ্রুতি বর্ণন করিয়াছেন।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, বিষয়ানন্দ সর্ব্বলোকবিদিত বা লোকব্যবহারলভ্য বলিয়া মোক্ষশাস্ত্রে তাহার নিরূপণ যুক্তিযুক্ত নহে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে বিষয়ানন্দ লোকপ্রসিদ্ধ হইলেও তাহা ব্রহ্মানন্দের একাংশরূপ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার উপযোগিতা; তাহার নিরূপণ অযুক্ত নহে। সেই ব্রহ্মানন্দ কি প্রকার? তদুত্তরে বলিতেছেন "দ্বারভূতঃ"—ব্রহ্মানন্দের জ্ঞানের সাধনস্বরূপ অর্থাৎ যেমন দর্পণে প্রতীয়মান মুখপ্রতিবিম্ব, বিদ্যমান মুখরূপ বিম্বকে যথাযথরূপে জানিবার দ্বারস্বরূপ সাধন, সেইরূপ বৃত্তিসমূহে প্রতীয়মান

ব্রহ্মানন্দ প্রতিবিম্বস্বরূপ যে বিষয়ানন্দ, তাহা বিদ্যমান ব্রহ্মানন্দকে যথাযথরূপে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-রূপে জানিবার দ্বাররূপ সাধন। এইহেতু এই বিষয়ানন্দের নিরূপণ করা হইতেছে। ১

সেই শ্রুতির আক্ষরিক পাঠ—[এষঃ অস্য পরমঃ আনন্দঃ, এতস্য এব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি—বৃহদা উ. ৪।৩।৩২]—ইহাই ইহার সর্ব্বোত্তম আনন্দ ; অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্‌ভাবে প্রকটিত প্রাণিগণ এই পরমানন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন।

(খ) উক্ত শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ।

এষোঽস্য পরমানন্দো যোঽখণ্ডৈকরসাত্মকঃ।
অন্যানি ভূতান্যেতস্য মাত্রামেবোপভুঞ্জতে॥ ২

অন্বয়—যঃ অখণ্ডৈকরসাত্মকঃ এষঃ অস্য পরমানন্দঃ ; অন্যানি ভূতানি এতস্য মাত্রাম এব উপভুঞ্জতে।

অনুবাদ ও টীকা—যাহা অখণ্ড একরসস্বরূপ ইহাই (তাহাই ?) এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত পরমানন্দ। অন্য অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ পৃথগ্‌ভাবে স্থিত প্রাণিগণ এই ব্রহ্মানন্দেরই মাত্রা বা লেশ অনুভব করিয়া থাকে ? ২

এক্ষণে বিষয়ানন্দ যে ব্রহ্মানন্দের লেশ, তাহা দেখাইবার জন্য সেই বিষয়ানন্দের উপাধি অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহের বিভাগ করিতেছেন :—

(গ) অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহ গুণত্রয় ভেদে ত্রিবিধ' শান্ত নামক সাত্বিক বৃত্তি সমূহের বর্ণন।

শান্তা ঘোরাস্তথা মূঢ়া মনসো বৃত্তয়স্ত্রিধা।
বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ শান্তবৃত্তয়ঃ॥ ৩

অন্বয়—শান্তাঃ ঘোরাঃ তথা মূঢ়াঃ মনসঃ বৃত্তয়ঃ ত্রিধা। বৈরাগ্যম্ ক্ষান্তিঃ ঔদার্য্যম ইত্যাদ্যাঃ শান্তবৃত্তয়ঃ।

অনুবাদ—মনের বৃত্তিসমূহ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় ভেদে অর্থাৎ সাত্বিক, রাজসিক; তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি—বিচার বলে দুঃখসহিষ্ণুতা, ঔদার্য্য ইত্যাদি বৃত্তিকে শান্তবৃত্তি বলে।

টীকা—সেই শান্তাদি ত্রিবিধ বৃত্তি যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :— বৈরাগ্য, ক্ষান্তি ইত্যাদি। এই 'ইত্যাদি' শব্দদ্বারা গীতোক্ত "অদ্বেষ্টৃত্ব", "অমানিত্ব" "অভয়ত্ব" ইত্যাদি সূচিত হইতেছে। শান্তবৃত্তিসমূহ দ্বিতীয় প্রকরণ 'পঞ্চভূতবিবেকে'র ১৪শ শ্লোকে লক্ষিত হইয়াছে এবং 'রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর'—জীবন্মুক্তিবিবেকর ৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, অত্র দ্রষ্টব্য। ৩

(ঘ) ঘোর বা রাজসী ও মূঢ় বা তামসী বৃত্তির বর্ণন।

তৃষ্ণা স্নেহো রাগলোভাবিত্যাদ্যা ঘোরবৃত্তয়ঃ।
সম্মোহো ভয়মিত্যাদ্যাঃ কথিতা মূঢ়বৃত্তয়ঃ॥ ৪

অন্বয়—তৃষ্ণা স্নেহঃ রাগলোভৌ, ইত্যাদ্যাঃ ঘোরবৃত্তয়ঃ, সম্মোহঃ, ভয়ম্ ইত্যাদ্যাঃ মূঢ়বৃত্তয়ঃ কথিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—তৃষ্ণা বা বিষয়াভিলাষ, স্নেহ বা চেতনবিষয়ক প্রেম, রাগ বা দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্যসৎকারসেবিত সেই চেতনবিষয়ক প্রেম, লোভ বা বিত্তলালসতা, ইত্যাদি অর্থাৎ দম্ভ-দর্পাদি—'ঘোর'বৃত্তি এবং সম্মোহ, ভয় ইত্যাদি অর্থাৎ আলস্য প্রভৃতি মূঢ়বৃত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। [ঘোর ও মূঢ়বৃত্তি-সমূহ—(ভূতবিবেকে ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে লক্ষিত)—ও তাহাদের বিভাগ জীবন্মুক্তিবিবেকের উক্ত স্থলে দ্রষ্টব্য।] ৪

২। সকল বৃত্তিতেই চিদংশের ভান, এবং কোন কোন বৃত্তিতে আনন্দের ভান, প্রতিবিম্বস্বরূপ হয়।

তৃতীয় শ্লোক হইতে উদাহরণ দ্বারা যে বিবিধ প্রকার বৃত্তি বর্ণিত হইল, সেই সকল বৃত্তিতেই ব্রহ্মের চৈতন্যরূপতা প্রতিবিম্বিত হয়, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) সকল বৃত্তিতে চিদংশের ভান হয় এবং শান্তবৃত্তিসমূহে আনন্দের ভান হয়।

বৃত্তিষ্বেতাসু সর্ব্বাসু ব্রহ্মণশ্চিৎস্বভাবতা।
প্রতিবিম্বতি শান্তাসু সুখঞ্চ প্রতিবিম্বতি॥ ৫

অন্বয়—এতাসু সর্ব্বাসু বৃত্তিষু ব্রহ্মণঃ চিৎস্বভাবতা প্রতিবিম্বতি; শান্তাসু সুখম্ চ প্রতিবিম্বতি।

অনুবাদ—এই সকল বৃত্তিতেই ব্রহ্মের চিদ্রূপতা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; আর শান্তবৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বা সুখরূপতাও প্রতিবিম্বিত হয়।

টীকা—শান্ত নামক সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহে অন্যান্য বৃত্তি হইতে বিলক্ষণতা বর্ণন করিতে-ছেন—"আর শান্তবৃত্তিসমূহে" ইত্যাদি। মূলে "সুখং চ" এই যে "চ" (ও) শব্দের প্রয়োগ তাহা অকথিত অংশের সংযোজন জন্য; এইহেতু শান্তবৃত্তিসমূহে সুখ ও চৈতন্য এই উভয়ই প্রতিবিম্বিত হয়। ৫

পঞ্চম শ্লোকোক্ত অর্থের সমর্থক [তদেতৎ ঋষিঃ পশ্যন্ অবোচৎ—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়—বৃহদা উ, ২।৫ ;—মন্ত্ররূপী ঋষি ইহা দর্শন করিয়া বলিলেন—পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছিলেন; জগতে আপনার রূপ প্রকাশনার্থ তাঁহার সেই সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়াছিল] এই শ্রুতিবচন, এবং ["অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৮)—যেহেতু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে, "জলসূর্য্য"—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব : সূর্য্য এক কিন্তু বিভিন্নাধারস্থ জলরূপ উপাধির দ্বারা তাহার বহুত্ব-ভ্রম হয়। অদ্বয় ব্রহ্মেরও জীব বুদ্ধ্যাদিরূপ উপাধি বশতঃ বহুত্ব-ভ্রম উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিশ্চিত হয়।] এই ব্রহ্মসূত্রাংশের অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থের সমর্থিকা শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ এবং ব্রহ্মসূত্রের একাংশ পাঠ।

রূপং রূপং বভূবাসৌ প্রতিরূপ ইতি শ্রুতিঃ।
উপমা সূর্য্যকেত্যাদি সূত্রয়ামাস সূত্রকৃৎ॥ ৬

অন্বয়—অসৌ রূপম্ রূপম্ প্রতিরূপঃ বভূব ইতি শ্রুতিঃ 'উপমা সূর্য্যক' ইত্যাদি সূত্রকৃৎ সূত্রয়ামাস।'

অনুবাদ—এই পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন দেহের অনুসরণে তত্তদ্দেহে প্রতিবিম্বরূপ হইলেন—শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন। ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ ব্যাস সূত্র করিয়াছেন—'এই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির উপমা বা দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে।'

টীকা—এই ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্বভাগ "অতএব চ।" আচার্য্য পীতাম্বর এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ—'যেহেতু জীব নিরংশ ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না, এই কারণে জীব জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যাদির সহিত উপমিত হইতে পারে।'—এই ব্যাখ্যা কিন্তু ভাষ্যানুমোদিত নহে। ভাষ্যের অনুবাদ এই—'যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্ব্বিশেষ, বাক্যমনের অগোচর এবং 'ইহা নহে, ইহা নহে' বলিয়া যাবতীয় অনাত্মবস্তুর প্রতিষেধ দ্বারা উপদেশ্য।" সেই তাঁহার উপাধিজনিত অ-পারমার্থিক বা মিথ্যা বিশেষবত্তা (বিশেষযুক্ততা) দেখাইবার জন্য মোক্ষশাস্ত্রে জলসূর্য্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে, যথা—"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানাপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা"—"যেমন এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আধারস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক হইয়া যান, সেইরূপ এই জন্মাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধি দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে বা দেহে অনুগত হইয়া বহুর ন্যায় হইতেছেন।" ইহার পর ভাষ্যকার ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ হইতে দ্বাদশ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বিদ্যারণ্য স্বামী কর্ত্তৃক এই অধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৬

স্বরূপতঃ এক বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাধিসম্বন্ধবশতঃ নানাত্ব বিষয়ে শ্রুতিবচন পাঠ করিতেছেন :—

(গ) স্বরূপতঃ এক হইয়াও উপাধিবশতঃ নানা হইতে পারে, এই অর্থের শ্রুতিবচন পাঠ।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥ ৭

অন্বয়—একঃ এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ; জলচন্দ্রবৎ একধা চ বহুধা এব দৃশ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—ভূতাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বভূতের নিজরূপ ব্রহ্ম একমাত্র বা অদ্বিতীয় হইয়াও সকল প্রাণিশরীরে অবস্থিত রহিয়াছেন। চন্দ্র যেমন এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন আধারস্থিত জলে অনেক হইয়া প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইয়াও জীবরূপে বহু প্রকারের বলিয়াই দৃষ্ট হন। ৭

ভাল, নিরবয়ব বা বিভাগরহিত ব্রহ্মের কোথাও অর্থাৎ রাজস তামস বৃত্তিতে কেবল চৈতন্যের ভান অন্যত্র অর্থাৎ সাত্ত্বিক বৃত্তিতে চৈতন্য ও আনন্দ উভয়েরই ভান হয়, এইরূপ বিভাগকরণ যুক্তিযুক্ত নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া চন্দ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিহার করিতেছেন :—

(ঘ) বৃত্তিসমূহের ভেদ বশতঃ ব্রহ্মের দ্বিরূপতা; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

জলে প্রবিষ্টশ্চন্দ্রোঽয়মস্পষ্টঃ কলুষে জলে।
বিস্পষ্টো নির্ম্মলে তদ্বদ্দ্বেধা ব্রহ্মাপি বৃত্তিষু॥ ৮

অন্বয়—জলে প্রবিষ্টঃ অয়ম্ চন্দ্রঃ কলুষে জলে অস্পষ্টঃ নির্ম্মলে বিস্পষ্টঃ তদ্বৎ ব্রহ্ম অপি বৃত্তিষু দ্বেধা।

অনুবাদ—যেমন জলে প্রবিষ্ট অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত এই চন্দ্র, জল মলিন হইলে অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হন এবং জল নির্ম্মল হইলে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হন, সেই প্রকার ব্রহ্মও বৃত্তিসমূহে দুই প্রকারে প্রতীয়মান হন।

টীকা—দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করিতেছেন—"সেই প্রকার" ইত্যাদি। ৮

উক্ত অষ্টম শ্লোকোক্ত অর্থ যুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(ঙ) যুক্তি দ্বারা উক্ত অর্থের প্রতিপাদন।

ঘোরমূঢ়াসু মালিন্যাৎ সুখাংশশ্চ তিরোহিতঃ।
ঈষন্নৈর্ম্মল্যতস্তত্র চিদংশপ্রতিবিম্বনম্॥ ৯

অন্বয়—ঘোরমূঢ়াসু মালিন্যাৎ সুখাংশঃ চ তিরোহিতঃ; ঈষন্নৈর্ম্মল্যতঃ তত্র চিদংশ-প্রতিবিম্বনম্।

অনুবাদ ও টীকা—ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিসমূহে মলিনতা হেতু ব্রহ্মের আনন্দাংশ তিরোহিত হয় এবং ঈষন্নির্ম্মলতা হেতু সেই ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিসমূহে চিদংশ প্রতিবিম্বিত হয়। ৯

ভাল, উক্ত দৃষ্টান্তে চন্দ্রের উপাধিরূপ জল দুই প্রকার বলিয়া, আংশিক ভান উপপন্ন হয় বটে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে উপাধিভূত অন্তঃকরণ এক বলিয়া একাংশের ভান ত' যুক্তিযুক্ত হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(চ) অষ্টম শ্লোকোক্ত অর্থে অন্য দৃষ্টান্ত।

যদ্বাপি নির্ম্মলে নীরে বহ্নেরৌষ্ণ্যস্য সংক্রমঃ।
ন প্রকাশস্য তদ্বৎ স্যাচ্চিন্মাত্রোদ্ভূতিরেব চ॥ ১০

অন্বয়—যদ্বা নির্ম্মলে নীরে অপি বহ্নেঃ ঔষ্ণ্যস্য সংক্রমঃ প্রকাশস্য ন, তদ্বৎ চিন্মাত্রোদ্ভূতিঃ এব চ স্যাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—অথবা যেমন নির্ম্মল জলেও (প্রক্ষিপ্ত) বহ্নির কেবল উষ্ণতাই সংক্রামিত হয়, প্রকাশ সংক্রামিত হয় না, সেই প্রকার ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিসমূহে কেবল চিদংশেরই আবির্ভাব বা ভান হয়, আনন্দাংশের ভান হয় না। ১০

(ছ) শান্তবৃত্তি সমূহে চৈতন্য ও আনন্দ উভয়েরই প্রতীতি হয়; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

কাষ্ঠে ত্বৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ দ্বাবুদ্ভবং গচ্ছতো যথা।
শান্তাসু সুখচৈতন্যে তথৈবোদ্ভূতিমাপ্নুতঃ॥ ১১

অন্বয়—কাষ্ঠে তু যথা ঔষ্ণ্যপ্রকাশৌ দ্বৌ উদ্ভবম্ গচ্ছতঃ, তথা এব শান্তাসু সুখচৈতন্যে উদ্ভূতিম্ আপ্নুতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—কিন্তু কাষ্ঠে যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ উভয়ই আবির্ভাব প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার শান্তবৃত্তিসমূহে আনন্দ ও চৈতন্য উভয়ই আবির্ভাব প্রাপ্ত হয়। ১১

ভাল, দৃষ্টান্তে, জল ও কাষ্ঠ উভয়ই তুল্যরূপে ভৌতিক বা জড়; তন্মধ্যে জলে অগ্নির আংশিক প্রবেশ হয়, কাষ্ঠে পূর্ণ প্রবেশ হয়; আবার দার্ষ্টান্তে, ঘোর-মূঢ়বৃত্তি ও শান্তবৃত্তি উভয়ই তুল্যরূপে বৃত্তি; তন্মধ্যে ঘোর-মূঢ়বৃত্তিতে ব্রহ্মের আংশিক প্রবেশ, শান্তবৃত্তিতে পূর্ণ প্রবেশ—এইরূপ ব্যবস্থা কি প্রকারে করিতে পারেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(জ) উক্ত ব্যবস্থার বা নিয়ম স্থাপনের কারণ; আর নিজ অনুভূতিই নিয়ামক প্রমাণ।

বস্তুস্বভাবমাশ্রিত্য ব্যবস্থা তূভয়োঃ সমা।
অনুভূত্যনুসারেণ কল্প্যতে হি নিয়ামকম্ ॥ ১২

অন্বয় :—বস্তুস্বভাবম্ আশ্রিত্য তু উভয়োঃ ব্যবস্থা সমা; অনুভূত্যসারেণ হি নিয়ামকম্ কল্প্যতে।

অনুবাদ—দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্ত উভয় স্থলেই জল কাষ্ঠাদিরূপ এবং ঘোর-শান্তাদি-বৃত্তিরূপ বস্তুর স্বভাব ধরিয়া তুল্যরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে। নিজ অনুভূতি অনুসারেই সেই সেই ব্যবস্থার নিয়ামক* প্রমাণ কল্পিত হয়।

টীকা—সেই তুল্যরূপ ব্যবস্থায় নিয়ামক প্রমাণ কি হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"নিজ অনুভূতি অনুসারেই" ইত্যাদি। ১২

৩। শান্ত এবং ঘোর মূঢ় বৃত্তিসমূহে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখের অনুভব: তদনুসারে ব্রহ্মের সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপ তিন অংশের ব্যবস্থাপূর্ব্বক বর্ণন।

এক্ষণে উক্ত অনুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ক) উক্ত অনুভূতির মধ্যে, শান্ত বৃত্তিতে কোথাও কোন সুখের আতিশয্য।

ন ঘোরাসু ন মূঢ়াসু সুখানুভব ঈক্ষ্যতে।
শান্তাস্বপি ক্বচিৎ কশ্চিৎ সুখাতিশয় ঈক্ষ্যতাম্ ॥১৩

---

* দৃষ্টান্তে নিয়ামক হইতেছে—বস্তুস্বভাব যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়। দার্ষ্টান্তে নিয়ামক হইতেছে—অনুভূতির অন্যথা অনুপ পত্তিরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণ অর্থাৎ শান্তবৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের পূর্ণতর প্রকাশ বিনা সুখানুভূতি অনুপপন্ন হয়। স্বভাব বাদে যথা কাষ্ঠে যে ঔষ্ণ্যপ্রকাশের আবির্ভাব তাহা অন্যথা উপপন্ন হইতে পারে। এইরূপে অনুভবানুসারে প্রমাণ কল্পনা আচার্য্য পীতাম্বর "তূভয়োঃ" স্থলে "ভূতয়োঃ" পাঠ ধরিয়াছেন। তিনি বোধহয় "ভূতয়োঃ" দ্বারা জল ও কাষ্ঠরূপ ভূত বা স্থূলভূত কার্য্যদ্বয় বুঝিয়াছেন অথবা জল কাষ্ঠাদির উপাদান সূক্ষ্মভূত এবং শান্তাদি বৃত্তির উপাদান সূক্ষ্মভূত এই দুই ভূত বুঝাইতে চাহেন। যাহা হউক সর্ব্বত্র গৃহীত "উভয়োঃ" পাঠই অধিকতর সমীচীন।

অন্বয়—ন ঘোরাসু ন মূঢ়াসু সুখানুভবঃ ঈক্ষ্যতে। শান্তাসু অপি ক্বচিৎ কশ্চিৎ সুখাতিশয়ঃ ঈক্ষ্যতাম্।

অনুবাদ—ঘোরবৃত্তিসমূহে এবং মূঢ়বৃত্তিসমূহে সুখানুভব দেখিতে পাওয়া যায় না। শান্তবৃত্তিসমূহেও কোথাও (কোন বৃত্তিতে) কোথাও সুখের আধিক্য কোথাও ন্যূনতা এইরূপ জানিতে হইবে।

টীকা—শান্ত বৃত্তিসমূহেও যে আনন্দানুভব হয়, তাহা কোন স্থলে ইষ্ট বস্তুর স্মরণে বা দর্শনে বা লাভসম্ভাবনায় অল্পসুখ, কোথাও বা তাহার লাভে 'মোদ' বা অধিক সুখ, কোথাও বা তাহার ভোগে 'প্রমোদ' বা অধিকতর সুখ এইরূপে সুখের তারতম্যের ভান হয়, ইহাই অর্থ।'] ১৩

চতুর্থ শ্লোকে ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিতে যে সুখাভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকেই দৃষ্টান্ত দ্বারা আকার দিয়া দেখাইতেছেন :—

যে ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে সুখের অভাব এবং দুঃখাদির সম্ভাব।

গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যদা কামো ভবেত্তদা।
রাজসস্যাস্য কামস্য ঘোরত্বাত্তত্র নো সুখম্ ॥ ১৪

অন্বয়—গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যদা কামঃ ভবেৎ তদা রাজসস্য অস্য কামস্য ঘোরত্বাৎ তত্র সুখম্ নো।

অনুবাদ ও টীকা—গৃহক্ষেত্রাদিবিষয়ে যখন ইচ্ছা জন্মে, তখন রজোগুণের কার্য্য এই কাম ঘোরবৃত্তি বলিয়া তাহাতে সুখানুভব হয় না। ১৪

সিধ্যেন্ন বেত্যস্তি দুঃখমসিদ্ধৌ তদ্বিবর্দ্ধতে।
প্রতিবন্ধে ভবেৎ ক্রোধো দ্বেষো বা প্রতিকূলতঃ ॥১৫

অন্বয়—সিধ্যেৎ বা ন ইতি দুঃখম্ অস্তি, অসিদ্ধৌ তৎ বিবর্দ্ধতে, প্রতিবন্ধে ক্রোধঃ ভবেৎ বা প্রতিকূলতঃ দ্বেষঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এই বিষয়জনিত সুখ সিদ্ধ হইবে কি না, এইরূপ সংশয় হইলে দুঃখ উপস্থিত হয়; অসিদ্ধ হইলে, সেই দুঃখ বৃদ্ধি পায়; তাহাতে প্রতিবন্ধ বা নিষেধ ঘটিলে ক্রোধ উৎপন্ন হয় কিম্বা সুখ-প্রতিকূল দুঃখের প্রতি দ্বেষ উৎপন্ন হয়।

টীকা—সুখাভাব বিষয়ে অন্য কারণ বলিতেছেন—সেই সুখ প্রতিবন্ধ মধ্যে সুখ প্রতিকূল যে দুঃখ তাহা থাকিয়া যাইলে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, ইহাই অর্থ। ১৫

সুখপ্রতিবন্ধ নিবারণের উপায় অসাধ্য হইলে যে বিষাদ বা খেদ জন্মে, তাহা তামসবৃত্তি বলিয়া তাহাতে সুখ নাই, ইহাই বলিতেছেন :—

অশক্যশ্চেৎ প্রতীকারো বিষাদঃ স্যাৎ স তামসঃ।
ক্রোধাদিষু মহদ্দুঃখং সুখশঙ্কাপি দূরতঃ॥ ১৬

অন্বয়—প্রতীকারঃ অশক্যঃ চেৎ, বিষাদঃ স্যাৎ সঃ তামসঃ। ক্রোধাদিষু মহৎ দুঃখম্ সুখশঙ্কা অপি দূরতঃ (তিষ্ঠতি)।

অনুবাদ—প্রতিবন্ধের প্রতিকার বা নিবৃত্তির উপায় যখন অসাধ্য হয় তখন বিষাদ জন্মে; তাহা ত তমোগুণের কার্য্য; ক্রোধাদিতে দুঃখ অত্যন্ত, সুখের সম্ভাবনাও সুদূর।

টীকা—শ্লোকের শেষার্দ্ধে অর্থ স্পষ্ট। ১৬

(গ) শান্তবৃত্তিসমূহে সুখের তারতম্য।

কাম্যলাভে হর্ষবৃত্তিঃ শান্তা তত্র মহৎ সুখম্।
ভোগে মহত্তরং লাভপ্রসক্তাবীষদেব হি॥ ১৭

অন্বয় কাম্যলাভে শান্তা হর্ষবৃত্তিঃ, তত্র মহৎ সুখম্; ভোগে মহত্তরম্; লাভপ্রসক্তৌ ঈষৎ এব।

অনুবাদ ও টীকা—বাঞ্ছিত বস্তুর লাভ হইলে হর্ষরূপ শান্তবৃত্তি হয়; তাহাতে মহৎ সুখ জন্মে; তাহার ভোগে সুখ মহত্তর; তাহার লাভ সম্ভাবনায় সুখ অল্প। ১৭

(ঘ) সুখমাত্রই ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব। অন্তর্মুখ শান্তবৃত্তিসমূহে সেই প্রতিবিম্ব প্রসিদ্ধ।

মহত্তমং বিরক্তৌ তু বিদ্যানন্দে তদীরিতম্।
এবং ক্ষান্তৌ তথৌদার্য্যে ক্রোধলোভানিবারণাৎ

অন্বয়—বিরক্তৌ তু মহত্তমম্, তৎ বিদ্যানন্দে ঈরিতম্ এবম্ ক্ষান্তৌ তথা ঔদার্য্যে ক্রোধলোভনিবারণাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে যে মহত্তম সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা বিদ্যানন্দ নামক চতুর্দ্দশ প্রকরণে ২১ হইতে ৩৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকার ক্রোধ ও লোভের অভাব হেতু ক্ষান্তি ও ঔদার্য্যে মহত্তম সুখ হয়। ১৮

যদ্যৎ সুখং ভবেত্তত্তদ্‌ব্রহ্মৈব প্রতিবিম্বনাৎ।
বৃত্তিষ্বন্তর্মুখাস্বস্য নির্বিঘ্নং প্রতিবিম্বনম্॥ ১৯

অন্বয়—যৎ যৎ সুখম্ তৎ তৎ ব্রহ্ম এব, প্রতিবিম্বনাৎ ভবেৎ। অন্তর্মুখাসু বৃত্তিষু অস্য নির্ব্বিঘ্নম্ প্রতিবিম্বনম্।

অনুবাদ—যাহা যাহা সুখ অর্থাৎ সুখ যে কোন প্রকারেই হউক না কেন,

তাহা ব্রহ্ম, কেননা তাহা (বৃত্তিতে) ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্বন। বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইলে এই ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব বিঘ্নশূন্য স্পষ্ট হয়।

টীকা—এই প্রকারে (বৃত্তিতে) ব্রহ্মপ্রতিবিম্বই যে সুখ, ইহা ক্ষমা প্রভৃতি অন্তর্মুখ বৃত্তিসমূহে প্রসিদ্ধ, ইহাই বলিতেছেন—"বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইলে" ইত্যাদি। ১৯

এক্ষণে সর্ব্বত্র ব্রহ্মের স্বরূপের অনুভব দেখাইবার জন্য, ব্রহ্মের স্বরূপ স্মরণ করিতেছেন :—

(ঙ) ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের স্মরণ ; তন্মধ্যে শিলাদি জড়ে কেবল সৎ-রূপেরই সিদ্ধি।

সত্তা চিতিঃ সুখং চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্ত্রয়ঃ।
মৃচ্ছিলাদিষু সত্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্দ্বয়ম্ ॥ ২০

অন্বয়—সত্তা চিতিঃ সুখম্ চ ইতি ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ ব্রহ্মণঃ। মৃচ্ছিলাদিষু সত্তা এব ব্যজ্যতে, ইতরৎ দ্বয়ম্ ন।

অনুবাদ ও টীকা—সত্তা, চৈতন্য ও সুখ—এই তিনটি ব্রহ্মের স্বভাব। তন্মধ্যে মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি জড়ে সত্তাই ব্যক্ত ; অপর দুইটি অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দ ব্যক্ত নহে। ২০

(চ) ঘোর ও মূঢ়রূপ বুদ্ধি-বৃত্তিতে সৎ চিৎ উভয়ের এবং শান্তবৃত্তিতে তিনেরই আবির্ভাব—এইরূপে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন

সত্তা চিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধীবৃত্ত্যোর্ঘোরমূঢ়য়োঃ।
শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মেত্থমীরিতম্ ।২১

অন্বয়—ঘোরমূঢ়য়োঃ ধীবৃত্ত্যোঃ সত্তা চিতিঃ দ্বয়ম্ ব্যক্তম্ শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ম্ ব্যক্তম্, ইত্থম্ মিশ্রম্ ব্রহ্ম ঈরিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—ঘোর মূঢ়রূপ বুদ্ধিসমূহে সত্তা ও চৈতন্য এই দুইটিরই আবির্ভাব এবং শান্তবৃত্তিসমূহে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ এই তিনেরই আবির্ভাব। এই প্রকারে মিশ্র অর্থাৎ বৃত্ত্যাদি প্রপঞ্চ সহিত ব্রহ্ম কথিত হইল।

টীকা—সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন হইল, ইহাই বলিতেছেন "এই প্রকারে" ইত্যাদি। ২১

নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের জ্ঞানের উপায়—মায়াকে পৃথক্ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যারূপ ব্রহ্মের ধ্যান।

১। নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন ; মায়াস্বরূপের বিভাগ।

ভাল, অমিশ্র ব্রহ্মকে কি উপায়ে জানা যাইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়,—জ্ঞানও যোগের বর্ণন।

অমিশ্রং জ্ঞানযোগাভ্যাং তৌ চ পূর্ব্বমুদীরিতৌ।
আদ্যেঽধ্যায়ে যোগচিন্তা জ্ঞানমধ্যায়য়োর্দ্বয়োঃ ॥২২

অন্বয়—অমিশ্রম্ জ্ঞানযোগাভ্যাম্ তৌ চ পূর্ব্বম্ উদীরিতৌ। আদ্যে অধ্যায়ে যোগচিন্তা, দ্বয়োঃ অধ্যায়য়োঃ জ্ঞানম্।

অনুবাদ—অমিশ্র ব্রহ্মকে জ্ঞান ও যোগ দ্বারা জানিতে হয়; সেই দুই উপায় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যোগানন্দ নামক প্রথমাধ্যায়ে যোগের বিচার করা হইয়াছে; এবং আত্মানন্দ নামক ও অদ্বৈতানন্দ নামক পরবর্ত্তী দুই অধ্যায়ে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে।

টীকা—জ্ঞান ও যোগ পূর্ব্বে কোথায় কথিত হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"যোগানন্দ নামক প্রথমাধ্যায়ে" ইত্যাদি। তাহার পরবর্ত্তী দুই অধ্যায়ে জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন—"এবং আত্মানন্দ নামক" ইত্যাদি। ২২

ভাল, সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝা গেল। মায়ার রূপ কি প্রকার? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) মায়ার স্বরূপ. তাহাতে অসত্তা ও জড়তার সমাবেশ।

অসত্তাজাড্যদুঃখে দ্বে মায়ারূপং ত্রয়ং ত্বিদম্।
অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যং কাষ্ঠশিলাদিষু॥ ২৩

অন্বয়—অসত্তাজাড্যদুঃখে দ্বে ইদম্ ত্রয়ম্ তু মায়ারূপম্ নরশৃঙ্গাদৌ অসত্তা, কাষ্ঠশিলাদিষু জাড্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—অসত্তা এবং জড়তা ও দুঃখ এই দুইটি, মোট তিনটি মায়ার রূপ। তন্মধ্যে অসত্তা মনুষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিতে উপলব্ধ হয়, জড়তা কাষ্ঠ শিলা প্রভৃতি অনির্ব্বচনীয় বস্তুতে (এইরূপে বিচার পূর্ব্বক) বুঝিতে হইবে। ২৩

দুঃখ কোথায় আছে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) মায়ায় দুঃখের সমাবেশ; মায়ার অনুভব করিয়া শান্ত্যাদি বৃত্তিতে মিশ্রব্রহ্মের অনুভবের উপায়।

ঘোরমূঢ়ধিয়োর্দুঃখমেবং মায়া বিজৃম্ভিতা।
শান্তাদিবুদ্ধিবৃত্ত্যৈক্যান্মিশ্রং ব্রহ্মেতি কীর্ত্তিতম্॥২৪

অন্বয়—ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ দুঃখম্; এবম্ মায়া বিজৃম্ভিতা, শান্তাদিবুদ্ধিবৃত্ত্যৈক্যাৎ "মিশ্রম্ ব্রহ্ম" ইতি কীর্ত্তিতম্।

অনুবাদ—ঘোর ও মূঢ়বুদ্ধিতে দুঃখ, এইরূপে মায়ার প্রকাশ। শান্তাদি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত অভেদবশতঃ (ব্রহ্মকে এস্থলে) মিশ্র ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

টীকা—এই প্রকারে মায়া সর্ব্বত্র প্রকাশিত ইহাই বলিতেছেন। শান্তাদি বৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের মিশ্রতা বা সপ্রপঞ্চতা যাহা পূর্ব্বে ২১ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে তাহার কারণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"শান্তাদি বুদ্ধির সহিত" ইত্যাদি। ২৪

২। ব্রহ্ম ধ্যান—সবৃত্তিক তিন প্রকার, অবৃত্তিক এক প্রকার।

এই ২৩ শ্লোকে যাহা বলা হইল তাহা বলিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মধ্যানই তাহার প্রয়োজন :—

(ক) ২৩ শ্লোকে মায়া-স্বরূপাদি বর্ণনের প্রয়োজন—ব্রহ্মধ্যান ; তাহার প্রকার।

এবং স্থিতেঽত্র যো ব্রহ্ম ধ্যাতুমিচ্ছেৎ পুমানসৌ।
নৃশৃঙ্গাদিমুপেক্ষেত শিষ্টং ধ্যায়েদ্‌যথাযথম্‌॥ ২৫

অন্বয়—এবম্‌ স্থিতে অত্র যঃ ব্রহ্ম ধ্যাতুম্‌ ইচ্ছেৎ অসৌ পুমান্‌ নৃশৃঙ্গাদিম্‌ উপেক্ষেত ; শিষ্টম্‌ যথাযথম্‌ ধ্যায়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্ম ও মায়ার স্বরূপ যখন এইরূপ অবধারিত হইল, তখন এ বিষয়ে যে অধিকারী মন্দবুদ্ধি, অথচ ব্রহ্মধ্যান করিতে ইচ্ছু, তিনি একান্ত অসৎ মনুষ্য-শৃঙ্গ প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ বিস্মৃত হইয়া, অন্যত্র (সৎ) ব্রহ্মের যথাযোগ্য ধ্যান করিবেন—নিরন্তর চিন্তা করিবেন। ২৫

'অন্যত্র ধ্যান করিবেন' এইরূপ যে বলা হইল, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই—কোথায় কি প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—

শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্ত্বা সন্মাত্রচিন্তনম্‌।
ত্যক্ত্বা দুঃখং ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ সচ্চিদ্বিচিন্তনম্‌॥ ২৬

অন্বয়—শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্ত্বা সন্মাত্রচিন্তনম্‌। ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ দুঃখম্‌ ত্যক্ত্বা সচ্চিদ্বিচিন্তনম্‌।

অনুবাদ ও টীকা—শিলা প্রভৃতিতে নামরূপ এই উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া 'সৎ'মাত্রেরই চিন্তা করিতে হয় এবং ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া সত্তা ও চৈতন্যের চিন্তা করিতে হয়। ২৬

সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহে সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনেরই ধ্যান করা উচিত, ইহাই বলিতেছেন :—

শান্তাসু সচ্চিদানন্দাংস্ত্রীনপ্যেবং বিচিন্তয়েৎ।
কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টাস্তিস্রশ্চিন্তাঃ ক্রমাদিমাঃ॥ ২৭

অন্বয়—এবম্‌ শান্তাসু সচ্চিদানন্দান্‌ ত্রীন্‌ অপি বিচিন্তয়েৎ ; ইমাঃ তিস্রঃ চিন্তাঃ ক্রমাৎ কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টাঃ।

অনুবাদ—এইরূপে শান্তবৃত্তিসমূহে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিনেরই চিন্তা করিতে হয়। এই (পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত) তিন প্রকার ধ্যান যথাক্রমে কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম।

টীকা—এই তিন প্রকার ধ্যান কি তুল্যরূপ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, "এই তিন প্রকার ধ্যান যথাক্রমে" ইত্যাদি। ২৭

এক্ষণে যে ব্যক্তি নির্গুণ ধ্যানের অধিকারী নহেন, তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য—তাঁহার মিশ্র ব্রহ্মধ্যানে অধিকার আছে—এই অভিপ্রায় লইয়া বলিতেছেন :—

(খ) নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে অনধিকারীই ২৬ শ্লোকোক্ত ধ্যানে অধিকারী।

মন্দস্য ব্যবহারেঽপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্।
উৎকৃষ্টং বক্তুমেবাত্র বিষয়ানন্দ ঈরিতঃ॥ ২৮

অন্বয়—মন্দস্য ব্যবহারে অপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্ উৎকৃষ্টম্ বক্তুম্ এব অত্র বিষয়ানন্দঃ ঈরিতঃ।

অনুবাদ—স্থূলবুদ্ধি পুরুষের ব্যবহারে ও মিশ্রব্রহ্মবিষয়ক চিন্তন উৎকৃষ্ট, ইহা বলিবার জন্য এই প্রকরণে 'বিষয়ানন্দ' কথিত হইল।

টীকা—তাৎপর্য্য এই যে—যে অতীক্ষ্ণবুদ্ধি অধিকারীর বিচারবলে বৃত্তিপ্রভৃতি প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে জানিবার শক্তি নাই, তিনি বৃত্তি প্রভৃতি প্রপঞ্চরূপ ব্যবহারেও যথাক্রমে সৎ চিৎ আনন্দের চিন্তা করিয়া পরে সেই অভ্যাসবলে সর্ব্বত্র সচ্চিদানন্দকে জানিতে পারিবেন, এই হেতু এই প্রকরণে 'বিষয়ানন্দ' বর্ণিত হইল। ২৮

এই প্রকারে সবৃত্তিক তিন প্রকার ধ্যান বর্ণন করিয়া অবৃত্তিক ধ্যান বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) অবৃত্তিক ধ্যান,—তাহা ২৬ শ্লোকোক্ত তিন প্রকার ধ্যানের অপেক্ষায় চতুর্থ।

ঔদাসীন্যে তু ধীবৃত্তেঃ শৈথিল্যাদুত্তমোত্তমম্।
চিন্তনং বাসনানন্দে ধ্যানমুক্তং চতুর্ব্বিধম্॥ ২৯

অন্বয়—ঔদাসীন্যে তু ধীবৃত্তেঃ শৈথিল্যাৎ বাসনানন্দে চিন্তনম্ উত্তমোত্তমম্। চতুর্ব্বিধম্ ধ্যানম্ উক্তম্।

অনুবাদ—উক্ত মিশ্র ধ্যান দ্বারা ঔদাসীন্য জন্মিলে, বুদ্ধিবৃত্তির শিথিলতা বশতঃ বাসনানন্দ বিষয়ক ধ্যান জন্মে, তাহা উত্তমোত্তম অর্থাৎ তিন প্রকার ধ্যান অপেক্ষাও অধিক। এইরূপে চারিপ্রকার ধ্যান কথিত হইল।

টীকা—২৬ শ্লোকোক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন—"এইরূপ চারিপ্রকার" ইত্যাদি। ২৯

৩। উক্ত চারি প্রকার ধ্যান (পাতঞ্জলোক্ত) ধ্যানের অবান্তর ভেদ নহে—ইহা ব্রহ্মবিদ্যা।

ভাল, ইহা কি "ধ্যানের" অবান্তর ভেদ? না, এইরূপ নহে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) উক্ত ধ্যান যোগশাস্ত্রোক্ত ধ্যানের অবান্তর ভেদ নহে—তাহা ব্রহ্মবিদ্যা; তাহার উৎপত্তি-প্রকার।

ন ধ্যানং জ্ঞানযোগাভ্যাং ব্রহ্মবিদ্যৈব সা খলু।
ধ্যানেনৈকাগ্র্যমাপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ॥ ৩০

অন্বয়—জ্ঞানযোগাভ্যাম্ ধ্যানম্ ন, সা খলু ব্রহ্মবিদ্যা এব। ধ্যানেন ঐকাগ্র্যম্ আপন্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ।

অনুবাদ—এই ধ্যানে জ্ঞান ও যোগ উভয়ই থাকায়, ইহা ধ্যান নহে, ইহা নিশ্চিতই ব্রহ্মবিদ্যা। ধ্যান দ্বারা একাগ্রতাপ্রাপ্ত চিত্তে সেই সেই বিদ্যা স্থির অর্থাৎ সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত হয়—অজ্ঞানাদি বাধদক্ষা হয়।

টীকা—তাহা যদি ধ্যান না হইল, তবে তাহা কি ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন - ইহা নিশ্চিতই ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা কি প্রকারে উৎপন্ন হয় ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ধ্যানদ্বারা একাগ্রতাপ্রাপ্ত" ইত্যাদি। ৩০

এই ধ্যানরূপী বিদ্যা যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার হেতু :—

(খ) এই ধ্যান যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার হেতু।

বিদ্যায়াং সচ্চিদানন্দা অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্।
প্রাপ্য ভান্তি ন ভেদেন ভেদকোপাধিবর্জ্জনাৎ॥৩১

অন্বয়—বিদ্যায়াম্ সচ্চিদানন্দাঃ অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্ প্রাপ্য ভান্তি, ভেদেন ন ; ভেদকোপাধিবর্জ্জনাৎ।

অনুবাদ—এই বিদ্যায় (জ্ঞানে) সৎ-চিৎ-আনন্দ যাহারা ব্রহ্মস্বভাব, তাহারা অখণ্ড একরসরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পায় না ; কেননা, ভেদোৎপাদক উপাধিসমূহ তিরোহিত হইয়া যায়।

টীকা—তাৎপর্য্য এই -প্রথম ধ্যানকালে সৎ চিৎ আনন্দ—যাহারা ব্রহ্মের স্বভাব তাহারা উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। পরে ধ্যানাভ্যাস বশতঃ একাগ্রতাপ্রাপ্ত চিত্তে বিচার দ্বারা উপাধিসমূহ নিবারিত হইলে সৎ চিৎ ও আনন্দ অখণ্ড একরস হইয়া প্রকাশ পায়. এই হেতু ইহা ব্রহ্মবিদ্যাই, ধ্যান অর্থাৎ উপাসনা নহে ; ইহাই অর্থ। ৩১

পূর্ব্ব শ্লোকে যে বলা হইল, ভেদোৎপাদক উপাধিসমূহ তিরোহিত হইয়া যায়. তন্মধ্যে সেই ভেদোৎপাদক উপাধি কি কি তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মাংশের ভেদক উপাধি হইতেছে বৃত্তি।

শান্তা ঘোরাঃ শিলাদ্যাশ্চ ভেদকোপাধয়ো মতাঃ।
যোগাদ্বিবেকতো বৈষামুপাধীনামপাকৃতিঃ॥ ৩২

অন্বয়—শান্তাঃ ঘোরাঃ চ শিলাদ্যাঃ ভেদকোপাধয়ঃ মতাঃ। যোগাৎ বা বিবেকতঃ এষাম্ উপাধীনাম্ অপাকৃতিঃ।

অনুবাদ—শান্তবৃত্তি, ঘোরবৃত্তি ও বাহ্যবিষয় শিলাদি ইহাদিগকে ভেদক উপাধি বলা হয়। যোগদ্বারা অথবা বিবেক দ্বারা এই সব উপাধি দূরীভূত হয়।

টীকা—এই সকল উপাধির নিবারণের উপায় কি ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—চিত্তের একাগ্রতারূপ যোগ দ্বারা বা বিচার দ্বারা এই উপাধিসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে। ৩২

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ঘ) ফলিতার্থ।

নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে স্বয়ম্প্রভে।
অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দোঽত উচ্যতে॥৩৩

অন্বয়—স্বয়ংপ্রভে অদ্বৈতে নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে ত্রিপুটী ন অস্তি, অতঃ ভূমানন্দঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—স্বয়ংপ্রকাশ নিরুপাধিক অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব অবভাসিত হইলে, তাহাতে আর ত্রিপুটী থাকে না; এই হেতু তাহাকে ভূমানন্দ বলা হয়।

টীকা—ত্রিপুটীর ভান হয় না বলিয়া অর্থাৎ তাহাতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী অনুভূত হয় না বলিয়া ইহাকে ভূমানন্দ অর্থাৎ দেশ কাল বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ-রহিত বলা হয়, ইহাই অর্থ। ৩৩

এক্ষণে গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(ঙ) গ্রন্থসমাপ্তি।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমোঽধ্যায় ঈরিতঃ।
বিষয়ানন্দ এতেন দ্বারেণান্তঃ প্রবিশ্যতাম্॥ ৩৪

অন্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ ঈরিতঃ বিষয়ানন্দঃ, এতেন দ্বারেণ অন্তঃ প্রবিশ্যতাম্।

অনুবাদ—অধ্যায় পঞ্চকাত্মক ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে বিষয়ানন্দ নামক এই পঞ্চম অধ্যায় কথিত হইল। এই বিষয়ানন্দরূপ দ্বারের সাহায্যে ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ কর।

টীকা—এই শ্লোক স্পষ্টার্থ বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ৩৪

(চ) গ্রন্থাবসানে আশীর্ব্বাদাত্মক মঙ্গলাচরণ।

প্রীয়াদ্ধরিহরোঽনেন ব্রহ্মানন্দেন সর্ব্বদা।
পায়াচ্চ প্রাণিনঃ সর্ব্বান্ স্বাশ্রিতান্ শুদ্ধমানসান্॥৩৫

অন্বয়—অনেন ব্রহ্মানন্দেন হরিহরঃ সর্ব্বদা প্রীয়াৎ চ স্বাশ্রিতান্ শুদ্ধমানসান্ সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ পায়াৎ।

অনুবাদ ও টীকা—আমাদের এই ব্রহ্মানন্দ নিরূপণ প্রয়াস দ্বারা অভিন্নাত্মা হরিহর নিত্য প্রসন্ন থাকুন এবং আপনার আশ্রিত শুদ্ধচিত্ত প্রাণিগণকে জন্ম-জরামরণাদি দুঃখরূপ সংসার হইতে রক্ষা করুন। ৩৫

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশীর পঞ্চদশ প্রকরণ সমাপ্ত।

পঞ্চদশী সমাপ্ত।

ওঁতৎসৎ।

পঞ্চদশী

পরিশিষ্ট ঘ

(সপ্তমাধ্যায়ের পঞ্চমশ্লোকের সহিত পাঠ)

ভ্রম বা অধ্যাসের স্বরূপ নিরূপণ।

যে জ্ঞান সংশয় নহে অর্থাৎ 'সংশয়' হইতে ভিন্ন, তাহার নাম নিশ্চয়। (সংশয়ের স্বরূপ ও ভেদ অগ্রে ১১।৭ টীকায় দ্রষ্টব্য)। শুক্তির শুক্তিত্বরূপে যথার্থজ্ঞান এবং শুক্তির রজতত্বরূপে ভ্রমজ্ঞান, উভয়ই সংশয় হইতে ভিন্ন জ্ঞান বলিয়া—'নিশ্চয়'রূপ।

ভ্রমের লক্ষণ—'স্বাভাবাধিকরণাবভাস'—অর্থাৎ যাহাতে যে বস্তু নাই তাহাতে সেই বস্তুর অবভাসকে 'ভ্রম' বলে, যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রমের স্থলে, "স্ব" শব্দের অর্থ রজত ও রজতের জ্ঞান, তাহার "অভাব" অর্থে শুক্তিতে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক ভাবে যে রজতের অভাব তাহার "অধিকরণ" অর্থাৎ অধিষ্ঠান শুক্তি বা শুক্তি-বিশিষ্ট চৈতন্য বা শুক্তিদ্বারা উপহিত চৈতন্য বা ইদমাকার (এই একটা কিছু এই আকারের) বৃত্তি দ্বারা উপহিত চৈতন্য ; "অবভাস" অর্থে রজত ও তাহার জ্ঞান, তাহাকেই ভ্রম (বা অধ্যাস) বলা হয়। অথবা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন সত্তা বিশিষ্ট (সত্তা অগ্রে ব্যাখ্যাত হইতেছে) অবভাসকে ভ্রম ও অধ্যাস বলে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অর্থাৎ কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিলে 'অধ্যাস' পদের এবং অবভাস পদের বাচ্যার্থ বিষয় (বা অর্থ) ও জ্ঞান উভয়ই ; তদনুসারে অধ্যাস প্রধানতঃ দুই প্রকারের—অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস। তন্মধ্যে অর্থাধ্যাস অনেক প্রকারের ; যথা (ক) কেবল সম্বন্ধ মাত্রের অধ্যাস—যে স্থলে অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস হয়, সে স্থলে কেবল সম্বন্ধাধ্যাস ; যেমন 'আমি বুঝিতেছি'—এস্থলে বুদ্ধিরূপ অনাত্মায় আত্মার সহিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ মাত্র অধ্যস্ত হইয়াছে ; আত্মার সচ্চিদানন্দরূপতা অধ্যস্ত হয় নাই।

(খ) সম্বন্ধ বিশিষ্ট সম্বন্ধীর অধ্যাস—যে স্থলে আত্মায় অনাত্মার সম্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই অধ্যস্ত হয়, সেই স্থলে সম্বন্ধবিশিষ্ট সম্বন্ধীর অধ্যাস—"আমি মরিলাম কেননা আমার ধেনুটী মরিয়াছে।" এস্থলে আত্মার অনাত্মা ধেনুর সম্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই অধ্যস্ত হইয়াছে।

(গ) কেবল ধর্ম্মের অধ্যাস—আমি গৌর আমি অন্ধ,—এস্থলে দেহধর্ম্ম গৌরতা, নেত্রেন্দ্রিয়ের অপটুতা আত্মায় অধ্যস্ত হইয়াছে; সমগ্র দেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয় অধ্যস্ত হয় নাই।

(ঘ) ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীর অধ্যাস—আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এই স্থলে আত্মায় কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরূপ অন্তঃকরণ ধর্ম্মের ও অন্তঃকরণের এই উভয়েরই অধ্যাস।

(ঙ) অন্যোন্যাধ্যাস—"তপ্তায়ঃপিণ্ডে" লৌহ ও অগ্নির ন্যায় আত্মায় অনাত্মার (যেমন দেহের) এবং অনাত্মায় (যেমন দেহে) আত্মার অধ্যাস।

(চ) অন্যতরাধ্যাস—ইহা দুই প্রকারের হইয়া থাকেঃ—(১) আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস, (২) অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস। অনাত্মায় আত্মার স্বরূপের অধ্যাস হয় না। কিন্তু আত্মায় অনাত্মার স্বরূপের অধ্যাস হয়। ইহাই অন্যতরাধ্যাস। দুইয়ের মধ্যে একের অধ্যাস হইলে অন্যতরাধ্যাস হয়। এইরূপে অর্থাধ্যাস অনেক প্রকারের হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অধ্যাস লক্ষণ উক্ত সকল স্থলেই খাটে, কোনও ব্যভিচার হয় না।* অদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্তে সকল অধ্যাসের অধিষ্ঠান—চৈতন্য। যেস্থলে রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হয়; সেস্থলেও "এই-একটা-কিছু" আকারের বৃত্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতে অভিন্ন 'রজ্জ্ববচ্ছিন্ন' চৈতন্যই † সর্পের অধিষ্ঠান; রজ্জু অধিষ্ঠান নহে। কেননা সর্পের ন্যায় রজ্জুও কল্পিত, এ[illegible] কল্পিত বস্তু অন্য কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হইতে পারে না। রজ্জুবিশিষ্ট চৈতন্যকে যদি অধিষ্ঠান বলিয়া মানা যায় তাহা হইলে রজ্জু ও চৈতন্য উভয়কেই অধিষ্ঠান বলিয়া মানিতে হয়। আর রজ্জু নিজেই কল্পিত বলিয়া রজ্জুভাগের অধিষ্ঠানতা বাধিত। এই হেতু রজ্জুপহিত চৈতন্যকেই অধিষ্ঠান বলিয়া মানিতে হয়। সেই প্রকার সর্পজ্ঞানেও অধিষ্ঠান সাক্ষিচৈতন্য।

চৈতন্যের সত্তা পারমার্থিক সত্তাই বটে, কিন্তু কাহারও মতে উপাধি রজ্জু ব্যাবহারিক বলিয়া, রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যের সত্তাকে ব্যাবহারিক সত্তা বলাই সঙ্গত।

রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যে চৈতন্যের সত্তা পারমার্থিক হউক বা ব্যাবহারিক হউক,

---

* উক্ত দৃষ্টান্তসকল অসঙ্কীর্ণ নহে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে একই দৃষ্টান্তে দুই তিন প্রকারের অধ্যাস পরিলক্ষিত হয়। পরে দেখান যাইবে।

† অবচ্ছেদ শব্দের অর্থ (প্রধানতঃ) অর্থাৎ উপলক্ষণের কথা না ধরিলে বিশেষণ অথবা উপাধি দ্বারা বিশেষ-করণ। কিন্তু এস্থলে "রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্য"—পদে রজ্জুকে চৈতন্যের 'বিশেষণ' বলিয়া বুঝিতে হইবে না অর্থাৎ রজ্জুকে চৈতন্যের 'স্বরূপে প্রবিষ্ট' বলিয়া বুঝিতে হইবে না। রজ্জু বিশিষ্ট চৈতন্য নহে। রজ্জু চৈতন্যের উপাধি, অর্থাৎ চৈতন্যের স্বরূপে অপ্রবিষ্ট। চৈতন্য 'রজ্জুপহিত'। দণ্ড দণ্ডীর বিশেষণ। 'দণ্ডী গমন করিতেছে' বলিলে, দণ্ডও গমন করিতেছে বুঝিতে হয়। দণ্ডত্যাগে দণ্ডিত্ব থাকে ন

সর্পের এবং সর্পজ্ঞানের সত্তা। প্রাতিভাসিক সত্তা বলিয়া অধিষ্ঠানের সত্তা হইতে তাহাদের বিষম সত্তা। এই হেতু তাহারা উভয়েই 'অধ্যাস'।

সত্তা তিন প্রকারেরই হইয়া থাকে; যথা প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা যে পদার্থের বাধ (অপরোক্ষ মিথ্যাত্ব নিশ্চয়) হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই বাধ হয়, সেই পদার্থের সত্তাকে ব্যাবহারিক সত্তা বলে। ঈশ্বর সৃষ্টিতেই সেই ব্যাবহারিক সত্তা; কেননা দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চ যাহা ঈশ্বর সৃষ্টি, ব্রহ্মজ্ঞান বিনা তাহার বাধ হয় না; ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই তাহার বাধ হয়। ঈশ্বর সৃষ্টির পদার্থের ব্রহ্মজ্ঞান বিনা নাশ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিনা তাহার বাধ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথমাবস্থায় কাহারও ঈশ্বর সৃষ্টির পদার্থের সেই বাধ বা মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয় না, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের পরেই হইয়া থাকে। সেই হেতু মূলাবিদ্যার কার্য্য যে জাগ্রদবস্থার পদার্থরূপ ঈশ্বর সৃষ্টি তাহারই ব্যাবহারিক সত্তা। জন্ম-মরণ বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি ব্যবহারসাধিকা যে সত্তা বা অবস্থিতি তাহার নাম ব্যাবহারিক সত্তা।

ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই যাহার বাধ হয়, সেই পদার্থের সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলে। যেমন ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই শুক্তি, রজ্জু ও মরুভূমির জ্ঞান দ্বারা যথাক্রমে রৌপ্য, সর্প ও জলের বাধ হয়, সেই হেতু রৌপ্যাদিত্রয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা অর্থাৎ যে সত্তা প্রতিভাস বা প্রতীতিমাত্র (ব্যাবহারিক বা জাগ্রদবস্থার অজ্ঞাননিষ্ঠ নহে); রৌপ্যাদি তুলা অবিদ্যার কার্য্য, অর্থাৎ যে অবিদ্যা ঘটাদি জড় পদার্থোপহিত চৈতন্যকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে তাহারই ফল। এই হেতু তাহাদের সত্তা প্রতীতি মাত্র। তাহাদের সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলে।

আর কালত্রয়ে যাহার বাধ হয় না, তাহার সত্তাকে পারমার্থিক সত্তা বলে। চৈতন্যের বাধ কোন কালেই হয় না। এই হেতু চৈতন্যের সত্তা পারমার্থিক সত্তা। শুক্তির ব্যাবহারিক সত্তা এবং তাহাতে আরোপিত রজতের প্রাতিভাসিক সত্তা পরস্পর বিষম সত্তা। ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা এবং তাহাতে আরোপিত জগতের ব্যাবহারিক সত্তা পরস্পর বিষম সত্তা। এই প্রকারে সকল অধ্যাসেই আরোপিত পদার্থ হইতে অধিষ্ঠানের বিষম সত্তা।

যে পদার্থে আধারতা প্রতীত হয় তাহাকেই অধিষ্ঠান বলে। এই আধারতা পারমার্থিক হইতে পারে অথবা আরোপিত হইতে পারে। সেই আধারতা পারমার্থিকই হইবে, এইরূপ আগ্রহ বা নির্ব্বন্ধ নাই, কেননা আত্মার যেরূপ অনাত্মায় অধ্যাস হয়—সেইরূপ আত্মাতেও আত্মার অধ্যাস হইয়া থাকে। আর

অনাত্মায় পারমার্থিক ভাবে আত্মার আধারতা নাই, কিন্তু আরোপিত আধারতাই আছে। এই হেতু এই প্রসঙ্গে আধারতাকেই অধিষ্ঠান বলা হয়।

যদ্যপি অনাত্মাকে আত্মার অধিষ্ঠান বলিলে, আত্মাও আরোপিত বলিয়া কল্পিত হইয়া পড়েন, তথাপি ভাষ্যকার শারীরক ভাষ্যের প্রারম্ভে "তমেবমবিদ্যাখ্যমাত্মনোরিতরেতরাধ্যাসামপুরস্কৃত" এইরূপে আত্মা ও অনাত্মার অন্যোন্যাধ্যাসের কথা বলিয়াছেন। এই হেতু অনাত্মায় আত্মার অধ্যাসের নিষেধ করা চলে না। পরস্পর অধ্যাসকে অন্যোন্যাধ্যাস বলে, এই হেতু অনাত্মায় আত্মাধ্যাস মানিলে, উক্ত শঙ্কার সমাধান অনিবার্য্যরূপে আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই সমাধান এই প্রকার হইবে:—অধ্যাস দুই প্রকারেই হইতে পারে। প্রথম—স্বরূপাধ্যাস, দ্বিতীয়—সংসর্গাধ্যাস। যে পদার্থের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়ভাবে উৎপন্ন হয় তাহাকে স্বরূপাধ্যাস বলে। যেমন শুক্তিতে রজতের স্বরূপাধ্যাস হয়, আত্মায় অহঙ্কারাদি অনাত্মার স্বরূপাধ্যাস হয়। আবার যে যে পদার্থে স্বরূপ প্রথম হইতে ব্যাবহারিক বা পারমার্থিক বলিয়া সিদ্ধ তাহাদের মধ্যে যদি অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধকে ও সম্বন্ধের জ্ঞানকে সংসর্গাধ্যাস বলা হয়। যেমন মুখের সহিত দর্পণের কোন সম্বন্ধ নাই; আর দুই পদার্থ ই ব্যাবহারিক; সেস্থলে দর্পণে মুখের সম্বন্ধ প্রতীত হয়, এই হেতু অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে অনেক স্থলে ব্যাবহারিক সম্বন্ধীর মধ্যে, যে সম্বন্ধ ও সম্বন্ধের জ্ঞান অনির্ব্বচনীয়ভাবে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সংসর্গাধ্যাস বলে। সেই প্রকারে চৈতন্যের অহঙ্কারে অধ্যাস হয় না; চৈতন্য পারমার্থিক বলিয়া—তাহার সম্বন্ধেরই অহঙ্কারের অধ্যাস হয়। আত্মতা চৈতন্যে বিদ্যমান আর প্রতীত হয় অহঙ্কারে। এই হেতু আত্মার তাদাত্ম্য চৈতন্যেই আছে আর প্রতীত হয় অহঙ্কারে। এই হেতু আত্মচৈতন্যের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অহঙ্কারে অনির্ব্বচনীয়। অথবা আত্মবৃত্তি তাদাত্ম্যের অহঙ্কারে অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। এই হেতু চৈতন্য কল্পিত নহেন, কিন্তু চৈতন্যের অহঙ্কারে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ অথবা আত্মচৈতন্যের তাদাত্ম্যের সম্বন্ধ কল্পিত।

এই প্রকারে যে স্থলে পারমার্থিক পদার্থের অভাব সত্ত্বেও, তাহার প্রতীতি যাহাতে হয় তাহাতে পারমার্থিক পদার্থের ব্যাবহারিক পদার্থে অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় এবং তাহার অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। আর ব্যাবহারিক পদার্থের অভাব সত্ত্বেও যেস্থলে প্রতীতি হয়, সেস্থলে অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধীই উৎপন্ন হয় এবং সম্বন্ধীর অনির্ব্বচনীয় জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। আর কোনও স্থলে

সম্বন্ধমাত্র ও সম্বন্ধের অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার অধিষ্ঠান হইতেই অধ্যস্তের বিষম সত্তা ; এবং সেই সত্তা অনির্ব্বচনীয় সত্তা।

যে স্থলে আত্মার অনাত্মায় অধ্যাস হয়, সেস্থলেও অধিষ্ঠান অনাত্মা ব্যাবহারিক, আর আত্মা অধ্যস্ত হয় না। কিন্তু আত্মার সম্বন্ধ অনাত্মায় অধ্যস্ত হয়। এই হেতু তাহা অনির্ব্বচনীয়। অনির্ব্বচনীয় শব্দের অর্থ—যাহা সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে চারিটি শঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে ; প্রথম শঙ্কা :—সাক্ষীকে যে স্বপ্নপ্রপঞ্চের অধির্ব্বান বলা হয়, তাহা অসম্ভব ; কেননা, অধিষ্ঠানে যাহা আরোপিত হয়, তাহা সেই অধিষ্ঠানের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া প্রতীত হয় ; যেমন শুক্তিতে যখন রজত আরোপিত হয় তখন 'ইহা রজত' এই প্রকারে শুক্তির "ইহা" রূপতার সহিত সম্বদ্ধ হইয়া প্রতীত হয়। আত্মার যখন কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত হয় তখন 'আমি কর্ত্তা' এই প্রকারে সম্বদ্ধ হইয়া প্রতীত হয়, সেই প্রকারে স্বপ্নের গজাদি যখন সাক্ষীতে (আত্মায় বা আমাতে) আরোপিত হয় তখন 'আমি গজ' বা 'আমাতে গজ' এই প্রকার সাক্ষীর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া গজাদির প্রতীতি হওয়া চাই। দ্বিতীয় শঙ্কা—'শুক্তিতে রজতাভাব ব্যাবহারিক এবং পারমার্থিক'—ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব ; কেননা, অদ্বৈতবাদে একমাত্র চৈতন্যই পারমার্থিক। তাহা হইতে যাহা ভিন্ন তাহাকে যদি পারমার্থিক বলিয়া মানা যায় তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয় ; কেননা পারমার্থিক রজত নাই ; সেই হেতু 'পারমার্থিক রজতের অভাব আছে বলিলে', তাহার কথন সম্ভব হইতে পারে বটে কিন্তু 'পারমার্থিক অভাব আছে' এইরূপ কথন সম্ভব নহে। তৃতীয় শঙ্কা—শুক্তিতে অনির্ব্বচনীয় রজত 'উৎপন্ন' হয় বলা হইয়াছে ; তাহা হইলে তাহার নাশ আছে বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ কথন সম্ভব নহে ; কেননা, রজতের উৎপত্তি নাশ হয় বলিলে, সেই উৎপত্তি-নাশের, ঘটের উৎপত্তি-নাশের ন্যায় প্রতীত হওয়া চাই অর্থাৎ যখন ঘট উৎপন্ন হয় তখন 'ঘট উৎপন্ন হইতেছে'—এই প্রকারে ঘটের উৎপত্তি প্রতীত হয় এবং যখন ঘটের নাশ হয়, তখন 'ঘটের নাশ হইল' এই প্রকারে ঘটের নাশ প্রতীত হয়—সেই প্রকার যখন শুক্তিতে রজতের উৎপত্তি হয় তখন 'রজতের উৎপত্তি হইল' এই প্রকারে উৎপত্তি প্রতীত হওয়া চাই এবং জ্ঞান দ্বারা যখন রজতের নাশ হয় তখন 'রজতের শুক্তিদেশে নাশ হইল', এই প্রকারে রজতে নাশ প্রতীত হওয়া চাই, আর শুক্তিদেশে কেবল রজতই প্রতীত হয়, তাহার উৎপত্তি-নাশ প্রতীত হয় না। এই কারণে নৈয়ায়িক বৈশেষিকের অন্যথাখ্যাতি*,

* নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ যাহা বলেন তাহা স্থূলতঃ এই—বল্মীকাদি দেশে আছে ;

শূন্যবাদীর অসৎখ্যাতি, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতি, সাংখ্য ও প্রভাকরের অখ্যাতি, এই সকল মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়ভাবে রজতের উৎপত্তি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

চতুর্থ শঙ্কা এই—পূর্ব্বে যে উক্ত হইয়াছে সৎ-অসৎ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় রজতাদির উৎপত্তি হয়, তাহা একেবারে অসঙ্গত; কেননা, যাহা 'সৎ' হইতে বিলক্ষণ, তাহা 'অসৎ' হইবে, যাহা 'অসৎ' হইতে বিলক্ষণ তাহা 'সৎ' হইবে। সৎ হইতে বিলক্ষণ অথচ অসৎ নহে, একথা বিরুদ্ধ, এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ অথচ সৎ নহে—একথাও বিরুদ্ধ।

নেত্রদোষ বশতঃ তাহাই ভীতি প্রভৃতি অন্তরালবর্ত্তী বস্তুর সহিত সম্মুখস্থ রজ্জু প্রভৃতিতে প্রতীত হয়। "সুস্থ নেত্র দ্বারা যাহা সম্ভব নহে, দোষযুক্ত নেত্র দ্বারা তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ সুস্থনেত্র কি প্রকারে অন্যদেশস্থিত বস্তুকে ভীতি প্রভৃতির সহিত সম্মুখে উপস্থাপিত করে?—এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা হয়—কোন কোন রোগে যেমন ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ তিমিরাদি দোষ বশতঃ চক্ষুর সামর্থ্য বাড়িয়া যায়। এই মতের নাম 'অন্যথাখ্যাতি'—অর্থাৎ একদেশে স্থিত বস্তুর অন্য দেশে প্রতীতির নাম **অন্যথাখ্যাতি**। নব্য নৈয়ায়িক চিন্তামণিকার, এই মতে দোষ দিয়া কহেন—তাহা হইলে বল্মীকাদিরও রজ্জুদেশে প্রতীতি হওয়া উচিত। তাঁহার মতে দোষযুক্ত নেত্রদ্বারা রজ্জুরই সর্পরূপে প্রতীতি হয়। এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতির নাম (যথা রজ্জুর সর্পরূপে প্রতীতির নাম) **অন্যথাখ্যাতি**। নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে রজ্জুত্ব ধর্ম্মের সহিত নেত্রের সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধ। দোষ হেতু রজ্জুত্ব প্রকাশ পায় না, সর্পত্বই পায়। পূর্ব্বদৃষ্ট সর্পের উদ্বুদ্ধ সংস্কার সহকারী হয়।

শূন্যবাদী বলেন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হয়—তাহা রজ্জুতে নাই বা অন্য কোথাও নাই। সেই সর্প একান্ত অসত্য বলিয়া শূন্যবাদীর এই মতকে **অসৎখ্যাতি** বলে। আর এক শ্রেণীর শূন্যবাদী বলেন—রজ্জুতে অসৎ সর্পত্ব সমবায়েরই প্রতীতি হয়।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বলেন—সেই সর্প রজ্জু দেশে নাই এবং বুদ্ধির বাহিরে অন্যত্রও নাই। ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মা যাহা প্রতিক্ষণ উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্ট, সকল পদার্থের আকার ধারণ করে, তাহাই সর্পরূপে প্রতীত হয়। এই হেতু ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর এই মতকে **আত্মখ্যাতি** বলে। "আত্মখ্যাতি" পদের অর্থ—আত্মার অর্থাৎ বুদ্ধিরই সর্প-রূপে ভান।

সাংখ্য ও প্রভাকর—অসৎখ্যাতি-বাদে দোষ দিয়া বলেন, "একান্ত অসত্যের" প্রতীতি হইলে, বন্ধ্যাপুত্র ও শশশৃঙ্গেরও প্রতীতি হওয়া চাই। আত্মখ্যাতি-বাদে দোষ দিয়া বলেন, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীর মতে আত্মা প্রতিক্ষণ উৎপত্তিবিনাশশীল বলিয়া সর্পের অধিককাল ধরিয়া স্থির প্রতীতি হইত না। অন্যথাখ্যাতি মতে দোষ দিয়া তাঁহারা বলেন যে, তাহাতে চিন্তামণিকার প্রদত্ত দোষ ত' আছেই অধিকন্তু অন্য দোষ এই—যখন জ্ঞেয়ের অনুসারেই জ্ঞান হয়, ইহাই নিয়ম, তখন

এই চারিটি শঙ্কার সমাধান এইরূপ হইবে ঃ—প্রথম শঙ্কার সমাধান—যদি সাক্ষী আত্মায় স্বপ্নাধ্যাস হইত তাহা হইলে 'আমি গজ' 'আমাতে গজ'—এইরূপ প্রতীতি হইত, ইহার উত্তর এই—পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কার হইতেই অধ্যাস হয়। পূর্ব্বানুভব যে প্রকার হইবে, সংস্কারও সেই প্রকার হইবে এবং সংস্কারের সমান অধ্যাস হইবে।

উপাদানকারণ অবিদ্যা সকল অধ্যাসেই সমান কিন্তু নিমিত্তকারণ—পূর্ব্বানুভবজনিত সংস্কার তাহা প্রতি অধ্যাসে বিলক্ষণ। অনুভবজনিত সংস্কার যে প্রকার হয়, অবিদ্যার পরিণামও তদনুরূপ হয়। যে পদার্থের অহমাকারে অনুভবজনিত সংস্কার অবিদ্যার সহিত মিলিত হইবে, সেই পদার্থের অহমাকারে অবিদ্যা পরিণামরূপ অধ্যাস হইবে। যে পদার্থের সমাকারে অনুভবজনিত সংস্কার অবিদ্যার সহিত মিলিত হইবে, সেই পদার্থের সমাকারে অবিদ্যা পরিনামরূপ অধ্যাস হইবে। যে পদার্থের ইদমাকারে অনুভবজনিত সংস্কার অবিদ্যার সহিত মিলিত হইবে, সেই পদার্থের ইদমাকারে অবিদ্যাপরিণামরূপ অধ্যাস হইবে। স্বপ্নের গজাদির পূর্ব্বানুভব ইদমাকারেই হইয়াছে, অহমাকারে হয় নাই। এই হেতু গজাদিবিষয়ক অনুভবজনিত সংস্কারও ইদমাকারেই হয়। এই হেতু 'এই গজ' এই আকারেই প্রতীতি হয়। 'গজ আমাতে' বা 'আমিই গজ' এইরূপ প্রতীত হয় না।

অনুমান দ্বারা সংস্কারের নিরূপণ হইতে পারে। যে সংস্কার ফলের অনুকূল অর্থাৎ যে সংস্কার দ্বারা উক্ত ফল সম্ভব তাহারই অনুমিতি হয়।

চিন্তমণিমতে জ্ঞেয় রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান অত্যন্ত অসঙ্গত। তাঁহাদের মতে রজ্জুর নেত্ররশ্মির সহিত সম্বন্ধ হইলে রজ্জুর "ইদং"রূপে সামান্য জ্ঞান ও সর্পের স্মৃতি, অর্থাৎ সামান্য প্রত্যক্ষজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান এই দুইটি মিলিয়া "এইটি সর্প" এইরূপ ভ্রম হয়। প্রমাতায় ভয় দোষ এবং প্রমাণে তিমিরাদি দোষ বশতঃ উক্ত দুইটি পৃথগ্‌জ্ঞানের বিবেক হয় না। সেই অবিবেকের নাম ভ্রম। তাঁহাদের এই মতের নাম অখ্যাতি বা বিবেকাভাব। অদ্বৈতসিদ্ধান্তী—(অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিবাদী) বলেন—

অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্রদ্বারা বহির্গত হইয়া আলোকের সাহায্যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়; তদ্দ্বারা আবরণ ভঙ্গ হইলে বিষয়ের প্রতীতি হয়। বৃত্তি যদি তিমিরাদি দোষ বশতঃ বিষয়াকার প্রাপ্ত না হয় তবে আবরণ ভঙ্গ হয় না। তখন রজ্জুচৈতন্যে অবস্থিত অবিদ্যার ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা অবিদ্যার সর্পাকার পরিণাম হয়। সেই সর্পজ্ঞান রজ্জুজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া 'সৎ' নহে, এবং বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় অপ্রতীত নহে বলিয়া 'অসৎ' নহে, এই হেতু অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ বাধ যোগ্য স্বরূপবান্‌।

সংস্কারের উৎপাদক পূর্ব্বানুভবও অধ্যাসরূপ হইতে পারে এবং তাহার উৎপাদক সংস্কারও ইদমাকারেই হইতে পারে। সেই অধ্যাসপ্রবাহ অনাদি। এই হেতু প্রথমানুভবের ইদমাকারতার হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কেননা, অনাদি পক্ষে কোন অনুভবই প্রথম নহে। সকল অনুভবই পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুভবের পরবর্ত্তী।

দ্বিতীয় শঙ্কার তাৎপর্য্য এই—অভাবকে পারমার্থিক মানিলে, অর্থাৎ অভাবরূপ দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করিলে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি। ইহার সমাধান এই :—অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সকল পদার্থই কল্পিত। তাহাদের অভাব পারমার্থিক, তাহা ব্রহ্মরূপই। ইহা ভাষ্যকারসম্মত। তাঁহার মতে কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপই ; যেমন মোক্ষ অর্থাৎ সংসারের নিবৃত্তি বা অভাব ব্রহ্মরূপই। এই কারণে অদ্বৈতের হানি হয় না।

তৃতীয় শঙ্কা এই :—শুক্তিতে যদি রজতের 'উৎপত্তি' মানা যায় তাহা হইলে, উৎপত্তি প্রতীত হইয়া চাই, ইহার সমাধান এইরূপ—শুক্তিতে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে রজত অধ্যস্ত আর শুক্তির ইদন্তা বা 'একটা কিছু'রূপতা সম্বন্ধ রজতে অধ্যস্ত। (তাহা না হইলে মিথ্যা রজত সত্তা লাভ করিতে পারে না)। এই হেতু 'ইহা রজত' এই প্রকারে রজত প্রতীত হয়। যেমন শুক্তির 'ইদন্তার' সম্বন্ধ রজতে অধ্যস্ত হয়, সেই প্রকার শুক্তিতে যে প্রাক্‌সিদ্ধত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান, তাহার সম্বন্ধের অধ্যাসও রজতে হইয়া থাকে। রজত প্রতীতি কালের পূর্ব্বে সিদ্ধকে 'প্রাক্‌সিদ্ধ' বলা হইতেছে ; রজত প্রতীতি কালের পূর্ব্বে সিদ্ধ হইতেছে শুক্তি; এই প্রকারে শুক্তিতে প্রাক্‌সিদ্ধত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান। সেই প্রাক্‌সিদ্ধত্ব ধর্ম্মের সম্বন্ধের অধ্যাসও রজতে হয় বলিয়া 'এক্ষণে রজত' এইরূপ প্রতীতি হয় না; 'প্রাক্‌সিদ্ধি বা প্রাগ্‌জাত রজত দেখিতেছি' এই প্রতীতিই হইয়া থাকে। এই প্রতীতির বিষয় যে প্রাগ্‌জাতত্ব, তাহা রজতে নাই কিন্তু রজতে 'ইদানীং জাতত্ব' আছে, আর প্রাগ্‌জাতত্ব রজতে প্রতীত হইতেছে।

শুক্তিতে প্রাগ্‌জাতত্ব বিদ্যমান থাকিতে রজতে অনির্ব্বচনীয় প্রাগজাতত্ব উৎপন্ন হইল এইরূপ মানিলে গৌরবদোষ হইবে। আবার শুক্তির প্রাগ্‌জাতত্ব রজতে প্রতীত হয় এইরূপ মানিলে, অন্যথাখ্যাতি মানিতেই হইবে আর এই সকল স্থলে অন্যথাখ্যাতি মানাই হইয়াছে, তথাপি শুক্তির প্রাক্‌সিদ্ধত্ব ধর্ম্মের অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ রজতে উৎপন্ন হয়, এই পক্ষই সমীচীন।

এই প্রকারে শুক্তির প্রাক্‌সিদ্ধত্বের সম্বন্ধের প্রতীতি হইতে রজতের

উৎপত্তির প্রতীতির প্রতিবন্ধ ঘটে, কেননা প্রাক্‌সিদ্ধতা ও বর্ত্তমান উৎপত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ। যেস্থলে প্রাক্‌সিদ্ধতা বিদ্যমান সেস্থলে অতীত উৎপত্তিই হইয়া থাকে। যেস্থলে বর্ত্তমান উৎপত্তি সেস্থলে প্রাক্‌সিদ্ধতা হয় না।

এই প্রকারে শুক্তিবৃত্তির অর্থাৎ শুক্তির অস্তিত্বের প্রাক্‌সিদ্ধত্বের সম্বন্ধের প্রতীতি বশতঃ উৎপত্তি প্রতীতির প্রতিবন্ধ ঘটে বলিয়া, রজতের উৎপত্তি হইলেও সেই উৎপত্তির প্রতীতি হয় না।

অবশিষ্ট আপত্তি রহিল—রজতের নাশ হইলেও সেই নাশের প্রতীতি হওয়া চাই। তাহার সমাধান এইরূপে হইবে—যখন অধিষ্ঠানের (শুক্তির) জ্ঞান হয় তখন রজতের নাশ হয়, আর সেই অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইতেই রজতের বাধনিশ্চয় হয়। শুক্তিতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কালেই রজত নাই, এইরূপ নিশ্চয়কে বাধ বলা হইতেছে। এইরূপ নিশ্চয় নাশপ্রতীতির বিরোধী—কেননা, যে প্রতিযোগী নাশে কারণ হয়, বাধে সেই প্রতিযোগীর সর্ব্বদাই অভাব প্রতীত হয় (রজত, রজত নাশের প্রতিযোগী, বাধে সেই প্রতিযোগী রজতের সর্ব্বদাই অভাব প্রতীত হয়)। যে বস্তুর 'সর্ব্বদাই অভাব' এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাশ-বুদ্ধি সম্ভব হয় না। অথবা যেমন মুদ্গরাদি দ্বারা ঘটাদির চূর্ণীভাবরূপ নাশ হয়, কল্পিত বস্তুর সেইরূপ নাশ হয় না। কিন্তু অধিষ্ঠানের ভোগ দ্বারাই অজ্ঞানরূপ উপাদান সহিত কল্পিতের নিবৃত্তি হয়। অধিষ্ঠান মাত্রের অবশেষই অজ্ঞানসহিত কল্পিতের নিবৃত্তি। সেই অধিষ্ঠান হইতেছে—শুক্তি। শুক্তির অবশেষরূপই যে রজতের নাশ ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই হেতু রজতের নাশের প্রতীতি হয় না—এইরূপ কথন অবিমৃশ্যকারিতার নিদর্শন।

চতুর্থ শঙ্কা এই;—'সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ'—এইরূপ উক্তি বিরুদ্ধ বচন। তাহার সমাধান এইরূপ হইবে:—যদি, সদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ 'স্বরূপ রহিত' হইত, এবং অসদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ 'বিদ্যমানস্বরূপ' হইত, তাহা হইলে বিরোধের সম্ভাবনা হইত; কেননা, একই পদার্থে স্বরূপরাহিত্য ও স্বরূপসাহিত্য হইতে পারে না। সেই হেতু সদসদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ উক্তরূপ নহে, কিন্তু কালত্রয়ে যাহার বাধ হয় না তাহাকেই 'সৎ' বলা হয়। যাহার বাধ হয় তাহাকে 'সদ্বিলক্ষণ' বলা হয়। যাহা শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদির স্বরূপহীন তাহাকে অসৎ বলা হয়। তাহা হইতে বিলক্ষণ স্বরূপবান্‌ই হইতে পারে। এই হেতু 'সদসদ্বিলক্ষণ' শব্দের অর্থ বাধযোগ্য স্বরূপবান্। 'স্বরূপবান্' এই মাত্রই অসদ্বিলক্ষণ শব্দের অর্থ। এই প্রকারে যে স্থলে ভ্রমজ্ঞান হয় সেই স্থলে অনির্ব্বচনীয় পদার্থ

সকলেরই উৎপত্তি হয়। কোথাও সম্বন্ধীর উৎপত্তি হয়, যেমন শুক্তিতে রজতের উৎপত্তি হয় ও রজতে শুক্তিবৃত্তি-তাদাত্ম্যের সম্বন্ধের উৎপত্তি হয়, এবং শুক্তিবৃত্তি-তাদাত্ম্যের রজতে অন্যথাখ্যাতি নহে, সেই প্রকার শুক্তিতে যে প্রাক্‌সিদ্ধত্ব ধর্ম্ম আছে তাহার অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধের রজতে উৎপত্তি হয়, তাহারও অন্যথাখ্যাতি নহে। এই প্রকারে, ইহা অন্যোন্যাধ্যাসেরও উদাহরণ, সম্বন্ধাধ্যাসেরও উদাহরণ, সম্বন্ধী অধ্যাসেরও উদাহরণ। অনির্ব্বচনীয় বস্তুর প্রতীতিকে জ্ঞানাধ্যাস বলে এবং জ্ঞানের অনির্ব্বচনীয় বিষয়কে অর্থাধ্যাস বলে। এই হেতু জ্ঞানাধ্যাস অর্থাধ্যাসেরও এই উদাহরণ; আর রজতত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট রজতের শুক্তিতে অধ্যাস হয়; এই হেতু ধর্ম্মী অধ্যাসেরও এই উদাহরণ।

যে স্থলে অন্যোন্যাধ্যাস হয়, সে স্থলে উভয়ের পরস্পর স্বরূপতঃ অধ্যাস হয় না। কিন্তু আরোপিতের স্বরূপতঃ অধ্যাস হয় আর সত্য বস্তুর ধর্ম্ম অথবা সম্বন্ধ অধ্যস্ত হয়। সম্বন্ধাধ্যাসও দুই প্রকারের হইয়া থাকে। কোথাও ধর্ম্মের সম্বন্ধের অধ্যাস হইয়া থাকে, যেমন উক্ত উদাহরণে শুক্তিবৃত্তি ইদন্তারূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধের রজতে অধ্যাস হয়; আর "রক্তপট" (লালবস্ত্র) এই স্থলে কুসুমফুলনিষ্ঠ ধর্ম্মের সম্বন্ধের পটে অধ্যাস হয়; আর দর্পণে মুখের সম্বন্ধের অধ্যাস হয়।

আবার অন্তঃকরণের আত্মায় স্বরূপতঃ অধ্যাস হয়, আর অন্তঃকরণে আত্মার স্বরূপতঃ অধ্যাস হয় না কিন্তু আত্মসম্বন্ধের অধ্যাস হয় বলিয়া আত্মার সংসর্গাধ্যাস। আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ, অন্তঃকরণ নহে। আর জ্ঞানের সম্বন্ধ অন্তঃকরণে প্রতীত হয়; এই হেতু আত্মার সম্বন্ধের অন্তঃকরণে অধ্যাস হয়। সেই প্রকার 'ঘট প্রকাশিত হইতেছে' 'পট প্রকাশিত হইতেছে',—এই প্রকারে স্ফুরণ-সম্বন্ধ সকল পদার্থেই প্রতীত হয়। ইহাই নিখিল পদার্থে আত্মসম্বন্ধের অধ্যাস।

আত্মায় অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম প্রতীত হয়; এই হেতু অন্ধত্বাদি ইন্দ্রিয়-ধর্ম্মের আত্মায় অধ্যাস হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের আত্মায় তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় না; কেননা, 'আমি অন্ধ' এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে, 'আমি চক্ষু' এইরূপ প্রতীতি হয় না। এই হেতু চক্ষুর ধর্ম্ম—অন্ধত্বের, আত্মায় অধ্যাস হয়, চক্ষুর অধ্যাস হয় না,

যদ্যপি চক্ষু প্রভৃতি নিখিল প্রপঞ্চের অধ্যাস আত্মায় হয়, তথাপি ব্রহ্ম চৈতন্যে সমগ্র প্রপঞ্চের অধ্যাস হয়। যাহা 'ত্বম্' পদের অর্থ (জীবাত্মা) তাহাতে নিখিল প্রপঞ্চের অধ্যাস হয় না। অবিদ্যার এইরূপ অদ্ভুত মহিমা। একই পদার্থের একধর্ম্মবিশিষ্টতার অধ্যাস হয়, অপর ধর্ম্মবিশিষ্টতার অধ্যাস হয় না,—

যেমন ব্রাহ্মণত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট শরীরের আত্মায় তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় কিন্তু শরীরত্ববিশিষ্ট শরীরের অধ্যাস হয় না। এই কারণে বিচারশীল ব্যক্তিও 'আমি ব্রাহ্মণ', 'আমি মনুষ্য', এইরূপ বাক্য ব্যবহার করে কিন্তু 'শরীর আমি' এইরূপ বাক্য ব্যবহার বিবেকী করেন না। এই হেতু অবিদ্যার অদ্ভুত মহিমা বশতঃ ইন্দ্রিয়ের অধ্যাস বিনাই আত্মায় অন্ধত্বাদি ধর্ম্মের অধ্যাস সম্ভব হয়। ইহাই ধর্ম্মাধ্যাসের উদাহরণ।

এই হেতু সকল ভ্রমেই 'স্বাভাবাধিকরণাবভাস ভ্রম' এবং 'অধিষ্ঠান হইতে বিষমসত্তাবিশিষ্ট অবভাস ভ্রম' ভ্রমের পূর্ব্বোক্ত দুইটি লক্ষণই খাটে কিন্তু পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে ভ্রম দুই প্রকার। (যেস্থলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদি প্রত্যক্ষ হয় এবং 'এই সর্প দেখিতেছি' এইরূপ প্রত্যক্ষের জ্ঞান হয়, সেই স্থলে ভ্রম অপরোক্ষ। আর যেস্থলে সর্পাদি অনুমান ও শব্দপ্রমাণাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়, প্রত্যক্ষগোচর হয় না, সেস্থলে ভ্রম পরোক্ষ)। পূর্ব্বে রজ্জু সর্পাদি যে সকল ভ্রমের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলি অপরোক্ষ ভ্রমের দৃষ্টান্ত। আর যে স্থলে, দুষ্ট অনুমানবশতঃ অর্থাৎ বহ্নি প্রভৃতি শূন্যদেশে রন্ধনশালাত্ব প্রভৃতি রূপ হেতু দ্বারা বহ্নি প্রভৃতির (ভ্রান্ত) অনুমিতি জ্ঞান হয়, কিম্বা দুষ্ট শব্দ প্রমাণ দ্বারা অর্থাৎ প্রতারক বাক্যবলে 'বিল্ববৃক্ষের অভ্যন্তরে বহ্নি আছে' এইরূপ ভ্রমজ্ঞান হয়, সে স্থলে ভ্রম পরোক্ষ। সেই সকল স্থলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি "অন্যথাখ্যাতি" দ্বারা পরোক্ষ ভ্রমের কারণ নির্দ্দেশ করেন। অদ্বৈতবাদী তাহাদিগের ব্যাখ্যা বা নির্দ্দেশ হইতে পৃথক্ কিছু বলিবার আগ্রহ করেন না। কেননা, তাঁহার অধ্যাস লক্ষণ, পরোক্ষ ভ্রম বিষয়েও অতিব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হয় না। তিনি অপরোক্ষ অধ্যাস বিষয়েই তাঁহার পারিভাষিক অধ্যাসের বিলক্ষণতা মানেন; কেননা আত্মার কর্ত্তৃত্বাদি অনর্থের ভ্রম, অপরোক্ষ। তাহা যে স্বরূপতঃ জ্ঞান দ্বারা দূরীকরণযোগ্য, ইহাই বুঝাইবার জন্য তাঁহার অধ্যাসের নিরূপণ। এই হেতু অপরোক্ষ ভ্রমের দৃষ্টান্ততা দেখাইয়া তাহারই অধ্যাসতা প্রতিপাদন জন্য তাঁহার আগ্রহ। পরোক্ষ ভ্রম বিষয়ে শাস্ত্রান্তর হইতে বিলক্ষণ কিছু বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, আর অপরোক্ষ ভ্রম বিষয়ে প্রদর্শিত প্রকারে অধ্যাসলক্ষণের সমন্বয় হয়।

এ বিষয়ে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতিই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত। তাহা এইরূপে প্রতিপাদিত হয়—যে স্থলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির ভ্রম হয়, সে স্থলে প্রথম ক্ষণে সর্পাদির সংস্কার সহিত পুরুষের তিমিরাদি দোষযুক্ত নেত্রের রজ্জু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ ঘটে; তখন রজ্জু প্রভৃতির বিশেষ ধর্ম্ম রজ্জুত্ব প্রভৃতি অপ্রকাশ থাকে অর্থাৎ রজ্জুতে যে শণ পাট প্রভৃতি রূপ অবয়ব আছে তাহা প্রকাশিত হয় না। তাহার

পর দ্বিতীয় ক্ষণে রজ্জুর যে সামান্য ধর্ম্ম—ইদন্তা বা একটা-কিছু-রূপতা, তাহাই প্রকাশিত হয়। সেই ইদন্তার অর্থ বর্ত্তমান কাল ও পুরোবর্ত্তী দেশের সহিত সম্বন্ধ। তাহাকে 'সামান্যাংশ' বা 'আধার'ও বলা হয়। আর শণরূপ ত্রিবলয়াকার রজ্জুত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট যে রজ্জু তাহাকে বিশেষাংশ বলা হয়। তাহাকে অধিষ্ঠানও বলে। সেই অধিষ্ঠানের সামান্য জ্ঞানও (জাতিত্বের জ্ঞানও) অধ্যাসের হেতু। সেই সামান্য জ্ঞান দোষযুক্ত নেত্ররূপ প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই হেতু তাহা প্রমা। এই হেতু নেত্র দ্বারা অন্তঃকরণ রজ্জুকে প্রাপ্ত হইয়া ইদমাকার (এই একটা-কিছুর আকার)-রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর তৃতীয় ক্ষণে দোষজনিত ইদমাকার বৃত্তি দ্বারা উপহিত চৈতন্য যে অবিদ্যা অবস্থিত, তাহাতে ক্ষোভ হয় অর্থাৎ অবিদ্যারূপ উপাদান কার্য্যাভিমুখ হয়। আর চতুর্থক্ষণে সেই অবিদ্যার তমোগুণ-রূপ অংশ এবং সত্ত্বগুণরূপ অংশ এই দুইটি সর্পাদি বিষয়াকার ও জ্ঞানাকার পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সেই সর্পাদি ও তাহার জ্ঞান অবিদ্যার পরিণাম আর চৈতন্যের বিবর্ত্ত। এই হেতু একই সর্পাদি ও জ্ঞানরূপ ধর্ম্মীতে দুই ধর্ম্ম থাকে। যেমন একই পুরুষরূপ ধর্ম্মীতে নিজ পিতার অপেক্ষায় পুত্রত্ব ও পিতামহের অপেক্ষায় পৌত্রত্ব এই দুই ধর্ম্ম থাকে, সেইরূপ এস্থলে সর্প হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশাদি সকল প্রপঞ্চে বিকারী অবিদ্যার অপেক্ষায় পরিণামিত্ব এবং রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা উপহিত বা মায়োপহিত চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানের অপেক্ষায়, বিবর্ত্তত্ব এই দুই ধর্ম্ম থাকে।

উপাদানের সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট এবং অন্য প্রকার স্বরূপ হইলে তাহাকে পরিণাম বলে। যেমন দধিকে, আপন উপাদান দুগ্ধের সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট, কিন্তু দুগ্ধের মিষ্টতাস্বরূপ হইতে ভিন্ন স্বরূপ অর্থাৎ অম্লতাস্বরূপ বলিয়া অন্যথাস্বরূপ হওয়ায়, দুগ্ধের পরিণাম বলে, সেইরূপ উক্ত প্রপঞ্চকেও অবিদ্যার সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রাতিভাসিক বা ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট কিন্তু অবিদ্যার অরূপ স্বভাবতা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ সরূপস্বভাবতা হেতু অন্যথাস্বরূপ হওয়ায়, অবিদ্যার পরিণাম বলে।

অধিষ্ঠান হইতে বিষমসত্তাবিশিষ্ট অন্য প্রকার স্বরূপ হইলে তাহাকে বিবর্ত্ত বলে। যেমন রজ্জুপহিত চৈতন্য ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট এবং মায়োপহিত চৈতন্য পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট। সর্পাদি প্রপঞ্চ, রজ্জুপহিত চৈতন্য হইতে বিষম (বিলক্ষণ) অর্থাৎ প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট এবং মায়োপহিত চৈতন্য হইতে বিষম (বিলক্ষণ) অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট, হওয়ায় আর সংসার দশায়

অবাধিত উক্ত উভয় প্রকার চৈতন্য দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া ভিন্ন স্বরূপ হওয়ায় চৈতন্যের বিবর্ত্ত।

এই প্রকারে সর্প, দণ্ড, মালা, বলীবর্দ্দ মূত্রধারা, ভূতলের স্ফোটন ইত্যাদি প্রকারের নানা পদার্থের মধ্যে যে যে পদার্থের সংস্কারযুক্ত পুরুষের দোষযুক্ত নেত্রের, রজ্জুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া ইদমাকারের বৃত্তি হইবে তাহারই বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যস্থিত অবিদ্যার সেই সেই পদার্থরূপ এবং তাহার জ্ঞানরূপ, পরিণাম যুগপৎ উৎপন্ন হইবে। যে স্থলে এক রজ্জুতেই উক্ত সর্পাদির মধ্যে একই পদার্থের সংস্কারযুক্ত দশজন পুরুষের দোষযুক্ত নেত্রের উক্ত রজ্জুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া ইদমাকার বৃত্তি হইবে, সেই স্থলে সকলেরই বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যে স্থিত অবিদ্যার সেই সেই পদার্থরূপ এবং সেই সেই পদার্থের জ্ঞানরূপ পরিণাম যুগপৎ হইবে এবং যে স্থলে একই রজ্জুতে দশজনের দোষযুক্ত নেত্রের রজ্জুর সহিত সম্বন্ধ হইয়া সর্প দণ্ড মালা ইত্যাদির এক এক ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভ্রম হইবে, সেই স্থলে, যাহার বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যে যে বিষয় উৎপন্ন হইবে তাহা তাহারই প্রতীত হইবে, অন্যের নহে।

এই প্রকারে উক্তরূপ যে ভ্রমজ্ঞান তাহা ইন্দ্রিয়জনিত নহে কিন্তু অবিদ্যারই বৃত্তিরূপ। কিন্তু বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যে অবস্থিত অবিদ্যার যে পরিণাম ভ্রম সেই (পরিণাম) ইদমাকার বৃত্তি নেত্র দ্বারা রজ্জু প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধ হইতেই হয়। এই হেতু ভ্রমজ্ঞান ইন্দ্রিয়জনিত বলিয়া প্রতীত হওয়ায়, নৈয়ায়িকগণ এই ভ্রমজ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জনিত মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আর কয়েকজন বৈদান্তিকও ইহা অঙ্গীকার করেন কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ কথন যুক্তি ও অনুভবের বিরুদ্ধ, এইহেতু সমীচীন নহে।

এই প্রকারে বেদান্ত সিদ্ধান্তে গ্রহণীয় অনির্ব্বচনীয় খ্যাতির বিচার সংক্ষেপে উক্ত হইল।

পঞ্চদশী

পরিশিষ্ট ঙ

(সপ্তমাধ্যায় তৃপ্তিদীপ ১০১ শ্লোকের সহিত পাঠ)

শ্রুতি ষড়্‌লিঙ্গ।

প্রথমাধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে যে 'শ্রবণে'র লক্ষণ করা হইয়াছে, সেই শ্রবণ জীবব্রহ্মের অভেদরূপ মহাবাক্য তাৎপর্য্যের অবধারণ। সেই শ্রবণ অঙ্গী। তাহার অঙ্গরূপ অপর এক প্রকার শ্রবণ আছে। তাহার ফল, শ্রুতি ষড়্‌লিঙ্গের সাহায্যে, অদ্বৈতব্রহ্মেই শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্যাবধারণ। এই ৭।১০১ শ্লোকে, সেই দ্বিতীয় প্রকার শ্রবণই অভিপ্রেত। সেই শ্রুতি ষড়্‌লিঙ্গ কি কি? লিঙ্গ বলিতে বুঝিতে হইবে—ব্যাপ্তিবলে যাহা যাহার বোধক তাহা তাহার লিঙ্গ; যেমন পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান স্থলে, ধূম বহ্নির লিঙ্গ। সেইরূপ যে সকল লিঙ্গ দেখিয়া বৈদিক বাক্যসমূহের তাৎপর্য্য জ্ঞান হয় তাহারা শ্রুতিতাৎপর্য্য লিঙ্গ। তাহারা সংখ্যায় ছয়টি। বেদান্তসারে ৯৭—১০৩ কণ্ডিকায় সেই ছয়টি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

এই ছয়টি লিঙ্গের জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপনিষৎ ভিন্ন কর্ম্মকাণ্ড বোধক বেদবাক্য-সমূহের তাৎপর্য্য নির্ণয়েও উপযোগিতা আছে। তাহা জৈমিনিকৃত দ্বাদশাধ্যায়িরূপ পূর্ব্বমীমাংসায় স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবোধক বেদবাক্যসমূহরূপ উপনিষদ্‌বৃন্দের অদ্বৈতব্রহ্মে তাৎপর্য্য নির্ণয়ে এই ছয়টি লিঙ্গের উপযোগিতা ভাষ্য-কার ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যানাবসরে ভাষ্যে নানা স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন। আনন্দ-গিরিও তত্ত্বালোক নামক গ্রন্থে এই ছয়টি লিঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপ-নিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের তাৎপর্য্য নির্ণয়রূপ উদাহরণ লইয়া এই ছয়টি লিঙ্গের অর্থ ও প্রয়োগ বেদান্তসারে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। [ম০ রা০ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "অনুভূতি প্রকাশের" শ্বেতকেতু বিদ্যাপ্রকাশ নামক তৃতীয়াধ্যায়ে সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের যে অনুবাদ প্রদত্ত হইবে তাহার সাহায্যে এই ষড়্‌লিঙ্গের উপ-যোগিতা সবিশেষ বোধগম্য হইবে]। (১) সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকে, সেই প্রকরণ প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ বস্তু, "সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম এব

অদ্বিতীয়ম্”—(২য় খণ্ড, ১)—হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল—এই উপক্রমে, জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। আবার উপসংহারে (৯ম খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে এবং ১০ম হইতে ১৬শ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে)—“ঐতদাত্ম্যম্ ইদম্ সর্ব্বম্”—এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক অর্থাৎ সেই সদ্রূপ আত্মস্বরূপ—এই বাক্যদ্বারা সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাই উপক্রমোপসংহারের একতারূপ প্রথম লিঙ্গ। যেমন নহবতের সানাই-বাদক সীবাডী সুরে বাদ্য আরম্ভ করে, মধ্যে মূর্চ্ছনাদি দ্বারা বিবিধ আলাপ করিয়া পরিশেষে সেই সুরেই উপসংহার করে এবং তদ্দ্বারা সেই সুরেই বাদনের তাৎপর্য্য জানায় ; সেইরূপ। উদাহৃত স্থলে উপক্রমোপসংহারের অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উল্লেখের মধ্যে সৃষ্টি প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইলেও সেই উপক্রমোপসংহারের এক-রূপতার বলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই সেই সৃষ্টি প্রতিপাদনের তাৎপর্য্য—ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে।

(২) প্রকরণ প্রতিপাদ্য স্তর সেই প্রকরণ মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস। যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে নবম খণ্ডের চতুর্থ মন্ত্রে এবং দশম হইতে. ষোড়শ খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে,—“তৎ ত্বম্ অসি”—তুমি হইতেছ তাহাই, এই বাক্য দ্বারা নয়বার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহাই অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ। যেমন ভিক্ষুক বা পণ্যবিক্রেতা, একই কথা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বার বার উল্লেখ করিয়া, সেই কথার তাৎপর্য্যে ভিক্ষালাভ বা পণ্য বিক্রয়ে নিজ প্রয়োজন বুঝায় সেই প্রকার শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দ্বারা নয়বার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধনে নিজ তাৎপর্য্য জানাইতেছেন।

(৩) প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তু সেই শাস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় হইলে অর্থাৎ অন্য প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞেয় হইলে, সেই প্রমাণান্তরাজ্ঞেয়ত্বাকে অপূর্ব্বতা নামক তৃতীয় লিঙ্গ বলে। যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপনিষদ্ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, (অথবা যেমন বৃহদারণ্য-কোপনিষদের ৩।৯।২৬ মন্ত্রে) তম্ ত্ব ঔপনিষদম্ পুরুষম্ পৃচ্ছামি—‘(হে শাকল্য) আমি তোমাকে সেই একমাত্র উপনিষদ্বিজ্ঞেয় (অশনাদি বর্জ্জিত) পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি’—এই শ্রুতিবচন দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপনিষদ্রূপ শব্দ-প্রমাণ ভিন্ন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়তারূপ অলৌকিকতা কথিত হইয়াছে, অথবা ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া আপনার ব্যবহার বিষয়ে অন্য প্রমাণের অপেক্ষা

রাখেন না। যেমন কোন পণ্যবিক্রেতা পণ্যবিশেষের অপূর্ব্বতা বা অন্যত্র অলভ্যতা বর্ণন করিলে, গ্রাহক দ্বারা তাহার ক্রয়করণেই তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় সেইরূপ শ্রুতিবাক্য যে অর্থের অপূর্ব্বতা বর্ণন করেন সেই অর্থেই তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়।

(৪) যে প্রকরণে যাহা প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণে তাহার বা তদনুষ্ঠানের শ্রূয়মাণ প্রয়োজনকে ফল নামক চতুর্থ লিঙ্গ বলে। যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে "আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদ" "তস্য তাবৎ এব চিরম্ যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে"—আচার্য্যবান্ বা সদ্গুরুসম্পন্ন লোকে জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ; তাঁহার মোক্ষলাভ করিতে সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয় ; তাহার পর দেহপাতের সঙ্গেই তিনি বিমুক্ত হইয়া যান—এই বাক্যদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের ফলে জন্মাদিরূপ অনর্থ-নিবৃত্তি এবং কৈবল্যপ্রাপ্তিরূপ ফল কথিত হইয়াছে। যেমন বিবিধ প্রকার অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সেই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করানই সেই সেই ফলশ্রুতির তাৎপর্য্য। এইরূপ উপনিষদেও সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জানিবার ফল বর্ণিত হইয়াছে ; সেই ব্রহ্মের জ্ঞানলাভেই তাহার তাৎপর্য্য।

(৫) শীঘ্র প্রবৃত্তির জন্য যে স্তুতি প্রভৃতির দ্বারা বিহিতার্থে প্রশংসা অথবা শীঘ্র নিবৃত্তির জন্য নিষিদ্ধার্থের নিন্দা তাহাই অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ। যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্রে—"উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষঃ যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি, অমতম্ মতম্ অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্"—(গুরুমুখ হইতে) যে উপদেশটি (অর্থাৎ ব্রহ্মোপদেশ) শুনিয়া মনন করিলে এবং যাহার তাৎপর্য্য অনুভব করিলে অপর যাহা কিছু অর্থাৎ কার্য্যরূপ জগদ্বিষয়ক অশ্রুত থাকে, তাহা শুনা কথার মত হইয়া যায়,—অচিন্তিত সকল বস্তুই চিন্তিতের মত হইয়া যায় এবং যাহা কিছু অবিজ্ঞাত ছিল, তাহা বিজ্ঞাত হইয়া যায়—সেই উপদেশটি কি তুমি আচার্য্যের নিকট চাহিয়াছিলে ?—এই বাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের স্তুতি করা হইয়াছে। ইহাই অর্থবাদরূপ পঞ্চম লিঙ্গ। যেমন কেহ অন্য পুরুষের নিকট অপর তৃতীয় পুরুষের প্রশংসা করিলে, সেই তৃতীয় পুরুষে গুরুমিত্রাদি ভাব স্থাপনেই তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের স্তুতিকারক শ্রুতিবাক্যের অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়।

(৬) প্রকরণ প্রতিপাদিত অর্থের সিদ্ধির জন্য দৃষ্টান্তাদিরূপ অনুকূল যুক্তির

নাম উপপত্তি, তাহাই ষষ্ঠ লিঙ্গ ; যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের—যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভনম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্—(ঘটাদির কারণরূপ) একটি মাত্র মৃৎপিণ্ডকে জানিলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ বুঝা যায় যে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যরূপ পদার্থ কেবল শব্দময় (শব্দ হইতে উৎপন্ন) নাম মাত্র,—এইরূপ আরও সুবর্ণাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা কার্য্যরূপ জগতের কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই অভেদ প্রতিপাদক দৃষ্টান্ত এস্থলে উপপত্তিরূপ ষষ্ঠ লিঙ্গ। যেমন লোকে যে অর্থের সিদ্ধির জন্য দৃষ্টান্তাদি যুক্তি প্রদর্শন করে সেই অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনই তাহার তাৎপর্য্য, সেইরূপ উপ নিষৎ-সমূহে অদ্বৈত ব্রহ্মপ্রতিপাদনের অনুকূল যে দৃষ্টান্তাদি কথিত হইয়াছে, অদ্বৈত-ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই তাহাদের তাৎপর্য্য।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

এই প্রকারে শ্রুতি ষড়্লিঙ্গের উদাহরণ ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায় অবলম্বন করিয়া বেদান্তসারে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ষড়্লিঙ্গরূপ যুক্তির প্রয়োগে অদ্বৈত-ব্রহ্মে যে সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। "বিদ্বন্মনো-রঞ্জিনী"কার বৃহদারণ্যকোপনিষদের তাৎপর্য্য এইরূপে নির্ণয় করিয়া দেখাইয়াছেন :—

প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থব্রাহ্মণের সপ্তম কণ্ডিকায় আছে—আত্মা ইতি এব উপাসীত ; অত্র হি এতে সর্ব্বে একম্ ভবন্তি—আত্মা বলিয়াই অর্থাৎ প্রাণাদিরূপ উপাধিকৃত ভেদ পরিত্যাগ করিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে। ইহাতেই (এই আত্মাতেই) উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহা হইল উপক্রম আর পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রথম কণ্ডিকায় "পূর্ণম্ অদঃ পূর্ণম্ ইদম পূর্ণাৎ পূর্ণম উদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণম আদায় পূর্ণম্ এব অবশিষ্যতে।" -"অদঃ"—ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ, এবং "ইদম্"—কার্য্যাত্মক ব্রহ্মও পূর্ণ। পূর্ণ জগৎ কার্য্যই পূর্ণ কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয়। অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ এই কার্য্যজগৎ তাহাতে বিলীন হইলে পর সেই পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাহার কোনও প্রকার বিকৃতি ঘটে না—ইহা হইল উপসংহার। আবার তৃতীয়াধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণের ২৬ কণ্ডিকায় এবং চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের ২২ কণ্ডিকায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণের ১৫ কণ্ডিকায় উল্লিখিত হইয়াছে—সঃ এষঃ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে, অশীর্য্যঃ নহি শীর্য্যতে,

অসঙ্গঃ নহি সজ্যতে, অসিতঃ ন ব্যথতে ন রিষ্যতি—প্রাণাদি সমস্ত জগৎ যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত মধুকাণ্ডে 'নেতি' 'নেতি' বলিয়া যাহার উল্লেখ রহিয়াছে সেই এই আত্মা অগৃহ্য—অগ্রাহ্য ; অতএব কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না, অশীর্য্য—শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এই কারণে শীর্ণ হয় না, অসঙ্গ—নির্লেপ, এইজন্য কোথাও আসক্ত হন না ; নিরবয়ব বলিয়া অসিত—আবদ্ধ ; এই হেতু কিছু দ্বারা ব্যথিত (আবদ্ধ) হন না, এবং কোনও প্রকারে হিংসিত হন না।—ইহাই অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ। আবার তৃতীয়াধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণের ২৬ কণ্ডিকায় আছে "তম্ তু ঔপনিষদম্ পৃচ্ছামি"—আমি তোমার নিকট সেই উপনিষদ্ অর্থাৎ একমাত্র উপনিষদেই যাহার তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, সেই পুরুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহার দ্বারা অপূর্ব্বতা রূপ তৃতীয় লিঙ্গ সূচিত হইয়াছে। আবার চতুর্থাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকায় আছে—অভয়ম্ বৈ জনক প্রাপ্তঃ অসি ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে জনক! তুমি অভয় (জন্মমরণাদি ভয় নিবারণ ব্রহ্ম) প্রাপ্ত হইয়াছ। চতুঃ ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ কণ্ডিকায় আছে "ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি"—(তিনি আপ্তকাম তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না, পরন্তু) তিনি ব্রহ্মস্বরূপই বটে, এইজন্য শেষে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি ফলরূপ চতুর্থ লিঙ্গ। আবার প্রথমাধ্যায়ের চতুঃ ব্রাহ্মণের দশম কণ্ডিকায় আছে—তৎ যঃ যঃ দেবানাম্ প্রত্যবুধ্যত সঃ এ তদভবৎ তথা ঋষীণাম্ তথা মনুষ্যাণাম্—দেব ঋষি ও মনুষ্যগণ মধ্যে যিনি যি ব্রহ্মকে বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন—ইত্যাদি অর্থবাদ নাম পঞ্চম লিঙ্গ। আবার দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের সপ্তম কণ্ডিকায় আছে—সঃ যথা দুন্দুভেঃ হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, দুন্দভেঃ তু গ্রহণে দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দে গৃহীতঃ—যেমন দুন্দুভি বাদ্য বাজাইলে, বাহিরের অ শব্দ গ্রহণ করা যায় না অর্থাৎ পৃথক্ বলিয়া ধরা যায় না, পরন্তু দুন্দুভির কি দুন্দুভি শব্দের গ্রহণে অন্য শব্দও গৃহীত হইয়া থাকে অর্থাৎ অপর যত শ তৎকালে থাকে তৎসমস্তই দুন্দুভিশব্দের সহিত মিলিত থাকিয়া তাহার সঙ্গে স শ্রুতিগোচর হয় তদ্রূপ। ইহা হইল উপপত্তি নামক ষষ্ঠ লিঙ্গ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

উক্ত উপনিষদের ব্রহ্মবল্লীর প্রথমানুবাকের প্রথম মন্ত্রের "ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্"—যিনি পরব্রহ্ম অবগত হন তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন—ইহা হইল উপক্রম ; ভৃগুবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের প্রথম মন্ত্রের "আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ"—

'মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বররূপ আনন্দকে কারণরূপে লক্ষিত বিশুদ্ধ আনন্দরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন'—ইহা হইল উপসংহার। আবার ব্রহ্মবল্লীর অষ্টমানুবাকের দ্বাদশমন্ত্রে আছে, (ভৃগুবল্লীর দশমানুবাকের ষষ্ঠ মন্ত্রেও আছে) যঃ চ অয়ম্ পুরুষে যঃ চ অয়ম্ আদিত্যে সঃ একঃ—গুহানিহিত বলিয়া বর্ণিত এই অপরোক্ষ প্রত্যগাত্মা যাহা ব্যষ্ট্যুপাধিপুরুষে বিদ্যমান তাহা, এবং যাহা বিদ্বৎপ্রত্যক্ষ লৌকিকানন্দের চরম সীমা বলিয়া মীমাংসিত মায়াবচ্ছিন্ন পরমানন্দাত্মা আদিত্যে অর্থাৎ সূত্রাত্মায় সমষ্টি লিঙ্গোপাধিতে বিদ্যমান এই দুইটি ভিন্ন প্রদেশস্থ ঘটাকাশ ও মঠাকাশে অবকাশ রূপে যেমন এক, সেইরূপ এক এবং বস্তুতঃ ভেদরহিত,—ইহা অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মবল্লীর প্রথমানুবাকের প্রথম মন্ত্রে আছে—যঃ বেদ নিহিতম্ গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্ সঃ অশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ—হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন;—ইহার দ্বারা অপূর্ব্বভাজন তৃতীয় লিঙ্গ সূচিত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তমানুবাকের প্রথম মন্ত্রে আছে—অভয়ম্ প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে, অথ সঃ অভয়ংগতো ভবতি—যেহেতু এই সাধক বিদ্যাবস্থায় এই ব্রহ্মে ভয়শূন্য হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আত্মভাব লাভ করেন, তদনন্তর (সেই হেতু) তিনি তখন ব্রহ্মবিজ্ঞ হইয়া অভয়ংগত বা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন—ইহা হইল ফলশ্রুতিরূপ চতুর্থ লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের প্রথম মন্ত্রে আছে—সঃ অকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়—সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন কি প্রকারে আমি বহু হই। ইহা হইল অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মবল্লীর ষষ্ঠানুবাকে আছে—অসন্ এব স ভবতি অসৎ ব্রহ্ম ইতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেৎ বেদ, সন্তম্ এনম্ ততঃ বিদুঃ॥ সর্ব্বব্যবহারের অতীত বলিয়া, যদি কেহ 'ব্রহ্ম নাই' এইরূপ মনে করে, সেই ব্যক্তি তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা 'অসৎ' অর্থাৎ পুরুষার্থ শূন্য হইয়া যায়, অথবা সে অশ্রদ্ধাহেতু নাস্তিক। সর্ব্ব দ্বৈতের অধিষ্ঠান বলিয়া সর্ব্বজগৎকর্ত্তা সর্ব্বলয়াধার ব্রহ্ম আছেন, যদি কেহ এইরূপ ব্রহ্মকে জানেন, ব্রহ্মবিদ্গণ তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপ পরমার্থ সদাত্মভাবাপন্ন বলিয়া জানেন—এই বচনটি এবং ব্রহ্মবল্লীর সপ্তমানুবাকের প্রথম মন্ত্র—কঃ হি এব অন্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যৎ এষঃ আকাশঃ আনন্দঃ ন স্যাৎ—যদি আকাশে পরম ব্যোমরূপ গুহায় নিহিত আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে (সংসারে) কে-ই বা অপান চেষ্টা করিত (নিঃশ্বাস ফেলিত) কে-ই বা প্রাণ চেষ্টা করিত (উচ্ছ্বাস লইত)? ইত্যাদি উপপত্তিরূপ ষষ্ঠ লিঙ্গ।

মুণ্ডকোপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম মন্ত্রের—"অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে"—যে পরবিদ্যা দ্বারা অক্ষরব্রহ্মকে লাভ করা যায় ইত্যাদি উপক্রম এবং দ্বিতীয় মুণ্ডকের একাদশ মন্ত্রে আছে ঃ—ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃতম্ পুরস্তাৎ—অগ্রে বিদ্যমান এই বস্তুজাত অবিনাশিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যাদি উপসংহার। প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ত্রয়োদশ মন্ত্রে—যেন অক্ষরম্ পুরুষম্ বেদ সত্য, প্রোবাচ তাম্ তত্ত্বতঃ ব্রহ্মবিদ্যাম্—যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ অদ্রেশ্যাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মরূপ পুরুষকে—পূর্ণ সত্যকে—ত্রিকালারাধ্যস্বরূপ পুরুষকে শিষ্য জানিতে পারে ; দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে তৎ এতৎ অক্ষরম্ ব্রহ্ম স প্রাণঃ—তোমার দৃষ্ট এই সর্ব্বাধারভূত স্মরণরহিত ব্রহ্ম প্রাণাদিরূপ; এবং তত্রত্য পঞ্চম মন্ত্রে "তম্ এব একম্ জানথ আত্মানম্" হে শিষ্যগণ, সেই আধারভূত এক সজাত্যাদি ভেদরহিত প্রত্যক্‌স্বরূপ আত্মাকে জান ইত্যাদি অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ। আবার তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের অষ্টম মন্ত্রে আছে—ন চক্ষুষা গৃহ্যতে ন অপি বাচা—আত্মস্বরূপকে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় না—এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া—"বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ" ইত্যাদি 'মহাবাক্যজনিত বিজ্ঞানের অর্থরূপ পরমাত্মাকে যাঁহারা সংশয় বিপর্য্যয় রহিত হইয়া জানিয়াছেন তাঁহারা লিঙ্গশরীর ভঙ্গরূপ চরম মরণ সময়ে উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইত্যাদি অর্থের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ মন্ত্র পর্য্যন্ত মন্ত্রসকল অপূর্ব্বতাসূচক তৃতীয় লিঙ্গ। আবার তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্র—তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়, নিরঞ্জনঃ পরমম সাম্যম্ উপৈতি—সেই জ্ঞান কালে আত্মজ্ঞানী শুভাশুভ কর্ম্ম, মূল সহিত বিসর্জ্জন দিয়া অবিদ্যা ক্লেশরহিত হইয়া নিরতিশয় নামরূপ রহিত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ; সেই মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের নবমমন্ত্র সঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমম্ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্ম এব ভবতি—যে কেহ নিঃসন্দেহ হইয়া সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান—ইত্যাদি ফলশ্রুতি ফলনামক চতুর্থ লিঙ্গ। আবার দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্রের—"যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ ভবন্তি সরূপাঃ তথা অক্ষরাৎ বিবিধাঃ সোম্যভাবা প্রজায়ন্তে তত্র চ এব অপি যন্তি—যেমন সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র তুল্য জ্যোতিঃস্বরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেই প্রকার হে প্রিয়দর্শন অক্ষর অর্থাৎ মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে নানা জীব উৎপত্তি লাভ করে—ইহাই হইল অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ। আবার প্রথম

মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্রে আছে—কস্মিন্ নু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতম্ ভবতি—হে ভগবন্! কোন্ বস্তুটিকে বিশেষরূপে জানিলে এই কার্য্যজাত সমস্তই বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানহেতু বিজ্ঞানপ্রদ যে একটি বস্তু তাহাই আমাকে বলুন—এস্থলে এই এক বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞারূপাদি উপপত্তিনামক ষষ্ঠ লিঙ্গ।

ঐতরেয়াদি উপনিষদে এবং বেদের অন্যান্য শাখায় এইরূপে উপক্রমাদি বুঝিয়া লইতে হইবে।

পঞ্চদশী

পরিশিষ্ট চ

[সপ্তম অধ্যায় (২২৩ পৃঃ) ১০২ শ্লোকের সহিত পঠিতব্য]

অদ্বৈত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচয়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতবাদের প্রধান পরিপোষক বলিয়া খ্যাত। তাঁহার সময় হইতেই অদ্বৈতবাদের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার পূর্ব্বেও বহু আচার্য্য এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। টঙ্ক, দ্রমিড় প্রভৃতির নামোল্লেখ তাঁহার ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদেরই মতবাদের পরিপুষ্টি করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতবাদ দ্বারা অদ্বৈতবাদ আক্রান্ত হইলে তিনি বহু গ্রন্থ, টীকা, ভাষ্যাদি রচনা করিয়া তৎসমুদয় বিরুদ্ধ মতের নিঃশেষে খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরবর্ত্তী কালেও বৌদ্ধ, জৈন, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, নৈয়ায়িক প্রভৃতি বিরুদ্ধ-মতবাদী বহু প্রথিতযশা মনীষী কর্ত্তৃক বার বার অদ্বৈতবাদ আক্রান্ত হইলে তৎ-সমুদয়ের খণ্ডনার্থে পুনঃ পুনঃ বিশিষ্ট বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী আচার্য্যবৃন্দের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহাদের রচিত অসংখ্য গ্রন্থ, টীকা, ভাষ্যাদিতে অদ্বৈত সাহিত্য

বিস্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। আধুনিক কালেও বহু বিজ্ঞ লেখকের অতি উ শ্রেণীর বিস্তর অদ্বৈত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ ও আধুনিক সমুদয় গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্ত্তাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। নি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় প্রধান প্রধান আচার্যে নাম ও গ্রন্থাদির নাম উল্লেখ করা হইল।

১। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস—মহাভারত, পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃ প্রণেতা। *

২। শুকদেব (ব্যাসদেবের পুত্র) শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বিবৃত করিয়াে বলিয়া কথিত হন।

৩। গৌড়পাদাচার্য্য, শুকদেবের শিষ্য, মাণ্ডূক্যকারিকা, সাংখ্যকারি ভাষ্য, শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

৪। গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদ।

৫। গোবিন্দপাদ শিষ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থাদি রচ করিয়া ইহার ধারাবাহিকরূপে বিস্তারের মূল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ব্র সূত্রভাষ্য, ঈশাদি দশোপনিষদ্‌ভাষ্য, গীতাভাষ্য, গৌড়পাদ কারিকাভা উপদেশসাহস্রী, বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, শারীরকভাষ্য, আত্মবোধ প্রভৃ ইঁহার অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

৬। শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদাচার্য্য—বিজয়াভিদণ্ডিনী, পঞ্চপাদিকা প্রভৃ ইঁহার গ্রন্থ।

৭। শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য-কৃত নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, স্বারাজ্যসিদ্ধি, বৃহদারণ্য ভাষ্য বার্ত্তিক প্রভৃতি।

৮। সুরেশ্বরাচার্য্য শিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির সংক্ষেপ শারীরক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

৯। সুরেশ্বরশিষ্য বোধঘনাচার্য্য কৃত তত্ত্বসিদ্ধি।

১০। বাচস্পতি মিশ্র (ত্রিলোচন শিষ্য)—ব্রহ্মসূত্রশাঙ্করভাষ্য টীক ভামতী প্রভৃতি প্রণেতা।

১১। প্রকাশাত্ম যতি (অনন্যানুভব শিষ্য)—পঞ্চপাদিকা বিবরণ এ প্রণেতা।

১২। শ্রীহর্ষাচার্য্যকৃত খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য প্রভৃতি গ্রন্থ।

১৩। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র যতি—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি।

* বেদান্তদর্শন, উত্তর-মীমাংসা, শারীরক সূত্র, ব্যাসসূত্র প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের নামান্তর।

১৪। চিদ্বিলাস বা অদ্বৈতানন্দ—শাঙ্করভাষ্য টীকা ব্রহ্মবিদ্যাভরণ।

১৫। অখণ্ডানন্দ সন্ন্যাসী কৃত বিবরণতত্ত্বদীপন।

১৬। আনন্দপূর্ণ বিদ্যাসাগর (অভয়ানন্দ শিষ্য)—খণ্ডনখণ্ডখাদ্য টীকা, পঞ্চপাদিকা টীকা, বিবরণ টীকা প্রভৃতি।

১৭। জ্ঞানোত্তমাচার্য্য বা গৌড়েশ্বরাচার্য্য—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি টীকা প্রভৃতি।

১৮। জ্ঞানোত্তমের শিষ্য চিৎসুখাচার্য্যকৃত বিবরণ-তাৎপর্য্যদীপিকা, প্রত্যকৃতত্ত্বদীপিকা বা চিৎসুখী প্রভৃতি।

১৯। শঙ্করানন্দকৃত সূত্রবৃত্তি, আত্মপুরাণ প্রভৃতি।

২০। ভারতীতীর্থ—বেদান্তদর্শনের অধিকরণ মালা প্রভৃতি।

২১। সায়নাচার্য্য—চতুর্ব্বেদভাষ্য, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ইত্যাদি।

২২। বিদ্যারণ্য—পঞ্চদশী, বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহ প্রভৃতি।

২৩। শ্রীধরস্বামী—গীতা ও ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

২৪। আনন্দগিরি স্বামীর—আনন্দগিরা নামক বহু টীকা আছে।

২৫। নৃসিংহাশ্রমকৃত—পঞ্চপাদিকাটীকা।

২৬। অমলানন্দস্বামী কৃত—কল্পতরু, শাস্ত্রদর্পণ প্রভৃতি।

২৭। অপ্পয্য দীক্ষিত—কল্পতরু পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচয়িতা।

২৮। রামাশ্রমকৃত—রত্নপ্রমাণক প্রভৃতি।

২৯। মধুসূদন স্বামী—অদ্বৈতসিদ্ধি, গীতার টীকা প্রভৃতি।

৩০। নারায়ণ ভট্টকৃত সূত্রবৃত্তি।

৩১। ভৈরবদত্ত পণ্ডিত—ব্রহ্মসূত্র তাৎপর্য্য।

৩২। রামানন্দ সরস্বতী কৃত—বিবরণোপন্যাস, ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী প্রভৃতি।

৩৩। গঙ্গাধরস্বামী কৃত—স্বারাজ্যসিদ্ধি।

৩৪। রঘুনাথ শাস্ত্রী—শঙ্করপাদভূষণ টীকা।

৩৫। অনূপনারায়ণ কৃত—সমঞ্জসা।

৩৬। অন্নম্ভট্ট কৃত—মিতাক্ষরা।

৩৭। জ্ঞানেন্দ্রস্বামী কৃত—ব্রহ্মসূত্রার্থ প্রকাশিকা।

৩৮। নাগেশ কৃত—ব্রহ্মসূত্রেন্দুশেখর।

৩৯। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী কৃত—বেদান্তসূত্রমুক্তাবলি।

৪০। ভবদেব কৃত—সূত্রবৃত্তি।

৪১। রঙ্গনাথ কৃত—বিদ্বজ্জনমনোহরা।

৪২। স্বয়ং প্রকাশানন্দকৃত—বেদান্তবচন ভূষণ।

৪৩। জগন্নাথ যতি কৃত—ভাষ্যদীপিকা।

এতদ্ব্যতীত নীলকণ্ঠ সুরি, নরহরি, ধনপতি সুরি প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতদের অতি উপাদেয় বহু গ্রন্থ ও টীকা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান সময়েও অনেক বিশিষ্ট বৈদান্তিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু গ্রন্থ, নিবন্ধ, টীকা ও ভাষ্যাদি রচনা করিয়া অদ্বৈত সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন।

—ঃ০ঃ—

পঞ্চদশী

পরিশিষ্ট ছ

জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা ও তজ্জনিত কর্ত্তব্য নিঃশেষতা বিষয়ক নিশ্চয়— "বোধসারে" (পৃঃ ৫৭৬) 'জ্ঞানিগজগর্জ্জন' নামক প্রবন্ধের ৩৫ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৭।২৬৬ শ্লোকের টীকায় উদ্ধৃত শ্লোকের অর্থ ঃ—

(জ্ঞেয়রূপ বিষয় এবং তদুপাদান অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে বলিয়া) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সর্ব্বত্র স্ফুরণ হইতেছে। (সেইরূপ স্ফুরণ বশতঃ আপনাকে, আরোপিত জীব ঈশ্বর ও জগতের অধিষ্ঠানরূপে অনুভব করিতেছি এবং অনারোপিত স্বরূপ আত্মায়) করস্থিত বদরী ফলের ন্যায় সাক্ষাদ্‌ভাবে অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ অনুভূত হওয়ায় আমার কিছুই কর্ত্তব্য অবশিষ্ট নাই—(আমি "প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য" হইয়াছি, জীবন্মুক্তি বিবেকের বঙ্গানুবাদের ৩৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যেহেতু বিষয়সমূহের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হওয়ায় আমার চিত্ত হইতে বাসনার চিহ্নসকল বিধৌত হইয়া গিয়াছে (আমার বাসনাক্ষয় সাধনের প্রয়োজন নাই, জী, বি, ৩০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। চিত্ত নষ্ট হইয়া যাওয়ায়—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হওয়ায়—(মনো-নাশের জন্য যোগাদি সাধনের প্রয়োজন নাই।) সকল বিষয়ে বিরসতা উৎপন্ন

হওয়ায় (বৈরাগ্য সাধনের প্রয়োজন নাই)। কর্ম্মপাশসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় (সন্ন্যাসাদির প্রয়োজন নাই)। ভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় (দ্বৈত নিরাসেরও প্রয়োজন নাই)। (সকল সুখ ব্রহ্মসুখের অন্তর্ভূত বলিয়া এবং) সেই সুখ পাইয়াছি বলিয়া (সুখ সাধনের প্রয়োজন নাই); কল্পনাকে—আত্মায় অনাত্মারোপ বুদ্ধিকে—দূরে ফেলিয়াছি বলিয়া (কল্পনা ত্যাগের প্রয়োজন নাই)—অতঃপর যদি বল আমার কর্ত্তব্য শেষ রহিয়াছে তবে জিজ্ঞাসা করি সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান স্বার্থে অথবা পরার্থে ? যদি বল 'স্বার্থে' তবে জিজ্ঞাসা করি ঐহিক ফলের জন্য অথবা পারত্রিক ফলের জন্য ? যদি বল ঐহিক ফলের জন্য, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি শরীর রক্ষার্থ অথবা পুত্রশিষ্যাদিরূপ কুটুম্ব পোষণার্থ অথবা লীলার জন্য ? শরীর রক্ষণার্থ হইতে পারে না—কেননা আচার্য্যপাদ বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে ২৮০ শ্লোকে বলিতেছেন—"প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ। ধৈর্য্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥" প্রারব্ধই দেহকে পোষণ করে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে স্থির করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যত্নের সহিত আত্মায় দেহাদির অধ্যাস দূর কর, এবং বিষ্ণুভাগবতে শ্রীশুক বলিতেছেন —(২।২।৩) অতঃ কবিনামসু যাবদর্থঃ স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ। সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ ॥ (সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মফল ত্যাগ করিলে সদ্য দেহপাত হইবার সম্ভাবনা) এইহেতু জ্ঞানী, যে পরিমাণ ভোগ্য স্বীকার করিলে দেহনির্ব্বাহরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাতেও অনাসক্ত হইয়া এবং তাহাও সুখকর নহে, এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত হইয়া (তাহার অর্জ্জনে পরিশ্রম দেখিয়া তাহার জন্য) যত্ন করিবেন না, কেননা তাহা অন্য প্রকারে অপূর্ব্ব কল্পিত ভিক্ষা প্রতিগ্রহাদির দ্বারাও সিদ্ধ হয়। পুত্রাদি কুটুম্ব পোষণার্থও নহে, কেননা শ্রুতি (বৃহদা উঃ ৩।৫।১) বলিতেছেন—ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হইয়া পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অর্থাৎ পুত্রবিত্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্য (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন। পুত্রাদি পরিগ্রহ নাই বলিয়া তজ্জন্য কর্ম্মও অসম্ভব। লীলার জন্যও নহে, কেননা জ্ঞানী "আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ" (মুণ্ডক ৩।১।৪), অন্যত্র তিনি রতি প্রাপ্ত হন না।

যদি বল পারত্রিক ফলের জন্য, তবে জিজ্ঞাসা করি স্বর্গার্থে বা অপবর্গার্থে অথবা আত্মশোধনার্থে। জ্ঞানী "পর্য্যাপ্তকাম কৃতাত্মা (মুণ্ডক ৩।২।২), তাঁহাতে "সর্ব্বকাম" বিলীন হইয়া গিয়াছে, বলিয়া স্বর্গ কামনা অসম্ভব। অপবর্গার্থে নহে,

কেননা কর্ম্ম অপবর্গসাধন নহে। ("ন কর্ম্মণা" ইত্যাদি কৈবল্য উ, ২ ; মহা না-উঃ ১০।৫) যদি বল আত্মশোধনার্থে, তবে জিজ্ঞাস্য—'আত্মা' বলিতে বুঝিব কি ? চিত্ত, অথবা আত্মা (আত্মচৈতন্য)। শরীর শোধন অসম্ভব, কেননা শুক্র-শোণিতোপাদানক ও মলমূত্র পূর্ণ বলিয়া ইহা সদাই অশুদ্ধ। চিত্তশোধন জ্ঞানীর নিষ্প্রয়োজন, শুদ্ধচিত্ত হইয়াই জ্ঞানী হইয়াছেন ; "যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ" (মুণ্ডক উঃ, ৩।২।৬) আর আত্মচৈতন্য স্বভাবতঃ শুদ্ধ, "অস্নাবিরং শুদ্ধম্" (ঈশাবাস্য উ, ৮) এবং নিরবয়ব বলিয়া শুদ্ধির অযোগ্য।

যদি বল জ্ঞানীর কর্ম্মানুষ্ঠান পরার্থে, তবে জিজ্ঞাসা করি সেই জ্ঞানী অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন অথবা পরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন ? অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন হইলে সন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থ ? অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসীর পরার্থে কর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্ভব নহে, কেননা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই এবং তিনি সসাধন সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন ; আর যিনি ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিজ্ঞান লাভ করিয়া স্বাত্মারাম হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে যে ছয়টি প্রবৃত্তির বীজ অর্থাৎ (১) বর্ণাশ্রমাদিতে "আমি আমার" অভিমান, (২) প্রপঞ্চে সত্যতা বুদ্ধি, (৩) অর্থিতা বা ইচ্ছা সম্পন্নতা, (৪) কর্ত্তব্যতা বুদ্ধি, (৫) অকারণে প্রত্যবায়ভয় এবং (৬) শাস্ত্রভয়, ইহাদের মূল সহিত, তাঁহার মুখে আনিবার (উচ্চারণ করিবার) সম্ভাবনা নাই, কেননা তিনি আত্মাতিরিক্ত কিছুই দেখেন না—যেহেতু তিনি সর্ব্বভূতস্থ ও সর্ব্বাত্মা। এই কথা মুণ্ডকশ্রুতি (৩।১।৪) এইরূপে বলিয়াছেন—"প্রাণো হ্যেষঃ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি, বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী"—এই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর যিনি সর্ব্ব-ভূতোপলক্ষিত হইয়া প্রকাশমান, 'তিনিই আমি', এইরূপ যিনি অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে আত্মাতিরিক্ত বস্তুর কথন অসম্ভব।

আবার অপরোক্ষ জ্ঞানী গৃহস্থের লোকের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নহে ; তাহার কারণ এই সহস্র সহস্র জন্মে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মপুঞ্জের পরিপাক বশতঃ এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ বশতঃ সর্ব্বদৃশ্যের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় পূর্ব্বক, 'ব্রহ্মই আমি' এই প্রকার, ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিজ্ঞান প্রতিবন্ধ রহিত হইয়া যখন উৎপন্ন হয়, তখন গৃহস্থও যাজ্ঞবল্ক্যাদির ন্যায় এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থিত হন এবং আমি ও আমার এইরূপ ব্যবহারের যোগ্যতা রহিত হইয়া যান, কেননা অনাত্ম দেহাদিতে অহম্ভাব এবং অন্য পদার্থে মমভাব এই যে দুই প্রকার ক্ষুদ্রতা সংসার ব্যবহারের কারণ, সেই দুইটি ভূমার (ব্রহ্মের) ও আত্মার একতা বিজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি আর সংসার ব্যবহারে সমর্থ থাকেন না। 'ব্রহ্মই

আমি' এইরূপ বিজ্ঞান এবং 'আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমার' এইরূপ বুদ্ধি আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া একাধারে থাকিতে পারে না। সেইহেতু ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা যাঁহার হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞের সংসরণ বা আমি আমার বুদ্ধি সংঘটন সম্ভব হয় না। এইহেতু গৃহস্থ বিদ্বান্ সংসার হইতে ব্যুত্থিতই হন এবং যতদিন না তাঁহার ব্যুত্থান হয়, ততদিন তাঁহার সেই অব্যুত্থান্ তাঁহার অজ্ঞানের এবং অজ্ঞান কার্য্যগ্রস্ততার পরিচায়ক হয়।

পঞ্চদশী

পরিশিষ্ট জ্

তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে বৃত্তির লক্ষণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"শাব্দবোধহেতু-পদার্থোপস্থিত্যনুকূলঃ পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ"—পদ ও পদার্থের যে সম্বন্ধ শাব্দ বোধের হেতু পদার্থের উপস্থিতির অর্থাৎ স্মরণের অনুকূল, সেই সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে। ইহার অপর নাম পদবৃত্তি। তাহা সাধারণতঃ দুই প্রকারেরই হইয়া থাকে—যথা শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি। কেহ কেহ নিরূঢ়লক্ষণা নামে তৃতীয় বৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা কার্য্যতঃ লক্ষণারই প্রকার ভেদ। এই দুই বৃত্তির জ্ঞান বাক্যার্থের জ্ঞানের কারণ এবং আকাঙ্ক্ষা জ্ঞান, যোগ্যতা জ্ঞান, তাৎপর্য্য জ্ঞান ও আসত্তি এই চারিটি তাহার সহকারী।

(১) আকাঙ্ক্ষা—'যস্য পদস্য যেন পদেন বিনা অন্বয়বোধজনকত্বং নাস্তি, তস্য পদস্য তেন পদেন সমভিব্যাহারঃ আকাঙ্ক্ষা' (তর্ককৌমুদী)—কোনও পদ যে পদ বিনা অন্বয়ের বোধ উৎপাদন করিতে না পারিয়া সেই পদের সহিত একত্র উচ্চারিত হইবার অপেক্ষা রাখে, তাহার সেই অপেক্ষাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন 'গাম্' (গরুটিকে) এই পদে অন্বয়বোধকতা উৎপাদনের জন্য, 'আনয়', 'পশ্য', 'স্পৃশ' ইত্যাদি কোনও পদের সহিত একত্র উচ্চারিত হইবার অপেক্ষা আছে; সেই অপেক্ষার নাম আকাঙ্ক্ষা।

(২) যোগ্যতা—অর্থাবাধঃ (তর্কসংগ্রহঃ) বা "অবাধিতার্থকত্বম্" (গদাধর অবচ্ছেদবাদ)—যেমন 'জল দ্বারা স্থলে সেচন করিতেছে' এস্থলে অর্থের বাধা হয় না কিন্তু 'অগ্নির দ্বারা সেচন করিতেছে' বলিলে অর্থের বাধা হয়।

(৩) তাৎপর্য্য—'ইদম্ এতস্মিন্ অর্থে অস্য অন্বয়ম্ প্রত্যায়য়তু ইতি প্রযোক্তুঃ ইচ্ছা'—(ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী)। এই পদ এই অর্থে ইহার অন্বয় বা সম্বন্ধ বুঝিবে, বাক্য প্রয়োগ কর্ত্তার এইরূপ ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা লৌকিক বাক্যে "সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা। অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ। সামর্থ্যমৌচিতী দেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ॥ শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষ-স্মৃতিহেতবঃ॥" (ভর্ত্তৃহরি)—এইগুলির বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। বৈদিক বাক্যে কিন্তু—"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥"—(অগ্রে ঙ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।) পাকশালারূপ দেশে "সৈন্ধবমানয়" বলিলে সৈন্ধব শব্দে লবণ বুঝায়; যুদ্ধক্ষেত্ররূপ দেশে সিন্ধু-দেশীয় অশ্ব বুঝিতে হয়।

আসত্তি—'যৎপদার্থেন সহ যৎপদার্থস্য অন্বয়ঃ অপেক্ষিতঃ তয়োঃ অব্যবধানেন উপস্থিতিঃ' (ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)। যে পদের অর্থের সহিত যে পদের অন্বয় অপেক্ষিত সেই দুই পদের সমীপতা বা অনন্তর স্মৃতির নাম 'আসত্তি' অথবা "বৃত্ত্যা—(শক্তিলক্ষণান্যতরসম্বন্ধেন) পদজন্যপদার্থোপস্থিতিঃ" (ন্যায়-সিদ্ধান্তমঞ্জরী) বা "পদানামবিলম্বেনোচ্চারণম্" (তর্কসংগ্রহ)—যোগ্য পদের শক্তিবৃত্তি বা লক্ষণাবৃত্তিরূপ সম্বন্ধ বশতঃ অন্তরায়রহিত পদসমূহের অর্থের স্মৃতির নাম আসত্তি। যেমন 'গাম্ আনয়'—এই দুই পদের সমীপতা অর্থাৎ শক্তি-বৃত্তিবশতঃ 'গরুকে' এবং 'আন'—এই দুই পদের অন্তরায়রহিত স্মৃতি। এইগুলির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা তাৎপর্য্যজ্ঞান এবং আসত্তির জ্ঞান বা আসত্তি লৌকিক বৈদিক সকল বাক্যার্থের বোধের কারণ। এই চারিটি বিনা বাক্যার্থের বোধ হইতেই পারে না।

—:০:—